কাপিলাশ্রমীয়

পাতঞ্জল যোগদর্শন

কাপিলাশ্রমীয়

পাতঞ্জল যোগদর্শন

(সূত্র, ব্যাসভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, ভাষাটীকা, যোগভাষ্যটীকা ভাস্বতী ও সাংখ্যতত্ত্বালোক আদি সাংখ্যীয় প্রকরণমালা সমন্বিত)

● পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ ●

"ন হি কিঞ্চিদপূর্বমত্র বাচ্যং ন চ সংগ্রন্থনকৌশলং মমাস্তি।
অতএব ন মে পরার্থচিন্তা স্বমনো বাসয়িতুং কৃতং ময়েদম্।
অথ মৎসমধাতুরেব পশ্যেদপরোঽপ্যেনমতোঽপি সার্থকোঽয়ম্॥"

সাংখ্যযোগাচার্য

শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত

এবং

শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্য

ও

রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর, এম. এ., পি-এইচ্. ডি.

সম্পাদিত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

PATAÑJAL YOGADARŚAN

By Sāṁkhya-yogāchārya Śrimad Hariharānanda Āranya

ষষ্ঠ সংস্করণ

“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত”

প্রকাশকাল :
এপ্রিল, ১৯৮৮

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন, নবম তল
৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
সিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস
৫বি, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : প্রদীপ সাহা

মূল্য : আশি টাকা

Published by Shri Shibnath Chattopadhyay, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the centrally sponsored scheme of production of books & literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

পর্ষদের ভূমিকা

পাতঞ্জল যোগদর্শন গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের লগ্ন থেকেই বিদ্বৎ-সমাজে সমাদৃত। পরবর্তী সংস্করণগুলোর নতুন তথ্য এবং ভাবনাচিন্তার আলোকে যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক সংযোজন ঘটেছে তা একদিকে যেমন গ্রন্থটিকে মূল্যবান করেছে তেমনি এ-র কলেবরও বাড়িয়েছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশিত শেষ পঞ্চম সংস্করণটি দীর্ঘদিন নিঃশেষিত। বইটির চাহিদার কথা ভেবে ইংরাজী ও হিন্দীতে সমগ্র গ্রন্থটির অংশ বিশেষ অনুদিত হয়েছে কয়েকটি সংস্করণে। অবশ্য মূল গ্রন্থটি দীর্ঘদিন ধরেই দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কাপিল মঠ কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতায় গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে স্বভাবতই আমরা গৌরবান্বিত। এই সুযোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং কাপিলমঠ কর্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের কাছেও আমরা ঋণী।

শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৯৫

সম্পাদকের নিবেদন

পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের সুযোগ্য শিষ্য ও উত্তর-সাধক স্বামী ধর্মমেঘ আরণ্য গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত সংশোধন করেছেন। অনেক দুর্বোধ্য জটিল অংশ বিশদ করে দিয়ে সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য করা ছাড়া প্রয়োজনবোধে নতুন কিছু কিছু অংশ যোগও করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় গ্রন্থটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারলেন না—বইটি ছাপাকালীন ১৩৯২ সালের ৫ই কার্তিক মহানবমীর দিন তাঁর দেহান্ত ঘটে।

ব্যক্তিগত জীবনে স্বামী ধর্মমেঘ আরণ্য ছিলেন সাংখ্য-যোগের মূর্ত প্রতীক। লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অগোচরে নিভৃতে আধ্যাত্মিক সাধনেই তিনি ব্যাপৃত থাকতেন। মুমুক্ষু জিজ্ঞাসুদের সাধন-পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা ছাড়া তাঁর বাহ্যকর্ম বলতে ছিল আচার্য স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যের লেখা গ্রন্থাবলীর সংরক্ষণ। আচার্যের কোনও বই নিঃশেষ হয়ে যাবার আগে যাতে তার নতুন সংশোধিত বা প্রয়োজনবোধে, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত, সংস্করণ নির্ভুলভাবে ছেপে বার হয় সেদিকে ছিল তাঁর সদা সতর্ক দৃষ্টি। বিশেষতঃ এই যোগদর্শন গ্রন্থটিই ছিল তাঁর প্রাণ। এর প্রতিটি সংস্করণ তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে দেখে সংশোধন করে নিজে প্রেস-কপি তৈরী করে দিতেন, এবারেও তাই করেছেন। যোগদর্শনের ইংরাজি ও হিন্দী অনুবাদ (যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও দিল্লীর মোতীলাল বানারসীদাস কর্তৃক প্রকাশিত) যে দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছে, তার মূলেও ছিল তাঁর শুভ প্রচেষ্টা ও পবিত্র অনুপ্রেরণা।

এর আগের (পঞ্চম) সংস্করণে স্বামী ধর্মমেঘ আরণ্য তাঁর নিজের লেখা 'ত্রিগুণ ত্রৈগুণিক' নিবন্ধটি সম্পাদকীয় প্রকরণ হিসাবে যোগ করেছিলেন। এবারে তাঁর ভাষণ অবলম্বনে লেখা 'সংসার-চক্র ও মোক্ষধর্ম' ও 'বাহ্যমূল' নামে দুটি ছোট নিবন্ধ যুক্ত হয়েছে। শ্রদ্ধালু পাঠক প্রথমটিতে কর্মতত্ত্বের একটি গূঢ় প্রহেলিকার সমাধান পাবেন। দ্বিতীয়টিতে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের মতবাদের সঙ্গে সাংখ্যীয় তত্ত্বের সামঞ্জস্য অতি সংক্ষেপে বলা আছে।

আগের কয়েকটি সংস্করণই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছিলেন। নানা কারণে তাঁদের পক্ষে বর্তমান সংস্করণের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, বিশেষতঃ পর্ষদের তৎকালীন কর্ণধার শ্রীদিব্যেন্দু হোতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি নিয়ে এই মহৎ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করায় এবং তাঁর দুই উত্তরসূরী, শ্রীলাডলীমোহন রায়চৌধুরী ও শ্রীশিবনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় তাঁরা বাংলাভাষাভাষী আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসু পাঠক মাত্রের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

কাপিল মঠ
১৩৯৫ সাল
ইংরাজী ১৯৮৮

স্বামী ভাস্কর আরণ্য

পঞ্চম সংস্করণের সম্পাদকীয় নিবেদন

স্বর্গত পূজনীয় গ্রন্থকারের কয়েকখানি পত্রে এবং সাক্ষাতে ভাষিত উপদেশে যেসব সূক্ষ্ম দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সন্ধান পরে পাওয়া গিয়াছে তদনুযায়ী অতীব যত্নপূর্বক এবং সাবধানতাসহকারে এই সংস্করণের বহু স্থল মার্জিত ও বিশদীকৃত হইয়াছে এবং নূতন কয়েকটি বিষয়ও বিস্তৃত ভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অনেক স্থলে কঠিন এবং অপ্রচলিত শব্দের অর্থও দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে ভারতীয় দর্শনরাজ্যে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা নূতন আবিষ্কৃত পুঁথিদৃষ্টে মাদ্রাজ হইতে (Madras Government Oriental Series) ইংরাজী ১৯৫২ সালে 'শ্রীগোবিন্দভগবৎ পূজ্যপাদ শিষ্য পরিব্রাজকাচার্যশঙ্কর'-প্রণীত 'ভাষ্যবিবরণম্' নামক পাতঞ্জল ব্যাসভাষ্যের টীকার প্রকাশন। এই টীকাকে উহার সম্পাদক পণ্ডিতদ্বয় এক সুদীর্ঘ ভূমিকায় শারীরক-ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের রচিত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু যিনি অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক তিনি যে যোগভাষ্যের টীকা রচনা করিবেন এবং তাহার কয়েক স্থলে পুরুষবহুত্ব বাদ সমর্থন করিবেন (পুরুষাণাং নানাত্বং সিদ্ধম্ ২।২২) তাহা মনে হয় না। উহার ভাষাও শারীরকের তুলনায় যেন কিছু লঘু বলিয়া প্রতীত হয়। আবার বেদান্তভাষ্যে ব্যবহৃত শঙ্করের কয়েকটি প্রিয় বাক্যও এই টীকাতে উদ্ধৃত পাওয়া যায়। যেমন, 'যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্' 'প্রধান-মল্লনির্বহণন্যায়ঃ' ইত্যাদি। অনেক স্থলে বাচস্পতি মিশ্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যার সহিত বিশেষ অমিলও দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় পাদের ৪৭ সূত্রের অনন্ত সমাপত্তির অর্থে মিশ্র ও ভিক্ষু উভয়েই, সহস্রফণী অনন্তনাগ বুঝাইয়াছেন, ইহা অসঙ্গত। কিন্তু ইনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা তদপেক্ষা যুক্তিযুক্ত এবং ইহার টীকা মুদ্রিত হওয়ার বহুপূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থস্থ আচার্য স্বামীজির ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত।

শঙ্করাচার্য ছিলেন সাংখ্যকারিকার ভাষ্যরচয়িতা গৌড়পাদাচার্যের প্রশিষ্য। যদি এই 'বিবরণ' টীকা যথার্থই তাঁহার রচিত হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তিনি প্রথম বয়সে পাতঞ্জলেরই অনুরক্ত ছিলেন পরে মতের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। অথবা, আত্মসাক্ষাৎকারেচ্ছু-গণের পক্ষে যোগসাধন অপরিত্যাজ্য বলিয়া আত্মবিদ্ বৈদান্তিক তিনি সাধনগ্রন্থরূপে পাতঞ্জলকেও স্বীকারপূর্বক সমাদর করিয়াছেন। তত্ত্বের দৃষ্টিতে পুরুষের একত্ব কিংবা বহুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও পরমার্থ সাধনে উভয় পক্ষেরই আদর্শ উপনিষদুক্ত একাত্মপ্রত্যয়সার ব্রহ্ম। বস্তুতঃ বেদান্তভাষ্যে তিনি অন্যান্য মত যেরূপ তীব্র ভাষায় খণ্ডিত করিয়াছেন পাতঞ্জল-মত সম্বন্ধে সেরূপ ভাষা কোথাও ব্যবহার করেন নাই। বেদান্তসূত্রের ২।১।৩ ভাষ্যে উহার মৃদু সমালোচনা করিলেও নানা শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া যোগমত যে শ্রুতিসঙ্গত তাহা খ্যাপিত করিয়াছেন এবং যোগের সাধনাংশ যে অতীব সমীচীন তাহা প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিতই স্বীকার করিয়াছেন, যথা, বেদান্তভাষ্য, ১।৩।৩৩।

এই সংস্করণে প্রকরণমালার সর্বশেষে 'ত্রিগুণ ও ত্রৈগুণিক' নামক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ

সংযুক্ত হইয়াছে, আশা করা যায় এ বিষয় বুঝিতে উহা পাঠকদের সহায়ক হইবে। গ্রন্থে উদ্ধৃত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের অল্প কয়েকটি উক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহাদের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত বলিয়া আকর গ্রন্থের উল্লেখ নাই।

উপসংহারে, গ্রন্থকার পূজ্যপাদ আচার্য স্বামীজির পরিচয়স্বরূপ এক সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখার জন্য বহু অনুরোধ আসিলেও তদ্বিষয়ে তাঁহার যে নিষেধ আছে তাহা স্মরণ করিয়া বিরত হইতে হইল। তাঁহার এক গ্রন্থে আছে, 'মহাপুরুষদের ভক্তগণের জন্যই আমরা তাঁহাদের যথাযথ বিবরণ পাই না··· ···যাহা নিজেরা সত্য ও উপযুক্ত মনে করেন তাহাই বলেন এবং মহাপুরুষদের মুখ দিয়া বলান'। তাঁহার নিজের জীবনচরিত লেখা সম্বন্ধে শুধু কথায় নহে, লিখিত পত্রেও তিনি নিষেধ করিয়াছেন— 'জীবনচরিতের দিক দিয়াও যেও না, কেবল কতকগুলি অতিরঞ্জিত কথা থাকে'। কিন্তু তাঁহার তাপস জীবন তিনি নিজেই এরূপ প্রভায় মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন যে তাহাকে আর অতিরঞ্জন করার অবকাশ তত ছিল না, তথাপি জীবনীর যথেষ্ট উপাদান হাতে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ঐ সুস্পষ্ট নির্দেশ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে।

সুমহান্ অন্তরের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ স্বরচিত পারমার্থিক গ্রন্থমালাই তাঁহার অপূর্ব আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচায়ক হইয়া চিরমাহাত্ম্য খ্যাপিত করিতে থাকিবে।

কাপিল মঠ
১৩৭৩ সাল
ইংরাজী ১৯৬৬

ধর্মমেঘ আরণ্য

সমগ্র সূচী

মঙ্গলাচরণ

ওঁ নমোঽবিদ্যাবিহীনায় হ্যস্মিতাবহিতায় চ।
রাগদ্বেষ-প্রহীণায় নির্ভয়ায় নমো নমঃ ॥ ১ ॥
সমাহিতায় শান্তায় নিঃসঙ্গায় নিরাশিষে।
আত্মানং জানতে সম্যক্ স্বস্থায় চ নমো নমঃ ॥ ২ ॥
সংস্থিতস্ত্বয়ি বাহ্যাত্মা ত্বমস্তরাত্মনি স্থিতঃ।
বিতর্কবিহীনে হার্দে আকাশে মে মহীয়তাম্ ॥ ৩ ॥
ত্বয়ি মে সর্বম্ ওম্ ওম্ ওম্ আত্মনি মে ত্বম্ ওম্ ওম্ ওম্।
স্মারয় স্মারয় ওম্ ওম্ ওম্ চিত্তং শাময় শাময় ওম্ ॥ ৪ ॥
স্মরাণি সোঽহম্ ওম্ ওম্ ওম্ শান্তং চিন্ময়ম্ ওম্ মাম্ ওম্।
ত্বৎস্থং কেবলম্ ওম্ ওম্ ওম্ স্মরাণি শুদ্ধম্ ওম্ মাম্ ওম্ ॥ ৫ ॥

—০—

অবিদ্যা অস্মিতা ভয় রাগ দ্বেষ যাঁর
অন্তরে বিহীন সদা তাঁরে নমস্কার। ১।
নিরাশী নির্লিপ্ত দেব শান্ত সমাহিত
নমো নম সদা যিনি স্বরূপেই স্থিত। ২।
তোমাতে সংস্থিত দেহ, অন্তরেও প্রতিষ্ঠিত
চিন্তাহীন হৃদাকাশে থাক তুমি বিরাজিত। ৩।
তোমাতে আমার সব ওম্ ওম্ ওম্
মমান্তরে তুমি দেব ওম্ ওম্ ওম্।
স্মরিয়া স্মরিয়া সদা ওম্ ওম্ ওম্
হোক শান্ত মম চিত্ত ওম্ ওম্ ওম্। ৪।
শান্ত শুদ্ধ চিতিরূপ ওম্ ওম্ ওম্
আপন স্বরূপ স্মরি ওম্ ওম্ ওম্।
তোমাতে সুস্থিত শুদ্ধ ওম্ ওম্ ওম্
স্মরি মোর আত্মরূপ ওম্ ওম্ ওম্। ৫।

যোগদর্শন-সম্বন্ধীয় প্রচলিত গ্রন্থ

যোগদর্শনের যেসব প্রাচীন ও এই গ্রন্থকারবিরচিত সংস্কৃত ব্যাখ্যান গ্রন্থ আছে তাহার তালিকা দেওয়া হইল, উহার অধিকাংশই প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থসকল যথা—

(১) ব্যাসকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য
(২) বাচস্পতি মিশ্র-কৃত তত্ত্ববৈশারদী নাম্নী ভাষ্যটীকা
(৩) বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত যোগবার্ত্তিক নামক ভাষ্যটীকা
(৪) গ্রন্থকার-কৃত ভাস্বতী নাম্নী ভাষ্যটীকা
(৫) রাঘবানন্দ-কৃত পাতঞ্জলরহস্য
(৬) গ্রন্থকার-কৃত সটীকা যোগকারিকা
(৭) নাগেশভট্ট-রচিত সূত্রভাষ্যবৃত্তিব্যাখ্যা
(৮) অনন্ত-রচিত যোগসূত্রার্থ চন্দ্রিকা বা যোগচন্দ্রিকা
(৯) আনন্দশিষ্য-রচিত যোগসুধাকর (বৃত্তি)
(১০) উদয়শঙ্কর-রচিত যোগবৃত্তিসংগ্রহ
(১১) উমাপতি ত্রিপাঠী-কৃত যোগসূত্র-বৃত্তি
(১২) গণেশ দীক্ষিত-কৃত পাতঞ্জলবৃত্তি
(১৩) জ্ঞানানন্দ-কৃত যোগসূত্রবিবৃতি
(১৪) নারায়ণ ভিক্ষু বা নারায়ণেন্দ্র সরস্বতী-কৃত যোগসূত্রগূঢ়ার্থদ্যোতিকা
(১৫) ভবদেব-কৃত পাতঞ্জলীয়াভিনবভাষ্য
(১৬) ভবদেব-কৃত যোগসূত্রবৃত্তিটিপ্পন
(১৭) ভোজরাজ-কৃত রাজমার্ত্তণ্ডাখ্যবিবৃতি বা ভোজবৃত্তি
(১৮) মহাদেব-প্রণীত যোগসূত্রবৃত্তি
(১৯) রামানন্দ সরস্বতী-কৃত যোগমণিপ্রভা
(২০) রামানুজ-কৃত যোগসূত্র-ভাষ্য
(২১) বৃন্দাবন শুক্ল-রচিত যোগসূত্রবৃত্তি
(২২) শিবশঙ্কর-কৃত যোগবৃত্তি
(২৩) সদাশিব-রচিত পাতঞ্জলসূত্রবৃত্তি
(২৪) শ্রীধরানন্দ যতি-কৃত পাতঞ্জলরহস্যপ্রকাশ
(২৫) পাতঞ্জল আর্য্যা
(২৬) নারায়ণ তীর্থ-বিরচিত যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা ও সূত্রার্থবোধিনী
(২৭) শঙ্করভগবৎপাদ-প্রণীত পাতঞ্জল-যোগসূত্র-ভাষ্য-বিবরণম্ (নবপ্রকাশিত প্রাচীন ভাষ্য)

কাপিলাশ্রমীয়

পাতঞ্জল যোগদর্শন

ভূমিকা

ভূমিকা

ভারতীয় মোক্ষদর্শন

পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস যে বহুকাল হইতে আছে এই সত্য ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা সম্যক্ অবগত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঐ সত্য জানিলেও উহার সহিত কল্পনা যোগ করিয়া উহার অনেক অপব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আর, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সংকীর্ণ সংস্কারবশে খৃষ্ট-পূর্ব দুই তিন হাজার বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যের জন্ম এইরূপ কল্পনা করার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ফলে, কালসম্বন্ধে পৌরাণিকদের অসম্ভব ভূরি কল্পনাও যেমন দুষ্য, পাশ্চাত্যদের সংকীর্ণ কল্পনাও সেইরূপ দুষ্য। সত্যানুসন্ধিৎসুদের সংস্কৃত সাহিত্যের কালসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কতকটা অনির্ণেয় (open question) রাখাই যুক্তিযুক্ত।* যথাযথ কালনির্দেশ না হইলেও বৈদিক ও স্মারসিক সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা দেখিয়া পৌর্বাপর্য নির্দেশ করা যাইতে পারে। তবে সর্বস্থলে ইহাও খাটে না, কারণ প্রাচীন ভাষার অনুকরণে অনেক আধুনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যেও অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত অংশ দেখা যায়।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণস্বরূপ বেদের মধ্যে তিন চারি প্রকার ভাষা দেখা যায়। তন্মধ্যে ঋক্ বা মন্ত্রসকল যজুস্ অপেক্ষা প্রায়শঃ প্রাচীন। মন্ত্রের মধ্যেও প্রাচীন, অপ্রাচীন এবং মধ্যম অংশসকল আছে, বাহুল্যভয়ে এ বিষয় উদাহৃত হইল না। দার্শনিক মতেরও পৌর্বাপর্য ঐরূপে নির্ণীত হইতে পারে।

যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মহাভারতের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। বেদ তাঁহাদের বহু পূর্ব হইতে আছে, বিশেষতঃ বেদের মন্ত্রভাগ যে তাঁহাদের বহু পূর্বেকার তদ্বিষয়ে সংশয় করিবার কোনও হেতু নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যে ঐ সব ব্যক্তির আখ্যান থাকাতে ঐ ঐ বেদাংশ পরে রচিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, "এতেন হ বা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ তুরঃ কাবষেয়ঃ জনমেজয়ং পারীক্ষিতমভিষিষেচ" ইত্যাদি। (৮পঃ।২১) অর্থাৎ কবষপুত্র তুর এই ঐন্দ্র মহাভিষেক অনুষ্ঠানের দ্বারা পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের অভিষেক করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে যথা, "এতেন হেন্দ্রোতো দৈবাপঃ শৌনকঃ জনমেজয়ং পারীক্ষিতং যাজয়াঞ্চকার" ইত্যাদি। (১৩।৫।৪।১) অর্থাৎ ইন্দ্রোতো দৈবাপ শৌনক পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের (অশ্বমেধ) যজ্ঞে যাজন করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেবকীনন্দন কৃষ্ণের বিষয় আছে দেখা যায়।

* মোক্ষমূলর বলেন, "All this is very discouraging to students accustomed to chronological accuracy, but it has always seemed to me far better to acknowledge our poverty and the utter absence of historical dates in the literary history of India, than to build up systems after systems which collapse at the first breath of criticism or scepticism." *The Six Systems of Indian Philosophy*, p. 120.

কিন্তু ঐ সকল বেদাঙ্গের সমস্তাংশ যুধিষ্ঠিরাদির পরে রচিত বিবেচনা করা অপেক্ষা ঐ ঐ অংশ পরে প্রক্ষিপ্ত এইরূপ মনে করাও সঙ্গত। "চতুর্বিংশতি-সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্। উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ ভারতমুচ্যতে বুধৈঃ॥" মহাভারতোক্ত (আদিপর্ব) এই বচন হইতে জানা যায় যে, পূর্বে ব্যাস চব্বিশ হাজার মাত্র শ্লোকময় ভারত রচনা করেন। কিন্তু ক্রমে যেমন তাহাতে লক্ষাধিক শ্লোক জমিয়াছে, সেইরূপ বহুসহস্র বৎসর কণ্ঠে কণ্ঠে থাকিয়া ও নানা প্রতিভাশালী আচার্যের দ্বারা অধ্যাপিত হইয়া বেদাংশসকল যে প্রক্ষিপ্ত ভাগের দ্বারা বর্ধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা সমধিক ন্যায্য (মহাভারতের প্রথম রচনার নাম জয়, পরে ভারত ও তাহার পরে মহাভারত হইয়াছে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে—আদিপর্ব ৬২।২০)। বিশেষতঃ ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি নামের ব্যক্তিরা যে একাধিক ছিলেন, তাহাও নিশ্চয়। শ্রুতির আখ্যায়িকার যাজ্ঞবল্ক্য এবং শতপথ ব্রাহ্মণের সংগ্রাহক যাজ্ঞবল্ক্য যে বিভিন্ন ব্যক্তি, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণের সংগ্রাহক কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণেই অনেক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ব্যক্তির সংবাদ দেখা যায়। পতঞ্জলি নামের শাস্ত্রকারও একাধিকসংখ্যক ছিলেন। বস্তুতঃ পতঞ্জলি বা পতঞ্চল একটি বংশ-নাম, ইহা বৃহদারণ্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একজন পতঞ্জলি ইলাবৃতবর্ষের বা ভারতের উত্তরস্থ হিমবৎ-প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, আর মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে ভারতের মধ্যদেশবাসী ছিলেন তাহা মহাভাষ্য-পাঠে অনুমিত হইতে পারে। লোহশাস্ত্রকার একজন পতঞ্জলিও ছিলেন।

এইরূপে নানাকালে নানা অংশ প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে এবং এক নামের নানা ব্যক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কালে শাস্ত্র প্রণীত হওয়াতে কোন গ্রন্থের পৌর্বাপর্য নিঃসংশয়রূপে নির্ণীত হইতে পারে না। তাহা বিচার করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যও নহে। আমরা ইহাতে কেবল ধর্মমতের বিশেষতঃ মোক্ষধর্মমতের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণামের বিষয় বিচার করিব।

হিন্দুধর্মের প্রকৃত নাম আর্ষধর্ম। মনু বলিয়াছেন, "আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ।" বৌদ্ধেরাও সনাতন ধর্মকে ইসিমত বা ঋষিমত বলিতেন এবং জটী ও সন্ন্যাসীদের ঋষি-প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত বলিতেন। হিন্দুধর্মের মূল যে বেদ তাহা সব ঋষিবাক্য। যাঁহারা বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা বা রচয়িতা তাঁহারাই ঋষি। ঋষিরা সাধারণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হন না। যাঁহাদের অলৌকিক শক্তি থাকিত, তাঁহারাই ঋষিযুগে ঋষি হইতেন। ঋষি শব্দ প্রাচীনকালে অতিপূজ্যার্থে ব্যবহৃত হইত, তাহাতে বৌদ্ধেরাও বুদ্ধকে 'মহেসি' বা মহর্ষি বলেন। ফলে সেই যুগে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ঋষি হইতেন, স্ত্রী-শূদ্রেরাও ঋষি হইয়া গিয়াছেন।

ঋষিপ্রণীত বা ঋষিদৃষ্ট শাস্ত্রই বেদ। কেহ কেহ বলেন, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, বেদে কিন্তু ইহার কিছু প্রমাণ নাই। অন্যেরা বলেন, "ঈশ্বর-প্রণীত হইলে বেদ পৌরুষেয় হয়, অতএব বেদ ঈশ্বর-প্রণীত নহে।" আধুনিক বৈদান্তিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বর হইতে 'নিশ্বসিতবৎ' উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা ঈশ্বরজাত হইলেও পৌরুষেয় নহে, কারণ, নিশ্বাস পৌরুষেয় ক্রিয়া বলিয়া ধর্তব্য নহে। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০) এই শ্রুতি হইতে বৈদান্তিকেরা উক্ত কাল্পনিক ব্যাখ্যা স্থাপিত করেন। বস্তুতঃ ঐ শ্রুতি রূপক অর্থেই সঙ্গত হয়। যাহা কিছু আত্মজ্ঞান লোকে পাইয়াছে, তাহা যেন

সেই অন্তর্যামীর নিশ্বাসের মত। এইরূপ অর্থই এস্থলে সঙ্গত, নচেৎ ঈশ্বর নিশ্বাস ফেলিলেন, আর সব বেদাদি শাস্ত্র হইয়া গেল, এইরূপ কল্পনা নিতান্ত অযুক্ত ও বালোচিত।

বেদকে ঋষিদৃষ্ট বলার আর এক ব্যাখ্যা আছে। তন্মতে বেদ নিত্য-কাল হইতে আছে, ঋষিরা তাহা দেখিয়া অনাদিকাল হইতে প্রচলিত সেই পদ্য ও গদ্যসকল প্রকাশ করিয়াছেন। এই সব মতের অবশ্য শ্রৌত প্রমাণ নাই। "অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত" ইত্যাদি বৈদিক শব্দাবলী যে অনাদিকাল হইতে আছে, ইহা অবশ্য নিতান্ত অযুক্ত কল্পনা। ঋষিরা অলৌকিক দৃষ্টিবলে সত্যসকল আবিষ্কার করিয়া প্রচলিত ভাষায় শ্লোকাদি রচনা করিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন এই মতই এ বিষয়ে সমীচীন মত।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলেন বেদ অসভ্য মনুষ্যের গীত। ইহাও অযুক্ত কুসংস্কার। বস্তুতঃ সমগ্র বেদে যে সব ধর্মচিন্তা আছে, এখনকার সুসভ্য মনুষ্যেরা তদপেক্ষা কিছুই উন্নত চিন্তা করে না। আর পরমার্থ সম্বন্ধে বেদে যে উন্নত চিন্তা ও সত্যসকল আছে, পাশ্চাত্য সভ্য মনুষ্যদের তাহার নিকটবর্তী হইতে এখনও অনেক দেরি। ঈশ্বর, পরলোক, নির্বাণ-মুক্তি প্রভৃতির বিষয়ে বেদে যে সব কথা আছে, তদপেক্ষা উন্নত চিন্তা মনুষ্যেরা এ অবধি করিতে পারে নাই। মায়ার্স, লজ (F. W. H. Myers, Sir Oliver Lodge) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বর্তমান কালে পরলোক-সম্বন্ধে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলেন, তাহাও বেদোক্ত মতের অন্তর্গত।

উপনিষদে আছে, "ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে" (ঈশ ১০)—যিনি ইহা বলিয়াছেন, তিনি অন্য কোন ধীর ঋষির নিকট শুনিয়া তবে ঐ শ্লোক রচনা করিয়াছেন। অতএব শ্রুতিরই প্রমাণে শ্রুতি মনুষ্যের দ্বারা রচিত। যাঁহাদের দ্বারা শ্রুতি রচিত তাঁহারাই ঋষি। ঋষিসকল দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিধর্মের ঋষি ও নিবৃত্তিধর্মের ঋষি। কর্মকাণ্ডের যাঁহারা প্রবর্তয়িতা এবং কর্মকাণ্ড-সম্বন্ধীয় মন্ত্রের যাঁহারা দ্রষ্টা বা রচয়িতা, তাঁহারা প্রবৃত্তিধর্মের ঋষি। "ইদং নমঃ ঋষিভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ" ইত্যাদি বেদমন্ত্রের ঋষিরাই প্রবৃত্তিধর্মের পথিকৃৎ ঋষি। (বেদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে গীতার ঐরূপ অভিমত ২।৪২-৪৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

আর যাঁহারা মোক্ষপথ সাক্ষাৎকার করিয়া তাহার প্রবর্তনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা নিবৃত্তিধর্মের ঋষি। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যে যে মোক্ষধর্মবিষয়ক অংশ আছে, তাহার দ্রষ্টা রাজর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ নিবৃত্তিধর্মের ঋষি। যেমন বাগ্‌-আম্ভৃণী, জনক, অজাতশত্রু, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি। পরমর্ষি কপিল মোক্ষধর্মের প্রধান ঋষি ইহা প্রাচীন ভারতের ধর্মযুগে প্রখ্যাত ছিল। যথা মহাভারতে, "ঋষীণামাহুরেকং যং কামাদবসিতং নৃষু·· যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্"।

যোগধর্মে সিদ্ধ ঋষিগণ, যাঁহাদের প্রবর্তিত ধর্মের দ্বারা অদ্যাবধি জগতের অধিকাংশ মানব ধর্মাচরণ করিয়া সুখশান্তি লাভ করিতেছে, তাঁহারা যে বিশ্বসম্বন্ধীয় সম্যগ্‌দর্শনরূপ জ্ঞান-স্তূপ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বহির্দৃষ্টি, সভ্যম্মন্য, পণ্ডিতগণ পিপীলকের ন্যায় তাহার তলদেশে বিচরণ করিতেছেন।

ধর্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিধর্ম ও নিবৃত্তিধর্ম বা মোক্ষধর্ম। যে ধর্মের দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে অধিকতর সুখলাভ হয় তাহাই প্রবৃত্তিধর্ম, আর যাহার দ্বারা নির্বাণ বা শান্তিলাভ হয় তাহা নিবৃত্তি-ধর্ম। নিবৃত্তিধর্ম ভারতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রবৃত্তিধর্ম পৃথ্বীর সর্বত্রই আছে।

প্রবৃত্তিধর্মের মূল এই দুইটি আচরণ—(১) ঈশ্বর বা মহাপুরুষের অর্চনা ও (২) দান, পরোপকার, মৈত্রী আদি পুণ্যকর্মাচরণ। ইহার মধ্যে অর্চনার প্রণালী আবার মূলতঃ এই—স্তুতি এবং সজ্জা, ধূপ, দীপ ও আহার্যরূপ বলি বা উপহার। বৈদিক যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমস্ত প্রবৃত্তিধর্মের মধ্যেই এই সকল মূল আচরণ দেখা যায়। কর্মকাণ্ডের (ritual-এর) প্রণালী নানারূপ হইতে পারে কিন্তু ঐ সকল মূল আচরণ সর্বধর্মে সমান। বৈদিককালে অগ্নিতে বলি আহুতি দিয়া দেবতার অর্চনা করা হইত এবং তৎসহ দানাদি করা হইত এবং সোমাদি আহার্য নিবেদিত হইত। য়িহুদীরাও পশুমাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেবতার অর্চনা করিত। খৃষ্টানদের sacrament এবং আহার্যের উপর grace পাঠও আহার্যবলি, মুসলমানদের কোরবান এবং নেয়াজও আহার্যবলি।

ঐ প্রকার প্রবৃত্তিধর্মের দ্বারা স্বর্গে গমন হয়, ইহা বেদে দেখা যায়, "যত্র জ্যোতিরজস্রং··· ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ" ইত্যাদি বেদমন্ত্রে উহা উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান আদিরাও ঐরূপ কর্মের ঐরূপ ফলে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

পরকাল বা স্বর্গ ও নরক-সম্বন্ধীয় সত্য জানিতে হইলে অলৌকিক দৃষ্টি চাই। আমাদের ঋষিরা এবং খৃষ্টানাদির ধর্মোপদেষ্টারা (prophet-রা) অলৌকিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। ধর্মাচরণ করিতে গেলে মানবকে এক-প্রকার-না-একপ্রকার কর্মকাণ্ডপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। ঋষিরা যাগযজ্ঞরূপ এবং খৃষ্টান-মুসলমানাদিরাও এক-একরূপ পূজা পদ্ধতি (ritual) অবলম্বন করিয়া ধর্মাচরণ করিয়াছেন ও করেন। কিন্তু সর্বত্র অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ধর্মের প্রবর্তয়িতা মহাপুরুষের অর্চনা এবং দানাদিকর্ম এইগুলি সাধারণরূপে পাওয়া যায়। আর্ষ প্রবৃত্তিধর্ম যে কত বৎসর হইতে আবিষ্কৃত হইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পাশ্চাত্যরা আপাতকালের মোহে মুগ্ধবুদ্ধিতে অনুমান করিয়া যাহা আন্দাজ করেন তাহা সংকীর্ণ কল্পনা ব্যতীত আর কিছু নহে।

নিবৃত্তিধর্মের দুই প্রধান সম্প্রদায়—আর্ষ ও অনার্ষ। আর্ষ সম্প্রদায় সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি, অনার্ষ সম্প্রদায় বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি। যদিও আর্ষ সম্প্রদায় সর্বমূল তথাপি বৌদ্ধাদিরা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্তককে মূল মনে করাতে তাহাদের অনার্ষ বলা যায়।

নিবৃত্তিধর্মের মূল মত ও চর্যা এই—পুণ্যের দ্বারা স্বর্গলাভ হইলেও স্বর্গলাভ অচিরস্থায়ী, কারণ তাহাতেও জন্মপরম্পরার নিবৃত্তি হয় না। সম্যক্ দর্শন জন্মপরম্পরার বা সংসারের নিবৃত্তির হেতু। যোগ অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্যরূপ সমাধি এবং বৈরাগ্য সম্যক্ দর্শনের বা প্রজ্ঞার হেতু, তাহার দ্বারা দুঃখমূল অবিদ্যার নাশ হয়, সুতরাং দুঃখময় সংসারের নিবৃত্তি হয়।

সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সমস্ত নিবৃত্তিধর্মবাদীর এই মত। অবশ্য প্রবৃত্তিধর্মবাদীদের যেরূপ কর্মপদ্ধতির ভেদ আছে, সেইরূপ নিবৃত্তিবাদীদের সম্যগ্‌ দর্শন এবং সম্যগ্‌ যোগেও ভেদ আছে। আর্ষ সম্প্রদায়ের নিবৃত্তিবাদীদের মধ্যে, আত্মজ্ঞান এবং অনাত্মবিষয়ে বৈরাগ্য এই দুই ধর্ম সাধারণ। বৌদ্ধেরা কেবল বৈরাগ্যবাদী, জৈনেরা এবং বৈরুবাদিরা বৈরাগ্য এবং এক-এক প্রকার আত্মজ্ঞানবাদী।

নির্গুণ ও সগুণ ভেদে আত্মজ্ঞান দ্বিবিধ। সাংখ্যেরা নির্গুণ পুরুষবাদী, বৈদান্তিকদের আত্মা নির্গুণ ও সগুণ (ঐশ্বর্যসম্পন্ন) দুই-ই, তার্কিকদের আত্মা সগুণ। কিন্তু সর্বমতেই যোগ অর্থাৎ অভ্যাসবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তিরোধ, আত্মসাক্ষাৎকারের ও শাশ্বতী শান্তির উপায়।

বৌদ্ধমতে আত্মজ্ঞানের পরিবর্তে অনাত্মজ্ঞান অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধরূপ আত্মা শূন্য এইরূপ জ্ঞানই

সম্যক্ দর্শন। তৎপূর্বক তৃষ্ণাশূন্যতা বা বৈবাগ্যই নির্বাণ। জৈনেবাও বলেন বৈবাগ্যপূর্বক সমাধিবিশেষ তাঁহাদেব মোক্ষ। বৈষ্ণবদেব মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীবাও বৈবাগ্য এবং সমাধিকে মোক্ষোপায বিবেচনা কবেন।

শ্রুতিতে আত্মা পবমা গতি বলিযা কথিত হয। বস্তুতঃ প্রাচীন ঋষিবা পবম পদার্থকে বহুশঃ 'আত্মা' নামে ব্যবহাব কবিতেন। ঋষিবা ইন্দ্রাদি দেবতাদেব এবং প্রজাপতি হিবণ্যগর্ভ নামক সগুণ ঈশ্ববেব উপাসনা কবিতেন। হিবণ্যগর্ভদেবই কালক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন নামে ত্রিধা বিভক্ত হইযাছেন। ব্রহ্মাণ্ডাধীশ প্রজাপতি হিবণ্যগর্ভেব অপব নাম অক্ষব আত্মা, তিনি ঐশ্বর্যসম্পন্ন, সুতবাং সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী। "হিবণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিবেক আসীৎ" ইত্যাদি ঋকে তিনি স্তুত হইযাছেন।

প্রজাপতি হিবণ্যগর্ভ বা অক্ষব আত্মা ব্যতীত নির্গুণ পুরুষও শ্রুতিতে আছেন, তিনি "অক্ষবাৎ পবতঃ পবঃ" ইত্যাদি রূপে কথিত হইযাছেন। তিনি ঐশ্বর্যনির্মুক্ত সুতবাং তাঁহাকে সর্বজ্ঞ, সর্ব-ব্যাপী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত কবা যায না।

আত্মাকে অক্ষব পুরুষস্বরূপ জ্ঞান এবং নির্গুণ পুরুষস্বরূপ জ্ঞান এই উভয প্রকাব জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। তন্মধ্যে নির্গুণ পুরুষরূপ আত্মা সাংখ্যসম্মত। বৈদান্তিকেবা আত্মাকে ঈশ্ববও বলেন, আবাব নির্গুণও বলেন। সাংখ্যমতে (এবং ন্যায-বৈশেষিক-বৈষ্ণবাদিমতে) পুরুষ বহু। সাংখ্য-মতে পুরুষ স্বরূপতঃ নির্গুণ, স্ব স্ব অন্তঃকবণেব বিশুদ্ধি অনুসাবে পুরুষগণ ঈশ্বব বা অনীশ্বব হন। বেদান্তমতে পুরুষ এক, মাযাব দ্বাবা তিনি ঈশ্বব ও জীব হন। নির্গুণ পুরুষেব মধ্যে মাযা কিরূপে আসে বৈদান্তিকেবা তাহা বুঝান নাই।

সগুণ (অর্থাৎ ঈশ্ববতাযুক্ত বা সত্ত্বগুণপ্রধান) এবং নির্গুণ আত্মজ্ঞানেব আবির্ভাবকাল পর্যালোচনা কবিলে দেখা যায যে প্রথমে সগুণ আত্মজ্ঞান ঋষি-সমাজে আবির্ভূত হইযাছিল। যাগযজ্ঞাদি প্রবৃত্তিধর্মেব আচবণ সর্বপ্রথম। তৎপবে সগুণ আত্মজ্ঞানেব দ্রষ্টা কোন কোন ঋষি প্রাদুর্ভূত হন, বাগাম্ভৃণী ঋষি ইহাব উদাহবণ। "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চবাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ" ইত্যাদি ঋকে উক্ত ঋষি সার্বজ্ঞ্য-সর্বব্যাপিত্বাদি ঐশ্বর্যযুক্ত সগুণ আত্মজ্ঞানেব প্রকাশ কবিযাছেন। বেদেব সংহিতা-ভাগে আবও অনেক স্থলে ঐরূপ আত্মজ্ঞান দেখা যায।

পবে পবমর্ষি কপিল নির্গুণ আত্মজ্ঞান আবিষ্কাব কবেন। তাহা ক্রমশঃ ঋষি-যুগেব মনীষী ঋষিগণেব মধ্যে প্রচাবিত হইযা শ্রুতিতে প্রবিষ্ট হইযাছে। সংহিতা অপেক্ষা উপনিষদেই উহা স্পষ্টতঃ দেখা যায। মহাভাবত তৎসম্বন্ধে বলেন, "জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু বাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে। যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুবাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নবেন্দ্র॥" (শান্তিপর্ব)। অর্থাৎ হে নবেন্দ্র! যে মহৎ জ্ঞান মহৎ ব্যক্তিদেব মধ্যে, বেদসকলে, সাংখ্যসম্প্রদাযে ও যোগসম্প্রদাযে দেখা যায এবং পুবাণেও যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায তাহা সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিযাছে।

অতএব পবমর্ষি আদিবিদ্বান্ কপিলেব আবিষ্কৃত নির্গুণ পুরুষ উপনিষদেও দেখা যায। "ইন্দ্রিযেভ্যঃ পবা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পবং মনঃ। মনসস্তু পবা বুদ্ধির্বুদ্ধেবাত্মা মহান্ পবঃ। মহতঃ পবমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পবঃ।" (কঠ) ইত্যাদি শ্রুতিতে সাংখ্যীয সুমহৎ নির্গুণ আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইযাছে। বর্তমান শ্রুতিসকল বৈদান্তিকদেব অনেকাংশে অনুকূল হওযাতে লুপ্ত হয নাই, কাবণ প্রায হাজাব দেড় হাজাব বৎসব ব্যাপিযা বৈদান্তিকদেবই প্রভাব। কিন্তু তাহাতে অনেক

সাংখ্যানুকূল শ্রুতি লুপ্ত হইয়াছে। যোগভাষ্যকার এমন শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায় না যেমন, "প্রধানস্যাত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিরিতি শ্রুতেঃ"। এই শ্রুতি কাললুপ্ত শাখাস্থিত। ভারত বলেন, "অমূর্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্তিরিতি শ্রুতিঃ" (শান্তিপর্ব)। প্রচলিত কয়েকখানি শ্রুতিগ্রন্থে সগুণ এবং নির্গুণ আত্মজ্ঞান উভয়ই নির্বিশেষে উক্ত থাকাতে তাহাদের ভেদ করিতে না পারিয়া অনেক অবিশেষদর্শী ব্যক্তি বিভ্রান্ত হন।

অতএব জানা গেল যে প্রথমে কর্মকাণ্ডের উদ্ভব, তৎপরে সগুণ আত্মজ্ঞান, তৎপরে সাংখ্যীয় নির্গুণ পুরুষজ্ঞান, এইরূপ ক্রমে সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। মহর্ষি পঞ্চশিখ যে সাংখ্য-দর্শন প্রণয়ন করেন, যাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে এবং যাহার কিয়দংশমাত্র যোগভাষ্যে উদ্ধৃত হওয়াতে অলুপ্ত আছে, তাহাতে আছে, "আদিবিদ্বান্ নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ"। ইহাই নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিবিষয়ক সমীচীন বাক্য। ইহা পৌরাণিকের কাব্যময় কাল্পনিক আখ্যায়িকা নহে কিন্তু দার্শনিকের ঐতিহাসিক বাক্য।

পরমর্ষি কপিলের আবির্ভাবের পর ভারতে ধর্মযুগ প্রবর্তিত হইয়াছিল। মোক্ষধর্মের সুলভা-জনক-সংবাদে আছে, "অথ ধর্মযুগে তস্মিন্ যোগধর্মমনুষ্ঠিতা। মহীমনুচচারৈকা সুলভা নাম ভিক্ষুকী॥" (শান্তিপর্ব)। এই ধর্মযুগের অনুস্মৃতি হইতে শেষে পৌরাণিক সত্যযুগ কল্পিত হইয়াছে। সেই ধর্মযুগে মিথিলায় ব্রহ্মবিদ্যার অতিশয় চর্চা ছিল। জনকবংশীয় জনদেব, ধর্মধ্বজ, করাল প্রভৃতি নৃপতিগণ সকলেই আত্মজ্ঞ ছিলেন। তৎকালে মহর্ষি পঞ্চশিখ সন্ন্যাস লইয়া বিদেহাদি দেশে বিচরণ করিতেন। মহারাজ জনদেব জনক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এদিকে কাশীরাজ অজাতশত্রুও আত্মজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু মিথিলার এইরূপ খ্যাতি ছিল যে বিবিদিষু ও বিদ্বান্ ব্যক্তিরা প্রায়ই বিদেহরাজ্যে যাইতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।১) অজাতশত্রু বলিতেছেন, "জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি"। অর্থাৎ আত্মবিদ্যার জন্য 'জনক জনক' বলিয়া লোকে মিথিলায় দৌড়ায়।

ঐ ধর্মযুগে মহর্ষি পঞ্চশিখ পরমর্ষি কপিলের উপদেশ অবলম্বন করিয়া সাংখ্যসূত্র প্রণয়ন করেন। মোক্ষধর্মের মনন বা যুক্তিপূর্বক নিশ্চয় করার জন্যই মোক্ষদর্শন। 'ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন, "পৃথিবীর মধ্যে সাংখ্যদর্শনই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দর্শন।"* ইহা সর্বথা সত্য। মহর্ষি পঞ্চশিখের সেই গ্রন্থ অধুনা সম্পূর্ণ না পাইলেও তাহার যাহা অবশিষ্ট আছে তদ্দ্বারা সমগ্র সাংখ্যের জ্ঞান হয়। বিশেষতঃ সাংখ্যকারিকাতে সাংখ্যের প্রায় সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে। সাংখ্য যুক্তিপূর্ণ দর্শন বলিয়া উহা আদিবক্তার কথার উপর তত নির্ভর করে না তজ্জন্য সাংখ্যের মূলগ্রন্থ না থাকিলেও ক্ষতি নাই। প্রচলিত ষড়ধ্যায় সাংখ্যদর্শন প্রাচীন অট্টালিকার ন্যায় †। তাহা যেমন সময়ে সময়ে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন আকার ধারণ করে,

* The Samkhya philosophy—the first closely reasoned system of mental philosophy known in the world —*A History of Civilization in Ancient India* (স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, "There is no philosophy in the world that is not indebted to Kapila." *A Study of the Samkhya Philosophy.* —সম্পাদক)।

† "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" সাংখ্যদর্শনের এই সূত্রটি বোধিচর্যাবতার-পঞ্জিকায় উদ্ধৃত দেখা যায়। ঐ পুস্তক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে (বোধ হয় অনেক পূর্বে) রচিত। কারণ নেপালে প্রাপ্ত যে পুঁথি দৃষ্টে উহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা নেপালী সালের ১৯৮ অব্দের বা ১০৭৭ খৃষ্টাব্দের পুরাতন পুঁথি।

কিন্তু ভিত্তি আদি অনেক অংশ তাহার ঠিক থাকে, ষড়ধ্যায় সাংখ্যদর্শনও সেইরূপ। কারিকা ও সাংখ্যদর্শন ব্যতীত তত্ত্বসমাস বা কাপিলসূত্র নামে যে গ্রন্থ আছে তাহাকে অনেকে প্রাচীন মনে করেন। মোক্ষমূলর তাহাতে কয়েকটা অপ্রচলিত পারিভাষিক শব্দ দেখিয়া তাহাকে প্রাচীন মনে করিয়া গিয়াছেন। উহা কিছু প্রাচীন হইলেও অধিক প্রাচীন নহে। উহার টীকা অতি আধুনিক। অপ্রচলিত পারিভাষিক শব্দ উহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে না, কিন্তু আধুনিকত্বই প্রমাণ করে। অর্থাৎ পারিভাষিক শব্দ প্রাচীন সুতরাং প্রসিদ্ধ হইলে প্রচলিত থাকিত, তাহা যখন নাই তখন নূতন পারিভাষিক শব্দ অপ্রাচীনতার পরিচায়ক।

প্রাচীন ভারতে মুমুক্ষুসম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্য ও যোগ এই দুই সম্প্রদায় বহুকাল প্রচলিত ছিল। সগুণ আত্মজ্ঞান আবির্ভূত হইলে অবশ্য তৎসহ যোগও আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কারণ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা সমাধি ব্যতীত কোন প্রকার আত্মজ্ঞান সাধ্য নহে। নির্গুণ জ্ঞান আবিষ্কৃত হইলে যোগও তদনুরূপে সংস্কৃত হইয়াছিল। পরমর্ষি কপিল হইতে যেমন নির্গুণ আত্মজ্ঞান প্রবর্তিত হইয়াছে সেইরূপ নির্গুণ পুরুষ-প্রাপক যোগও প্রবর্তিত হইয়াছে। উদর ও পৃষ্ঠ যেমন অবিনাভাবী, সাংখ্য এবং যোগও সেইরূপ। তাই প্রাচীন শাস্ত্রে সাংখ্য ও যোগকে একই দেখিবার জন্য ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। যাঁহারা কেবল তত্ত্বনিদিধ্যাসন করিয়া এবং বৈরাগ্যাভ্যাস করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করিতেন তাঁহারা সাংখ্য। এবং যাঁহারা তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়াযোগক্রমে আত্মসাক্ষাৎকার করিতেন তাঁহারা যোগসম্প্রদায়ী। মহাভারতের সাংখ্যযোগ-সম্বন্ধীয় কয়েকটি সংবাদের ইহাই সার মর্ম। বস্তুতঃ সাংখ্য মোক্ষধর্মের তত্ত্বকাণ্ড এবং যোগ সাধনকাণ্ড।

"হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ" ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায়, যোগের আদিম বক্তা হিরণ্যগর্ভদেব। হিরণ্যগর্ভদেব কোন স্বাধ্যায়শীল ঋষির নিকট যোগবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জগতে যোগবিদ্যার প্রচার হয়। অথবা হিরণ্যগর্ভ কপিলর্ষিকেও লক্ষ্য করিতে পারে। "যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্", "হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষচ্ছন্দসি সুষ্টুতঃ" (শান্তিপর্ব) ইত্যাদি ভারতবাক্য হইতে জানা যায় যে. কপিলর্ষি প্রজাপতি এবং হিরণ্যগর্ভ নামে স্তুত হইতেন।

কিন্তু কপিলর্ষির উৎকর্ষবিষয়ে দ্বিবিধ মত আছে। এক মতে (সাংখ্যমতে) তিনি পূর্বজন্মের উত্তমসংস্কারবলে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিসম্পন্ন হইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে পরমপদ লাভ করিয়া জগতে প্রচার করেন। অন্য মতে (যোগমতে) তিনি ঈশ্বরের (সগুণ ঈশ্বরের বা হিরণ্য-গর্ভের) নিকট জ্ঞানলাভ করেন। "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্যে এই মত প্রকটিত আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ প্রাচীন যোগ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ।

ফলে কপিলের পূর্বে যেরূপ সগুণ আত্মজ্ঞান প্রচলিত ছিল সেইরূপ যোগও প্রচলিত ছিল। কপিলের দ্বারা নির্গুণপুরুষবিদ্যা ও কৈবল্যপ্রাপক যোগ প্রবর্তিত হয়। তিনি স্বীয় পূর্বসংস্কারবলে জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সাধনবলে ঈশ্বরপ্রসাদেই হউক বা স্বতঃই হউক পরমপদ-লাভ করিয়া প্রকাশ করেন। তাহা হইতেই প্রচলিত সাংখ্যযোগ প্রবর্তিত হইয়াছে।

যোগসূত্র প্রচলিত ষড়্দর্শনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে অন্য কোন দর্শনের মতের উল্লেখ বা খণ্ডন নাই। কেবল স্বমতের ন্যায্যতাকে প্রমাণ করিবার জন্য শঙ্কাসকলের নিরাস করা

আছে। যেমন, "ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ" এই সূত্রে স্বাভাবিক শঙ্কা যাহা আসিতে পারে তাহাই নিরাস করা আছে। ঐ শঙ্কা অন্য কোন সম্প্রদায়ের মত না হইতে পারে। ভাষ্যকার সূত্রের তাৎপর্যের দ্বারা অনেক স্থলে বৌদ্ধমত নিরাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু সূত্রকার কেবল স্বাভাবিক ন্যায়দোষেরই নিরাস করিয়াছেন মাত্র, কুত্রাপি তিনি বৌদ্ধাদিমত নিরাস করেন নাই। কেবল, "ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ" এই সূত্রে বৌদ্ধমতের (উহা বৌদ্ধদের উদ্ভাবিত মত নাও হইতে পারে) আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সূত্র ভাষ্যেরই অঙ্গ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভোজরাজ উহা সূত্ররূপে ধরেন নাই। অতএব বৌদ্ধমত প্রচারিত হইবারও পূর্বে পাতঞ্জল যোগ-দর্শন রচিত তাহা অনুমিত হইতে পারে। অনন্তদেব 'চন্দ্রিকা' টীকাতেও ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই।

যোগভাষ্য প্রচলিত সমস্ত দর্শনের ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু উহা বৌদ্ধমত প্রচারিত হইবার পর রচিত। উহার সরল প্রাচীন ভাষা, প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থের ভাষার ন্যায়, এবং ন্যায়াদি অন্য দর্শনের মতের অনুল্লেখ উহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। উহা ব্যাসের দ্বারা রচিত। অবশ্য এই ব্যাস মহাভারতের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নহেন। একজন চিরজীবী ব্যাস কল্পনা করা অপেক্ষা বহু ব্যাস স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। কল্পে কল্পে ব্যাস হন বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা ব্যাসের বহুত্বকে উপলক্ষ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ঊনত্রিশ জন ব্যাস হইয়াছেন ইহাও পুরাণশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ন্যায়ের প্রাচীন বাৎস্যায়ন ভাষ্যে যোগভাষ্য উদ্ধৃত আছে। কণিদের সময়ের ভদন্ত, ধর্মত্রাত প্রভৃতিও ব্যাসভাষ্যের কথা বলিয়াছেন (শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ দ্রষ্টব্য)।

যোগসূত্র ও যোগভাষ্যের ন্যায় বিশুদ্ধ, ন্যায্য, গভীর ও অনবদ্য দার্শনিক গ্রন্থ জগতে নাই। সূত্রকারের ন্যায়ানুসারী লক্ষণ, যুক্তির শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা জগতে অতুলনীয়। তাঁহার গম্ভীরা ও নির্মলা ধীশক্তির ইয়ত্তা পাওয়া যায় না। যোগভাষ্যের ন্যায় সারবৎ, বিশুদ্ধ ন্যায়পূর্ণ, গভীর দার্শনিক পুস্তকও আর নাই। ইহা ভারতের প্রাচীন দার্শনিক গৌরবের অবশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাংখ্যযোগের প্রচলিত গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও সাংখ্য-যোগবিদ্যা বহু প্রাচীন। তাহার জ্ঞান যেরূপ উচ্চতম, তাহার ন্যায় যেরূপ বিশুদ্ধতম ও মূল পর্যন্ত অন্ধ-বিশ্বাসের কলঙ্কশূন্য, তাহার শীলও সেইরূপ বিশুদ্ধতম। অহিংসা-সত্যাদি শীল ও মৈত্রীকরুণাদি ভাবনা অপেক্ষা বিশুদ্ধ শীল ও পবিত্র ভাবনা হইতে পারে না। বৌদ্ধেরা এই সাংখ্যযোগের শীল সম্যক্ লইয়াছেন, এবং তাহা সাধারণ্যে প্রচারযোগ্য (popular) গল্পাদিতে নিবদ্ধ করিয়া প্রচার করাতে জগন্ময় পূজিত হইতেছেন।

বুদ্ধ কালাম গোত্রের অরাড মুনির নিকট প্রথমে শিক্ষা করেন। বুদ্ধচরিতকার অশ্বঘোষ, যিনি পূর্বপ্রচলিত সূত্রসকল হইতে ঐ মহাকাব্য রচনা করেন, তিনি জানিতেন যে অরাড সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য ছিলেন। মগধে তিনিই তখন প্রসিদ্ধ সাংখ্যাচার্য ছিলেন। অরাড বলিয়াছিলেন, "প্রকৃতিশ্চ বিকারশ্চ জন্ম মৃত্যুর্জরৈব চ। ...তত্র চ প্রকৃতির্নাম বিদ্ধি প্রকৃতি-কোবিদঃ। পঞ্চভূতান্যহংকারং বুদ্ধিমব্যক্তমেব চ॥" ইত্যাদি। অন্যত্র, "ততো রাগাদ্ ভয়ং দৃষ্ট্বা বৈরাগ্যাচ্চ পরং শিবম্। নিগৃহ্নন্নিন্দ্রিয়গ্রামং যততে মনসঃ শ্রমে॥" অন্যত্র, "জৈগীষব্যোঽপি জনকো বৃদ্ধশ্চৈব পরাশরঃ। ইমং পন্থানমাসাদ্য মুক্তা হ্যন্যে চ মোক্ষিণঃ॥" অবশ্য অশ্বঘোষ সাংখ্যসম্বন্ধে যেরূপ জানিতেন তাহাই অরাডের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন এবং বুদ্ধের মুখ দিয়া পরবর্তী চাঁচাছোলা

বৌদ্ধমত বলাইয়াছেন। প্রাচীন (খৃষ্টাব্দের পূর্বে) বৌদ্ধেরা পরমতের খুব কমই বুঝিতেন বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। পালিতে আজীবিকাদি বুদ্ধের সমসাময়িক সম্প্রদায়ের মত কয়েকটি বাঁধা বাক্যমাত্রে নিবদ্ধ আছে, তাহাই সব গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায় এবং উহা অতি অস্পষ্ট। অতএব অরাড ও গৌতমের ঐ কথোপকথন যে কবির কাব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা হইতে এই মাত্র তথ্য জানা যায় যে অশ্বঘোষের এবং তাঁহার বহুপূর্ব হইতেও এই প্রখ্যাতি ছিল যে অরাড সাংখ্য। কাওয়েল (Cowell) মনে করেন যে অরাড একরূপ সাংখ্যমতের আচার্য ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অশ্বঘোষই ঐরূপ কিছু বিকৃতভাবে সাংখ্যমত বুঝিতেন। উহা অশ্বঘোষেরই কথা, অরাডের নহে। অশ্বঘোষের কাব্যে অরাডের নিকট বুদ্ধের শিক্ষা এক বেলাতেই শেষ হয়। কিন্তু বুদ্ধের জীবনী হইতে (পালিগ্রন্থে) জানা যায় যে তিনি ছয় বৎসর শিক্ষা করিয়া পরে সাধনের জন্য উরুবিল্বে যান। অরাডের নিকট শিক্ষা করিয়া 'বিশেষ' শিক্ষার জন্য তিনি রুদ্রক-রামপুত্রের নিকট যান এবং তথায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন।

সাংখ্যের সাধন যোগ বা সমাধি, এবং বুদ্ধও আসন-প্রাণায়ামাদি-পূর্বক সমাধিসাধন করিয়াছিলেন, সুতরাং রুদ্রক যোগাচার্য ছিলেন। সাংখ্যযোগের সাধন কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস দমন করিয়া ধ্যানমগ্ন হওয়া। বুদ্ধও ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। মারবিজয় অর্থে কাম, ক্রোধ ও ভয়কে জয়। মার লোভ, ভয় ও তাড়না দেখাইয়া তাঁহাকে চালিত করিতে পারে নাই। আর সাতদিন নিরাহারে নিরোধ সমাপত্তিতে থাকা অর্থে শ্বাস ও নিদ্রাকে জয়। বৌদ্ধেরা এবং আধুনিক কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধ যোগের কঠোর আচরণ করিয়া তাহাতে কিছু হয় না দেখিয়া মধ্যমার্গ ধরেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। সাংখ্যযোগে ব্যর্থ কঠোরতা নিষিদ্ধ আছে। ("জ্ঞানেনৈব বিমুক্তাস্তে সাংখ্যাঃ সংন্যাসকোবিদাঃ। শারীরং তু তপো ঘোরং সাংখ্যাঃ প্রাহুর্নিরর্থকম্॥" মহাভারত, কুম্ভকোণ সংস্করণ)। শ্রুতিও বলেন, "বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরা গতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥" (শতপথ ব্রাহ্মণ) অর্থাৎ অবিদ্বান্ বা ব্রহ্মবিদ্যাবর্জিত, শুধু কায়িক তপস্যাকারীরা তথায় যাইতে পারেন না। যোগভাষ্যেও আছে, "চিত্তপ্রসাদনমবাধমানমনেন আসেব্যমিতি" (২।১ দ্রষ্টব্য)। পরন্তু বৌদ্ধদের প্রধান সুত্তে আছে, "লোহিতে সুস্সমানম্ হি পিত্তং সেম্হঞ্‌চ সুস্সতি। মংসেসু খীয়মানেসু ভীয্যো চিত্তং পসীদতি। ভীয্যো সতি চ পঞ্‌ঞা চ সমাধি চুপতিট্‌ঠতি॥" অর্থাৎ রক্ত শুষ্ক (সাধনশ্রমে) হইলে পিত্ত ও স্নেহ শুষ্ক হয়, তাহাতে মাংস ক্ষীণ হইলে তবে চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন হয়, আর উত্তমরূপে স্মৃতি, প্রজ্ঞা এবং সমাধি উপস্থিত হয়। ইহাতে কঠোর তপস্যারই কথা আছে। নির্বীর্য, ভোজনলোভী পরবর্তী বৌদ্ধেরাই সুখের পথ ধরিতে তৎপর ছিল।

জৈনদের সর্বপ্রামাণ্য কল্পসূত্র গ্রন্থে এবং অন্যান্য প্রাচীন সূত্রেও ষষ্টিতন্ত্রের উল্লেখ আছে। বুদ্ধের সমসাময়িক মহাবীর (পালির নিগণ্ঠ নাটপুত্ত) এই এই বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, যথা, "রিউব্বেয় জজুব্বেয় সামব্বেয় অহব্বণব্বেয় ইতিহাস পঞ্চমাণং নিঘণ্টুছট্ঠাণং সঠ্ঠিতংতবিসারএ সংখাণে সিক্‌খা কপ্পে বাগরণে ছংদে নিরুত্তে জোইসামরণে ..." অর্থাৎ মহাবীর ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সাম ও অথর্ববেদ, ইতিহাস, নিঘণ্টু, ষষ্টিতন্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এই সব বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইবেন। ইহাতে দেখা যায় ষড়ঙ্গ বেদ ও সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়া (পাঠক লক্ষ্য করিবেন ন্যায়-বেদান্তাদি অন্য শাস্ত্রের উল্লেখ নাই) জৈনদের মধ্যেও প্রখ্যাত ছিল। জৈনদের

যোগের ও প্রধান সাধন পাঁচটি যম। চাণক্যের সময়েও সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত এই তিনই 'আন্বীক্ষকী' (আন্বীক্ষিকী) বা ন্যায়োপজীবী দর্শন (philosophy) ছিল, ন্যায়-বৈশেষিক আদি ছিল না যথা, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে (১৷২) "সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষকী"। সাংখ্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এইরূপ চিরন্তন প্রখ্যাতি থাকিলেও কোন কোন আধুনিক প্রত্নব্যবসায়ী সাংখ্যের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে সংশয় উত্থাপন করেন। ইহা সর্বৈব নিঃসার। "সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণম্" (মহাভারত) এ বিষয়ে সংশয় করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না।

বুদ্ধের সময়ে অবশ্যই অরাড ও রুদ্রকের সম্প্রদায়ের শ্রমণ ছিলেন, তাঁহারা বিরুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের কথা থাকিত কিন্তু প্রাচীন সূত্রে নির্গ্রন্থ, আজীবিক, পুরাণ-কাশ্যপ প্রভৃতি ছয় সম্প্রদায়ের কথাই আছে। তবে ব্রহ্মজাল সূত্র. যাহা বুদ্ধের অন্তত শত বৎসর পরে রচিত (কারণ উহাতে 'লোকধাতু কম্পন' প্রভৃতি কাল্পনিক কথা আছে) তাহাতে যে শাশ্বতবাদের কথা আছে তাহার একটি সাংখ্যকে লক্ষ্য করিতেছে যথা, 'যাঁহারা তর্কযুক্তির দ্বারা আত্মা শাশ্বত বলেন' ইত্যাদি বাদ সাংখ্য হওয়া খুব সম্ভব। এই সময়ের বৌদ্ধেরা বুদ্ধের মৌলিকত্বস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন।

ফলে মহর্ষি কপিলের প্রবর্তিত জ্ঞান ও শীলের দ্বারা এ পর্যন্ত পৃথিবীর যত লোক আলোকিত ও সাধুশীল হইয়াছে, সেইরূপ আর কোন ধর্মপ্রবর্তয়িতার ধর্মের দ্বারা হয় নাই। সাংখ্যের সত্ত্ব, রজ ও তম হইতে বৈদ্যকশাস্ত্রও ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে। মহাভারতে আছে, "শীতোষ্ণে চৈব বায়ুশ্চ গুণা রাজন্ শরীরজাঃ। তেষাং গুণানাং সাম্যং চেত্তদাহুঃ স্বস্থ-লক্ষণম্॥ উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণঞ্চ বাধ্যতে। সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি ত্রয় আত্মগুণাঃ স্মৃতাঃ॥" সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ হইতে শরীরের বাত, পিত্ত ও কফ আবিষ্কৃত হইয়া বৈদ্যক-বিদ্যা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব সাংখ্য হইতে জগৎ যেরূপ ধর্মবিষয়ে ঋণী, সেইরূপ বাহ্যবিষয়েও ঋণী (৩৷২৯ যোগসূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সাংখ্যযোগ হইতে অন্যান্য মোক্ষদর্শন উদ্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনার্যদর্শনের মধ্যে বৌদ্ধদর্শন প্রধান ও প্রাচীন এবং আর্যদর্শনের মধ্যে আন্বীক্ষিকী বা ন্যায় প্রাচীন, কিন্তু বেদান্ত প্রধান। বৌদ্ধ দর্শনের বিষয় গ্রন্থমধ্যে অনেকস্থলে বিবৃত হইয়াছে। বেদান্তের বিষয়ও স্বতন্ত্র প্রকরণে দেখান হইয়াছে। তর্কদর্শন (অর্থাৎ ন্যায় ও বৈশেষিক) মোক্ষদর্শন হইলেও কখনও যে তাহা মুমুক্ষু-সম্প্রদায়ের দ্বারা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। ঐ দুই দর্শনের মতে যোগই মোক্ষের সাধন, আর সাধনলভ্য তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের উপায়। তন্মতে তত্ত্বের লক্ষণ এই, "সতঃ সদ্ভাবঃ অসতশ্চ অসদ্ভাবঃ" (বাৎস্যায়ন-ভাষ্য)। ন্যায়মতে ষোড়শ পদার্থের দ্বারা অন্তর্বাহ্য সমস্ত বুঝাই তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানে যোগের অপেক্ষা আছে। বৈশেষিকেরা ছয় পদার্থের দ্বারা তত্ত্ব বুঝেন। ন্যায় অপেক্ষা বৈশেষিকের যুক্তি-প্রণালী অধিকতর বিশুদ্ধ।

অতঃপর আমরা সর্বপিতামহ সাংখ্যের সহিত অন্যান্য দর্শনের সম্বন্ধ দেখাইয়া এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের উপসংহার করিব। সাংখ্যের মূল মত এই কয়টি :

(১) ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিই মোক্ষ ; (২) মোক্ষাবস্থায়, আমাদের মধ্যে যে নির্গুণ অবিকারী পুরুষ নামক তত্ত্ব আছে. তাহাতে স্থিতি হয়, (৩) মোক্ষে চিত্ত নিরুদ্ধ হয়, (৪) চিত্তনিরোধের উপায় সমাধিজ প্রজ্ঞা ও বৈরাগ্য, (৫) সমাধির উপায় যমাদি শীল ও ধ্যানাদি সাধন ; (৬) মোক্ষ হইলে জন্মপরম্পরার নিবৃত্তি হয়, (৭) জন্মপরম্পরা অনাদি, তাহা অনাদি কর্ম হইতে

হয়, (৮) প্রকৃতি এবং বহু পুরুষ মূল উপাদান ও হেতু, (৯) পুরুষ ও প্রকৃতি নিত্য বা অসৃষ্ট পদার্থ; (১০) ঈশ্বর অনাদিমুক্ত পুরুষ-বিশেষ, (১১) তিনি জগৎ বা আমাদের সৃষ্টি করেন না; (১২) প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ বা জন্য-ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। তিনি অক্ষর, তাঁহার প্রশাসনে ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত রহিয়াছে ('সাংখ্যের ঈশ্বর' প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

উহার মধ্যে বৌদ্ধেরা (১), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) ও (১১) এই কয় মত সম্পূর্ণ লইয়াছেন। (২) মত তাঁহারা কতক লইয়াছেন, তাঁহারা পুরুষের পরিবর্তে কতকাংশে পুরুষের লক্ষণসম্পন্ন 'শূন্য' নামক অবিকারী, গুণশূন্য পদার্থ লইয়াছেন।

মহাযান বৌদ্ধেরা আদি-বুদ্ধ নামক যে ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহা সাংখ্যের অনাদিমুক্ত ঈশ্বরের তুল্য পদার্থ। মহাযান ও হীনযান উভয় বৌদ্ধেরা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার অধীশ্বরতা তত স্বীকার করেন না।

বৈদান্তিকেরা উহার সমস্তই প্রায় গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল পুরুষ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন মত লইয়াছেন। তন্মতে পুরুষ ও ঈশ্বর বস্তুতঃ একই পদার্থ। আর পুরুষ বহু নহে, এবং ঈশ্বর সৃষ্টি করেন (হিরণ্যগর্ভাদিরূপে)। প্রকৃতিকে তাঁহারা ঈশ্বরের মায়া বা ইচ্ছা বলেন, তাহা অনির্বচনীয়ভাবে ঈশ্বরে থাকে। ঈশ্বরই অনির্বচনীয় অবিদ্যার দ্বারা নিজেকে অনাদি কাল হইতে জীব করিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ে সাংখ্য হইতে বৈদান্তিক পৃথক্ হইয়াছেন।

তার্কিকেরাও ঐ সকল মত প্রায় সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা নিজেদের ষোল বা ছয় পদার্থের মধ্যে ফেলিয়া উহা বুঝিতে চান। নির্গুণ পুরুষ তাঁহারা তত বুঝেন না, আত্মাকে সগুণ করেন। তর্কদার্শনিকেরা সাংখ্যের ন্যায় মূল পর্যন্ত যুক্তিবাদী। বৌদ্ধবৈদান্তিকাদিরা মূলতঃ অন্ধবিশ্বাসবাদী।

বৈষ্ণব দার্শনিকেরাও, বিশেষতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা, ঐ সমস্ত প্রায় গ্রহণ করেন। সাংখ্যের ন্যায় তন্মতেও জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্ পুরুষ, অধিকন্তু উভয়ের মধ্যে নিত্য প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ। জীব ও ঈশ্বর নিত্য, সুতরাং জীব তন্মতেও অসৃষ্ট, তবে ঈশ্বর বিশ্বের রচয়িতা সাংখ্যমতের জন্য-ঈশ্বরের ন্যায়। সাংখ্যের ন্যায় তন্মতেও যোগের দ্বারা ঈশ্বরবৎ হওয়া যায় (কেবল সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য হয় না)। মুক্ত ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারা সৃষ্টি করেন, ইত্যাদি বিষয়ে এই মত বেদান্তের পক্ষীয় ও সাংখ্যের প্রতিপক্ষীয়।

সর্বমূল সাংখ্যযোগকে আশ্রয় করিয়া কালক্রমে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মোক্ষদর্শন উৎপন্ন হইয়াছে। মৌলিক বিষয়ে তাঁহারা সব সাংখ্যমতকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও অবান্তর বিষয়ে তাঁহারা অনেক ভিন্ন দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছেন।

ভারতে যখন ঋষিযুগে ধর্মযুগ ছিল, তখন মনীষী ঋষিরা সাংখ্যযোগ মতের দ্বারা তত্ত্বদর্শন করিতেন। তখন মোক্ষবিষয়ে কুসংস্কাররূপ আবর্জনা জন্মে নাই। তখনকার মুমুক্ষু ঋষিরা বিশুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত জ্ঞান ও বিশুদ্ধ শীল অবলম্বন করিতেন। কালক্রমে সাংখ্যযোগ ও ভারতীয় লোকসমাজ বিপরিণত হইলে বুদ্ধদেব উৎপন্ন হইয়া মোক্ষধর্মে পুনশ্চ বলসঞ্চার করিলেন। বুদ্ধের মহানুভাবতার দ্বারা সাংখ্যযোগ বা মোক্ষধর্ম অনেক পরিমাণে সাধারণ্যে প্রচারযোগ্য হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাও কালক্রমে বিকৃত হইলে আচার্যবর শঙ্কর আসিয়া মোক্ষধর্মের ক্ষীণ দেহে পুনঃ বল প্রদান করেন।

শঙ্করের পর হইতে ভারত অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় ক্রমশঃ গিয়াছে। অধঃপতিত অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও হীনবীর্য ভারতে অন্ধবিশ্বাসমূলক যুক্তিহীন মোক্ষধর্ম-বিরুদ্ধ মতসকলই উপযোগী বলিয়া প্রসারলাভ করিয়াছে। স্বপক্ষ-সমর্থনে তাঁহারা বলেন যে, কলিতে ঐরূপ ধর্মই জীবকে উদ্ধার করে।

সাংখ্যযোগ বা প্রকৃত মোক্ষধর্ম মানবসমাজের অতি অল্পসংখ্যক লোকই গ্রহণ করিতে পারে। বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন, "অল্পকাস্তে মনুয্যেষু যে জনাঃ পারগামিনঃ। ইতরাস্ত প্রজাশ্চাথ তীরমেবানুধাবন্তি হি ॥" সাংখ্যযোগী হইতে হইলে পরমার্থ-বিষয়িণী ধী চাই, সম্যক্ ন্যায়প্রবণ মেধা চাই ও বিশুদ্ধ চরিত্র চাই। এই সকল একাধারে দুর্লভ।

যেমন সমুদ্র সুদূর হইলেও তাহার বাষ্প মহাদেশের অভ্যন্তর স্নিগ্ধ করিয়া প্রজাদের সঞ্জীবিত রাখিতেছে, সেইরূপ সাংখ্যযোগ সাধারণ মানবের অগম্য হইলেও তাহার স্নিগ্ধ ছায়া মানবের ধর্মজীবনকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। সাধারণ মানব সত্যের ও ন্যায়ের সহিত অতি অল্পই সম্পর্ক রাখে। সত্যের অতি অস্পষ্ট ছায়াতে প্রভূত মিথ্যাকল্পনা মিশ্রিত থাকিলে তাহাদের হৃদয় কিছু আকৃষ্ট হয়। যদি বল, 'সত্যং ব্রূয়াৎ' তাহা হইলে কাহারও হৃদয়ে বসিবে না, কিন্তু যদি কল্পনা মিশাইয়া বল, "অশ্বমেধ-সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্। অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেকং বিশিষ্যতে ॥" তাহা হইলে অনেকের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে। বস্তুতঃ সাধারণ মানবের মধ্যে যে ধর্মজ্ঞান আছে (তাহারা যে সম্প্রদায়েরই হউক না কেন) তাহা পনের-আনা মিথ্যাকল্পনামিশ্রিত সত্য। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমানাদিরা ধর্মসম্বন্ধে যাহা কল্পনা করেন, তাহার যদি একতম মত সত্য হয়, তবে অন্য সব মিথ্যা হইবে, তাহাতেই বুঝা যাইবে পৃথিবীর কত লোক ভ্রান্ত। ফলে 'ঈশ্বর ও পরলোক আছে এবং সত্যাদি সৎ কর্মের ভাল ফল হয়' এই দুইটি সত্যের ভিত্তিতে প্রভূত মিথ্যাকল্পনার প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া জনতা তৃপ্ত আছে।

'ঈশ্বর আমাদের সৃজন করিয়াছেন' ইত্যাদি ঈশ্বরসম্বন্ধে বহু বহু প্রমাণশূন্য অন্ধবিশ্বাসমূলক কল্পনাবিলাসে জনতা মূঢ়। ইহার উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস্ দ্রষ্টব্য। বুদ্ধ যে নির্বাণধর্ম বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সাধারণের মধ্যে যখন প্রচারিত হইয়াছিল, তখন কেবল ভূরি ভূরি কাল্পনিক গল্পই (এক-আনা সত্য পনের-আনা মিথ্যা) বৌদ্ধ-সাধারণের সার ধর্মজ্ঞান ছিল। আমাদের অপ্রাচীন পৌরাণিক মহাশয়গণও তদ্রূপ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তবে বুদ্ধের বলে বৌদ্ধ-সাধারণ নির্বাণধর্মের শ্রেষ্ঠতা একবাক্যে স্বীকার করে কিন্তু হিন্দু-সাধারণ তাহাও করে না। পরলোকসম্বন্ধেও নানা সম্প্রদায়ের নানা কল্পনা।

ফলতঃ বুদ্ধ, খৃষ্ট আদি মহাপুরুষগণ যদি ফিরিয়া আসেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ধর্মমত জগতে খুঁজিয়া পাইবেন না, পাইলেও সাশ্চর্যে দেখিবেন তাঁহাদের গোঁড়া ভক্তেরা তাঁহাদের নামের কিরূপ অপব্যবহার করিয়াছেন।

যাহা হউক সাংখ্যযোগ যেরূপ বিশুদ্ধ, ন্যায্য এবং মিথ্যাকল্পনাশূন্য অন্ধবিশ্বাসহীন আন্বীক্ষিকীর প্রণালীতে আছে তাহা সাধারণ্যে বহুল-প্রচারযোগ্য হইবার নহে। বুদ্ধের বা বৌদ্ধের এবং পৌরাণিকদের দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু কি ফল হইয়াছিল তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ এইরূপ কল্পনাবিলাসী যে বিশুদ্ধ ন্যায় অপেক্ষা অবিশুদ্ধ, কল্পনামিশ্রিত ন্যায়ই তাহাদের কর্মে (সৎ বা অসৎ কর্মে) অধিকতর উৎসাহিত করে। যদি নিছক

সত্য ধর্ম বল তবে প্রায় কেহ অগ্রসব হইবে না, কিন্তু যদি সত্যেব সহিত প্রভূত কল্পনা ও বুজরুকি মিশাও তবে দলে লোক ধবিবে না।

উপসংহাবে বক্তব্য যাঁহাদের এইরূপ ধী আছে যে মোক্ষধর্মেব আমূলাগ্র বুঝিতে কুত্রাপি অন্ধবিশ্বাসেব সাহায্য লইতে হয় না, যাঁহাদেব মেধা এইরূপ ন্যায়প্রবণ যে ন্যাযানুসাবে যাহা সিদ্ধ হইবে তাহাতেই নিশ্চযমতি হইযা কর্তব্যপথে যাইতে উদ্যত হন, কর্তব্যপথে চলিতে যাঁহাদেব ভয, লোভ বা অন্ধবিশ্বাসেব প্রযোজন হয না, যাঁহাদেব হৃদয স্বভাবতঃ অহিংসাসত্যাদি বিশুদ্ধ শীলেব পক্ষপাতী তাঁহাবাই সাংখ্যযোগেব অধিকাবী।

পাতঞ্জল যোগদর্শন



সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য

জ্ঞানং মহোদধিসমং খলু ধীর্বিশালা ভা যস্য ভাতি চ বিমুক্তিদ-সাংখ্যযোগে।
রুদ্ধা শরীরমপি দর্শিতমোক্ষহেতুর্বন্দে তদার্য্যচরণং শরণং শ্রিতানাম্॥

ওঁ নমঃ পরমর্ষয়ে

অথ পাতঞ্জল যোগদর্শনম্

১। সমাধিপাদ

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্। অথেত্যয়মধিকারার্থঃ। যোগানুশাসনং শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্। যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্মঃ। ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তম্ একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগ-পক্ষে বর্ততে। যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্ম-বন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি, স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ বিতর্কানুগতো বিচারানুগত আনন্দানুগতোঽস্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ॥ ১ ॥*

১। অথ যোগ অনুশিষ্ট হইতেছে ॥ সূত্র

ভাষ্যানুবাদ—(১) 'অথ' শব্দ অধিকারার্থ। যোগানুশাসনরূপ শাস্ত্র (২) অধিকৃত হইয়াছে ইহা জ্ঞাতব্য (৩)। যোগ অর্থে সমাধি (৪), তাহা চিত্তের সার্বভৌম ধর্ম, (অর্থাৎ চিত্তের সর্ব-ভূমিতেই সমাধি উৎপন্ন হইতে পারে)। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্ত-ভূমিকা (৫)। তাহার মধ্যে (৬) বিক্ষিপ্ত চিত্তে উৎপন্ন যে সমাধি তাহাতে বিক্ষেপসংস্কারসকল (উপসর্গরূপে) থাকায় সেই সমাধি উপসর্জনীভূত বা অপ্রধানীভূত (৭) সুতরাং তাহা যোগপক্ষে বর্তায় না (৮), কিন্তু যে সমাধি একাগ্রভূমিক চিত্তে সমুদ্ভূত হইয়া সৎস্বরূপ অর্থকে (৯) প্রকৃষ্টরূপে খ্যাপিত করে, অবিদ্যাদি ক্লেশসকলকে ক্ষীণ করে (১০), কর্মবন্ধনকে বা পূর্বসংস্কার-পাশকে শ্লথ করে (১১) এবং নিরোধাবস্থাকে অভিমুখ করে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ (১২) বলা যায়। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত ও অস্মিতানুগত। ইহাদের বিষয় অগ্রে আমরা সম্যক্‌রূপে প্রবেদন করিব বা বলিব। সর্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যে সমাধি উৎপন্ন হয় তাহা অসম্প্রজ্ঞাত।

টীকা। ১ম সূত্র (১)। যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধানুগ্রহায
প্রক্ষীণ-ক্লেশ-রাশির্বিষম-বিষধরোঽনেকবক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্বজ্ঞান-প্রসূতির্ভুজগ-পরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যম্
দেবোঽহীশঃ স বোঽব্যাৎ সিতবিমল-তনুর্যোগদো যোগযুক্তঃ ॥

* সংস্কৃত অংশে বহুস্থলে সন্ধি না করিয়া পদসকল পৃথক্ রাখা হইয়াছে।

জগতের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য যিনি নিজের আত্মরূপ ত্যাগ করিয়া বহুধা অবতীর্ণ হন, যাঁহার অবিদ্যাদি ক্লেশরাশি প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ, যিনি বিষম বিষধর, বহুবক্ত্র, সুভোগী ও সর্বজ্ঞানের প্রসূতিস্বরূপ, ভুজঙ্গম-সম্পর্ক যাঁহাকে নিত্য প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে, সেই শ্বেতবিমলতনু, যোগদাতা ও যোগযুক্ত অহীশ (নাগপতি) দেব তোমাদিগকে পালন করুন।

এই শ্লোক ভাষ্যের কোন কোন পাঠে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত। বাচস্পতি মিশ্র ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব ইহা বাচস্পতির পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈদৃশ ছন্দের শ্লোক ভাষ্যের ন্যায় প্রাচীন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

১। (২) শিষ্টের শাসন = অনুশাসন। এই সকল সূত্রে প্রতিপাদিত যোগশাস্ত্র হিরণ্যগর্ভ ও প্রাচীন মহর্ষিগণের শাসন অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। কিঞ্চ ইহা সূত্রকারের নবোদ্ভাবিত শাস্ত্র নহে।

যোগশাস্ত্র যে কেবল দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রমাত্র নহে. কিন্তু মূলে যে ইহা প্রত্যক্ষকারী পুরুষগণের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার যুক্তিপ্রণালী এইরূপ : চিৎ, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান অধুনা আমাদের নিকট অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও তাদৃশ অনুমানের জন্য প্রথমতঃ সেই বিষয়ক প্রতিজ্ঞার বা প্রমেয়বিষয়ের নির্দেশের আবশ্যক। কারণ অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রথমে কোন পরিচয় না থাকিলে তাহাতে অনুমানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। চিতিশক্তি প্রভৃতির নিশ্চয়জ্ঞান অস্মদাদির পরম্পরাগত শিক্ষাপ্রণালী হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু যিনি আদি শিক্ষক, যাঁহার আর অন্য শিক্ষক ছিল না, তাঁহার দ্বারা কিরূপে ঐ অতীন্দ্রিয় বিষয়সকল প্রতিজ্ঞাত হইতে পারে? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে সেই আদি শিক্ষক অবশ্যই সেই অতীন্দ্রিয় বিষয়সকলের উপলব্ধিকারী ছিলেন। এই বিষয়ে সাংখ্যীয় দৃষ্টান্ত যথা, "ইতরথা অন্ধপরম্পরা" (৩৮১ সাংখ্য সূ.) অর্থাৎ যদি মুক্তিশাস্ত্র জীবন্মুক্ত বা চরম তত্ত্বের সাক্ষাৎকারী পুরুষের দ্বারা প্রথমে উপদিষ্ট না হইবে, তাহা হইলে অন্ধপরম্পরার ন্যায় হইবে। অন্ধপরম্পরাগত উপদেশে যেমন রূপবিষয়ক কিছু থাকিতে পারে না, সেইরূপ অসাক্ষাৎকারীদের উপদেশে কিছু প্রত্যক্ষজ্ঞানসাধ্য উপদেশ থাকিতে পারে না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে চিৎ, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়ত্বহেতু হয় শিক্ষণীয়, নয় সাক্ষাৎকরণীয়। আদি শিক্ষকের তাহা শিক্ষণীয় হইতে পারে না, সুতরাং আদি উপদেষ্টার তাহা সাক্ষাৎকৃত জ্ঞান।

ঐ সকল বিষয় যে কাল্পনিক বা প্রবঞ্চনা নহে, তাহা অনুমানপ্রমাণদ্বারা নিশ্চিত হয়। আদিম প্রবক্তৃগণের প্রতিজ্ঞাত বিষয়সকল অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত করিবার জন্যই দর্শনশাস্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে, "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা তু সততং ধ্যেয এতে দর্শনহেতবঃ"। শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রোতব্য, উপপত্তির দ্বারা মন্তব্য, মননানন্তর সতত ধ্যান করা কর্তব্য, ইহারা (শ্রবণ, মনন, ধ্যান) দর্শন বা সাক্ষাৎকারের হেতু, এতন্মধ্যে শ্রুত্যর্থের মননের জন্যই সাংখ্যশাস্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও এই কথা বলিয়াছেন, যথা, "তস্য শ্রুতস্য মননার্থমথোপদেষ্টুম্" ইত্যাদি। মহাভারতও বলেন, "সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনম্"।

১। (৩) 'অথ' শব্দের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে যোগানুশাসনই এই সূত্রের দ্বারা অধিকৃত বা আরব্ধ করা হইয়াছে।

১। (৪) জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা, 'প্রাণাপান-সমাযোগ' প্রভৃতি যোগ-শব্দের অনেক

পারিভাষিক, যৌগিক ও রূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু এই শাস্ত্রে যোগ অর্থে সমাধি। তাহার অর্থ ২য় সূত্রোক্ত লক্ষণের দ্বারা স্ফুট হইবে।

১। (৫) চিত্তের ভূমিকা অর্থে চিত্তের সহজ বা স্বাভাবিকের মত অবস্থা। চিত্তভূমি পঞ্চ প্রকার—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। তন্মধ্যে যে-চিত্ত স্বভাবতঃ অত্যন্ত অস্থির, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তার জন্য যে-পরিমাণ স্থৈর্যের ও ধীশক্তির প্রয়োজন তাহা যে-চিত্তের নাই, সুতরাং যে-চিত্তের নিকট তত্ত্বসকলের সত্তা অচিন্ত্য বোধ হয়, সেই চিত্ত ক্ষিপ্তভূমিক। প্রবল হিংসাদি প্রবৃত্তির বশে কখনও কখনও ইহাতে সমাধি হইতে পারে। মহাভারতের আখ্যায়িকার জয়দ্রথ ইহার দৃষ্টান্ত। পাণ্ডবদের নিকট পরাভূত হইয়া প্রবল দ্বেষবশতঃ সে শিবে সমাহিতচিত্ত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।

মূঢ়ভূমি দ্বিতীয়। যে-চিত্ত কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ে মুগ্ধ হওয়া-হেতু তত্ত্বচিন্তার অযোগ্য তাহা মূঢ়ভূমিক চিত্ত। ক্ষিপ্ত অপেক্ষা ইহা মোহকর বিষয়ে সহজে সমাহিত হয় বলিয়া ইহা দ্বিতীয়। দারা-দ্রবিণাদির অনুরাগে লোকে তত্তৎ বিষয়ে ধ্যানশীল হয়, এইরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহা মূঢ়চিত্তে সমাহিততার দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় ভূমি, বিক্ষিপ্ত। বিক্ষিপ্ত অর্থে ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট। অধিকাংশ সাধকেরই চিত্ত বিক্ষিপ্তভূমিক। যে অবস্থাপ্রাপ্ত চিত্ত সময়ে সময়ে স্থির হয় ও সময়ে সময়ে চঞ্চল হয় তাহা বিক্ষিপ্ত। সাময়িক স্থৈর্যহেতু বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত তত্ত্বসকলের শ্রবণমননাদি-পূর্বক স্বরূপাবধারণ করিতে সমর্থ হয়। মেধা ও সদ্বৃত্তিসকলের ন্যূনাধিক্যপ্রযুক্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত মনুষ্যগণের অসংখ্য ভেদ আছে। বিক্ষিপ্ত চিত্তেও সমাধি হইতে পারে কিন্তু উহা সর্বকালস্থায়ী হয় না। কারণ ঐ ভূমির প্রকৃতি সাময়িক স্থৈর্য ও সাময়িক অস্থৈর্য।

একাগ্র ভূমিকা চতুর্থ। এক অগ্র বা অবলম্বন যে-চিত্তের তাহা একাগ্র চিত্ত। সূত্রকার বলিয়াছেন, "শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ" (৩।১২ সূত্র) অর্থাৎ একবৃত্তি নিবৃত্ত হইলে যদি তাহার পরে ঠিক তদনুরূপ বৃত্তি উঠে এবং তাদৃশ অনুরূপ বৃত্তির প্রবাহ চলিতে থাকে, তবে তাদৃশ চিত্তকে একাগ্রচিত্ত বলে। এইরূপ একাগ্রতা যখন চিত্তের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়, যখন অহোরাত্রের অধিকাংশ সময়ে চিত্ত একাগ্র থাকে, এমনকি স্বপ্নাবস্থাতেও একাগ্র স্বপ্ন হয়*, তখন তাদৃশ চিত্তকে একাগ্রভূমিক বলা যায়। একাগ্র ভূমিকা আয়ত্ত হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়। সেই সমাধিই প্রকৃত যোগ বা কৈবল্যের সাধক হয়। শ্রুতি বলেন, "যো হৈনং পাপ্মা মায়য়া ৎসরতি ন হৈনং সোঽভিভবতি" (শতপথ ব্রাহ্মণ) অর্থাৎ অজ্ঞাতে বা অবশভাবে যে পাপ মনে আসে সেইরূপ পাপও এতাদৃশ জ্ঞানবান্‌কে অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানবান্‌কে অভিভূত করিতে পারে না।

পঞ্চম চিত্তভূমির নাম নিরুদ্ধভূমি। ইহা শেষ অবস্থা। নিরোধ সমাধির (১।১৮ সূত্র) অভ্যাসদ্বারা যখন চিত্তের অধিককালস্থায়ী নিরোধ আয়ত্ত হয়, তখন সেই চিত্তাবস্থাকে নিরোধভূমি বলে। নিরোধভূমির দ্বারা চিত্ত বিলীন হইলে কৈবল্য হয়।

* জাগ্রতের সংস্কার হইতে স্বপ্ন হয়। জাগ্রৎ কালে যদি অত্যধিক কাল সহজতঃ চিত্ত একাগ্র থাকে তবে স্বপ্নেও সেইরূপ হইবে। একাগ্রতার লক্ষণ ধ্রুবা স্মৃতি, অথবা সর্বদাই আত্মস্মৃতি। তাহার সংস্কারে স্বপ্নেও আত্মবিস্মরণ হয় না, কেবল শারীরিক স্বভাবে ইন্দ্রিয়গণ জড় থাকে।

যত প্রকার জীব আছে তাহাদের সকলের চিত্তই স্থূলতঃ এই পঞ্চ অবস্থায় অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে কোন্ ভূমির সমাধি মুক্তিপক্ষে উপাদেয় এবং কোন্ ভূমির সমাধি অনুপাদেয় তাহা ভাষ্যকার বিবৃত করিতেছেন।

১।(৬) তাহার মধ্যে = ভূমিকাসকলের মধ্যে। ক্ষিপ্তভূমিক ও মূঢ়ভূমিক চিত্তে যে ক্রোধ, লোভ ও মোহ আদি হইতে কোন কোন স্থলে সমাধি হইতে পারে সেই সমাধি কৈবল্যের সাধক হয় না। বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তেও ঐজন্য কৈবল্য হয় না।

১।(৭) যে অস্থির চিত্তকে সময়ে সময়ে সমাহিত করিতে পারা যায়, তাহাকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলা হইয়াছে। যে সময়ে স্থৈর্যের প্রাদুর্ভাব হয় সেই সময়ে অস্থৈর্য বা বিক্ষেপ অভিভূত ভাবে থাকে তাই বিক্ষিপ্ত ভূমিজ সমাধি মোক্ষসাধনে উপসর্জনীভূত বা অপ্রধানীভূত। পুরাণাদিতে যে অনেকানেক সমাহিতচিত্ত ঋষির অপ্সরাদি-কর্তৃক ভ্রংশ বর্ণিত আছে, তাহা এই প্রকার অভিভূত বিক্ষেপের দ্বারা সংঘটিত হয়।

১।(৮) যোগপক্ষে = কৈবল্যপক্ষে। সমাধিভঙ্গে পুনরায় বিক্ষেপসকল উঠে বলিয়া সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞা চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং যতদিন না সেই সকল বিক্ষেপ দূরীভূত হইয়া চিত্তে সর্বকালীন ঐকাগ্র্য জন্মায়, ততদিন তাহা কৈবল্যের সাধক হইতে পারে না।

১।(৯-১২) যে যোগের দ্বারা বুদ্ধি হইতে ভূত পর্যন্ত তত্ত্বসকলের সর্বতোমুখী ও প্রকৃষ্ট বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে জ্ঞান হয়, যে জ্ঞানের পর আর সেই বিষয়ের কিছু অজ্ঞাত থাকে না, তাহা সম্প্রজ্ঞাত যোগ। **একাগ্রভূমিতে সমাধি হইলে তবেই সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়।** একাগ্রভূমিতে চিত্তকে অনায়াসে অভীষ্ট বস্তুতে অভীষ্ট কাল পর্যন্ত সংলগ্ন রাখিতে পারা যায়। পদার্থের যাহা সত্যজ্ঞান তাহা সর্বদা চিত্তে রাখাই মানবমাত্রের অভীষ্ট হইবে। কারণ, সত্য-জ্ঞান চিত্তে স্থির রাখিতে পারিলে কেহ মিথ্যা-জ্ঞান চায় না। বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সংযমদ্বারা সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিলেও বিক্ষেপাবির্ভাবে তাহা থাকে না, সুতরাং একাগ্রভূমিক চিত্তেই সাততিক সমাধি-প্রজ্ঞা হইতে পারে। যে জ্ঞান সদাস্থায়ী (অর্থাৎ যাবদ্‌বুদ্ধি স্থায়ী) এবং যাহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্মতর জ্ঞান হয় না, ও যাহা বিপর্যস্ত হয় না তাহাই চরম সত্য-জ্ঞান। সেই সত্য-জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয় সদ্ভূত বিষয়। এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন একাগ্রভূমিজ সমাধি হইতে সৎস্বরূপ অর্থ প্রকাশিত হয়। ঐ কারণে তখন যে ক্লেশবৃত্তিকে এবং কর্মকে জ্ঞান-বৈরাগ্যের দ্বারা ত্যাগ করা যায়, তাহার ত্যাগ সর্বকালীন হয়। সুতরাং এই অবস্থায় ক্লেশসকল ক্ষীণ হয় এবং কর্মবন্ধনসকল শ্লথ হয়। সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুর চরম জ্ঞান হইলে পরবৈরাগ্য-পূর্বক যখন জ্ঞানবৃত্তিকেও নিরাবলম্ব করিয়া লীন করা যায়, তখন তাহাকে নিরোধ সমাধি বলে। সম্প্রজ্ঞাত যোগে পদার্থের চরম জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান হইতে থাকে বলিয়া এই যোগ নিরোধ অবস্থাকে অভিমুখীন করে।

সদ্ভূত অর্থকে (বাস্তব বিষয়কে) প্রকাশ করা, ক্লেশগণকে ক্ষীণ করা, কর্মবন্ধনকে শ্লথ করা এবং নিরোধাবস্থাকে অভিমুখীন করা একাগ্রভূমিজ সমাধির এই কার্যচতুষ্টয় কিরূপে হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। সমাধির দ্বারা ভূতের স্বরূপ বা তন্মাত্রের জ্ঞান হয় (১।৪৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)। তন্মাত্র সুখ, দুঃখ ও মোহশূন্য অর্থাৎ যে যোগী তন্মাত্র সাক্ষাৎ করেন তিনি তন্মাত্র (বাহ্য জগৎ) হইতে সুখী, দুঃখী অথবা মূঢ় হন না। বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তে সমাধিকালে ঐরূপ জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু যখন অভিভূতবিক্ষেপ পুনরুদিত হয়, তখন সেই চিত্ত পুনরায় সুখী, দুঃখী ও মূঢ় হইয়া থাকে। কিন্তু

একাগ্রভূমিক চিত্তে সেইরূপ হয় না, তাহাতে সেই সমাধিপ্রজ্ঞা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সমাধির দ্বারা পদার্থের প্রজ্ঞান হইতে পারে বটে কিন্তু একাগ্রভূমিতে সম্প্রজ্ঞান বা সর্বতোভাবে প্রজ্ঞান সাততিক হয়। ক্লেশাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ। মনে কর ধনবিষয়ে রাগ আছে, তদ্বিষয়ক বিরাগভাবে সমাহিত হইলে সেই কালে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যেন সেই রাগ দূরীভূত হয়, একাগ্রভূমিক চিত্ত হইলে সেই বৈরাগ্য চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাগাদির ক্ষয়ে তন্মূলক কর্মও একে একে সর্বকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপে নিরোধাবস্থা অভিমুখ হয়।

সম্প্রজ্ঞাত যোগকে শুধু সমাধি বলিয়া যেন কেহ না বুঝেন। সমাধিপ্রজ্ঞা চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে।

ভাষ্যম্। তস্য লক্ষণাভিধিৎসয়েদং সূত্রম্প্রববৃতে—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

সর্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতি-শীলত্বাৎ ত্রিগুণম্। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টম্ ঐশ্বর্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব তমসানুবিদ্ধমধর্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্যোপগং ভবতি। তদেব প্রক্ষীণ-মোহাবরণং সর্বতঃ প্রদ্যোতমানমনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যোপগং ভবতি। তদেব রজোলেশমলাপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি। তৎ পরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতি-সংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধা চানন্তা চ, সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ম্ অতো বিপরীতা বিবেক-খ্যাতিরিতি। অতস্তস্যাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি, তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি, স নির্বীজঃ সমাধিঃ, ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়ত ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ। দ্বিবিধঃ স যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—উক্ত দ্বিবিধ যোগের লক্ষণ বলিবার ইচ্ছায় এই সূত্র প্রবর্তিত হইতেছে—

২। চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ (১)॥ সূ

সূত্রে 'সর্ব' শব্দ গ্রহণ না করাতে (অর্থাৎ 'সর্ব চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ' এইরূপ না বলিয়া কেবল 'চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ' এইরূপ বলাতে) সম্প্রজ্ঞাতকেও যোগ বলা হইয়াছে। প্রখ্যা বা প্রকাশশীলত্ব, প্রবৃত্তিশীলত্ব ও স্থিতিশীলত্ব এই ত্রিবিধ স্বভাবহেতু চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মক (২)। প্রখ্যারূপ চিত্তসত্ত্ব (৩) রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা সংসৃষ্ট হইলে তাদৃশ চিত্তের ঐশ্বর্য ও বিষয়সকল প্রিয় হয়। সেই চিত্ত তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য এই সকল তামসগুণে উপগত হয় (৪)। প্রক্ষীণ-মোহাবরণযুক্ত সুতরাং (গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই ত্রিবিধ বিষয়ের) সর্বতোরূপে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে, রজোমাত্রার দ্বারা অনুবিদ্ধ (৫) সেই চিত্তসত্ত্ব ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য বিষয়ে উপগত হয়। যখন লেশমাত্র রজোগুণের অস্থৈর্য-

রূপ মলও অপগত হয় তখন চিত্ত স্বরূপপ্রতিষ্ঠ (৬), কেবলমাত্র বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতা-খ্যাতি-যুক্ত, ধর্মমেঘধ্যানোপগত হয়। ইহাকে ধ্যায়ীরা পরম প্রসংখ্যান বলিয়া থাকেন। চিতিশক্তি অপরিণামিনী, অপ্রতিসংক্রমা, দর্শিত-বিষয়া, শুদ্ধা এবং অনন্তা (৭); আর এই বিবেকখ্যাতি সত্ত্বগুণাত্মিকা (৮) সেইহেতু চিতিশক্তির বিপরীত। এইজন্য বিবেকখ্যাতির ও সমলত্বহেতু বিবেক-খ্যাতিতেও বিরাগযুক্ত চিত্ত সেই খ্যাতিকে নিরুদ্ধ করিয়া ফেলে। সেই অবস্থায় চিত্ত সংস্কারোপগত থাকে। তাহাই নির্বীজ সমাধি, তাহাতে কোন প্রকার সম্প্রজ্ঞান হয় না বলিয়া তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত (৯)। অতএব চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ দ্বিবিধ হইল।

টীকা। ২। (১) চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা যোগ সর্বশ্রেষ্ঠ মানসিক বল। মোক্ষধর্মে আছে, "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্"—সাংখ্যের তুল্য জ্ঞান নাই, যোগের তুল্য বল নাই। বৃত্তির নিরোধ কিরূপে মানসিক বল হইতে পারে তাহা বুঝান যাইতেছে। বৃত্তিনিরোধ অর্থে এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা অর্থাৎ অভ্যাস দ্বারা যথেচ্ছ যে-কোন বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাখিতে পারার নাম যোগ। স্থৈর্যের ও ধ্যেয় বিষয়ের ভেদানুসারে যোগের অনেক অঙ্গভেদ আছে। বিষয় শুধু ঘটপটাদি বাহ্য দ্রব্য নহে, কিন্তু মানসিক ভাবও ধ্যেয় বিষয় হইতে পারে। যখন চিত্তে স্থৈর্যশক্তি জন্মায়, তখন যে-কোন একটি মনোবৃত্তি চিত্তে স্থির রাখা যায়। এখন বিবেচনা কর, আমাদের যে দুর্বলতা তাহা কেবল মনে সদিচ্ছা স্থির রাখিতে না পারা মাত্র, কিন্তু বৃত্তিস্থৈর্য হইলে সদিচ্ছাসকল মনে স্থির রাখা যাইবে, সুতরাং সেই পুরুষ মানসিক বল-সম্পন্ন হইবেন। সেই স্থৈর্যের যত বৃদ্ধি হইবে মানসিক বলেরও তত বৃদ্ধি হইবে। স্থৈর্যের চরম সীমার নাম সমাধি বা আত্মহারার ন্যায় অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখা। শ্রুতি ও দার্শনিক যুক্তির দ্বারা দুঃখের কারণ ও শাশ্বতী শান্তির উপায় বুঝিলেও আমরা কেবল মানসিক দুর্বলতাহেতু দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারি না। তৈত্তিরীয় শ্রুতির উপদেশ আছে, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দ জানিলে ব্রহ্মবিৎ কিছু হইতে ভীত হন না। ইহা জানিয়া এবং মরণত্রাসের অজ্ঞানতা জানিয়াও কেবল মানসিক দুর্বলতাবশতঃ আমরা তদনুযায়ী ভীতিশূন্য হইতে পারি না। কিন্তু যাঁহার সমাধিবল লাভ হয় সেই বলী ও বশী পুরুষ সর্বাঙ্গীণ শুদ্ধিলাভ করিয়া ত্রিতাপমুক্ত হইতে পারেন। এইজন্য শাস্ত্র বলেন, "বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্মচয়োঽচিরাৎ ॥" (বিষ্ণুপুরাণ, ৭ম অংশ)। সমাধিসিদ্ধি হইলে সেই জন্মেই মুক্তি হইতে পারে। শ্রুতিতেও তজ্জন্য শ্রবণ ও মননের পর নিদিধ্যাসন (ধ্যান বা সমাধি) অভ্যাস করিতে উপদেশ আছে। প্রাগুক্তি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, সমাধি অতিক্রম করিয়া কেহ মুক্ত হইতে পারে না। মুক্তি সমাধিবল-লভ্য পরম ধর্ম। শ্রুতিতে আছে, "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্ত-মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥" (কঠ)। শাস্ত্রে আছে, "অয়ন্তু পরমো ধর্মো যদ্যোগেনাত্ম-দর্শনম্" অর্থাৎ যোগের দ্বারা যে আত্মদর্শন তাহাই পরম (সর্বশ্রেষ্ঠ) ধর্ম। (মহাভা.)। ধর্মের ফল সুখ, আত্মদর্শন বা মুক্তাবস্থায় দুঃখনিবৃত্তির বা ইষ্টতার পরাকাষ্ঠারূপ শান্তিলাভ হয় বলিয়া আত্মদর্শন পরমধর্ম।

পৃথিবীতে যাঁহারা মোক্ষধর্মাচরণ করিতেছেন তাঁহারা সকলেই সেই পরমধর্মের কোন-না-কোন অঙ্গ অভ্যাস করিতেছেন। ঈশ্বরোপাসনার প্রধান ফল চিত্তস্থৈর্য, দানাদির ও সংযমমূলক কর্ম সমুদায়ের ফলও পরম্পরা সম্বন্ধে চিত্তস্থৈর্য। অতএব পৃথিবীর সমস্ত সাধক জানিয়া হউক, বা

না জানিয়া হউক, উক্ত সার্বজনীন চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ পরমধর্মের কোন-না-কোন অঙ্গ অভ্যাস করিতেছেন।

২। (২) প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন ধর্মের বিশেষ বিবরণ ২।১৮ সূত্রের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য। ভাষ্যকার ক্ষিপ্তাদি চিত্তে কি কি গুণের প্রাবল্য এবং তত্তৎ চিত্তের কি কি বিষয় প্রিয় হয়, তাহা দেখাইতেছেন।

২। (৩-৪) চিত্তরূপে পরিণত যে সত্ত্বগুণ তাহাই চিত্তসত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি। সেই চিত্তসত্ত্ব যখন রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয় অর্থাৎ যে চিত্ত চাঞ্চল্য ও আবরণহেতু প্রত্যগাত্মার ধ্যানপ্রবণ না হয়, সেই চিত্ত ঐশ্বর্য ও শব্দাদি বিষয়ে অনুরক্ত থাকে। তাদৃশ ক্ষিপ্ত-ভূমিক চিত্ত আত্মধ্যানে ও বিষয়-বৈরাগ্যে সুখী হয় না, পরন্তু তাহা বাহুল্যরূপে ঐশ্বর্য বা ইচ্ছার অনভিঘাতে (অর্থাৎ কামনাসিদ্ধিতে) এবং শব্দাদি বিষয় গ্রহণ হইতে সুখী হয়। এতাদৃশ ব্যক্তিদের (তাহারা সাধক হইলে) অণিমাদির, অথবা (অসাধকের) লৌকিক ঐশ্বর্যের কামনা মনে প্রবল-ভাবে উঠে এবং তাহারা পারমার্থিক ও লৌকিক বিষয়সকলের উপদেশ, শিক্ষা ও আলোচনাদি করিয়া সুখ পায়। উত্তরোত্তর যত তাহাদের সত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ও ইতর গুণের অভিভব হইতে থাকে, ততই তাহারা বাহ্য বিষয় ছাড়িয়া আভ্যন্তর ভাবে স্থিতিলাভ করিয়া সুখী হয়। বিক্ষিপ্ত-ভূমিকেরা প্রকৃত নিবৃত্তি বা শান্তি চাহে না কিন্তু শক্তির উৎকর্ষমাত্র চাহে।

যে চিত্তে প্রবল তমোগুণের দ্বারা চিত্তসত্ত্ব অভিভূত, তাদৃশ চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিরা (মূঢ়ভূমিক) 'বাহুল্যরূপে অধর্মের অর্থাৎ যে কর্মের ফল অধিক পরিমাণে দুঃখ ('কর্মপ্রকরণ' দ্রষ্টব্য) তাহার আচরণশীল হয়, এবং তাহারা অজ্ঞানী বা বিপরীত (পরমার্থের বিরোধী)-জ্ঞানযুক্ত হয়। আর তাহারা বাহ্য বিষয়ের প্রবল অনুরাগী হয় এবং প্রধানতঃ মোহবশে এইরূপ আচরণ করে যাহার ফল অনৈশ্বর্য বা ইচ্ছার অপ্রাপ্তি।

২। (৫) রজোগুণের কার্যচাঞ্চল্য অর্থাৎ একভাব হইতে ভাবান্তরপ্রাপ্তি। প্রক্ষীণমোহ চিত্তে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যরূপ বিষয়সকলের প্রজ্ঞা হইতে থাকে বলিয়া সেই চিত্তেও কতক পরিমাণ চাঞ্চল্য থাকে অর্থাৎ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যরূপ সাধনে অবিরত থাকারূপ চাঞ্চল্য থাকে।

২। (৬) রজোগুণের লেশমাত্র মলও অপগত হইলে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের চরম বিকাশ (যদপেক্ষা আর অধিকতর বিকাশ হইতে পারে না) হইলে, চিত্তসত্ত্ব স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয় অর্থাৎ পূর্ণরূপে সাত্ত্বিক-প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়, যেমন দগ্ধমল বিশুদ্ধ কাঞ্চন, মলজনিত বৈরূপ্য ত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারণ করে, তদ্বৎ। কিঞ্চ তাহা পুরুষস্বরূপে বা পুরুষ-বিষয়ক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে বিবেকখ্যাতি-বিষয়ক সমাপত্তি বলে। তাদৃশ চিত্ত বিবেকখ্যাতিতে বা বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যত্বের উপলব্ধিমাত্রে রত হয়। যখন সেই বিবেকখ্যাতি 'সর্বথা' হয় অর্থাৎ যখন বিবেকখ্যাতির বাহ্যফল যে সর্বজ্ঞতা ও সর্বাধিষ্ঠাতৃত্ব, তাহাতে বিরাগযুক্ত হইয়া অবিপ্লবা হয়, তখন তাহাকে ধর্মমেঘ সমাধি বলা হয়। (৪।২৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

পরম প্রসংখ্যান অর্থে পুরুষতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বা বিবেকখ্যাতি। তাহাই ব্যুত্থানের সম্যক্ নিরোধোপায়। ধর্মমেঘের দ্বারা ক্লেশের সম্যক্ নিবৃত্তি হয় বলিয়া, আর তদবস্থায় সার্বজ্ঞ্যাদি বিবেকজসিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হয় বলিয়া তাহাকে ধ্যায়ীরা পরম প্রসংখ্যান বলেন।

২। (৭) চিতিশক্তির পাঁচটি বিশেষণ যথা : শুদ্ধা, অনন্তা, অপরিণামিনী, অপ্রতিসংক্রমা

ও দর্শিত-বিষয়া। দর্শিত-বিষয়া—বিষয়সকল যাহার নিকট বুদ্ধির দ্বারা দর্শিত হয়। অর্থাৎ যাহার সত্তায় বুদ্ধি চেতনাবতী হইলে বুদ্ধিস্থ বিষয়সকলের প্রতিসংবেদন হয়। বিষয়সকল প্রকাশিত হয় বলিয়া সেই স্বপ্রকাশ শক্তি ('পারিভাষিক শব্দার্থ' দ্রষ্টব্য) যে কিছু ক্রিয়াশালিনী বা বিকৃতা হন তাহা নহে, এই হেতু বলিয়াছেন 'অপ্রতিসংক্রমা' অর্থাৎ প্রতিসংক্রম- (=সঞ্চার। কার্যে বা বিষয়ে সংক্রান্ত হওয়া) শূন্যা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়া ও নির্লিপ্তা। অপরিণামিনী অর্থে বিকারশূন্যা। শুদ্ধা অর্থে সাত্ত্বিক প্রকাশের ন্যায় আবরণশীল ও চলনশীল নহে, কিন্তু সেই চিতিশক্তি পূর্ণ স্বপ্রকাশ। অনন্তা অর্থে পরিমিত অসংখ্য অবয়বের সমষ্টিরূপ যে আনন্ত্য তাহা চিতিতে কল্পনীয় নহে, কিন্তু 'অন্ত' পদার্থ তাঁহার সহিত সংযোজ্যই নহে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২। (৮) বিবেকবুদ্ধি সত্ত্বগুণ-প্রধানা। প্রকাশকের যোগে যে প্রকাশ হয় এবং যাহা নিত্য-সহচর রজস্তমোগুণের দ্বারা অল্পাধিক আবরিত ও চঞ্চল, তাহাই সাত্ত্বিক প্রকাশ বা বুদ্ধির প্রকাশ। এই হেতু বুদ্ধির প্রকাশ্য বিষয় (শব্দাদি ও বিবেক) পরিচ্ছিন্ন ও নশ্বর। সুতরাং স্বপ্রকাশ চিতিশক্তি হইতে বুদ্ধি বিপরীত। সমাধিদ্বারা বুদ্ধিকে সাক্ষাৎ করিয়া পরে নিরোধ সমাধির দ্বারা চৈতন্য-মাত্রাধিগম হইলে সেই বুদ্ধি ও চৈতন্যের যে পৃথক্‌বিষয়ক প্রজ্ঞা হয়, তাহাকে বিবেকখ্যাতি বা বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি বলে (২।২৬ সূত্র দ্রষ্টব্য)। সেই বিবেকখ্যাতির দ্বারা পরবৈরাগ্য-পূর্বক চিত্তনিরোধ শাশ্বত হইলে তাহাকে কৈবল্যাবস্থা বলা যায়।

২। (৯) সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের সম্প্রজ্ঞান হইয়া পরবৈরাগ্যবশতঃ তাহাও (সম্প্রজ্ঞানও) নিরুদ্ধ হয় বলিয়া ঐ সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি না হইলে অসম্প্রজ্ঞাত হইতে পারে না।

ভাষ্যম্। তদবস্থে চেতসি বিষয়াভাবাদ্‌বুদ্ধিবোধাত্মা পুরুষঃ কিংস্বভাব ইতি—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তির্যথা কৈবল্যে, ব্যুত্থানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তী ন তথা ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—চিত্ত তাদৃশ নিরোধাবস্থাপন্ন হইলে, তখন বিষয়াভাবপ্রযুক্ত বুদ্ধিবোধাত্মক (১) পুরুষ কি স্বভাব হন ?—

৩। সেই অবস্থায় দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়॥ সূ

সেই সময়ে চিতিশক্তি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকেন। যেরূপ কৈবল্যাবস্থায় থাকেন ইহাতেও সেইরূপ থাকেন (২)। চিত্তের ব্যুত্থানাবস্থায় চিতিশক্তি (পরমার্থতঃ) তাদৃশ (স্বরূপপ্রতিষ্ঠ) হইলেও (ব্যবহারতঃ) তাদৃশ হন না। (কেন ? তাহা নিম্নসূত্রে উক্ত হইয়াছে)।

টীকা। ৩। (১) বুদ্ধিবোধাত্মক—বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধির বোদ্ধা বা সাক্ষিস্বরূপ। প্রধান বুদ্ধি—অহংপ্রত্যয়।

৩। (২) এই অবস্থার মত বৃত্তির নিরুদ্ধাবস্থাই কৈবল্য। নিরোধ সমাধি চিত্তের সাময়িক লয়, আর কৈবল্য প্রলয়। দ্রষ্টার 'স্বরূপস্থিতি' ও বৃত্তি-সারূপ্যরূপ 'অস্বরূপস্থিতি' বহির্দিক্ হইতেই বলা হয়, উহা কথার কথা বা প্রতীতিমাত্র। (নিরোধ সম্বন্ধে ১।১৮ টীকা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যম্। কথং তর্হি? দর্শিতবিষয়ত্বাৎ।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

ব্যুত্থানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ ; তথা চ সূত্রম্ "একমেব দর্শনম্, খ্যাতিরেব দর্শনম্" ইতি। চিত্তময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ। তস্মাচ্চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্যানাদিঃ সম্বন্ধো হেতুঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কেন?—দর্শিতবিষয়ত্বই ইহার কারণ (১)।

৪। অপর (বিক্ষেপ) অবস্থায় বৃত্তির সহিত (পুরুষের) সারূপ্য (প্রতীতি) হয়॥ সু

ব্যুত্থানাবস্থায় যে-সকল চিত্তবৃত্তি উদিত হয়, তাহাদের সহিত পুরুষের অবিশিষ্টরূপে বৃত্তি বা জ্ঞান হয়। এ বিষয়ে (পঞ্চশিখাচার্যের) সূত্র প্রমাণ, যথা, "একই দর্শন, খ্যাতিই দর্শন" (২) অর্থাৎ লৌকিক ভ্রান্তিদৃষ্টিতে 'খ্যাতি বা বুদ্ধিবৃত্তিই দর্শন'। এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত দর্শন (=বুদ্ধির অতিরিক্ত পৌরুষেয় চৈতন্য) একাকার বলিয়া প্রতীত হয়। চিত্ত অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রোপকারী (৩), দৃশ্যত্ব গুণের দ্বারা ইহা স্বামী পুরুষের 'স্ব'-স্বরূপ হয় (৪)। সেইহেতু পুরুষের সহিত অনাদি-সংযোগই চিত্তবৃত্তির উপদর্শনবিষয়ে কারণ (৫)।

টীকা। ৪। (১) দর্শিতবিষয়ত্ব পূর্বে (১।২) উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি ও পুরুষের এক-প্রত্যয়গতত্বহেতু অত্যন্ত সন্নিকর্ষ হইতে চিৎস্বভাব পুরুষের দ্বারা বুদ্ধ্যুপারূঢ় (বুদ্ধিতে আরোপিত) বিষয়সকল প্রকাশিত হয়। তদ্রূপে বৌদ্ধ বিষয়-প্রকাশের হেতুস্বরূপ হওয়াতে, পুরুষ যেন বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অভিন্নরূপে প্রতীত হন।

৪। (২) পঞ্চশিখাচার্য একজন অতি প্রাচীন সাংখ্যাচার্য। কপিলের শিষ্য আসুরি এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ, এইরূপ পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি আছে। পঞ্চশিখাচার্যই সাংখ্যশাস্ত্র প্রথমে সূত্রিত করিয়া যান। তাঁহার যে কয়েকটি প্রবচন ভাষ্যকার উদ্ধৃত করিয়া স্বকীয় উক্তির পোষকতা করিয়াছেন, তাহারা এক একটি অমূল্য রত্নস্বরূপ। যে গ্রন্থ হইতে ভাষ্যকার এই সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। পঞ্চশিখ সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ আছে, "সর্বসন্ন্যাস-ধর্মাণাং তত্ত্বজ্ঞানবিনিশ্চয়ে। সুপর্যবসিতার্থশ্চ নির্দ্বন্দ্বো নষ্টসংশয়ঃ॥ ঋষীণামাহুরেকং যং কামাদ-বসিতং নৃষু। শাশ্বতং সুখমত্যন্তমন্বিচ্ছন্তং সুদুর্লভম্॥ যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজা-পতিম্। স মন্যে তেন রূপেণ বিস্মাপয়তি হি স্বয়ম্॥" ইত্যাদি (মোক্ষধর্ম)। পঞ্চশিখবাক্যস্থ 'দর্শন' শব্দের অর্থ চৈতন্য, এবং 'খ্যাতি' শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি বা বৌদ্ধ প্রকাশ।

৪। (৩) বিজ্ঞানভিক্ষু এই দৃষ্টান্তের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন. "যেমন অয়স্কান্ত মণি নিজের নিকটবর্তী করিয়া (আকর্ষণ করিয়া) লৌহশল্য নিষ্কর্ষণরূপ উপকার করে এবং তদ্দ্বারা ভোগ-

সাধনত্বহেতু নিজ স্বামীর 'স্ব'-স্বরূপ হয়, সেইরূপ চিত্তও বিষয়রূপ লৌহসকলকে নিজের নিকটবর্তী করিয়া, দৃশ্যত্বরূপ উপকার করণপূর্বক স্বীয় স্বামী পুরুষের ভোগসাধকত্বহেতু 'স্ব'-স্বরূপ হয়।"

৪। (৪) 'আমি দেখিব', 'আমি শুনিব', 'আমি সংকল্প করি', 'আমি বিকল্প করি' ইত্যাদি যাবতীয় বৃত্তির মধ্যে 'আমি' এই ভাব সাধারণ। এই আমিত্বের যাহা জ্ঞ-স্বরূপ মৌলিক লক্ষ্য তাহাই দ্রষ্টৃপুরুষ। দ্রষ্টৃপুরুষ চৈতন্য-স্বরূপ। দ্রষ্টৃ-চৈতন্যের দ্বারা চেতনাযুক্তের ন্যায় হইয়া বুদ্ধি বিষয় প্রকাশ করে। যাহা প্রকাশ হয় বা আমরা জ্ঞাত হই তাহা দৃশ্য। রূপ-রসাদিরা বাহ্য দৃশ্য। চিত্তের দ্বারা উহাদের জ্ঞান হয়। বিষয়জ্ঞানে 'আমি' জ্ঞাতা বা গ্রহীতা, চিত্ত (ইন্দ্রিয়যুক্ত) জ্ঞানকরণ বা দর্শন-শক্তি এবং বিষয়সকল দৃশ্য বা জ্ঞেয়। সাধারণতঃ অনুব্যবসায়দ্বারা আমাদের চিত্ত-বিষয়ক জ্ঞান হয়। তজ্জন্য আমরা চিত্তের জ্ঞানবৃত্তিকে উদয়কালে অনুভবপূর্বক পরে স্মরণের দ্বারা তাহার পুনরনুভব করিয়া বিচারাদি করি। চিত্ত বিষয়-জ্ঞান সম্বন্ধে যদিও দ্রষ্টার করণস্বরূপ হয়, তথাপি অবস্থাভেদে তাহা আবার দৃশ্যস্বরূপ হয়। চিত্তের বা মনের উপাদান অস্মিতাখ্য অভিমান। চিত্তগত বিষয়-জ্ঞান সেই অভিমানের বিশেষ বিশেষ প্রকার বিকৃতিমাত্র। যখন চিত্তকে স্থির করিবার সামর্থ্য হয়, তখন অহংকার বা অভিমানকে সাক্ষাৎ করা যায়। শুদ্ধ পরিণম্যমান অহংকারভাবে অবস্থান করিলে তাহার বিকৃতি-স্বরূপ চৈত্তিক বিষয়-জ্ঞান যে পৃথক্ তাহা বুঝা যায়। তখন বিষয়-প্রত্যক্ষকারী চিত্ত (বিষয়াকার চিত্তবৃত্তিসকল) দৃশ্য হইল, এবং অহংকার বা শুদ্ধ অভিমান দর্শনশক্তি বা করণ-স্বরূপ হইল। পুনশ্চ অভিমানকে সংহৃত করিয়া যখন শুদ্ধ 'অস্মি'-ভাবে অবস্থান (সাস্মিত ধ্যান) করা যায়, তখন অভিমানাত্মক অহংকার যে পৃথক্ বা ত্যাজ্য তাহা বুঝা যায়। শুদ্ধ 'অহং'-ভাব বা বুদ্ধি, তখন জ্ঞানকরণ-স্বরূপ হয়। সেই বুদ্ধি বিকারশীলা, জড়া ইত্যাদি তাহার বিশেষত্ব বুঝিয়া সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারা যখন বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষের সত্তা-নিশ্চয় হয়, তখন সেই বিবেক-জ্ঞান পুরুষের সত্তাকেই খ্যাপিত করিতে থাকে। সেই বিবেক-জ্ঞানও যখন সমাপ্ত হইয়া পরবৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়াভাবে লীন হয় অর্থাৎ জ্ঞাতৃভাবের অস্মিতারূপ পরিচ্ছেদও যখন না থাকে, তখন দ্রষ্টা পুরুষকে কেবল বা স্বরূপস্থ বলা যায়। বুদ্ধি সে অবস্থায় পৃথগ্‌ভূতা হয় বলিয়া তাহাও দৃশ্য তবে তখন তাহার লীন অবস্থা। এইরূপে আবুদ্ধি সমস্তই দৃশ্য। যাহার প্রকাশের জন্য অন্য প্রকাশকের অপেক্ষা থাকে তাহা দৃশ্য। আর যাহার বোধের জন্য অন্য বোধয়িতার অপেক্ষা নাই, তাহা স্বয়ংপ্রকাশ চিৎ। দ্রষ্টৃপুরুষ স্বয়ংপ্রকাশ এবং বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য বা প্রকাশ্য। তাহারা পৌরুষেয় চৈতন্যের দ্বারা চেতনাযুক্তের ন্যায় হয়। ইহাই দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব, দ্রষ্টা স্বামি-স্বরূপ এবং দৃশ্য 'স্ব'-স্বরূপ। বুদ্ধ্যাদির সাক্ষাৎকার যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

৪। (৫) শান্ত-ঘোর-মূঢ়াবস্থ সমস্ত চিত্তবৃত্তির দর্শনের বা পুরুষের দ্বারা প্রতিসংবেদনের হেতু অবিদ্যাকৃত অনাদি-সংযোগ (২।২৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যম্। তাঃ পুনর্নিবোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্য—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

ক্লেশহেতুকাঃ কর্মাশয়প্রচয়ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ, খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্যোঽক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতা অপ্যক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষ্বপ্যক্লিষ্টা ভবন্তি, অক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু ক্লিষ্টা ইতি। তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারা বৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে, সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয় ইতি। এবং বৃত্তিসংস্কারচক্রমনিশমাবর্ততে। তদেবম্ভূতং চিত্তমবসিতাধিকারমাত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই নিবোদ্ধব্য বৃত্তিসকল বহু হইলেও চিত্তের—

৫। ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিসকল পঞ্চ প্রকার ॥ সূ

(ক্লিষ্টাক্লিষ্টরূপ নিবোদ্ধব্য চিত্তের বৃত্তিসকল বহু হইলেও পঞ্চভাগে বিভাজ্য)। অবিদ্যাদিক্লেশমূলিকা (১), কর্মসংস্কারসমূহের ক্ষেত্রীভূতা (২) বৃত্তিসকল ক্লিষ্টা বৃত্তি। বিবেক-জ্ঞানবিষয়া, গুণাধিকার-বিরোধিনী (৩) বৃত্তিসকল অক্লিষ্টা বৃত্তি। ক্লিষ্টা বৃত্তির প্রবাহপতিতা (৪) বৃত্তিসকলও অক্লিষ্টা। ক্লিষ্ট ছিদ্রেও (৫) অক্লিষ্টা বৃত্তি এবং অক্লিষ্ট ছিদ্রেও ক্লিষ্টা বৃত্তি উৎপন্ন হয়। (ক্লিষ্টা বা অক্লিষ্টা)-বৃত্তির দ্বারা সেই সেই জাতীয় সংস্কার (ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট) উৎপন্ন (৬) হয়। সেই সংস্কার হইতে পুনরায় বৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে (নিরোধ সমাধি পর্যন্ত) বৃত্তিসংস্কার-চক্র প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে। এবম্ভূত চিত্ত গুণাধিকারাবসান হইলে অর্থাৎ বিক্ষেপ-বীজশূন্য হইলে 'স্ব'-স্বরূপে বা বিশুদ্ধ সত্ত্বমাত্র-স্বরূপে অবস্থান করে অথবা (পরমার্থসিদ্ধিতে) প্রলয় প্রাপ্ত হয় (৭)।

টীকা। ৫। (১) অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ (২।৩-৯ সূত্র দ্রষ্টব্য) যে সকল বৃত্তির মূলে থাকে তাহারা ক্লেশমূলিকা। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহাদের কোন ক্লেশপূর্বক কোন এক বৃত্তি উঠিলেই তাহাকে ক্লিষ্টা বৃত্তি বলা যায়, যেহেতু তাদৃশ বৃত্তি হইতে যে সংস্কার সঞ্চিত হয়, তাহা বিপাক প্রাপ্ত হইয়া পুনশ্চ ক্লেশময় বৃত্তি উৎপাদন করে। তাহারা দুঃখদ বলিয়া তাহাদের নাম ক্লেশ।

৫। (২) উপরি উক্ত কারণেই ক্লিষ্টা বৃত্তিকে কর্মসংস্কারসমূহের ক্ষেত্রীভূতা বলা হইয়াছে। "যাহার দ্বারা যাহা জীবিত থাকে তাহাই তাহার বৃত্তি, যেমন ব্রাহ্মণের যাজনাদি" (বিজ্ঞানভিক্ষু)। চিত্তবৃত্তি অর্থে জ্ঞানরূপ অবস্থাসকল। তদ্‌ভাবে চিত্ত লীন হয় তাই তাহারা চিত্তের বৃত্তি।

৫। (৩) অবিদ্যাবশে দেহ, মন প্রভৃতি পুরুষের উপাধির প্রতিনিয়ত বিকারশীলভাবে অথবা লীনভাবে বর্তমান থাকা বা সংসৃতিপ্রবাহই গুণবিকার। জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাদির নাশ হওয়া-হেতু, জ্ঞান-বিষয়ক বৃত্তিসকল গুণাধিকার-বিরোধিনী অক্লিষ্টা বৃত্তি যথা, দেহাভিমান বা 'আমিই দেহ' এইরূপ ভ্রান্তি ও তদনুগত কর্ম হইতে জাত চিত্তবৃত্তিসকল অবিদ্যামূলিকা ক্লেশবৃত্তি। 'আমি দেহ নহি' এইরূপ জ্ঞানময় ধ্যানাদি বা উক্ত ভাবানুযায়ী আচরণজনিত চিত্তবৃত্তিসকল অক্লিষ্টা বৃত্তি। তাদৃশ বৃত্তিপরম্পরা হইতে পরিশেষে দেহাদি ধারণ (সুতরাং অবিদ্যা) নাশ হইতে পারে বলিয়া তাহাদিগকে গুণাধিকার-বিরোধিনী অক্লিষ্টা বৃত্তি বলা যায়। বিবেকের দ্বারা অবিদ্যা

নষ্ট হইলে যে বিবেকখ্যাতিরূপা বৃত্তি উঠে তাহাই মুখ্যা অক্লিষ্টা বৃত্তি। বিবেকের সাক্ষাৎকার না হইলে শ্রবণ-মনন-পূর্বক বিবেকের অনুভব গৌণা অক্লিষ্টা বৃত্তি।

৫। (৪-৫) শঙ্কা হইতে পারে ক্লিষ্টবৃত্তিবহুল জীবগণের অক্লিষ্টবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা কোথায়, এবং বহু ক্লিষ্টবৃত্তির মধ্যে উৎপন্ন ও বিলীন হইয়াই বা অক্লিষ্টবৃত্তি কিরূপে কার্যকারিণী হইবে? উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, ক্লিষ্ট প্রবাহের মধ্যে পতিত থাকিলেও অর্থাৎ উৎপন্ন হইলেও, অন্ধকার গৃহে গবাক্ষাগত আলোকের ন্যায় অক্লিষ্টা বৃত্তি বিবিক্তরূপে থাকে। অভ্যাস-বৈরাগ্যরূপ যে ক্লিষ্টবৃত্তির ছিদ্র তাহাতেও অক্লিষ্টবৃত্তি প্রজাত হইতে পারে। সেইরূপ অক্লিষ্টবৃত্তি-ছিদ্রেও ক্লিষ্টবৃত্তি উৎপন্ন হয়। বৃত্তিসকলের সংস্কারভাবে আহিত থাকাতে ক্লিষ্টপ্রবাহ-পতিত অক্লিষ্টবৃত্তিও ক্রমশঃ বলবতী হইয়া ক্লেশপ্রবাহ রুদ্ধ করিতে পারে।

৫। (৬) ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্টবৃত্তি হইতে সেই সেই জাতীয় সংস্কার উৎপন্ন হয়। অনুভূত বিষয় চিত্তে আহিত থাকার নাম সংস্কার। অতএব ক্লিষ্টবৃত্তি হইতে ক্লিষ্ট সংস্কার এবং অক্লিষ্ট হইতে অক্লিষ্ট সংস্কার হয়। বক্ষ্যমাণ প্রমাণাদি বৃত্তির মধ্যে কিরূপ বৃত্তি ক্লিষ্টা ও কিরূপ বৃত্তি অক্লিষ্টা তাহা দেখান যাইতেছে। বিবেক এবং বিবেকের অনুকূল প্রমাণ-জ্ঞানসকল অক্লিষ্ট প্রমাণ ও তদ্বিপরীত প্রমাণ ক্লিষ্ট প্রমাণ। বিবেককালে অথবা নির্মাণ-চিত্তগ্রহণে যে অস্মিতাদি থাকে ও বিবেকের যাহা সাধক এইরূপ অস্মিতারাগাদি অক্লিষ্ট বিপর্যয়, যাহা তদ্বিপরীত তাহা ক্লিষ্ট। যে সমস্ত বাক্যের দ্বারা বিবেক সিদ্ধ হয় সেই বাক্যজাত বিকল্পই অক্লিষ্ট, তদ্বিপরীত ক্লিষ্ট বিকল্প।

বিবেকের এবং বিবেকের সাধক জ্ঞানময় আত্মভাবাদির স্মৃতি অক্লিষ্টা স্মৃতি, তদন্য ক্লিষ্টা স্মৃতি। বিবেকাভ্যাস এবং তদনুকূল জ্ঞানময় আত্মস্মৃত্যাদির অভ্যাসের বা সত্ত্বসংসেবনের দ্বারা ক্ষীয়মাণ নিদ্রা অর্থাৎ যে নিদ্রার পূর্বে ও পরে আত্মস্মৃতি থাকে এবং যাহা আত্মস্মৃতির দ্বারা ক্ষীণ হইতেছে বা যাহা সাধনাবস্থার স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক তাহাই অক্লিষ্টা নিদ্রা, এবং সাধারণ নিদ্রা ক্লিষ্টা নিদ্রা।

৫। (৭) 'সৎ' এর বিনাশ নাই বলিয়া দর্শনসঙ্গত লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা আমাদের নিকট সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা যতদিন লৌকিক দৃষ্টি থাকিবে ততদিন সৎ-রূপে প্রতীত হইবে। প্রাকৃত পদার্থ মাত্রই বিকারশীল, তাহারা সর্বদা একরূপে 'সৎ' বা বিদ্যমান থাকে না। তাহাদের সত্তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, যেমন 'মাটি আছে', 'মাটি ঘট হইল'। ঘটাবস্থার মাটি ধ্বংস হইল না, তবে মাটি পূর্বের পিণ্ডরূপ ত্যাগ করিয়া ঘটরূপে 'বিদ্যমান' রহিল। এইরূপে লৌকিক দৃষ্টিতে প্রতীয়মান সমস্ত দ্রব্যই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান থাকিতেছে, তাহাদের অভাব আমরা একেবারে চিন্তা করিতেই পারি না। এই যে বস্তুর রূপান্তরপরিণাম—তাহার মধ্যে যাহা পূর্বরূপে স্থিত বস্তু, তাহাকেউত্তর-রূপ-প্রাপ্ত বস্তুর অন্বয়ী কারণ বলা যায়, যেমন ঘটের অন্বয়ী কারণ মাটি। দ্রব্য যখন স্বীয় কারণরূপে প্রত্যাবর্তন করে তাহাকে নাশ বলা যায়, সুতরাং নাশ অর্থে কারণে লীন থাকা। এই হেতু লৌকিক দৃষ্টিতে মুক্ত চিত্তকে নিজের মূল উপাদান অব্যক্তে লীন বলিয়া অনুমিতি হইবে। দুঃখপ্রহাণের দৃষ্টিতে অর্থাৎ পরমার্থ সিদ্ধ হইলে যখন ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, তখন তাহার পুনরায় আর ব্যক্তভাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া চিত্ত প্রলীন বা অভাব-প্রাপ্তের ন্যায় হয়। চিত্ত তখন ত্রিগুণসাম্যরূপে থাকে, কেবল দুঃখকারণ দ্রষ্টৃ-দৃশ্য সংযোগেরই অভাব হয়। [৪।১৪ (২)]।

ধর্মমেঘ-ধ্যানে চিত্তসত্ত্ব নিজের প্রকৃত-স্বরূপে অর্থাৎ রজস্তমোমলহীন বিশুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপে থাকে,

আব কৈবল্যে স্বকাবণে লীন হইযা থাকে। বজস্তমোমলহীন অর্থে বজস্তমোহীন নহে, কিন্তু বিবেক-বিবোধী অন্য মালিন্যহীন।

ভাষ্যম্। তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ—

প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট বৃত্তিসকল পঞ্চ প্রকাব, যথা—

৬। প্রমাণ, বিপর্যয, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি (১) ॥ সূ

টীকা। ৬। (১) এখানে শঙ্কা হইতে পাবে যে, যখন নিদ্রা বৃত্তি বলিযা গণিত হইল তখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নই বা কেন গণিত হইল না ? আব সংকল্পাদি বৃত্তিই বা কেন উক্ত হইল না ? তদুত্তবে বক্তব্য—জাগ্রদবস্থা প্রমাণপ্রধান এবং তাহাতে বিকল্পাদিও থাকে, স্বপ্নাবস্থা তেমনি বিপর্যযপ্রধান, বিকল্প, স্মৃতি এবং প্রমাণও তাহাতে থাকে সুতবাং প্রমাণাদি বৃত্তিচতুষ্টযেব উল্লেখে উহাবা উক্ত হইযাছে বলিযা এবং উহাদেব নিবোধে জাগ্রদাদিবও নিবোধ হইবে বলিযা ইহাবা স্বতন্ত্র উক্ত হয নাই। সেইরূপ সংকল্প (কর্মেব মানস) জ্ঞানবৃত্তিপূর্বক উদিত ও তন্নিবোধে নিরুদ্ধ হয বলিযা উহাও উক্ত হয নাই। কিঞ্চ পঞ্চ বিপর্যযেব দ্বাবা সংকল্পও সূচিত হইযাছে, কাবণ, বাগদ্বেষাদি-পূর্বকই সংকল্পাদি হয। ফলতঃ এস্থলে সূত্রকাব মূল নিবোদ্ধব্য বৃত্তিসকলেব উল্লেখ কবিযাছেন, সেইজন্য সুখদুঃখাদিরূপ বেদনা বা অবস্থাবৃত্তিসকলও এস্থলে সংগৃহীত হয নাই। সুখদুঃখাদি পৃথগ্-রূপে নিবোদ্ধব্য নহে, প্রমাণাদিব নিবোধেব দ্বাবাই তাহাদেব নিবোধ কবিতে হয। বিজ্ঞানভিক্ষুও যোগসাবসংগ্রহে বলিযাছেন, "ইচ্ছাকৃত্যাদিরূপবৃত্তীনাং চৈতন্নিবোধেনৈব নিবোধো ভবতি।"

যোগশাস্ত্রেব পবিভাষাব প্রত্যয অর্থাৎ পবিদৃষ্ট চিত্তভাব বা বোধসকলকেই বৃত্তি বলা হইযাছে। তন্মধ্যে প্রমাণ যথাভূত বোধ, বিপর্যয অযথাভূত বোধ, বিকল্প প্রমাণবিপর্যযব্যতিবিক্ত অবস্তু-বিষযক বোধ, নিদ্রা রুদ্ধাবস্থাব অস্ফুটবোধ ও স্মৃতি বুদ্ধভাবসমূহেব পুনর্বোধ। বোধপূর্বক প্রবৃত্তি ও স্থিতি 'বৃত্তি'-সকল হয বলিযা এবং বোধ সকল প্রকাব বৃত্তিব অগ্র বলিযা বোধবৃত্তিসকলেব নিবোধে সমগ্র চিত্ত নিরুদ্ধ হয। তজ্জন্য যোগেব নিবোদ্ধব্য বৃত্তিসকল জ্ঞানবৃত্তি বা প্রত্যয। যোগীবা চিত্ত-নিবোধেব জন্য জ্ঞানবৃত্তিসকলেব নিবোধ কবিযা কৃতকার্য হন। জ্ঞানবৃত্তি ধবিযা চিত্ত-নিবোধ কবাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায। যোগেব বৃত্তি চিত্তসত্ত্বেব বা প্রখ্যাব ভেদ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিযেব দ্বাবা গৃহীত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষযবিজ্ঞান, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিযেব দ্বাবা গ্রাহ্যেব চালন বা দেশান্তবগতি ও চাল্যতাবোধ, পঞ্চ প্রাণেব দ্বাবা গ্রাহ্যেব জডতা-ধর্মেব বোধ এবং সুখাদি কবণগত ভাবসকলেব অনুভব, এই সকল লইযা যে আন্তব শক্তি মিলাইযা মিশাইযা বোধ কবে, চেষ্টা কবে ও ধাবণ কবে তাহাই চিত্ত। এ বিষযে কতকগুলি উদাহবণ দেওযা যাইতেছে। মনে কব, একটি হস্তী দর্শন কবিলে, সেই দর্শনে চক্ষুব দ্বাবা কেবল বিশেষ কৃষ্ণবর্ণ আকাবমাত্র জানা যায, কিন্তু হস্তীব যে অন্যান্য গুণ আছে তাহা চক্ষুমাত্রেব দ্বাবা জানা যায না। হস্তীব ভাববহন-শক্তি, গমন-শক্তি, ভোজন-শক্তি, তাহার শরীরেব দৃঢ়তা, তাহাব রব প্রভৃতি গুণসকল পূর্বে অন্যান্য যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ের

দ্বারা গৃহীত হইয়া অন্তরে ধৃত ছিল। হস্তিদর্শন-কালে সেই সমস্ত মিলাইয়া মিশাইয়া যে আন্তর শক্তি 'এই হস্তী' এইরূপ জ্ঞান উৎপাদন করিল, তাহাই চিত্ত বা সমগ্র অন্তঃকরণ। আর হস্তিদর্শনের আকাঙ্ক্ষার পূরণ হওয়াতে যদি আনন্দ হয় তাহাও চিত্তক্রিয়া। সেই আনন্দানুভবের স্বরূপ অন্তঃকরণগত অনুকূল হস্তি-দর্শনাবস্থার বোধমাত্র। (সাং তত্ত্ব. ২৮ প্রঃ পাদটীকা)।

বৃত্তির দ্বারা চিত্তের বর্তমানতা অনুভূত হয় এবং তাহা না থাকিলে চিত্ত লীন হয়। সেই বৃত্তি-সকল ত্রিগুণানুসারে কয়েক প্রকার মূলভাগে বিভক্ত হইতে পারে। তন্মধ্যে যোগার্থ মূল নিরোদ্ধব্য বৃত্তিসকল সূত্রকার পঞ্চ শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই শাস্ত্রপাঠীদের চিত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ স্মরণ রাখা উচিত। প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতিধর্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণ চিত্ত। প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি = জ্ঞান ও চেষ্টা-ভাব। স্থিতি অর্থে সংস্কার। প্রত্যক্ষাদির বোধ, সংস্কারের বোধ (স্মৃতিরূপ), প্রবৃত্তির বোধ, সুখাদি অনুভবের বিশেষ বোধ,* এই সব বিজ্ঞানমাত্র চিত্তবৃত্তি বা প্রত্যয়। ইচ্ছাদি চেষ্টাও দৃষ্ট ধর্ম বলিয়া প্রত্যয়-রূপ। সংস্কার অপরিদৃষ্ট ধর্ম। অতএব চিত্ত প্রত্যয় ও সংস্কার এই ধর্মদ্বয়যুক্ত বস্তু। তন্মধ্যে প্রত্যয়সকলের নাম চিত্তবৃত্তি। সাধারণতঃ বৃত্তিসকলই এই শাস্ত্রে চিত্ত বলিয়া অভিহিত হয়। বৃত্তিসকল জ্ঞানস্বরূপা বলিয়া সত্ত্ব-পরিণাম যে বুদ্ধি তাহার অনুগত পরিণাম। তাই চিত্ত ও বুদ্ধি শব্দ বহুস্থলে অভেদে ব্যবহৃত হয়। সেই বুদ্ধি বুদ্ধিতত্ত্ব নহে। চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। চিত্ত ও মন শব্দ অনেক স্থলে একার্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ আভ্যন্তরিক চেষ্টা, বাহ্যেন্দ্রিয়-প্রবর্তন ও চিত্তবৃত্তির অর্থাৎ মানস-ভাবের চৈত্তিক বিজ্ঞান হইবার জন্য যে আলোচনের প্রয়োজন সেই আলোচন মনের কার্য। বাহ্য-করণের ন্যায় অন্তঃকরণেও প্রথমে আলোচন-জ্ঞান হয়, পরে তাহার বিজ্ঞান হয়। মানস প্রত্যক্ষ ঐ আলোচন-পূর্বক হয়, যেমন চক্ষুর দ্বারা চাক্ষুষ জ্ঞান হয়। অতএব প্রবৃত্তিরূপ সঙ্কল্পক ইন্দ্রিয় বা মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরিক কেন্দ্র, আর চিত্তবৃত্তি কেবল বিজ্ঞান। মনের দ্বারা গৃহীত বা কৃত বা ধৃত বিষয়ের বিশেষ প্রকার জ্ঞানই বিজ্ঞান বা চিত্তবৃত্তি। প্রাচীন বিভাগ এইরূপ তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ভাষ্যম্। তত্র—

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ। বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষ ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ।

অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধো যস্তদ্বিষয়া

* কেবল সুখ বলিয়া কোন বোধ হয় না, যে বিষয় হইতে সুখ হয় তাহা সম্প্রযুক্ত হইয়াই সুখ হয় (discrimination-যুক্ত জ্ঞান)। চিনি খাইয়া যে সুখ হয় তাহার সঙ্গে রূপত্র সুখের জ্ঞান হইবে না।

সামান্যাবধাবণপ্রধানা বৃত্তিবনুমানম্। যথা দেশান্তবপ্রাপ্তের্গতিমচ্চন্দ্রতাবকং চৈত্রবৎ, বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিবগতিঃ।

আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বার্থঃ পবত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে, শব্দাত্তদর্থ-বিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যাঽশ্রদ্ধেয়ার্থো বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে, মূলবক্তবি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ॥ ৭॥

ভাষ্যানুবাদ—তাহাব মধ্যে—

৭। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (এই তিন প্রকাবে সাধিত যথার্থ জ্ঞানেব নাম) প্রমাণ (১)॥ সূ

ইন্দ্রিযপ্রণালীব দ্বাবা চিত্তেব বাহ্য বস্তু হইতে উপবাগহেতু (২) বাহ্য-বিষযা এবং সামান্য ও বিশেষ-আত্মক বিষযেব মধ্যে বিশেষাবধাবণ-প্রধানা (৩) বৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বুদ্ধিব সহিত অবিশিষ্ট, পৌরুষেয চিত্তবৃত্তিবোধই (বিজ্ঞানভূত বৃত্তিব) ফল (৪)। পুরুষ বুদ্ধিব প্রতিসংবেদী (৫) ইহা অগ্রে প্রতিপাদন কবিব (২।২০ সূত্র)।

অনুমেযেব সহিত তুল্যজাতীয বস্তুতে অনুবৃত্ত এবং তাহাব ভিন্ন জাতীয বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (ধর্মই) সম্বন্ধ (৬)। সেই সম্বন্ধ-বিষযা (সম্বন্ধ-পূর্বিকা) সামান্যাবধাবণ-প্রধানা বৃত্তি অনুমান, যথা—দেশান্তবপ্রাপ্তিহেতু চন্দ্র, তাবকা ও গ্রহসকল গতিমান্, যেমন চৈত্র প্রভৃতি; বিন্ধ্যেব দেশান্তবপ্রাপ্তি হয না, সুতবাং তাহা অগতিমান্।

আপ্ত পুরুষেব দ্বাবা দৃষ্ট অথবা অনুমিত যে অর্থ বা বিষয, তাহা অপব ব্যক্তিতে নিজেব বোধ-সংক্রান্তিহেতু তিনি শব্দেব দ্বাবা উপদেশ কবিলে, সেই শব্দেব অর্থ-বিষযা যে বৃত্তি উৎপন্ন হয, তাহা শ্রোতা পুরুষেব আগম প্রমাণ (৭)। যে আগমেব বক্তা অশ্রদ্ধেযার্থ বা বঞ্চকপুরুষ, আব যাহাব অর্থ (বক্তাব দ্বাবা) দৃষ্ট বা অনুমিত হয নাই, সেই আগম মিথ্যা হয বা সেই স্থলে আগম প্রমাণ হয না। যে বিষয মূলবক্তাব বা আপ্তেব দৃষ্ট বা অনুমিত, তদ্বিষযক আগম প্রমাণ নির্বিপ্লব অর্থাৎ সত্য হয (৮)।

টীকা। ৭।(১) প্রমা—বিপর্যযেব দ্বাবা অবাধিত অর্থাবগাহী বোধ। প্রমাব কবণ = প্রমাণ। অনধিগত সৎ বা যথাভূত বিষযেব সত্তা-নিশ্চযেব নাম প্রমাণ। অন্য কথায অজ্ঞাত বিষযেব প্রমাব প্রক্রিযাব নাম প্রমাণ হইল। এই প্রমাণ-লক্ষণে এইরূপ সংশয হইতে পাবে যে, অনুমানেব দ্বাবা 'অগ্নি নাই' এইরূপ যখন 'অসত্তা-নিশ্চয' হয, তখন প্রমাণ-লক্ষণ অনুমানে অব্যাপ্ত। এতদুত্তবে বক্তব্য 'অসত্তা-বোধ' প্রকৃতপক্ষে যাহাব অসত্তা তদতিবিক্ত অন্য পদার্থেব বোধপূর্বক বিকল্পমাত্র। "ভাবান্তবমভাবো হি কযাচিৎ তু ব্যপেক্ষযা।" (পাতঞ্জল বহস্য) অর্থাৎ অভাব প্রকৃতপক্ষে অন্য একটা ভাবপদার্থ, কোনও এক বিষযেব সত্তাব অপেক্ষাতেই অন্য বস্তুব অভাব বলা হয। বস্তুব নাস্তিতা-জ্ঞান-সম্বন্ধে শ্লোকবার্তিকে আছে, "গৃহীত্বা বস্তুসদ্ভাবং স্মৃত্বা চ প্রতিযোগিনম্। মানসং নাস্তিতা-জ্ঞানং জাযতেঽক্ষানপেক্ষযা॥" অর্থাৎ সদ্বস্তু গ্রহণ কবিযা এবং প্রতিযোগী বা যাহাব অভাব তাহা স্মবণ কবিযা মনে মনে (বৈকল্পিক) নাস্তিতা-জ্ঞান উৎপন্ন হয। যেমন, কোন স্থানে ঘট না দেখিলে সেই স্থানেব এবং আলোকিত অবকাশেব রূপজ্ঞান চক্ষুব দ্বাবা হয, পবে মনে 'ঘটাভাব' শব্দেব দ্বাবা বিকল্পবৃত্তি হয় (১।৯ সূত্র)। ফলতঃ নির্বিষয জ্ঞান হইতে পারে না। আব জ্ঞান হওযা অর্থে সত্তার

নিশ্চয় হওয়া। শাস্ত্র বলেন, "যদি চানুভবরূপা সিদ্ধিঃ সত্তেতি কথ্যতে। সত্তা সর্বপদার্থানাং নান্যা সংবেদনাদৃতে ॥" অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধিই যদি সত্তা হয়, তবে সর্বপদার্থের সত্তা সংবেদন ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য)।

যত প্রকার সদ্বিষয়ক বোধ আছে তাহারা মূলতঃ দ্বিবিধ, প্রমাণ ও অনুভব। তন্মধ্যে প্রমাণ করণবাহ্য পদার্থ-বিষয়ক অথবা করণবাহ্যরূপে ব্যবহৃত পদার্থ-বিষয়ক। যেমন, আমার ইচ্ছা আছে কিনা ইহা জানিতে হইলে ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে করণাত্মক হইলেও তাহা করণবাহ্যরূপে ব্যবহৃত বিষয় হইল। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণেই এই লক্ষণ সাধারণ। আর অনুভব করণগত ভাববিষয়ক, যেমন, স্মৃত্যনুভব, সুখানুভব ইত্যাদি। অনধিগত তত্ত্ববোধ প্রমা, ইহা প্রমার আর এক অর্থ, তাহার করণ = প্রমাণ। প্রমাণের এই লক্ষণের দ্বারা স্মৃতি হইতে তাহার ভেদ সূচিত হয়।

এই শাস্ত্রে কতক অনুভবকে মানস প্রত্যক্ষ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া প্রমাণের অন্তর্গত করা হইয়াছে। স্মৃত্যনুভব কিন্তু মানস প্রত্যক্ষ নহে কারণ তাহা অধিগত বিষয়ের পুনরনুভব। অতএব প্রমাণ হইতে স্মৃতি পৃথক্।

৭। (২) বাহ্য বস্তুর ভিন্নতায় চিত্ত ভিন্নভাব ধারণ করে, তজ্জন্য চিত্তের বাহ্য বস্তুজনিত উপরঞ্জন হয়। ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা বিষয়ের সম্পর্ক ঘটিয়া চিত্ত উপরঞ্জিত বা বিকৃত হয়। চিত্ত-সত্ত্বের এক এক পরিণামই এক এক জ্ঞান। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা চিত্তের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক হয়। পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় এবং মন নামক অন্তরিন্দ্রিয় এই ছয় ইন্দ্রিয় এই শাস্ত্রে গৃহীত হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচনজ্ঞানমাত্র হয় অর্থাৎ গ্রহণমাত্র হয়। কেবল কর্ণাদির দ্বারা যাহা জানা যায় তাহাই আলোচনজ্ঞান। যেমন কাক ডাকিলে যে 'কা' 'কা' মাত্র ধ্বনি বোধ হয়, তাহা আলোচন-জ্ঞান। তৎপরে অন্তঃকরণস্থ অন্য বৃত্তির সহায়ে ইহা কাকের 'কা কা' রব ইত্যাকার যে বিজ্ঞান হয়, তাহাই চৈত্তিক প্রত্যক্ষ।

মানস বিষয়ের প্রত্যক্ষে অনুভবের বিজ্ঞান হয়, বা করণে স্থিত ভাব গ্রহণ-পূর্বক তাহার বিজ্ঞান হয়। সুখাদিবেদনার অনুভূতিমাত্র মানস আলোচন ; পরে তাহারও যে বিজ্ঞান হয় তাহাই মানস বিষয়ের প্রত্যক্ষ। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনের দ্বারা সেই বিষয় প্রথমে গৃহীত হয় ; পরে তদ্দ্বারা চিত্ত উপরঞ্জিত হইয়া তাহার চৈত্তিক প্রত্যক্ষ হয়। বাহ্য ইন্দ্রিয়ে যেমন প্রথমে আলোচন জ্ঞান, তাহার পর নামরূপ আদি যোগ করিয়া সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় (প্রথমটি lower centre, শেষেরটি higher centre) মনেও তদ্রূপ। প্রথমে সুখাদির প্রাথমিক অনুভূতিমাত্র মানস আলোচন, পরে তাহারও যে বিজ্ঞান হয়, কোন্ বিষয় হইতে কিরূপের ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য যুক্ত, তাহাই মানস প্রত্যক্ষ। অতএব সমস্ত চৈত্তিক প্রত্যক্ষে প্রথমে গ্রহণ, পরে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। সুতরাং 'করণবাহ্য ভাবের নিশ্চয় = প্রমাণ' এই লক্ষণ সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণে যুক্ত হইল।

৭। (৩) মূর্তি ও ব্যবধির (বাহ্যবিষয়ের) নাম বিশেষ। প্রত্যেক দ্রব্যের যে স্বকীয়, বিশেষ বা ইতর-ব্যাবচ্ছিন্ন শব্দস্পর্শাদি গুণ, তাহাই তাহার মূর্তি, আর ব্যবধি অর্থে আকার। মনে কর এক খণ্ড ইষ্টক, তাহার ঠিক যাহা বর্ণ এবং আকার তাহা শত সহস্র শব্দের দ্বারাও যথাবৎ প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার জ্ঞান হয়। তজ্জন্য প্রত্যক্ষ প্রধানতঃ বিশেষ-বিষয়ক। 'প্রধানতঃ' বলিবার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষে সামান্যের জ্ঞানও থাকে, কিন্তু বিশেষের জ্ঞানেরই

প্রাধান্য। বহুর মধ্যে যাহা সাধারণ পদার্থ (পদের বা common term-এর অর্থ) তাহাই সামান্য। অগ্নি, জল প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শব্দ সামান্য অর্থেই সংকেত করা হইয়াছে। আকার-প্রকারভেদে অগ্নি অসংখ্য প্রকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সামান্য নাম অগ্নি। সত্তা-পদার্থ সর্ব-বস্তু-সাধারণ সামান্য। প্রত্যক্ষে তাদৃশ সামান্য-জ্ঞানও অপ্রধানভাবে থাকে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ অনুমান ও আগম প্রমাণের বিষয় সামান্যমাত্র, কারণ, তাহারা শব্দের বা অন্য আকারাদি সংকেতের দ্বারা সিদ্ধ হয়। যদি বল 'চৈত্র আছে'- এইরূপ জ্ঞান যদি অনুমান বা আগমের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তবে ত চৈত্র নামে বিশেষপদার্থের জ্ঞান হইল—তাহা নহে, কারণ, চৈত্র যদি পূর্বদৃষ্ট হয়, তবে 'চৈত্র' শব্দের দ্বারা স্মরণ-জ্ঞানমাত্র হইবে। আর 'অমুকত্র আছে' এইটুকুমাত্রই প্রমাণ হইবে। চৈত্র অদৃষ্ট হইলে ত কথাই নাই, তাহা হইলে চৈত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞান হইবে না, কেবল সামান্য এক এক অংশের জ্ঞান অনুমান বা আগমের দ্বারা হইতে পারিবে।

৭।(৪) ফল=প্রত্যক্ষ ব্যাপারের ফল। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, "বৃত্তিরূপ করণের ফল।" 'পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তি-বোধ' ইহার উদাহরণে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, 'আমি ঘট জানিতেছি' এইরূপ বোধ। কিন্তু ঐরূপ বোধ দুই প্রকার হইতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে 'এই ঘট' বা 'ঘট আছে' এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু তাহাতেও জ্ঞাতৃভাব থাকে বলিয়া তাহা 'আমি ঘট দেখিতেছি' এইরূপ বাক্যের দ্বারা বিশ্লেষ করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে। আর ঘট দেখিতে দেখিতে মনে মনে চিন্তা হয় 'আমি ঘট দেখিতেছি'। প্রথমটি (ঘট আছে) ব্যবসায়-প্রধান, দ্বিতীয়টি ('আমি ঘট জানিতেছি') অনুব্যবসায়-প্রধান। প্রথমটি অর্থাৎ 'এই ঘট' অথবা 'ঘট আছে' ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ঐ প্রত্যক্ষে 'আমি' 'ঘট' 'দেখিতেছি' এইরূপ ভাবত্রয় আছে। কিন্তু ঘট-প্রত্যক্ষকালে কেবল 'ঘট আছে' বলিয়া বোধ হয় অর্থাৎ দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যের পৃথক্ উপলব্ধি হয় না। 'আমি দ্রষ্টা' এ জ্ঞান না থাকাতে এবং কেবল 'ঘট আছে' এইরূপ বোধ হওয়াতে, আমিত্বের অন্তর্গত দ্রষ্টা পুরুষ এবং গ্রাহ্য ঘট অবিশিষ্ট বা অবিভাগাপন্নের ন্যায় অর্থাৎ অভিন্নবৎ হয়। চতুর্থ সূত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। কোন একটি প্রত্যক্ষবৃত্তি ক্ষণমাত্রে উদিত হয়, পরে হয় ত তাহার প্রবাহ চলিতে থাকে। কিন্তু যে-ক্ষণে একটি 'ঘট-প্রত্যক্ষ'-বৃত্তি উদিত হয়, তাহাতে 'আমি ঘট দেখিতেছি' এইরূপ ত্রিবিভাগাপন্ন ভাব হয় না, কেবল 'ঘট' এইরূপ ভাব হয়। আর ঘটবোধে সেই বোধের দ্রষ্টা মূলে আছে, সুতরাং সেই দ্রষ্টা ঘটের বোধে অবিশিষ্টভাবে (পৃথক্ হইলেও অপৃথক্-রূপে) থাকে বলিতে হইবে।

এ বিষয় অন্যরূপেও বুঝা যাইতে পারে। সমস্ত জ্ঞানই করণাত্মক অভিমানের বিকারমাত্র। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বাহ্যক্রিয়া-জনিত অভিমান-বিকার, সুতরাং ঘটবোধ বস্তুতঃ অভিমান বা আমিত্বের বিকারবিশেষ মাত্র। কিন্তু আমির মধ্যে দ্রষ্টাও অন্তর্গত, সুতরাং ঘটপ্রত্যক্ষে ঘটজ্ঞানরূপ আমিত্বের বিকার ও দ্রষ্টা অভিন্নবৎ হয়। অবশ্য অনুব্যবসায়ের দ্বারা বিচার-পূর্বক দ্রষ্টা ও ঘটের পৃথক্ত্ববোধ হইতে পারে, কিন্তু ঘটপ্রত্যক্ষরূপ ব্যবসায়প্রধান বৃত্তিতে তাহা হইতে পারে না।

'পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তিবোধ' অর্থে পুরুষসাক্ষিক বা পুরুষোপদৃষ্ট চিত্তবৃত্তির বা জ্ঞানের প্রকাশ। শঙ্কা হইতে পারে, যদি পুরুষ নানাবৃত্তির প্রকাশক তবে তিনিও নানাত্বযুক্ত বা পরিণামী। তাহা নহে, ঐ নানাত্ব যদি পুরুষে যাইত তবে ইহা যুক্ত হইত। কিন্তু নানাত্ব ইন্দ্রিয়ে ও অন্তঃকরণে থাকে। বিষয়সকলকে বিশ্লেষ করিলে ক্ষণে ক্ষণে উদীয়মান ও লীয়মান সূক্ষ্ম ক্রিয়ামাত্র পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা

আমিত্বরূপ বুদ্ধির তাদৃশ সূক্ষ্ম ক্ষণিক পরিণাম হয়। সেই একরূপ ক্ষণিক বিকারশীল আমিত্বের প্রকাশয়িতা পুরুষ। সেই বিকার উপশান্ত হইলে যাহা থাকে তাহা পুরুষ, আর সেই বিকার ব্যক্ত হইলে যাহা হয় তাহা বুদ্ধি ; সুতরাং সেই বিকার পুরুষে থাকিতে পারে না। যোগী প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপেই পুরুষতত্ত্বে উপনীত হন। প্রথমে তিনি সমস্ত নীল, পীত, অম্ল, মধুর আদি নানাত্বের মধ্যে রূপমাত্র, রসমাত্র ইত্যাদিস্বরূপ তন্মাত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন। পরে তন্মাত্রতত্ত্ব অস্মিতায় (ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর ধ্যানের দ্বারা) বিলীন হওয়া সাক্ষাৎ করেন। সেই সূক্ষ্ম তন্মাত্রতত্ত্ব কিরূপে অস্মিতার বিকার তাহা উপলব্ধি করিয়া অস্মিতামাত্রে উপনীত হন এবং পরে বিবেকখ্যাতির দ্বারা পুরুষতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিকারকে নিরোধ করিয়া পুরুষতত্ত্বে স্থিতি হয়।

৭। (৫) 'পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী' পুরুষের এই লক্ষণটি অতি গভীরার্থক। যেমন প্রতিফলন অর্থে কোন দর্পণাদি ফলকে লাগিয়া অন্য দিকে গমন করা, প্রতিসংবেদন অর্থে সেইরূপ কোন সংবেদকে যাইয়া অন্য সংবেদন উৎপাদন করা বা অন্য সংবেদনরূপে প্রতিভাত হওয়াই প্রতিসংবেদন। রূপাদি প্রতিফলনের যেমন দর্পণাদি প্রতিফলক থাকে, তেমনি বুদ্ধির বা ব্যাবহারিক আমিত্বের বর্তমান ক্ষণে যে সংবেদন হয় সেই সংবেদন পুনশ্চ উত্তর ক্ষণে আমিত্বরূপে প্রতিসংবিদিত হয়। এই প্রতিসংবেদনের যাহা কেন্দ্র, তাহাই বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। 'আমি আছি' এইরূপ চিন্তা করিতে পারাও প্রতিসংবেদনের ফল। ('পুরুষ বা আত্মা' § ১৯ দ্রষ্টব্য)।

সমস্ত নিম্ন শারীরবোধের বা বৈষয়িকবোধের প্রতিসংবেদনের কেন্দ্র বুদ্ধি বা তন্নিম্নস্থ করণশক্তি-সকল। কিন্তু বুদ্ধিরূপ সর্বোচ্চ ব্যাবহারিক আত্মভাবের যাহা প্রতিসংবেদী তাহা বুদ্ধির অতীত ; তাহাই নির্বিকার চিদ্রূপ পুরুষ। এই প্রতিসংবেদন-ভাবের দ্বারাই পুরুষতত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। সমাধিবলে বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া বিচারানুগত ধ্যানের দ্বারা প্রতিসংবেদন-ভাব অবলম্বন করিয়া প্রতিসংবেদী পুরুষের উপলব্ধি হয়। ইহাই বস্তুতঃ বিবেকখ্যাতি।

৭। (৬) সহভাব ও অসহভাব এই দ্বিবিধ সম্বন্ধ। সহভাব = তৎসত্ত্বে সত্ত্ব এবং তদসত্ত্বে অসত্ত্ব, অসহভাব = তৎসত্ত্বে অসত্ত্ব এবং তদসত্ত্বে সত্ত্ব (সহভাব সম্বন্ধ যথা, অগ্নি আছে অতএব তাপ আছে, অগ্নি নাই সুতরাং তাপ নাই। অসহভাব সম্বন্ধ—অগ্নি আছে অতএব শৈত্য নাই, অগ্নি নাই সুতরাং শৈত্য আছে)। স্থূলতঃ এই কয় প্রকার সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া সম্বধ্যমান বস্তুর একভাগ প্রাপ্ত হইয়া অন্যভাগের জ্ঞানের নাম অনুমান। অনুমেয় বস্তুর যে যে স্থলে অসত্ত্ব-নিশ্চয় হয়, তাহার অর্থ তদতিরিক্ত অন্যভাবের নিশ্চয়। ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। নির্বিষয়ক বা অভাব-বিষয়ক প্রমাণ-জ্ঞান এইশাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

৭। (৭) শুধু শব্দ অর্থাৎ শব্দময় ক্রিয়াকারকযুক্ত বাক্য হইতে শব্দার্থের জ্ঞান হয়, কিন্তু সেই অর্থের অবাধিত যথার্থ নিশ্চয় সকল স্থলে হয় না। কোন স্থলে তদ্বিষয়ে সংশয় হয়, কোথাও বা অনুমানের দ্বারা সংশয় নিরাকৃত হইয়া নিশ্চয় হয়। যথা, 'অমুক ব্যক্তি বিশ্বাস্য ; সে বলিতেছে, অতএব সত্য' এইরূপ। পাঠ হইতেও এইরূপে নিশ্চয় হয়। উহা অনুমান প্রমাণ হইল। ইহাতে অনেকে মনে করেন, আগম একটি স্বতন্ত্র প্রমার করণ বা প্রমাণ নহে। তাহা যথার্থ নহে, আগম নামে এক প্রকার স্বতন্ত্র প্রমাণ আছে। কতকগুলি লোকের স্বভাবতঃ এইরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তাহারা পরের মনের কথা জানিতে পারে ও পরের মনে নিজের চিন্তা দিতে পারে। তাহাদিগকে

পরচিত্তজ্ঞ (thought-reader) বলে। তাহাদের চিন্তাক্ষেপ (thought-transference) শক্তিও থাকে। Telepathyও এই জাতীয়। তুমি তাহাদের নিকট মনে কর 'অমুকস্থানে পুস্তক আছে' অমনি তাহার মনে উহা উঠিবে অর্থাৎ তাহার সেই স্থানে পুস্তকের সত্ত্বজ্ঞান বা প্রমাণ হইবে। তাদৃশ পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তির প্রমাণ কিরূপে হয়?—সাধারণ প্রত্যক্ষের দ্বারা নহে। একজনের মনে মনে উচ্চারিত শব্দ এবং তাহার অর্থভূত নিশ্চয়-জ্ঞান আর একজনের মনে সংক্রান্ত হইল, তাহাতে সেই ব্যক্তিরও নিশ্চয়-জ্ঞান হইল। ইহা প্রত্যক্ষানুমান ছাড়া অন্য প্রকার প্রমাণ বলিতে হইবে। সাধারণ মনুষ্যের পরচিত্তজ্ঞতা অল্প থাকাতে স্ফুটরূপে শব্দ উচ্চারিত না হইলে তাহাদের সেই নিশ্চয়-জ্ঞান হয় না। আমরা মনোভাবসকল প্রায়শঃ শব্দের দ্বারাই প্রকাশ করি, সুতরাং একজনের মনোভাব আর একজনে সংক্রান্ত করিতে হইলে শব্দ বা বাক্য দ্বারাই করিতে হয়। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা স্বকীয় কোন প্রত্যক্ষীকৃত অথবা অনুমিত নিশ্চয়-জ্ঞান তোমাকে বলিলে তোমার প্রত্যয় বা তৎসদৃশ নিশ্চয় হয় না, আবার এমন অনেক লোক আছে, যাহারা তোমার নিশ্চযের জন্য কোন কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ তোমার নিশ্চয় হয়। তাহাদের এমন শক্তি আছে যে, বাক্য-বাহিত হইয়া তোমার মনে তাহাদের মনোভাব একেবারে বসিয়া যায়। প্রসিদ্ধ বক্তারা এই প্রকার। যাহাদের কথায় ঐরূপ অবিচারসিদ্ধ নিশ্চয় হয়, তাহারাই তোমার আপ্ত। আপ্তের বাক্য শুনিয়া যে তাহার নিশ্চয়-জ্ঞান একেবারে যাইয়া তোমার মনেও স্ব-সদৃশ নিশ্চয়-জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহাই আগম প্রমাণ। শাস্ত্রসকল আদিতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারী আপ্ত পুরুষগণের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া আগম নামে কথিত হয়। কিন্তু উহা প্রকৃত আগম প্রমাণ নহে। আগম প্রমাণে বক্তা ও শ্রোতার আবশ্যক। অনুমান ও প্রত্যক্ষ যেমন কখন কখন সদোষ হয়, সেইরূপ আপ্তের দোষ থাকিলে সেই আগম দুষ্ট হয়। শুধু শব্দার্থ জ্ঞান আগম নহে, আপ্তোক্ত শব্দার্থ-সহায়ে কোন অনিশ্চিত বিষয় নিশ্চিত করাই আগম প্রমাণ। অভিনব গুপ্ত ইহাকে পৌত্রিকী (সস্নেহ) শক্তিপাত বলিয়াছেন। (Plato-র মতেও No Philosophical truth could be communicated in writing at all, it was only by some sort of immediate contact that one soul could kindle the flame in another.—Burnet)।

৭। (৮) যেমন সম্বন্ধ-জ্ঞানাদির দোষ ঘটিলে অনুমান দুষ্ট হয় এবং যেমন ইন্দ্রিয়বৈকল্যাদি থাকিলে প্রত্যক্ষের দোষ হয়, সেইরূপ তাহাদের সজাতীয় আগম প্রমাণেরও দোষ হয়।

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যম্। স কস্মান্ন প্রমাণম্? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য। তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্য দৃষ্টং তদ্যথা দ্বিচন্দ্রদর্শনং সদ্বিষয়েণৈকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যত ইতি। সেয়ং পঞ্চপর্বা ভবত্যবিদ্যা, অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা ইতি। এত এব স্বসংজ্ঞাভিস্তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রোঽন্ধতামিস্র ইতি, এতে চিত্তমলপ্রসঙ্গে-নাভিধাস্যন্তে ॥ ৮ ॥

৮। বিপর্যয, অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ (১) মিথ্যাজ্ঞান ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বিপর্যয কেন প্রমাণ নহে ?—যেহেতু তাহা প্রমাণেব দ্বাবা বাধিত (নিবাকৃত) হয। কেননা, প্রমাণ ভূতার্থ-বিষযক (প্রমাণেব বিষয যথাভূত, কিন্তু বিপর্যযের বিষয তাহাব বিপবীত)। প্রমাণেব দ্বাবা অপ্রমাণেব বাধা-প্রাপ্তি দেখা যায, যেমন দ্বিচন্দ্রদর্শন (-রূপ বিপর্যয) সদ্বিষয একচন্দ্রদর্শন (-রূপ প্রমাণেব) দ্বাবা বাধিত হয, ইত্যাদি। এই বিপর্যযাখ্যা অবিদ্যা পঞ্চপর্বা, তাহা যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, বাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ। ইহাবা তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই সংজ্ঞাব দ্বাবাও অভিহিত হয়। চিত্তমলপ্রসঙ্গে ইহাবা ব্যাখ্যাত হইবে।

টীকা। ৮। (১) অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞেয হইতে ভিন্ন অন্য এক জ্ঞেয-বিষযক। প্রমাণ যথারূপ-বিষযপ্রতিষ্ঠ , বিপর্যয অযথারূপ-বিষযপ্রতিষ্ঠ , বিকল্প অবাস্তব-বিষযবাচী শব্দপ্রতিষ্ঠ , নিদ্রা তম বা জডতা-প্রতিষ্ঠ , স্মৃতি অনুভূত-বিষযমাত্রপ্রতিষ্ঠ। প্রতিষ্ঠা অনুসাবে বৃত্তিব এইরূপে ভেদ হয। প্রমা=জ্ঞেয বিষযেব যথার্থ জ্ঞান। সমাধিজা প্রজ্ঞাই প্রমাব চবমোৎকর্ষ। প্রমাব দ্বাবা যে অজ্ঞান (বা এক বস্তুকে অন্যরূপে জ্ঞান)-সমূহ নিরুদ্ধ হয, তাহাদেব সাধাবণ নাম বিপর্যয। অবিদ্যাদিবা পঞ্চ বিপর্যয (২।৩-৯ সূত্র), তাহাদেব সকলেবই সাধাবণ লক্ষণ—অযথাভূত জ্ঞান এবং তাহাবা সকলেই যথার্থ জ্ঞানেব দ্বাবা নিবোদ্ধব্য। বিপর্যয ভ্রান্তি-জ্ঞানমাত্রেবই নাম। অবিদ্যাদি ক্লেশসকল বিপর্যয হইলেও কেবল পবমার্থ (দুঃখেব অত্যন্ত নিবৃত্তি-সাধন) সম্বন্ধে পরিভাষিত বিপর্যযজ্ঞান। যে-কোন ভ্রান্ত-জ্ঞানকে বিপর্যযবৃত্তি বলা যায , আব যোগীরা যে-সমস্ত বিপর্যযকে দুঃখেব মূল স্থিব কবিযা নিবোদ্ধব্য বলিযা গ্রহণ কবিযাছেন, তাহাদেব নাম ক্লেশরূপ বিপর্যয।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্। স ন প্রমাণোপাবোহী ন বিপর্যয়োপাবোহী চ। বস্তুশূন্যত্বেঽপি শব্দ-জ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনো ব্যবহাবো দৃশ্যতে, তদ্যথা চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপমিতি। যদা চিতিবেব পুরুষস্তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে, ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তির্যথা চৈত্রস্য গৌবিতি। তথা প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্মো নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ। তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্যতি স্থিত ইতি গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে। তথাঽনুৎপত্তিধর্মা পুরুষ ইত্যুৎপত্তিধর্মস্যাভাব-মাত্রমবগম্যতে ন পুরুষান্বযী ধর্মঃ। তস্মাদ্বিকল্পিতঃ স ধর্মস্তেন চাস্তি ব্যবহাব ইতি॥ ৯ ॥

৯। বিকল্পবৃত্তি শব্দজ্ঞানানুপাতী ও বস্তুশূন্য অর্থাৎ অবাস্তব পদার্থ-(পদেব অর্থমাত্র) বিষযক অথচ ব্যবহার্য এক প্রকাব জ্ঞান (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বিকল্প প্রমাণান্তর্গত নহে এবং বিপর্যযান্তর্গতও নহে , কাবণ, বস্তুশূন্য হইলেও শব্দ-জ্ঞান-মাহাত্ম্য-নিবন্ধন ব্যবহাব বিকল্প হইতে হয। বিকল্প যথা—'চৈতন্য পুরুষেব স্বরূপ', যখন চিতিশক্তিই পুরুষ তখন এস্থলে কোন্ বিশেষ্য কিসেব দ্বাবা ব্যপদিষ্ট বা বিশেষিত হইতেছে ?

ব্যপদেশ যা বিশেষ্য-বিশেষণভাব থাকিলে বাক্যবৃত্তি হয়, যথা—'চৈত্রের গো' (২)। সেইরূপ পুরুষ প্রতিবিদ্ধ- (পৃথিব্যাদি-) বস্তু-ধর্ম, নিষ্ক্রিয়। (লৌকিক উদাহরণ, যথা—) 'বাণ যাইতেছে না, যাইবে না, যায় নাই'। গতিনিবৃত্তি হইতে 'স্থা' ধাতুর অর্থমাত্রের জ্ঞান হয়। (অপর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—) 'অনুৎপত্তিধর্মা পুরুষ' এস্থলে পুরুষান্বয়ী কোন ধর্মের জ্ঞান হয় না কেবল উৎপত্তিধর্মের অভাবমাত্র জানা যায়, সেইহেতু সেই ধর্ম বিকল্পিত। তাহার (বিকল্পের) দ্বারা (উক্ত বাক্যের) ব্যবহার হয়।

টীকা। ৯। (১) অনেক এইরূপ পদ ও বাক্য আছে যাহাদের বাস্তব অর্থ নাই। তাদৃশ পদ ও বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুপাতী এক প্রকার অস্ফুট জ্ঞানবৃত্তি আমাদের চিত্তে উদিত হয়, তাহাই বিকল্পবৃত্তি। যে সমস্ত জীব ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করে, তাহাদের বহু পরিমাণে বিকল্পবৃত্তির সহায়তা-গ্রহণ করিতে হয়। 'অনন্ত' একটি বৈকল্পিক পদ, ইহা আমরা বহুশঃ ব্যবহার করি এবং অর্থের দ্বারাও একরূপ বুঝি। 'অনন্ত' পদের যথাযথ অর্থ আমাদের মনে ধারণা হইবার নহে। 'অন্ত' পদের অর্থ ধারণা করিতে পারি, তাহা লইয়া 'অনন্ত' পদের অর্থ বিষয়ে এক প্রকার অলীক অস্ফুট ধারণা আমাদের চিত্তে জন্মে। তবে 'অনন্ত', 'অসংখ্য' আদি শব্দ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন, যাহার পরিমাণ অথবা সংখ্যা করিতে করিতে শেষে যাইতে পারি না তাহাই 'অনন্ত' ও 'অসংখ্য'। এইরূপ অর্থে 'অনন্ত' আদি শব্দ বিকল্প নহে। কিন্তু 'অনন্ত'কে একটা সমগ্র ধরিয়া ব্যবহার করিতে গেলে উহা বিকল্প হইবে, কারণ, 'সমগ্র' বুঝিলেই তাহা সান্ত হইবে। যোগিগণ যখন সমাধিসাধন-পূর্বক প্রজ্ঞার দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থের যথাভূত জ্ঞানলাভ করিতে যান, তখন তাঁহাদের বিকল্পবৃত্তি ত্যাগ করিতে হয়, কারণ, বিকল্প এক প্রকার অযথা চিন্তা। ঋতম্ভরা নামক প্রজ্ঞা (১।৪৮ সূত্র) সর্ব বিকল্পের বিরুদ্ধ। বস্তুতঃ চিন্তা হইতে বিকল্প অপগত না হইলে প্রকৃত ঋতের (সাক্ষাৎ অধিগত সত্যের) চিন্তা হয় না। বিকল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—বস্তু-বিকল্প, ক্রিয়া-বিকল্প ও অভাব-বিকল্প। আদ্যের উদাহরণ যথা, 'চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ', 'রাহুর শির'। এই সকল স্থলে বস্তুদ্বয়ের একতা থাকিলেও ব্যবহারসিদ্ধির জন্য তাহাদের ভেদবচন বৈকল্পিক। অকর্তা যেখানে ব্যবহারসিদ্ধির জন্য কর্তার ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহা ক্রিয়া-বিকল্প, যেমন 'বাণস্তিষ্ঠতি', স্থা-ধাতুর অর্থ গতিনিবৃত্তি, সেই গতিনিবৃত্তি-ক্রিয়ার কর্তৃরূপে বাণ ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু বাণে কোন গতিনিবৃত্তির অনুকূল কর্তৃত্ব নাই। অভাবার্থ যে সব পদ ও বাক্য, তদাশ্রিত চিত্তবৃত্তি অভাব-বিকল্প, যেমন, 'পুরুষ উৎপত্তিধর্মশূন্য'। শূন্যতা অবাস্তব পদার্থ, তাহার দ্বারা কোন ভাব-পদার্থের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য ঐ বাক্যাশ্রিত চিত্তবৃত্তির বাস্তব বিষয়তা নাই। যাবৎ ভাষার দ্বারা চিন্তা করা যায় তাবৎ বিকল্পবৃত্তির সহায়তার প্রয়োজন হয়।

বিকল্পের অনেক রকম অর্থ হয়, যথা: (ক) উপরে লিখিত বিকল্পবৃত্তি, (খ) 'বা'-অর্থে, (alternative) যেমন, ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা, (গ) প্রপঞ্চ, যেমন, বৈদান্তিক নির্বিকল্প সমাধি, (ঘ) কাল্পনিক আরোপিত হওয়া, যেমন, অস্মিতার বৈকল্পিক রূপ।

৯। (২) 'চৈত্রের গো' এই অবিকল্পিত উদাহরণে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব-যুক্ত বাক্যের যেরূপ বৃত্তি হয়, 'চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ' এই বিকল্পের উদাহরণের বাস্তব অর্থ না থাকিলেও শব্দ-জ্ঞান-মাহাত্ম্যনিবন্ধন ঐরূপ বাক্যবৃত্তি বা বাক্যজনিত চিত্তের এক প্রকার বুদ্ধ-ভাব হয়। এই বিকল্পবৃত্তি বুঝা কিছু দুরূহ বলিয়া ভাষ্যকার অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা না বুঝিলে

নির্বিতর্ক ও নির্বিচার সমাধি বুঝা সম্ভব নহে। বিপর্যয়ের ব্যবহার্যতা নাই, কিন্তু বিকল্পের দ্বারা সর্বদা ব্যবহার সিদ্ধ হয়।* (৩।১৪ (১) দ্রষ্টব্য)।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। সা চ সম্প্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ প্রত্যয়বিশেষঃ। কথং, সুখমহমস্বাপ্সং প্রসন্নং মে মনঃ প্রজ্ঞাং মে বিশারদীকরোতি। দুঃখমহমস্বাপ্সং স্ত্যানং মে মনো ভ্রমত্যনবস্থিতম্। গাঢ়ং মূঢোঽহমস্বাপ্সং গুরূণি মে গাত্রাণি ক্লান্তং মে চিত্তমলসং (অলমিতি পাঠান্তরম্) মুষিতমিব তিষ্ঠতীতি। স খল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শো ন স্যাদসতি প্রত্যয়ানুভবে, তদাশ্রিতাঃ স্মৃতয়শ্চ তদ্বিষয়া ন স্যুঃ। তস্মাৎ প্রত্যয়বিশেষো নিদ্রা, সা চ সমাধাবিতরপ্রত্যয়বন্নিরোদ্ধব্যেতি ॥ ১০ ॥

১০। (জাগ্রৎ ও স্বপ্নের) অভাবের প্রত্যয় বা হেতুভূত যে তম (জড়তাবিশেষ), তদবলম্বনা বৃত্তি নিদ্রা ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—জাগরিত হইলে তাহার স্মরণ হয় বলিয়া নিদ্রা প্রত্যয় বা বৃত্তিবিশেষ। কিরূপ?—যথা, 'আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন প্রসন্ন হইতেছে, আমার প্রজ্ঞাকে স্বচ্ছ করিতেছে।' অথবা, 'আমি কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন চাঞ্চল্যহেতু অকর্মণ্য হইয়াছে এবং অনবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে।' অথবা, 'গাঢ়রূপে ও মুগ্ধভাবে আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর গুরু হইয়াছে, আমার চিত্ত ক্লান্ত ও অলস, যেন পরের দ্বারা অপহৃত হইয়া স্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছে।' যদি নিদ্রাকালে প্রত্যয়ানুভব (তামসভাবেরও অনুভব) না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই জাগরিত ব্যক্তির সেইরূপ প্রত্যবমর্শ বা অনুস্মরণ হইত না। আর চিত্তাশ্রিত স্মৃতিসকলও সেই প্রত্যয়-বিষয়ক (নিদ্রা-বিষয়ক) হইত না। সেই কারণে নিদ্রা প্রত্যয়বিশেষ এবং তাহাকে সমাধিকালে ইতরপ্রত্যয়বৎ নিরোধ করা উচিত (১)।

টীকা। ১০।(১) জাগ্রৎকালে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও চিন্তাধিষ্ঠান (মস্তিষ্কের অংশ-বিশেষ) অজড়ভাবে চেষ্টা করে, স্বপ্নকালে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় জড়ীভূত হয়, কেবল চিন্তাধিষ্ঠান চেষ্টা করে। কিন্তু সুষুপ্তিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও চিন্তাস্থান সমস্তই জড়তাপ্রাপ্ত হয়। নিদ্রার

* 'শশশৃঙ্গ', 'আকাশকুসুম' প্রভৃতি পদ বিকল্প কি না, তদ্বিষয়ে শঙ্কা হইতে পারে। তদুত্তরে বক্তব্য যে, বিকল্পের বিষয় অবস্তু। তাহা বস্তুরূপে ধারণা বা মানসিক রচনা করার যোগ্য নহে। যেমন 'রাহুর শির'। যখন, যে রাহু সে-ই শির, তখন দুইটি পৃথক্ করিয়া মানস অথবা বাহ্য প্রত্যক্ষ করার সম্ভাবনা নাই। আর, সম্বন্ধও এখানে অলীক। তেমনি 'বাণ যাইতেছে না' এই বাক্যে 'বাণ' এবং 'যাইতেছে না' নামক তাহার ক্রিয়া পৃথক্ নাই, অতএব কারকের ক্রিয়া বিকল্প। কিন্তু 'শশশৃঙ্গ' সেইরূপ নহে, শশক ও তাহার মস্তকে শৃঙ্গ যোজনা করিয়া আমরা মানস প্রত্যক্ষ বা কল্পনা করিতে পারি, সুতরাং উহা কল্পনা। আর, ওরূপ স্থলে যে 'শশকের শৃঙ্গ' এই সম্বন্ধ বলি, তাহা দুইটা বস্তুর সম্বন্ধ সুতরাং বিকল্প নহে। আর, ঐ সম্বন্ধটি অলীক হইলেও আমরা সেই অলীকত্বের বিবক্ষায় ঐরূপ বলি, ব্যবহারসিদ্ধির জন্য বলিতে বাধ্য হই না। অলীককে অলীক বলা বিকল্প নহে। ফলে 'শশশৃঙ্গ' বা 'আকাশকুসুম' অর্থে কিছু অসম্ভব। (ভাস্বতী, ৪।২০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

পূর্বে শরীরের যে আচ্ছন্নভাব বোধ হয় তাহাই জড়তা বা তম। উৎস্বপ্ন (nightmare)-নামক অস্বাভাবিক নিদ্রায় কখন কখন জ্ঞানেন্দ্রিয় জাগরিত হয়, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় জড় থাকে। সেই ব্যক্তি তখন কতক কতক শুনিতে ও দেখিতে পায়, কিন্তু হস্তপদাদি নাড়িতে পারে না, বোধ করে যে, উহারা জমিয়া গিয়াছে। সেই জমিয়া যাওয়া বা জড়ভাবই তম। সেই তম যে-বৃত্তির বিষয়ীভূত তাহাই সূত্রোক্ত নিদ্রা। নিদ্রায় তমোঽভিভূত হইয়া ক্রিয়াশীলতা বোধ হয় বলিয়া উহাও একরূপ স্থৈর্য বটে, কিন্তু উহা সমাধি-স্থৈর্যের ঠিক বিপরীত। নিদ্রা অবশ ও অস্বচ্ছ স্থৈর্য, সমাধি স্ববশ ও স্বচ্ছ স্থৈর্য। স্থির কিন্তু সুপঙ্কিল জল নিদ্রা এবং স্থির সুনির্মল জল সমাধি।

ভাষ্যকার যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস নিদ্রার উদাহরণ দিয়া নিদ্রার ত্রিগুণত্ব ও বৃত্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। নিদ্রারও এক প্রকার অস্ফুট অনুভব হয় তাহাতে নিদ্রারও স্মরণজ্ঞান হয়। বস্তুতঃ নিদ্রা আনয়ন করিবার সময়ে আমরা পূর্বে অনুভূত নিদ্রাভাবকে স্মরণ করি মাত্র। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের তুলনায় নিদ্রা তামসবৃত্তি, যথা—"সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপনং তু তমসা তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥" (যোগবার্তিক) ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে নিদ্রার তামসত্ব জানা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে চিত্তবৃত্তি অর্থে জ্ঞানবিশেষ। সুষুপ্তিকালে যে জড়, আচ্ছন্ন-করণভাব হয়, নিদ্রাবৃত্তি তাহারই বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে প্রমাণাদি বৃত্তি হয়, সুষুপ্তিতে তাহা হয় না। নিদ্রা ধার্যগত অবস্থাবৃত্তি ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ সুষুপ্তিতে শরীরের যে আচ্ছন্নভাব হয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়গতও যে আচ্ছন্নভাব হয় তাহাই নিদ্রা এবং সেই আচ্ছন্নভাবের বোধই নিদ্রানামক চিত্তবৃত্তি।

নিদ্রাবৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে সর্বদা শরীরের স্থিরতা প্রথমে অভ্যস্য। তাহাতে শরীরের ক্ষয়জনিত প্রতিক্রিয়া যে নিদ্রা, তাহার আবশ্যক হয় না। শরীর স্থির থাকিলেও মস্তিষ্কের শান্তির জন্য একাগ্রভূমি বা ধ্রুবা স্মৃতি চাই। তাহাই নিদ্রারোধের প্রধান সাধন, উহার নাম 'সত্ত্বসংসেবন', ('সত্ত্বসংসেবনান্নিদ্রাম্'—মহাভা.)। নিরন্তর জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানেচ্ছা বা 'নিজেকে ভুলিব না' এইরূপ সম্প্রজন্যরূপ জ্ঞানাভ্যাসও ঐ সাধন ('জ্ঞানাভ্যাসাজ্জাগরণং জিজ্ঞাসার্থমনন্তরম্'—মহাভা)। অহোরাত্র ঐ সাধনে স্থিতি করিতে পারিলে তবেই নিদ্রাজয় হয় এবং ঐরূপ একাগ্রভূমি হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। সম্প্রজ্ঞাতের পর তবেই সম্প্রজ্ঞান ত্যাগ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

সাধারণ অবস্থায় যেমন কোন কোন অসাধারণ শক্তির বিকাশ হয়, সেইরূপ নিদ্রাহীনতাও (অনিদ্রারূপ রোগ নহে) আসিতে পারে। অন্য অবস্থাতেও ঐরূপ হইতে পারে, কিন্তু অন্য বৃত্তি নিরোধ না হওয়াতে উহা যোগ নহে। স্মৃতিসাধন করিতে করিতে প্রতিক্রিয়াবশে কাহারও চিত্ত শুদ্ধ বা সুষুপ্ত হয়, ইহার অনেক উদাহরণ আমরা জানি। ঐ সময়ে কাহারও মাথা ঝুঁকিয়া পড়ে, কাহারও শরীর ও মাথা ঠিক সোজা থাকে কিন্তু নিদ্রিতের মত শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, প্রায়ই নিরায়াস-জনিত অস্ফুট আনন্দবোধ থাকে এবং অন্য কিছুর স্মরণ থাকে না। ইহাও পূর্বোক্ত সত্ত্বসংসেবনের দ্বারা তাড়াইতে হয়।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্। কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি আহোস্বিদ্ বিষয়স্যেতি। গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাসস্তথাজাতীয়কং সংস্কারমারভতে। স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনস্তদাকারামেব গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াত্মিকাং স্মৃতিং জনয়তি। তত্র গ্রহণাকার-পূর্বা বুদ্ধির্গ্রাহ্যাকারপূর্বা স্মৃতিঃ। সা চ দ্বয়ী ভাবিতস্মর্তব্যা চাভাবিতস্মর্তব্যা চ। স্বপ্নে ভাবিতস্মর্তব্যা, জাগ্রৎসময়ে ত্বভাবিতস্মর্তব্যেতি। সর্বাঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণবিপর্যয়-বিকল্পনিদ্রাস্মৃতীনামানুভবাৎ প্রভবন্তি। সর্বাশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ, সুখদুঃখ-মোহাশ্চ ক্লেশেষু ব্যাখ্যেয়াঃ। সুখানুশয়ী রাগঃ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ, মোহঃ পুনরবিদ্যেতি, এতাঃ সর্বা বৃত্তয়ো নিরোদ্ধব্যাঃ। আসাং নিরোধে সম্প্রজ্ঞাতো বা সমাধির্ভবতি অসম্প্রজ্ঞাতো বেতি ॥ ১১ ॥

১১। অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষ (১) অর্থাৎ তাহার অনুরূপ আকারযুক্ত যে বৃত্তি তাহাই স্মৃতি ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—চিত্ত কি পূর্বানুভবরূপ প্রত্যয়কে স্মরণ করে অথবা বিষয়কে স্মরণ করে (২)? প্রত্যয় গ্রাহ্যোপরক্ত হইলেও, গ্রাহ্য ও গ্রহণ এতদুভয়ের স্বরূপ নির্ভাসিত বা প্রকাশিত করে এবং সেই জাতীয় সংস্কার উৎপাদন করে। সেই সংস্কার নিজের ব্যঞ্জকের দ্বারা (উপলক্ষণ আদির দ্বারা) উদ্বুদ্ধ হয় (৩) এবং তাহা স্বকারণাকার (নিজের অনুরূপ) গ্রাহ্য ও গ্রহণাত্মক স্মৃতিই উৎপাদন করে। (এখানে স্মৃতি অর্থে মানস শক্তির বিকাশ, তন্মধ্যে অধিগত বিষয়ের বিকাশই স্মৃতি এবং গ্রহণশক্তির যাহা বিকাশ তাহা প্রমাণরূপ বুদ্ধি)। তাহার মধ্যে বুদ্ধি গ্রহণাকারপূর্বা এবং স্মৃতি গ্রাহ্যাকারপূর্বা। সেই স্মৃতি দুই প্রকার—ভাবিত-স্মর্তব্যা ও অভাবিত-স্মর্তব্যা। স্বপ্নে ভাবিত-স্মর্তব্যা (৪) ও জাগ্রৎ-সময়ে অভাবিত-স্মর্তব্যা। সমস্ত স্মৃতিই প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতির অনুভব হইতে হয়। (প্রাগুক্ত) বৃত্তিসকল সুখ, দুঃখ ও মোহ-আত্মিকা। সুখ, দুঃখ ও মোহ (৫) ক্লেশের ভিতর ব্যাখ্যাত হইবে। সুখানুশয়ী রাগ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষ এবং মোহ অবিদ্যা। এই সমস্ত বৃত্তি নিরোদ্ধব্য। ইহাদের নিরোধ হইলে সম্প্রজ্ঞাত অথবা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপন্ন হয়।

টীকা। ১১। (১) অসম্প্রমোষ = অস্তেয় বা নিজস্বমাত্র-গ্রহণ, পরস্বের অগ্রহণ। অর্থাৎ স্মৃতিতে পূর্বানুভূত বিষয়মাত্রই পুনরনুভূত হয়, অধিক আর কিছু অননুভূতভাব গ্রহণপূর্বক স্মৃতি হয় না।

১১। (২) ঘটরূপ গ্রাহ্যমাত্রের কি স্মরণ হয়? অথবা কেবল প্রত্যয়ের (অনুভবমাত্রের বা ঘট জ্ঞানার) স্মরণ হয়? এতদুত্তরে ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তদুভয়ের স্মরণ হয়। যদিও প্রত্যয় গ্রাহ্যোপরক্ত সুতরাং গ্রাহ্যাকার, তথাপি তাহাতে গ্রহণভাব অনুস্যূত থাকে। অর্থাৎ শুদ্ধ ঘটের জ্ঞান হয় না, কিন্তু 'ঘট আমি জানিলাম' এইরূপ গ্রহণভাবের দ্বারা অনুবিদ্ধ ঘটাকার প্রত্যয় হয়। অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষই স্মৃতি অর্থাৎ পূর্বানুভূত গ্রাহ্য বিষয়মাত্রের অনুভব। কিন্তু ঐরূপ গ্রাহ্য-স্মৃতিতে গ্রহণ বা 'জানছি' বা 'জানিলাম' এইরূপ এক নূতন জ্ঞানও থাকে। 'নূতন' অর্থে যাহা পূর্বানুভূত বিষয় নহে, কিন্তু স্মৃতিরূপ যে ঘটনা মনের ভিতর নূতন করিয়া ঘটিল তাহাই নূতন।

স্মরণ-জ্ঞানেতে তাদৃশ জ্ঞানও যখন থাকে তখন স্মরণ-জ্ঞানে দুই-ই আছে বলিতে হইবে—(ক) পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান, আর (খ) ঐ 'জানিলাম'রূপ নূতন মানসিক ঘটনা। উহার মধ্যে প্রথমটি অধিগত বিষয়ের জ্ঞান ও দ্বিতীয়টি অনধিগত বিষয়ের জ্ঞান। সুতরাং প্রথমটি স্মৃতির লক্ষণে পড়িবে। দ্বিতীয়টি প্রমাণের ভিতর পড়িবে—ইহাই প্রমাণরূপ 'বুদ্ধি'।

সমস্ত অনুভবের ভিতরে গ্রাহ্যও থাকে গ্রহণও থাকে এবং ঐ দুইয়েরই সংস্কার হয়। সুতরাং ঐ দুই হইতেই প্রত্যয় উঠিবে। তন্মধ্যে গ্রাহ্য-সংস্কারজনিত যে প্রত্যয় তাহাই স্মৃতি। গ্রহণ-সংস্কার হইতে যে প্রত্যয় উঠে তাহা ক্রিয়া অর্থাৎ মানস ক্রিয়া বা জানিবার শক্তি, সুতরাং সেই সংস্কারই জানার শক্তি। জানার শক্তি হইতে যে মানস ক্রিয়া হয়, তাহা সম্পূর্ণ পূর্ববৎ নহে, তাহা নূতন জানারূপ একটি প্রত্যয়—সেইটিই প্রমাণ।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন, গ্রহণাকারপূর্বা অর্থে প্রধানতঃ অনধিগত বিষয়ের গ্রহণ বা আদান করাই বুদ্ধি (বস্তুতঃ বুদ্ধি ও গ্রহণ একার্থক, এস্থলে বিকল্পিত ভেদ করিয়া বুদ্ধির কার্য বুঝান হইয়াছে)। স্মৃতি প্রধানতঃ গ্রাহ্যাকারা অর্থাৎ অনুবৃত্তির গোচরীকৃত বিষয়াবলম্বিনী, অতএব অধিগত-বিষয়াকারা।

১১। (৩) স্বব্যঞ্জকাঞ্জন—স্বব্যঞ্জক = স্বকারণ, অঞ্জন = আকার যাহার, অথবা ব্যঞ্জক = উদ্বোধক, অঞ্জন = ফলাভিমুখীকরণ যাহার (বাচস্পতি মিশ্র)।

১১। (৪) ভাবিত-স্মর্তব্যা অর্থাৎ উদ্ভাবিত বা কল্পিত ও বিপর্যস্ত প্রত্যয়ের অনুগত যে বিষয় তাহার স্মরণকারিণী। যেমন 'আমি রাজা হইয়াছি' এই কল্পিত প্রত্যয়ের সহভাবী প্রাসাদ, সিংহাসনাদি স্বপ্নগত স্মৃতির স্মর্তব্য। জাগ্রৎকালে তদ্বিপরীত, অর্থাৎ প্রধানতঃ অনুদ্ভাবিত প্রত্যয় এবং গ্রাহ্য এই দ্বি-অঙ্গ বিষয় তখন স্মর্তব্য হয়।

১১। (৫) বস্তুতঃ যে-বোধে সুখ ও দুঃখের স্ফুট-জ্ঞানের সামর্থ্য থাকে না তাহাই মোহ, যেমন অত্যন্ত পীড়াবোধের পর দুঃখ-জ্ঞানশূন্য মোহ হয়। ('ভাস্বতী'তে ত্রিবিধ মোহের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। মোহ তমঃপ্রধান বলিয়া অবিদ্যার অতি নিকট। চিত্তের সমস্ত বোধই সুখ, দুঃখ বা মোহের সহিত হয়; সুতরাং ইহাদিগকে চিত্তের বোধগত অবস্থাবৃত্তি বলা যাইতে পারে। আর রাগ, দ্বেষ বা অভিনিবেশ সহ চিত্তের সমস্ত চেষ্টা হয়। তজ্জন্য তাহাদের নাম চেষ্টাগত অবস্থাবৃত্তি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ধার্যগত অবস্থাবৃত্তি। ('ভাস্বতী' এবং 'সাংখ্যতত্ত্বালোক', ৩৮।৩৯ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যম্। অথাসাং নিরোধে ক উপায় ইতি—

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ॥ ১২ ॥

চিত্তনদী নাম উভয়তোবাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগ্‌ভারা অবিবেকবিষয়-নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাট্যতে। ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহাদের নিরোধের কি উপায় ?—

১২। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাদের নিরোধ হয়॥ সূ

চিত্তনামক নদী উভয়দিগ্‌বাহিনী। তাহা কল্যাণের দিকে প্রবাহিত হয় এবং পাপের দিকেও প্রবাহিত হয়। যাহা কৈবল্যরূপ উচ্চভূমি পর্যন্ত প্রবাহিণী ও বিবেক-বিষয়রূপ নিম্নমার্গগামিনী তাহা কল্যাণবহা; আর যাহা সংসারপ্রাগ্‌ভার পর্যন্ত বাহিনী ও অবিবেক-বিষয়রূপ নিম্নমার্গগামিনী তাহা পাপবহা ; তাহার মধ্যে বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়স্রোত মন্দ বা স্বল্পীভূত হয় এবং বিবেকদর্শনাভ্যাসের দ্বারা বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাটিত হয়। এই প্রকারে চিত্তবৃত্তিনিরোধ উভয়াধীন (১)।

টীকা। ১২।(১) অভ্যাস ও বৈরাগ্য মোক্ষসাধনের সাধারণতম উপায়। অন্য সব উপায় ইহাদের অন্তর্গত। যোগের এই তত্ত্বদ্বয় গীতাতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে" (৬।৩৫)। মুখ্য বলিয়া ভাষ্যকার বিবেকদর্শনের অভ্যাসকেই উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু সসাধন সমাধিই অভ্যাসের বিষয়। যতটুকু অভ্যাস করিবে ততটুকু ফল পাইবে, মার্গের দুর্গমতা দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিও না, যথাসাধ্য যত্ন করিয়া যাও। অনেকে সাধনকে দুষ্কর দেখিয়া এবং দুর্দম প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া 'ঈশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে চলিতেছি' এইরূপ তত্ত্ব স্থির করিয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারাই হউক বা যেরূপেই হউক, পাপাভ্যাস করিলে তাহার কষ্টময় ফলভোগ করিতেই হইবে এবং কল্যাণ করিলে সুখময় ফলভোগ হইবে, ইহা জানা উচিত। প্রত্যুত 'ঈশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সমস্ত করিতেছি' এইরূপ ভাবও অভ্যাসের বিষয়। প্রত্যেক কর্মে এইরূপ ভাব থাকিলে ঐ উক্তি যথার্থ হয় ও কল্যাণকর হয়। কিন্তু উদ্দাম প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিবার জন্য উহাকে যুক্তিস্বরূপ করিলে মহৎ দুঃখ ব্যতীত আর কি লাভ হইবে ? যত্ন ব্যতীত যদি মোক্ষ লভ্য হইত তবে এতদিনে সকলেরই মোক্ষলাভ হইত।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। চিত্তস্য অবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদর্থঃ প্রযত্নঃ বীর্যম্ উৎসাহঃ তৎসম্পিপাদয়িষয়া তৎসাধনানুষ্ঠানমভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

১৩। তাহার (অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের) মধ্যে স্থিতি বিষয়ে যত্নের নাম অভ্যাস॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—অবৃত্তিক (বৃত্তিশূন্য) চিত্তের যে প্রশান্তবাহিতা (১) অর্থাৎ নিরোধের যে প্রবাহ তাহার নাম স্থিতি। ('বাহিত হওয়া' রূপ ক্রিয়া এখানে বিবক্ষা নহে, প্রশান্তভাবের অবস্থান বা থাকামাত্রই বিবক্ষা)। সেই স্থিতির জন্য যে প্রযত্ন বা বীর্য বা উৎসাহ অর্থাৎ সেই স্থিতির সম্পাদনেচ্ছায় তাহার সাধনের যে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান তাহার নাম অভ্যাস।

টীকা। ১৩।(১) নিরুদ্ধ অবস্থার বা সর্ববৃত্তিনিরোধের প্রবাহের নাম প্রশান্তবাহিতা। তাহাই চিত্তের চরম স্থিতি, অন্য স্থৈর্য গৌণ স্থিতি। সাধনের উৎকর্ষ হইতে অবশ্য স্থিতিরও উৎকর্ষ হয়। প্রশান্তবাহিতাকে লক্ষ্য রাখিয়া যে-সাধক যেরূপ স্থিতিলাভ করিয়াছেন তাহাকেই উদিত

রাখিবার যত্ন করার নাম অভ্যাস। যত উৎসাহ ও বীর্য সহকারে সেই যত্ন করিবে, ততই শীঘ্র অভ্যাসের দৃঢ়তা লাভ করিবে। শ্রুতিও বলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥" (মুণ্ডক)।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যম্। দীর্ঘকালাসেবিতঃ নিরন্তরাসেবিতঃ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্পাদিতঃ সৎকারবান্ দৃঢ়ভূমির্ভবতি, ব্যুত্থানসংস্কারেণ দ্রাগ্ ইত্যেব অনভিভূতবিষয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর ও অত্যন্ত আদরের সহিত আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দীর্ঘকালাসেবিত, নিরন্তরাসেবিত ও (সৎকারযুক্ত অর্থাৎ) তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, বিদ্যা ও শ্রদ্ধাপূর্বক সম্পাদিত হইলে তাহাকে সৎকারবান্ বলা যায় ও সেই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়, অর্থাৎ স্থৈর্যরূপ অভ্যাসের বিষয় ব্যুত্থান-সংস্কারের দ্বারা শীঘ্র অভিভূত হয় না (১)।

টীকা। ১৪। (১) নিরন্তর অর্থাৎ প্রাত্যহিক, অথবা সাধ্য হইলে প্রতিক্ষণিক, যে স্থৈর্যাভ্যাস, যাহা তদ্বিপরীত অস্থৈর্যাভ্যাসের দ্বারা অন্তরিত বা ভগ্ন হয় না, তাহাই নিরন্তর অভ্যাস।

তপস্যা = বিষয়-সুখ ত্যাগ। শাস্ত্র যথা—"সুখত্যাগে তপোযোগং সর্বত্যাগে সমাপনম্" (মহাভা.) অর্থাৎ সুখত্যাগ তপঃ এবং সর্বত্যাগরূপ নিঃশেষত্যাগে যোগ সমাপ্ত হয়। বিদ্যা = তত্ত্বজ্ঞান। তপস্যা প্রভৃতি পূর্বক অভ্যাস করিতে থাকিলে সেই অভ্যাস যে প্রকৃত সৎকারপূর্বক কৃত হইতেছে তাহা নিশ্চয়। এইরূপে অভ্যাস কৃত হইলে তাহা দৃঢ় ও অনভিভাব্য হয়।

শ্রুতিতে আছে, "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি" (ছান্দোগ্য)। অর্থাৎ যাহা যুক্তিযুক্ত জ্ঞানপূর্বক, শ্রদ্ধাপূর্বক ও সারশাস্ত্রজ্ঞানপূর্বক সুতরাং প্রকৃত প্রণালীতে করা যায় তাহাই অধিকতর বীর্যবান্ হয়।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যম্। স্ত্রিয়ঃ অন্নপানম্ ঐশ্বর্যম্ ইতি দৃষ্টবিষয়বিতৃষ্ণস্য, স্বর্গবৈদেহ্যপ্রকৃতিলয়ত্ব প্রাপ্তাবানুশ্রবিকবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য দিব্যাদিব্যবিষয়সম্প্রয়োগেঽপি চিত্তস্য বিষয়দোষদর্শিনঃ প্রসংখ্যানবলাদ্ অনাভোগাত্মিকা হেয়োপাদেয়শূন্যা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

১৫। দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ চিত্তের যে স্বাভাবিক বশীকার-সংজ্ঞা হয় তাহার নাম বৈরাগ্য ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—স্ত্রী, অন্ন, পান, ঐশ্বর্য এই সকল দৃষ্ট বিষয়; ইহাতে বিতৃষ্ণ এবং স্বর্গবিদেহত্ব (১) ও প্রকৃতিলয়ত্ব এই সকলের প্রাপ্তিরূপ আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ এবং উক্ত প্রকার দিব্যাদিব্য বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহাতে বিষয়দোষদর্শী যে চিত্ত, তাহার যে প্রসংখ্যানবলে অনাভোগাত্মক (২) হেয়োপাদেয়শূন্যা বৃত্তি, বা নির্বিকল্পক বুদ্ধিবিশেষ হয় সেই বশীকারভাবের নামই বৈরাগ্য (৩)।

টীকা। ১৫।(১) বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের বিষয় আগামী ১৯ সূত্রের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

১৫।(২) প্রসংখ্যান = বিবেক-সাক্ষাৎকার। অনাভোগ = চিত্তের পূর্ণভাবে বিষয়ে বর্তমান থাকার নাম আভোগ, সমাধির সময়ে ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত যে-ভাবে থাকে তাহা আভোগের উদাহরণ, অনাভোগ উহার বিপরীত। বিক্ষেপকালে চিত্তের সাধারণ ক্লেশজনক বিষয়ে আভোগ থাকে। যে-বিষয়ে রাগ অধিক বা ইচ্ছাপূর্বক যে-বিষয়ে চিত্ত ব্যাপৃত করা যায়, তাহাতেই আভোগ হয়। রাগ অপগত হইলে চিত্তের অনাভোগ হয়, অর্থাৎ তদ্বিষয় হইতে চিত্তের ব্যাপার নিবর্তিত হয়। তখন তদ্বিষয়ের স্মরণ হয় না বা তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না।

১৫।(৩) যখন বিষয়ের ত্রিতাপজননতা-দোষ প্রসংখ্যানবলে প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন অগ্নিতে দহ্যমান গাত্রের দাহ যেরূপ সাক্ষাৎ অনুভূত হয়, তাহাও সেইরূপ হয়। 'অগ্নি দাহ উৎপাদন করে' ইহা জানা ও দাহ অনুভব করা এই দুইয়ে যে ভেদ, শ্রবণ-মননের দ্বারা বিষয়দোষ জানা এবং প্রসংখ্যানবলে জানার সেইরূপ ভেদ। প্রসংখ্যানবলে সমস্ত বিষয়ের দোষ সাক্ষাৎ করিলে বিষয়ে চিত্তের যে সম্যক্ অনাভোগ হয়, চিত্তের সেই বশীকার-সংজ্ঞাই অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে বশীকৃততারূপ সংজ্ঞা বা মনোভাবই বৈরাগ্য।

বশীকাররূপ চিত্তাবস্থা একেবারেই সিদ্ধ হয় না। তাহার পূর্বে বৈরাগ্যের ত্রিবিধ অবস্থা আছে: (ক) যতমান, (খ) ব্যতিরেক, (গ) একেন্দ্রিয়, এই তিন অবস্থার পর (ঘ) বশীকার সিদ্ধ হয়। 'বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করিব না' এই চেষ্টা করিতে থাকা যতমান-বৈরাগ্য। তাহা কিঞ্চিৎ সিদ্ধ হইলে যখন কোন কোন বিষয় হইতে রাগ অপগত হয় ও কোন কোন বিষয়ে ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে তখন ব্যতিরেকপূর্বক বা পৃথক্ করিয়া ক্বচিৎ ক্বচিৎ বৈরাগ্যাবস্থা অবধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মিলে তাহাকে ব্যতিরেক-বৈরাগ্য বলে; অভ্যাসের দ্বারা তাহা আয়ত্ত হইলে যখন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় হইতে সম্যক্ নিবৃত্ত হয়, কিন্তু কেবল রাগ ঔৎসুক্যরূপে মনে থাকে, তখন তাহাকে একেন্দ্রিয় বলা যায়। একেন্দ্রিয় অর্থে যাহা কেবল মনোরূপ এক ইন্দ্রিয়ে থাকে। পরে বশী যোগীর যখন ইচ্ছাপূর্বকও আর রাগকে নিবৃত্ত করিতে হয় না, যখন স্বভাবতঃ চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়গণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে, তখন তাহাকে অপর বৈরাগ্যের পূর্ণতারূপ হেয়োপাদেয় বা ত্যাগ-গ্রহণ শূন্য বশীকার-বৈরাগ্য বলে। তাহা বিষয়ের পরম উপেক্ষা।

তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যম্। দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ পুরুষদর্শনাভ্যাসাৎ তচ্ছুদ্ধিপ্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ গুণেভ্যঃ ব্যক্তাব্যক্তধর্মকেভ্যঃ বিরক্তঃ, ইতি। তদ্ দ্বয়ং বৈরাগ্যং, তত্র যদ্ উত্তরং তজ্জ্ঞানপ্রসাদমাত্রম্। যস্যোদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতিরেবং মন্যতে 'প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ, ছিন্নঃ শ্লিষ্টপর্বা ভবসংক্রমঃ, যস্য অবিচ্ছেদাৎ জনিত্বা ম্রিয়তে মৃত্বা চ জায়তে', ইতি। জ্ঞানস্যৈব পরা কাষ্ঠা বৈরাগ্যম্ এতস্যৈব হি নান্তরীয়কং কৈবল্যমিতি ॥ ১৬ ॥

১৬। পুরুষখ্যাতি হইলে গুণবৈতৃষ্ণ্যরূপ যে বৈরাগ্য তাহাই পরবৈরাগ্য ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়-দোষদর্শী, বিরক্তচিত্ত যোগী, পুরুষের দর্শনাভ্যাস করিতে করিতে তাহার (দর্শনের) শুদ্ধি বা সম্যৈকতানতা জন্মে। এই শুদ্ধ-দর্শনজাত প্রকৃষ্ট বিবেকের (১) দ্বারা আপ্যায়িত বা উৎকর্ষপ্রাপ্ত বুদ্ধি বা তৃপ্তবুদ্ধি যোগী, ব্যক্তাব্যক্তধর্মক গুণসকলে (২) বিরক্ত (৩) হন। অতএব সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার হইল। তাহার মধ্যে যাহা শেষের (অর্থাৎ পরবৈরাগ্য), তাহা জ্ঞানপ্রসাদমাত্র (৪)। জ্ঞানপ্রসাদরূপ পরবৈরাগ্যের উদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতি (নিষ্পন্নাত্মজ্ঞান) যোগী এইরূপ মনে করেন—প্রাপণীয় প্রাপ্ত হইয়াছি, ক্ষেতব্য (ক্ষয় করা উচিত) ক্লেশসকল ক্ষীণ হইয়াছে, শ্লিষ্টপর্ব বা অবিরল ভবসংক্রম (জন্মমরণপ্রবাহ) ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, যে ভবসংক্রম বিচ্ছিন্ন না হইলে জীব জন্মিয়া মরে এবং মরিয়া জন্মাইতে থাকে। জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্য আর কৈবল্য বৈরাগ্যের অবিনাভাবী।

টীকা। ১৬।(১)(২) প্রবিবেক অর্থে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। শুধু চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই কৈবল্য সিদ্ধ হয় না। পারবশ্য বা স্বেচ্ছার অনধীনতাহেতু নিরোধের (প্রাকৃতিক নিয়মে বা সংস্কারবশে) যে ভঙ্গ তাহা যখন আর না হয়, তখন তাহাকে কৈবল্য বলে। অভঙ্গনীয় নিরোধের জন্য বৈরাগ্য আবশ্যক। বৈরাগ্যের জন্য তত্ত্বজ্ঞান (পুরুষও একটি তত্ত্ব) আবশ্যক। বশীকারবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে বিষয়নিবৃত্ত করিয়া পুরুষখ্যাতির দ্বারা নিরোধ সমাধি অভ্যাস করিতে হয়। পুরুষখ্যাতিকালে চিত্ত বাহ্যবিষয়শূন্য কেবল বিবেক-বিষয়ক হয়। যাঁহারা বশীকার-বৈরাগ্যপূর্বক বাহ্য বিষয় হইতে চিত্ত নিরোধ করিয়া বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদখ্যাতি (বিবেকখ্যাতি) সাধন না করেন, কেবল অব্যক্ত অথবা শূন্যকে চরমতত্ত্ব স্থির করিয়া তদভিমুখে সমাহিত হন (যেমন কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়), তাঁহাদের বৈরাগ্য পূর্ণ হয় না, সুতরাং চিত্ত নিরোধও শাশ্বতিক হয় না। কারণ, তাঁহাদের বৈরাগ্য ব্যক্ত বিষয়ে (ইহামুত্র বিষয়ে) সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু অব্যক্ত বিষয়ে সিদ্ধ হয় না, তজ্জন্য তাঁহারা প্রকৃতিলীন থাকিয়া পুনরুত্থিত হন। কিঞ্চ অব্যক্ত ও পুরুষের ভেদখ্যাতি না হওয়াতে তাঁহাদের সম্যগ্‌দর্শনও সিদ্ধ হয় না। সেই সূক্ষ্ম অজ্ঞানবীজ হইতেই তাঁহাদের পুনরুত্থান হয়। তজ্জন্য যোগিগণ বশীকার-বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া পুরুষদর্শনের অভ্যাসপূর্বক চেতনবৎ বুদ্ধি হইতে চিদ্রূপ পুরুষের পৃথক্‌ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া সর্ববিকারের মূলস্বরূপ অব্যক্তেও বিতৃষ্ণ হন অর্থাৎ গুণত্রয়ের ব্যক্ত বা অব্যক্ত (শূন্যবৎ) সর্ব অবস্থায় বিরক্ত হন।

১৬।(৩) রাগ বুদ্ধির (অন্তঃকরণের) ধর্ম। সুতরাং বৈরাগ্যও তাহার ধর্ম। রাগে প্রবৃত্তি, বৈরাগ্যে নিবৃত্তি। যে বুদ্ধির দ্বারা পুরুষতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকে অগ্র্যা বুদ্ধি বলে,

শ্রুতি যথা—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" (কঠ)। পুরুষখ্যাতি হইলে তদ্দ্বারা আপ্যায়িত বুদ্ধি আর অব্যক্তে বা শূন্যে সমাহিত হইবার জন্য অনুরক্ত হয় না, কিন্তু দ্রষ্টার স্বরূপে সম্যক্ স্থিতির জন্য প্রবৃত্ত হইয়া শাশ্বতী শান্তিলাভ করে বা প্রলীন হয়। গুণ ও গুণবিকার হইতে পুরুষের তখন সম্যক্ বিয়োগ ঘটে। পরবৈরাগ্য এবং নির্বিপ্লবা পুরুষখ্যাতি অবিনাভাবী, তদ্দ্বারাই চিত্তপ্রলয়রূপ কৈবল্য সিদ্ধ হয়।

১৬। (৪) জ্ঞানের প্রসাদ অর্থে জ্ঞানের চরম শুদ্ধি। মানবের সমস্ত জ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির সাক্ষাৎ অথবা গৌণ হেতু। যে জ্ঞানের দ্বারা দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় তাহাই চরম জ্ঞান, তদধিক আর জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না। পরবৈরাগ্যের দ্বারা দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, সুতরাং পরবৈরাগ্যই জ্ঞানের চরম অবস্থা বা চরম শুদ্ধি। কিঞ্চ তাহা জ্ঞানস্বরূপ, কারণ, তাহাতে কোন প্রবৃত্তি থাকে না; প্রবৃত্তি না থাকিলে চিত্ত সমাহিত থাকিবে এবং কেবল পুরুষখ্যাতিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, সুতরাং তাহা প্রবৃত্তিশূন্য জ্ঞানপ্রসাদমাত্র। প্রবৃত্তিহীন এবং জাড্যহীন চিত্তাবস্থা হইলে তাহাই প্রকাশ বা জ্ঞান। 'প্রাপণীয় প্রাপ্ত হইয়াছি' ইত্যাদির দ্বারা ভাষ্যকার প্রবৃত্তিশূন্যতা ও জ্ঞানপ্রসাদমাত্রতা দেখাইয়াছেন। পরবৈরাগ্য বিষয়ে শ্রুতি বলেন, "অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে" (কঠ)।

ভাষ্যম্। অথ উপায়দ্বয়েন নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তেঃ কথমুচ্যতে সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিতি ?—

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

বিতর্কঃ চিত্তস্য আলম্বনে স্থূল আভোগঃ, সূক্ষ্মো বিচারঃ, আনন্দঃ হ্লাদঃ, একাত্মিকা সংবিদ্ অস্মিতা। তত্র প্রথমঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়ো বিতর্ক-বিকলঃ সবিচারঃ। তৃতীয়ো বিচারবিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থস্তদ্বিকলঃ অস্মিতামাত্র ইতি। সর্ব এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—উপায়দ্বয়ের (অভ্যাস ও বৈরাগ্যের) দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (১) কয় প্রকারে হয় ?

১৭। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই ভাব-চতুষ্টয়ানুগত (অর্থাৎ এই চারি পদার্থ গ্রহণপূর্বক অথবা অতিক্রমপূর্বক হওয়াই অনুগত ভাবে হওয়া) সমাধি সম্প্রজ্ঞাত ॥ সূ

প্রথম, বিতর্ক = আলম্বনে সমাহিত (২) চিত্তের সেই আলম্বনের স্থূলরূপবিষয়ক আভোগ অর্থাৎ স্থূলস্বরূপের সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা। (তেমনি) দ্বিতীয়, বিচার = সূক্ষ্ম আভোগ (৩)। তৃতীয়, আনন্দ = হ্লাদযুক্ত আভোগ (৪)। চতুর্থ, অস্মিতা = একাত্মিকা সংবিৎ (৫)। তাহার মধ্যে প্রথম সবিতর্ক সমাধি চতুষ্টয়ানুগত। দ্বিতীয় সবিচার সমাধি বিতর্ক-বিকল অর্থাৎ বিতর্করূপ কলা বা অংশ হীন (৬)। তৃতীয় সানন্দ সমাধি বিচার-বিকল (৭)। চতুর্থ আনন্দ-বিকল অস্মিতামাত্র (৮)। এই সকল সমাধি সালম্বন (৯)।

টীকা। ১৭। (১) ১ম সূত্রের ভাষ্যে ও টিপ্পনীতে সম্প্রজ্ঞাত যোগের যে বিবরণ আছে পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন। একাগ্রভূমিক চিত্তের সমাধিসিদ্ধি হইলে যে ক্লেশের মূলঘাতিনী প্রজ্ঞা হইতে থাকে তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। যে সকল সমাধি হইতে সেই সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা হয় তাহার বিতর্কাদি চারি প্রকার ভেদ আছে। বিষয়ভেদে বিতর্কাদিভেদ হয়। আর সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক বা সবিচার ও নির্বিচাররূপ যে সমাপত্তিভেদ তাহা সমাধির বিষয় ও সমাধির প্রকৃতি এই উভয়ভেদে হয়। (১।৪১-৪৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

১৭। (২) শব্দ, অর্থ, জ্ঞান ও বিকল্পযুক্ত চিত্তবৃত্তি যদি স্থূলবিষয়া হয়, তবে তাহাকে বিতর্কান্বয়ী বৃত্তি বলে। সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গো, ঘট, নীল, পীতাদি বিষয় গৃহীত হয়, তাহাই স্থূল বিষয়। তত্ত্বতঃ বলিতে গেলে সাধারণ স্থূলগ্রাহী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন শব্দরূপাদি নানা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্ম সংকীর্ণভাবে গৃহীত হইয়া 'এক' দ্রব্যরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাই স্থূলতার সাধারণ লক্ষণ, যেমন গো। গো, নানা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্মসমষ্টির সংকীর্ণ একভাবে গৃহীত হওয়া মাত্র। এতাদৃশ স্থূল বিষয় যখন শব্দাদিপূর্বক, অর্থাৎ শব্দবাচ্যরূপে, সমাধি-প্রজ্ঞার বিষয় হয়, তখন তাহাকে সবিতর্ক বলে আর বিতর্কহীন সমাধিকে নির্বিতর্ক বলে, এই উভয়ই বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত (১।৪২ সূত্র)।

১৭। (৩) স্থূল-বিষয়ক সমাধি আয়ত্ত হইলে সেই সমাধিকালীন অনুভবপূর্বক বিচার-বিশেষের দ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্বের সম্প্রজ্ঞান হয়। ইহাই সবিচার সম্প্রজ্ঞাত। শব্দ ব্যতীত বিচার হয় না, অতএব ইহাও শব্দার্থ-জ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধ, কিন্তু সূক্ষ্ম-বিষয়ক। চৈতসিক অর্থাৎ ধ্যানকালীন বিচার-বিশেষ ইহার বিশেষ লক্ষণ, অতএব ইহা বিতর্ক-বিকল বা বিতর্করূপ অঙ্গহীন। সূক্ষ্ম গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই সমাধির বিষয়। আর, ইহাতে বিচারপূর্বক সূক্ষ্ম ধ্যেয় উপলব্ধ হয় বলিয়া ইহার নাম সবিচার। ইহা এবং নির্বিচার উভয়ই 'বিচার'-পদার্থ গ্রহণপূর্বক সিদ্ধ হয় বলিয়া দুই-ই বিচারানুগত সমাধি। বিকৃতি হইতে প্রকৃতিতে যে বিচারের দ্বারা যাওয়া যায় তাহাই এই বিচার, এবং হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় এই কয় বিষয়ক জ্ঞান যাহা সমাধির দ্বারা সূক্ষ্মতর বা স্ফুটতর হইতে থাকে তাহাও বিচার। তত্ত্ব ও যোগ-বিষয়ক সূক্ষ্মভাব এইরূপ বিচারের দ্বারা উপলব্ধ হয় বলিয়া সূক্ষ্ম-বিষয়ক সমাধির নাম বিচারানুগত সমাধি।

১৭। (৪) আনন্দানুগত সমাধি বিতর্ক ও বিচারহীন, তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত-বিষয়ক নহে। স্থৈর্যবিশেষ হইতে চিত্তাদিকরণব্যাপী সাত্ত্বিক সুখময় ভাববিশেষ এই সমাধির আলম্বন। শরীরই চিত্ত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অধিষ্ঠানস্বরূপ। সুতরাং ঐ আনন্দ সর্ব শরীরের সাত্ত্বিক স্থৈর্য বা স্থৈর্যের সাহজিক বোধস্বরূপ। অতএব সানন্দ সমাধি বস্তুতঃ করণ বা গ্রহণ-বিষয়ক। করণ-সকলের বিষয়ব্যাপার অপেক্ষা তাহাদের শান্তিই যে পরমানন্দকর এইরূপ সম্প্রজ্ঞান আনন্দানুগত সমাধির ফল। এই সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত যোগী করণসকলকে সর্বকালের জন্য শান্ত করিতে আরব্ধবীর্য হন।

প্রাণায়াম-বিশেষের দ্বারা বা নাড়ীচক্ররূপ শরীরের মর্মস্থান-ধ্যানের দ্বারা শরীর সুস্থির হইলে, শরীরব্যাপী যে সুখময় বোধ হয়, তন্মাত্র অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে কেবল আনন্দময় করণপ্রসাদস্বরূপ ভাবের অধিগম হয়। ইহাই সানন্দ সমাধির সাধন। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, সাস্মিত সমাধির তুলনায় সানন্দ অস্মিতার স্থূলভাব, কারণ চিত্তাদি করণসকল অস্মিতার বিকার বা স্থূল অবস্থা।

বিতর্কে যেমন বাচক শব্দ সহকারে চিত্তে প্রজ্ঞা হয়, ইহাতে সেইরূপ বাচক শব্দের তত অপেক্ষা নাই, কারণ ইহা অনুভূয়মান আনন্দ-বিষয়ক। কোন শব্দের অপেক্ষা থাকিলে কেবল আনন্দ-শব্দের অপেক্ষা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। আর ভূত হইতে তন্মাত্রতত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে যেরূপ বিচারপূর্বক ধ্যানের আবশ্যক ইহাতে তাহারও অপেক্ষা নাই, এবং বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাতের বিষয় যে সূক্ষ্মভূত তাহারও অপেক্ষা নাই, এইজন্য ইহা বিতর্ক-বিচার-বিকল। সমাপত্তির দৃষ্টিতে বলিলে ইহা নির্বিচারা সমাপত্তির বিষয়।

এ বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ আছে—"ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব যথা পিণ্ডীকরোত্যয়ম্। এষ ধ্যানপথঃ পূর্বো ময়া সমনুবর্ণিতঃ॥ এবমেবেন্দ্রিয়গ্রামং শনৈঃ সম্পরিভাবয়েৎ। সংহরেৎ ক্রমশশ্চৈব স সম্যক্ প্রশমিষ্যতি॥ স্বয়মেব মনশ্চৈবং পঞ্চবর্গঞ্চ ভারত। পূর্বং ধ্যানপথে স্থাপ্য নিত্যযোগেন শাম্যতি॥ ন তৎ পুরুষকারেণ ন চ দৈবেন কেনচিৎ। সুখমেষ্যতি তত্তস্য যদেবং সংযতাত্মনঃ॥ সুখেন তেন সংযুক্তো রংস্যতে ধ্যানকর্মণি।" (মোক্ষধর্ম)। অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়হীন করিয়া মনে পিণ্ডীভূত করিলে (গ্রহণতত্ত্ব মাত্র অবলম্বন করিলে) যে উত্তম সুখলাভ হয় তাহা দৈব অথবা ইহলৌকিক অন্য কোন পুরুষকারলভ্য বিষয়লাভে হইতে পারে না। সেই সুখ-সংযুক্ত হইয়া যোগীরা ধ্যান-কর্মে রমণ করেন।

১৭। (৫-৮) বাহ্যাবলম্বী বিতর্কানুগত ও বিচারানুগত সমাধি গ্রাহ্য-বিষয়ক, আনন্দানুগত সমাধি গ্রহণ-বিষয়ক, অস্মিতানুগত সমাধি গ্রহীতৃ-বিষয়ক। গ্রহীতৃ-বিষয়ক বলিয়া অর্থাৎ কেবল 'আমি আনন্দেরও গ্রহীতা' এইরূপ 'আমি মাত্র'-বিষয়ক বলিয়া ইহা আনন্দ-বিকল। আনন্দ-বিকল অর্থে আনন্দের অতীত, কিন্তু নিরানন্দ নহে, ইহা আনন্দ অপেক্ষা অভীষ্ট শান্তিস্বরূপ। সানন্দ ধ্যানে সমস্ত করণগত আনন্দ তাহার বিষয় হয়। আনন্দ-বিকল সাস্মিত ধ্যানে সে আনন্দ বিষয় হয় না, কিন্তু আনন্দের গ্রহীতাই বিষয় হয়। ইহাই সানন্দ ও সাস্মিতের ভেদ। পুরুষ স্বরূপতঃ এই সমাধির বিষয় নহেন। অস্মিতামাত্র বা 'আমি' এইরূপ বোধমাত্রই এই সমাধির বিষয়। এই আত্মভাবের নাম গ্রহীতৃপুরুষ। পুরুষকে আশ্রয় করিয়া ইহা ব্যক্ত হয়। গ্রহীতৃপুরুষ এই সমাধির বিষয় বলিয়া সাস্মিত সমাধিকে গ্রহীতৃ-বিষয়ক বলা হয়। সাস্মিত সমাধির আলম্বন স্বরূপদ্রষ্টা নহেন, কিন্তু বিরূপদ্রষ্টা বা ব্যাবহারিক গ্রহীতা বা মহান্ আত্মাই তাহার আলম্বন। সাংখ্যশাস্ত্রে ইহাকে মহত্তত্ত্ব বলে। ইহা পুরুষাকারা বুদ্ধি বা 'আমি আমার জ্ঞাতা' এইরূপ পুরুষের সহিত একাত্মিকা সংবিৎ। সংবিৎ অর্থে চিত্তভাবের বা বুদ্ধির বোধ।

অস্মিতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ আছে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মত সারবান্ নহে। ভোজরাজ বলেন, "যে অবস্থায় অন্তর্মুখত্বহেতু প্রতিলোম পরিণামের দ্বারা চিত্ত প্রকৃতিলীন হইলে সত্তামাত্র অবভাত হয়, তাহাই শুদ্ধ অস্মিতা।" এই কথা গভীর হইলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট, কারণ প্রকৃতিলীন চিত্তের বিষয় থাকিতে পারে না, ব্যক্ত চিত্তেরই বিষয় থাকিবে। সাস্মিত সমাধি সালম্বন সুতরাং অব্যক্ততা-প্রাপ্ত চিত্তের তাহা ধর্ম হইতে পারে না। সাস্মিত-সমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্তর্মুখ হইয়া যখন বিষয়-গ্রহণ না করেন তখন তাঁহার চিত্ত প্রকৃতিলীন হয়, কিন্তু তখন আর সাস্মিত সমাধি থাকে না, তখন ভবপ্রত্যয় নির্বীজ সমাধি হইয়া যোগী কৈবল্যপদের ন্যায় পদ অনুভব করেন। অব্যক্তা প্রকৃতি ব্যতীত অন্য প্রকৃতিতে লীন থাকিলে চিত্তের আলম্বন থাকিতে পারে, তদর্থে ভোজরাজের উক্তি যথার্থ।

বাচস্পতি মিশ্র প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যাস্মীতি এবং তাবৎ সম্প্রজানীতে" (১।৩৬) ভাষ্যোদ্ধৃত এই পঞ্চশিখাচার্যের বচন হইতে সাস্মিত সমাধির ও বুদ্ধিতত্ত্বের স্বরূপ প্রস্ফুটরূপে জানা যায়। বস্তুতঃ 'আমি' এইরূপ প্রত্যয়মাত্র বা অন্তর্ভাবই বুদ্ধিতত্ত্ব। 'আমি জ্ঞাতা' 'আমি কর্তা' ইত্যাদি প্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, আমিত্ব সমস্ত করণ-ব্যাপারের মূল বা শীর্ষস্থান। বুদ্ধিতত্ত্বও ব্যক্তের মধ্যে প্রথম। জ্ঞান যতই সূক্ষ্ম হউক না, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে। জ্ঞানের সম্যক্ নিরোধ হইলে তবে জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বের বা ব্যাবহারিক আমিত্বের নিরোধ হইবে, তৎপরে দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয়। শ্রুতি বলেন, "জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি" (কঠ)। অতএব এই মহান্ আত্মা বা মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব এবং আমিত্বমাত্র বোধ একই হইল। বুদ্ধির বিকার অহংকার, অতএব অহম্-প্রত্যয়ের যে 'আমি অমুকের জ্ঞাতা বা কর্তা' ইত্যাদি অন্যথাভাব হয়, তাহাই অহংকার। শাস্ত্রও বলেন, "অভিমানোঽহংকারঃ"। ভোজরাজ বলিয়াছেন, "অহমিত্যুল্লেখেন বিষয়ান্ বেদয়তে সোঽহংকারঃ"। এই অহং অস্মিতামাত্র নহে কিন্তু অভিমানরূপ। সূত্রকার দৃক্‌শক্তির ও দর্শনশক্তির একতাকে অস্মিতা বলিয়াছেন। বুদ্ধির সহিতই পুরুষের সূক্ষ্মতম একতা আছে, বিবেকখ্যাতির দ্বারা তাহার অপগম হইলে বুদ্ধি লীন হয়। অতএব সাস্মিত সমাধি চরম অস্মিতাস্বরূপ বুদ্ধিতত্ত্বের সাক্ষাৎকার, তাহাই অস্মি-প্রত্যয়রূপ ব্যাবহারিক গ্রহীতা।

১৭। (৯) সম্প্রজ্ঞাত সমাধিসকলে চিত্ত ব্যক্তধর্মক (অর্থাৎ অসম্যক্ নিরুদ্ধ) থাকে। সুতরাং তাহার আলম্বন অবিনাভাবী, এইজন্য ইহারা সালম্বন সমাধি। বক্ষ্যমাণ অসম্প্রজ্ঞাত নিরালম্ব। সালম্বন সমাধি উত্তমরূপে না বুঝিলে নিরালম্ব সমাধি বুঝা অসাধ্য ইহা পাঠক স্মরণ রাখিবেন।

ভাষ্যম্। অথাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ কিমুপায়ঃ কিংস্বভাবো বেতি ?—

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ ১৮ ॥

সর্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধঃ চিত্তস্য সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ, তস্য পরং বৈরাগ্যম্ উপায়ঃ, সালম্বনো হি অভ্যাসঃ তৎসাধনায় ন কল্পত ইতি। বিরামপ্রত্যয়ো নির্বস্তুক আলম্বনীক্রিয়তে, স চ অর্থশূন্যঃ, তদভ্যাসপূর্বং হি চিত্তং নিরালম্বনম্ অভাব-প্রাপ্তম্ ইব ভবতীতি এষ নির্বীজঃ সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি উপায়ে সাধ্য এবং তাহার স্বরূপ কি ?—

১৮। বিরামের (সর্বপ্রকার সালম্বন বৃত্তির নিরোধের) কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহার অভ্যাসসাধ্য সংস্কারশেষস্বরূপ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত ॥ সূ

সর্ববৃত্তি প্রত্যস্তমিত হইলে সংস্কারশেষস্বরূপ (১) চিত্ত-নিরোধ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। পরবৈরাগ্য তাহার উপায়, যেহেতু সালম্বন অভ্যাস তাহা সাধন করিতে সমর্থ হয় না। বিরামের কারণ (২) পরবৈরাগ্য নির্বস্তুক আলম্বনে প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ তাহাতে চিন্তনীয় কিছু থাকে না।

তাহা অর্থশূন্য। তাহার অভ্যাসযুক্ত চিত্ত নিরালম্ব, অভাব-প্রাপ্তের ন্যায় হয়। এবংবিধ নির্বীজ সমাধি (৩) অসম্প্রজ্ঞাত।

টীকা। ১৮। (১) সংস্কারশেষ=সংস্কারমাত্র যাহার স্বরূপ। নিরোধ প্রত্যয়াত্মক নহে অর্থাৎ নীল-পীতাদির ন্যায় জ্ঞানবৃত্তি নহে, কিন্তু তাহা প্রত্যয়ের বিচ্ছেদের সংস্কারমাত্র, অতএব তাহা সংস্কারশেষ। চিত্তের দুই ধর্ম—প্রত্যয় ও সংস্কার। নিরোধকালে প্রত্যয় থাকে না, কিন্তু প্রত্যয় পুনশ্চ উঠিতে পারে বলিয়া প্রত্যয় উঠার বা ব্যুত্থানের সংস্কার যে তখন চিত্তে থাকে ইহা স্বীকার্য। অতএব সংস্কারশেষ অর্থে ব্যুত্থান ও নিরোধ এতদুভয়ের সংস্কারশেষ। নিরোধ-সংস্কার ব্যুত্থান-সংস্কারের বিচ্ছেদ, সুতরাং 'বিচ্ছিন্ন-ব্যুত্থান-সংস্কারশেষ' এইরূপ অর্থও 'সংস্কারশেষ' শব্দের হইতে পারে। কেহ এক ঘণ্টা নিরোধ করিতে পারিলে বস্তুতঃ তাহার ব্যুত্থান-সংস্কার (প্রত্যয় সহ) এক ঘণ্টার জন্য অভিভূত থাকে। অতএব নিরোধ বিচ্ছিন্নব্যুত্থান। নিরোধকে অব্যক্ত অবস্থা ধরিয়া বলিলে বলিতে হইবে সংস্কারশেষ=বিচ্ছিন্নব্যুত্থান-সংস্কারশেষ। আর নিরোধকে ব্যক্ত অবস্থাস্বরূপ ধরিয়া বলিলে বলিতে হইবে, 'নিরোধ-সংস্কারশেষ ও ব্যুত্থান-সংস্কারশেষ'=সংস্কারশেষ, অর্থাৎ যে অবস্থায় নিরোধ-সংস্কারের দ্বারা ব্যুত্থান-সংস্কার প্রত্যয়প্রসূ না হয় তাহাই সংস্কারশেষ বা সংস্কার-মাত্র থাকা।

১৮। (২) তাহার উপায় 'বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাস'। বিরামের প্রত্যয়* বা কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহার অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ ভাবনা। পরবৈরাগ্যের দ্বারা যেরূপে বিরাম হয় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। সম্প্রজ্ঞাত যোগে স্থূলতত্ত্ব প্রজ্ঞাত হইয়া ক্রমশঃ মহত্তত্ত্বরূপ অস্মিভাবে স্থিরা স্থিতি হয়। সেই অস্মিভাবে স্থূল ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান থাকে না বটে, কিন্তু তাহা সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের বেদয়িতা, বৌদ্ধদের ভাষায় ইহা 'নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তনম্'। তাহা সত্ত্বগুণময় সর্বশীর্ষ ভাব। 'তাদৃশ অস্মিভাবও চাহি না' মনে করিয়া নিরোধবেগ আনয়ন করিলে পরক্ষণে আর অন্য চিত্তবৃত্তি উঠিতে পারে না। তখন চিত্ত লীন বা অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় হয়, বা অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাকে নিরোধ-ক্ষণও বলে। এই অবস্থাই দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি। তখন জ্ঞ-মাত্রের নিরোধ হয় না, অনাত্মের জ্ঞান নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং অনাত্মভাবের বেদয়িতা অস্মিভাবও রুদ্ধ হয়; কিন্তু তাহাতেও পরবৈরাগ্যের কর্তা বা নিরোধের কর্তা নিষ্পন্নকৃত্য বেদয়িতৃমাত্র হইয়া থাকিবে। বিষয়বিশ্লিষ্ট করিয়া আমরা বিজ্ঞানকে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞাতার অভাব হইতে পারে না। বিষয়সংযোগই জ্ঞানের কারণ; সংযোগ হইলে দুই পদার্থ চাই, একটি বিষয়, অন্যটি কি? বৌদ্ধেরা বলিবেন তাহা বিজ্ঞানধাতু। কিন্তু বিজ্ঞানধাতু যে কি, বৌদ্ধেরা তাহার সদুত্তর দিতে পারেন না। ধাতু অর্থে তাঁহারা বলেন নিঃসত্ত্ব-নির্জীব। নিঃসত্ত্ব-নির্জীব অর্থে যদি চেতয়িতাশূন্য বা impersonal হয় তবে 'চেতয়িতাশূন্য বিজ্ঞানাবস্থা' অর্থাৎ অন্য বিজ্ঞাতৃহীন বিজ্ঞান অবস্থা বা যে বিজ্ঞান তাহাই বিজ্ঞাতা—' বিজ্ঞানধাতু এইরূপ হইবে। তাহা অস্মদ্দর্শনের চিতিশক্তির নিকটবর্তী পদার্থ। আর নিঃসত্ত্ব-নির্জীব অর্থে যদি 'শূন্য' হয়, এবং শূন্য অর্থে যদি অসত্তা হয়, তবে বৌদ্ধদের বিজ্ঞানধাতু প্রলাপ ব্যতীত আর কি হইবে?

* ভোজরাজ "বিরামশ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চেতি" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহাতেও প্রত্যয় অর্থে কারণ ধরিতে হইবে। প্রত্যয় অর্থে সাধারণতঃ জ্ঞানবৃত্তি। কিন্তু ভাষ্যকার সর্ববৃত্তির অভাবকে বিরাম বলিয়াছেন, অতএব এখানে প্রত্যয় অর্থে সাদাৎ কারণ। এইরূপ অর্থই স্পষ্ট।

১৮। (৩) নির্বীজ সমাধি হইলেই তাহা অসম্প্রজ্ঞাত হয় না। যেমন সালম্বন-সমাধিমাত্রই সম্প্রজ্ঞাত নহে, কিন্তু একাগ্রভূমিক চিত্তের সমাধিপ্রজ্ঞা সাত্ত্বিক হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বলে, সেইরূপ সম্প্রজ্ঞানপূর্বক নিরোধভূমিক চিত্তের সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত বলে। তখন নিরোধই চিত্তের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। এই ভেদ বিশেষরূপে অবধার্য। অসম্প্রজ্ঞাত কৈবল্যের সাধক, কিন্তু নির্বীজ কৈবল্যের সাধক না-ও হইতে পারে। ইহা পরসূত্রে উক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু অসম্প্রজ্ঞাত ও নির্বীজের ভেদ না বুঝিয়া কিছু গোল করিয়াছেন।

নিরোধের স্বরূপ উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। প্রত্যয়হীনতাই নিরোধ। প্রথমতঃ, নিরোধ দ্বিবিধ, সভঙ্গ বা সংস্কারশেষ এবং শাশ্বত বা সংস্কারহীনতায় যাহা হয়। সভঙ্গ নিরোধ আবার দ্বিবিধ যথা, (ক) এক প্রত্যয়ের ভঙ্গ হইয়া নিরুদ্ধ হওয়া বা সংস্কারে যাওয়া। ইহা নিয়ত ক্ষণে ক্ষণে ঘটিতেছে এবং ব্যুত্থান অবস্থার ইহাই স্বরূপ, এই নিরোধ লক্ষ্য হয় না। (খ) সমাধির দ্বারা যে কতককালের জন্য সম্যক্ প্রত্যয়হীনতা হয় তাহা। ইহাই নিরোধ সমাধি নামে খ্যাত।

সভঙ্গ নিরোধ কেবল প্রত্যয়ের নিরোধ, তাহাতে প্রত্যয় সংস্কাররূপে যায় ও থাকে। আর শাশ্বত নিরোধ বা কৈবল্য সংস্কারক্ষয়ে সম্যক্ প্রত্যয়নিরোধ এবং সমগ্র চিত্তের (প্রত্যয় ও সংস্কারের) স্বকারণ ত্রিগুণে প্রলয় বা প্রতিপ্রসব। ব্যুত্থান অবস্থায় নিয়ত সংস্কার হইতে প্রত্যয় উঠিতেছে, তাহাতে প্রত্যয়হীনতা অলক্ষ্য হয় এবং মনে হয় যেন অবিরল প্রত্যয়প্রবাহ চলিতেছে। সমাধির কৌশলে যখন সংস্কারের এই উদ্ভিত্বরতার ক্ষয় হয় এবং প্রত্যয়ের লীয়মানতার প্রবাহ চলে তখন তাহাকেই নিরোধ সমাধি বলা যায়। এ অবস্থায় ব্যুত্থানের বিপরীত ভাব হয় অর্থাৎ ব্যুত্থানে প্রত্যয়ের অবিরলতা প্রতীত হয়, আর নিরোধে সংস্কারের অবিরলতা থাকে। প্রত্যয়ের অবিরলতার প্রতীতি থাকিলে সংস্কারের অবিরলতারও প্রতীতি হওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিক। সংস্কারসকল সূক্ষ্ম মানস ক্রিয়াস্বরূপ হইলেও তখন তাহারা বিরামপ্রত্যয়ের অভ্যাসবলে অভিভূত বা বলহীন হইয়া কিছুকাল প্রত্যয়তাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সভঙ্গ নিরোধে প্রত্যয়ের অভিভব হইলেও সংস্কার সম্যক্ বলহীন না হওয়াতে পুনরুত্থানের সম্ভাবনা যায় না, তাই তাহা সংস্কারশেষ। আর, সংস্কার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার দ্বারা বিনষ্ট হইলে প্রত্যয় ও সংস্কার-আত্মক সমগ্র চিত্তই অব্যক্ততা বা গুণসাম্য প্রাপ্ত হয়। যখন প্রত্যয় ও সংস্কার এই উভয়বিধ ধর্মই ভঙ্গশীল তখন সমগ্র চিত্তও ভঙ্গুর। সমগ্র চিত্তের ভঙ্গ অবস্থা কাজে কাজেই গুণসাম্য-প্রাপ্তি। প্রথমে অন্য বৃত্তির নিরোধ করিয়া এক বৃত্তিতে স্থিতি, তাহা সম্পূর্ণ হইলে সর্ববৃত্তির নিরোধ। প্রথমতঃ সর্ববৃত্তির নিরোধ ভঙ্গুর হইবার কথা, কারণ ব্যুত্থান-সংস্কার সহসা নষ্ট হয় না। নিরোধাভ্যাসের বা নিরোধ-সংস্কারের দ্বারা ক্রমশঃ তাহা নষ্ট হইলে আর প্রত্যয় উঠার সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং তখন সংস্কার-প্রত্যয়হীন শাশ্বত নিরোধ বা প্রতিপ্রসব হয়। চিত্তভূত সেই গুণবৈষম্যের সাম্য হয় মাত্র, কিছুর অত্যন্ত নাশ হয় না।

সংস্কাররূপে থাকা অপরিদৃষ্ট অবস্থা, তাহা গুণসাম্যরূপ অব্যক্তাবস্থা নহে। তরঙ্গের উপমা দিলে সমতল জল গুণসাম্য। সেই সমতল রেখার উপরের ভাগ প্রত্যয় ও নিম্নভাগ সংস্কার। প্রত্যয় হইতে সংস্কারে ও সংস্কার হইতে প্রত্যয়ে যাইতে হইলে সেই 'সমতল রেখা' পার হইতে হইবে। তাহাই সমগ্র চিত্তের ভঙ্গ বা গুণসাম্য। যেমন এক দোলক এদিক-ওদিক দুলিলে এমন এক স্থানে থাকিবে যাহা এদিক বা ওদিকে গমন নহে সুতরাং স্থিতি, চিত্তেরও সেইরূপ ধর্মান্তরতার মধ্যস্থল সম্যক্ ভঙ্গ। বৃত্তির ব্যক্তিকাল ক্ষণমাত্র ও পরে ভঙ্গ, সুতরাং তদনুরূপ সংস্কারেরও ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ

হইবে। অতএব সম্পিণ্ডিত সংস্কারসমূহের ও তৎফলভূত প্রত্যয়ের (উপরে দর্শিত প্রকারে) প্রতিক্ষণে ভঙ্গ হইতেছে। যাহাতে তরঙ্গ হয়, তাদৃশ ক্রিয়া ঘন ঘন করিলে যেমন তরঙ্গ-প্রবাহ অবিরলের মত বোধ হয় কিন্তু ভঙ্গ থাকিলেও তাহা তত লক্ষ্য হয় না, চিত্তের ব্যুত্থানকালে সেইরূপ প্রত্যয় অভঙ্গবৎ প্রতীত হয়। সেইরূপ নিরোধজনক ক্রিয়া ঘন ঘন করিলে নিরোধতরঙ্গের প্রবাহ (প্রশান্তবাহিতা) একতানের মত প্রতীত হয়, তাহাই নিরোধক্ষণ। (এখানে সংস্কারাত্মক নিরোধকে সমতল জলের নিম্নদিকের খালরূপে এবং প্রত্যয়াত্মক ব্যুত্থানকে সমতলের উপরস্থ তরঙ্গ-রূপে উপমিত করা হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে)। তরঙ্গজনক ক্রিয়া না করিলে যেমন জল সমতল থাকে সেইরূপ ব্যুত্থানজনক ক্রিয়া না করিলে অর্থাৎ সেই ক্রিয়াহীনতার দ্বারা ব্যুত্থান-সংস্কারের নাশ হইলে চিত্তে আর তরঙ্গ থাকে না, গুণসাম্যরূপ সমতলতাই থাকে, তাহাই কৈবল্য।

ব্যাপী কালজ্ঞান প্রত্যয়ের সংখ্যা মাত্র। অনেক বৃত্তি উঠিলে দীর্ঘকাল বলিয়া মনে হয়। সুতরাং নিরুদ্ধ চিত্তের স্থিতিকাল তাহার পক্ষে একক্ষণমাত্র অর্থাৎ সাধারণ প্রত্যয়ের অথবা ভঙ্গের মত উহা একক্ষণব্যাপী মাত্র, যদিচ সেই সময় বহু বৃত্তির অনুভবকারীর নিকট দীর্ঘকাল বলিয়া বোধ হইতে পারে। অতএব প্রতিক্ষণিক ভঙ্গ যেমন ক্ষণমাত্রব্যাপী, দীর্ঘকাল নিরোধও সেইরূপ নিরুদ্ধ-চিত্তের পক্ষে ক্ষণমাত্র অর্থাৎ কালজ্ঞানহীন। কেবল সংস্কারের উদিতস্বরতারই ক্ষয় হয় অথবা প্রণাশ হয় মাত্র।

সংস্কার শক্তিরূপ হইলেও ব্যক্ত শক্তি, কারণ তাহা হেতুমান্ ও অব্যাপী, গুণত্রয় অহেতুমান্ ও সর্বব্যাপী শক্তি বলিয়া অব্যক্ত শক্তি। বর্তমান কাল ক্ষণমাত্র বলিয়া যাহা বর্তমান তাহা ক্ষণমাত্র-ব্যাপী এবং তাহা ভঙ্গুর হইলে ক্ষণ-ভঙ্গুর।

ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধদের মতে প্রতিক্ষণে সমগ্র চিত্ত (প্রত্যয় ও সংস্কার) নিরুদ্ধ হইতেছে। ইহা সাংখ্যের অনুমত। কিন্তু তাঁহারা যে বলেন নিরুদ্ধ হইয়া 'শূন্য' হয় এবং 'শূন্য' হইতে পুনশ্চ 'ভাব' উঠে তাহাই অযুক্ত, যেহেতু চিত্তের কারণ শূন্য নহে, কিন্তু ত্রিগুণ ও পুরুষই চিত্তের কারণ।

সভঙ্গ নিরোধে সংস্কার থাকে সুতরাং তাদৃশ নিরোধের ভঙ্গুরতার অনুভূতিপূর্বক নিরোধ হয় এবং নিরোধভঙ্গেরও অনুভূতি হয়। ইহাতেই 'আমার চিত্ত নিরুদ্ধ ছিল' এইরূপ অনুভূতি হয়। 'আমি নিরোধ-প্রযত্নের দ্বারা প্রত্যয় রুদ্ধ করিয়াছিলাম, পরে পুনঃ উঠিয়াছে' এইরূপ স্মরণই নিরোধের অনুস্মৃতি। প্রত্যেক ক্রিয়াই (সুতরাং মানস ক্রিয়াও) সভঙ্গ, তাহার ভঙ্গ অবস্থায় তাহা স্বকারণে লীন হইয়া ব্যক্তিত্ব হারায়। ব্যক্তিত্ব হারান অর্থে তুল্যবল জড়তার দ্বারা ক্রিয়ার অভিভব অর্থাৎ প্রকাশিত বা জ্ঞানগোচর না হওয়া। অতএব তাহা সেই বস্তুগত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির সাম্য। সমগ্র অন্তঃকরণ যখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার মূল কারণ যে ত্রিগুণ তাহার সাম্যাবস্থা হয়।

প্রত্যয় প্রখ্যা ও প্রবৃত্তিস্বরূপ সুতরাং প্রত্যয়ের সংস্কার অর্থে জ্ঞান ও চেষ্টার সংস্কার। ব্যুত্থান অর্থে সুতরাং গোন জ্ঞান এবং তাহা উঠা-রূপ চেষ্টা। যেমন প্রত্যয় থাকিলে চিত্ত প্রত্যয় বা পরিদৃষ্ট ধর্মরূপে থাকে তেমনি প্রত্যয়-নিরোধে সংস্কারোপগ হইয়া তখন চিত্ত থাকে। প্রত্যয় ও সংস্কার উভয়ই ত্রৈগুণিক চিত্তভাব। তন্মধ্যে যাহা পরিদৃষ্ট তাহাকেই প্রত্যয় বলা যায়, আর যাহা অপরিদৃষ্ট তাহাকে সংস্কার বলা যায়।

প্রত্যয় ছাড়া কি সংস্কার থাকিতে পারে—এইরূপ প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ, পরিদৃষ্ট ভাব ছাড়া শুধু

অপবিদৃষ্ট ভাবে কি চিত্ত থাকিতে পাবে? ইহাব উত্তবে বলিতে হইবে—হাঁ, নিবোধেব কৌশলে তাহা পাবে। 'আমি কিছু জানিব না'—সমাধি-বলে এইরূপ নিবোধ-প্রযত্নেব দ্বাবা যদি বিষয় না জানি তখন বিষযেব গ্রহীতৃত্বও (আমি বিষযেব গ্রহীতা এইরূপ ভাবও) রুদ্ধ হইবে। সেইরূপ নিবোধ যদি ভাঙ্গিযা যায তবে প্রত্যয উঠাব চেষ্টারূপ সংস্কাব ছিল ও তাহাতে ভাঙ্গিল বলিতে হয, তাই তখন চিত্ত সংস্কারোপগ থাকে বলা হয। প্রত্যয এবং সংস্কাব এপিঠ এবং ওপিঠেব ন্যায। এপিঠ দেখিলে ওপিঠ অপবিদৃষ্ট, চোখ বুজিলে অর্থাৎ নিবোধাবস্থায দুই পিঠই অপবিদৃষ্ট (শুধু সংস্কার বা সংস্কাবশেষ), তখন পবিদৃষ্ট (প্রত্যয) কিছু থাকে না।

নিবোধেব সমযে সম্যক্ চিত্তকার্য-বোধ হইলে শবীবেব, মনেব এবং ইন্দ্রিযেব কার্যও সম্যক্ রুদ্ধ হইবে। শবীব রুদ্ধ হইলেও অনেক সমযে ইন্দ্রিয-কার্য (অলৌকিক দৃষ্টি আদি) থাকিতে পাবে। আবাব মন স্তব্ধ হইলেও শবীবেব কার্য শ্বাস-প্রশ্বাস, বক্তচলাচল ও পবিপাকাদি চলিতে পাবে। নিবোধে ইহাব কিছুই থাকিবে না। প্রকৃতিবিশেষেব লোকেব মন স্তব্ধ হইলে তখন কোনই জ্ঞান থাকে না, তাহাতে সেই ব্যক্তিব অনুভূতিব ভাষা নিবোধ-লক্ষণেব সদৃশ হইতে পাবে, কিন্তু উহা প্রবল তামস ভাব, কাবণ শবীব চলিলে তাহা চিত্তেব দ্বাবাই চালিত হয, নিরুদ্ধ চিত্তেব দ্বাবা শবীব চালিত হইতে পাবে না। নিবোধকালে সমস্ত যান্ত্রিক ক্রিয়া যথা জ্ঞানেন্দ্রিয, কর্মেন্দ্রিয ও হৃৎপিণ্ডাদি প্রাণেন্দ্রিযেব ক্রিযা সমস্ত রুদ্ধ হইবে, কাবণ আমিত্বই ঐ যন্ত্রসকলেব সংহত্যকাবিত্বেব মূল কেন্দ্র ও প্রযোক্তা। অতএব নিবোধেব বাহ্য লক্ষণ দেখিতে গেলে প্রথমে শাবীব ক্রিযাসকলেব বোধ। স্বেচ্ছাপূর্বক ঐরূপ শরীবনিবোধ না কবিতে পাবিলে কেহ যোগেব নিবোধ অবস্থায যাইতে পারিবেন না। দ্বিতীয, আভ্যন্তব লক্ষণ শব্দাদি ইন্দ্রিয-বিষযেব বোধ। গ্রহণ ও গ্রহীতাব উপলব্ধি না কবিতে পাবিলে ইহাব সম্যক্ বোধ হয না। শাবীব ক্রিযা ও ইন্দ্রিয-ক্রিযা বোধপূর্বক গ্রহীতৃভাবে স্থিতি কবিতে পাবিলে এবং তাহাতে সমাহিত হইতে পাবিলে তবেই নিবোধ-বেগ বা সর্বক্রিযা-শূন্যতাব বেগেব দ্বাবা চিত্তকে নিরুদ্ধ বা অব্যক্ততাপ্রাপ্ত কবা যাইবে। অতএব সমাধিসিদ্ধি ব্যতীত নিবোধ হইতে পাবে না। আব সমাধিসিদ্ধি হইলে যোগী যে-কোন বিষযে সমাহিত হইতে পাবেন কাবণ সমাধি মনেব স্বেচ্ছাযত্ত বলবিশেষ, এক বিষযে সমাধি কবিতে পাবা যাইবে অন্যটিতে পাবা যাইবে না—এইরূপ হইতে পাবে না। রূপে সমাহিত হইলে বসেও সমাহিত হওযা যাইবে।

প্রকৃত নিবোধকালে মনেব সহিত শবীবেব সমস্ত যন্ত্র ক্রিযাহীন হইবেই হইবে। তাহা না হইযা শুধু মনেব স্তব্ধীভাব হইলে সুষুপ্তি বা মোহবিশেষ হইবে। শবীবেব যন্ত্রসকলেব ক্রিযা যখন অস্মিতামূলক তখন নিবোধে সেই সকলেব ক্রিযাব বোধ আবশ্যক। নিবোধকালে যে-সংস্কাব থাকে সেই সংস্কাবেব আধাবভূত শাবীব ধাতুসকল যান্ত্রিক ক্রিযাব অভাবে স্তম্ভিতপ্রাণ (suspended animation) অবস্থায থাকে। সাত্ত্বিক ভাবপূর্বক বা সর্ব শবীবে আনন্দপূর্বক নিবাযাসতা বা নিষ্ক্রিযতা (restfulness)-পূর্বক রুদ্ধ হওযাতে ধাতুসকল দীর্ঘকাল অবিকৃতভাবে থাকে। হঠযোগীবা ইহাব উদাহরণ। নিবোধভঙ্গে আবাব শবীবে যান্ত্রিক ক্রিয়া ফিবিযা আসিলে ধাতুসকলও পূর্ববৎ হয।

এইরূপে স্বেচ্ছায সমাধিবলে শবীব, ইন্দ্রিব ও মনেব (আমিত্ব পর্যন্ত) বোধই নিবোধ সমাধি। এই নির্বীজ সমাধিব অসম্প্রজ্ঞাত ও ভবপ্রত্যয-রূপ যে ভেদ আছে তাহা পবসূত্রে দ্রষ্টব্য।

কোন কোন প্রকৃতির লোকেব চিত্ত সহজেই স্তব্ধীভাব প্রাপ্ত হয। তখন তাহাদেব কোনও

পরিদৃষ্ট জ্ঞান থাকে না। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস আদি শারীর ক্রিয়া চলিতে থাকে সুতরাং নিদ্রাসদৃশ তামস প্রত্যয় থাকে। ইহারা যোগশাস্ত্রে সুশিক্ষিত না হইলে ভ্রান্তিবশতঃ মনে করে যে 'নির্বিকল্প' নিরোধ আদি সমাধি হইয়া গিয়াছে। ১।৩০ (১) দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যম্। স খল্বয়ং দ্বিবিধঃ, উপায়প্রত্যয়ঃ ভবপ্রত্যয়শ্চ, তত্র উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি—

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়ঃ, তে হি স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন (-মাত্রোপভোগেন ইতি পাঠান্তরম্) চিত্তেন কৈবল্যপদমিবানুভবন্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথাজাতীয়কম্ অতিবাহয়ন্তি। তথা প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদমিবানুভবন্তি, যাবন্ন পুনরাবর্ত্ততে অধিকারবশাৎ চিত্তমিতি ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ঐ নির্বীজ সমাধি দ্বিবিধ—উপায়প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয় (১)। তাহার মধ্যে যোগীদের উপায়প্রত্যয়, আর—

১৯। বিদেহদের ও প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয় ॥ সূ

বিদেহ (২) দেবতাদের (পদ) ভবপ্রত্যয় ; তাঁহারা স্বকীয় জাতির (বিদেহরূপ জন্মের) ধর্মভূত (নিরুদ্ধ বা অবৃত্তিক) সংস্কারোপগত চিত্তের দ্বারা কৈবল্যের ন্যায় অবস্থা অনুভবপূর্বক সেই জাতীয় নিজ সংস্কারের বিপাক বা ফল অতিবাহন করেন। সেইরূপ, প্রকৃতিলীনেরা (৩) তাঁহাদের সাধিকারচিত্ত (৪) প্রকৃতিতে লীন হইলে কৈবল্যের ন্যায় পদ অনুভব করেন, যতদিন না অধিকারবশতঃ তাঁহাদের চিত্ত পুনরায় আবর্তন করে।

টীকা। ১৯। (১) উপায়প্রত্যয়—বক্ষ্যমাণ (১।২০ সূ) বিবেকের সাধক শ্রদ্ধাদি উপায় যাহার প্রত্যয় বা কারণ। ভবপ্রত্যয় শব্দের ভব শব্দ নানা অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মিশ্র বলেন, ভব অবিদ্যা ; ভোজরাজ বলেন, ভব সংসার ; ভিক্ষু বলেন, ভব জন্ম। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে 'ভব পচ্চয়া জাতি' অর্থাৎ জন্মের নির্বর্তক কারণ ভব। বস্তুতঃ এই সকল অর্থ আংশিক সত্য। অবিদ্যার পরিবর্তে ভব শব্দ ব্যবহারের অবশ্য কারণ আছে, অতএব ভব কেবলমাত্র অবিদ্যা নহে। সম্পূর্ণরূপে যাহা নষ্ট হয় নাই তাদৃশ বা সূক্ষ্ম অবিদ্যামূলক সংস্কার—যাহা হইতে বিদেহাদির জন্ম বা অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয়—তাহাই ভব। পূর্বসংস্কারবশে যে আত্মভাবের উৎপত্তি, অবচ্ছিন্ন কাল যাবৎ স্থিতি ও পরে নাশ হয় তাহাই জন্ম। বিদেহদের ও প্রকৃতিলীনদের পদও তজ্জন্য জন্ম। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—স্বসংস্কারোপযোগে তাঁহাদের ঐ ঐ পদপ্রাপ্তি হয়। সাংখ্যসূত্রে আছে প্রকৃতিলীনদের মগ্নের উত্থানের ন্যায় পুনরাবৃত্তি হয়। অতএব জন্মের হেতুভূত অবিদ্যামূলক সংস্কারই ভব। সেই বিদেহাদি জন্মের কারণ কি ? প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে আত্মাকে পৃথক্ উপলব্ধি না করা অর্থাৎ অবিদ্যাই তাহার কারণ। সমাধি-সংস্কারবলে তাঁহারা ঐ ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন। অতএব সূক্ষ্ম-

অবিদ্যামূলক, জন্মহেতু সংস্কার বিদেহাদির ভব হইল। সূক্ষ্ম অবিদ্যা অর্থে যাহা অসমাহিতদের অবিদ্যার ন্যায় স্থূল নহে এবং যাহা বিবেকসাক্ষাৎকারের দ্বারা সম্যক্ নষ্ট নহে। সাধারণ জীবের ভব ক্লিষ্ট কর্মাশয়রূপ অক্ষীণীভূত অবিদ্যামূলক সংস্কার।

১৯। (২) বিদেহ দেব। এ বিষয়েও ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ দেখা যায়। ভোজরাজ বলেন, "সানন্দ সমাধিতে (গ্রহণ-সমাপত্তিতে) যাঁহারা বদ্ধধৃতি হইয়া প্রধান ও পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন না তাঁহারা দেহাহংকারশূন্যত্বহেতু বিদেহ-শব্দ-বাচ্য হন"। মিশ্র বলেন, "ভূত ও ইন্দ্রিয়ের অন্যতমকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদুপাসনার সংস্কার দ্বারা দেহান্তে যাঁহারা উপাস্যে লীন হন তাঁহারা বিদেহ"। ইহা স্পষ্ট নহে। কারণ ভূতকে আত্মভাবে উপাসনা করিয়া ভূতে লীন হইলে নির্বীজ সমাধি কিরূপে হইবে?

বিজ্ঞানভিক্ষু বিভূতিপাদের ৪৩ সূত্রানুসারে বলেন, "শরীরনিরপেক্ষ যে বুদ্ধিবৃত্তি তদ্‌যুক্ত মহদাদি দেবতা বিদেহ"। ইহা কল্পিত অর্থ।

ফলতঃ ব্যাখ্যাকারগণ এক বিষয় সম্যক্ লক্ষ্য করেন নাই, সূত্রকার ও ভাষ্যকার বলেন বিদেহদের নির্বীজ সমাধি হয়। সানন্দ সমাধিমাত্র নির্বীজ নহে, সানন্দসিদ্ধেরা দেহপাতে লোক-বিশেষে উৎপন্ন হইয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিতে পারেন। বিদেহ ও প্রকৃতিলীনেরা কোন লোকান্তর্গত নহেন। (৩।২৬ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

আর ভূতগণে সমাপন্ন-চিত্তও কখন নির্বীজ হইতে পারে না। এ বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই—স্থূলগ্রহণে সমাপন্ন যোগী বিষয়ত্যাগে আনন্দলাভ করতঃ যদি বিষয়ত্যাগই পরমপদ জ্ঞান করেন* এবং শব্দাদি গ্রাহ্য বিষয়ে বিরাগযুক্ত হইয়া তাহাদের (শব্দাদি-জ্ঞানের) নিরোধ করেন, তখন বিষয়সংযোগের অভাবে করণবর্গ লীন হইবে। কারণ বিষয় ব্যতীত করণগণ মুহূর্তমাত্রও ব্যক্ত থাকিতে পারে না। তাঁহারা তাদৃশ বিষয়গ্রহণরোধ বা অনাস্রব (অক্লিষ্ট)-সংস্কার সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে বিলীনকরণ হইয়া নির্বীজ সমাধি লাভপূর্বক সংস্কারের বলানুসারে অবচ্ছিন্নকাল কৈবল্যবৎ অবস্থা অনুভব করেন। ইঁহারাই বিদেহ দেব। আর, যে যোগিগণ সম্যক্ বিষয়রোধের প্রযত্ন না করিয়া আনন্দময় সালম্বন গ্রহণতত্ত্বধ্যানেই তৃপ্ত থাকেন, তাঁহারা দেহান্তে যথাযোগ্য লোকে অভি-নির্বর্তিত হইয়া দিব্য আয়ুষ্কাল পর্যন্ত ঐ ধ্যানসুখ ভোগ করেন। (৩।২৬ 'সত্যাভ' দ্রষ্টব্য)।

* হঠযোগ-প্রণালীতে যে অবস্থা লাভ হয় তাহাও বিদেহের তুল্য। হঠযোগ-প্রক্রিয়ায় উড্ডান, জালন্ধর ও মূল এই তিন বন্ধ ও খেচরীমুদ্রার দ্বারা প্রাণ রোধ করিতে হয়। দীর্ঘকাল (২।৩ মাস) রোধ করিতে হইলে নেতি, ধৌতি, কপাল-ভাতি আদির দ্বারা শরীর-শোধনপূর্বক 'হল চল' দ্বারা অন্ত্র পরিষ্কার করিতে হয়। প্রচুর জলপান করিয়া অন্ত্রের মধ্যে চালিত করতঃ অন্ত্র ধৌত করার নাম 'হল চল'। পরে ভাবনাবিশেষপূর্বক কুণ্ডলীকে দশম দ্বারে বা মস্তিষ্কের উপরে উত্থাপিত করিয়া রুদ্ধ করিতে হয়। তাহাতে শরীর কাষ্ঠবৎ হয় এবং চিন্তার যন্ত্র মস্তিষ্ক প্রকারবিশেষে রুদ্ধ হওয়াতে চিন্তা বা চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হইয়া নিরোধের মত বিদেহ (শরীর সম্যক্ রোধহেতু) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চিত্তরোধ হওয়াতে দুঃখ সে সময়ে থাকে না বলিয়া ইহা মোক্ষের মত অবস্থা। কিন্তু স্মৃতিপ্রজ্ঞাদিপূর্বক সংস্কারক্ষয় ও তত্ত্বসাক্ষাৎ না হওয়াতে ইহা প্রকৃত কৈবল্য নহে। দেখাও যায় সমাধিসিদ্ধিজনিত যে জ্ঞান-শক্তির ও নিবৃত্তির উৎকর্ষ তাহা ইঁহাদের হয় না। হরিদাস যোগী তিন মাস ঐরূপ 'সমাধি'র (উহা প্রকৃত সমাধি নহে) পর মাথায় গরম রুটির সেঁকে বাহ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রথমেই রণজিৎ সিংহকে বলেন, "আপনি এখন আমাকে বিশ্বাস করেন?" অবশ্য খেচরী আদি সিদ্ধি করিয়া পরে স্মৃতির দ্বারা একাগ্রভূমির সাধনের উপদেশ আছে, যথা যোগতারাবলীতে, "প্রশান্ত্রদাসীনদৃশা প্রপঞ্চং সংকল্পমুন্মূলয় সাবধানঃ" (পরের সূত্র দ্রষ্টব্য)। তাহাই স্মৃতিসাধন এবং তাহাই সমাধি, একাগ্রভূমি, সংস্কারক্ষয় ও সম্প্রজ্ঞানের উপায়—যদ্দ্বারা প্রকৃত যোগীদের উপায়-প্রত্যয়-নিরোধ হয়।

পরমপুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার না হওয়াতে বিদেহ দেবতাদের 'অদর্শন' বীজ থাকিয়া যায়, তদ্ধেতু তাঁহারা পুনরাবর্তিত হন, শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারেন না।

১৯। (৩) প্রকৃতিলয়। 'বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ' ইত্যাদি সাংখ্যকারিকার (৪৫ সংখ্যক) ভাষ্যে আচার্য গৌড়পাদ বলেন, "যাঁহাদের বৈরাগ্য আছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নাই, অজ্ঞানহেতু তাঁহারা মৃত্যুর পর প্রধান, বুদ্ধি অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টপ্রকৃতির অন্যতমে লীন হন।" ইহার মধ্যে এই সূত্রোক্ত প্রকৃতিলয়, প্রধান ও মূলা প্রকৃতিতে লয় বুঝিতে হইবে, কারণ তাহাতেই চিত্ত লয়প্রাপ্ত হয় বা নির্বীজ সমাধি হয়। অন্য প্রকৃতিতে লীন হইলে তাদৃশ চিত্তলয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণের সহিত অবিভাগাপন্ন হওয়ার নাম লয়, কার্যই কারণে লয় হয়; কারণ কার্যে লয় হয় না। তন্মাত্রতত্ত্বে কোন যোগী লয় হইলেন বলিলে কি বুঝাইবে? বুঝাইবে যোগীর চিত্ত তন্মাত্রে লীন হইল। কিন্তু যোগীর চিত্তের কারণ তন্মাত্রতত্ত্ব নহে, অতএব যোগীর চিত্ত কখনও তন্মাত্রে লীন হইতে পারে না। সুতরাং যোগী তন্মাত্রে লীন হন একথা যথার্থ নহে, কিন্তু তাহাতে তন্ময় হন, ইহাই ঠিক কথা। 'যস্মাদ্ যদভিভাবতে তত্তত্রৈব প্রলীয়তে' (মহাভারত)।

পরন্তু ভূততত্ত্বে বৈরাগ্য হইলে ভূততত্ত্বজ্ঞান তন্মাত্রতত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হইবে ইহাই উহার অর্থ। তখন যোগীর স্বরূপশূন্যের ন্যায় বা 'আত্মহারা' হইয়া তন্মাত্রতত্ত্বই ধ্যানগোচর থাকে, সুতরাং তাহা সালম্বন সমাধি হইল। অতএব কেবলমাত্র প্রধানে লয়ই সূত্র ও ভাষ্যে উক্ত প্রকৃতিলয় বুঝিতে হইবে। যখন তত্ত্বজ্ঞানহীন শূন্যবৎ সমাধি অধিগত হয়, কিন্তু পরমপুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ না করিয়া তাহাকেই চরম গতি মনে করিয়া অন্তর্মুখ হইয়া বশীকার বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়বিযোগহেতু অন্তঃকরণ লয় হয়, তখনই এতাদৃশ প্রকৃতিলয় হয়।

এই প্রকৃতিলয়াদি-পদসম্বন্ধে বায়ুপুরাণে এইরূপ উক্তি আছে, "দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ। ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রন্ত্বাভিমানিকাঃ॥ বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ। পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ। পুরুষং নির্গুণং প্রাপ্য কালসংখ্যা না বিদ্যতে॥"

১৯। (৪) বিবেকখ্যাতি হইলে চিত্তের অধিকার সমাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাতেই চিত্তের যে বিষয়প্রবৃত্তি বা ব্যক্তাবস্থা তাহার বীজ সম্যক্ দগ্ধ হয়। অধিকারসমাপ্তির অপর নাম চরিতার্থতা, ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ তাহাতে চরিত বা নির্বর্তিত বা সমাপ্ত হয়। বিবেকখ্যাতি না হইলে অধিকার সমাপ্ত হয় না, সুতরাং চিত্ত প্রাকৃতিক নিয়মে আবর্তিত হয়।

শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্। উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি। শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ, সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি। তস্য হি শ্রদ্দধানস্য বিবেকার্থিনঃ বীর্যম্ উপজায়তে, সমুপজাতবীর্যস্য স্মৃতিঃ উপতিষ্ঠতে, স্মৃত্যুপস্থানে চ চিত্তম্ অনাকুলং সমাধীয়তে, সমাহিতচিত্তস্য প্রজ্ঞাবিবেক উপাবর্ততে. যেন যথাবদ্ বস্তু জানাতি, তদভ্যাসাৎ তদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাদ্ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি॥ ২০ ॥

২০। (যাঁহাদের উপায়প্রত্যয় তাঁহাদের) শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়ের দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়॥ সূ .

ভাষ্যানুবাদ—যোগীদের উপায়প্রত্যয় (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি) হয়। শ্রদ্ধা চিত্তের সম্প্রসাদ (১), তাহা যোগীকে কল্যাণী জননীর ন্যায় পালন করে। এইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত বিবেকার্থীর বীর্য (২) হয়। বীর্যবানের স্মৃতি উপস্থিত হয় (৩)। স্মৃতি উপস্থিত হইলে চিত্ত অনাকুল হইয়া সমাহিত হয় (৪)। সমাহিত চিত্তের প্রজ্ঞার বিবেক বা বিশিষ্টতা সমুদ্ভূত হয়। বিবেকের দ্বারা (যোগী) বস্তু যথাবৎ জানেন। সেই বিবেকের অভ্যাস হইতে এবং তাহার (সেই চিত্তের) বিষয়েতেও বৈরাগ্য হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (৫) উৎপন্ন হয়।

টীকা। ২০। (১) শ্রদ্ধা = চিত্তের সম্প্রসাদ বা অভিরুচিময়ী নিশ্চয়বৃত্তি। "শ্রৎ সত্যং তদ্ অস্যাম্ ধীয়তে ইতি শ্রদ্ধা" অর্থাৎ কোন বস্তু শ্রৎ বা সত্যরূপে অবধারিত হয় যে নিশ্চয় বুদ্ধিতে সেই সত্যাত্মিকা নিশ্চয় বুদ্ধির নাম শ্রদ্ধা। (যাস্ক-নিরুক্ত, দুর্গ টীকা)। গীতা বলেন, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" শ্রুতিও বলেন, "তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে" (মুণ্ডক) ইত্যাদি। অনেকের শাস্ত্র ও গুরুর নিকট লব্ধ জ্ঞান ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি করে মাত্র। তাদৃশ ঔৎসুক্যবশতঃ জানা শ্রদ্ধা নহে। যে জানার সহিত চিত্তের সম্প্রসাদ থাকে তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাভাব থাকিলে উত্তরোত্তর শ্রদ্ধেয় বিষয়ের গুণাবিষ্কারপূর্বক প্রীতি ও আসক্তি বর্ধিত হইতে থাকে।

২০। (২) উৎসাহ বা বলের নাম বীর্য। চিত্ত ক্লান্ত হইলে অথবা বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে চাহিলে, যে বলের দ্বারা পুনঃ সাধনে বিনিবেশিত করা যায় তাহাই বীর্য। শ্রদ্ধা থাকিলেই বীর্য হয়। যেমন কষ্টপূর্বক গুরুভার উত্তোলন করিতে করিতে ব্যায়ামীর তাহাতে কুশলতা হয়, সেইরূপ প্রাণপণে আলস্যত্যাগ ও দম অভ্যাস করিতে করিতে বীর্য উন্মুক্ত হয়। 'বিবেকার্থীর' এই শব্দের দ্বারা বিবেকবিষয়ে শ্রদ্ধাবীর্যাদিই কৈবল্যের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। অন্যবিষয়ে শ্রদ্ধাদি থাকিতে পারে কিন্তু তাহা থাকিলেও যোগ বা কৈবল্যসিদ্ধি হয় না।

২০। (৩) স্মৃতি। ইহাই প্রধান সাধন। অনুভূত ধ্যেয়ভাবের পুনঃ পুনঃ যথাবৎ অনুভব করিতে থাকা এবং তাহা যে অনুভব করিতেছি ও করিব তাহাও অনুভব করিতে থাকার নাম স্মৃতিসাধন। স্মৃতি সাধিত হইলে স্মৃত্যুপস্থান হয়। স্মৃতি একাগ্রভূমির একমাত্র সাধন, সাততিক স্মৃতি উপস্থিত হইলেই একাগ্রভূমি সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বর ও তত্ত্বসকল ধ্যেয় বিষয়, স্মৃতিও তদবলম্বন করিয়া সাধ্য। ঈশ্বরবিষয়ক স্মৃতিসাধন এইরূপ :— প্রণব এবং ঈশ্বরের বাচক ও বাচ্য-সম্বন্ধ প্রথমে স্মরণ অভ্যাস করিয়া যখন প্রণব উচ্চারিত (মনে মনে বা ব্যক্ত ভাবে) হইলে ক্লেশাদিশূন্য ঈশ্বরভাব মনে আসিবে, তখন বাচ্য-বাচক-স্মৃতি সুস্থির হইবে। তাহা সিদ্ধ হইলে তাদৃশ ঈশ্বরকে হৃদয়াকাশে অথবা আত্মমধ্যে স্থিত জানিয়া বাচকশব্দ জপপূর্বক স্মরণ করিতে থাকিবে এবং তাহা যে স্মরণ করিতেছ ও করিতে থাকিবে তাহাও স্মরণারূঢ় রাখিবে। প্রথমতঃ এক পদের দ্বারা স্মরণ অভ্যাস না করিয়া বাক্যময় মন্ত্রের দ্বারা স্মরণ অভ্যাস করা বিধেয়।

সেইরূপ ভূততত্ত্ব, তন্মাত্রতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব এই তত্ত্বসকলের স্বরূপলক্ষণ অনুসারে তত্ত্বভাব চিত্তে উদিত করিয়া স্মৃতিসাধন করিতে হয়। বিবেকস্মৃতিই মুখ্য সাধন।

চিত্তকে সর্বদা যেন সম্মুখে রাখিয়া দর্শন করিতে করিতে তাহাতে কোন প্রকার সংকল্প আসিতে দিব না এবং কেবল গৃহ্যমাণ বিষয়ের দ্রষ্টৃস্বরূপ হইয়া থাকিব এই প্রকার স্মৃতিসাধন আনুব্যবসায়িক। ইহা চিত্তপ্রসাদ বা সত্ত্বশুদ্ধিলাভের মুখ্য উপায়। যোগতারাবলীতে আছে, "পশ্যন্নুদাসীনদৃশা প্রপঞ্চং সংকল্পমুন্মূলয় সাবধানঃ"। ইহা উত্তম স্মৃতিসাধন।

স্মৃতিসাধন ব্যতীত বোধপদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে না। স্মৃতি সর্বদা সর্বচেষ্টাতেই সাধ্য। গমন, উপবেশন, শয়ন, সকল অবস্থায় স্মৃতিসাধন হইতে পারে। কোন কার্য করিতে হইলে পারমার্থিক ধ্যেয় বিষয় উত্তমরূপে মনে উদিত করিয়া, তাহা মন হইতে অনুপস্থিত না থাকে, এইরূপ সাবধান হইয়া কর্ম করিলে, তাহাকে 'যোগযুক্ত কর্ম' বলা যায়। তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া সোপানে আরোহণের ন্যায় এই যোগযুক্ত কর্ম।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা মনের চিন্তায় এইরূপ ব্যাপৃত থাকে যে বাহ্য বিষয়কে তত লক্ষ্য করে না। ইহাদের সম্মুখে কোনও ঘটনা ঘটিলে হয়ত ইহারা আপন চিন্তায় এইরূপ বিভোর থাকে যে তাহা লক্ষ্য করে না, উন্মাদ ও নেশাখোর লোকও প্রায় এইরূপ 'একাগ্র' হয়। ইহা প্রকৃত একাগ্রতা নহে এবং সমাধিরও সম্যক্ বিরোধী অবস্থা। ইহাদের সমাধিসাধক স্মৃতি কদাপি হয় না। ইহারা মূঢ় হইয়া বা আত্মবিস্মৃত হইয়া চিন্তার প্রবাহে চলিতে থাকে, নিজের বিক্ষেপ বুঝিতে পারে না।

স্মৃতিসাধনে চিত্তে যে ভাব উঠিতেছে তাহা সর্বদা অনুভূত হওয়া চাই এবং বিক্ষিপ্ত ভাব ত্যাগ করিয়া অবিক্ষিপ্ত বা সংকল্পহীন ভাব স্মৃতিগোচর রাখিতে হয়। ইহাই প্রকৃত সত্ত্বশুদ্ধির বা জ্ঞান-প্রসাদের উপায়, এই স্মৃতি প্রবল হইলে অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি যখন একেবারেই না হয়, তখন সেই আত্মস্মৃতিমাত্রে নিমগ্ন হইয়া যে সমাধি হয় তাহাই প্রকৃত সম্প্রজ্ঞাত যোগ।

স্মৃতি-রক্ষার জন্য সম্প্রজন্যের আবশ্যক। সম্প্রজন্য সাধন করিতে করিতে যখন সতর্কতা সহজ-হয় তখনই স্মৃতি উপস্থিত থাকে। 'যোগকারিকা'স্থ স্মৃতিলক্ষণে "বর্তা অহং স্মরিষ্যংশ্চ স্মরাণি ধ্যেয়মিত্যপি" ইহার মধ্যে—

'বর্তা অহং স্মরিষ্যন্' = সম্প্রজন্য ; এবং 'স্মরাণি ধ্যেয়ম্' = স্মৃতি।

বৌদ্ধ শাস্ত্রেও এই স্মৃতির প্রাধান্য গৃহীত হইয়াছে। তাঁহারাও বলেন যে, স্মৃতি ও সম্প্রজন্য (যোগশাস্ত্রের সম্প্রজ্ঞানের সহিত সাদৃশ্য আছে) -ব্যতীত চিত্তের জ্ঞানপূর্বক বোধ হয় না। সম্প্রজন্যের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে:

"এতদেব সমাসেন সম্প্রজন্যস্য লক্ষণম্। যৎকায়চিত্তাবস্থায়াঃ প্রত্যবেক্ষা মুহুর্মুহুঃ ॥"

(বোধিচর্যাবতার ৫।১০৮)

অর্থাৎ শরীরের ও চিত্তের যখন যে অবস্থা তাহার অনুক্ষণ প্রত্যবেক্ষার নামই সম্প্রজন্য। ইহাতে আত্মবিস্মৃতি নষ্ট হয়, এবং চিত্তের সূক্ষ্মতম বিক্ষেপও দৃষ্ট হয় ও তাহা বোধ করার ক্ষমতা হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে সমাপন্ন হইবার সামর্থ্য হয়। শঙ্কা হইতে পারে যে চিত্তেন্দ্রিয়ে উপস্থিত বিষয় দেখিয়া যাওয়া একাগ্রতা নহে, কিন্তু অনেকাগ্রতা—গ্রাহ্য-বিষয়ে উহা অনেকাগ্র হইলেও গ্রহণ-বিষয়ে উহা একাগ্র। কারণ 'আমি আত্মস্মৃতিমান্ থাকিব ও থাকিতেছি' —এইরূপ গ্রহণাকারা বুদ্ধি উহাতে একই থাকে। এই একাগ্রতাই মুখ্য একাগ্রতা, উহা সিদ্ধ হইলে গ্রাহ্যের একাগ্রতা সহজ হয়। শুধু গ্রাহ্যের একাগ্রতায় প্রতিসংবেত্তৃসম্বন্ধীয় একাগ্রতা না আসিতে পারে।

যাহারা আপন মনে হাসে, কাঁদে, বকে, অঙ্গভঙ্গী করে, তাদৃশ 'একাগ্র' বা বাহ্যখেয়ালহীন মূঢ় ব্যক্তিদেব পক্ষে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসাধন যে দুঃসাধ্য ইহা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্বদা সপ্রতিভ থাকাই স্মৃতিব সাধন বলিয়া উপদিষ্ট হয়।

এইরূপ সাধনকালে যোগীরা বাহ্যজ্ঞানহীন হন না, কিন্তু সংকল্পহীন চিত্তে উপস্থিত বিষয়কে দেখিয়া যান। চিত্তাদিতে যাহা আসিতেছে তাহা তাঁহাদেব কদাপি অলক্ষ্য হয় না (কারণ উহা অলক্ষ্য হওয়া এবং মোহবশতঃ আত্মবিস্মৃত হওয়া একই কথা) এবং এইরূপ সাধনেব সময়ে বাহ্য শব্দাদি অনহুকূল হয় না। ইন্দ্রিয়াদিব দ্বাবা যে সমস্ত ছাপ আত্মভাবেব উপব পড়িতেছে তাহা সব তাঁহাবা গোচব কবিয়া যান, উহা (আত্মগত ছাপ) গোচব না কবা সুতরাং আত্মবিস্মৃতি বা মোহ।

এইরূপে চিত্তসত্ত্ব শুদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়াদি যখন স্থিব হয় বা পিণ্ডীভূত হয়, তখন বাহ্য বিষয় আত্মভাবে ছাপ দিতে পারে না। সেই অবস্থায় যে বিষয় লক্ষ্য না হওয়া, তাহা সুতবাং আত্মবিস্মৃতি নহে, কিন্তু বিষয়হীন আত্মস্মৃতি বা প্রকৃত সম্প্রজ্ঞাত যোগ ও প্রকৃত সমাধি। সেই আত্মস্মৃতি যত সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ হইবে ততই সূক্ষ্মতত্ত্বেব অধিগম হইবে। বিবেকই সেই আত্মজ্ঞানেব সীমা।

প্রবল বিক্ষিপ্ত চিন্তায় পড়িয়া বাহ্যবিষয়েব খেয়াল না কবা, আব, ঐরূপে ইন্দ্রিয়গণকে পিণ্ডীভূত কবিয়া জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্বক বিষয়গ্রহণ বোধ কবা এই দুই অবস্থাব ভেদ সাধকদেব উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। (স্মৃতিসাধনেব বিষয় 'জ্ঞানযোগ' প্রকবণে দ্রষ্টব্য)।

আবাব ইচ্ছাপূর্বক বাহ্যেন্দ্রিয়মাত্র রুদ্ধ কবিয়া বিষয়গ্রহণ বোধ কবিলেই যে চিত্তবোধ হয়, তাহাও নহে। চিত্ত তখনও বিষয়স্রোতে ভাসিতে পাবে। আত্মস্মৃতিব দ্বাবা তখনও চিত্তেব প্রত্যবেক্ষা কবিয়া চিত্তকে নির্মল ও নিঃসংকল্প কবিতে হয়। পবে চিত্তকেও পিণ্ডীভূত কবিয়া বোধ করিলে তবেই সম্পূর্ণ চিত্তরোধ হয়।

পবন্তু এইরূপে চিত্তরোধ বা নিবোধ সমাধি কবিলেও কৃতকৃত্যতা না হইতে পাবে। পূর্বে কথিত ভবপ্রত্যয়-নিবোধ তাদৃশ নিবোধ। চিত্তেব বা আত্মভাবেবও প্রতিসংবেত্তা যে দ্রষ্টৃপুরুষ তদ্বিষয়ক স্মৃতি (অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান) লাভ কবিয়া যে সম্যক্ নিবোধ হয় তাহাই কৈবল্যমোক্ষেব নিবোধ।

২০। (৪) শ্রদ্ধা হইতে বীর্য হয়। যাহাদের যে-বিষয়ে উত্তম শ্রদ্ধা নাই, তাহাবা তদ্বিষয়ে বীর্য কবিতে পাবে না। বীর্য বা পুনঃ পুনঃ কষ্টসহনপূর্বক চিত্ত নিবেশন কবিতে কবিতে চিত্তে স্মৃতি উপস্থিত হয়। স্মৃতি ধ্রুবা বা অচলা হইলে সমাধি হয়। সমাধির দ্বাবা প্রজ্ঞালাভ হয়। প্রজ্ঞাব দ্বাবা হেয় পদার্থেব যথাবৎ জ্ঞান (অর্থাৎ বিয়োগ) হইয়া নির্বিকাব দ্রষ্টৃপুরুষে স্থিতি বা কৈবল্যসিদ্ধি হয়। ইহাবা মোক্ষেব উপায়। যিনি যে মার্গে যান এই সাধাবণ উপায়সকলকে অতিক্রম কবিবাব কাহাবও সামর্থ্য নাই। শ্রুতিও বলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥" অর্থাৎ বল (বীর্য), অপ্রমাদ (স্মৃতি) ও সন্ন্যাসযুক্তজ্ঞান (বৈবাগ্যযুক্ত প্রজ্ঞা) এই সকল উপাবেব দ্বাবা যিনি প্রযত্ন বা অভ্যাস কবেন তাঁহাব আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হয় (মুণ্ডক)। বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন—(ধর্মপদে) শীল, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও ধর্মবিনিশ্চয় (প্রজ্ঞা) এই সকল উপায়েব দ্বাবা সমস্ত দুঃখেব উপশম হয়।

২০। (৫) অনাত্মবিষয়ের কর্তা, জ্ঞাতা এবং ধর্তা এই তিন ভাব অর্থাৎ জ্ঞাতা, কর্তা বা ধর্তা

বলিলে সাধারণতঃ অন্তরে যাহা উপলব্ধি হয় তাহাই মহান্ আত্মা। সেই বুদ্ধিরূপ আত্মভাবও পুরুষ নহেন ইহা অতিস্থির, সমাধি-নির্মল চিত্তের দ্বারা বুঝিয়া অন্য জ্ঞান রোধ করিয়া পৌরুষ প্রত্যয়ে স্থির হইবার সামর্থ্যই বিবেক বা বিবেকখ্যাতি। বিবেকের দ্বারা বুদ্ধি নিরুদ্ধ হয় বা নিরোধ সমাধি হয়, আর বিবেকজ জ্ঞান নামক সার্বজ্ঞ্যও হয়। সেই বিবেকজ ঐশ্বর্যেও বিরাগপূর্বক উক্ত বিবেক-মূলক নিরোধের অভ্যাস করিতে করিতে যখন সেই নিরোধ, সংস্কার-বলে চিত্তের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত বলা হয়। তাহাতে বিবেকরূপ এবং অন্যান্য সম্প্রজ্ঞানও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত।

ভাষ্যম্। তে খলু নব যোগিনো মৃদুমধ্যাধিমাত্রোপায়া ভবন্তি, তদ্ যথা মৃদূপায়ঃ, মধ্যোপায়ঃ, অধিমাত্রোপায় ইতি। তত্র মৃদূপায়োঽপি ত্রিবিধঃ মৃদুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঃ, তীব্রসংবেগ ইতি। তথা মধ্যোপায়ঃ, তথাধিমাত্রোপায় ইতি। তত্রাধিমাত্রোপায়া-নাম্—

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চ ভবতীতি ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র-ভেদে সেই (শ্রদ্ধাবীর্যাদি-সাধনশীল) যোগীরা নব প্রকার, যথা. মৃদূপায়, মধ্যোপায় ও অধিমাত্রোপায়। তাহার মধ্যে মৃদূপায়ও ত্রিবিধ—মৃদু-সংবেগ, মধ্যসংবেগ ও অধিমাত্রসংবেগ (১)। মধ্যোপায় এবং অধিমাত্রোপায়ও এইরূপ। তাহার মধ্যে অধিমাত্রোপায়—

২১। তীব্রসংবেগশালী যোগীদের সমাধি ও সমাধির ফল আসন্ন ॥ সূ

অর্থাৎ সমাধিলাভ ও সমাধিফল (কৈবল্য) লাভ আসন্ন হয়।

টীকা। ২১। (১) ব্যাখ্যাকারগণ সংবেগ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মিশ্র বলেন, সংবেগ = বৈরাগ্য। ভিক্ষু বলেন, উপায়ানুষ্ঠানে শৈঘ্র্য। ভোজদেব বলেন, ক্রিয়ার হেতুভূত দৃঢ়তর সংস্কার। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও সংবেগ শব্দের প্রয়োগ (শ্রদ্ধাদি উপায়ের সহিত) আছে যথা, "যেমন ভদ্র অশ্ব কশাস্পৃষ্ট হইলে হয়, সেইরূপ তোমরা আতাপী (বীর্যবান) ও সংবেগী হও, আর শ্রদ্ধাদির দ্বারা ভূরি দুঃখ নাশ কর" (ধর্মপদ ১০।১৬)। বস্তুতঃ সংবেগ যোগবিদ্যার একটি প্রাচীন পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ শুধু বৈরাগ্য নহে, কিন্তু বৈরাগ্যমূলক সাধনকার্যে কুশলতা ও তজ্জনিত অগ্রসরভাব। ভোজদেবই ইহার যথার্থ লক্ষণ দিয়াছেন। গতিসংস্কারও (momentum) সংবেগ। বলবান্ ও ক্ষিপ্রগতি অশ্ব যেরূপ ধাবনকালে গতিসংস্কারযুক্ত হইয়া শীঘ্র অভীষ্ট দেশে যায় সেইরূপ বৈরাগ্যাদির সংস্কারযুক্ত উন্মুক্তবীর্য সাধক সাধনকার্যে নিরন্তর ব্যাপৃত হইয়া উন্নতির দিকে সংবেগে অগ্রসর হইলে তাঁহাদিগকে তীব্রসংবেগী বলা যায়। বিষয়ে বিরাগযুক্ত হইয়া 'আমি শীঘ্র সাধন করিয়া কৃতকৃত্য হইব', এইরূপ ভাবের সহিত সাধনে অগ্রসর হওয়াই সংবেগ।

শ্বাপদসংকুল বনে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে, বন পার হওয়ার জন্য পথিকের যেরূপ ভয়যুক্ত ত্বরাভাব হয়, সংসারারণ্য হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সেইরূপ ত্বরাই যোগীদের সংবেগ।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যম্। মৃদুতীব্রঃ, মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্রতীব্র ইতি, ততোঽপি বিশেষঃ, তদ্বিশেষাৎ মৃদুতীব্রসংবেগস্যাসন্নঃ, ততো মধ্যতীব্রসংবেগস্যাসন্নতরঃ, তস্মাদধিমাত্রতীব্রসংবেগস্যাধিমাত্রোপায়স্য আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চেতি ॥ ২২ ॥

২২। মৃদুত্ব, মধ্যত্ব ও অধিমাত্রত্ব হেতু (তীব্র-সংবেগ-সম্পন্নদিগের মধ্যেও) বিশেষ আছে ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও অধিমাত্রতীব্র এই বিশেষ। সেই বিশেষ-হেতু মৃদুতীব্র-সংবেগশালীর সমাধি এবং তাহার ফললাভ আসন্ন, মধ্যতীব্র-সংবেগশালীর আসন্নতর ও অধিমাত্র-উপায়াবলম্বনকারীর (১) আসন্নতম হয়।

টীকা। ২২।(১) অধিমাত্রোপায়—অধিকপ্রমাণক উপায়, ইহা বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন। অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বা যে শ্রদ্ধা কেবল সমাধি-সাধনের মুখ্য উপায়ে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সমাধি-সাধনের অধিমাত্রোপায়। বীর্যও সেইরূপ, অন্যবিষয় ত্যাগ করিয়া যাহা কেবল চিত্তস্থৈর্য-সম্পাদনে আবদ্ধ তাহা অধিমাত্রোপায়রূপ বীর্য। তত্ত্ব ও ঈশ্বর-স্মৃতি অধিমাত্রস্মৃতি। সবীজের মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত ও নির্বীজের মধ্যে অসম্প্রজ্ঞাত অধিমাত্র। সমাধির মুখ্যফল কৈবল্যলাভের ইহারা অধিমাত্রোপায়।

ভাষ্যম্। কিমেতস্মাদেবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি, অথাস্য লাভে ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিদুপায়ো ন বেতি—

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা ॥ ২৩ ॥

প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহা হইতেই (গ্রহীতৃ-গ্রহণাদি বিষয়ে সমাপন্ন হইবার জন্য তীব্র সংবেগ-সম্পন্ন হইলেই) কি সমাধি আসন্ন হয় ? ইহার লাভের অন্য কোনও উপায় আছে কিংবা নাই ?—

২৩। ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও সমাধি আসন্ন হয় ॥ সূ

প্রণিধানদ্বারা অর্থাৎ ভক্তিবিশেষের দ্বারা (১) আবর্জিত বা অভিমুখীকৃত হইয়া ঈশ্বর অভিধ্যানের দ্বারা সেই যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাঁহার অভিধ্যান (২) হইতেও যোগীর সমাধি ও তাহার ফল কৈবল্যলাভ আসন্ন হয়।

টীকা। ২৩।(১) পূর্বে গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই ত্রিবিধ পদার্থের ধ্যানে চিত্তকে একাগ্র করিয়া একাগ্রভূমিক সম্প্রজ্ঞাত যোগসাধনের উপদেশ করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত চিত্তকে একাগ্রভূমিক বা স্থিতিপ্রাপ্ত করার জন্য যে উপায় আছে তাহা অতঃপর বলা যাইতেছে। প্রণিধান =ভক্তিবিশেষ। আত্মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে, কল্যাণ-কল্পক ঈশ্বরের সত্তা অনুভবপূর্বক তাঁহাতেই আত্মনিবেদনপূর্বক নিশ্চিন্ত থাকা এই ভক্তির স্বরূপ। সমস্ত কার্য সেই হৃদয়স্থ ঈশ্বরের দ্বারা যেন (স্বতঃ নহে) প্রেরিত হইয়া করিতেছি, এইরূপ সতত সর্বকার্য অনুভব করার নাম ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণ, তাহার দ্বারা ঐ ভক্তি সাধিত হয়। শাস্ত্র বলেন, "কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্। তৎ সর্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥" (যোগবার্তিক) অর্থাৎ ইচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্বক যে সব কর্ম করিতেছি তাহার ফল সুখ-দুঃখ তোমাতেই অর্পণ করিলাম, সুখ-দুঃখ চাহি না বা তাহাতে বিচলিত হইব না। আর, সমস্ত কর্ম যেন তোমার দ্বারাই সাধিত হইতেছে। এইরূপে নিজেকে নিরিচ্ছ করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে কর্ম করাই এই সাধন। ইহার দ্বারা কর্তৃত্বাভিমানশূন্যতা ও ঈশ্বরসত্তা সিদ্ধ হয়।

২৩।(২) অভিধ্যান, ভক্তির দ্বারা অভিমুখ হইয়া, ঈশ্বর সম্যক্‌শরণাগত ভক্তের প্রতি যে ইচ্ছা করেন 'ইহার অভিমত বিষয় সিদ্ধ হউক' তাহাই অভিধ্যান। ঈশ্বর অবশ্য জীবের পরম-কল্যাণ মোক্ষের জন্যই অভিধ্যান করিবেন নচেৎ সাধারণ সাংসারিক সুখের সিদ্ধিবিষয়ে তাঁহার অভিধ্যান হওয়া সম্ভবপর নহে এবং তাঁহার নিকট তাহা প্রার্থনা করা তাঁহার স্বরূপ ও পরমার্থ বিষয়ে অজ্ঞতা মাত্র। বিশেষতঃ সাংসারিক সুখ প্রায়ই কিছু না কিছু পরপীড়া হইতে উৎপন্ন হয়। সাংসারিক সুখ-দুঃখ কর্ম হইতে উদ্ভূত হয়, ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ কর্ম হইতে ঈশ্বরের আভিমুখ্য লাভ হইয়া তদনুরূপ পারমার্থিক বিশেষজ্ঞান লাভ হয়, ইহা ভাষ্যকারের অভিমত। কিন্তু মুক্তপুরুষধ্যানের ন্যায় ঈশ্বরধ্যান করিলে স্বাভাবিক নিয়মেও চিত্ত সমাহিত করিতে পারে। সমাধি হইতে প্রজ্ঞালাভপূর্বক তাদৃশ যোগীর পরমার্থ সিদ্ধ হয়, ইহাতে ঈশ্বরের অভিধ্যানের অপেক্ষা নাই। আর যে যোগীরা ঈশ্বরে সর্বার্পণ করিয়া তাঁহা হইতেই প্রজ্ঞা লাভ করিতে সংকল্পিত-বুদ্ধি তাঁহারাই ঈশ্বরের অভিধ্যানের উপকৃত হন। ইহা বিবেচ্য। ('শঙ্কানিরাস'-১৩ দ্রষ্টব্য)।

অভিধ্যান অর্থে অভিমুখ ধ্যান এইরূপ অর্থও হয়। তাদৃশ ধ্যানের দ্বারা অভিমুখ হইয়া ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন এবং ঐরূপ ধ্যান হইতেও (অভিধ্যানাৎ) সমাধিসিদ্ধি হয়। উপনিষদে এই অর্থে অভিধ্যান শব্দ প্রযুক্ত আছে।

ভাষ্যম্। অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোঽয়মীশ্বরো নামেতি ?—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ, কুশলাকুশলানি কর্মাণি, তৎফলং বিপাকঃ, তদনুগুণা বাসনা আশয়াঃ। তে চ মনসি বর্তমানাঃ পুরুষে ব্যপদিশ্যন্তে স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি, যথা জয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে। যো হ্যনেন ভোগেন অপরা-

মৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। কৈবলং প্রাপ্তাস্তর্হি সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ, তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্ত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ, ঈশ্বরস্য চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী। যথা মুক্তস্য পূর্বা বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে নৈবমীশ্বরস্য, যথা বা প্রকৃতিলীনস্য উত্তরা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে নৈবমীশ্বরস্য, স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি। যোঽসৌ প্রকৃষ্টসত্ত্বোপাদানাদীশ্বরস্য শাশ্বতিক উৎকর্ষঃ স কিং সনিমিত্তঃ? আহোস্বিন্নির্নিমিত্ত ইতি? তস্য শাস্ত্রং নিমিত্তম্। শাস্ত্রং পুনঃ কিন্নিমিত্তম্? প্রকৃষ্টসত্ত্বনিমিত্তম্। এতযোঃ শাস্ত্রোৎকর্ষয়োরীশ্বরসত্ত্বে বর্তমানযোরনাদিঃ সম্বন্ধঃ। এতস্মাদ্ এতদ্ভবতি সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্ত ইতি।

তচ্চ তস্যৈশ্বর্যং সাম্যাতিশয়বিনির্মুক্তং, ন তাবদ্ ঐশ্বর্যান্তরেণ তদতিশয্যতে, যদেবাতিশয়ি স্যাৎ তদেব তৎ স্যাৎ, তস্মাদ্ যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিরৈশ্বর্যস্য স ঈশ্বরঃ। ন চ তৎসমানমৈশ্বর্যমস্তি, কস্মাৎ, দ্বয়োস্তুল্যয়োরেকস্মিন্ যুগপৎ কামিতেঽর্থে নবমিদমস্তু পুরাণমিদমস্তু ইত্যেকস্য সিদ্ধৌ ইতরস্য প্রাকাম্যবিঘাতাদূনত্বং প্রসক্তং, দ্বয়োশ্চ তুল্যয়োর্যুগপৎ কামিতার্থপ্রাপ্তির্নাস্ত্যর্থস্য বিরুদ্ধত্বাৎ। তস্মাদ্ যস্য সাম্যাতিশয়বিনির্মুক্তমৈশ্বর্যং স ঈশ্বরঃ, স চ পুরুষবিশেষ ইতি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রধান ও পুরুষ হইতে ব্যতিরিক্ত সেই ঈশ্বর কে (১)?—

২৪। ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষই ঈশ্বর ॥ সূ

ক্লেশ = অবিদ্যাদি, পুণ্য ও পাপ = কর্ম অর্থাৎ কর্মের সংস্কার; কর্মের ফলই বিপাক, আর সেই বিপাকের অনুরূপ (কোন এক বিপাক অনুভূত হইলে সেই অনুভূতি-জাত সুতরাং সেই বিপাকের অনুরূপ) বাসনাসকল আশয়। ইহারা মনে বর্তমান থাকিয়া পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয় বা আরোপিত বলিয়া বোধ হয়, (তাহাতে) পুরুষ সেই ফলের ভোক্তৃস্বরূপ হন। যেমন জয় বা পরাজয় যোদ্ধৃসৈনিকসকলে বর্তমান থাকিয়া, সৈন্যস্বামীতে ব্যপদিষ্ট হয়, সেইরূপ। যিনি এই ভোগের (ভোক্তৃভাবের) ব্যপদেশের দ্বারাও (অনাদিমুক্তত্বহেতু) অপরামৃষ্ট (অস্পৃষ্ট বা অসংযুক্ত) সেই পুরুষবিশেষই ঈশ্বর। কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এইরূপ অনেক কেবলী পুরুষ আছেন, তাঁহারা ত্রিবিধ বন্ধন (২) ছেদ করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরের সেই সম্বন্ধ ভূতকালে ছিল না, ভবিষ্যৎকালেও হইবে না। যেমন মুক্তপুরুষের পূর্ববন্ধকোটি (৩) জানা যায়, ঈশ্বরের সেইরূপ নহে। প্রকৃতিলীনের উত্তরবন্ধকোটির সম্ভাবনা আছে, ঈশ্বরের সেইরূপ নাই, তিনি সদাই মুক্ত, সদাই ঈশ্বর। ঈশ্বরের যে এই প্রকৃষ্ট-বুদ্ধি-সত্ত্বোপাদান-হেতু (৪) শাশ্বতিক উৎকর্ষ, তাহা কি সনিমিত্ত (সপ্রমাণক) অথবা নির্নিমিত্তক (নিষ্প্রমাণক)? তাহার শাস্ত্রই নিমিত্ত বা প্রমাণ। শাস্ত্র আবার কি প্রমাণক? প্রকৃষ্ট সত্ত্বপ্রমাণক। ঈশ্বরসত্ত্বে (চিত্তে) বর্তমান এই শাস্ত্র বা মোক্ষবিদ্যা এবং উৎকর্ষের বা ঐশবিজ্ঞানের অনাদি সম্বন্ধ (৫)। ইহা হইতে (উপরে উক্ত যুক্তিসকল হইতে) সিদ্ধ হইতেছে—তিনি সদাই ঈশ্বর ও সদাই মুক্ত।

তাঁহার ঐশ্বর্য সাম্য ও অতিশয় শূন্য। (কিরূপে? তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন) যাহা অন্য কাহারও ঐশ্বর্যের দ্বারা অতিক্রান্ত হইবার নহে, যাহা সর্বাপেক্ষা মহৎ ঐশ্বর্য এবং যে-ঐশ্বর্য নিরতিশয় তাহাই ঈশ্বরের। সেই কারণ যে-পুরুষে ঐশ্বর্যের কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর। তাঁহার

ঐশ্বর্যের তুল্য আর ঐশ্বর্য নাই, কেননা (সমান ঐশ্বর্যশালী দুই পুরুষ থাকিলে) দুইজনে একই বস্তুতে, একই সময়ে যদি 'ইহা নূতন হউক' ও 'ইহা পুরাণ হউক' এইরূপ বিপরীত কামনা করেন, তাহা হইলে একের কামনা সিদ্ধ হইলে, অপরের প্রাকাম্যহানি-প্রযুক্ত ন্যূনতা হইবে ; এবং উভয়ে তুল্যৈশ্বর্যশালী হইলে বিরুদ্ধত্বহেতু কাহারও কামিত অর্থের প্রাপ্তি হইবে না। সেই কারণ (৬) যাঁহার ঐশ্বর্য সাম্যাতিশয়শূন্য, তিনিই ঈশ্বর, কিঞ্চ তিনি পুরুষবিশেষ।

টীকা। ২৪।(১) ঈশ্বর যে প্রধানতত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্ব নহেন, তাহা বিশেষরূপে জানা উচিত। ঈশ্বরও প্রধান-পুরুষ-নির্মিত। তিনি পুরুষবিশেষ এবং তাঁহার ঐশ্বরিক উপাধি প্রাকৃত। বস্তুতঃ পুরুষোপদৃষ্ট যে প্রাকৃত উপাধি অনাদিকাল হইতে নিরতিশয় উৎকর্ষসম্পন্ন (সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তি-যুক্ত), তাহাই ঐশ্বরিক উপাধি। পরমার্থ সাধনেচ্ছু যোগীরা কেবল তাদৃশ নির্মল ন্যায্য ঐশ্বরিক আদর্শে স্থিতধী হইয়া তৎপ্রণিধান-পরায়ণ হন। (২৪ সূত্রে ঈশ্বরের ন্যায্য লক্ষণ, ২৫ সূত্রে প্রমাণ ও ২৬ সূত্রে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে)।

২৪।(২) প্রাকৃতিক, বৈকারিক ও দাক্ষিণ এই ত্রিবিধ বন্ধন। প্রকৃতিলীনদের প্রাকৃতিক বন্ধন। বিদেহদের বৈকারিক বন্ধন, কারণ তাঁহারা মূলা প্রকৃতি পর্যন্ত যাইতে পারেন না ; তাঁহাদের চিত্ত উত্থিত হইলে প্রকৃতি-বিকারেই পর্যবসিত থাকে। দক্ষিণাদিনিষ্পাদ্য যজ্ঞাদির দ্বারা ইহামুত্র-বিষয়ভোগীদের দাক্ষিণ বন্ধন।

২৪।(৩) যেমন কপিলাদি ঋষি পূর্বে বদ্ধ ছিলেন পরে মুক্ত হইলেন জানা যায় অথবা কোনও প্রকৃতিলীন অধুনা মুক্তবৎ আছেন, কিন্তু পরে ব্যক্ত উপাধি লইয়া ঐশ্বর্যসংযোগে বদ্ধ হইবেন জানা যায়, ঈশ্বরের সেইরূপ বন্ধন নাই ও হইবে না। ভূত ও ভাবী যতকাল আমরা চিন্তা করিতে পারি তাহাতে যে-পুরুষের ভূত ও ভাবী বন্ধন জানিতে পারি না তিনিই ঈশ্বর।

২৪।(৪) প্রকৃষ্ট বা সর্বাপেক্ষা উত্তম বা নিরতিশয়-উৎকর্ষযুক্ত, যথা অনাদি বিবেক-খ্যাতিহেতু অনাদি সর্বজ্ঞতা ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বযুক্ত সত্ত্বোপাদান বা উপাধিযোগ। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের সত্তামাত্র নিশ্চয় হয়, কিন্তু কল্পের আদিতে জ্ঞানধর্ম-প্রকাশাদি তৎসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান শাস্ত্র হইতে হয়। কপিলাদি ঋষিগণ মোক্ষধর্মের আদিম উপদেষ্টা, শ্রুতি আছে "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি" ইত্যাদি, অর্থাৎ কপিলর্ষিও ঈশ্বরের নিকট জ্ঞান লাভ করেন। ঋষিগণ হইতেই শাস্ত্র (অবশ্য মোক্ষশাস্ত্রই এখানে মুখ্যতঃ গ্রাহ্য) সুতরাং শাস্ত্রও মূলতঃ ঈশ্বর হইতে। এই সর্গ-পরম্পরা অনাদি বলিয়া 'ঈশ্বর হইতে শাস্ত্র (মোক্ষবিদ্যা) ও শাস্ত্র হইতে ঈশ্বরজ্ঞান' এই নিমিত্ত-পরম্পরাও অনাদি।

আরও বুঝিতে হইবে যে সার্বজ্ঞ্য অর্থে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত অক্রমে যুগপৎ জানা। সাক্ষাৎ জানাতে তাঁহার নিকট অতীতানাগত থাকিবে না, সবই বর্তমান বা ক্ষণমাত্র, (কারণ সাক্ষাৎ জানাই বর্তমান)। অতএব তাঁহার নিকট কাল কেবল ক্ষণমাত্র, পূর্বোত্তর কাল থাকিবে না, সুতরাং সমস্ত জানার মূল অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার জানন ক্রিয়া বা চিত্তবৃত্তি স্বতঃই রুদ্ধ থাকিবে এবং তিনি দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করিবেন। এই কারণে সর্বজ্ঞ পুরুষকে শান্ত, সমাহিত ও স্বস্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

২৪।(৫) ঈশ্বরসত্ত্বে (চিত্তে) বর্তমান যে উৎকর্ষ বা অনাদি-মুক্ততা সার্বজ্ঞ্য প্রভৃতি এবং সেই উৎকর্ষমূলক যে মোক্ষশাস্ত্র, তাহাদের নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ অনাদি। অর্থাৎ অনাদি-

মুক্ত ঈশ্বরও যেমন আছেন, অনাদি মোক্ষশাস্ত্রও সেইরূপ আছে। আপত্তি হইতে পাবে এইরূপ অনেক 'শাস্ত্র' আছে যাহা সর্বজ্ঞ ঈশ্ববেব প্রভাবে কৃত হওয়া দূবেব কথা, পবন্তু তাহাদেব কর্তা বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিও নহেন। তাহা সত্য, তজ্জন্য কেবল মোক্ষবিদ্যাই শাস্ত্র-শব্দবাচ্য করা সঙ্গত। প্রচলিত শাস্ত্রসকল সেই মোক্ষবিদ্যা অবলম্বনে বচিত। (বস্তুতঃ এস্থলে শাস্ত্র অর্থে ঐশবিজ্ঞান যাহা মোক্ষবিদ্যাব মূল, সুতবাং শাস্ত্র শব্দেব অর্থ গ্রন্থবিশেষ নহে কিন্তু বিদ্যাবিশেষ —লিঙ্গপুবাণ উত্তবার্ধ)।

২৪। (৬) অনেক ঐশ্বর্যসম্পন্ন পুরুষ আছেন; ঈশ্ববও তাদৃশ, কিন্তু ঈশ্বরেব তুল্য বা তদধিক ঐশ্বর্যশালী পুরুষ থাকিলে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না, সেই কাবণ যাঁহার ঐশ্বর্য নিবতিশয়ত্বহেতু সাম্যাতিশযশূন্য তিনিই ঈশ্ববপদবাচ্য।

ভাষ্যম্। কিঞ্চ—

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্ ॥ ২৫ ॥

যদিদম্ অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নপ্রত্যেকসমুচ্চয়াতীন্দ্রিয়গ্রহণমল্পং বহু ইতি সর্বজ্ঞ-বীজম্, এতদ্ধি বর্ধমানং যত্র নিবতিশযং স সর্বজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্বজ্ঞবীজস্য, সাতিশয়ত্বাৎ, পবিমাণবদিতি। যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ জ্ঞানস্য স সর্বজ্ঞঃ স চ পুরুষবিশেষ ইতি। সামান্যমাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষয়মনুমানং ন বিশেষ-প্রতিপত্তৌ সমর্থম্ ইতি তস্য সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্যন্বেষ্যা। তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রযোজনম্, জ্ঞানধর্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি। তথা চোক্তম্ "আদিবিদ্বান্ নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ" ইতি ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ (আবও)—

২৫। তাঁহাতে সর্বজ্ঞবীজ নিবতিশযত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ সূ

অতীত, অনাগত ও বর্তমান ইহাদেব প্রত্যেক ও সমষ্টিরূপে বর্তমান (অর্থাৎ অতীতাদি কোন একটি বিষয় বা একত্র বহু বিষযেব) যে (কোন জীবে) অল্প, (কোন জীবে বা) অধিক অতীন্দ্রিযজ্ঞান দেখা যায, তাহাই (১), সর্বজ্ঞবীজ বা সার্বজ্ঞ্যেব অনুমাপক। এই (অল্প, বহু, বহুতব ইত্যেবম্প্রকাবে) জ্ঞান বর্ধমান হইযা যে-পুরুষে নিবতিশযত্ব প্রাপ্ত হইযাছে, তিনিই সর্বজ্ঞ। (এ বিষয়ের ন্যায এইরূপ)—

সর্বজ্ঞ বীজ কাষ্ঠা প্রাপ্ত (বা নিবতিশয) হইযাছে।

সাতিশযত্ব হেতু, (অর্থাৎ ক্রমশঃ বর্ধমানত্ব হেতু)।

পবিমাণেব ন্যায; (পরিমাণ যেমন ক্রমশঃ বর্ধমান হওযাতে নিবতিশয, তদ্বৎ)

যে-পুরুষে তাহার কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইযাছে তিনিই সর্বজ্ঞ, আর তিনি পুরুষবিশেষ।

(সর্বজ্ঞ পুরুষ আছেন, এইরূপ) সামান্যের নিশ্চয়মাত্র করিয়াই অনুমানের কার্য পর্যবসিত হয়, তাহা বিশেষ-জ্ঞান-জননে সমর্থ নহে। অতএব ঈশ্বরের সংজ্ঞাদি বিশেষ-জ্ঞান আগম হইতে জ্ঞাতব্য। তাঁহার স্বোপকারের প্রয়োজন না থাকিলেও 'কল্পপ্রলয়-মহাপ্রলয়সকলে জ্ঞান-ধর্মের উপদেশদ্বারা সংসারী পুরুষসকলকে উদ্ধার করিব' এইরূপ জীবানুগ্রহ তাঁহার প্রবৃত্তির প্রয়োজন (২)। (এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা) ইহা কথিত হইয়াছে, "আদিবিদ্বান্ ভগবান্ পরমর্ষি কপিল করুণাপূর্বক নির্মাণ-চিত্তাধিষ্ঠানপূর্বক জিজ্ঞাসমান আসুরিকে তন্ত্র বা সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়াছিলেন।"

টীকা। ২৫। (১) ইহাতে ঈশ্বর-সিদ্ধির অনুমানপ্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা বিশদ করিয়া উক্ত হইতেছে—

(ক) যদি কোন অমেয় পদার্থকে অংশতঃ বা খণ্ডরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে সেই অংশসকল অসংখ্য হইবে। অর্থাৎ অমেয় ÷ মেয় = অসংখ্য।

যেমন অমেয় কালকে যদি মেয় ঘণ্টায় ভাগ করা যায় তবে অসংখ্য ঘণ্টা পাওয়া যাইবে।

(খ) যদি কোন অমেয় পদার্থের ভাগসকল সাতিশয়ী বা ক্রমশঃ বিবর্ধমানরূপে গ্রহণ করা যায় তবে শেষে তাহা এক নিরতিশয় বৃহৎ পদার্থ হইবে, অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর পদার্থ আর ধারণার যোগ্য হইবে না। তাহাই নিরতিশয় মহত্ত্ব। অতএব—

মেয় ভাগ × অসংখ্য = নিরতিশয়, অর্থাৎ অসংখ্য সান্ত পদার্থ = নিরতিশয় বৃহৎ।

যেমন পরিমাণের অংশ-সকলকে একহাত, একক্রোশ, ৮,০০০ ক্রোশ ইত্যাদিরূপ বর্ধমান করিয়া যদি গ্রহণ করা যায়, তবে শেষে এইরূপ বৃহৎ পরিমাণে উপনীত হইতে হইবে যে, যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর পরিমাণ ধারণাযোগ্য নহে ; তাহাই নিরতিশয় বৃহৎ পরিমাণ।

(গ) আমাদের জ্ঞানশক্তির মূল উপাদান যে প্রকৃতি তাহা অমেয় পদার্থ। নানা জীবে অল্প, অধিক, তদধিক ইত্যাদিরূপে যে জ্ঞানশক্তি দেখা যায় তাহারা সেই অমেয় প্রধানের খণ্ডরূপ। (ক)-অনুসারে অমেয় পদার্থের খণ্ডরূপসকল অসংখ্য হইবে। সুতরাং জ্ঞানশক্তিসকল অর্থাৎ জীবসকল অসংখ্য।

(ঘ) ক্রিমি হইতে মানব পর্যন্ত যে জ্ঞানশক্তি, তাহা ক্রমশঃ উৎকর্ষ প্রাপ্ত* সুতরাং তাহা সাতিশয়। কিন্তু (খ)-অনুসারে যে সকল সাতিশয় পদার্থের উপাদান অমেয় তাহারা শেষে নিরতিশয় হয়।

সাতিশয় জ্ঞানশক্তিসকলের কারণ অমেয় (যাহা অপেক্ষা বড় আছে তাহা সাতিশয়)।

অতএব তাহারা শেষে নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইবে (যাহা অপেক্ষা বড় নাই তাহা নিরতিশয়)।

(ঙ) সেই নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি যাঁহার তিনিই ঈশ্বর।

সূত্র ও ভাষ্যকারের সম্মত এই অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরসম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান অর্থাৎ তাদৃশ পুরুষ যে আছেন ইহা মাত্র নিশ্চয় হয়। আগম হইতে অর্থাৎ যে ব্যক্তিরা তাঁহার প্রণিধান হইতে তাঁহার বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্য হইতে, ঈশ্বরের সংজ্ঞাদিবিশেষ জ্ঞাতব্য।

২৫। (২) সাধারণ মনুষ্যের চিত্ত পূর্ব-সংস্কারবশে অবশীভূতভাবে নিরন্তর প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তাহাকে নিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা করিলে তাহা নিবৃত্ত হয় না। বিবেকসিদ্ধ যোগী যখন সর্ব-

* জ্ঞানশক্তিসকল ত্রিগুণাত্মক, সত্ত্বের আধিক্য তাহাদের উৎকর্ষের কারণ। গুণসংযোগের অসংখ্য ভেদ হইতে পারে। সত্ত্বের ক্রমিক আধিক্যই জ্ঞানশক্তিসমূহের ক্রমিক উৎকর্ষরূপ সাতিশয়ত্বের মূল কারণ।

সংস্কারকে নাশ করিয়া চিত্তকে সম্যক্ নিরুদ্ধ করিতে পারেন, তখন তিনি যদি কোন প্রয়োজনে 'এতকাল নিরুদ্ধ থাকিব' এইরূপ সংকল্পপূর্বক চিত্তনিরোধ করেন, তবে ঠিক ততকাল পরে তাঁহার নিরোধক্ষয় হইয়া চিত্ত ব্যক্ত হইবে।* তখন যে চিত্ত উঠিবে তাহার প্রবৃত্তির হেতুভূত আর অবিদ্যামূলক সংস্কার না থাকাতে সাধারণের ন্যায় অবশভাবে উঠিবে না, পরন্তু তাহা যোগীর ইষ্টভাবে বিদ্যামূলক হইয়া উঠিবে। যোগী সেই চিত্তের কার্যের দ্বারা বদ্ধ হন না, কারণ তাহা যেমন ইচ্ছামাত্রে উঠে তেমনি ইচ্ছামাত্রে যোগী তাহা বিলীন করিতে পারেন, যেমন নট রাম সাজিলে তাহার 'আমি রাম' এইরূপ ভ্রান্তি হয় না, সেইরূপ। ঈদৃশ চিত্তকে নির্মাণচিত্ত বলে। অবশ্য যে কৃতকার্য যোগী 'আমি অনন্ত কালের জন্য প্রশান্ত হইব' এইরূপ সংকল্পপূর্বক নিরুদ্ধ হন, তাঁহার আর নির্মাণচিত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মুক্তপুরুষগণও এতাদৃশ নির্মাণচিত্তের দ্বারা কার্য করিতে পারেন, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার পঞ্চশিখ ঋষির বচন উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। ঈশ্বরও তাদৃশ নির্মাণচিত্তের দ্বারা জীবানুগ্রহ করেন। 'ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ হইলেও কিরূপে ভূতানুগ্রহ করেন' এই শঙ্কা ইহার দ্বারা নিরাকৃত হইল। নির্মাণচিত্ত কোন প্রয়োজনে যোগীরা বিকাশ করেন। 'সংসারী জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে জ্ঞানধর্মোপদেশের দ্বারা মুক্ত করিব' এইরূপ জীবানুগ্রহই ঐশ্বরিক নির্মাণচিত্ত বিকাশের প্রয়োজক। কল্পপ্রলয়ে ও মহাপ্রলয়ে যে ভগবান্ ঐরূপ নির্মাণচিত্ত করেন, ইহা ভাষ্যকারের মত। সুতরাং যাঁহারা কেবলমাত্র ঈশ্বর হইতে জ্ঞানধর্মলাভে পর্যবসিতবুদ্ধি, তাঁহারা প্রলয়কালে তাহা লাভ করিবেন। কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানাদি উপায়ে চিত্তকে সমাহিত করিয়া প্রচলিত মোক্ষবিদ্যার দ্বারা যাঁহারা পারদর্শী হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কালনিয়ম নাই। অনুগ্রহ অর্থে অনিষ্ট নিবারণপূর্বক ইষ্ট সাধনেচ্ছা, যাঁহার নিজের অনিষ্ট নাই তাঁহার আত্মানুগ্রহও নাই।

সাংখ্যসূত্রে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এবং যোগে ঈশ্বরবিষয়ক সূত্র পাঠ করিয়া একটি ভ্রান্ত ধারণা এদেশে চলিয়া আসিতেছে, কেহ কেহ মনে করেন যোগ সেশ্বর সাংখ্য। ইহা সাংখ্যের প্রতিপক্ষদের আবিষ্কার।

বস্তুতঃ জগতের উপাদানভূত ও (স্রষ্টৃরূপ) নিমিত্তভূত তত্ত্বসকলের মধ্যে যে ঈশ্বর নাই, ইহা সাংখ্য প্রতিপাদন করেন, যোগেরও অবিকল তাহা মত। উপনিষদও তাহাই বলেন যথা, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" (কঠ)। ইহাতে কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। মহাভারতও তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া ঐ শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, যথা, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যঃ প্রমং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা পরো মতঃ॥" (শান্তিপর্ব)। এখানেও ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। প্রধান ও পুরুষ হইতে সমস্ত জগৎ হইয়াছে ইহা মৌলিক দৃষ্টিতে সত্য হইলেও এক বিশেষ সৃষ্টিরূপ রচনার জন্য কোন মহাপুরুষের সংকল্প আবশ্যক (সংকল্প অর্থে এখানে বিশ্বশরীরাভিমান, অভিমান থাকিলেই সংকল্প-কল্পনাদি থাকিবে) কিন্তু নির্গুণ মুক্তপুরুষের সংকল্প ইচ্ছা আদি থাকিতে পারে না এ বিষয়ে সাংখ্য ও যোগ

* যেমন 'কাল অতি প্রাতে উঠিব' এইরূপ দৃঢ় সংকল্পপূর্বক রাত্রে ঘুমাইলে তদ্বশে অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তদ্বৎ, (মিশ্র)।

একমত। যোগসূত্রে ও ভাষ্যে কুত্রাপি এইরূপ নাই যে, 'মুক্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ 'হইয়াছে, পূর্বসিদ্ধের (৩।৪৫) বা হিরণ্যগর্ভের অধীশত্বের কথাই আছে। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বা জন্য-ঈশ্বর সাংখ্যসম্মত বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতিসম্ভূত ইচ্ছার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা, মূল উপাদানের স্রষ্টা নহেন। এই বিশ্বপ্রকৃতিও পুরুষ-সম্ভূত, ইহা সাংখ্য, যোগ ও উপনিষদের সিদ্ধান্ত। সাংখ্য যে-সমস্ত যুক্তি দিয়া জগৎকর্তা মুক্তপুরুষ ঈশ্বর নিরাস করেন, যোগের ঈশ্বর তদ্দ্বারা নিরস্ত হন না। বরং সাংখ্যের দিক্ হইতেও যোগের ঈশ্বর সিদ্ধ হয়, তাহা যথা :

প্রধান ও পুরুষ অনাদি।

সুতরাং প্রধান ও পুরুষ হইতে যে যে প্রকার বস্তু হইতে পারে তাহারাও অনাদি।

অতএব যেমন বদ্ধপুরুষ অনাদি কাল হইতে আছে মুক্তপুরুষও সেইরূপ অনাদি কাল হইতে আছেন।

সর্বকালেই যে-মুক্তপুরুষ নিরতিশয় উৎকর্ষ-সম্পন্ন এবং যিনি নির্মাণচিত্তরূপ-বিদ্যাযুক্ত হইয়া ভূতানুগ্রহ করেন তিনিই ঈশ্বর।

অতএব নিরতিশয় উৎকর্ষ-সম্পন্ন অনাদি-মুক্ত পুরুষ থাকা সাংখ্য-দৃষ্টিতে ন্যায্য, এবং মুক্ত পুরুষেরাও যে নির্মাণচিত্তের দ্বারা ভূতানুগ্রহ করেন, তাহা ভাষ্যকার সাংখ্যের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। অতএব, "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥" (গীতা)।

অনাদিমুক্ত পুরুষ নিত্যকাল-যাবৎ প্রলয়কালে জ্ঞানধর্ম উপদেশ করিতে থাকিবেন—যোগ-সম্প্রদায়ে এই যে মত প্রচলিত ছিল তাহাতে অনেকের সংশয় হয়। যদিচ ইহা যোগের অতি অনাবশ্যক বিষয়ে সংশয় তথাপি ইহা বিচার্য। এই সংশয় যত সহজ বলিয়া মনে হয় প্রকৃতপক্ষে উহা তত সহজ নহে, সংশয়কর্তার প্রশ্নই সদোষ। যাহাকে কেহ অনাদি-অনন্তকাল মনে করে তাহা কার্যতঃ তাহার নিকট সাদি-সান্ত এবং সর্বদাই তাহা সেইরূপই থাকিবে। অতএব শঙ্ককের প্রকৃত প্রশ্ন, 'এতাবৎ অবচ্ছিন্ন কালে কোন মুক্ত পুরুষ জ্ঞানধর্ম প্রকাশ করিয়া জীবানুগ্রহ করেন কিনা'— এইরূপই হইবে। অনবচ্ছিন্ন কাল ধারণা করিতে না পারিলেও তাহা ধারণাযোগ্য মনে করিয়া শঙ্কক ঐরূপ প্রশ্ন বা শঙ্কা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাদৃশ অসম্ভবকে সম্ভব ধরিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলে প্রশ্নেরই দোষ বলিয়া উত্তর দিতে হইবে।

অবচ্ছিন্নকালে কোন মুক্ত পুরুষ জীবানুগ্রহ যে করিতে পারেন ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু ইহা আগমের বিষয়, দর্শনের বিষয় নহে। আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য। যাঁহারা ত্রিকালবিৎ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ তাঁহারা ভবিষ্যৎকে বর্তমানই দেখেন এবং সেই বর্তমান তাঁহাদের ব্যবহার্যও হয়। তাহাতে তিনি এইরূপ কারণ স্বেচ্ছার সংযোগ করিতে পারেন অথবা সেই ভবিষ্যৎ কারণ-কার্য-স্রোত এইরূপ নিয়মিত করিয়া দিতে পারেন যে, পরে তাঁহার ঈশিতৃত্ব না থাকিলেও যখন সেই ভবিষ্যৎ কাহারও নিকট বর্তমান হইবে তখন সেই নিয়ন্ত্রিত কারণ-কার্যের ফলই সে দেখিবে। যেমন কেহ এক গৃহ নির্মাণ করিয়া মৃত হইলেও পরের লোকেরা সেই গৃহে বাসাদি করিতে পারে, সেইরূপ সর্বশক্ত ত্রিকালবিৎ, তাঁহার নিকট বর্তমানবৎ যে কোনও ভবিষ্যৎ কালের ঘটনার অর্থাৎ 'ঈদৃশ জীবের বিবেকজ্ঞান অন্তরে প্রস্ফুট হউক'—এইরূপভাবে কারণকার্যস্রোতকে নিয়মিত করিয়া দিতে পারেন যদ্দ্বারা তাদৃশ জীবের সেই কালে কারণকার্যের নিয়মনে স্বতঃই বিবেক প্রস্ফুট

হইবে। ইহা সম্ভব হইলে তুমি যে অবচ্ছিন্ন কালকে অনাদি-অনন্ত মনে কর ও বল তাহাতে সর্ব-কালেই ইহা সম্ভব বলিতে হইবে। যোগসম্প্রদায়ের আগমে ইহার উল্লেখ থাকাতে এইরূপে ইহার সম্ভাব্যতা বুঝিতে হইবে। কার্যকালে যাঁহার উহাতে আস্থা জন্মিবে তিনি ঐ উপায়ে এবং অন্যে প্রকৃত দার্শনিক উপায়ে বিবেকলাভ করিবেন। ঈশ্বর-প্রণিধানে স্বাভাবিক নিয়মে সমাধি ও বিবেকলাভ যে কার্যকর উপায় তাহাই দর্শনের প্রতিপাদ্য ও তাহাই সূত্রকার প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

এবিষয়ে এই সব কথা স্মর্তব্য, যথা . ১। (সগুণ বা নির্গুণ) ঈশ্বর হইতে বিবেকজ্ঞানই লভ্য, অন্য কিছু নহে। ২। যাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতেই বা প্রাগুক্ত ঐশ নিয়মনের দ্বারাই উহা লাভ করিতে ইচ্ছু তাঁহারাই উহা লাভ করিবেন এবং কেবল তাঁহাদের জন্যই ঐরূপ ঐশ নিয়মন ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। ৩। লোকের দৃশ্যভূত হইয়া ঈশ্বরকে বিবেক প্রকাশ করিতে হয় না, কিন্তু যোগীর হৃদয়ে উহা তাঁহার উপযুক্ত অলৌকিক নিয়মেই প্রকটিত হয়। ৪। যেমন সর্বকালে মুক্ত পুরুষ আছেন বলিয়া অনাদিমুক্ত ঈশ্বর স্বীকার করা হয়, সেইরূপ সর্বকালেই এইরূপ কোনও ঐশ নিয়মন থাকিতে পারে যদ্দারা পুরুষান্তর হইতে বিবেকলাভেচ্ছু সাধকের হৃদয়ে বিবেকজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবে। ৫। অবশ্য, বিবেকের প্রাপ্তিতে সাধকের উপযোগিতা চাই নচেৎ সকলের পক্ষেই উহা প্রাপ্য হইত ও সকলেরই সংসৃতির উচ্ছেদ হইত, তাহা যখন হয় নাই তখন কেবল উপযোগী সাধকেরই উহা হইবে। সেই উপযোগিতা ঈশ্বর-সমাপন্নতা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। অবশ্য তাহার জন্য যমাদি সাধন আবশ্যক এবং সমাধিও আবশ্যক, কেবল অপেক্ষিত বিবেকই ঐরূপ ঐশ নিয়ন্ত্রণে লাভ হইবে—যদি সাধক তাবন্মাত্রেই পর্যবসিতবুদ্ধি থাকেন। ('সাংখ্যের ঈশ্বর' এবং 'শঙ্কানিরাস' ১৩ দ্রষ্টব্য)

ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও বিবরণ 'সাংখ্যের ঈশ্বর' প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে।

ভাষ্যম্। স এষঃ—

পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

পূর্বে হি গুরবঃ কালেন অবচ্ছেদ্যন্তে, যত্রাবচ্ছেদার্থেন কালো নোপাবর্ততে স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ। যথা অস্য সর্গস্যাদৌ প্রকর্ষগত্যা সিদ্ধস্তথা অতিক্রান্তসর্গাদিষ্বপি প্রত্যেতব্যঃ ॥ ২৬ ॥

২৬। ভাষ্যানুবাদ—তিনি,

(কপিলাদি) পূর্ব পূর্ব গুরুগণেরও গুরু, কারণ তাঁহার ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি কালাবচ্ছিন্ন নহে ॥ সূ

পূর্বেকার (জ্ঞানধর্মোপদেষ্টা, মুক্ত, সুতরাং ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত কপিলাদি) গুরুগণ কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (১), যাঁহার ঈশ্বরতার অবচ্ছেদকারী কাল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি পূর্ব-গুরুগণেরও

গুরু (২)। যেমন বর্তমান সর্গের আদিতে তিনি উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত, তেমনি অতিক্রান্ত সর্গসকলের আদিতেও তিনি সেইরূপ, ইহা জ্ঞাতব্য (৩)।

টীকা। ২৬। (১), (২), (৩): ২৪ সূত্রের (৩), (৪), (৫) টীকা দ্রষ্টব্য।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্। বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য। কিমস্য সংকেতকৃতং বাচ্যবাচকত্বম্, অথ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিতমিতি। স্থিতোঽস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ। সংকেতস্তু ঈশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি, যথা অবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সংকেতেনাবদ্যোত্যতে অয়মস্য পিতা অয়মস্য পুত্র ইতি। সর্গান্তরেষ্বপি বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সংকেতঃ ক্রিয়তে। সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থ সম্বন্ধ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে ॥ ২৭॥

২৭। তাঁহার বাচক প্রণব বা ওম্ শব্দ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর। এই বাচ্য-বাচকত্ব কি সংকেতকৃত, অথবা প্রদীপ-প্রকাশের ন্যায় অবস্থিত?—এই বাচ্যবাচক সম্বন্ধ অবস্থিত আছে। পরন্তু ঈশ্বরের সংকেত সেই অবস্থিত বিষয়কেই অভিনয় বা প্রকাশ করে। যেমন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অবস্থিত আছে, আর তাহা সংকেতের দ্বারা প্রকাশিত করা যায় যে 'ইনি এঁর পিতা, ইনি এঁর পুত্র', সেইরূপ। অন্যান্য সর্গ-সকলেও সেইরূপ (এই সর্গের প্রণবের সদৃশ কোন শব্দের দ্বারা অথবা প্রণবের দ্বারা) বাচ্যবাচক-শক্তি-সাপেক্ষ সংকেত কৃত হয় (১)। সম্প্রতিপত্তির নিত্যত্বহেতু শব্দার্থের সম্বন্ধও নিত্য (২) ইহা আগমবেত্তারা বলেন।

টীকা। ২৭। (১) অনেক পদার্থ এইরূপ আছে যাহাদের নাম কোন এক পদ অথবা শব্দের দ্বারা সংকেত করা হয় কিন্তু সেই নাম না থাকিলে সেই পদার্থ-জ্ঞানের কোন ক্ষতি হয় না। আর অন্য কতক পদার্থ এইরূপ আছে, যাহারা কেবল শব্দময় চিন্তার দ্বারা বুদ্ধ হয়। তাহাদেরও নাম সংকেত করা হয়, কিন্তু সেই নামের অর্থ—তদ্বিষয়ক সমস্ত শব্দময় চিন্তা। প্রথমজাতীয় উদাহরণ—চৈত্র, মৈত্র ইত্যাদি। চৈত্রাদি নাম না থাকিলেও তত্তৎ মনুষ্যবোধের কিছু ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয় প্রকার পদার্থের উদাহরণ—পিতা, পুত্র ইত্যাদি। 'পুত্র যাহা হইতে উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি কতকগুলি শব্দময় চিন্তা 'পিতা' শব্দের অর্থ। 'চৈত্রের পিতা মৈত্র' এস্থলে চৈত্র বলিলে মাত্র চৈত্রনামা মনুষ্যের জ্ঞান হইবে। 'চৈত্র' এই নাম না জানিয়া, তাহাকে দেখিলেও ঐ জ্ঞান হইবে। কিঞ্চ পূর্বদৃষ্ট চৈত্রকে 'চৈত্র' এই নামের দ্বারা স্মরণজ্ঞানারূঢ় করা যায়, অথবা তাহার নাম ভুলিয়া গেলেও তাহাকে স্মরণ করা যায় ও স্মরণারূঢ় রাখা যায়। কিন্তু চৈত্র ও মৈত্রের যাহা সম্বন্ধ অর্থাৎ পিতা-শব্দের যাহা অর্থ, তাহা কোন শব্দব্যতীত ভাবনা করা যায় না। কারণ শব্দ-স্পর্শাদি-ব্যবসায়কে বাচক-শব্দ-ব্যতিরেকেও ভাবনা করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে চিন্তারূপ অনুব্যবসায় শব্দব্যতীত (বা অন্য সংকেতব্যতীত) ভাবনা করা সাধ্য নহে। পিতা-শব্দার্থ সেইরূপ চিন্তার ফল বলিয়া তাহাও শব্দব্যতিরেকে ভাবনা করা সাধ্য নহে। বস্তুতঃ পিতা ও পিতৃশব্দার্থ,

প্রদীপ ও প্রকাশের ন্যায। প্রদীপ থাকিলেই যেমন প্রকাশ, পিতা বলিলেই সেইরূপ (জ্ঞাত-সংকেত ব্যক্তিব নিকট) পিতৃ-শব্দার্থ মনে প্রকাশ হয। শব্দময চিন্তা বা তাহাব এক শাব্দিক সংকেতব্যতিবেকে ওরূপ অর্থ মনে প্রকাশ পায না।

ঈশ্বরপদার্থও সেইরূপ শব্দময চিন্তা। কতকগুলি শব্দবাচ্য পদার্থ কল্পনা না কবিলে ঈশ্বরেব বোধ হয না। ঈশ্বরসম্বন্ধীয সেই যে সমস্ত শব্দময চিন্তা (বাচক শব্দেব সহিত যে চিন্তা অবিনা-ভাবী), তাহা ওম্ শব্দেব দ্বারা সংকেত কবা হইযাছে। উক্তরূপ শব্দ ও অর্থেব সম্বন্ধ অবিনাভাবী হইলেও একই শব্দের সহিত একই অর্থেব সম্বন্ধ নিত্য হইতে পাবে না, কাবণ মানবেবা ইচ্ছানুসাবে সংকেত কবিয়া থাকে। অনেক নূতন ধাতুপ্রত্যয-যোগে নির্মিত অথবা অন্যরূপ শব্দেব দ্বাবা নূতন সংকেত কবিতে দেখা যায। তবে টীকাকাবদেব মতে ওম্ শব্দ যে কেবল এই সর্গেই ঈশ্বরবাচক-রূপে সংকেত কবা হইযাছে, তাহা নহে, পূর্ব সর্গেও ঐরূপ সংকেতে ওম্ শব্দ ব্যবহৃত ছিল। ইহা সর্গে সর্বজ্ঞ অথবা জাতিস্মব পুরুষদেব দ্বাবা পুনশ্চ ঐ সংকেত প্রবর্তিত হইযাছে। ভাষ্যকাবেবও ইহা সম্মত হইতে পাবে। আর্ষ শাস্ত্রে ওম্ শব্দেব এইরূপ আদব থাকিবাব বিশিষ্ট কাবণ এই যে, প্রণবেব দ্বাবা যেরূপ চিত্তস্থৈর্য হয সেইরূপ আব কোন শব্দেব দ্বাবা হয না।

ব্যঞ্জনবর্ণসকল একতান ভাবে উচ্চাবণ কবা যায না, স্ববর্ণসকলই একতান ভাবে উচ্চাবণ কবা যায, কিন্তু তাহাতে অনেক বাক্‌শক্তিব ব্যয হয। কেবল ওঙ্কাব অপেক্ষাকৃত সহজে উচ্চাবিত হয। আব অনুনাসিক ম-কাব একতান ভাবে ও অতি অল্প প্রযত্নে উচ্চাবিত হয। ইহা প্রশ্বাসেব সহিত একতান ভাবে ব্রহ্মবন্ধ্রেব (নাসা-ছিদ্রেব মূল বা nasopharynx) সামান্য প্রযত্নে উচ্চাবিত হয়, এইজন্য চিত্তকে একতান কবিবাব পক্ষে ওম্ শব্দেব অতি উপযোগিতা আছে। বস্তুতঃ এই শব্দ মনে মনে উচ্চাবিত হইলে কণ্ঠ হইতে মস্তিষ্কেব দিকে এক প্রযত্ন যায (যাহাকে কৌশলে যোগীবা ধ্যানেব দিকে লাগান) কিন্তু মুখেব কোন প্রযত্ন হয না। একতান শব্দেব উচ্চাবণ ব্যতীত প্রথমে চিত্তেব একতানতা বা ধ্যান আযত্ত হয না, প্রণব তদ্বিষযে সর্বথা উপকাবী। সোঽহম্ শব্দও বস্তুতঃ ও-কাব এবং ম্-কাব ভাবে প্রধানতঃ উচ্চাবিত হয, তজ্জন্য উহাও উত্তম ও পবমার্থব্যঞ্জক মন্ত্র।

ভাষ্যকাব ঈশ্বরসম্বন্ধে বাচ্য-বাচক সংকেত আবশ্যক বলাতে স্বীকাব কবা হইল যে ঈশ্বর সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিযগ্রাহ্য নহেন। পাঞ্চভৌতিক জন্ম-মবণশীল শবীবযুক্ত জীবই প্রত্যক্ষযোগ্য সুতবাং তাহাদেব জানাব জন্য বাচক সংকেত অনাবশ্যক।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে আছে, "অদৃষ্টবিগ্রহো দেবো ভাবগ্রাহ্যো মনোময়ঃ। তস্যোঙ্কাবঃ স্মৃতো নাম তেনাহূতঃ প্রসীদতি॥" শ্রুতিও ওঙ্কাবসম্বন্ধে বলেন, "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পবম্" (কঠ) অর্থাৎ পবমার্থসাধনেব আলম্বনেব মধ্যে প্রণবই শ্রেষ্ঠ ও পবম আলম্বন।

২৭। (২) সম্প্রতিপত্তি = সদৃশ-ব্যবহাব-পবম্পবা, তাহাব নিত্যত্বহেতু শব্দার্থেব সম্বন্ধও নিত্য। ইহাব অর্থ এইরূপ নহে যে 'ঘট' শব্দ ও তাহাব অর্থ (বিষয) এতদুভযেব সম্বন্ধ নিত্য। কাবণ পূর্বেই বলা হইযাছে যে একই অর্থ লোকেব ইচ্ছানুসাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দেব দ্বাবা সংকেতীকৃত হইতে পাবে। ৩।১৭ সূ (২) (জ) টীকা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু যে সব অর্থ শব্দময চিন্তাব দ্বাবা বোধগম্য হয, তাহাদেব সহিত কোন-না-কোন বাচক শব্দেব সম্বন্ধ থাকা অবশ্যম্ভাবী। ভাষ্যেব 'শব্দ' এই শব্দেব অর্থ 'কোন এক শব্দ'। গো-ঘটাদি কোন বিশেষ নামের সহিত যে তদর্থের সম্বন্ধ নিত্য এই মত যুক্ত নহে। 'কবা' ও 'do' এই

ক্রিয়াবাচক শব্দের বাচকের ভেদ আছে ও কালক্রমে ভেদ হইয়া যাইতে পারে কিন্তু 'করা' ও 'do' পদের যাহা অর্থ তাহা কৃ ধাতুর সমার্থক কোন্ শব্দ বা সংকেত ব্যতীত বুদ্ধ হইবার উপায় নাই। এইরূপেই সংকেতভূত শব্দের এবং অর্থের সম্বন্ধ অবিনাভাবী। আর সম্প্রতিপত্তির নিত্যত্বহেতু অর্থাৎ 'যতদিন মন ছিল ও থাকিবে ততদিন তাহা শব্দের দ্বারা বাচ্য পদার্থের বোধ করিয়াছে ও করিবে' মনের এই একইরূপে ব্যবহার করা স্বভাবটি, পরম্পরাক্রমে নিত্য বলিয়া, শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য। অবশ্য ইহা কূটস্থ নিত্যের উদাহরণ নহে, ইহাকে প্রবাহ নিত্য বলা যায়।

যাঁহারা বলেন অনাদি-পরম্পরাক্রমে ঘটাদি শব্দ স্ব স্ব অর্থে সিদ্ধবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য এবং 'সম্প্রতিপত্তি' শব্দের দ্বারা ঐরূপ অর্থ প্রতিপাদন করেন, তাঁহাদের পক্ষ ন্যায়সঙ্গত নহে।

ভাষ্যম্। বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্য যোগিনঃ—

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চ ঈশ্বরস্য ভাবনা। তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়তশ্চিত্তম্ একাগ্রং সম্পদ্যতে ; তথা চোক্তম্ "স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ (স্বাধ্যায়মাসতে)। সাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে" ইতি ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বাচ্য-বাচকত্ব বিজ্ঞাত হইয়া যোগী—

২৮। তাহার জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিবেন ॥ সূ

প্রণবের জপ আর তাহার অভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা, এইরূপ প্রণবজপনশীল ও প্রণবার্থ-ভাবনশীল যোগীর চিত্ত একাগ্র হয় (১)। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, "স্বাধ্যায় হইতে যোগারূঢ় হইবে এবং যোগ হইতে আবার স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ সাধন করিবে, স্বাধ্যায় ও যোগ-সম্পত্তির দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হন" (২)।

টীকা। ২৮। (১) ঈশ্বরত্বের অর্থ ধারণা করিবার জন্য যে সব শব্দময় চিন্তা করিতে হয়, তাহা সব ওম্-শব্দের দ্বারা সংকেত করা হইয়াছে, সুতরাং ওম্-শব্দের প্রকৃত সংকেত মনে থাকিলে ঈশ্বরবিষয়ক ভাব মনে প্রকাশিত হয়। যখন ওম্-শব্দ উচ্চারণমাত্র মনে ঈশ্বর-শব্দার্থ সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তখন প্রকৃত সংকেত বা বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধের জ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাধকদের সাবধানে প্রথমে এই বাচ্য-বাচক-ভাব মনে উঠান অভ্যাস করিতে হয়। ওম্-শব্দ জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিতে করিতে উহা অভ্যস্ত হয়। পরে স্বতঃই প্রণবের এবং তদর্থের প্রতিপত্তি (সিদ্ধবৎ জ্ঞান) চিত্তে উঠিতে থাকিলে প্রকৃষ্ট প্রণিধান হয়।

গ্রহণতত্ত্ব ও গ্রহীতৃতত্ত্ব আমাদের আত্মভাবের অঙ্গভূত, সুতরাং তাহারা অনুভূত বা সাক্ষাৎকৃত হইতে পারে। তজ্জন্য প্রথমতঃ শাব্দিক চিন্তা তাহাদের উপলব্ধির হেতু হইলেও, শব্দশূন্যভাবেও

তাহাদের ভাবনা হইতে পারে, নির্বিতর্ক ও নির্বিচার ধ্যান সেইরূপ। কিন্তু আত্মভাবের বহির্ভূত ঈশ্বরের ভাবনা শব্দব্যতীত হইতে পারে না। আর সেই ভাবনাও কেবল কতকগুলি গুণবাচী বাক্যের চিন্তামাত্র অর্থাৎ যিনি ক্লেশশূন্য, যিনি কর্মশূন্য ইত্যাদি। কিন্তু সেই 'যিনি'কে ধারণা করিতে হইলে, তাঁহাতে চিত্ত স্থির করিতে হইলে, ওরূপ নানাত্বের চিন্তা করা সেই ধ্যানের অনুকূল নহে।

কিন্তু যাহা আমরা ধারণা করিতে পারি, যাহা এক সত্তারূপে অনুভব করিতে পারি, তাহা গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই তিন জাতীয় তত্ত্বের অন্তর্গত হইবেই হইবে। অর্থাৎ তাহা রূপরসাদি-রূপে বা বুদ্ধি-অহংকারাদিরূপে (বুদ্ধি আদি গ্রহণতত্ত্বের ধারণা করিতে হইলে অবশ্য অতি স্থির ধ্যানবিশেষ চাই) ধারণা করিতে হইবেই হইবে। তন্মধ্যে বাহ্যভাবে ধারণা করিতে গেলে রূপাদিযুক্তভাবে এবং আত্মভাবের অঙ্গরূপে অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে ধারণা করিতে গেলে বুদ্ধ্যাদিরূপে ধারণা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

অতএব ঈশ্বরকে বাহ্যভাবে ধারণা করিতে হইলে রূপাদিযুক্তরূপে ধারণা করা যুক্ত। যোগের প্রথমাধিকারীরা সেইরূপই করিয়া থাকেন। শাস্ত্রও বলেন, "যোগারম্ভে মূর্তহরিমমূর্তমথ চিন্তয়েৎ" (গরুড় পুরাণ)।

আর, বুদ্ধি আদি আত্মভাবস্বরূপেই অনুভূত হয়, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধ্যাদি ব্যতীত অন্যের বুদ্ধি আমরা সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি না। অতএব আত্মভাবে ঈশ্বরকে ধারণা করিতে হইলে 'সোঽহম্' এইভাবে ধারণা করিতে হইবে। শাস্ত্রও বলেন, "যঃ সর্বভূতচিত্তজ্ঞো যশ্চ সর্বহৃদিস্থিতঃ। যশ্চ সর্বান্তরে জ্ঞেয়ঃ সোঽহমস্মীতি চিন্তয়েৎ॥" লিঙ্গপুরাণেও যোগদর্শনোক্ত ঈশ্বরভাবনা-বিষয়ে এইরূপ আছে, "শম্ভোঃ প্রণববাচ্যস্য ভাবনা তজ্জপাদপি। আশু সিদ্ধিঃ পরা প্রাপ্যা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ এবং ব্রহ্মময়ং ধ্যায়েৎ সর্বং বিপ্র চরাচরম্। চরাচরবিভাগঞ্চ ত্যজেদহমিতি স্মরন্॥" শ্রুতিও বলেন, "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্" (কঠ)।

কার্যতঃ ঈশ্বর-প্রণিধান করিতে হইলে হৃদয়ের* মধ্যে করিতে হয়। প্রথমাধিকারী যাঁহারা মূর্ত-ঈশ্বর-প্রণিধান সহজ বোধ করেন, তাঁহাদিগকে হৃদয়ে জ্যোতির্ময় ঐশ্বরিক রূপ কল্পনা করিতে হয়। মুক্ত পুরুষ যেরূপ স্থিরচিত্ত ও পরমপদে স্থিতিহেতু প্রসন্নবদন, সেইরূপ স্বীয় ধ্যেয় মূর্তিকে চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে স্থিত ধ্যান করিতে হয়। প্রণবজপের দ্বারা নিজেকে ঈশ্বরপ্রতীকস্থ, স্থির, নিশ্চিন্ত, প্রসন্ন, এইরূপ স্মরণ করিতে হয়।

* বক্ষের অভ্যন্তরে যে প্রদেশে ভালবাসা বা সৌমনস্য হইলে সুখময় বোধ হয়, এবং দুঃখভয়াদি হইলে বিষাদময় বোধ হয় সেই প্রদেশই হৃদয়। বস্তুতঃ অনুভব অনুসরণ করিয়া হৃদয়প্রদেশ স্থির করিতে হয়। স্নায়ু-রক্ত-মাংসাদি বিচার করিয়া হৃদয়পুণ্ডরীক স্থির করিতে গেলে তত ফল লাভ হয় না। হৃদয়ে রাগাদি মানস ভাবের প্রতিফলন (reflex action) হয়। সেই প্রতিফলিত ভাব আমরা হৃদয়স্থানে অনুভব করিতে পারি, কিন্তু চিত্তবৃত্তি কোন্ স্থানে হয় তাহা অনুভব করিতে পারি না। এজন্য হৃদয়প্রদেশে ধ্যান করিয়া বোধয়িতার যাওয়া সুকর।

পরন্তু হৃদয়প্রদেশই দৈহিক অস্মিতার কেন্দ্র। মস্তিষ্ক চৈত্তিক কেন্দ্র বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ চিত্তবৃত্তি রোধ করিলে বোধ হয় যেন আমিত্ব হৃদয়ে নামিয়া আসিতেছে। হৃদয়প্রদেশে ধ্যানের দ্বারা সূক্ষ্ম অস্মিতার উপলব্ধি করিয়া, সূক্ষ্মধারাক্রমে মস্তিষ্কের অন্তরতম প্রদেশে যাইতে পারিলে অস্মিতার সূক্ষ্মতম কেন্দ্র পাওয়া যায়। তখন হৃদয় ও মস্তিষ্ক এক হইয়া যায়।

ইহার অভ্যাসের দ্বারা যখন চিত্ত কথঞ্চিৎ স্থির, নিশ্চিন্ত এবং ঐশ্বরিকভাবে স্থিতি করিতে সমর্থ হইবে তখন হৃদয়ে স্বচ্ছ, শুভ্র, অসীমবৎ আকাশ ধারণা করিতে হয়। সেই আকাশমধ্যে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সত্তা আছে জানিয়া তাঁহাতে আমিত্বকে স্থিত (আমিই সেই হার্দাকাশস্থ ঈশ্বরে স্থিত) ধ্যান করিতে হইবে। হার্দাকাশস্থ ঈশ্বর-চিত্তে নিজের চিত্তকে মিলিত করিয়া নিশ্চিন্ত, সংকল্পশূন্য, তৃপ্ত ভাবে অবস্থান অভ্যাস করিতে হয়। একটি শ্রুতিতে এই প্রণালী সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথা, "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥" (মুণ্ডক)। অর্থাৎ ব্রহ্ম ঈশ্বর লক্ষ্যস্বরূপ; প্রণব ধনুঃস্বরূপ; আর আত্মা বা অহংভাব শরস্বরূপ। অপ্রমত্ত বা সদা স্মৃতিযুক্ত হইয়া, সেই ব্রহ্ম-লক্ষ্যে আত্মশরকে প্রবিষ্ট করিয়া তন্ময় করিতে হয়। অর্থাৎ ওম্ পদের দ্বারা 'আমিই হৃদয়স্থ ঈশ্বরে স্থিত' এইরূপ ভাব স্মরণ করিয়া ধ্যান করিতে হয়।

এই ধ্যান অভ্যস্ত হইলে সাধক ধ্যানকালে হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করেন। তখন ঈশ্বরে স্থিতিজাত সেই আনন্দময় বোধই 'আমি' এইরূপ স্মরণ করিয়া গ্রহণতত্ত্বে যাইতে হয়। কিন্তু অতি স্থির ও প্রসন্ন চিত্তে স্বচিত্তকে ক্লেশাদিশূন্য, সুস্থির ও স্বরূপস্থ ভাবে অর্থাৎ ঐশ্বরিক ভাবে ভাবিত করিতে হয়। ইহা সাবধানতাপূর্বক দীর্ঘকাল, নিরন্তর ও সসৎকারে অভ্যাস করিলে ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রকৃত ফল যে প্রত্যক্‌চেতনাধিগম তাহার লাভ হয় (পরসূত্র দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বর-বাচক প্রণব (প্রণবের অন্য অর্থও আছে) জপ করিতে হইলে 'ও'-কারকে অল্পকাল-ব্যাপী-ভাবে এবং 'ম্'-কারকে প্লুত বা দীর্ঘ ও একতান-ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়। অবশ্য স্ফুট স্বরে উচ্চারণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ মনে মনে উচ্চারণ করাই উত্তম। যে জপে বাগিন্দ্রিয় কিছুমাত্রও কম্পিত না হয় তাহাই উত্তম জপ (অবাগ্‌জং প্রণবস্যাগ্রং যস্তং বেদ স বেদবিৎ—ধ্যানবিন্দু উপ.)। আর এক প্রকার উত্তম জপ আছে যাহা অনাহত নাদের সহিত করিতে হয়। মনে হয় যেন অনাহত নাদই মন্ত্ররূপে শ্রুত হইতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকে মন্ত্রচৈতন্য বলে। তন্ত্র বলেন, "মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ। শতকোটীজপেনাপি নৈব সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥" সোঽহম্-ভাবই সর্বোত্তম যোনিমুদ্রা বা মূল অবলম্ব এবং তাহাই যোগীদের গ্রাহ্য।

ঈশ্বর-প্রণিধান করিতে হইলে অবশ্য ভক্তিপূর্বক করিতে হয়। (ভক্তির তত্ত্ব 'পরভক্তিসূত্রে' দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর-স্মরণে সুখবোধ হইলে সেই সুখবোধময় ও মহত্ত্ববোধযুক্ত যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি। প্রিয়জনকে স্মরণ করিলে যেমন হৃদয়ে সুখময় বোধ হয় ও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয়, ঈশ্বর-স্মরণেও যখন সেইরূপ হইবে তখনই ভক্তিভাব ব্যক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়া হৃদয়ে সুখবোধ উদিত হইলে সেই সুখবোধকে স্থির রাখিয়া, প্রিয়জন-ত্যাগপূর্বক তৎস্থানে ঈশ্বরকে সেই সুখবোধসহকারে চিন্তা করিতে থাকিলে ভক্তিভাব শীঘ্র ব্যক্ত ও বর্ধিত হয়। প্রণব-জপের অন্য সংকেত এই :—'ও'-কারের উচ্চারণকালে ধ্যেয়ভাবকে স্মরণ করিতে হয়, আর দীর্ঘ একতান 'ম্'-কারের উচ্চারণকালে সেই ধ্যেয় ভাবে স্থিতি করিতে হয়। ইহা অভ্যাস করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস সহ প্রণব জপ করিলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। শ্বাস সহজতঃ গ্রহণ করিতে করিতে 'ও'-কারপূর্বক ধ্যেয় স্মরণ করিবে ও পরে দীর্ঘ প্রশ্বাস সহকারে 'ম্'-কার মনে মনে একতানভাবে উচ্চারণপূর্বক ধ্যেয়ভাবে স্থিতি করিবে। ইহার দ্বারা দুই প্রকার প্রযত্নে চিত্ত একই ধ্যানে ন্যস্ত থাকে।

এইরূপ ভাবনা-সহিত জপ হইতে চিত্ত একাগ্রভূমিকা লাভ করে। একাগ্রভূমিকা হইতে সম্প্রজ্ঞাত যোগ ও তৎপূর্বক অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়।

২৮। (২) গাথাটির অর্থ এইরূপ :—স্বাধ্যায়ের বা অর্থের ভাবনাপূর্বক জপের দ্বারা যোগারূঢ় বা চিত্তকে একতান করিবে। চিত্ত একাগ্র হইলে জপ্য মন্ত্রের সূক্ষ্মতর অর্থের অধিগম হয়। সেই সূক্ষ্মতরভাবনাপূর্বক পুনঃ জপ করিতে থাকিবে। তৎপরে অধিকতর সূক্ষ্ম ও নির্মল ভাবাধিগম হইলে তাহা লক্ষ্য করিয়া পুনঃ জপ। এইরূপে স্বাধ্যায় হইতে যোগ ও যোগ হইতে স্বাধ্যায় বিবর্ধিত হইয়া প্রকৃষ্ট যোগকে নিষ্পাদিত করে।

ভাষ্যম্। কিঞ্চাস্য ভবতি—

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

যে তাবদন্তরায়া ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ তে তাবদীশ্বরপ্রণিধানাৎ ন ভবন্তি, স্বরূপদর্শনমপ্যস্য ভবতি, যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ তথাযমপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমধিগচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

২৯। ভাষ্যানুবাদ—তাঁহার আর কি হয় ?—

তাহা হইতে প্রত্যক্‌চেতনের (১) সাক্ষাৎকার হয় এবং অন্তরায়সকল বিলীন হয় ॥ সূ

ব্যাধি প্রভৃতি যে-সকল অন্তরায় তাহারা ঈশ্বর-প্রণিধান করিতে করিতে নষ্ট হয় এবং সেই যোগীর স্বরূপ-দর্শনও হয়। যেমন ঈশ্বর শুদ্ধ (ধর্মাধর্মরহিত), প্রসন্ন (অবিদ্যাদিক্লেশশূন্য), কেবল (বুদ্ধ্যাদিহীন), অতএব অনুপসর্গ (জাতি, আয়ু ও ভোগ-শূন্য) পুরুষ, এই (সাধকের নিজের) বুদ্ধির প্রতিসংবেদী যে পুরুষ তিনিও তেমনি (২), এইরূপে প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

টীকা। ২৯। (১) প্রত্যক্ শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বস্তুতে যাহা অনুস্যূত অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যক্। আর, প্রত্যক্ অর্থে পশ্চিম বা পুরাণ, অতএব 'পুরাণ পুরুষ' বা ঈশ্বর প্রত্যক্। এখানে এইরূপ অর্থ নহে। এখানে প্রত্যক্ অর্থে বিপরীত ভাবের জ্ঞাতা। "প্রতীপং বিপরীতম্ অঞ্চতি বিজানাতি ইতি প্রত্যক্" (বাচস্পতি), অর্থাৎ আত্মবিপরীত অনাত্মভাবের বোদ্ধা। তাদৃশ চেতনা বা চিতিশক্তিই প্রত্যক্‌চেতন বা পুরুষ। শুধু পুরুষ বলিলে মুক্ত, বদ্ধ, ঈশ্বর এই সর্বপ্রকার পুরুষকে বুঝায়। কিন্তু প্রত্যক্‌চেতন অর্থে অবিদ্যাবান্ পুরুষের (সুতরাং বিদ্যাবান্ পুরুষেরও) স্বস্বরূপ চিদ্রূপাবস্থা বুঝায়, এই বিশেষ দ্রষ্টব্য। বিষয়ের প্রতিকূল বা আত্মাভিমুখ যে চৈতন্য বা দৃক্-শক্তি তাহাই প্রত্যক্‌চেতন, প্রত্যক্ শব্দের এইরূপ অর্থও হয়। কিন্তু ফলতঃ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাই হয়। বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ বা ভোক্তা প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যক্‌চেতন, 'নিজের' আত্মাই প্রত্যক্‌চেতন।

২৯। (২) ইহা ২৮ সূত্রে (১) সংখ্যক টিপ্পনীতে বুঝান হইয়াছে। ঈশ্বর স্বরূপতঃ

চিন্মাত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং স্বরূপ-ঈশ্বরে দ্বৈতভাবে (গ্রাহ্য ভাবে) স্থিত হইবার যোগ্যতা মনের নাই। কারণ চিৎ স্ববোধ, তাহা আত্মবহির্ভূতভাবে বা অনাত্মভাবে গ্রহণের যোগ্য নহে। যাহা আত্মবহির্ভূতভাবে গৃহীত হয়, তাহাই গ্রাহ্য, অতএব চৈতন্যকে তাদৃশভাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহা চৈতন্য হইবে না, তাহা রূপরসাদিযুক্ত ব্যাপী পদার্থ হইবে। বস্তুতঃ ঈশ্বরকে পূর্বোক্ত প্রণালী-মতে ভাবনা করিতে করিতে যে স্বস্বরূপ চিন্মাত্রে স্থিতি হয়, তাহারই নাম ঈশ্বরকে নিজের আত্মাতে অবলোকন করা। 'আত্মাকে আত্মাতে অবলোকন' করার অর্থও কার্যতঃ ঠিক ঐরূপ। ঈশ্বর 'অবিদ্যাদিশূন্য স্বরূপস্থ, চিৎপ্রতিষ্ঠ' এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে এই সব বাক্যার্থের প্রকৃত বোধ হয়। স্বসংবেদ্য পদার্থের প্রকৃত বোধ হওয়া অর্থে নিজেই সেইরূপ হওয়া। এইরূপে ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে স্বরূপাধিগম হয়।

নির্গুণ মুক্ত ঈশ্বরের প্রণিধানের দ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ হয় তাহা সূত্রকার দেখাইয়াছেন কারণ উহাই কর্মযোগের প্রধান সাধন (২।১ সূত্র) এবং উহাতে সগুণ ঈশ্বরের প্রণিধানও অন্তর্গত আছে। সগুণ ঈশ্বরের বা হিরণ্যগর্ভের প্রণিধানও সাংখ্যযোগ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। সগুণ ঈশ্বরের মধ্য দিয়া নির্গুণে যাওয়া এবং একেবারে নির্গুণ আদর্শ ধরা কার্যতঃ ও ফলতঃ একই কথা কারণ সাংখ্যযোগীদের সগুণ ঈশ্বর সমাহিত, শান্ত, সাস্মিতধ্যানস্থ মহাপুরুষ। সুতরাং তাঁহার প্রণিধানেও সমাধিসিদ্ধি ও বিবেকলাভ অবশ্যম্ভাবী এবং কোন কোন অধিকারীর ইহাই অনুকূল। ফলে দুই প্রথাই প্রায় এক এবং জ্ঞানযোগের ঐ উভয় প্রথা বস্তুতঃ তুল্য। উহা লইয়া প্রাচীন কালে সাধক-সম্প্রদায়ের ভেদ হইয়াছিল কিন্তু মতভেদ ছিল না (গীতা দ্রষ্টব্য)। হৃদয়ের মধ্যে শান্ত, জ্ঞানময়, সমাহিত পুরুষ চিন্তা করিতে করিতে কি ফল হইবে ?—সাধকও আত্মাতে তাদৃশ ভাব অনুভব করিবেন। জ্ঞানময় আত্মস্মৃতির প্রবাহ চলিলে সাধক শব্দরূপাদি গ্রাহ্য আলম্বন অতিক্রম করিয়া গ্রহণ-তত্ত্বে উপনীত হইবেন। কিরূপে তাহা হয় ও তৎপথে কিরূপে বিবেকজ্ঞান হয় তাহা মহাভারত এইরূপে দেখাইয়াছেন (শান্তিপর্ব। ৩০১)।

সগুণ ব্রহ্মের প্রণিধানপর কর্মযোগীরা এবং সগুণালম্বনধ্যায়ী জ্ঞানযোগীরা সাধনবিশেষের দ্বারা রূপ, রস, স্পর্শ আদি বিষয় অতিক্রম করিয়া আকাশের পরমরূপ বা ভূতাদির তামস অভিমানে উপনীত হইতেন, যথা, "স তান্ বহতি কৌন্তেয় নভসঃ পরমাং গতিম্" অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, সেই বায়ু আকাশের পরমা গতিতে বা শব্দতন্মাত্রে বা ভূতাদিরূপ তামস অভিমানের শ্রেষ্ঠ অবস্থায় বাহিত করিয়া লইয়া যায়। এই তম পুনশ্চ রজোগুণের শ্রেষ্ঠা গতি অহংকার-তত্ত্বে লইয়া যায়, যথা, "নভো বহতি লোকেশ রজসঃ পরমাং গতিম্" অর্থাৎ হে লোকেশ, নভ বা উক্ত তম, যোগীকে রজোগুণের পরম গতি অহংকার-তত্ত্বে লইয়া যায়, কারণ তন্মাত্র-তত্ত্ব হইতেই অহংকার-তত্ত্বে উপনীত হওয়া যোগশাস্ত্রের অন্যতম প্রণালী। তৎপরে "রজো বহতি রাজেন্দ্র সত্ত্বস্য পরমাং গতিম্" অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র, রজোগুণের পরিণাম যে অহংকার-তত্ত্ব তাহা সত্ত্বের পরমা গতি যে অস্মীতিমাত্র বুদ্ধিসত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব তাহাতে বাহিত করিয়া লইয়া যায় অর্থাৎ যোগীর অস্মীতিমাত্রের উপলব্ধি হয়। পুরাণও বলেন, ঈশ্বর-ধ্যানে নিজেকে ঈশ্বরস্থ চিন্তা করিয়া "চরাচরবিভাগঞ্চ ত্যজেদহমিতি স্মরন্"।

সেই অস্মীতিমাত্রের উপলব্ধি হইলে যোগীর "সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি" (গীতা) এই সগুণ ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হয়। তাহা সগুণ ব্রহ্ম নারায়ণেরই স্বরূপ, তাই পরে বলিয়াছেন, "সত্ত্বং বহতি শুদ্ধাত্মন্ পরং নারায়ণং প্রভুম্" অর্থাৎ হে শুদ্ধাত্মন্ (অথবা শুদ্ধাত্মস্বরূপ), সত্ত্বগুণের যে শ্রেষ্ঠ

পরিণাম মহত্তত্ত্ব (অস্মীতিমাত্ররূপ) তাহা নারায়ণে বাহিত করিয়া লইয়া যায় বা সগুণ ব্রহ্ম নারায়ণের সহিত যোগীর তাদাত্ম্য হয়।

তৎপরে "প্রভুর্বহতি শুদ্ধাত্মা পরমাত্মানমাত্মনা" অর্থাৎ শুদ্ধাত্মা প্রভু নারায়ণ আত্মার দ্বারাই পরমাত্মাকে বাহিত করেন অর্থাৎ তিনি বিবেকজ্ঞানযুক্তরূপে অবস্থিত থাকেন। এইরূপে যোগীও নারায়ণ-সদৃশ হইয়া তাঁহার বিবেকজ্ঞান লাভ করেন। যোগভাষ্যকারও তাই বলিয়াছেন, "যথৈ-বেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমধি-গচ্ছতি"।

বিবেকের পর "পরমাত্মানমাসাদ্য তদ্ভূতায়তনামলাঃ। অমৃতত্বায় কল্পন্তে ন নিবর্তন্তি বা বিভো॥ পরমা সা গতিঃ পার্থ নির্দ্বন্দ্বানাং মহাত্মনাম্। সত্যার্জবরতানাং বৈ সর্বভূতদয়াবতাম্"॥ এই নারায়ণের সহিত তাদাত্ম্যসাধন যে প্রাচীন সাংখ্যদের অন্যতম সাধন ছিল তাহা আদি-সাংখ্য-সূত্ররচয়িতা মহর্ষি পঞ্চশিখের 'পঞ্চরাত্রবিশারদঃ' এই মহাভারতোক্ত বিশেষণ হইতেও জানা যায়। পঞ্চরাত্র অর্থে বিষ্ণুত্বপ্রাপক ক্রতু বা যজ্ঞ। "পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত অত্যতিষ্ঠেয় সর্বাণি ভূতানি অহমেবেদং সর্বং স্যাম্ ইতি। স এতং পঞ্চরাত্রং পুরুষমেধং যজ্ঞক্রতুম্ অপশ্যৎ" অর্থাৎ পুরুষ নারায়ণ কামনা করিলেন আমি যেন যাবতীয় বস্তু অতিক্রম করি এবং আমিই যেন সর্ব বস্তু হই— শতপথ-ব্রাহ্মণোক্ত এই সর্বব্যাপী নারায়ণপ্রাপক অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মপ্রাপক যজ্ঞে তিনি বিশারদ ছিলেন। কিন্তু সাংখ্যদের লক্ষণ "সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাণমভিবর্ততে" তাঁহারা সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া ব্রহ্মার বা সগুণ ব্রহ্মের বা হিরণ্যগর্ভের অভিমুখে স্থিত, অতএব পরমপুরুষ সম্বন্ধীয় বিবেকযুক্ত নারায়ণই সাংখ্যদের আদর্শ। এইজন্য সাংখ্যদের অন্য নাম হৈরণ্যগর্ভ।

সাংখ্যযোগীদের মধ্যে যাঁহারা বিবেককে আদর্শ করিয়া কেবল জ্ঞানযোগের সাধন করিতেন তাঁহাদের সেই সাধন-সম্বন্ধে মোক্ষধর্মে এইরূপ আছে, যথা—ক্রোধ, ভয়, কাম আদি দমন করার পর "যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী বুদ্ধ্যা তাং যচ্ছেজ্ জ্ঞানচক্ষুষা। জ্ঞানমাত্মাববোধেন যচ্ছেদাত্মানমাত্মনা॥" উপনিষদুক্ত জ্ঞানযোগের ইহা ঠিক অনুরূপ, যথা, "যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥" (ইহার অর্থ 'জ্ঞানযোগ' প্রকরণে দ্রষ্টব্য)।

কাহারও কাহারও সংশয় হয় যে ব্রহ্মাণ্ডাধীশ হিরণ্যগর্ভদেব যদি সৃষ্টি না করেন তবে জীবের শরীরধারণ ও দুঃখ হয় না। ইহাও অলীক শঙ্কা। মুক্ত পুরুষেরাই উপাধিকে সম্যক্ বিলাপিত করিতে পারেন, সগুণ ঈশ্বর তাহা পারেন না, সুতরাং তাঁহার ব্যক্ত উপাধি থাকিবেই ও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য প্রাণী ব্যক্ত শরীর ধারণ করিবেই (অবশ্য যাহার যাদৃশ সংস্কার আছে তদ্রূপ)। হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মের আয়ুষ্কাল মনুষ্যের এক মহাকল্প বলিয়া কথিত হয় তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহার মহামনের এক ক্ষণ যে আমাদের বহু কোটি বৎসর এইরূপ কল্পনা সম্যক্ ন্যায্য।

ভাষ্যম্। অথ কেঽন্তরায়াঃ যে চিত্তস্য বিক্ষেপকাঃ, কে পুনস্তে কিয়ন্তো বেতি ?—

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

নব অন্তরায়াশ্চিত্তস্য বিক্ষেপাঃ সহ এতে চিত্তবৃত্তিভির্ভবন্তি, এতেষামভাবে ন ভবন্তি পূর্বোক্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। ব্যাধিঃ ধাতুরসকরণবৈষম্যং, স্ত্যানম্ অকর্মণ্যতা চিত্তস্য, সংশয় উভয়কোটিস্পৃগ্বিজ্ঞানং স্যাদিদম্ এবং নৈবং স্যাদিতি, প্রমাদঃ সমাধিসাধনানাম-ভাবনম্, আলস্যং কায়স্য চিত্তস্য চ গুরুত্বাদপ্রবৃত্তিঃ, অবিরতিঃ চিত্তস্য বিষয়সম্প্রয়োগাত্মা গর্ধঃ, ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্যয়জ্ঞানম্, অলব্ধভূমিকত্বং সমাধিভূমেরলাভঃ অনবস্থিতত্বং যল্লব্ধায়াং ভূমৌ চিত্তস্য অপ্রতিষ্ঠা, সমাধিপ্রতিলম্ভে হি তদবস্থিতং স্যাৎ। ইত্যেতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া ইত্যভিধীয়ন্তে ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—চিত্তবিক্ষেপকারী অন্তরায় কি ? তাহাদের নাম কি ? তাহারা কয়টি ?—

৩০। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই চিত্তবিক্ষেপসকল অন্তরায় ॥ সূ

এই নব অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপ, চিত্তবৃত্তিসকলের সহিত ইহারা উদ্ভূত হয়, ইহাদের অভাবে পূর্বোক্ত চিত্তবৃত্তিসকল উদ্ভূত হয় না। ব্যাধি—ধাতু, রস ও ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য। স্ত্যান—চিত্তের অকর্মণ্যতা। সংশয়—উভয়দিক্‌স্পর্শী বিজ্ঞান, যথা "ইহা কি এইরূপ হইবে, অথবা এইরূপ হইবে না"। প্রমাদ—সমাধির সাধনসকলের ভাবনা না করা। আলস্য—শরীরের এবং চিত্তের গুরুত্ববশতঃ অপ্রবৃত্তি। অবিরতি—বিষয়-সন্নিকর্ষের জন্য (অথবা বিষয়ভোগরূপা) তৃষ্ণা। ভ্রান্তি-দর্শন—বিপর্যয়-জ্ঞান। অলব্ধভূমিকত্ব—সমাধিভূমির অলাভ। অনবস্থিতত্ব—লব্ধভূমিতে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠা। সমাধির প্রতিলম্ভ (নিষ্পত্তি) হইলে চিত্ত অবস্থিত হয়। এই নব প্রকার চিত্তবিক্ষেপকে যোগমল, যোগপ্রতিপক্ষ বা যোগান্তরায় বলা যায় (১)।

টীকা। ৩০। (১) অন্তরায় নাশ হওয়া ও চিত্ত সম্যক্ সমাহিত হওয়া একই কথা। শরীর ব্যাধিত হইলে যোগের প্রযত্ন সম্যক্ হইতে পারে না. "উপদ্রবাংস্তথা রোগান্ হিতজীর্ণমিতা-শনাৎ" (মভাভা) অর্থাৎ কায়িক উপদ্রবকে এবং রোগসকলকে হিত, পরিমিত এবং জীর্ণ হইলে পর ভুক্ত এইরূপ আহারের দ্বারা দূর করিবে। ব্যাধিনাশের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ঈশ্বরের দিকে প্রণিধান করিলে সাত্ত্বিকতা ও শুভবুদ্ধি আসিবে তাহাতে যোগী হিত, জীর্ণ ও মিতাশন করিবেন ও যথাযথ উপায় অবলম্বন করিবেন তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইবে না। কর্তব্যজ্ঞান উত্তমরূপে থাকিলেও যে অত্যস্থিরতার জন্য চিত্তকে ধ্যানাদির সাধনে প্রবৃত্ত করিতে বা রাখিতে ইচ্ছা হয় না তাহাই স্ত্যান, অপ্রীতিকর হইলেও বীর্য করিতে করিতে স্ত্যান অপগত হয়। সংশয় থাকিলে যথোপযুক্ত বীর্য করা যায় না। অতিমাত্র দৃঢ়তা ও বীর্য ব্যতীত যোগে সিদ্ধি-লাভ করা সম্ভব হয় না, তজ্জন্য নিঃসংশয় হওয়া প্রয়োজন। শ্রবণ ও মননের দ্বারা এবং স্থির নিঃসংশয়-চিত্ত উপদেষ্টার সঙ্গ হইতে সংশয় দূর হয়। সমাধির সাধনসমূহ ভাবনা না করিয়া ও আত্মবিস্মৃত হইয়া বিষয়ে লিপ্ত থাকাই প্রমাদ, স্মৃতি ইহার প্রতিপক্ষ। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ" (মুণ্ডক ৩।২।৪), বুদ্ধদেবও ধর্মপদে বলিয়াছেন, "অপ্রমাদ অমৃতপদ আর প্রমাদ মৃত্যুপদ"।

আলস্য—কায়িক ও মানসিক গুরুতাজনিত আসনধ্যানাদিতে অপ্রবৃত্তি। ধ্যানে চিত্ত অবশ হইয়া ভ্রমণ করে তজ্জন্য সাধনকার্যে প্রযোগ করা যায় না। আর চৈত্তিক আলস্যে চিত্ত তমোগুণের প্রাবল্যে স্তব্ধবৎ থাকে এই বিশেষ। মিতাহার, জাগরণ ও উদ্যমের দ্বারা আলস্য জয় হয়। বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া বৈষয়িক সংকল্প ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিলে অবিরতি দূর হয়, "কামং সংকল্পবর্জনাৎ" (মহাভা.) এ বিষয়ে এই শাস্ত্রবাক্য সারভূত।

প্রকৃত হান ও হানোপায় না জানিয়া অবরপদকে উচ্চপদ বা উচ্চপদকে নিম্নপদ মনে করা ভ্রান্তিদর্শন। কেহ বা সাধন করিতে করিতে জ্যোতির্ময় পদার্থ দর্শন করিয়া মনে করিল আমার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে। কেহ বা কিছু আনন্দ অনুভব করিয়া মনে করিল আমার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়াছে, কারণ ব্রহ্ম আনন্দময়। কেহ বা কিছু ঔপনিষদ জ্ঞান লাভ করিয়া মনে করিল আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, এখন যথেচ্ছাচার করিলে ক্ষতি নাই, ইত্যাদি ভ্রান্তিদর্শন। ঈশ্বর ও গুরুর প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদনুসারী অন্তর্দৃষ্টি হইতে ভ্রান্তিদর্শন নিবৃত্ত হয়। শ্রুতি বলেন, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাশ্বতর)।

ভ্রান্তিদর্শন অনেক রকম আছে। কাহারও দূর-দর্শন ও দূর-শ্রবণ, ভবিষ্যৎ-কথন ইত্যাদি কিছু সিদ্ধি আসিলে তাহাকেই প্রকৃত যোগ মনে করে। আর একশ্রেণীর বায়ু-প্রকৃতির লোক আছে (hypnotic প্রকৃতির) তাহারা কিছু সাধন করিয়া (কেহ বা প্রথম হইতেই এবং অর্থোপার্জন ও গৃহস্থালীতে লিপ্ত থাকিয়াও) কিছু কালের জন্য স্তম্ভিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় (উহা এক প্রকার জড়তা)। এই প্রকৃতির লোকের পরিদৃষ্ট চিত্তক্রিয়া (supraliminal consciousness) এবং অপরিদৃষ্ট চিত্তক্রিয়া (subliminal consciousness) সহজে পৃথক্ হইয়া যায়। ইহাতে প্রথমোক্ত চিত্তক্রিয়া জড় হইয়া কোনও-বিষয়ক স্ফুট জ্ঞান থাকে না কিন্তু শেষোক্ত চিত্তক্রিয়া যথাবৎ চলিতে থাকে এবং শরীরের কার্যও চলিতে থাকে, বন্দুকের শব্দেও তাহাদের ঐ স্তব্ধ অবস্থা ভাঙ্গে না এইরূপও দেখা গিয়াছে।

এই প্রকৃতির ভ্রান্ত সাধকেরা মনে করে যে তাহাদের 'নির্বিকল্প' বা নিরোধ সমাধি আদি হইয়া থাকে এবং তাহারা 'দেশকালাতীত' প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কথায় উহা ব্যক্ত করিলে অন্য লোকেও ভ্রান্ত হয়।

অন্যেরা বলে শাস্ত্রে যে সব অলৌকিক সিদ্ধির কথা আছে তাহা সব ভুল বা প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু ইহারা ভাবে না যে ইহাতে অপরে তখনই বলিবে যে শাস্ত্রের অত বড় অংশই যদি মিথ্যা তাহা হইলে 'নির্বিকল্প' সমাধি, মোক্ষ ইত্যাদিও মিথ্যা। বস্তুতঃ বৃহৎ হীরক খণ্ডের অস্তিত্ব যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে হীরক-চূর্ণের অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যেমন অযুক্ত তেমনি শাশ্বতকালের জন্য সর্বদুঃখের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষসিদ্ধি যদি সম্ভব হয় তবে তন্নিম্নস্থ অন্যান্য সিদ্ধিকে অসম্ভব বলা মোক্ষশাস্ত্রে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কারণ পঞ্চভূতকে বশীভূত করার ক্ষমতা হইবে না অথচ অনন্তকালের জন্য পঞ্চভূতের অতীত অবস্থা লাভ হইবে ইহা নিতান্ত অযুক্ত কথা। তবে যোগজ সিদ্ধিলাভ করা এবং মুখ্য উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া তাহার ব্যবহারে নিরত থাকা—এক কথা নহে। (৩।৩৭ সূঃ দ্রষ্টব্য)।

কথিত বায়ু-প্রকৃতির (hypnotic) লোকের বাহ্যজ্ঞান সহজে উঠিয়া যায়, কিন্তু তখন উহাদের মন যে স্থির হয় তাহা নহে। তাদৃশ লোকের অনেক অসাধারণ ক্ষমতা ও ভাব আসিতে পারে

(আমাদের নিকট এইরূপ অনেক সাধকের অনুভূতির লিপিবদ্ধ বিবরণ আছে), কিন্তু উহা প্রকৃত চিত্তস্থৈর্যও নহে বা তত্ত্বদৃষ্টিও নহে। তবে যাহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শনের পথে চালিত হয় তাহারা ঐ বাহ্যবোধরূপ স্বভাবের দ্বারা কিছু স্ফুটভাবে ধারণা করিতে পারে দেখা যায়। কিন্তু ইহারা কিছু মানসিক উদ্যম করিলে প্রতিক্রিয়া (reaction)-বশে ইহাদের শুষ্কভাব আসে ও ভ্রান্তিবশতঃ তাহাকেই 'নির্বিকল্প', 'নিরোধ' আদি মনে করে। যাহারা প্রকৃত সাধনেচ্ছু তাহাদের এই রোগ কষ্টে অপনোদন করিতে হয়। অনেকে যোগের নিম্নাঙ্গের কিছু হয়ত সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে এবং যাহা বলে তাহা হয়ত ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা নহে, কিন্তু যোগের সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতে এককে অন্য মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়, সুতরাং ইহারা জানিয়া মিথ্যা না বলিলেও 'ভ্রান্ত সত্য কথা' বলে।

মধুমতী আদি যোগভূমির অলাভই অলব্ধভূমিকত্ব। যোগভূমির বিবরণ ৩।৫১ সূত্রের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। ভূমি লাভ করিয়া তাহাতে স্থিত না হওয়া অনবস্থিতত্ব। লব্ধভূমিতে স্থিত হইতে হইলে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ সমাধির নিষ্পত্তি চাই নচেৎ তাহা হইতে ভ্রংশ হইতে পারে।

ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা এই সমস্ত অন্তরায় বিদূরিত হয়। কারণ, যে অন্তরায়ের যাহা প্রতিপক্ষ ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে তাহা আবব্ধ হইয়া সেই সেই অন্তরায়কে দূর করে, ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে সাত্ত্বিক নির্মল বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং যোগীর মধ্যে ইচ্ছার অনভিঘাতরূপ ঐশ্বর্যের ক্রমিক সঞ্চার হইতে থাকে, তাহাতে সাধকের অভীষ্ট যে অন্তরায়-অভাব এবং অন্তরায়-নাশের যে উপায়লাভ তাহা সিদ্ধ হয়।

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্। দুঃখমাধ্যাত্মিকম্ আধিভৌতিকম্ আধিদৈবিকঞ্চ। যেনাভিহতাঃ প্রাণিনঃ তদুপঘাতায় প্রযতন্তে তদ্দুঃখম্। দৌর্মনস্যম্ ইচ্ছাভিঘাতাৎ চেতসঃ ক্ষোভঃ। যদঙ্গান্যেজয়তি কম্পয়তি তদ্ অঙ্গমেজয়ত্বম্। প্রাণো যদ্বাহ্যং বায়ুম্ আচামতি স শ্বাসঃ, যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্বাসঃ। এতে বিক্ষেপসহভুবঃ বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈতে ভবন্তি, সমাহিতচিত্তস্যৈতে ন ভবন্তি ॥ ৩১ ॥

৩১। দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস ইহারা বিক্ষেপের সহভূ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। যাহার দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া প্রাণীরা তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করে তাহাই দুঃখ। দৌর্মনস্য—ইচ্ছার অভিঘাত হইলে চিত্তের ক্ষোভ। অঙ্গসকল যে কম্পিত হয়, তাহা অঙ্গমেজয়ত্ব। প্রাণ যে বাহ্য বায়ু গ্রহণ করে তাহা শ্বাস, আর যে অভ্যন্তরের বায়ু ত্যাগ করে তাহা প্রশ্বাস (১)। ইহারা বিক্ষেপের সহজন্মা। বিক্ষিপ্ত চিত্তেই ইহারা আসে, সমাহিত চিত্তে আসে না।

টীকা। ৩১। (১) শ্বাস ও প্রশ্বাস—স্বাভাবিক শ্বাস ও প্রশ্বাস বুঝিতে হইবে। লোকে যে অনিচ্ছাপূর্বক অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে শ্বাস-প্রশ্বাস করে তাহা সমাধির অন্তরায়। কিন্তু সমাধির অঙ্গীভূত যে বৃত্তিরোধকারী প্রাণায়ামিক প্রযত্নপূর্বক শ্বাস ও প্রশ্বাস অর্থাৎ রেচন ও পূরণ তাহা

বিক্ষেপসহভূ না-ও হইতে পারে। অবশ্য প্রায় সমাধিতে রেচন-পূরণাদিরও বোধ হইয়া যায়। কিন্তু রেচন-পূরণ-জনিত আধ্যাত্মিক বোধ ও তৎস্মৃতিপ্রবাহে সম্যক্ অবহিত হইলেও সেই বিষয়ে সালম্বন সমাধি হইতে পারে।

ভাষ্যম্। অথ এতে বিক্ষেপাঃ সমাধিপ্রতিপক্ষাঃ তাভ্যামেব অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যাঃ। তত্রাভ্যাসস্য বিষয়মুপসংহরন্নিদমাহ—

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

বিক্ষেপপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাবলম্বনং চিত্তমভ্যসেৎ। যস্য তু প্রত্যর্থনিয়তং প্রত্যয়মাত্রং ক্ষণিকঞ্চ চিত্তং তস্য সর্বমেব চিত্তমেকাগ্রং নাস্ত্যেব বিক্ষিপ্তম্। যদি পুনরিদং সর্বতঃ প্রত্যাহৃত্য একস্মিন্ অর্থে সমাধীয়তে তদা ভবত্যেকাগ্রমিতি, অতো ন প্রত্যর্থনিয়তম্। যোঽপি সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহেণ চিত্তমেকাগ্রং মন্যতে তস্য যদ্যেকাগ্রতা প্রবাহচিত্তস্য ধর্মস্তদৈকং নাস্তি প্রবাহচিত্তং ক্ষণিকত্বাৎ। অথ প্রবাহাংশস্যৈব প্রত্যয়স্য ধর্মঃ স সর্বঃ সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা বিসদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা প্রত্যর্থনিয়তত্বাদেকাগ্র এবেতি বিক্ষিপ্তচিত্তানুপপত্তিঃ। তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতং চিত্তমিতি। যদি চ চিত্তেনৈকেনানন্বিতাঃ স্বভাবভিন্নাঃ প্রত্যয়া জায়েরন্ অথ কথমন্যপ্রত্যয়দৃষ্টস্যান্যঃ স্মর্তা ভবেৎ, অন্যপ্রত্যয়োপচিতস্য চ কর্মাশয়স্যান্যঃ প্রত্যয় উপভোক্তা ভবেৎ? কথঞ্চিৎ সমাধীয়মানমপ্যেতদ্ গোময়পায়সীয়ং ন্যায়মাক্ষিপতি।

কিঞ্চ স্বাত্মানুভবাপহ্নবশ্চিত্তস্যান্যত্বে প্রাপ্নোতি, কথং যদহমদ্রাক্ষং তৎ স্পৃশামি যচ্চ অস্প্রাক্ষং তৎ পশ্যামীতি অহমিতি প্রত্যয়ঃ সর্বস্য প্রত্যয়স্য ভেদে সতি প্রত্যয়িন্যভেদেনোপস্থিতঃ। একপ্রত্যয়বিষয়োঽয়মভেদাত্মা অহমিতি প্রত্যয়ঃ কথমত্যন্তভিন্নেষু চিত্তেষু বর্তমানঃ সামান্যমেকং প্রত্যয়িনমাশ্রয়েৎ? স্বানুভবগ্রাহ্যশ্চায়মভেদাত্মাঽহমিতি প্রত্যয়ঃ, ন চ প্রত্যক্ষস্য মাহাত্ম্যং প্রমাণান্তরেণাভিভূয়তে, প্রমাণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব ব্যবহারং লভতে। তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতঞ্চ চিত্তম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমাধির প্রতিপক্ষ এই বিক্ষেপসকল উক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিরোদ্ধব্য। তাহার মধ্যে অভ্যাসের বিষয়কে উপসংহারপূর্বক এই সূত্র বলিতেছেন—

৩২। তাহার (বিক্ষেপের) নিবৃত্তির জন্য একতত্ত্বাভ্যাস করিবে॥ সূ

বিক্ষেপ-নাশের জন্য চিত্তকে একতত্ত্বালম্বন (১) করিয়া অভ্যাস করিবে। যাঁহাদের মতে চিত্ত (২) প্রত্যর্থনিয়ত (ক) অতএব প্রত্যয়মাত্র অর্থাৎ আধারশূন্য, কেবল বৃত্তিরূপ এবং ক্ষণিক, তাঁহাদের মতে (সুতরাং) সমস্তচিত্তই একাগ্র হইবে, বিক্ষিপ্ত চিত্ত আর থাকে না। কিন্তু যদি সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া চিত্তকে একই অর্থে সমাহিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা

একাগ্র হয় ; এই হেতু চিত্ত প্রত্যর্থনিয়ত নহে (খ)। আর যাঁহারা সমানাকার প্রত্যয়ের প্রবাহ-দ্বারা চিত্ত একাগ্র হয় এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদেরও যাহা একাগ্রতা তাহাকে যদি প্রবাহচিত্তের ধর্ম বলা যায়, তবে তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ (তাঁহাদের মতানুসারে) চিত্তের ক্ষণিকত্ব-হেতু এক প্রবাহচিত্তের সম্ভাবনা নাই। আর (একাগ্রতাকে) প্রবাহের অংশস্বরূপ এক-একটি প্রত্যয়ের ধর্ম বলিলে সেই প্রত্যয়প্রবাহ সমানাকার প্রত্যয়ের প্রবাহই হউক, বা বিসদৃশ প্রত্যয়ের প্রবাহই হউক, প্রত্যয়সকল প্রত্যর্থনিয়ত বলিয়া সকলই একাগ্র হইবে, অতএব ঐরূপ হইলে বিক্ষিপ্তচিত্তের অনুপপত্তি হয়। এই হেতু চিত্ত এক এবং তাহা অনেক-বিষয়গ্রাহী ও অবস্থিত (অর্থাৎ অস্মিতারূপ ধর্মিরূপে অবস্থিত)। আর যদি (আশ্রয়ভূত) এক চিত্তের সহিত অসম্বদ্ধ, স্বতন্ত্র, পরস্পরভিন্ন প্রত্যয়সকল জন্মায়, (গ) তাহা হইলে এক প্রত্যয়ের দৃষ্ট বিষয়ের স্মর্তা অন্য-প্রত্যয় কিরূপে হইবে এবং এক প্রত্যয়ের দ্বারা সঞ্চিতসংস্কারের স্মরণকর্তা এবং কর্মাশয়ের উপভোক্তাই বা অন্য-প্রত্যয় কিরূপে হইতে পারে ? যাহা হউক কোন প্রকারে সমাধীয়মান হইলেও ইহা 'গোময়-পায়সীয়' ন্যায় (৩) অপেক্ষাও অধিক অযুক্ত হইতেছে।

কিঞ্চ চিত্তের এক-একটি প্রত্যয় যদি সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ বল তাহা হইলে স্বানুভবের অপলাপ হয় (ঘ)। কিরূপে ?—'যে আমি দেখিয়াছিলাম সেই আমি স্পর্শ করিতেছি', আর 'যে আমি স্পর্শ করিয়াছিলাম সেই আমি দেখিতেছি' এইরূপ অনুভবে প্রত্যয়সকলের ভেদ থাকিলেও 'আমি' এই প্রত্যয়াংশ প্রত্যয়ীর নিকট অভেদরূপে উপস্থিত হয়। এক প্রত্যয়ের বিষয়, অভেদাকার অহম্-প্রত্যয়, অত্যন্ত ভিন্ন চিত্তাংশসকলে বর্তমান থাকিয়া কিরূপে একপ্রত্যয়ীকে আশ্রয় করিতে পারে ? অভেদাকার এই অহংরূপ প্রত্যয় স্বানুভবগ্রাহ্য। প্রত্যক্ষের মাহাত্ম্য প্রমাণান্তরের দ্বারা অভিভূত হয় না, অন্যান্য প্রমাণ প্রত্যক্ষবলেই ব্যবহার লাভ করে। এইহেতু চিত্ত এক এবং অনেক-বিষয়গ্রাহী ও অবস্থিত অর্থাৎ শূন্য নহে কিন্তু এক অভঙ্গ সত্তা।

টীকা। ৩২।(১) একতত্ত্ব অর্থে মিশ্র বলেন ঈশ্বর, ভিক্ষু বলেন স্থূলাদি কোন তত্ত্ব, ভোজরাজ বলেন কোন এক অভিমত তত্ত্ব। বস্তুতঃ এখানে ধ্যেয়পদার্থের কোন নির্দেশ-বিষয়ে বিবক্ষা নাই (ধ্যেয়ের প্রকারসম্বন্ধেই বিবক্ষা), কিন্তু ঈশ্বরাদি যাহাই ধ্যেয় হউক তাহা একতত্ত্ব-রূপে আলম্বন করিতে হইবে। ঈশ্বরাদি ধ্যান নানাভাবে ক্রমশঃ করা যাইতে পারে, যেমন স্তোত্র আবৃত্তিপূর্বক তদর্থ চিন্তা করিলে চিত্ত ঈশ্বর-বিষয়ক নানা আলম্বনে বিচরণ করিতে থাকে। একতত্ত্বালম্বন সেইরূপ নহে। ঈশ্বরসম্বন্ধে যখন কোন একইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে বা ধারণায় চিত্তের স্থিতি হইবে তখন তাদৃশ একরূপ আলম্বনে অবধান করার অভ্যাসই একতত্ত্বাভ্যাস, তাহা বিক্ষেপের বিরোধী সুতরাং তদ্দ্বারা বিক্ষেপ বিদূরিত হয়। অন্যান্য ধ্যেয় সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

একতত্ত্বাভ্যাসের আলম্বনের মধ্যে ঈশ্বর এবং অহংভাব উত্তম। প্রতিক্ষণে উদীয়মান চিত্তবৃত্তি-সকলের 'আমি দ্রষ্টা' এই প্রকার অহংরূপ একালম্বনকে স্মরণ করা অতীব চিত্তপ্রসাদকর। ইহাই শ্রুতির জ্ঞান-আত্মার ধারণা।

শুধু ঈশ্বর বলা উদ্দেশ্য থাকিলে সূত্রকার একতত্ত্ব শব্দ ব্যবহার করিতেন না। আবার ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা অন্তরায় দূর হয় বলা হইয়াছে, সুতরাং একতত্ত্বাভ্যাস তদন্তর্গত উপায়বিশেষ। যাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি সমস্ত শারীর ক্রিয়া হইতে একস্বরূপ চিত্তভাবের স্মরণ হয় তাহাই একতত্ত্ব, সেই ভাব ঈশ্বর অথবা অহংতত্ত্ব-বিষয়ক হওয়াই উত্তম, অন্য-বিষয়কও হইতে পারে। বস্তুতঃ যে

আলম্বন সমষ্টিভূত এক চিত্তভাবস্বরূপ তাহাই একতত্ত্বালম্বন, তাহার অভ্যাসে চিত্ত সহজে উত্তমরূপে স্থিত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস সহ সেই ভাব অভ্যস্ত হইলে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস যাইয়া যোগাঙ্গভূত শ্বাসপ্রশ্বাস হয়, এবং উহা অভ্যস্ত হইলে দুঃখের দ্বারা সহসা অভিভব হয় না। তাহাই সহজ ও সুখকর আলম্বন হয় বলিয়া দৌর্মনস্যও তাড়ান যায়। আর, এক অবস্থা স্থির রাখিতে প্রযত্ন থাকে বলিয়া অঙ্গমেজয়ত্বও কমিতে থাকে, এইরূপে ক্রমশঃ স্থিতি লাভ করিতে করিতে বিক্ষেপ ও বিক্ষেপসহভূসকল অপগত হয়।

৩২। (২) বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে ইহা উপদিষ্ট হইল, কিন্তু ক্ষণিকবিজ্ঞান-বাদীদের মতে ইহার কোন সদর্থ হয় না। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরাও একাগ্র ও বিক্ষিপ্ত চিত্তের কথা বলেন, কিন্তু তাঁহাদের মতানুসারে একাগ্র ও বিক্ষিপ্ত শব্দের তাৎপর্যগ্রহণ ও সঙ্গতি যে হয় না, তাহা ভাষ্যকার দেখাইতেছেন।

(ক) ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ ক্ষণিকবাদ বুঝা উচিত। তন্মতে চিত্ত বা বিজ্ঞান প্রত্যর্থনিয়ত অর্থাৎ প্রতিবিষয়ে উৎপন্ন ও সমাপ্ত হয়। আর তাহা প্রত্যয়মাত্র* বা জ্ঞাতবৃত্তিমাত্র, নিরাধার, ক্ষণিক বা ক্ষণস্থায়ী, যেমন—দশক্ষণ-ব্যাপী ঘটবিজ্ঞান হইলে তাহাতে দশটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটবিজ্ঞান উঠিবে এবং অত্যন্তনাশ প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের মধ্যে পূর্ববিজ্ঞানটি পরবিজ্ঞানের প্রত্যয় বা হেতু। তাহাদের মূল শূন্য অর্থাৎ তাহাদের উভয়ে এমন কোন এক ভাবপদার্থ অন্বিত থাকে না, যে ভাবপদার্থের তাহারা বিকার বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। বৌদ্ধদের গাথা আছে, "সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা উপ্পাদব্যয়ধম্মিনো। উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্‌ঝন্তি তেসং বূপসমো সুখো॥" অর্থাৎ সমস্ত সংস্কার (বিজ্ঞান ব্যতীত সমস্ত সঞ্চিত আধ্যাত্মিক ভাব) অনিত্য, তাহারা উৎপাদ ও লয়ধর্মী। তাহারা উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ বা বিলীন হয়, তাহাদের যে উপশম অর্থাৎ উঠা ও নাশ হওয়ার বিরাম, তাহাই সুখ বা নির্বাণ। শুধু সংস্কার নহে, তৎসহভূ বিজ্ঞানও ঐরূপ। সাংখ্যশাস্ত্র-মতেও চিত্তবৃত্তিসকল পরিণামী বা অনিত্য এবং তাহাদের সম্যক্ নিরোধই কৈবল্য, সুতরাং প্রধানতঃ উভয়বাদে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উভয়বাদের দর্শনে ভেদ আছে। সাংখ্য বলেন, চিত্তের বৃত্তিসকল উৎপত্তিলয়শীল বা সংকোচবিকাশী বটে, কিন্তু বৃত্তিসকল চিত্ত নামক একই পদার্থের বিকার বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। যেমন এক সের মাটির তালকে তুমি প্রতিক্ষণে নানা আকারে পরিণত করিতে পার কিন্তু তাহাদের সব আকারেই এক সের মাটি অন্বিত থাকিবে, অতএব সেই এক সের মাটিরই উহা বিকার, এইরূপ বলা ন্যায্য। ইহাই সৎকার্যবাদের অন্তর্গত পরিণামবাদ। ৩।১৩ (৬)।

বৌদ্ধ বলিবেন তাহা নহে। যেমন প্রদীপে প্রতিক্ষণে নূতন নূতন তৈল দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তথাপি উহা একই প্রদীপ বলিয়া প্রতীত হয়, আ-লয় বিজ্ঞান বা আমিত্বও সেইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষণিকবিজ্ঞানের সন্তান হইলেও এক বলিয়া প্রতীত হয়।

বৌদ্ধদের এই উদাহরণে ন্যায়দোষ আছে। বস্তুতঃ, যাহা আলোক-প্রদান করে ইত্যাদি অর্থে লোকে দীপশিখা শব্দ ব্যবহার করে। একইরূপ আলোক-প্রদান গুণ দেখিয়া লোকে বলে এক দীপশিখা। আলোক-প্রদান গুণ বহু নহে কিন্তু এক। 'প্রতি মুহূর্তে যাহাতে নূতন নূতন তৈল

* বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু। প্রত্যয়মাত্র=পরক্ষণিক বিজ্ঞানের হেতুমাত্র, এইরূপ অর্থও বৌদ্ধের দিক্ হইতে সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে প্রত্যয় অর্থে জ্ঞানবৃত্তি।

দগ্ধ হয় তাহা দীপশিখা' এ অর্থে কেহ দীপশিখা শব্দ ব্যবহার করে না। যদি কেহ করে তবে সে পূর্ব ও পরের দীপশিখা এক এইরূপ মনে করে না।

গঙ্গাজল অর্থে যেমন গঙ্গার খাতে যে জল থাকে তাহা, কোন নির্দিষ্ট এক জলকে কেহ গঙ্গাজল বলে না, দীপশিখাও তদ্রূপ। বলিতে পার নিবাতস্থিত হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য দীপশিখাকে এক বলিয়াই প্রতীতি বা ভ্রান্তি হয়। হইতে পারে; কিন্তু তাহা কেন হয়?—প্রতি মুহূর্তে শিখায় যে তৈল আসে তাহা পূর্ব তৈলের সমধর্মক বলিয়া।

ইহা হইতে এই নিয়ম সিদ্ধ হয় যে, একাকার বহুদ্রব্য অলক্ষিতভাবে একে একে আমাদের গোচর হইলে তাহা এক বলিয়া ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা পরিণামবাদ নিরস্ত হয় না। একাকার অনেক দ্রব্য থাকিলে এবং প্রকারবিশেষে বোধগম্য হইলে তবে ঐরূপ প্রতীতি হইবে, কিন্তু সেই একাকার বহুদ্রব্য হয় কেমন করিয়া, তাহা সৎকার্যবাদ দেখায়। দীপশিখার উদাহরণ পূর্বোক্ত মৃৎপিণ্ডের উদাহরণের বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু পৃথক্ কথা; তাই একের দ্বারা অন্যের বাধ হয় না।

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরা ন্যায্য প্রথায় দেখাইতে পারেন না কেমন করিয়া বহু আ-লয় বিজ্ঞান হয়। পূর্ব প্রত্যয় বা হেতুভূত বিজ্ঞান হইতে উত্তর কার্যভূত বিজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহাতে ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীরা অতি অন্যায্য উত্তর দেন। প্রত্যয়ভূত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ শূন্য বা নাশ হইয়া গেল, আর অভাব হইতে এক বিজ্ঞানরূপ ভাবপদার্থ উৎপন্ন হইল—ক্ষণিকবাদীদের এই মত নিতান্ত অন্যায্য। অসৎ হইতে সৎ হওয়া অথবা সতের অসৎ হইয়া যাওয়া ন্যায্য মানবচিন্তার বিষয় নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও বলেন ex nihilo nihil fit অর্থাৎ অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে না। (বৈজ্ঞানিকদের Conservation of energy-বাদও সৎকার্যবাদের ছায়া)।

আর, অসৎ হইতে সৎ হওয়া অথবা সতের অসৎ হওয়ার উদাহরণ জগতে নাই। সমস্ত কার্যেরই উপাদান ও হেতু বা নিমিত্ত (বৌদ্ধের 'পচ্চয়') এই দুই কারণ থাকা চাই। পূর্ববিজ্ঞান উত্তরবিজ্ঞানের নিমিত্ত হইতে পারে, কিন্তু উত্তরবিজ্ঞানের উপাদান কি? আর পূর্ববিজ্ঞানের উপাদানই বা কোথায় যায়? এতদুত্তরে বৌদ্ধ বলেন, পূর্ববিজ্ঞান 'শূন্য' হইয়া যায়; আর উত্তর-বিজ্ঞান 'শূন্য' হইতে হয়। শূন্য-অর্থে যদি সাক্ষাৎ অজ্ঞেয় কোন সত্তা হয়, তবে উহা ন্যায্য এবং সাংখ্যেরই অনুগত।

সাংখ্য বলেন, সমস্ত ব্যক্ত ভাবের মূল উপাদান অব্যক্ত অর্থাৎ ব্যক্তরূপে ধারণার অযোগ্য এক সত্তা। সাংখ্যেরা বাহ্য ও অধ্যাত্মভূত পদার্থের মধ্যে কার্য ও কারণের পরম্পরাক্রমে বুদ্ধিতত্ত্ব বা অহংমাত্র-বোধ নামক সর্বোচ্চ ব্যক্ত কারণ স্থির করেন, তাহার উপাদান অব্যক্ত।

বৌদ্ধের বিজ্ঞানের ভিতর সাংখ্যের বুদ্ধ্যাদি তত্ত্বও আছে সুতরাং সেই বিজ্ঞানের কারণ 'শূন্য' নামক সত্তা বলিলে সাংখ্যেরই অনুগত কথা বলা হয়। 'দধির কারণ দুগ্ধ, দুগ্ধের কারণ গো' এইরূপ বলা এবং 'গোরসের কারণ গো' এইরূপ বলা যেমন অবিরুদ্ধ, সেইরূপ। তবে বিজ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞাতাকে ধরিয়া সেই বিজ্ঞানেরই অব্যক্ততা প্রতিপাদন করা সর্বথা অন্যায্য।

সাংখ্যযোগীর শিষ্য বুদ্ধদেব সম্ভবতঃ 'শূন্য' শব্দ সত্তা-বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার ধর্ম দার্শনিক বিচার হইতে কতক পরিমাণে মুক্ত, সুতরাং জনসাধারণ্যে বহুল প্রচারযোগ্য হইয়াছিল। এখনও এইরূপ বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা শূন্যকে অভাবমাত্র মনে করেন না কিন্তু সত্তাবিশেষ বলেন। শিকাগোর ধর্মসভায় জাপানী বৌদ্ধগণ স্বমতোল্লেখকালে

বলিয়াছিলেন যে বিজ্ঞানের এক 'essence' বা মূল আছে। বাহ্য বৌদ্ধদেরও অনেকে 'শূন্য'কে নির্বাণ-ধাতু নামক এক সত্তা বলেন। বস্তুতঃ 'শূন্য' শব্দ অস্পষ্টার্থ।

কিন্তু ভারতে প্রাচীনকালে* এইরূপ বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রসারলাভ করিয়াছিল যাহারা 'শূন্য'কে অভাবমাত্র বলিত; তাহাদের মত যে সম্পূর্ণ অযুক্ত তাহা ভাষ্যকার নিম্নলিখিত প্রকারে যুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছেন—

(খ) চিত্তকে ক্ষণস্থায়ী পদার্থমাত্র বলিলে ক্ষণিকবাদীরা যে বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আদি চিত্তাবস্থার বিষয় বলেন, তাহার কোন প্রকৃত অর্থসঙ্গতি হয় না। কারণ প্রত্যেক চিত্ত যদি বিভিন্ন ও ক্ষণস্থায়ীমাত্র হয়, তবে তাহা সবই একাগ্র, যেহেতু ক্ষণস্থায়ী এক-একটি চিত্তে ত এক-একটি করিয়াই আলম্বন থাকে।

যদি বল সমানাকার বিজ্ঞানের প্রবাহকেই একাগ্র-চিত্ত বলি, তাহাও নিরর্থক। কারণ সেই একাগ্রতা কোন্ চিত্তের ধর্ম ? প্রত্যেক চিত্তেরই যখন পৃথক্ সত্তা, তখন প্রবাহ-চিত্ত নামে এক সত্তা হইতে পারে না, অতএব একাগ্রতা 'প্রবাহ-চিত্তের ধর্ম' এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। আর, প্রত্যেক চিত্ত যখন পৃথক্ পৃথক্ তখন চিত্তের সদৃশ আলম্বনই হউক, আর বিসদৃশ আলম্বনই হউক, সমস্ত চিত্তই একাগ্র হইবে, বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া কিছু থাকিবে না।

(গ) আর, প্রত্যয়সকল পৃথক্ ও অসম্বদ্ধ হইলে এক প্রত্যয়ের দৃষ্ট বিষয়ের বা কৃত কর্মের অপর প্রত্যয় স্মর্তা বা ফলভোক্তা হইতে পারে না। এ বিষয়ে ক্ষণিকবাদীরা উত্তর দিবেন যে বিজ্ঞান সংস্কার-সংজ্ঞাদি-সম্প্রযুক্ত হইয়া উদিত হয়, আর, পূর্বক্ষণিক বিজ্ঞান উত্তরক্ষণিক বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া উত্তরবিজ্ঞান পূর্ববিজ্ঞানের কতক সদৃশ সংস্কারাদি-সম্প্রযুক্ত হইয়া উদিত হয়। স্মৃতি ও কর্ম (চেতনা-বিশেষ) বৌদ্ধমতে সংস্কার। তজ্জন্য উত্তরবিজ্ঞানে পূর্ববিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত স্মৃত্যাদি অনুভূত হয়। কিন্তু ইহাতে পূর্ববিজ্ঞান হইতে উত্তরবিজ্ঞানে কোন সত্তা যায়, এইরূপ স্বীকার করা অপরিহার্য হয়, কিন্তু ক্ষণিকবাদে পূর্ববিজ্ঞানের সমস্তই নাশ বা অভাব হয়। অতএব প্রত্যয়-সকল একই মৌলিক চিত্তপদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম এই সাংখ্যীয় দর্শনই যুক্তিযুক্ত হইতেছে।

(ঘ) ঈদৃশ দর্শনের অনুকূল আর এক যুক্তি এই—'যে আমি দেখিয়াছিলাম সেই আমি স্পর্শ করিতেছি', 'যে আমি স্পর্শ করিয়াছিলাম সেই আমি দেখিতেছি' এইরূপ প্রত্যয়ে বা প্রত্যভিজ্ঞায় 'আমি' এই প্রত্যয়াংশ আমাদের এক বলিয়া অনুভব হয় (৩।১৪)।

ক্ষণিকবাদীরা বলিবেন, উহা 'একই দীপশিখা' এইরূপ জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্ত একত্বজ্ঞান। কিন্তু উহা যে দীপশিখার ন্যায় এইরূপ কল্পনা করিবার হেতু কি ? ক্ষণিকবাদীরা কেবল উপমা দেন কিন্তু কোন যুক্তি দেন না। প্রত্যুত 'শূন্য' অর্থে অভাব ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ কল্পনা করেন। অথবা 'যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক' এই অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞাকে ভিত্তি বা হেতু করিয়া— 'আমিত্ব সৎ' অতএব তাহা ক্ষণিক, এইরূপ অযুক্ত উপনয় ও বিনিগমনা করেন। কিন্তু এইরূপ

* কথাবত্থু নামক পালি গ্রন্থ, যাহা অশোকের সময়ে রচিত, তাহাতে আছে যে, সে সময়ে বৌদ্ধদের মধ্যে বহু প্রকার বিভিন্নবাদী ছিল। মোগ্‌গলী-পুত্র তিস্‌স পাটলীপুত্রে (পাটনায়) অশোকের সভায় খৃঃ পূঃ ৩০০ শতাব্দীর মধ্যভাগে কথাবত্থু রচনা করেন। তাহাতে তিস্‌স ২৫০টি বিভিন্ন ভ্রান্ত বৌদ্ধমত নিরসন করিয়াছেন (*vide* Dialogues of the Buddha, by T. W. Rhys Davids, Preface X-XI)।

কল্পনায় প্রত্যক্ষ একত্বানুভব বাধিত হয় না, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্বাপেক্ষা বলবৎ। আধুনিক কোন কোন বেদান্তবাদীও সত্তের অভাব হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া মায়াবাদ বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, 'যে ঘটটা ভাঙ্গিয়া গেল তাহা ত একেবারেই নাশ-প্রাপ্ত হইল' অতএব এইরূপ স্থলে সত্তের নাশ স্বীকার্য। ইহা কেবল বাক্যময় যুক্ত্যাভাসমাত্র। বস্তুতঃ যে ঘট-নাম জানে না, সে যদি এক ঘট দেখিতে থাকে, এবং তৎকালে যদি ঘট কেহ ভাঙ্গিয়া দেয় তবে সে কি দেখিবে ? সে দেখিবে যে খাপরাসকল (ঘটাবয়ব) পূর্বে এক স্থানে ছিল পরে অন্য স্থানে রহিল। পরন্তু কোন সৎ পদার্থের অভাব তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে না।

৩২। (৩) 'গোময়-পায়সীয়' ন্যায়। ইহা এক প্রকার ন্যায়াভাস বা দুষ্ট ন্যায়। তাহা যথা—গোময়ই পায়স (বা পয়ঃ); কারণ গোময় গব্য (গোজাত), এবং পায়সও গব্য ; অতএব উভয়ে একই দ্রব্য। এইরূপ 'ন্যায়ে'-ই শেষে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের সঙ্গতি হইতে পারে।

ভাষ্যম্। যস্যেদং শাস্ত্রেণ পরিকর্ম নির্দিশ্যতে তৎ কথম্ ?—

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

তত্র সর্বপ্রাণিষু সুখসম্ভোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ, দুঃখিতেষু করুণাং, পুণ্যাত্মকেষু মুদিতাম্, অপুণ্যাত্মকেষু উপেক্ষাম্। এবমস্য ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্ম উপজায়তে, ততশ্চ চিত্তং প্রসীদতি, প্রসন্নমেকাগ্রং স্থিতিপদং লভতে ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শাস্ত্রে চিত্তের যে পরিকার-প্রণালী (নির্মল করিবার উপায়) কথিত আছে তাহা কিরূপ ?—

৩৩। সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও অপুণ্যবান্ প্রাণীতে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। স্ব

তাহার মধ্যে সুখসম্ভোগযুক্ত সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রীভাবনা করিবে, দুঃখিত প্রাণীতে করুণা, পুণ্যাত্মাতে মুদিতা এবং অপুণ্যাত্মাতে উপেক্ষা করিবে। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে শুক্লধর্ম উৎপন্ন হয়, তাহাতে চিত্ত প্রসন্ন (নির্মল) হয় ; প্রসন্নচিত্ত একাগ্র হইয়া স্থিতিপদ লাভ করে (১)।

টীকা। ৩৩। (১) যাহাদের সুখে আমাদের স্বার্থ নাই বা স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, তাহাদের সুখ দেখিলে বা ভাবিলে সাধারণ মানুষের চিত্ত প্রায়ই ঈর্ষাদিযুক্ত হয়। সেইরূপ শত্রু-আদির দুঃখ দেখিলে নিষ্ঠুর হর্ষ হয়। যে স্বদলভুক্ত নহে অথচ পুণ্যকারী, তাদৃশ ব্যক্তির প্রতিপত্তি প্রভৃতি দেখিলে বা চিন্তা করিলে অসূয়া ও অমুদিত ভাব হয়। আর, অপুণ্যকারীদের প্রতি (স্বার্থ না থাকিলে) অমর্ষ বা ক্রুদ্ধ ও পৈশুন্যযুক্ত ভাব হয়। এই প্রকার ঈর্ষা, নিষ্ঠুর হর্ষ, অমুদিতা ও ক্রুদ্ধপিশুন-ভাব মনুষ্যের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া সমাহিত হইতে দেয় না। তজ্জন্য মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা চিত্তকে প্রসন্ন বা বাজস মলশূন্য ও সুখী করিলে তাহা একাগ্র হইয়া স্থিতি লাভ করে। আরম্ভক হইলে সাধক ইহার ভাবনা করিবেন।

মিত্রের সুখ হইলে তোমার মনে যেরূপ সুখ হয়, তাহা প্রথমে স্মরণারূঢ় করিবে। পরে যে যে লোকের (শত্রু অপকারক আদির) সুখে তোমার ঈর্ষা, দ্বেষ হয়, তাহাদের সুখে 'আমি মিত্রের সুখের মত সুখী' এইরূপ ভাবনা করিবে। "সুখং মিত্রাণি চোয়ান্তর্বিবর্ধতু সুখঞ্চ বঃ" (হে মিত্রগণ! তোমরা সুখে থাক, তোমাদের সুখ বর্ধিত হউক) এই বাক্যের দ্বারা উক্তরূপ ভাবনা করা সুকর। শত্রু আদি যাহাদের দুঃখে তোমার নিষ্ঠুর হর্ষ হয়, তাহাদের দুঃখ চিন্তা করিয়া প্রিয়জনের দুঃখে যেরূপ করুণা-ভাব হয়, তাহা দুঃখীদের প্রতি প্রযোগ করিয়া করুণা ভাবনা করিতে অভ্যাস করিবে।

সধর্মী-বিধর্মী যে-কোন ব্যক্তি পুণ্যবান্ হউক না, তাহাদের পুণ্যাচরণ চিন্তাপূর্বক নিজের বা সধর্মীদের পুণ্যাচরণে মনে যেরূপ মুদিত ভাব হয়, তাহা তাহাদের প্রতিও চিন্তা করিবে। পরের দোষ (অপুণ্য) গ্রাহ্য না করাই উপেক্ষা। ইহা ভাবনা নহে, কিন্তু অমর্ষাদি ভাব মনে না আনা (৩।২৩ দ্রষ্টব্য)। এই চারি সাধনকে বৌদ্ধেরা ব্রহ্মবিহার বলেন এবং বলেন যে ইহার দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন হয় ও বুদ্ধের পূর্ব হইতেই ইহারা ছিল।

প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যম্। কৌষ্ঠ্যস্য বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রযত্নবিশেষাদ্ বমনং প্রচ্ছর্দনম্, বিধারণং প্রাণায়ামঃ। তাভ্যাং বা মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। প্রাণের প্রচ্ছর্দন এবং বিধারণের দ্বারাও চিত্ত স্থিতি লাভ করে ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—অভ্যন্তরের বায়ুকে নাসিকাপুটদ্বয়দ্বারা প্রযত্নবিশেষের সহিত বমন করা প্রচ্ছর্দন (১)। বিধারণ—প্রাণায়াম বা প্রাণকে সংযত করিয়া রাখা। ইহাদের দ্বারাও মনের স্থিতি সম্পাদন করা যাইতে পারে।

টীকা। ৩৪। (১) চিত্তের স্থিতির জন্য চিত্তের বন্ধন আবশ্যক, সুতরাং চিত্তবন্ধনের চেষ্টা না করিয়া শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া অভ্যাস করিলে কখনও চিত্ত স্থিতিলাভ করিবে না। তজ্জন্য ধ্যান-সহকারে প্রাণায়াম না করিলে চিত্ত স্থির না হইয়া অধিকতর চঞ্চল হয়। মহাভারতে আছে, "যত্যদৃশ্যতি মুঞ্চন্ বৈ প্রাণান্মৈথিলসত্তম। বাতাধিক্যং ভবত্যেব তস্মাত্তং ন সমাচরেৎ ॥" (মোক্ষধর্ম) অর্থাৎ না দেখিয়া বা ধ্যানশূন্য প্রাণায়াম করিলে বাতাধিক্য বা চিত্তচাঞ্চল্য হয়, অতএব হে মৈথিল-সত্তম! তাহার অনুষ্ঠান করা উচিত নহে। সুতরাং প্রত্যেক প্রাণায়ামে শ্বাসের সঙ্গে চিত্তকেও ভাববিশেষে একাগ্র করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন, "শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ"—প্রাণকে শূন্যভাবে যুক্ত করিবে, অর্থাৎ রেচন-আদিকালে যেন মন শূন্যবৎ বা নিঃসংকল্প থাকে এইরূপ ভাবনা করিবে, তাদৃশ ভাবনাসহ রেচনাদি করিলেই চিত্ত স্থিতিলাভ করে, নচেৎ নহে।

যে প্রযত্নবিশেষের দ্বারা রেচন হয়, তাহা ত্রিবিধ। প্রথমতঃ—প্রশ্বাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া করিবার বা ধীরে ধীরে করিবার প্রযত্ন। দ্বিতীয়তঃ—তৎকালে শরীরকে স্থির ও শিথিল রাখিবার প্রযত্ন। তৃতীয়তঃ—তৎসহ মনকে শূন্যবৎ বা নিঃসংকল্প রাখিবার প্রযত্ন। এইরূপ প্রযত্নবিশেষ-সহ রেচন বা প্রচ্ছর্দন করিতে হয়।

পরে রেচিত হইলে বায়ু গ্রহণ না করিয়া যথাসাধ্য সেইরূপ স্থির শূন্যবৎ মনোভাবে অবস্থান করাই বিধারণ। এই প্রণালীতে পূরণের কোন বিশেষ প্রযত্ন নাই, সহজ ভাবেই পূরণ করিতে হয়, কিন্তু সে সময়েও যেন মন শূন্যবৎ স্থির থাকে তাহা দেখিতে হয়।

শরীর হইতে আত্মবোধ উঠিয়া গিয়া হৃদয়স্থ আত্মানুভব সেই নিঃসংকল্প বাক্যহীন বা একতান প্রণবাগ্র অবস্থায় যাইয়া স্থিত হইতেছে—এইরূপ ভাবনা রেচন-কালেই হয়, পূরণে হয় না, তাই পূরণের কথা বলা হয় নাই। প্রচ্ছর্দনে ও বিধারণে শরীরের মর্ম শিথিল হইয়া নিঃসংকল্প ও নিষ্ক্রিয় মনে স্থিতি করার ভাব সাধিত হয়, পূরণে তাহা হয় না।

এই প্রণালী অভ্যাস করিতে হইলে, প্রথমে দীর্ঘ প্রশ্বাস (উপরি উক্ত প্রযত্নসহকারে) করিতে হয়। সমস্ত শরীর ও বক্ষ স্থির রাখিয়া কেবল উদর চালনা করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। কিছুকাল উত্তমরূপে ইহা অভ্যাস করিলে, সর্বশরীরব্যাপী সুখময়বোধ বা লঘুতাবোধ হয়, সেই বোধসহকারেই ইহা অভ্যস্য। ইহা অভ্যস্ত হইলে. পরে প্রত্যেক প্রশ্বাসের বা রেচনের পর বিধারণ না করিয়া মধ্যে মধ্যে করা যাইতে পারে, তাহাতে অধিক শ্রমবোধ হয় না। ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা প্রত্যেক রেচনের পর বিধারণ করা সহজ হয়।

যাহাতে রেচনে ও বিধারণে স্বতন্ত্র প্রযত্ন না হয়, যাহাতে উভয়ে একত্র মিলাইয়া যায়, তাহাই এই অভ্যাসের কৌশল। প্রচ্ছর্দনকালে কোষ্ঠস্থ সমস্ত বায়ু রেচন না করিলেও হয়, কিছু বায়ু থাকিতে থাকিতে রেচন সূক্ষ্ম করিয়া বিধারণে মিলাইয়া দিতে হয়। সাবধানে তাহা আয়ত্ত করিয়া, যাহাতে প্রচ্ছর্দন ও বিধারণ এই উভয় প্রযত্নে (এবং সহজতঃ বা অনতিবেগে পূরণ-কালে) শরীর ও মনের স্থির-শূন্যবৎ ভাব থাকে, তাহা সাবধানে লক্ষ্য করিতে হয়। অভ্যাসের দ্বারা যখন ইহা দীর্ঘকাল অবিচ্ছেদে করিতে পারা যায় এবং যখন ইচ্ছা তখনই করিতে পারা যায়, তখন চিত্ত স্থিতিলাভ করে, অর্থাৎ তাহাই এক প্রকার স্থিতি এবং তৎপূর্বক সমাধিসিদ্ধ হইতে পারে। শ্বাসের সহিত এক-প্রযত্নে বিক্ষিপ্ত চিত্তও সহজে আধ্যাত্মিক প্রদেশে বদ্ধ হয়, তজ্জন্য ইহা অন্যতম প্রকৃষ্ট স্থিত্যুপায়। এইরূপ প্রাণায়াম নিরন্তর অভ্যাস করা যায় বলিয়া ইহা স্থিতির জন্য উপযোগী।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যম্। নাসিকাগ্রে ধারয়তোঽস্য যা দিব্যগন্ধসংবিৎ সা গন্ধপ্রবৃত্তিঃ, জিহ্বাগ্রে দিব্যরসসংবিৎ, তালুনি রূপসংবিৎ, জিহ্বামধ্যে স্পর্শসংবিৎ, জিহ্বামূলে শব্দ-সংবিদিত্যেতাঃ প্রবৃত্তয় উৎপন্নাশ্চিত্তং স্থিতৌ নিবধ্নন্তি, সংশয়ং বিধমন্তি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াঞ্চ দ্বারীভবন্তীতি। এতেন চন্দ্রাদিত্যগ্রহমণিপ্রদীপরত্নাদিষু প্রবৃত্তিরুৎপন্না বিষয়বত্যেব বেদিতব্যা। যদ্যপি হি তত্তচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্যোপদেশৈরবগতমর্থতত্ত্বং সদ্ভূতমেব ভবতি এতেষাং যথাভূতার্থ প্রতিপাদনসামর্থ্যাৎ তথাপি যাবদেকদেশোঽপি কশ্চিন্ন স্বকরণ-সংবেদ্যো ভবতি তাবৎ সর্বং পরোক্ষমিব অপবর্গাদিষু সূক্ষ্মেষ্বর্থেষু ন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎ-

পাদয়তি। তস্মাচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্যোপদেশোপোদ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রত্যক্ষী-কর্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈকদেশস্য প্রত্যক্ষত্বে সতি সর্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আ অপবর্গাৎ সুশ্রদ্ধীয়তে, এতদর্থমেব ইদং চিত্তপরিকর্ম নির্দিশ্যতে। অনিয়তাসু বৃত্তিষু তদ্বিষয়ায়াং বশীকারসংজ্ঞায়ামুপজাতায়াং চিত্তং সমর্থং স্যাৎ তস্য তস্যার্থস্য প্রত্যক্ষীকরণায়েতি, তথা চ সতি শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধয়োঽস্যাপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি ॥ ৩৫ ॥

৩৫। বিষয়বতী (১) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও মনের স্থিতিনিবন্ধনী হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—নাসিকাগ্রে চিত্তধারণা করিলে যে দিব্যগন্ধসংবিদ্ (হ্লাদযুক্ত জ্ঞান) হয়, তাহা গন্ধপ্রবৃত্তি। (সেইরূপ) জিহ্বাগ্রে ধারণা করিলে দিব্যরসসংবিদ্, তালুতে রূপসংবিদ্, জিহ্বার ভিতরে স্পর্শসংবিদ্ ও জিহ্বামূলে শব্দসংবিদ্ হয়। এই প্রবৃত্তি- (প্রকৃষ্টা বৃত্তি) সকল উৎপন্ন হইয়া স্থিতিতে চিত্তকে দৃঢ়বদ্ধ করে, সংশয় অপসারিত করে, আর ইহারা সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারস্বরূপ হয়। ইহার দ্বারা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, মণি, প্রদীপ, রত্ন প্রভৃতিতে উৎপন্না প্রবৃত্তিকেও বিষয়বতী বলিয়া জানা যায়। শাস্ত্রের, অনুমানের ও আচার্যোপদেশের যথাভূত-বিষয়ক জ্ঞানোৎপাদনের সামর্থ্য থাকা হেতু যদিও তাহাদের দ্বারা পারমার্থিক অর্থতত্ত্বের অবগতি হয়, তথাপি যতদিন পর্যন্ত উক্ত উপায়ে অবগত কোন একটি বিষয় নিজের ইন্দ্রিয়গোচর না হয়, ততদিন সমস্ত পরোক্ষের ন্যায় (অদৃষ্ট, কাল্পনিকের মত) বোধ হয়, (কিঞ্চ) মোক্ষাবস্থা প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃঢ় বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না। সে-কারণ, শাস্ত্র, অনুমান ও আচার্য হইতে প্রাপ্ত উপদেশের সংশয়-নিবারণের জন্য কোন বিশেষ বিষয় প্রত্যক্ষ করা অবশ্যকর্তব্য। শাস্ত্রাদ্যুপদিষ্ট বিষয়ের একাংশ প্রত্যক্ষ হইলে তখন কৈবল্য পর্যন্ত সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে শ্রদ্ধাতিশয় হয়, এইজন্য এই প্রকার চিত্তপরিকর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। অব্যবস্থিত বৃত্তিসকলের মধ্যে দিব্যগন্ধাদি প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে (ও সাধারণ গন্ধাদির দোষাবধারণ হইলে) গন্ধাদি বিষয়ে যোগীর বশীকাররূপ সংজ্ঞা বা বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া সেই সেই (গন্ধাদি) বিষয়ের সম্যক্ প্রত্যক্ষী-করণে (সম্প্রজ্ঞানে) চিত্ত সমর্থ (উপযোগী) হয়। তাহা হইলে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি—ইহারা সাধকের চিত্তে প্রতিবন্ধশূন্যভাবে উৎপন্ন হয়।

টীকা। ৩৫। (১) বিষয়বতী = শব্দস্পর্শাদি বিষয়বতী। প্রবৃত্তি = প্রকৃষ্টা বৃত্তি, অর্থাৎ (দিব্য) শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষস্বরূপা সূক্ষ্মা বৃত্তি। নাসাগ্রে ধারণা করিলে শ্বাসবায়ুর মধ্যেই যে অননুভূতপূর্ব এক প্রকার সুগন্ধ বোধ হয় তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

তালুর উপরেই আক্ষিক স্নায়ু (optic nerve)। জিহ্বাতে স্পর্শজ্ঞানের অতি প্রস্ফুটভাব। আর জিহ্বামূল বাক্যোচ্চারণ সম্বন্ধে কর্ণের সহিত সম্বন্ধ। অতএব এই এই স্থানে ধারণা করিলে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম শক্তি প্রকটিত হয়।

চন্দ্রাদিকে স্থির নেত্রে নিরীক্ষণপূর্বক চক্ষু মুদ্রিত করিলেও যথাবৎ তত্তৎ রূপের জ্ঞান হইতে থাকে, তাহা ধ্যান করিতে করিতে তত্তৎ-রূপা প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। তাহারাও বিষয়বতী, কারণ, তাহারা রূপাদির অন্তর্গত। বৌদ্ধেরা এইরূপ প্রবৃত্তিকে কসিণ বলেন। জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি ভেদে তাঁহারা দশ কসিণের উল্লেখ করেন; কিন্তু সমস্তই বস্তুতঃ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের অন্তর্গত।

দুই-এক দিন অনবরত ধ্যান না করিলে ইহাতে ফললাভ হয় না। কিছুদিন অল্পে অল্পে অভ্যাস করিয়া পরে কিছু দিনের জন্য কোন চিন্তা বা উপসর্গ না ঘটে এইরূপ অবস্থায় অবস্থিত

হইয়া দুই-তিন দিবস অল্পাহারে বা উপবাস করিয়া উক্ত নাসাগ্রাদি-প্রদেশে ধ্যান করিলে বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়।

এইরূপ সাক্ষাৎকার হইলে যে যোগে দৃঢ় শ্রদ্ধা হয় ও পার্থিব শব্দাদিতে বৈরাগ্য হয়, তাহা ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। এ বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে, "পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।" উহার ভাষ্যে আছে, "জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পুরা। গন্ধবত্যপরা প্রোক্তা চতস্রস্তু প্রবৃত্তয়ঃ॥ আসাং যোগপ্রবৃত্তীনাং যদ্যেকাপি প্রবর্ততে। প্রবৃত্ত-যোগং তং প্রাহুর্যোগিনো যোগচিন্তকাঃ॥" ইহার অর্থ ('ভাস্বতী' ১।৩৫ সূত্রের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য)।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যম্। প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনীত্যনুবর্ততে। হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারয়তো যা বুদ্ধিসংবিৎ। বুদ্ধিসত্ত্বং হি ভাস্বরমাকাশকল্পং, তত্র স্থিতিবৈশারদ্যাৎ প্রবৃত্তিঃ সূর্যেন্দুগ্রহমণিপ্রভারূপাকারেণ বিকল্পতে। তথাঽস্মিতায়াং সমাপন্নং চিত্তং নিস্তরঙ্গ-মহোদধিকল্পং শান্তমনন্তমস্মিতামাত্রং ভবতি, যত্রেদমুক্তম্, "তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যা-ঽস্মীত্যেবং তাবৎ সম্প্রজানীতে" ইতি। এষা দ্বয়ী বিশোকা, বিষয়বতী অস্মিতামাত্রা চ প্রবৃত্তির্জ্যোতিষ্মতীত্যুচ্যতে, যয়া যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইতি॥ ৩৬॥

৩৬। বিশোকা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিও (১) চিত্তের স্থিতি সাধন করে॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব সূত্রোক্ত "প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া মনের স্থিতিনিবন্ধনী হয়" ইহা এই সূত্রেও প্রযোজ্য। হৃদয়-পুণ্ডরীকে ধারণা করিলে বুদ্ধিসংবিদ্ হয়। বুদ্ধিসত্ত্ব জ্যোতির্ময় আকাশকল্প, তাহাতে বিশারদী স্থিতির নাম প্রবৃত্তি, তাহা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও মণির প্রভারূপের সাদৃশ্যে বহুবিধ হইতে পারে। সেইরূপ অস্মিতাতে (২) সমাপন্ন চিত্ত নিস্তরঙ্গ মহাসাগরের ন্যায় শান্ত, অনন্ত, অস্মিতামাত্র হয়। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, "সেই অণুমাত্র আত্মাকে অনুবেদনপূর্বক সাধক 'আমি' এই মাত্র ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি করে।" এই বিশোকা প্রবৃত্তি দ্বিবিধা—বিষয়বতী ও অস্মিতামাত্রা। ইহাদিগকে জ্যোতিষ্মতী বলা যায়, ইহাদের দ্বারা যোগীর চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে।

টীকা। ৩৬।(১) বিশোকা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির অর্থ পূর্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে। পরম সুখময় সাত্ত্বিকভাব অভ্যস্ত হইয়া তাহার দ্বারা চিত্ত অবসিক্ত থাকে বলিয়া ইহার নাম বিশোকা। আর সাত্ত্বিক প্রকাশের বা জ্ঞানালোকের আতিশয্য হেতু ইহার নাম জ্যোতিষ্মতী। জ্যোতি এখানে তেজ নহে, কিন্তু সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ের প্রকাশকারী জ্ঞানালোক। সূত্রকার অন্যত্র (৩।২৫ সূত্রে) ঈদৃশী প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্ত্যালোক বলিয়াছেন। তবে জ্যোতিঃপদার্থের সহিত এই ধ্যানের কিছু সম্বন্ধ আছে তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

৩৬।(২) হৃদয়-পুণ্ডরীক [১।২৮ (১) দ্রষ্টব্য] বা ব্রহ্মবেশ্মের মধ্যে শুভ্র আকাশকল্প (বাধাহীন) জ্যোতি ভাবনাপূর্বক বুদ্ধিসত্ত্বে ক্রমশঃ উপনীত হইতে হয়। বুদ্ধিসত্ত্ব গ্রাহ্যপদার্থ নহে, কিন্তু গ্রহণপদার্থ, তজ্জন্য অবশ্য শুধু আকাশকল্প জ্যোতি ভাবিলে বুদ্ধিসত্ত্বের ভাবনা হয় না। গ্রহণ-

তত্ত্ব ধারণা করিতে গেলে গ্রাহ্যের এক অস্পষ্ট ছায়া প্রথম প্রথম তৎসহ ধারণা হয়। আভ্যন্তরিক শ্বেত হার্দজ্যোতিই সাধারণতঃ অস্মিতার ধ্যানের সহিত গ্রাহ্যকোটিতে উদিত থাকে। গ্রহণে চিত্ত সম্যক্ স্থির না হইলে তাহা একবার সেই জ্যোতিতে ও একবার আত্মস্মৃতিতে বিচরণ করে। এই জ্যোতি তাই অস্মিতার কাল্পনিক স্বরূপ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সূর্য-চন্দ্রাদির রূপও ঐরূপে অস্মিতার কাল্পনিক স্বরূপ হয়। শ্রুতি বলেন, "অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ।" (শ্বেতাশ্বতর)। "নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্। এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥" (শ্বেতাশ্বতর)।

রূপ-জ্ঞানের ন্যায় স্পর্শ-স্বাদাদি-জ্ঞানও অস্মিতাধ্যানের বিকল্পক হইতে পারে। ধ্যানবিশেষে মর্মস্থানে (প্রধানতঃ হৃদয়ে) যে সুখময় স্পর্শবোধ হয়, তাহাই আলম্বন করিয়া সেই সুখের বোদ্ধা অস্মিতায় যাওয়া যাইতে পারে।

এই ধ্যানের স্বরূপ যথা, 'হৃদয়ে অনন্তবৎ, আকাশকল্প বা স্বচ্ছ জ্যোতি ভাবনাপূর্বক তাহাতে আত্মভাবনা করিবে।' অর্থাৎ তাহাতে ওতপ্রোতভাবে 'আমি' ব্যাপিয়া আছি এইরূপ ভাবনা করিবে। এইরূপ ভাবনায় অনির্বচনীয় সুখলাভ হয়।

স্বচ্ছ, আলোকময়, হৃদয় হইতে যেন অনন্ত প্রসারিত, এই আমিত্ব-ভাবের নাম বিষয়বতী জ্যোতিষ্মতী। ইহা স্বরূপ-বুদ্ধি বা অস্মিতামাত্র নহে, কিন্তু ইহা বৈকারিক-বুদ্ধি, কারণ, স্বরূপ-বুদ্ধি গ্রহণ, ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রহণ নহে। ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশিত হয়। যে-বিষয় জানিতে হইবে তাহাতে যোগীরা এই হৃদ্গত সাত্ত্বিক আলোক ন্যস্ত করিয়া প্রজ্ঞা লাভ করেন। অতএব এই প্রকার ধ্যানে বিশুদ্ধ গ্রহণ মুখ্য নহে, কিন্তু বিষয়বিশেষই মুখ্য। অস্মিতামাত্র-বিষয়ক যে বিশোকা প্রবৃত্তি তাহাতেই গ্রহণ মুখ্য অর্থাৎ তাহা স্বরূপ-বুদ্ধি-তত্ত্বের সমাপত্তি।

উপরি উক্ত হৃদয়কেন্দ্রব্যাপী আমিত্বরূপ বিষয়বতী ধ্যান আয়ত্ত হইলে, ব্যাপী বিষয়ভাবকে লক্ষ্য না করিয়া আমিত্বমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান করিলে অস্মিতামাত্রের উপলব্ধি হয়। তাহাতে ব্যাপিত্বভাব অভিভূত বা অলক্ষ্য হইয়া সেই ব্যাপিত্বের বোধরূপ ভাব বা সত্ত্বপ্রধান জাননশীলতা কালিক-ধারাক্রমে অবভাত হইতে থাকে। ক্রিয়াধিক্যযুক্ত চক্ষুরাদি নিম্ন করণসকলের ধ্যানকালে যেরূপ স্ফুট কালিক-ধারা অনুভূত হয়, অস্মিতামাত্র ধ্যানে সেইরূপ স্ফুট কালিক-ধারা অনুভূত হয় না; কারণ, তাহাতে ক্রিয়াশীলতা অতি অল্প, কিন্তু প্রকাশভাব অত্যধিক। তজ্জন্য তাহা স্থির সত্তার মত বোধ হয়, কিন্তু তাহারও সূক্ষ্ম বিকারভাব সাক্ষাৎ করিয়া পৌরুষসত্তানিশ্চয় করাই বিবেকখ্যাতি।

অন্য উপায়েও অস্মিতামাত্রে উপনীত হওয়া যায়। সমস্ত করণ বা শরীরব্যাপী অভিমানের কেন্দ্র হৃদয়। হৃদয়দেশ লক্ষ্যপূর্বক সর্ব শরীরকে স্থির করিয়া সর্ব শরীরব্যাপী সেই স্থৈর্যের বোধকে বা প্রকাশভাবকে ভাবনা করিতে হয়। সেই ভাবনা আয়ত্ত হইলে সেই বোধ অতীব সুখময়রূপে ব্যক্ত হয়। তখন সমস্ত করণের বিশেষ বিশেষ কার্য স্থৈর্যের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া সেই সুখময় অবিশেষ বোধভাবে পর্যবসিত হয়। এই অবিশেষ বোধভাবই ষষ্ঠ অবিশেষ অস্মিতা বা অহংকার। সেই অস্মিতা হইতে আমিমাত্র ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাবনা করিলেই অস্মীতিমাত্রে বা বুদ্ধিতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। আত্ম-বিষয়ক বুদ্ধিমাত্রের নামও অস্মিতা তাহাও স্মর্তব্য।

এই উভয়বিধ উপায়ে বস্তুতঃ একই পদার্থে স্থিতি হয়। স্বরূপতঃ অস্মিতামাত্র বা বুদ্ধিতত্ত্ব কি, তাহা মহর্ষি পঞ্চশিখের বচন উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহা অণু অর্থাৎ দেশব্যাপ্তিশূন্য

ও সর্বাপেক্ষা (সর্বকরণাপেক্ষা) সূক্ষ্ম, আর তাহার অনুবেদন- (বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বেদনাকে অনুসরণ) পূর্বক কেবল 'অস্মি' বা 'আমি' এইরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

অস্মিতামাত্র স্বরূপতঃ অণু হইলেও তাহাকে অন্য দিক্ দিয়া অনন্ত বলা যায়। তাহা গ্রহণ-সম্বন্ধীয় প্রকাশশীলতার চরম অবস্থা বলিয়া সর্ব বা অনন্ত বিষয়ের প্রকাশক, তজ্জন্য তাহা অনন্ত বা বিভু। বস্তুতঃ প্রথমোক্ত উপায়ে এই অনন্তভাব ভাবনা করিয়া পরে তাহার প্রকাশক, অণুবোধরূপ অস্মিতায় যাইতে হয়। দ্বিতীয় উপায়ে স্থূলবোধ হইতে অণুবোধে যাইতে হয়, এই প্রভেদ।

অস্মিতাধ্যানের স্বরূপ না বুঝিলে কৈবল্যপদ বুঝা সাধ্য নহে বলিয়া ইহা কিছু বিস্তৃতভাবে বলা হইল। অধিকার অনুসারে এই প্রকার ধ্যান অভ্যাস করিয়া স্থিতিলাভ হয়। তাহাতে একাগ্রভূমিকা সিদ্ধ হইয়া ক্রমে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়।

পূর্বে (১।১৭ সূত্রে) 'অস্মি'-রূপ তত্ত্বের ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। এখানে জ্যোতি বা অনন্ত আকাশস্বরূপ অস্মিতার বৈকল্পিক রূপ গ্রহণ করিয়া স্থিতি-সাধনের কথা বলা হইয়াছে।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যম্। বীতরাগচিত্তালম্বনোপরক্তং বা যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইতি ॥ ৩৭ ॥

৩৭। বীতরাগচিত্ত ধারণা করিলেও স্থিতিলাভ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বীতরাগ পুরুষের চিত্তরূপ আলম্বনে উপরক্ত যোগিচিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে (১)।

টীকা। ৩৭। (১) সরাগ চিত্তের পক্ষে বিষয় লইয়া চিন্তা (সংকল্প-কল্পনাদি) সহজ হয়, কিন্তু নিশ্চিন্ত স্বস্থভাব বড়ই দুষ্কর হয়, আর বীতরাগ চিত্তের পক্ষে নিবৃত্ত নিশ্চিন্ত থাকাই সহজ। তাদৃশ বীতরাগভাব সম্যক্ অবধারণ করিয়া সেই ভাব অবলম্বনপূর্বক চিত্তকে ভাবিত করিলে অভ্যাস-ক্রমে চিত্ত স্থিতিলাভ করে।

বীতরাগ-মহাপুরুষের সঙ্গ ঘটিলে তাঁহার নিশ্চিন্ত, নিরিচ্ছভাব লক্ষ্য করিয়া সহজে বীতরাগ-ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। আর কল্পনাপূর্বক হিরণ্যগর্ভাদির বীতরাগ চিত্তে স্বচিত্ত স্থাপনরূপ ধ্যান করিলেও ইহা সিদ্ধ হইতে পারে।

স্বচিত্তকে রাগহীন সুতরাং সংকল্পহীন করিতে পারিলে সেইরূপ চিত্তভাবকে অভ্যাসের দ্বারা আবৃত্ত করিলেও চিত্ত বীতরাগ-বিষয় হয়। ইহা বস্তুতঃ বৈরাগ্যাভ্যাস।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্। স্বপ্নজ্ঞানালম্বনং নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা তদাকারং যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইতি ॥ ৩৮ ॥

৩৮। স্বপ্ন-জ্ঞানকে ও নিদ্রা-জ্ঞানকে আলম্বন করিয়া ভাবনা করিলে চিত্ত স্থিতিলাভ করে ॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—স্বপ্নজ্ঞানালম্বন ও নিদ্রাজ্ঞানালম্বন এতদাকার যোগিচিত্তও স্থিতিপদ লাভ করে (১)।

টীকা। ৩৮। (১) স্বপ্নবৎ বা স্বপ্ন-সম্বন্ধীয় জ্ঞান = স্বপ্ন-জ্ঞান, নিদ্রা-জ্ঞানও তদ্রূপ। স্বপ্নকালে বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধ হয় এবং মানস ভাবসকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। অতএব তাদৃশ জ্ঞান আলম্বন করিয়া ধ্যান করাই স্বপ্নজ্ঞানালম্বন। অধিকারিবিশেষের পক্ষে উহা অতি উপযোগী, আমরা যথাযোগ্য অধিকারীকে ঐরূপ ধ্যান অবলম্বন করাইয়া উত্তম ফল দেখিয়াছি। অল্প দিনেই উক্ত সাধকের বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যান করিবার সামর্থ্য জন্মিয়াছে। কল্পনাপ্রবণ বালক এবং hypnotic প্রকৃতির* লোকেরা ইহার যোগ্য অধিকারী। ইহা তিন প্রকার উপায়ে সাধিত হয়। ১ম—ধ্যেয় বিষয়ের মানস-প্রতিমা গঠনপূর্বক তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিবার অভ্যাস করা। ২য়—স্মরণ অভ্যাস করিলে স্বপ্নকালেও 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এইরূপ স্মরণ হয়। তখন অভীষ্ট বিষয় যথাভাবে ধ্যান করিতে হয় এবং জাগরিত হইয়া ও অন্য সময়ে তাদৃশভাব রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। ৩য়—স্বপ্নে কোন উত্তমভাব লাভ করিলে জাগরণ-মাত্র ও পরে সেই ভাব ধ্যান করিতে হয়—সবগুলিতেই স্বপ্নবৎ বাহ্যরুদ্ধভাব অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে হয়।

স্বপ্নে বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধ হয় কিন্তু মানস ভাবসকল জায়মান হইতে থাকে। নিদ্রাবস্থায় বাহ্য ও মানস উভয় প্রকার বিষয় তমোঽভিভূত হইয়া কেবল জড়তার অস্ফুট অনুভব থাকে। বাহ্য ও মানস রুদ্ধভাবকে আলম্বন করিয়া তাহার ধ্যান করা নিদ্রাজ্ঞানালম্বন। পূর্বোক্ত hypnotic এবং অন্য প্রকৃতিবিশেষের এইরূপ লোক আছে, যাহাদের মন সময়ে সময়ে শূন্যবৎ হইয়া যায়, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে সেই সময়ে তাহাদের মনের কিছু ক্রিয়া ছিল না। তাদৃশ প্রকৃতির লোক যোগেচ্ছু হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক এইরূপ শূন্যবৎ অন্তর্বাহ্যবোধ-ভাব আয়ত্ত করিয়া স্মৃতিমান্ হইয়া ধ্যানাভ্যাস করিলে তাহাদের এই উপায়ে সহজে স্থিতিলাভ হয়। [১।১০ (১) ও ১।৩০ (১) দ্রষ্টব্য]।

---

* প্রকৃতিবিশেষের লোকের নাসাগ্রাদি কোন লক্ষ্যে স্থির ভাবে চাহিয়া থাকিলে বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধ হয় ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহারাই হিপ্‌নটিক প্রকৃতির। বালক-বালিকারা স্ফটিক, দর্পণ, কালি, তৈল বা কোন কৃষ্ণবর্ণ চক্‌চকে দ্রব্যের দিকে চাহিয়া থাকিলে স্বপ্নবৎ নানা পদার্থ দেখিতে ও শুনিতে পায়, সে সময়ে দেব-দেবী প্রভৃতি যাহা কিছু তাহাদের দেখান যাইতে পারে।

যথাভিমতধ্যানাদ্ বা ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্। যদেবাভিমতং তদেব ধ্যায়েৎ, তত্র লব্ধস্থিতিকমন্যত্রাপি স্থিতিপদং লভত ইতি ॥ ৩৯ ॥

৩৯। যথাভিমত ধ্যান হইতেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যাহা অভিমত (অবশ্য যোগের উদ্দেশ্যে), তাহা ধ্যান করিবে। তাহাতে স্থিতিলাভ করিলে অন্যত্রও স্থিতিপদ লাভ করা যায় (১)।

টীকা। ৩৯। (১) চিত্তের এইরূপ স্বভাব যে তাহা কোন এক বিষয়ে যদি স্থৈর্যলাভ করে, তবে অন্য বিষয়েও করিতে পারে। স্বেচ্ছাপূর্বক ঘটে এক ঘণ্টা চিত্ত স্থির করিতে পারিলে পর্বতেও এক ঘণ্টা স্থির করা যায়। অতএব যথাভিমত ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া পরে তত্ত্বসকলে সমাহিত হইয়া তত্ত্ব-জ্ঞানক্রমে কৈবল্যসিদ্ধি হইতে পারে।

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যম্। সূক্ষ্মে নিবিশমানস্য পরমাণ্বন্তং স্থিতিপদং লভত ইতি। স্থূলে নিবিশমানস্য পরমমহত্ত্বান্তং স্থিতিপদং চিত্তস্য। এবং তাম্ উভয়ীং কোটিমনুধাবতো যোঽস্যাঽপ্রতিঘাতঃ স পরো বশীকারঃ, তদ্বশীকারাৎ পরিপূর্ণং যোগিনশ্চিত্তং ন পুনরভ্যাসকৃতং পরিকর্মাপেক্ষত ইতি ॥ ৪০ ॥

৪০। পরমাণু পর্যন্ত ও পরমমহত্ত্ব পর্যন্ত (বস্তুতে স্থিতি সম্পাদন করিলে) চিত্তের বশীকার হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সূক্ষ্ম বস্তুতে নিবিশমান হইয়া পরমাণু পর্যন্ততে স্থিতিপদ লাভ করে। সেইরূপ স্থূলে নিবিশমান হইয়া পরম-মহত্ত্ব পর্যন্ত বস্তুতে স্থিতিপদ লাভ করে। এই উভয় পক্ষ অনুধাবন করিতে করিতে চিত্তের যে অপ্রতিবদ্ধতা (যাহাতে ইচ্ছা তাহাতে লাগাইবার ক্ষমতা) হয়, তাহা পরম বশীকার। সেই বশীকার হইতে চিত্ত পরিপূর্ণ (স্থিতিসাধনাকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত) হয়, তখন আর অভ্যাসান্তর-সাধ্য পরিকর্মের বা পরিষ্কৃতির অপেক্ষা থাকে না (১)।

টীকা। ৪০। (১) শব্দাদি গুণের পরমাণু তন্মাত্র। তন্মাত্র শব্দাদি গুণের সূক্ষ্মতম অবস্থা। তন্মাত্রের গ্রাহক যে করণ-শক্তি এবং তন্মাত্রের যে গ্রহীতা, ইহারা সমস্তই পরমাণুভাব।

অস্মিতাধ্যানে যে অনন্তবৎ ভাব হয় তাহা (তাহার করণরূপা বুদ্ধি) এবং মহান্ আত্মা (গ্রহীতৃরূপ) ইহারা পরম-মহান্ ভাব। মহাভূতসকলও পরম-মহান্ স্থূলভাব। ('ভাস্বতী' দ্রষ্টব্য)।

কোন এক বিষয়ে স্থিতি অভ্যাস করিয়া স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্তকে যোগের প্রণালী-ক্রমে পরমাণু ও পরম-মহান্ বিষয়ে বিধৃত করিতে পারিলে সেই অবস্থাকে বশীকার বলে। চিত্ত বশীকৃত হইলে তখন সবীজধ্যানাভ্যাস সমাপ্ত হয় এবং তখন বিরামাভ্যাসপূর্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

কিরূপে বশীকার করিতে হইবে তাহা বক্ষ্যমাণ সমাপত্তির দ্বারা বিবৃত করিতেছেন। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যের মহান্ ভাব ও অণু ভাব উপলব্ধিপূর্বক সমাপন্ন হইয়া বশীকার করিতে হইবে। সেইজন্য সমাপত্তির লক্ষণ বলিতেছেন।

ভাষ্যম্। অথ লব্ধস্থিতিকস্য চেতসঃ কিংস্বরূপা কিংবিষয়া বা সমাপত্তিরিতি? তদুচ্যতে—

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

ক্ষীণবৃত্তেরিতি প্রত্যস্তমিতপ্রত্যযস্যেত্যর্থঃ। অভিজাতস্যেব মণেরিতি দৃষ্টান্তোপাদানম্। যথা স্ফটিক উপাশ্রয়ভেদাৎ তত্তদ্রূপোপরক্ত উপাশ্রয়রূপাকারেণ নির্ভাসতে, তথা গ্রাহ্যালম্বনোপরক্তং চিত্তং গ্রাহ্যসমাপন্নং গ্রাহ্যস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে, ভূতসূক্ষ্মোপরক্তং ভূতসূক্ষ্মসমাপন্নং ভূতসূক্ষ্মস্বরূপাভাসং ভবতি, তথা স্থূলালম্বনোপরক্তং স্থূলরূপসমাপন্নং স্থূলরূপাভাসং ভবতি, তথা বিশ্বভেদোপরক্তং বিশ্বভেদসমাপন্নং বিশ্বরূপাভাসং ভবতি। তথা গ্রহণেষ্বপি ইন্দ্রিয়েষ্বপি দ্রষ্টব্যম্। গ্রহণালম্বনোপরক্তং গ্রহণসমাপন্নং গ্রহণস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা গ্রহীতৃপুরুষালম্বনোপরক্তং গ্রহীতৃপুরুষসমাপন্নং গ্রহীতৃপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্তং মুক্তপুরুষসমাপন্নং মুক্তপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তদেবম্ অভিজাতমণিকল্পস্য চেতসো গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু পুরুষেন্দ্রিয়ভূতেষু যা তৎস্থতদঞ্জনতা তেষু স্থিতস্য তদাকারাপত্তিঃ সা সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—স্থিতিপ্রাপ্ত (১) চিত্তের কিরূপ ও কি-বিষয়া সমাপত্তি হয়, তাহা কথিত হইতেছে :—

৪১। ক্ষীণবৃত্তিক চিত্তের অভিজাত (সুনির্মল) মণির ন্যায় যে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যেতে তৎস্থিততা ও তদঞ্জনতা তাহা সমাপত্তি (২)॥ সূ

ক্ষীণবৃত্তির অর্থাৎ (এক ব্যতীত অন্য) প্রত্যয়সকল প্রত্যস্তমিত হইয়াছে এইরূপ চিত্তের। 'অভিজাত মণি', এই দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। যেমন স্ফটিকমণি উপাধিভেদে উপাধির রূপের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া উপাধির আকারে ভাসমান হয়, সেইরূপ গ্রাহ্যালম্বনে উপরক্ত চিত্ত গ্রাহ্যসমাপন্ন হইয়া গ্রাহ্য-স্বরূপাকারে প্রভাসিত হয় (৩)। সূক্ষ্মভূতোপরক্ত চিত্ত তাহাতে (সূক্ষ্মভূতে) সমাপন্ন হইয়া সূক্ষ্মভূতের স্বরূপ-ভাসক হয়। সেইরূপ স্থূলালম্বনোপরক্ত চিত্ত স্থূলাকারে সমাপন্ন হইয়া স্থূলস্বরূপ-ভাসক হয়। তেমনি বিশ্বভেদোপরক্ত চিত্ত বিশ্বভেদসমাপন্ন হইয়া বিশ্বভেদভাসক হয়। সেইরূপ গ্রহণেতেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েতেও দ্রষ্টব্য—গ্রহণালম্বনোপরক্ত চিত্ত গ্রহণসমাপন্ন হইয়া গ্রহণ-স্বরূপাকারে

নির্ভাসিত হয়। সেইরূপ গ্রহীতৃপুরুষালম্বনোপরক্ত চিত্ত, গ্রহীতৃপুরুষসমাপন্ন হইয়া গ্রহীতৃপুরুষ-স্বরূপাকারে নির্ভাসিত হয়। তেমনি মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্ত চিত্ত মুক্তপুরুষসমাপন্ন হইয়া মুক্ত-পুরুষাকারে নির্ভাসিত হয়। এইরূপ অভিজাতমণিকল্প-চিত্তের গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যে অর্থাৎ পুরুষে (পুরুষাকারা বুদ্ধিতে), ইন্দ্রিয়ে ও ভূতে যে তৎস্থ-তদঞ্জনতা অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত হইয়া তদাকারতাপ্রাপ্তি তাহাকে সমাপত্তি বলা যায়।

টীকা। ৪১। (১) স্থিতিপ্রাপ্ত = একাগ্রভূমিপ্রাপ্ত। পূর্বোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধানাদি সাধন অভ্যাস করিয়া চিত্তকে যখন সহজে সর্বদা অভীষ্ট বিষয়ে নিশ্চল রাখা যায়, তখন তাহাকে স্থিতি-প্রাপ্ত চিত্ত বলা যায়। স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্তের সমাধির নাম সমাপত্তি, শুধু সমাধি হইতে সমাপত্তির ইহাই ভেদ। সমাপত্তিরূপ প্রজ্ঞাই সম্প্রজ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞাত যোগ। বৌদ্ধেরাও সমাপত্তি শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহার অর্থ ঠিক এইরূপ নহে।

৪১। (২) সমাপত্তিপ্রাপ্ত চিত্তের যত প্রকার ভেদ আছে বা হইতে পারে তাহা ভগবান্ সূত্রকার এই কয়েকটি সূত্রে বিবৃত করিয়াছেন।

বিষয়ভেদে সমাপত্তি ত্রিবিধ : গ্রহীতৃ বিষয়, গ্রহণ বিষয় ও গ্রাহ্য বিষয়। আর সমাপত্তির প্রকৃতিভেদেও সবিচারা আদি ভেদ হয়। যোগীরা বিভাগের বাহুল্য ত্যাগ করিয়া একত্র প্রকৃতি ও বিষয় অনুসারে সমাপত্তির বিভাগ করেন, তাহা যথা : সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার, নির্বিচার। ইহাদের ভেদ কোষ্ঠক করিয়া দেখান যাইতেছে—

প্রকৃতি	বিষয়	সমাপত্তি
(১) শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণ	স্থূল (গ্রাহ্য, গ্রহণ)	সবিতর্কা (বিতর্কানুগত)
(২) ঐ ঐ	সূক্ষ্ম (গ্রাহ্য, গ্রহণ, গ্রহীতা)	সবিচারা (বিচারানুগত)
(৩) স্মৃতি-পরিশুদ্ধি হইলে, স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভাসা	স্থূল (গ্রাহ্য, গ্রহণ)	নির্বিতর্কা (বিতর্কানুগত)
(৪) ঐ ঐ	সূক্ষ্ম (গ্রাহ্য, গ্রহণ, গ্রহীতা)	নির্বিচারা (বিচারানুগত) = সূক্ষ্ম, সানন্দ, সাস্মিত

বিতর্ক-বিচারের বিষয় পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নির্বিতর্কাদির বিষয় অগ্রে বিবৃত হইবে।

যাহা সম্যক্ নিরুদ্ধ হয় নাই তাদৃশ চিত্তের দ্বারা যত প্রকার ধ্যান হইতে পারে, তাহা সমস্তই এই সমাপত্তিসকলের মধ্যে পড়িবে, কারণ, গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা ছাড়া আর কিছু ব্যক্তভাব-পদার্থ নাই যাহার ধ্যান হইবে। আর, বিতর্ক ও বিচার-পদার্থের আনুগত্য ব্যতীতও ধ্যান সম্ভব নহে (যেহেতু নির্বিতর্কা-নির্বিচারাতে যাইতে হইলেও প্রথমে বিতর্ক-বিচার লইয়াই যাইতে হইবে)।

প্রাচীনকাল হইতে অনেক বাদী নূতন নূতন ধ্যান উদ্ভাবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কাহারও কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা নাই, সকলকেই পরমর্ষিকথিত এই ধ্যানের মধ্যে পড়িতে হইবেই হইবে।

বৌদ্ধেরা অষ্ট প্রকার সমাপত্তি গণনা করেন, তাহা এইরূপ ন্যায়ানুগত বিভাগ নহে। তাঁহারা

নিজেদের নির্বাণকে উক্ত সমাপত্তির উপরে স্থাপন করেন। কিন্তু সম্যগ্‌ দর্শনের অভাবে বৈনাশিক বৌদ্ধেরা প্রকৃতিলীনতা পর্যন্তই লাভ করিতে পারিবেন।

৪১। (৩) সমাপত্তি (অর্থাৎ অভ্যাস হইতে ধ্যেয় বিষয়ে সাহজিকের মত তন্ময় ভাব) কি, তাহা সূত্রকার ও ভাষ্যকার বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সমাপত্তিসকলের উদাহরণ দিয়াছেন। গ্রাহ্য-বিষয়ক সমাপত্তি ত্রিবিধ। ১ম—বিশ্বভেদ অর্থাৎ ভৌতিক বা গোঘটাদি অসংখ্য ভৌতিক পদার্থ-বিষয়ক। ২য়—স্থূল ভূত বা ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূততত্ত্ব-বিষয়ক। ৩য়—সূক্ষ্মভূত বা শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র-বিষয়ক।

গ্রহণ-বিষয়ক সমাপত্তি বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়-বিষয়ক। তন্মধ্যে বাহ্যেন্দ্রিয় ত্রিবিধ; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ। অন্তরিন্দ্রিয়=বাহ্যেন্দ্রিয়ের নেতা (সংকল্পক) মন। ইহারা সকলেই মূল অন্তঃকরণত্রয়ের বিকারস্বরূপ। বুদ্ধি, অহংকার ও (হৃদযাখ্য) মনই মূল অন্তঃকরণত্রয়।

গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাপত্তি=প্রাগুক্ত সাস্মিত ধ্যান, পূর্বেই কথিত হইয়াছে, সবীজ সমাধির বিষয় যে গ্রহীতা তাহা স্বরূপগ্রহীতা বা পুরুষতত্ত্ব নহে, তাহা বুদ্ধিতত্ত্ব। সেই বুদ্ধি, পুরুষের সহিত একত্ববুদ্ধি (দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা ২।৬ সূ), তজ্জন্য তাহা ব্যাবহারিক দ্রষ্টা বা গ্রহীতা। চিত্তেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ লীন না হইলে পুরুষে স্থিতি হয় না, সুতরাং যখন বৃত্তিসারূপ্য থাকে, তখনকার অবিশুদ্ধ দ্রষ্টৃভাবই এই ব্যাবহারিক দ্রষ্টা। 'জ্ঞানের জ্ঞাতা আমি' এই প্রকার ভাবই তাহার স্বরূপ। জ্ঞান সম্যক্‌ নিরুদ্ধ হইলে যে শান্ত বৃত্তির জ্ঞাতা 'স্ব'-স্বরূপে থাকেন তিনিই পুরুষ বা স্বরূপদ্রষ্টা।

এতদ্ব্যতীত ঈশ্বর-সমাপত্তি, মুক্তপুরুষ-সমাপত্তি প্রভৃতি যে সব সমাপত্তি হইতে পারে, তাহারা গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা এই ত্রি-বিষয়ক সমাপত্তির অন্তর্গত। ঈশ্বরাদির মূর্তি বা মন বা আমিত্ব যাহা আলম্বন করিয়া সমাপন্ন হওয়া যায়, তাহা হইতে সেই সমাপত্তিও যথাযোগ্য বিভাগে পড়িবে। ১।২৮ (১) দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যম্‌। তত্র—

শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥

তদ্‌যথা গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানম্‌ ইত্যবিভাগেন বিভক্তানামপি গ্রহণং দৃষ্টম্‌। বিভজ্যমানাশ্চান্যে শব্দধর্মা অন্যে অর্থধর্মা অন্যে বিজ্ঞানধর্মা ইত্যেতেষাং বিভক্তঃ পন্থাঃ। তত্র সমাপন্নস্য যোগিনো যো গবাদ্যর্থঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সমারূঢ়ঃ স চেৎ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধ উপাবর্ততে সা সংকীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কেত্যুচ্যতে ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তাহাদের মধ্যে—

৪২। শব্দার্থজ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা সংকীর্ণা বা মিশ্রা যে সমাপত্তি তাহা সবিতর্কা (১) ॥ সূ

তাহা যথা—'গো' এই শব্দ, 'গো' এই অর্থ, 'গো' এই জ্ঞান, ইহাদের (শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের)

বিভাগ থাকিলেও (সাধারণতঃ) ইহারা অবিভিন্নরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। বিভজ্যমান হইলে 'ভিন্ন শব্দধর্ম', 'ভিন্ন অর্থধর্ম' ও 'ভিন্ন বিজ্ঞানধর্ম' এইরূপে ইহাদের বিভিন্নমার্গ দেখা যায়। তাহাতে (বিকল্পিত গবাদি অর্থে) সমাপন্ন যোগীর সমাধি-প্রজ্ঞাতে যে গবাদি অর্থ সমারূঢ় হয় তাহা যদি শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা অনুবিদ্ধরূপে উপস্থিত হয়, তবে সেই সংকীর্ণ সমাপত্তিকে সবিতর্কা বলা যায়।

টীকা। ৪২। (১) সমাপত্তি ও প্রজ্ঞা অবিনাভাবী। অতএব সমাধিপ্রজ্ঞা-বিশেষকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। 'তর্ক' শব্দের প্রাচীন অর্থ শব্দময় চিন্তা। বিতর্ক = বিশেষ তর্ক। যে সমাধিপ্রজ্ঞাতে বিতর্ক থাকে, তাহাই সবিতর্কা সমাপত্তি।

তর্ক বা বাক্যময় চিন্তা, তাহা বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে তাহাতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সংকীর্ণ বা মিশ্র অবস্থা পাওয়া যায়। মনে কর 'গো' এই শব্দ বা নাম, তাহার অর্থ চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। গো-পদার্থের যাহা জ্ঞান, তাহা আমাদের অভ্যন্তরে হয়। গরুর সহিত তাহার একত্ব নাই এবং গো এই নামের সহিতও গো-জ্ঞান এবং গো-জন্তুর একত্ব নাই, কারণ, যে-কোন নামই গো-বাচক হইতে পারে। অতএব নাম পৃথক্, অর্থ পৃথক্ এবং জ্ঞান (বিজ্ঞানধর্ম) পৃথক্। কিন্তু সাধারণ অবস্থায়, যে নাম সে-ই নামী এবং তাহাই নাম-নামীর জ্ঞান এইরূপ প্রতিভাতি হয়। বাস্তবিক একত্ব না থাকিলেও, 'গো' এই শব্দের জ্ঞানানুপাতী যে একত্ব-জ্ঞান (গো-শব্দ, গো-অর্থ ও গো-জ্ঞান একই—এইরূপ গো-শব্দের বাক্যবৃত্তির যে জ্ঞান, যাহা অলীক হইলেও ব্যবহার্য) তাহা বিকল্প (১।৯ সূ দ্রষ্টব্য)। অতএব আমাদের সাধারণ চিন্তা শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণা চিন্তা। ইহাতে বিকল্পরূপ ব্যবহার্য ভ্রান্তি অনুস্যূত থাকে বলিয়া এইরূপ চিন্তা অবিশুদ্ধ চিন্তা এবং ইহা উন্নত ঋতম্ভরা যোগজপ্রজ্ঞার উপযোগী নহে।

তবে প্রথমে এইরূপেই যোগজপ্রজ্ঞা উপস্থিত হয়। ফলতঃ সাধারণ শব্দময় চিন্তার ন্যায় চিন্তা-সহকারে যে যোগজপ্রজ্ঞা হয়, তাহাই সবিতর্কা সমাপত্তি।

বক্ষ্যমাণ নির্বিতর্কাদি সমাপত্তির সহিত প্রভেদ দেখাইবার জন্য সূত্রকার (সাধারণ চিন্তার সদৃশ) এই সমাপত্তিকে বিশ্লেষপূর্বক দেখাইয়াছেন। গো-বিষয়ে সবিতর্কা সমাপত্তি হইলে গো-সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইবে। সেই প্রজ্ঞাসকল বাক্য-সাধ্যরূপে আসিবে, যথা—'ইহা অমুকের গো', 'ইহার গাত্রে এতগুলি লোম আছে' ইত্যাদি। অবশ্য সমাপত্তির দ্বারা যোগীরা গবাদি স্থূল বিষয়ের প্রজ্ঞামাত্র লাভ করেন না, তত্ত্ব-বিষয়ক প্রজ্ঞালাভই সমাপত্তির মুখ্য ফল, তদ্দ্বারা বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় ও ক্রমশঃ কৈবল্যলাভ হয়।

ভাষ্যম্। যদা পুনঃ শব্দসংকেতস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ শ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পশূন্যায়াং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং স্বরূপমাত্রেণাবস্থিতঃ অর্থঃ তৎস্বরূপাকারমাত্রতয়ৈব অবচ্ছিদ্যতে সা চ নির্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তৎ পরং প্রত্যক্ষং তচ্চ শ্রুতানুমানয়োর্বীজং, ততঃ শ্রুতানুমানে প্রভবতঃ। ন চ শ্রুতানুমানজ্ঞানসহভূতং তদ্দর্শনং, তস্মাদসংকীর্ণং প্রমাণান্তরেণ যোগিনো নির্বিতর্কসমাধিজং দর্শনমিতি। নির্বিতর্কায়াঃ সমাপত্তেরস্যাঃ সূত্রেণ লক্ষণং দ্যোত্যতে—

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা ॥ ৪৩ ॥

যা শব্দসংকেতশ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ গ্রাহ্যস্বরূপোপরক্তা প্রজ্ঞা স্বমিব প্রজ্ঞারূপং গ্রহণাত্মকং ত্যক্ত্বা পদার্থমাত্রস্বরূপা গ্রাহ্যস্বরূপাপন্নেব ভবতি সা নির্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতম্। তস্যা একবুদ্ধ্যুপক্রমো হি অর্থাত্মা অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা গবাদির্ঘটাদির্বা লোকঃ। স চ সংস্থানবিশেষো ভূতসূক্ষ্মাণাং সাধারণো ধর্ম আত্মভূতঃ, ফলেন ব্যক্তেনানুমিতঃ, স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ প্রাদুর্ভবতি, ধর্মান্তরোদয়ে চ তিরোভবতি। স এষ ধর্মোঽবয়বীত্যুচ্যতে। যোঽসাবেকশ্চ মহাংশ্চাণীয়াংশ্চ স্পর্শবাংশ্চ ক্রিয়াধর্মকশ্চানিত্যশ্চ, তেনাবয়বিনা ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে।

যস্য পুনরবস্তুকঃ স প্রচয়বিশেষঃ, সূক্ষ্মং চ কারণমনুপলভ্যমবিকল্পস্য, তস্যাবয়ব্যভাবাদ্ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানমিতি প্রায়েণ সর্বমেব প্রাপ্তং মিথ্যাজ্ঞানমিতি। তদা চ সম্যগ্ জ্ঞানমপি কিং স্যাদ্ বিষয়াভাবাদ্, যদ্ যদুপলভ্যতে তত্তদবয়বিত্বেনাঘ্রাতম্ (আম্নাতম্)। তস্মাদস্ত্যবয়বী যো মহত্ত্বাদিব্যবহারাপন্নঃ সমাপত্তের্নির্বিতর্কায়া বিষয়ো ভবতি ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আর, শব্দ-সংকেতের স্মৃতি (১) অপনীত হইলে, শ্রুতানুমানজ্ঞানকালীন যে বিকল্প, তদ্বিহীনা যে সমাধিপ্রজ্ঞা তাহাতে স্বরূপমাত্রে অবস্থিত যে বিষয়, তাহা স্বরূপাকারমাত্রেতেই (যখন) পরিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিত হয়, (তখন) নির্বিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। তাহা পরম প্রত্যক্ষ এবং তাহা শ্রুতানুমানের বীজ, তাহা হইতে শ্রুতানুমান প্রবর্তিত হয় (২)। সেই পরম প্রত্যক্ষ শ্রুতানুমানের সহভূত নহে। সুতরাং যোগীদের নির্বিতর্ক সমাধিজাত দর্শন (প্রত্যক্ষ ব্যতীত) অপর প্রমাণের দ্বারা অসংকীর্ণ। এই নির্বিতর্কা সমাপত্তির লক্ষণ সূত্রের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে—

৪৩। স্মৃতিপরিশুদ্ধি হইলে স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভাসা (৩) সমাপত্তি নির্বিতর্কা ॥ সূ

শব্দ-সংকেতের ও শ্রুতানুমান-জ্ঞানের বিকল্পস্মৃতি অপগত হইলে গ্রাহ্যস্বরূপোপরক্ত যে প্রজ্ঞা নিজের গ্রহণাত্মক প্রজ্ঞাস্বরূপকে যেন ত্যাগ করিয়া পদার্থমাত্রাকারা হইয়া গ্রাহ্যস্বরূপাপন্নের ন্যায় হইয়া যায়, তাহা নির্বিতর্কা সমাপত্তি। (সূত্র-পাতনিকায়) সেইরূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার (নির্বিতর্কা সমাপত্তির) গবাদি বা ঘটাদি বিষয়—এক-বুদ্ধ্যারম্ভক, অর্থাত্মক (দৃশ্যস্বরূপ) আর অণুপ্রচয়বিশেষাত্মক (৪)। এই সংস্থানবিশেষ (৫) সূক্ষ্মভূতসকলের সাধারণ ধর্ম, আত্মভূত অর্থাৎ সর্বদাই সূক্ষ্মভূতরূপ স্বকারণানুগত, তাহার (বিষয়ের) অনুভবব্যবহারাদিরূপ ব্যক্ত কার্যের দ্বারা অনুমিত এবং নিজের অভিব্যক্তির হেতু যে দ্রব্য তাহার দ্বারা অভিব্যজ্যমান হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়, আর, ধর্মান্তরোদয়ে তাহার (সংস্থানবিশেষের) তিরোভাব হয়। এই ধর্মকে অবয়বী বলা যায়। যাহা এক, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ক্রিয়াধর্মক ও অনিত্য এইরূপ যে অবয়বী তদ্দ্বারা (ঘটপটাদি) ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

যাহাদের মতে সেই প্রচয়বিশেষ অবস্তুক এবং সেই প্রচয়ের সূক্ষ্ম (তন্মাত্ররূপ) কারণও বিকল্পহীন (নির্বিচারা) সমাধি প্রত্যক্ষের অগোচর (অবস্তুকত্বহেতু) তাহাদের মতে এইরূপ আসিবে যে, অবয়বীর অভাবে জ্ঞান মিথ্যা, যেহেতু তাহা অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ (নিরবয়বী বা শূন্যপ্রতিষ্ঠ)।

এইরূপে (৬) প্রায় সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা-জ্ঞান হইয়া যায়। এই প্রকার হইলে বিষয়াভাবহেতু সম্যক্ জ্ঞান কি হইবে? কারণ, যাহা যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় তাহাই অবয়বিত্ব-ধর্মের দ্বারা আঘ্রাত (বিজ্ঞাত)। সেই কারণে যাহা মহত্ত্বাদি (বড় ছোট) ব্যবহারাপন্ন নির্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয়, তাদৃশ অবয়বী (ধর্মী) আছে।

টীকা। ৪৩। (১) প্রথমে সবিতর্ক জ্ঞান হইতে নির্বিতর্ক জ্ঞানের ভেদ বুঝিলে এই ভাষ্য বুঝা সুগম হইবে।

সাধারণতঃ শব্দ- (নাম) জ্ঞানের সহিত অর্থের স্মরণ হয় এবং অর্থের জ্ঞানের সহিত নাম (জাতিগত বা ব্যক্তিগত) স্মরণ হয়, অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের পরস্পর অবিনাভাবিভাবে চিন্তা হয়। কিন্তু শব্দ পৃথক্ সত্তা ও অর্থ পৃথক্ সত্তা, কেবল সংকেতপূর্বক ব্যবহারজনিত সংস্কারবশেই উভয়ের স্মৃতিসাংকর্য উপস্থিত হয়। শব্দ ত্যাগ করিয়া কেবল অর্থমাত্র চিন্তা করা অভ্যাস করিতে করিতে সেই স্মৃতিসাংকর্য নষ্ট হয়। তখন শব্দ ব্যতীতও অর্থ চিন্তা করা যায়। ইহার নাম শব্দ-সংকেত-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি। ইহা অনুভব করা দুষ্কর নহে।

এইরূপে শব্দের সহায় ব্যতীত যে জ্ঞান তাহাই যথার্থ (যথা-অর্থ) জ্ঞান; কারণ, শব্দের দ্বারা বস্তুতঃ অনেক অসত্তাকে সর্বদা আমরা সত্তা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। মনে কর আমরা বলি 'কাল অনাদি অনন্ত'। ইহা সত্যরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অনাদি ও অনন্ত অভাব পদার্থ। তাহাদের কখনও সাক্ষাৎ-জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই। আর কালও কেবল অধিকরণস্বরূপ। অনাদি, অনন্ত, কাল ইত্যাদি শব্দ হইতে এক প্রকার জ্ঞান (অর্থাৎ বিকল্প) হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে জ্ঞানগোচর করিবার কোন বস্তু তাহার মূলে নাই। অতএব শব্দ-সহায়ক জ্ঞান বহু স্থলে অলীক বিকল্পমাত্র। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞান ঋত বা সাক্ষাৎ অধিগত সত্য নহে, কিন্তু সত্যের আভাস-মাত্র*। আগম ও অনুমান প্রমাণ শব্দ-সহায়ক জ্ঞান, সুতরাং আগম ও অনুমানের দ্বারা প্রমিত সত্যসকল ঋত নহে। মনে কর আগম ও অনুমানের দ্বারা প্রমাণ হইল "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। সত্য অর্থে যথার্থ। 'যথার্থ' 'অনন্ত' ইত্যাদি শব্দের অর্থ ধারণার (ধারণা = ঐন্দ্রিয়িক ও মানস প্রত্যক্ষ) যোগ্য নহে; সুতরাং ঐ ঐ শব্দ ছাড়া 'অন্ত না থাকা' 'যথাভূত হওয়া' ইত্যাদি রূপ কোন অর্থ (ধ্যেয় বিষয়) থাকে না যাহার সাক্ষাৎকার হইবে। বস্তুতঃ ঐ শব্দসকলের সহিত বাচক ব্রহ্মের কিছু সম্পর্ক নাই। ঐ শব্দসকল ভুলিলে তবে ব্রহ্মপদার্থের উপলব্ধি হয়।

অতএব শ্রুতানুমানজনিত জ্ঞান ও সাধারণ শব্দ-সহায় প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বিকল্পহীন বিশুদ্ধ ঋত নহে, কিন্তু শব্দ-সহায়-শূন্য কেবল অর্থমাত্র-নির্ভাসক যে নির্বিতর্ক-জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত ঋত-জ্ঞান।

৪৩। (২) নির্বিতর্ক ও নির্বিচার উভয়ই একজাতীয় দর্শন। পরমার্থ সাক্ষাৎকারী ঋষিরা তাদৃশ নির্বিতর্ক ও নির্বিচার-জ্ঞানলাভ করিয়া শব্দের দ্বারা (সবিতর্কভাবে) উপদেশ করাতে প্রচলিত পরমার্থ এবং তত্ত্ব-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা ও যুক্তিস্বরূপ মোক্ষশাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

৪৩। (৩) স্বরূপশূন্যের ন্যায় = 'আমি জানিতেছি' এইরূপ ভাব-শূন্যের ন্যায় অর্থাৎ এইরূপ

* ঋত ও সত্যের ভেদ বুঝিতে হইবে। ঋত অর্থে গত বা সাক্ষাৎ অধিগত, তাহা একরূপ সত্য বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য সত্য আছে যাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হয় যেমন, 'ধূমের নীচে অগ্নি আছে' ইত্যাদি প্রকার সত্য। আর, অগ্নি সাক্ষাৎ করিলে পরে যে জ্ঞান হয় তাহা ঋত। ঋত = perceptual fact, সত্য = conceptual fact।

ভাব বিস্মৃত হইয়া। স্ব+রূপ=স্বরূপ, স্ব=গ্রহণাত্মক প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞারূপ=স্বরূপ। অর্থাৎ প্রজ্ঞেয় বিষয়ে অতিমাত্র স্থিতিবশতঃ যখন 'আমি প্রজ্ঞাতা' বা 'আমি জানিতেছি' এইরূপ ভাবেরও যেন বিস্মৃতি হয়, তখনই অর্থমাত্র-নির্ভাসা স্বরূপশূন্যের ন্যায় প্রজ্ঞা হয়। শব্দাদিপূর্বক বিষয় প্রজ্ঞাত হইতে থাকিলে নানা করণের ক্রিয়া বা ক্রিয়াসংস্কার থাকে বলিয়া তখন সম্যক্ আত্মবিস্মৃতি বা স্বরূপশূন্যের ন্যায় ভাব ঘটে না।

শঙ্কা হইতে পারে, সমাধি যখন "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব" তখন সবিতর্কা সমাপত্তি কি সমাধি নয়? না, সবিতর্কা সমাপত্তি সমাধিমাত্র নহে, কিন্তু তাহা সমাধিজা প্রজ্ঞার স্থিতিরূপ অবস্থা। সমাধি স্বরূপশূন্যের ন্যায় হইলেও তৎপূর্বক যে প্রজ্ঞা হয় সেই প্রজ্ঞা সাধারণ জ্ঞানের ন্যায় শব্দসহায়া হইতে পারে। ফলতঃ সেই শব্দসহায়া সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারা যখন চিত্ত সদা পূর্ণ থাকে, তখন সেই অবস্থাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। আর, যখন শব্দাদি-নির্মুক্ত-সমাধির অনুরূপ, স্বরূপশূন্যের ন্যায় যে জ্ঞানাবস্থা তাহার সংস্কারসকল প্রচিত হইয়া চিত্তকে পূর্ণ করে, তখন তাহাকে নির্বিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। অতএব সমাধির ঐরূপ যথাযথ ছাপসংগ্রহরূপ অবস্থাই নির্বিতর্কা, আর সমাধিজ জ্ঞানকে পুনঃ ভাষার দ্বারা জানিয়া রাখা সবিতর্কা।

শব্দ উচ্চারিত হইলেও বিকল্পহীন নির্বিতর্ক ও নির্বিচার ধ্যান হইতে পারে, যেমন, যখন শব্দার্থের জ্ঞান না থাকে শব্দ কেবল ধ্বনিমাত্ররূপে জ্ঞাত হয়, তখন। অথবা শব্দোচ্চারণজনিত অভ্যন্তরে যে প্রযত্ন হয় তাবন্মাত্রই যখন লক্ষ্য হয় তখন তাহাতে বিকল্পহীন গ্রাহ্য ধ্যান হইতে পারে। আর, যদি লক্ষ্য কেবল ঐ প্রযত্নের জ্ঞানের গ্রহণে অথবা গ্রহীতায় থাকে, তবে তাদৃশ শব্দোচ্চারণ-কালেও বিকল্পহীন ধ্যান হয়।

৪৩। (৪) নির্বিতর্কা সমাপত্তির যাহা বিষয় অর্থাৎ নির্বিতর্কাতে স্থূল বিষয়ের যেরূপ ভাবে জ্ঞান হয়, তাহাই স্থূলের চরম সত্য-জ্ঞান। স্থূল বিষয় আর তদপেক্ষা উত্তমরূপে জানা যায় না, কারণ, চিত্তেন্দ্রিয় সম্যক্ স্থির করিয়া ও বিকল্পশূন্য করিয়া নির্বিতর্ক জ্ঞান হয়, সুতরাং তাহা স্থূল-বিষয়ক চরম সত্য-জ্ঞান। সাংখ্যমতে সমস্ত দৃশ্য পদার্থ সৎ কিন্তু বিকারশীল। বিকারশীল বলিয়া তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৎ বলিয়া জ্ঞাত হইতে থাকে। তাহারা কখনও অসৎ হয় না এবং অসৎ ছিল না। তজ্জন্য তাহারা আছে—ইহা সর্বদাই সত্য বলা যাইতে পারে। অবশ্য যাহা যে অবস্থায় সদ্রূপে জ্ঞাত হয়, তাহা সেই অবস্থায় সত্য অর্থাৎ 'তাহারা সেই অবস্থায় সৎ' এই বাক্য সত্য। আর, এক পদার্থকে অন্য জ্ঞান করা বিপর্যয় বা মিথ্যা। মিথ্যা অর্থে অসৎ নহে। স্থূল পদার্থ সাধারণতঃ যে অবস্থায় সদ্রূপে জ্ঞাত হয়, তাহা (জ্ঞানশক্তির) অতি চঞ্চল ও সমল অবস্থা, সুতরাং সাধারণ অবস্থায় প্রায়ই এক পদার্থকে অন্যরূপে জ্ঞান বা মিথ্যা-জ্ঞান হয়। কিন্তু নির্বিতর্ক সমাধি স্থূলবিষয়িণী জ্ঞানশক্তির অতিমাত্র স্থির ও স্বচ্ছ অবস্থা, অতএব তাহাতে যে জ্ঞান হয় তাহা তদ্বিষয়ক চরম সত্য-জ্ঞান (সত্য সম্বন্ধে 'ভাস্বতী' দ্রষ্টব্য)।

অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা-জ্ঞান নিরাকৃত হইলে, তখনই তাহা সত্য বলিয়া ও পূর্বজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় হয়। কিন্তু নির্বিতর্ক সমাধি-জ্ঞান যখন (স্থূল বিষয় সম্বন্ধে) সূক্ষ্মতম জ্ঞান, তখন আর তাহা নিরাকৃত হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং তাহা তদ্বিষয়ক চরম সত্য-জ্ঞান।

যে বৈনাশিক বৌদ্ধেরা বাহ্য পদার্থকে মূলতঃ শূন্য বা অসৎ বলেন, তাঁহাদের অযুক্ততা ভাষ্যকার দেখাইতেছেন। পাঠকের বোধসৌকর্যার্থ প্রথমে পদসকলের অর্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে। এক-

বুদ্ধ্যুপক্রম বা একবুদ্ধ্যারম্ভক—'ইহা এক' এইরূপ বুদ্ধির আরম্ভক বা জনক, অর্থাৎ যদিও বিষয়সকল বহু-অবয়বসমষ্টি তথাপি তাহারা 'ইহা এক অবয়বী' এইরূপে বোধগম্য হয়।

অর্থাত্মা = দৃশ্যস্বরূপ, অর্থাৎ বিষয়ের পৃথক্ সত্তা আছে। তাহা বৈনাশিকদের মতের বিজ্ঞান-ধর্মমাত্র নহে অথবা শূন্যাত্মা নহে। অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা = প্রত্যেক বিষয় অন্য বিষয় হইতে ভিন্ন বা বিশিষ্ট এক একটি অণুসমষ্টি।

নির্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয় যে গবাদি (চেতন) অথবা ঘটাদি (অচেতন) তাহা উক্ত তিন লক্ষণাক্রান্ত সৎ পদার্থ। অর্থাৎ অণুর সমষ্টিভূত এক একটি বিষয় যাহা নির্বিতর্কার দ্বারা প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহারা (বৌদ্ধ মতের) অলীক পদার্থ নহে, কিন্তু সত্য পদার্থ।

৪৩। (৫) ভূতসূক্ষ্মের সংস্থানবিশেষ, আত্মভূত ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা প্রাগুক্ত অবয়বীর বিষয় ভাষ্যকার বিশদ করিয়াছেন। এই সব হেতুগর্ভ বিশেষণের দ্বারা এতৎ- সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত মতও নিরসিত হইয়াছে।

ঘটের উদাহরণ গ্রহণপূর্বক ইহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। একটি ঘট শব্দাদি-পরমাণুর সংস্থান-বিশেষস্বরূপ। আর, তাহা শব্দাদি-পরমাণুর সাধারণ ধর্ম, অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি প্রত্যেক তন্মাত্রেরই ঘটাকার ধর্ম। ঘটের যে ঘট-রূপ, ঘট-রস, ঘট-স্পর্শ ইত্যাদি ধর্ম, তাহা ইতরনিরপেক্ষ এক একটি তন্মাত্রের ধর্ম। রূপধর্ম স্পর্শাদিসাপেক্ষ নহে, স্পর্শধর্মও সেইরূপ শব্দাদিতন্মাত্রসাপেক্ষ নহে, ইত্যাদি। ইহারা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, বস্তুতঃ ঘট শব্দরূপাদিপরমাণু হইতে উৎপন্ন এক সম্পূর্ণ অতিরিক্ত দ্রব্য নহে কিন্তু তাহা সেই পরমাণুসকলের 'আত্মভূত' বা অনুগত দ্রব্য, অর্থাৎ শব্দাদি গুণ যেমন পরমাণুতে আছে, তদ্রূপ ঘটেও আছে। ২।১৯ (৩) দ্রষ্টব্য। অতএব ঘটধর্ম বস্তুতঃ পরমাণুধর্মের অনুগত। পাষাণময় পর্বত ও পাষাণে যেরূপ সম্বন্ধ, ঘটে ও পরমাণুতেও সেইরূপ সম্বন্ধ। আর, যদিও ঘট শব্দাদিপরমাণু-আত্মক, তথাপি তাহা যে ঠিক পরমাণু নহে, কিন্তু পরমাণুর সংস্থানবিশেষ, তাহা 'ব্যক্ত ফলের দ্বারা অনুমিত হয়' অর্থাৎ ঘট ইত্যাকার অনুভব ও ঘটের ব্যবহারের দ্বারা ঘট যে পরমাণুমাত্র নহে, তাহা অনুমান করাইয়া দেয়।

আর ঘট স্বব্যঞ্জক নিমিত্তসকলের দ্বারা (যেমন কুলালচক্র, কুম্ভকারাদি) অঙ্কিত বা ব্যক্তরূপে প্রাদুর্ভূত হয় এবং যথাযোগ্য নিমিত্তের (যেমন চূর্ণীকরণ) দ্বারা অন্য চূর্ণরূপ ধর্ম উদয় হইলে ঘট আর ব্যক্ত থাকে না।

অতএব ঘট নামক অবয়বীকে (এবং তজ্জাতীয় সমস্ত স্থূল পদার্থকে, সুতরাং স্থূল শব্দাদি গুণকে) নিম্নলিখিত লক্ষণে লক্ষিত করা বিধেয়: এক, মহান্ অথবা অণীয়ান্ (অর্থাৎ বড় বা অপেক্ষাকৃত ছোট), স্পর্শবান্ বা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, ক্রিয়াধর্মক বা অবস্থান্তর-প্রাপক-ক্রিয়াশীলতাযুক্ত (ইহা কর্মেন্দ্রিয়ের সহায়ক অনুভবের বিষয়), অতএব অনিত্য বা আবির্ভাব ও তিরোভাব-লক্ষণক।

এই সকল লক্ষণে লক্ষিত পদার্থই স্থূল অবয়বিরূপে সর্বদাই আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ইহাই নির্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয়। নির্বিতর্ক সমাধির দ্বারা অবয়বী যেরূপ ভাবে বিজ্ঞাত হয়, তাহাই তদ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান।

৪৩। (৬) বৈনাশিক বৌদ্ধমতে ঘটাদি পদার্থ রূপধর্মমাত্র, আর রূপধর্ম মূলতঃ শূন্য; সুতরাং ঘটাদিরা মূলতঃ অবস্তু। এইরূপ মত সত্য হইলে 'সম্যক্ জ্ঞান' কিছুই থাকে না। বৌদ্ধেরা

বলেন, "রূপী রূপাণি পশ্যতি শূন্যম্" অর্থাৎ সমাপত্তিতে রূপী রূপকে শূন্য দেখেন, এই শূন্য অর্থে যদি অবস্তু হয়, তবে রূপ না দেখা (অর্থাৎ জ্ঞানাভাবই) সম্যক্ জ্ঞান হয়, কিন্তু তাহা সর্বথা অন্যায্য। আর, শূন্য যদি জ্ঞেয় পদার্থবিশেষ হয়, তবে তাহা অবয়বিবিশেষ হইবে। অতএব সাংখ্যীয় দর্শনই সর্বথা ন্যায্য।

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যম্। তত্র ভূতসূক্ষ্মেষু অভিব্যক্তধর্মকেষু দেশকালনিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু যা সমাপত্তিঃ সা সবিচারেত্যুচ্যতে। তত্রাপ্যেকবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যমেবোদিতধর্মবিশিষ্টং ভূতসূক্ষ্মমালম্বনীভূতং সমাধিপ্রজ্ঞায়ামুপতিষ্ঠতে। যা পুনঃ সর্বথা সর্বতঃ শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানবচ্ছিন্নেষু সর্বধর্মানুপাতিষু সর্বধর্মাত্মকেষু সমাপত্তিঃ সা নির্বিচারেত্যুচ্যতে। এবং স্বরূপং হি তদ্ভূতসূক্ষ্মম্, এতেনৈব স্বরূপেণালম্বনীভূতমেব সমাধিপ্রজ্ঞাস্বরূপমুপরঞ্জয়তি। প্রজ্ঞা চ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রা যদা ভবতি তদা নির্বিচারেত্যুচ্যতে। তত্র মহদ্বস্তুবিষয়া সবিতর্কা নির্বিতর্কা চ, সূক্ষ্মবিষয়া সবিচারা নির্বিচারা চ। এবমুভয়োরেতয়ৈব নির্বিতর্কয়া বিকল্পহানির্ব্যাখ্যাতা ইতি ॥ ৪৪ ॥

৪৪। ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম-বিষয়া সবিচারা ও নির্বিচারা নামক সমাপত্তিও ব্যাখ্যাত হইল ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে (১) অভিব্যক্তধর্মক সূক্ষ্মভূতে যে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্না সমাপত্তি হয় তাহা সবিচারা। এই সমাপত্তিতেও একবুদ্ধিনির্গ্রাহ্য উদিত-ধর্ম-বিশিষ্ট সূক্ষ্মভূত আলম্বনীভূত হইয়া সমাধিপ্রজ্ঞাতে আরূঢ় হয়। আর শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য এই ধর্মত্রয়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন (২) সর্বধর্মানুপাতী, সর্বধর্মাত্মক (সূক্ষ্মভূতে) এবং সর্বতঃ—এইরূপে যে সর্বথা (বা সর্ব প্রকারে) সমাপত্তি হয়, তাহা নির্বিচারা। 'সূক্ষ্মভূত এইরূপ', 'এইরূপে তাহা আলম্বনীভূত হইয়াছে'—এই প্রকার শব্দময় বিচার সবিচারায় সমাধিপ্রজ্ঞাস্বরূপকে উপরঞ্জিত করে। আর যখন সেই প্রজ্ঞা স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভাসা হয়, তখন তাহাকে নির্বিচারা সমাপত্তি বলা যায়। উক্ত সমাপত্তিসকলের মধ্যে মহদ্বস্তু-বিষয়া সমাপত্তি (৩) সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা এবং সূক্ষ্মবস্তু-বিষয়া সবিচারা ও নির্বিচারা। এইরূপে এই নির্বিতর্কার দ্বারা তাহার নিজের ও নির্বিচারার বিকল্পশূন্যতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টীকা। ৪৪। (১) সবিচার কি, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে (১।৪১), এখানে বিশেষ যাহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। অভিব্যক্তধর্মক = যাহা ঘটাদিরূপে অভিব্যক্ত, যাহা শান্ত বা অতীতরূপে অনভিব্যক্ত, তাদৃশ নহে। অতএব সূক্ষ্মভূতে সমাহিত হইতে হইলে ঘটাদি অভিব্যক্তধর্মকে উপগ্রহণ করিয়া হইতে হয়।

দেশ, কাল ও নিমিত্ত : ঘটাদি ধর্ম উপগ্রহণপূর্বক তৎকারণ সূক্ষ্মভূত উপলব্ধি করিতে গেলে ঘটাদি-লক্ষিত দেশও গ্রাহ্য হইবে এবং তত্রত্য তন্মাত্রের উপলব্ধি সেই দেশবিশেষের অনুভবাবচ্ছিন্ন হইয়া হইবে। আর, তাহা কেবল বর্তমানকালমাত্রে উদিতধর্মের অনুভবাবচ্ছিন্ন হইয়া হইবে

সুতরাং অতীত ও অনাগত অর্থাৎ তন্মাত্র হইতে যাহা হইয়াছে ও হইতে পারে, তদ্বিষয়ক জ্ঞানহীন হইবে।

নিমিত্ত = যে ধর্মকে উপগ্রহণ করিয়া যে তন্মাত্র উপলব্ধ হয়, তাহাই নিমিত্ত। অথবা ধর্ম-বিশেষকে ধরিয়া তন্মাত্রবিশেষে উপনীত হওয়া-রূপ ভাবই নিমিত্ত। নিমিত্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থে কোন এক বিশেষ নিমিত্ত হইতে উপলব্ধ। প্রজ্ঞা সর্বধর্মানুপাতিনী হইলে নিমিত্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না।*

সবিচার সমাধিতে সবিতর্কের ন্যায় বিষয় একবুদ্ধির দ্বারা ব্যপদিষ্ট হয়, অর্থাৎ 'ইহা ইতর-ভিন্ন এক বা একজাতীয় অণু' ইত্যাদিরূপ জ্ঞান হয়। সবিচারা সমাপত্তির প্রজ্ঞা শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পসংকীর্ণা হইয়া হয়, কারণ তাহা শব্দময়বিচারযুক্তা। সেই বিচারের দ্বারা 'এক এক প্রকারের অথচ বর্তমান' যে সূক্ষ্মভূত, তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা হয়।

৪৪। (২) প্রথমে নির্বিচারা সমাপত্তির বিষয় বলিয়া পরে ভাষ্যকার তাহার স্বরূপ বলিয়াছেন, শব্দাদির বিকল্পশূন্য, স্বরূপশূন্যের ন্যায়, সূক্ষ্মভূতমাত্র-নির্ভাস, এইরূপ সমাধির যে সংস্কার, যদি সূক্ষ্মভূত-বিষয়িণী প্রজ্ঞা ঈদৃশ সংস্কারময়ী অর্থাৎ স্মৃতিময়ী হয়, তবে তাহাকে নির্বিচারা সমাপত্তি বলা যায়।

সবিচারে যেমন দেশবিশেষাবচ্ছিন্ন বিষয়ের প্রজ্ঞা হয় ইহাতে সেইরূপ হয় না, সর্বদৈশিকরূপে প্রজ্ঞা হয়। আর, সেইরূপ কেবল বর্তমানকালমাত্রে উদিত জ্ঞানের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিবিধ অবস্থার অক্রমে প্রজ্ঞা হয়, এবং কোন এক ধর্মরূপ নিমিত্তবিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রজ্ঞা না হইয়া সর্বধার্মিক প্রজ্ঞা হয়। নির্বিতর্কা সমাপত্তি যেইরূপ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্প-হীন, বিচারের অভাবে নির্বিচারও তদ্রূপ। সর্বধর্মানুপাতী = সূক্ষ্ম বিষয়ের যত প্রকার পরিণাম হইতে পারে তত্তৎ সমস্ত ধর্মে অবাধে উৎপন্ন হইবার সামর্থ্যযুক্তা প্রজ্ঞা।

৪৪। (৩) সমাপত্তিসকলের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

(১ম) সবিতর্কা সমাপত্তি যথা —সূর্য একটি স্থূল আলম্বন। তাহাতে সমাধি করিলে সূর্যমাত্র-নির্ভাসা চিত্তবৃত্তি হইবে এবং সূর্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান (তাহার আকার, দূরত্ব, উপাদান ইত্যাদির সম্যক্ জ্ঞান) হইবে। সেই জ্ঞান শব্দাদিসংকীর্ণ হইবে, যথা—'সূর্য গোল, তাহার দূরত্ব এত' ইত্যাদি। এইরূপ শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণা স্থূলবিষয়িণী প্রজ্ঞার দ্বারা যখন চিত্ত পূর্ণ হয়—তাদৃশ জ্ঞানে চিত্ত যখন সদা উপরঞ্জিত থাকে—তখন তাহাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়।

(২) নির্বিতর্কা সমাপত্তি যথা :—সূর্যে সমাহিত হইলে সূর্যের রূপমাত্র নির্ভাসিত হইবে। কেবল সেই রূপমাত্র জ্ঞানগোচর থাকিলে সূর্যসম্বন্ধীয় অন্য বিষয়ের (নামাদির) বিস্মৃতি ঘটিবে। তাদৃশ, অন্যবিষয়শূন্য (সুতরাং শব্দ-অর্থ-জ্ঞান-বিকল্পের সংকীর্ণতাশূন্য) সূর্যরূপমাত্রকে, স্বরূপশূন্যের

* বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, নিমিত্ত = পরিণামপ্রয়োজক পুরুষার্থবিশেষ। এইরূপ নিমিত্তের সহিত এ বিষয়ের কিছু সম্পর্ক নাই। মিশ্র বলেন, নিমিত্ত = পার্থিব পরমাণুর গন্ধতন্মাত্র হইতে প্রধানতঃ এবং রসাদিসহায়ে গৌণতঃ উৎপত্তি, ইত্যাদি। ইহা আংশিক ব্যাখ্যান।

ভাষ্যকার নির্বিচারের লক্ষণে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনবচ্ছিন্নতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে উক্ত তিন পদার্থ স্পষ্ট হইয়াছে। দৈশিক অনবচ্ছিন্নতা = সর্বতঃ। কালিক অনবচ্ছিন্নতা = শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানবচ্ছিন্ন। নিমিত্তের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন = সর্বধর্মানুপাতী সর্বধর্মাত্মক। অতএব ঐ প্রজ্ঞা সর্বথা। আগামী উদাহরণে ইহা বিশদ হইবে।

মত হইযা ধ্যান কবিলে ঠিক যাদৃশ ভাব হয, সেই ভাবমাত্রই নির্বিতর্ক প্রজ্ঞান। যাবতীয় স্থূল পদার্থকে তাদৃশভাবে দেখিলে যোগী বাহ্য দ্রব্যকে কেবল রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই কয়টি গুণযুক্ত মাত্র দেখিবেন। বাক্যময়চিন্তাজনিত যে ব্যাবহারিক-গুণসকল বাহ্য পদার্থে আবোপ কবিযা লৌকিক ব্যবহাব সিদ্ধ হয, তাহাব ভ্রান্তি তখন যোগীব হৃদযঙ্গম হইবে। স্থূল দ্রব্যসকলেব মধ্যে কেবল শব্দাদি পঞ্চগুণ বিকল্পশূন্যভাবে তখন প্রজ্ঞারূঢ থাকিবে। তাদৃশ প্রজ্ঞাময চিত্ত অর্থাৎ যাহা কেবল তাদৃশ প্রজ্ঞাব ভাবে সমাপন্ন, তাহাকে নির্বিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। ইহাই স্থূল ভূতেব চবম-সাক্ষাৎকাব। ইহাব দ্বাবা স্ত্রী, পুত্র, কাঞ্চন আদি সম্বন্ধীয লৌকিক মোহকব দৃষ্টি সম্যক্ বিগত হয। কাবণ, তখন স্ত্রী-পুত্রাদি কেবল কতকগুলি রূপ বস আদির সমাবেশ বলিযা সাক্ষাৎ হয় ও সর্বদা উপলব্ধ হয। স্থূল বিষযসম্বন্ধীয বাক্যহীন চিন্তা নির্বিতর্ক ধ্যান, তাদৃশ ধ্যানে যখন চিত্ত পূর্ণ থাকে তখন তাহাকে নির্বিতর্কা সমাপত্তি বলে।

(৩য) সবিচাবা সমাপত্তি :—নির্বিতর্কাব বিকল্পশূন্য ধ্যানেব দ্বাবা সূর্যরূপ সাক্ষাৎ কবিযা তাহাব সূক্ষ্মাবস্থাকে উপলব্ধি কবাব ইচ্ছায যোগী প্রক্রিযাবিশেষেব দ্বাবা চিত্তেন্দ্রিযকে স্থিবতব হইতে স্থিবতম কবিলে সূর্যরূপেব পবম সূক্ষ্মাবস্থাব উপলব্ধি হইবে। তাহাই রূপতন্মাত্র-সাক্ষাৎকাব। প্রথমতঃ শ্রুতানুমানপূর্বক 'ভূতেব কাবণ তন্মাত্র' ইহা জানিযা তৎপূর্বক (বিচাবপূর্বক) চিত্তকে স্থিব কবিযা তাহাকে সূক্ষ্ম ভূতেব উপলব্ধিব দিকে প্রবর্তিত কবিতে হয বলিযা সবিচাবা সমাপত্তি শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্পেব দ্বাবা সংকীর্ণ। ইহা দেশ, কাল ও নিমিত্তেব দ্বাবা অবচ্ছিন্ন হইযা হয। অর্থাৎ সূর্যেব স্থিতিব দেশে (সর্বত্র নহে), সূর্যেব বর্তমান বা ব্যক্তরূপেব দ্বাবা (অতীতানাগত রূপেব দ্বাবা নহে) এবং সূর্যেব চক্ষুর্গ্রাহ্য জ্যোতির্ধর্মরূপ নিমিত্তেব দ্বাবাই ঐ প্রজ্ঞা হয।

রূপতন্মাত্র-সাক্ষাৎ হইলে নীল পীত আদি অসংখ্য রূপেব মধ্যে কেবল একাকাব রূপ-পবমাণু যোগী প্রত্যক্ষ কবেন। শব্দাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বাহ্য বিষয হইতে আমাদেব যে সুখ, দুঃখ ও মোহ হয, তাহা স্থূল বিষয অবলম্বন কবিযা হয। কাবণ, স্থূল বিষযেব নানা ভেদ আছে এবং সেই ভেদ হইতেই সুখদুঃখকবত্বাদি সংঘটিত হয, সুতবাং একাকাব সূক্ষ্ম বিষযেব উপলব্ধি হইলে বৈষযিক সুখ, দুঃখ ও মোহ সম্যক্ বিগত হইবে।

'ইহা সুখাদিশূন্য তন্মাত্র', 'ইহা এবম্প্রকাবে উপলব্ধি কবিতে হয' ইত্যাদি শব্দাদি-বিকল্প-সংকীর্ণা প্রজ্ঞাব দ্বারা যখন চিত্ত পূর্ণ থাকে, তখন তাহাকে সূক্ষ্মভূত-বিষযক সবিচাবা সমাপত্তি বলা যায।

কেবল তন্মাত্র সবিচাবা সমাপত্তিব বিষয নহে। তন্মাত্র, অহংকাব, বুদ্ধি ও অব্যক্ত এই সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থই সবিচাবাব বিষয।

(৪র্থ) নির্বিচাবা সমাপত্তি :—সবিচাবায কুশলতা হইলে যখন শব্দাদিব সংকীর্ণ স্মৃতি অপগত হইযা কেবল সূক্ষ্ম বিষযমাত্রেব নির্ভাসক সমাধি হয, তাদৃশ বিকল্পহীন ধ্যেয ভাবসকলে চিত্ত যখন পূর্ণ থাকে, তখন তাহাকে নির্বিচাবা সমাপত্তি বলা যায।

নির্বিচাবা দেশ, কাল ও নিমিত্তেব দ্বাবা অনবচ্ছিন্ন হইযা নিষ্পন্ন হয অর্থাৎ তাহা সর্বদেশস্থ বিষযেব, সর্বকালব্যাপী বিষযেব এবং যুগপৎ সর্বধর্মেব নির্ভাসক। সবিচাবায ধর্মবিশেষকে নিমিত্ত কবিযা তাহাব নৈমিত্তিক স্বরূপ এক বিষযেব প্রজ্ঞা হয। নির্বিচাবায সর্বধর্মেব যুগপৎ জ্ঞান হওয়াতে পূর্বাপব বা নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব থাকে না। ইহাই নিমিত্তেব দ্বাবা অনবচ্ছিন্ন হওযাব অর্থ।

সূক্ষ্মভূতমাত্র-নির্ভাসা নির্বিচারা সমাপত্তি গ্রাহ্য-বিষয়ক। ইন্দ্রিয়গত (মনকেও ইন্দ্রিয় ধরিতে হইবে) প্রকাশশীল অভিমান (অহংকার) বা আনন্দমাত্র-বিষয়ক সমাপত্তি গ্রহণ-বিষয়ক। ইহা ইন্দ্রিয়ের কারণভূত অস্মিতাখ্য অভিমান-বিষয়ক হইল। আর, অস্মীতিমাত্র বা অস্মিতামাত্র যে ভাব তদ্বিষয়ক সমাপত্তি গ্রহীতৃ-বিষয়ক নির্বিচারা।

অলিঙ্গ বা অব্যক্ত প্রকৃতিকে ধ্যেয় বিষয় করিয়া নির্বিচারা সমাপত্তি হয় না কারণ, অব্যক্ত ধ্যেয় আলম্বন নহে, কিন্তু তাহা লীনাবস্থা। মহাভারত বলেন, "অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাং প্রভবাপ্যযম্। সদা পশ্যাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ॥" অর্থাৎ যাহা অব্যক্ত তাহা সদাই লীন।

'অব্যক্তমাত্র-নির্ভাস' এইরূপ সমাধি হইতে পারে না, সুতরাং তাদৃশ প্রজ্ঞাও নাই। তবে প্রকৃতিলয়কে 'অব্যক্ততাপত্তি' বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সমাপত্তির ন্যায় সম্প্রজ্ঞাত যোগ নহে, তবে অব্যক্ত-বিষয়ক সবিচারা সমাপত্তি হইতে পারে। চিত্তের লীনাবস্থার সম্প্রাপ্তি ঘটিলে তদনুস্মৃতিপূর্বক অব্যক্ত-বিষয়ক যে সবিচারা প্রজ্ঞা হয়, তাহাই অব্যক্ত-বিষয়ক সবিচারা সমাপত্তি। ('তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার' দ্রষ্টব্য)।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যম্। পার্থিবস্যাণোর্গন্ধতন্মাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, আপ্যস্য রসতন্মাত্রং, তৈজসস্য রূপতন্মাত্রং, বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রম্, আকাশস্য শব্দতন্মাত্রমিতি। তেষামহংকারঃ, অস্যাপি লিঙ্গমাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, লিঙ্গমাত্রস্যাপ্যলিঙ্গং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, ন চ অলিঙ্গাৎ পরং সূক্ষ্মমস্তি। নন্বস্তি পুরুষঃ সূক্ষ্ম ইতি ? সত্যং, যথা লিঙ্গাৎ পরমলিঙ্গস্য সৌক্ষ্ম্যং ন চৈবং পুরুষস্য, কিন্তু লিঙ্গস্যান্বয়িকারণং পুরুষো ন ভবতি হেতুস্তু ভবতীতি। অতঃ প্রধানে সৌক্ষ্ম্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্॥ ৪৫ ॥

৪৫। সূক্ষ্মবিষয়ত্ব অলিঙ্গে (১) বা অব্যক্তে পর্যবসিত হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—পার্থিব অণুর (২) গন্ধতন্মাত্র (-রূপ অবস্থা) সূক্ষ্ম বিষয়। জলীয় অণুর রসতন্মাত্র, তৈজসের রূপতন্মাত্র, বায়বীয়ের স্পর্শতন্মাত্র এবং আকাশের শব্দতন্মাত্র সূক্ষ্ম বিষয়। তন্মাত্রের অহংকার, আর অহংকারের লিঙ্গমাত্র (বা মহত্তত্ত্ব) সূক্ষ্ম বিষয়। লিঙ্গমাত্রের অলিঙ্গ সূক্ষ্ম বিষয়। অলিঙ্গ হইতে আর অধিক সূক্ষ্ম নাই। যদি বল তাহা হইতে পুরুষ সূক্ষ্ম ? সত্য, কিন্তু যেমন লিঙ্গ হইতে অলিঙ্গ সূক্ষ্ম, পুরুষের সূক্ষ্মতা সেইরূপ নহে, কেননা, পুরুষ লিঙ্গমাত্রের অন্বয়ী কারণ (উপাদান) নহেন, কিন্তু তাহার হেতু বা নিমিত্ত কারণ (৩)। অতএব প্রধানেই সূক্ষ্মতা নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টীকা। ৪৫। (১) অলিঙ্গ—যাহা কিছুতে লয় হয় তাহা লিঙ্গ, যাহার লয় নাই তাহা অলিঙ্গ। অথবা যাহার কোন কারণ নাই বলিয়া যাহা কাহারও (স্বকারণের) অনুমাপক নহে তাহাই অলিঙ্গ, "ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গয়তি গময়তীতি অলিঙ্গম্" (ভোজবৃত্তি)। প্রধানই অলিঙ্গ।

৪৫। (২) পার্থিব অণুর দ্বিবিধ অবস্থা। এক প্রচিত অবস্থা, যাহা নানাবিধ গন্ধরূপে অবভাত হয়, আর, অন্য সূক্ষ্ম, নানাত্বশূন্য, গন্ধমাত্র অবস্থা। অতএব গন্ধতন্মাত্রই পার্থিব অণুর সূক্ষ্ম বিষয়। জলাদি অণুরও তাদৃশ নিয়ম।

তন্মাত্রসকল ইন্দ্রিয়গৃহীত জ্ঞানস্বরূপ। তাদৃশ জ্ঞানের বাহ্য হেতু ভূতাদি নামক বিরাট্ পুরুষের অভিমান, কিন্তু শব্দাদিরা বস্তুতঃ অন্তঃকরণের বিকারবিশেষ। তন্মাত্র-জ্ঞান কালিক-প্রবাহরূপ কারণ, পরমাণুতে দৈশিক বিস্তার স্ফুটভাবে নাই। কালিকপ্রবাহস্বরূপ জ্ঞান হইলে, তাহাতে স্ফুট চিত্তক্রিয়া থাকে। সুতরাং তন্মাত্র-জ্ঞান ক্রিয়াশীল অন্তঃকরণমূলক বা অহংকারমূলক, অতএব তন্মাত্রের সূক্ষ্ম বিষয় অহংকার। জ্ঞানের বিকার বা অবস্থান্তরের প্রবাহ অথবা মনের বিকারপ্রবাহের জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ('আমি জান্‌ছি জান্‌ছি'—এইরূপে) অহংকার উপলব্ধি করিতে হয়। অহংকারের সূক্ষ্ম বিষয় মহত্তত্ত্ব বা অস্মিতামাত্র। মহতের সূক্ষ্ম বিষয় প্রকৃতি।

৪৫। (৩) প্রকৃতি যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া মহদাদিরূপে পরিণত হয়, পুরুষ সেইরূপ হন না। তবে পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট না হইলে প্রকৃতির ব্যক্ত পরিণাম হয় না, সুতরাং পুরুষ মহদাদির নিমিত্ত-কারণ।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যম্। তাশ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো বহির্বস্তুবীজা ইতি সমাধিরপি সবীজঃ। তত্র স্থূলেঽর্থে সবিতর্কো নির্বিতর্কঃ, সূক্ষ্মেঽর্থে সবিচারো নির্বিচার ইতি চতুর্ধা উপসংখ্যাতঃ সমাধিরিতি ॥ ৪৬ ॥

৪৬। তাহারাই সবীজ সমাধি ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই চারি প্রকার সমাপত্তি বহির্বস্তুবীজা (১), সেই হেতু তাহারা সমাধি হইলেও সবীজ সমাধি। তাহার মধ্যে স্থূল বিষয়ে সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা, আর সূক্ষ্ম বিষয়ে সবিচারা ও নির্বিচারা এইরূপে সমাধি চারি প্রকারে উপসংখ্যাত হইয়াছে।

টীকা। ৪৬। (১) বহির্বস্তু = যাবতীয় দৃশ্য বস্তু (গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য) বা প্রাকৃত বস্তু। সমাপত্তিসকল দৃশ্য পদার্থকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহারা বহির্বস্তুবীজ।

নির্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্। অশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতস্য প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতিপ্রবাহো বৈশারদ্যম্। যদা নির্বিচারস্য সমাধের্বৈশারদ্যমিদং জায়তে, তদা

যোগিনো ভবত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমাননুরোধী স্ফুটপ্রজ্ঞালোকঃ, তথা চোক্তং "প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্যাঽশোচ্যঃ শোচতো জনান্। ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি" ॥ ৪৭ ॥

৪৭। নির্বিচারের বৈশারদ্য হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ (১) হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—অশুদ্ধি (রজস্তমোবহুলতা)-রূপ আবরকমলমুক্ত, প্রকাশস্বভাব বুদ্ধিসত্ত্বের যে রজস্তমোদ্বারা অনভিভূত, স্বচ্ছ, স্থিতিপ্রবাহ, তাহাই বৈশারদ্য। যখন নির্বিচার সমাধির এইরূপ বৈশারদ্য জন্মায়, তখন যোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ হয় অর্থাৎ যথাভূতবস্তু-বিষয়ক, ক্রমহীন বা যুগপৎ সর্বভাসক স্ফুটপ্রজ্ঞালোক বা সাক্ষাৎকার-জনিত বিজ্ঞানালোক হয় (২)। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, "পর্বতস্থ পুরুষ যেমন ভূমিস্থিত ব্যক্তিগণকে দেখেন, তেমনি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া স্বয়ং অশোচ্য, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত শোকশীল জনকে দেখেন"।

টীকা। ৪৭।(১)(২) অধ্যাত্মপ্রসাদ। অধ্যাত্ম=গ্রহণ বা করণ-শক্তি, তাহার প্রসাদ বা নৈর্মল্য। রজস্তমোমলশূন্য হইলে যে বুদ্ধিতে প্রকাশগুণের উৎকর্ষ হয়, তাহাই অধ্যাত্মপ্রসাদ। বুদ্ধিই প্রধান আধ্যাত্মিক ভাব সুতরাং তাহার প্রসাদ হইলেই যাবতীয় করণ প্রসন্ন হয়। জ্ঞান-শক্তির চরমোৎকর্ষ হওয়াতে তৎকালে যাহা প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আর, সেই জ্ঞান সাধারণ অবস্থার জ্ঞানের ন্যায় ক্রমশঃ স্তোকে স্তোকে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তাহাতে জ্ঞেয় বিষয়ের সমস্ত ধর্ম যুগপৎ প্রভাসিত হয়। আর, সেই প্রজ্ঞা শ্রুতানুমানিক প্রজ্ঞা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎকার-জনিত প্রজ্ঞা। অনুমান ও আগমের জ্ঞান সামান্যবিষয়ক, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বিশেষ-বিষয়ক, তাহা এই সমাধি-প্রত্যক্ষের চরম উৎকর্ষ, সুতরাং ইহার দ্বারা চরম বিশেষসকলের জ্ঞান হয়। মহর্ষিগণ এইরূপ প্রজ্ঞালাভ করিয়া যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহাই শ্রুতি। প্রথমে সেই অলৌকিক বিষয় প্রজ্ঞাত হইয়া, লৌকিকী দৃষ্টি হইতে অনুমানের দ্বারা কিরূপে অলৌকিক বিষয়ের সামান্য-জ্ঞান হয়, ঋষিরা তাহাও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহাই মোক্ষদর্শন।

ফলতঃ নির্বিচারা সমাপত্তির ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা এবং শ্রুতানুমান-জনিত সাধারণ প্রজ্ঞা অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ। পঙ্কিল ঘোলা জল ও তুষারগলা জলে যেরূপ প্রভেদ উহাদেরও তদ্রূপ প্রভেদ।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্। তস্মিন্ সমাহিতচিত্তস্য যা প্রজ্ঞা জায়তে তস্যা ঋতম্ভরেতি সংজ্ঞা ভবতি, অন্বর্থা চ সা, সত্যমেব বিভর্তি ন তত্র বিপর্যাসগন্ধোঽপ্যস্তীতি, তথা চোক্তম্ "আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্" ইতি ॥ ৪৮ ॥

৪৮। সেই অবস্থায় যে প্রজ্ঞা হয় তাহার নাম ঋতম্ভরা ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—অধ্যাত্মপ্রসাদ হইলে সমাহিতচেতার যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ঋতম্ভরা বা সত্যপূর্ণা। তাহা (সেই প্রজ্ঞা) অন্বর্থা (নামানুযায়ী অর্থবতী)। তাহা সত্যকেই ধারণ করে। তাহাতে বিপর্যাসের গন্ধমাত্রও নাই। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, "আগম, অনুমান ও আদরপূর্বক ধ্যানাভ্যাস এই ত্রিপ্রকারে প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টরূপে উৎপাদন করিয়া, উত্তম যোগ বা নির্বীজ সমাধিলাভ হয়" (১)।

টীকা। ৪৮। (১) শ্রুতিও বলেন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎকার বা দর্শন হয়। বস্তুতঃ শ্রবণ করিয়া কেহ যদি জানে, 'আত্মা বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অথবা তত্ত্বসকল এই এই রূপ, অথবা এই প্রকার অবস্থার নাম মোক্ষ (দুঃখ-নিবৃত্তি)' তাহা হইলে তাহার বিশেষ কিছু হয় না। সেইরূপ অনুমানের দ্বারা পুরুষ ও অন্যান্য তত্ত্বের সত্তা-নিশ্চয় হইলে কেবল তাহাতেই দুঃখনিবৃত্তি ঘটিবার কিছুমাত্র আশা নাই।

কিন্তু, 'আমি শরীরাদি নহি', 'বাহ্য বিষয় দুঃখময় ও ত্যাজ্য', 'বৈষয়িক সংকল্প করিব না' ইত্যাদি বিষয় পুনঃ পুনঃ ভাবনা বা ধ্যান করিলে যখন উহাদের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে, তখনই মোক্ষের প্রকৃত সাধন হইবে। 'আমি শরীর নহি' ইহা যদি শত শত যুক্তির দ্বারা কেহ জানে, কিন্তু সামান্য দুঃখে ও সুখে সে যদি বিচলিত হয়, তবে তাহার জ্ঞানে এবং অজ্ঞ অন্য লোকের জ্ঞানে প্রভেদ কি ? উভয়ই তুল্যরূপে বদ্ধ।

নির্বিচার সমাধির দ্বারা বিষয়ের যাহা জ্ঞান হয়, তদপেক্ষা উত্তম জ্ঞান আর কিছুতে হইতে পারে না, তজ্জন্য তাহা সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞান। ঋত অর্থে সাক্ষাৎ অনুভূত সত্য (১।৪৩ দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যম্। সা পুনঃ—

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

শ্রুতমাগমবিজ্ঞানং তৎ সামান্যবিষয়ং, ন হ্যাগমেন শক্যো বিশেষোঽভিধাতুং, কস্মাৎ ? ন হি বিশেষেণ কৃতসঙ্কেতঃ শব্দ ইতি। তথানুমানং সামান্যবিষয়মেব, যত্র প্রাপ্তিস্তত্র গতিঃ, যত্রাপ্রাপ্তিস্তত্র ন ভবতি গতিরিত্যুক্তম্। অনুমানেন চ সামান্যেনোপসংহারঃ, তস্মাৎ শ্রুতানুমানবিষয়ো ন বিশেষঃ কশ্চিদস্তীতি। ন চাস্য সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টস্য বস্তুনঃ লোকপ্রত্যক্ষেণ গ্রহণং, ন চাস্য বিশেষস্যাপ্রামাণিকস্যাভাবোঽস্তীতি সমাধিপ্রজ্ঞানির্গ্রাহ্য এব স বিশেষো ভবতি ভূতসূক্ষ্মগতো বা পুরুষগতো বা। তস্মাৎ শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া সা প্রজ্ঞা বিশেষার্থত্বাদ্ ইতি ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আর সেই প্রজ্ঞা—

৪৯। শ্রুতানুমানজাত প্রজ্ঞা হইতে ভিন্নবিষয়া, যেহেতু তাহা বিশেষ-বিষয়ক ॥ সূ

শ্রুত = আগমবিজ্ঞান (১।৭ সূত্র দ্রষ্টব্য), তাহা সামান্য-বিষয়ক। আগমের দ্বারা কোন বিষয় বিশেষরূপে অভিহিত হইতে পারে না, কেননা শব্দ বিশেষ অর্থে সঙ্কেতীকৃত হয় না। সেইরূপ

অনুমানও সামান্য বিষয়, যেখানে (দেশান্তর) প্রাপ্তিরূপ হেতু পাওয়া যায় সেখানেই গতি অনুমিত হয়, আর তাহার অপ্রাপ্তিতে গতির অনুমানজ্ঞান হয় না, ইহা পূর্বে (১।৭ ভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে (১)। অতএব অনুমানের দ্বারা সামান্যমাত্রোপসংহার হয়। সেই কারণে শ্রুতানুমানের কোন বিষয়ই বিশেষ নহে। আর এই সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর লোক-প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রহণ হয় না। কিন্তু অপ্রামাণিক (আগম, অনুমান ও লোক-প্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রমাণশূন্য) এই বিশেষার্থের যে সত্তা নাই, এইরূপও নহে। যেহেতু সেই সূক্ষ্মভূতগত বা পুরুষগত (গ্রহীতৃগত) বিশেষ সমাধিপ্রজ্ঞানিগ্রাহ্য। অতএব বিশেষার্থত্বহেতু (সামান্য-বিষয়া) শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞা হইতে তাহা ভিন্ন-বিষয়া।

টীকা। ৪৯। (১) যাবন্মাত্রের হেতু পাওয়া যায়, তাবন্মাত্রের জ্ঞান হয়, অন্যাংশের হয় না। ধূম দেখিয়া 'অগ্নি আছে' এতাবন্মাত্রের জ্ঞান হয়, কিন্তু অগ্নির আকার-প্রকার আদি যে যে বিশেষ আছে, তাহার আনুমানিক জ্ঞানের জন্য অসংখ্য হেতু জানা আবশ্যক, কিন্তু তাহা জানার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অনুমানের দ্বারা মাত্র অল্পাংশেরই জ্ঞান হয়।

শ্রুত-জ্ঞান এবং আনুমানিক-জ্ঞান শব্দ-সহায়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু শব্দসকল, বিশেষতঃ গুণবাচী শব্দসকল, জাতির বা সামান্যের নাম, সুতরাং শব্দ-জ্ঞান সামান্য-জ্ঞান।

ভাষ্যম্। সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রতিলম্ভে যোগিনঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারো নবো নবো জায়তে—

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রভবঃ সংস্কারো ব্যুত্থানসংস্কারাশয়ং বাধতে। ব্যুত্থানসংস্কারাভিভবাৎ তৎপ্রভবাঃ প্রত্যয়া ন ভবন্তি, প্রত্যয়নিরোধে সমাধিরুপতিষ্ঠতে, ততঃ সমাধিপ্রজ্ঞা ততঃ প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারা ইতি নবো নবঃ সংস্কারাশয়ো জায়তে, ততঃ প্রজ্ঞা ততশ্চ সংস্কারা ইতি। কথমসৌ সংস্কারাতিশয়শ্চিত্তং সাধিকারং ন করিষ্যতীতি, ন তে প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ ক্লেশক্ষয়হেতুত্বাৎ চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুর্বন্তি, চিত্তং হি তে স্বকার্যাদবসাদয়ন্তি। খ্যাতিপর্যবসানং হি চিত্তচেষ্টিতমিতি ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমাধিপ্রজ্ঞার লাভ হইলে যোগীর নূতন নূতন প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার উৎপন্ন হয়—

৫০। তজ্জাত সংস্কার (১) অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী ॥ সূ

সমাধিপ্রজ্ঞা-প্রভব সংস্কার ব্যুত্থান-সংস্কারাশয়কে নিবারিত করে। ব্যুত্থান-সংস্কারসকল অভিভূত হইলে তজ্জাত প্রত্যয়সকল আর হয় না। প্রত্যয় নিরুদ্ধ হইলে সমাধি উপস্থিত হয়। তাহা হইতে পুনশ্চ সমাধিপ্রজ্ঞা, আর সমাধিপ্রজ্ঞা হইতে প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার। এইরূপে নূতন নূতন সংস্কারাশয় উৎপন্ন হয়। সমাধি হইতে প্রজ্ঞা, পুনশ্চ প্রজ্ঞা হইতে প্রজ্ঞা-সংস্কার উৎপন্ন হয়। এই

সংস্কারাধিক্য কেন চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট (২) করে না ?—সেই প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার ক্লেশক্ষয়কারী বলিয়া চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট করে না। চিত্তকে তাহারা স্বকার্য হইতে নিবৃত্ত করায়। চিত্তচেষ্টা (বিবেক-) খ্যাতি পর্যন্তই থাকে (৩)।

টীকা। ৫০।(১) চিত্তের কোন জ্ঞান বা চেষ্টা হইলে তাহার যে ছাপ বা ধৃতভাব থাকে তাহাকে সংস্কার বলে। জ্ঞান-সংস্কারের অনুভবের নাম স্মৃতি, আর ক্রিয়া-সংস্কারের উত্থানের নাম স্বারসিক চেষ্টা (automatic action)। প্রত্যেক জ্ঞায়মান-জ্ঞান ও ক্রিয়মাণ কর্ম, সংস্কার-সহায়ে উৎপন্ন হয়। সাধারণ দেহীর পক্ষে পূর্ব সংস্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া কোন বিষয় জানিবার বা করিবার সম্ভাবনা নাই।

সংস্কারসকল দুই ভাগে বিভাজ্য—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ও বিদ্যামূলক। বিদ্যা অবিদ্যার পরিপন্থী বলিয়া বিদ্যা-সংস্কার অবিদ্যা-সংস্কারসমূহকে নাশ করে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত প্রজ্ঞাসমূহ বিদ্যার উৎকর্ষ, আর বিবেকখ্যাতি বিদ্যার চরম অবস্থা। অতএব সমাধিজ প্রজ্ঞার সংস্কার অবিদ্যামূলক সংস্কারকে সমূলে নাশ করিতে সক্ষম। অবিদ্যামূলক সংস্কারসমূহ ক্ষীণ হইলে চিত্তের চেষ্টাসমূহও ক্ষীণ হয়, কারণ, রাগদ্বেষ আদি অবিদ্যাগণই সাধারণ চিত্তচেষ্টার হেতু।

'জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্য' ইহা ভাষ্যকার অন্যত্র (১।১৬ সূ) বলিয়াছেন। অতএব সম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রজ্ঞা (তত্ত্ব-জ্ঞান) ও বিবেকখ্যাতি হইতে বিষয়-বৈরাগ্যই সম্যক্ সিদ্ধ হয়, তাদৃশ পরবৈরাগ্য-সংস্কার ব্যুত্থান-সংস্কারের প্রতিবন্ধী।

৫০।(২) অধিকার=বিষয়ের উপভোগ বা ব্যবসায়। সংস্কার হইতে সাধারণতঃ চিত্ত বিষয়াভিমুখ হয়, অতএব সংশয় হইতে পারে যে, সম্প্রজ্ঞাত-সংস্কারও চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট করিবে। কিন্তু তাহা নহে। সম্প্রজ্ঞাত-সংস্কার অর্থে যাহাতে চিত্তের বিষয়গ্রহণ রোধ হয় এইরূপ ক্লেশবিরোধী সত্য-জ্ঞানের সংস্কার। তাদৃশ সংস্কার যত প্রবল হইবে ততই চিত্তের কার্য রুদ্ধ হইবে।

৫০।(৩) সম্প্রজ্ঞানের চরম অবস্থা যে বিবেকখ্যাতি, তাহা উৎপন্ন হইলে চিত্তের ব্যবসায় সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। তাহার দ্বারা সর্বদুঃখের আধারস্বরূপ বিকারশীল বুদ্ধির এবং পুরুষের বা শান্ত আত্মার পৃথক্ত্ব উপলব্ধ হওয়াতে পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত প্রলীন হইয়া দ্রষ্টার কৈবল্য হয়।

ভাষ্যম্। কিঞ্চাস্য ভবতি—

তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

স ন কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী, প্রজ্ঞাকৃতানাং সংস্কারাণামপি প্রতিবন্ধী ভবতি। কস্মাৎ, নিরোধজঃ সংস্কারঃ সমাধিজান্ সংস্কারান্ বাধত ইতি। নিরোধস্থিতিকাল-ক্রমানুভবেন নিরোধচিত্তকৃতসংস্কারাস্তিত্বমনুমেয়ম্। ব্যুত্থাননিরোধসমাধিপ্রভবৈঃ সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং স্বস্যাম্প্রকৃতাববস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে। তস্মাৎ তে

সংস্কারাশ্চিত্তস্যাধিকারবিরোধিনঃ ন স্থিতিহেতবঃ, যস্মাদ্ অবসিতাধিকারং সহ কৈবল্য-ভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং বিনিবর্ততে। তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধঃ মুক্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে সমাধিপাদঃ প্রথমঃ।

ভাষ্যানুবাদ—আর তাহে চিত্তের কি হয় ?—

৫১। তাহারও (সম্প্রজ্ঞানেরও সংস্কারক্ষয়হেতু) নিরোধ হইলে সর্বনিরোধ হইতে নির্বীজ সমাধি উৎপন্ন হয়। (১) সূ

তাহা (নির্বীজ সমাধি) যে কেবল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিরোধী তাহা নহে, অপিচ, তাহা প্রজ্ঞাকৃত সংস্কারেরও প্রতিবন্ধী। কেননা—নিরোধজাত বা পরবৈরাগ্যজাত সংস্কার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সংস্কারসকলকেও নাশ করে। নিরোধ-স্থিতির যে কালক্রম, তাহার অনুভব হইতে নিরুদ্ধ-চিত্তকৃত-সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমেয়। ব্যুত্থানের নিরোধক যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, তজ্জাত সংস্কার-সকলের সহিত ও কৈবল্যভাগীয় (২) সংস্কারসকলের সহিত, চিত্ত নিজের অবস্থিতা বা নিত্যা প্রকৃতিতে বিলীন হয়। সে-কারণ সেই প্রজ্ঞা-সংস্কারসকল চিত্তের অধিকারবিরোধী হয় কিন্তু স্থিতিহেতু হয় না যেহেতু অধিকার শেষ হইলে কৈবল্যভাগীয় সংস্কারের সহিত চিত্ত বিনিবর্তিত হয়। চিত্ত নিবৃত্ত হইলে পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন, সেইহেতু তাঁহাকে শুদ্ধ মুক্ত বলা যায়।

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের সমাধিপাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

টীকা। ৫১। (১) সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বা সম্প্রজ্ঞানের সংস্কার তত্ত্ব-বিষয়ক। তত্ত্বসকলের মধ্যে প্রজ্ঞা হইলে পরে বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতি হইলে এবং বুদ্ধির ভেদ তার চরমপ্রজ্ঞা হইলে, পরবৈরাগ্যের দ্বারা বুদ্ধির প্রজ্ঞা এবং তাহার সংস্কারও ভেদ-পক্ষে ক্ষয় হয়। তজ্জন্য নিরোধ সমাধির সংস্কার সম্প্রজ্ঞানের ও তাহার সংস্কারের বিরোধী বা নিবৃত্তিকারী।

নিরোধ প্রত্যয়স্বরূপ নহে অতএব তাহার সংস্কার হয় কিরূপে ?—এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। উত্তর যথা—নিরোধ বস্তুতঃ অব্যুত্থান, তাহারই সংস্কার হয়। যেমন একটি ভগ্ন ভগ্ন রেখার ছাপ, তাহাকে এক রেখার ভঙ্গ অবস্থা বলা যাইতে পারে অথবা অন্য-রেখার অভাবও বলা যাইতে পারে। কিন্তু পরবৈরাগ্যের সংস্কার হইতে পারে, তাহার কার্য কেবল নিরোধ আনয়ন করা। তাহা চিত্তকে উত্থিত হইতে দেয় না। রজির সঙ্গে ও উদয়ের মধ্যে যে ক্ষণিক নিরোধ সর্বদাই হইতেছে, নিরোধ সমাধিতে তাহা সেইরূপ ক্ষণিক নহে। তখন প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিধর্মের নাশ হয় না কিন্তু পুরুষোপদর্শনরূপ হেতুতে তাহাদের যে বিষয় ক্রিয়া হইতেছিল তাহা (ঐ হেতুর অর্থাৎ সংযোগের অভাবে) আর থাকে না। ১।১৮ (৩) দ্রষ্টব্য।

একবার অসম্প্রজ্ঞাত নিরোধ হইলেই তাহা সর্বকালস্থায়ী হয় না, কিন্তু তাহা অভ্যাসের দ্বারা বর্ধিত হয়, সুতরাং তাহারও সংস্কার হয়। সেই সংস্কারজনিত চিত্তকাদে নিরোধক্ষণ বলা যায়, তাহা চিত্তের পরবৈরাগ্যমূলক লীন অবস্থা। বুদ্ধিবিষয়ক সমাধি সিদ্ধ হইলে এবং শাশ্বত নিরোধের সংকল্পপূর্বক নিরোধ করিলে চিত্ত আর পুনরুত্থিত হয় না। এইরূপ নিরোধ করিবার ক্ষমতা হইলেও যাঁহারা নির্মাণ-চিত্তের দ্বারা ভূতানুগ্রহ করিবার জন্য চিত্তকে নির্দিষ্ট কালের জন্য নিরুদ্ধ করেন, তাঁহাদের চিত্ত সেই কালের পর নির্মাণ-চিত্তরূপে উত্থিত হয়। ঈশ্বর এইরূপে আকল্প নিরোধ করিয়া

কল্পান্তকালে অভিধ্যানপূর্বক ভক্ত সংসারী পুরুষদের উদ্ধার করেন, ইহা যোগসম্প্রদায়ের মত। ('শঙ্কানিরাস'—১৩ দ্রষ্টব্য)।

৫১। (২) ব্যুত্থানের বা বিক্ষিপ্ত অবস্থার নিরোধরূপ যে সমাধি তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, তাহার সংস্কার। কৈবল্যভাগীয় সংস্কার—নিরোধজ সংস্কার। সাধিকার—ভোগ ও অপবর্গের জনক চিত্ত সাধিকার। অপবর্গ হইলে অধিকারসমাপ্তি হয়।

সম্প্রজ্ঞাতজ সংস্কার ব্যুত্থানকে নাশ করে। বিক্ষিপ্ত ব্যুত্থান সম্যক্ বিগত হইলেও চিত্তে সম্প্রজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি থাকে। প্রান্তভূমিতা (২।২৭ সূত্র) প্রাপ্ত হইয়া বিষয়াভাবে সম্প্রজ্ঞান (ও তৎসংস্কার) বিনিবৃত্ত হয়। সম্প্রজ্ঞানের বিনিবৃত্তিই নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত। এইরূপে নিরোধ সম্পূর্ণ হইয়া চিত্তলীন হইলেই তাহাকে কৈবল্য বলা যায়। অতএব প্রজ্ঞা ও নিরোধ-সংস্কার চিত্তের অধিকার বা বিষয়ব্যাপারের বিরোধী। তৎক্রমে অর্থাৎ সেই প্রজ্ঞার ও নিরোধ-সংস্কারের দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হয়, সম্যক্ নিরোধ এবং চিত্তের স্বকারণে শাশ্বতকালের জন্য প্রলয় হওয়া (বিনিবৃত্তি) একই কথা।

যদিও দ্রষ্টা সুখ ও দুঃখের অতীত অবিকারী পদার্থ, তথাপি চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে দ্রষ্টাকে শুদ্ধ বলা যায়। আর তন্নিরোধজনিত দুঃখনিবৃত্তি-হেতু দ্রষ্টাকে মুক্ত বলা যায়। বস্তুতঃ এই শুদ্ধমুক্ত-পদ কেবল চিত্তের ভেদ ধরিয়া পুরুষের আখ্যামাত্র। দ্রষ্টা দ্রষ্টাই আছেন ও থাকেন, চিত্ত ব্যুত্থিত হইয়া উপদৃষ্ট হয়, আর শান্ত হইয়া উপদৃষ্ট হয় না, এই চিত্তভেদ ধরিয়া লৌকিক দৃষ্টি হইতে পুরুষকে বদ্ধ ও মুক্ত বলা যায়।

প্রথম পাদ সমাপ্ত

২। সাধনপাদ

ভাষ্যম্। উদ্দিষ্টঃ সমাহিতচিত্তস্য যোগঃ, কথং ব্যুত্থিতচিত্তোঽপি যোগযুক্তঃ স্যাদ্ ইত্যেতদারভ্যতে—

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি। অনাদিকর্মক্লেশবাসনাচিত্রা প্রত্যুপস্থিতবিষয়জালা চাশুদ্ধির্নান্তরেণ তপঃ সম্ভেদমাপদ্যত ইতি তপস উপাদানম্, তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাধমানমনেনাসেব্যমিতি মন্যতে। স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদিপবিত্রাণাং জপঃ, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্বক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং, তৎফলসন্ন্যাসো বা ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমাহিতচিত্ত যোগীর যোগ (প্রথম পাদে) উদ্দিষ্ট হইযাছে, কিরূপে ব্যুত্থিতচিত্ত সাধকও যোগযুক্ত হইতে পারেন, তাহা বলিবার জন্য এই সূত্র আরম্ভ করিতেছেন—

১। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানের নাম ক্রিয়া-যোগ ॥ (১) সূ

অতপস্বীর যোগ সিদ্ধ হয় না, অনাদিকালীন কর্ম ও ক্লেশের বাসনার দ্বারা বিচিত্র (সাহজিক) আর, বিষয়জাল-সমাযুক্ত অশুদ্ধি বা যোগান্তরায যে চিত্তমল, তাহা তপস্যা ব্যতীত সংভিন্ন অর্থাৎ বিরল বা ছিন্ন হয না। এইহেতু তপঃ সাধনীয। চিত্তপ্রসাদকর নির্বিঘ্ন তপস্যাই (যোগীদের) সেব্য বলিয়া (আচার্যেরা) বিবেচনা করেন। স্বাধ্যায=প্রণবাদি পবিত্র মন্ত্র জপ, অথবা মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন। ঈশ্বর-প্রণিধান=পরম গুরু ঈশ্বরে সমস্ত কার্যের অর্পণ অথবা কর্মফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ।

টীকা। ১।(১) যোগকে বা চিত্তস্থৈর্যকে উদ্দেশ করিয়া যে সব ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, অথবা যে সমস্ত ক্রিয়া বা কর্ম যোগের গৌণভাবে সাধক, তাহারাই ক্রিয়া-যোগ। তাহারা (সেই কর্ম) তিন ভাগে প্রধানতঃ বিভক্ত, যথা—তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান।

তপঃ—বিষয়সুখ ত্যাগ অর্থাৎ যে যে কর্মে কেবল আপাততঃ সুখ হয় কষ্টসহনপূর্বক সেই সেই কর্মের নিরোধের চেষ্টা করা। সেই তপস্যাই যোগের অনুকূল যাহার দ্বারা ধাতুবৈষম্য না ঘটে, এবং যাহার ফলে রাগদ্বেষাদিমূলক সহজ কর্মসকল নিরুদ্ধ হয। তপঃ প্রভৃতির বিবরণ ২।৩২ সূত্রে দ্রষ্টব্য।

ক্রিয়ারূপ যোগ=ক্রিয়া-যোগ। অর্থাৎ যোগের বা চিত্ত-নিরোধের উদ্দেশে ক্রিয়া করা=ক্রিয়া-যোগ। বস্তুতঃ তপ আদি (মৌন, প্রাণাযাম, ঈশ্বরে কর্মফলার্পণ প্রভৃতি) সহজ ক্লিষ্ট কর্মের নিরোধের প্রযত্নস্বরূপ। তপঃ=শারীর ক্রিয়া-যোগ, স্বাধ্যায় বাচিক, ও ঈশ্বর-প্রণিধান মানসক্রিয়া-যোগ। অহিংসাদি ঠিক ক্রিয়া নহে কিন্তু ক্রিয়ার অকরণ বা ক্রিয়া না করা, তাহাতে যে কষ্টসহন হয় তাহা তপস্যার অন্তর্গত।

ভাষ্যম্। স হি ক্রিয়া-যোগঃ—

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্লেশাংশ্চ প্রতনূকরোতি। প্রতনূকৃতান্ ক্লেশান্ প্রসংখ্যানাগ্নিনা দগ্ধবীজকল্পান্ অপ্রসবধর্মিণঃ করিষ্যতীতি, তেষাং তনূকরণাৎ পুনঃ ক্লেশৈরপরামৃষ্টা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিঃ সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা সমাপ্তাধিকারা প্রতিপ্রসবায় কল্পিষ্যত ইতি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ক্রিয়া-যোগ—

২। সমাধিকে ভাবনের বা আনয়নের জন্য ও ক্লেশকে ক্ষীণ করিবার নিমিত্ত (কর্তব্য)॥ সু

ক্রিয়া-যোগ সম্যগ্‌রূপে (১) সেব্যমান হইলে তাহা সমাধি অবস্থাকে ভাবিত করে এবং ক্লেশসকলকে প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ করে। প্রক্ষীণীকৃত ক্লেশসকলকে প্রসংখ্যানাগ্নির দ্বারা দগ্ধবীজের ন্যায় অপ্রসবধর্মা করে। তাহারা প্রক্ষীণ হইলে ক্লেশের দ্বারা অপরামৃষ্টা (অনভিভূতা), বুদ্ধি-পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিরূপা সূক্ষ্মা যে যোগজপ্রজ্ঞা তাহা গুণচেষ্টাশূন্যত্বহেতু প্রবিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকা। ২।(১) ক্রিয়া-যোগের দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হয়। অশুদ্ধি অর্থাৎ করণসকলের রাজস চাঞ্চল্য ও তামস জড়তা, সুতরাং অশুদ্ধির ক্ষয়ে চিত্ত সমাধির অভিমুখ হয়। আর অশুদ্ধিই ক্লেশের প্রবল অবস্থা, সুতরাং অশুদ্ধির ক্ষয়ে ক্লেশ ক্ষীণ বা তনুভূত হয়।

ক্লেশসকল ক্ষীণ হইলে তবে নাশের যোগ্য হয়। প্রতনূকৃত ক্লেশ প্রসংখ্যানের বা সম্প্রজ্ঞানের বা বিবেকের দ্বারা অপ্রসবধর্মা হয়। দগ্ধবীজ হইতে যেরূপ অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধবীজ-কল্প ক্লেশের আর বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। উদাহরণ যথা—'আমি শরীর' ইহা এক অবিদ্যা-মূলক ক্লিষ্টা বৃত্তি। সমাধি-বলে মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে 'আমি' যে 'শরীর নহি' তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয়। তাহাতে "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" (গীতা) এই অবস্থা হয়। সমাপত্তি-অবস্থায় সেই প্রজ্ঞায় চিত্ত সর্বক্ষণ সমাপন্ন থাকে, তখন 'আমি শরীর' এই ক্লেশ-বৃত্তি দগ্ধ-বীজের মত হয়, কারণ তখন 'আমি শরীর' এইরূপ বৃত্তির সংস্কার হইতে আর তৎসদৃশ বৃত্তি উঠে না। তখন 'আমি শরীর' এই অভিমানমূলক সমস্ত ভাব সর্বকালের জন্য নিবৃত্ত হয়।

'আমি শরীর' ইহার সংস্কার ক্লিষ্ট সংস্কার, আর 'আমি শরীর নহি' ইহার সংস্কার অক্লিষ্ট বা বিদ্যামূলক সংস্কার, ইহারই অপর নাম প্রজ্ঞা-সংস্কার। বুদ্ধি ও পুরুষের পৃথক্‌খ্যাতি- (বিবেক-খ্যাতি-) পূর্বক পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত বিলীন হইলে ঐ প্রজ্ঞাসংস্কারসকল বা ক্লেশের দগ্ধবীজভাবও বিলীন হয় (১।৫০ ও ২।১০ সূত্র দ্রষ্টব্য)। দগ্ধবীজ অবস্থাই ক্লেশের সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহা সম্প্রজ্ঞার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, আর, ক্লেশের তনু বা ক্ষীণ অবস্থা ক্রিয়া-যোগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

উপরি উক্ত উদাহরণে 'আমি শরীর নহি' এইরূপ জ্ঞানের হেতু সমাধি এবং তাহার সহায়ভূত ক্লেশের ক্ষীণতা। সমাধি ও ক্লেশক্ষয়ের হেতু ক্রিয়া-যোগ। তপস্যার দ্বারা শরীরেন্দ্রিয়ের স্থৈর্য, স্বাধ্যায়ের (শ্রবণ ও মনন-জাত জ্ঞানের অভ্যাসের) দ্বারা সাক্ষাৎকারোন্মুখতা এবং ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা চিত্তস্থৈর্য সাধিত হইয়া সমাধি ভাবিত (উদ্ভূত) হয় ও প্রবল ক্লেশসকল ক্ষীণ হয়।

ভাষ্যম্। অথ কে তে ক্লেশাঃ কিয়ন্তো বেতি ?—

অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

ক্লেশা ইতি পঞ্চ বিপর্যয়া ইত্যর্থঃ, তে স্যন্দমানা গুণাধিকারং দ্রঢ়য়ন্তি পরিণামমবস্থাপয়ন্তি কার্যকারণস্রোত উন্নময়ন্তি পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রা ভূত্বা (তন্ত্রীভূত্বা ইতি পাঠান্তরম্) কর্মবিপাকং চ অভিনির্হরন্তি ইতি ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ক্লেশের নাম কি ও তাহারা কয়টি ?—

৩। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ ॥ সূ

ক্লেশ অর্থাৎ পঞ্চ বিপর্যয় (১)। তাহারা স্যন্দমান অর্থাৎ সমুদাচারযুক্ত বা লব্ধবৃত্তিক হইয়া গুণাধিকারকে দৃঢ় করে, পরিণাম অবস্থাপিত করে, কার্যকারণ-স্রোত উন্নমিত বা উদ্ভাবিত করে, পরস্পর মিলিত বা সহায় হইয়া কর্মবিপাক নিষ্পাদন করে।

টীকা। ৩।(১) সর্ব ক্লেশের সাধারণ লক্ষণ কষ্টদায়ক বিপর্যস্ত জ্ঞান। ক্লেশের স্যন্দন হইলে অর্থাৎ ক্লিষ্ট বৃত্তিসকল উৎপন্ন হইতে থাকিলে আত্মস্বরূপের অদর্শনজন্য গুণব্যাপার বদ্ধমূল থাকে, সুতরাং পরিণামক্রমে অব্যক্ত-মহদহংকারাদি কারণ-কার্য-ভাবকে প্রবর্তিত করে, অর্থাৎ প্রতিক্ষণে গুণসকল মহদাদিক্রমে পরিণত হইতে থাকে, আর মহদাদির ক্রিয়ারূপ কর্মের মূলে মিলিত ক্লেশসকল থাকিয়া কর্ম-বিপাক নিষ্পাদন করে।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যম্। অত্রাবিদ্যা ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ, উত্তরেষাম্ অস্মিতাদীনাং চতুর্বিধকল্পিতানাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্। তত্র কা প্রসুপ্তিঃ ? চেতসি শক্তিমাত্রপ্রতিষ্ঠানাং বীজভাবোপগমঃ, তস্য প্রবোধ আলম্বনে সম্মুখীভাবঃ। প্রসংখ্যানবতো দগ্ধক্লেশবীজস্য সম্মুখীভূতেঽপ্যালম্বনে নাসৌ পুনরস্তি, দগ্ধবীজস্য কুতঃ প্ররোহ ইতি, অতঃ ক্ষীণক্লেশঃ কুশলশ্চরমদেহ ইত্যুচ্যতে। তত্রৈব সা দগ্ধবীজভাবা পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা নান্যত্রেতি, সতাং ক্লেশানাং তদা বীজসামর্থ্যং দগ্ধমিতি বিষয়স্য সম্মুখীভাবেঽপি সতি ন ভবত্যেষাং প্রবোধ ইত্যুক্তা প্রসুপ্তিঃ দগ্ধবীজানামপ্ররোহশ্চ। তনুত্বমুচ্যতে প্রতিপক্ষভাবনোপহতাঃ ক্লেশাস্তনবো ভবন্তি। তথা বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য তেন তেনাত্মনা পুনঃ সমুদাচরন্তীতি বিচ্ছিন্নাঃ, কথং ? রাগকালে ক্রোধস্যাদর্শনাৎ, ন হি রাগকালে ক্রোধঃ সমুদাচরতি। রাগশ্চ ক্বচিদ্ দৃশ্যমানঃ ন বিষয়ান্তরে নাস্তি, নৈকস্যাং স্ত্রিয়াং চৈত্রো রক্ত ইত্যন্যাসু স্ত্রীষু বিরক্ত ইতি, কিন্তু তত্র রাগো লব্ধবৃত্তিঃ অন্যত্র ভবিষ্যদ্‌বৃত্তিরিতি, স হি তদা প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নো ভবতি। বিষয়ে যো লব্ধবৃত্তিঃ স উদারঃ।

সর্বে এবৈতে ক্লেশবিষযত্বং নাতিক্রামন্তি। কস্তর্হি বিচ্ছিন্নঃ প্রসুপ্তস্তনুরুদারো বা ক্লেশ ইতি? উচ্যতে, সত্যমেবৈতৎ, কিন্তু বিশিষ্টানামেবৈতেষাং বিচ্ছিন্নাদিত্বম্। যথৈব প্রতিপক্ষভাবনাতো নিবৃত্তস্তথৈব স্বব্যঞ্জকাঞ্জনেনাভিব্যক্ত ইতি। সর্ব এবামী ক্লেশা অবিদ্যাভেদাঃ কস্মাৎ? সর্বেষু অবিদ্যৈবাভিপ্লবতে। যদবিদ্যয়া বস্ত্বাকার্যতে তদেবানুশেরতে ক্লেশাঃ, বিপর্যাসপ্রত্যয়কালে উপলভ্যন্তে, ক্ষীয়মাণাং চাবিদ্যামনু ক্ষীযন্ত ইতি॥ ৪॥

৪। প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদাব এই চাবি রূপে অবস্থিত অস্মিতাদি পবেব চাবিটি ক্লেশেব প্রসবভূমি অবিদ্যা॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—এখানে অবিদ্যাই শেষসকলেব অর্থাৎ প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদাব এই চতুর্ধাকল্পিত অস্মিতাদিব (১) ক্ষেত্র বা প্রসবভূমি। তন্মধ্যে প্রসুপ্তি কি?—চিত্তে শক্তিমাত্ররূপে অবস্থিত ক্লেশেব যে বীজভাবপ্রাপ্তি তাহা প্রসুপ্তি। প্রসুপ্ত ক্লেশেব আলম্বনে (স্ববিষযে) সম্মুখীভাব বা অভিব্যক্তিই প্রবোধ। প্রসংখ্যানশালীব ক্লেশবীজ দগ্ধ হইলে তাহা সম্মুখীভূত আলম্বনে অর্থাৎ বিষয-সন্নিকৃষ্ট হইলেও আব অঙ্কুবিত বা প্রবুদ্ধ হয না। কাবণ দগ্ধবীজেব আব কোথায প্রবোহ (অঙ্কুব) হইযা থাকে? এই হেতু ক্ষীণক্লেশ যোগীকে কুশল, চবমদেহ বলা যায (২)। তাদৃশ যোগীদেবই দগ্ধবীজ-ভাব-রূপ পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা, অন্যেব (বিদেহাদিব) নহে। বিদ্যমান ক্লেশসকলেব কার্য-জনন-সামর্থ্য দগ্ধ হইযা যায সেইহেতু বিষযেব সন্নিকর্ষেও তাহাদেব আব প্রবোহ হয না। এই-প্রকাব যে প্রসুপ্তি এবং ক্লেশেব দগ্ধবীজত্বহেতু প্রবোহাভাব তাহা ব্যাখ্যাত হইল। তনুত্ব কথিত হইতেছে—প্রতিপক্ষভাবনাব দ্বাবা উপহত ক্লেশসকল তনু হয। আব, যাহাবা সময়ে সমযে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই সেই রূপে পুনবায বৃত্তি লাভ কবে, তাহাবা বিচ্ছিন্ন। কিরূপ? যথা—বাগকালে ক্রোধেব অদর্শন হেতু, ক্রোধ বাগকালে লব্ধ-বৃত্তি হয না। আব, বাগ কোন এক বিষযে দেখা যায বলিযা যে তাহা বিষযান্তবে নাই এইরূপও নহে। যেমন একটি স্ত্রীতে চৈত্র অনুবক্ত বলিযা সে যেমন অন্যেতে বিবক্ত বা বিদ্বিষ্ট নহে, সেইরূপ। কিন্তু তাহাতে (যাহাতে অনুবক্ত) বাগ লব্ধবৃত্তি, আব অন্যেতে ভবিষ্যদ্বৃত্তি। ঐ সমযে তাহা প্রসুপ্ত বা তনু বা বিচ্ছিন্ন থাকে। যাহা বিষযে লব্ধ-বৃত্তি তাহা উদাব।

ইহাবা সকলেই ক্লেশজননত্ব অতিক্রমণ কবে না। (ইহাবা সকলেই যদি একমাত্র ক্লেশ-জাতিব অনুগত হইল) তবে ক্লেশ প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদাব (এইরূপ বিভাগ) কেন? তাহা বলা যাইতেছে—উহা সত্য বটে, কিন্তু অবস্থা-বৈশিষ্ট্য হইতেই বিচ্ছিন্নাদি বিভাগ কবা হইয়াছে। ইহাবা যেমন প্রতিপক্ষ-ভাবনাদ্বাবা নিবৃত্ত হয, তেমনি স্বকীয অভিব্যক্তিহেতুদ্বাবা অভিব্যক্ত হয। (অস্মিতাদি) সমস্ত ক্লেশই অবিদ্যা-ভেদ। কাবণ ঐ সমস্ততেই অবিদ্যা ব্যাপকরূপে অবস্থিত। যে বস্তু অবিদ্যাব দ্বাবা আকাবিত বা সমাবোপিত হয, তাহাকেই অন্য ক্লেশেবা অনুগমন কবে (৩)। ক্লেশসকল বিপর্যস্ত প্রত্যযকালে উপলব্ধ হয, আব অবিদ্যা ক্ষীযমাণ হইলে ক্ষীণ হয।

টীকা। ৪। (১) বস্তুতঃ অস্মিতাদি চতুর্বিধ ক্লেশ অবিদ্যাব প্রকাবভেদ। অস্মিতাদি ক্লেশসকলেব চাবি অবস্থাভেদ আছে, যথা. প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদাব। প্রসুপ্তি=বীজ বা শক্তিরূপে স্থিতি। প্রসুপ্ত ক্লেশ আলম্বন পাইলে পুনরুত্থিত হয়। তনু=ক্রিযাযোগেব দ্বাবা ক্ষীণী-

ভূত ক্লেশ। বিচ্ছিন্ন=ক্লেশান্তরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভাব। উদার=ব্যাপারযুক্ত—যথা ক্রোধকালে দ্বেষ উদার, রাগ বিচ্ছিন্ন। বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া রাগ দমিত হইলে রাগকে তনু বলা যায়। সংস্কারাবস্থাই প্রসুপ্তি। যে সব নিশ্চিহ্ন বা অলক্ষ্য সংস্কার বর্তমানে ফলবান্ নহে, কিন্তু ভবিষ্যতে ফলবান্ হইবে, তাহারা প্রসুপ্ত ক্লেশ। ক্লেশাবস্থা অর্থে এক একটি ক্লিষ্ট বৃত্তির অবস্থা।

প্রসুপ্ত ক্লেশ ও দগ্ধবীজকল্প ক্লেশ কতক সাদৃশ্যযুক্ত, কারণ, উভয়ই অলক্ষ্য। কিন্তু প্রসুপ্ত ক্লেশ আলম্বন পাইলেই উদার হইবে, আর, দগ্ধবীজকল্প ক্লেশ আলম্বন পাইলেও কখনও উঠিবে না। ভাষ্যকার তজ্জন্য দগ্ধবীজ-ভাবকে পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা বলিয়াছেন। উহা ঐ চারি অবস্থা হইতে বস্তুতঃ সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থা। এ বিষয়ে শাস্ত্র যথা, "বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞান-দগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥" অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ বীজ যেমন পুনঃ অঙ্কুরিত হয় না সেইরূপ ক্লেশসকল জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে আত্মা তাহাদের দ্বারা পুনঃ ক্লিষ্ট হন না (শান্তি পর্ব)।

৪। (২) ক্লেশ দগ্ধবীজবৎ হইলেই তাদৃশ যোগী জীবন্মুক্ত হন। তজ্জন্যই চিত্তকে লীন করিয়া তাঁহারা কেবলী হন, সুতরাং তাঁহাদের (পুনর্জন্মাভাবে) সেই দেহই চরম দেহ।

৪। (৩) রাগাদি যে কিরূপে অবিদ্যামূলক বা মিথ্যা-জ্ঞানমূলক তাহা অগ্রে প্রদর্শিত হইবে।

ভাষ্যম্। তত্রাবিদ্যাস্বরূপমুচ্যতে—

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

অনিত্যে কার্যে নিত্যখ্যাতিঃ, তদ্‌যথা, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবা সচন্দ্রতারকা দ্যৌঃ, অমৃতা দিবৌকস ইতি। তথাঽশুচৌ পরমবীভৎসে কায়ে শুচিখ্যাতিঃ, উক্তঞ্চ "স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্যন্দান্নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ" ইত্যশুচৌ শুচিখ্যাতির্দৃশ্যতে। নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কন্যা মধ্বমৃতাবয়বনির্মিতেব চন্দ্রং ভিত্ত্বা নিঃসৃতেব জ্ঞায়তে, নীলোৎপলপত্রায়তাক্ষী হাবগর্ভাভ্যাং লোচনাভ্যাং জীবলোকমাশ্বাসয়ন্তীবেতি, কস্য কেনাভিসম্বন্ধঃ ভবতি চৈবমশুচৌ শুচিবিপর্যয়-(র্যাস-) প্রত্যয় ইতি। এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রত্যয়স্তথৈবানর্থে চার্থপ্রত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ।

তথা দুঃখে সুখখ্যাতিং বক্ষ্যতি "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ" ইতি, তত্র সুখখ্যাতিরবিদ্যা। তথাঽনাত্মন্যাত্মখ্যাতিঃ বাহ্যো-পকরণেষু চেতনাচেতনেষু, ভোগাধিষ্ঠানে বা শরীরে, পুরুষোপকরণে বা মনসি, অনাত্ম-ন্যাত্মখ্যাতিরিতি। তথৈতদত্রোক্তং "ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্ত্বমাত্মত্বেনাভিপ্রতীত্য তস্য সম্পদমনু নন্দতি আত্মসম্পদং মন্বানঃ, তস্য ব্যাপদমনু শোচতি আত্মব্যাপদং মন্যমানঃ স সর্বোঽপ্রতিবুদ্ধ" ইতি। এষা চতুষ্পদা ভবত্যবিদ্যা মূলমস্য ক্লেশসন্তানস্য কর্মাশয়স্য চ সবিপাকস্য ইতি। তস্যাশ্চামিত্রাগোষ্পদবদ্ বস্তুসতত্ত্বং বিজ্ঞেয়ং, যথা

নামিত্রো মিত্রাভাবো ন মিত্রমাত্রং কিন্তু তদ্বিরুদ্ধঃ সপত্নঃ, তথাঽগোষ্পদং ন গোষ্পদাভাবো ন গোষ্পদমাত্রং কিন্তু দেশ এব তাভ্যামন্যদ্ বস্ত্বন্তরম্, এবমবিদ্যা ন প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ কিন্তু বিদ্যাবিপরীতং জ্ঞানান্তরমবিদ্যেতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে (এই সূত্রে) অবিদ্যার স্বরূপ কথিত হইতেছে—

৫। অনিত্য, অশুচি, দুঃখকর ও অনাত্মবিষয়ে যথাক্রমে যে নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মস্বরূপতাখ্যাতি হয় তাহাই অবিদ্যা ॥ সূ

অনিত্য কার্যে নিত্য-খ্যাতি, তাহা যথা—পৃথিবী ধ্রুবা, চন্দ্রতারকাযুক্ত আকাশ ধ্রুব, স্বর্গবাসীরা অমর ইত্যাদি। "স্থান, বীজ (১), উপষ্টম্ভ, নিস্যন্দ, নিধন ও আধেয়-শৌচত্বহেতু পণ্ডিতেরা শরীরকে অশুচি বলেন" (শরীর এবম্প্রকারে অশুচি বলিয়া কথিত হইয়াছে), তাদৃশ পরমবীভৎস অশুচি শরীরে শুচি-খ্যাতি দেখা যায়, (যথা) নব শশিকলার ন্যায় কমনীয়া এই কন্যার অবয়ব যেন মধু বা অমৃতের দ্বারা নির্মিত, বোধ হয় যেন চন্দ্র ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে, চক্ষু যেন নীলোৎপলপত্রের ন্যায় আয়ত। হাবগর্ভ লোচনের (কটাক্ষের) দ্বারা যেন জীবলোককে আশ্বাসিত করিতেছে। এইরূপে কাহার কিসের সহিত সম্বন্ধ (উপমা)? এই প্রকারে অশুচিতে শুচি-বিপর্যাস-জ্ঞান হয়। ইহাদ্বারা অপুণ্যে পুণ্য-প্রত্যয় ও অনর্থে (যাহা হইতে আমাদের অর্থসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই) অর্থ-প্রত্যয়ও ব্যাখ্যাত হইল।

দুঃখে সুখখ্যাতিও বলিবেন (২।১৫ সূত্রে) "পরিণাম, তাপ ও সংস্কারদুঃখহেতু এবং গুণবৃত্তি-সকলের বিরোধের জন্য বিবেকী পুরুষের নিকট সমস্তই দুঃখকর।" এই দুঃখে সুখখ্যাতি অবিদ্যা। সেইরূপ অনাত্ম বস্তুতে আত্মখ্যাতি, যথা—চেতনাচেতন বাহ্য উপকরণে (পুত্র-পশু-শয্যাদিতে), বা ভোগাধিষ্ঠান শরীরে, বা পুরুষোপকরণরূপ মনে, এই সকল অনাত্মবিষয়ে আত্মখ্যাতি। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে (পঞ্চশিখ আচার্যের দ্বারা) "যাহারা ব্যক্ত বা অব্যক্ত সত্ত্বকে (চেতন ও অচেতন বস্তুকে) আত্মরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাদের সম্পদ্‌কে আত্মসম্পদ্ মনে করিয়া আনন্দিত হয়, আর, তাঁহাদের ব্যাপদ্‌কে আত্মব্যাপদ্ মনে করিয়া অনুশোচনা করে, তাহারা সকলেই মূঢ়"। এই অবিদ্যা চতুষ্পাদ। ইহা ক্লেশ-প্রবাহের ও সবিপাক কর্মাশয়ের মূল। 'অমিত্র' বা 'অগোষ্পদের' ন্যায় অবিদ্যারও বস্তুত্ব আছে, ইহা জ্ঞাতব্য। যেমন 'অমিত্র' মিত্রাভাব নহে, বা 'মিত্রমাত্র নহে'—এইরূপ অন্য বস্তুও নহে, কিন্তু মিত্রবিরুদ্ধ শত্রু। আরও যেমন 'অগোষ্পদ' 'গোষ্পদাভাব' নহে, অথবা 'গোষ্পদমাত্র নহে'—এইরূপ অন্য বস্তুও নহে, কিন্তু কোন বৃহৎ স্থান যাহা তদুভয় হইতে পৃথক্ বস্ত্বন্তর। সেইরূপ অবিদ্যা প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানও নহে প্রমাণাভাবও নহে কিন্তু বিদ্যাবিপরীত জ্ঞানান্তরই অবিদ্যা (২)।

টীকা। ৫।(১) শরীরের স্থান—অশুচি জরায়ু, বীজ—শুক্রাদি, ভুক্ত পদার্থের সংঘাত —উপষ্টম্ভ, নিস্যন্দ—প্রস্বেদাদি ক্ষরিত দ্রব্য, নিধন—মৃত্যু, মৃত্যু হইলে সকল দেহই অশুচি হয়। আধেয়-শৌচত্ব—সদা শুচি বা পরিষ্কার করিতে হয় বলিয়া। এই সকল কারণে শরীর অশুচি। তাদৃশ কোন শরীরকে শুচি, রমণীয়, প্রার্থনীয় ও সঙ্গযোগ্য মনে করা বিপরীত জ্ঞান।

৫।(২) অবিদ্যার চারিটি লক্ষণের মধ্যে অনিত্যে নিত্যজ্ঞান অভিনিবেশ ক্লেশে প্রধান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান রাগে প্রধান; দুঃখে সুখজ্ঞান দ্বেষে প্রধান, কারণ দ্বেষ দুঃখবিশেষ হইলেও দ্বেষকালে তাহা সুখকর বোধ হয়; আর অনাত্মে আত্মজ্ঞান অস্মিতাক্লেশে প্রধান।

ভিন্ন ভিন্ন বাদীরা অবিদ্যার নানারূপ লক্ষণ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধিকাংশ লক্ষণই ন্যায় ও দর্শন-বিরুদ্ধ। যোগোক্ত এই লক্ষণ যে অনপলাপ্য সত্য, তাহা পাঠকমাত্রেরই বোধগম্য হইবে। রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের কারণ যাহাই হউক, তাহা যে এক দ্রব্যকে অন্যদ্রব্য-জ্ঞান (অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ জ্ঞান) তাহাতে কাহারও 'না' বলিবার উপায় নাই। সেই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানের বিপরীত, সুতরাং অযথার্থ জ্ঞান। অতএব 'যথার্থ' ও 'অযথার্থ'—এই বৈপরীত্যই বিদ্যা ও অবিদ্যার বা জ্ঞান ও অজ্ঞানের বৈপরীত্য। বিষয়ের বৈপরীত্য তাহাতে হয় না, অর্থাৎ সর্প ও রজ্জু ভিন্ন বিষয়, কিন্তু বিপরীত বিষয় নহে। এইরূপ অযথার্থ জ্ঞানের বা অবিদ্যামূলক বৃত্তির কারণ—তাদৃশ জ্ঞানের সংস্কার। অতএব বিপর্যয়-জ্ঞান ও বিপর্যয়-সংস্কার-সমূহের সাধারণ নাম অবিদ্যা। বিপর্যাসরূপা অবিদ্যা অনাদি, সেইরূপ বিদ্যাও অনাদি। কারণ, যেমন প্রাণিসকলের অযথার্থ জ্ঞান আছে, সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানও আছে। সাধারণ অবস্থায় অবিদ্যার প্রাবল্য ও বিদ্যার দৌর্বল্য, বিবেকখ্যাতিতে বিদ্যার সম্যক্ প্রাবল্য ও অবিদ্যার অতি দৌর্বল্য। চিত্তবৃত্তি হইতে অতিরিক্ত অবিদ্যা নামে কোন এক দ্রব্য নাই, বস্তুতঃ চিত্তবৃত্তিসকলই দ্রব্য। অবিদ্যা একজাতীয় চিত্তবৃত্তি (বিপর্যয) মাত্র, সুতরাং 'অবিদ্যা অনাদি' অর্থে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ অনাদি।

যেমন আলোক ও অন্ধকার আপেক্ষিক—আলোকে অন্ধকারের ভাগ কম ও অন্ধকারে আলোকের ভাগ কম এইরূপ বক্তব্য হয়, সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বৃত্তিই বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি। তন্মধ্যে বিদ্যায় অবিদ্যার ভাগ অতি অল্প, আর, অবিদ্যায় বিদ্যার ভাগ অল্প ইহাই দুইয়ের প্রভেদ। বিদ্যার পরাকাষ্ঠা বিবেকখ্যাতি, তাহাতেও সূক্ষ্ম অস্মিতা থাকে আর সাধারণ অবিদ্যায় 'আমি আছি, জানছি' ইত্যাদি দ্রষ্টৃসম্বন্ধী অনুভবও থাকে। প্রকৃতপক্ষে সব জ্ঞানই কতক যথার্থ কতক অযথার্থ। যাথার্থ্যের আধিক্য দেখিলে বিদ্যা বলা হয়, অযাথার্থ্যের আধিক্যের বিবক্ষায় অবিদ্যা বলা হয়।

শুক্তিকাতে রজতভ্রম ইত্যাদি ভ্রান্তিসকল অবিদ্যার লক্ষণে পড়ে না। তাহারা বিপর্যয়ের লক্ষণের অন্তর্গত। ভ্রান্তিমাত্রই বিপর্যয, আর অবিদ্যা পারমার্থিক বা যোগসাধনসম্বন্ধীয় নাম্ভ ভ্রান্তি। এই ভেদ বিবেচ্য*।

দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাঽস্মিতা ॥ ৬ ॥

ভাষ্যম্। পুরুষো দৃক্শক্তিঃ বুদ্ধির্দর্শনশক্তিঃ ইত্যেতয়োরেকস্বরূপাপত্তিরিবাঽস্মিতাক্লেশ উচ্যতে। ভোক্তৃভোগ্যশক্ত্যোরত্যন্তবিভক্তয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োরবিভাগ-

* বৈদান্তিকেরা নিজেদের অনির্বচনীয়বাদী বলেন। তাঁহারা বলেন মিথ্যাজ্ঞান প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ প্রমাণ) নহে এবং স্মৃতিও নহে, অতএব উহা অনির্বচনীয়। বস্তুতঃ অবিদ্যা প্রমাণ এবং স্মৃতি নহে বলিয়াই তাহাকে বিপর্যয় নামক পৃথক্ বৃত্তি বলা হয়। আর, সমস্ত বৃত্তি যেরূপ পরস্পরের সহায়ে উৎপন্ন হয়, বিপর্যয়ও সেইরূপ প্রমাণ ও স্মৃতি আদির সহায়ে উৎপন্ন হয়। উহা অনির্বচনীয় নহে, কিন্তু 'অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান' এই নির্বচনে নির্বচনীয়। এই লক্ষণ অনপলাপ্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অবিদ্যাদিরা বিপর্যয়ের প্রকার-ভেদ। যে সমস্ত মিথ্যাজ্ঞান আমাদিগকে ক্লিষ্ট বা দুঃখযুক্ত করে, তাহারাই অবিদ্যাদি ক্লেশ, তাহাদের নাশেই পরমার্থ-সিদ্ধি হয়।

প্রাপ্তাবিব সত্যাং ভোগঃ কল্পতে, স্বরূপপ্রতিলম্ভে তু তয়োঃ কৈবল্যমেব ভবতি কুতো ভোগ ইতি। তথা চোক্তং "বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষমাকারশীলবিদ্যাদিভির্বিভক্তমপশ্যন্ কুর্যাত্তত্রাত্মবুদ্ধিং মোহেন" ইতি॥ ৬॥

৬। দৃক্‌-শক্তি ও দর্শন-শক্তিব একাত্মতারূপ জ্ঞানই অস্মিতা॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—পুরুষ দৃক্‌-শক্তি, বুদ্ধি দর্শন-শক্তি, এই উভযেব একস্বরূপতাখ্যাতিকেই 'অস্মিতা' ক্লেশ বলা যায। অত্যন্ত বিভক্ত বা ভিন্ন (অতএব) অত্যন্ত অসংকীর্ণ ভোক্তৃ-শক্তি ও ভোগ্য-শক্তি অবিভাগপ্রাপ্তেব ন্যায হইলে (১) তাহাকে ভোগ বলা যায। আব তদুভযেব স্বরূপখ্যাতি হইলে কৈবল্যই হয, ভোগ আব কোথায থাকে ? সেইরূপ উক্ত হইযাছে (পঞ্চশিখ আচার্যেব দ্বাবা), "বুদ্ধি হইতে-পব যে পুরুষ তাঁহাকে স্বীয আকাব, শীল, বিদ্যা প্রভৃতিব দ্বাবা বিভক্ত বা ভিন্ন না দেখিযা (লোকে) মোহেব দ্বাবা তাহাতে (বুদ্ধিতে) আত্মবুদ্ধি কবে" (২)।

টীকা ৬।(১) ভোগ্য-শক্তি জ্ঞানরূপ ও ভোক্তৃ-শক্তি চিদ্রূপ, অতএব তাহাদেব অবিভাগ = বোধ-সম্বন্ধীয অবিভাগ। জল ও লবণেব (অর্থাৎ বাহ্য বিষযেব) যেরূপ অবিভাগ বা সংকীর্ণতা বা মিশ্রণ, দ্রষ্টা ও দর্শনেব সংযোগ সেইরূপ কল্প্য নহে। অপৃথক্‌রূপে পুরুষ-সম্বন্ধীয বোধ ও দর্শন-সম্বন্ধীয বোধেব উদযই ঐ অবিভাগ। "সত্ত্ব ও পুরুষেব অবিশেষ প্রত্যযই ভোগ" এইরূপ বাক্যেব প্রযোগ কবিযা সূত্রকাব বুদ্ধি ও পুরুষেব সংযোগ বলিযাছেন (৩।৩৫)। সুখ ও দুঃখ ভোগ্য, তাহাবা অন্তঃকবণেই থাকে তাই অন্তঃকবণ ভোগ্য-শক্তি।

কবণে আত্মতাখ্যাতিই অস্মিতা। বুদ্ধি প্রধান করণ, সুতবাং তাহা স্বরূপতঃ অস্মিতামাত্র। তাহাব পবিণামরূপ ইন্দ্রিযসকলেব সমষ্টিতে যে আত্মতাখ্যাতি তাহাও অস্মিতা। 'আমি চক্ষুরাদি-শক্তিমান্' এইরূপ অনাত্মে আত্মপ্রত্যয অস্মিতাব উদাহবণ।

অনাত্মে আত্মখ্যাতি অনেক প্রকাব হইতে পাবে, যথা. (ক) অব্যক্তে আত্মখ্যাতি, যেমন, কোন কোন বৌদ্ধেব 'আমি শূন্য' এইরূপ জ্ঞান। প্রকৃতিলীনদেবও ঐরূপ। (খ) মহতে আত্মখ্যাতি, যেমন, আত্মা সর্বব্যাপী, আনন্দময ইত্যাদি, যাহা কোন কোন বেদান্তবাদী বলেন। (গ) অহংকাবে আত্মখ্যাতি বা পবিচ্ছিন্ন আমিত্বেব উপলব্ধি, যেমন, জৈনমতে শবীবেব মধ্যস্থ নির্মল জ্ঞানরূপ আত্মা। এতদ্ব্যতীত তন্মাত্রাভিমানী ও স্থূলভূতাভিমানী দেবতাদেবও ঐ ঐ অনাত্মবিষযে একরূপ আত্মখ্যাতি হয।

৬।(২) পঞ্চশিখ আচার্যেব এই বাক্যেব 'আকাব'-আদি শব্দেব অর্থ অন্যরূপ। দার্শনিক পবিভাষা সৃষ্ট হইবাব পূর্বেকাব বচন বলিযা ইহাতে 'আকাব'-আদি শব্দ ব্যবহাব কবিযা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ বুঝান হইযাছে। আকাব = সদা বিশুদ্ধি। বিদ্যা = চৈতন্য বা চিদ্রূপতা। শীল = ঔদাসীন্য বা সাক্ষিস্বরূপতা। পুরুষেব এই সব লক্ষণেব বিজ্ঞানপূর্বক বুদ্ধি হইতে তাহাব পৃথক্ত্ব না জানিযা মোহেব বা অবিদ্যাব বশে লোকে বুদ্ধিতেই আত্মবুদ্ধি কবে। অর্থাৎ বুদ্ধি বা অভিমানযুক্ত আমিত্ববুদ্ধি এবং শুদ্ধ জ্ঞাতা পুরুষ—এই দুই এক এইরূপ বিপর্যাস কবে।

অনভিব্যক্ত ক্রোধ। দ্বেষের বশে যে পরাপকাররূপ আচরণ করা হয় তাহাই হিংসা। দ্বেষ হইতে দুঃখ হয় কিন্তু তাহা না বুঝিয়া দ্বেষযুক্ত হইয়া থাকাই বিপর্যয়-জ্ঞান এবং তাহা অন্যতম ক্লেশ।

কেহ যদি দুঃখের অনুস্মৃতিতে প্রাণিপীড়নাদি না করিয়া কেবল আমোদের জন্য করে এবং উহা যে অন্যায় সে বোধ যদি তাহার না থাকে তবে সেইরূপ কর্ম মোহের অন্তর্গত হইবে। আর, যদি উহা অন্যায় এইরূপ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে আমোদ-বৃত্তিটাকে দমন করার যে দুঃখ সেই দুঃখে অসহিষ্ণু হইয়া আমোদ করিলে তাহা দুঃখানুস্মৃতিপূর্বক বা দ্বেষপূর্বক হিংসা হইবে, তবে এই সব স্থলে মোহই প্রবল। মোহ আরও প্রবল হইলে শুধু-শুধুই প্রাণাতিপাত আদি করিতে পারে, সে ক্ষেত্রে জিঘাংসা অধিকতর পরিপুষ্ট হইতে থাকে এবং তাহার কুফলও অবশ্যম্ভাবী। মসীলিপ্ত বস্ত্রে পুনর্মসী লেপন করিলে তাহা অধিকতর মলিন দেখায় না বটে কিন্তু তাহাতে সেই মলিনতা যেমন পরিপুষ্ট ও দুরপনেয় হয় ইহাও তদ্রূপ।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্। সর্বস্য প্রাণিন ইয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি 'মা ন ভূবং ভূয়াসমিতি।' ন চাননুভূতমরণধর্মকস্যৈষা ভবত্যাত্মাশীঃ, এতয়া চ পূর্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে। স চায়মভিনিবেশঃ ক্লেশঃ স্বরসবাহী, কৃমেরপি জাতমাত্রস্য। প্রত্যক্ষানুমানাগমৈরসম্ভাবিতো মরণত্রাস উচ্ছেদদৃষ্ট্যাত্মকঃ পূর্বজন্মানুভূতং মরণদুঃখমনুমাপয়তি। যথা চায়মত্যন্তমূঢ়েষু দৃশ্যতে ক্লেশস্তথা বিদুষোঽপি বিজ্ঞাতপূর্বাপরান্তস্য রূঢ়ঃ কস্মাৎ, সমানা হি তয়োঃ কুশলাকুশলয়োঃ মরণদুঃখানুভবাদিয়ং বাসনেতি ॥ ৯ ॥

৯। অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বানেরও যে সহজাত, প্রসিদ্ধ ক্লেশ তাহা অভিনিবেশ (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত প্রাণীর এই নিত্যা আত্মপ্রার্থনা হয় যে, 'আমার অভাব না হয়, আমি যেন জীবিত থাকি।' পূর্বে যে মরণত্রাস অনুভব করে নাই, তাহার এইরূপ আত্মাশী হইতে পারে না, ইহার দ্বারা পূর্বজন্মীয় অনুভব প্রতিপন্ন হয়। এই অভিনিবেশ-ক্লেশ স্বরসবাহী, ইহা জাতমাত্র কৃমিরও দেখা যায়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের দ্বারা অসম্পাদিত, উচ্ছেদজ্ঞানস্বরূপ মরণত্রাস হইতে পূর্বজন্মানুভূত মরণদুঃখের অনুমান হয় (২)। যেমন অত্যন্তমূঢ়েতে এই ক্লেশ দেখা যায়, তেমনি বিদ্বানের অর্থাৎ পূর্বাপরকোটির ('কোথা হইতে আসিয়াছি ও কোথায় যাইব' ইহার) জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও ইহা দেখা যায়, কেননা, (সম্প্রজ্ঞানহীন) কুশল ও অকুশল এই উভয়েরই মরণদুঃখানুভব হইতে এই বাসনা সমান ভাবে আছে।

টীকা। ৯।(১) স্বরসবাহী=সহজ বা স্বাভাবিকের মত যাহা সঞ্চিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয় ও স্বাভাবিকের মত ব্যাপারারূঢ় থাকে। তথারূঢ় অকুশল বা অবিদ্বানের এবং কুশল বা কেবল শ্রুতানুমান-জ্ঞানবান্ বিদ্বানেরও যাহা আছে, সেই প্রসিদ্ধ (রূঢ়) ক্লেশ।

রাগ সুখানুশয়ী, দ্বেষ দুঃখানুশয়ী, অভিনিবেশ সেইরূপ সুখ-দুঃখ-বিবেক-হীন বা মূঢ় ভাবের অনুশয়ী। শরীরেন্দ্রিয়ের সহজ ক্রিয়াতে তাদৃশ মূঢ় ভাব হয়, তাহাতে শরীরাদিতে অহমনুবন্ধ (আমিই শরীর এইরূপ ভাব) সদা উদিত থাকে। সেই অভিনিবিষ্ট ভাবের হানি ঘটিলে বা ঘটিবার উপক্রম হইলে যে ভয় হয়, তাহাই অভিনিবেশ-ক্লেশ, ভয়রূপে তাহা ক্লিষ্ট করে।

'আমি' প্রকৃত প্রস্তাবে অমর হইলেও তাহার মরণ বা নাশ হইবে এই অজ্ঞানমূলক মরণভয়ই প্রধান অভিনিবেশ-ক্লেশ। তাহা হইতে কিরূপে পূর্বজন্মের অনুমান হয়, তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন। অন্যান্য ভয়ও অভিনিবেশ-ক্লেশ। এই অভিনিবেশ একটি ক্লেশ বা পরমার্থ সাধন-সম্বন্ধীয় হেতব্য ভাববিশেষ। অন্য প্রকার অভিনিবেশ-পদার্থও আছে।

৯। (২) কোন বিষয় পূর্বে অনুভূত হইলেই পরে তাহার স্মৃতি হইতে পারে। অনুভব হইলে সেই বিষয় চিত্তে আহিত থাকে ; তাহার পুনঃ বোধই স্মৃতি। মরণভয়াদির স্মৃতি দেখা যায়। ইহ-জন্মে মরণভয় অনুভূত হয় নাই, সুতরাং তাহা পূর্বজন্মে অনুভূত হইয়াছে বলিতে হইবে। এইরূপে অভিনিবেশ হইতে পূর্বজন্ম সিদ্ধ হয়।

শঙ্কা করিতে পার, 'মরণভয় স্বাভাবিক, অতএব তাহাতে পূর্বানুভবের প্রয়োজন নাই।' মরণস্মৃতি স্বাভাবিক হইলে, সর্ব স্মৃতিকেই স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কিন্তু স্মৃতি স্বাভাবিক নহে, তাহা নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়, পূর্বানুভবই সেই নিমিত্ত। যখন বহুশঃ স্মৃতিকে নিমিত্তজাত দেখা যায়, তখন তাহার একাংশকে (মরণভয়াদিকে) স্বাভাবিক বলা সঙ্গত নহে। স্বাভাবিক বস্তু কখনও নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না। আর স্বাভাবিক ধর্ম কখনও বস্তুকে ত্যাগ করে না। মরণভয় জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা নিরস্ত হইতে দেখা যায়। অতএব অজ্ঞানাভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অজ্ঞানপূর্বক মরণদুঃখানুভব) তাহার হেতু। এইরূপে মরণভয়াদি হইতে পূর্বানুভব ; সুতরাং পূর্বজন্ম সিদ্ধ হয়।

পুনঃ শঙ্কা হইতে পারে, 'মরণভয় যে এক প্রকার স্মৃতি, তাহার প্রমাণ কি ?' তদুত্তরে বক্তব্য এই : আগন্তুক বিষয়ের সহিত সংযোগ না হইলে যে আভ্যন্তরিক বিষয়ের বোধ হয়, তাহাই স্মৃতি। স্মৃতি উপলক্ষণাদির দ্বারা উত্থিত হয়। মরণভয়ও উপলক্ষণের দ্বারা অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হয়, তাই তাহা এক প্রকার স্মৃতি।

বস্তুতঃ মন কোন্ কাল হইতে হইয়াছে, তাহা যুক্তিপূর্বক বিচার করিলে তাহার আদি পাওয়া যায় না। যেমন অসতের উদ্ভব-দোষ হয় বলিয়া লোকে বাহ্য মূলকে ('ম্যাটার'কে) অনাদি বলে. মনও ঠিক সেই কারণে অনাদি। 'ম্যাটারে'র যেরূপ অনাদি ধর্ম-পরিণাম স্বীকার্য হয়, অনাদি মনেরও তদ্রূপ অনাদি ধর্ম-পরিণাম স্বীকার্য হয়।

জন্মের সহিত মন উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বলিবার কোন হেতু কেহ দেখাইতে পারেন না। বস্তুতঃ এইরূপ বলা সম্পূর্ণ অন্যায়। যাঁহারা বলেন. মরণভয়াদি সহজপ্রবৃত্তি বা অশিক্ষিত ক্রিয়াক্ষমতা (instinct) তাঁহারা কেবল ইহজীবনের কথাই বলেন কিন্তু উহা (instinct) হয় কেন তাহার উত্তর দিতে পারেন না।

ঐ সহজ প্রবৃত্তি কিরূপে হইল, তাহার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর 'উহা ঈশ্বরকৃত', দ্বিতীয় উত্তর (বা নিরুত্তর) 'উহা অজ্ঞেয়'। মন যে ঈশ্বরকৃত তাহার বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নাই। উহা কোন কোন সম্প্রদায়ের অন্ধ-বিশ্বাসমাত্র। আর্ষ দর্শনসকলের মতে মন ঈশ্বরকৃত নহে কিন্তু মন অনাদি।

'যাঁহারা মনের কারণকে অজ্ঞেয় বলেন, তাঁহারা যদি বলেন, 'আমরা উহা জানি না' তবে কোন কথা নাই। আর যদি বলেন, 'মনুষ্যের উহা জানিবার উপায় নাই' তবে মন সাদি অথবা অনাদি উভয়ের কোন একটি হইবে, এইরূপ বলিতে হইবে।

মনের কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলিলে মনকে প্রকারান্তরে নিষ্কারণ বলা হয়। যেহেতু যাহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, তাহা আমাদের নিকট নাই। মনের কারণকে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলিলেই বলা হইল 'মনের কারণ নাই'। যাহার কারণ নাই সেই পদার্থ অনাদি। পূর্ববর্তী কারণ হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হইলে সাধারণতঃ তাহাকে সাদি বলা যায়, নিষ্কারণ বস্তু সুতরাং অনাদি। শুধু অজ্ঞেয় বলিলে প্রকৃতপক্ষে বলা হয় যে, তাহা আছে কিন্তু বিশেষরূপে জ্ঞেয় নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে চিত্ত বৃত্তিধর্মক। বৃত্তিসকল উদিত ও লীন হইয়া যাইতেছে। বৃত্তিসকলের মূল উপাদান ত্রিগুণ। সংহত ত্রিগুণের এক এক প্রকার পরিণামই বৃত্তি। ত্রিগুণ নিষ্কারণত্বহেতু অনাদি, সুতরাং তাহাদের পরিণামভূত বৃত্তিপ্রবাহও অনাদি। মন করে ও কোথা হইতে হইয়াছে, এই প্রশ্নের এই উত্তরই সর্বাপেক্ষা ন্যায্য। ৪।১০ (১) দ্রষ্টব্য।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। তে পঞ্চ ক্লেশা দগ্ধবীজকল্পা যোগিনশ্চরিতাধিকারে চেতসি প্রলীনে সহ তেনৈবাস্তং গচ্ছন্তি ॥ ১০ ॥

১০। ক্লেশসকল সূক্ষ্ম হইলে তাহা প্রতিপ্রসবের (১) বা চিত্তলয়ের দ্বারা হেয় বা ত্যাজ্য ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই পঞ্চ ক্লেশ দগ্ধবীজকল্প হইয়া যোগীর চরিতাধিকার চিত্ত প্রলীন হইলে তাহার সহিত বিলীন হয় (১)।

টীকা। ১০। (১) প্রতিপ্রসব = প্রসবের বিরুদ্ধ, অর্থাৎ প্রতিলোম পরিণাম বা প্রলয়। সূক্ষ্ম-ক্লেশ অর্থে যাহা প্রসংখ্যান নামক প্রজ্ঞার দ্বারা দগ্ধবীজকল্প হইয়াছে, তাদৃশ। শরীরেন্দ্রিয়ে যে অহন্তা আছে, তাহা শরীরেন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিলে প্রকৃষ্টরূপে অপগত হইতে পারে। তাদৃশ সাক্ষাৎকার হইতে 'আমি শরীরেন্দ্রিয় নহি' এইরূপ প্রজ্ঞা হয়। তাহাতে শরীরেন্দ্রিয়ের বিকারে যোগীর চিত্ত বিকৃত হয় না। সেই প্রজ্ঞাসংস্কার যখন একাগ্রভূমিক চিত্তে সদা উদিত থাকে, তখন তাহাকে অস্মিতার বিরোধী প্রসংখ্যান বলা যায়। তাহা সদা উদিত থাকাতে অস্মিতার কোন বৃত্তি উঠিতে পারে না, সুতরাং তখন অস্মিতা-ক্লেশ দগ্ধবীজকল্প বা অঙ্কুরজননে অসমর্থ হয়, স্বতঃ আর তখন শরীরেন্দ্রিয়ে অস্মি-ভাব ও তজ্জনিত চিত্তবিকার হইতে পারে না। এইরূপ দগ্ধবীজকল্প অবস্থাই অস্মিতা-ক্লেশের সূক্ষ্মাবস্থা।

বৈরাগ্য-ভাবনার প্রতিষ্ঠা হইতে চিত্তে বিরাগপ্রজ্ঞা হয় এবং তদ্দ্বারা রাগ দগ্ধবীজকল্প সূক্ষ্ম হয়। সেইরূপ অদ্বেষভাবনার প্রতিষ্ঠামূলক প্রজ্ঞা হইতে দ্বেষ এবং দেহাত্মভাবের নিবৃত্তি হইতে অভিনিবেশ সূক্ষ্মীভূত হয়।

এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারের দ্বারা (১।৫০ সূত্র দ্রষ্টব্য) ক্লেশসকল সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম হইলেও তাহারা ব্যক্ত থাকে, কারণ, 'আমি শরীর' এইরূপ প্রত্যয় যেমন চিত্তের ব্যক্তাবস্থা, 'আমি শরীর নহি' (অর্থাৎ 'পুরুষ—আমির দ্রষ্টা' এইরূপ পৌরুষ-প্রত্যয়) এইরূপ প্রত্যয়ও সেইরূপ ব্যক্তাবস্থাবিশেষ। দগ্ধবীজের সহিত আরও সাদৃশ্য আছে। দগ্ধ (ভাজা) বীজ যেরূপ বীজের মতই থাকে কিন্তু তাহার প্ররোহ হয় না, ক্লেশও সেইরূপ সূক্ষ্মাবস্থায় বর্তমান থাকে, কিন্তু আর ক্লেশ-বৃত্তি বা ক্লেশসন্তান উৎপাদন করে না। অর্থাৎ ক্লেশমূলক প্রত্যয় তখন উঠে না, বিদ্যাপ্রত্যয়ই উঠে। বিদ্যাপ্রত্যয়েরও মূলে সূক্ষ্ম অস্মিতা থাকে, তাই তাহা ক্লেশের সূক্ষ্মাবস্থা।

এইরূপে সূক্ষ্মীভূত ক্লেশ চিত্তলয়ের সহিত বিলীন হয়। পরবৈরাগ্যপূর্বক চিত্ত স্বকারণে প্রলীন হইলে সূক্ষ্ম ক্লেশও তৎসহ অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। প্রলয় বা বিলয় অর্থে পুনরুৎপত্তিহীন লয়।

সাধারণ অবস্থায় ক্লিষ্টবৃত্তিসকল উদিত হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা জাতি, আয়ু ও ভোগ (শরীরাদি) ঘটিতে থাকে। ক্রিয়া-যোগের দ্বারা তাহারা (ক্লেশগণ) ক্ষীণ হয়। সম্প্রজ্ঞাত যোগে শরীরাদির সহিত সম্বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু তাহা 'আমি শরীরাদি নহি' ইত্যাদি প্রকার প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞা-মূলক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধই ক্লেশের সূক্ষ্মাবস্থা (ইহাতে জাত্যায়ুর্ভোগ নিবৃত্ত হয়, তাহা বলা বাহুল্য)। অসম্প্রজ্ঞাত যোগে শরীরাদির সহিত সেই সূক্ষ্ম সম্বন্ধও নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিসকলে বিকৃতিসকলের লয়রূপ প্রতিপ্রসবে ক্লেশসকলের সম্যক্ প্রহাণ হয়।

ভাষ্যম্। স্থিতানান্তু বীজভাবোপগতানাম্—

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

ক্লেশানাং যা বৃত্তয়ঃ স্থূলাস্তাঃ ক্রিয়াযোগেন তনূকৃতাঃ সত্যঃ প্রসংখ্যানেন ধ্যানেন হাতব্যাঃ, যাবৎ সূক্ষ্মীকৃতা যাবদ্ দগ্ধবীজকল্পা ইতি। যথা চ বস্ত্রাণাং স্থূলো মলঃ পূর্বং নির্ধূয়তে পশ্চাৎ সূক্ষ্মো যত্নেনোপায়েন চাপনীয়তে তথা স্বল্পপ্রতিপক্ষাঃ স্থূলা বৃত্তয়ঃ ক্লেশানাং, সূক্ষ্মাস্তু মহাপ্রতিপক্ষা ইতি ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ বীজভাবে অবস্থিত ক্লেশসকলের—

১১। বৃত্তি বা স্থূলাবস্থা ধ্যানের দ্বারা হেয় ॥ সূ

ক্লেশসকলের (১) যে স্থূল বৃত্তি তাহা ক্রিয়া-যোগের দ্বারা ক্ষীণীকৃত হইলে, প্রসংখ্যান ধ্যানের দ্বারা হাতব্য, যতদিন-না সূক্ষ্ম এবং দগ্ধবীজকল্প হয়। যেমন বস্ত্রসকলের স্থূল মল প্রথমেই নির্ধূত হয় এবং সূক্ষ্ম মল যত্ন ও উপায়ের দ্বারা পরে অপনীত হয়, তেমনি স্থূল ক্লেশবৃত্তিসকল স্বল্পপ্রতিপক্ষ ও সূক্ষ্ম ক্লেশসকল মহাপ্রতিপক্ষ।

টীকা। ১১। (১) ক্লেশের স্থূলা বৃত্তি = ক্লিষ্টা প্রমাণাদি বৃত্তি।

ধ্যানহেয়—প্রসংখ্যান বা বিবেকরূপ ধ্যান হইতে জাত যে প্রজ্ঞা তাহার দ্বারা ত্যাজ্য। ক্লেশ অজ্ঞান, সুতরাং তাহা জ্ঞানের দ্বারা হেয় বা ত্যাজ্য। প্রসংখ্যানই জ্ঞানের উৎকর্ষ, অতএব প্রসংখ্যানঃ

রূপ ধ্যানের দ্বারাই ক্লিষ্টা বৃত্তি ত্যাজ্য। কিরূপে প্রসংখ্যানধ্যানের দ্বারা ক্লিষ্টবৃত্তি দগ্ধবীজকল্প হয় তাহা উপরে বলা হইয়াছে। ক্রিয়া-যোগের দ্বারা তনূভাব, প্রসংখ্যানের দ্বারা দগ্ধবীজভাব এবং চিত্তপ্রলয়ের দ্বারা সম্যক্ প্রণাশ, ক্লেশ-হানের এই ক্রমত্রয় দ্রষ্টব্য।

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যম্। তত্র পুণ্যাপুণ্যকর্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রসবঃ। স দৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চাদৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চ। তত্র তীব্রসংবেগেন মন্ত্রতপঃসমাধিভির্নির্বর্তিত ঈশ্বরদেবতামহর্ষিমহানুভাবানামারাধনাদ্বা যঃ পরিনিষ্পন্নঃ স সদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্মাশয় ইতি। তথা তীব্রক্লেশেন ভীতব্যাধিতকৃপণেষু বিশ্বাসোপগতেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃ পুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্মাশয়ঃ সদ্য এব পরিপচ্যতে। যথা নন্দীশ্বরঃ কুমারো মনুষ্যপরিণামং হিত্বা দেবত্বেন পরিণতঃ, তথা নহুষোঽপি দেবানামিন্দ্রঃ স্বকং পরিণামং হিত্বা তির্যক্ত্বেন পরিণত ইতি। তত্র নারকাণাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্মাশয়ঃ ক্ষীণক্লেশানামপি নাস্তি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্মাশয় ইতি ॥ ১২ ॥

১২। ক্লেশমূলক কর্মাশয় বা কর্মসংস্কার (দুই প্রকার), দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয় (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে, পুণ্য ও অপুণ্যস্বরূপ কর্মাশয় কাম, লোভ, মোহ ও ক্রোধ হইতে প্রসূত হয়। সেই দ্বিবিধ কর্মাশয় (পুনরায়) দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। তাহার মধ্যে তীব্রবিরাগের সহিত আচরিত মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই সকলের দ্বারা নির্বর্তিত অথবা ঈশ্বর, দেবতা, মহর্ষি ও মহানুভাব ইঁহাদের আরাধনা হইতে পরিনিষ্পন্ন যে পুণ্য কর্মাশয়, তাহা সদ্যই বিপাকপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ফল প্রসব করে। সেইরূপ, তীব্র অবিদ্যাদিক্লেশপূর্বক ভীত, ব্যাধিত, কৃপার্হ (দীন), শরণাগত অথবা মহানুভাব অথবা তপস্বী ব্যক্তিসকলের প্রতি পুনঃপুনঃ অপকার করিলে যে পাপ কর্মাশয় হয়, তাহা সদ্যই বিপাকপ্রাপ্ত হয়। যেমন বালক নন্দীশ্বর মনুষ্যপরিণাম ত্যাগ করিয়া দেবত্বে পরিণত হইয়াছিলেন, এবং যেমন ইন্দ্রপদপ্রাপ্ত নহুষ, নিজের দৈবপরিণাম ত্যাগ করিয়া তির্যক্ত্বে পরিণত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে নারকগণের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় নাই ও ক্ষীণক্লেশ পুরুষের (জীবন্মুক্তের) অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় নাই (২)।

টীকা। ১২। (১) কর্মাশয়—কর্মসংস্কার। ধর্ম ও অধর্ম রূপ কর্মসংস্কারই কর্মাশয়। চিত্তের কোন ভাব হইলে তাহার যে অনুরূপ স্থিতিভাব (ছাপ ধরা থাকা) হয়, তাহার নাম সংস্কার। সংস্কার সবীজ ও নির্বীজ উভয়বিধ হইতে পারে। সবীজ সংস্কার দ্বিবিধ, ক্লিষ্টবৃত্তিজ ও অক্লিষ্টবৃত্তিজ, অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক সংস্কার ও প্রজ্ঞামূলক সংস্কার। ক্লেশমূলক সবীজ সংস্কারসকলের নাম কর্মাশয়। শুক্ল, কৃষ্ণ এবং শুক্লকৃষ্ণ ভেদে কর্মাশয় ত্রিবিধ। অথবা ধর্ম ও অধর্ম, বা শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দ্বিবিধ। প্রজ্ঞামূলক সংস্কারের নাম অশুক্লাকৃষ্ণ।

কর্মাশয়ের জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ ত্রিবিধ বিপাক বা ফল হয়, অর্থাৎ যে সংস্কারের ঐরূপ বিপাক হয়, তাহাই কর্মাশয়। বিপাক হইলে তাহার অনুভবমূলক যে সংস্কার হয়, তাহার নাম বাসনা। বাসনার বিপাক হয় না, কিন্তু কোন কর্মাশয়ের বিপাকের জন্য যথাযোগ্য বাসনা চাই। কর্মাশয় বীজস্বরূপ বাসনা ক্ষেত্রস্বরূপ, জাতি বৃক্ষস্বরূপ, সুখ-দুঃখ ফলস্বরূপ। পাঠকের সুখবোধের জন্য সংস্কার বংশলতা-ক্রমে দেখান যাইতেছে।

- সংস্কার
  - সবীজ (ব্যুত্থানের)
    - ক্লিষ্ট-সংস্কার
      - কর্মাশয় (ত্রিবিপাক)
        - ধর্ম (দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় সুখফল)
          - প্রবৃত্তি
          - নিবৃত্তি
        - অধর্ম (দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় দুঃখফল)
          - প্রবৃত্তিধর্মের প্রতিপক্ষ
          - নিবৃত্তিধর্মের প্রতিপক্ষ
      - বাসনা (বিপাকানুভবজাত, স্মৃতিফল)
        - জাতি ও আয়ু
          - দিব্য
          - নারক
          - মানুষ
          - তির্যক্
        - ভোগ
          - সুখ
          - দুঃখ
    - অক্লিষ্ট বা প্রজ্ঞা-সংস্কার
      - সংস্কৃতির বিরোধী
  - নির্বীজ (নিরোধের)

সংস্কার-নাশ

১। নিবৃত্তিধর্মের দ্বারা প্রবৃত্তিধর্ম ক্ষীণ হয়।

২। তাহাতে কর্মাশয় ক্ষীণ হয়, সুতরাং বাসনা নিষ্প্রয়োজন হয়।

৩। তাহাতে ক্লিষ্ট-সংস্কার ক্ষীণ হয়, ইহাই তনুত্ব।

৪। প্রজ্ঞা-সংস্কারদ্বারা ক্লিষ্ট-সংস্কার সূক্ষ্মীভূত (দগ্ধবীজবৎ হয়)।

৫। সূক্ষ্ম ক্লিষ্ট-সংস্কার (সবীজ), নির্বীজ বা নিরোধ-সংস্কারের দ্বারা নষ্ট হয়।

১২। (২) অবিদ্যাদি ক্লেশপূর্বক আচরিত যে কর্ম, তাহাদের সংস্কার অর্থাৎ ক্লিষ্ট কর্মাশয়, দৃষ্টজন্মবেদনীয় হয় বা ইহজন্মে ফলবান্ হয়, অথবা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় হয় বা কোন ভাবী জন্মে বিপক্ব হয়। সংস্কারের তীব্রতানুসারে ফলের কাল আসন্ন হয়। ভাষ্যকার উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

নারকগণ দুষ্কৃত কর্মের ফলভোগ করে। নারক জন্মে ভোগদেহে তাহাদের ভিন্ন পরিণাম হয়। সেই জন্মে তাহারা মনঃপ্রধান এবং প্রবল দুঃখে ক্লিষ্ট থাকে বলিয়া তাহাদের স্বাধীন কর্ম করিবার

সামর্থ্য থাকে না, সুতরাং তাহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় পুরুষকার অসম্ভব। পরন্তু তাহারা রুদ্ধেন্দ্রিয় এবং মনের আগুনেই পুড়িতে থাকে বলিয়া এইরূপ অন্য অদৃষ্টাধীন সেন্দ্রিয় কর্ম করিতে পারে না যাহার ফল সেই নারক জন্মে বিপক্ক হইবে, তাহাদের নারক-শরীরকে তাই ভোগশরীর বলা যায়। মনঃ-প্রধান, সুখাভিভূত দেবগণেরও দৃষ্টজন্মবেদনীয় পুরুষকার প্রায়ই নাই। তবে দেবগণের ইন্দ্রিয়শক্তি সাত্ত্বিকভাবে বিকসিত, তদ্দ্বারা তাঁহাদের এইরূপ অদৃষ্টাধীন সেন্দ্রিয় কর্ম হইতে পারে, যাহার সুখাদি বিপাক সেই দৃষ্টজন্মেই হয়। তবে সমাধিসিদ্ধ দেবগণের স্বায়ত্তচিত্ততা-হেতু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম আছে, তদ্দ্বারা তাঁহারা উন্নত হন। যে যোগীরা সাস্মিতাদি সমাধি আয়ত্ত করিয়া উপরত হন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া পরে সেই দৈব শরীরে নিষ্পন্ন জ্ঞানের দ্বারা কৈবল্য প্রাপ্ত হন। অতএব তাঁহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় হইতে পারে। দৈব শরীরে এইরূপ ভেদ আছে বলিয়া ভাষ্যকার উহাকে নারকের সহিত দৃষ্টজন্মবেদনীয়ত্বহীন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

মিশ্র অর্থ করেন—নারক বা নরকভোগের উপযুক্ত কর্মাশয় মনুষ্যজীবনে ভোগ হয় না। দেবেও ত সেইরূপ হয় না, অতএব ভাষ্যকারের উহা বক্তব্য নহে। ভিক্ষু সমীচীন ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্‌। সৎসু ক্লেশেষু কর্মাশয়ো বিপাকারম্ভী ভবতি, নোচ্ছিন্নক্লেশমূলঃ। যথা তুষাবনদ্ধাঃ শালিতণ্ডুলা অদগ্ধবীজভাবাঃ প্ররোহসমর্থা ভবন্তি নাপনীততুষা দগ্ধবীজভাবা বা, তথা ক্লেশাবনদ্ধঃ কর্মাশয়ো বিপাকপ্ররোহী ভবতি, নাপনীতক্লেশো ন প্রসংখ্যান-দগ্ধক্লেশবীজভাবো বেতি। স চ বিপাকস্ত্রিবিধো জাতিরায়ুর্ভোগ ইতি।

তত্রেদং বিচার্যতে কিমেকং কর্মৈকস্য জন্মনঃ কারণম্, অথৈকং কর্মানেকং জন্মাক্ষিপতীতি। দ্বিতীয়া বিচারণা কিমনেকং কর্মানেকং জন্ম নির্বর্তয়তি, অথানেকং কর্মৈকং জন্ম নির্বর্তয়তীতি। ন তাবদ্ একং কর্মৈকস্য জন্মনঃ কারণং, কস্মাৎ, অনাদিকাল-প্রচিতস্যাসঙ্খ্যেয়স্যাবশিষ্টকর্মণঃ সাম্প্রতিকস্য চ ফলক্রমানিয়মাদনাশ্বাসো লোকস্য প্রসক্তঃ স চানিষ্ট ইতি। ন চৈকং কর্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্, কস্মাৎ, অনেকেষু কর্মস্বেকৈকমেব কর্মানেকস্য জন্মনঃ কারণমিত্যবশিষ্টস্য বিপাককালাভাবঃ প্রসক্তঃ, স চাপ্যনিষ্ট ইতি। ন চানেকং কর্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্, কস্মাৎ, তদনেকং জন্ম যুগপন্ন সম্ভবতীতি, ক্রমেণ বাচ্যম্। তথা চ পূর্বদোষানুষঙ্গঃ। তস্মাজ্জন্মপ্রায়ণান্তরে কৃতঃ পুণ্যাপুণ্যকর্মাশয়প্রচয়ো বিচিত্রঃ প্রধানোপসর্জনভাবেনাবস্থিতঃ প্রায়ণাভিব্যক্ত এক-প্রঘট্টকেন মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সংমূর্চ্ছিত একমেব জন্ম করোতি। তচ্চ জন্ম তেনৈব কর্মণা লব্ধায়ুষ্কং ভবতি, তস্মিন্নায়ুষি তেনৈব কর্মণা ভোগঃ সম্পদ্যত ইতি। অসৌ কর্মাশয়ো জন্মায়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ ত্রিবিপাকোঽভিধীয়ত ইতি। অত একভবিকঃ কর্মাশয় উক্ত ইতি।

দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্ত্বেকবিপাকারম্ভী ভোগহেতুত্বাৎ, দ্বিবিপাকারম্ভী বা আয়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ, নন্দীশ্বরবৎ নহুষবদ্বা ইতি। ক্লেশকর্মবিপাকানুভবনিমিত্তাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকালসম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রীকৃতমিব সর্বতো মৎস্যজালং গ্রন্থিভিরিবাততমিত্যেতা অনেকভবপূর্বিকা বাসনাঃ। যস্ত্বয়ং কর্মাশয় এষ এবৈকভবিক উক্ত ইতি। যে সংস্কারাঃ স্মৃতিহেতবস্তা বাসনাস্তাশ্চানাদিকালীনা ইতি।

যস্ত্বসাবেকভবিকঃ কর্মাশয়ঃ স নিয়তবিপাকশ্চ অনিয়তবিপাকশ্চ। তত্র দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্য নিয়তবিপাকস্যৈবায়ং নিয়মঃ, ন ত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্য, কস্মাদ্ যো হ্যদৃষ্টজন্মবেদনীয়োঽনিয়তবিপাকস্তস্য ত্রয়ী গতিঃ কৃতস্যাবিপক্কস্য নাশঃ, প্রধানকর্মণ্যাবাপগমনং বা, নিয়তবিপাকপ্রধানকর্মণাভিভূতস্য বা চিরমবস্থানম্ ইতি। তত্র কৃতস্যাবিপক্কস্য নাশো যথা শুক্লকর্মোদয়াদিহৈব নাশঃ কৃষ্ণস্য, যত্রেদমুক্তম্, "দ্বে দ্বে হ বৈ কর্মণী বেদিতব্যে পাপকস্যৈকো রাশিঃ পুণ্যকৃতোঽপহন্তি। তদিচ্ছস্ব কর্মাণি সুকৃতানি কর্তুমিহৈব তে কর্ম কবয়ো বেদয়ন্তে।"

প্রধানকর্মণ্যাবাপগমনং, যত্রেদমুক্তং, "স্যাৎ স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ, কুশলস্য নাপকর্ষায়ালং কস্মাৎ, কুশলং হি মে বহ্বন্যদস্তি যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেঽপি অপকর্ষমল্পং করিষ্যতি" ইতি।

নিয়তবিপাকপ্রধানকর্মণাভিভূতস্য বা চিরমবস্থানম্, কথমিতি। অদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যৈব নিয়তবিপাকস্য কর্মণঃ সমানং মরণমভিব্যক্তিকারণমুক্তম্, ন ত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্য। যত্ত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়ং কর্মানিয়তবিপাকং তন্নশ্যেদ্, আবাপং বা গচ্ছেৎ, অভিভূতং বা চিরমপ্যুপাসীত যাবৎ সমানং কর্মাভিব্যঞ্জকং নিমিত্তমস্য ন বিপাকাভিমুখং করোতীতি। তদ্বিপাকস্যৈব দেশকালনিমিত্তানবধারণাদিয়ং কর্মগতির্বিচিত্রা দুর্বিজ্ঞানা চেতি। ন চোৎসর্গস্যাপবাদান্নিবৃত্তিরিতি একভবিকঃ কর্মাশয়োঽনুজ্ঞায়ত ইতি ॥ ১৩ ॥

১৩। ক্লেশ মূলে থাকিলে কর্মাশয়ের জাতি, আয়ু ও ভোগ—এই তিন প্রকার বিপাক বা ফল হয় (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ক্লেশসকল মূলে থাকিলে কর্মাশয় ফলারম্ভী হয়, ক্লেশমূল উচ্ছিন্ন হইলে তাহা হয় না। যেমন তুষবদ্ধ, অদগ্ধবীজভাব, শালিতণ্ডুল অঙ্কুর-জননক্ষম হয়, অপনীততুষ বা দগ্ধবীজভাব তণ্ডুল তাহা হয় না, সেইরূপ ক্লেশযুক্ত কর্মাশয় বিপাকপ্ররোহবান্ হয়, অপগতক্লেশ বা প্রসংখ্যানের দ্বারা দগ্ধবীজভাব হইলে হয় না। সেই কর্মাশয়ের বিপাক ত্রিবিধ : জাতি, আয়ু ও ভোগ।

এ বিষয়ে (২) ইহা বিচার্য :—একটি কর্ম কি একটিমাত্র জন্মের কারণ অথবা একটি কর্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে? এ বিষয়ে দ্বিতীয় বিচার—অনেক কর্ম কি যুগপৎ অনেক জন্ম নির্বর্তিত করে, অথবা অনেক কর্ম একটি জন্ম নির্বর্তিত করে? এক কর্ম কখনই একটি জন্মের কারণ হইতে পারে না, কেননা, অনাদি-কাল-সঞ্চিত অসংখ্যেয়, অবশিষ্ট কর্মের এবং বর্তমান কর্মের যে ফল,

তাহার ক্রমের অনিয়ম হওয়ায় লোকের কর্মাচরণে কিছুই আশ্বাস থাকে না, অতএব ইহা অসম্মত। আর, এক কর্ম অনেক জন্ম নিষ্পন্ন করিতেও পারে না, কেননা, অনেক কর্মের মধ্যে এক একটিই যদি অনেক জন্ম নিষ্পন্ন করে, তাহা হইলে অবশিষ্ট কর্মের আর ফলকাল ঘটে না, অতএব ইহাও সম্মত নহে। আর, অনেক কর্ম অনেক জন্মেরও কারণ নহে, কেননা, সেই অনেকজন্ম ত একবারে ঘটে না। যদি বল ক্রমে ক্রমে হয়, তাহা হইলেও পূর্বোক্ত দোষ আসে। এইহেতু জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবহিত কালে কৃত, বিচিত্র, প্রধান ও উপসর্জন বা অপ্রধান-ভাবে স্থিত, পুণ্যাপুণ্য-কর্মাশয়সমূহ মৃত্যুর দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এবং যুগপৎ, এক প্রযত্নে মিলিত হইয়া, মরণ-সাধনপূর্বক সংমূর্চ্ছিত হইয়া (অর্থাৎ একলোলীভাবাপন্ন হইয়া) একটিমাত্র জন্ম নিষ্পন্ন করে। সেই জন্ম সেই প্রচিত কর্মাশয়দ্বারা আয়ু লাভ করে, আর, সেই আয়ুতে কর্মাশয়দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয়। ঐ কর্মাশয় জন্ম, আয়ু ও ভোগের হেতু হওয়ায় ত্রিবিপাক বলিয়া অভিহিত হয়। পূর্বোক্ত হেতুবশতঃ কর্মাশয় (পূর্বাচার্যদের দ্বারা) 'একভবিক' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় শুধু ভোগের হেতু হইলে এক-বিপাকারম্ভী, আর, আয়ু ও ভোগহেতু হইলে দ্বিবিপাকারম্ভী হয়—নন্দীশ্বরের মত অথবা নহুষের মত (দ্বিবিপাক ও একবিপাক)। ক্লেশের ও কর্মবিপাকের অনুভবোৎপন্ন বাসনার দ্বারা অনাদি কাল হইতে পরিপুষ্ট এই চিত্ত, চিত্রীকৃত পটের ন্যায় বা সর্বস্থানে গ্রন্থিযুক্ত মৎস্যজালের ন্যায়। এইহেতু বাসনা অনেকভবপূর্বিকা, কিন্তু উক্ত কর্মাশয় একভবিক। যে সংস্কারসমূহ স্মৃতি উৎপাদনের কারণ তাহারাই বাসনা ও তাহারা অনাদিকালীনা।

একভবিক এই কর্মাশয় নিয়ত-বিপাক ও অনিয়ত-বিপাক। তাহার মধ্যে দৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত-বিপাক কর্মাশয়েরই একভবিকত্ব নিয়ম (সম্পূর্ণরূপে খাটে) কিন্তু অনিয়ত-বিপাক অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কর্মাশয়ের একভবিকত্ব (সম্পূর্ণরূপে) সংঘটিত হয় না। কেননা, অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাক কর্মাশয়ের তিন গতি :—১ম, কৃত অবিপক্ক কর্মাশয়ের (প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা) নাশ, ২য়, (অনিয়ত-বিপাক) প্রধান কর্মাশয়ের সহিত বিপাক প্রাপ্ত হইয়া প্রবল তৎফলের দ্বারা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়া, ৩য়, নিয়ত-বিপাক প্রধান কর্মাশয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল সুপ্ত থাকা। তাহার মধ্যে অবিপক্ক-কৃত কর্মাশয়ের নাশ এইরূপ —যেমন শুক্ল কর্মের উদয়ে ইহজন্মেই কৃষ্ণ কর্মের নাশ দেখা যায়। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, "কর্ম দুই প্রকার জানিবে, তন্মধ্যে পুণ্যকারীর পুণ্য কর্ম পাপের এক রাশিকে নাশ করে, এইহেতু সৎকর্ম করিতে ইচ্ছা কর। সেই সৎকর্ম ইহলোকেই আচরিত হয়, ইহা তোমাদের নিকট কবিরা (প্রাজ্ঞেরা) প্রতিপাদন করিয়াছেন।"*

(অনিয়ত-বিপাক) প্রধান কর্মাশয়ের সহিত (সহকারিভাবে অপ্রধান কর্মাশয়ের) আবাপগমন (বা ফলীভূত হওন) তদ্বিষয়ে (পঞ্চশিখাচার্য কর্তৃক) ইহা উক্ত হইয়াছে, "(যজ্ঞাদি হইতে প্রধান পুণ্য-কর্মাশয় জন্মায়, কিন্তু তৎসঙ্গে পাপ-কর্মাশয়ও জন্মায়। প্রধান পুণ্যের ভিতর সেই পাপ) স্বল্প, সঙ্কর (পুণ্যের সহিত মিশ্রিত), সপরিহার (প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পরিহারযোগ্য), সপ্রত্যবমর্ষ

* ইহা ভিক্ষুসম্মত ব্যাখ্যা। মিশ্রের মতে ইহার অর্থ এইরূপ :—পাপী ব্যক্তির দুই প্রকার কর্মরাশি—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশুক্ল, ঐ দুই কর্মরাশিকে পুণ্যকারীর পুণ্যকর্মরাশি নাশ করে। সেই পুণ্য কর্ম ইহলোকেই আচরিত হয়, ইহা কবিরা তোমাদের জন্য নির্দেশিত করিয়াছেন।

(প্রায়শ্চিত্তাদি না করিলে বহু সুখের ভিতরেও সেই কর্মজনিত দুঃখ স্পর্শ করে, যেমন বহু সুখের ভিতর প্রাণী নিবাহার করিলে তদ্দুঃখে স্পৃষ্ট হয়, সেইরূপ), কুশল বা পুণ্য-কর্মাশয়কে তাহা ক্ষয় করিতে অসমর্থ, কেননা, আমার অনেক অন্য কুশল কর্ম আছে, যাহাতে ইহা (পাপ-কর্মাশয়) আবাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গেতে অল্পই দুঃখযুক্ত করিবে।"

নিয়ত-বিপাক প্রধান কর্মাশয়ের সহিত অভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান (তৃতীয় গতি) কিরূপ, তাহা বলা হইতেছে। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত-বিপাক কর্মাশয়ের মরণই সমান (সাধারণ, অর্থাৎ বহু ঐ প্রকার কর্মের একমাত্র অভিব্যক্তি-কারণ মৃত্যু, মৃত্যুর দ্বারা সব কর্মাশয় ব্যক্ত হয়) অভিব্যক্তি-কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যু অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাক (যাহা জন্মান্তরে অন্য কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া ফলপ্রসূ এইরূপ) কর্মের সম্যক্ অভিব্যক্তির কারণ নহে। যাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাক কর্ম তাহা নাশ প্রাপ্ত হয়, আবাপ প্রাপ্ত হয়, অথবা দীর্ঘকাল সুপ্ত হইয়া বীজভাবে অবস্থান করে, যত দিন না তত্তুল্য তাহার অভিব্যঞ্জনহেতু কর্ম তাহাকে বিপাকাভিমুখ করে। সেই বিপাকের দেশ, কাল ও গতির অবধারণ হয় না বলিয়া কর্মগতি বিচিত্র ও দুর্বিজ্ঞেয়। (উক্ত স্থলে) অপবাদ হয় বলিয়া (একভবিকত্ব) উৎসর্গের নিবৃত্তি হয় না। অতএব 'কর্মাশয় একভবিক' ইহা অনুজ্ঞাত হইয়াছে।

টীকা। ১৩। (১) অজ্ঞানের অবিদ্যাদি বৃত্তিসকলই সাধারণ ব্যুত্থান-অবস্থা। জ্ঞানের দ্বারা ঐ সমস্ত অজ্ঞানের নাশ হইলে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে অভিমান অপগত হয়, সুতরাং চিত্তও নিরুদ্ধ হয়। চিত্তনিরোধ থাকিলে জন্ম, আয়ু ও সুখ-দুঃখভোগ হইতে পারে না, কারণ, উহারা বিক্ষেপের অবিনাভাবী। অতএব ক্লেশ মূলে থাকিলে, অর্থাৎ কর্ম ক্লেশপূর্বক কৃত হইলে ও তদনুরূপ ক্লিষ্ট কর্মের সংস্কার সঞ্চিত থাকিলে, আর, সেই সংস্কার তদ্বিপরীত বিদ্যার দ্বারা নষ্ট না হইলে—জন্ম, আয়ু ও ভোগরূপ কর্মফল প্রাদুর্ভূত হয়। জাতি = মনুষ্য, গো প্রভৃতি দেহ। আয়ু = সেই দেহের স্থিতিকাল। ভোগ = সেই জন্মে যে সুখ-দুঃখ লাভ হয়, তাহা। এই তিনেরই কারণ কর্মাশয়। কোন ঘটনা নিষ্কারণে ঘটে না, আয়ুষ্কর বা তদ্বিপরীত কর্ম করিলে ইহজীবনেই আয়ুষ্কাল বর্ধিত বা হ্রস্ব হইতে দেখা যায়। ইহজন্মের কর্মের ফলে সুখ-দুঃখভোগ হইতেও দেখা যায়। অনেক মনুষ্য-শিশু বন্য জন্তুর দ্বারা অপহৃত ও প্রতিপালিত হইয়া প্রায় পশুরূপে পরিণত হইয়াছে এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে অর্থাৎ দৃষ্ট কর্মের ফলে, যেমন বৃকের দুধ খাওয়া, অনুকরণ করা ইত্যাদির ফলে মনুষ্যত্ব হইতে কতকটা পশুত্বে পরিণাম দেখা যায়।

এইরূপে দেখা যায় যে, ইহজন্মের কর্মসকলের সংস্কারসকল সঞ্চিত হইয়া শারীর প্রকৃতির দৃষ্ট-জন্মবেদনীয় পরিবর্তন করে এবং আয়ু ও ভোগরূপ ফল প্রদান করে। অতএব কর্মই জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ। ইহজন্মে আচরিত কর্মের ফল নহে—এইরূপ জাতি, আয়ু ও ভোগ যাহা হয়, তাহার কারণ প্রাগ্‌ভবীয় অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম হইবে।

জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ কি? তাহার তিন প্রকার উত্তর এ পর্যন্ত মানব আবিষ্কার করিয়াছে। (১ম), ঈশ্বরের কর্তৃত্ব উহার কারণ। (২য়), উহার কারণ অজ্ঞেয় অর্থাৎ মানবের তাহা জানিবার উপায় নাই। (৩য়), কর্ম উহার কারণ।

'ঈশ্বর উহার কারণ' ইহার কোন প্রমাণ নাই। তাদৃশ ঈশ্বরবাদীরা উহাকে বিশ্বাসের বিষয় বলেন, যুক্তির বিষয় বলেন না। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর অজ্ঞেয় সুতরাং ফলতঃ জন্মাদির কারণ

অজ্ঞেয় হইল। দ্বিতীয়তঃ, অজ্ঞেয়বাদীরা ঐ বিষয়কে যদি 'আমাদের নিকট অজ্ঞাত' এইরূপ বলেন তবেই যুক্তিযুক্ত কথা বলা হয়, কিন্তু তাঁহারা যে 'মানবমাত্রের নিকট অজ্ঞেয়' এইরূপ বলেন তাহার প্রকৃষ্ট কারণ দর্শাইতে পারেন না। কর্মবাদই ঐ দুই বাদ অপেক্ষা যুক্ততম।

১৩।(২) কর্মের তত্ত্ব-বিষয়ক কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই নিয়মগুলি বুঝিলে ভাষ্য সুগম হইবে। তাহারা যথা :

ক। একটি কর্মাশয় অনেক জন্মের কারণ নহে, কারণ, তাহা হইলে কর্মফলের অবকাশ থাকে না। প্রতিজন্মে বহু বহু কর্মাশয় সঞ্চিত হয়, তাহাদের ফলের কাল পাওয়া তাহা হইলে দুর্ঘট হইবে। অতএব, এক পশু বধ করিলে সহস্র সহস্র জন্ম তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে—ইত্যাদি নিয়ম যথার্থ নহে।

খ। সেইরূপ হেতুতে 'এক কর্ম এক জন্মকে নির্বর্তিত করে' এ নিয়মও যথার্থ নহে।

গ। অনেক কর্মও যুগপৎ অনেক জন্ম নিষ্পাদন করে না, যেহেতু যুগপৎ অনেক জন্ম অসম্ভব।

ঘ। অনেক কর্মাশয় একটি জন্ম সংঘটন করায়, এই নিয়ম যথার্থ। বস্তুতঃও দেখা যায়, এক জন্মে অনেক কর্মের নানাবিধ ফলভোগ হয় ; সুতরাং অনেক কর্ম এক জন্মের কারণ।

ঙ। যে কর্মাশয়সমূহ হইতে একটি জন্ম হয়, সেই জন্ম তাহা হইতে আয়ু লাভ করে। আর, আয়ুষ্কালে তাহা হইতেই সুখ-দুঃখভোগ হয়।

চ। কর্মাশয় একভবিক, অর্থাৎ প্রধানতঃ এক জন্মে সঞ্চিত হয়। মনে কর, ক = পূর্বজন্ম, খ = তৎপরবর্তী জন্ম। খ-জন্মের কারণ যে-সব কর্মাশয়, তাহারা প্রধানতঃ ক-জন্মে সঞ্চিত হয়, অতএব কর্মাশয় 'একভবিক'। এক ভব বা জন্ম = একভব, একভবে নিষ্পন্ন = একভবিক, ইহা সাধারণ নিয়ম। ইহার অপবাদ পরে উক্ত হইবে। একজন্মাবচ্ছিন্ন সমস্ত কর্মাশয় কিরূপে পরজন্ম সাধন করে, তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

ছ। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয়ের ফল ত্রিবিধ—জাতি, আয়ু ও ভোগ। অতএব তাহা ত্রিবিপাক। কিন্তু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মের ফলে আর জাতি হয় না বলিয়া অর্থাৎ সেই জন্মেই সেই জন্ম-সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ হইলে, হয় কেবল ভোগ, নয় আয়ু ও ভোগরূপ ফলদ্বয় সিদ্ধ হয়। অতএব দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় একবিপাক অথবা দ্বিবিপাকমাত্র হইতে পারে।

জ। কর্মাশয় প্রধানতঃ একভবিক, কিন্তু বাসনা [২।১২ (১) টীকা দ্রষ্টব্য] অনেকভবিক। অনাদি কাল হইতে যে জন্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে যে যে বিপাক অনুভূত হইয়াছে, তজ্জনিত সংস্কারস্বরূপ বাসনাও সুতরাং অনাদি বা অনেকভবপূর্বিকা।

ঝ। কর্মাশয় নিয়ত-বিপাক এবং অনিয়ত-বিপাক। যাহা স্বকীয় ফল সম্পূর্ণরূপে প্রসব করে তাহা নিয়ত-বিপাক, আর, যাহা অন্যের দ্বারা নিয়মিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে ফলবান্ হইতে পারে না তাহা অনিয়ত-বিপাক।

ঞ। একভবিকত্ব নিয়ম প্রধান নিয়ম, কয়েক স্থলে উহার অপবাদ আছে।

ট। নিয়ত-বিপাক দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয়ের পক্ষে একভবিকত্ব নিয়ম সম্পূর্ণরূপে খাটে। অর্থাৎ দৃষ্টজন্মবেদনীয় যে নিয়ত-বিপাক কর্মাশয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে তজ্জন্মেই (সেই এক জন্মেই) সঞ্চিত হয়, অতএব তাহা সম্পূর্ণ একভবিক।

ঠ। অনিয়ত-বিপাক অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয়ের পক্ষে ঐ নিয়ম সম্পূর্ণরূপে খাটে না, কারণ, তাদৃশ কর্মের তিন প্রকার গতি হইতে পারে। যথা:

(১ম) অবিপক্ক কর্মের নাশ। যথা:—

পাপের দ্বারা পুণ্য নষ্ট হয়। পাপও পুণ্যের দ্বারা নষ্ট হয়, যেমন ক্রোধাচরণজাত পাপ-কর্মাশয় অক্রোধ-অভ্যাসরূপ পুণ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। অতএব কর্ম করিলেই যে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম নিরপবাদ নহে। যদি তাহা বিরুদ্ধ কর্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট না হয় তবেই কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী।

যে এক জন্মে কর্মাশয় সঞ্চিত হয়, (একজন্মাবচ্ছিন্ন কর্মাশয়) তাহা সেই জন্মে কতক পরিমাণে নষ্ট হইতে পারে বলিয়া অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয়ের একভবিকত্ব নিয়ম (এক জন্মের যাবতীয় কর্মের ফলভাব-সম্পাত) সম্পূর্ণরূপে খাটে না।

(২য়) প্রধান কর্মাশয়ের সহিত একত্র বিপক্ক হইয়া অপ্রধান কর্মাশয়ের ফল ক্ষীণভাবে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া সে স্থলেও একভবিকত্ব নিয়ম সম্যক্ খাটে না।

প্রধান কর্মাশয় = যাহা মুখ্য বা স্বতন্ত্রভাবে ফলপ্রদ হয়।

অপ্রধান কর্মাশয় = যাহা গৌণ বা সহকারিভাবে স্থিত।

যে কর্ম তীব্র রাগ, ক্রোধ, ক্ষমা, দয়াদিপূর্বক আচরিত বা পুনঃ পুনঃ আচরিত হয়, তাহার আশয় বা সংস্কারই প্রধান কর্মাশয়, তাহা ফলদানের জন্য 'মুখিয়ে' থাকে। আর, তদ্বিপরীত কর্মাশয় অপ্রধান, তাহার ফল স্বাধীনভাবে হয় না; কিন্তু প্রধানের সহকারিভাবে হয়। ভবিষ্যজ্জন্মের হেতুভূত কর্মাশয় এইরূপ প্রধান ও অপ্রধান কর্মাশয়ের সমষ্টি। অপ্রধান কর্মাশয়ের সম্পূর্ণ ফল হয় না, অতএব 'ইহজন্মের সমস্ত কর্মের ফলই পরজন্মে ঘটিবে' এইরূপ একভবিকত্ব নিয়ম অপ্রধান-কর্মসমূহে সম্যক্ খাটে না।

(৩য়) অতি প্রবল বা প্রধান কোন কর্মাশয় বিপাকপ্রাপ্ত হইলে তাহার তদ্রূপ অপ্রধান কর্মাশয় অভিভূত হইয়া থাকে। তাহার ফল তখন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে নিজের অনুরূপ কর্মের দ্বারা অভিব্যক্ত হইলে তাহার ফল হইতে পারে। ইহাতেও এক জন্মের কোন কোন অপ্রধান কর্ম অভিভূত হইয়া থাকে বলিয়া একভবিকত্ব নিয়ম তৎস্থলে খাটে না।

এই নিয়মের উদাহরণ যথা: এক ব্যক্তি বাল্যকালে কিছু ধর্মাচরণ করিল, পরে বিষয়লোভে যৌবনাদিতে অনেক পুঞ্জিত পাপকর্ম করিল, মরণকালে নিয়ত-বিপাক সেই পাপকর্মরাশি হইতে জন্মদাতা কর্মাশয় হইল। তৎফলে যে পশুর জন্ম হইল, তাহাতে সেই অপ্রধান ধর্মকর্মের ফল সম্যক্ প্রকাশিত হইল না। কিন্তু তাহার সেই ধর্মকর্মের মধ্যে যাহা কেবল মানবজন্মেই ভোগ্য, তাহা সঞ্চিত থাকিয়া পরে সে মানব হইলে তাহাতে প্রকাশ পাইবে; এবং সে ধর্মকর্ম করিলে তখন তাহা তাহার সহায় হইতে পারে। এই উদাহরণের ধর্ম ও পাপকর্ম অবিরুদ্ধ বুঝিতে হইবে, বিরুদ্ধ হইলে অবশ্য পাপের দ্বারা সেই পুণ্য নষ্ট হইয়া যাইত। মনে কর, ক্ষমা একটি ধর্ম, চৌর্য একটি অধর্ম, চৌর্যের দ্বারা ক্ষমা নষ্ট হয় না, ক্রোধ বা অক্ষমার দ্বারাই ক্ষমাধর্ম নষ্ট হয়।

ড। এই নিয়মগুলি অবধারণপূর্বক ভাষ্য পাঠ করিলে তাহার অর্থবোধ সুকর হইবে।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যম্। তে জন্মায়ুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুখফলাঃ, অপুণ্যহেতুকাঃ দুঃখফলা ইতি। যথা চেদং দুঃখং প্রতিকূলাত্মকম্ এবং বিষয়সুখকালেঽপি দুঃখমস্ত্যেব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। তাহারা (জাতি, আয়ু ও ভোগ) পুণ্য ও অপুণ্য-হেতুতে সুখকর ও দুঃখকর ফলপ্রদ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহারা অর্থাৎ জন্ম, আয়ু ও ভোগ, পুণ্যহেতু হইলে সুখফল এবং অপুণ্যহেতু হইলে দুঃখফল হয় (১)। যেমন এই (লৌকিক) দুঃখ প্রতিকূলাত্মক, তেমনি বিষয়-সুখকালেও যোগীদের তাহাতে প্রতিকূলাত্মক দুঃখ হয়।

টীকা। ১৪। (১) দুঃখের হেতু অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, সুতরাং যে কর্ম অবিদ্যাদির বিরুদ্ধ বা যদ্দ্বারা তাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়, তাহারা পুণ্যকর্ম। আর অবিদ্যাদির পোষক কর্ম অপুণ্য বা অধর্মকর্ম।

ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মকর্মরূপে গণিত হয়। মৈত্রী ও করুণা এবং তন্মূলক পরোপকার, দান প্রভৃতিও অবিদ্যার কতক বিরুদ্ধ-হেতু পুণ্যকর্ম। ক্রোধ, লোভ ও মোহমূলক হিংসা, অসত্য, ইন্দ্রিয়ের লৌল্য প্রভৃতি পুণ্যবিপরীত কর্মসমূহ পাপকর্ম। গৌড়পাদ বলেন—যম, নিয়ম, দয়া ও দান এই কয়টি ধর্ম বা পুণ্যকর্ম।

ভাষ্যম্। কথং তদুপপদ্যতে?—

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

সর্বস্যায়ং রাগানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীনঃ সুখানুভব ইতি তত্রাস্তি রাগজঃ কর্মাশয়ঃ। তথা চ দ্বেষ্টি দুঃখসাধনানি মুহ্যতি চেতি দ্বেষমোহকৃতোঽপ্যস্তি কর্মাশয়ঃ। তথা চোক্তম্। নানুপহত্য ভূতানি উপভোগঃ সম্ভবতীতি হিংসাকৃতোঽপ্যস্তি শারীরঃ কর্মাশয় ইতি, বিষয়সুখং চ অবিদ্যেত্যুক্তম্। যা ভোগেষ্বিন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তেরুপশান্তিস্তৎ সুখং, যা লৌল্যাদনুপশান্তিস্তদ্দুঃখম্। ন চেন্দ্রিয়াণাং ভোগাভ্যাসেন বৈতৃষ্ণ্যং কর্তুং শক্যং, কস্মাৎ? যতো ভোগাভ্যাসমনু বিবর্ধন্তে রাগাঃ কৌশলানি চেন্দ্রিয়াণামিতি, তস্মাদনুপায়ঃ সুখস্য ভোগাভ্যাস ইতি। স খল্বয়ং বৃশ্চিকবিষভীত ইবাশীবিষেণ দষ্টো যঃ সুখার্থী বিষয়ানুবাসিতো মহতি দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন ইতি। এষা পরিণামদুঃখতা নাম প্রতিকূলা সুখাবস্থায়ামপি যোগিনমেব ক্লিশ্নাতি।

অথ কা তাপদুঃখতা ? সর্বস্য দ্বেষানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীনস্তাপানুভব ইতি তত্রাস্তি দ্বেষজঃ কর্মাশয়ঃ। সুখসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ কায়েন বাচা মনসা চ পরিস্পন্দতে ততঃ পরমনুগৃহ্নাত্যুপহন্তি চ, ইতি পরানুগ্রহপীড়াভ্যাং ধর্মাধর্মাবুপচিনোতি, স কর্মাশয়ো লোভাৎ মোহাচ্চ ভবতি। ইত্যেষা তাপদুঃখতোচ্যতে।

কা পুনঃ সংস্কারদুঃখতা ? সুখানুভবাৎ সুখসংস্কারাশয়ঃ, দুঃখানুভবাদপি দুঃখসংস্কারাশয় ইতি, এবং কর্মভ্যো বিপাকেঽনুভূয়মানে সুখে দুঃখে বা পুনঃ কর্মাশয়প্রচয় ইতি। এবমিদমনাদি দুঃখস্রোতো বিপ্রসৃতং যোগিনমেব প্রতিকূলাত্মকত্বাদুদ্বেজয়তি, কস্মাৎ ? অক্ষিপাত্রকল্পো হি বিদ্বানিতি। যথোর্ণাতন্তুরক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি নান্যেষু গাত্রাবয়বেষু, এবমেতানি দুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্লিশ্নন্তি নেতরং প্রতিপত্তারম্। ইতরং তু স্বকর্মোপহৃতং দুঃখমুপাত্তমুপাত্তং ত্যজন্তং, ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদদানমনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিত্তবৃত্ত্যা সমন্ততোঽনুবিদ্ধমিবাবিদ্যয়া হাতব্য এবাহংকারমমকারানুপাতিনং জাতং জাতং বাহ্যাধ্যাত্মিকোভয়নিমিত্তাস্ত্রিপর্বাণস্তাপা অনুপ্লবন্তে। তদেবমনাদিদুঃখস্রোতসা ব্যুহ্যমানমাত্মানং ভূতগ্রামঞ্চ দৃষ্ট্বা যোগী সর্বদুঃখক্ষয়কারণং সম্যগ্দর্শনং শরণং প্রপদ্যত ইতি।

গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ। প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপা বুদ্ধিগুণাঃ পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রী ভূত্বা শান্তং ঘোরং মূঢ়ং বা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেবারভন্তে। চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তমুক্তম্। "রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্তন্তে।" এবমেতে গুণা ইতরেতরাশ্রয়েণোপার্জিতসুখদুঃখমোহপ্রত্যয়া ইতি সর্বে সর্বরূপা ভবন্তি, গুণপ্রধানভাবকৃতস্ত্বেষাং বিশেষ ইতি। তস্মাদ্ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিন ইতি।

তদস্য মহতো দুঃখসমুদায়স্য প্রভববীজমবিদ্যা, তস্যাশ্চ সম্যগ্দর্শনমভাবহেতুঃ। যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ রোগহেতুঃ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্ যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্। তত্র হাতুঃ স্বরূপম্ উপাদেয়ং হেয়ং বা ন ভবিতুমর্হতি ইতি, হানে তস্যোচ্ছেদবাদপ্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ হেতুবাদঃ, উভয়প্রত্যাখ্যানে চ শাশ্বতবাদ ইত্যেতৎ সম্যগ্দর্শনম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—(বিষয়-সুখকালেও যে তাহাতে যোগীদের দুঃখ-প্রতীতি হয়) তাহা কিরূপে জানা যায় ?—

১৫। পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখের জন্য এবং গুণবৃত্তির পরস্পরবিরোধি-(বা অভিভাব্য-অভিভাবকত্ব) স্বভাবহেতু বিবেকি-পুরুষের নিকট সমস্তই (বিষয়-সুখও) দুঃখময় (১)। ক

সুখানুভব সকলেরই রাগানুবিদ্ধ (অনুরাগযুক্ত) চেতন (দারাসুতাদি) ও অচেতন (গৃহাদি) সাধনের অধীন। এইরূপে সুখানুভবে রাগজ কর্মাশয় হয়। সেইরূপ সকলেই দুঃখসাধনবিষয়সকলকে দ্বেষ করে আর তাহাতে মুগ্ধ হয়, এইরূপে দ্বেষজ ও মোহজ কর্মাশয়ও হয়। এ বিষয়ে আমাদের দ্বারা পূর্বে উক্ত হইয়াছে (২।৪ সূত্রে বিচ্ছিন্ন ক্লেশের ব্যাখ্যানে)। প্রাণীদের উপঘাত না করিয়া কখনও উপভোগ সম্ভব হয় না, অতএব (বিষয়-সুখে) হিংসাকৃত শারীর কর্মাশয়ও উৎপন্ন হয়। এই বিষয়-সুখ অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ) তৃষ্ণার ক্ষয় হইলে ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের যে উপশান্তি বা অপ্রবর্তন, তাহাই সুখ। আর লৌল্য বা ভোগতৃষ্ণার হেতু যে অনুপশান্তি, তাহা দুঃখ (২)। কিন্তু ভোগাভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বৈতৃষ্ণ্য (পারমার্থিক সুখের হেতুভূত) করিতে পারা যায় না, কেননা, ভোগাভ্যাসের ফলে রাগ ও ইন্দ্রিয়গণের কৌশল (পটুতা) পরিবর্ধিত হয়। সেই হেতু ভোগাভ্যাস পারমার্থিক সুখের উপায় নহে। যেমন কোন বৃশ্চিক-বিষ-ভীত ব্যক্তি আশীবিষের (সর্পের) দ্বারা দষ্ট হইলে হয়, তেমনি বিষয়-বাসনা-সম্বলিত সুখার্থী মহৎ দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হয়। এই প্রতিকূলাত্মক, পরিণামদুঃখসমূহ সুখাবস্থাতেও কেবল যোগীদিগকে দুঃখ প্রদান করে (অর্থাৎ অযোগীদের যাহা উপস্থিত হইয়া পরিণামে দুঃখ প্রদান করে, বিবেচক যোগীদের নিকট তাহা সুখকালেও দুঃখ বলিয়া প্রখ্যাত হয়)।

তাপদুঃখতা কি ? সকলেরই তাপানুভব, দ্বেষযুক্ত চেতন ও অচেতন সাধনের অধীন। এইরূপে তাহাতে দ্বেষজ কর্মাশয় হয়। আর, লোকে সুখসাধনসকল প্রার্থনা করিয়া শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা চেষ্টা করে, তাহাতে অপরকে অনুগ্রহ করে বা পীড়িত করে, এইরূপে পরানুগ্রহের ও পরপীড়ার দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম সঞ্চয় করে। সেই কর্মাশয় লোভ ও মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে তাপ-দুঃখতা বলা যায়।

সংস্কারদুঃখতা কি ? সুখানুভব হইতে সুখসংস্কারাশয়, দুঃখানুভব হইতে তেমনি দুঃখ-সংস্কারাশয়। এইরূপে কর্ম হইতে সুখকর বা দুঃখকর বিপাক অনুভূয়মান হইলে (সেই বাসনা হইতে) পুনশ্চ কর্মাশয়ের সঞ্চয় হয় (৩)। এবম্প্রকারে এই অনাদি-বিস্তৃত দুঃখস্রোত যোগীকেই প্রতিকূলাত্মকরূপে উদ্বেজিত করে। কেননা, বিদ্বান্ (জ্ঞানীর চিত্ত) নেত্রগোলকের ন্যায় (কোমল)। যেমন্ ঊর্ণাতন্তু নেত্রগোলকে ন্যস্ত হইলে স্পর্শ দ্বারা দুঃখ প্রদান করে, অন্য কোন গাত্রাবয়বে করে না, সেইরূপ এই সকল (পরিণামাদি) দুঃখ নেত্রগোলকের ন্যায় (কোমল) যোগীকেই দুঃখ প্রদান করে, অপর প্রতিপত্তাকে করে না। অনাদি বাসনার দ্বারা বিচিত্রা, চিত্তস্থিতা যে অবিদ্যা, তাহার দ্বারা চতুর্দিকে অনুবিদ্ধ, আর, অহংকার ও মমকার ত্যাজ্য (হাতব্য) হইলেও তদ্ভবের অনুগত, অন্য সাধারণ ব্যক্তিরা নিজ নিজ কর্মোপার্জিত দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ ও ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হইবার পর পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে করিতে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক-কারণ-সম্ভব ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা অনুপ্লাবিত হয়। যোগী নিজেকে ও জীবগণকে এই অনাদি দুঃখস্রোতের দ্বারা উহ্যমান (বাহিত) দেখিয়া সমস্ত দুঃখের ক্ষয়কারণ সম্যগ্দর্শনের শরণ লন।

"গুণবৃত্তিবিরোধহেতুও বিবেকীর সমস্ত দুঃখময়।" প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতিরূপ বুদ্ধিগুণসকল পরস্পর উপকার-পরতন্ত্র হইয়া ত্রিগুণাত্মক শান্ত, ঘোর অথবা মূঢ় প্রত্যয়সকল উৎপাদন করে। গুণবৃত্ত চল অর্থাৎ নিয়ত বিকারশীল, সেকারণ চিত্ত ক্ষিপ্রপরিণামী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "বুদ্ধির

স্বরূপ (ধর্ম অধর্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য অনৈশ্বর্য এই অষ্ট বুদ্ধির রূপ, এবং বৃত্তি (শান্ত, ঘোর ও মূঢ় ইহারা বুদ্ধির বৃত্তি) অভিভূত বা উদ্ভূত হইলে পরস্পর (কিন্তু বিপরীত স্বরূপ বা বৃত্তির সহিত) বিরুদ্ধাচরণ করে; আর সামান্য (সমান রূপ বা বৃত্তি) অভিভূত বা প্রধানের সহিত প্রবর্তিত হয়।" এইরূপ গুণবৃন্দ পরস্পরের আশ্রয়ে (মিলিয়া) সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ প্রত্যয় নিষ্পাদিত করে। সুতরাং সকল প্রত্যয়ই সর্বরূপ (সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপ), তবে তাহাদের যে (সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক এই প্রকার) বিশেষ তাহা (কোন একটি) গুণের প্রাধান্য হইতে হয়। সেইহেতু (কোনটি কেবল সুখ বা সুখাত্মক হইতে পারে না বলিয়া) বিবেকীর নিকট সমস্তই (বৈষয়িক সুখও) দুঃখময়।

এই বিপুল দুঃখরাশির প্রভবহেতু অবিদ্যা; আর সম্যগ্দর্শন অবিদ্যার অভাবহেতু। যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ—রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য; সেইরূপ এই (মোক্ষ) শাস্ত্রও চতুর্ব্যূহ—সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। তাহার মধ্যে দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রধান-পুরুষের সংযোগ হেয়হেতু, সংযোগের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হান, আর সম্যগ্দর্শন হানোপায়। ইহার মধ্যে হাতার স্বরূপ হেয় বা উপাদেয় হইতে পারে না; কারণ, হেয় হইলে তাহার উচ্ছেদবাদ, আর উপাদেয় হইলে হেতুবাদ (এই দুই দোষ সঞ্জাত হয়)। কিন্তু ঐ উভয় প্রত্যাখ্যান করিলে শাশ্বতবাদ, ইহাই সম্যগ্দর্শন (১)।

টীকা। ১৫। (১) সংসার দুঃখবহুল। জ্ঞানোন্নত, শুদ্ধচিত্ত, যোগীরা বিচারদৃষ্টিতে সংসারকে দুঃখাত্মক করত দুঃখবহুল দেখিয়া তাহার নিবৃত্তিসাধনে যত্নবান্ হন; রাগ হইতে পরিণাম-দুঃখ। দ্বেষ হইতে তাপ-দুঃখ এবং সুখ ও দুঃখের সংস্কার হইতে সংস্কার-দুঃখ হয়। যদিও রাগ সুখাত্মক এবং রাগকালে সুখ হয়, কিন্তু পরিণামে যে তাহা হইতে অনেক দুঃখ হয়, তাহা ভাষ্যকার স্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

দুঃখের বিষয়ে দ্বেষ হয়, সুতরাং দ্বেষ থাকিলে দুঃখবোধ অবশ্যম্ভাবী। সুখ ও দুঃখ অনুভব করিলে তজ্জনিত বাসনারূপ সংস্কার হয়। বাসনামূলক কর্মাশয়ের ফলস্বরূপ, স্মৃতি হইতে রাগাদিরূপ সংস্কার কর্মাশয়ের হেতু হইয়া অনেক দুঃখের কারণ হয়।

যে অন্তরে অজ্ঞান সেইজন্য দ্বেষ হইতে দুঃখ হয়। শঙ্কা হইতে পারে—পাপে দ্বেষ করিলে সুখ হয়, দুঃখ ত হয় না? ইহা সত্য। পাপে দ্বেষ অর্থে দুঃখে দ্বেষ। তজ্জন্য দুঃখের প্রতীকার করিতে যত্ন হইবে, প্রতীকার-কালের সময় কিছু দুঃখ হয়, অতএব উহাতেও দুঃখ হয়, কিন্তু তাহা অল্প, পরন্তু পরিণামে সুখই অধিক। অভ্যাস করিয়াই পাপে দ্বেষ হয়, সুতরাং দ্বেষজনিত দুঃখ এবং দুঃখজনিত দ্বেষ—দ্বেষের এই লক্ষণ অনবদ্য।

রাগমূলক যে পরিণাম-দুঃখ তাহা ভাবী, দ্বেষমূলক তাপ-দুঃখ বর্তমান, আর সংস্কার-দুঃখ অতীত, ইহা কতিপয় টীকাকারের মত। ইহা ভাষ্যকারের উক্তির বহির্বর্তী। বস্তুতঃ ভাষ্যকারের উক্তির তাৎপর্য এইরূপ: রাগকালে সুখ, কিন্তু পরিণামে বা ভবিষ্যতে দুঃখ। দ্বেষকালে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই দুঃখ। অতীত সুখ-দুঃখের সংস্কার হইতেও ভবিষ্যৎ দুঃখ। এইরূপে তিন দিক্ হইতেই (হেতু) অনাগত দুঃখ বা অবশ্যম্ভাবী দুঃখ আছে।

কার্য-পদার্থের দিক্ বিচার করিয়া এইরূপে সংসারের দুঃখবহুলত্ব অবগত হয়। গুণ কারণ-পদার্থ বিচার করিয়া দেখিলেও জানা যায় যে, সত্ত্বাদির মধ্যে বিশুদ্ধ এবং নিরবচ্ছিন্ন স্বভাব বা

অসম্ভব। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণ চিত্তের মূল, তাহারা স্বভাবতঃ একযোগে কার্য উৎপাদন করে। তন্মধ্যে কোন কার্যে কোন গুণের প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে প্রধানগুণানুসারে সাত্ত্বিক বা রাজস বা তামস বলা যায়। সাত্ত্বিকের ভিতর রাজস ও তামস ভাবও নিহিত থাকে। সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিনটি যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বৃত্তি। প্রত্যেক বৃত্তিতে ত্রিগুণ থাকে বলিয়া রজস্তমোহীন নিরবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পারে না, আর গুণসকলের অভিভাব্য-অভিভাবকত্ব-স্বভাবের জন্য গুণের বৃত্তিসকল পরস্পরকে অভিভব করে, সেইজন্য সুখের পর দুঃখ ও মোহ অবশ্যম্ভাবী। অতএব সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করা অসম্ভব।

১৫। (২) বাচস্পতি মিশ্র এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"আমরা যে বিষয়-সুখকেই সুখ বলি তাহা নহে, কিন্তু ভোগে তৃপ্তি বা বৈতৃষ্ণ্য-হেতু যে উপশান্তি বা অপ্রবর্তনা তাহাকেও পারমার্থিক সুখ বলি, আর লৌল্য-হেতু অনুপশান্তিকে দুঃখ বলি। তাহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে, বৈতৃষ্ণ্যজনিত সুখ ত রাগানুবিদ্ধ নহে, অতএব তাহাতে পরিণাম-দুঃখ হইবে কিরূপে? ইহা সত্য বটে, কিন্তু ভোগাভ্যাস সেই বৈতৃষ্ণ্যজনিত সুখের হেতু নহে, কারণ, তাহা যেমন সুখ দেয় তেমনি তৃষ্ণাকেও বাড়ায়।"

বিজ্ঞানভিক্ষু ঠিক এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ঐরূপ জটিলভাবে না যাইয়া সাধারণ সুখ বা দুঃখরূপে ব্যাখ্যা করিলেও ইহা সঙ্গত ও বিশদ হয়, যথা, ভোগে বা ভোগ করিয়া যে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু উপশান্তি বা অপ্রবর্তনা তাহাই সুখের লক্ষণ (কারণ, সমস্ত সুখেই কতকটা তৃপ্তি ও উপশান্তি থাকে), আর, লৌল্য-হেতু অনুপশান্তিই দুঃখ। কিন্তু ভোগাভ্যাস করিয়া সুখ পাইতে গেলে রাগ ও ইন্দ্রিয়ের পটুতা বাড়িয়া পরিণামে অধিকতর দুঃখ হয়।

১৫। (৩) সংস্কার অর্থে বাসনারূপ সংস্কার, ধর্মাধর্ম-সংস্কার নহে। ধর্মাধর্ম-সংস্কার পরিণাম ও তাপদুঃখে উক্ত হইয়াছে। বাসনা হইতে স্মৃতিমাত্র হয়, সেই স্মৃতি জাতি, আয়ু ও ভোগের স্মৃতি। জাত্যাদির সেই বাসনা স্বয়ং দুঃখ দান করে না, কিন্তু তাহা ধর্মাধর্ম কর্মাশয়ের আশ্রয়স্থল হওয়াতেই দুঃখহেতু হয়। যেমন একটি চুল্লী সাক্ষাৎ দহনের হেতু নহে, কিন্তু তপ্ত অঙ্গার-সঞ্চয়ের হেতু, আর সেই অঙ্গারই দাহের হেতু, বাসনা তদ্রূপ। বাসনারূপ চুল্লীতে কর্মাশয়রূপ অঙ্গার সঞ্চিত হয়, তদ্দ্বারা দুঃখদাহ হয়।

১৫। (৪) হাতার (যে দুঃখ হান করে, তাহার) স্বরূপ উপাদেয় নহে, অর্থাৎ হাতা পুরুষ কার্যকারণরূপে পরিণত হন না। উপাদেয় অর্থে চিত্তেন্দ্রিয়ের উপাদানভূত, তাহা হইলে পুরুষের পরিণামিত্ব দোষ হয় ও কূটস্থ অবস্থা যে কৈবল্য, তাহার সম্ভাবনা থাকে না। তথাচ হাতার স্বরূপ অপলাপ্যও নহে, অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত পুরুষ নাই এইরূপ বাদও যুক্ত নহে। তাহা হইলে দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি হইতে পারে না। দুঃখনিবৃত্তি ও চিত্তনিবৃত্তি একই কথা। চিত্তের অতিরিক্ত পদার্থ মূলস্বরূপ না থাকিলে চিত্তের নিবৃত্তির চেষ্টা হইতে পারে না। বস্তুতঃ 'আমি চিত্তনিবৃত্তি করিয়া দুঃখশূন্য হইব' এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই আমরা মোক্ষসাধন করি। চিত্তনিবৃত্তি হইলে 'আমি দুঃখশূন্য হইব' অর্থাৎ 'দুঃখাদির বেদনাশূন্য আমি থাকিব' এইরূপ চিন্তা সম্যক্ ন্যায্য। চিত্তাতিরিক্ত সেই আত্মসত্তাই হাতার স্বরূপ বা প্রকৃতরূপ। সেই সত্তা স্বীকার না করিলে, অর্থাৎ তাহাকে শূন্য বলিলে, 'মোক্ষ কাহার অর্থে' এ প্রশ্নের উত্তর হয় না, এইরূপে উচ্ছেদবাদরূপ দোষ হয়।

অতএব হাতৃস্বরূপের উপাদানভূততা এবং অসত্তা এই উভয় দৃষ্টিই হেয়, পরন্তু স্বরূপ-হাতা

শাশ্বত বা অবিনাশী সৎপদার্থ—এইরূপ শাশ্বতবাদই সম্যগ্দর্শন। বৌদ্ধদের ব্রহ্মজালসূত্রে যে শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদের উল্লেখ আছে তাহার সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্যম্। তদেতচ্ছাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমিত্যভিধীয়তে।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

দুঃখমতীতমুপভোগেনাতিবাহিতং ন হেয়পক্ষে বর্ত্ততে, বর্ত্তমানঞ্চ স্বক্ষণে ভোগারূঢ়মিতি ন তৎ ক্ষণান্তরে হেয়তামাপদ্যতে। তস্মাদ্ যদেবানাগতং দুঃখং তদেবাক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনং ক্লিশ্নাতি, নেতরং প্রতিপত্তারং, তদেব হেয়তামাপদ্যতে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অতএব এই শাস্ত্রকে চতুর্ব্যূহ বলা যায়, তন্মধ্যে—

১৬। অনাগত দুঃখই হেয় বা ত্যাজ্য (১)॥ সূ

অতীত দুঃখ উপভোগের দ্বারা অতিবাহিত হওয়া-হেতু হেয় বিষয় হইতে পারে না, আর, বর্ত্তমান দুঃখ বর্ত্তমান কালে ভোগারূঢ়, তাহাও ক্ষণান্তরে হেয় বা ত্যাজ্য হইতে পারে না। সেইহেতু যাহা অনাগত দুঃখ, তাহাই অক্ষি-গোলক-কল্প (কোমল-চেতা) যোগীর নিকটে দুঃখ বলিয়া প্রতীত হয়, অপর প্রতিপত্তার নিকট হয় না। অতএব সেই অনাগত দুঃখই হেয়।

টীকা। ১৬। (১) হেয় বা ত্যাজ্য কি, তাহার সর্বাপেক্ষা ন্যায্য ও স্পষ্ট উত্তর—অনাগত দুঃখ হেয়।

ভাষ্যম্। তস্মাদ্ যদেব হেয়মিত্যুচ্যতে তস্যৈব কারণং প্রতিনির্দিশ্যতে—

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ, দৃশ্যাঃ বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ়াঃ সর্বে ধর্মাঃ। তদেতদ্ দৃশ্যময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন ভবতি পুরুষস্য স্বং দৃশিরূপস্য স্বামিনঃ। অনুভবকর্মবিষয়তামাপন্নমন্যস্বরূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকং স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রম্। তয়োর্দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরনাদিরর্থকৃতঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ দুঃখস্য কারণমিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং "তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাৎ স্যাদয়মাত্যন্তিকো দুঃখপ্রতীকারঃ," কস্মাৎ? দুঃখহেতোঃ পরিহার্যস্য প্রতিকারদর্শনাৎ, তদ্‌যথা, পাদতলস্য ভেদ্যতা, কণ্টকস্য ভেত্তৃত্বং, পরিহারঃ কণ্টকস্য পাদানধিষ্ঠানং, পাদত্রাণব্যবহিতেন বাহধিষ্ঠানম্। এতৎ ত্রয়ং যো বেদ লোকে স তত্র প্রতীকারমারভমাণো ভেদজং দুঃখং নাপ্নোতি, কস্মাৎ ত্রিত্বোপলব্ধি-

সামর্থ্যাদিতি। অত্রাপি তাপকস্য রজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যং কস্মাৎ, তপিক্রিয়ায়াঃ কর্মস্থত্বাৎ, সত্ত্বে কর্মণি তপিক্রিয়া নাপরিণামিনি নিষ্ক্রিয়ে ক্ষেত্রজ্ঞে। দর্শিতবিষয়ত্বাৎ সত্ত্বে তু তপ্যমানে তদাকারানুরোধী পুরুষোঽনুতপ্যত ইতি দৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যাহা হেয় বলিয়া উক্ত হইল, তাহার কারণ নির্দিষ্ট হইতেছে—

১৭। দ্রষ্টার ও দৃশ্যের সংযোগই হেয় যে দুঃখ তাহার হেতু ॥ সূ

দ্রষ্টা বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষ, আর দৃশ্য বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ় সমস্ত ধর্ম (গুণ)। এই দৃশ্য অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রোপকারী (১)। দৃশ্যত্ব-ধর্মের দ্বারা ইহা স্বামী দৃশিরূপ পুরুষের স্ব-স্বরূপ হয়। (কেননা, দৃশ্য বা বুদ্ধি) অনুভব এবং কর্মের বিষয় হইয়া অন্যস্বরূপে স্বভাবতঃ প্রতিলব্ধ (২) হওয়ায়, স্বতন্ত্র হইলেও পরার্থত্বহেতু পরতন্ত্র (৩)। সেই দৃক্‌শক্তি এবং দর্শনশক্তির অনাদি পুরুষার্থজন্য যে সংযোগ, তাহা হেয়হেতু অর্থাৎ দুঃখের কারণ। তথা উক্ত হইয়াছে (পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা) "বুদ্ধির সহিত সংযোগের হেতুকে বিবর্জন করিলে এই আত্যন্তিক দুঃখ-প্রতীকার হয়", কেননা, পরিহার্য দুঃখহেতুর প্রতীকার দেখা যায়। তাহা যথা, পদতলের ভেদ্যতা, কণ্টকের ভেত্তৃত্ব, আর পরিহার—কণ্টকের পাদে অনধিষ্ঠান বা পাদত্রাণ-ব্যবধানে অধিষ্ঠান। এই তিন বিষয় যিনি জানেন তিনি তাহার প্রতীকার আচরণ করিয়া কণ্টক-ভেদজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন না। কেন? তিনের (ভেদ্য, ভেদক ও বারণরূপ) ধর্মকে উপলব্ধি করার সামর্থ্য থাকাতে। পরমার্থ বিষয়েও, তাপক রজোগুণের দ্বারা সত্ত্ব তপ্য, কেননা, তপিক্রিয়া কর্মাশ্রয়, তাহা সত্ত্বরূপ কর্মেই (বিক্রিয়মাণভাবে) হইতে পারে. অপরিণামী নিষ্ক্রিয় ক্ষেত্রজ্ঞে হইতে পারে না। দর্শিত-বিষয়ত্বহেতু সত্ত্ব তপ্যমান হইলে তৎস্বরূপানুরোধী পুরুষও অনুতপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হন (৪)।

টীকা। (১) অয়স্কান্ত মণির উপমার অর্থ এই—পুরুষ পরিণত না হইলেও এবং দৃশ্যের সহিত মিশ্রিত না হইলেও পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ দৃশ্য উপকরণক্ষম হয়। সান্নিধ্য এস্থলে দৈশিক সান্নিধ্য নহে, কিন্তু স্ব-স্বামি-ভাবরূপ প্রত্যয়গত সন্নিকর্ষ। অর্থাৎ 'আমি ইহার জ্ঞাতা' এইরূপ ভাব। তন্মধ্যে 'ইহা' বা দৃশ্য অনুভবের এবং কর্মের বিষয়স্বরূপে দৃশ্য বা জ্ঞেয় হয়। অনুভবের ও কর্মের বিষয় ত্রিবিধ—প্রকাশ্য, কার্য বা আহার্য (আহবণীয়) ও ধার্য। কার্য বিষয় কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়, ইহারা স্ফুট কর্ম। ধার্য বিষয় প্রাণকার্য ও সংস্কার, ইহারা অস্ফুট কর্ম ও অস্ফুট বোধ। কার্য ও ধার্য বিষয়ও অনুভূত হয়, প্রকাশ্য বিষয় সাক্ষাৎ ভাবেই অনুভূত হয়। সেই বিষয়সকলের অনুভাবয়িতা 'আমি' এইরূপ প্রত্যয় হয়, সেই প্রত্যয়ই বুদ্ধি। 'আমি বিষয়ের অনুভাবয়িতা' এইরূপ ভাবও 'আমি' জানি—এই শেষোক্ত 'জ্ঞাতা আমি'র লক্ষ্য শুদ্ধ দ্রষ্টা, তাহা বুদ্ধির (এস্থলে বুদ্ধি অনুভাবয়িতা ও অনুভবের একতা প্রত্যয়) অর্থাৎ সাধারণ আমিত্বের প্রতিসংবেদী। ১।৭ (৫) টীকা এবং 'পুরুষ বা আত্মা' § ১৯ দ্রষ্টব্য।

এস্থলে সংযোগের স্বরূপ বিশদ করিয়া বলা হইতেছে। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যে সংযোগ আছে তাহা একটি তথ্য, কারণ, 'আমি শরীরাদি জ্ঞেয়' ও 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ প্রত্যয় দেখা যায়, অতএব 'আমিত্বই' জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগস্থল।

এখন বোধ্য এই সংযোগের স্বরূপ কি। এজন্য প্রথমে সংযোগের লক্ষণ-ভেদাদি জানা আবশ্যক। একাধিক পৃথক্ বস্তু অপৃথক্ অথবা অবিরল বলিয়া বুদ্ধ হইলে তাহারা সংযুক্ত এইরূপ

বলা যায়। সংযোগ দৈশিক, কালিক এবং ঐ দুই ভেদ লক্ষিত না হওয়া-রূপ অদেশকালিক, এই ত্রিপ্রকার হইতে পারে।

অব্যবহিত ভাবে অবস্থিত বাহ্য বস্তুর দৈশিক সংযোগ, ইহার উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক। যাহা কেবল কালিক সত্তা অর্থাৎ যাহা কালক্রমে উদয়-লয়শীল, যেমন মন, অথবা যাহা দেশকালব্যাপী, তদ্‌গত ভাবসকলের সংযোগই কালিক সংযোগ, যেমন বিজ্ঞানের সহিত সুখাদি বেদনার সংযোগ। (পরেও উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞান চিত্তধর্ম, সুখও চিত্তধর্ম। বিজ্ঞান ও সুখ এই দুই চিত্তধর্মের একই কালে বোধ হওয়া বা উদিত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া প্রকৃতপক্ষে পূর্বে ও পরে তাহাদের বোধ হয় (স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা সাক্ষাৎ বুদ্ধ হয় তাহাই উদিত বা বর্তমান), অথচ উহাদের সেই ব্যবধান লক্ষ্য বা বুদ্ধ হয় না, সুতরাং উহারা উদিত ধর্ম বলিয়াই অবিরল ভাবে বুদ্ধ হয়। আর, যাহারা দেশকালাতীত সত্তা তাহাদের সংযোগ অদেশকালিক। উহার একমাত্র উদাহরণ মূল দ্রষ্টাকে ও মূল দৃশ্যকে যে এক বা সংযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা।

সব জ্ঞানের ন্যায় সংযোগজ্ঞানও যথার্থ এবং বিপর্যস্ত হইতে পারে। যখন কোন যথার্থ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া সংযোগ শব্দ ব্যবহার করি, তখন সেই 'সংযোগ' পদ যথাভূত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন বৃক্ষ ও পক্ষীর সংযোগ যথার্থ বিষয়ের দ্যোতক। কিন্তু দৃষ্টির দোষে দ্রব্যদের সংযুক্ত মনে করিলে তাহা বিপর্যস্ত সংযোগজ্ঞান। কিন্তু যথার্থই হউক বা বিপর্যস্তই হউক উভয় ক্ষেত্রেই সংযোগের বোদ্ধার নিকট দ্রব্যদের সংযুক্ত জ্ঞান যে হইতেছে ও তাহার যথাযথ ফল যে হইতেছে তাহা সত্য। সংযোগ বা সন্নিবেশবিশেষ কেবল পদের অর্থমাত্র, সংযুক্ত পদার্থসকলই বস্তু। (পদের অর্থ সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা বস্তু না-ও হইতে পারে)। দুই বস্তুকে 'সংযুক্ত' মনে করা ও দুই বস্তুকে 'এক' মনে করা সমান কথা নহে, শেষোক্তটাই অবিদ্যা (বিপর্যয়)।

অসংযুক্ত দ্রব্য সংযুক্ত হইলে ক্রিয়া চাই। সেই ক্রিয়া একের, অন্যোন্যের (পরস্পরের) ও সংযোগের বোদ্ধার হইতে পারে। ইহাও উদাহৃত করা অনাবশ্যক। তবে ইহা দ্রষ্টব্য যে, সংযোগের বোদ্ধার ক্রিয়ায় যদি অসংযুক্ত দ্রব্যদের সংযুক্ত মনে করা যায় তবে তাহা বিপর্যাস মাত্র।

দ্রষ্টা ও মূল দৃশ্য দেশকালব্যাপী সত্তা নহে। দেশ ও কাল এক এক প্রকার জ্ঞান, তাদৃশ জ্ঞানের জ্ঞাতা সুতরাং দেশকালাতীত পদার্থ এবং জ্ঞানের উপাদানও (ত্রিগুণও) স্বরূপতঃ দেশ-কালাতীত পদার্থ হইবে। উক্ত কারণে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ পাশাপাশি অথবা এককালে অবস্থান নহে। বিশেষতঃ তাহারা চৈত্তিক ধর্ম ও ধর্মী নহে বলিয়াও তাহাদের সংযোগ কালিক হইতে পারে না। মূল দ্রষ্টা ও মূল দৃশ্য কাহারও ধর্ম নহে এবং বাস্তবধর্মের সমাহাররূপ ধর্মী নহে, সুতরাং তাহারা কালিক সংযোগে সংযুক্ত পদার্থ নহে। পুরুষের মধ্যে অতীতানাগত কোনও ধর্ম নাই, কারণ, তাদৃশ বস্তুসকল বিকারী। মূল প্রকৃতিরও অতীতানাগত ধর্ম নাই। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ধর্ম নহে কিন্তু মৌলিক স্বভাব। শঙ্কা হইতে পারে ক্রিয়া ত 'বিকারী', অতএব তাহা ধর্ম হইবে না কেন?—মূল ক্রিয়া 'বিকারী' নহে, কিন্তু 'বিকার' মাত্র। নিত্যই বিকার আছে। (তত্ত্ব প্রঃ § ৩৩)। তাহা যদি কখনও বিকারহীন হইত তবেই বস্তু 'বিকারী' হইত। এইরূপে ধর্ম-ধর্মি-দৃষ্টির অতীত বলিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্য কালাতীত সত্তা। অতএব দেশকালাতীত বলিয়া তাহাদের সংযোগ ভেদলক্ষ্য না হওয়ারূপ অদেশকালিক। দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক্ সত্তা বলিয়া তাহাদিগকে অপৃথক্ মনে করা বিপর্যয়-জ্ঞান, সুতরাং অবিদ্যাই এই সংযোগের মূল, সূত্র যথা—"তস্য হেতুরবিদ্যা"।

এই সংযোগের বোদ্ধা কে ?—আমিই উহার বোদ্ধা। কারণ, আমি মনে করি 'আমি শরীরাদি' ও 'আমি জ্ঞাতা'। আমি ত ঐ সংযোগের ফল অতএব আমি কিরূপে সংযোগের বোদ্ধা হইব ? —কেন হইব না, সংযোগ হইয়া গেলে তবেই 'আমি' হই বা আমি উহা বুঝিতে পারি। প্রত্যেক জ্ঞানের সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অবিবিক্ত থাকে, পরে আমরা বিশ্লেষ করিয়া জানি যে তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় নামক পৃথক্ পদার্থ আছে, তাই তখন বলি যাহা জ্ঞান তাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগ বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ পৃথক্ ভাবের একই প্রত্যয়ে বা জ্ঞানে অন্তর্গতত্ব। 'আমি আমাকে জানি'— এইরূপ আমাদের মনে হয়, আমাদের হেতু এক স্বপ্রকাশ বস্তু বলিয়াই ওরূপ গুণ আমিত্বে আছে। তাহাতেই 'আমি' সংযোগজাত হইলেও আমি বুঝি যে, আমি দ্রষ্টা ও দৃশ্য।

এই সংযোগ কাহার ক্রিয়া হইতে হয় ?—দৃশ্যস্থ রজোগুণের ক্রিয়া হইতে হয়। রজের দ্বারা প্রকাশ উদ্‌ঘাটিত হওয়াই, বা দ্রষ্টার মত প্রকাশ হওয়াই, আমিত্ব বা দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগ। ঐ দুই পদার্থের এইরূপ যোগ্যতা আছে যাহাতে 'স্বামী' ও 'স্ব' এইরূপ ভাব হয় (১।৪ দ্রষ্টব্য)। আমিত্ব সেই ভাবের মিলনস্বরূপ এক জ্ঞান বা প্রকাশবিশেষ।

সংযোগ কিসের দ্বারা সন্তানিত হয় ?—সংযুক্ত ভাবের সংস্কারের দ্বারাই হয়। ঐরূপ বিপর্যস্ত-জ্ঞানের বিপর্যাস-সংস্কার হইতে পুনঃ আমিত্বরূপ বিপর্যস্ত প্রত্যয় হইয়া আমিত্বের সন্তান চলিতেছে। প্রত্যেক জ্ঞান উদয় হয় ও লয় হয়, পরে আর এক জ্ঞান হয়, সুতরাং সংযোগ সভঙ্গ, তাহা একতান নহে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অনাদিবিদ্যমান বলিয়া উহাদের ঐরূপ সভঙ্গ (আমিত্ব-জ্ঞানরূপ) সংযোগ অনাদিপ্রবাহস্বরূপ অর্থাৎ ক্ষণিক সংযোগ ও বিয়োগ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে (অনাদি হইলেও তাহা অনন্ত না হইতে পারে—ইহা দ্রষ্টব্য)। ঐ অবিবেক-প্রবাহের আদি নাই বলিয়া উহা কবে আরব্ধ হইল এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব অনেকে যে মনে করে যে, প্রথমে প্রকৃতি ও পুরুষ অসংযুক্ত ছিল পরে হঠাৎ সংযোগ ঘটিল, তাহা অতীব অদার্শনিক ও অযুক্ত চিন্তা। এই সংযোগরূপ অবিবেকের বিরুদ্ধ ভাব জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিবেক বা পৃথক্ত্ববোধ, উহাতে অন্য জ্ঞান নিরুদ্ধ হয়। অন্য সমস্ত জ্ঞান নিরুদ্ধ হইলে তৈলাভাবে প্রদীপের নির্বাণের ন্যায় বিবেকও নিরুদ্ধ হয়, তাহাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিয়োগ। তবে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পুরুষ সংযোগ ও বিয়োগ এই উভয়েরই সমান সাক্ষী।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের এই যে অদেশকালিক সংযোগ ইহা ঐ উভয় পদার্থের স্বাভাবিক যোগ্যতার পরিচয়। স্বভাবতঃ আমরা সেই যোগ্যতার অবগম করিয়া জ্ঞানার্থক 'জ্ঞা', 'দৃশ্‌', 'কাশ', 'বুধ্‌', প্রভৃতি ধাতু দিয়া বিরুদ্ধ কোটির জ্ঞাপক 'জ্ঞাতা-জ্ঞেয়', 'দ্রষ্টা-দৃশ্য', ইত্যাদি পদ বুঝিতে ও তাদৃশ পদ ব্যবহার করিতে বাধ্য হই। ঐ পদসকল বিরুদ্ধ (polar) হইলেও (আমিত্বে) সংযুক্ত বটে।

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগ এক প্রকার সন্নিবেশ-বাচক পদের অর্থমাত্র, তাহা মিথ্যা-জ্ঞানমূলক। মিথ্যা-জ্ঞান একাধিক সৎপদার্থ লইয়া হয়, অতএব সৎপদার্থ উপাদান ও বিষয় হওয়াতে এবং এক প্রকার জ্ঞান বলিয়া সংযুক্ত বস্তু যে আমিত্ব এবং আমিত্বজাত ইচ্ছাদি ও সুখ-দুঃখাদি তাহারা সব সৎপদার্থ, আর সৎ বিবেকরূপ সত্য-জ্ঞানের দ্বারা দুঃখমুক্তিও সৎপদার্থ। মনে রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানের বিষয় সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক জ্ঞান সৎপদার্থ, তাহা অসৎ বা 'নাই' নহে।

কাছাকাছি থাকাকে (দৈশিক) সংযোগ বলা যায় এবং কাছে যাওয়াকে 'সংযোগ হওয়া' বলা যায়। 'কাছে থাকা' কিছু দ্রব্য নহে, কিন্তু সন্নিবেশ বা সংস্থান বিশেষ। সেইরূপ 'কাছে

যাওয়া' একটা ক্রিয়া, তাহার ফল সংযোগ শব্দের অর্থ। সংযুক্ত থাকিলে বা সংযুক্ত মনে হইলে বস্তুদের গুণের অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হইতে পারে, যেমন, দস্তা ও তামা সংযুক্ত হইলে পীতবর্ণ হয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দস্তা ও তামা স্বরূপেই থাকে। সেইরূপ দ্রষ্টা ও দৃশ্যকে সংযুক্ত মনে করিলে দ্রষ্টা দৃশ্যের মত ও দৃশ্য দ্রষ্টার মত লক্ষিত হয়, তাহাই আমিত্ব ও আমিত্বজাত প্রপঞ্চ।

সংক্ষেপে সংযোগের যুক্তিসকলের বিশ্লেষণ এইরূপ :

দৈশিক সংযোগ—পাশাপাশি দেশে অবস্থান, ইহা স্পষ্ট। কালিক সংযোগ কি ?—কাল = ক্ষণপ্রবাহ। একত্র দুই ক্ষণ থাকে না, সুতরাং অবিরল ক্ষণে একত্র অবস্থিতিরূপ কালিক সংযোগ হইতে পারে না। কালিক সংযোগের আর এক উদাহরণ শান্ত, উদিত ও অনাগত এই তিন প্রকার ধর্মের এক সময়ে অবস্থান যাহা আমাদিগকে চিন্তা করিতেই হয়। অর্থাৎ আমরা বলি, অতীত ও অনাগত 'অস্তি', সুতরাং বর্তমান, অতীত ও অনাগত অবিরলভাবে আছে এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। অতএব ত্রিবিধ ধর্মসকলের সমাহাররূপ ধর্মীতেই কালিক সংযোগ লভ্য।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ অদেশকালিক অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থানও নহে অথবা ধর্মের সমাহারও নহে, কারণ, দ্রষ্টার ধর্ম দৃশ্য নহে, দৃশ্যের ধর্মও দ্রষ্টা নহে। উহারা পৃথক্ অসংকীর্ণ সত্তা। আমিত্বের মধ্যে উহাদের সংযোগ দেখা যায়, কারণ, 'আমি'র কতক অংশ দ্রষ্টা, আর তাহার কতকটা জ্ঞেয় বা দৃশ্য এইরূপ অনুভূতি হয়। অবশ্য তাহা আমিত্বজ্ঞানের সময়েই হয় না—পরে আমরা অবধারণ করিতে পারি। যোগ্যতাবিশেষ অর্থাৎ একের দ্রষ্টৃত্ব ও অন্যের দৃশ্যত্ব এই স্বভাব হইতেই ঐরূপ সংযোগ সম্ভব হয়।

অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থদ্বয়কে এক মনে করা এখানে বিপর্যয় বা অবিদ্যা। সুতরাং তাহাই সংযোগের হেতু। ঐরূপ বিপর্যয়-জ্ঞান সংস্কার-প্রত্যয়ক্রমে অনাদি বলিয়া এই সংযোগকেও অনাদি বলিতে হয়। দ্রষ্টা বলিলেই দৃশ্য আসিবে, আর দৃশ্য বলিলেই দ্রষ্টা আসিবে, উভয়ের এইরূপ যোগ্যতা চিন্তা করা অপরিহার্য। সেই যোগ্যতাবিশেষই এই সংযোগ।

১৭। (১) 'অন্যস্বরূপে দৃশ্য প্রতিলব্ধাত্মক' এই অংশের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে। মিশ্র ও ভিক্ষু প্রত্যেকে তাহার এক এক প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যা, যথা— অন্যস্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্য হইতে ভিন্নস্বরূপে বা জড়স্বরূপে প্রতি-লব্ধ (অনুব্যবসিত) হওয়াই দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ। চিৎ ও জড় এই উভয়ের যে প্রতিলব্ধি হয়, তাহা সত্য। চিৎ স্বপ্রকাশ ও দৃশ্য জড়, এইরূপ নিশ্চয় বোধ হয়। অতএব শুদ্ধ নহে, স্বপ্রকাশ নহে, চিদ্রূপবোধমাত্র নহে ; কিন্তু চিৎ হইতে ভিন্ন, এইরূপ 'জড় আছে' এইরূপ বোধও হয়। এই দৃষ্টি হইতে এই ব্যাখ্যা সত্য।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, যথা—দৃশ্য অন্যস্বরূপের অর্থাৎ নিজ হইতে ভিন্ন চৈতন্য-স্বরূপের দ্বারা প্রতিলব্ধ হয়। বস্তুতঃ দৃশ্য অপ্রকাশিত-স্বরূপ। চিৎসংযোগে তাহা প্রকাশিত হয়। সেই প্রকাশ চৈতন্যের উপমাবিশেষমাত্র, অতএব দৃশ্য চৈতন্য-স্বরূপের দ্বারা প্রতিলব্ধাত্মক।

ইহা উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। সূর্যের উপর কোন অস্বচ্ছ দ্রব্য সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত না করিয়া থাকিলে তাহা কৃষ্ণবর্ণ আকারবিশেষ বলিয়া দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ উহাতে সূর্যের কতকাংশ দৃষ্ট হয় না মাত্র। মনে কর সেই আচ্ছাদক দ্রব্যটি চতুষ্কোণ, তাহাতে বলিতে হইবে, সূর্যের মধ্যে একটি চতুষ্কোণ অংশ দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সেই চতুষ্কোণ দ্রব্যটি সূর্যের উপমায় বা সূর্যরূপের দ্বারাই জানিতে পারি। দ্রষ্টা ও দৃশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ, দৃশ্যকে জানা অর্থে দ্রষ্টাকে ঠিক না জানা। মনে

কব, 'আমি নীল জানিলাম', ইহা একটি দৃশ্যেব প্রতিলব্ধি। নীল = তৈজস পবমাণুব প্রচযবিশেষ, পবমাণুতে নীলত্ব নাই, নীলত্ব সেই প্রচয় হইতে প্রতীত হয। বিক্ষেপ-সংস্কারবশে বহু পবমাণুকে প্রচিতভাবে গ্রহণ কবাই নীলত্বেব স্বরূপ। রূপ-পবমাণু নীলাদিবিশেষশূন্য রূপমাত্র, তাহাব জ্ঞান ইন্দ্রিযগত অভিমানেব বিকার বা ক্রিযাবিশেষমাত্র। অভিমানেব ক্রিযা অর্থে বস্তুতঃ 'আমি পবিণামশীল' এই প্রকাব ভাব। পবিণাম অর্থে পূর্ব অবস্থাব লয ও পব অবস্থাব উদয, এবম্প্রকাব ভাবেব ধাবা। পবিণামেব সূক্ষ্মতম অধিকবণ ক্ষণ, অতএব স্বরূপতঃ নীলজ্ঞান ক্ষণপ্রবাহে উদীযমান ও লীয়মান আমিত্বমাত্র (অবশ্য সাধাবণ অবস্থায় সেই লয লক্ষ্য হয না)। আমিত্বেব লযকালে (অর্থাৎ চিত্তলযে) দ্রষ্টাব স্বরূপস্থিতি হয, আব, উদযে দ্রষ্টাব দৃশ্যসারূপ্য হয। সুতবাং দুইটি চিত্তলযেব (দ্রষ্টাব স্বরূপস্থিতিব) মধ্যস্থ যে দ্রষ্টাব স্বরূপে অস্থিতিব বোধ বা স্বরূপেব অবোধ অর্থাৎ বিকৃত বোধ, তাহাই ক্ষণাবচ্ছিন্ন বিষয়জ্ঞান হইল। তাহাবই প্রচয়ভাব নীলাদি জ্ঞান। এইরূপে জানা যায়, নীলাদি বিষযজ্ঞান বা দৃশ্যবোধ দ্রষ্টাকে প্রকাববিশেষে না জানা মাত্র। দ্রষ্টাব দ্বাবা আমিত্বই মূলতঃ প্রকাশিত হয। নীলজ্ঞান প্রভৃতি সেই আমিত্বেব উপাধিভূত, তদ্রূপে তাহাবাও দ্রষ্টাব স্ববোধেব দ্বাবা প্রকাশিত হয।

ইহা আবও বিশদ কবিযা বলা হইতেছে। 'আমি নীল জানিতেছি' এইরূপ বিষযজ্ঞানে দ্রষ্টাও অন্তর্গত থাকে ('আমি জানিতেছি তাহাও আমি জানি' এইরূপ ভাবই দ্রষ্টৃ-বিষযক বুদ্ধি)। নীলজ্ঞান বহু সূক্ষ্ম চিত্তক্রিযাব সমষ্টি। সেই প্রত্যেক ক্রিযা লয ও উদযধর্মক। বস্তুতঃ বহু ক্রিযা অর্থে উদীযমান ও লীযমান ক্রিয়াব প্রবাহমাত্র। সেই প্রবাহেব মধ্যে প্রত্যেক লয দ্রষ্টাব স্বরূপে স্থিতি (১৩ সূত্র দ্রষ্টব্য), আব উদয তাহা নহে। সুতবাং দুইটি লযের মধ্যস্থভাব স্ব-স্বরূপেব অবোধ বা স্বরূপে অস্থিতিব বোধ মাত্র। তাহাই দৃশ্যস্বরূপ। পূর্বোক্ত সূর্যেব উপমাতে যেমন সৌব প্রকাশেব দ্বাবা আচ্ছাদক দ্রব্যেব অবধি প্রকাশ হয, ক্ষণাবচ্ছিন্ন প্রত্যযসকলও সেইরূপ স্ববোধেব উপমায প্রকাশিত হয। এইজন্য দৃশ্য অন্যস্বরূপেব বা পুরুষস্বরূপেব দ্বাবা প্রতিলব্ধ ভাবস্বরূপ হইল।

এই উভযবিধ ব্যাখ্যাই ভিন্ন দিক্ হইতে সত্য। দ্রষ্টাব লক্ষণ-ব্যাখ্যায ইহা আবও স্পষ্ট হইবে।

১৭। (৩) দৃশ্য স্বতন্ত্র হইলেও পবার্থত্বহেতু পবতন্ত্র। দৃশ্যেব মূলরূপ অব্যক্ত। দ্রষ্টাব দ্বাবা উপদৃষ্ট না হইলে দৃশ্য অব্যক্তরূপে থাকে। পবন্তু দৃশ্য স্বনিষ্ঠ পবিণাম-ধর্মেব দ্বাবা পবিণত হইযা যাইতেছে, সুতবাং তাহা স্বতন্ত্র ভাবপদার্থ। কিন্তু তাহা দ্রষ্টাব বিষয বলিযা পবার্থ বা দ্রষ্টাব অর্থ (বিষয)। বস্তুতঃ ব্যক্ত দৃশ্যভাবসকল হয ভোগ বা ইষ্টানিষ্টরূপ অনুভাব্য বিষয, না হয় অপবর্গ বা বিবেকরূপ বিষয। তদ্ব্যতীত (পুরুষেব বিষয ব্যতীত) দৃশ্যেব দৃশ্যত্বভাবেব অন্য কোন অর্থ নাই, সেই হিসাবে দৃশ্য পবতন্ত্র। যেমন গবাদি স্বতন্ত্র হইলেও, মনুষ্যেব ভোগ্য বা অধীন বলিযা পবতন্ত্র, সেইরূপ।

১৭। (৪) প্রকাশশীল ভাব সত্ত্ব। যে ভাবে প্রকাশ-গুণেব আধিক্য এবং ক্রিযা ও স্থিতিরূপ বজ ও তমোগুণেব অল্পতা, তাহাই সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক ভাব মাত্রই সুখকব বা ইষ্ট। কারণ, ক্রিযাব আপেক্ষিক অল্পতা ও প্রকাশেব অধিকতাই সুখকব ভাবেব স্বরূপ। অতিক্রিযাব বিবামে বা সাহজিক ক্রিযা অতিক্রম না কবিলে, যে তৎসহভূ-বোধ হয় তাহাই সুখকব, ইহা সকলেবই

অনুভূত। সহজ ক্রিয়া অর্থে যতখানি ক্রিয়া করিতে করণসকল অভ্যস্ত, তত ক্রিয়া। তাদৃশ ক্রিয়ার দ্বারা জড়তা অপগত হইলে যে বোধ হয় তাহাই সুখের স্বরূপ। স্ফুটবোধ এবং অপেক্ষাকৃত অল্প ক্রিয়া না হইলে সুখকর বোধ হয় না। সুখ-দুঃখাদি বা সাত্ত্বিকাদি ভাব আপেক্ষিক, সুতরাং পূর্বের বা পরের বোধ ও ক্রিয়া হইতে স্ফুটতর বোধ এবং অল্পতর ক্রিয়া হইলেই পূর্ব বা পর অবস্থার অপেক্ষা সেই অবস্থা সুখকর বোধ হয়। কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ সুখেরই এই নিয়ম। গায়ে হাত বুলাইলে যতক্ষণ সহজ ক্রিয়া অতিক্রান্ত না হয়, ততক্ষণ সুখ বোধ হয়, পরে পীড়া বোধ হয়। শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ অর্থে সহজক্রিয়া-জনিত বোধ, আর আগন্তুক কারণে অত্যধিক ক্রিয়া (overstimulation) হইলেই পীড়া বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষারূপ মানস-ক্রিয়া সহজ হইলে সুখ হয়, কিন্তু অত্যধিক হইলে দুঃখ হয়। আবার ইষ্টপ্রাপ্তি হইলে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি (মনের অতিক্রিয়ার হ্রাস) হইলেও সুখ। মোহ বা সুখ-দুঃখ-বিবেকহীন অবস্থায় ক্রিয়া রুদ্ধ বা অল্প হয় বটে, কিন্তু স্ফুটবোধ থাকে না, তত্তুলনায় সুখে বোধ স্ফুটতর। অতএব স্থিরতর প্রকাশশীল ভাব (বা সত্ত্ব) সুখের অবিনাভাবী। আর ক্রিয়াশীল ভাব বা রজ দুঃখের (কায়িক বা মানস) অবিনাভাবী। সত্ত্ব রজের দ্বারা বিলুপ্ত হইলেই দুঃখ বোধ হয়। সেইহেতু ভাষ্যকার সত্ত্বকে তপ্য এবং রজকে তাপক বলিয়াছেন। গুণাতীত পুরুষ তপ্য নহেন, তিনি তাপ ও অতাপের নির্বিকার সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র। সত্ত্ব তপ্ত বা ক্রিয়াধিক্যের দ্বারা বিপ্লুত হইলে তৎসাক্ষী পুরুষও অনুতপ্তের ন্যায় প্রতীত হন। সেইরূপ সত্ত্বের প্রাবল্যে আনন্দময়ের ন্যায় প্রতীত হন, কিন্তু ঐরূপ বিকৃতবৎ হওয়া বাস্তব নহে, উহা আরোপিত ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে তাপক্রিয়ার (তাপদান) দ্বারা সত্ত্বই বিকৃত বা অবস্থান্তরিত হয়। বৃত্তির সাক্ষিত্বই পুরুষের ঐরূপ দর্শিত-বিষয়ত্ব।

ভাষ্যম্। দৃশ্যস্বরূপমুচ্যতে—

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

প্রকাশশীলং সত্ত্বং, ক্রিয়াশীলং রজঃ, স্থিতিশীলং তম ইতি। এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ সংযোগবিভাগধর্মাণ ইতরেতরোপাশ্রয়েণোপার্জিতমূর্তয়ঃ পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেঽপ্যসম্ভিন্নশক্তিপ্রবিভাগাঃ তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীয়শক্তিভেদানুপাতিনঃ প্রধানবেলায়ামুপদর্শিতসন্নিধানাঃ, গুণত্বেঽপি চ ব্যাপারমাত্রেণ প্রধানান্তর্ণীতানুমিতাস্তিতাঃ, পুরুষার্থকর্তব্যতয়া প্রযুক্তসামর্থ্যাঃ সন্নিধিমাত্রোপকারিণঃ অয়স্কান্তমণিকল্পাঃ, প্রত্যয়মন্তরেণৈকতমস্য বৃত্তিমনু বর্তমানাঃ প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তি, এতদ্দৃশ্যমিত্যুচ্যতে। তদেতদ্দৃশ্যং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতভাবেন পৃথিব্যাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমতে, তথেন্দ্রিয়ভাবেন শ্রোত্রাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমত ইতি। তত্তু নাপ্রয়োজনম্, অপি তু প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রবর্তত ইতি ভোগাপবর্গার্থং হি তদ্দৃশ্যং পুরুষস্যেতি। তত্রেষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণম্ অবিভাগাপন্নং ভোগঃ, ভোক্তুঃ স্বরূপাবধারণম্ অপবর্গ ইতি,

দ্বয়োরতিরিক্তমন্যদ্দর্শনং নাস্তি। তথা চোক্তম্ "অয়ন্তু খলু ত্রিষু গুণেষু কর্তৃষু অকর্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীয়মানান্ সর্বভাবানুপপন্নাননুপশ্যন্ন দর্শনমন্যচ্ছঙ্কত" ইতি।

তাবেতৌ ভোগাপবর্গৌ বুদ্ধিকৃতৌ বুদ্ধাবেব বর্তমানৌ কথং পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে ইতি, যথা বিজয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যেতে, স হি তস্য ফলস্য ভোক্তেতি। এবং বন্ধমোক্ষৌ বুদ্ধাবেব বর্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি। বুদ্ধেরেব পুরুষার্থাঽপরিসমাপ্তির্বন্ধঃ, তদর্থাবসায়ো-মোক্ষ ইতি। এতেন গ্রহণধারণোহাপোহতত্ত্বজ্ঞানাভিনিবেশা বুদ্ধৌ বর্তমানাঃ পুরুষেঽধ্যারোপিতসদ্ভাবাঃ স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ—দৃশ্যস্বরূপ কথিত হইতেছে—

১৮। দৃশ্য বা জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-শীল, তাহা ভূতেন্দ্রিয়াত্মক বা ভূত ও ইন্দ্রিয় এই প্রকারদ্বয়ে অবস্থিত এবং পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধক বিষয়স্বরূপ (১)॥ সূ

প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজ ও স্থিতিশীল তম। এই গুণসকল পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগ, সংযোগবিভাগধর্মা, ইতরেতরাশ্রয়ের দ্বারা পৃথিব্যাদি মূর্তি উৎপাদন করে, পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিত্বভাব থাকিলেও তাহাদের শক্তিপ্রবিভাগ অসংমিশ্র, তুল্যাতুল্যজাতীয় শক্তিভেদানুপাতী, স্ব স্ব প্রাধান্যকালে কার্যজননে উদ্ভূতবৃত্তি (২), গুণত্বেও (অপ্রাধান্যকালেও) ব্যাপারমাত্রের দ্বারা প্রধানান্তর্গতভাবে তাহাদের অস্তিত্ব অনুমিত হয় (৩), পুরুষার্থ-কর্তব্যতার দ্বারা তাহারা (কার্যজনন-) সামর্থ্যযুক্তহেতু অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রোপকারী (৪)। আর তাহারা প্রত্যয় (হেতু) ব্যতিরেকে (ধর্মাধর্মাদি প্রযোজক বিনা) একতমের (প্রধানের) বৃত্তির অনুবর্তনশীল (৫)। এই প্রকার গুণসকল প্রধান-শব্দবাচ্য, এবং ইহাকেই দৃশ্য বলা যায়। এই দৃশ্য ভূতেন্দ্রিয়াত্মক তাহারা ভূতভাবে বা পৃথিব্যাদি সূক্ষ্মস্থূলরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ভাবে বা শ্রোত্রাদি সূক্ষ্মস্থূল ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয় (৬)। তাহা (দৃশ্য) অপ্রয়োজনে প্রবর্তিত হয় না। অপিতু প্রয়োজন (পুরুষার্থ)-বশেই প্রবর্তিত হয়, অতএব সেই দৃশ্য পদার্থ পুরুষের ভোগাপবর্গের অর্থেই প্রবর্তিত। তাহার মধ্যে (দ্রষ্টৃদৃশ্যের) একতাপন্নভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট গুণের স্বরূপাবধারণ ভোগ, আর ভোক্তার স্বরূপাবধারণ অপবর্গ। এই দুইয়ের অতিরিক্ত আর অন্য দর্শন নাই। তথা উক্ত হইয়াছে, "তিন গুণ কর্তা হইলেও (অবিবেকী ব্যক্তিরা) অকর্তা, তুল্যাতুল্যজাতীয়, গুণক্রিয়াসাক্ষী, চতুর্থ যে পুরুষ তাঁহাতে উপনীয়মান (বুদ্ধির দ্বারা সমর্প্যমাণ) সমস্ত ধর্মকে উপপন্ন (সাংসিদ্ধিক) জানিয়া আর অন্য দর্শন (চৈতন্য) আছে বলিয়া শঙ্কা করে না" (পঞ্চশিখাচার্য)।

এই ভোগাপবর্গ বুদ্ধিকৃত, বুদ্ধিতেই বর্তমান, অতএব তাহারা কিরূপে পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয়? যেমন জয় ও পরাজয় যোদ্ধৃগণে বর্তমান হইলেও স্বামীতে ব্যপদিষ্ট হয়, আর তিনিই তৎফলের ভোক্তা হন, তেমনি বন্ধ ও মোক্ষ বুদ্ধিতেই বর্তমান থাকিয়া পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয়, আর পুরুষই তৎফলের ভোক্তা হন। পুরুষার্থের (৭) অপরিসমাপ্তিই বুদ্ধির বন্ধ, আর তদর্থসমাপ্তি মোক্ষ। এইরূপে গ্রহণ (জানন), ধারণ (ধৃতি), ঊহ (মনে উঠান অর্থাৎ স্মৃতিগত বিষয়ের উহন), অপোহ (চিন্তা করিয়া কতকগুলির নিরাকরণ), তত্ত্বজ্ঞান (অপোহপূর্বক কতক বিষয়ের অবধারণ) ও অভিনিবেশ,

এই সকল গুণ বুদ্ধিতে বর্ত্তমান হইলেও পুরুষে অধ্যারোপিত হয়, পুরুষ সেই ফলের ভোক্তা হন। [২।৬ (১) দ্রষ্টব্য]।

টীকা। ১৮। (১) প্রকাশশীল=জ্ঞানশীল বা বোধ্য হইবার যোগ্য। ক্রিয়াশীল=পরিবর্ত্তনশীল। স্থিতিশীল=প্রকাশ ও ক্রিয়ার রোধনশীল। সর্বপ্রকার জ্ঞান ও জ্ঞেয়, প্রকাশের উদাহরণ। সর্বপ্রকার ক্রিয়া ও কার্য, ক্রিয়ার উদাহরণ। সর্বপ্রকার সংস্কার ও কার্যভাব, স্থিতির উদাহরণ। সত্ত্বাদির পরিণাম দ্বিবিধ, ভূত ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্যবসেয় ও ব্যবসায়াত্মক। ব্যবসায়=জ্ঞান, করণ ও ধারণ। ব্যবসেয়=জ্ঞেয়, কার্য ও ধার্য। জ্ঞানকার্যাদি স্বভাবতঃ সত্ত্ব, রজ ও তমের মিলিত বৃত্তি, তদ্ধেতু উহাদের প্রত্যেকেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি পাওয়া যায়। যেমন একটি রূপ-জ্ঞান, উহার জ্ঞান ও বোধাংশই প্রকাশ, যে ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা রূপ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সেই জ্ঞানগত ক্রিয়া, আর জ্ঞানের যে শক্তি-অবস্থা, যাহা উদ্রিক্ত হইয়া জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহাই উহার অন্তর্গত ধৃতি বা স্থিতি। সকল অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ—এই সমস্ত করণের মধ্যে যে বোধ পাওয়া যায়, তাহাই প্রকাশ; যে অবস্থান্তরতা পাওয়া যায়, তাহাই ক্রিয়া, এবং ক্রিয়ার যে শক্তিরূপ পূর্ব ও পর রুদ্ধাবস্থা পাওয়া যায় (stored energy), তাহাই স্থিতি। ইহারা ব্যবসায়-রূপ করণের প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি। ব্যবসেয়রূপ বিষয়ে প্রকাশ্য (রূপরসাদি), কার্য বা প্রচালন-যোগ্যতা এবং জাড্য বা প্রকাশের ও কার্যের রুদ্ধাবস্থা এই ত্রিবিধ ব্যবসেয়রূপ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি গুণ পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ব্যতীত গ্রাহ্য ও গ্রহণের অর্থাৎ বাহ্য জগতের ও অন্তর্জগতের অন্য কিছু তত্ত্ব জানা যায় না বা জানিবার কিছু নাই। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সর্বত্রই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই ত্রিগুণকে দেখিতে পাইবে। বাহ্য জগৎ শব্দাদি পঞ্চগুণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। শব্দাদিতে বোধ বা প্রকাশ আছে, বোধের হেতুভূত ক্রিয়া আছে এবং সেই ক্রিয়ার হেতুভূত শক্তি আছে। ব্যবহারিক ঘটাদিরাও বিশেষ বিশেষ শব্দাদিরূপ প্রকাশ গুণ এবং বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়াধর্ম ও বিশেষ বিশেষ প্রকার কাঠিন্যাদি জাড্যধর্মের সমষ্টিব্যতীত আর কিছুই নহে। চিত্তেও সেইরূপ প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতিরূপ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন গুণ দেখা যায়।

এইরূপে জানা গেল যে, বাহ্য ও আন্তর জগৎ মূলতঃ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন মৌলিক গুণস্বরূপ। প্রকাশমাত্রই যাহার শীল বা স্বভাব তাহার নাম সত্ত্ব। সত্ত্ব অর্থে দ্রব্য বা 'অস্তি ইতি' রূপ জ্ঞায়মান ভাব। প্রকাশিত বা বুদ্ধ হইলে সেই বিষয় সৎ বলিয়া ব্যবহার্য হয়, তজ্জন্য প্রকাশশীল ভাবের নাম সত্ত্ব। ক্রিয়াশীল ভাব রজ; রজ বা ধূলি যেমন মলিন করে, সেইরূপ সত্ত্বকে মলিন বা বিলুপ্ত করে বলিয়া ক্রিয়াশীল ভাবের নাম রজ। ক্রিয়ার দ্বারা অবস্থান্তর হয় বলিয়া সত্ত্ব (বা স্থির সত্তা) অসতের মত বা অবস্থান্তরিত বা নাশাদিশীল হয়, তাই ক্রিয়া সত্ত্বের বিঘ্নকারী। স্থিতিশীল ভাব তম, উহা তম বা অন্ধকারের ন্যায় স্বগতভেদশূন্য, অলক্ষ্যবৎ আবৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া উহার নাম তম।

অতএব প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজ ও স্থিতিশীল তম, এই ভাবত্রয় বাহ্য ও আন্তর জগতের মূল তত্ত্ব। তদতিরিক্ত আর কোন মূল জানিবার নাই অর্থাৎ নাই। যেই যাহা বলুক, সবই ঐ ত্রিগুণের মধ্যে পড়িবে। গীতাও বলেন, "ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ।"

দৃশ্য অর্থে দ্রষ্টৃ-প্রকাশ্য বা পুরুষ-প্রকাশ্য অর্থাৎ পুরুষের যোগে যাহা ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য তাহাই দৃশ্য, ফলতঃ জ্ঞাতার বা দ্রষ্টার সংযোগে যাহা ব্যক্ত হয়, নচেৎ যাহা অব্যক্ত, তাহাই দৃশ্য। ভূত এবং ইন্দ্রিয় অর্থাৎ গ্রাহ্য এবং গ্রহণ এই দ্বিবিধ পদার্থই দৃশ্যের ব্যবস্থিতি, তদ্ব্যতীত আর কিছু ব্যক্ত দৃশ্য নাই। ভূত ও ইন্দ্রিয় ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং ত্রিগুণই মূল দৃশ্য। দৃশ্য ও গ্রাহ্যের ভেদ, যথা—দৃশ্য অর্থে যাহা পুরুষ-প্রকাশ্য, গ্রাহ্য অর্থে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

দ্রষ্টার দ্বিবিধ অর্থ, অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্য দ্বিবিধ অর্থস্বরূপ বা বিষয়স্বরূপ হয়। ভোগ ও অপবর্গ সেই অর্থ। দৃশ্য ভোগ্যস্বরূপ হয়, অথবা অ-ভোগ্য অর্থাৎ অপবর্গস্বরূপ হয়। ভোগ অর্থে ইষ্ট বা অনিষ্টরূপে দৃশ্যের উপলব্ধি। দৃশ্যের উপলব্ধি অর্থে দ্রষ্টার ও দৃশ্যের অবিশেষ প্রত্যয় বা অবিবেক। অপবর্গ অর্থে দ্রষ্টার স্বরূপোপলব্ধি অর্থাৎ প্রকৃত 'আমি' দৃশ্য নহি বা দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্ এইরূপ বিবেকজ্ঞান। তাদৃশ জ্ঞানের পর আর অর্থতা থাকে না বলিয়া তাহার নাম অপবর্গ বা চরম ফল-প্রাপ্তি। অপবর্গ হইলে দৃশ্য নিবৃত্ত হয়।

অতএব সূত্রকার দৃশ্যের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা গভীর, অনবদ্য ও সম্যক্ সত্যদর্শনপ্রতিষ্ঠ।

১৮। (২) পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ = গুণসকলের প্রবিভাগ বা নিজ নিজ স্বরূপ পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত বা অনুরঞ্জিত। গুণসকল নিত্যই বিকারব্যক্তিভাবে (যেমন রূপ, রস, ঘট, পট ইত্যাদিরূপে) জায়মান হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই ত্রিগুণ মিলিত, তাহাকে বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে একদিক্ সত্ত্ব, একদিক্ তম ও মধ্যস্থলে রজ। সত্ত্ব বলিলে রজ ও তম থাকিবেই থাকিবে, রজ ও তম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অতএব গুণসকল পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত। প্রকাশ সদাই ক্রিয়া ও স্থিতির দ্বারা উপরক্ত। ক্রিয়া এবং স্থিতিও সেইরূপ। উদাহরণ যথা—শব্দজ্ঞান, তাহাতে যে শব্দ-বোধ আছে, তাহা কম্পন ও জড়তার দ্বারা উপরঞ্জিত থাকে। অতএব সত্ত্ব, রজ ও তম—এইরূপ প্রবিভাগ করিলে প্রত্যেক গুণ অপর দুইটির দ্বারা উপরঞ্জিত থাকে।

সংযোগবিভাগ-ধর্ম—পুরুষের সহিত সংযোগ এবং বিযোগ-স্বভাব। ইহা মিশ্রের মত। ভিক্ষু বলেন, "পরস্পর সংযোগ-বিভাগ-স্বভাব"। গুণসকল সংযুক্ত থাকিলেও তাহাদের বিভাগ বা প্রভেদ আছে এইরূপ অর্থ করিলে ভিক্ষুর ব্যাখ্যা সঙ্গত হয়, নচেৎ গুণসকলের পরস্পর বিযোগ কদাপি কল্পনীয় নহে।

ইতরেতরাশ্রয়ের দ্বারা উৎপাদিত মূর্তি—মূর্তি = ত্রিগুণাত্মক দ্রব্য। সমস্ত দ্রব্যই সত্ত্বাদিরা পরস্পর সহকারিভাবে উৎপাদন করে, অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাবে রাজস এবং তামস ভাবও সহকারী থাকে। কেবল সত্ত্বময় বা রজোময় বা তমোময়, এইরূপ কোনও ভাব নাই। সর্বত্রই একের প্রাধান্য ও অপর দ্বয়ের সহকারিত্ব।

যেমন রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্বেত সূত্রত্রয়ের দ্বারা নির্মিত রজ্জুতে ঐ তিন সূত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে এবং পরস্পরের সহকারিভাবে থাকিলেও পরস্পর অসংকীর্ণ থাকে, শ্বেত শ্বেতই থাকে, কৃষ্ণ কৃষ্ণই থাকে এবং রক্ত রক্তই থাকে, ত্রিগুণও সেইরূপ অসংমিশ্র-শক্তি-প্রবিভাগ। অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং স্থিতি-শক্তি সদা স্বরূপস্থই থাকে, পরস্পরের দ্বারা কদাপি স্বরূপচ্যুত হয় না। প্রত্যেকের শক্তি অসম্ভিন্ন, অন্যের দ্বারা সম্ভিন্ন বা মিশ্রিত নহে।

প্রকাশাদি গুণসকল পরস্পর অসংমিশ্র হইলেও তাহারা পরস্পরের সহকারী হয়। তজ্জন্য বলিয়াছেন, "গুণসকল তুল্যাতুল্যজাতীয়-শক্তি-ভেদানুপাতী"। তুল্য জাতীয় শক্তি = যেমন সাত্ত্বিক

দ্রব্যের উপাদান সত্ত্ব-শক্তি। সত্ত্ব-শক্তির নানা ভেদে নানা প্রকার সাত্ত্বিক ভাব হয়। সত্ত্বের রজ ও তম শক্তি অতুল্যজাতীয় শক্তি, রজ ও তমেরও তদ্রূপ। অসংখ্য সাত্ত্বিক শক্তির, রাজস শক্তির এবং তামস শক্তির ভেদ হইতে অসংখ্য ভাব উৎপন্ন হয়। যে ভাবের যে শক্তি প্রধান উপাদান, তাহা (অর্থাৎ তুল্যজাতীয় শক্তি) সেইভাবে স্ফুটরূপে সমন্বিত বা অনুপাতী হইবে। পরন্তু অন্য অতুল্যজাতীয় শক্তিও সেই ভাবের সহকারী শক্তিরূপে অনুপাতী বা উপাদানভূত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে গুণ প্রধান হউক না কেন. অন্য গুণদ্বয় সেই প্রধান গুণের সহকারিভাবে থাকে; যেমন দিব্য শরীর, ইহা সাত্ত্বিক শক্তির কার্য, কিন্তু ইহাতে রাজস ও তামস-শক্তি সহকারিরূপে অনুপাতী থাকে।

প্রধানবেলায় উপদর্শিত-সন্নিধান—স্ব স্ব প্রাধান্যকালে কার্যজননে উদ্ভূতবৃত্তি। প্রধানবেলায় = নিজের প্রাধান্যের বেলায় (কালে)। উপদর্শিত-সন্নিধান = সান্নিধ্য উপদর্শিত করে অর্থাৎ যদিও গুণেরা স্থলবিশেষে সহকারী থাকে, তথাপি যখন তাহাদের প্রাধান্যের সময় হয়, তৎক্ষণাৎ তাহারা স্বকার্য জনন করে। রাজার মৃত্যুর পর যেমন সন্নিহিত রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ রাজা হন, তদ্রূপ। উদাহরণ যথা—জাগ্রৎ সাত্ত্বিক অবস্থাবিশেষ, রজ ও তম তাহাতে সহকারী থাকে। কিন্তু তাহারা সন্নিহিত বা মুখিয়ে থাকে, যেমনি সত্ত্বের প্রাধান্য কমে, অমনি তাহারা প্রধান হইয়া স্বপ্ন অথবা নিদ্রারূপ অবস্থা উদ্ভাবিত করে। ইহাকেই বলিয়াছেন, প্রাধান্যের বেলায় প্রধান হইয়া নিজেদের সন্নিধানত্ব দেখান।

১৮।(৩) আর অপ্রাধান্যকালেও (অর্থাৎ গুণত্বেও) তাহারা যে প্রধানের অন্তর্গতভাবে আছে, তাহা ব্যাপারমাত্রের দ্বারা বা সহকারিত্বের দ্বারা অনুমিত হয়, যেমন শব্দজ্ঞান, যদিও ইহা প্রকাশপ্রধান বা সাত্ত্বিক, তথাপি ইহাতে রজ ও তম যে অন্তর্গত আছে, তাহা অনুমিত হয়। শব্দে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু আমরা জানি যে, কম্পনব্যতীত শব্দজ্ঞান হয় না, অতএব শব্দ-জ্ঞানের সহকারী কম্পন বা ক্রিয়া। এইরূপ রজোগুণ সত্ত্বপ্রধান শব্দজ্ঞানে অনুমিত হয়।

১৮।(৪) পুরুষার্থ-কর্তব্যতা ইত্যাদি। ভোগ ও অপবর্গ পুরুষসাক্ষিক ভাব। পুরুষের সাক্ষিতা না থাকিলে গুণ অব্যক্ত হয়, তাহাদের বৃত্তি ও কার্য থাকে না। সুতরাং গুণের কার্য-জনন-সামর্থ্য পুরুষসাক্ষিতা বা পুরুষার্থতা হইতেই হয়। যেহেতু পুরুষের সাক্ষিতামাত্রের দ্বারা সন্নিহিত গুণসকল ভোগ ও অপবর্গ সাধন করে, তজ্জন্য গুণসকল সন্নিধিমাত্রোপকারী। পুরুষের ও গুণের সন্নিধান ঘট ও পটের সন্নিধানের মত দৈশিক সন্নিধান নহে, কিন্তু একই প্রত্যয়ের অন্তর্গততাই সেই সন্নিধান। 'আমি চেতন' এই প্রত্যয়ে চৈতন্য ও অচেতন করণবর্গ অন্তর্গত থাকে, তাহাই গুণ ও পুরুষের সান্নিধ্য। [২।১৭ (১) দ্রষ্টব্য]।

অয়স্কান্ত মণি যেমন সন্নিহিত হইলেই লৌহ-কর্ষণ-কার্য করে, লৌহে তাহা যেমন প্রত্যক্ষতঃ অনুপ্রবিষ্ট হয় না, গুণসকলও সেইরূপ পুরুষে অনুপ্রবিষ্ট না হইয়া সান্নিধ্যবশতঃই পুরুষের উপকরণ-স্বরূপ হইয়া উপকার করে। সমীপ হইতে কার্য করার নাম উপকার। [১।৪ (৩)]।

১৮।(৫) প্রত্যয়ব্যতিরেকে ইত্যাদি। প্রত্যয় = কারণ, এস্থলে যে-কারণে কোন গুণের প্রাধান্য হয় সেই কারণই প্রত্যয়। যেমন ধর্ম সাত্ত্বিক পরিণামের প্রত্যয় বা নিমিত্ত। তিন গুণের মধ্যে অপ্রধান দুই গুণের প্রধানরূপে প্রাদুর্ভাবের কোনও বাহ্য প্রত্যয় বা নিমিত্ত না থাকিলেও তাহারা স্বভাবতঃই তৃতীয় প্রধানভূত গুণের বৃত্তির অনুবর্তন করে। যেমন ধর্মের দ্বারা সাত্ত্বিক

দেবত্ব-পরিণাম প্রাদুর্ভূত হইলে রজ ও তম সেই সাত্ত্বিক দেবত্ব-পরিণামের উপযোগী যে রাজস ও তামস ভাব (যেমন স্বর্গসুখের চেষ্টা ও তাহাতে মুগ্ধ থাকা), তাহা সাধনপূর্বক সত্ত্বরূপ প্রধানের দেবত্বরূপ বৃত্তির অনুবর্তন করে।

এই গুণসকলের নাম প্রধান বা প্রকৃতি। যাহা কোন বিকারের উপাদান-কারণ, তাহার নাম প্রকৃতি। মূলা প্রকৃতিই প্রধান। গুণত্রয়স্বরূপ প্রকৃতি আন্তর ও বাহ্য সমস্ত জগতের উপাদান-কারণ।

এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় উত্তমরূপে না বুঝিলে সাংখ্যযোগ বা মোক্ষবিদ্যা বুঝা যায় না, তজ্জন্য ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে। সমস্ত অনাত্মপদার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা—গ্রহণ ও গ্রাহ্য। তন্মধ্যে গ্রাহ্যসকল বিষয়, আর গ্রহণসকল ইন্দ্রিয় বা করণ। গ্রহণের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়, অথবা চালন হয়, অথবা ধারণ হয়। শব্দাদিরা জ্ঞেয় বিষয়, বাক্যাদিরা কার্য বিষয়, আর শরীরব্যূহাদি ধার্য বিষয়। শব্দ-বিষয় বিশ্লেষ করিলে শব্দজ্ঞানস্বরূপ প্রকাশভাব, কম্পনরূপ ক্রিয়া-ভাব, আর কম্পনের শক্তি (potential energy)-রূপ স্থিতিভাব লব্ধ হয়। স্পর্শ-রূপাদির পক্ষেও সেই প্রকারে তিন ভাব লব্ধ হয়।

বাগাদি কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়েও তিন ভাব পাওয়া যায়। বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ যে উচ্চারিত বর্ণাদিরূপ প্রকারবিশেষে পরিণত হয়, তাহাই বাক্যরূপ কার্য-বিষয়, তাহাতেও প্রকাশাদি তিন ভাব বর্তমান আছে। তমঃপ্রধান বিষয়ে বা ধার্য বিষয়েও সেইরূপ।

করণসকল বিশ্লেষ করিলেও ঐ তিন ভাব দেখা যায়। যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়, তাহার গুণ শব্দকে জানান। তন্মধ্যে শব্দরূপ জ্ঞান প্রকাশভাব। কর্ণের ক্রিয়া (nervous impulse) যাহা বাহ্য কম্পন হইতে উদ্রিক্ত হয়, তাহা এবং কর্ণের অন্যান্য ক্রিয়া কর্ণস্থিত ক্রিয়াভাব। আর স্নায়ু ও পেশী আদিতে যে শক্তিভাব (energy) থাকে, যাহা সক্রিয় হইয়া পরে জ্ঞানে পরিণত হয়, তাহাই কর্ণগত স্থিতিভাব। সেইরূপ পাণি নামক কর্মেন্দ্রিয়ের পেশী-ত্বগাদিতে যে বোধ (tactile sense, muscular sense প্রভৃতি) তাহা তদ্গত প্রকাশভাব, হস্তের সঞ্চালন তত্রত্য ক্রিয়াভাব, আর স্নায়ু-পেশীগত শক্তি হস্তের স্থিতিভাব।

ইহারা বাহ্য করণ। অন্তঃকরণ বিশ্লেষ করিলেও ঐ প্রকাশপ্রধান প্রখ্যা, ক্রিয়াপ্রধান প্রবৃত্তি ও স্থিতিপ্রধান ধারণভাব এই ভাবসকল লব্ধ হয়। প্রত্যেক বৃত্তিরও এক অংশ প্রকাশ, এক অংশ স্থিতি ও এক অংশ ক্রিয়া।

এইরূপে জানা যায় যে, আন্তর ও বাহ্য সমস্ত পদার্থই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই ভাবত্রয়-স্বরূপ, তদন্য বাহ্যের ও আন্তরের আর কিছু জ্ঞেয়ভূত মূল উপাদান নাই এবং হইতে পারে না। অতএব সত্ত্ব, রজ ও তম জগতের মূল উপাদান।

শক্তিব্যতীত ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়াব্যতীত কোন বোধ হয় না ; সেইরূপ বোধ হইলেই তাহার পূর্বে ক্রিয়া অবশ্যম্ভূত ও ক্রিয়ার পূর্বে শক্তি অবশ্যম্ভূত। সুতরাং প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি পরস্পর অবিনাভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। একটি থাকিলে অন্য দুইটিও থাকিবে। তন্মধ্যে কোন এক ভাবের প্রাধান্য থাকিলে সেই পদার্থকে সেই সেই গুণানুসারে আখ্যা দেওয়া হয়। সেই আখ্যা আপেক্ষিকতা সূচনা করে। যেমন জ্ঞানে প্রকাশগুণ অধিক বলিয়া জ্ঞানকে সাত্ত্বিক আখ্যা দেওয়া হয়, তাহা কর্ম অপেক্ষা সাত্ত্বিক। আবার জ্ঞানের মধ্যে কোন জ্ঞান অন্য জ্ঞানের তুলনায় প্রকাশাধিক হইলে,

তাহাকে জ্ঞানের মধ্যে সাত্ত্বিক বলা যায়। কিছুকে সাত্ত্বিক বলিলে তদ্বর্গীয় রাজস ও তামস আছে, তাহা বুঝিতে হইবে। সাত্ত্বিক দ্রব্য অন্য রাজস ও তামস দ্রব্যের তুলনায় সাত্ত্বিক। 'কেবলই সাত্ত্বিক' এইরূপ কোন দ্রব্য হইতে পারে না, রাজস ও তামস সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। অতএব সত্ত্বাদি গুণ, জাতি ও ব্যক্তি প্রত্যেক পদার্থেই বর্তমান। কেবল এক বা দুই জাতি অথবা ব্যক্তি থাকিলে তুলনার অভাবে অবশ্য তাহা সাত্ত্বিকাদি পদার্থ এইরূপ বক্তব্য হইবে না। অথবা তুলনার অযোগ্য বহু পদার্থ থাকিলেও তাহারা সাত্ত্বিকাদিরূপে বিবেচ্য হইবে না।

জগৎ বা সমস্ত বিকারশীল ভাবপদার্থ তজ্জন্য সাত্ত্বিক, রাজস বা তামসরূপে বিবেচ্য হইতে পারে। বৈকল্পিক যে অবাস্তব জাতিপদার্থ আছে, যাহারা এক বা দুই মাত্র, তাহারা সাত্ত্বিকাদি হইতে পারে না। যেমন সত্তা=সতের ভাব, যাহাই সৎ তাহাই ভাব, সুতরাং সত্তা 'রাহুর শিরে'র ন্যায় বৈকল্পিক পদার্থ হইল। সেইরূপ ভাব, অভাব প্রভৃতি পদার্থও বৈকল্পিক। ঘট, পট আদি পদার্থ বাস্তব, কিন্তু 'ভাব' এই নামটি ঘটাদির সাধারণ নাম মাত্র। সেই নামের দ্বারা কথঞ্চিৎ অর্থবোধই 'ভাব'-পদার্থের জ্ঞান, কিন্তু চক্ষুরাদির দ্বারা 'ভাব' জ্ঞাত হয় না, ঘটপটাদিই জ্ঞাত হয়। অতএব ভাব সাত্ত্বিক কি রাজস, তাহা বক্তব্য না হইতে পারে। যে স্থলে ভাব কোন দ্রব্যবাচক হয়, সে স্থলে অবশ্য তাহা গুণময় হইবে।

ফলে কাল্পনিক অবাস্তব পদার্থের কারণ সত্ত্বাদি না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সত্ত্বাদি গুণ যাবতীয় বিকারশীল বাস্তব পদার্থের মূল কারণ। এই সমস্ত বিষয় বুঝিলে ভাষ্যকারের গুণসম্বন্ধীয় বিশেষণ-বর্গের অর্থ সুবোধ্য হইবে।

১৮। (৬) গুণসকল দৃশ্যের মূল রূপ। ভূত ও ইন্দ্রিয় বা করণবর্গ দৃশ্যের বৈকারিক রূপ। দৃশ্যের যে প্রবৃত্তি, যাহার ফলে দৃশ্যের উপলব্ধি হয়, তাহা দ্বিবিধ, অর্থাৎ দৃশ্যের বিষয়ভাব (অর্থতা) দ্বিবিধ, যথা—ভোগ ও অপবর্গ। গুণসকল দৃশ্যের স্বরূপ, ভূতেন্দ্রিয় দৃশ্যের বিরূপ (বা বিকাররূপ) এবং অর্থ বা দৃশ্যের ক্রিয়া=দ্রষ্টার ও দৃশ্যের সম্বন্ধভাব।

দৃশ্যের প্রবৃত্তি দ্বিবিধ—এক, প্রবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি, আর এক, নিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি। যেমন বিষয়ানুরাগ ও ঈশ্বরানুরাগ। প্রথমের ফল, ভোগ বা সংসার, দ্বিতীয়ের ফল, অপবর্গ বা সংসার-নিবৃত্তি।

অর্থ—দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধভাব। যখন অবিদ্যাবশে দ্রষ্টা ও দৃশ্য একবৎ সম্বন্ধ হয়, তখনই তাহার নাম ভোগ বলা যায়। ভোগ দ্বিবিধ, ইষ্টবিষয়াবধারণ এবং অনিষ্টবিষয়াবধারণ, অর্থাৎ আমি সুখী এবং আমি দুঃখী এইরূপ দুই প্রকারে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভেদ-প্রত্যয়, 'আমি সুখ-দুঃখশূন্য' এইরূপে বিষয় ও দ্রষ্টার ভেদ-প্রত্যয়ই অপবর্গ।

ভোগ একরূপ উপলব্ধি বা জ্ঞান এবং অপবর্গও একরূপ জ্ঞান হইল। পুরুষ ভোগ ও অপবর্গ উভয়ের ভোক্তা। ভোগ ও অপবর্গ যখন জ্ঞানবিশেষ, তখন ভোক্তা অর্থে জ্ঞাতা। বস্তুতঃ যেমন দৃশ্যের সহিত দ্রষ্টার সম্বন্ধভাব লক্ষ্য করিয়া দৃশ্যকে অর্থ বলা যায়, সেইরূপ সেই সম্বন্ধভাবই লক্ষ্য করিয়া দ্রষ্টাকে ভোক্তা বলা যায়। বিজ্ঞাতা ও বিজ্ঞেয় পৃথক্ ভাব বলিয়া বিজ্ঞেয় পদার্থের বিকারে বিজ্ঞাতা বিকৃত হন না। তজ্জন্য দ্রষ্টা পুরুষ, দৃশ্যদর্শনের অবিকারী ও অবিনাভাবী হেতু, দৃশ্য তদ্দর্শনের বিকারী হেতু। "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" (গীতা)। ভাষ্যকার জয়পরাজয়ের উপমা দিয়া ভোক্তার অবিকারিত্ব ও অকর্তৃত্ব বুঝাইয়াছেন।

সুখ-দুঃখ স্বয়ং অচেতন ও বুদ্ধিধর্ম। করণবর্গে অনুকূল ক্রিয়াবিশেষ হইলে তাহার প্রকাশ-ভাবই সুখের স্বরূপ, সুতরাং সুখ অচেতন প্রকাশিত ক্রিয়াবিশেষ হইল। 'আমি সুখী' এইরূপে চিদ্রূপ আত্মার সহিত সম্বন্ধভাব হইলেই সুখ সচেতন বা চেতনাবতের ন্যায় হয়। তাহাকেই ভাষ্যকার পূর্বে 'পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তিবোধ' বলিয়াছেন (১।৭)। চিদ্রূপ পুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত সুখ অচেতন, অদৃশ্য ও অব্যক্তস্বরূপ হয় অতএব সুখের ব্যক্তি চেতনপুরুষসাপেক্ষ, তাই সুখ-দুঃখাদি পুরুষভোগ্য। সুখ-দুঃখাদির পৌরুষ প্রতিসংবেদন থাকাতেই দুঃখ ত্যাগ করিয়া সুখের দিকে প্রবৃত্তি হয় এবং সুখ-দুঃখ উভয় ত্যাগ করিয়া কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি হয়।

শঙ্করাচার্য আত্মাকে ভোক্তা বলেন না। বস্তুতঃ তিনি ভোক্তা শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সাংখ্যপক্ষকে দোষ দিয়াছেন। সাংখ্যের ভোক্তা অর্থে বিজ্ঞাতা-বিশেষ। শঙ্করের আত্মা 'ভোক্তার আত্মা', সুতরাং শঙ্করের আত্মা 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা' এইরূপ অলীক পদার্থ হয়। অতএব পুরুষ ভোগ ও অপবর্গের ভোক্তা এইরূপ সাংখ্যীয় দর্শনই ন্যায্য, গম্ভীর ও অনবদ্য হইল। গীতাও উহাই বলেন (১৩।২০)।

১৮। (৭) পুরুষার্থের অপরিসমাপ্তি অর্থে ভোগের অনবসান এবং অপবর্গের অলাভ। আর তাহার পরিসমাপ্তি অর্থে ভোগের অবসান ও অপবর্গের লাভ। ভোগের দর্শনের নাম বন্ধ ও অপবর্গের দর্শনের নাম মোক্ষ। সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষ পুরুষে নাই, কিন্তু বুদ্ধিতেই আছে, পুরুষে কেবল দ্রষ্টৃত্ব আছে।

বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের সমস্ত মৌলিক কার্য ভাষ্যকার সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন। গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ এই ছয়টি চিত্তের মৌলিক মিলিত কার্য।

গ্রহণ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের দ্বারা কোন বিষয়ের বোধ। চিত্তভাবের সাক্ষাৎ বোধও (অনুভব) গ্রহণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা নীল-পীতাদিবোধ, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাগুচ্চারণাদির কৌশলবোধ, প্রাণের দ্বারা পীড়াদি দেহগত বোধ এবং মনের দ্বারা সুখাদি যে মনোভাবের বোধ হয়, তাহা (অর্থাৎ স্মরণজ্ঞানাদির বোধসকলও) গ্রহণ।

ধারণের দ্বারা সমস্ত অনুভূত বিষয় চিত্তে বিধৃত হয়, সমস্ত সংস্কারই ধারণ। ধৃত বিষয়ের গ্রহণের নাম স্মৃতি। স্মৃতি জ্ঞানবৃত্তি-বিশেষ, তাহা ধারণ নহে। মিশ্র ধারণ অর্থে স্মৃতি করিয়াছেন, কিন্তু সে স্মৃতি অনুভব-বিশেষ নহে, কিন্তু ধারণমাত্র। স্মৃতির দুই প্রকার অর্থই হয়।

উহ=ধৃত বিষয়ের উত্তোলন অর্থাৎ স্মরণহেতু চেষ্টা। গৃহীত বিষয় বিধৃত হয়, বিধৃত বিষয়কে মনে উঠানই উহ।

অপোহ=উহিত বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি ত্যাগ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের গ্রহণ।

তত্ত্বজ্ঞান=অপোহিত বিষয়ের একভাবাধিকরণই (এক ভাবেতে বহুভাব অন্তর্গত এইরূপ বুঝা) তত্ত্ব। তাহার জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান লৌকিক ও পারমার্থিক উভয়বিধই হয়। গোতত্ত্ব, ধাতুতত্ত্ব প্রভৃতি লৌকিক এবং ভূততত্ত্ব, তন্মাত্রতত্ত্ব প্রভৃতি পারমার্থিক।

অভিনিবেশ=তত্ত্বজ্ঞানানন্তর যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি। জ্ঞানানন্তর জ্ঞেয় পদার্থের হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব-সম্বন্ধে যে কর্তব্য-নিশ্চয়, তাহাই অভিনিবেশ।

অন্তঃকরণের চিন্তনপ্রক্রিয়া এই ছয় ভাগে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। যেমন—নীল, পীত, মধুর, অম্ল আদি বহু বিষয় চিত্ত গ্রহণ করে, পরে তাহারা চিত্তে বিধৃত হয়। পরে অনুব্যবসায়কালে সেই

নীলাদি উহিত হয়, পরে নীল, মধুর আদি বিষয় অপোহিত হইয়া রূপরস ইত্যাদি বহুর মধ্যে সাধারণ এক একটি ভাবপদার্থের অপোহ হয়। রূপ = নীল, পীত আদি পদার্থের একভাবাধিকরণ্য অর্থাৎ নীল, পীতাদি সমস্ত অপোহ রূপনামক একপদার্থান্তর্গত। রূপ একটি তত্ত্ব, তাহার জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। এইরূপ প্রক্রিয়ায় তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হইয়া পরে রূপ-পদার্থকে হেয় বা উপাদেয়ভাবে ব্যবহার করা অভিনিবেশ। ইহা ভূততত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় উদাহরণ, সাধারণ তত্ত্বজ্ঞানে বা ঘটপটাদি-বিজ্ঞানেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। [১।৬ (১) দ্রষ্টব্য]।

একাগ্রাদি সমস্ত ব্যুত্থিত চিত্তে ইহারা থাকে এবং নিরুদ্ধ চিত্তে ইহারা নিরুদ্ধ হয়। লৌকিক ও পারমার্থিক সর্ব বিষয়েই গ্রহণ-ধারণাদি থাকে। গ্রহণ ব্যবসায়, ধারণ রুদ্ধব্যবসায়, আর উহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ অনুব্যবসায়। তত্ত্বসাক্ষাৎকারে যেখানে বিচার থাকে না সেখানে তাহা ব্যবসায়। ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' ৪§)।

এই ব্যবসায়সকল বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের ধর্ম। মলিন বুদ্ধিতে দ্রষ্টার ও দৃশ্যের অভেদ-নিশ্চয় হইয়া ব্যবসায় চলিতে থাকা অবিদ্যা, আর প্রসন্ন বুদ্ধিতে দ্রষ্টার ও দৃশ্যের ভেদখ্যাতি হইয়া ব্যবসায় চলিতে থাকা বিদ্যা। অতএব ব্যবসায় দ্রষ্টাতে আরোপিত হয় মাত্র, তাহা বস্তুতঃ বুদ্ধিতেই থাকে, পুরুষ কেবল ব্যবসায়ের ফলভোক্তা বা চিত্তব্যাপারের বিজ্ঞাতা।

ভাষ্যম্। দৃশ্যানান্তু গুণানাং স্বরূপভেদাবধারণার্থমিদমারভ্যতে—

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥ ১৯ ॥

তত্রাকাশবায়্বগ্ন্যুদকভূময়ো ভূতানি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধতন্মাত্রাণামবিশেষাণাং বিশেষাঃ। তথা শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্মেন্দ্রিয়াণি, একাদশং মনঃ সর্বার্থম্, ইত্যেতান্যস্মিতালক্ষণস্যাবিশেষস্য বিশেষাঃ। গুণানামেষ ষোড়শকো বিশেষপরিণামঃ। ষড্ অবিশেষাঃ, তদ্‌যথা শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রঞ্চ ইত্যেকদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চাবিশেষাঃ, ষষ্ঠশ্চাবিশেষোঽস্মিতামাত্র ইতি। এতে সত্তামাত্রস্যাত্মনো মহতঃ ষড়বিশেষপরিণামাঃ। যৎ তৎপরমবিশেষেভ্যো লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বং তস্মিন্নেতে সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় বিবৃদ্ধিকাষ্ঠামনুভবন্তি, প্রতিসংসৃজ্যমানাশ্চ তস্মিন্নেব সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় যত্তন্নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসৎ নিরসদ্ অব্যক্তমলিঙ্গং প্রধানং তৎ প্রতিযন্তীতি। এষ তেষাং লিঙ্গমাত্রঃ পরিণামঃ, নিঃসত্তাসত্তঞ্চালিঙ্গপরিণাম ইতি। অলিঙ্গাবস্থায়াং ন পুরুষার্থো হেতুঃ, নালিঙ্গাবস্থায়ামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি ন তস্যাঃ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি, নাসৌ পুরুষার্থ কৃতেতি নিত্যাখ্যায়তে। ত্রয়াণান্ত্ববস্থাবিশেষাণামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতি স চার্থো হেতুর্নিমিত্তং কারণং ভবতীত্যনিত্যাখ্যায়তে।

গুণাস্তু সর্বধর্মানুপাতিনো ন প্রত্যস্তময়ন্তে নোপজায়ন্তে। ব্যক্তিভিবেবাতীতানাগতব্যাগমবতীভির্গুণান্বয়িনীভিরুপজনাপায়ধর্মকা ইব প্রত্যবভাসন্তে, যথা দেবদত্তো দরিদ্রাতি, কস্মাৎ ? যতোঽস্য ম্রিয়ন্তে গাব ইতি গবামেব মরণাত্তস্য দরিদ্রাণং, ন স্বরূপহানাদিতি সমঃ সমাধিঃ। লিঙ্গমাত্রম্ অলিঙ্গস্য প্রত্যাসন্নং, তত্র তৎ সংসৃষ্টং বিবিচ্যতে ক্রমানতিবৃত্তেঃ। তথা ষড়বিশেষা লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্টা বিবিচ্যন্তে। পরিণামক্রমনিয়মাৎ তথা তেষবিশেষেষু ভূতেন্দ্রিয়াণি সংসৃষ্টানি বিবিচ্যন্তে। তথা চোক্তং পুরস্তাৎ ন বিশেষেভ্যঃ পরং তত্ত্বান্তরমস্তি, ইতি বিশেষাণাং নাস্তি তত্ত্বান্তরপরিণামঃ, তেষান্তু ধর্ম লক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যায়িষ্যন্তে॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—দৃশ্যরূপ গুণসকলের স্বরূপের ও ভেদের অবধারণার্থ এই সূত্র আরব্ধ হইতেছে—

১৯। বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ ইহারা গুণপর্ব বা ত্রিগুণের অবস্থাভেদ (১)॥ সূ

তাহার মধ্যে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, উদক ও ভূমি ইহারা ভূত, ইহারা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এই সকল অবিশেষের বিশেষ (২)। সেইরূপ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং সর্বার্থ (উভয়েন্দ্রিয়ার্থ) একাদশসংখ্যক মন, এই সকল অস্মিতালক্ষণ অবিশেষের বিশেষ। গুণসকলের এই ষোড়শ বিশেষ-পরিণাম। অবিশেষ- (৩) পরিণাম ছয় প্রকার, তাহা যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র, এই শব্দাদি তন্মাত্র পঞ্চ অবিশেষ; তাহারা যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি ও পঞ্চলক্ষণ। ষষ্ঠ অবিশেষ অস্মিতা (৪)। ইহারা সত্তামাত্র-আত্মা মহতের ছয় অবিশেষপরিণাম (৫)। এই অবিশেষসকলের পর লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব, সেই সত্তামাত্র মহদাত্মাতে উহারা (অবিশেষগণ) অবস্থান করতঃ বিবৃদ্ধির চরমসীমা প্রাপ্ত হয়, আর লীয়মান হইয়া সেই সত্তামাত্র মহদাত্মাতে অবস্থান করিয়া (অর্থাৎ তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইয়া) নিঃসত্তাসত্ত, নিঃসদসৎ, নিরসৎ, অব্যক্ত ও অলিঙ্গ যে প্রধান (প্রকৃতি) তাহাতে প্রলীন হয় (৬)। অবিশেষসকলের পূর্বোক্ত পরিণাম লিঙ্গমাত্র-পরিণাম, আর নিঃসত্তাসত্ত অলিঙ্গ-পরিণাম। অলিঙ্গাবস্থাতে পুরুষার্থ হেতু নহে, (কেননা) পুরুষার্থতা অলিঙ্গাবস্থার আদি কারণ হয় না, অতএব পুরুষার্থতা তাহার হেতু নহে (বা) তাহা পুরুষার্থকৃত নহে। (অপিচ) তাহা নিত্যা বলিয়া অভিহিত হয় (৭)। ত্রিবিধ বিশেষ অবস্থার (বিশেষ, অবিশেষ ও লিঙ্গমাত্রের) আদিতে পুরুষার্থতা কারণ। এই হেতুভূত পুরুষার্থ নিমিত্ত-কারণ, অতএব (ঐ অবস্থাত্রয়কে) অনিত্য বলা যায়।

আর, গুণসকল সর্বধর্মানুপাতী, তাহারা প্রত্যস্তমিত অথবা উপজাত হয় না (৮)। গুণান্বয়ী, আগমাপায়ী এবং অতীত ও অনাগত ব্যক্তির (এক একটি কার্যের) দ্বারা গুণত্রয় যেন উৎপত্তি-বিনাশশীলের ন্যায় প্রত্যবভাসিত হয়। যথা—দেবদত্ত দুর্গত হইতেছে; কেননা, তাহার গোসকল মৃত হইতেছে, গোসকলের মৃত্যুই যেমন দেবদত্তের দরিদ্রতার কারণ, কিন্তু স্বরূপহানি তাহার কারণ নহে, গুণত্রয় সম্বন্ধেও সেইরূপ সমাধান কর্তব্য। লিঙ্গমাত্র (মহৎ) অলিঙ্গের প্রত্যাসন্ন (অব্যবহিত

কার্য)। অলিঙ্গাবস্থায় তাহা (লিঙ্গমাত্র) সংসৃষ্ট (অবিভক্ত অর্থাৎ অনাগতরূপে স্থিত) থাকিয়া (ব্যক্তাবস্থায়) ক্রমানতিক্রমহেতু (৯) বিবিক্ত বা ভিন্ন হয়। সেইরূপ ছয় অবিশেষ লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্ট থাকিয়া বিবিক্ত হয়। ঐ প্রকারে পরিণাম-ক্রম-নিয়ম হইতে সেই অবিশেষসকলে ভূতেন্দ্রিয়সকল সংসৃষ্ট থাকিয়া বিভক্ত বা ব্যক্ত হয়। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বিশেষের পর আর তত্ত্বান্তর নাই, যেজন্য বিশেষের তত্ত্বান্তর পরিণাম নাই, তাহাদের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণাম অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে (৩।১৩)।

টীকা। ১৯। (১) বিশেষ = যাহা বহুতে সাধারণ নহে। অবিশেষ = যাহা বহুকার্যের সাধারণ উপাদান। বিশেষ = ভূতেন্দ্রিয়াদি ষোড়শ সংখ্যক বিকার। অবিশেষ = তন্মাত্রনামক ভূত-কারণ এবং অস্মিতারূপ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের কারণ। বিশেষ শান্ত বা সুখকর, ঘোর বা দুঃখকর ও মূঢ় বা মোহকর। অবিশেষ শান্ত, ঘোর ও মূঢ় ভাবশূন্য। নীল, পীত, মধুর, অম্ল আদি নানাভেদ-যুক্ত দ্রব্যই বিশেষ, তাদৃশ ভেদরহিত দ্রব্য অবিশেষ। ষোড়শ বিকারের পারিভাষিক সংজ্ঞা বিশেষ ও তাহাদের ছয় প্রকৃতির সংজ্ঞা অবিশেষ।

লিঙ্গমাত্র—মহত্তত্ত্ব। যদিও প্রকৃতি হিসাবে তাহা অবিশেষ, তথাপি লিঙ্গ-শব্দই তাহার বিশদ সংজ্ঞা। লিঙ্গ অর্থে গমক বা জ্ঞাপক, যাহা যাহার গমক বা অনুমাপক, তাহা তাহার লিঙ্গ। মহত্তত্ত্ব আত্মার ও অব্যক্তের গমক, তাই তাহা তাহাদের লিঙ্গ। লিঙ্গমাত্র অর্থে স্বরূপ বা মুখ্য লিঙ্গ। ইন্দ্রিয়াদিও পুরুষ এবং প্রকৃতির লিঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু তাহারা স্ব স্ব সাক্ষাৎ কারণেরই প্রধান লিঙ্গ। মহান্ পুংপ্রকৃতির লিঙ্গমাত্র।

লিঙ্গ অখিল বস্তুর ব্যঞ্জক, তন্মাত্র (সেই ব্যঞ্জকমাত্র) = লিঙ্গমাত্র, ইহা বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা। অখিল বস্তুর ব্যঞ্জক হিসাবে উহা লিঙ্গ নহে, কিন্তু উহা পুংপ্রকৃতির লিঙ্গ।

অলিঙ্গ = প্রকৃতি। তাহা কাহারও লিঙ্গ নহে, যেহেতু তাহার আর কারণ নাই। "ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গয়তি গময়তীতি অলিঙ্গম্" (ভোজরাজ)।

লিঙ্গ-শব্দের অন্য অর্থও কেহ কেহ করেন, যথা—"লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গম্" (অনিরুদ্ধ বৃত্তি ৬।৭০)। তাহা হইলে অলিঙ্গ অর্থে যাহা আর লীন হয় না।

বিশিষ্ট-লিঙ্গ, অবিশিষ্ট-লিঙ্গ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই চারি প্রকার পদার্থ গুণরূপ-বংশের পর্ব-স্বরূপ, তাই ইহাদের গুণপর্ব বলা যায়।

১৯। (২) সাধারণ যে জল, মাটি আদি তাহারা ভূততত্ত্ব নহে। যাহা শব্দলক্ষণসত্তা, তাহাই আকাশ। সেইরূপ স্পর্শলক্ষণ, রূপলক্ষণ, রসলক্ষণ ও গন্ধলক্ষণ-সত্তা যথাক্রমে বায়ু, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি নামক তত্ত্ব। শাস্ত্র যথা—"শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ। জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপম্ আপশ্চ রসলক্ষণাঃ। ধারিণী সর্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা॥" (অশ্বমেধ পর্ব)। অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে ক্ষিত্যাদি ভূতসকল গন্ধাদিলক্ষণ-সত্তামাত্র। মাটি, পেয় জল আদি পঞ্চীকৃত ভূত, অর্থাৎ তাহারা সকলেই পঞ্চভূতের সমষ্টিবিশেষ।

অতাত্ত্বিক কারণদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় যে, আকাশ বায়ুর কারণ, বায়ু তেজের, তেজ জলের এবং জলভূত ক্ষিতিভূতের নিমিত্ত-কারণ। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, শব্দতরঙ্গ রুদ্ধ হইলে তাপ উৎপন্ন হয়, তাপ হইতে রূপ, রূপ (সূর্যালোক) হইতে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য (উদ্ভিজ্জাদি) উৎপন্ন হয়, রাসায়নিক দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণই গন্ধজ্ঞানোৎপাদক। শাস্ত্রও

বলেন, (মহাভা. , মোক্ষধর্ম , ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদ) ভূতসর্গের প্রথমে সর্বব্যাপী শব্দ হইয়াছিল, পরে বায়ু, পরে উষ্ণ তেজ, পরে তরল জল, পরে কঠিন ক্ষিতি হইয়াছিল। অতএব নিমিত্তদৃষ্টিতে দেখিলে যাহা শব্দগুণক তাহা হইতে স্পর্শ, স্পর্শগুণক দ্রব্য হইতে রূপ ইত্যাদি প্রকার ক্রম দেখা যায়। এইরূপে গন্ধাধার দ্রব্য শব্দাদি পঞ্চ লক্ষণের আধার হয়। রসাধার গন্ধব্যতীত চারি লক্ষণের আধার, রূপাধার রূপাদি তিনের আধার। স্পর্শাধার দুইয়ের এবং শব্দাধার শব্দের মাত্র আধার। প্রলয়কালেও সেইরূপ ক্ষিতি অপে, অপ্ তেজে ইত্যাদিরূপে লয় হয়। যদিচ এইরূপে ব্যাবহারিক ভূতভাব আকাশাদিক্রমে উৎপন্ন হয়, তাত্ত্বিক বা উপাদানদৃষ্টিতে সেইরূপ নহে। তাহাতে শব্দতন্মাত্র স্থূল শব্দের কারণ, স্পর্শতন্মাত্র স্থূল স্পর্শের কারণ ইত্যাদি ক্রম গ্রাহ্য।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বা গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, গন্ধজ্ঞান সূক্ষ্ম চূর্ণের সম্পর্ক হইতে হয়। রসজ্ঞান তরলিত-দ্রব্যজনিত রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা হয়। উষ্ণতা হইতেই রূপজ্ঞান হয়, অর্থাৎ উষ্ণতাবিশেষ ও রূপ সদা সহভাবী*। স্পর্শজ্ঞান বায়বীয় দ্রব্যযোগেই প্রধানতঃ হয়। আমাদের ত্বক্ বায়ুতে নিমজ্জিত, শীতোষ্ণরূপ স্পর্শজ্ঞান সেই বায়ুগত তাপ হইতেই প্রধানতঃ হয়। আর, শব্দজ্ঞানের সহিত অনাবরণত্ব বা ফাঁক-এর জ্ঞান হয়। এইরূপে কাঠিন্য-তারল্য প্রভৃতি অবস্থার সহিত ভূতজ্ঞানের সম্বন্ধ আছে। কাঠিন্য-তারল্যাদি কিন্তু তাপের তারতম্য মাত্র হইতে হয়, তাহারা তাত্ত্বিক গুণ নহে। অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে সাক্ষাৎকার করিলে ভূতসকল কেবল শব্দময় সত্তা, স্পর্শময় সত্তা ইত্যাদি হয়। ব্যবহারতঃ সেই শব্দাদির সহিত সহভাবী কাঠিন্যাদিও গ্রাহ্য। সংযমের দ্বারা ভূতজয় করিতে হইলে, কাঠিন্যাদি ভাবও তজ্জন্য গ্রহণ করিতে হয়।

ক্ষিত্যাদি ভূতেরা বিশেষ। তাহারা গন্ধাদি তন্মাত্রের বিশেষ। বিশেষ-শব্দ এস্থলে তিন অর্থে প্রযোজিত হইয়াছে। (১ম) ষড্জ-ঋষভ, শীত-উষ্ণ, নীল-পীত, মধুর-অম্ল, সুগন্ধ-দুর্গন্ধ আদি শব্দাদির যে ভেদ আছে, তাহাদের নাম বিশেষ। ভূতসকল তাদৃশ বিশেষ, তন্মাত্র তাদৃশ বিশেষ-শূন্য। (২য়) শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এই ভাবত্রয়ও বিশেষ, শব্দাদি-বিশেষের শান্তাদিবিশেষ সহভাবী। ষড্জাদি-বিশেষের জ্ঞান না থাকিলে বৈষয়িক সুখ, দুঃখ ও মোহ উৎপন্ন হয় না। (৩য়) ভূতসকল চরম বিকার বলিয়া (তাহারা অন্য বিকারের প্রকৃতি নহে বলিয়া) বিশেষ। অতএব ভূতসকলের লক্ষণ এইরূপ—যাহা নানাবিধ শব্দের গুণী এবং সুখাদিকর, তাহাই আকাশ, সেইরূপ সুখাদিকর নানা স্পর্শের গুণী বায়ু, তেজ আদিও সেইরূপ।

ইহারা পঞ্চভূতস্বরূপ, গ্রাহ্য, এবং বিশেষ। ইন্দ্রিয়রূপ বিশেষ একাদশ সংখ্যক বলিয়া সাধারণতঃ গণিত হয়, তাহারা দ্বিবিধ—বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়। বাহ্যেন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়কে ব্যবহার করে। অন্তরিন্দ্রিয় মন বাহ্যকরণার্পিত শব্দাদি ও অন্তরের অনুভবজাত সুখাদি ও চেষ্টাদি বিষয় লইয়া ব্যবহার করে।

বাহ্যেন্দ্রিয় সাধারণতঃ দ্বিবিধ বলিয়া গণিত হয়, যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। প্রাণ উহাদের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্ গণিত হয় না বটে, কিন্তু প্রাণও বাহ্যেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সাত্ত্বিক, কর্মেন্দ্রিয় রাজস এবং প্রাণ তামস। উহারা প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ। জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—শব্দগ্রাহী কর্ণ, শীত ও

* দ্রব্যবিশেষে এই উষ্ণতার তারতম্য হয়। ফস্‌ফরাস্ অতাল্প উষ্ণতায় আলোকবান্ হয়, কিন্তু তাহাতেও oxidation-জনিত উষ্ণতা আছে। সূর্যের উষ্ণতাজনিত আলোকেই দিবাভাগে আমাদের সমস্ত রূপজ্ঞান হয়।

তাপরূপ স্পর্শগ্রাহী ত্বক্, রূপগ্রাহী চক্ষু, রসগ্রাহী রসনা ও গন্ধগ্রাহী নাসা। কর্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্য-বিষয়া বাক্, শিল্প-বিষয় পাণি, গমন-বিষয় পাদ, মলমূত্র-বিসর্গ-বিষয় পায়ু, প্রজনন-বিষয় উপস্থ*। প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান ইহারা পঞ্চ প্রাণ। প্রাণের কার্য শরীরের বাহ্যোদ্ভব বোধাংশ ধারণ, উদান-কার্য ধাতুগত বোধাংশ ধারণ, ব্যানের কার্য চালনাংশ ধারণ, অপান-কার্য সমস্ত শারীর মলের অপনয়নকারী অংশের ধারণ, সমান-কার্য সমনয়নকারী অংশের ধারণ। (বিশেষ বিবরণ 'সাংখ্যতত্ত্বালোকে' ও 'সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে' দ্রষ্টব্য)।

অন্তরিন্দ্রিয় মন। "মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ম্" (সাংখ্যকারিকা) অর্থাৎ মন বিষয়ের সংকল্পকারী। ইচ্ছাপূর্বক জ্ঞেয়াদি বিষয় ব্যবহারই সংকল্প। ('সাংখ্যতত্ত্বালোক', ৩৫ প্রক.)।

পঞ্চ ভূত, দশ বাহ্যেন্দ্রিয় ও মন, এই ষোড়শ বিকারই বিশেষ। ইহারা অন্য বিকারের উপাদান নহে, ইহারা শেষ বিকার।

১৯। (৩) অবিশেষ ষট্‌সংখ্যক। পঞ্চ ভূতের কারণ পঞ্চতন্মাত্র এবং তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়ের কারণ অস্মিতা।

তন্মাত্র অর্থে 'সেই মাত্র' অর্থাৎ শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র ইত্যাদি। ষড়্‌জ-ঋষভাদিবিশেষ-শূন্য সূক্ষ্ম শব্দমাত্রই শব্দতন্মাত্র। স্পর্শাদিতন্মাত্রেরাও সেইরূপ। তন্মাত্রের অপর সংজ্ঞা পরমাণু। পরমাণু অর্থে 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা' নহে, কিন্তু শব্দ-স্পর্শাদির সূক্ষ্ম অবস্থা। যে সূক্ষ্ম অবস্থায় শব্দ-স্পর্শাদির 'বিশেষ' নামক ভেদ অন্তর্মিত হয়, তাহার নাম তন্মাত্র। পরমাণু অর্থে শব্দাদি গুণের এইরূপ সূক্ষ্মাবস্থা যে, তাহার অবয়ববিস্তারের স্ফুট জ্ঞান হয় না। বস্তুতঃ তাহা কালের ধারাক্রমে জ্ঞাত হয়। যেমন, শব্দ যখন চতুর্দিক্ ব্যাপিয়া হয়, তখন তাহা মহাবয়বশালী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু শব্দকে যখন কর্ণগত জ্ঞানরূপে কিছু সূক্ষ্মভাবে ধ্যান করা যায়, তখন তাহা কালিক ধারাক্রমে জ্ঞাত হয়, সেইরূপ। পরমাণু-সাক্ষাৎকারে রূপাদি সমস্ত বিষয়ই সেই প্রকার ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সূক্ষ্মভাবস্বরূপে বোধ করিতে হয় বলিয়া ক্রিয়ার ন্যায় কালিক-ধারা-ক্রমে পরমাণু জ্ঞানগোচর হয়। কিন্তু তাহা মহাবয়বিরূপে অর্থাৎ খণ্ড্য অবয়বিরূপে (যাহার অবয়ব বিভাগযোগ্য, তৎস্বরূপে) জ্ঞানগোচর হয় না। যে অবয়ব খণ্ড্য নহে, তাহার নাম অণু-অবয়ব। তন্মাত্র সেইরূপ অণু-অবয়বশালী পদার্থ। অণু-অবয়ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র অবয়ব জ্ঞানগোচর হয় না। সমাহিত চিত্তের দ্বারা তাহা সাক্ষাৎ করিতে হয়। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বাহ্য বিষয় সমাহিত চিত্তেরও গোচর নহে (কারণ চিত্ত তখন বাহ্য-বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হয়)। সাংখ্যের পরমাণু অনুমেয় পদার্থমাত্র নহে, কিন্তু তাহা সাক্ষাৎকারযোগ্য বাহ্যপদার্থ।

শব্দগুণক পদার্থ হইতে স্পর্শ, স্পর্শগুণক পদার্থ হইতে রূপ, রূপগুণক পদার্থ হইতে রস, রসগুণক দ্রব্য হইতে গন্ধ, পূর্বোক্ত এই নিয়ম তন্মাত্রপক্ষে প্রযোজ্য নহে। তন্মাত্রসকল অহংকার

* সাধারণতঃ পাণির কার্য গ্রহণ বলিয়া উক্ত হয়। উহা সম্পূর্ণ পাণিকার্য নহে। তাহাতে ত্যাগকেও পাণিকার্য বলা বিধেয়। বস্তুতঃ পাণির কার্য শিল্প, শাস্ত্র যথা—"বিসর্গ শিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম তেষাং চ কথ্যতে" (বিষ্ণুপুরাণ)।

সেইরূপ সাধারণতঃ উপস্থের কার্য আনন্দমাত্র বলিয়া কথিত হয়। উহাও ভ্রান্তি। আনন্দ কার্য নহে, কিন্তু বোধবিশেষ। উপস্থ-কার্যের সহিত সাধারণতঃ আনন্দ সংযুক্ত থাকে বলিয়া ঐরূপ কথিত হয়। পরন্তু উপস্থের কার্য প্রজনন, শাস্ত্র যথা—"প্রজনানন্দয়োঃ শেফো নিসর্গে পায়ুরিন্দ্রিয়ম্।" (মোক্ষধর্ম, ২১৯ অধ্যায়)। বীজসেক ও প্রসবরূপ কার্যই উপস্থের। উহা আনন্দ ও পীড়া উভয়ভাব-যুক্তই হইতে পারে। গৌড়পাদাচার্যও বলেন, আনন্দ অর্থে প্রজনন, কারণ, পুত্র জন্মিলে আনন্দ হয়।

হইতে হইযাছে। গন্ধজ্ঞান কণা-যোগে উৎপন্ন হয, তজ্জন্য গন্ধতন্মাত্রজ্ঞান যাহা হইতে হয, তাহাতে বস, ৰূপ, স্পর্শ এবং শব্দজ্ঞানও হইতে পাবে। এইরূপে শব্দতন্মাত্র একলক্ষণ, স্পর্শ দ্বিলক্ষণ, ৰূপ ত্রিলক্ষণ, বস চতুর্লক্ষণ ও গন্ধতন্মাত্র পঞ্চলক্ষণ বলা যাইতে পাবে। স্বরূপতঃ সাক্ষাৎকাবকালে কিন্তু এক এক তন্মাত্র স্বকীয লক্ষণেব দ্বাবাই সাক্ষাৎকৃত হয।

১৯। (৪) অস্মিতা=অস্মিব (আমিব) ভাব অর্থাৎ অভিমান। অস্মিতা অর্থে আমিত্ব বুদ্ধিও হয। এখানে অস্মিতা অর্থে অভিমান। কবণ-শক্তিসমূহেব সহিত চৈতন্যেব একাত্মকতাই অস্মিতা, ইহা পূর্বে উক্ত হইযাছে। সেই হিসাবে বুদ্ধি অস্মিতামাত্র বা চবম অস্মিতাস্বৰূপ। অস্মিতা-মাত্র সর্বস্থলে মহৎ নহে, এখানে উহা যডিন্দ্রিযেব সাধাবণ উপাদানৰূপে সাধাবণ অস্মিতামাত্র। সর্বেন্দ্রিযে সাধাবণ উপাদানৰূপ অভিমান এবং বুদ্ধি উভযকেই অস্মিতামাত্র বলা যায। অস্মীতিমাত্র বলিলে মহৎকেই বুঝায।

অপব কবণেব সহিত আত্মাব সম্বন্ধভাবও অস্মিতা। তাহাতে প্রত্যয হয যে, 'আমি শ্রবণ-শক্তিমান্' ইত্যাদি। অতএব কবণশক্তিব সহিত আমিব যোগই অর্থাৎ অভিমানই অস্মিতা হইল। বস্তুতঃ ইন্দ্রিযসকল অস্মিতাব এক একপ্রকাব অবস্থামাত্র। বাহ্য হইতে ইন্দ্রিযগণকে ভূতেব ব্যূহন-বিশেষৰূপে দেখা যায। যে আধ্যাত্মিক শক্তিব দ্বাবা ভূতগণ ব্যূহিত হয, তাহাই প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয। অধ্যাত্মশক্তি বস্তুতঃ আমিত্বেব ভাববিশেষ বা অভিমান। অভিমান থাকাতেই সমস্ত শবীবকে 'আমি' বলিযা প্রত্যয হয। জ্ঞানেন্দ্রিয, কর্মেন্দ্রিয, প্রাণ ও চিত্ত সেই অভিমানের এক একপ্রকাব অবস্থা বা বিকাব। যেমন চক্ষু=চক্ষুর্গত বা চক্ষুঃস্বৰূপ অভিমান। তাহা রূপ নামক ক্রিযাব দ্বাবা সক্রিয হইলে ৰূপজ্ঞান হয। ৰূপজ্ঞান অর্থে ৰূপেব সহিত জ্ঞাতাব অবিভক্ত প্রত্যয বা একাত্মবৎ প্রত্যয। বাহ্য ক্রিযা হইতে চক্ষু-ৰূপ আমিত্বেব যে বিকাব, তাহা জ্ঞাতাতে আবোপিত হওয়াই অন্য কথায় ৰূপজ্ঞান। এই জ্ঞাতাব এবং জ্ঞেযেব সম্বন্ধভাব অর্থাৎ 'আমি ৰূপজ্ঞানবান্' এইৰূপ ভাবই অস্মিতা নামক অভিমান। ইন্দ্রিযেব প্রকৃতি বা সাধাবণ উপাদান এই অস্মিতামাত্র নামক ষষ্ঠ অবিশেষ।

১৯। (৫) সত্তামাত্র-আত্মা='আমি আছি' বা আমি-মাত্র এইৰূপ ভাব। বুদ্ধিতত্ত্বেব বা মহত্তত্ত্বেব গুন=নিশ্চয। নিশ্চয ও সত্তা অবিনাভাবী। বিষযনিশ্চয ও আত্মনিশ্চয উভযই বুদ্ধিব গুণ, তন্মধ্যে আত্মনিশ্চযই নিশ্চযেব শেষ, তজ্জন্য তাহা বুদ্ধিব স্বৰূপ। বিষযনিশ্চয বুদ্ধিব বিকাব বা বিরূপ। অতএব আমি আছি বা অস্মীতি প্রত্যয বা সত্তামাত্রআত্মাই মহত্তত্ত্ব। এখানে অস্মি শব্দ অব্যয় পদ, তাহাব অর্থ 'আমি'।

প্রথমে 'আমি' এইরূপ ভাবমাত্র থাকিলে, তবে 'আমি দর্শক (ৰূপেব), শ্রোতা, ঘ্রাতা, গন্তা' ইত্যাদি আমিত্বেব বিকাবভাব হইতে পাবে। এই বিকাবভাবই অভিমান বা অহংকাব। অতএব অস্মীতিমাত্রস্বৰূপ মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকাব উৎপন্ন হয বা মহত্তত্ত্ব অহংকাবেব কাবণ।

এইরূপে আত্মভাবকে বিশ্লেষ কবিলে দেখা যায যে, মহৎ সর্ব প্রথম ব্যক্তভাব, তাহাব বিকাব অহংকাব বা অস্মিতা, অস্মিতাব বিকাব ইন্দ্রিযগণ। শব্দাদি তন্মাত্রও অস্মিতাব বিকাব। শব্দাদিব জ্ঞানৰূপ অংশ আমাদেব অস্মিতাব বিকাব। আব, যে বাহ্য ক্রিযা হইতে শব্দাদি উৎপন্ন হয, তাহা বিবাট্ ব্রহ্মাব অস্মিতাব বিকাব, সুতবাং শব্দাদি উভযতঃই অস্মিতাবিকাব হইল।

ভাষ্যকাব বলিযাছেন, 'মহতেব তন্মাত্র ও অস্মিতারূপ ছব অবিশেষ-পবিণাম।' সাংখ্য বলেন,

মহৎ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র। কেহ কেহ বলেন, ইহা সাংখ্য ও যোগের মতভেদ। উহা যথার্থ নহে। বস্তুতঃ ভাষ্যকারের বক্তব্য এই—লিঙ্গমাত্র ছয় অবিশিষ্ট লিঙ্গের কারণ। অবিশেষসকলকে একজাতি করিয়া লিঙ্গমাত্রকে তাহাদের কারণ বলিয়াছেন। অবিশেষসকলের মধ্যেও যে কারণকার্য-ক্রম আছে, তাহা তদ্দৃষ্টিতে ভাষ্যকার গ্রহণ করেন নাই। গন্ধতন্মাত্রের কারণ একেবারেই মহৎ নহে, কিন্তু পরম্পরাক্রমে মহৎ তাহার কারণ। এইরূপে ভাষ্যকার গুণসকলকে একেবারেই ষোড়শ বিকারের কারণ বলিয়াছেন। গুণসকল কিন্তু মূল কারণ। ১।৪৫ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার তন্মাত্রের কারণ অহংকার, অহংকারের কারণ মহত্তত্ত্ব, এইরূপ ক্রম বলিয়াছেন, ৩।৪৭ সূত্রভাষ্যেও এইরূপ বলিয়াছেন।

১৯। (৬) মহত্তত্ত্বের কার্য ছয় অবিশেষ। মহৎ হইতে অহংকার বা অস্মিতা, অস্মিতা হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ইত্যাদি ক্রমেই মহৎ হইতে অবিশেষসকল বিকসিত হয়।

অতএব মহৎ হইতে একেবারেই ছয় অবিশেষ হইয়াছে এ মত যথার্থ নহে, ভাষ্যকারেরও তাহা বক্তব্য নহে। মহান্ আত্মা হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং প্রত্যেক তন্মাত্র হইতে প্রত্যেক ভূত, এই ক্রমই যথার্থ। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ ইত্যাদি ক্রম কেবল গন্ধাদি জ্ঞানের সহভাবী কাঠিন্যাদি (৩।৪৪) সম্বন্ধেই খাটে। উহা নৈমিত্তিক দৃষ্টি, কিন্তু তাত্ত্বিক বা ঔপাদানিক দৃষ্টি নহে। শব্দজ্ঞান কখনও স্পর্শজ্ঞানের উপাদান হইতে পারে না, তবে শব্দক্রিয়ারূপ নিমিত্তের দ্বারা অস্মিতারূপ উপাদান পরিবর্তিত হইয়া স্পর্শজ্ঞানরূপে ব্যক্ত হইতে পারে (২।১৯ [২] দ্রষ্টব্য)। অতএব সূক্ষ্ম-শব্দই স্থূল-শব্দের উপাদান হইতে পারে। তাহার জন্য সিদ্ধ হয় যে, শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশভূত, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুভূত ইত্যাদি। অতএব অস্মিতা হইতে প্রত্যেক তন্মাত্র হইয়াছে এবং প্রত্যেক তন্মাত্র হইতে তাহাদের অনুরূপ প্রত্যেক ভূত হইয়াছে।

প্রথম ব্যক্তি যে মহৎ তাহা হইতে ক্রমশঃ ছয় অবিশেষ উৎপন্ন হয়। তাহারা ষোড়শ বিকাররূপ চরম বিকাশ বা বিবৃদ্ধিকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। বিলয়কালে বিলোমক্রমে মহত্তত্ত্বে উপনীত হইয়া অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্যাপারের সম্যক্ অভাবে যখন মহৎ লীন হয়, তখন তাহাতে লীন বিশেষ এবং অবিশেষও মহতের গতি প্রাপ্ত হয়। মহৎ লীন হইলে সেই অবস্থার কোন ব্যাপাররূপ ব্যক্ততা থাকে না, তাই তাহার নাম অব্যক্ত। সেই অলিঙ্গ প্রধানের আরও কয়েকটি বিশেষণ ভাষ্যকার দিয়াছেন, তাহারা ব্যাখ্যাত হইতেছে।

নিঃসত্তাসত্ত = সত্তা ও অসত্তা-হীন। সত্তা অর্থে সতের ভাব। সমস্ত সৎ বা ব্যক্ত পদার্থ পুরুষার্থ-সাধক, অতএব সত্তা = পুরুষার্থক্রিয়া-সাধকতা। আমাদের নিকট সাধারণ অবস্থায় সত্তা ও পুরুষার্থক্রিয়া অবিনাভাবী। অলিঙ্গাবস্থায় পুরুষার্থক্রিয়া থাকে না বলিয়া প্রধান নিঃসত্ত। আর তাহা অভাব পদার্থ নহে বলিয়া (যেহেতু তাহা পুরুষার্থক্রিয়ার শক্তিরূপ কারণ) অসত্তও নহে। অতএব তাহা নিঃসত্তাসত্ত।

নিঃসদসৎ = সৎ বা বিদ্যমান, অসৎ বা অবিদ্যমান, যাহা মহদাদির মত সৎ অর্থাৎ অর্থ-ক্রিয়াকারী বা সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে এবং মহদাদির কারণ বলিয়া অবিদ্যমানও নহে, তাহা নিঃসদসৎ। সৎ = অর্থক্রিয়াকারী। সত্তা = অর্থক্রিয়ার ভাব। নিঃসত্তাসত্ত এবং নিঃসদসৎ ঐ দুই দিক্ হইতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

নিরসৎ = প্রধানকে কেহ নিতান্ত তুচ্ছ বা অবিদ্যমান পদার্থ মনে না করে তজ্জন্য ভাষ্যকার পুনশ্চ নিরসৎ শব্দ পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। অব্যক্ত প্রধান জ্ঞেয় বটে, কিন্তু ব্যক্ত মহদাদির মত

সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে। মহদাদি ক্রিয়মাণভাবে জ্ঞেয়, আর প্রধান সর্বক্রিয়ার শক্তিরূপে জ্ঞেয়। তাহা অনুমানের দ্বারা জ্ঞেয়।

অতএব প্রধান নিরসৎ বা ভাবপদার্থবিশেষ। অব্যক্ত = যাহা ব্যক্ত বা সাক্ষাৎকারযোগ্য নহে। সমস্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় লীন হয়, সেই অবস্থার নাম অব্যক্তাবস্থা। "অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাং প্রভবাপ্যয়ম্। সদা পশ্যাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ॥" (মহাভা)।

১৯।(৭) প্রকৃতি উপাদান হইলেও মহদাদি ব্যক্তিসকল পুরুষার্থতার দ্বারা (পুরুষোপ-দর্শনের দ্বারা) অভিব্যক্ত হয়। অতএব পুরুষার্থ মহদাদি ব্যক্তাবস্থার হেতু বা নিমিত্ত-কারণ। কিন্তু পুরুষার্থ অব্যক্তাবস্থার হেতু নহে। নিত্য প্রধান আছে বলিয়াই তাহা পুরুষার্থের দ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া মহদাদিরূপে অভিব্যক্ত হয়। মহদাদিরা পরিণামক্রমে অনাদি বটে, কিন্তু পুরুষার্থের সমাপ্তি হইলে প্রত্যস্তমিত হয় বলিয়া তাহারা অনিত্য। উদীয়মান ও লীয়মান সত্তা বলিয়াও তাহারা অনিত্য।

১৯।(৮) যত প্রকার ব্যক্ত পদার্থ আছে, তাহারা সব গুণাত্মক, অতএব গুণত্রয়ের লয় কুত্রাপি নাই। অব্যক্ত অবস্থাও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, তাহা ব্যক্ত পদার্থের লয় বটে, কিন্তু গুণত্রয়ের লয় নহে। ব্যক্তির উদয়ে ও লয়ে গুণত্রয়ও যেন উদিতবৎ ও লীনবৎ প্রতীত হয়, কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে গুণত্রয়ের তাহাতে ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না ও হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যক্ত না থাকিলে গুণত্রয় অব্যক্তভাবে থাকে। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের দৃষ্টান্তের অর্থ এই—গো না থাকিলে দেবদত্ত দুর্গত হয়, থাকিলে হয় না। যেমন গোরূপ বাহ্য পদার্থ থাকা ও না থাকাই দেবদত্তের অদুর্গততার ও দুঃস্থতার কারণ, কিন্তু দেবদত্তের শারীরিক রোগাদি যেমন তাহার কারণ নহে, সেইরূপ ব্যক্তিসকলেরই উদয়-ব্যয় গুণত্রয়কে উদিত ও ব্যয়িত হইবার মত করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল কারণ ত্রিগুণ উদিত ও লীন হয় না। তাহাদের আর অন্য কারণ নাই বলিয়া তাহাদের উদয় (কারণ হইতে উদ্ভব) ও নাশ (স্বকারণে লয়) নাই।

১৯।(৯) ক্রমানতিক্রমহেতু = সর্গক্রম অতিক্রম করা সম্ভব নহে বলিয়া। অব্যক্ত হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র হইতে ভূত, এইরূপ সর্গক্রম পূর্বে উক্ত হইয়াছে তাদৃশ ক্রমেই সর্গ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। পূর্বে ভাষ্যকার ক্রমের কথা স্পষ্ট না বলিয়া এখানে তাহা বলিলেন।

বিশেষসকলের তত্ত্বান্তর-পরিণাম নাই। শব্দগুণক আকাশ-ভূত অন্য কোনও তত্ত্বে পরিণত হয় না। তত্ত্ব অর্থে সাধারণ উপাদান, যেমন বাহ্য ভৌতিক জগতের সাধারণ উপাদান আকাশ, বায়ু ইত্যাদি। তাহারা এক এক জাতীয় প্রমাণের দ্বারা প্রমিত হয়। স্থূল তত্ত্ব বিতর্কানুগত সমাধিরূপ প্রমাণের দ্বারা সম্যক্ প্রমিত হয়। সেই প্রমাণের দ্বারা আকাশাদি স্থূল ভূত ও শ্রোত্রাদি স্থূল ইন্দ্রিয়গণকে আর বিশ্লেষ করা যায় না। শব্দের বা রূপের নানা ভেদ আছে বটে, কিন্তু সমস্তই শব্দ ও রূপ-লক্ষণের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাদের তত্ত্বান্তর পরিণাম নাই। সেইরূপ অনেক প্রাণীতে অনেক প্রকার ভেদবিশিষ্ট চক্ষু হইতে পারে, কিন্তু সমস্তই চক্ষু-তত্ত্ব, তাহাদের মধ্যে চক্ষু-তত্ত্বের অন্য তত্ত্বে পরিণাম নাই। এইজন্য বলা হইয়াছে, বিশেষের তত্ত্বান্তর পরিণাম নাই। সূক্ষ্মতর প্রমাণবলে (বিচারানুগতসমাধিবলে) বিশেষকে স্বকারণ অবিশেষরূপে প্রমিত করা যায়।

ভাষ্যম্। ব্যাখ্যাতং দৃশ্যম্, অথ দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে—

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

দৃশিমাত্র ইতি দৃক্‌শক্তিরেব বিশেষণাপরামৃষ্টেত্যর্থঃ। স পুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী। স বুদ্ধেঃ ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি। ন তাবৎ সরূপঃ, কস্মাৎ? জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাৎ পরিণামিনী হি বুদ্ধিঃ, তস্যাশ্চ বিষয়ো গবাদির্ঘটাদির্বা জ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চেতি পরিণামিত্বং দর্শয়তি। সদাজ্ঞাতবিষয়ত্বন্তু পুরুষস্য অপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি, কস্মাৎ? ন হি বুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষবিষয়শ্চ স্যাদ্ গৃহীতাঽগৃহীতা চ, ইতি সিদ্ধং পুরুষস্য সদাজ্ঞাতবিষয়ত্বং, ততশ্চাপরিণামিত্বমিতি।

কিঞ্চ পরার্থা বুদ্ধিঃ সংহত্যকারিত্বাৎ, স্বার্থঃ পুরুষ ইতি। তথা সর্বার্থাধ্যবসায়কত্বাৎ ত্রিগুণা বুদ্ধিঃ, ত্রিগুণত্বাদচেতনেতি, গুণানাং তূপদ্রষ্টা পুরুষ ইতি, অতো ন সরূপঃ। অস্তু তর্হি বিরূপ ইতি? নাত্যন্তং বিরূপঃ, কস্মাৎ? শুদ্ধোঽপ্যসৌ প্রত্যয়ানুপশ্যো, যতঃ প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপশ্যতি তমনুপশ্যন্ন তদাত্মাপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে। তথা চোক্তম্ "অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্‌বৃত্তিমনুপততি তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে" ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—দৃশ্য ব্যাখ্যাত হইল, অনন্তর দ্রষ্টার স্বরূপাবধারণার্থ এই সূত্র আরব্ধ হইতেছে—

২০। দ্রষ্টা দৃশিমাত্র বা চিন্মাত্র, শুদ্ধ (গুণত্রয়ের অসঙ্গী) হইলেও তিনি প্রত্যয়ানুপশ্য (বুদ্ধিবৃত্তির উপদর্শনকারক)। সূ

'দৃশিমাত্র' ইহার অর্থ 'বিশেষণের দ্বারা অপরামৃষ্ট দৃক্‌শক্তি' (১)। সেই পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। তিনি বুদ্ধির সরূপও নহেন আর অত্যন্ত বিরূপও নহেন। সরূপ নহেন—কেননা, বুদ্ধি জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয় বলিয়া পরিণামী। বুদ্ধির গবাদি (চেতন) বা ঘটাদি (অচেতন) বিষয়, (পৃথক্ বর্তমান থাকিয়া বুদ্ধিকে উপরক্ত করতঃ) জ্ঞাত হয় এবং (উপরক্ত না করিলে) অজ্ঞাত হয়। জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়তা বুদ্ধির পরিণামিত্ব প্রমাণ করে। আর সদা-জ্ঞাতবিষয়ত্ব পুরুষের অপরিণামিত্ব পরিদীপিত করে, যেহেতু পুরুষবিষয়া বুদ্ধি কখন গৃহীতা ও অগৃহীতা হয় না (অর্থাৎ সদাই গৃহীতা হয়)। এইরূপে পুরুষের সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব সিদ্ধ হয় (২)। অতএব (পুরুষের সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব সিদ্ধ হইলে) তাহা হইতে পুরুষের অপরিণামিত্ব সিদ্ধ হয়।

কিঞ্চ বুদ্ধি সংহত্যকারিত্বহেতু পরার্থ, আর পুরুষ স্বার্থ (৩)। পরঞ্চ বুদ্ধি সর্বার্থনিশ্চয়কারিকা বলিয়া ত্রিগুণা এবং ত্রিগুণত্বহেতু অচেতন। পুরুষ গুণসকলের উপদ্রষ্টা (৪)। এই সকল কারণে পুরুষ বুদ্ধির সরূপ (সমজাতীয়) নহেন। তবে কি বিরূপ? না, অত্যন্ত বিরূপও নহেন (৫)। কেননা, শুদ্ধ হইলেও পুরুষ প্রত্যয়ানুপশ্য, যেহেতু পুরুষ বুদ্ধিসম্ভব প্রত্যয়সকলকে অনুদর্শন করেন। তাহা অনুদর্শন করিয়া তদাত্মক না হইয়াও তদাত্মকের ন্যায় প্রত্যবভাসিত হন। তথা (পঞ্চশিখের

দ্বারা) উক্ত হইয়াছে, "ভোক্তৃশক্তি (পুরুষ) অপরিণামিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা (প্রতিসঞ্চার-শূন্যা), তাহা পরিণামী অর্থে (বুদ্ধিতে) প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় হইয়া তাহার (বুদ্ধির) বৃত্তিসকলের অনুপাতী হয়। আর চৈতন্যোপরাগপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির অনুকারমাত্রের দ্বারা সেই ভোক্তৃশক্তির জ্ঞান-স্বরূপা বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অবিশিষ্টা বলিয়া আখ্যাত হয় অথবা চিতির সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বলিয়া কথিত হয় (৬)।"

টীকা। ২০। (১) দ্রষ্টা = অবিকারী জ্ঞাতা, গ্রহীতা = বিকারী জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও গ্রহীতা সদৃশ, কিন্তু এক নহে। দ্রষ্টা সদাই স্ব-দ্রষ্টা, গ্রহীতা, জ্ঞানকালে গ্রহীতা, জ্ঞাননিরোধে নহে। 'আমি দ্রষ্টা' এইরূপ বুদ্ধিই গ্রহীতা।

দৃশিমাত্র—দৃশি অর্থে জ্ঞ বা চিৎ বা স্ববোধ। যে বোধের জন্য করণের অপেক্ষা নাই, তাহাই দৃশি। 'আমি আছি' এইরূপ বোধ আমরা অনুভব করিয়া পরে বলি। উহাতে করণের অপেক্ষা আছে, যেহেতু উহা বুদ্ধিবিশেষ। কিন্তু 'আমি' এইরূপ ভাবেরও যাহা মূল যাহা ঐ ভাবেরও পূর্বে থাকে এবং যাহাকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি, তাহা করণ-সাপেক্ষ নহে। শ্রুতিও বলেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ", "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" (বৃহ. উপ.)। করণের বিষয় দৃশ্য, করণও দৃশ্য। অতএব যাহা দ্রষ্টা, তাহা করণের বিষয় নহে। দ্রষ্টার অন্তর্গত অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপ যে বোধ, তাহা সুতরাং স্ববোধ। দ্রষ্টা = স্ব-দ্রষ্টা অর্থাৎ 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ স্ব-বিষয়ক বুদ্ধির দ্রষ্টা।

যতক্ষণ দৃশ্য আছে ততক্ষণ পুরুষকে ভাষাতে দ্রষ্টা বলা যায়, কিন্তু দৃশ্য লয় হইলে তখনও তাহাকে কিরূপে দ্রষ্টা বলা যায়—এই শঙ্কা হইতে পারে। তদুত্তরে বক্তব্য, 'দ্রষ্টা' এই ভাষা ব্যবহার না করিলেও কোন ক্ষতি নাই, তখন 'চিতিশক্তি', 'চৈতন্য' এইরূপ শব্দ ব্যবহার্য। আর, দ্রষ্টা-শব্দ ব্যবহার করিলে তখন চিত্তশান্তির দ্রষ্টা বলিতে হইবে। এইরূপ ভাষা ব্যবহারের জন্য প্রকৃত পদার্থের কোন অন্যথা হয় না ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। চিৎ দ্রষ্টার ধর্ম নহে, কারণ, ধর্ম ও ধর্মী = দৃশ্য, জ্ঞাতাজ্ঞাত-ভাববিশেষ। চিৎও যাহা দ্রষ্টাও তাহা, তজ্জন্য দ্রষ্টাকে চিদ্রূপ বলা হয়।

দৃশিমাত্র এই পদের 'মাত্র' শব্দের দ্বারা সমস্ত বিশেষণ-শূন্যত্ব বা ধর্ম-শূন্যত্ব বুঝায়। অর্থাৎ সর্ব-বিশেষণ-শূন্য যে বোধ তাহাই দ্রষ্টা (সাংখ্যসূত্র—নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্মা)। শঙ্কা হইতে পারে, তবে চিতিশক্তিকে 'অনন্তা, অপ্রতিসংক্রমা' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হয় কেন ?

বস্তুতঃ 'অনন্ত' বিশেষণ বা ধর্ম নহে, কিন্তু ধর্ম-বিশেষের অভাব। 'অপ্রতিসংক্রমা'ও সেইরূপ। সান্তাদি ব্যাপী ও প্রধান প্রধান যে বিশেষণ, তাহাদের সকলের অভাব উল্লেখ করিয়া 'সর্বধর্মাভাব' যে কি, তাহা প্রস্ফুট করা হয়। অন্তবত্তা, বিকারশীলতা প্রভৃতি দৃশ্যের সাধারণ ধর্মসকল নিষেধ করিয়া দ্রষ্টাকে লক্ষিত করা হয়।

পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। এই বাক্যের অর্থ পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (১।৭ সূত্রের ৫ টীকা দ্রষ্টব্য)।

২০। (২) বুদ্ধি হইতে পুরুষের ভেদ যে যে ভেদক লক্ষণে বিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তাহারা যথা—(ক) বুদ্ধি পরিণামী, পুরুষ অপরিণামী, (খ) বুদ্ধি পরার্থ, পুরুষ স্বার্থ, (গ) বুদ্ধি অচেতন, পুরুষ চেতন বা চিদ্রূপ।

এইরূপে পুরুষের ও বুদ্ধির ভিন্নতা জানা যায়। তাহারা ভিন্ন হইলেও তাহাদের কিছু সাদৃশ্য

আছে। অবিবেকবশতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের একত্ব-খ্যাতিই সেই সাদৃশ্য, অর্থাৎ অবিবেকবশতঃ পুরুষ বুদ্ধির মত ও বুদ্ধি পুরুষের মত প্রতীত হয়।

যে যে যুক্তির দ্বারা বুদ্ধি ও পুরুষের সারূপ্য ও ভেদ আবিষ্কৃত হয়, ভাষ্যোক্ত সেই যুক্তিসকল বিশদ করা যাইতেছে। বুদ্ধির বিষয় জ্ঞাতাজ্ঞাত, তাই বুদ্ধি পরিণামী, আর পুরুষের বিষয় সদাজ্ঞাত, তাই পুরুষ অপরিণামী। ইহা প্রথম যুক্তি।

বুদ্ধির বিষয় গোঘটাদি* জ্ঞাত হয় এবং অজ্ঞাত হয়। গো যখন বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া স্থিত হয়, তখন গো-বিষয়াকারা হয়, তাহাই পরে ঘটাদি-আকারা হয়।

ফলে, পুরুষকে বিষয় করিয়া যে পুরুষের মত বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহার লক্ষণ সদাজ্ঞাতৃত্ব। পুরুষ-বিষয়া = পুরুষ বিষয় যাহার। অথবা 'পুরুষং বিষিত্য উৎপন্না' এইরূপ অর্থও হয়। পুরুষ-বিষয়া বুদ্ধি বা গ্রহীতা সদাই 'জ্ঞাতা' বলিয়া বোধ হয়, আর শব্দাদি-বিষয়া বুদ্ধি তাহা হয় না, কিন্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বলিয়া বোধ হয়। পুরুষ বুদ্ধিকে বিষয় করিলে বা প্রকাশ করিলে বুদ্ধিও পুরুষকে বিষয় করে অর্থাৎ নিজের প্রকাশের মূলীভূত দ্রষ্টাকে 'দ্রষ্টাহম্' বলিয়া জানে। অতএব পুরুষের বিষয় বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিষয় পুরুষ এই দুই কথা প্রায় এক।

সংক্ষেপতঃ বুদ্ধির বিষয় বা বুদ্ধিপ্রকাশ্য শব্দাদি একবার জ্ঞাত ও পরে অজ্ঞাত হওয়াতে শব্দ-বুদ্ধি পরে অ-শব্দ-বুদ্ধি অর্থাৎ অন্য বুদ্ধি হইয়া যাওয়াতে বুদ্ধির পরিণাম সূচিত করে। আর পুরুষ-বিষয় বা পুরুষ-প্রকাশ্য যে বুদ্ধি (জ্ঞাতাহম্ বুদ্ধি) তাহা একবার 'জ্ঞাতাহম্' ও পরে 'অজ্ঞাতাহম্' এইরূপ হয় না; বুদ্ধি থাকিলেই তাহা 'জ্ঞাতাহম্' হইবেই হইবে। 'অজ্ঞাতাহম্' বুদ্ধি অলীক অকল্পনীয় পদার্থ। অতএব পুরুষের প্রকাশ সদাই প্রকাশ, কদাপি অপ্রকাশ (বা অজ্ঞাতা) নহে বলিয়া তাহা অপরিণামী প্রকাশ। বুদ্ধি না থাকিলে বা লীন হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না তাহাও বুদ্ধিরই পরিণাম, প্রকাশকের তাহাতে কিছু আসে যায় না। স্বকীয় ক্রিয়া-শক্তির দ্বারা বুদ্ধি প্রকাশকের নিকট প্রকাশিত হয়। তাহা না হইলে প্রকাশকের কিছু হয় না, বুদ্ধিই অপ্রকাশিত হয় মাত্র।

বিষয়াকারা বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়রূপ হয়, কিন্তু পুরুষাকারা বুদ্ধি কেবল 'জ্ঞাতাহম্' এইরূপই হয়, কখনও অজ্ঞাতা হয় না, তাই তল্লক্ষিত প্রকৃত জ্ঞাতা নির্বিকার। 'আমি জ্ঞাতা' এই ভাবই পুরুষ-বিষয়া বুদ্ধি। উহাকে যদি অজ্ঞাতা দেখাইতে (এমন কি কল্পনাও করিতে) পারিতে, তবে ঐ বুদ্ধির বিষয় যে পুরুষ তাহা জ্ঞাতা ও অজ্ঞাতা বা পরিণামী হইত।

'আমি' এইরূপ ভাব ব্যাবসায়িক গ্রহীতা, আমি ছিলাম ও থাকিব ইহা আনুব্যাবসায়িক গ্রহীতা। স্মৃতি-ইচ্ছাদি অনুব্যবসায়মূলক ভাব। অনুব্যবসায় (বা reflection) এক প্রতিফলক (বা reflector) ব্যতীত হইতে পারে না, জ্ঞানের জন্য যে জ্ঞ-স্বরূপ প্রতিফলক পাই তাহার নাম প্রতিসংবেদী। প্রতিসংবেদী ব্যতীত কোন জ্ঞানই কল্পনীয় নহে, কারণ, সব জ্ঞানই প্রতিসংবেদ্য। অতএব বুদ্ধির প্রতিসংবেদী যে পুরুষ তদ্বিষয় যে গ্রহীতা, সেই গ্রহীতার দ্বারা অগৃহীত অথচ কোন জ্ঞান ষষ্ঠ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অর্থের অপেক্ষাও অকল্পনীয়। গ্রহীতা সদাজ্ঞাত বলিয়া গ্রহীতার যাহা দ্রষ্টা, তাহা অপরিণামী জ্ঞ-স্বরূপ, নচেৎ অজ্ঞাত গ্রহীতা বা অজ্ঞাত 'আমি বোধ' এইরূপ অকল্পনীয় কল্পনা

* "গবাদির্ঘটাদির্বা" এই ভাষ্যের 'গো' শব্দকে বিজ্ঞানভিক্ষু শব্দবাচী বলিয়াছেন। অর্থাৎ গো শব্দের অর্থ যাহা মনে থাকে, তাহাই ধরিতে হইবে, বাহ্য এক গরু ধরিতে হইবে না।

আসে। অর্থাৎ 'জ্ঞানের গ্রহীতা আমি' এইরূপ প্রত্যয় যখন অজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে, তখন তাহা সদাজ্ঞাত। সদাজ্ঞাত বিষয়ের যাহা জ্ঞাতা, তাহাও সদাজ্ঞাতা। সদাই যদি জ্ঞাতা হয়, কখনও যদি অজ্ঞাতা না হয়, তবে সে পদার্থ অপরিণামী জ্ঞ-স্বরূপ।

উদাহরণতঃ 'আমিকে আমি জানি' ইহাতে 'আমি'ই দ্রষ্টা এবং 'আমিকে' অর্থাৎ 'আমি'র সমস্ত অচেতন অংশ বুদ্ধি। নীলাদি বিষয়জ্ঞান 'আমিকে আমি জানি' এইরূপ ভাবের অবকাশ মাত্র। নীলকে যদি সমাধিবলে সূক্ষ্মরূপে দেখা যায়, তবে তাহা নীল থাকে না, কিন্তু রূপমাত্র পরমাণুস্বরূপ হয়, তাহাও সূক্ষ্মতররূপে দেখিতে দেখিতে অব্যক্তে পর্যবসিত হয়। (১।৪৪ সূত্র [৩ টীকা] দ্রষ্টব্য)। অতএব বিষয়জ্ঞান আপেক্ষিক সত্যজ্ঞান। তাহাকে অব্যক্ত বা সমান তিন গুণরূপে জানাই সম্যক্ জ্ঞান, আর তখন যে দ্রষ্টার 'স্বরূপে অবস্থান' হয়, তাহা জানিয়া, দ্রষ্টা যে স্বরূপ-দ্রষ্টা তাহা জানাই দ্রষ্টৃ-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান।

শাস্ত্রোক্ত, 'পশ্যেদাত্মানমাত্মনি' এই বাক্যের এক আত্মা বুদ্ধি, এক আত্মা পুরুষ। অনাদিসিদ্ধ পুরুষ ও প্রকৃতি থাকাতেই এই স্বতঃসিদ্ধ দ্রষ্টৃদৃশ্যভাব আছে। শুধু চিৎ বা শুধু অচিৎ হইতে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাবের ব্যাখ্যা সঙ্গত হইবার নহে।

এই স্থলের ভাষ্যটি অতীব দুরূহ, তাই এত কথা বলিতে হইল। টীকাকারদের সকলের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই। (৪।১৮ [১] দ্রষ্টব্য)।

২০। (৩) বুদ্ধি ও পুরুষের বৈরূপ্যের দ্বিতীয় হেতু যথা—বুদ্ধি সংহত্যকারিত্ব-হেতু পরার্থ, আর পুরুষ স্বার্থ। যে ক্রিয়া অনেক প্রকার শক্তির মিলনের ফল, তাহা তন্মধ্যস্থ কোন শক্তির বা তাহাদের সমবায়ের অর্থে হয় না। যাহা দ্বারা বহু শক্তি সমবেত হইয়া একই ক্রিয়ারূপ ফল উৎপাদন করে, সেই ক্রিয়ারূপ ফল তাহার প্রয়োজকের অর্থভূত। বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি নানাশক্তির সহায়ে সুখ-দুঃখ ফল উৎপাদন করে, অতএব সে ফলের ভোক্তা বা চরম জ্ঞাতা বুদ্ধ্যাদি নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত পুরুষ। সুতরাং বুদ্ধি পরার্থ বা পরের বিষয় এবং পুরুষ স্বার্থ বা বিষয়ী। এই যুক্তি চতুর্থ পাদে ব্যাখ্যাত হইবে।

২০। (৪) এ বিষয়ের তৃতীয় যুক্তি—বুদ্ধি অচেতন, পুরুষ চেতন বা চিদ্রূপ। বুদ্ধি পরিণামী, যাহা পরিণামী, তাহাতে ক্রিয়া, প্রকাশ ও অপ্রকাশ (অর্থাৎ ত্রিগুণ) থাকে। ত্রিগুণ দৃশ্যের উপাদান, আর দৃশ্য অচেতনের সমার্থক, অতএব বুদ্ধি ত্রিগুণ, সুতরাং অচেতন। পুরুষ ত্রিগুণাতীত দ্রষ্টা, সুতরাং চেতন। দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা চেতন ও অচেতন ছাড়া আর কিছু পদার্থ নাই। অতএব যাহা দৃশ্য নহে, তাহা চেতন (এখানে চেতন অর্থে চৈতন্যযুক্ত নহে, কিন্তু চিদ্রূপ), আর যাহা দ্রষ্টা নহে, তাহা অচেতন। প্রকাশশীল এবং অধ্যবসায়-ধর্মক বা নিশ্চয়ধর্মক বলিয়া বুদ্ধি ত্রিগুণা, কারণ, প্রকাশশীলতা সত্ত্বের ধর্ম, আর যেখানে সত্ত্ব, সেখানেই রজ ও তম। ত্রিগুণাত্মক বলিয়া বুদ্ধি অচেতন।

২০। (৫) পুরুষ বুদ্ধির সদৃশ নহেন, তাহা সিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরূপও নহেন, কারণ, তিনি শুদ্ধ হইলেও অর্থাৎ বুদ্ধির অতিরিক্ত হইলেও বৌদ্ধ প্রত্যয় বা বুদ্ধিবৃত্তিকে উপদর্শন করেন। উপদৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির নাম জ্ঞান বা আত্মানাত্মবোধ। জ্ঞানের পরিণামী অংশ বা উপাদান এবং পুরুষোপদৃষ্টিরূপ হেতু জ্ঞানকালে অভিন্নরূপে অবভাত হয়। নিয়তই জ্ঞানের প্রবাহ চলিতেছে, তাই পুরুষ ও জ্ঞানরূপ বুদ্ধির অভেদ-প্রত্যয়রূপ ভ্রান্তিও নিয়ত চলিতেছে।

প্রশ্ন হইবে, বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ কাহার প্রতীত হয় ? উত্তর—'আমি'র বা অহংবুদ্ধির বা গ্রহীতার। কোন্ বৃত্তির দ্বারা তাহা অবভাত হয় ? উত্তর—ভ্রান্তজ্ঞান ও তজ্জনিত ভ্রান্তসংস্কার-মূলিকা স্মৃতির দ্বারা। অর্থাৎ সাধারণ সমস্ত জ্ঞানই ভ্রান্তি, যখন তাদৃশ বুদ্ধিপুরুষের অভেদরূপ ভ্রান্তজ্ঞান থাকে, তখনই বোধ হয় 'আমি জানিলাম'। অতএব 'আমি জানিলাম' এই ভাবই বুদ্ধি-পুরুষের একত্বভ্রান্তি। আর, সেই ভ্রান্তির অনুরূপ সংস্কার হইতে ভ্রান্তস্মৃতির প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়া সাধারণ অবস্থায় বুদ্ধি-পুরুষের পৃথকৃত্ব বোধ হয় না। বিবেকখ্যাতি হইলে সুতরাং 'আমি জানিলাম' এই বোধ ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয় এবং খ্যাতিসংস্কারের দ্বারা নিবৃত্তি উপচীয়মান হইয়া বিজ্ঞানের বা চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধ হয় (২।২৪)।

'আমি নীল জানিলাম' ইহা এক বিজ্ঞান। তন্মধ্যে নীল এই দৃশ্যভাব অচেতন, আর চৈতন্য 'আমি'-লক্ষিত বিজ্ঞাতার মধ্যে আছে, তাহাতেই অচেতন 'নীল' পদার্থ বিজ্ঞাত হয়। দ্রষ্টার দ্বারা এইরূপে নীল-প্রত্যয়ের প্রকাশভাবই প্রত্যয়ানুপশ্যতা। নীলজ্ঞান এবং পুরুষের প্রত্যয়ানুপশ্যতা অবিনাভাবী। জ্ঞানে বা বুদ্ধিবৃত্তিতে এই প্রত্যয়ানুপশ্যতারূপ সহভাবী হেতু থাকে বলিয়া তাহা পুরুষের কথঞ্চিৎ সরূপ বা সদৃশ। অর্থাৎ অচেতন নীলাদি জ্ঞান সচেতন (চৈতন্যযুক্ত) হয় বলিয়াই তাহারা চিদ্রূপ পুরুষের কতক সদৃশ।

২০।(৬) প্রতিসংক্রম = প্রতিসঞ্চার। অপরিণামী হইলেই তাহা প্রতিসঞ্চারশূন্য হইবে। অপরিণামিত্বের দ্বারা অবস্থান্তরশূন্যতা এবং অপ্রতিসংক্রমত্বের দ্বারা গতিশূন্যতা (কার্যের মধ্যে না আসা) সূচিত হইয়াছে। প্রত্যয়ানুপশ্যতা হইতে অর্থাৎ পরিণামী বৃত্তিসমূহকে প্রকাশ করাতে, চিতিশক্তি পরিণামীর মত ও প্রতিসংক্রান্তবৎ বোধ হয়। চৈতন্যোপরাগপ্রাপ্ত অর্থাৎ চিৎপ্রকাশিত বুদ্ধিবৃদ্ধির অনুকার বা অনুপশ্যতার দ্বারা জ্ঞ-স্বরূপ চিদ্বৃত্তি ও জানন-স্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি অবিশিষ্ট বা অভিন্নবৎ প্রতীত হয়। (৪।২২ [১] দ্রষ্টব্য)।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

ভাষ্যম্। দৃশিরূপস্য পুরুষস্য কর্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ। তৎস্বরূপং তু পররূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকম্। ভোগাপবর্গার্থতায়াং কৃতায়াং পুরুষেণ ন দৃশ্যত ইতি। স্বরূপহানাদস্য নাশঃ প্রাপ্তঃ ন তু বিনশ্যতি ॥ ২১ ॥

২১। পুরুষের (ভোগাপবর্গরূপ) অর্থই দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দৃশ্য দৃশিরূপ পুরুষের কর্মস্বরূপতাপন্ন (১) তজ্জন্য তাহার (পুরুষের) অর্থই দৃশ্যের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ। সেই দৃশ্যস্বরূপ পররূপের দ্বারা প্রতিলব্ধস্বভাব (২)। ভোগাপবর্গ নিষ্পন্ন হইলে পুরুষ আর তাহা দর্শন করেন না, সুতরাং তখন স্বরূপ- (পুরুষার্থ) হানি-হেতু তাহা নাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিনাশ (অত্যন্তোচ্ছেদ)-প্রাপ্ত হয় না।

টীকা। ২১।(১) কর্মস্বরূপতা = ভোগ্যতা। দৃশ্যত্ব আর পুরুষভোগ্যত্ব মূলতঃ একার্থক।

ভোগ্য = অর্থ। সুতরাং পুরুষদৃশ্য = পুরুষার্থ। অতএব পুরুষের অর্থই দৃশ্যের স্বরূপ। নীলাদি জ্ঞান, সুখাদি বেদনা, ইচ্ছাদি ক্রিয়া সমস্তই পুরুষার্থ। দৃশ্য এবং পুরুষার্থ অবিকল এক ভাব।

২১। (২) জ্ঞানরূপ দৃশ্য জ্ঞাতৃরূপ দ্রষ্টার অপেক্ষাতেই সংবিদিত। যেহেতু সংবিদিত ভাবই দৃশ্যতাস্বরূপ, তখন ব্যক্ত দৃশ্য পর বা পুরুষের স্বরূপের দ্বারাই প্রতিলব্ধ হয়। অন্য কথায় পুরুষের ভোগ্যতাই যখন দৃশ্য-স্বরূপ, তখন পুরুষের অপেক্ষাতেই দৃশ্য ব্যক্তরূপে লব্ধসত্তাক। ভোগ্যতা না থাকিলে দৃশ্য নাশ হয়, কিন্তু অভাব প্রাপ্ত হয় না। তাহা তখন অব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৃশ্যের এক ব্যক্তি অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তি অন্য পুরুষের দৃশ্য থাকে বলিয়াও দৃশ্যের অভাব নাই। দৃশ্য কিরূপে পর রূপের দ্বারা প্রতিলব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে পাঠক পূর্বোক্ত সূর্য ও তদুপবিম্ব অস্বচ্ছ দ্রব্যের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিবেন। (২।১৭ [২] টীকা)।

পুরুষের বা দ্রষ্টার অর্থই দৃশ্যের স্বরূপ। 'অর্থ' মানে 'প্রয়োজন' বুঝিয়া, সাধারণতঃ লোকে পুরুষকে এক প্রয়োজনবান্ বা প্রয়োজনসিদ্ধির ইচ্ছু সত্ত্ব মনে করে ও সাংখ্যীয় দর্শনকে বিপর্যস্ত করে। সাংখ্যকারিকাতে কয়েকটি উপমা দেওয়া আছে, তাহার তাৎপর্য ও উপমামাত্রত্ব না বুঝিয়া ও সর্বাংশগ্রহণরূপ দোষ করিয়া ঐরূপ ভ্রান্তধারণা প্রচলিত হইয়াছে।

'অর্থ' মানে 'বিষয়', কিন্তু 'প্রয়োজন' নহে। পুরুষ বিষয়ী, আর বুদ্ধি তাহার বিষয় বা প্রকাশ্য। সাধারণতঃ প্রকাশক অর্থে 'যে প্রকাশ করে' এইরূপ বুঝায়। 'প্রকাশ করা'-রূপ ক্রিয়ার কর্তা প্রকাশক—এইরূপ কথা সত্য বটে, কিন্তু ঐরূপ ক্রিয়া আমরা অনেক স্থলে ভাষার দ্বারা কল্পনা করি মাত্র। 'প্রকাশ্য, প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত হয়'—এইরূপ বলিলে বুঝায় প্রকাশকের ক্রিয়া নাই, অতএব সর্বস্থলে প্রকাশক যে ক্রিয়াবান্ তাহা নহে। নিষ্ক্রিয় দ্রব্যকে ভাষার দ্বারা (ব্যাকরণের প্রত্যয়বিশেষের দ্বারা) আমরা সক্রিয় করি। নিষ্ক্রিয় পুরুষকেও সেইরূপ করি। আমিত্বের পশ্চাতে স্বপ্রকাশ পুরুষ আছে বলিয়া 'আমি স্ব-প্রকাশয়িতা' বা 'নিজের জ্ঞাতা' ইত্যাকার প্রকাশনরূপ ক্রিয়া 'আমি' করিয়া থাকে। তাহাতে পুরুষকে সেই ক্রিয়ার কর্তা মনে করিয়া তাহাকে প্রকাশক বা প্রকাশকর্তা বলি। বস্তুতঃ 'প্রকাশ হওয়া'-রূপ ক্রিয়া আমিত্বেই থাকে। পুরুষের সান্নিধ্যহেতু তাহা ঘটে বলিয়াই পুরুষকে প্রকাশকর্তা বলা যায়।

ভোগ ও অপবর্গ বা বিবেক এই দুই প্রকার অর্থই বুদ্ধি মাত্র। বুদ্ধি শুধু ত্রিগুণের দ্বারা হয় না, কিন্তু এক-স্বরূপ সাক্ষী-দ্রষ্টার যোগে ত্রিগুণের পরিণামই বুদ্ধি। বুদ্ধি বিষয় বলিয়া বুদ্ধি যাহার সত্তায় প্রকাশিত হয়, তাহাকে বিষয়ী বা বিষয়ের প্রকাশক বলা হয়। 'বিষয়ের প্রকাশক' এই বাক্যে 'বিষয়ের' এই সম্বন্ধ-কারকযুক্ত পদ যে 'প্রকাশক' এই কর্তৃকারকযুক্ত পদের সহিত যোগ করি, তাহা আমাদের ভাষার জন্য মাত্র। প্রকৃত পদার্থের সক্রিয়তা উহার দ্বারা হয় না। 'পুরুষের' অর্থ এইরূপ সম্বন্ধবাচক বাক্যেও তজ্জন্য কিছু ক্রিয়া বুঝায় না।

ভোগ ও অপবর্গ যদি বিষয় বা প্রকাশ্য হয়, তবে তাহা কাহার প্রকাশ্য বিষয় হইবে বা বিষয়ী কাহাকে বলিতে হইবে? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে—দ্রষ্টা পুরুষকে। এই প্রকারে ভোগ ও অপবর্গরূপে বিষয়ত্ব বা অর্থভূত হওয়াই দৃশ্যের স্বরূপ।

ভাষ্যম্। কস্মাৎ ?—

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

কৃতার্থমেকং পুরুষং প্রতি দৃশ্যং নষ্টমপি নাশং প্রাপ্তমপি অনষ্টং তদ্ অন্যপুরুষসাধারণত্বাৎ। কুশলং পুরুষং প্রতি নাশং প্রাপ্তমপ্যকুশলান্ পুরুষান্ প্রত্যকৃতার্থমিতি। তেষাং দৃশেঃ কর্মবিষয়তামাপন্নং লভতে এব পররূপেণাত্মরূপমিতি। অতশ্চ দৃগ্দর্শনশক্ত্যোর্নিত্যত্বাদনাদিঃ সংযোগো ব্যাখ্যাত ইতি, তথা চোক্তং "ধর্মিণামনাদিসংযোগাদ্ধর্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগ" ইতি ॥ ২২ ॥

২২। ভাষ্যানুবাদ—কেন, (বিনষ্ট হয় না) ?—

কৃতার্থের (মুক্ত পুরুষের) নিকট তাহা (দৃশ্য) নষ্ট হইলেও অন্যসাধারণত্বহেতু (অকৃতার্থের নিকট দৃষ্ট হয় বলিয়া) তাহা অনষ্ট থাকে ॥ সূ

কৃতার্থ এক পুরুষের প্রতি দৃশ্য নষ্ট বা নাশপ্রাপ্ত হইলেও তাহা অন্যসাধারণত্বহেতু অনষ্ট। কুশল পুরুষের প্রতি নাশ প্রাপ্ত হইলেও অকুশল পুরুষের নিকট দৃশ্য অকৃতার্থ। তাহাদের নিকট দৃশ্য দৃশি-শক্তির কর্মবিষয়তা (ভোগ্যতা) প্রাপ্ত হইয়া পররূপের দ্বারা নিজরূপে প্রতিলব্ধ হয়। অতএব দৃক্ ও দর্শন-শক্তির নিত্যত্বহেতু সংযোগ অনাদি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথা (পঞ্চশিখের দ্বারা) উক্ত হইয়াছে, "ধর্মী সকলের সংযোগ অনাদি বলিয়া ধর্মমাত্র সকলেরও সংযোগ অনাদি" (১)।

টীকা। ২২। (১) বিবেকখ্যাতির দ্বারা কৃতার্থ পুরুষের দৃশ্য নষ্ট হইলেও অন্য পুরুষের দৃশ্য থাকে বলিয়া দৃশ্য অনষ্ট। আজও যেমন দৃশ্য অনষ্ট, সর্বকালেই সেইরূপ দৃশ্য অনষ্ট ছিল ও থাকিবে, সাংখ্যসূত্র যথা, "ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ।" যদি বল, ক্রমশঃ সব পুরুষের বিবেকখ্যাতি হইলে ত দৃশ্য বিনষ্ট হইবে। না, তাহার সম্ভাবনা নাই ; কারণ, পুরুষসংখ্যা অনন্ত। অসংখ্যের কখনও শেষ হয় না। অসংখ্য – অসংখ্য = অসংখ্য। ইহাই অসংখ্যের তত্ত্ব। (৪।৩৩ [৪])। শ্রুতিও বলেন, "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" এই হেতু দৃশ্য সবকালেই ছিল ও থাকিবে। যে পুরুষ অকুশল, তিনি ঐ কারণে অনাদি দৃশ্যের সহিত অনাদি-সম্বন্ধ-যুক্ত। এইরূপ হইতে পারে না যে, পূর্বে দৃশ্যসংযোগ ছিল না, কিন্তু কোনও বিশেষ কালে তাহা ঘটিয়াছে, কারণ, তাহা হইলে দৃশ্যসংযোগ হইবার হেতু কোথা হইতে আসিবে ? অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে যে, সংযোগের হেতু অবিদ্যা বা মিথ্যা-জ্ঞান। মিথ্যা-জ্ঞানই মিথ্যা-জ্ঞানকে প্রসব করে, সুতরাং মিথ্যা-জ্ঞানের পরম্পরা অনাদি। এ বিষয় উদ্ধৃত পঞ্চশিখাচার্যের সূত্রে অতি যুক্ততমভাবে বিবৃত হইয়াছে। ধর্মী সকল তিন গুণ। তাহাদের পুরুষের সহিত অনাদিকাল হইতে সংযোগ আছে বলিয়া গুণ-ধর্ম যে বুদ্ধ্যাদি করণ ও শব্দাদি বিষয়, তাহাদের সহিতও পুরুষের অনাদি-সংযোগ।

পুরুষের বহুত্ব ও প্রধানের একত্ব এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। (২।২৩, ৪।১৬ সূঃ দ্রষ্টব্য)। তদ্বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলেন, "প্রধানের মত পুরুষ এক নহেন। পুরুষের নানাত্ব, জন্মমরণ, সুখদুঃখোপভোগ, মুক্তি, সংসার এইসব ব্যবস্থা হইতে (যুগপৎ ঐ সকল বহুজ্ঞানের জ্ঞাতা বহুজ্ঞাতা হইবে এইরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত হওয়াতে) পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। যেসব একত্বজ্ঞাপক শ্রুতি আছে

তাহারা প্রমাণান্তরের বিরুদ্ধ। দ্রষ্টৃগণের দেশকাল-বিভাগের অভাবহেতু অর্থাৎ দ্রষ্টারা দেশকালাতীত বা 'অমুকত্র এই দ্রষ্টা, অমুকত্র ঐ দ্রষ্টা আছেন' এইরূপ কল্পনা করা বিধেয় নহে বলিয়া তাহাদের এক বলা চলে। এইরূপে শব্দের গৌণী বৃত্তির দ্বারা এই সব শ্রুতির সঙ্গতি হয়।" (প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিতে দ্রষ্টৃমাত্রের একত্ব উক্ত হয় নাই, কিন্তু 'জগদন্তরাত্মা' স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তারূপ সগুণ ঈশ্বরেরই একত্ব উক্ত হইয়াছে। মহাভারতও বলেন, "স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ। সংহৃত্য সর্বং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাঽপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা॥" শ্রুতিও এই সর্বভূতান্তরাত্মাকেই এক বলেন। তিনি দ্রষ্টৃরূপ আত্মা নহেন)। প্রকৃতির একত্ব ও পুরুষের নানাত্ব শ্রুতির দ্বারা সাক্ষাৎই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিতে (শ্বেতাশ্বতর) আছে, "এক রজঃসত্ত্বতমোময়ী, অজা (অনাদি), বহুপ্রজাসৃষ্টিকারিণী প্রকৃতিকে কোন এক অজ (অনাদি) পুরুষ অনুশয়ন বা উপদর্শন করেন এবং অন্য এক অজ পুরুষ ভুক্তভোগা (চরিত-ভোগাপবর্গা) সেই প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন।" এই শ্রুতির অর্থই এই সূত্রের দ্বারা অনূদিত হইয়াছে।

ভাষ্যম্। সংযোগস্বরূপাঽভিধিৎসয়েদং সূত্রং প্রববৃতে—

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ॥ ২৩॥

পুরুষঃ স্বামী, দৃশ্যেন স্বেন দর্শনার্থং সংযুক্তঃ। তস্মাৎ সংযোগাদ্দৃশ্যস্যোপলব্ধির্যা স ভোগঃ, যা তু দ্রষ্টুঃ স্বরূপোপলব্ধিঃ সোঽপবর্গঃ। দর্শনকার্যাবসানঃ সংযোগ ইতি দর্শনং বিযোগস্য কারণমুক্তম্। দর্শনমদর্শনস্য প্রতিদ্বন্দ্বীতি অদর্শনং সংযোগনিমিত্তমুক্তম্। নাত্র দর্শনং মোক্ষকারণম্, অদর্শনাভাবাদেব বন্ধাভাবঃ স মোক্ষ ইতি। দর্শনস্য ভাবে বন্ধকারণস্যাদর্শনস্য নাশ ইত্যতো দর্শনজ্ঞানং কৈবল্যকারণমুক্তম্।

কিঞ্চেদমদর্শনং নাম? কিং গুণানামধিকারঃ—১। আহোস্বিদ্ দৃশিরূপস্য স্বামিনো দর্শিতবিষয়স্য প্রধানচিত্তস্যানুৎপাদঃ, স্বস্মিন্ দৃশ্যে বিদ্যমানে দর্শনাভাবঃ—২। কিমর্থবত্তা গুণানাম্—৩। অথাবিদ্যা স্বচিত্তেন সহ নিরুদ্ধা স্বচিত্তস্যোৎপত্তিবীজম্—৪। কিং স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতিসংস্কারাভিব্যক্তিঃ, যত্রেদমুক্তং "প্রধানং স্থিত্যৈব বর্তমানং বিকারাকরণাদপ্রধানং স্যাৎ, তথা গত্যৈব বর্তমানং বিকারনিত্যত্বাদপ্রধানং স্যাদ্ উভয়থা চাস্য প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে নান্যথা, কারণান্তরেষ্বপি কল্পিতেষ্বেষ সমানশ্চর্চঃ"—৫। দর্শনশক্তিরেবাদর্শনমিত্যেকে "প্রধানস্যাত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিঃ" ইতি শ্রুতেঃ। সর্ববোধ্যবোধসমর্থঃ প্রাক্ প্রবৃত্তেঃ পুরুষো ন পশ্যতি, সর্বকার্যকরণসমর্থং দৃশ্যং তদা ন দৃশ্যত ইতি—৬। উভয়স্যাপ্যদর্শনং ধর্ম ইত্যেকে। তত্রেদং দৃশ্যস্য স্বাত্মভূতমপি পুরুষপ্রত্যয়াপেক্ষং দর্শনং দৃশ্যধর্মত্বেন ভবতি, তথা পুরুষস্যানাত্মভূতমপি দৃশ্যপ্রত্যয়াপেক্ষং পুরুষধর্মত্বেনেব দর্শনমবভাসতে—৭। দর্শনজ্ঞানমেবাদর্শনমিতি

কেচিদভিদধতি—৮। ইত্যেতে শাস্ত্রগতা বিকল্পাঃ, তত্র বিকল্পবহুত্বমেতৎ সর্বপুরুষাণাং গুণসংযোগে সাধারণবিষয়ম্॥ ২৩॥

ভাষ্যানুবাদ—সংযোগস্বরূপ-নির্ণয়েচ্ছায় এই সূত্র প্রবর্তিত হইয়াছে—

২৩। সংযোগ স্বশক্তির ও স্বামিশক্তির স্বরূপ-উপলব্ধির হেতু অর্থাৎ যাদৃশ সংযোগ হইতে দ্রষ্টার ও দৃশ্যের উপলব্ধি হয়, সেই সংযোগবিশেষই এই সংযোগ (১)॥ সূ

পুরুষ স্বামী—'স্ব'-ভূত দৃশ্যের সহিত দর্শনার্থ সংযুক্ত আছেন। সেই সংযোগ হইতে যে দৃশ্যের উপলব্ধি, তাহা ভোগ, আর যে দ্রষ্টার স্বরূপোপলব্ধি, তাহা অপবর্গ। সংযোগ দর্শন-কার্যাবসান, তজ্জন্য সেই দর্শন (বিবেক) বিয়োগের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দর্শন অদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী। অদর্শন সংযোগের নিমিত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখানে দর্শন মোক্ষের (সাক্ষাৎ) কারণ নহে। অদর্শনাভাব হইতেই বন্ধাভাব, তাহাই মোক্ষ। দর্শন হইতে বন্ধকারণ অদর্শনের নাশ হয়, এইহেতু দর্শনজ্ঞান কৈবল্য-কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২)।

এই অদর্শন কি (৩)? ইহা কি গুণসকলের অধিকার (কার্য-জনন-সামর্থ্য)?—১। অথবা দৃশিরূপ স্বামীর নিকট শব্দাদিরূপ ও বিবেকরূপ বিষয় যদ্দ্বারা দর্শিত হয়, এইরূপ যে প্রধান চিত্ত, তাহার অনুৎপাদ অর্থাৎ নিজেতে দৃশ্য (শব্দাদি ও বিবেক) বর্তমান থাকিলেও দর্শনাভাব?—২। অথবা তাহা কি গুণসকলের অর্থবত্তা?—৩। অথবা স্বচিত্তের সহিত (প্রলয়কালে) নিরুদ্ধা অবিদ্যাই পুনশ্চ স্বচিত্তের উৎপত্তি-বীজ?—৪। অথবা স্থিতি-সংস্কারক্ষয়ে গতি-সংস্কারের অভিব্যক্তি? এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, "প্রধান স্থিতিতেই বর্তমান থাকিলে বিকার না করাতে অপ্রধান হইবে, সেইরূপ গতিতেই বর্তমান থাকিলে বিকার-নিত্যত্ব-হেতু অপ্রধান হইবে। স্থিতি এবং গতি এই উভয় প্রকারে ইহার প্রবৃত্তি থাকিলেই প্রধানরূপে ব্যবহার লাভ করে, অন্য প্রকারে করে না। অপরাপর যে কারণ কল্পিত হয়, তাহাতেও এইরূপ বিচার (প্রযোক্তব্য)"—৫। কেহ কেহ বলেন, দর্শন-শক্তিই অদর্শন; "প্রধানের আত্মখ্যাপনার্থ প্রবৃত্তি" এই শ্রুতিই তাঁহাদের প্রমাণ। সর্ববোধ্য-বোধ-সমর্থ পুরুষ প্রবৃত্তির পূর্বে দর্শন করেন না, সর্ব কার্যকরণ-সমর্থ-দৃশ্যকে তখন দেখেন না—৬। উভয়েরই ধর্ম অদর্শন, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইহাতে (এই মতে) দৃশ্যের স্বাত্মভূত হইলেও পুরুষপ্রত্যয়াপেক্ষ দর্শন দৃশ্য-ধর্ম হয়, সেইরূপ পুরুষের অনাত্মভূত হইলেও দৃশ্য-প্রত্যয়াপেক্ষ দর্শন পুরুষধর্মরূপে অবভাসিত হয়—৭। কেহ কেহ দর্শন-জ্ঞানকেই অদর্শন বলিয়া অভিহিত করেন—৮। এই সকল শাস্ত্রগত মতভেদ। অদর্শন বিষয়ে, এইরূপ বহু বিকল্প থাকিলেও ইহা সর্বসম্মত যে, "সর্ব পুরুষের সহিত গুণের যে পুরুষার্থ-হেতু-সংযোগ, তাহাই সামান্যতঃ অদর্শন" (৪)।

টীকা। ২৩।(১) সংযোগ হেতু-স্বরূপ, তাহার ফল স্ব-স্বরূপ দৃশ্যের এবং স্বামি-স্বরূপ পুরুষের উপলব্ধি। পুংপ্রকৃতির সংযোগই জ্ঞান, সেই জ্ঞান দ্বিবিধ—ভ্রান্তি-জ্ঞান বা ভোগ এবং সম্যক্ জ্ঞান বা অপবর্গ। অতএব সংযোগ হইতে ভোগ ও অপবর্গ হয়, অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গরূপ জ্ঞানদ্বয়ই পুংপ্রকৃতির সংযুক্তাবস্থা। অপবর্গ সিদ্ধ হইলে পুংপ্রকৃতির বিয়োগ হয়।

২৩।(২) বুদ্ধিতত্ত্বকে সাক্ষাৎকারপূর্বক তৎপরস্থ পুরুষতত্ত্বে স্থিতি করিবার জন্য একবার বুদ্ধি নিরোধ করিতে পারিলে পরে যখন সংস্কারবশে বুদ্ধি পুনরুত্থিত হয়, তখন 'পুরুষ বুদ্ধির পর বা পৃথক্ তত্ত্ব' এইরূপ যে খ্যাতি বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাই দর্শন বা প্রকৃত বিবেকখ্যাতি। তাহা

নিরুদ্ধবুদ্ধির (যাহাতে পুরুষ-স্থিতি হয়) সংস্কারবিশেষের স্মৃতিমূলক খ্যাতি, অতএব তাদৃশ খ্যাতির একমাত্র ফল বুদ্ধিনিরোধ বা পুংপ্রকৃতির বিযোগ। বুদ্ধির ভোগরূপ ব্যুত্থানই অদর্শন, সুতরাং বিবেক-দর্শনের দ্বারা ভোগ নিবৃত্ত হইলে অদর্শন বা বিপরীত দর্শনও (বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্ হইলেও তাহাদের একত্বদর্শন) নিবৃত্ত হয়। তাহাই দৃশ্য-নিবৃত্তি বা পুরুষের কৈবল্য। অতএব বিবেকজ্ঞান পরম্পরাক্রমে কৈবল্যের কারণ।

২৩। (৩) অদর্শন সম্বন্ধে অষ্ট প্রকার বিভিন্ন মত শাস্ত্রকারদের দ্বারা উক্ত হয়। ভাষ্যকার তাহা সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন। ঐ লক্ষণসকল ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে গৃহীত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে চতুর্থ বিকল্পই সম্যক্ গ্রাহ্য। সেই অষ্ট প্রকার মত ব্যাখ্যাত হইতেছে।

১ম। গুণের অধিকারই অদর্শন। অধিকার অর্থে কার্যারম্ভণ-সামর্থ্য বা ব্যক্ত পরিণাম-যোগ্যতা। গুণসকল সক্রিয় থাকিলেই তখন অদর্শন থাকে, এই লক্ষণে এতাবন্মাত্র সত্য আছে। 'দেহের তাপ থাকাই জ্বর' এইরূপ লক্ষণের ন্যায় ইহা সদোষ।

২য়। প্রধান চিত্তের অনুৎপাদই অদর্শন। দৃশিরূপ স্বামীর নিকট যে চিত্ত ভোগ্য বিষয় ও বিবেক বিষয় দর্শন করাইয়া নিবৃত্ত হয়, তাহাই প্রধান চিত্ত। ভোগ্য বিষয়ের পার-দর্শন (বৈরাগ্যের দ্বারা) ও বিবেক-দর্শন হইলেই চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সেই দর্শনযুক্ত চিত্তই প্রধান চিত্ত। চিত্তেই ভোগ্য-দর্শন ও বিবেক-দর্শন এই উভয়েরই বীজ আছে, সেই বীজ সম্যক্ প্রকাশ না হওয়াই এই মতে অদর্শন। এই লক্ষণও সম্পূর্ণ নহে। 'সুস্থ না থাকাই রোগ' ইহার ন্যায় এই লক্ষণ কতক সত্য।

৩য়। গুণের অর্থবত্তাই অদর্শন। অর্থবত্তা অর্থাৎ গুণের অব্যপদেশ্য কার্যজননশীলতা। সৎকার্যবাদে কার্য ও কারণ সৎ, যাহা হইবে, তাহা বর্তমানে অব্যপদেশ্যরূপে আছে। ভোগ ও অপবর্গরূপ অর্থ সেইরূপ অব্যপদেশ্যভাবে থাকাই গুণের অর্থবত্তা। সেই অর্থবত্তাই অদর্শন। ইহাও কতক সত্য লক্ষণ। অর্থবত্তা ও অদর্শন অবিনাভাবী বটে, কিন্তু অবিনাভাবিত্বের উল্লেখমাত্রই সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে। রূপ কি ?—যাহা বিস্তৃত। বিস্তার এবং রূপজ্ঞান অবিনাভাবী হইলেও যেমন উহার উল্লেখমাত্র রূপের লক্ষণ নহে, তদ্রূপ।

৪র্থ। অবিদ্যাসংস্কারই সংযোগহেতু অদর্শন। অবিদ্যামূলক কোন বৃত্তি হইলে তৎপরের বৃত্তিও অবিদ্যামূলক হইবে, ইহা অনুভূত হয়, অতএব অবিদ্যামূলক সংস্কার যে বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ ঘটায়, তাহা সিদ্ধ হইল। পূর্বানুক্রমে দেখিলে প্রলয়কালে যে চিত্ত অবিদ্যাবাসিত হইয়া লীন হয়, তাহাই সর্গকালে সাবিদ্য হইয়া উত্থিত হয় এবং বুদ্ধিপুরুষের সংযোগ ঘটায়। এই মত অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে। ইহাই বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগকে (সুতরাং সংযোগের সহভাবী অদর্শনকেও) বুঝাইতে সক্ষম।

৫ম। প্রধানের গতি বা বৈষম্য-পরিণাম এবং স্থিতি বা সাম্য-পরিণাম আছে। কারণ, গতি একমাত্র স্বভাব হইলে বিকারনিত্যতা হয় এবং স্থিতিমাত্র-স্বভাব হইলে বিকার ঘটে না, প্রধানের এই দুই স্বভাবের মধ্যে স্থিতি-সংস্কার ক্ষয়ে গতি-সংস্কারের অভিব্যক্তিই (অর্থাৎ তৎসহভূ বিষয়জ্ঞানই) অদর্শন, ইহা পঞ্চম কল্প। ইহাতে মূল কারণের স্বভাবমাত্র বলা হইল। সনিমিত্ত কার্যরূপ সংযোগের নিমিত্তভূত পদার্থ ব্যাখ্যাত হইল না। ঘট কি ? পরিণামশীল মৃত্তিকার পরিণামবিশেষই ঘট—মাত্র এইরূপ বলিলে যেমন ঘট সম্যক্ লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ।

৬ষ্ঠ। দর্শন-শক্তিই অদর্শন। প্রধানের প্রবৃত্তি হইলে সমস্ত বিষয় দৃষ্ট হয়, অতএব প্রধান-

প্রবৃত্তির যে শক্তিরূপ অবস্থা, তাহাই অদর্শন। অদর্শন এক প্রকার দর্শন, সেই দর্শন প্রধানাশ্রিত ও প্রধান-প্রবৃত্তির হেতুভূত শক্তি। অদর্শন কার্য বা চিত্তধর্ম, তাহার লক্ষণে মূলা শক্তির উল্লেখ করিলে তাহা তত বোধগম্য হয় না। যেমন 'সূর্যালোক-জাত শস্য তণ্ডুল' বলিলেই তণ্ডুল সম্যক্ লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ।

৭ম। দৃশ্য ও পুরুষ উভয়েরই ধর্ম অদর্শন। অদর্শন জ্ঞান-শক্তিবিশেষ। জ্ঞান দৃশ্যগত হইলেও পুরুষ-সাপেক্ষ, সুতরাং তাহা পুরুষগত না হইলেও পুরুষধর্মের মত অবভাসিত হয়। পুরুষের অপেক্ষা আছে বলিয়া জ্ঞান (শব্দাদি ও বিবেক-জ্ঞান) দৃশ্য এবং পুরুষ ইহাদের উভয়ের ধর্ম। 'সূর্যসাপেক্ষ জ্ঞানই দৃষ্টি' ইহা যেমন দৃষ্টির যথার্থ লক্ষণ নহে, সেইরূপ অপেক্ষত্বমাত্র বলিলে দ্রব্য লক্ষিত হয় না।

৮ম। বিবেকজ্ঞান ছাড়া যে শব্দাদি বিষয়জ্ঞান তাহাই অদর্শন। আর, তাহাই পুংপ্রকৃতির সংযোগাবস্থা।

সাংখ্যশাস্ত্রে এই অষ্ট প্রকার মত অদর্শন সম্বন্ধে দেখা যায়। অদর্শন = নঞ্ + দর্শন। নঞ্ শব্দের ছয় প্রকার অর্থ আছে, যথা : ১) অভাব বা নিষেধমাত্র, যেমন অপাপ, ২) সাদৃশ্য, যেমন অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণসদৃশ; ৩) অন্যত্ব, যেমন অমিত্র বা মিত্রভিন্ন শত্রু; ৪) অল্পতা, যেমন অনুদরী কন্যা অর্থাৎ অল্পোদরী, ৫) অপ্রাশস্ত্য, যেমন অকেশী অর্থাৎ অপ্রশস্তকেশী; ৬) বিরোধ, যেমন অসুর বা সুর-বিরোধী।

ইহার মধ্যে অভাব অর্থ ছাড়া অন্য সব অর্থ আর এক ভাবপদার্থের স্পষ্ট দ্যোতক, যেমন অমিত্র অর্থে শত্রু। নিষেধমাত্র বুঝাইলে তাহাকে প্রসজ্য-প্রতিষেধ বলে, আর ভাবান্তর বুঝাইলে তাহাকে পর্যুদাস বলে। উক্ত অষ্ট প্রকার মতের মধ্যে কেবল দ্বিতীয় মতটি প্রসজ্যপ্রতিষেধ, কারণ, তাহাতে উৎপত্তির অভাবমাত্র বুঝায়। অন্য সব মত পর্যুদাসপক্ষে গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ অদর্শন-শব্দের নঞ্ ভাবার্থে গৃহীত হইয়াছে।

২৩। (৪) উক্ত মতসমূহ (চতুর্থ ব্যতীত) প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগমাত্রকে বুঝায়। সেই সংযোগ স্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে কখনও বিয়োগ হইত না, কিন্তু তাহা নৈমিত্তিক। অতএব সেই নিমিত্তের উল্লেখই সংযোগের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা। অবিদ্যাই সেই নিমিত্ত, যাহা হইতে সংযোগ হয়।

বস্তুতঃ 'গুণের সহিত পুরুষের সংযোগ' ইহা সামান্য অর্থাৎ সব লক্ষণেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। যখনই সংযোগ হয়, তখনই গুণবিকার দেখা যায়। সর্গকালে ব্যক্তরূপ ও প্রলয়কালে সংস্কাররূপ গুণবিকারের সহিত পুরুষের সংযোগ সিদ্ধ হয়। অতএব সংযোগ প্রকৃতপক্ষে স্ব-স্বরূপ বুদ্ধি ও প্রত্যক্ চেতনের (প্রতিপুরুষের) সংযোগ, সেই সংযোগ অবিদ্যা হইতে হয়। অতএব চতুর্থ বিকল্পে যে অবিদ্যাকে সংযোগের কারণভূত অদর্শন বলা হইয়াছে, তাহা সম্যক্ লক্ষণ। সূত্রকার তাহাই বলিয়াছেন।

ভাষ্যম্। যস্তু প্রত্যক্‌চেতনস্য স্ববুদ্ধিসংযোগঃ,—

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

বিপর্যয়জ্ঞানবাসনেত্যর্থঃ। বিপর্যয়জ্ঞানবাসনাবাসিতা ন কার্যনিষ্ঠাং পুরুষখ্যাতিং বুদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি সাধিকারা পুনরাবর্ততে। সা তু পুরুষখ্যাতিপর্যবসানা কার্যনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি চরিতাধিকারা নিবৃত্তাদর্শনা বন্ধকারণাভাবান্ন পুনরাবর্ততে। অত্র কশ্চিৎ ষণ্ডকোপাখ্যানেনোদ্‌ঘাটয়তি। মুগ্ধয়া ভার্যয়া অভিধীয়তে ষণ্ডকঃ, "আর্যপুত্র! অপত্যবতী মে ভগিনী কিমর্থং নাহমিতি"। স তামাহ "মৃতস্তেঽহমপত্যমুৎপাদয়িষ্যামীতি", তথেদং বিদ্যমানং জ্ঞানং চিত্তনিবৃত্তিং ন করোতি বিনষ্টং করিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা। তত্রাচার্যদেশীয়ো বক্তি নন্বু বুদ্ধিনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, অদর্শনকারণাভাবাদ্ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ, তচ্চাদর্শনং বন্ধকারণং দর্শনান্নিবর্ততে। তত্র চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ কিমর্থমস্থান এবাস্য মতিবিভ্রমঃ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রত্যক্‌চেতনের সহিত যে স্ব-স্বরূপ বুদ্ধির সংযোগ—

২৪। তাহার হেতু অবিদ্যা (১) ॥ সূ

অর্থাৎ বিপর্যয়জ্ঞান-বাসনা। বিপর্যয়জ্ঞান-বাসনা-বাসিতা বুদ্ধি পুরুষখ্যাতিরূপ কার্যনিষ্ঠার অর্থাৎ কর্তব্যতার (চেষ্টার) শেষ প্রাপ্ত হয় না, অতএব সাধিকারহেতু পুনরাবর্তন করে। আর পুরুষখ্যাতি পর্যবসিত হইলে সেই বুদ্ধি কার্যসমাপ্তি প্রাপ্ত হয়। তখন চরিতাধিকারা, অদর্শনশূন্যা বুদ্ধি, বন্ধকারণাভাবহেতু আর পুনরায় আবর্তন করে না (২)। এ বিষয়ে কেহ (বিপক্ষবাদী নিম্নোক্ত) ষণ্ডকোপাখ্যানের দ্বারা উপহাস করেন। এক ক্লীবের মুগ্ধা ভার্যা তাহাকে বলিতেছে, "আর্যপুত্র। আমার ভগিনী অপত্যবতী, কি জন্য আমি নহি?" ক্লীব ভার্যাকে বলিল, "মৃত হইয়া (আসিয়া) আমি তোমার পুত্র উৎপাদন করিব।" সেইরূপ, এই বিদ্যমান জ্ঞানই যখন চিত্তনিবৃত্তি করে না, তখন যে তাহা বিনষ্ট হইয়া করিবে, তাহাতে কি প্রত্যাশা আছে? ইহার উত্তরে কোন আচার্যকল্প ব্যক্তি বলেন, "বুদ্ধিনিবৃত্তিই মোক্ষ, অদর্শনরূপ কারণ অপগত হইলে বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়। সেই বন্ধকারণ অদর্শন, দর্শন হইতে নিবর্তিত হয়।" ফলতঃ চিত্তনিবৃত্তিই মোক্ষ, অতএব উক্ত বিপক্ষবাদীর অনবসর মতিবিভ্রম ব্যর্থ।

টীকা। ২৪। (১) প্রত্যক্‌চেতন শব্দের বিস্তৃত অর্থ ১।২৯ সূত্রের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য, প্রতিপুরুষরূপ এক একটি চিৎই প্রত্যক্‌চেতন।

অবিদ্যা অর্থে বিপর্যয়জ্ঞান-বাসনা। বিপর্যয় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান। অনাত্মে আত্মজ্ঞান আদি অবিদ্যালক্ষণে কথিত বিপর্যয়জ্ঞান স্মর্তব্য। সামান্যতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদজ্ঞানই বন্ধকারণ বিপর্যয়জ্ঞান, সেই জ্ঞানের বাসনাই মূলতঃ সংযোগের কারণ। সংযোগ অনাদি, সুতরাং এমন কাল ছিল না যখন সংযোগ ছিল না। অতএব সংযোগের আদি প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার কারণ নির্ণেয় নহে। কিন্তু বিয়োগ দেখিয়াই সংযোগের কারণ নির্ণেয়। একটু খনিজ মনঃশিলা পাইলাম, তাহার উৎপত্তি দেখি নাই, কিন্তু তাহাকে বিশ্লেষ করিয়া জানিলাম যে তাহা গন্ধক ও শঙ্খধাতু (আর্সেনিক)। সংযোগসম্বন্ধেও সেইরূপ। বিবেকজ্ঞান হইলে বুদ্ধি নিরুদ্ধ হয় বা বুদ্ধি-পুরুষের বিয়োগ হয়, অতএব

বিবেকজ্ঞানের বিরোধী যে অবিবেক বা অবিদ্যা, তাহাই সংযোগের কারণ। ভাষ্যকার এইরূপই দেখাইয়াছেন।

বিপর্যয়জ্ঞান-বাসনা যতদিন থাকে, ততদিন বিয়োগ হয় না। সম্যক্ পুরুষখ্যাতি হইলেই চিত্তের কার্য শেষ হয় বা বিয়োগ হয়. অতএব পুরুষখ্যাতির বিপরীত যে বিপর্যয়জ্ঞান, তাহাই সংযোগের কারণ। পূর্বসংস্কারকে হেতু করিয়াই বর্তমান বিপর্যয়জ্ঞান উদিত হয়। পূর্ব পূর্ব ক্রমে সংস্কার অনাদি। অতএব অনাদি-বিপর্যয়সংস্কার বা অনাদি-বিপর্যয়জ্ঞানবাসনাই সংযোগের হেতু।

২৪। (২) কৈবল্যাবস্থায় দর্শন ও অদর্শন সমস্তই নিবৃত্ত হয়। দর্শন ও অদর্শন পরস্পর-সাপেক্ষ। মিথ্যা-জ্ঞান থাকিলে তবে চিত্তে সত্যজ্ঞানরূপ পরিণাম হয়। 'বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্' সমাহিত চিত্তের এইরূপ সাক্ষাৎকার (বিবেকজ্ঞান)-কালে 'বুদ্ধি' পদার্থের জ্ঞান থাকা চাই। সেই জ্ঞান (আমার বুদ্ধি আছে বা ছিল এইরূপ) বিপর্যয়মূলক। বুদ্ধিপদার্থের তাদৃশ জ্ঞান থাকিলে চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধরূপ কৈবল্য হয় না। অতএব কৈবল্যে বিবেক-অবিবেক কিছুই থাকে না। অবিবেক বিবেকের দ্বারা নষ্ট হয়. তাহা হইলেই চিত্তনিরোধ বা বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়।

অবিদ্যা. অস্মিতা রাগ আদি ক্লেশসকল বিবেকের ও তন্মূলক পরবৈরাগ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। 'শরীরাদি সমস্তই আমি নহি এবং শরীরাদি হইতে কিছু চাই না' এইরূপ সমাপত্তি হইলে আর্চিত্ত সমস্ত বৃত্তি যে স্পন্দনশূন্য বা নিরুদ্ধ হইবে তাহা স্পষ্ট। অতএব বিবেকের দ্বারা অবিবেক নষ্ট হয়, অবিবেক নষ্ট হইলে চিত্তনিবৃত্তি হয়। বিবেক অগ্নির ন্যায় স্বাশ্রয়ের নাশক।

ভাষ্যম্। হেয়ং দুঃখং হেয়কারণঞ্চ সংযোগাখ্যং সনিমিত্তমুক্তম্ অতঃপরং হানং বক্তব্যম্—

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

তস্যাদর্শনস্যাভাবাদ্ বুদ্ধিপুরুষসংযোগাভাবঃ আত্যন্তিকো বন্ধনোপরম ইত্যর্থঃ এতদ্ হানম্। তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ পুরুষস্যামিশ্রীভাবঃ, পুনরসংযোগো গুণৈরিত্যর্থঃ। দুঃখকারণনিবৃত্তৌ দুঃখোপরমো হানং তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষ ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—হেয়-দুঃখ এবং সংযোগাখ্য হেয়-কারণ এবং সংযোগের কারণও উক্ত হইয়াছে। অতঃপর হান বক্তব্য—

২৫। তাহার (অবিদ্যার) অভাব হইতে যে সংযোগাভাব হয় তাহাই হান, আর তাহাই দ্রষ্টার কৈবল্য ॥ সূ

তাহার অর্থাৎ অদর্শনের অভাব হইলে বুদ্ধিপুরুষের সংযোগাভাব বা বন্ধনের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়, ইহা হান ; ইহাই দৃশির কৈবল্য অর্থাৎ পুরুষের অমিশ্রীভাব ও গুণের সহিত পুনরায় অসংযোগ। দুঃখকারণ-নিবৃত্তি হইলে যে দুঃখনিবৃত্তি তাহাই হান। সে অবস্থায় পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকেন, ইহা বর্ণিত হইল (১)।

টীকা। ২৫।(১) দ্রষ্টার কৈবল্য অর্থে কেবল দ্রষ্টা থাকেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ থাকিলে কেবল দ্রষ্টা আছেন বলা যায় না। সংশয় হইতে পারে, কৈবল্য ও অকৈবল্য কি দ্রষ্টৃগত ভেদভাব ?—না, তাহা নহে। বুদ্ধিরই নিরোধরূপ পরিণাম হয় বা অদৃশ্যপথপ্রাপ্তি হয়, দ্রষ্টার তাহাতে কিছুই হয় না বা হইতে পারে না। এ বিষয় এই পাদের ২০ সূত্রের ২য় টিপ্পনীতে বিবৃত হইয়াছে। পুরুষের কৈবল্য—ইহা যথার্থ কথা, কিন্তু পুরুষের মুক্তি—ইহা ঔপচারিক কথা।

ভাষ্যম্। অথ হানস্য কঃ প্রাপ্ত্যুপায় ইতি—

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ো বিবেকখ্যাতিঃ, সা ত্বনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানা প্লবতে। যদা মিথ্যাজ্ঞানং দগ্ধবীজভাবং বন্ধ্যাপ্রসবং সম্পদ্যতে তদা বিধূতক্লেশরজসঃ সত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্তমানস্য বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহো নির্মলো ভবতি। সা বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানস্যোপায়ঃ, ততো মিথ্যাজ্ঞানস্য দগ্ধবীজভাবোপগমঃ পুনশ্চাপ্রসবঃ। ইত্যেষ মোক্ষস্য মার্গো হানস্যোপায় ইতি ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—হান-প্রাপ্তির উপায় কি ?—

২৬। অবিপ্লবা বা অভগ্না যে বিবেকখ্যাতি তাহাই হানের উপায়॥ সূ

বুদ্ধির ও পুরুষের অন্যতা (ভেদ)-প্রত্যয়ই বিবেকখ্যাতি, তাহা অনিবৃত্ত মিথ্যা-জ্ঞানের দ্বারা ভগ্ন হয় (১)। যখন মিথ্যা-জ্ঞান দগ্ধবীজভাব ও প্রসবশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন বিধূতক্লেশ-মল বুদ্ধিসত্ত্বের বিলক্ষণতা বা সম্যক্ নির্মলতা হইলে বশীকার-সংজ্ঞারূপ পরাবস্থায় বর্তমান যোগীর বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহ নির্মল হয়। সেই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি হানের উপায়। তাহা হইতে (বিবেকখ্যাতি হইতে) মিথ্যা-জ্ঞানের দগ্ধবীজভাবগমন ও পুনঃ প্রসবশূন্যতা হয়। ইহা মোক্ষের মার্গ বা হানের উপায়।

টীকা। ২৬।(১) বিবেক পূর্বে বহুস্থলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবেক অর্থে বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ। তদ্বিষয়ক যে খ্যাতি বা প্রবল জ্ঞান বা প্রধান জ্ঞান অর্থাৎ মনের প্রখ্যাতভাব, তাহাই বিবেকখ্যাতি।

প্রথমে বিবেকজ্ঞান শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিয়া হয়, তৎপরে যুক্তির দ্বারা মনন করিয়া দৃঢ়তর ও স্ফুটতর হয়। যোগাঙ্গানুষ্ঠান করিতে করিতে তাহা ক্রমশঃ প্রস্ফুট হইতে থাকে। সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাপত্তির দ্বারা দৃশ্য-বিষয়ক মিথ্যা-জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা যখন নিবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে মিথ্যা-জ্ঞানের দগ্ধবীজাবস্থা বলে, তাহা হইলে এবং দৃষ্টাদৃষ্ট-বিষয়ক রাগ সম্যক্ নিবৃত্ত হইলে, সমাধি-নির্মল বিবেকজ্ঞানের খ্যাতি হয়। সেই বিবেকখ্যাতি অবিপ্লবা বা মিথ্যা-জ্ঞানের দ্বারা অভগ্না হইলেই তদ্দ্বারা হান বা দৃশ্যের সম্যক্ ত্যাগ সিদ্ধ হয়। বিবেকখ্যাতিকালে মিথ্যা-জ্ঞান দগ্ধবীজবৎ হয়।

হান সিদ্ধ হইলে সেই দগ্ধবীজকল্প বিপর্যয় ও বিবেকজ্ঞান উভয়ই বিলীন হয়, তাহাই কৈবল্য। বিবেকখ্যাতির দ্বারা কিরূপে বুদ্ধি-নিবৃত্তি হয়, তাহা আগামী সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্। তস্যেতি প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ প্রত্যাম্নায়ঃ, সপ্তধেতি। অশুদ্ধ্যাবরণ-মলাপগমাচ্চিত্তস্য প্রত্যয়ান্তরানুৎপাদে সতি সপ্তপ্রকারৈব প্রজ্ঞা বিবেকিনো ভবতি, তদ্ যথা—পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়মস্তি—১। ক্ষীণা হেয়হেতবো ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যমস্তি—২। সাক্ষাৎকৃতং নিরোধসমাধিনা হানম্—৩। ভাবিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ—৪। ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্যা বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী—চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ—৫। গুণা গিরিশিখরকূটচ্যুতা ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ সহ তেনাস্তং গচ্ছন্তি, ন চৈষাং বিপ্রলীনানাং পুনরস্ত্যুৎপাদঃ প্রয়োজনাভাবাদিতি—৬। এতস্যামবস্থায়াং গুণসম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপ-মাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী পুরুষ ইতি—৭। এতাং সপ্তবিধাং প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞামনুপশ্যন্ পুরুষঃ কুশল ইত্যাখ্যায়তে, প্রতিপ্রসবেঽপি চিত্তস্য মুক্তঃ কুশল ইত্যেব ভবতি গুণাতীতত্বাদিতি ॥ ২৭ ॥

২৭। তাহার (বিবেকখ্যাতিমান্ যোগীর) সপ্ত প্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা হয় (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—'তস্য' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে বিবেকখ্যাতিযুক্ত যোগীর সম্বন্ধে ইহা কথিত হইয়াছে। অশুদ্ধিরূপ চিত্তের আবরণ-মল অপগত হওয়ার পর প্রত্যয়ান্তর উৎপন্ন না হইলে বিবেকীর সপ্ত প্রকার প্রজ্ঞা হয়। তাহা যথা—হেয়সকল পরিজ্ঞাত হইয়াছে, আর এ বিষয়ে অন্য পরিজ্ঞেয় নাই—১। হেয়হেতুসকল ক্ষীণ হইয়াছে, আর তাহাদের ক্ষীণকর্তব্যতা নাই—২। নিরোধ সমাধির দ্বারা হান সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে—৩। বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায় ভাবিত হইয়াছে—৪। প্রজ্ঞার এই চতুর্বিধ কার্যবিমুক্তি, আর তাহার চিত্তবিমুক্তি তিন প্রকার। তাহারা যথা—বুদ্ধি চরিতাধিকারা হইয়াছে—৫। গুণসকল গিরিশিখরচ্যুত উপলখণ্ডের ন্যায় নিরবস্থান হইয়া স্বকারণে প্রলয়াভিমুখ হইয়াছে এবং সেই কারণের সহিত বিলীন হইতেছে, এই বিপ্রলীন গুণসকলের পুনরায় প্রয়োজনাভাবে আর উৎপত্তি হইবে না—৬। এই অবস্থায় (সপ্তম ভূমিতে) পুরুষ গুণসম্বন্ধাতীত, স্বরূপমাত্রজ্যোতি, অমল ও কেবলী (প্রজ্ঞাতে এইরূপ মাত্র অবভাসিত হন)—৭। এই সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা অনুদর্শন করিলে পুরুষকে কুশল বলা যায়। চিত্ত প্রলীন হইলেও মুক্ত কুশল বলা যায়, কেননা তখন পুরুষ গুণাতীত হন।

টীকা। ২৭।(১) প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা=প্রজ্ঞার চরম অবস্থা। যাহার পর আর তদ্বিষয়ক

প্রজ্ঞা হইতে পারে না, যাহা হইলে তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞার সমাপ্তি বা নিবৃত্তি হয়, তাহাই প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। 'যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, আমার আর জ্ঞাতব্য নাই' এইরূপ খ্যাতি হইলে যে জ্ঞাননিবৃত্তি হইবে, তাহা স্পষ্ট।

প্রথম প্রজ্ঞাতে বিষয়ের দুঃখময়ত্বের সম্যক্ জ্ঞান হইয়া বিষয়াভিমুখ হইতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয় প্রজ্ঞাতে ক্লেশ ক্ষয় (লয় নহে) করার চেষ্টা সম্যক্ সফল হওয়ায় এইরূপ খ্যাতি হয় যে—আমার আর তদ্বিষয়ে কর্তব্যতা নাই। এইরূপে সংযম-চেষ্টার নিবৃত্তি হয়।

তৃতীয় প্রজ্ঞার দ্বারা চরমগতি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়, কারণ, তখন তাহা সাক্ষাৎকৃত হয়। ইহাতে আধ্যাত্মিক গতির বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়। একবার নিরোধ সমাধি করিয়া হান উপলব্ধ হইলে পরে যোগীর তদনুস্মৃতিপূর্বক এইরূপ সম্প্রজ্ঞান হয়।

চতুর্থ প্রজ্ঞা—হানোপায় লাভ হওয়াতে চিত্তে আর যোগধর্মের কোন ভাবনীয়তা থাকে না। ইহাতে কুশল-ধর্মোৎপাদনের চেষ্টা নিবৃত্ত হয়। এই চারি প্রকার প্রজ্ঞার নাম কার্যবিমুক্তি। চেষ্টার দ্বারা এই বিমুক্তি হয় বলিয়া, অর্থাৎ অন্য কথায় সাধনকার্য ইহার দ্বারা পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া, ইহার নাম কার্যবিমুক্তি। অবশিষ্ট তিন প্রকার প্রান্তভূমির নাম চিত্তবিমুক্তি (চিত্ত হইতে বিমুক্তি)। কার্যবিমুক্তি হইলে এই তিন প্রকার প্রজ্ঞা স্বতঃই উদিত হইয়া চিত্তকে নিবৃত্ত করে। তাহাই পর-বৈরাগ্যরূপ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। তাহাই অগ্র্যা বুদ্ধি। বুদ্ধি-ব্যাপারের তাহা প্রান্ত বা সীমান্ত-রেখা, তৎপরে কৈবল্য। সেই তিন প্রান্ত-প্রজ্ঞা যথা—

পঞ্চম—বুদ্ধি চরিতাধিকারা হইয়াছে অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গ নিষ্পাদিত হইয়াছে। অপবর্গ লব্ধ হইলে ভোগ নিবৃত্ত হয়। ভোগ শেষ করার নামই অপবর্গ। 'বুদ্ধির দ্বারা আর কিছু অর্থ নাই' এইরূপ প্রজ্ঞা হইয়া বুদ্ধির ব্যাপারেতে বিরতি হয়।

ষষ্ঠ—বুদ্ধির স্পন্দন নিবৃত্ত হইবে এবং তাহা যে আর উঠিবে না এইরূপ জ্ঞান ষষ্ঠ প্রজ্ঞার স্বরূপ। তাহাতে সর্ব ক্লিষ্টাক্লিষ্ট সংস্কারের অপগমে চিত্তের যে শাশ্বতিক নিরোধ হইবে, তাহার স্ফুট প্রজ্ঞা হয়। পর্বতমস্তক হইতে বৃহৎ উপলখণ্ড নিম্নে পতিত হইলে, তাহা যেমন আর স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে না, সেইরূপ গুণসকলও পুরুষ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রয়োজনাভাবে আর সংযুক্ত হইবে না। এখানে গুণ অর্থে সুখ-দুঃখ-মোহরূপ বুদ্ধির গুণ, মৌলিক ত্রিগুণ নহে, কারণ, তাহারাই ত মূল, তাহারা আবার কিসে লীন হইবে ?

সপ্তম—এই প্রজ্ঞাবস্থায় পুরুষ যে গুণ-সম্বন্ধশূন্য, স্বপ্রকাশ, অমল ও কেবলী তাহা প্রখ্যাত হয়। এখানে গুণ অর্থে ত্রিগুণ। (ইহা কৈবল্য নহে, কিন্তু কৈবল্যবিষয়ক সর্বোত্তম প্রজ্ঞা। কৈবল্যে চিত্তের প্রতিপ্রসব বা লয় হয় ; সুতরাং তখন প্রজ্ঞানও লয় হয়)।

এই সপ্ত প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞার পর চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তখন শান্তোপাধিক পুরুষকে মুক্ত কুশল বলা যায়। ঐ প্রজ্ঞা-ভাবনাকালে পুরুষকে কুশল বলা যায়, তাহাই জীবন্মুক্তি অবস্থা। জীবনকালেও যখন দুঃখ-সংস্পর্শ ঘটে না, তখনই তাদৃশ যোগীকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। বিবেকখ্যাতির পর যখন লেশমাত্র সংস্কার থাকে এবং যোগী প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞার ভাবনা করেন, তখনই তিনি জীবন্মুক্ত। কারণ, তখন দুঃখকর বিষয় উপস্থিত হইলেও তিনি তদুপরি যাইয়া বিবেক-দর্শনে সমাপন্ন হইতে পারেন বলিয়া তাঁহার দুঃখ-সংস্পর্শ ঘটিতে পারে না ; সুতরাং তিনি জীবন্মুক্ত। নির্মাণচিত্তাবলম্বন করিয়া জীবিত থাকিলেও যোগী জীবন্মুক্ত। ফলতঃ মুক্ত বা দুঃখ-সংস্পর্শের অতীত হইয়াও জীবিত থাকিলে

অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিলেও শাশ্বতিক চিত্তনিরোধ করিয়া বিদেহ কৈবল্য আশ্রয় না করিলেই তাদৃশ যোগীকে জীবন্মুক্ত বলা যায়, "জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি" (৪।৩০)।

আধুনিক কোনও মতে যাহা জীবন্মুক্তি, যোগমতে তাহা শ্রুতানুমানজ প্রজ্ঞামাত্র। বিবেক-খ্যাতি সিদ্ধ হইলে তাদৃশ যোগী 'ভয়ে সন্ত্রস্ত' হন না বা 'দুঃখে বিলাপ' করেন না। আধুনিক জীবন্মুক্তের ভীত, সন্ত্রস্ত, শোকার্ত বা অন্য কিছু হইতে বা করিতে দোষ নাই; কেবল "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ বুঝিলেই হইল। যোগসিদ্ধ-জীবন্মুক্তের সহিত তাদৃশ 'জীবন্মুক্তের' যে স্বর্গ-মর্ত্য প্রভেদ, তাহা বলা বাহুল্য।

ভাষ্যম্। সিদ্ধা ভবতি বিবেকখ্যাতির্হানোপায়ঃ, ন চ সিদ্ধিরন্তরেণ সাধনমিত্যে-তদারভ্যতে—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

যোগাঙ্গানি অষ্টাবভিধায়িষ্যমাণানি, তেষামনুষ্ঠানাৎ পঞ্চপর্বণো বিপর্যয়স্যাশুদ্ধি-রূপস্য ক্ষয়ঃ নাশঃ। তৎক্ষয়ে সম্যগ্‌জ্ঞানস্যাভিব্যক্তিঃ। যথা যথা চ সাধনান্যনুষ্ঠীয়ন্তে তথা তথা তনুত্বমশুদ্ধিরাপদ্যতে। যথা যথা চ ক্ষীয়তে তথা তথা ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী জ্ঞানস্যাপি দীপ্তির্বিবর্ধতে, সা খল্বেষা বিবৃদ্ধিঃ প্রকর্ষমনুভবতি আ বিবেকখ্যাতেঃ—আ গুণপুরুষস্বরূপবিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানমশুদ্ধের্বিয়োগকারণং যথা পরশুশ্ছেদ্যস্য, বিবেকখ্যাতেস্তু প্রাপ্তিকারণং যথা ধর্মঃ সুখস্য, নান্যথা কারণম্।

কতি চৈতানি কারণানি শাস্ত্রে ভবন্তি, নবৈবেত্যাহ, তদ্ যথা—"উৎপত্তিস্থিত্যভি-ব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ। বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্" ইতি। তত্রো-ৎপত্তিকারণং—মনো ভবতি বিজ্ঞানস্য। স্থিতিকারণং—মনসঃ পুরুষার্থতা শরীরস্যেবাহার ইতি। অভিব্যক্তিকারণং যথা রূপস্যালোকস্তথা রূপজ্ঞানম্। বিকারকারণং—মনসো বিষয়ান্তরং যথাঽগ্নিঃ পাক্যস্য। প্রত্যয়কারণং—ধূমজ্ঞানমগ্নিজ্ঞানস্য। প্রাপ্তিকারণং—যোগাঙ্গানুষ্ঠানং বিবেকখ্যাতেঃ। বিয়োগকারণং—তদেবাশুদ্ধেঃ। অন্যত্বকারণং যথা সুবর্ণস্য সুবর্ণকারঃ। এবমেকস্য স্ত্রীপ্রত্যয়স্য অবিদ্যা মূঢ়ত্বে, দ্বেষো দুঃখত্বে, রাগঃ সুখত্বে, তত্ত্বজ্ঞানং মাধ্যস্থ্যে। ধৃতিকারণং—শরীরমিন্দ্রিয়াণাং তানি চ তস্য, মহাভূতানি শরীরাণাং তানি চ পরস্পরং সর্বেষাং, তৈর্যগ্যৌন-মানুষদৈবতানি চ পরস্পরার্থত্বাৎ। ইত্যেবং নব কারণানি। তানি চ যথাসম্ভবং পদার্থান্তরেষ্বপি যোজ্যানি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানন্তু দ্বিধৈব কারণত্বং লভত ইতি ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায় সিদ্ধ হইল অর্থাৎ উহা এক প্রকার সিদ্ধি, কিন্তু সাধনব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না, সেইহেতু ইহা (যোগসাধনের বিষয়) আরম্ভ করিতেছেন—

২৮। যোগাঙ্গানুষ্ঠান হইতে অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাকে (১)॥ সূ

যোগাঙ্গ = অভিধাস্যমান (যাহা অভিহিত হইবে) অষ্টসংখ্যক। তাহাদের অনুষ্ঠান হইতে পঞ্চপর্ব-বিপর্যয়রূপ অশুদ্ধির ক্ষয় বা নাশ হয়। তাহার ক্ষয়ে সম্যগ্‌জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। যেমন যেমন সাধনসকলের অনুষ্ঠান করা যায়, তেমন তেমন অশুদ্ধি তনুত্ব (ক্ষীণতা) প্রাপ্ত হয়। আর যেমন যেমন অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, তেমন তেমন ক্ষয়ক্রমানুসারিণী ('ভাস্বতী' দ্রষ্টব্য) জ্ঞানদীপ্তি বিবর্ধিতা হইতে থাকে। যতদিন না বিবেকখ্যাতি বা গুণের ও পুরুষের স্বরূপ-বিজ্ঞান হয়, ততদিন জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। যোগাঙ্গানুষ্ঠান অশুদ্ধির বিয়োগ-কারণ (২), যেমন পরশু ছেদ্য বস্তুর বিয়োগ-কারণ। আর তাহা বিবেকখ্যাতির প্রাপ্তি-কারণ; যেমন ধর্ম সুখের। তাহা (যোগাঙ্গানুষ্ঠান) অন্য কোন প্রকারে কারণ নহে।

কয় প্রকার কারণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে? নয় প্রকার কারণ কথিত হইয়াছে, তাহারা যথা— উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি, বিকার, প্রত্যয়, আপ্তি, বিয়োগ, অন্যত্ব ও ধৃতি এই নয় প্রকার কারণ স্মৃত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে, মন বিজ্ঞানের উৎপত্তি-কারণ। স্থিতি-কারণ, যথা—মনের পুরুষার্থতা অথবা যেমন শরীরের আহার। অভিব্যক্তি-কারণ, যথা—আলোক রূপের, তথা রূপজ্ঞান (অর্থাৎ রূপজ্ঞানও রূপের প্রতিসংবেদনের কারণ, তাহাতে 'আমি রূপ জানিলাম' এই প্রকার রূপ-বুদ্ধির প্রতিসংবেদন হয়)। বিকার-কারণ, যথা—মনের বিষয়ান্তর, অথবা যেমন পাক্যবস্তুর অগ্নি। প্রত্যয়-কারণ, যথা—ধূম-জ্ঞান অগ্নি-জ্ঞানের। প্রাপ্তি-কারণ, যথা—যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিবেকখ্যাতির, আর তাহাই অশুদ্ধির বিয়োগ-কারণ। অন্যত্ব-কারণ, যথা—স্বর্ণকার স্বর্ণের। তেমনি একই স্ত্রী-জ্ঞানের মূঢ়ত্ব, দুঃখত্ব, সুখত্ব ও মাধ্যস্থ্যরূপ অন্যত্বের কারণ যথাক্রমে অবিদ্যা, দ্বেষ, রাগ ও তত্ত্বজ্ঞান। শরীর ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয় শরীরের ধৃতি-কারণ, তেমনি মহাভূত শরীরসকলের, আর, তাহারা (মহাভূতেরা) পরস্পর পরস্পরের ধৃতি-কারণ। আর পশু, মনুষ্য এবং দেবতারাও পরস্পর পরস্পরের অর্থ বলিয়া ধৃতি-কারণ। এই নব কারণ। ইহারা যথাসম্ভব পদার্থান্তরেও যোজ্য। যোগাঙ্গানুষ্ঠান দুই প্রকারে কারণতা লাভ করে (বিয়োগ ও প্রাপ্তি)।

টীকা। ২৮।(১) ক্লেশসকল বা অবিদ্যাদি পঞ্চ প্রকার অজ্ঞান প্রবল থাকিলেও শ্রুতানুমানজনিত বিবেকজ্ঞান হয়। কিন্তু সেই সব অজ্ঞানসংস্কার সাধনের দ্বারা যত ক্ষীণ হইতে থাকে, তত বিবেকজ্ঞানের প্রস্ফুটতা হয়। পরে সমাধিলাভপূর্বক সম্প্রজ্ঞাত সমাপত্তিতে সিদ্ধ হইলে বিবেকের পূর্ণ খ্যাতি হয়। এইরূপে বিবেকজ্ঞানের স্ফুটতা হওয়ার নামই জ্ঞানদীপ্তি। 'বিষয়ে রাগ আনয়ন করা দুঃখের হেতু' ইহা জানিয়াও যাহারা তদর্জনে ও তদ্রক্ষণে যত্নবান্‌, তাহাদের এক রকম জ্ঞান। যাঁহারা উহা জানিয়া বিষয়ের সম্পর্কত্যাগে যত্নবান্‌, তাঁহাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞানের দীপ্তি বা স্ফুটতা হইতেছে। আর, যাঁহারা বিষয় ত্যাগ করিয়া পুনর্গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই 'বিষয় দুঃখময়' এই জ্ঞানের খ্যাতি বা প্রস্ফুটতা হইয়াছে বলিতে হইবে। বিবেকজ্ঞানসম্বন্ধেও তদ্রূপ।

২৮।(২) যম-নিয়ম আদি যোগাঙ্গ জ্ঞানরূপ বিবেকের কিরূপে কারণ হইতে পারে ভাষ্যকার সেই শঙ্কার উত্তরে দেখাইয়াছেন যে, যোগাঙ্গ অশুদ্ধির বিয়োগ-কারণ।

অবিদ্যাদি সমস্তই অজ্ঞান। যোগাঙ্গানুষ্ঠান অর্থে অবিদ্যাদির বশে কার্য না করা। তাহাতে (অবিদ্যাদিবশে কার্য না করাতে) অবিদ্যাদি ক্ষীণ হয় ও বিবেকজ্ঞানের দীপ্তি হয়। যেমন দ্বেষ

এক অজ্ঞানমূলক বৃত্তি, হিংসাই প্রধান দ্বেষ। অহিংসা করিলে সেই দ্বেষরূপ অজ্ঞানের কার্য রুদ্ধ হয়, তাহাতেই ক্রমশঃ তদ্দ্বারা বিবেকজ্ঞানের খ্যাতি হইতে পারে। সত্যের দ্বারা সেইরূপ লোভাদি নানা অজ্ঞান নষ্ট হয়। আসন-প্রাণায়ামের দ্বারা শরীর স্থির, নিশ্চল, বেদনাশূন্যবৎ হইলে 'আমি শরীরী' এই অবিদ্যার খ্যাতি হ্রাস পাইয়া 'আমি অশরীরী' এই বিদ্যাভাবনার আনুকূল্য হয়। এইরূপে যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিদ্যার কারণ। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তদ্দ্বারা অশুদ্ধিরূপ বিপর্যয়সংস্কার বিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই বিদ্যার খ্যাতি হয়।

অশুদ্ধি অর্থে শুধু অজ্ঞান নহে কিন্তু অজ্ঞানমূলক কর্ম এবং তাহার সঞ্চিত সংস্কার। যোগাঙ্গানুষ্ঠান অর্থে জ্ঞানমূলক কর্মের আচরণ। জ্ঞানমূলক কর্মের দ্বারা অজ্ঞানমূলক কর্ম নষ্ট হয়, তাহাতে জ্ঞানের প্রখ্যাতি হয়। জ্ঞানের খ্যাতি হইলে অজ্ঞান-নাশ হয়। অজ্ঞান সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে বুদ্ধিনিবৃত্তি বা কৈবল্য হয়। এইরূপেই যোগানুষ্ঠান কৈবল্যের হেতু।

অনেক স্থূলদর্শী লোক যোগের দ্বারা জ্ঞান হয়—ইহা শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠে। তাহারা বলে, অনুষ্ঠান জ্ঞানের কারণ নহে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমই জ্ঞানের কারণ। বস্তুতঃ একথা যোগীরাও অস্বীকার করেন না। যোগানুষ্ঠান কিরূপে জ্ঞানের কারণ তাহা উপরে দর্শিত হইল। ফলতঃ সমাধি পরম প্রত্যক্ষ, তৎপূর্বক যে বিচার হয় তাহাই বিবেকজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। আর, সাক্ষাৎকারী পুরুষের দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞান মোক্ষ-বিষয়ক বিশুদ্ধ আগম।

যোগানুষ্ঠান বিদ্যার কারণ। কারণ বলিলেই যে উপাদান-কারণমাত্র বুঝায় না, তাহা ভাষ্যকার সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন। বস্তুতঃ মোক্ষের কিছু উপাদান-কারণ নাই। বন্ধ অর্থে গুণ ও পুরুষের সংযোগ। বাহ্য দ্রব্যের সংযোগ যেমন একদেশাবস্থান, অবাহ্য পুংপ্রকৃতির সংযোগ সেইরূপ নহে, তাহাদের সংযোগ 'অবিবিক্ত-প্রত্যয়' মাত্র। সেই অবিবেক-প্রত্যয় বিবেকের দ্বারা নষ্ট হয়। যোগ অশুদ্ধির বিযোগ-কারণ ও বিবেকের প্রাপ্তি-কারণ। বিবেকের দ্বারা অবিবেকের নাশ হয়, এইরূপেই যোগ মোক্ষের কারণ। পরন্তু সংযোগের যেরূপ উপাদান-কারণ হইতে পারে না, বিয়োগেরও (দুঃখবিয়োগের বা মোক্ষের) সেইরূপ উপাদান নাই।

ভাষ্যম্। তত্র যোগাঙ্গান্যবধার্যন্তে—

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

যথাক্রমমেতেষামনুষ্ঠানং স্বরূপঞ্চ বক্ষ্যামঃ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এস্থলে যোগাঙ্গ অবধারিত (১) হইতেছে—

২৯। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট যোগাঙ্গ ॥ সু যথাক্রমে ইহাদের অনুষ্ঠান ও স্বরূপ (অগ্রে) বলিব।

টীকা। ২৯। (১) শাস্ত্রান্তরে যোগের ষড়ঙ্গ কথিত হইয়াছে বলিয়া বৃথা কেহ কেহ আপত্তি করেন। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাহাই যোগাঙ্গ করা যাউক না, এই অষ্টাঙ্গের অন্তর্গত সাধন

কাহারও অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই। মহাভারতেও আছে, "বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহুর্মনীষিণঃ" অর্থাৎ বেদে যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া মনীষিগণের দ্বারা কথিত হয়।

ভাষ্যম্। তত্র—

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

তত্রাহিংসা সর্বথা সর্বদা সর্বভূতানামনভিদ্রোহঃ। উত্তরে চ যমনিযমাস্তন্মূলাস্তৎসিদ্ধিপরতয়া তৎপ্রতিপাদনায় প্রতিপাদ্যন্তে, তদবদাতরূপকরণায়ৈবোপাদীয়ন্তে। তথা চোক্তং "স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎসতে তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্তমানস্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতীতি।" সত্যং যথার্থে বাঙ্মনসে, যথা দৃষ্টং যথানুমিতং যথা শ্রুতং তথা বাঙ্মনশ্চেতি। পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে বাগুক্তা সা যদি ন বঞ্চিতা ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা ভবেদিতি, এষা সর্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায়, যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপঘাতপরৈব স্যাৎ ন সত্যং ভবেৎ, পাপমেব ভবেৎ। তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিরূপকেণ কষ্টং তমঃ (কষ্টতমমিতি পাঠান্তরম্) প্রাপ্নুয়াৎ, তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ। স্তেয়ম্ অশাস্ত্রপূর্বকং দ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণম্, তৎপ্রতিষেধঃ পুনরস্পৃহারূপমস্তেযমিতি। ব্রহ্মচর্যং গুপ্তেন্দ্রিয়স্যোপস্থস্য সংযমঃ। বিষয়াণামর্জনরক্ষণক্ষয়সঙ্গহিংসাদোষদর্শনাদস্বীকরণমপরিগ্রহঃ। ইত্যেতে যমাঃ ॥ ৩০ ॥

৩০। ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে—

অহিংসা, সত্য, অস্তেয, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (এই পাঁচটি) যম ॥ সূ

ইহার ভিতর অহিংসা (১) সর্বথা (সর্ব প্রকারে), সর্বদা, সর্ব ভূতের অনভিদ্রোহ। সত্যাদি অন্য যম-নিযমসকল অহিংসামূলক। তাহারা অহিংসা-সিদ্ধির হেতু বলিয়া অহিংসাপ্রতিপাদনের নিমিত্তই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর, অহিংসাকে নির্মল করিবার জন্যই তাহারা (সত্যাদি) উপাদেয়। তথা (শাস্ত্রে) উক্ত হইয়াছে, "সেই ব্রহ্মবিৎ যে যে রূপে ব্রতসকলের অনুষ্ঠান করেন, সেই সেই রূপেই (ঐ ব্রতের দ্বারা) প্রমাদকৃত হিংসামূলক কর্ম হইতে নিবর্তমান হইয়া সেই অহিংসাকেই নির্মল করেন অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির সমস্ত ধর্মাচরণ অহিংসাকে নির্মল করে।" সত্য (২) যথাভূত অর্থযুক্ত বাক্য ও মন। যেরূপ দৃষ্ট, অনুমিত অথবা শ্রুত হইয়াছে, সেইরূপ বাক্য ও মন, অর্থাৎ কথন এবং চিন্তা। নিজজ্ঞান-সংক্রান্তিহেতু অপরকে বাক্য বলিলে সেই বাক্য যদি বঞ্চক বা ভ্রান্ত অথবা শ্রোতার নিকট অর্থশূন্য না হয় (তাহা হইলে সেই বাক্য সত্য)। কিন্তু সেই বাক্য সর্বভূতের উপঘাতক না হইয়া উপকারার্থ প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক; কারণ, বাক্য অভিধীয়মান হইলে যদি ভূতোপঘাতক হয়, তাহা হইলে তাহা সত্যরূপ পুণ্য হয় না, পাপই হয়। তাদৃশ পুণ্যবৎ-প্রতীয়মান,

পুণ্যসদৃশ বাক্যের দ্বারা দুঃখময় তমঃ বা নিরয় লাভ হয়, সেইহেতু বিচারপূর্বক সর্বভূতহিতজনক সত্য বাক্য বলিবে। স্তেয় (৩) অর্থে অশাস্ত্রপূর্বক (অবৈধরূপে) অপরের দ্রব্য গ্রহণ, অস্তেয়—অস্পৃহা-রূপ স্তেয়-প্রতিষেধ। ব্রহ্মচর্য—গুপ্তেন্দ্রিয় হইয়া উপস্থের সংযম (৪)। অর্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা, বিষয়ের এই পঞ্চবিধ দোষ দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ না করা (৫) অপরিগ্রহ। ইহারা যম।

টীকা। ৩০। (১) ভাষ্যকার অহিংসার সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়াছেন। "মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি" এই প্রাচীন প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ। অহিংসা শুধু প্রাণিপীড়নবর্জন করা মাত্র নহে, কিন্তু প্রাণিগণের প্রতি মৈত্র্যাদি সদ্ভাব পোষণ করা। সর্বথা বাহ্য-বিষয়ক স্বার্থপরতা ত্যাগ না করিলে অহিংসা-আচরণ সম্ভবপর হয় না। পরের মাংসে নিজের শরীরের তুষ্টি-পুষ্টিকরণেচ্ছা হিংসার প্রধান নিদান, আর বাহ্যসুখ খুঁজিতে গেলে নিশ্চয়ই পরকে পীড়া দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। পরকে ভয়-প্রদর্শন, পরুষ বাক্যে মর্মচ্ছেদন প্রভৃতি সমস্তই হিংসা। সত্যাদির দ্বারা লোভদ্বেষাদি-স্বার্থপরতামূলক বৃত্তি ক্ষীণ হইতে থাকে বলিয়া অপর সমস্ত যম ও নিয়মসাধন অহিংসাকেই নির্মল করে।

অনেকে মনে করেন, জীবনধারণ করিলে প্রাণীদের মারা যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন অহিংসাসাধন কিরূপে সম্ভব হয়? অহিংসাসাধনের মূলতত্ত্ব না বুঝাতেই এই শঙ্কা হয়। যোগভাষ্যকার বলিয়াছেন, "নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সম্ভবতি" (২।১৫)। অতএব দেহধারণ করিলে প্রাণিপীড়া অবশ্যম্ভাবী তাহা জানিয়া (ক) দেহধারণ না হয় এই উদ্দেশ্যে যোগীরা যোগাচরণ করেন। ইহা প্রথম অহিংসাসাধন। (খ) যথাশক্তি অনাবশ্যক স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের হিংসা হইতে বিরতি দ্বিতীয় সাধন। (গ) প্রাণীদের মধ্যে যথাশক্তি উচ্চ প্রাণীদের দুঃখদান না করা তৃতীয় অহিংসাসাধন।

ফলতঃ হিংসা বা প্রাণিপীড়ন যে ক্রূরতা, জিঘাংসা, দ্বেষ আদি দূষিত মনোভাব হইতে হয়, তাহা ত্যাগ করিতে পারাই অহিংসা। কাহারও ক্রূরতাদি দূষিত ভাব না থাকিলে যদি তাহার কোন কর্মে তাহার পিতামাতাও নিহত হয় তবে সেই কর্মকে কি ব্যবহারতঃ, কি পরমার্থতঃ, হিংসা বলা যায় না। হিংসারও তারতম্য আছে। পিতামাতা বা সন্তানকে হিংসা করা আর আততায়ীকে বধ করা একরূপ অপকর্ম নহে। কারণ, কত অধিক ক্রূরতাদি দুষ্ট প্রবৃত্তি থাকিলে তবে পিতাদিকে লোকে হিংসা করিতে পারে? হৃদয়ের দূষিত প্রবৃত্তির তারতম্যে হিংসাদি অপকর্মেরও তারতম্য হয়। এইজন্য মানুষ মারা ও ঘাস ছেঁড়া সমান হিংসা নহে। আবার পরুষ কথা বলিয়া পীড়া দেওয়া ও প্রাণপাত করাও সমান হিংসা নহে। প্রাণ প্রাণীদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সুতরাং প্রাণনাশ সর্বাপেক্ষা প্রবল হিংসা। তন্মধ্যে আবার প্রধান পিতামাতাদির হিংসা, তৎপরে বন্ধুবান্ধবাদি, ক্রমে—সাধারণ মনুষ্য, আততায়ী, উপকারী পশু, সাধারণ পশু, অপকারী পশু, সাধারণ বৃক্ষাদি, অপকারী বৃক্ষাদি, ভক্ষ্য বৃক্ষাদি, ভক্ষ্য শস্যাদি ও পরিশেষে অদৃশ্য প্রাণীদের হিংসা ক্রমশঃ মৃদুতর। এমন কি আততায়ি-বধ ও বৃক্ষাদি-নাশ সাধারণ লোকের পক্ষে দোষাবহ হিংসা বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ, সাধারণ লোকে যে অবস্থায় আছে, তাহাতে তাহারা ঐরূপ কর্মের দ্বারা অধিকতর দূষিত হয় না। ক্রিমি স্বেদ-ভোজন করিলে আর কি দূষিত হইবে? এইজন্য মনু বলিয়াছেন, মাংসাদি ভক্ষণে দোষ নাই; কারণ, উহা প্রাণীদের প্রবৃত্তি, কিন্তু উহা হইতে যে নিবৃত্তি তাহা মহাফল। প্রবৃত্তি-পঙ্কলিপ্ত মনুষ্যের মাংসাদি ভোজনে বা ক্ষেত্রাদি কর্ষণে আর অধিক কি অপুণ্য হইবে? তবে সাধারণ বারব্রতাদি ধর্মকর্মের দ্বারা উহা হইতে নিবৃত্ত হইলে মহাফল হয়।

এই গেল সাধারণ লোকের কথা। যোগীদের পক্ষে অহিংসাদির সার্বভৌম মহাব্রত আচরণীয়,

তাই তাঁহারা অহিংসাদির যতদূর সম্ভব আচরণের চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা মনুষ্যজাতির, এমন কি আততায়ীর প্রতিও হিংসা করেন না এবং পশুদের প্রতিও যথাসম্ভব অহিংসা বা অতি মৃদু হিংসা (যেমন সর্পাদিকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়া মাত্র) করেন। দ্বিতীয়তঃ, অকারণে স্থাবর প্রাণীদেরও উৎপীড়িত করেন না। দেহধারণের জন্য কেহ কেহ শীর্ণপর্ণাদি ভোজন করেন অথবা ভিক্ষান্নে দেহধারণ করেন। পুরাকালে নিয়ম ছিল (এখনও আর্যাবর্তের স্থানে স্থানে আছে) যে, গৃহস্থ কিছু বেশী অন্ন পাক করিবে এবং তাহার কিয়দংশ সমাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের দিবে। "যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ পক্বান্নস্বামিনাবুভৌ"। (পরাশর সং.)। সন্ন্যাসী যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে করিতে কোন গৃহস্থের বাড়ী মাধুকরী লইলে তাঁহার তাহাতে অন্নঘটিত হিংসাদোষ হয় না। মনু বলেন, পাদক্ষেপাদিতে যে অবশ্যম্ভাবী হিংসা হয় সন্ন্যাসী তাহা ক্ষালনের জন্য অন্ততঃ ছয় বার প্রাণায়াম করিবেন। এইরূপে যোগীরা মৃদুতম অবশ্যম্ভাবী হিংসা করিয়াও অহিংসাধর্মকে প্রবর্ধিত করিয়া শেষে যোগসিদ্ধির দ্বারা দেহধারণ হইতে শাশ্বতকালের জন্য বিমুক্ত হইয়া সর্বপ্রাণীর অহিংসক হন। দেশ, কাল ও আচারভেদে প্রাচীনকালের সুযোগ না পাইলেও অহিংসার এই তত্ত্বসকল লক্ষ্য করিয়া যথাশক্তি অহিংসার আচরণ করিয়া গেলে হৃদয় হিংসাদোষমুক্ত হয় ও তাহাতে যোগ অনুকূল হয়। অবশ্যম্ভাবী কিছু হিংসা অত্যাজ্য হইলেও 'আমি যোগের দ্বারা অনন্তকালের জন্য সর্বপ্রাণীর অহিংসক হইতে পারিব' এই বিশুদ্ধ অহিংসা-সংকল্পের দ্বারা সেই দোষ বারিত হয়, কারণ, হৃদয়শুদ্ধিই যোগাঙ্গের উদ্দেশ্য।

৩০।(২) সত্য। যে বিষয় প্রমিত হইয়াছে, চিত্ত ও বাক্যকে তদনুরূপ করিবার চেষ্টাই সত্যসাধন। যাহাতে পরপীড়া হয়, এইরূপ সত্য বাচ্য বা চিন্ত্য নহে, যেমন—পরের যথার্থ দোষ কীর্তন করিয়া পরকে পীড়িত করা অথবা 'অসত্যমতাবলম্বীরা নাশপ্রাপ্ত হউক' ইত্যাকার চিন্তা।

সত্য সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ" (মুণ্ডক) ইত্যাদি। সত্যসাধন করিতে হইলে প্রথমে মৌন বা অল্পভাষিতা অভ্যাস করিতে হয়। অধিক কথা বলিলে অনেক অসত্য কথা প্রায়ই বলিতে হয়। মনকে সত্যপ্রবণ করিতে হইলে কাব্য, গল্প, উপন্যাস আদি কাল্পনিক বিষয় হইতে বিরত করিতে হয়। পরে অপারমার্থিক সত্যসকল ত্যাগ করিয়া কেবল পারমার্থিক সত্য বা তত্ত্বসকল চিন্তা করিতে হয়।

সাধারণ মনুষ্যের চিত্ত অলীক চিন্তায় নিয়ত ব্যস্ত বলিয়া তাত্ত্বিক সত্যের চিন্তা মনে প্রতিষ্ঠা-লাভ করে না। তজ্জন্য সাধারণে গল্প, উপমা প্রভৃতি মিথ্যাপ্রপঞ্চের দ্বারা সদ্বিষয় কথঞ্চিৎ গ্রহণ করে। বালককে পিতা বলে, 'সত্যকথা বল্ নচেৎ তোর মস্তক চূর্ণ করিব', "অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্" ইত্যাদি অলীক উপমার দ্বারা সত্যের উপদেশ সাধারণ মানবের পক্ষে কার্যকারী হয়।

সম্যক্ সত্যাচরণশীল যোগীর তাদৃশ উপদেশ বা চিন্তা কার্যকর হয় না। তাঁহারা সমস্ত কাল্পনিকতা ও অলীকতা ছাড়িয়া বাক্য ও মনকে কেবল তত্ত্ব-বিষয়ক ও প্রমিতপদার্থ-বিষয়ক করেন। কল্পনাবিলাস না ছাড়িলে প্রকৃত সত্যসাধন দুর্ঘট। সত্য বলিলে যে স্থলে পরের অনিষ্ট হয়, সে স্থলে মৌন বিধেয়। সদুদ্দেশ্যেও অসত্য অকথনীয়। অর্ধ সত্য, 'হত গজে'র ন্যায়, অধিকতর হেয়। ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিবন্ধ্য বাক্যের দ্বারাই অর্ধ সত্য কথিত হয়।

৩০।(৩) যাহা অদত্ত বা ধর্মতঃ অপ্রাপ্য তাদৃশ দ্রব্যগ্রহণ স্তেয়। তাহা ত্যাগ করিয়া মনে তাদৃশ স্পৃহা না-উঠা-রূপ নিস্পৃহ ভাব-বিশেষই অস্তেয়। কুড়াইয়া পাইলে অথবা নিধি পাইলেও

তাহা গ্রাহ্য নহে, কারণ তাহা পরস্ব। এক যোগী পর্বতে থাকেন, তথায় এক মণি পাইলেন, তাহাও তাঁহার গ্রাহ্য নহে, কারণ পর্বত রাজার সুতরাং তত্রত্য সমস্তই রাজার। ফলতঃ যাহা নিজস্ব নহে, তাদৃশ দ্রব্য গ্রহণ না করা এবং তাদৃশ দ্রব্যে স্পৃহা ত্যাগ করার চেষ্টাই অস্তেয়সাধন, এ বিষয়ে শ্রুতি (ঈশ) যথা—"মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"

৩০। (৪) ব্রহ্মচর্য। গুপ্তেন্দ্রিয়=গুপ্ত বা রক্ষিত ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার সে গুপ্তেন্দ্রিয় অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয়। চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করিয়া অর্থাৎ অব্রহ্মচর্যের বিষয় হইতে সর্বেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, উপস্থসংযম করাই ব্রহ্মচর্য। শুধু উপস্থসংযমমাত্র ব্রহ্মচর্য নহে। "স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। বিপরীতং ব্রহ্মচর্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ।" (দক্ষ সং.)। এইরূপ অষ্ট অব্রহ্মচর্যবর্জনই ব্রহ্মচর্য। অব্রহ্মচর্যের চিন্তা মনে উঠিলেই তাহা দূর করিয়া দিতে হয়, কখনও তাহাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য কদাপি সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মচর্যের জন্য মিতাহার প্রয়োজন। প্রচুর ঘৃত, দুগ্ধ আদি ভোগীর পক্ষে সাত্ত্বিক আহার, যোগীর নহে। মিতাহার ও মিতনিদ্রার দ্বারা শরীরকে কিছু ক্লিষ্ট রাখা ব্রহ্মচারীর পক্ষে আবশ্যক। তৎপূর্বক সম্যক্ অব্রহ্মচর্যের আচরণ ত্যাগ করিয়া এবং মনকে কাম্য-বিষয়ক সংকল্পশূন্য করিয়া উপস্থেন্দ্রিয়কে মর্মহীন করিলে, তবে ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ হয়। অব্রহ্মচারীর আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না, তদ্বিষয়ে শ্রুতি যথা—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্" (মুণ্ডক)। 'জীবনে কখনও অব্রহ্মচর্য করিব না' এইরূপ সংকল্প করিয়া ও তাদৃশ সংকল্পপূর্বক 'জননেন্দ্রিয় শুষ্ক হইয়া যাউক' এইরূপে জননেন্দ্রিয়ের মর্মস্থানে নিষ্ক্রিয়তা ভাবনা করিলে ব্রহ্মচর্যের সহায় হয়।

৩০। (৫) বিষয়ের অর্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, ক্ষয় হইলে দুঃখ, সঙ্গে সংস্কারজনিত দুঃখ এবং বিষয়গ্রহণে অবশ্যম্ভাবী হিংসা ও তজ্জনিত দুঃখ, এই সকল দুঃখ বুঝিয়া দুঃখমুমুক্ষু প্রথমতঃ বিষয় ত্যাগ করেন ও পরে অগ্রহণ করেন। কেবল প্রাণধারণের উপযুক্ত দ্রব্যমাত্রই স্বীকার্য। শ্রুতি বলেন, "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।" বহু দ্রব্যের স্বামী হইয়া তাহা পরার্থে ত্যাগ না করা স্বার্থপরতা ও পরদুঃখে অসহানুভূতি। যোগীরা নিঃস্বার্থপরতার চরম সীমায় যাইতে চান বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্যগ্‌রূপে ভোগ্য বিষয় ত্যাগ করা অবশ্যম্ভাবী। মনে কর, তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তি আছে, কোন দুঃখী আসিয়া তোমার নিকট তাহা প্রার্থনা করিল, তুমি যদি তাহা না দাও, তবে তুমি স্বার্থপর, দয়াহীন। তজ্জন্য যোগীরা প্রথমেই নিজস্ব পরার্থে ত্যাগ করেন ও পরে আর প্রাণযাত্রার অতিরিক্ত দ্রব্য পরিগ্রহণ করেন না। প্রাণধারণ না করিলে যোগসিদ্ধি এবং দোষের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবে না বলিয়া প্রাণধারণের উপযোগী মাত্রই ভোগ্য পরিগ্রহ করেন। অধিক ভোগ্যবস্তুর স্বামী হইয়া থাকিলে যোগসিদ্ধি দূরস্থ হয়।

ভাষ্যম্। তে তু—

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

তত্রাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না—মৎস্যবন্ধকস্য মৎস্যেম্বেব নান্যত্র হিংসা। সৈব দেশাবচ্ছিন্না—ন তীর্থে হনিষ্যামীতি। সৈব কালাবচ্ছিন্না—ন চতুর্দশ্যাং ন পুণ্যেঽহনি হনিষ্যামীতি। সৈব ত্রিভিরুপরতস্য সময়াবচ্ছিন্না—দেবব্রাহ্মণার্থে নান্যথা হনিষ্যামীতি, যথা চ ক্ষত্রিয়াণাং যুদ্ধ এব হিংসা নান্যত্রেতি। এভির্জাতিদেশকালসময়ৈরনবচ্ছিন্না অহিংসাদয়ঃ সর্বথৈব পরিপালনীয়াঃ, সর্বভূমিষু সর্ববিষয়েষু সর্বথৈবাবিদিতব্যভিচারাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

৩১। ভাষ্যানুবাদ—তাহারা (যমসকল)—জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইয়া সার্বভৌম হইলে মহাব্রত হয় (১)।

তাহার মধ্যে জাত্যবচ্ছিন্না অহিংসা যথা—মৎস্যবন্ধকের মৎস্যজাত্যবচ্ছিন্না হিংসা, অন্যজাত্যবচ্ছিন্না অহিংসা। দেশাবচ্ছিন্না অহিংসা যথা—তীর্থে হনন করিব না ইত্যাদিরূপ। কালাবচ্ছিন্না অহিংসা যথা—চতুর্দশীতে বা পুণ্যদিনে হনন করিব না ইত্যাদিরূপ। সেই অহিংসা জাত্যাদি ত্রিবিধ বিষয়ে অবচ্ছিন্ন না হইলেও সময়াবচ্ছিন্ন হইতে পারে। সময়াবচ্ছিন্না অহিংসা যথা—দেবব্রাহ্মণের জন্য হনন করিব, আর কিছুর জন্য নহে। অথবা ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধেতেই হিংসা (কর্তব্য), অন্যত্র হিংসা না করা (অহিংসা)। এইরূপ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন অহিংসা, সত্য প্রভৃতি সর্বথা পরিপালন করা উচিত। সর্ব ভূমিতে, সর্ব বিষয়েতে, সর্বথা ব্যভিচারশূন্য বা সার্বভৌম হইলে যমসকলকে মহাব্রত বলা যায়।

টীকা। ৩১। (১) সকল প্রকার ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি অহিংসাদির কিছু কিছু আচরণ করেন বটে, কিন্তু যোগীরা তাহাদের পরিপূর্ণরূপে আচরণ করেন। তাদৃশরূপে আচরিত যমসকল সার্বভৌম হয় ও মহাব্রত নামে আখ্যাত হয়।

সময় অর্থে কর্তব্যের নিয়ম। যেমন অর্জুন ক্ষত্রিয়ের কার্য বলিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা সময়বশে হিংসা। যোগীরা সর্বথা ও সর্বত্র হিংসাদি বর্জন করেন। ভাষ্য সুগম।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্। তত্র শৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ বাহ্যম্। আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্। সন্তোষঃ সন্নিহিতসাধনাদধিকস্যানুপাদিৎসা। তপঃ দ্বন্দ্বসহনম্। দ্বন্দ্বশ্চ জিঘৎসাপিপাসে, শীতোষ্ণে, স্থানাসনে কাষ্ঠমৌনাকারমৌনে চ। ব্রতানি চৈব যথাযোগং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণসান্তপনাদীনি। স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণবজপো বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্বকর্মার্পণং, "শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা

স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যমুক্তোঽমৃতভোগ-ভাগী"। যত্রেদমুক্তং "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি ॥ ৩২ ॥

৩২। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, ইহারা নিয়ম ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে, মৃৎ-জলাদিজনিত ও মেধ্যাহার প্রভৃতি যে শৌচ, তাহা বাহ্য। আভ্যন্তর শৌচ—চিত্ত-মল-ক্ষালন (১)। সন্তোষ (২)—সন্নিহিত সাধনের (লব্ধপ্রাণযাত্রিকমাত্র-সাধনের) অধিক যে সাধন, তাহার গ্রহণেচ্ছাশূন্যতা। তপঃ (৩)—দ্বন্দ্বসহন। দ্বন্দ্ব যথা—ক্ষুধা ও পিপাসা, শীত ও উষ্ণ, স্থান (স্থিরাবস্থান) ও আসন, কাষ্ঠমৌন ও আকারমৌন। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, সান্তপন প্রভৃতি ব্রতসকলও তপঃ। স্বাধ্যায় (৪)—মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা প্রণব জপ। ঈশ্বর-প্রণিধান (৫)—সেই পরমগুরু ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণ (যথা, উক্ত হইয়াছে), "শয্যাতে বা আসনে স্থিত হইয়া অথবা পথে গমন করিতে করিতে আত্মস্থ, পরিক্ষীণবিতর্কজাল যোগী সংসারবীজকে ক্ষীয়মাণ নিরীক্ষণ করতঃ নিত্য মুক্ত অর্থাৎ নিত্য তৃপ্ত ও অমৃতভোগভাগী হন।" এ বিষয়ে সূত্রকার বলিয়াছেন, "তাহা (ঈশ্বর-প্রণিধান) হইতে প্রত্যক্‌চেতনাধিগম এবং অন্তরায়সকলের অভাব হয়।" (১।২৯ সূ)।

টীকা। ৩২। (১) শৌচাচরণের দ্বারা ব্রহ্মচর্যাদির সহায়তা হয়। পূতিযুক্ত জান্তব পদার্থের আঘ্রাণ হইতে অস্ফূর্তিজনক (sedative) গুরুভাব হয়। তাহাতে লোকে উত্তেজনা চায় ও তদ্বশে উত্তেজক মদ্যাদি পান ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা করে। এইজন্য অশুচির চিত্ত মলিন ও শরীর যোগোপযোগী কর্মণ্যতাশূন্য হয়। অতএব শরীর ও আবাস নির্মল রাখা এবং মেধ্য (পবিত্র) আহার করা যোগীর বিধেয়। অমেধ্য আহারে শরীরাভ্যন্তরে অশুচি পদার্থ প্রবেশ করিয়া উপরে উক্ত মলিনভাব আনয়ন করে। পচা, দুর্গন্ধ, মাদক, অস্বাভাবিকরূপে কোন শরীরযন্ত্রের উত্তেজক, এইরূপ দ্রব্যসকল অমেধ্য, তাহার সংসর্গ বা আহার অবিধেয়। মাদক সেবনে কখনও চিত্তস্থৈর্য হয় না। যোগে চিত্তকে স্ববশে আনিতে হয়, মাদকে উহা স্ববশে থাকে না বলিয়া উহা যোগের বিপক্ষ। চরকও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন, "প্রেত্য চেহ চ যচ্ছ্রেয়স্তথা মোক্ষে চ যৎ পরম্। মনঃসমাধৌ তৎসর্বমায়ত্তং সর্বদেহিনাম্॥ মদ্যেন মনসশ্চায়ং সংক্ষোভঃ ক্রিয়তে মহান্। শ্রেয়োভির্বিপ্রযুজ্যন্তে মদান্ধা মদ্যলালসাঃ॥" (২৪ অঃ)। অর্থাৎ পরলোকে ও ইহলোকে যাহা ভাল এবং পরম শ্রেয়ঃ তাহা সমস্তই দেহীর পক্ষে মনের সমাধির দ্বারাই লাভ করা যায়। কিন্তু মদ্যের দ্বারা মনের অত্যন্ত সংক্ষোভ হইয়া যায়। মদ্যের দ্বারা যাহারা অন্ধ ও মদ্যে যাহাদের লালসা, তাহারা শ্রেয়ঃ হইতে বিযুক্ত হয়।

মদ, মান, অসূয়াদি চিত্তমলের ক্ষালন করা আভ্যন্তরিক শৌচ।

৩২। (২) সন্তোষ। কোন ইষ্ট পদার্থ প্রাপ্ত হইলে যে তুষ্ট নিশ্চিন্তভাব আসে, তাহা ভাবনা করিয়া সন্তোষকে আয়ত্ত করিতে হয়। পরে, 'যাহা পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট'—এইরূপ ভাবনা সহকারে উক্ত তুষ্ট ও নিশ্চিন্তভাব ধ্যান করিতে হয়। ইহাই সন্তোষের সাধন। সন্তোষ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে যে, যেমন কণ্টকত্রাণের জন্য সমস্ত ক্ষিতিতল চর্মাবৃত না করিয়া কেবল পাদুকা পরিলেই কণ্টক হইতে রক্ষা হয়, সেইরূপ সমস্ত কাম্যবিষয় পাইয়া সুখী হইব এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় সুখ হয় না, কিন্তু সন্তোষের দ্বারাই হয়। যযাতি বলিয়াছিলেন, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা

কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূষ এবাভিবর্ধতে ॥" অন্যত্র—"সর্বত্র সম্পাদস্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্। উপানদ্গূঢ়পাদস্য নম্বু চর্মাস্তৃতৈব ভূঃ ॥"

৩২।(৩) তপঃ। ২।১ সূত্রেব টীকা দ্রষ্টব্য। কেবল কাম্য বিষযেব জন্য তপস্যা কবা যোগাঙ্গ নহে। শ্রুতি আছে, "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ।" যাহাবা অল্পমাত্র দুঃখে ব্যস্ত হয়, তাহাদেব যোগ হইবাব আশা নাই, তাই দুঃখসহিষ্ণুতারূপ তপস্যাব দ্বাবা তিতিক্ষাসাধন কার্য। শবীব কষ্টসহিষ্ণু হইলে এবং শাবীরিক সুখাভাবে মন তত বিকৃত না হইলেই যোগসাধনে উত্তম অধিকাব হয়।

কাষ্ঠমৌন — বাক্য, আকাব ও ইঙ্গিত আদিব দ্বাবাও কিছু বিজ্ঞপ্তি না কবা। আকাবমৌন — আকাবাদিব দ্বারা বিজ্ঞাপন কবা, কিন্তু বাক্য না বলা। মৌনেব দ্বারা বৃথা বাক্য, পরুষবাক্য আদি না বলাব সামর্থ্য জন্মে, সত্যেবও সহায়তা হয, গালিসহন, অর্থিতাসংকোচ প্রভৃতিও সিদ্ধ হয।

ক্ষুৎপিপাসা সহন কবিলে ক্ষুধাদির দ্বাবা সহসা ধ্যানেব ব্যাঘাত হয না। আসনেব দ্বাবা শবীবেব নিশ্চলতা হয়। কৃচ্ছ্রাদি ব্রতসকল পাপক্ষযেব জন্য প্রযোজন হইলেই পালনীয, নচেৎ নহে।

৩২।(৪) স্বাধ্যায়েব দ্বাবা বাক্য একতান হয। তাহাতে একতানভাবে অর্থস্মবণেব আনুকূল্য হয়। মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন হইতে বিষযচিন্তা ক্ষীণ এবং পবমার্থে রুচি ও জ্ঞান বর্ধিত হয।

৩২।(৫) প্রশান্ত ঈশ্ববচিত্তে নিজেব চিত্তকে স্থাপন কবিযা অর্থাৎ আত্মাকে বা নিজেকে ঈশ্ববে ও ঈশ্ববকে নিজেতে ভাবিয়া—সর্ব অপবিহার্য চেষ্টা তাঁহাব দ্বাবাই যেন হইতেছে, প্রত্যেক কর্মে এইরূপ ভাবনা কবা অর্থাৎ কর্মেব ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কবা ঈশ্ববে সর্বকর্মার্পণ। তাদৃশ নিশ্চিন্ত সাধক শয়নাসনাদি সর্বকার্যে আপনাকে ঈশ্ববস্থ বা শান্তস্বরূপ জানিযা কবণবর্গেব নিবৃত্তিব অপেক্ষায় শরীবযাত্রা নির্বাহ কবিয়া যান। চিদ্রূপে স্থিত ঈশ্ববকে আত্মমধ্যে চিন্তা কবিতে কবিতে যোগীব প্রত্যক্‌চেতনাধিগম হয। (১।২৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ঈশ্ববকে বিস্মৃত হইযা কোন কর্ম কবিলে তখন ঈশ্ববে কর্ম সমর্পণ হয় না, সম্পূর্ণ অভিমানপূর্বকই তাহা হয়। 'আমি অকর্তা' এইরূপ ভাবিয়া ও হৃদয়ে বা অন্তর্বাহ্যে ঈশ্ববকে স্মবণ কবিয়া কোন কর্ম কবিলে এবং সেই কর্মেব ফল যোগ বা নিবৃত্তির দিকে যাউক এইরূপ চিন্তাসহ কর্ম কবিলে তবে সেই কর্ম ঈশ্ববে সমর্পণ কবা হয়।

ভাষ্যম্। এতেবাং যমনিয়মানাম্—

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

যদাস্য ব্রাহ্মণস্য হিংসাদয়ো বিতর্কা জাযেরন্ হনিষ্যাম্যহমপকারিণম্, অনৃতমপি বক্ষ্যামি, দ্রব্যমপ্যস্য স্বীকরিষ্যামি, দারেষু চাস্য ব্যবায়ী ভবিষ্যামি, পরিগ্রহেষু চাস্য স্বামী ভবিষ্যামীত্যেবমুন্মার্গপ্রবণবিতর্কজ্বরেণাতিদীপ্তেন বাধ্যমানস্তৎপ্রতিপক্ষান্ ভাবয়েৎ, ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া শরণমুপাগতঃ সর্বভূতাভয়প্রদানেন যোগধর্মঃ, স খল্বহং ত্যক্ত্বা বিতর্কান্ পুনস্তানাদদানস্তুল্যঃ শ্ববৃত্তেন ইতি ভাবয়েৎ। যথা শ্বা বান্তাবলেহী তথা ত্যক্তস্য পুনরাদদান ইত্যেবমাদি সূত্রান্তবেষ্বপি যোজ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই যম-নিয়মসকলের—

৩৩। (হিংসাদি) বিতর্কের দ্বারা বাধিত হইলে, প্রতিপক্ষ ভাবনা করিবে (১)॥ সূ

এই ব্রহ্মবিদের যখন হিংসাদি বিতর্কসকল জন্মায় যে—আমি অপকারীকে হনন করিব, অসত্য বাক্য বলিব, ইহার দ্রব্য গ্রহণ করিব, ইহার দারার সহিত ব্যভিচার করিব, এই সকল পরিগ্রহের স্বামী হইব, তখন এইরূপ অতিদীপ্ত ও উন্মার্গপ্রবণ বিতর্ক-জ্বরের দ্বারা বাধ্যমান হইলে তাহার প্রতিপক্ষ ভাবনা করিবে—"ঘোর সংসারাঙ্গারে দহ্যমান আমি সর্বভূতে অভয় প্রদান করিয়া যোগ-ধর্মের শরণ লইয়াছি। সেই আমি বিতর্কসকল ত্যাগ করতঃ পুনরায় গ্রহণ করিয়া কুক্কুরের ন্যায় আচরণ করিতেছি" ইহা চিন্তা করিবে। যেমন কুক্কুর বান্তাবলেহী অর্থাৎ বমিতান্নের ভক্ষক, সেইরূপ ত্যক্তপদার্থের গ্রহণ। ইত্যাদি প্রকার (প্রতিপক্ষভাবন) সূত্রান্তরোক্ত সাধনেও প্রয়োক্তব্য।

টীকা। ৩৩। (১) বিতর্ক = অহিংসাদি দশবিধ যম ও নিয়মের বিরুদ্ধ কর্ম। তাহারা যথা—হিংসা, অনৃত, স্তেয়, অব্রহ্মচর্য, পরিগ্রহ এবং অশৌচ, অসন্তোষ, অতিতিক্ষা, বৃথা বাক্য, হীন পুরুষের চরিত্রভাবনা বা অনীশ্বরগুণভাবনা।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যম্। তত্র হিংসা তাবৎ কৃতা কারিতাঽনুমোদিতেতি ত্রিধা। একৈকা পুনস্ত্রিধা, লোভেন—মাংসচর্মার্থেন, ক্রোধেন—অপকৃতমনেনেতি, মোহেন—ধর্মো মে ভবিষ্যতীতি। লোভক্রোধমোহাঃ পুনস্ত্রিবিধাঃ মৃদুমধ্যাধিমাত্রা ইতি। এবং সপ্তবিংশতি-ভেদা ভবন্তি হিংসায়াঃ। মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ পুনস্ত্রেধা, মৃদুমৃদুঃ, মধ্যমৃদুঃ, তীব্রমৃদুরিতি, তথা মৃদুমধ্যঃ, মধ্যমধ্যঃ, তীব্রমধ্য ইতি, তথা মৃদুতীব্রঃ, মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্রতীব্র ইতি, এবমেকাশীতিভেদা হিংসা ভবতি। সা পুনর্নিয়মবিকল্পসমুচ্চয়ভেদাদসংখ্যেয়া প্রাণ-ভৃদ্ভেদস্যাপরিসংখ্যেয়ত্বাদিতি। এবমনৃতাদিষ্বপি যোজ্যম্।

তে খল্বমী বিতর্কা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনং দুঃখমজ্ঞানঞ্চানন্তফলং যেষামিতি প্রতিপক্ষভাবনম্। তথা চ হিংসকঃ প্রথমং তাবদ্ বধ্যস্য বীর্যমাক্ষিপতি, ততঃ শস্ত্রাদিনিপাতেন দুঃখয়তি, ততো জীবিতাদপি মোচয়তি। ততো বীর্যাক্ষেপাদস্য চেতনাচেতনমুপকরণং ক্ষীণবীর্যং ভবতি, দুঃখোৎপাদান্নরকতির্যক্প্রেতাদিষু দুঃখমনু-ভবতি, জীবিতব্যপরোপণাৎ প্রতিক্ষণঞ্চ জীবিতাত্যয়ে বর্তমানো মরণমিচ্ছন্নপি দুঃখ-বিপাকস্য নিয়তবিপাকবেদনীয়ত্বাৎ কথঞ্চিদেবোচ্ছ্বসিতি। যদি চ কথঞ্চিৎ পুণ্যাদপগতা (পুণ্যাবাপগতা ইতি পাঠান্তরম্) হিংসা ভবেৎ তত্র সুখপ্রাপ্তৌ ভবেদল্পায়ুরিতি। এবমনৃতাদিষ্বপি যোজ্যং যথাসম্ভবম্। এবং বিতর্কাণাং চামুমেবানুগতং বিপাকমনিষ্টং ভাবয়ন্ন বিতর্কেষু মনঃ প্রণিদধীত। প্রতিপক্ষভাবনাদ্ হেতোর্হেয়া বিতর্কাঃ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। হিংসা, অনৃত, স্তেয় প্রভৃতি বিতর্কসকল কৃত, কারিত ও অনুমোদিত ; ক্রোধ, লোভ ও মোহপূর্বক আচরিত এবং মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র হইতে পারে। তাহারা অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞানের কারণ, ইহাই প্রতিপক্ষভাবন (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে হিংসা কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই ত্রিধা। এই তিনের মধ্যে এক একটি আবার ত্রিবিধ। লোভপূর্বক, যেমন—'মাংসচর্ম-নিমিত্ত', ক্রোধপূর্বক, যেমন—'এ আমার অপকার করিয়াছে, অতএব হিংস্য', এবং মোহপূর্বক, যেমন—'হিংসা (পশুবলি) হইতে আমার ধর্ম হইবে'। লোভ, ক্রোধ ও মোহ আবার ত্রিবিধ—মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র। এইরূপে হিংসা সপ্তবিংশতি প্রকার হয়। মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র পুনরায় ত্রিবিধ—মৃদু-মৃদু, মধ্য-মৃদু ও তীব্র-মৃদু, সেইরূপ মৃদুমধ্য, মধ্যমধ্য ও তীব্রমধ্য, সেইরূপ মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও অধিমাত্রতীব্র, এইরূপে হিংসা একাশীতি প্রকার। সেই হিংসা আবার নিয়ম, বিকল্প ও সমুচ্চয় ভেদে অসংখ্য প্রকার, যেহেতু প্রাণিগণ অপরিসংখ্যেয়। এইরূপ (বিভাগপ্রণালী) অনৃত, স্তেয় প্রভৃতিতেও যোজ্য।

'এই বিতর্কসকল অনন্ত দুঃখাজ্ঞান-ফল' এই প্রকার ভাবনা প্রতিপক্ষভাবন অর্থাৎ 'বিতর্কের ফল অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞান' এইরূপ (ভাবনাই) প্রতিপক্ষভাবনা। কিঞ্চ হিংসক প্রথমে বধ্যের বীর্য (বল) বিনষ্ট করে (বন্ধনাদিপূর্বক), পরে শস্ত্রাদির আঘাতে দুঃখ প্রদান করে, পরে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করে। তাহার মধ্যে বধ্যের বীর্যাক্ষেপ করার জন্য হিংসকের চেতনাচেতন (করণ ও শরীরাদি) উপকরণসকল ক্ষীণবীর্য (কার্যাক্ষম) হয়, দুঃখপ্রদানহেতু হিংসক নরক-তির্যক-প্রেতাদি যোনিতে দুঃখানুভব করে, আর প্রাণবিনাশ করার জন্য হিংসক প্রতিক্ষণ জীবন-নাশকর (মোহময় রুগ্ণ) অবস্থায় বর্তমান থাকিয়া মরণ ইচ্ছা করিয়াও সেই দুঃখবিপাকের নিয়ত-বিপাক-বেদনীয়ত্বহেতু (২) কোনরূপে কেবল জীবিত থাকে মাত্র। আর যদি কোনরূপ পুণ্যের দ্বারা হিংসা অপগত (৩) হয়, তাহা হইলে সুখপ্রাপ্তি হইলে অল্পায়ু হয়। (এই যুক্তিপ্রণালী) অনৃত-স্তেয়াদিতেও যথাসম্ভব যোজ্য। এইরূপে বিতর্কসকলের ঐ প্রকার অবশ্যম্ভাবী অনিষ্ট ফল চিন্তা করিয়া মনকে আর বিতর্কে নিবিষ্ট করিবে না। প্রতিপক্ষ-ভাবনারূপ হেতুর দ্বারা বিতর্কসকল হেয় (ত্যাজ্য)।

টীকা। ৩৪। (১) কৃত = স্বয়ং কৃত। কারিত = কাহারও দ্বারা করান। অনুমোদিত = হিংসাদির অনুমোদন করা। স্বয়ং প্রাণীকে পীড়া দেওয়া কৃত হিংসা। মাংসাদি ক্রয় করা কারিত হিংসা। শত্রু, অপকারী বা ভয়ঙ্কর কোন প্রাণীর পীড়াতে অনুমোদন করা অনুমোদিত হিংসা, যেমন 'সাপ মারিয়াছ, উত্তম করিয়াছ' ইত্যাকার অনুমোদনা। এবম্প্রকার হিংসাদি আবার ক্রোধ-পূর্বক, লোভপূর্বক বা মোহপূর্বক (যেমন—ভগবান্ পশুদিগকে মারিয়া খাইবার জন্য সৃজন করিয়াছেন, ইত্যাদি মোহযুক্ত সিদ্ধান্তপূর্বক) আচরিত হয়।

কৃত, কারিত, অনুমোদিত এবং ক্রোধ, লোভ ও মোহপূর্বক আচরিত হিংসাদি বিতর্কসকল আবার মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র (প্রবল) হয়। এইরূপে হিংসাদি বিতর্ক প্রত্যেকে একাশীতি প্রকার হয়। ফলতঃ সর্বথা অণুমাত্রও হিংসাদি দোষ যাহাতে না ঘটে তাহা যোগিগণের কর্তব্য, তবেই বিশুদ্ধ যোগধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

৩৪। (২) নিয়ত-বিপাকত্বহেতু অর্থাৎ সেই দুঃখ যে-হিংসাকর্মের ফল সেই কর্ম সম্পূর্ণরূপে ফলবৎ হইবে বা হইয়াছে বলিয়া, সেই দুঃখকর কর্মের ফল যাবৎ শেষ না হয়, তাবৎ জীবন শেষ হয় না।

৩৪। (৩) 'পুণ্যাদপগতা' এবং 'পুণ্যাবাপগতা' এই দ্বিবিধ পাঠ আছে। পুণ্যাবাপগতা অর্থে প্রবল পুণ্যের সহিত আবাপগত বা কলীভূত। তাহাতে হিংসার ফল সম্যক্ বিকসিত হয় না, কিন্তু প্রাণী তদ্দ্বারা অল্পায়ু হয়। অপগত অর্থে এখানে নাশ নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ কলীভূত না হওয়া।

ভাষ্যম্। যদাস্য স্যুবপ্রসবধর্মাণস্তদা তৎকৃতমৈশ্বর্যং যোগিনঃ সিদ্ধিসূচকং ভবতি, তদ্‌যথা—

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্বপ্রাণিনাং ভবতি ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যখন (প্রতিপক্ষভাবনার দ্বারা) যোগীর হিংসাদি বিতর্কসকল অপ্রসবধর্ম (১) অর্থাৎ দগ্ধবীজকল্প হয়, তখন তজ্জনিত ঐশ্বর্য যোগীর সিদ্ধিসূচক হয়, তাহা যথা—

৩৫। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎসন্নিধিতে সর্ব প্রাণী নির্বৈর হয়। সূ

টীকা। ৩৫। (১) যম ও নিয়মসকল সমাধি বা তন্নিকটবর্তী ধ্যানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রতিষ্ঠা ও সমাধি সহজন্মা। হিংসাদি বিতর্কও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে ধ্যানবলেই লক্ষ্য হয় এবং ধ্যানবলেই চিত্ত হইতে তাহারা বিদূরিত হয়। উচ্চ ধ্যানই যম-নিয়মের প্রতিষ্ঠার হেতু।

অনেকে মনে করেন আগে যম, পরে নিয়ম, ইত্যাদিক্রমে যোগ সাধন করিতে হয়। তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারানুকূল ধারণা প্রথমেই অভ্যাস করিতে হয়, ধারণা পুষ্ট হইয়া ধ্যান হয় ও পরে ধ্যানই পুষ্ট হইয়া সমাধি হয়। সেই সঙ্গে যম-নিয়ম আদি প্রতিষ্ঠিত ও আসন আদি সিদ্ধ হইতে থাকে।

যম-নিয়মের প্রতিষ্ঠা অর্থে বিতর্কসকলের অপ্রসবধর্মত্ব। যখন হিংসাদি বিতর্ক চিত্তে স্বতঃ অথবা কোন উদ্বোধক হেতুতে আর উঠে না, তখনই অহিংসাদিরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যায়।

মেস্‌মেরিজ্‌ম্ বিদ্যায় ইচ্ছাশক্তির সামান্য উৎকর্ষ করিয়া মনুষ্যপশ্বাদিকে বশীকৃত করা যায়। যে যোগীর ইচ্ছাশক্তি এত উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে, যে তদ্দ্বারা প্রকৃতি হইতে একেবারে হিংসাকে বিদূরিত করিয়াছেন, তাঁহার সন্নিধিতে যে প্রাণীরা তাঁহার মনোভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়া হিংসা ত্যাগ করিবে তাহাতে সংশয় হইতে পারে না।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যম্। ধার্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্মিকঃ, স্বর্গং প্রাপ্নুহীতি স্বর্গং প্রাপ্নোতি, অমোঘাঽস্য বাগ্‌ভবতি ॥ ৩৬ ॥

৩৬। সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে (১) বাক্য ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বগুণযুক্ত হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—'ধার্মিক হও' বলিলে ধার্মিক হয়, 'স্বর্গপ্রাপ্ত হও' বলিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। সত্যপ্রতিষ্ঠের বাক্য অমোঘ হয়।

টীকা। ৩৬। (১) সত্যপ্রতিষ্ঠাজনিত ফলও ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা হয়। যাঁহার বাক্য ও মন সদাই যথার্থ-বিষয়ক—প্রাণরক্ষার্থেও যাঁহার অযথার্থ বলিবার চিন্তা আসে না—তাঁহার বাক্যবাহিত ইচ্ছা-শক্তি যে অমোঘ হইবে, তাহা নিশ্চয়। সংবেশন প্রক্রিয়ার (hypnotic suggestion) দ্বারা রোগ, মিথ্যাবাদিত্ব, ভয়শীলতা প্রভৃতি দূর হয়। আমরাও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তৎক্ষেত্রে যেমন বক্তা ব্যক্তির মনে অচল বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া তাঁহার রোগাদি দূর হয়, সেইরূপ পরমোৎকর্ষ-প্রাপ্ত ইচ্ছা-শক্তি যোগীর মনে উৎপন্ন হইয়া, সবল অরুদ্ধ নলে জল-প্রবাহের ন্যায়, সবল সত্য বাক্যের দ্বারা বাহিত হইয়া শ্রোতার হৃদয়ে আধিপত্য করে। তাহাতে শ্রোতার সেই বাক্যানুরূপ ভাব প্রবল হয় ও তদ্বিরুদ্ধ ভাব অপ্রবল হয়। এইরূপে 'ধার্মিক হও' বলিলে ধার্মিক প্রকৃতির আপূরণ হইয়া শ্রোতা ধার্মিক হয়। 'জল মাটি হউক' এইরূপ বাক্য সত্যপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সিদ্ধ হয় না সুতরাং সত্যপ্রতিষ্ঠ যোগী ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যর্থ সংকল্প করেন না। যাহারা বাক্যার্থ বুঝে তাদৃশ প্রাণীর উপরই সত্যপ্রতিষ্ঠাজনিত শক্তি কার্য করে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যম্। সর্বদিক্‌স্থান্যস্যোপতিষ্ঠন্তে রত্নানি ॥ ৩৭ ॥

৩৭। অস্তেয়-প্রতিষ্ঠা হইলে সর্ব রত্ন উপস্থিত হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সর্বদিক্‌স্থিত রত্নসকল উপস্থিত হয় (১)।

টীকা। ৩৭। (১) অস্তেয়-প্রতিষ্ঠার দ্বারা সাধকের এইরূপ নিস্পৃহ ভাব মুখাদি হইতে বিকীর্ণ হয় যে, তাঁহাকে দেখিলেই প্রাণীরা তাঁহাকে অতিমাত্র বিশ্বাস্য মনে করে ও তজ্জন্য তাঁহাকে দাতারা স্ব স্ব উত্তমোত্তম বস্তু উপহার দিতে পারিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। এইরূপে যোগীর নিকট (যোগী নানা দিকে ভ্রমণ করিলে) নানাদিক্‌স্থ রত্ন (উত্তম উত্তম দ্রব্য) উপস্থিত হয়। যোগীর প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরম আশ্বাসস্থল জ্ঞানে চেতন রত্নসকল স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু অচেতন রত্নসকল দাতাদের দ্বারাই উপস্থাপিত হয়। যে জাতির মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই রত্ন। (রত্নাদির উপস্থান হইলেও যোগী অপরিগ্রহই পালন করিবেন)।

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্। যস্য লাভাদপ্রতিঘান্ গুণানুৎকর্ষয়তি, সিদ্ধশ্চ বিনেয়েষু জ্ঞানমাধাতুং সমর্থো ভবতীতি ॥ ৩৮ ॥

৩৮। ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠা হইলে বীর্যলাভ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যাহার লাভে অপ্রতিঘ গুণসকল (১) অর্থাৎ অণিমাদি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, আর সিদ্ধ (উহাদি-সিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া) শিষ্য-হৃদয়ে জ্ঞান আহিত করিতে সমর্থ হন।

টীকা। ৩৮। (১) অপ্রতিঘ গুণ = প্রতিঘাতশূন্য বা ব্যাহতিশূন্য (অবাধ) জ্ঞান, ক্রিয়া ও শক্তি অর্থাৎ অণিমাদি। অব্রহ্মচর্যের দ্বারা শরীরের স্নায়ু আদি সমস্তের সারহানি হয়, বৃক্ষাদিরাও ফলিত হইবার পর নিস্তেজ হয় দেখা যায়। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সারহানি রুদ্ধ হওয়াতে বীর্যলাভ হয়। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ অপ্রতিঘ গুণের উপচয় হয় আর, জ্ঞানাদিলাভে সিদ্ধ হইয়া সেই জ্ঞান শিষ্যের হৃদয়ে আহিত করিবার সামর্থ্য হয়। অব্রহ্মচারীর জ্ঞানোপদেশ শিষ্যের হৃদয়ে আহিত হয় না, দুর্বল ধানুষ্কের শরের ন্যায় চর্মমাত্র বিদ্ধ করে।

মাত্র ইন্দ্রিয়কার্য হইতে বিরত থাকিয়া আহার-নিদ্রাদি-পরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করিলে ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। স্বাভাবিক নিয়মে যে দেহীদের দেহবীজ উৎপন্ন হয়, তাহার ধৃতিসংকল্প করিয়া আহার-নিদ্রাদির সংযম করিলে এবং কাম্য-বিষয়ক সংকল্প ত্যাগের দ্বারা তাহা রুদ্ধ করিলে তবে ব্রহ্মচর্য সাধিত ও সিদ্ধ হয়।

অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্। অস্য ভবতি। কোঽহমাসং, কথমহমাসং, কিংস্বিদিদং, কথংস্বিদিদং, কে বা ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যাম ইতি, এবমস্য পূর্বান্তপরান্তমধ্যেষ্বাত্মভাবজিজ্ঞাসা স্বরূপেণোপাবর্ততে। এতা যমস্থৈর্যে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৯। অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তার জ্ঞান হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যোগীর প্রাদুর্ভূত হয় (১)। আমি কে ছিলাম ও কিরূপে ছিলাম ? এই শরীর কি ? কি রূপেই বা ইহা হইল ? ভবিষ্যতে কি কি হইব ? কি রূপেই বা হইব ? (ইহার নাম জন্মকথন্তা)। যোগীর এইরূপ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আত্মভাবজিজ্ঞাসা যথা-স্বরূপে জ্ঞানগোচর হয়। পূর্বলিখিত সিদ্ধিসকল যমস্থৈর্যে প্রাদুর্ভূত হয়।

টীকা। ৩৯। (১) শরীরের ভোগ্যবিষয়ে অপরিগ্রহের দ্বারা তুচ্ছতা-জ্ঞান হইলে, শরীরও পরিগ্রহ-স্বরূপ বলিয়া মনে হয়। তাহাতে বিষয় এবং শরীর হইতে মনের আলগাভাব হয়, সেই ভাবালম্বনপূর্বক ধ্যান হইতে জন্মকথন্তাসম্বোধ হয়। বর্তমানে শরীরের ও বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা-জনিত মোহই পূর্বাপর-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। শরীরকে সম্যক্ স্থির ও নিশ্চেষ্ট করিলে যেমন শরীর-

নিবপেক্ষ দূবদর্শনাদি-জ্ঞান হয়, ভোগ্য বিষযেব সহিত শরীবও সেইরূপ 'পবিগ্রহমাত্র' এইরূপ খ্যাতি হইলে নিজেব পৃথক্ত্ব-বোধ হওয়াতে এবং শাবীব মোহেব উপবে উঠাতে জন্মকথন্তাব জ্ঞান হয়।

ভাষ্যম্। নিয়মেষু বক্ষ্যামঃ—

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

স্বাঙ্গে জুগুপ্সাযাং শৌচমারভমাণঃ কায়াবদ্যদর্শী কায়ানভিষ্বঙ্গী যতির্ভবতি। কিঞ্চ পরৈরসংসর্গঃ কায়স্বভাবাবলোকী স্বমপি কাযং জিহাসুর্মৃজ্জলাদিভিরাক্ষালয়ন্নপি কায়-শুদ্ধিমপশ্যন্ কথং পরকায়ৈরত্যন্তমেবাপ্রয়তৈঃ সংসৃজ্যেত ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—নিয়মেব সিদ্ধিসকল বলিব—

৪০। (বাহ্য) শৌচ হইতে নিজ শবীবে জুগুপ্সা বা ঘৃণা এবং পবেব সহিত অসংসর্গ (বৃত্তি সিদ্ধ হয)॥ সূ

নিজ শবীবে জুগুপ্সা বা ঘৃণা হইলে শৌচাচবণশীল যতি কাযদোষদর্শী এবং শবীবে প্রীতিশূন্য হন। কিঞ্চ পবের সহিত সংসর্গে অনিচ্ছা হয়, (যেহেতু) কাযস্বভাবাবলোকী, স্ব-শবীবে হেযতা-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি নিজ কাযকে মৃৎ-জলাদিব দ্বাবা ক্ষালন কবিযাও যখন কাযশুদ্ধি দেখিতে পান না, তখন অত্যন্ত মলিন পরকায়েব সহিত কিরূপে সংসর্গ কবিবেন (১)?

টীকা। ৪০। (১) স্ব-শবীব শোধন কবিতে কবিতে তাহাতে জুগুপ্সা ও পবেব শবীবেব সহিত সংসর্গে অরুচি হয়। পশুগণ খাইতে যাওযাব অভিনয কবিয়া ও চাটিয়া ভালবাসা প্রকাশ কবে। শৌচেব দ্বাবা তাদৃশ পাশব ভালবাসা দূব হয়। মৈত্রীকরুণাদি যোগীব ভালবাসা, তাহা ইন্দ্রিয়স্পৃহা-শূন্য (sensuousness) স্ত্রী-পুত্রাদিব আসঙ্গ-লিপ্সা শৌচপ্রতিষ্ঠাব দ্বাবা সম্যক্ বিদূবিত হয়।

ভাষ্যম্। কিঞ্চ—

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥

ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। শুচেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, ততঃ সৌমনস্যং, তত ঐকাগ্র্যং, তত ইন্দ্রিয়জয়ঃ, ততশ্চাত্মদর্শনযোগ্যত্বং বুদ্ধিসত্ত্বস্য ভবতি। ইত্যেতচ্ছৌচস্থৈর্যাদধিগম্যত ইতি ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ—

৪১। (আন্তরশৌচ হইতে) সত্ত্বশুদ্ধি, সৌমনস্য, ঐকাগ্র্য, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনযোগ্যত্ব (হয়)॥ সূ

শুচির সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের নির্মলতা হয়, তাহা (সত্ত্বশুদ্ধি) হইতে সৌমনস্য বা মানসিক প্রীতি বা স্বতঃ আনন্দ লাভ হয়। সৌমনস্য হইতে ঐকাগ্র্য হয়, ঐকাগ্র্য হইতে ইন্দ্রিয়জয় হয়, ইন্দ্রিয়জয় হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের আত্মদর্শন-ক্ষমতা হয় (১)। এই সকল, শৌচস্থৈর্য হইতে লাভ হয়।

টীকা। ৪১। (১) মদ-মান আসঙ্গলিপ্সাদি দোষ মন হইতে বিদূরিত হইলে মনে শুচিতা হইয়া স্ব ও পরশরীরে জুগুপ্সাবশতঃ শরীর হইতে বিবিক্ততা বোধ হয়, শারীরভাবের দ্বারা অকলুষিত সেই অবস্থাই আভ্যন্তর শৌচ। আভ্যন্তরিক শৌচ হইতে চিত্তে শুদ্ধি বা মদ-মানাদি দূষিত বিক্ষেপমলের অল্পতা হয়। তাহা হইতে চিত্তের সৌমনস্য বা আনন্দভাব হয় (শরীরেও সাত্ত্বিক স্বাচ্ছন্দ্য হয়)। সৌমনস্য ব্যতীত একাগ্রতা সম্ভব নহে। একাগ্রতা ব্যতীত ইন্দ্রিয়াতীত আত্মার দর্শনও সম্ভব নহে।

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যম্। তথা চোক্তং "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্" ইতি ॥ ৪২ ॥

৪২। সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখের লাভ হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, "ইহ লোকে যে কাম্য বস্তুর উপভোগজনিত সুখ, অথবা স্বর্গীয় যে মহৎ সুখ—তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের তাহা ষোড়শাংশের একাংশও নহে" (বিষ্ণু পু.)।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যম্। নির্বর্ত্যমানমেব তপো হিনস্ত্যশুদ্ধ্যাবরণমলং, তদাবরণমলাপগমাৎ কায়সিদ্ধিঃ অণিমাদ্যা, তথেন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ দূরাচ্ছ্রবণদর্শনাদ্যেতি ॥ ৪৩ ॥

৪৩। তপস্যা হইতে অশুদ্ধির ক্ষয় হওয়াতে কায়েন্দ্রিয়-সিদ্ধি হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তপ সম্পদ্যমান হইলে অশুদ্ধ্যাবরণ মল নাশ করে। সেই আবরণ মল অপগত হইলে কায়সিদ্ধি অণিমাদি, তথা ইন্দ্রিয়সিদ্ধি যেমন দূর হইতে শ্রবণদর্শনাদি, উৎপন্ন হয় (১)।

টীকা। ৪৩। (১) প্রাণায়ামাদি তপস্যার দ্বারা শরীরের বশাপন্ন হওয়া-রূপ অশুদ্ধি

প্রধানতঃ দূর হয়। শরীরের বশীভাব দূর হওয়াতে (ক্ষুৎপিপাসা, স্থানাসন, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কায়ধর্মের দ্বারা অনভিভূত হওয়াতে) তজ্জনিত আবরণমলও দূর হয়। তখন শরীর-নিরপেক্ষ চিত্ত অব্যাহত ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে কায়সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যোগাঙ্গ তপস্যাকে মুমুক্ষু যোগীরা সিদ্ধির দিকে প্রয়োগ করেন না, কিন্তু পরমার্থের দিকেই প্রয়োগ করেন।

বিনিদ্রতা, নিশ্চলস্থিতি, নিরাহার, প্রাণরোধ প্রভৃতি তপস্যা মানুষপ্রকৃতির বিরুদ্ধ ও দৈব সিদ্ধ-প্রকৃতির অনুকূল সুতরাং উহাতে কায়েন্দ্রিয়-সিদ্ধি আনয়ন করে। আর তজ্জন্য ঐরূপ তপস্যাহীন, কেবল বিবেক-বৈরাগ্যের অভ্যাসশীল জ্ঞানযোগীদের সিদ্ধি না-ও আসিতে পারে। অবশ্য বিবেকসিদ্ধ হইলে সমাধিও সিদ্ধ হয়, তখন ইচ্ছা করিলে তাদৃশ যোগীর বিবেকজ জ্ঞান (৩।৫২ দ্রষ্টব্য) নামক সিদ্ধি আসিতে পারে, কিন্তু বিবেকী যোগীর তাদৃশ ইচ্ছা হওয়ার তত সম্ভাবনা নাই। এইজন্য তাদৃশ জ্ঞানযোগীদের কায়েন্দ্রিয়-সিদ্ধি না হইয়াও কৈবল্য সিদ্ধ হয় (৩।৫৫ [১] দ্রষ্টব্য)।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যম্। দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলস্য দর্শনং গচ্ছন্তি, কার্যে চাস্য বর্তন্ত ইতি ॥ ৪৪ ॥

৪৪। স্বাধ্যায় হইতে ইষ্টদেবতার সহিত মিলন হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দেব, ঋষি ও সিদ্ধগণ স্বাধ্যায়শীল যোগীর দৃষ্টিগোচর হন এবং তাঁহাদের দ্বারা যোগীর কার্যও সিদ্ধ হয়। (সিদ্ধ এক প্রকার দেবযোনি, কৈবল্যসিদ্ধ নহে)।

টীকা। ৪৪। (১) সাধারণ অবস্থায় জপ করিতে গেলে অর্থভাবনা ঠিক থাকে না। জাপক হয়ত নিরর্থক বাক্য উচ্চারণ করে, আর মন বিষয়ান্তরে বিচরণ করে। স্বাধ্যায়স্থৈর্য হইলে দীর্ঘকাল মন্ত্রও মন্ত্রার্থ-ভাবনা অবিচ্ছেদে উদিত থাকে। তাদৃশ প্রবল ইচ্ছা সহকারে দেবাদিকে ডাকিলে যে তাঁহারা দর্শন দিবেন তাহা নিশ্চয়। একক্ষণে হয় ত খুব কাতরভাবে ইষ্টদেবতাকে ডাকিলে, কিন্তু পরক্ষণে হয় ত তাঁহার নাম মুখে রহিল, কিন্তু মন আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল, এইরূপ ডাকায় সূত্রোক্ত ফল হয় না।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যম্। ঈশ্বরার্পিতসর্বভাবস্য সমাধিসিদ্ধিঃ, যয়া সর্বমীপ্সিতম্ অবিতথং জানাতি, দেশান্তরে দেহান্তরে কালান্তরে চ, ততোঽস্য প্রজ্ঞা যথাভূতং প্রজানাতীতি ॥ ৪৫ ॥

৪৫। ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে সমাধি সিদ্ধ হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ঈশ্বরে সর্বভাবার্পিত যোগীর সমাধিসিদ্ধি হয় (১)। যে সমাধিসিদ্ধির দ্বারা সমস্ত অভীপ্সিত বিষয়, যাহা দেহান্তরে, দেশান্তরে অথবা কালান্তরে ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহা যোগী যথাযথরূপে জানিতে পারেন। সেইহেতু তাঁহার প্রজ্ঞায় যথাভূত বিষয় বিজ্ঞাত হয়।

টীকা। ৪৫। (১) ঈশ্বর-প্রণিধান নিয়মরূপে আচরিত হইলে তদ্দ্বারা সুখে সমাধিসিদ্ধি হয়। অন্যান্য যম-নিয়ম অন্য প্রকারে সমাধির সহায় হয়, কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধান সাক্ষাৎ সমাধির সহায় হয়, কারণ তাহা সমাধির অনুকূল ভাবনা-স্বরূপ। সেই ভাবনা প্রগাঢ় হইয়া শরীরকে নিশ্চল (আসন) ও ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়বিরত (প্রত্যাহৃত) করিয়া ধারণা ও ধ্যানরূপে পরিপক্ব হইয়া শেষে সমাধিতে পরিণত হয়। ঈশ্বরে সর্বভাবার্পণ অর্থে ভাবনার দ্বারা ঈশ্বরে নিজেকে ডুবাইয়া রাখা (২।৩২ [৫])।

অজ্ঞ লোকে শঙ্কা করে, যদি ঈশ্বর-প্রণিধানই সমাধিসিদ্ধির হেতু, তবে অন্য যোগাঙ্গ বৃথা। ইহা নিঃসার। অসংযত-অনিয়ত হইয়া দৌড়িয়া বেড়াইলে বা বিষয়জ্ঞানজনিত বিক্ষেপকালে সমাধি হয় না। সমাধির অর্থই ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থা, ধ্যানও পুনশ্চ ধারণার একতানতা। সমাধিসিদ্ধি বলাতেই সমস্ত যোগাঙ্গ বলা হইল। তবে অন্য ধ্যেয় গ্রহণ না করিয়া প্রথম হইতেই সাধক যদি ঈশ্বর-প্রণিধানপরায়ণ হন, তবে সহজে সমাধিসিদ্ধি হয়, ইহাই তাৎপর্য। সমাধিসিদ্ধি হইলে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগক্রমে কৈবল্যলাভ হয়, তাহা ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন।

যম-নিয়মের একটিও নষ্ট হইলে ব্রতস্বরূপ নিয়মের ভঙ্গ হয়। শাস্ত্র যথা—"ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ ক্ষমা শৌচং তপো দমঃ। সন্তোষঃ সত্যমাস্তিক্যং ব্রতাঙ্গানি বিশেষতঃ। একেনাপ্যথ হীনেন ব্রতমস্য তু লুপ্যতে॥" (কূর্ম পু)।

ভাষ্যম্। উক্তাঃ সহ সিদ্ধিভির্যমনিয়মা আসনাদীনি বক্ষ্যামঃ। তত্র—

স্থিরসুখমাসনম্॥ ৪৬॥

তদ্‌যথা পদ্মাসনং, বীরাসনং, ভদ্রাসনং স্বস্তিকং, দণ্ডাসনং, সোপাশ্রয়ং, পর্যঙ্কং, ক্রৌঞ্চনিষদনং, হস্তিনিষদনম্, উষ্ট্রনিষদনং, সমসংস্থানং, স্থিরসুখং যথাসুখঞ্চ ইত্যেবমাদীতি॥ ৪৬॥

ভাষ্যানুবাদ—সিদ্ধির সহিত যম-নিয়ম উক্ত হইল (অতঃপর) আসনাদি বলিব। তন্মধ্যে—

৪৬। নিশ্চল ও সুখাবহ (উপবেশনই) আসন॥ সূ

তাহা যথা, পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন, দণ্ডাসন, সোপাশ্রয়, পর্যঙ্ক, ক্রৌঞ্চনিষদন, হস্তিনিষদন, উষ্ট্রনিষদন ও সমসংস্থান ইহারা স্থির-সুখ অর্থাৎ যথাসুখ হইলে আসন বলা হয় (১)।

টীকা। ৪৬। (১) পদ্মাসন প্রসিদ্ধ। তাহা বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ রাখিয়া পৃষ্ঠবংশকে সরলভাবে রাখিয়া উপবেশন। বীরাসন অর্ধেক পদ্মাসন, অর্থাৎ তাহাতে এক চরণ উরুর উপর থাকে, আর এক চরণ অন্য উরুর নীচে থাকে। ভদ্রাসনে পাদতলদ্বয়

বৃষণের সমীপে যোড় করিয়া রাখিয়া তাহার উপর দুই করতল সম্পুটিত করিয়া রাখিতে হয়। স্বস্তিক আসনে এক এক পায়ের পাতা অন্যদিকের উরু ও জানুর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া সরলভাবে উপবেশন করিতে হয়। দণ্ডাসনে পা মেলিয়া বসিয়া পায়ের গোড়ালি ও অঙ্গুলি যুড়িয়া রাখিতে হয়। সোপাশ্রয় যোগপট্টক সহযোগে উপবেশন। যোগপট্টক = পৃষ্ঠ ও জানুবেষ্টনকারী বলয়াকৃতি দৃঢ় বস্ত্র। পর্যঙ্ক আসনে জানু ও বাহু প্রসারণ করিয়া শয়ন করিতে হয়, ইহাকে শবাসনও বলে। ক্রৌঞ্চ-নিষদন আদি সেই সেই জন্তুর নিষণ্ণভাব দেখিয়া অবগম্য। দুই পায়ের পার্ষ্ণি (গোড়ালি) ও পাদাগ্রকে আকুঞ্চন করিয়া পরস্পর সম্পীড়নপূর্বক উপবেশনকে সমসংস্থান বলে।

সর্বপ্রকার আসনেই পৃষ্ঠবংশকে সরল রাখিতে হয়। শ্রুতিও বলেন, "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্" (শ্বেতাশ্বতর) অর্থাৎ বক্ষ, গ্রীবা ও শির উন্নত রাখিতে হয়। কিন্তু আসন স্থির ও সুখাবহ হওয়া চাই। যাহাতে কোন প্রকার পীড়া বোধ হইতে থাকে বা শরীরে অস্থৈর্যের সম্ভাবনা থাকে তাহা যোগাঙ্গ আসন নহে।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্। ভবতীতি বাক্যশেষঃ। প্রযত্নোপরমাৎ সিধ্যত্যাসনম্, যেন নাঙ্গমেজয়ো ভবতি। অনন্তে বা সমাপন্নং চিত্তমাসনং নির্বর্তয়তীতি ॥ ৪৭ ॥

৪৭। প্রযত্নশৈথিল্য এবং অনন্ত-সমাপত্তির দ্বারা (আসন সিদ্ধ হয়)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রযত্নোপরম হইতে আসনসিদ্ধি হয়, তাহাতে অঙ্গমেজয় (অঙ্গকম্পনরূপ সমাধির অন্তরায়) হয় না, অথবা অনন্তে সমাপন্ন চিত্ত, আসনসিদ্ধিকে নির্বর্তিত করে (১)।

টীকা। ৪৭। (১) আসনের সিদ্ধি অর্থাৎ শরীরের সম্যক্ স্থিরতা ও সুখাবহতা প্রযত্ন-শৈথিল্য ও অনন্ত-সমাপত্তির দ্বারা হয়। প্রযত্নশৈথিল্য অর্থে মড়ার ন্যায় গা ছাড়া ভাব। আসন করিয়া গা (হাত পা) ছাড়িয়া দিবে অথচ যেন শরীর কিছু বক্র না হয়। এইরূপ করিলে স্থৈর্য হয় এবং পীড়াবোধ হ্রাস পাইয়া আসনজয় হয়। চিত্তকেও অনন্তে বা চতুর্দিগ্‌ব্যাপী শূন্যবদ্‌ভাবে সমাপন্ন করিলে আসন সিদ্ধ হয়। প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট না করিলে আসন সিদ্ধ হয় না। কিছুক্ষণ আসন করিলে শরীরের নানাস্থানে পীড়াবোধ হইবে, তাহা প্রযত্নশৈথিল্য ও অনন্ত শূন্যবৎ ধ্যান (শরীরকেও শূন্যবৎ ভাবনা) করিলে তবে আসন জয় হয়। সর্বদাই শরীরকে স্থির প্রযত্নশূন্য রাখিতে অভ্যাস করিলে আসনের সহায়তা হয়। স্থির হইয়া আসন করিতে করিতে বোধ হইবে যেন শরীর ভূমির সহিত জমিয়া এক হইয়া গিয়াছে, আরও স্থৈর্য হইলে শরীর আছে বলিয়া বোধ হয় না। 'আমার শরীর শূন্যবৎ হইয়া অনন্ত-আকাশে মিলাইয়াছে, আমি ব্যাপী-আকাশবৎ' ইত্যাকার ভাবনা অনন্ত-সমাপত্তি।

তত্তো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্। শীতোষ্ণাদিভির্দ্বন্দ্বৈরাসনজয়ান্নাভিভূয়তে ॥ ৪৮ ॥

৪৮। তাহা হইতে দ্বন্দ্বানভিঘাত হয় ॥ স্থ

ভাষ্যানুবাদ—আসন জয় হইলে শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্বের দ্বারা (সাধক) অভিভূত হন না (১)।

টীকা। ৪৮। (১) শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা ও পিপাসার দ্বারা আসনজয়ী যোগী অভিভূত হন না। আসনস্থৈর্যহেতু শরীর শূন্যবৎ হইলে বোধশূন্যতা (anæsthesia) হয়, তাহাতে শীতোষ্ণ লক্ষ্য হয় না। ক্ষুধা ও পিপাসার স্থানেও ঐরূপ স্থৈর্য ভাবনা প্রয়োগ করিলে তাহাও বোধশূন্য হয়। বস্তুতঃ পীড়া এক প্রকার চাঞ্চল্য, স্থৈর্যের দ্বারা চাঞ্চল্য অভিভূত হয়।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যম্। সত্যাসনজয়ে বাহ্যস্য বায়োরাচমনং শ্বাসঃ, কৌষ্ঠ্যস্য বায়োঃ নিঃসারণং প্রশ্বাসঃ তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

৪৯। তাহা (আসনজয়) হইলে (যথাবিধানে) শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ প্রাণায়াম ॥ স্থ

ভাষ্যানুবাদ—আসনজয় হইলে শ্বাস বা বাহ্য বায়ুর আচমন এবং প্রশ্বাস বা কৌষ্ঠ্য বায়ুর নিঃসারণ, এতদুভয়ের যে গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ উভয়াভাব তাহা (একটি) প্রাণায়াম (১)।

টীকা। ৪৯। (১) হঠযোগ আদিতে যে রেচক, পূরক ও কুম্ভক উক্ত হয়, যোগের এই প্রাণায়াম ঠিক তাহা নহে। ব্যাখ্যাকারগণ সেই অপ্রাচীন রেচকাদির সহিত মিলাইতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে।

শ্বাস লইয়া পরে প্রশ্বাস না ফেলিয়া থাকিলে যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হয়, তাহা একটি প্রাণায়াম। সেইরূপ প্রশ্বাস ফেলিয়া (বায়ু রেচন করিয়া) শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করিলে তাহাও একটি প্রাণায়াম হয় ; পূরকান্ত অথবা রেচকান্ত যে প্রকারের হউক, গতিবিচ্ছেদ করাই একটি প্রাণায়াম। পরম্পরাক্রমে এইরূপ এক একটি প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। 'প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাম্' ইত্যাদি সূত্রে রেচকান্ত প্রাণায়ামের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আসন সিদ্ধ হইলে তবে প্রাণায়াম হয়। সম্যক্ আসন জয় না হইলেও আসনকালীন শারীরিক স্থৈর্য এবং মানসিক শূন্যবৎ ভাবনা অথবা অন্য কোন সমাপন্ন ভাব অনুভূত হইলে, তৎপূর্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করা যাইতে পারে। অস্থির চিত্তে প্রাণায়াম করিলে তাহা যোগাঙ্গ হয় না। প্রত্যেক প্রাণায়ামে শ্বাস-প্রশ্বাসের যেরূপ গতিবিচ্ছেদ হয়, সেইরূপ শরীরের স্পন্দনহীনতা ও মনের একবিষয়তা রক্ষিত না হইলে তাহা সমাধির অঙ্গভূত প্রাণায়াম হয় না। তজ্জন্য প্রথমে আসনের সহিত একাগ্রতা অভ্যাস করা আবশ্যক। ঈশ্বরভাব, শরীর ও মনের শূন্যবৎ ভাব, আধ্যাত্মিক মর্মস্থানে জ্যোতির্ময় ভাব প্রভৃতি কোন এক ভাবে একাগ্রতা অভ্যাস করিয়া, পরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত সেই একাগ্রতার মিলন অভ্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ প্রতি শ্বাসে ও প্রশ্বাসে সেই একাগ্র-

ভাব যেন উদিত থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসই যেন সেই একাগ্রভাবকে উদিত করার কারণ, এইরূপে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত স্থৈর্যের মিলন অভ্যাস করিতে হয়। তাহা অভ্যস্ত হইলে তবে গতিবিচ্ছেদ অভ্যাস করিতে হয়। গতিবিচ্ছেদকালেও সেই একাগ্রভাবকে অচল রাখিতে হয়। যে প্রযত্নে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করিয়া থাকা যায়, সেই প্রযত্নেই 'চিত্তের সেই স্থির একাগ্রভাব যেন ধরিয়া রাখিতেছি' এইরূপ ভাবনায় তাহা (চিত্তস্থৈর্য) অচল রাখিতে হয়। অথবা যেন আভ্যন্তরিক দৃঢ় আলিঙ্গনে শ্বাসরোধপ্রযত্নের দ্বারাই ধ্যেয় বিষয়কে ধরিয়া রাখিয়াছি, এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। যাবৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ থাকে, তাবৎকাল এইরূপ চিত্তেরও গতিবিচ্ছেদ থাকিলে, তবেই তাহা যথার্থ একটি প্রাণায়াম হইল, পরম্পরাক্রমে তাহারই সাধন করিয়া ধারণাদির অভ্যাস করিতে হয়। তবে সমাধিতে শ্বাস-প্রশ্বাস সূক্ষ্মীভূত হইয়া অলক্ষ্য হয় অথবা সম্যক্ রুদ্ধ হয়।

সূত্রের অর্থ এই—বায়ুর শ্বাসরূপ যে আভ্যন্তরিক গতি এবং প্রশ্বাসরূপ যে বহির্গতি, তাহার বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। অর্থাৎ শ্বাসগতি ও প্রশ্বাসগতি রোধ করাই প্রাণায়াম। সেই গতিরোধ যে-যে প্রকার, তাহা আগামী সূত্রে দেখান হইয়াছে।

ভাষ্যম্। স তু—

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

যত্র প্রশ্বাসপূর্বকো গত্যভাবঃ স বাহ্যঃ, যত্র শ্বাসপূর্বকো গত্যভাবঃ স আভ্যন্তরঃ। তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তির্যত্রোভয়াভাবঃ সকৃৎ প্রযত্নাদ্ ভবতি, যথা তপ্তে ন্যস্তমুপলে জলং সর্বতঃ সঙ্কোচমাপদ্যেত তথা দ্বয়োর্যুগপদ্ ভবত্যভাব ইতি। ত্রয়োঽপ্যেতে দেশেন পরিদৃষ্টাঃ—ইয়ানস্য বিষয়ো দেশ ইতি। কালেন পরিদৃষ্টাঃ—ক্ষণানামিয়ত্তাবধারণেনাবচ্ছিন্না ইত্যর্থঃ। সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টাঃ—এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্‌ঘাতঃ, তদ্বন্নিগৃহীতস্যৈতাবদ্ভির্দ্বিতীয় উদ্‌ঘাতঃ, এবং তৃতীয়ঃ, এবং মৃদুঃ, এবং মধ্যঃ, এবং তীব্রঃ, ইতি সংখ্যাপরিদৃষ্টঃ। স খল্বয়মেবমভ্যস্তো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই (প্রাণায়াম)—

৫০। বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। (তাহারা আবার) দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয় ॥ (১) সূ

যাহাতে প্রশ্বাসপূর্বক গত্যভাব হয় তাহা বাহ্যবৃত্তিক (প্রাণায়াম)। যাহাতে শ্বাসপূর্বক গত্যভাব হয় তাহা আভ্যন্তরবৃত্তিক। তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি, তাহাতে উভয়াভাব (অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তরবৃত্তির অভাব), তাহা সকৃৎ (এককালীন) প্রযত্নের দ্বারা হয়। যেমন তপ্ত প্রস্তরে জল ন্যস্ত হইলে তাহা সর্বদিকে সংকোচ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ (তৃতীয়েতে বা স্তম্ভবৃত্তিতে) অপর দুই বৃত্তির যুগপৎ অভাব হয়। এই তিন বৃত্তিও পুনশ্চ দেশপরিদৃষ্ট—দেশ অর্থাৎ এতখানি ইহার বিষয়।

কালের দ্বারা পরিদৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষণসকলের পরিমাণের দ্বারা নিয়মিত। সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট, যথা— এতগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা প্রথম উদ্‌ঘাত। সেইরূপ নিগৃহীত হইলে এত সংখ্যার দ্বারা দ্বিতীয় উদ্‌ঘাত। সেইরূপ তৃতীয় উদ্‌ঘাত; এইরূপ মৃদু, মধ্য ও তীব্র। ইহা সংখ্যাপরিদৃষ্ট প্রাণায়াম। প্রাণায়াম এইরূপে অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়।

টীকা। ৫০।(১) রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিন শব্দ তাহাদের বর্তমান পারিভাষিক অর্থে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হইত না। তাহা হইলে সূত্রকার অবশ্যই তাহাদের উল্লেখ করিতেন, উহা পরবর্তীকালের উদ্ভাবন।

বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি এই তিনটি রেচক, পূরক ও কুম্ভক নহে। ভাষ্যকার বাহ্যবৃত্তিকে 'প্রশ্বাসপূর্বক গত্যভাব' বলিয়াছেন। তাহা রেচক নহে। রেচক প্রশ্বাসবিশেষ মাত্র। বস্তুতঃ অপ্রাচীন ব্যাখ্যাকারেরা অপ্রাচীন প্রণালীর সহিত উহা মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র, কেহই কিন্তু সুসঙ্গত করিতে পারেন নাই।

গত্যভাব শব্দের অর্থ 'স্বাভাবিক গত্যভাব' করিলে রেচক-পূরকাদির সহিত বাহ্যবৃত্তি আদির কথঞ্চিৎ মিল হয়। রেচনপূর্বক বায়ুকে বহিঃস্থাপন বা শ্বাসগ্রহণ না করা বাহ্যবৃত্তি, তাহা রেচক ও কুম্ভক দুই-ই হইল। আভ্যন্তরবৃত্তিও সেইরূপ পূরক ও কুম্ভক। রেচকান্ত কুম্ভক তান্ত্রিক ও পূরকান্ত কুম্ভক বৈদিক প্রাণায়াম বলিয়া কোন কোন স্থলে কথিত হয়। "পূরণাদি-রেচনান্তঃ প্রাণায়ামস্তু বৈদিকঃ। রেচনাদি-পূরণান্তঃ প্রাণায়ামস্তু তান্ত্রিকঃ॥" ফলে, 'বাহ্যবৃত্তি' আদি শুধু আধুনিক রেচক, পূরক বা কুম্ভক নহে।

রেচকাদির প্রাচীন লক্ষণ এই যোগদর্শনোক্ত প্রণালীর অনুরূপ, যথা—"নিষ্ক্রাম্য নাসা-বিবরাদশেষং প্রাণং বহিঃ শূন্যমিবানিলেন। নিরুধ্য সন্তিষ্ঠতি রুদ্ধবায়ুঃ স রেচকো নাম মহানিরোধঃ॥ বাহ্যে স্থিতং ঘ্রাণপুটেন বায়ুমাকৃষ্য তেনৈব শনৈঃ সমন্তাৎ। নাড়ীশ্চ সর্বাঃ পরিপূরয়েদ্ যঃ স পূরকো নাম মহানিরোধঃ॥ ন রেচকো নৈব চ পূরকোঽত্র নাসাপুটে সংস্থিতমেব বায়ুম্। সুনিশ্চলং ধারয়েত ক্রমেণ কুম্ভাখ্যমেতৎ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥" (হঠযোগ প্রদীপিকা)। ইহাই বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি।

যে প্রযত্নবিশেষের দ্বারা স্তম্ভবৃত্তি সাধিত হয়, তাহা সর্বাঙ্গের আভ্যন্তরিক সংকোচনজনিত প্রযত্ন। সেই প্রযত্ন অত্যন্ত দৃঢ় হইলে তদ্দ্বারাই বহুক্ষণ রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকিতে পারা যায়, নচেৎ শুধু শ্বাসরোধ অভ্যাস করিলে দুই-তিন মিনিটের অধিক (অক্সিজেন বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাস করিয়া লইলে আট-দশ মিনিট পর্যন্তও রুদ্ধশ্বাস—রুদ্ধপ্রাণ নহে—হইয়া থাকা যায়) রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকিতে পারা যায় না, তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাতব্য।

হঠযোগে ঐ প্রযত্নকে মূলবন্ধ (গুহ্য-সংকোচন), উড্ডীয়ানবন্ধ (উদর-সংকোচন) ও জালন্ধর-বন্ধ (কণ্ঠদেশ-সংকোচন) বলা যায়। খেচরীমুদ্রাও ঐরূপ, তাহাতে জিহ্বাকে টানিয়া টানিয়া ক্রমশঃ বর্ধিত করিতে হয়। সেই বর্ধিত জিহ্বাকে ব্রহ্মতালুর (nasopharynx-এর) মধ্যে ঠাসিয়া তথাকার স্নায়ুর উপর চাপ বা টান দিলে রুদ্ধপ্রাণ হইয়া কতক্ষণ থাকা যাইতে পারে। ফলে, এই সব প্রক্রিয়ার সংকোচনাদি প্রযত্নের দ্বারা স্নায়ুমণ্ডল নিরোধাভিমুখে উদ্রিক্ত হওয়াতে রুদ্ধশ্বাস ও রুদ্ধপ্রাণ হওয়া যায়। আহারবিশেষের দ্বারা এবং সম্যক্ স্বাস্থ্যসহ অভ্যাসের দ্বারা স্নায়ু ও পেশী সকলের সাত্ত্বিক স্ফূর্তি (বৌদ্ধেরা ইহাকে শরীরের মৃদুতা ও কর্মণ্যতা ধর্ম বলেন) হয় এবং তদ্দ্বারাই

ঐ দৃঢ়তব প্রযত্ন কবা যায। মেদস্বী ও সুদৃঢ়পেশীহীন শরীবেব দ্বাবা ইহা সাধ্য হয না, তাই নানাবিধ মুদ্রাদি প্রক্রিযাব দ্বাবা প্রথমে শবীবকে দৃঢ ও যথোপযোগী সুস্থ কবাব বিধি আছে।

ইহাই হঠপূর্বক বা বলপূর্বক প্রাণবোধেব উপায। ইহাতে অবশ্য চিত্তবোধ হয না, কিন্তু তাহাব সহাযতা হয। ইহা সিদ্ধ হইলে পব ইহাব সহাযে যদি কেহ ধাবণাদি সাধন কবিয়া চিত্তকে স্থিব কবাব অভ্যাস কবেন, তবেই তিনি যোগমার্গে অগ্রসব হইতে পাবিবেন, নচেৎ কতককাল মৃতবৎ থাকা ব্যতীত অন্য কোনও ফললাভ হইবে না।

তদ্ব্যতীত অন্য উপাযেও প্রাণবোধ হয। যাঁহাবা ঈশ্বব-প্রণিধান, জ্ঞানময ধাবণা প্রভৃতিব সাধন কবিযা চিত্তকে একাগ্র কবেন, তাঁহাদেব সেই একাগ্রতা মহানন্দকব হইলে তাহাতেও সাত্ত্বিক নিবোধপ্রযত্ন আসিলে তদ্দ্বাবা তাঁহারা রুদ্ধপ্রাণ হইতে পাবেন। পবন্তু ঐ একাগ্রতা সর্বকালীন হইলে তাহাতে বিভোব হইযা অক্লেশে অল্পাহাব বা নিবাহাব কবিযা রুদ্ধপ্রাণ হইয়া সমাহিত হওযা যায। "ছিন্দন্তি পঞ্চমং শ্বাসম্ অল্পাহাবতযা নৃপ" (শান্তিপর্ব) ইত্যাদি শাস্ত্রবিধি এইরূপ সাধকদেব জন্য। বিশুদ্ধ ঈশ্ববভক্তি, সাত্ত্বিক ধাবণা প্রভৃতিতে যে অন্তবতম দেশে আনন্দাবেগ হয, তাহাতে হৃদযেব দ্বাবা হৃদযস্থ সেই আনন্দভাবকে যেন দৃঢালিঙ্গন কবিযা থাকাব আবেগ হয, তাহা হইতে স্নাযুমণ্ডলে সাত্ত্বিক সংকোচনবেগ উদ্ভূত হইয়া প্রাণবোধ হইতে পাবে। হঠপ্রণালীতে যেমন বাহ্য হইতে সংকোচনবেগ উদ্ভূত হয়, ইহাতে সেইরূপ সংকোচনবেগ অভ্যন্তবেই উদ্ভূত হয।

দীর্ঘকাল রুদ্ধপ্রাণ হইযা থাকিতে হইলে (হঠপ্রণালীতে) অন্ত্র হইতে মল বহিষ্কৃত কবিতে হয়, নচেৎ উহাব পূতিভাবেব জন্য ব্যাঘাত ঘটে এবং উদব-সংকোচনও যথাযথ হয না। নিবাহাব বা অল্পাহাব প্রণালীতে, যাহাতে কেবল জল বা অল্প দুগ্ধমিশ্র জল পান কবিযা থাকিতে হয ("অপঃ পীত্বা পযোমিশ্রাঃ") তাহাব আবশ্যক হয না (১।১৯ [২] দ্রষ্টব্য)।

কাহাবও কাহাবও প্রাণবোধেব এই প্রযত্ন সহজাত থাকে, তাহাবা এইরূপ প্রযত্নেব দ্বাবা অল্লাধিক কাল রুদ্ধপ্রাণ হইযা থাকিতে পাবে। আমবা এক ব্যক্তিব বিষয জানি, যে প্রোথিত অবস্থায় দশ-বাবো দিন যাবৎ থাকিতে পাবিত, সেই সমযে সে সম্পূর্ণ বাহ্য-সংজ্ঞাহীনও হইত না, কিন্তু জডবৎ থাকিত। অন্য এক ব্যক্তি ইচ্ছামত এক অঙ্গকে জডবৎ কবিতে পাবিত। বলা বাহুল্য ইহাব সহিত যোগেব কোনও সংস্রব নাই, অজ্ঞ লোকে উহাকে সমাধি মনে কবে। কিন্তু সমাধি ত দূবেব কথা, কেহ তিন মাস মৃত্তিকায প্রোথিত অবস্থায থাকিতে পাবিলেও হয ত সে যোগাঙ্গ ধাবণাবই নিকটবর্তী নহে। যোগ যে প্রধানতঃ চিত্তবোধ, কিন্তু শরীবমাত্রেব বোধ নহে, তাহা সর্বদা উত্তমরূপে স্মবণ বাখা কর্তব্য। সম্যক্ চিত্তবোধ হইলে অবশ্য শবীববোধও হইবে, কিন্তু শুধু শরীববোধ হইলে চিত্তবোধ না হইতে পাবে।

প্রশ্বাসপূর্বক গতিবিচ্ছেদ কবিলে তাহা একটি বাহ্যবৃত্তিক প্রাণাযাম। শ্বাসপূর্বক কবিলে তাহা একটি আভ্যন্তব প্রাণাযাম। শ্বাস-প্রশ্বাসেব প্রযত্ন না কবিযা কতক পূবিত বা কতক বেচিত অবস্থায এক-প্রযত্নে শ্বাসযন্ত্র রুদ্ধ কবার নাম তৃতীয স্তম্ভবৃত্তি। তাহাতে ফুসফুসেব বাযু ক্রমশঃ শোষিত হইযা কমিয়া যায, তজ্জন্য বোধ হয যেন সর্ব শবীবেব বাযু শোষিত হইযা যাইতেছে।

উত্তপ্ত উপলে ন্যস্ত জলবিন্দু যেমন চতুর্দিক্ হইতে একেবাবে শুষ্ক হয, স্তম্ভবৃত্তিব দ্বাবাও শ্বাস-প্রশ্বাস সেইরূপ একেবাবে রুদ্ধ হয। অর্থাৎ প্রযত্নপূর্বক বাহ্যে বাযু নিঃসাবণ কবিযা ধাবণপূর্বক

গতিবিচ্ছেদ করিতে হয় না , অথবা সেইরূপ অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া ধারণপূর্বক গতিবিচ্ছেদ করিতে হয় না।

প্রথমতঃ বাহ্যবৃত্তির অথবা আভ্যন্তরবৃত্তির কোন এক প্রকারকে অভ্যাস করিতে হয়। সূত্রকার বাহ্যবৃত্তির অভ্যাসের প্রাধান্য "প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা" এই সূত্রে দেখাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে স্তম্ভবৃত্তি অভ্যাস করিয়া প্রাণকে নিগৃহীত করিতে হয়।

বাহ্য অথবা আভ্যন্তরবৃত্তির কিছুকাল অভ্যাস হইলে তবে স্তম্ভবৃত্তি করিবার প্রযত্নের স্ফুরণ হয়। কিছুক্ষণ বাহ্য অথবা আভ্যন্তরবৃত্তি অভ্যাস করিয়া কয়েকবার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস করিলে স্তম্ভবৃত্তির প্রযত্ন স্বতঃ স্ফুরিত হয়। সেই প্রযত্নবলে শ্বাসযন্ত্র দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া স্তম্ভবৃত্তির অভ্যাস করা কর্তব্য। প্রথম প্রথম দীর্ঘকাল অন্তর স্তম্ভবৃত্তির প্রযত্নের স্ফূর্তি হয়। পরে ঘন ঘন হয়। ফুসফুস সম্পূর্ণ স্ফীত বা সম্পূর্ণ সংকুচিত থাকিলে স্তম্ভবৃত্তি প্রায়ই হয় না, তাহা হইলে বাহ্যাভ্যন্তর-বৃত্তি হয়।

বাহ্য, আভ্যন্তর ও স্তম্ভ এই তিন প্রাণায়ামবৃত্তি দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া অভ্যস্ত হইলে ক্রমশঃ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। তন্মধ্যে দেশপরিদর্শন প্রথম। দেশ—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক—দ্বিবিধ। নাসাগ্র হইতে যতখানি শ্বাসের গতি হয়, তাহা বাহ্য দেশ। অভ্যন্তরে হৃদয় পর্যন্ত শ্বাসের যে গতি হয়, তাহাই প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক দেশ। হৃদয় হইতে আপাদতলমস্তকও আধ্যাত্মিক দেশ।

নাসাগ্র হইতে প্রশ্বাস যত অল্পদূর যায় অর্থাৎ যাহাতে অল্পদূর যায়, এইরূপ পরিদর্শনপূর্বক প্রাণায়াম করাই বাহ্য দেশ-পরিদৃষ্টি। তাহাতে প্রশ্বাস ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়। অর্থাৎ ক্রমশঃ মৃদুতর ভাবে যাহাতে প্রশ্বাসের গতি হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রাণায়াম করার নাম বাহ্য দেশ-পরিদৃষ্ট প্রাণায়াম। আধ্যাত্মিক দেশকে অনুভবের দ্বারা পরিদর্শন করিতে হয়, শ্বাসে বায়ু যখন বক্ষে প্রবেশ করে, তখন সেই হৃৎপ্রদেশ অনুভব করিতে হয়। তাহাই আধ্যাত্মিক দেশের পরিদর্শনপূর্বক প্রাণায়াম।

হৃদয়কে মূল করিয়া সর্বশরীরে শ্বাসকালে যেন বায়ুর ন্যায় আভ্যন্তরিক স্পর্শানুভব বিসর্পিত হইয়া গেল, প্রশ্বাসকালে আবার তাহা উপসংহৃত হইয়া হৃদয়ে আসিল—এইরূপ সর্বশরীরব্যাপী (বিশেষতঃ পাদতল ও করতল পর্যন্ত) দেশও প্রথমতঃ পরিদর্শন করা আবশ্যক। ইহাতে নাড়ীশুদ্ধি হয় অর্থাৎ সর্বশরীরের বোধযোগ্যতা অব্যাহত হয় বা সাত্ত্বিক প্রকাশশীলতা হয়, আর সাত্ত্বিকতা-জনিত সর্বশরীরে সুখবোধ হয়। সেই সুখবোধপূর্বক প্রাণায়াম করিলেই প্রাণায়ামে সুফল লাভ হয়, নচেৎ হয় না , বরং শরীর রুগ্‌ণ হইতে পারে।

এই সুখবোধ হইলে তৎসহকারে স্তম্ভাদি বৃত্তি অভ্যাস করিলে তাহাতে সাত্ত্বিকতা আরও বর্ধিত হয় এবং নিরায়াসে বহুক্ষণ প্রাণরোধ করা যায়। রোধ করিবার বলও অজড়তাহেতু অতি দৃঢ় হয়।

হৃদয় হইতে মস্তিষ্কে যে রক্তবহা ধমনী (carotid artery) গিয়াছে তাহাও আধ্যাত্মিক দেশ। জ্যোতির্ময়-প্রবাহরূপে তাহা পরিদর্শন করিতে হয়। তদ্ব্যতীত মূর্ধ জ্যোতিও আধ্যাত্মিক দেশ। প্রাণায়ামবিশেষে ইহাদেরও পরিদর্শন করিতে হয়।

এই সমস্ত আধ্যাত্মিক দেশে চিত্ত রাখিয়া আভ্যন্তরিক স্পর্শানুভবের দ্বারা প্রাণায়াম করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রচ্ছর্দনকালে সর্বশরীর হইতে হৃদয়দেশে বোধ উপসংহৃত হইয়া আসিয়া

গতির সহিত ব্রহ্মরন্ধ্র (বা মস্তক-নিম্ন) পর্যন্ত তাহা যাইতেছে এইরূপ অনুভব করিয়া দেশ-পরিদর্শন করিতে হয়। আপূরণে হৃদয় হইতে সর্বশরীরে বায়ুবৎ স্পর্শবোধ বিসর্পিত হইল এইরূপে দেশ-পরিদর্শন করিতে হয়। বিধারণ-প্রযত্নে হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া সর্বশরীরব্যাপী বোধকে অস্ফুটভাবে লক্ষ্য করতঃ দেশ-পরিদর্শন করিতে হয়।

হৃদয়াদি দেশকে স্বচ্ছ আকাশকল্প ধারণা করাই উত্তম, জ্যোতির্ময় ধারণা করাও মন্দ নহে। ইষ্টদেবের মূর্তিও হৃদয়াদি দেশে ধারণা হইতে পারে। এইরূপে দেশ-পরিদর্শন করিলে প্রাণায়ামের গতিবিচ্ছেদকাল দীর্ঘ হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সূক্ষ্ম হয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'এতখানি ইহার বিষয়' এইরূপ পরিদর্শনের নাম দেশ-পরিদৃষ্ট। ইহার অর্থ—এতখানি = হৃদয়াদি আধ্যাত্মিক ও বাহ্য দেশ। ইহার = শ্বাসের, প্রশ্বাসের, অথবা বিধারণের। বিষয় = শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যে দেশ ব্যাপিয়া হয় এবং বিধারণের বৃত্তি (অনুভূতিপূর্বক চিত্তধারণ) যে দেশ ব্যাপিয়া হয়, তাহার পরিমাণ দেখাই তাহার বিষয়।

অতঃপর কাল-পরিদৃষ্ট কথিত হইতেছে। ক্ষণ = নিমেষক্রিয়ার চতুর্থ ভাগ, ক্ষণের ইয়ত্তা = এতগুলি ক্ষণ, তাহার অবধারণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ এত কালাবচ্ছিন্ন শ্বাস, প্রশ্বাস ও বিধারণ কার্য, এইরূপ লক্ষ্য রাখাই কাল-পরিদর্শনপূর্বক প্রাণায়াম। কাল-পরিদর্শন জপের দ্বারা করিতে হয়, কিন্তু তৎসহ কালের ধারণা থাকা মন্দ নহে। ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের কালের অনুভব হয়। শাব্দিক ক্রিয়ার ধারায় মন দিলে কালের অনুভব স্ফুট হয়। অতি দ্রুত প্রণব জপ করিয়া তাহাতে মন দিয়া রাখিলে যে একটা ধারা বা প্রবাহ চলিয়া যায় তাহাই কালানুভব। একবার কালানুভব করিতে পারিলে প্রত্যেক শব্দেই (যেমন অনাহত নাদে) কালানুভব হইবে। শব্দ একাকার না হইলেও তাহাতে ঐরূপ কালধারার অনুভব হইতে পারে, অর্থাৎ গায়ত্রী উচ্চারণেও কালধারার অনুভব হইতে পারে। অথবা একতান দীর্ঘভাবে একটি দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসব্যাপী প্রণব উচ্চারণ (মনে মনে) করিলে ঐরূপ কালানুভব হয়। পূর্বোক্ত দেশ-পরিদর্শন ও কাল-পরিদর্শন একদাই (একই প্রযত্নে) অবিরোধভাবে করিতে হয়।

প্রাণায়াম কোন এক বিশেষ কাল ব্যাপিয়া করা যায় এবং যতক্ষণ সাধ্য তত কাল ব্যাপিয়াও করা যায়। নির্দিষ্টসংখ্যক প্রণব জপ করিয়া অথবা নির্দিষ্ট বার গায়ত্র্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া কাল স্থির রাখিতে হয়। "সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ। ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥" (অমৃতনাদ উপ.)। অর্থাৎ "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ ॥" এই মন্ত্র তিন বার পাঠ্য। কিন্তু প্রথমে যাঁহার যতটুকু সহজ বোধ হয় তত কাল ব্যাপিয়া শ্বাস, প্রশ্বাস ও বিধারণ করা আবশ্যক। প্রণবজপের সংখ্যা রাখিতে হইলে গুচ্ছে গুচ্ছে প্রণব জপ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, মনে মনেই জপ করা বিধেয়, নচেৎ করাঙ্গিতে জপ করিলে চিত্ত কতক বহির্মুখ হয়। গুচ্ছে জপ যথা—ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ। এক গুচ্ছে সাত বার প্রণব জপ হইল। এইরূপ যত গুচ্ছ আবশ্যক, তত জপ করিলেই সংখ্যা মনেতে সহজেই ঠিক থাকে।

যতক্ষণ সাধ্য ততক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস বোধ করিয়া প্রাণায়াম করারও বিধি আছে। তাহা অনেক স্থলে সহজ হয়। যথাশক্তি ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ফেলিতে যত কাল লাগে, অথবা যথাসাধ্য বিধারণ করিতে যত কাল লাগে, তাহাই এক্ষেত্রে প্রাণায়ামকাল বুঝিতে হইবে। ইহাতে জপের সংখ্যা

রাখিবার আবশ্যকতা নাই। একটি মাত্র দীর্ঘ প্রণব (প্রধানতঃ অর্ধ মাত্রা ম্ কার), ইহাতে একতানভাবে মনে মনে উচ্চারিত হইতে পারে এবং সহজেই পূর্বোক্ত কালানুভব হইতে পারে। এইরূপে ক্ষণপরম্পরাবচ্ছিন্ন কালের পরিদর্শনপূর্বক প্রাণায়াম সাধিত হয়।

উদ্‌ঘাতক্রমে যে প্রাণায়ামের কালাবচ্ছেদ হয়, তাহাকে সংখ্যা-পরিদৃষ্ট বলে। কারণ, তাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যার দ্বারা কাল নির্ণীত হয়। স্বস্থ মনুষ্যের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কালের নাম মাত্রা। যদি মিনিটে পনেরো বার শ্বাস-প্রশ্বাস হয় এইরূপ ধরা যায়, তবে এক মাত্রা চার সেকেণ্ড কাল হইল। এইরূপ দ্বাদশ মাত্রার নাম একটি উদ্‌ঘাত (৪৮ সেকেণ্ড)। চব্বিশ মাত্রা দ্বিরুদ্‌ঘাত বা দ্বিতীয় উদ্‌ঘাত। ছত্রিশ মাত্রার (২২⁄৫ মিনিটের) নাম তৃতীয় উদ্‌ঘাত। "নীচো দ্বাদশমাত্রস্তু সকৃদুদ্‌ঘাত ঈরিতঃ। মধ্যমস্তু দ্বিরুদ্‌ঘাতশ্চতুর্বিংশতিমাত্রকঃ। মুখ্যস্তু যস্ত্রিরুদ্‌ঘাতঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্র উচ্যতে॥" (লিঙ্গ পুরাণ)।

মতান্তরে মাত্রার কাল ১⅓ সেকেণ্ড অর্থাৎ পূর্বোক্তের ⅓ অংশ। তাহাতে উক্ত প্রথম উদ্‌ঘাত ৩৬ মাত্রক, দ্বিতীয় ৭২ মাত্রক ও তৃতীয় ১০৮ মাত্রক। উদ্‌ঘাতের আর এক অর্থ আছে, যথা— "প্রাণেনোৎসর্প্যমাণেন অপানঃ পীড্যতে যদা। গত্বা চোর্ধ্বং নিবর্তেত চৈতদুদ্‌ঘাত-লক্ষণম্॥" এতদনুসারে ভোজরাজ বলিয়াছেন, "উদ্‌ঘাতো নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরস্যভিহননম্"। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহা গ্রহণের জন্য অথবা ছাড়িবার জন্য যে উদ্বেগ হয়, তাহাই উদ্‌ঘাত। বিজ্ঞানভিক্ষু উদ্‌ঘাত অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাস-রোধ মাত্র বুঝিয়াছেন।

বস্তুতঃ ঐ তিন অর্থই সমন্বয়যোগ্য। উদ্‌ঘাতের অর্থ এইরূপ—যাবৎকাল শ্বাস বা প্রশ্বাস রোধ করিলে বায়ুর ত্যাগ অথবা গ্রহণের জন্য উদ্বেগ হয়, তাবৎকালিক রোধই উদ্‌ঘাত। ঐ কাল প্রথমতঃ ১২ মাত্রা বা ৪৮ সেকেণ্ড, অতএব দ্বাদশ মাত্রাবচ্ছিন্ন কালই প্রথম উদ্‌ঘাত।

এতগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসের কালে এই এই উদ্‌ঘাত হয়, এইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যার পরিদর্শন-পূর্বক উহা নিশ্চিত হয় বলিয়া ইহাকে সংখ্যা-পরিদর্শন বলে। ফলতঃ ইহা পূর্ব হইতেই নিশ্চিত থাকে, প্রাণায়ামকালে ইহার পরিদর্শন করা আবশ্যক হয় না। তবে কত সংখ্যক প্রাণায়াম কার্য, কিরূপ সংখ্যায় তাহা বৃদ্ধি করিতে হয় ইত্যাদিরূপেও সংখ্যা-পরিদর্শন আবশ্যক হইতে পারে। হঠযোগের মতে দিবসে চতুর্বার আশী-সংখ্যক প্রাণায়াম কার্য। ক্রমশঃ বাড়াইয়া আশী-সংখ্যায় উপনীত হইতে হয়, সহসা নহে। "শনৈরশীতিপর্যন্তং চতুর্বারং সমভ্যসেৎ।" (হঠযোগ প্র.)। সাবধানে অল্পে অল্পে প্রাণায়ামের সংখ্যা বাড়াইতে হয়। প্রথম উদ্‌ঘাতের নাম মৃদু, দ্বিতীয় উদ্‌ঘাতের নাম মধ্য, তৃতীয় উদ্‌ঘাতের নাম উত্তম প্রাণায়াম।

এইরূপে অভ্যস্ত হইলে প্রাণায়াম দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। দীর্ঘ অর্থে দীর্ঘকালব্যাপী রেচন অথবা বিধারণ। সূক্ষ্ম অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষীণতা এবং বিধারণের নিরায়াসতা। নাসাগ্রে ধৃত তূলা যাহাতে স্পন্দিত না হয় এইরূপ প্রশ্বাস সূক্ষ্মতার সূচক।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ভাষ্যম্। দেশকালসংখ্যাভির্বাহ্যবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, তথাভ্যন্তরবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, উভযথা দীর্ঘসূক্ষ্মঃ। তৎপূর্বকো ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোভয়োর্গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণাযামঃ। তৃতীয়স্তু বিষযানালোচিতো গত্যভাবঃ সকৃদারব্ধ এব, দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ। চতুর্থস্তু শ্বাসপ্রশ্বাসযোর্বিষযাবধারণাৎ ক্রমেণ ভূমিজয়াদ্ উভযাক্ষেপপূর্বকো গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণাযাম ইত্যয়ং বিশেষঃ ॥ ৫১ ॥

৫১। চতুর্থ প্রাণাযাম বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা বাহ্য বিষয় (বাহ্যবৃত্তি) পরিদৃষ্ট হইলে (অভ্যাস-পটুতা-নিবন্ধন) তাহাকে আক্ষিপ্ত বা অতিক্রমিত করা যায়। সেইরূপ আভ্যন্তর বিষয় অর্থাৎ আভ্যন্তরবৃত্তি (প্রথমে পরিদৃষ্ট হইয়া অভ্যস্ত হইলে পরে) আক্ষিপ্ত হয়। উভয় প্রকারে এই দুই বৃত্তি অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। তৎপূর্বক অর্থাৎ উল্লিখিতরূপে অভ্যস্ত বাহ্যাভ্যন্তরবৃত্তিপূর্বক, ভূমিজয়ক্রমে তদুভয়ের গত্যভাব চতুর্থ প্রাণাযাম। দেশ আদি বিষয় আলোচনা না করিয়া যে সকৃৎপ্রযত্ন-নিবন্ধন গত্যভাব তাহাই তৃতীয় প্রাণাযাম এবং তাহা দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। শ্বাস ও প্রশ্বাসের বিষয় (দেশাদি) আলোচনপূর্বক অভ্যাসক্রমে ভূমিজয় হইলে যে তদুভয়াক্ষেপপূর্বক অর্থাৎ তদতিক্রমপূর্বক গত্যভাব হয়, তাহাই চতুর্থ প্রাণাযাম, ইহাই বিশেষ।

টীকা। ৫১।(১) বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি ছাড়া চতুর্থ এক প্রাণাযাম আছে, তাহাও এক প্রকার স্তম্ভবৃত্তি। তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি হইতে তাহার ভেদ আছে। তৃতীয় প্রাণাযাম সকৃৎপ্রযত্নের দ্বারা অর্থাৎ একেবারেই সাধিত হয়। কিন্তু বাহ্যবৃত্তিকে ও আভ্যন্তরবৃত্তিকে দেশাদি-পরিদর্শনপূর্বক অভ্যাস করিয়া তদতিক্রমপূর্বক চতুর্থ প্রাণাযাম সাধিত হয়। চিরকাল অভ্যস্ত হইয়া যখন বাহ্য ও আভ্যন্তরবৃত্তি অতি সূক্ষ্ম হয়, তখন তাহাদিগকে আক্ষেপ বা অতিক্রমপূর্বক যে স্তম্ভবৃত্তি হয়, তাহাই চতুর্থ সূ-সূক্ষ্ম স্তম্ভবৃত্তি। এতদ্দ্বারা ভাষ্য বুঝা সুকর হইবে।

এস্থলে প্রাণাযাম অভ্যাসের অন্যতম প্রণালী বিশদ করিয়া দেখান যাইতেছে। প্রথমে আসনে সুস্থির হইয়া বসিবে। পরে বক্ষ স্থির রাখিয়া উদর সঞ্চালনপূর্বক শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। প্রশ্বাস বা রেচক অতি ধীরে (যথাশক্তি) সম্পূর্ণরূপে করিবে। তাহাতে পূরণ কিছু বেগে হইবে কিন্তু উদর-মাত্র স্ফীত করিযাই যেন পূরণ হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিবে।

এইরূপ রেচন-পূরণ-কালে হৃৎপ্রদেশে বক্ষের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ, আলোকিত বা শুভ্র, ব্যাপী, অনন্তবৎ অবকাশ ভাবনা করিবে। পূর্বে কিছুদিন রেচন-পূরণ না করিয়া কেবল এই ধ্যান অভ্যাস করা আবশ্যক, তাহা আয়ত্ত হইলে তৎসহযোগে রেচন-পূরণ করা বিধেয, যেন সেই শরীরব্যাপী অবকাশেই রেচক করিতেছি ও তাহাতেই যেন পূরণ করিতেছি। শাস্ত্রে আছে, "রুচিরং রেচকঞ্চৈব বায়োরাকর্ষণন্তথা।" (অমৃতনাদ উপ.)। মনকে সেই সঙ্গে শূন্যবৎ করিবে। শাস্ত্রেও আছে, "শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ"। (অমৃতবিন্দু উপ)। অর্থাৎ শূন্যমনে শূন্যবৎ শরীরব্যাপী স্পর্শবোধ অনুভব করিতে থাকিবে। হৃদয়কে সেই শূন্যবোধের কেন্দ্ররূপে লক্ষ্য রাখিবে। পূরণকালে তথা হইতে সর্বশরীর যেন বোধব্যাপ্ত হইতেছে এইরূপ ভাবনা করিবে।

প্রথমে ধীরে ধীরে রেচন ও স্বাভাবিক পূরণমাত্র ধ্যানসহকারে অভ্যাস করিবে। তাহা আয়ত্ত হইলে মধ্যে মধ্যে বাহ্যবৃত্তি অভ্যাস করিবে। অর্থাৎ প্রশ্বাস করিয়া আর শ্বাস গ্রহণ করিবে না। সেইরূপ আভ্যন্তরবৃত্তিও অভ্যাস করিবে। তাহাতে পূরিত বায়ু যেন সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া নিশ্চল পূর্ণকুম্ভের মত হইয়া শরীরের সমস্ত চাঞ্চল্যকে রুদ্ধ করিল, এইরূপ বোধ করিবে। বলা বাহুল্য যে, শ্বাসবায়ু ফুসফুস ছাড়া শরীরের অন্য স্থানে যায় না। কিন্তু পূরণ করিয়া ফুসফুস পূর্ণ হইলে সর্বশরীরেও সেই পূর্ণতাবোধ যেন ব্যাপ্ত হইল, এইরূপ বোধ হয়, সেই বোধই ভাব্য। প্রাণায়ামের পক্ষে শরীরময় বোধ-ভাবনাই সিদ্ধির হেতু, এই সংকেত মনে রাখিতে হইবে। 'বায়ুর দ্বারা শরীর পূর্ণ করিবে' ইহার গূঢ় অর্থ ঐরূপ জানিতে হইবে।

প্রথম প্রথম মধ্যে মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তরবৃত্তি অভ্যস্য, পরে আয়ত্ত হইলে অবিরলে অভ্যাস করা যাইতে পারে। স্তম্ভবৃত্তি ইহার মধ্যে মধ্যে প্রথমতঃ অভ্যাস করিবে। প্রথমে কয়েক বার স্বাভাবিক রেচন পূরণ করিয়া একবার বাতাশয়ে অল্প বায়ু থাকা কালে আভ্যন্তরিক প্রযত্নের দ্বারা ফুসফুসকে সংকোচন করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিবে। পূর্বোক্ত অভ্যাসজনিত ফুসফুসে ও সর্বশরীরে সাত্ত্বিক স্বচ্ছন্দতা অর্থাৎ লঘু, সুখময় বোধ থাকিলে তৎপূর্বক স্তম্ভবৃত্তি অভ্যস্য, তাহাতে অতিশয় দৃঢ়ভাবে শ্বাসযন্ত্র রুদ্ধ করিয়া সুখে বহুক্ষণ থাকা যায়। সুখস্পর্শ-সহকারে রুদ্ধ করাতে অর্থাৎ সেই সুখময় বোধ ভাবনাপূর্বক বোধ করাতে, স্তম্ভবৃত্তির মধ্যে সুখস্পর্শযুক্ত শ্বাসরোধপ্রযত্ন অধিকতর সুখকর হয়। পরে অসহ্য হইলে প্রযত্ন শ্লথ করিয়া শ্বাস গ্রহণ অথবা ত্যাগ করিবে। ফুসফুসে অল্প বায়ু থাকাতে এবং তাহার অধিকাংশ শোষিত হইয়া যাওয়াতে, স্তম্ভবৃত্তির পর পূরণই করিতে হয়, রেচন করিতে হয় না। কিন্তু তখন পূরণ করাও আবশ্যক, কারণ, তাহাতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয় না। অতএব এইরূপ অল্প বায়ু ফুসফুসে রাখিয়া স্তম্ভবৃত্তি অভ্যাস করিবে, যাহাতে পরে পূরণ করিতে হয়।

প্রথমে একবার স্তম্ভবৃত্তির পর কয়েক বার স্বাভাবিক রেচন পূরণ করিবে। অভ্যাস দৃঢ় হইলে অবিরলে অনেক বার স্তম্ভবৃত্তি করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, স্তম্ভবৃত্তিতেও পূর্বোক্তরূপে মনকে কোন আধ্যাত্মিক দেশে (হার্দাকাশেই ভাল) শূন্যবৎ রাখিতে হইবে, নচেৎ অভ্যাস পণ্ড হইবে (সমাধির পক্ষে)।

বাহ্য বা আভ্যন্তরবৃত্তির অন্যতর অভ্যাস করিলেই ফল লাভ হইতে পারে। উদ্‌ঘাতের উৎকর্ষের জন্য স্তম্ভবৃত্তি অভ্যস্য। স্তম্ভবৃত্তিই শেষে চতুর্থ প্রাণায়ামরূপ প্রাণায়ামসিদ্ধিতে পরিণত হয়। বাহ্য ও আভ্যন্তরবৃত্তিতে যথাক্রমে রেচন ও বিধারণ এবং পূরণ ও বিধারণ যাহাতে একতান অভগ্নপ্রযত্নে হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া সাধন করিতে হইবে অর্থাৎ পূরণের ও রেচনের প্রযত্ন যেন সূক্ষ্ম হইয়া বিধারণে মিলাইয়া যায়।

নিম্নলিখিত বিষয় প্রাণায়ামীর স্মরণ রাখা কর্তব্য :—

(১ম) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত আভ্যন্তরিক স্পর্শবোধ অনুভব করিয়া সাত্ত্বিকতা বা সুখ ও লঘুতা প্রকটিত করিতে হইবে, তৎপূর্বক প্রাণায়াম করিলেই প্রাণায়ামের উৎকর্ষ হয়, নচেৎ হয় না। সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল, অতএব যে প্রযত্নে ক্রিয়া সহজ বা স্বাভাবিক তাহার বোধ উদিত রাখিয়া ভাবনা করিলেই সাত্ত্বিকতা বা সুখ প্রকাশ পায়। যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুসফুস-গত বোধ ভাবনা করিলে তথায় লঘুতা ও সুখ বোধ হয়, সর্বশরীরেও সেইরূপ।

(২য়) অল্পে অল্পে স্বাস্থ্য ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণায়াম অভ্যস্য।

(৩য়) ধ্যান ব্যতীত প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে চিত্ত অধিকতর চঞ্চল হয়। এইজন্য কেহ কেহ উন্মাদ হয়। প্রথমে ধ্যানাভ্যাস করিয়া আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তকে শূন্যবৎ করিতে না পারিলে প্রাণায়াম অভ্যাস না করাই ভাল। আধ্যাত্মিক দেশে কোন মূর্তিতে চিত্ত স্থির করিতে পারিলেও প্রাণায়াম হইতে পারে। যোগের জন্য শূন্যবদ্ভাবই অধিক উপযোগী।

(৪র্থ) আহারাদির উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। অধিক আহার, ব্যায়াম, মানসিক শ্রম আদি করিলে প্রাণায়ামে অধিক উন্নতির আশা অল্প। উদর কিছু খালি রাখিয়া লঘু দ্রব্য আহার করাই মিতাহার। হঠযোগের গ্রন্থে মিতাহারের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। শ্বেতসারযুক্ত দ্রব্য সেব্য। স্নেহ বা ঘৃত-তৈলাদি অধিক সেব্য নহে।

শেষে যোগীকে একেবারেই স্নেহ বর্জন করিতে হয়, তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। দীর্ঘকাল প্রাণরোধ করিয়া থাকিতে হইলে উপবাসও করিতে হয় ('যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন না হয়)। এইজন্য মহাভারতে আছে :—"আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত। যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি॥ ভীষ্ম উবাচ। কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত। স্নেহানাং বর্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ ভুঞ্জানো যাবকং রুক্ষং দীর্ঘকালমরিন্দম। একাহারো বিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ পক্ষান্মাসানৃতূংশ্চৈতান্ সংবৎসরানহস্তথা। অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ অখণ্ডমপি বা মাসং সততং মনুজেশ্বর। উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥" (মোক্ষধর্ম। ৩০০ অ) অর্থাৎ তণ্ডুলকণা, তিলকল্ক (তিলের খলি) ও দীর্ঘকাল রুক্ষ যবাগূ আহার করিয়া ও স্নেহ পদার্থ বর্জন করিয়া যোগী বললাভ করেন। পক্ষ, মাস, ঋতু বা সংবৎসর যাবৎ দুগ্ধমিশ্র জল পান করিয়া অথবা এক মাস একেবারে উপবাস করিয়া যোগী বলপ্রাপ্ত হন। প্রথম প্রথম অবশ্য মিত পরিমাণে স্নেহাদি সেব্য। আহার কমাইতে হইলে অল্পে অল্পে ক্রমশঃ কমানর বিধি আছে।

প্রাণরোধ করিয়া থাকা মাত্র যোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম বা সমাধি নহে। কোন কোন লোক স্বভাবতঃ প্রাণরোধ করিতে পারে। তাহারাই মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকিয়া লোককে বাজী দেখাইয়া পয়সা উপার্জন করে। তাহা যোগও নহে, সমাধিও নহে, তজ্জন্য যোগের ফল ঐ সকল ব্যক্তিতে দেখা যায় না।

যে প্রাণরোধের সহিত চিত্তও রুদ্ধ বা একাগ্র করা যায়, তাহাই যোগাঙ্গ প্রাণায়াম। এক-একটি প্রাণায়ামগত চিত্তস্থৈর্য ধারাবাহিকক্রমে বর্ধিত হইয়াই শেষে সমাধি হয়। এইজন্য বলা হয় দ্বাদশ প্রাণায়ামে এক প্রত্যাহার, দ্বাদশ প্রত্যাহারে এক ধারণা ইত্যাদি। ফলতঃ চিত্তের স্থৈর্য ও নির্বিষয়তার উৎকর্ষ না হইলে তাহা যোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম হয় না, কিন্তু বাজী-বিশেষ মাত্র হয়। প্রাণরোধ মাত্র করিয়া থাকা সমাধির বাহ্য লক্ষণ, কিন্তু আভ্যন্তরিক লক্ষণ নহে।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যম্। প্রাণায়ামানভ্যস্যতোঽস্য যোগিনঃ ক্ষীয়তে বিবেকজ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম, যত্তদাচক্ষতে, "মহামোহময়েনেন্দ্রজালেন প্রকাশশীলং সত্ত্বমাবৃত্য তদেবাকার্যে নিযুঙ্‌ক্তে" ইতি। তদস্য প্রকাশাবরণং কর্ম সংসারনিবন্ধনং প্রাণায়ামাভ্যাসাদ্ দুর্বলং ভবতি, প্রতিক্ষণঞ্চ ক্ষীয়তে। তথা চোক্তং "তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্য" ইতি ॥ ৫২ ॥

৫২। তাহা হইতে প্রকাশাবরণ (অজ্ঞানরূপ আবরণ) ক্ষীণ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণায়াম-অভ্যাসকারী যোগীর বিবেকজ্ঞানাবরণভূত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (১)। উহা যেরূপ তাহা নিম্ন বাক্যে কথিত হইয়াছে—"মহামোহময় ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রকাশশীল সত্ত্বকে আবরণ করিয়া তাহাকে অকার্যে নিযুক্ত করে।" যোগীর সেই প্রকাশাবরণভূত সংসারহেতু কর্ম প্রাণায়ামাভ্যাস হইতে দুর্বল হয়, আর, প্রতিক্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তথা উক্ত হইয়াছে—"প্রাণায়াম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর নাই, তাহা হইতে মলসকলের বিশুদ্ধি এবং জ্ঞানের দীপ্তি হয়।"

টীকা। ৫২। (১) প্রাণায়ামের দ্বারা যে প্রকাশাবরণ (বিবেকখ্যাতির আবরণ) ক্ষয় হয়, তাহা অজ্ঞান-স্বরূপ আবরণ নহে, কিন্তু অজ্ঞানমূলক কর্মরূপ আবরণ। কর্মই অজ্ঞানের জীবনবৃত্তি। অতএব কর্মক্ষয়ে অজ্ঞানও ক্ষীণ হয়। প্রাণায়াম শরীরেন্দ্রিয়ের নৈষ্কর্ম্য। তাহার সংস্কারের দ্বারা সাধারণ ক্লিষ্ট কর্মের সংস্কার ক্ষীণ হয়, যেমন, ক্রোধের সংস্কার অক্রোধের সংস্কারের দ্বারা ক্ষীণ হয়, তদ্রূপ। 'আমি শরীর', 'আমি ইন্দ্রিয়বান্' ইত্যাদি অবিদ্যাদিরূপ অজ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম ও কর্মের সংস্কার যে প্রাণায়ামের দ্বারা দুর্বল হইয়া ক্ষয় পাইতে থাকে, তাহা স্পষ্ট। কেহ কেহ শঙ্কা করেন, অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারাই নষ্ট হয়, প্রাণায়ামরূপ কর্মের দ্বারা কিরূপে তাহার নাশ হইবে? তাহাতে বক্তব্য যে, এস্থলেও জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নাশ হয়। প্রাণায়াম ক্রিয়া বটে, কিন্তু সেই ক্রিয়ার যে জ্ঞান হয়, তাহাই অজ্ঞানকে নষ্ট করে। প্রাণায়াম-ক্রিয়া শরীরেন্দ্রিয় হইতে আমিত্বকে বিযুক্ত করিবার ক্রিয়া। অতএব সেই ক্রিয়ার জ্ঞান (সব ক্রিয়ারই জ্ঞান হয়) 'আমি শরীরেন্দ্রিয় নহি' এইরূপ বিদ্যা।

ভাষ্যম্। কিঞ্চ—

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব। "প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" ইতি বচনাৎ ॥ ৫৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ—

৫৩। ধারণাসকলেও মনের যোগ্যতা হয় ॥ (১) সূ

প্রাণায়ামের অভ্যাস হইতে হয়। "অথবা প্রাণের প্রচ্ছর্দন-বিধারণ-দ্বারা স্থিতি সাধিত হয়" এই সূত্র হইতে (ইহা জানা যায়)।

টীকা। ৫৩।(১) ধাবণা আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তেব বন্ধন। প্রাণাযামে নিবন্তব আধ্যাত্মিক দেশ ভাবনা (অনুভব) কবিতে হয়। তাহা কবিতে কবিতে যে চিত্তকে তথায বদ্ধ করিবাব যোগ্যতা হইবে তাহা বলা বাহুল্য। "প্রচ্ছর্দনবিধাবণাভ্যাং বা প্রাণস্য" এই সূত্রে (১।৩৪) প্রাণাযামেব দ্বাবা চিত্তেব স্থিতি হয বলা হইযাছে। স্থিতি অর্থেই ধাবণা অর্থাৎ অভীষ্ট বিষযে চিত্তকে স্থাপন কবা।

ভাষ্যম্। অথ কঃ প্রত্যাহারঃ—

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ॥ ৫৪॥

স্ববিষযসম্প্রযোগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেতি, চিত্তনিবোধে চিত্তবদ্ নিরুদ্ধানীন্দ্রিযাণি নেতবেন্দ্রিযজযবদুপাযান্তরমপেক্ষন্তে। যথা মধুকববাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি নিবিশমানমনু নিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তনিবোধে নিরুদ্ধানীতি, এষ প্রত্যাহারঃ॥ ৫৪॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রত্যাহাব কি ?—

৫৪। স্ব স্ব বিষযে অসংযুক্ত হইলে ইন্দ্রিযগণেব যে চিত্তেব স্বরূপানুকাবেব ন্যায অবস্থা হয তাহাই প্রত্যাহাব॥ সূ

স্ববিষযেব সহিত সম্প্রযোগাভাবে (সংযোগাভাবে) চিত্তস্বরূপানুকাবেব ন্যায অর্থাৎ চিত্তনিবোধে চিত্তেব ন্যায (সেই সঙ্গে) ইন্দ্রিযগণেবও নিরুদ্ধ হওযা, তাহাতে অপব প্রকাব ইন্দ্রিযজযেব ন্যায় আব উপায়ান্তবেব অপেক্ষা কবে না (১)। যেমন উড্ডীযমান মধুকববাজেব পশ্চাতে মক্ষিকাবা উড্ডীন হয, আব নিবিশমানেব পশ্চাতে নিবিষ্ট হয, সেইরূপ ইন্দ্রিযগণ চিত্তনিবোধে নিরুদ্ধ হয। ইহাই প্রত্যাহাব।

টীকা। ৫৪।(১) অপব প্রকাব ইন্দ্রিযজযে বিষয হইতে দূবে থাকিতে হয অথবা মনকে প্রবোধ দিতে হয বা অন্য কোনও উপায় অবলম্বন কবিতে হয, কিন্তু প্রত্যাহাবে তাহা কবিতে হয না। কাবণ, তাহাতে চিত্তেব ইচ্ছাই প্রধান হয। ইচ্ছাপূর্বক চিত্তকে যে দিকে বাখা যায, ইন্দ্রিযগণও সেই দিকে যায। চিত্তকে আধ্যাত্মিক দেশে নিরুদ্ধ কবিলে ইন্দ্রিযগণ তখন বাহ্য বিষয গ্রহণ কবে না। সেইরূপ বাহ্য শব্দাদি কোন বিষযে চিত্তকে স্থাপন কবিলে সেই বিষযেব মাত্র ব্যাপাব হয, অন্য বিষযেব ব্যাপাব হইতে ইন্দ্রিযগণ বিবত থাকে।

প্রত্যাহাব-সাধনেব জন্য প্রধান উপায (ক) বাহ্য বিষয লক্ষ্য না কবা ও (খ) মানস ভাব লইযা থাকা। অবহিত হইযা চক্ষুবাদিব দ্বাবা বিষয গ্রহণ কবাব অভ্যাস না ছাড়িলে প্রত্যাহাব হয না। যাহাবা বাহ্য বিষযে সম্যক্ লক্ষ্য কবিতে স্বভাবতঃ পাবে না, তাহাদেব প্রত্যাহাব সুকব হয। উন্মাদেবও এক প্রকাব প্রত্যাহাব আছে। হিপনটিক (hypnotic)-দেবও এক প্রকাব

প্রত্যাহাব হয। যাহাবা আবিষ্ট অনুজ্ঞাব (hypnotic suggestion) বশ, তাহাদেব উক্তরূপে প্রত্যাহাব হয, লবণকে চিনি বলিযা খাইতে দিলে তাহাবা চিনিবই স্বাদ পায।

এই সব প্রত্যাহাব হইতে যোগাঙ্গ প্রত্যাহারের বিশেষ আছে। যোগাঙ্গ প্রত্যাহাব সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। যোগী যখন ইচ্ছা কবেন আমি উহা জানিব না, তখন অমনি সেই জ্ঞানেন্দ্রিয-শক্তি রুদ্ধ হয। প্রাণাযাম এইরূপ বোধেব সহায। অধিকক্ষণ প্রাণাযাম কবিলে ইন্দ্রিয়সকলে নিবোধেব ভাব গাঢতব হইতে থাকে, তৎপূর্বক প্রত্যাহার সুকর হয। তবে অন্য উপাযেব (ভাবনাব) দ্বাবাও উহা হয। যম-নিযমাদিব অভ্যাসপূর্বক প্রত্যাহাব হইলেই তাহা শ্রেযস্কব হয নচেৎ দুষ্টচেতা ব্যক্তির দ্বাবা দুষ্পথে চালিত প্রত্যাহাব অধিকতব দোষের হেতু হয।

চিত্তনিরোধে ইন্দ্রিযেব নিবোধসাধনরূপ প্রত্যাহাবই যোগীদেব উপাদেয। যখন মধুমক্ষিকাদেব এক ঝাঁক নূতন এক চক্রনির্মাণেব জন্য পূর্ব চক্র ত্যাগ কবে, তখন তাহাদের এক বাজ্ঞী (মধুমক্ষিকাবা প্রায ক্লীব, তাহাদেব চক্রে একটি বা কদাচিৎ দুইটি স্ত্রী থাকে। তাহাবা আকাবে বৃহৎ, সমস্ত মক্ষিকা তাহাব সেবাতে তৎপব) অগ্রে যায। সেই বৃহৎ মক্ষিকা যথায বসে, অপবেবাও তথায বসে, সে উড়িলে অপবেবাও উড়ে। ভাষ্যকাব এই দৃষ্টান্ত দিযাছেন। হিমবান্ প্রদেশে মক্ষিকা-পালন আছে।

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

ভাষ্যম্। শব্দাদিষ্বব্যসনম্ ইন্দ্রিযজয় ইতি কেচিৎ, সক্তির্ব্যসনং ব্যস্যত্যেনং শ্রেয়স ইতি। অবিরুদ্ধা প্রতিপত্তির্ন্যায্যা। শব্দাদিসম্প্রয়োগঃ স্বেচ্ছয়েত্যন্যে। রাগদ্বেষাভাবে সুখদুঃখশূন্যং শব্দাদিজ্ঞানমিন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ। "চিত্তৈকাগ্র্যাদপ্রতিপত্তিরেব" ইতি জৈগীষব্যঃ। ততশ্চ পরমা ত্বিয়ং বশ্যতা যচ্চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানীন্দ্রিযাণি, নেতরেন্দ্রিয়জয়বৎ প্রযত্নকৃতম্ উপায়ান্তরমপেক্ষন্তে যোগিন ইতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে সাধনপাদো দ্বিতীয়ঃ।

৫৫। তাহা (প্রত্যাহাব) হইতে ইন্দ্রিযগণেব পবমা বশ্যতা হয ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—কেহ কেহ বলেন, 'শব্দাদিতে অব্যসনই ইন্দ্রিযজয়'। ব্যসন অর্থে আসক্তি বা রাগ, যাহা পুরুষকে শ্রেয হইতে ব্যস্ত কবে অর্থাৎ দূবে ফেলে (তাহাই ব্যসন)। অপব কেহ কেহ বলেন, 'শাস্ত্রেব অবিরুদ্ধ শব্দাদি (বিষয)-সেবনই ন্যায্য অর্থাৎ তাহাই ইন্দ্রিযজয'। অন্যেবা বলেন, 'স্বেচ্ছাপূর্বক অর্থাৎ পবতন্ত্র না হইযা যে শব্দাদিতে ইন্দ্রিয়সম্প্রযোগ তাহাই ইন্দ্রিযজয'; অর্থাৎ ভোগ্যপবতন্ত্র না হইযা যে ভোগ, তাহাই ইন্দ্রিযজয। 'রাগদ্বেষাভাবে সুখদুঃখশূন্য যে শব্দাদি-জ্ঞান তাহাই ইন্দ্রিযজয' ইহাও কেহ কেহ বলেন। জৈগীষব্য বলেন, "চিত্তৈকাগ্র্য হইলে যে (ইন্দ্রিয়গণেব বিষযে) অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ যে বিষযসংযোগবাহিত্য তাহাই ইন্দ্রিয়জয"। সেইহেতু ইহাই (জৈগীষব্যোক্ত) যোগীর পবমা ইন্দ্রিযবশ্যতা, যাহাতে চিত্তনিবোধ হইলে ইন্দ্রিয়গণও নিরুদ্ধ হয। কিন্তু

ইহাতে যোগিগণকে অপর প্রকার ইন্দ্রিয়জয়ের মত প্রযত্নকৃত উপায়ান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না (১)।

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের সাধনপাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

টীকা। ৫৫। (১) ভাষ্যকার যে সমস্ত ইন্দ্রিয়জয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শেষটি ছাড়া সমস্তই প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-লৌল্য এবং পরমার্থের অন্তরায়। 'অনাসক্তভাবে' পাপবিষয় ভোগ করিলে অনাসক্তভাবেই নিরয়ে যাইতে হইবে। অগ্নিদাহ যে বুঝিয়াছে সে আর কোন কারণেই অগ্নিতে হাত দিতে ইচ্ছা করে না, অনাসক্তভাবেও করে না, আসক্তভাবেও করে না, স্বতন্ত্রভাবেও না, পরতন্ত্রভাবেও না। অতএব পরমার্থ-বিষয়ের অজ্ঞানই বিষয়ের সহিত স্বেচ্ছাপূর্বক সম্প্রয়োগের কারণ, সেইজন্য ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়জয়ই স-দোষ।

মহাযোগী জৈগীষব্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যোগীদের উপাদেয়। ইচ্ছামাত্রেই চিত্তরোধসহ যদি ইন্দ্রিয়রোধ হয়, তবে তদপেক্ষা উত্তম ইন্দ্রিয়জয় আর হইতে পারে না। অতএব প্রত্যাহারজনিত যে ইন্দ্রিয়জয় তাহাই সর্বোত্তম।

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

৩। বিভূতিপাদ

ভাষ্যম্। উক্তানি পঞ্চ বহিরঙ্গাণি সাধনানি, ধারণা বক্তব্যা।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধ্নি জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পঞ্চ বহিরঙ্গ-সাধনসকল উক্ত হইয়াছে, (অধুনা) ধারণা বক্তব্য—

১। চিত্তকে কোনও দেশে বদ্ধ বা সংস্থিত রাখাই ধারণা ॥ সূ

নাভিচক্র, হৃদয়পুণ্ডরীক, মূর্দ্ধজ্যোতি, নাসিকাগ্র, জিহ্বাগ্র ইত্যাদি দেশেতে (বদ্ধ হওয়া), অথবা বাহ্য বিষয়ে চিত্তের যে বৃত্তিমাত্রের দ্বারা বন্ধ, তাহাই ধারণা (১)।

টীকা। ১।(১) আধ্যাত্মিক দেশে অনুভবের দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। বাহ্য দেশে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। বহিঃস্থ শব্দাদি বা মূর্ত্যাদি বাহ্য দেশ। যে চিত্তবন্ধে কেবল সেই দেশেরই (যাহাতে চিত্ত বদ্ধ করা হইয়াছে তাহারই) জ্ঞান হইতে থাকে, আর যখন প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয়েরা স্ববিষয় গ্রহণ করে না, তখন প্রত্যাহারমূলক তাদৃশ ধারণাই সমাধির অঙ্গভূত ধারণা।

প্রাণায়ামাদিতেও ধারণা অভ্যাস করিতে হয়, কিন্তু তাহা মুখ্য ধারণা নহে, ইহা বিবেচ্য। প্রাণায়ামাদিতে যাহা অভ্যাস করিতে হয়, তাহাকে সাধারণতঃ 'ধ্যান-ধারণা' বলিলেও, বস্তুতঃ তাহাকে ভাবনা বলা উচিত, সেই ভাবনার উন্নতি হইয়া ধারণা ও ধ্যান হয়।

প্রাচীনকালে হৃদয়পুণ্ডরীকই ধারণার প্রধান স্থান ছিল। তথা হইতে ঊর্ধ্বগত যে সৌষুম্ন জ্যোতি আছে তাহাও ধারণার বিষয় ছিল। পরে ষট্‌চক্র বা দ্বাদশচক্র ধারণার প্রচলন হইয়াছিল। ষট্‌চক্র প্রসিদ্ধ আছে। শিবযোগমার্গে দ্বাদশ প্রকার ধারণার বিষয় কথিত হয়। তাহা যথা—১। মূলাধার, ২। স্বাধিষ্ঠান, ৩। নাভিচক্র; ৪। হৃৎচক্র, ৫। কণ্ঠচক্র, ৬। রাজদন্ত বা আলজিবের মূল (এখানে শূন্যরূপ দশম দ্বার ধ্যেয়), ৭। ভ্রূচক্র (এখানে দিব্যশিখারূপ জ্ঞানালোক ধ্যেয়), ৮। নির্বাণচক্র (ইহা ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত), ৯। ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে অষ্টদল পদ্ম (এখানে ত্রিকূট নামক তিমিরের মধ্যে আকাশবীজ সহ শূন্যস্থিত ঊর্ধ্বশক্তি ধ্যেয়), ১০। সমষ্টিকার্য (অহংকার), ১১। কারণ (মহত্তত্ত্ব বা অক্ষর), ১২। নিষ্কল (গ্রহীতৃপুরুষ)।

ইহার মধ্যে ১—৫ গ্রাহ্য, ৬—১১ গ্রহণ, এবং ১২ গ্রহীতা। কালক্রমে সাংখ্যযোগ পরিণত হইয়া ঐরূপ দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সকল ধারণার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত সমাহিত হইলে তবে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে পারে। অবশ্য তাহা সম্যক্ তত্ত্বদৃষ্টি-সাপেক্ষ। নিষ্কলপুরুষ (গ্রহীতৃপুরুষ) অধিগত হইলে পর তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞার নিরোধ হইলে তবে কৈবল্য, অবশ্য পরবৈরাগ্যপূর্বক নিরোধ চাই।

ধারণা প্রধানতঃ দ্বিবিধ—তত্ত্বজ্ঞানময় ধারণা ও বৈষয়িক ধারণা। জ্ঞানযোগী সাংখ্যদেরই তত্ত্বজ্ঞানময় ধারণা। তাহাতে প্রথমে বিষয়সকল ইন্দ্রিয়ে অভিহননকারী এইরূপ ধারণা করিয়া ইন্দ্রিয়সকল অভিমানাত্মক, অভিমান আমিত্বে প্রতিষ্ঠিত, আমিত্ব বা বুদ্ধি পুরুষের দ্বারা প্রতিসংবিদিত এইরূপ ধারণা করিয়া জ্ঞ-স্বরূপ আত্মাতে স্থিতিলাভ করার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাতেও অন্যান্য ধারণার ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির অভ্যন্তরস্থ আধ্যাত্মিক দেশের সাহায্য লইতে হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানই ইহার মুখ্য আলম্বন। (এ বিষয় 'জ্ঞানযোগ' ও 'স্তোত্রসংগ্রহ'স্থ তত্ত্ব-নিদিধ্যাসন-গাথাতে দ্রষ্টব্য)।

বৈষয়িক ধারণার মধ্যে শব্দের ধারণা ও জ্যোতির্ধারণা প্রধান। ইহাদের মধ্যে হার্দজ্যোতিকে আলম্বন করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বের ধারণা (জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি) প্রধান। শব্দধারণার মধ্যে অনাহত নাদের ধারণা প্রধান, উহা নিঃশব্দ স্থানে (গিরি-গুহাদিতে) সাধন করিতে হয়। নিঃশব্দ স্থানে চিত্ত স্থির করিলে, বিশেষতঃ কিছু প্রাণায়াম করিলে, নানা প্রকার অভ্যন্তরস্থ নাদ (প্রায়শঃ প্রথমে দক্ষিণ কর্ণে) শ্রুত হয়। চিঁ-নাদ, শঙ্খ-নাদ, ঘণ্টা-নাদ, করতাল-নাদ, মেঘ-নাদ প্রভৃতিই অনাহত নাদ। অভ্যস্ত হইলে উহারা সর্বশরীরে, হৃদয়ে, সুষুম্নার ভিতরে ও মস্তকে শ্রুত হয়। ঐরূপ আধ্যাত্মিক দেশে উহা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিন্দুতে উপনীত হইতে হয়। শব্দ বস্তুতঃ ক্রিয়ার ধারা সুতরাং শব্দে চিত্ত স্থির হইলে দৈশিক বিস্তারজ্ঞান লোপ হয় তাহাই বিন্দু। শব্দের বিস্তারহীন মানসিক ভাবমাত্রই বিন্দু সুতরাং তদ্দ্বারা মনে উপনীত হইতে হয়। এইরূপে এই মার্গের দ্বারা উচ্চ তত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। শাস্ত্রে আছে—"নাদের মধ্যে বিন্দু, বিন্দুর মধ্যে মন, সেই মন যখন বিলীন হয় তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ" (ঘেরণ্ড সংহিতা)।

মার্গ-ধারণাও অন্যতম জ্যোতির্ধারণা, কারণ, জ্যোতির দ্বারাই ব্রহ্মমার্গ চিন্তা করিতে হয় এবং উহার শাস্ত্রোক্ত নামও অর্চিরাদি-মার্গ। উহা দ্বিবিধ—একটি পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড-মার্গ ও অন্যটি উপরি উক্ত শিবযোগমার্গ। প্রাণীদের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে এক এক লোকে গতি হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দেহাভিমানাদির ত্যাগ হয়। যে যে পরিমাণে দেহাদির অভিমান-ত্যাগ হয় তত্তদনুসারে উচ্চ উচ্চ লোকে গতি হয়, সুতরাং নিরভিমানতার এক একটি অবস্থার সহিত এক একটি লোক সম্বন্ধ।

পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড-মার্গই ষট্চক্রমার্গ। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা (ভ্রূমধ্যস্থ) মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ ও তদূর্ধ্বস্থ সুষুম্নার গ্রথিত এই ছয় চক্রই উক্ত মার্গ। ইহাতে কুণ্ডলিনীনাম্নী ঊর্ধ্বগামিনী জ্যোতির্ময়ী ধারা ধারণা করিয়া এক এক চক্রে উঠিতে হয়। নিম্নস্থ পঞ্চচক্রে পার্থিব, আপ্য প্রভৃতি অভিমান বা দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান ত্যাগ করিয়া দ্বিদল আজ্ঞাচক্রে বা মনঃস্থানে উপনীত হইতে হয়। এই এক একটি চক্রের সহিত ভূঃ, ভুবঃ আদি এক একটি লোকের সম্বন্ধ। সহস্রারে বা মস্তকস্থ সপ্তম চক্রে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক। তথায় উপনীত হইয়া পরে জ্ঞানের প্রসাদ লাভপূর্বক ও পরবৈরাগ্যপূর্বক পুরুষতত্ত্ব অধিগত হইলে তবেই লোকাতীত পরমপদলাভ হয় ('প্রাণতত্ত্ব'§ ১৩ দ্রষ্টব্য)।

দেহস্থ নাড়ীচক্রে ধারণার বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে দ্রষ্টব্য, সুষুম্না নাড়ী কি? এ বিষয়ে চারি প্রকার মতভেদ আছে। শ্রুতিতে আছে—হৃদয় হইতে ঊর্ধ্বগত নাড়ীবিশেষই সুষুম্না। তন্ত্রশাস্ত্রে 'ষট্চক্রনিরূপণ' গ্রন্থে তিন প্রকার মত আছে। কোন মতে মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠ-বংশের মধ্যে সুষুম্না ও বাহ্য দুই পার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা। "মেরোর্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে

সব্যদক্ষে নিষণ্ণে, মধ্যে নাড়ী সুষুম্না।" আবার অন্য তন্ত্রে আছে—"মেরোর্বামে স্থিতা নাড়ী ইড়া চন্দ্রামৃতা শিবে। দক্ষিণে সূর্যসংযুক্তা পিঙ্গলা নাম নামতঃ॥ তদ্বাহ্যে তু তয়োর্মধ্যে সুষুম্না বহ্নিসংযুতা॥" ইহাতে তিন নাড়ীকেই মেরুর বাহিরে বলা হইল। আবার, মতান্তরে মেরুর মধ্যেই ঐ তিন নাড়ী আছে বলা হয়। "মেরোর্মধ্যপৃষ্ঠগতাস্তিস্রো নাড্যঃ প্রকীর্তিতাঃ।" (নিগমতত্ত্বসার)। সুতরাং শরীর ছেদ করিয়া ঐ ঐ নাড়ী দেখিতে গেলে পাইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ মস্তিষ্ক বা সহস্রার হইতে যে সব স্নায়ু মেরু-মধ্য দিয়া ও বাহ্য দিয়া গুহ্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে, যদ্দ্বারা বোধ ও চেষ্টা হয়, তাহারা সব সুষুম্না, ইড়া ও পিঙ্গলা। কুণ্ডলিনী শক্তি বিচার করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। কুণ্ডলী, কুণ্ডলিনী, কুলকুণ্ডলিনী, নাগিনী, ভুজগাঙ্গনা, বালবিধবা, তপস্বিনী ইত্যাদি আদর করিয়া ও ছন্দের অনুরোধে কুণ্ডলিনী অনেক নামে আখ্যাত হয়।

প্রথমে কুণ্ডলী সম্বন্ধে 'ষট্‌চক্র-নিরূপণ' আদি গ্রন্থ হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করা হইতেছে, তাহাতে উহার স্বরূপ বুঝা যাইবে। "চিত্রিণীশূন্যবিবরে…ভুজঙ্গী বিহরন্তি (তি) চ।" চিত্রিণী বা সুষুম্নার অঙ্গভূত নাড়ীর ছিদ্রে কুণ্ডলী বিহার করে। "কূজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং· শ্বাসোচ্ছ্বাস-বিভঞ্জনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্যতে, সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি।" কুণ্ডলী মধুরভাবে শব্দ করে (নাদরূপে, বাক্যের মূলরূপে), আর তাহা শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবর্তিত করিয়া জগতের জীবকে (প্রাণকে) ধারণ করায় ও তাহা মূলাধার পদ্মের কুহরে প্রকাশিত হয়। "ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং · বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদূর্ধ্ববাহিনীম্‌।" বিশ্বাতীত বা অবাহ্য জ্ঞানরূপ ঊর্ধ্ববাহিনী কুণ্ডলী দেবীকে ধ্যান করিবে। "কলা কুণ্ডলিনী সৈব নাদশক্তিঃ শিবোদিতা।" সেই কুণ্ডলিনীরূপ কলাকে নাদশক্তি বলিয়া জানিবে। "শূন্যরূপং শিবঃ সাক্ষাদ্‌ বিন্দুঃ পরমকুণ্ডলী।" সাক্ষাৎ শূন্যরূপ যে শিব তাহা পরম কুণ্ডলী। "বৃত্তঃ কুণ্ডলিনীশক্তির্গুণত্রয়সমন্বিতঃ। শূন্যভাগং মহেশানি শিবশক্ত্যাত্মকং প্রিয়ে॥" ত্রিগুণসমন্বিত কুণ্ডলীশক্তিরূপ যে বৃত্ত বা বিন্দু আছে তাহা শূন্য ও শিবশক্ত্যাত্মক। এই শেষের দুই বাক্যে পরমকুণ্ডলীর কথা বলা হইয়াছে। কুণ্ডলীশক্তি নাম হইয়াছে—উহা সুপ্তা থাকিলে সর্পের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে বলিয়া। সুপ্তা কুণ্ডলী মূলাধারে সাড়ে তিন পাক ('সার্ধত্রিবলয়েনাবেষ্ট্য') কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে। তাহাকে জাগরিত করিয়া সহস্রারে লইয়া বিন্দুরূপ শিবে যোগ করাই কুণ্ডলী-যোগ।

অতএব সুষুম্নাদি নাড়ী যেমন মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ ও বাহ্যস্থ স্নায়ুস্রোত (যাহা মস্তিষ্ক হইতে গুহ্য পর্যন্ত বিস্তৃত) হইল, কুণ্ডলী সেইরূপ তন্মধ্যস্থ বোধ ও চেষ্টাকারী শক্তি হইল। সাধারণ অবস্থায় উহা সুপ্তা বা দেহকার্যকরণে ব্যাপৃত আছে। এই যোগের উদ্দেশ্য— উহাকে মস্তিষ্কে লইয়া যাওয়া, তাহা ধারণার ও প্রাণায়ামের দ্বারা সাধিত হয়। উহা সাধন করার দুই প্রধান উপায় আছে—এক, হঠযোগের দ্বারা ও অন্য, লয়-যোগের দ্বারা। ধারণা নানাবিধ রূপের দ্বারা (দেব, দেবী, বিদ্যুৎ আদি বর্ণ প্রভৃতির দ্বারা) এবং নাদের দ্বারা করিতে হয়। হঠ-প্রণালীতে মূলবন্ধ, উড্ডীয়ানবন্ধ প্রভৃতির দ্বারা পেশী ও স্নায়ু সংকোচন করিয়া কুণ্ডলীকে প্রবুদ্ধ করিতে হয়।

লয়-যোগে প্রধানতঃ নাদধারণা করিয়া উহা করিতে হয়। নাদ দ্বিবিধ—আহত ও অনাহত। এই দুই নাদই কুণ্ডলী-শক্তির দ্বারা হয়। বাক্যরূপ আহত নাদ চারি প্রকার—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। বাক্যোচ্চারণে প্রথমে মূলাধারে বা গুহ্যপ্রদেশে পরানামক সূক্ষ্ম চেষ্টা হয়—(শ্বাস ও প্রশ্বাসে গুহ্যদেশ স্বভাবতঃ কুঞ্চিত হয়, সুতরাং এই পরা অবস্থা যাহা শব্দোচ্চারণের মূল ক্রিয়া, তাহা

কাল্পনিক নহে)। তৎপরে স্বাধিষ্ঠানে (উদর-সংকোচনরূপ) পশ্যন্তীরূপ ক্রিয়া হয়। পরে অনাহতে বা বক্ষঃস্থলে (ফুসফুস-সংকোচনরূপ) যে ক্রিয়া হয়, তাহা মধ্যমা। পরে কণ্ঠতালু-আদিতে যে ক্রিয়া হয়, তাহার ফল বৈখরী বা শ্রাব্য বাক্য। ইহা সবই কুণ্ডলীর কার্য। "স্বাত্মেচ্ছা-শক্তিঘাতেন প্রাণবায়ুস্বরূপতঃ। মূলাধারে সমুৎপন্নঃ পরাখ্যো নাদ উত্তমঃ॥ স এব চোর্ধ্বতাং নীতঃ স্বাধিষ্ঠান-বিজৃম্ভিতঃ। পশ্যস্ত্যাখ্যামবাপ্নোতি তথৈবোর্ধ্বং শনৈঃ শনৈঃ॥ অনাহতে বুদ্ধিতত্ত্বসমেতো মধ্যমোঽভিধঃ। তথা তয়োর্ধ্বগতো বিশুদ্ধৌ কণ্ঠদেশতঃ॥ বৈখর্যাখ্যস্ততঃ কণ্ঠশীর্ষতাল্বোষ্ঠদন্তগঃ॥" এইরূপে বাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতে 'হুম্' শব্দের দ্বারা প্রথমে কুণ্ডলীকে প্রবুদ্ধ করিতে হয়। "হুঙ্কারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমভ্যাসশীলঃ সুশীলঃ।" অনাহত নাদ উঠিলে তদ্দ্বারা উহা সাধন করিতে হয়। ইহার সাধনসংকেত এইরূপ—পৃষ্ঠদেশের ভিতরে নিম্ন হইতে উপরে এক ধারা উঠিতেছে—প্রযত্নবিশেষের দ্বারা এইরূপ অনুভূতি করিতে হয়। তাহা 'হুম্ হুম্' বা অন্যরূপ নাদের সহিত অনুভূত হয়।

অনাহত নাদ দ্বিবিধ—এক, কর্ণে (বিশেষতঃ দক্ষিণ কর্ণে) যাহা শুনা যায় এবং অন্য, যাহা সর্বশরীরে ঊর্ধ্বগ-ধারারূপে অনুভূত হয়। এই শেষোক্ত অনাহতের দ্বারাই কুণ্ডলীকে ক্রমশঃ দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা মস্তকে তুলিতে হয় এবং উহা তথায় বিন্দুরূপে পরিণত হয়। "নাদ এব ঘনীভূতঃ ক্বচিদভ্যেতি বিন্দুতাম্" অর্থাৎ নাদই ঘনীভূত (নাদমধ্যে সম্যক্ সমাহিত) হইয়া বিন্দুতা প্রাপ্ত হয় (সূত্ররূপে সূক্ষ্ম হইয়া)। বিন্দু—"কেশাগ্রকোটিভাগৈকভাগরূপ-সূক্ষ্মতেজোঽংশঃ" অর্থাৎ কেশাগ্রের কোটিভাগের একভাগরূপ সূক্ষ্ম তেজ বা জ্ঞানরূপ অংশই বিন্দু। ফলতঃ ইহাই শব্দতন্মাত্র (যাহা দেশব্যাপ্তিহীন)। "যত্র কুত্রাপি বা নাদে লগতি প্রথমং মনঃ। তত্র তত্র স্থিরীভূত্বা তেন সার্ধং বিলীয়তে॥ বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদে দুগ্ধাম্বুবন্মনঃ। একীভূয়াথ সহসা চিদাকাশে বিলীয়তে॥" নাদকে শক্তি এবং বিন্দুকে শিব বলিয়া তান্ত্রিকেরা নাদের বিন্দুত্বপ্রাপ্তিকে শিবশক্তির যোগ বলেন।

শিবের উপর আবার পরশিবও তন্ত্রমতে স্বীকৃত আছে। তাহা সাংখ্যের পুরুষতত্ত্বের তুল্য। কিন্তু সম্যক্ তত্ত্বদৃষ্টির অভাবে এই সব বিষয় এইরূপ গুলাইয়া গিয়াছে যে, এখন আর তন্ত্রোক্ত প্রণালীতে মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। তত্ত্বজ্ঞানাভাবে অনেকটা অন্ধের হস্তিদর্শনের মত হইয়া গিয়াছে। যিনি যেরূপ অনুভব করিয়াছেন, তিনি সেইরূপই বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, সিদ্ধের নিকট তদ্দৃষ্ট মার্গের বিষয় শিক্ষা করিলে কার্যকর হইত, নচেৎ এইরূপ গোলমেলে কথা তন্ত্রশাস্ত্রে আছে যে, তাহা পড়িয়া কাহারও কিছু প্রকৃত কার্য হইবার সম্ভাবনা নাই, বলাও হয় যে, গুরুমুখেই শিক্ষা করিতে হয়, কোটি গ্রন্থ পাঠ করিয়াও কিছু হয় না।

শিবযোগমার্গে দেহস্থ চক্রসকলকে একেবারে অতিক্রমপূর্বক পূর্বের লিখিত দেহবাহ্যে কল্পিত চক্র ও অবস্থাসকল অতিক্রম করিয়া সত্যলোকে উপনীত হওয়ার ধারণা করিতে হয়। শ্রুতিতে যে সূর্যরশ্মি নাড়ীতে ব্যাপ্ত বলিয়া উপদেশ আছে সেই জ্যোতির্ময়ী ধারা অবলম্বন করিয়া, ইহার দ্বারাও ঊর্ধ্বে উঠার ধারণা করিতে হয়। কবীরপন্থীদের কোন কোন সম্প্রদায়ে ইহার বিশেষ চর্চা আছে।

ইহা ছাড়া বৌদ্ধদের দশ কসিণ ধারণা, স্মৃতি ধারণা প্রভৃতি অনেক প্রকার ধারণা আছে। কসিণ বা ধ্যানসাধক উপায় দশ প্রকার (মতান্তরে আট প্রকার) যথা—পৃথিবী, আপো, তেজো, বায়ো, নীল, পীত, লোহিত, অবদাত (শ্বেত), আকাশ ও আলোক। অজ্ঞ একদেশদর্শী লোক

ইহার অন্যতম মার্গকে একমাত্র মোক্ষমার্গ মনে করিয়া বিবাদ-বিসংবাদ করে। অবশ্য শুধু ধারণার দ্বারা সম্যক্ ফললাভ হয় না, অভ্যাস-বৈরাগ্যের দ্বারা ধারণায় স্থিতিলাভ করিয়া পরে ধ্যান ও সমাধি করিতে পারিলেই তবে যে-কোন মার্গের সম্যক্ ফললাভ হয়।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যম্। তস্মিন্ দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্যৈকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

২। তাহাতে (ধারণাতে) প্রত্যয়ের (জ্ঞানবৃত্তির) যে একতানতা তাহা ধ্যান ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই (পূর্বসূত্রের ভাষ্যোক্ত) দেশে, ধ্যেয়বিষয়ক প্রত্যয়ের যে একতানতা অর্থাৎ প্রত্যয়ান্তরের দ্বারা অপরামৃষ্ট যে একরূপ প্রবাহ, তাহাই ধ্যান (১)।

টীকা। ২।(১) ধারণাতে প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তি কেবল অভীষ্ট দেশে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু সেই দেশমধ্যেই প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তি (সেই ধ্যেয়দেশ-বিষয়কজ্ঞান) খণ্ডখণ্ডরূপে ধারাবাহিক-ক্রমে চলিতে থাকে। অভ্যাসবলে যখন তাহা একতান বা অখণ্ডধারার মত হয়, তখন তাহাকে ধ্যান বলা যায়। ইহা যোগের পারিভাষিক ধ্যান। ধ্যেয় বিষয়ের সহিত এই ধ্যানলক্ষণের সম্বন্ধ নাই, ইহা চিত্তস্থৈর্যের অবস্থা-বিশেষ। যে-কোন ধ্যেয় বিষয়ে এই ধ্যান প্রযুক্ত হইতে পারে। ধ্যান-শক্তি জন্মাইলে সাধক যে-কোন বিষয় লইয়া ধ্যান করিতে পারেন। ধারণার প্রত্যয় যেন বিন্দু বিন্দু জলের ধারার ন্যায় এবং ধ্যানের প্রত্যয় যেন তৈলের বা মধুর ধারার মত একতান। একতানতার তাহাই অর্থ। একতান প্রত্যয়ে যেন একই বৃত্তি উদিত রহিয়াছে বোধ হয়।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যম্। ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে ॥ ৩ ॥

৩। ধ্যেয়বিষয়মাত্র-নির্ভাস, স্বরূপশূন্যের ন্যায় ধ্যানই সমাধি ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ধ্যেয়াকার-নির্ভাস ধ্যানই যখন ধ্যেয়স্বভাবাবেশ হইতে নিজের জ্ঞানাত্মক-স্বভাবশূন্যের ন্যায় হয়, তখন (তাহাকে) সমাধি বলা যায় (১)।

টীকা। ৩।(১) ধ্যানের চরম উৎকর্ষের নাম সমাধি। সমাধি চিত্তস্থৈর্যের সর্বোত্তম অবস্থা, তদপেক্ষা অধিক আর চিত্তস্থৈর্য হইতে পারে না। ইহা অবশ্য সমস্ত সবীজ সমাধিকে লক্ষিত করিবে, অর্থশূন্য নির্বীজ সমাধি ইহার দ্বারা লক্ষিত হয় নাই।

ধ্যান যখন অর্থমাত্র-নির্ভাস হয়, অর্থাৎ ধ্যান যখন এইরূপ প্রগাঢ় হয় যে, তাহাতে কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্রের খ্যাতি হইতে থাকে, তখন সেই ধ্যানকে সমাধি বলা যায়। তখন ধ্যেয় বিষয়ের স্বভাবে চিত্ত আবিষ্ট হয় বলিয়া প্রত্যয়-স্বরূপের খ্যাতি থাকে না। অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি, ইত্যাকার ধ্যানক্রিয়ার স্বরূপ প্রখ্যাত ধ্যেয়-স্বরূপে অভিভূত হইয়া যায়। আত্মহারার ন্যায় ধ্যানই সমাধি। সাদা কথায় ধ্যান করিতে করিতে যখন আত্মহারা হইয়া যাওয়া যায়, যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়ের সত্তারই উপলব্ধি হইতে থাকে এবং আত্মসত্তাকে ভুলিয়া যাওয়া যায়, যখন ধ্যেয় হইতে নিজের পার্থক্য জ্ঞানগোচর হয় না, ধ্যেয় বিষয়ে তাদৃশ চিত্তস্থৈর্যকেই সমাধি বলা যায়।

সমাধির লক্ষণ উত্তমরূপে বুঝিয়া মনে রাখা আবশ্যক, নচেৎ যোগের কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সমাধি সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা, আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি।" (বৃহদারণ্যক)। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥" (কঠ)। সমাধির দ্বারাই যে আত্মসাক্ষাৎকার হয় এবং সমাধি ব্যতীত যে তাহা হয় না, এই শ্রুতির দ্বারা তাহা উক্ত হইয়াছে। সমাধিব্যতীত যে আত্মসাক্ষাৎকার বা পরমার্থসিদ্ধি হয় না, তাহা পূর্বেও ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এখানে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, সমাধি আত্মহারা হইয়া বা নিজেকে ভুলিয়া ধ্যান, অতএব আমিত্ব বা অস্মির ধ্যানেতে সমাধি হইতে পারে কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য, 'আমি জান্‌ছি', 'আমি জান্‌ছি' এইরূপ বৃত্তি যখন থাকে তখন একতান প্রত্যয় বা সমাধি হয় না, কিন্তু সদৃশ বৃত্তিরূপ ধারণা হয়। একতানতা হইলে, 'জান্‌ছি···' এইরূপ জানার ধারামাত্র থাকে। সুতরাং ঐরূপ জানার একতানতাতে (যাহাতে আমিত্ব অন্তর্গত) সমাধি হইতে পারে। উহাতে জানা-মাত্র নির্ভাস হয়, পরে ভাষায় বলিলে, 'আমি আমাকে জান্‌ছিলাম' এইরূপ বাক্যে উহা বলিতে হইবে। নিজেকে যতক্ষণ স্মরণ করিয়া আনিতে হয়, ততক্ষণ স্বরূপশূন্যের মত একতান প্রত্যয় হয় না। স্মৃতির উপস্থান সিদ্ধ (সহজ) হইলে একতান আত্মস্মৃতিরূপ ধ্যান স্বরূপশূন্যের মত (সম্পূর্ণ স্বরূপশূন্য নহে) হয়।

ভাষ্যম্। তদেতদ্ ধারণা-ধ্যান-সমাধিত্রয়মেকত্র সংযমঃ—

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

একবিষয়াণি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে, তদস্য ত্রয়স্য তান্ত্রিকী পরিভাষা সংযম ইতি ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তিনটি একত্র সংযম—

৪। (এই) তিনটি এক বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে সংযম বলে ॥ সূ

একবিষয়ক তিন সাধনকে সংযম বলা যায়। এই তিনের শাস্ত্রীয় পরিভাষা সংযম (১)।

টীকা। ৪। (১) সমাধি বলিলেই ধারণা ও ধ্যান উহ্য থাকে, সুতরাং সমাধিকে সংযম বলিলেই হয়, ধারণা ও ধ্যানের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই— সংযম ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞানের ও বশের উপায়রূপে কথিত হয়। তাহাতে একমাত্র বিষয় অথবা ধ্যেয় বিষয়ের একদিক্ মাত্র লইয়া সমাহিত হইলে কার্যসিদ্ধি হয় না, কিন্তু নানা দিকে ধ্যেয় বিষয়ের নানা ভাব ধারণা করিতে হয় ও তৎপরে সমাহিত হইতে হয়। এক সংযমে অনেকবার ধারণা-ধ্যান-সমাধি ঘটিতে পারে বলিয়া ঐ তিন সাধনই সংযম নামে পরিভাষিত হইয়াছে। এইজন্য ভাষ্যকার ৩।১৬ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "তেন (সংযমেন) পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎক্রিয়মাণম্" ইত্যাদি। সাক্ষাৎক্রিয়মাণ অর্থে পুনঃ পুনঃ ধারণা-ধ্যান-সমাধি প্রয়োগ করিয়া সাক্ষাৎ করা।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যম্। তস্য সংযমস্য জয়াৎ সমাধিপ্রজ্ঞায়া ভবত্যালোকঃ, যথা যথা সংযমঃ স্থিরপদো ভবতি তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদী ভবতি ॥ ৫ ॥

৫। সংযমজয়ে প্রজ্ঞালোক হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই সংযমের জয়ে সমাধিপ্রজ্ঞার আলোক (১) হয়। যেমন যেমন সংযম স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়, তেমন তেমন সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদী (নির্মল) হয়।

টীকা। ৫। (১) নিম্নোচ্চ-ভূমিক্রমে সংযম প্রয়োগ করিলে সমাধিপ্রজ্ঞার উৎকর্ষ হয়। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে যেমন যেমন সূক্ষ্মতর বিষয়ে সংযম করা যায়, তেমনি তেমনি প্রজ্ঞা নির্মলা হইতে থাকে। তত্ত্ব-বিষয়ক সমাধিপ্রজ্ঞার কথা পূর্বে (প্রথম পাদে) উক্ত হইয়াছে। এই পাদে সংযম-প্রয়োগ দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের যেরূপে জ্ঞান হয় এবং যেরূপে অব্যাহত শক্তিলাভ হয়, তাহা প্রধানতঃ কথিত হইবে।

সমাধির দ্বারা অলৌকিক জ্ঞান এবং শক্তিলাভ হয়। জ্ঞান-শক্তিকে যদি কেবলমাত্র একই বিষয়ে নিবেশিত করা যায়, অন্য বিষয়ের জ্ঞান যদি তখন না থাকে, তবে সেই বিষয়ের যে সম্যক্ জ্ঞান হইবে, তাহা নিশ্চয়। ক্ষণে ক্ষণে নানা বিষয়ে বিচরণপূর্বক জ্ঞান-শক্তি স্পন্দিত হয় বলিয়াই কোন বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান হয় না। বিশেষতঃ সমাধিতে জ্ঞান-শক্তির সহিত বিষয়ের অত্যন্ত সন্নিকর্ষ হয়। কারণ, সমাধিতে জ্ঞান-শক্তি জ্ঞেয় হইতে পৃথক্‌বৎ প্রতীত হয় না (সমাধি-লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। জ্ঞান ও জ্ঞেয় অপৃথক্ প্রতীত হওয়াই অত্যন্ত সন্নিকর্ষ। সমাধির দ্বারা কিরূপে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি হয়, তাহা 'তত্ত্বসাক্ষাৎকারে' দ্রষ্টব্য।

প্রজ্ঞালোক অর্থে সম্প্রজ্ঞাতরূপ প্রজ্ঞার আলোক, ভুবন-জ্ঞানাদি নহে। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্য-বিষয়ক যে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা বা সমাপত্তি, যাহা কৈবল্যের সোপান, প্রজ্ঞালোক নামে মুখ্যতঃ তাহাই উক্ত হইয়াছে। কৈবল্যের অন্তরায়-স্বরূপ অন্য সূক্ষ্ম-ব্যবহিতাদি জ্ঞান প্রজ্ঞা নামে সংজ্ঞিত হয় না।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যম্। তস্য সংযমস্য জিতভূমের্যানন্তরা ভূমিস্তত্র বিনিযোগঃ, ন হ্যজিতাঽধর-ভূমিরনন্তর-ভূমিং বিলঙ্ঘ্য প্রান্তভূমিষু সংযমং লভতে, তদভাবাচ্চ কুতস্তস্য প্রজ্ঞালোকঃ। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ (ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ) জিতোত্তরভূমিকস্য চ নাধরভূমিষু পরচিত্তজ্ঞানাদিষু সংযমো যুক্তঃ, কস্মাৎ, তদর্থস্যান্যত এবাবগতত্বাৎ। ভূমেরস্যা ইয়মনন্তরা ভূমিরিত্যত্র যোগ এবোপাধ্যায়ঃ, কথম্, এবমুক্তম্ "যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ততে। যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্" ইতি ॥ ৬ ॥

৬। (উত্তরোত্তর) ভূমিসকলে তাহার (সংযমের) বিনিয়োগ (কার্য)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার = সংযমের। জিত-ভূমির যে পরভূমি তাহাতে বিনিযোগ কার্য (১)। যিনি নিম্ন ভূমি জয় করেন নাই তিনি পরবর্তী ভূমিসকল লঙ্ঘন করিয়া (একেবারে) প্রান্ত ভূমিসকলে সংযমলাভ করিতে পারেন না। তদভাবে তাঁহার প্রজ্ঞালোক কিরূপে হইতে পারে? ঈশ্বর-প্রসাদে বা প্রণিধান হইতে (২) যিনি উপরের ভূমি জয় করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে পরচিত্তাদির জ্ঞানরূপ নিম্ন ভূমিসকলে সংযম করা যুক্ত নহে, কেননা, (নিম্ন ভূমিজয়ের দ্বারা সাধ্য) যে উত্তর-ভূমিজয়, অন্যের (ঈশ্বরের) নিকট হইতে (বা অন্যরূপে) তাহার প্রাপ্তি হয়। 'ইহা এই ভূমির পরের ভূমি' এ বিষয়ের জ্ঞান যোগের দ্বারাই হয়, কিরূপে হয়, তাহা এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে, "যোগের দ্বারা যোগ জ্ঞাতব্য, যোগ হইতেই যোগ প্রবর্তিত হয়, যিনি যোগে অপ্রমত্ত, তিনিই যোগে চিরকাল রমণ করেন"।

টীকা। ৬।(১) সম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রথম ভূমি গ্রাহ্য-সমাপত্তি, দ্বিতীয় ভূমি গ্রহণ-সমাপত্তি, তৃতীয় ভূমি গ্রহীতৃ-সমাপত্তি, আর প্রান্ত ভূমি বিবেকখ্যাতি। পর পর নিম্ন ভূমি জয় করিয়া প্রান্ত ভূমিতে উপনীত হইতে হয়, একেবারেই প্রান্ত ভূমিতে যাওয়া যায় না। ঈশ্বর-প্রসাদে (বা প্রণিধান হইতে) প্রান্ত ভূমির প্রজ্ঞা হইলে অধর ভূমির প্রজ্ঞা অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে।

৬।(২) 'ঈশ্বরপ্রসাদাৎ' এবং 'ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ' এই দুই রকম পাঠ আছে, উভয়ের অর্থই এক। ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে ঈশ্বর-প্রসাদ হয়, তাহা হইতে উত্তরাধরভূমি-নিরপেক্ষ সিদ্ধি হইতে পারে। শঙ্কা হইতে পারে, ঈশ্বর ত সদাই প্রসন্ন, তাঁহার আবার প্রসাদ কিরূপে হইবে?—উত্তরে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরে প্রণিধান করিতে হইলে আত্মমধ্যে ঈশ্বরের ভাবনা করিতে হয়, তাহাতে প্রতি দেহীতে যে অনাগত ঈশ্বরতা আছে, তাহা প্রসন্ন বা অভিব্যক্ত হইতে থাকে, তাহার সম্যক্ অভিব্যক্তিই কৈবল্য। অতএব এইরূপ ঈশ্বরতার প্রসাদে ভূমিজয়রূপ ক্রমনিরপেক্ষ সিদ্ধি হইতে পারে। প্রস্তরে যেরূপ সর্বপ্রকার মূর্তি নিহিত থাকে, আমাদের চিত্তেও তেমনি এইরূপ অনাগত ঈশ্বরতা আছে যাহা ঈশ্বরচিত্তের তুল্য, তাহা ভাবনা করাই ঈশ্বর-ভাবনা। তাহা আত্মগত হইলেও বর্তমান অবস্থায় তাহা আমার মধ্যে স্থিত অন্য এক পুরুষ বলিয়া ধারণা হয়, তাদৃশ ভাবের প্রসন্নতাই ঈশ্বর-প্রসাদ।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যম্। তদেতদ্ ধারণা-ধ্যান-সমাধিত্রয়ম্ অন্তরঙ্গং সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেঃ পূর্বেভ্যো যমাদিসাধনেভ্য ইতি ॥ ৭ ॥

৭। (ধারণাদি) তিনটি পূর্ব সাধন হইতে অন্তরঙ্গ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি পূর্বোক্ত যমাদি সাধনাপেক্ষা সম্প্রজ্ঞাত যোগের অন্তরঙ্গ (১)।

টীকা। ৭।(১) সম্প্রজ্ঞাত যোগেরই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গ। কারণ, সমাধির দ্বারা তত্ত্বসকলের স্ফুট জ্ঞান হইয়া একাগ্র-স্বভাব চিত্তের দ্বারা সেই জ্ঞান রক্ষিত থাকিলেই তাহাকে সম্প্রজ্ঞান বলা যায়।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

ভাষ্যম্। তদপি অন্তরঙ্গং সাধনত্রয়ং নির্বীজস্য যোগস্য বহিরঙ্গং, কস্মাৎ, তদভাবে ভাবাদিতি ॥ ৮ ॥

৮। কিন্তু তাহাও নির্বীজের বহিরঙ্গ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহাও অর্থাৎ অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ও, নির্বীজ যোগের বহিরঙ্গ ; কেননা, তাহারও (সাধনত্রয়েরও) অভাবে নির্বীজ (এই কারণে) সিদ্ধ হয় (১)।

টীকা। ৮।(১) ধারণাদিরা অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বহিরঙ্গ, তাহার অন্তরঙ্গ কেবল পরবৈরাগ্য। পূর্বে বলা হইয়াছে সমাধির লক্ষণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রযোজ্য নহে, কারণ, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি = অ (নঞ্) + সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাতেরও অভাব বা নিরোধ। বৃত্তিনিরোধ হিসাবে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয়ই যোগ বা সমাধি, কিন্তু সবীজ সমাধির হিসাবে—অসম্প্রজ্ঞাত = অ-বহিরঙ্গ সমাধি বা ধ্যেয়ার্থমাত্র-নির্ভাসেরও নিরোধ।

ভাষ্যম্। অথ নিরোধচিত্তক্ষণেষু চলং গুণবৃত্তমিতি কীদৃশস্তদা চিত্তপরিণামঃ—

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

ব্যুত্থানসংস্কারাশ্চিত্তধর্মা ন তে প্রত্যয়াত্মকা ইতি প্রত্যয়নিরোধে ন নিরুদ্ধাঃ, নিরোধসংস্কারা অপি চিত্তধর্মাঃ। তয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ ব্যুত্থানসংস্কারা হীয়ন্তে,

নিরোধসংস্কারা আধীয়ন্তে, নিরোধক্ষণং চিত্তমন্বেতি। তদেকস্য চিত্তস্য প্রতিক্ষণমিদং সংস্কারান্যথাত্বং নিরোধপরিণামঃ। তদা সংস্কারশেষং চিত্তমিতি নিরোধসমাধৌ ব্যাখ্যাতম্॥ ৯॥

ভাষ্যানুবাদ—গুণবৃত্ত চল বা পরিণামী, (চিত্তও গুণবৃত্ত) অতএব নিরোধক্ষণসকলে চিত্তের কিরূপ পরিণাম হয়?—

৯। ব্যুত্থান-সংস্কারের অভিভব ও নিরোধ-সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হইয়া প্রত্যেক নিরোধক্ষণে এক অভিন্ন চিত্তে অন্বিত (যে পরিণাম তাহাই) চিত্তের নিরোধ-পরিণাম (১)॥ সূ

ব্যুত্থান-সংস্কারসকল চিত্তধর্ম, তাহারা প্রত্যয়োপাদানক নহে, প্রত্যয়নিরোধে তাহারা নিরুদ্ধ (লীন) হয় না। নিরোধ-সংস্কারসকলও চিত্তধর্ম, তাহাদের অভিভব ও প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ ব্যুত্থান-সংস্কারসকলের ক্ষীণ হওয়া ও নিরোধ-সংস্কারসকলের সঞ্চয় হওয়া। তাহা নিরোধাবসর-স্বরূপ চিত্তে অন্বিত হয়। একই চিত্তের প্রতিক্ষণ এইরূপ সংস্কারের অন্যথাত্ব নিরোধ-পরিণাম। সেই সময়ে 'চিত্ত সংস্কারশেষ হয়' ইহা নিরোধ সমাধিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (১।১৮ সূত্রে)।

টীকা। ৯। (১) পরিণাম অর্থে অবস্থান্তর হওয়া বা অন্যথাত্ব। ব্যুত্থান হইতে নিরোধ হওয়া এক প্রকার অন্যথাত্ব বা পরিণাম। নিরোধ এক প্রকার চিত্তধর্ম। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণবৃত্তি সদাই পরিণামশীল, অতএব নিরোধও পরিণামশীল হইবে। কিন্তু নিরোধের স্ফুট পরিণাম অনুভূত হয় না, তাহার সেই পরিণাম কিরূপ তাহা সূত্রকার বলিতেছেন।

এক ধর্মীর এক ধর্মের উদয় ও অন্য ধর্মের লয়ই ধর্ম-পরিণাম। নিরোধ-পরিণামে নিরোধ-ক্ষণযুক্ত চিত্তই ধর্মী। আর তাহাতে ব্যুত্থানের বা সম্প্রজ্ঞাতের সংস্কাররূপ চিত্তধর্মের ক্ষয় ও নিরোধ-সংস্কাররূপ চিত্তধর্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই দুই ধর্ম সেই নিরোধক্ষণ-ভূত চিত্তরূপ ধর্মীতে অন্বিত থাকে, যেমন পিণ্ডত্ব ধর্ম ও ঘটত্ব ধর্ম এক মৃত্তিকাধর্মীতে অন্বিত থাকে, তদ্বৎ।

নিরোধক্ষণ অর্থে নিরোধাবসর অর্থাৎ যতক্ষণ চিত্ত নিরুদ্ধ থাকে সেই কালে যে ফাঁকের মত চিত্তাবস্থা হয়, তাহা। সেই চিত্তাবস্থায় কোন পরিণাম লক্ষিত না হইলেও তাহাতে পরিণাম থাকে, কারণ, নিরোধ-সংস্কারকে বর্ধিত হইতে দেখা যায়, আর, তাহার ভঙ্গও হয়।

নিরোধ অভ্যাস করিলেই যখন নিরোধের সংস্কার বর্ধিত হয়, তখন তাহা অবশ্যই ব্যুত্থানকে অভিভূত করিয়া বর্ধিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাহাতে অভিভব-প্রাদুর্ভাবের যুদ্ধ চলে বলিয়া তাহাও (অপরিদৃষ্ট) পরিণাম। ব্যুত্থান উঠে ব্যুত্থান-সংস্কারের দ্বারা, সুতরাং ব্যুত্থান না উঠিতে পারা অর্থে ব্যুত্থান-সংস্কারের অভিভব। আর, নিরোধ সংস্কারশেষ বা সংস্কারমাত্র কিন্তু প্রত্যয়মাত্র নহে, সুতরাং সেই যুদ্ধ সংস্কারে সংস্কারে হয়, তাই সূত্রকার দুই প্রকার সংস্কারের অভিভব-প্রাদুর্ভাব বলিয়াছেন। সংস্কারে সংস্কারে যুদ্ধ হয় বলিয়া তাহা অলক্ষ্য বা প্রত্যয়-স্বরূপ নহে অর্থাৎ বিরামের চেষ্টার সংস্কার ব্যুত্থানের সংস্কারকে সে-সময়ে অভিভূত করিয়া রাখে। প্রত্যয়-স্বরূপ না হইলেও অর্থাৎ স্ফুট জ্ঞানগোচর না হইলেও তাহা পরিণাম। যেমন এক স্প্রীংএর উপর এক গুরুভার চাপাইয়া রাখিলে স্প্রীং উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার অভিভব এবং ভারের প্রাদুর্ভাবরূপ যুদ্ধ চলে তাহা জানা যায়, সেইরূপ।

সেই দ্বিবিধ সংস্কারের অভিভব-প্রাদুর্ভাবরূপ পরিণাম কাহার হয় ? উত্তর—সেইকালীন চিত্তের হয়। সেই কালের চিত্ত কিরূপ ? উত্তর—নিরোধক্ষণ-স্বরূপ। বিবর্ধমান সুতরাং পরিণম্যমান নিরোধের পরিণাম এইরূপ। শঙ্কা হইতে পারে, যদি নিরোধ সমাধি পরিণামী তবে কৈবল্যও পরিণামী হইবে—না, তাহা নহে। বিবর্ধমান নিরোধে চিত্তের পরিণাম থাকে, কৈবল্যে চিত্ত স্বকারণে লীন হয়, সুতরাং তাহাতে চৈত্তিক পরিণাম থাকে না। নিরোধ যখন বাড়িয়া সম্পূর্ণ হয়, ব্যুত্থান-সংস্কার যখন নিঃশেষ হয়, তখন নিরোধের বিবৃদ্ধিরূপ পরিণাম (অথবা ব্যুত্থানের দ্বারা ভঙ্গ হওয়ারূপ পরিণাম) শেষ হইলে চিত্ত বিলীন হয়। তজ্জন্য সূত্রকার অগ্রে কৈবল্যকে "পরিণাম-ক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্" (৪।৩২) বলিয়াছেন। যতক্ষণ চিত্ত ততক্ষণ গুণবৃত্তি বা গুণবিকার। পরিণাম শেষ হইলে বা কৃতার্থতা হইলে গুণবৃত্তি থাকে না, চিত্ত তখন গুণ-স্বরূপে থাকে অর্থাৎ অব্যক্তরূপে বিলীন হয়। নিরোধ শেষ হইলে নিরোধ-সংস্কারও লীন হয়। ভোজরাজ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে—যেমন সীসকমিশ্রিত স্বর্ণকে পোড়াইলে সেই সীসক আপনিও পুড়িয়া যায় এবং স্বর্ণ মলকেও পোড়াইয়া ফেলে, নিরোধও তদ্রূপ। কথিত স্প্রীং ও ভাবের দৃষ্টান্তে যদি স্প্রীংটাকে তপ্ত করিয়া তাহার স্থিতিস্থাপকতা-সংস্কার নষ্ট করা যায়, তাহা হইলে যেমন অভিভব-প্রাদুর্ভাব-যুদ্ধের সমাপ্তি হয়, কৈবল্যেও তদ্রূপ হয়।

ভাষ্যস্থ পদের ব্যাখ্যা—ব্যুত্থান-সংস্কার এস্থলে সম্প্রজ্ঞাতজ সংস্কার। সংস্কার প্রত্যয়-স্বরূপ নহে কিন্তু তাহা প্রত্যয়ের সূক্ষ্ম স্থিতিশীল অবস্থা। সংস্কার যে জাতীয়, সেই জাতীয় প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকিলেই যে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে। বাল্য অবস্থায় অনেক প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকে কিন্তু সংস্কার যায় না, সেই সংস্কার হইতে যৌবনে তাদৃশ প্রত্যয় হইতে দেখা যায়। রাগকালে ক্রোধ-প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকে বলিয়া যে ক্রোধ-সংস্কার গিয়াছে এইরূপ হয় না। বস্তুতঃ সংস্কার সংস্কারের দ্বারাই নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্যুত্থানের সংস্কার নিরোধের সংস্কারের দ্বারাই নিরুদ্ধ হয়। ক্রোধের সংস্কার (ক্রোধপ্রত্যয়-উত্থানের সংস্কার) অক্রোধ-সংস্কারের (ক্রোধনিরোধের সংস্কারের) দ্বারাই নিরুদ্ধ হয়।

ব্যুত্থান-সংস্কারের নাশ ও নিরোধ-সংস্কারের উপচয়—প্রতিক্ষণে চিত্তরূপ ধর্মীর এই প্রকার ধর্মের ভিন্নতাই নিরোধ-পরিণাম।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। নিরোধসংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারাভ্যাসপাটবাপেক্ষা প্রশান্তবাহিতা চিত্তস্য ভবতি, তৎসংস্কারমান্দ্যে ব্যুত্থানধর্মিণা সংস্কারেণ নিরোধধর্মসংস্কারোঽভিভূয়ত ইতি ॥ ১০ ॥

১০। সেই নিরোধাবস্থাধিগত চিত্তের তৎসংস্কার হইতে প্রশান্তবাহিতা (১) সিদ্ধ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—নিরোধ-সংস্কার হইতে (অর্থাৎ) নিরোধ-সংস্কারাভ্যাসের পটুতা হইতে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হয়। আর সেই নিরোধ-সংস্কারের মান্দ্যে ব্যুত্থান-সংস্কারের দ্বারা তাহা অভিভূত হয়।

টীকা। ১০।(১) প্রশান্তবাহিতা=প্রশান্তভাবে বহনশীলতা। প্রশান্তভাব অর্থে প্রত্যয়-হীনতা বা যে ভাবে পরিণাম লক্ষিত হয় না, নিরোধকালীন অবস্থাই চিত্তের প্রশান্ত ভাব, সংস্কারবলে তাহার প্রবাহই প্রশান্তবাহিতা। একটি পার্বত্য নদী যদি এক প্রপাতের (cascade-এর) পর কিছু দূর সম্পূর্ণ সমতল ভূমি দিয়া বহিয়া পুনঃ প্রপতিত হয়, তবে সেই সমতলবাহী অংশ যেমন বেগশূন্য প্রশান্ত বোধ হয়, নিরোধপ্রবাহও সেইরূপে প্রশান্তবাহী হয়। প্রশান্তি=বৃত্তির সম্যক্ নিরোধ।

সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্। সর্বার্থতা চিত্তধর্মঃ, একাগ্রতা চিত্তধর্মঃ। সর্বার্থতায়াঃ ক্ষয়ঃ তিরোভাব ইত্যর্থঃ, একাগ্রতায়া উদয় আবির্ভাব ইত্যর্থঃ, তয়োর্ধর্মিত্বেনানুগতং চিত্তম্। তদিদং চিত্তমপায়োপজননয়োঃ স্বাত্মভূতয়োর্ধর্ময়োরনুগতং সমাধীয়তে, স চিত্তস্য সমাধি-পরিণামঃ ॥ ১১ ॥

১১। (চিত্তের) সর্বার্থতার ক্ষয় ও একাগ্রতার উদয় (-রূপ যে অবস্থান্তর তাহা) চিত্তের সমাধি-পরিণাম ॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—সর্বার্থতা (১) চিত্তধর্ম, একাগ্রতাও চিত্তধর্ম। সর্বার্থতার ক্ষয় অর্থাৎ তিরোভাব, একাগ্রতার উদয় অর্থাৎ আবির্ভাব। চিত্ত তদুভয়ের ধর্মিরূপে অনুগত। সর্বার্থতা ও একাগ্রতারূপ স্বাত্মভূত (স্বকার্য-স্বরূপ) ধর্মের যথাক্রমে ক্ষয়কালে ও উদয়কালে অনুগত হইয়াই চিত্ত সমাহিত হয়। তাহাকে চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলা যায়।

টীকা। ১১।(১) সর্বার্থতা—অনুক্ষণ সর্ববিষয়গ্রাহিতা বা বিক্ষিপ্ততা। চিত্ত যে সদাই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অতীতানাগত চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে তাহাই সর্বার্থতা বা সর্ববিষয়াভিমুখতা। 'তা' (তল্ + আপ্) প্রত্যয়ের দ্বারা ভাব বা স্বভাব বুঝাইতেছে। সহজতঃ সর্ববিষয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকারূপ ধর্মই সর্বার্থতা।

একাগ্রতা সেইরূপ একবিষয়ে স্থিতিশীলতা বা সহজতঃ এক বিষয়ে লাগিয়া থাকা। সর্বার্থতা-ধর্মের ক্ষয় বা অভিভব এবং একাগ্রতাধর্মের উদয় বা প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ বিবর্ধমান হওয়ারূপ পরিণামই চিত্তধর্মীর সমাধি-পরিণাম। সমাধি-অভ্যাসে চিত্ত ঐরূপে পরিণত হয়।

নিরোধ-পরিণাম কেবল সংস্কারের ক্ষয়োদয়, সমাধি-পরিণাম সংস্কার ও প্রত্যয় উভয়ের ক্ষয়োদয়। সর্বার্থতার সংস্কার ও তজ্জনিত প্রত্যয়ের ক্ষয় এবং একাগ্রতার সংস্কার ও তন্মূলক একপ্রত্যয়তার উপচয়, এই ভাবই সমাধি-পরিণাম।

ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ॥ ১২ ॥

ভাষ্যম্‌। সমাহিতচিত্তস্য পূর্বপ্রত্যয়ঃ শান্তঃ, উত্তরস্তৎসদৃশ উদিতঃ। সমাধিচিত্তমুভয়োরনুগতং পুনস্তথৈব আ সমাধিভ্রেষাদিতি। স খল্বয়ং ধর্মিণশ্চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ॥ ১২ ॥

১২। সমাধিকালে যে একাকার অতীতপ্রত্যয় ও বর্তমানপ্রত্যয় হইতে থাকে তাহা চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সমাহিত চিত্তের পূর্ব প্রত্যয় শান্ত (অতীত), আর তৎসদৃশ উত্তর প্রত্যয় উদিত (বর্তমান) (১)। সমাধিচিত্ত তদুভয় ভাবের অনুগত, আর সমাধিভঙ্গ পর্যন্ত সেইরূপই (শান্তোদিত-তুল্য প্রত্যয় অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপে একাগ্র) থাকে। ইহাই চিত্তরূপ ধর্মীর একাগ্রতা-পরিণাম।

টীকা। ১২। (১) সমাধিকালে শান্ত প্রত্যয় ও উদিত প্রত্যয় সদৃশ হয়। সেইরূপ সদৃশ-প্রবাহিতাই সমাধি। সমাধিকালের অভ্যন্তরে যে সমানাকার পূর্ব ও পর বৃত্তির লয়োদয় হইতে থাকে তাহাই একাগ্রতা-পরিণাম। সূত্রস্থ 'ততঃ' শব্দের অর্থ 'সমাধিতে'।

একাগ্রতা-পরিণাম কেবল প্রত্যয়ের লয়োদয়। মনে কর, কোন যোগী ছয় ঘণ্টা সমাহিত হইতে পারেন, সেই ছয় ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার একই প্রকার প্রত্যয় বা বৃত্তি ছিল, সেই কালে পূর্ববৃত্তিও যদ্রূপ পরের বৃত্তিও তদ্রূপ ছিল। এইরূপ সদৃশপ্রবাহিতার নাম **একাগ্রতা-পরিণাম**। সেই যোগী তৎপরে সম্প্রজ্ঞাতভূমিতে আরূঢ় হইলেন, তখন তাঁহার একাগ্রভূমিক চিত্ত হইবে। সেইজন্য তিনি সদাই চিত্তকে সমাপন্ন করার সাধন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত সর্ববিষয় গ্রহণকরারূপ ধর্ম ত্যাগ করিয়া সদাই এক বিষয়ে আলীনভাব ধারণ করিতে থাকিল (সমাপত্তির তাহাই অর্থ), তাহাই চিত্তের **সমাধি-পরিণাম**।

আর, সেই যোগী সম্প্রজ্ঞাত যোগক্রমে বিবেকখ্যাতি লাভ করিয়া পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে কিছু কাল সম্যক্‌ নিরুদ্ধ করিতে যখন পারিলেন, তৎপরে সেই নিরোধকে অভ্যাসক্রমে যখন বাড়াইতে লাগিলেন, তখনই তাঁহার চিত্তের **নিরোধ-পরিণাম** হয়।

একাগ্রতা-পরিণাম সমাধিমাত্রে হয়, সমাধি-পরিণাম সম্প্রজ্ঞাত যোগে হয়, আর নিরোধ-পরিণাম অসম্প্রজ্ঞাত যোগে হয়। একাগ্রতা-পরিণাম প্রত্যয়রূপ চিত্তধর্মের, সমাধি-পরিণাম প্রত্যয় ও সংস্কাররূপ চিত্তধর্মের ('তজ্জঃ সংস্কারোঽন্য-সংস্কার-প্রতিবন্ধী' ১।৫০ সূত্র দ্রষ্টব্য), আর, নিরোধ-পরিণাম কেবল সংস্কারের। সমাধি হইলেই (বিক্ষিপ্তাদি ভূমিতেও) একাগ্রতা-পরিণাম হয়, সমাধি-পরিণাম একাগ্রভূমিতে হয় ও নিরোধ-পরিণাম নিরোধ-ভূমিতে হয়।

পরিণামত্রয়ের এই ভেদ বিবেচ্য। কৈবল্য-যোগের সম্বন্ধীয় পরিণামই দেখান হইল। বিদেহ-প্রকৃতিলয়াদিতেও নিরোধাদি পরিণাম হয় কিন্তু তাহা পরিণামক্রম-সমাপ্তির হেতু হয় না।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। এতেন পূর্বোক্তেন চিত্তপরিণামেন ধর্মলক্ষণাবস্থারূপেণ, ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মপরিণামো লক্ষণপরিণামোঽবস্থাপরিণামশ্চোক্তো বেদিতব্যঃ। তত্র ব্যুত্থাননিরোধযো-র্ধর্মযোরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ ধর্মিণি ধর্মপরিণামঃ।

লক্ষণপরিণামশ্চ নিরোধস্ত্রিলক্ষণস্ত্রিভিরধ্বভির্যুক্তঃ, স খল্বনাগতলক্ষণমধ্বানং প্রথমং হিত্বা ধর্মত্বমনতিক্রান্তো বর্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নো যত্রাস্য স্বরূপেণাভিব্যক্তিঃ, এষোঽস্য দ্বিতীয়োঽধ্বা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তঃ। তথা ব্যুত্থানং ত্রিলক্ষণং ত্রিভিরধ্বভির্যুক্তং, বর্তমানং লক্ষণং হিত্বা ধর্মত্বমনতিক্রান্তমতীতলক্ষণং প্রতিপন্নম্, এষোঽস্য তৃতীয়োঽধ্বা, ন চানাগতবর্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তম্। এবং পুন-র্ব্যুত্থানমুপসম্পদ্যমানমনাগতং লক্ষণং হিত্বা ধর্মত্বমনতিক্রান্তং বর্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নং, যত্রাস্য স্বরূপাভিব্যক্তৌ সত্যাং ব্যাপারঃ, এষোঽস্য দ্বিতীয়োঽধ্বা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তমিতি। এবং পুনর্নিরোধ এবং পুনর্ব্যুত্থানমিতি।

তথাঽবস্থাপরিণামঃ—তত্র নিরোধক্ষণেষু নিরোধসংস্কারা বলবন্তো ভবন্তি দুর্বলা ব্যুত্থানসংস্কারা ইতি, এষ ধর্মাণামবস্থাপরিণামঃ। তত্র ধর্মিণো ধর্মৈঃ পরিণামঃ, ধর্মাণাং লক্ষণৈঃ পরিণামঃ, লক্ষণানামপ্যবস্থাভিঃ পরিণাম ইতি। এবং ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামৈঃ শূন্যং ন ক্ষণমপি গুণবৃত্তমবতিষ্ঠতে। চলঞ্চ গুণবৃত্তং, গুণস্বাভাব্যন্তু প্রবৃত্তিকারণমুক্তং গুণানামিতি। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মধর্মিভেদাৎ ত্রিবিধঃ পরিণামো বেদিতব্যঃ, পরমার্থ-তস্ত্বেক এব পরিণামঃ। ধর্মিস্বরূপমাত্রো হি ধর্মঃ, ধর্মিবিক্রিয়ৈবৈষা ধর্মদ্বারা প্রপঞ্চ্যত ইতি। তত্র ধর্মস্য ধর্মিণি বর্তমানস্যৈবাধ্বস্বতীতানাগতবর্তমানেষু ভাবান্যথাত্বং ভবতি ন দ্রব্যান্যথাত্বং, যথা সুবর্ণভাজনস্য ভিত্ত্বাঽন্যথাক্রিয়মাণস্য ভাবান্যথাত্বং ভবতি ন সুবর্ণা-ন্যথাত্বমিতি। অপর আহ—ধর্মানভ্যধিকো ধর্মী পূর্বতত্ত্বানতিক্রমাৎ, পূর্বাপরাবস্থাভেদ-মনুপতিতঃ কৌটস্থ্যেন বিপরিবর্তেত যদ্যন্বয়ী স্যাদ্ ইতি। অয়মদোষঃ, কস্মাৎ, একান্তানভ্যুপগমাৎ। তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি, কস্মাৎ, নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ। অপেতমপ্যস্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ। সংসর্গাচ্চাস্য সৌক্ষ্ম্যং সৌক্ষ্ম্যাচ্চানুপলব্ধিরিতি।

লক্ষণপরিণামো ধর্মোঽধ্বসু বর্তমানোঽতীতোঽতীতলক্ষণযুক্তোঽনাগতবর্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্তঃ, তথাঽনাগতঃ অনাগতলক্ষণযুক্তো বর্তমানাতীতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাম-বিযুক্তঃ। তথা বর্তমানো বর্তমানলক্ষণযুক্তোঽতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্ত ইতি। যথা পুরুষ একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তো ন শেষাসু বিরক্তো ভবতীতি।

অত্র লক্ষপরিণামে সর্বস্য সর্বলক্ষণযোগাদধ্বসঙ্করঃ প্রাপ্নোতীতি পরৈর্দোষশ্চোদ্যত ইতি, তস্য পরিহারঃ—ধর্মাণাং ধর্মত্বমপ্রসাধ্যং, সতি চ ধর্মত্বে লক্ষণভেদোঽপি বাচ্যঃ, ন বর্তমানসময় এবাস্য ধর্মত্বম্, এবং হি ন চিত্তং রাগধর্মকং স্যাৎ, ক্রোধকালে রাগস্যা-সমুদাচারাদিতি। কিঞ্চ, ত্রয়াণাং লক্ষণানাং যুগপদেকস্যাং ব্যক্তৌ নাস্তি সম্ভবঃ ক্রমেণ

তু স্বব্যঞ্জকাঞ্জনস্য ভাবো ভবেদিতি। উক্তঞ্চ "রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্তন্তে" তস্মাদসঙ্করঃ। যথা রাগস্যৈব ক্বচিৎ সমুদাচার ইতি ন তদানীমন্যত্রাভাবঃ, কিন্তু কেবলং সামান্যেন সমন্বাগত ইত্যস্তি তদা তত্র তস্য ভাবঃ, তথা লক্ষণস্যেতি। ন ধর্মী ত্র্যধ্বা ধর্মাস্তু ত্র্যধ্বানঃ, তে লক্ষিতা অলক্ষিতাশ্চ তাং তামবস্থাং প্রাপ্নুবন্তোঽন্যত্বেন প্রতিনির্দিশ্যন্তে অবস্থান্তরতো ন দ্রব্যান্তরতঃ, যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশ একং চৈকস্থানে, যথা চৈকত্বেঽপি স্ত্রী মাতা চোচ্যতে দুহিতা চ স্বসা চেতি।

অবস্থাপরিণামে কৌটস্থ্যপ্রসঙ্গদোষঃ কৈশ্চিদুক্তঃ, কথম্, অধ্বনো ব্যাপারেণ ব্যবহিতত্বাদ্ যদা ধর্মঃ স্বব্যাপারং ন করোতি তদানাগতো, যদা করোতি তদা বর্তমানো, যদা কৃত্বা নিবৃত্তস্তদাতীত ইত্যেবং ধর্ম-ধর্মিণোর্লক্ষণানামবস্থানাঞ্চ কৌটস্থ্যং প্রাপ্নোতীতি পরৈর্দোষ উচ্যতে। নাসৌ দোষঃ, কস্মাৎ, গুণিনিত্যত্বেঽপি গুণানাং বিমর্দবৈচিত্র্যাৎ। যথা সংস্থানমাদিমদ্ধর্মমাত্রং শব্দাদীনাং বিনাশ্যবিনাশিনাম্ এবং লিঙ্গমাদিমদ্ ধর্মমাত্রং সত্ত্বাদীনাং গুণানাং বিনাশ্যবিনাশিনাং, তস্মিন্ বিকারসংজ্ঞেতি।

তত্রেদমুদাহরণং মৃদ্ধর্মী পিণ্ডাকারাদ্ ধর্মাদ্ ধর্মান্তরমুপসম্পদ্যমানো ধর্মতঃ পরিণমতে ঘটাকার ইতি। ঘটাকারোঽনাগতং লক্ষণং হিত্বা বর্তমানলক্ষণং প্রতিপদ্যতে, ইতি লক্ষণতঃ পরিণমতে। ঘটো নবপুরাণতাং প্রতিক্ষণমনুভবন্নবস্থাপরিণামং প্রতিপদ্যত ইতি। ধর্মিণোঽপি ধর্মান্তরমবস্থা, ধর্মস্যাপি লক্ষণান্তরমবস্থা ইত্যেক এব দ্রব্যপরিণামো ভেদেনোপদর্শিত ইতি। এবং পদার্থান্তরেষ্বপি যোজ্যমিতি। এতে ধর্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামা ধর্মিস্বরূপমনতিক্রান্তাঃ, ইত্যেক এব পরিণামঃ সর্বানমূন্ বিশেষানভিপ্লবতে। অথ কোঽয়ং পরিণামঃ?—অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ॥ ১৩॥

১৩। ইহার দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা নামক পরিণাম ব্যাখ্যাত হইল॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ইহার দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্ত (১) ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা নামক চিত্ত-পরিণামের দ্বারা, ভূতেন্দ্রিয়ে ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম উক্ত হইল জানিতে হইবে (২)। তাহার মধ্যে ব্যুত্থানধর্মের অভিভব ও নিরোধধর্মের প্রাদুর্ভাব (চিত্তরূপ) ধর্মীর ধর্ম-পরিণাম।

আর লক্ষণ-পরিণাম যথা।—নিরোধ ত্রিলক্ষণ অর্থাৎ তিন অধ্বার (কালের) দ্বারা যুক্ত। তাহা (নিরোধ) অনাগত লক্ষণ প্রথম অধ্বাকে ত্যাগ করিয়া, ধর্মত্বকে অনতিক্রমণপূর্বক (নিরোধ নামক ধর্ম থাকিয়াই) যে বর্তমান লক্ষণসম্পন্ন হয়—যাহাতে তাহার স্বরূপে অভিব্যক্তি হয়—তাহাই নিরোধের দ্বিতীয় অধ্বা। তখন সেই বর্তমান লক্ষণযুক্ত নিরোধ (সামান্যরূপে স্থিত যে) অতীত ও অনাগত লক্ষণ তাহা হইতেও বিযুক্ত হয় না। সেইরূপ ব্যুত্থানও ত্রিলক্ষণ বা তিন অধ্বযুক্ত। তাহা বর্তমান অধ্বা ত্যাগ করিয়া, ধর্মত্ব অনতিক্রমণপূর্বক অতীতলক্ষণসম্পন্ন হয়, ইহাই ইহার (ব্যুত্থানের) তৃতীয় অধ্বা। তখন ইহা (সামান্যরূপে স্থিত যে) অনাগত ও বর্তমা—

হয় না। এইরূপে জায়মান ব্যুত্থানও অনাগত লক্ষণ ত্যাগ করিয়া ধর্মত্বকে অনতিক্রমণপূর্বক বর্তমানলক্ষণাপন্ন হয়, এই অবস্থায় ইহার স্বরূপাভিব্যক্তি হওয়াতে ব্যাপার (কার্য) দৃষ্ট হয়। ইহাই তাহার (ব্যুত্থানের) দ্বিতীয় অধ্বা। আর ইহা অতীত ও অনাগত লক্ষণ হইতেও বিযুক্ত নহে। নিরোধও পুনরায় এইরূপ, আর ব্যুত্থানও পুনরায় এইরূপ।

অবস্থা-পরিণাম যথা :—নিরোধক্ষণে নিরোধ-সংস্কারগণ বলবান্ হয়, বুত্থ্যান-সংস্কারসকল দুর্বল হয়, ইহা ধর্মসকলের অবস্থা-পরিণাম। ইহার মধ্যে ধর্মসকলের দ্বারা ধর্মীর পরিণাম হয়, লক্ষণ-ত্রয়দ্বারা ধর্মের পরিণাম হয়। অবস্থাসকলের দ্বারা লক্ষণের পরিণাম হয় (৩)। এইরূপে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণামশূন্য হইয়া গুণবৃত্ত ক্ষণকালও অবস্থান করে না। গুণবৃত্ত বা গুণ-কার্যসকল চল বা নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর গুণের স্বভাবই (৪) গুণের প্রবৃত্তির (কার্যরূপে পরিণম্যমানতার) কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভূতেন্দ্রিয়ে ধর্ম-ধর্মি-ভেদ আশ্রয় করিয়া ত্রিবিধ পরিণাম জানা যায়, কিন্তু পরমার্থতঃ (ধর্ম-ধর্মীর অভেদ আশ্রয় করিয়া) একই পরিণাম। (কারণ,) ধর্ম ধর্মীর স্বরূপমাত্র, আর ধর্মীর এই পরিণাম ধর্মের (এবং লক্ষণ ও অবস্থার) দ্বারা প্রপঞ্চিত হয় (৫)। ধর্মীতে বর্তমান যে ধর্ম, যাহা অতীত, অনাগত বা বর্তমানরূপে অবস্থিত থাকে, তাহার ভাবের অন্যথা (অর্থাৎ সংস্থান-ভেদাদি অন্য ধর্মোদয) হয় মাত্র, কিন্তু দ্রব্যের অন্যথা হয় না। যেমন সুবর্ণ পাত্রকে ভাঙ্গিয়া অন্যরূপ করিলে কেবল ভাবান্যথা (ভিন্ন আকাররূপ ধর্মোদয়) হয়, কিন্তু সুবর্ণের অন্যথা হয় না, সেইরূপ। অপর কেহ বলেন, 'পূর্ব তত্ত্বের (ধর্মীর) অনতিক্রম-হেতু অর্থাৎ স্বভাব অতিক্রম করে না বলিয়া ধর্মী ধর্ম হইতে অতিরিক্ত নহে (অর্থাৎ ধর্ম ও ধর্মী একান্ত অভিন্ন)'—যদি ধর্মী ধর্মান্বয়ী (সর্ব ধর্মে এক ভাবে অবস্থিত) হয়, তাহা হইলে তাহা (ধর্মী) পূর্ব ও পর অবস্থার ভেদানুপাতী হইয়া অর্থাৎ সমস্ত ভেদে একরূপে থাকাতে, কূটস্থভাবে (নিত্য অবিকারভাবে) অবস্থিত থাকিবে (৬)। (এইরূপে ধর্মীর কৌটস্থ্যপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া আমাদের মত সদোষ—এইরূপ তাঁহারা আপত্তি করেন)। (কিন্তু তাহা নহে) আমাদের মত অদোষ, কেননা, দ্রব্যের একান্ত নিত্যতা বা কূটস্থতা অস্মন্মতে উপদিষ্ট হয় নাই। (অস্মন্মতে) এই ত্রৈলোক্য (কার্য-কারণাত্মক বুদ্ধ্যাদি পদার্থ) ব্যক্তাবস্থা (বর্তমান বা অর্থক্রিয়াকারী অবস্থা) হইতে অপগত হয় (অতীত বা লয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়) কেননা, তাহার অবিকার-নিত্যত্ব (অস্মন্মতে) প্রতিষিদ্ধ আছে। আর অপগত বা লীন হইয়াও তাহা থাকে, যেহেতু তাহার (ত্রৈলোক্যের) একান্ত বিনাশ প্রতিষিদ্ধ আছে। সংসর্গ (স্বকারণে লয) হইতে তাহার সূক্ষ্মতা এবং সূক্ষ্মতাহেতু তাহার উপলব্ধি হয় না।

লক্ষণ-পরিণামযুক্ত যে ধর্ম, তাহা অধ্বসকলে (কালত্রয়ে) অবস্থিত থাকে। (যেহেতু যাহা) অতীত বা অতীতলক্ষণযুক্ত, তাহা অনাগত ও বর্তমান লক্ষণ হইতে অবিযুক্ত। সেইরূপ যাহা অনাগত বা অনাগতলক্ষণযুক্ত তাহা বর্তমান ও অতীত লক্ষণ হইতে অবিযুক্ত। সেইরূপ যাহা বর্তমান তাহা বর্তমানলক্ষণযুক্ত কিন্তু অতীতানাগত লক্ষণ হইতে অবিযুক্ত। যেরূপ, কোন পুরুষ কোন এক স্ত্রীতে অনুরক্ত হইলে অপর সব স্ত্রীতে বিরক্ত বা বিদ্বিষ্ট হয় না, সেইরূপ।

'সকলের সকল লক্ষণের যোগহেতু অধ্বসঙ্করপ্রাপ্তি হইবে' লক্ষণ-পরিণাম সম্বন্ধে এই দোষ অপর বাদীরা উত্থাপন করেন (৭)। তাহার পরিহার যথা —ধর্মসকলের ধর্মত্ব (ধর্মীর ব্যতিরিক্ততা, অর্থাৎ বিকারশীল গুণত্ব এবং অভিভব-প্রাদুর্ভাব, পূর্বে সাধিত হওয়াহেতু এ স্থলে) অসাধনীয়। আর,

ধর্মত্ব সিদ্ধ হইলে লক্ষণভেদও বাচ্য, যেহেতু বর্তমান সময়ে অভিব্যক্ত থাকামাত্রই ইহার ধর্মত্ব নহে। এইরূপ হইলে (বর্তমানাভিব্যক্তিই ধর্মত্ব হইলে) চিত্ত ক্রোধকালে রাগধর্মক হইবে না, কারণ, সে সময়ে রাগ অভিব্যক্ত থাকে না। কিঞ্চ ত্রিবিধ লক্ষণের যুগপৎ এক ব্যক্তিতে সম্ভব হয় না, তবে ক্রমানুসারে স্বব্যঞ্জকাঞ্জনের (নিজ অভিব্যক্তির কারণের দ্বারা অভিব্যক্তের) ভাব হয়। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, "বুদ্ধির রূপ (ধর্মজ্ঞানাদি অষ্ট) এবং বৃত্তির (শান্তাদির) অতিশয় বা উৎকর্ষ হইলে পরস্পর (বিপরীত অন্য রূপের বা বৃত্তির সহিত) বিরুদ্ধাচরণ করে, আর সামান্য (রূপ বা বৃত্তি) অতিশয়ের সহিত প্রবর্তিত হয়" (২।১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য)। এই হেতু অধ্বার সঙ্কর হয় না। যেমন, কোন বিষয়ে রাগের সমুদাচার, অর্থাৎ সম্যক্ অভিব্যক্তি থাকিলে, সেই সময়ে অন্য বিষয়ে রাগাভাব হয় না, কিন্তু কেবল সামান্যরূপে তখন তাহাতে রাগ থাকে। এই হেতু সেই স্থলে (যেখানে রাগ অভিব্যক্ত তদ্ব্যতীত অন্য স্থলে) রাগের ভাব আছে। লক্ষণেরও ঐরূপ। ধর্মী ত্র্যধ্বা নহে, ধর্মসকলই ত্র্যধ্বা। লক্ষিত (ব্যক্ত, বর্তমান) বা অলক্ষিত (অব্যক্ত, অতীত ও অনাগত) সেই ধর্মসকল সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, কেবল অবস্থাভেদেই তাহা হয়, দ্রব্যভেদে হয় না। যেমন এক রেখা শত স্থানে শত, দশ স্থানে দশ, এক স্থানে এক (এইরূপে ব্যবহৃত হয়) সেইরূপ। (বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, যেমন এক রেখা বা অঙ্ক দুই বিন্দুর পূর্বে বসিলে শত বুঝায়, এক বিন্দুর পূর্বে বসিলে দশ বুঝায়, একক বসিলে এক বুঝায়, তদ্রূপ)। আর, যেমন একটি স্ত্রী এক হইলেও তাহাকে সম্বন্ধানুসারে মাতা, দুহিতা ও ভগিনী বলা যায়, সেইরূপ।

অবস্থা-পরিণামে (৮) কেহ কেহ কৌটস্থ্য-প্রসঙ্গদোষ আরোপ করেন। কিরূপে ?—'অধ্বার ব্যাপারের দ্বারা ব্যবহিত বা অন্তর্হিত থাকা হেতু যখন ধর্ম নিজের ব্যাপার না করে, তখন তাহা অনাগত, যখন ব্যাপার বা ক্রিয়া করে, তখন বর্তমান, আর যখন ব্যাপার করিয়া নিবৃত্ত হয়, তখন অতীত ; এইরূপে (ত্রিকালেই সত্তা থাকে বলিয়া) ধর্ম ও ধর্মীর এবং লক্ষণ ও অবস্থা-সকলের কৌটস্থ্য সিদ্ধ হয়' এই দোষ পরপক্ষ বলেন। ইহা দোষ নহে, কেননা, গুণীর নিত্যত্ব থাকিলেও গুণসকলের বিমর্দজনিত (= পরস্পরের অভিভাব্যাভিভাবকত্বজনিত), (কূটস্থতা হইতে) বৈলক্ষণ্য হেতু (কৌটস্থ্য সিদ্ধ হয় না)। যথা—অবিনাশী (ভূতাপেক্ষা) শব্দাদি তন্মাত্রের, বিনাশী, আদিমৎ, ধর্মমাত্র (পঞ্চভূতরূপ) সংস্থান, সেইরূপ অবিনাশী সত্ত্বাদিগুণের, লিঙ্গ (মহত্তত্ত্ব) আদিমৎ, বিনাশী ধর্মমাত্র। তাহাতেই (ধর্মেই) বিকারসংজ্ঞা।

পরিণাম-বিষয়ে এই (লৌকিক) উদাহরণ :—মৃত্তিকা ধর্মী, তাহা পিণ্ডাকার ধর্ম হইতে অন্য ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া 'ঘটাকার' এই ধর্মেতে পরিণত হয় (অর্থাৎ ঘটরূপ হওয়াই তাহার ধর্ম-পরিণাম)। আর, ঘটাকার অনাগত লক্ষণ ত্যাগ করিয়া বর্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হয়, ইহা লক্ষণ-পরিণাম। আর, ঘট প্রতিক্ষণ নবত্ব ও পুরাণত্ব অনুভব করিয়া অবস্থা-পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ধর্মীর ধর্মান্তরও অবস্থাভেদ, আর ধর্মের লক্ষণান্তরও অবস্থাভেদ, অতএব এই একই অবস্থান্তরতারূপ দ্রব্য-পরিণাম তিন ভাগ করিয়া উপদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে (পরিণাম বিচার) পদার্থান্তরেও যোজ্য। এই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম (ত্রিবিধ হইলেও) ধর্মীর স্বরূপ অতিক্রমণ করে না (পরিণত হইলেও ধর্মীর স্বরূপ হইতে ভিন্ন এক দ্রব্য হয় না, কিন্তু সতত ধর্মীর স্বরূপের অনুগত থাকে), এই হেতু (পরমার্থতঃ) ধর্মরূপ একই পরিণাম আছে, আর, তাহা অপর বিশেষ সকলকে (ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাকে) ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ উক্ত তিন প্রকার পরিণাম এক

ধর্ম-পরিণামের অন্তর্গত হয়। এই পরিণাম কি?—অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব ধর্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্মান্তরোৎপত্তিই পরিণাম (৯)।

টীকা। ১৩। (১) পূর্বে যে যোগিচিত্তের নিরোধাদি তিন পরিণাম কথিত হইয়াছে তাহারাই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম নহে, কিন্তু তাহারা যেমন পরিণাম, ভূতেন্দ্রিয়েও সেইরূপ পরিণাম আছে, ইহাই 'এতেন' শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

নিরোধাদি প্রত্যেক পরিণামেই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণাম আছে, তাহা ভাষ্যকার বিবৃত করিতেছেন।

১৩। (২) পরিণাম বা অন্যথাভাব ত্রিবিধ—ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ঐ তিন প্রকারে আমরা কোন দ্রব্যের ভিন্নত্ব বুঝি ও বলি। এক ধর্মের ক্ষয় ও অন্য ধর্মের উদয় হইলে যে ভেদ হয়, তাহাই ধর্ম-পরিণাম, যেমন ব্যুত্থানের লয় ও নিরোধের উদয় হইলে বলিয়া থাকি চিত্তের ধর্ম-পরিণাম হইল।

তিন কালের নাম লক্ষণ। কালভেদে যে ভিন্নতা বুঝি তাহার নাম লক্ষণ-পরিণাম। যেমন বলি ব্যুত্থান, অথবা নিরোধ, ছিল, এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে, এইরূপে অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই তিন লক্ষণে লক্ষিত করিয়া দ্রব্যের যে ভেদ বুঝা যায় তাহাই লক্ষণ-পরিণাম।

আবার লক্ষণ-পরিণামকেও আমরা অবস্থা-পরিণামরূপ ভেদ করিয়া থাকি, তথায় ধর্মভেদ অথবা লক্ষণভেদের বিবক্ষা থাকে না, যেমন, একই হীরককে নূতন ও কিয়ৎকাল অন্তে পুরাতন বলা হয়। এস্থলে একই বর্তমান লক্ষণকে পুরাতন ও নূতন-ভাবে ভেদ করা হইল, হীরকের ধর্মভেদের তথায় বিবক্ষা নাই (৩।১৫ [১] দ্রষ্টব্য)। অন্য উদাহরণ যথা.—নিরোধকালে নিরোধ-সংস্কার বলবান্ হয়, আর তৎকালে ব্যুত্থান-সংস্কার দুর্বল থাকে। বর্তমানলক্ষণক নিরোধ ও ব্যুত্থান-ধর্মকে ইহাতে 'দুর্বল এবং বলবান্' এই পদার্থের দ্বারা ভেদ করা হইল। বলবান্ ও দুর্বল পদের দ্বারা অন্য-ধর্মভেদের বিবক্ষা নাই বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে ধর্ম-পরিণামই বাস্তব, অপর দুই পরিণাম বৈকল্পিক। ব্যবহারতঃ তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া এস্থলে গৃহীত হইয়াছে, কারণ, সূত্রকার ইহা অতীতানাগত জ্ঞানের ভূমিকা করিতেছেন, তাহাতে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, ইহা (সংযমের দ্বারা সাক্ষাৎক্রিয়মাণ বস্তু) নূতন কি পুরাতন, ইত্যাদি।

১৩। (৩) ধর্মীর পরিণাম ধর্মের অন্যথার দ্বারা অনুভূত হয়। ধর্মসকলের পরিণাম লক্ষণের অন্যথার দ্বারা কল্পিত হয়, তাই ভাষ্যকার লক্ষণ-পরিণামের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'ধর্মের অনতিক্রমণ-পূর্বক' অর্থাৎ উহারা একটি ধর্মেরই কালাবস্থিতির অন্যত্ব বলিয়া উহাতে ধর্মের অন্যথা হয় না, যেমন একই নীলত্ব ধর্ম ছিল, আছে ও থাকিবে, এই ত্রিভেদে একই নীলত্ব ভিন্নরূপে কল্পিত হয় মাত্র।

আর, লক্ষণের পরিণাম অবস্থাভেদের দ্বারা কল্পিত হয়। তাহাতে লক্ষণের অন্যথাত্ব হয় না, অতীত, অনাগত ও বর্তমান ইহার একই লক্ষণ অবস্থাভেদে ভিন্নভিন্নরূপে কল্পিত হয়। যেমন নিরোধক্ষণে নিরোধ-সংস্কারও আছে, ব্যুত্থান-সংস্কারও আছে, তবে ব্যুত্থানের তুলনায় নিরোধকে বলবান্ বলিয়া ভেদ কল্পনা করা যায়।

বর্তমানলক্ষণক ভাব পদার্থ অনাগত ও অতীত হইতে বিযুক্ত নহে, কারণ, তাহাই অনাগত ছিল ও তাহাই অতীত হইবে এইরূপ ব্যবহার হয়। বস্তুতঃ অতীত ও অনাগত ভাব সামান্যরূপে থাকামাত্র, তাহাতে পদার্থের স্বরূপ অনভিব্যক্ত থাকে। বর্তমানলক্ষণক পদার্থেরই স্বরূপাভিব্যক্তি

হয়, অর্থাৎ অর্থ বা বিষয়রূপে ক্রিয়াকারী অবস্থার অভিব্যক্তি হয়। স্বরূপ=বিষয়ীভূত ও ক্রিয়াকারী রূপ।

১৩। (৪) গুণের স্বভাবই পরিণামশীলতা। রজঃ অর্থেই ক্রিয়াশীল ভাব, ক্রিয়াশীল অর্থেই পরিণামশীল। স্বভাবতঃ সর্ব দৃশ্য পদার্থে যে ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়, সর্বসাধারণ সেই ক্রিয়াশীলতার নাম রজঃ। ক্রিয়াশীলতার হেতু নাই; তাহাই দৃশ্যের অন্যতম মূলস্বভাব। (জগতের কারণরূপ) ত্রিগুণ-নির্দেশ অর্থে তাদৃশ স্বভাবের নির্দেশ। শঙ্কা হইতে পারে, যদি স্বভাবতঃই গুণ প্রবর্তনশীল তবে চিত্তের নিবৃত্তি অসম্ভব। তাহা নহে। গুণের স্বভাব হইতে পরিণাম হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধি আদি সংঘাত বা গুণবৃত্তির সংহত্য-কারিত্ব গুণস্বভাবমাত্র হইতে হয় না, তাহা পুরুষের উপদর্শনসাপেক্ষ। উপদর্শনের হেতু সংযোগ, সংযোগের হেতু অবিদ্যা। অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে উপদর্শন নিবৃত্ত হয়। বুদ্ধ্যাদিরূপ সংঘাতও তৎফলে লীন হয়, দৃশ্য তখন আর পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট হয় না।

১৩। (৫) মূলতঃ ধর্মসমষ্টিই ধর্মীর স্বরূপ। আগামী সূত্রে সূত্রকার ধর্মীর লক্ষণ দিয়াছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-ধর্মের অনুপাতী পদার্থকে তিনি ধর্মী বলিয়াছেন। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ধর্ম ও ধর্মী ভিন্নবৎ ব্যবহার্য হয়। কিন্তু মৌলিক দৃষ্টিতে (গুণত্ব-অবস্থায়) যথায় অতীতানাগত নাই, তথায় ধর্ম ও ধর্মী একই রূপে নির্ণীত হয়, অর্থাৎ তখন ত্রিগুণভাবে ধর্ম ও ধর্মী একই। মূলতঃ বিক্রিয়ামাত্র আছে, ব্যবহারতঃ সেই বিক্রিয়ার কতকাংশকে (যাহা আমাদের গোচর হয় তাহাকে) বর্তমান ধর্ম বলি, অন্যাংশকে অতীতানাগত বলি। সেই অতীতানাগত ও বর্তমান-ধর্মসমুদায়ের সাধারণ আশ্রয়রূপে অভিকল্পিত পদার্থকে ধর্মী বলি। ব্যবহারদৃষ্টি ছাড়িয়া যদি সমস্ত দৃশ্যকে প্রকাশশীল, ক্রিয়াশীল ও স্থিতিশীলরূপে দেখা যায়, তাহা হইলে অতীতানাগত কিছু থাকে না, কিন্তু তাহা অব্যক্তাবস্থা। অব্যক্তই মূল ধর্মী বা ধর্ম। (৩।১৫ [২] দ্রষ্টব্য)। ব্যক্তিতে প্রকাশশীলতাদি গুণের তারতম্য থাকে। সেই অসংখ্য তারতম্যই অসংখ্য ধর্ম। অতএব ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ধর্ম ধর্মীর স্বরূপমাত্র। আর ধর্মীর বিক্রিয়া ধর্মের দ্বারাই প্রপঞ্চিত বা বিস্তৃত হয় অর্থাৎ ধর্মীর বিক্রিয়াই অতীতানাগত-বর্তমান ধর্মপ্রপঞ্চ বলিয়া প্রতীত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মীর বিক্রিয়াই আছে, তাহাই ধর্ম, লক্ষণ এবং অবস্থা-পরিণামরূপে ব্যবহৃত হয়।

১৩। (৬) ধর্ম ও ধর্মী মূলতঃ এক কিন্তু ব্যবহারতঃ ভিন্ন, কারণ, ব্যবহারদৃষ্টি ও তত্ত্বদৃষ্টি ভিন্ন। সেই ভিন্নতাকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম ও ধর্মী এই ভিন্ন পদার্থ স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবহারতঃ ধর্ম ও ধর্মী অভিন্ন বলিলে ধর্মসকল মূলশূন্য বা মূলতঃ অভাব হয়। সৎপদার্থ যে মূলতঃ অসৎ ইহা সর্বথা অন্যায্য। যদি বলা যায় ঘটরূপ ধর্মসমষ্টিই আছে তদতিরিক্ত ধর্মী নাই, তবে ঘট চূর্ণ হইলে বলিতে হইবে ঘটত্ব ধর্মসকলের অভাব হইয়া গেল আর অভাব হইতে চূর্ণ ধর্ম উদিত হইল। ইহা অসৎকারণবাদ। বৌদ্ধেরা এই বাদ লইয়া সাংখ্য হইতে আপনাদের পৃথক্ করিয়াছেন। সৎকার্যবাদে ঘটত্ব মৃত্তিকারূপ ধর্মীর ধর্ম, চূর্ণত্বও মৃত্তিকার ধর্ম। ঘটের নাশ অর্থে ঘটত্ব-ধর্মের অভিভব ও চূর্ণত্বের প্রাদুর্ভাব। এক মৃত্তিকারই তাহা বিভিন্ন ধর্ম, কারণ, ঘটেও মৃত্তিকা থাকে, চূর্ণেও থাকে, সুতরাং ব্যবহারতঃ মৃত্তিকাকে ধর্মী ও ঘটত্বাদিকে ধর্মরূপে ভেদ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তত্ত্বদৃষ্টিক্রমে সামান্য ধর্ম হইতে ক্রমশঃ চরমসামান্যধর্মে উপনীত হইলে কেবল সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ থাকে। তথায় ধর্ম-ধর্মীর প্রভেদ করার উপায় নাই, তাহারা অভাব নহে এবং স্বরূপতঃ ব্যক্তও

নহে, সুতবাং সৎ ও অব্যক্ত। পবমার্থে যাইযা এইরূপে ধর্ম ও ধর্মী এক হয। (অতএব গুণত্রয phenomena-ও নহে noumena-ও নহে, কিন্তু ঐ ঐ পদেব দ্বাবা উহা বুঝিবাব যোগ্য নহে।)

ব্যবহাবদৃষ্টিতে অতীত ও অনাগত ধর্ম থাকিবেই থাকিবে, সুতবাং সমস্ত ব্যাবহাবিক ভাবকে একেবাবে বর্তমান বা গোচব বলিলে বিরুদ্ধ কথা বলা হয। ধর্ম ব্যাবহাবিক ভাব, সুতবাং তাহাকে অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই তিন প্রকাব বলিতে হইবে। তন্মধ্যে বর্তমানধর্ম জ্ঞানগোচব হয, অতীত ও অনাগত গোচব না হইলেও থাকে, তাহা যেভাবে থাকে তাহাই ধর্মী। অতীত ও অনাগত সমস্ত মৌলিক ধর্মও আছে,বা বর্তমান এইরূপ বলিলে তাহাবা সূক্ষ্মরূপে বা মৌলিকরূপে বা অব্যক্ত ত্রিগুণরূপে আছে এইরূপ বলিতে হইবে। সাংখ্য ঠিক তাহাই বলেন। ব্যবহাবতঃ ধর্মসকল অতীত, অনাগত ও বর্তমান এইরূপ ভেদে ভিন্ন এবং ধর্মীতে সমাহৃত , আব তত্ত্বতঃ তাহাবা, অর্থাৎ গুণ ও গুণী, অভিন্ন এবং অব্যক্ত-স্বরূপ, ইহাই সাংখ্যমত।

প্রাগুক্ত মতানুসাবে বৌদ্ধেবা আপত্তি কবিবেন ধর্ম ও ধর্মী যদি ভিন্ন হয, তবে ধর্মসকলই পবিণামী (কাবণ, সেইরূপেই তাহাবা দৃষ্ট হয) হইবে, ধর্মী কূটস্থ হইবে। অর্থাৎ, পবিণাম ধর্মেতেই বর্তমান থাকিবে, সুতবাং ধর্মী অপবিণামী হইবে। সাংখ্য একান্তপক্ষে (সম্পূর্ণরূপে) ধর্ম ও ধর্মীব ভেদ স্বীকাব কবেন না বলিযা ঐ আপত্তি নিঃসাব। বস্তুতঃ ব্যবহাবতঃ এক ধর্মই অন্যেব ধর্মী হয (আগামী ১৫ সূত্রেব ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। যেমন, সুবর্ণত্ব ধর্ম বলযত্ব-হাবত্বাদি ধর্মেব ধর্মী, যেহেতু তাহা বলযত্বাদি বহুধর্মে এক সুবর্ণত্বরূপে অনুগত। এইরূপে ভূতেব ধর্মী তন্মাত্র, তন্মাত্রেব অহংকাব, অহংকাবেব বুদ্ধি ও বুদ্ধিব ধর্মী প্রধান সিদ্ধ হয। তন্মাত্রত্ব ধর্ম ভূতত্ব ধর্মেব ধর্মী ইত্যাদি ক্রমে এক ধর্মেবই অন্য ধর্মেব আপেক্ষিক ধর্মিত্ব সিদ্ধ হয।

ধর্মসকল যে ধর্মী হইতে ভিন্ন তাহা বৌদ্ধেবাও স্বীকাব কবেন। অতএব, ভূতেব ধর্মি-স্বরূপ তন্মাত্রধর্ম ভূতধর্ম হইতে বিভিন্ন হইবে। এইরূপে ব্যবহাবতঃ ধর্ম ও ধর্মীব ভেদ আছে। আব, এক পবিণামী ধর্মস্কন্ধই যখন অন্য ধর্মেব ধর্মী, তখন ধর্মীও পবিণামী হইবে , তাহাব কৌটস্থ্যেব সম্ভাবনা নাই।

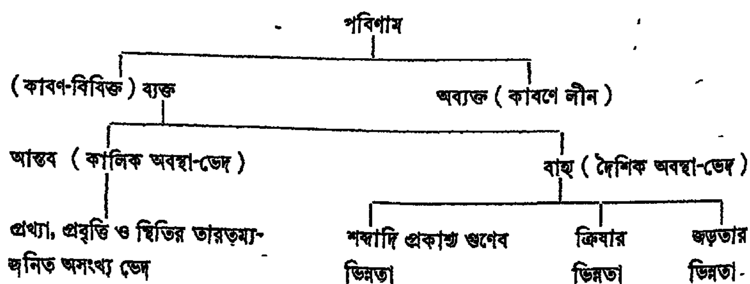
অতএব বৌদ্ধেব আপত্তি টিকিল না। পূর্বেই বলা হইযাছে ব্যবহাবতঃ ধর্ম-ধর্মীব ভেদ, কিন্তু মূলতঃ অভেদ। সুতবাং সাংখ্য একান্ত ভেদবাদী অথবা একান্ত অভেদবাদী নহেন। বৌদ্ধ ব্যবহাবেই ধর্ম-ধর্মীব অভেদ ধবিযা অন্যায্য শূন্যবাদ স্থাপন কবিবাব চেষ্টা কবেন। উপাদানকাবণ বৌদ্ধমতে স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হব না, তাহাদেব সমস্ত কাবণই প্রত্যয বা নিমিত্ত। তাহাবা একেবাবেই সমস্ত জগৎকে রূপধর্ম, বেদনাধর্ম, সংজ্ঞাধর্ম, সংস্কাবধর্ম ও বিজ্ঞানধর্ম এই ধর্মস্কন্ধে (সমূহে) বিভাগ কবেন,·সমস্তই যখন ধর্ম, তখন আব ধর্মী কি হইবে ? অতএব ধর্মেব মূল শূন্য বা অভাব। রূপেব মূল শূন্য, বেদনাদি প্রত্যেকেব মূলই শূন্য, ইহা বৌদ্ধ দর্শনে 'শূন্যতাবাব' বলিযা ব্যাখ্যাত হব। তাহাদেব (ধর্মদেব) মধ্যে কোনটা কাহাবও প্রত্যয, কোনটা প্রতীত্য।

বস্তুতঃ ঐ দৃষ্টি ঠিক নহে। শুধু হেতু হইতে কিছু হয না, উপাদানও চাই। যে ধর্ম বহু কার্যেব মধ্যে এক, তাহাই উপাদান। এইরূপে দেখা যায রূপধর্মসকলেব উপাদান ভূতাদি নামক অস্মিতা। বেদনাদিবও উপাদান তৈজস অস্মিতা, অস্মিতাব উপাদান বুদ্ধিসত্ত্ব, বুদ্ধিব উপাদান প্রধান। প্রধান অমূল ভাব পদার্থ। ভাব-উপাদান হইতেই ভাব হয, তাই মূল ভাব প্রধান হইতেই সমস্ত ভাব হইতে পারে।

বৌদ্ধের এই ধর্মদৃষ্টি হইতে ধর্মের নিরোধ বা নির্বাণ যুক্তিতঃ সিদ্ধ হয় না। প্রথমতঃই আপত্তি হইবে, যদি ধর্মসন্তান স্বভাবতঃ চলিতেছে, তবে তাহার নিরোধ হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বৌদ্ধ বলিবেন, ধর্মসন্তানের ভিতর প্রত্যয় ও প্রতীত্য দেখা যায়, অহেতুতে কিছু হয় না। হেতুকে নিরোধ করিলে প্রতীত্যও (হেতুৎপন্ন পদার্থও) নিরুদ্ধ হয়। প্রতীত্য-সমুৎপাদে চক্রাকারে সেই হেতু-প্রতীত্য-শৃঙ্খল দেখান হয়। তাহা যথা - অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (নামরূপ—নাম অর্থে শব্দ দিয়া মানস জ্ঞান, রূপ অর্থে বাহ্যজ্ঞান। ষড়ায়তন = ৫ ইন্দ্রিয় ও মন), তাহা হইতে স্পর্শ (বাহিরের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান), তাহা হইতে বেদনা, তাহা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, তাহা হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে দুঃখাদি। অবিদ্যা নিরুদ্ধ হইলে অনুলোমক্রমে সংস্কারনিরোধে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয়, ইত্যাদি। বৌদ্ধ বলেন, যখন দেখা যায় এইরূপে সমস্ত নিরুদ্ধ হয়, তখন মূল শূন্য। ইহাতে কিছুই যুক্তি নাই। যদি অবিদ্যা অমনি অমনি নিষ্প্রত্যয়ে নিরুদ্ধ হইত, তবে উহা সত্য হইত। কিন্তু অবিদ্যানিরোধের প্রত্যয় চাই। বিদ্যাই সেই প্রত্যয়। অতএব অবিদ্যার সন্তান নিরুদ্ধ হইলে বিদ্যাসন্তান থাকিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত মত। এক প্রকার বৌদ্ধ (শুদ্ধসন্তানবাদী) আছেন, তাঁহারা ভাব-স্বরূপ নির্বাণ স্বীকার করেন। শূন্যবাদীর পক্ষ সর্বথা অযুক্ত।

জল হইতে বাষ্প হয়, বাষ্প হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে পুনঃ জল ইত্যাদি কার্যকারণ-পরম্পরা দেখিয়া যদি বলা যায় যে, জল না থাকিলে বাষ্প থাকিবে না, বাষ্প না থাকিলে মেঘ থাকিবে না, মেঘ না থাকিলে বৃষ্টি হইবে না, বৃষ্টি না হইলে জল হইবে না, অতএব জলের মূল শূন্য, ইহাও যেমন অযুক্ত, উপরি উক্ত শূন্যবাদও সেইরূপ। আবার বৌদ্ধরা নির্বাণকেও ধর্ম বলেন, অতএব 'শূন্য' ধর্মবিশেষ, অভাব নহে। সুতরাং পরিদৃশ্যমান ধর্মস্কন্ধের মূলও 'অভাব' নহে। অথবা ধর্মসমূহকে অমূল বলিলে 'তাহাদের অভাব হইবে' এইরূপ মত স্বীকার্য নহে।

সেই অমূল 'ধর্ম' বা মূল 'ধর্মী'কে সাংখ্য ত্রিগুণ বলেন, তাহা বিকারশীল কিন্তু নিত্য। ব্যক্তাবস্থায় তাহার উপলব্ধি হয়। তাহা সদাই সৎ, তাহাকে অভাব বলিলে নিতান্ত অযুক্ত চিন্তা করা হয়। ভাষ্যকার যুক্তি ও উদাহরণের দ্বারা তাহা দেখাইয়াছেন। ত্রৈলোক্য বা ব্যক্ত বিশ্ব বিক্রিয়মাণ হইয়া (যথাযথরূপে বিলোমক্রমে) অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ততা বা কারণে লীনভাব একরূপ বিকারের অবস্থা, ব্যক্ততাও একরূপ বিকারের অবস্থা। ব্যক্ততা ও অব্যক্ততারূপ বিকারের মৌলিক বিভাগ যথা—



ফলে; অব্যক্ত ভাবেও বিশ্ব থাকে, তাই সাংখ্যে অত্যন্তনাশ স্বীকৃত হয় না। অব্যক্ততাতে সৌক্ষ্ম্যহেতু কিছুর উপলব্ধি হয় না। সৌক্ষ্ম্য অর্থে সংসর্গ বা কারণের সহিত অবিবিক্ত (সুতরাং দর্শনের অযোগ্য) হইয়া থাকা। যেমন, ঘটের অবয়ব পিণ্ডে সম্পিণ্ডিত হইয়া থাকে তাই লক্ষ্য হয় না, কিন্তু বিশেষ হেতুর দ্বারা সেই অবয়ব যথা স্থানে স্থাপিত হইলেই ঘট ব্যক্ত হয়, সেইরূপ। অথবা যেমন এক খণ্ড মাংস মৃত্তিকাদিতে পরিণত হইলে অলক্ষ্য হয়, বুদ্ধ্যাদিও সেইরূপ ত্রিগুণে লীন হয়। মৃত্তিকায় পরিণত হইলে মাংসের যেমন প্রাতিস্বিক পরিণাম থাকে না, কিন্তু মৃত্তিকার পরিণাম থাকে, বুদ্ধ্যাদির লয়ে সেইরূপ বুদ্ধি-পরিণাম আদি থাকে না, কিন্তু গুণ-পরিণাম বা শক্তিভূত পরিণাম মাত্র থাকে (৪।৩৩ [৩] দ্রষ্টব্য)।

বৌদ্ধদের ধর্মবাদ-ব্যতীত আর্যদর্শনে কার্যকারণভাবের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনটি প্রধান বাদ আছে, যথা : (ক) আরম্ভবাদ (খ) বিবর্তবাদ ও (গ) সৎকার্যবাদ বা পরিণামবাদ। তার্কিকেরা আরম্ভবাদী, মায়াবাদীরা বিবর্তবাদী এবং সাংখ্যাদি অপর সমস্ত দার্শনিকেরা পরিণামবাদী। একতাল মৃত্তিকা হইতে এক ইষ্টক হইল, তাহাতে আরম্ভবাদীরা বলিবেন—ইষ্টক পূর্বে অসৎ ছিল, বর্তমানে সৎ হইল, পরেও (নাশে) অসৎ হইবে। কেবল শব্দময় বাগাড়ম্বর দ্বারা ইঁহারা এই বাদ স্থাপন করার চেষ্টা করেন। পরিণামবাদীরা বলিবেন—মৃত্তিকাই পরিণত হইয়া বা ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া ইষ্টক হইল, পিণ্ডাকার মৃত্তিকাও সৎ, ইঁটও সৎ। আরম্ভবাদীরা বলিবেন—পূর্বে যখন ইঁট দেখিতেছিলাম না, পরে দেখিব না, তখন ঐ পূর্ব ও পর অবস্থা অসৎ। পরিণাবাদীরা তদুত্তরে বলিবেন—যখন পূর্বেও মাটি দেখিতেছিলাম, এখনও দেখিতেছি, পরেও দেখিব তখন ভেদ কেবল আকারের কিন্তু মাটির ওজন, আকারধারণযোগ্যতা প্রভৃতি বরাবরই সৎ। এই কথা যে সত্য তদ্বিষয়ে অস্বীকার করার উপায় নাই। আরম্ভবাদীরা বলিতে পারেন—আমাদের কথাও সত্য। উভয় কথাই যদি সত্য হয় তবে ভেদ কোথায় ? ভেদ কেবল 'সৎ' শব্দের অর্থের মাত্র।

তার্কিকেরা না-দেখাকেই বা কাল্পনিক গুণাভাবকেই 'অসৎ' বলিতেছেন, যথা—"দর্শনা-দর্শনাধীনে সদসত্ত্বে হি বস্তুনঃ। দৃশ্যস্যাদর্শনাত্তেন চক্রে কুম্ভস্য নাস্তিতা ॥" অর্থাৎ বস্তুর সত্তা ও অসত্তা ইহারা দেখা ও না-দেখা এই দুইয়ের অধীন। দৃশ্য কুম্ভ না-দেখাতে কুলাল চক্রে কুম্ভের নাস্তিতা-জ্ঞান হয় (ন্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্ত ভট্ট। আঃ ৮)। কিন্তু তাহা অসৎ শব্দের অর্থ নহে। এক ব্যক্তি একস্থানে দৃশ্য ছিল, স্থানান্তরে যাওয়াতে কি তাহাকে অসৎ বা নাই বলিবে ? কখনই না। তেমনি মাটির অবয়বের স্থানান্তরতাই ইঁট, কিছুর অভাব ইঁট নহে। এ বিষয়ে সম্যক্ সত্য বলিলে বলিতে হইবে মাটির পূর্বরূপ সূক্ষ্মতাহেতু অগোচর হইয়াছে, অসৎ হয় নাই। পরিণামবাদীরা তাহাই বলেন।

বিবর্তবাদীরা (এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা) অনির্বাচ্যবাদী। তাঁহারা বলেন, মাটিটাই সত্য, আর ইট-ঘটাদি মৃৎবিকার অসত্য। এ স্থলে অসত্য শব্দের অর্থের উপর এই বাদ নির্ভর করিতেছে। ইঁহারা অসত্য বা মিথ্যার এইরূপ নির্বচন করেন—যাহাকে আছেও বলিতে পারি না এবং নাইও বলিতে পারি না, তাহাই মিথ্যা (ভামতী)। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে তখন সর্পজ্ঞান হইতেছে বলিয়া তাহাকে একেবারে অসৎ বলিতে পারি না, আবার সৎও বলিতে পারি না, এইরূপে 'সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্য' পদার্থকেই মিথ্যা বলি।

এইরূপ মিথ্যার লক্ষণে তাঁহারা বলেন, যাহা বিকার তাহা মিথ্যা, আর যাহার বিকার তাহা

সত্য। সত্য অর্থে অগত্যা মিথ্যার বিপরীত বা যাহাকে একান্তপক্ষে 'আছে' বলিতে পারি তাহাই হইবে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 'বিকার যে হয়, তাহা সত্য কি মিথ্যা?' অবশ্য, বলিতে হইবে উহা সত্য, নচেৎ মিথ্যার লক্ষণই মিথ্যা হইবে। অতএব বলিতে হইবে মাটি ইট হইলে বিকার নামক এক সত্য ঘটনা ঘটে।

এক্ষণে এই বাদীরা বলিতে পারেন, 'মাটিই সত্য ইট মিথ্যা' এই কথাও কতক সত্য। অন্যবাদীরা বলিবেন যে, মাটির তালের বিকার ঘটিয়া যে ইটত্ব পরিণাম হইয়াছে, তাহাও সমান সত্য। অতএব সম্যক্ সত্য বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, ইট=বিকৃত মাটি। বিকার অর্থে বিকৃত দ্রব্যও হয় এবং বিকারস্বরূপ ঘটনাও হয়। বিকৃত দ্রব্যকে মাটি বলিতে পার কিন্তু বিকারস্বরূপ ঘটনা যে হয় না তাহা বলিতে পার না এবং তাদৃশ যথার্থ ঘটনার ফল যে যথার্থ নহে তাহাও বলিতে পার না। পরিণামবাদীরা তাহাই বলেন। সৎ অর্থে 'আছে', অসৎ অর্থে 'নাই'। 'ইহা আছে কি নাই' এইরূপ প্রশ্ন হইলে যদি তাহা অনির্বাচ্য বলা যায় তবে তাহার অর্থ হইবে যে, 'আছে কি না তাহা জানি না'। এইজন্য বিবর্তবাদীদের অজ্ঞেয়বাদী বলা হয়। উহার দ্বারা সিদ্ধান্তও সেইজন্য দর্শন নহে কিন্তু অ-দর্শন। ইঁহারা সৎ শব্দের অর্থ সত্য, বর্তমান ও নির্বিকার এই তিন প্রকার করেন এবং নির্বিশেষে উহা ব্যবহার করাতে ন্যায়দোষে পতিত হন।

আরম্ভবাদী ও বিবর্তবাদীদের দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার, বৈকল্পিক শব্দকে বাস্তববৎ ব্যবহার, সংকীর্ণ লক্ষণ প্রভৃতি ন্যায়দোষ করিতে হয় তাই উহা অধিকাংশ দার্শনিকের দ্বারা গৃহীত হয় না কিন্তু পরিণামবাদই গৃহীত হয়। কিঞ্চ আধুনিক বিজ্ঞানজগতেও পরিণামবাদই সম্যক্ গৃহীত হয়।

সৎ ও অসৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ 'আছে' ও 'নাই'। সাংখ্য তাহাই গ্রহণ করেন। বৌদ্ধেরা বলেন, "যৎ সৎ তৎসর্বমনিত্যম্ যথা ঘটাদিঃ" (ধর্মকীর্তি)। রত্নকীর্তি বলেন, "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্ যথা ঘটাদিঃ"—ইহাতে সত্যের উহ্য (implied) অর্থ 'অনিত্য' বা বিকারশীল, আর অসতের অর্থ তাহার বিপরীত।

মায়াবাদীরা সতের অর্থ 'নির্বিকার' ও 'সত্য' করেন, অসৎ তাহার বিপরীত। তার্কিকদের সৎ কেবল গোচরমাত্র, অসৎ অর্থে অগোচর। 'সৎ' শব্দের এই সমস্ত অর্থভেদ লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন বাদ সৃষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যমতে—"নাঽসতো বিদ্যতে ভাবো নাঽভাবো বিদ্যতে সতঃ" (গীতা)।

বৌদ্ধেরা সৎ শব্দের অর্থ অনিত্য, বিকারী বা ক্ষণিক করেন এবং তাহাতে নিত্য নির্বিকার নির্বাণকে তাঁহারা অসৎ, অভাব ও শূন্য বলেন। এইরূপ, অর্থাৎ সৎ যদি অনিত্য হয় তবে অসৎ নিত্য হইবে ইত্যাকার বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাকে সত্য মনে করা ন্যায়সঙ্গত নহে। সাংখ্যেরা বলেন, সৎ পদার্থ দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য, কারণ, সৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ 'আছে'। নিত্য ও অনিত্য দ্বিবিধ পদার্থই 'আছে' সেইজন্য তাহারা সৎ। মায়াবাদীরা নির্বিকার সত্তাকেই সৎ বলেন, বিকারীকে 'সৎ কি অসৎ তাহা জানি না' বা অনির্বাচ্য বলেন। এইরূপ অর্থভেদই ঐসব দৃষ্টিভেদের মূল এবং উহারই দ্বারা সাংখ্যীয় সহজপ্রজ্ঞামূলক ন্যায্য দৃষ্টি হইতে বৌদ্ধাদিরা আপনাদের পৃথক্ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সব শব্দময় বাগাড়ম্বর মাত্র। উদাহরণ যথা: পরিণামবাদীরা বলেন, "হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা" অর্থাৎ কুণ্ডল-বলয়াদি দ্রব্য স্বর্ণরূপ কারণে অভিন্ন, আর কার্যরূপে ভিন্ন। ইহাতে (মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও) বিবর্তবাদী আপত্তি করেন যে, ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ পদার্থ, উহারা একই কুণ্ডল আদিতে কিরূপে সহাবস্থান করিবে, ইত্যাদি। ভেদ ও অভেদ 'পদার্থ' হইতে

পাবে কিন্তু 'দ্রব্য' নহে। বস্তুতঃ কুণ্ডলাদিব স্বর্ণে একত্ব কিন্তু আকাবে ভিন্নত্ব। গোল ও চতুষ্কোণ দুই আকার যে একই ভাবে একক্ষণে ব্যক্ত থাকে তাহা পবিণামবাদীবা বলেন না। আকাব কেবল অবযবেব অবস্থানভেদমাত্র, উহা কিছু নূতন দ্রব্যেব উৎপত্তি নহে। ফলতঃ এস্থলে পবিণামবাদীদেব 'আকাবভেদ' শব্দকে ভাঙ্গিয়া শুধু ভেদ ও অভেদ শব্দ স্থাপনপূর্বক ভেদ ও অভেদেব সহাবস্থান নাই এইরূপ ন্যাযাভাস সৃষ্টি কবা হয মাত্র।

১৩। (৭) লক্ষণ-পবিণাম সম্বন্ধে এই আপত্তি হয, যথা : যদি বর্তমান লক্ষণ অতীতানাগত হইতে বিযুক্ত নহে বল, তবে তিন লক্ষণই একদা আছে। তাহা হইলে বর্তমান, অতীত ও অনাগত পবস্পব সংকীর্ণ হইবে অর্থাৎ অধ্বসঙ্কব-দোষ হইবে। এ আপত্তি নিঃসাব। বস্তুতঃ অতীত ও অনাগত কাল অবর্তমান পদার্থ সুতবাং কাল্পনিক পদার্থ। সেই কাল্পনিক কালেব সহিত কল্পনা-পূর্বক সম্বন্ধস্থাপন কবাই অতীত ও অনাগত অধ্বা। বর্তমানতাব দ্বাবাই সেই সম্বন্ধেব অবগম হয়, যেমন, এই ঘট ছিল ও থাকিবে। বর্তমান বা অনুভবাপন্ন ঘট হইতে ঐ কালিক সম্বন্ধ স্থাপন কবিযা* পদার্থেব কথঞ্চিৎ ভেদ আমবা বুঝি। তাই বলা হয অধ্বাসকল পবস্পব অবিযুক্ত, নচেৎ একই ব্যক্তিতে (সাক্ষাৎ অনুভূযমান দ্রব্যে) তিন অধ্বা আছে এইরূপ বলা ভ্রান্তি। যাহা অবর্তমান তাহাই অতীত ও অনাগত কাল, তাহাদেবও বর্তমান ধবিযা ঐ আপত্তি উত্থাপিত হইযাছে। প্রকৃতপক্ষে সেই কাল্পনিক কালেব সহিত 'সম্বন্ধ-স্থাপনই' (মনোবৃত্তিমাত্র) আছে। অতীতানাগতেব সত্তা অনুমেয়, তাহাব সহিত বর্তমান প্রত্যক্ষ সত্তাব সাঙ্কর্য হইতে পাবে না। 'অতীত ও অনাগত দ্রব্য আছে', এইরূপ বলিলে বুঝায যাহাকে আমবা কাল্পনিক অতীত ও অনাগত কালেব সহিত সম্বন্ধ কবিযা 'নাই' এইরূপ মনে কবি, তাহাও বস্তুতঃ সূক্ষ্মরূপে বর্তমান দ্রব্য।

যাহা গোচবীভূত অবস্থা তাহাই ব্যক্ততা, তাহাকেই আমবা বর্তমানলক্ষণে লক্ষিত কবি। যাহা অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম বা সাক্ষাৎ জ্ঞানেব অযোগ্য তাহাকেই অতীতানাগত (ছিল বা হইবে) লক্ষণে ব্যবহার কবি। অতএব একই ব্যক্তিতে তিন লক্ষণেব আবোপ কবাব সম্ভাবনা নাই। এমন অবোধ কে আছে যে, স্বয়ং 'ছিল, আছে ও থাকিবে' এই তিন ভেদ কবিযা পুনঃ তাহাদেব এক বলিবে। ধর্ম ব্যক্ত না হইলেও যে তাহা থাকে, ভাষ্যকাব তাহা দেখাইয়াছেন। ক্রোধকালে চিত্ত ক্রোধ-ধর্মক হইলেও তাহাতে তখন যে বাগ নাই, এইরূপ কেহ বলিতে পাবে না, ক্ষণকাল পবেই আবাব তাহাতে বাগধর্ম আবির্ভূত হইতে পাবে।

পঞ্চশিখাচার্যেব বচনেব অর্থ, যথা : ধর্ম, জ্ঞান, বৈবাগ্য, ঐশ্বর্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈবাগ্য ও অনৈশ্বর্য (যে ইচ্ছাব সর্বতঃ ব্যাঘাত হয়, এইরূপ ইচ্ছাশক্তি) এই অষ্ট পদার্থ বুদ্ধিব রূপ ; আব সুখ, দুঃখ ও মোহ বুদ্ধিব বৃত্তি বা অবস্থা। (এই বাক্য ২।১৫ সূত্রেব ব্যাখ্যায বিবৃত হইয়াছে)।

১৩। (৮) ভাষ্যকার এস্থলে অবস্থা-পবিণাম ব্যাখ্যা কবিয়া, তাহাতে অপবে যে দোষ দেন তাহা নিবাকরণ কবিতেছেন। দূষক বলেন, 'যখন ধর্ম-ধর্মী ত্রিকালেই থাকে, তখন ধর্ম, ধর্মী, লক্ষণ ও অবস্থা সবই তোমাদেব চিতিশক্তিব মত কূটস্থ'। অর্থাৎ যাহাকে পুবাতন অবস্থা বল তাহা সূক্ষ্মরূপে আছে ও থাকিবে, আব নূতনও সেইরূপে ছিল ও থাকিবে। যাহা ত্রিকালস্থাযী তাহাই কূটস্থ নিত্য অতএব অবস্থাও কূটস্থ নিত্য।

* 'আমাব (মৃত) পিতা ছিলেন' এস্থলে অবর্তমান পদার্থেব সহিত অতীত অধ্বাব সংযোগ হইল, এইরূপ শঙ্কা হইতে পাবে। তাহা ঠিক নহে, কারণ, সেস্থলেও অনুভূযমান (বর্তমান) স্মৃতির সহিত অতীত অধ্বাব যোগ হয।

ইহার উত্তর যথা . নিত্য হইলেই তাহা কূটস্থ হয় না, যাহা অপরিণামী নিত্য তাহাই কূটস্থ। বিকারশীল জগতের উপাদান-কারণ অবশ্য বিকারশীল হইবে, তাই স্বভাবতঃ বিকারশীল এক প্রধান নামক কারণ প্রদর্শিত হয়। প্রধান নিত্য হইলেও বিকারশীল, সেই বিকার-অবস্থাই ধর্ম বা বুদ্ধ্যাদি ব্যক্তি। সেই ধর্মসকলের বিমর্দ বা লয়োদয়রূপ অকৌটস্থ্য দেখিয়াই মূল কারণকে পরিণামিনিত্য বলা যায়।

বিমর্দ-বৈচিত্র্য শব্দের অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। ভিক্ষুর মতে বিমর্দ বা বিনাশরূপ বৈচিত্র্য বা কৌটস্থ্য হইতে বিলক্ষণতা। অন্য অর্থ—বিমর্দ বা পরস্পরের অভিভাব্য-অভিভাবকতাজনিত বৈচিত্র্য বা নানাত্ব। গুণি-নিত্যত্ব ও গুণ-বিকারকে ভাষ্যকার তাত্ত্বিক ও লৌকিক উদাহরণের দ্বারা দেখাইয়াছেন। মূলা প্রকৃতিই নিত্যা, অন্য প্রকৃতিগণ বিকৃতি অপেক্ষা নিত্যা, যেমন, ঘটত্ব-পিণ্ডত্ব আদি অপেক্ষা মৃত্তিকাত্ব নিত্য, সেইরূপ।

১৩। (৯) পরিণামের লক্ষণকে স্পষ্ট করিয়া ভাষ্যকার উপসংহার করিয়াছেন, ধর্মীর অবস্থানভেদই পরিণাম। অর্থাৎ অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব ধর্ম না দেখিলে কিন্তু অন্য ধর্ম দেখিলে তাহাকে পরিণাম বলি। (দ্রব্য শব্দের বিবরণ ৩।৪৪ সূত্রের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য)।

অবস্থাভেদই পরিণাম। এখানে অবস্থাভেদ অর্থে প্রাগুক্ত অবস্থা-পরিণাম নহে বুঝিতে হইবে। বাহ্য দ্রব্যের অবয়বসকলের যদি দৈশিক অবস্থানভেদ হয়, তবেই তাহাকে পরিণাম বলি। শব্দাদি গুণ অবয়বের কম্পন, কম্পন অর্থে দেশান্তর-গতিবিশেষ। কম্পনের ভেদে শব্দাদির ভেদ, সুতরাং শব্দরূপাদি ধর্মের অন্যথাত্ব দেশান্তরিক অবস্থাভেদ হইল। বাহ্য দ্রব্যের ক্রিয়া-পরিণাম স্পষ্ট দেশান্তরিক অবস্থানভেদ। কঠিনতা-কোমলতাদি জড়তার পরিণামও অবয়বের দেশান্তরিক অবস্থানভেদ। কঠিন লৌহ তাপযোগে কোমল হয়, ইহার অর্থ—তাপ নামক ক্রিয়ার দ্বারা তাহার অবয়বের অবস্থানভেদ হয়।

আভ্যন্তরিক দ্রব্যের পরিণামও সেইরূপ কালিক অবস্থানভেদ। মনোবৃত্তিসকল দৈশিক-সত্তাহীন, কালব্যাপী পদার্থ। তাহাদের পরিণাম কেবল কালিক লয়োদয়রূপ অর্থাৎ এককালে এক বৃত্তি, অন্যকালে আর এক বৃত্তি এইরূপ অন্যথাভাব-স্বরূপ। অতএব দৈশিক বা কালিক অবস্থা-ভেদই পরিণাম।

ভাষ্যম্। তত্র—

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী ॥ ১৪ ॥

যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্মিণঃ শক্তিরেব ধর্মঃ। স চ ফলপ্রসবভেদানুমিতসদ্ভাব একস্যা-ন্যোঽন্যশ্চ পরিদৃষ্টঃ। তত্র বর্তমানঃ স্বব্যাপারমনুভবন্ ধর্মো ধর্মান্তরেভ্যঃ শান্তেভ্যশ্চা-ব্যপদেশ্যেভ্যশ্চ ভিদ্যতে, যদা তু সামান্যেন সমন্বাগতো ভবতি তদা ধর্মিস্বরূপমাত্রত্বাৎ কোঽসৌ কেন ভিদ্যেত। তত্র ত্রয়ঃ খলু ধর্মিণো ধর্মাঃ শান্তা উদিতা অব্যপদেশ্যাশ্চেতি,

তত্র শান্তা যে কৃত্বা ব্যাপারানুপরতাঃ, সব্যাপারা উদিতাঃ, তে চানাগতস্য লক্ষণস্য সমনন্তরাঃ, বর্তমানস্যানন্তরা অতীতাঃ। কিমর্থমতীতস্যানন্তরা ন ভবন্তি বর্তমানাঃ, পূর্ব পশ্চিমতায়া অভাবাৎ। যথাঽনাগতবর্তমানয়োঃ পূর্ব-পশ্চিমতা নৈবমতীতস্য, তস্মান্নাতীতস্যাস্তি সমনন্তরঃ, তদনাগত এব সমনন্তরো ভবতি বর্তমানস্যেতি।

অথাব্যপদেশ্যাঃ কে? সর্বং সর্বাত্মকমিতি। যত্রোক্তং "জলভূম্যোঃ পারিণামিকং রসাদিবৈশ্বরূপ্যং স্থাবরেষু দৃষ্টং তথা স্থাবরাণাং জঙ্গমেষু জঙ্গমানাং স্থাবরেষু" ইতি, এবং জাত্যনুচ্ছেদেন সর্বং সর্বাত্মকমিতি। দেশকালাকারনিমিত্তাঽপবন্ধান্ন খলু সমান-কালমাত্মনামভিব্যক্তিরিতি। য এতেষ্বভিব্যক্তানভিব্যক্তেষু ধর্মেষ্বনুপাতী সামান্য-বিশেষাত্মা সোঽন্বয়ী ধর্মী।

যস্য তু ধর্মমাত্রমেবেদং নিরন্বয়ং তস্য ভোগাভাবঃ, কস্মাৎ, অন্যেন বিজ্ঞানেন কৃতস্য কর্মণোঽন্যৎ কথং ভোক্তৃত্বেনাধিক্রিয়েত; তৎস্মৃত্যভাবশ্চ, নান্যদৃষ্টস্য স্মরণমন্য-স্যাস্তীতি। বস্তুপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ স্থিতোঽন্বয়ী ধর্মী যো ধর্মান্যথাত্বমভ্যুপগতঃ প্রত্যভি-জ্ঞায়তে। তস্মান্নেদং ধর্মমাত্রং নিরন্বয়ম্ ইতি ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তন্মধ্যে—

১৪। শান্ত বা অতীত, উদিত ও অব্যপদেশ্য (শক্তিরূপে স্থিত) এই ত্রিবিধ ধর্মসকলের অনুপাতী দ্রব্যকে ধর্মী বলে ॥ সূ

ধর্মীর যোগ্যতাবিশিষ্ট (যোগ্যতার দ্বারা বিশেষিত) শক্তিই ধর্ম (১)। এই ধর্মের সত্তা ফল-প্রসবভেদ হইতে (ভিন্ন ভিন্ন কার্যজনন হইতে) অনুমিত হয়। কিঞ্চ এক ধর্মীর অনেক ধর্ম দেখা যায়। তাহার মধ্যে (ধর্মের মধ্যে) ব্যাপারারূঢ়ত্বহেতু বর্তমান ধর্ম, অতীত ও অব্যপদেশ্য এই ধর্মান্তর হইতে ভিন্ন। কিন্তু যখন ধর্ম (শান্ত ও অব্যপদেশ্য) অবিশিষ্টভাবে ধর্মীতে অন্তর্হিত থাকে, তখন ধর্মিস্বরূপমাত্র হইতে সেই ধর্ম কিরূপে ভিন্নভাবে উপলব্ধ হইবে? ধর্মীর ধর্ম ত্রিবিধ—শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য। তাহার মধ্যে যাহারা ব্যাপার করিয়া উপরত হইয়াছে, তাহারা শান্ত ধর্ম। ব্যাপারযুক্ত ধর্ম উদিত, তাহারা অনাগত লক্ষণের সমনন্তরভূত (অব্যবহিত পরবর্তী)। অতীত ধর্মসকল বর্তমানের সমনন্তরভূত। কি কারণে বর্তমান ধর্মসকল অতীতের পরবর্তী হয় না? তাহাদের (অতীতের ও বর্তমানের) পূর্বপরতার অভাবহেতু। যেমন, অনাগত ও বর্তমানের পূর্বপরতা আছে, অতীত ও বর্তমানের সেইরূপ নাই (অর্থাৎ অনাগতই আগামী এবং বর্তমান তাহার পশ্চাদ্বর্তী, কিন্তু অতীতের পশ্চাদ্বর্তী বর্তমান—এইরূপ সম্বন্ধ নাই)। সেই কারণে অতীতের (পশ্চাতে) অনন্তর আর কিছু নাই। (আর) অনাগতই বর্তমানের পূর্ব।

অব্যপদেশ্য ধর্ম কি?—সর্ববস্তু সর্বাত্মক। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, "জল ও ভূমির পরিণামরূপ রসাদি-বৈশ্বরূপ্য (অসংখ্য প্রকার ভেদ) বৃক্ষাদি উদ্ভিদে দৃষ্ট হয়। সেইরূপ বৃক্ষাদির অসংখ্য প্রকার পারিণামিক ভেদ উদ্ভিদ্‌ভোজী জন্তুসকলে দৃষ্ট হয়। জন্তুসকলেরও স্থাবরপরিণাম দৃষ্ট হয়" (২)। এইরূপে জাতির অনুচ্ছেদহেতু (অর্থাৎ জলত্ব-ভূমিত্ব-জাতির সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞান হয় বলিয়া) সর্ব বস্তু সর্বাত্মক। দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্তের অপবন্ধ বা অভাব হইলে (এই চারির দ্বারা

নিয়মিত) ভাব বা বস্তুসকলের সমান কালে অভিব্যক্তি হয় না। যাহা এই সকল অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত ধর্মের অনুপাতী সামান্যবিশেষাত্মক (শান্ত ও অব্যপদেশ্য = সামান্য , উদিত = বিশেষ) সেই অন্বয়ী দ্রব্যই ধর্মী (৩)।

যাহাদের মতে এই চিত্ত কেবল ধর্মমাত্র ও নিরন্বয় (অর্থাৎ বহু ধর্মের মধ্যে এক চিত্তরূপ দ্রব্য সামান্যরূপে অন্বয়ী নহে) তাহাদের মতে ভোগ সিদ্ধ হয় না ; কেননা, অন্য এক বিজ্ঞানের দ্বারা কৃত কর্মকে অন্য এক বিজ্ঞান কিরূপে ভোক্তৃভাবে অধিকার করিবে ? আর, সেই কর্মের স্মৃতিরও অভাব হয় ; যেহেতু একের দৃষ্ট বিষয় অন্যের স্মরণ হইতে পারে না এবং প্রত্যভিজ্ঞানহেতু ('এই সেই' বা 'মৃত্তিকাপিণ্ডই ঘট হইয়াছে', এইরূপ অনুভব হয় বলিয়া) অন্বয়ী ধর্মী বিদ্যমান আছে , আর তাহা ধর্মান্যথাত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যভিজ্ঞাত হয় ('এই সেই বস্তু' বলিয়া অনুভূত হয়)। সেই কারণে ইহা (জগৎ) ধর্মমাত্র ও নিরন্বয় (ধর্মিশূন্য) নহে।

টীকা। ১৪।(১) যোগ্যতা অর্থাৎ ক্রিয়াদির দ্বারা কোন এক প্রকারে বোধ্য হইবার যে যোগ্যতা। অগ্নির দাহযোগ্যতা আছে, দাহ জানিয়া অগ্নির দাহিকা শক্তির জ্ঞান হয়। দাহিকা শক্তিকে অগ্নির ধর্ম বলা যায়। এই শক্তি দাহক্রিয়ার হেতু। দাহিকা শক্তি দাহক্রিয়ার দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বিশেষিত হয়। দহন হইল যোগ্যতা , আর দহনকারিণী (দহনের দ্বারা বিশেষিত) শক্তিই অগ্নির এক ধর্ম।

ফলতঃ পদার্থের বুদ্ধ ভাবই ধর্ম অর্থাৎ আমরা যাহার দ্বারা কোন পদার্থ জানি, তাহাই- তাহার ধর্ম। ধর্ম বাস্তব এবং বৈকল্পিক বা বাঙ্‌মাত্র, এই দ্বিবিধ হয়। যাহা বাক্যের সাহায্য না হইলেও বোধগম্য হয়, তাহা বাস্তব। বাস্তব ধর্ম আবার যথার্থ ও আরোপিত, সূর্যের শ্বেততা যথার্থ ধর্ম, মরুতে জলত্ব আরোপিত ধর্ম।

বাক্য বা পদের দ্বারাই যাহা বোধগম্য হয়, তদভাবে যাহা বোধগম্য হয় না, তাহা বৈকল্পিক ধর্ম ; যেমন অনন্তত্ব, ঘটের 'জলাহরণত্ব' ইত্যাদি। জল-আহরণত্ব আমাদের ব্যবহার অনুসারে কল্পিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঘটাবয়ব ও জলাবয়ব এই উভয়ের সংযোগবিশেষ আছে, আর তদুভয়ের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতি-রূপ বাস্তব ধর্ম আছে, তাহাকেই 'জলাহরণত্ব' নাম দিয়া এবং এক ধর্মরূপে কল্পনা করিয়া ব্যবহার করি। ঘট নষ্ট হইলে জলাহরণত্বের নাশ হয় কিন্তু তাহাতে কোন সত্তের বিনাশ হয় না, কারণ, জলাহরণত্ব কথামাত্র, অবাস্তব পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে ঘটের অবয়বের ও জলাবয়বের অবস্থানভেদরূপ পরিণাম হয় , কিছুর অভাব হয় না। জল এবং ঘটাবয়বসকলের পূর্ববৎ নীয়মানতাও থাকে। এতাদৃশ অবাস্তব উদাহরণবলে অপর বাদীরা সৎকার্যবাদকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন। অবাস্তব সামান্য পদার্থ (mere abstractions) প্রভৃতি সমস্তই ঐরূপ বৈকল্পিক ধর্ম।

বাস্তব ধর্মসকল বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য ধর্ম মূলতঃ ত্রিবিধ—প্রকাশ্য, কার্য ও জাড্য। শব্দাদি গুণ প্রকাশ্য, সর্ব প্রকার ক্রিয়া কার্য এবং কাঠিন্যাদি ধর্ম জাড্য। আভ্যন্তর গুণও মূলতঃ ত্রিবিধ—প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি, বা বোধ, চেষ্টা ও ধৃতি। এই সমস্ত বাস্তব ধর্মের অবস্থান্তর হয়, কিন্তু বিনাশ হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তির নিত্যতা বা Conservation of energy প্রকরণ বুঝিলে ইহা সম্যক্ জ্ঞানগম্য হইবে। প্রাচীনকালের সরল উদাহরণ আজকাল তত উপযোগী নহে।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, যাহা কোন প্রকারে বোধগম্য হয়, তাদৃশ ভাবকেই আমরা ধর্ম বলি।

বোধগম্য ভাবের মধ্যে যাহা জ্ঞায়মান তাহাই উদিত ধর্ম, যাহা জ্ঞায়মান ছিল তাহা অতীত ধর্ম, আর যাহা ভবিষ্যতে জ্ঞায়মান হইবার যোগ্য বলিয়া বোধগম্য হয় তাহা অব্যপদেশ্য ধর্ম।

বর্তমান হইয়া যাহা নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা শান্ত ধর্ম। যাহা ব্যাপারারূঢ় বা অনুভূয়মান ধর্ম তাহা উদিত ধর্ম। আর, যাহা হইতে পারে এবং যাহা কখনও বর্তমানতা প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া ব্যপদেশের বা বিশেষিত করার অযোগ্য, তাহাই অব্যপদেশ্য ধর্ম।

বর্তমান ধর্ম ধর্মীতে বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয় কিন্তু শান্ত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম ধর্মীতে অবিশিষ্টভাবে অন্তর্নিহিত থাকে বলিয়া পৃথক্ অনুভূত হয় না। তাহাদের সত্তা অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত হয়।

অতীত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম (কোন এক ধর্মীর) অসংখ্য হইতে পারে, কারণ সমস্ত দ্রব্যের মূলগত একত্ব আছে, তজ্জন্য সমস্ত দ্রব্যই পরিণত হইয়া সমস্ত প্রকার হইতে পারে।

এইরূপ ধর্ম-ধর্মি-দৃষ্টি সাংখ্যদর্শনের মৌলিক প্রণালী। বৌদ্ধাদিরা এই দর্শনের প্রতিযোগী অন্যান্য যেসব দৃষ্টি উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহাদের অযুক্ততা এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। সাংখ্য পরিণামবাদী বা সৎকার্যবাদী, বৌদ্ধ অসৎকারণবাদী, আর মায়াবাদীরা অসৎকার্যবাদী। আরম্ভবাদী তার্কিকদিগকেও অসৎকার্যবাদী বলা হয়। তাঁহাদের মতে কার্য পূর্বে অসৎ, মধ্যে সৎ, পরে অসৎ। মায়াবাদীদের অনেকে নিজেদের অনির্বাচ্য অসত্ত্ববাদী বা বিবর্তবাদী বলেন। কিন্তু কেহ কেহ (যেমন প্রকাশানন্দ) বিকারের একেবারেই অসদ্ভাবাদ গ্রহণ করাতে তাঁহারা প্রকৃত অসৎকার্যবাদী। অনির্বাচ্যবাদীরা বলেন, বিকারসমূহ সৎ কি অসৎ অর্থাৎ ‘আছে কি না’—তাহা ঠিক বলিতে পারি না, অর্থাৎ অনির্বাচ্য বলেন (৩।১৩ [৬] দ্রষ্টব্য)।

সাংখ্যমতে কারণ দুই : নিমিত্ত ও উপাদান। নিমিত্তবশতঃ উপাদানের পরিবর্তিত অবস্থাই কার্য। বৌদ্ধমতে নিমিত্ত বা প্রত্যয়ই কারণ। কতকগুলি ধর্মরূপ প্রত্যয় হইতে অন্য কতকগুলি ধর্ম উৎপন্ন হয়, তাহাই কার্য। কারণ কার্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া থাকে না, কিন্তু প্রত্যয়রূপ ধর্ম নিরুদ্ধ বা শূন্য হইয়া যায়, তৎপরে কার্য বা প্রতীত্যরূপ ধর্ম উদিত হয়। কার্য ও কারণে বস্তুগত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারা নিরন্বয়। এক ভরি স্বর্ণ-পিণ্ড পরিণত হইয়া কুণ্ডল হইল, পরে হার হইল। বৌদ্ধ এ ক্ষেত্রে বলিবেন, স্বর্ণ-পিণ্ড = একভরিত্ব ধর্ম + স্বর্ণত্ব ধর্ম + পিণ্ডত্ব ধর্ম। কুণ্ডল-পরিণামে ঐ সমস্ত ধর্ম বিনষ্ট হইয়া পুনশ্চ একভরিত্ব ধর্ম ও স্বর্ণত্বধর্ম উদিত হইল, কেবল পিণ্ডত্ব-ধর্মের পরিবর্তে কুণ্ডলত্বধর্ম উদিত হইল ইত্যাদি। সাংখ্যেরা যাহাকে ধর্মী স্বর্ণ বলেন, বৌদ্ধ তাহাকেও ধর্ম বলেন, এবং পরিণাম হইলে তাহারা পুনরুদিত হয় এইরূপ বলেন, কারণ, তন্মতে সব প্রত্যয়ভূত ধর্ম একদা ভিন্নভাবে পরিণত বা অন্যথাভূত না হইতে পারে। কতক ধর্ম যাহা নিরুদ্ধ হয় তাহার প্রতীত্য ধর্ম ঠিক তৎসদৃশ হয়, ইহাই বৌদ্ধমতের সঙ্গতি।

কোন এক ধর্মসন্তান যে কেন একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহার কারণ যে কি, তাহা বৌদ্ধ দেখান না, তাহা ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন, বৌদ্ধরা এই বিশ্বাস করেন মাত্র। "যে ধর্মা হেতুপ্রভবাঃ তেষাং হেতুং তথাগত আহ। তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ।" এই শাস্ত্রবাক্যই তদ্বিষয়ে বৌদ্ধের প্রমাণ। অতএব বৌদ্ধ যে বলেন পূর্ব প্রত্যয়ভূত ধর্ম শূন্য হইয়া যায়, তৎপরে অন্য ধর্ম উঠে, তাহা যুক্তিশূন্য প্রতিজ্ঞামাত্র। শুদ্ধসন্তানবাদী বৌদ্ধেরা সম্পূর্ণ নিরোধ স্বীকার করেন না, শূন্যবাদীরাই তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু ইঁহাদের মত যে অন্যায্য, তাহা পূর্বে (৩।১৩ [৬]) টীকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধকে বলিতে হয় যে, কতকগুলি ধর্ম অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে (যেমন কুণ্ডল পরিণামে সুবর্ণত্ব) আর কতকগুলি বদলাইয়া যায়। সাংখ্য সেই স্থির ধর্মগুলিকে ধর্মী বলেন, আর বিশ্লেষ করিয়া দেখান যে, এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহার কখনও অভাব বা নিরোধ হয় না। অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দ্রব্যেই পরিণামধর্ম নিত্য, আর, সত্তা* বা সত্ত্বধর্ম নিত্য (কারণ কিছু থাকিলে তবেই তাহা পরিণত হইবে), এবং নিরোধ-ধর্ম নিত্য। নিরোধ অর্থে অত্যন্তাভাব নহে, কিন্তু অলক্ষ্যভাবে স্থিতি। ভাষ্যকার ইহা অনেক উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ অভাব অর্থে 'আর এক ভাব', অভাব শব্দ এই অর্থেই আমরা ব্যবহার করি (১।৭ [১])। অত্যন্তাভাব বা সম্পূর্ণ ধ্বংস বিকল্পমাত্র, তাহা কোন ভাব পদার্থে প্রয়োগ করা নিতান্ত অযুক্ত চিন্তা। শূন্যবাদীরাও বলেন, 'শূন্য আছে', 'নির্বাণ আছে' ইত্যাদি। যাহা থাকে তাহাই ভাব, যাহা থাকে না, ছিল না, থাকিবে না তাহাই সম্পূর্ণ অভাব, সেরূপ শব্দ ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন। এই তিন নিত্য ধর্মই (পরিণাম, সত্ত্ব ও নিরোধ) সাংখ্যের রজ, সত্ত্ব ও তম। উহারা যাবতীয় নিম্নধর্মের ধর্মি-স্বরূপ।

পাশ্চাত্য ধর্মবাদীরা দ্বিবিধ—এক অজ্ঞাতবাদী ও অন্য অজ্ঞেয়বাদী, তাঁহারা কেহ শূন্যবাদী নহেন। কারণ, বৌদ্ধের যেরূপ নির্বাণকে শূন্য প্রমাণ (তাহাই বুদ্ধের অভিমত, এইরূপ ভাবিয়া) করিবার আবশ্যক হইয়াছিল, পাশ্চাত্যদের সেরূপ আবশ্যক হয় নাই, তাই তাঁহাদের ঐরূপ অযুক্ততার আশ্রয় লইতে হয় নাই।

Hume প্রথমোক্ত অজ্ঞাতবাদের উদ্ভাবয়িতা। তিনি সমস্ত পদার্থকে ধর্ম বা phenomena বলিয়া সেই phenomena-সমূহের মূল অন্বয়িভাব বা substratum কি, তাহা 'জানি না' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ঠিক জানি না বলেন নাই, তিনি বলিয়াছেন, "As to those impressions which arise immediately from the senses, their ultimate cause is, in my opinion, perfectly inexplicable by human reason, and it will always be impossible to decide with certainty, whether they arise from the object or are produced by the creative power of the mind, or are derived from the Author of our being" যখন তিনি তিন রকম কারণ হইতে পারে, ইহা নির্দেশ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অজ্ঞাতবাদী বলাই সঙ্গত।

Herbert Spencer প্রধানতঃ অজ্ঞেয়বাদের সমর্থক। তিনি মূল কারণকে unknowable বা অজ্ঞেয় বলেন। কিন্তু এক unknowable মূল যে আছে, তাহা অগত্যা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। যথা—Thus it turns out that the objective agency, the noumenal power, the absolute force, declared as unknowable, is known after all, to exist, persist,

* সত্তা বৈকল্পিক ধর্ম বটে, কিন্তু সত্তা বলিলেই জ্ঞান বুঝায়। পাশ্চাত্ত্যেরাও বলেন, 'Knowing is being' অর্থাৎ জানাই থাকা বা সত্তা, অনুভবরূপ সিদ্ধিই সত্তা। জানা বা জ্ঞান অর্থে (১) মানসিক প্রক্রিয়া হয়, অথবা (২) জ্ঞেয় বিষয় হয়। জ্ঞান আবার (ক) শাব্দবিজ্ঞান বা অভিকল্পনা (conceptual), এবং (খ) প্রত্যক্ষবিজ্ঞান (perceptual) হয়। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষই (percept) সত্তা। আর যেখানে 'আছে' বলিয়া—অভিকল্পনা (conceive) করা যায় তাহাই (concept-রূপ) সত্তা। নিষেধযোগক অভিকল্পনা (negative concept) বা বিকল্পাদি সত্তা নহে। এই দুই প্রকার জানা আবার ভ্রান্ত এবং অভ্রান্ত হইতে পারে। অতএব সত্তা প্রকাশশীলত্ব নামক ধর্মের বহিত এক ভিন্ন দৃষ্টি।

resist and cause our subjective affections and phenomena, yet not to think or to will.

সাংখ্যেরা কিরূপ বিশ্লেষের দ্বারা মূল কারণ নির্ণয় করেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। Hume যাহাকে inexplicable বলেন, সাংখ্য তাহা explain করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আর Spencer যাহাকে unknowable বলেন, তাহা যখন অনুমানবলে 'আছে' বলিয়া নিশ্চয় হয়, তখন তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় নহে। কিন্তু phenomena-র বা ধর্মপরিণাম-সন্তানের যাহা কারণরূপে স্বীকার্য, তাহাতে যে সেই কার্যের উৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহাও স্বীকার্য। সব জ্ঞাত ভাব, সব ক্রিয়াশীল ভাব, সব লয়শীল ভাবই ধর্ম, অতএব, যাহা 'ধর্মের' মূল কারণ, অজ্ঞেয়বাদীর মতে যাহা অজ্ঞেয়, তাহাতে যে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি আছে, তাহা স্বীকার্য হইবে। আপত্তি হইবে, তাহা ধারণার অযোগ্য বলিয়াই 'অজ্ঞেয়' বলা হইয়াছে, অতএব তাহাতে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি কিরূপে স্বীকার্য হইতে পারে? সত্য। কিন্তু প্রকাশাদি আছে বলিয়া যখন প্রমিত হইল, তখন অগত্যা বলিতে হইবে, তাহাতে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি 'অলক্ষ্যভাবে' আছে বা শক্তিরূপে আছে। শক্তিরূপে থাকা অর্থে ক্রিয়ার অনভিব্যক্তি। ক্রিয়া তুল্যবলা বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা অনভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ সমান বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার শান্তি হয়। সুতরাং সেই 'অজ্ঞেয়' মূল কারণে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা সত্ত্ব, রজ ও তম সমতার দ্বারা অভিভূত হইয়া আছে, এইরূপে ধারণা (conception) করিতে হইবে। তাই মূল কারণ প্রকৃতিকে সাংখ্য 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা' বলেন ও তাহা সাধারণ বস্তুর ন্যায় ধারণার অযোগ্য বলিয়া অব্যক্ত বলেন। ধর্ম ও ধর্মী উভয়ই দৃশ্য পদার্থ, দ্রষ্টা ধর্মও নহেন, ধর্মীও নহেন, তাহাদের সন্ধিভূতও নহেন। বৌদ্ধ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে সামান্যই জানেন।

ধর্মীর শূন্যতারূপ বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে ভাষ্যকার তিনটি যুক্তি দিয়াছেন, যথা—স্মৃত্যভাব, ভোগাভাব ও প্রত্যভিজ্ঞা। স্মৃত্যভাব ও ভোগাভাব ব্যতিরেকমুখ যুক্তি, ইহা ১।৩২ (২) টিপ্পনীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞা অন্বয়মুখ যুক্তি। সেই মাটিটাই পরিণত হইয়া ঘট হইল, ইহা যখন অনুভবসিদ্ধ, তখন অনর্থক শূন্যতা প্রমাণের জন্য কষ্টকল্পনা করিয়া ধর্মিত্বলোপের চেষ্টা সমীচীন নহে।

(২) মূল উপাদান কারণ একই প্রকৃতি বলিয়া সব বস্তু হইতেই সব উৎপন্ন হইতে পারে। জল ভূমি আদি পঞ্চভূত হইতে উদ্ভিদ সৃষ্ট হয় আবার তাহা হইতে উদ্ভিদভোজী জঙ্গম প্রাণিদেহ উৎপন্ন হয়, সেই প্রাণিদেহও পঞ্চভূতে পরিণত হয়। অতএব প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে একান্ত ভেদ নাই।

১৪। (৩) দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্ত ইহাদের অপেক্ষাপূর্বকই কোন এক দ্রব্য অভিব্যক্ত হয়। সর্ব দ্রব্য হইতে সর্ব দ্রব্য হইতে পারে, তাই বলিয়া যে তাহা নিরপেক্ষভাবে হয়, তাহা নহে। দেশের অপেক্ষা, যথা—চক্ষুর অতি নিকট দেশে উত্তম দৃষ্টি হয় না, তদপেক্ষা দূর দেশে হয়, দেশব্যাপ্তির অনুসারে বস্তু ক্ষুদ্র-বৃহৎরূপে অভিব্যক্ত হয়। কাল, যথা—বালক একেবারেই বৃদ্ধ হয় না, কালক্রমে হয়, দুই বৃত্তি এককালে হয় না, পূর্বোত্তর কালে হয়। আকার, যেমন—চতুষ্কোণ ছাঁচে গোল মুদ্রা হয় না, চতুষ্কোণই হয়, মৃগীর গর্ভে মৃগাকার জন্তু হয়, মনুষ্যাকার হয় না, ইত্যাদি। নিমিত্ত—নিমিত্তই বাস্তব হেতু। দেশাদিরা নিমিত্তের ব্যাবহারিক ভেদ মাত্র। উপাদান ব্যতীত সমস্ত কারণই নিমিত্ত। যথাযোগ্য নিমিত্ত পাইলেই অব্যপদেশ্য ধর্ম অভিব্যক্ত হয়।

বিশেষ বা প্রত্যক্ষ বা উদিত ধর্ম এবং অনুমেয় সামান্য বা অতীতানাগত ধর্ম, এই সকলের

সমাহার-স্বরূপ বলিয়া আমরা যাহাকে ব্যবহার করি তাহাই ধর্মী, ইহা ভাষ্যকারের লক্ষণ। অনুপাতী অর্থাৎ পশ্চাতে স্থিত, কোন ধর্ম দেখিলে তাহার পশ্চাতে তাহার আশ্রয়-স্বরূপ ঐ ধর্ম-সমাহাররূপ ধর্মী থাকিবে। ধর্মী স্বীকার না করিলে তত্ত্বচিন্তা হয় না।

সব দ্রব্যেরই বহু অভিব্যক্ত গুণ থাকে, তাহাই জ্ঞায়মান ধর্ম। আর যে অনভিব্যক্ত অসংখ্য গুণ থাকে, তাহাই বা তাহার সমাহারই ধর্মী বলিয়া ব্যবহার করি। অভিব্যক্ত অবস্থাকেই দ্রব্যের সমস্ত বলা অন্যায্য।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যম্। একস্য ধর্মিণ এক এব পরিণাম ইতি প্রসক্তে ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুর্ভবতীতি, তদ্ যথা চূর্ণমৃৎ পিণ্ডমৃদ্ ঘটমৃৎ কপালমৃৎ কণমৃদ্ ইতি চ ক্রমঃ। যো যস্য ধর্মস্য সমনন্তরো ধর্মঃ স তস্য ক্রমঃ, পিণ্ডঃ প্রচ্যবতে ঘট উপজায়ত ইতি ধর্মপরিণাম-ক্রমঃ। লক্ষণপরিণামক্রমঃ—ঘটস্যানাগতভাবাদ্বর্তমান-ভাবক্রমঃ, তথা পিণ্ডস্য বর্তমান-ভাবাদতীতভাবক্রমঃ। নাতীতস্যাস্তি ক্রমঃ, কস্মাৎ, পূর্বপরতায়াং সত্যাং সমনন্তরত্বং, সা তু নাস্ত্যতীতস্য, তস্মাদ্দ্বয়োরেব লক্ষণয়োঃ ক্রমঃ। তথাবস্থাপরিণামক্রমোঽপি ঘটস্যাভিনবস্য প্রান্তে পুরাণতা দৃশ্যতে সা চ ক্ষণপরম্পরাঽনুপাতিনা ক্রমেণাভিব্যজ্যমানা পরাং ব্যক্তিমাপদ্যত ইতি, ধর্মলক্ষণাভ্যাং চ বিশিষ্টোঽয়ং তৃতীয়ঃ পরিণাম ইতি।

ত এতে ক্রমাঃ, ধর্মধর্মিভেদে সতি প্রতিলব্ধস্বরূপাঃ। ধর্মোঽপি ধর্মী ভবত্যন্যধর্ম-স্বরূপাপেক্ষয়েতি। যদা তু পরমার্থতো ধর্মিণ্যভেদোপচারস্তদ্দ্বারেণ স এবাভিধীয়তে ধর্মঃ, তদাঽয়মেকত্বেনৈব ক্রমঃ প্রত্যবভাসতে। চিত্তস্য দ্বয়ে ধর্মাঃ পরিদৃষ্টাশ্চাপরিদৃষ্টাশ্চ, তত্র প্রত্যয়াত্মকাঃ পরিদৃষ্টাঃ, বস্তুমাত্রাত্মকা অপরিদৃষ্টাঃ। তে চ সপ্তৈব ভবন্তি অনুমানেন প্রাপিতবস্তুমাত্রসদ্ভাবাঃ, **"নিরোধ-ধর্ম-সংস্কারাঃ পরিণামোঽথ জীবনম্। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্মা দর্শনবর্জিতাঃ"** ইতি ॥ ১৫ ॥

১৫। ক্রমের অন্যত্ব বা ভিন্নতাই পরিণামান্যত্বের কারণ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—'একটি ধর্মের একটিই (ধর্ম, লক্ষণ অথবা অবস্থা) পরিণাম হইবে' এইরূপ দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া তাহার সমাধানের জন্য এই সূত্রে বলা হইয়াছে, পরিণামান্যত্বের কারণ ক্রমান্যত্ব (১)। তাহা যথা—চূর্ণমৃৎ, পিণ্ডমৃৎ, ঘটমৃৎ, কপালমৃৎ, কণমৃৎ এই সকল ক্রম। যে ধর্মের যাহা পরবর্তী ধর্ম, তাহাই তাহার ক্রম। 'পিণ্ড অন্তর্হিত হয় , ঘট উৎপন্ন হয়'—ইহা ধর্ম-পরিণামক্রম। লক্ষণ-পরিণামক্রম—ঘটের অনাগত ভাব হইতে বর্তমান ভাবক্রম। তেমনি পিণ্ডের বর্তমান ভাব হইতে অতীত ভাবক্রম। অতীতের আর ক্রম নাই , কেননা পূর্বপরতা থাকিলেই সমনন্তরত্ব থাকে, অতীতের তাহা নাই (অর্থাৎ অতীত কিছুর পূর্ব নয়, সুতরাং তাহার পরও কিছু নাই) সেইহেতু অনাগত ও বর্তমান এই দ্বিবিধ লক্ষণেরই ক্রম আছে। অবস্থা-পরিণামক্রমও সেইরূপ, যথা—অভিনব

ঘটের শেষে পুরাণতা দেখা যায়, সেই পুরাণতা ক্ষণপরম্পরানুগামী ক্রমসমূহের দ্বারা অভিব্যজ্যমান হইয়া তৎকালে জায়মান পুরাণতারূপ চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। [পুরাণতা অর্থে এস্থলে জীর্ণতাদি ধর্মভেদ নহে। ৩।১৩ (২) দ্রষ্টব্য]। ধর্ম ও লক্ষণ হইতে ভিন্ন, ইহা তৃতীয় পরিণাম।

এই সকল ক্রম ধর্ম ও ধর্মীর ভেদ থাকিলে তবে উপলব্ধ হয়। এক ধর্মের তুলনায় অন্য এক ধর্মও ধর্মী হয় (২)। যখন পরমার্থতঃ ধর্মীতে (ধর্মের) অভেদোপচার হয়, তখন তদ্দ্বারা (অভেদোপচার-দ্বারা) সেই ধর্মীই ধর্ম বলিয়া অভিহিত হয়, আর তখন এই (পরিণাম-) ক্রম একরূপেই প্রত্যবভাসিত হয়। চিত্তের দ্বিবিধ ধর্ম—পরিদৃষ্ট ও অপরিদৃষ্ট। তাহার মধ্যে প্রত্যয়াত্মক-ধর্ম (প্রমাণাদি ও রাগাদি) পরিদৃষ্ট (জ্ঞাত-স্বরূপ), আর, বস্তু-(সংস্কার) মাত্রস্বরূপ-ধর্ম অপরিদৃষ্ট (অবচেতন)। তাহারা (অপরিদৃষ্ট-ধর্ম) সপ্তসংখ্যক, এবং তাহাদিগকে অনুমানের দ্বারা বস্তুমাত্র-স্বরূপ বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিরোধ, ধর্ম, সংস্কার, পরিণাম, জীবন, চেষ্টা ও শক্তি, এই সকল চিত্তের দর্শনবর্জিত বা অপরিদৃষ্ট (subconscious) ধর্ম (৩)।

টীকা। ১৫। (১) এক ধর্মীর (একক্ষণে) পূর্ব ধর্মের নিবৃত্তি ও উদিত ধর্মের অভিব্যক্তি, এইরূপ একটি পরিণাম হয়। সেই পরিণামভেদের কারণ সেই এক একটি পরিণামের ক্রম, অর্থাৎ ক্রমানুসারে পরিণাম ভিন্ন হইয়া যায়। পরিণামের প্রকৃত ক্রম আমরা দেখিতে পাই না, কারণ, তাহা ক্ষণাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম পরিবর্তন। পরিণামের প্রান্তই আমরা অনুভব করিতে পারি। ক্ষণ অর্থে সূক্ষ্মতম কাল, যে কালে পরমাণুর অবস্থার অন্যথা লক্ষিত হয়, ইহা ভাষ্যকার অগ্রে (৩।৫২) ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। অতএব প্রকৃত ক্রম পরমাণুর ক্ষণশঃ পরিণাম। তান্মাত্রিক স্পন্দনধারাই বাহ্য-পরিণামের ধারাবাহিক সূক্ষ্ম ক্রম। অণুমাত্র আত্মার বা বুদ্ধির যে পরিণাম তাহা আন্তর-পরিণামের সূক্ষ্ম এক ক্রম।

এক পরিণামের পরবর্তী পরিণামকে তাহার ক্রম বলা যায়। মৃৎপিণ্ড ঘট হইলে সেস্থলে পিণ্ডত্ব ধর্মের ক্রম ঘটত্ব ধর্ম, ইহা ধর্ম-পরিণামের ক্রম। সেইরূপ লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণামেরও ক্রম হয়, ভাষ্যকার তাহা উদাহৃত করিয়াছেন।

অনাগতের ক্রম উদিত, উদিতের ক্রম অতীত, ইহাই লক্ষণ-পরিণামের ক্রম। নূতন ঘট পুরাণ হইল, এস্থলে বর্তমানতারূপ একই লক্ষণ থাকে, কিন্তু ধর্মের ভেদ যদি প্রতীত না হয়, তবেই যে নূতন-পুরাতনাদি ভেদজ্ঞান হয়, তাহাই অবস্থা-পরিণাম। দেশান্তরে স্থিতিও অবস্থা-পরিণাম। ধর্ম-পরিণামকে লক্ষ্য না করিয়া ভিন্নতাজ্ঞান করাই অবস্থা-পরিণাম, কিন্তু তাহাতেও ধর্ম-পরিণাম হয়। ধর্মভেদ লক্ষ্য না করিলেও বা তাহা লক্ষ্য করিবার শক্তি না থাকিলেও (যেমন, একাকার স্বর্ণগোলকের কোন্‌টা পুরাতন, কোন্‌টা নূতন, এস্থলে) সর্ববস্তুরই ধর্ম-পরিণাম ক্ষণক্রমে হইতেছে। অতএব অবস্থা-পরিণাম যে ধর্ম ও লক্ষণ হইতে পৃথক্‌, তাহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। 'ধর্ম হইতে ভিন্ন ধর্মী আছে' এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া ধর্মের পরিণামক্রম উপলব্ধি করিতে হয়।

১৫। (২) এক ধর্ম যে অন্য ধর্মের ধর্মী হইতে পারে, তাহা এই পাদের ১৩ সূত্রের ষষ্ঠ টিপ্পনীতে দর্শিত হইয়াছে। পরমার্থ-দৃষ্টিতে অলিঙ্গ প্রধানে যাইয়া ধর্ম-ধর্মীর অভেদের উপচার হয়, তাহাও দেখান হইয়াছে। তখন ধর্ম-ধর্মী ভেদ করা ব্যর্থ হয়। তখন কেবল অভিভাব্য-অভিভাবকরূপ বিক্রিয়া শক্তিরূপে আছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু কাহার বিক্রিয়া-শক্তি তাহা বক্তব্য হইবে না। বিক্রিয়া-শক্তিই সমতাপ্রাপ্ত রজোগুণ।

প্রধানের বিষম-পরিণামকে বিষমভাবে উপদর্শন করাই (পুরুষের দ্বারা) বুদ্ধ্যাদি বিকার। সংযোগাভাবে উপদর্শনাভাব হইলে বুদ্ধ্যাদিরূপ বিষম ভাবের সমাপ্তি বা অনুৎপত্তি হয়। তখন বুদ্ধির অভাবহেতু পদার্থ-দৃষ্টিও শেষ হয়; তজ্জন্য গুণত্রয় এবং তাহাদের বিক্রিয়াস্বভাব তখন পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট হয় না।

গুণবিক্রিয়াকে বিষমভাবে দর্শন অর্থে প্রাদুর্ভাবের আধিক্যদর্শন; অর্থাৎ সত্ত্বের আধিক্যদর্শনই জ্ঞান, রজর আধিক্যদর্শন প্রবৃত্তি, আর তমের আধিক্যদর্শন স্থিতি। এইরূপে পুরুষোপদ্রষ্টা প্রকৃতির দ্বারা বুদ্ধ্যাদির সর্গ বা সৃষ্টি হয়।

১৫। (৩) প্রসঙ্গতঃ ভাষ্যকার চিত্তের ধর্ম উল্লেখ করিয়াছেন। পরিদৃষ্ট-ধর্ম প্রত্যয়রূপ বা জ্ঞানরূপ প্রখ্যা এবং প্রবৃত্তি, অপরিদৃষ্ট-ধর্ম স্থিতি। প্রবৃত্তিধর্মের কতক পরিদৃষ্ট এবং কতক অপরিদৃষ্ট। অপরিদৃষ্ট-ধর্ম সপ্তভাগে বিভাগ করিয়া ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন। অপরিদৃষ্ট-ধর্ম-সকল বস্তুমাত্র-স্বরূপ অর্থাৎ তাহারা 'আছে' এইরূপে অনুমিত হয়, কিন্তু কিরূপে আছে তাহার বিশেষ ধারণা হয় না। যাহার যাহা আছে তাহাই বস্তু।

নিরোধ = নিরোধ সমাধি। ধর্ম = পুণ্যাপুণ্যরূপ ত্রিবিপাক সংস্কার। সংস্কার = বাসনারূপ স্মৃতিফল-সংস্কার। পরিণাম = যে অনুক্রমে চিত্ত পরিণত হইয়া যাইতেছে। জীবন = প্রাণবৃত্তি; তাহা তাদৃশ বশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়াপেক্ষা তাদৃশ) ও তাহার ক্রিয়া অলক্ষিতভাবে হয়। চেষ্টা = ইন্দ্রিয়-চালিকা চিত্তচেষ্টা. ইচ্ছারূপ চিত্তচেষ্টা পরিদৃষ্টা. কিন্তু এই চেষ্টা (অবধানরূপা) অপরিদৃষ্টা, কারণ ইচ্ছার পর সেই শক্তি কিরূপে কর্মেন্দ্রিয়াদিতে যায় তাহা সাক্ষাৎ অনুভূয়মান নহে, অর্থাৎ দর্শনবর্জিত সেই অবধানরূপা চেষ্টা তাদৃশ। শক্তি = চেষ্টার বা ব্যক্ত ক্রিয়ার সূক্ষ্মাবস্থা।

ভাষ্যম্। অতো যোগিন উপাত্তসর্বসাধনস্য বুভুৎসিতার্থপ্রতিপত্তয়ে সংযমস্য বিষয় উপক্ষিপ্যতে—

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামেষু সংযমাদ্ যোগিনাং ভবত্যতীতানাগতজ্ঞানম্। ধারণা-ধ্যান-সমাধি-ত্রয়মেকত্র সংযম উক্তঃ, তেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎক্রিয়মাণমতীতানাগত-জ্ঞানং তেষু সম্পাদয়তি । ১৬॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহার পর সর্বসাধনসম্পন্ন যোগীর বুভুৎসিত (জিজ্ঞাসিত) বিষয়ের প্রতিপত্তির (সাক্ষাৎকারের) নিমিত্ত সংযমের বিষয় অবতারিত হইতেছে—

১৬। পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়। সু

ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণামে সংযম করিলে যোগীদের অতীত ও অনাগত জ্ঞান হয়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একত্র এই তিনটি (এক বিষয়ে এই তিন সাধন) সংযম বলিয়া উক্ত

হইয়াছে। তাহার (সংযমের) দ্বারা পরিণামত্রয় সাক্ষাৎ করিতে থাকিলে, সেই পরিণামত্রয়ানুগত বিষয়ের অতীত ও অনাগত জ্ঞান সাধিত হয় (১)।

টীকা। ১৬। (১) সমাধি-নির্মল জ্ঞান-শক্তির অপ্রকাশ্য কিছু থাকিতে পারে না। তাহার কারণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই শক্তি ত্রিকালজ্ঞানের জন্য পরিণামক্রমে বিনিযোগ করিতে হয়।

সাধারণ প্রজ্ঞার দ্বারা আমরা কতক কতক অতীত ও অনাগত বিষয় জানিতে পারি, হেতু দেখিয়া তাহা অনুমান করিয়া জানি। সংযমবলে হেতুর সমস্ত বিশেষের সাক্ষাৎকার হয়, সুতরাং হেতুর গম্যবিষয়েরও বিশেষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার হয়। তাহা আবার যাহার হেতু, তাহারও ঐরূপে সাক্ষাৎকার হয়। এইরূপক্রমে অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়।

স্থূল চক্ষু-কর্ণাদি যে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র দ্বার নহে, তাহা দূরদৃষ্টি, বিপ্রকৃষ্টবোধ (clairvoyance, telepathy) প্রভৃতি সাধারণ ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। আর, ভবিষ্যৎ জ্ঞানও যে হইতে পারে তাহা ভূরি ভূরি যথার্থ স্বপ্নের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। যখন চিত্তের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের শক্তি আছে ও স্বপ্নাদিতে কখন কখন তাহা প্রকাশ পায়, তখন যে তাহা সাধনবলে আয়ত্ত হইতে পারিবে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। যেমন, নিউটন একটি সেব বা আপেল ফলের পতন দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ যদি তাঁহার জীবনের কোন সফল স্বপ্নের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তবেই যোগশাস্ত্রের এই সব নিয়ম ও যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অতীতানাগত জ্ঞান স্বাভাবিক প্রণালীতেই হয়। উহাতে কিছু 'অতিপ্রাকৃতিকত্ব' (mysticism) নাই। চিত্তের ভবিষ্যৎ জ্ঞান যে হইতে পারে তাহা সত্য (fact), কিরূপে হইতে পারে তাহার অবশ্য কারণ আছে। ভগবান্ সূত্রকার সেই প্রণালী যুক্তিসহ দেখাইয়াছেন ('তত্ত্বসাক্ষাৎকার' দ্রষ্টব্য)।

এ স্থলে যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। সমাধিসিদ্ধ যোগী অতি বিরল। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্তকদের অলৌকিক শক্তির বিষয় বর্ণিত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, প্রায়ই তাহার বিবরণসকল অলীক বা লোকসংগ্রহের জন্য কল্পিত বা দর্শকের অবিচক্ষণতাজনিত ভ্রান্ত ধারণামূলক। কিন্তু অলৌকিক শক্তির যে কিছু কিছু ঐ সকল ব্যক্তিতে ছিল, তাহা তদ্দ্বারা অনুমিত হইতে পারে।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ-প্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যম্। তত্র বাগ্ বর্ণেষ্বেবার্থবতী, শ্রোত্রঞ্চ ধ্বনিপরিণামমাত্রবিষয়ং, পদং পুনর্নাদানুসংহারবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যম্ ইতি। বর্ণা একসময়াঽসম্ভবিত্বাৎ পরস্পরনিরনুগ্রহাত্মানঃ, তে পদমসংস্পৃশ্যানুপস্থাপ্যাবির্ভূতাস্তিরোভূতাশ্চেতি প্রত্যেকমপদস্বরূপা উচ্যন্তে। বর্ণঃ

পুনবেকৈকঃ পদাত্মা সর্বাঽভিধানশক্তিপ্রচিতঃ সহকাবিবর্ণান্তর-প্রতিযোগিত্বাদ্ বৈশ্বরূপ্য-মিবাপন্নঃ। পূর্বশ্চোত্তবেণোত্তরশ্চ পূর্বেণ বিশেষেঽবস্থাপিত ইত্যেবং বহবো বর্ণাঃ ক্রমানু-বোধিনোঽর্থ-সঙ্কেতেনাবচ্ছিন্না ইযন্ত এতে সর্বাঽভিধানশক্তিপরিবৃত্তা গকাবৌকাব-বিসর্জনীয়াঃ সাস্নাদিমন্তমর্থং দ্যোতয়ন্তীতি।

তদেতেষামর্থসংকেতেনাবচ্ছিন্নানামুপসংহৃতধ্বনি-ক্রমাণাং য একো বুদ্ধিনির্ভাসস্তৎ পদং বাচকং বাচ্যস্য সংকেত্যতে। তদেকং পদমেকবুদ্ধিবিষয়ম্ এক-প্রযত্নাক্ষিপ্তম্ অভাগমক্রমমবর্ণং বৌদ্ধমন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়-ব্যাপাবোপস্থাপিতং, পবত্র প্রতিপিপাদযিষয়া বর্ণৈরেবাভিধীয়মানৈঃ শ্রূয়মাণৈশ্চ শ্রোতৃভিবনাদিবাগ্-ব্যবহাব-বাসনানুবিদ্ধযা লোক-বুদ্ধ্যা সিদ্ধবৎ সম্প্রতিপত্ত্যা প্রতীযতে। তস্য সংকেতবুদ্ধিতঃ প্রবিভাগ এতাবতামেবং-জাতীযকোঽনুসংহাব একস্যার্থস্য বাচক ইতি।

সংকেতস্তু পদপদার্থযোবিতবেতবাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যাত্মকঃ। যোঽযং শব্দঃ সোঽযমর্থঃ, যোঽর্থঃ স শব্দ ইত্যেবমিতবেতবাবিভাগরূপঃ (মিতবেতবাধ্যাসরূপঃ) সংকেতো ভবতি। ইত্যেবমেতে শব্দার্থপ্রত্যযা ইতবেতবাধ্যাসাৎ সংকীর্ণাঃ, গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌবিতি জ্ঞানম্। য এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ স সর্ববিৎ।

সর্বপদেষু চাস্তি বাক্যশক্তিঃ, বৃক্ষ ইত্যুক্তে অস্তীতি গম্যতে, ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচবতীতি। তথা ন হ্যসাধনা ক্রিয়াঽস্তীতি, তথা চ পচতীত্যুক্তে সর্বকাবকাণামা-ক্ষেপো নিযমার্থোঽনুবাদঃ কর্তৃকর্মকবণানাং চৈত্রাগ্নিতণ্ডুলানামিতি। দৃষ্টঞ্চ বাক্যার্থে পদবচনং, শ্রোত্রিযশ্ছন্দোঽধীতে, জীবতি প্রাণান্ ধাবযতি। তত্র বাক্যে পদার্থাভি-ব্যক্তিঃ, ততঃ পদং প্রবিভজ্য ব্যাকবণীযং ক্রিযাবাচকং কাবকবাচকং বা। অন্যথা ভবতি, অশ্বঃ, অজাপয ইত্যেবমাদিষু নামাখ্যাত-সারূপ্যাদনির্জ্ঞাতং কথং ক্রিয়ায়াং কারকে বা ব্যাক্রিযেতেতি।

তেষাং শব্দার্থ-প্রত্যযানাং প্রবিভাগঃ, তদ্ যথা শ্বেততে প্রাসাদ ইতি ক্রিযার্থঃ, শ্বেতঃ প্রাসাদ ইতি কাবকার্থঃ শব্দঃ। ক্রিযাকাবকাত্মা তদর্থঃ প্রত্যযশ্চ, কস্মাৎ সোঽযমি-ত্যভিসম্বন্ধাদেকাকাব এব প্রত্যযঃ সংকেতে, ইতি। যস্তু শ্বেতোঽর্থঃ স শব্দপ্রত্যযযো-বালম্বনীভূতঃ, স হি স্বাভিরবস্থাভির্বিক্রিযমাণো ন শব্দসহগতো ন বুদ্ধিসহগতঃ। এবং শব্দঃ, এবং প্রত্যযো নেতবেতবসহগত ইতি। অন্যথা শব্দোঽন্যথার্থোঽন্যথা প্রত্যয় ইতি বিভাগঃ, এবং তৎপ্রবিভাগসংযমাদ্ যোগিনঃ সর্বভূতরুতজ্ঞানং সম্পদ্যত ইতি॥ ১৭॥

১৭। শব্দ, অর্থ ও প্রত্যযেব পবস্পব অধ্যাসবশতঃ উহাদেব সঙ্কব (অভিন্ন জ্ঞান) হয, তাহাদেব প্রবিভাগে সংযম কবিলে সর্ব প্রাণীব উচ্চাবিত শব্দেব অর্থজ্ঞান হয (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তদ্বিষযে (২) (শব্দার্থজ্ঞানেব বিচাবে) বাগিন্দ্রিযেব বিষয বর্ণসকল (ক)। আব শ্রোত্রেব বিষয কেবল (বাগিন্দ্রিয-জাত বর্ণরূপ) ধ্বনি-পবিণাম (খ)। আর, নাদ (অ, আ,

প্রভৃতি শব্দ) গ্রহণপূর্বক পশ্চাৎ তাহাদের একত্ববুদ্ধিনিগ্রাহ্য, মানস বাচকশব্দই পদ (গ)। (পদান্তর্গত) বর্ণসকল (পর পর উচ্চারিত হওয়ার জন্য) এক সময়ে আবির্ভূত না-থাকা-হেতু পরস্পর অসম্বন্ধস্বভাব, সেকারণ তাহারা পদত্ব প্রাপ্ত না হইয়া (সুতরাং অর্থ স্থাপন না করিয়া) আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়, (অতএব পদান্তর্গত বর্ণসকলের) প্রত্যেককে অপদ-স্বরূপ বলা যায় (ঘ)। প্রত্যেক বর্ণ পদের উপাদান, সর্বাভিধানযোগ্যতাসম্পন্ন (ঙ), সহকারী অন্য বর্ণের সহিত সম্বন্ধতাবশতঃ যেন অসংখ্যরূপসম্পন্ন হয়। পূর্ব বর্ণ উত্তর বর্ণের সহিত ও উত্তর বর্ণ পূর্ব বর্ণের সহিত বিশেষে (বাচক পদরূপে) অবস্থাপিত হয়। এইরূপে ক্রমানুরোধী (চ) অনেক বর্ণ অর্থসংকেতের দ্বারা নিয়মিত হইয়া দুই, তিন, চারি বা যে-কোন সংখ্যক একত্র মিলিত হইয়া সর্বাভিধানযোগ্যতা যুক্ত হয়। (তাদৃশ যোগ্যতা যুক্ত গৌঃ এই পদে) গকার, ঔকার ও বিসর্গ, সাস্না (গোজাতির গলকম্বল) প্রভৃতি যুক্ত (গোরূপ) অর্থকে প্রতিভাত করে।

অর্থসংকেতের দ্বারা নিয়মিত এই বর্ণসকলের (পর পর উচ্চার্যমাণ হওয়াজনিত) ধ্বনিক্রম-সকল একীকৃত হইয়া যে একরূপে বুদ্ধিগোচর হয়, তাহাই বাচক পদ, (আর বাচক পদের দ্বারাই) বাচ্যের সংকেত করা হয়। সেই পদ একবুদ্ধিবিষয়হেতু একস্বরূপ, একপ্রযত্নোৎপাদিত, অভাগ, অক্রম, অতএব অবর্ণ-স্বরূপ, বৌদ্ধ অর্থাৎ একীকৃত বুদ্ধি-বিদিত, পূর্ববর্ণ-জ্ঞানের সংস্কারের সহিত অন্ত্যবর্ণ-জ্ঞানের সংস্কার দ্বারা অথবা সেই জ্ঞানরূপ উদ্বোধকের দ্বারা, বিষয়ীকৃত বা অভিব্যক্ত হয় (ছ)। সেই পদ, অপরকে জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছায় (বক্তা-কর্তৃক) বর্ণের দ্বারা অভিধীয়মান হইয়া, আর, শ্রোতার দ্বারা শ্রূয়মাণ হইয়া, অনাদি বাগ্‌ব্যবহার-বাসনাবাসিত লোকবুদ্ধি-কর্তৃক বৃদ্ধ-সংবাদের দ্বারা সিদ্ধবৎ (বর্ণসমষ্টি, অর্থ ও অর্থজ্ঞান যেন বাস্তবিক অভিন্নরূপ) প্রতীয়মান হয় (জ)। এতাদৃশ পদের প্রবিভাগ (ঝ) (অর্থাৎ গো-পদের এই অর্থ, মৃগ-পদের এই অর্থ, এইরূপ অর্থভেদ-ব্যবস্থা) সংকেতবুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধ হয়, যথা—এই সকল (গ, ঔ, ঃ) বর্ণের এইরূপ (গৌঃ) অনুসংহার (একীভূত বুদ্ধি) এই একরূপ (সাস্নাদিযুক্ত গোরূপ) অর্থের বাচক।

আর, পদ এবং পদার্থের ইতরেতরাধ্যাসরূপ (ঞ) স্মৃতিই সংকেত-স্বরূপ। 'এই যে শব্দ ইহাই অর্থ, যাহা অর্থ তাহাই শব্দ' এই প্রকার ইতরেতরাধ্যাসরূপ স্মৃতিই সংকেত। এইরূপে শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের ইতরেতরাধ্যাসহেতু তাহারা সংকীর্ণ, যেমন গো এই শব্দ, গো পদার্থ এবং গো-জ্ঞান। যিনি ইহাদের প্রবিভাগজ্ঞ, তিনিই সর্ববিৎ (উচ্চারিত সমস্ত শব্দের অর্থের জ্ঞাতা)।

সমস্ত পদেই (ট) বাক্য-শক্তি আছে। শুধু 'বৃক্ষ' বলিলে 'আছে' ইহা বুঝায়, (কেননা) পদার্থে কখনও সত্তার ব্যভিচার (অন্যথা) হয় না (অর্থাৎ অসতের বিদ্যমানতা থাকে না)। সেইরূপ সাধনহীন (কারক বুঝায় না এইরূপ) ক্রিয়াও নাই, যেমন 'পচতি' বলিলে কারকসকল সামান্যতঃ অনুমিত হইলেও অন্য-ব্যাবৃত্ত করিয়া বলিতে হইলে কারকসকলের অনুবাদ বা পুনঃকথন আবশ্যক হয় অর্থাৎ অন্য-কারকব্যাবৃত্ত, তদন্বয়ী 'কর্তা চৈত্র, করণ অগ্নি, কর্ম তণ্ডুল'—এই বিশেষ কারকসকল বক্তব্য হয়। আর, বাক্যের অর্থেও পদরচনা দেখা যায়, যথা—'যে ছন্দ অধ্যয়ন করে' এই বাক্যের অর্থে 'শ্রোত্রিয়' পদ, 'প্রাণ ধারণ করে' এই বাক্যের অর্থে 'জীবতি' পদ। যেহেতু পদের অর্থের দ্বারাও বাক্যার্থ অভিব্যক্ত হয়, সেকারণ পদ ক্রিয়াবাচক কি কারকবাচক তাহা প্রবিভাগ করিয়া ব্যাখ্যেয় (অপর উপযুক্ত পদের সহিত যোগ করিয়া বাক্যরূপে বিশদ করিয়া বলা আবশ্যক)। তাহা না করিলে 'ভবতি' (= আছে, পূজ্যে), 'অশ্বঃ' (= ঘোটক, গিয়াছিলে), 'অজাপয়ঃ' (= ছাগী-দুগ্ধ,

স্তব করাইয়াছিলে), এই সকল স্থলে বহু অর্থযুক্ত পদ একাকী প্রযুক্ত হইলে ভিন্নার্থবাচক পদের নামসাদৃশ্যহেতু সেই শব্দসকল নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত না হওয়াতে তাহারা ক্রিয়া অথবা কারক, ইহার মধ্যে কি ভাবে ব্যাখ্যাত হইবে ?

সেই শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের প্রবিভাগ যথা—(১) 'প্রাসাদ শ্বেত দেখাইতেছে' (শ্বেততে প্রাসাদঃ) ইহা ক্রিয়ার্থ শব্দ, আর 'শ্বেত প্রাসাদ' ইহা কারকার্থ শব্দ। অর্থ ক্রিয়াকারকাত্মক, প্রত্যয়ও সেইরূপ, কেননা, 'সে-ই এই' এইরূপ অভিসম্বন্ধহেতু সংকেতের দ্বারা একাকার প্রত্যয় সিদ্ধ হয়। যাহা শ্বেত অর্থ তাহাই পদ ও প্রত্যয়ের আলম্বনীভূত। আর, তাহা (অর্থ) নিজের অবস্থার দ্বারা বিক্রিয়মাণ হওয়াহেতু শব্দের সহগত (সমানাধার) অথবা প্রত্যয়ের সহগত নহে। এইরূপে শব্দ এবং প্রত্যয়ও পরস্পরের সহগত নহে। শব্দ ভিন্ন, অর্থ ভিন্ন ও প্রত্যয় ভিন্ন, এইরূপ বিভাগ। তাহাদের এই প্রবিভাগে সংযম করিলে যোগীদের সর্বভূতের উচ্চারিত শব্দের অর্থজ্ঞান সিদ্ধ হয়।

টীকা। ১৭।(১) শব্দ = উচ্চারিত শব্দ। অর্থ = সেই শব্দের বিষয়। প্রত্যয় = অর্থের মনোগত স্বরূপ বা বক্তার মনোভাব এবং শব্দ শুনিয়া শ্রোতার অর্থ-জ্ঞানরূপ মনোভাব। তাহাদের (শব্দার্থ-প্রত্যয়ের) পরস্পর অধ্যাস বা একের উপর অন্যের আরোপ অর্থাৎ একে অন্য মনে করা। সেই অধ্যাস হইতে তাহাদের সাঙ্কর্য হয়, অর্থাৎ যাহা শব্দ তাহাই যেন অর্থ ও তাহাই যেন জ্ঞান, এইরূপ একত্ববুদ্ধি হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা অতিশয় ভিন্ন পদার্থ। গো-শব্দ বক্তার বাগিন্দ্রিয়ে থাকে, গো-অর্থ গোশালায় বা গো-চরে থাকে, আর গো-জ্ঞান শ্রোতার মনে থাকে। এইরূপ বিভাগ জানিয়া যোগী কেবল শব্দ, কেবল অর্থ ও কেবল প্রত্যয়কে পৃথগ্‌রূপে ভাবনা করিতে শিখেন। তখন শব্দে মন দিলে শব্দমাত্র নির্ভাসিত হইবে ; অর্থে অথবা প্রত্যয়মাত্রে মন দিলে তাহাই নির্ভাসিত হইবে। এইরূপ ভাবনায় কুশল যোগী কোন অজ্ঞাতার্থক শব্দ শুনিলে সেই শব্দমাত্রে সংযম করিয়া তদুচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্রে উপনীত হন। তথায় উপনীত জ্ঞান-শক্তি বাগ্‌যন্ত্রের প্রযোজক যে উচ্চারকের মন, তাহাতে উপনীত হন। অনন্তর যে অর্থে সেই মন, সেই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, যোগীর সেই অর্থের জ্ঞান হয়।

১৭।(২) এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার সাংখ্যসম্মত শব্দার্থতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। ইহা অতীব সারবৎ ও যুক্তিযুক্ত। ইহা বিভাগ করিয়া বুঝান যাইতেছে।

(ক) বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল ক, খ, ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ হয়। বর্ণ অর্থে উচ্চার্য শব্দের মৌলিক বিভাগ। মনুষ্যের যাহা সাধারণ ভাষা তাহা ক, খ আদি বর্ণের এক একটির দ্বারা অথবা একাধিকের সংযোগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তদ্ব্যতীত ক্রন্দনাদির শব্দেরও উপযুক্ত বর্ণবিভাগ হইতে পারে। মনে কর, শাকটিকেরা অশ্বাদি থামাইবার সময়ে যে চুম্বনবৎ শব্দ করে, তাহার বর্ণের এক প্রকার অক্ষর করা গেল, সেই লিখিত অক্ষর দেখিয়া জ্ঞাত-সংকেত ব্যক্তি উপযুক্ত সংকেত অনুসারে দীর্ঘ বা হ্রস্ব করিয়া ঐ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে। সাধারণ 'ক'-আদি বর্ণের দ্বারা উহা উচ্চারিত হয় না। সর্বপ্রাণীর শব্দেরই ঐরূপ বর্ণ আছে। রূপের সপ্ত প্রকার মৌলিক বর্ণের যোগে যেমন সমস্ত রং হয়, সেইরূপ কয়েকটি বর্ণের দ্বারা সমস্ত প্রকার বাক্য উচ্চারিত হইতে পারে।

(খ) কর্ণ কেবল ধ্বনি (sound) গ্রহণ করে, তাহা অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। বর্ণের

ধ্বনি কর্ণ গ্রহণ করে। বর্ণ যেমন ক্রমে ক্রমে উচ্চারিত হয় (এক সঙ্গে দুই বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে না) কর্ণও সেইরূপ ক্রমশঃ এক এক বর্ণের ধ্বনি শুনিয়া থাকে।

(গ) পদ বর্ণসমষ্টি। বর্ণসকল একদা উচ্চারিত হইতে পারে না বলিয়া পদ একদা থাকে না। পদোচ্চারণে পদের বর্ণসকল উঠিতে ও লয় পাইতে থাকে, সুতরাং পদের একত্ব কর্ণের দ্বারা হয় না, কিন্তু মনের দ্বারা হয়। পূর্বাপর সমস্ত বর্ণের সংস্কার হইতে স্মরণপূর্বক একত্ববুদ্ধি করাই পদ-স্বরূপ হইল। একবর্ণিক পদে ইহার অবশ্য প্রয়োজন নাই।

(ঘ) বর্ণসকল পদের উপাদান কিন্তু প্রত্যেকে অপদ। বর্ণসকলের বহু বহু প্রকার সংযোগ হইতে পারে বলিয়া পদ যেন অসংখ্য।

(ঙ) বর্ণসকল পদরূপে অথবা একক সর্বাভিধান-সমর্থ, অর্থাৎ তাহারা সমস্ত পদার্থের বাচক হইতে পারে। সংকেতের দ্বারা যে-কোন পদকে যে-কোন অর্থের বাচক করা যাইতে পারে। কতকগুলি বর্ণকে কোন বিশেষ ক্রমে স্থাপিত করিয়া এবং কোন বিশেষ অর্থে সংকেত করিয়া পদ নির্মিত হয়। যেমন, গৌঃ এক পদ, ইহাতে গ, ঔ এবং ঃ, এই তিন বর্ণ, 'গ'র পর 'ঔ' এবং ঔকারের পর বিসর্গ, এইরূপ ক্রমে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এবং 'গোরু প্রাণী' এইরূপ অর্থে সংকেতীকৃত হইয়াছে। তাহাতে গো-পদ জ্ঞাতসংকেত ব্যক্তির নিকট প্রাণিবিশেষরূপ অর্থকে প্রদ্যোতিত করে।

(চ) যদিচ, পদ প্রায়শঃ অনেক বর্ণের দ্বারা নির্মিত, তথাপি সেই অনেক বর্ণ একদা বর্তমান থাকে না, কিন্তু পর পর উচ্চারিত হয়। লীন ও উদিত দ্রব্যের বাস্তব সমাহার হয় না সুতরাং পদ প্রকৃত প্রস্তাবে মনোভাবমাত্র। মনে মনে সেই ধ্বনিক্রমসকলকে উপসংহৃত বা এক করা যায়, আর, পদ সেই একীভূত-বুদ্ধি-নির্ভাস্য পদার্থ বা মনোভাবমাত্র হইল। মনে মনে বর্ণসকলকে এক করিয়া একপদরূপে স্থাপন করার নাম অনুসংহার বা উপসংহারবুদ্ধি। তাদৃশ, বুদ্ধিনির্মিত পদের দ্বারাই অর্থের সংকেত করা হয়।

(ছ) উচ্চার্যমাণ পদসকল লীয়মান ও উদীয়মান বর্ণরূপ অবয়ব-স্বরূপ বটে, কিন্তু একবুদ্ধি-নির্গ্রাহ্য যে মানস পদসকল তাহারা সেইরূপ নহে, কারণ, তাহারা একবুদ্ধির বিষয়। বুদ্ধির অনুভূয়মান বিষয় বর্তমানই হয়, লীন হয় না। যাহা জ্ঞায়মান না হয়, কিন্তু অব্যক্তভাবে থাকে তাহাই লীন দ্রব্য, অতএব মানস পদ একভাব-স্বরূপ। অনুভবও হয় যে, মনে মনে পদকে আমরা একপ্রযত্নে উদিত করি। আর তাহা এক, বর্তমান ভাব-স্বরূপ বলিয়া তাহার উদীয়মান ও লীয়মান অবয়ব নাই, সুতরাং তাহা অভাগ ও অক্রম। বর্ণসমাহাররূপ উচ্চারিত পদ সভাগ ও সক্রম বলিয়া বুদ্ধি-নির্মিত পদ অবর্ণ-স্বরূপ। বুদ্ধির দ্বারা তাহা কিরূপে নির্মিত হয় ?—বর্ণক্রম-শ্রবণকালে এক একটি বর্ণের জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলে সংস্কার হয়, সংস্কার হইতে স্মৃতি হয়। ক্রমশঃ শ্রূয়মাণ বর্ণসকলের এইরূপে পর পর জ্ঞান ও তজ্জনিত সংস্কার হয়। শেষ বর্ণের সংস্কার হইলে, সেই সমস্ত সংস্কার স্মৃতির দ্বারা একপ্রযত্নে উপস্থাপিত করিয়া একটি বৌদ্ধপদ নির্মিত হয়।

(জ) যদিও বুদ্ধিস্থ পদ অবর্ণ, তথাপি তাহা ব্যক্ত করিতে হইলে উক্ত শ্রবণজ্ঞানের সংস্কার-পূর্বক তাহা বর্ণের দ্বারা ভাবণ করিতে হয়। মানবপ্রকৃতি স্বকীয় বাগ্‌ব্যবহারের বাসনাযুক্ত। মনুষ্যজাতিতে বাক্যের উৎকর্ষ এক বিশেষত্ব। বাসনা অনাদি বলিয়া বাগ্‌ব্যবহারের বাসনাও অনাদি। মানব-শিশু উপযোগী সংস্কারহেতু সহজতঃ বাগ্‌ব্যবহার শিক্ষা করে। শ্রবণপূর্বকই মূলতঃ শিক্ষা হয়। শিশু যেমন পদ জানিতে থাকে, তেমনি পদের অর্থসংকেতও জানিতে থাকে।

যদিও পদ, অর্থ ও প্রত্যয় পৃথক্, তথাপি তাহা ইতরেতরাধ্যাসের দ্বারা অভিন্নবদ্‌ভাবে আমরা ব্যবহার করি। আর, সেইরূপ ব্যবহারের বাসনা আছে বলিয়া শিক্ষাকালে সহজতঃ সেইরূপ শব্দার্থ-প্রত্যয়কে অভিন্নবৎ মনে করিয়াই শিক্ষা করি। শিক্ষা করি—সম্প্রতিপত্তির দ্বারা। সম্প্রতিপত্তি অর্থে বৃদ্ধসংবাদ ; অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধদের নিকটেই প্রথমতঃ ঐরূপ সংকীর্ণ বাক্ শিক্ষা করি ও পরে শব্দার্থ-প্রত্যয়কে সংকীর্ণরূপে ব্যবহার করি।

(ঝ) পদসকলের প্রবিভাগ বা অর্থভেদ-ব্যবস্থা অবশ্য সংকেতের দ্বারা সিদ্ধ হয়। 'এতগুলি বর্ণের দ্বারা এই পদ করিলাম এবং এই অর্থ-সংকেত করিলাম' এইরূপে কোন ব্যক্তির দ্বারা পদ ও অর্থের সংকেত কৃত হয়। চন্দ্র, মহ্‌তাব, moon প্রভৃতি শব্দ কে রচনা করিয়াছে ও তাহাদের অর্থ-সংকেত কে করিয়াছে তাহা না জানিলেও কোন এক ব্যক্তি তাহা যে করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়।

(ঞ) পদ ও অর্থের অধ্যাস-স্মৃতিই সংকেত। 'এই প্রাণীটা গো' 'গো ঐ প্রাণীটা' এইরূপ ইতরেতর অধ্যাসের স্মৃতিই সংকেত। অতএব পদ, পদার্থ ও স্মৃতি বা প্রত্যয় ইতরেতরে অধ্যস্ত হওয়াতে সংকীর্ণ বা অবিবক্তব্য হয়। যোগী তাহাদের প্রবিভাগজ্ঞ হইলে বা সমাধির দ্বারা অসংকীর্ণ এক একটিকে সাক্ষাৎ জানিলে নির্বিতর্কা প্রজ্ঞার দ্বারা সর্ব পদের অর্থ জানিতে পারেন।

(ট) বাক্য অর্থে ক্রিয়াপদযুক্ত বিশেষ্য পদ। বাক্য-শক্তি অর্থে বাক্যের দ্বারা যে অর্থ বুঝায় তাহা বুঝাইবার শক্তি। 'ঘট' একটি পদ ; 'ঘট আছে' ইহা একটি বাক্য, 'ঘট লাল' (অর্থাৎ ঘট হয় লাল) ইহাও বাক্য। বাক্য = proposition ; পদ = term।

সমস্ত পদেই বাক্য-শক্তি আছে ; অর্থাৎ একটি পদ বলিলে তাহাতে কিছু না কিছু, অন্ততঃ 'সত্তা' বা 'আছে' এইরূপ ক্রিয়াযুক্ত, বাক্য-বৃত্তি থাকে। বৃক্ষ বলিলে বৃক্ষ 'আছে' 'ছিল' বা 'থাকিবে' এইরূপ সত্ত্বক্রিয়া উহ্য থাকিবে। কারণ, সত্ত্ব সর্ব পদার্থে অব্যভিচারী। 'নাই' অর্থে অন্যত্র বা অন্যরূপে আছে। তবে 'খপুষ্প' বলিলেও কি আছে বুঝাইবে ? হাঁ, তাহা বুঝাইবে। এখানে 'খ'ও আছে, 'পুষ্প'ও আছে এবং 'খপুষ্প' পদের একটি অর্থ আছে, তাহা বাহিরে না থাকিতে পারে, কিন্তু মনে আছে। এইরূপে ভাবার্থ বা অভাবার্থ সমস্ত বিশেষ্য পদের সত্ত্ব-ক্রিয়া-যোগরূপ বাক্য-বৃত্তি আছে।

ক্রিয়াপদেরও বাক্য-বৃত্তি থাকে, তদ্বিষয়ে 'পচতি' পদের উদাহরণ দিয়া ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন। 'পচতি' বলিতে 'পাক করিতেছে' এই বাক্যার্থ বুঝায়। অতএব ক্রিয়াতেও বাক্যার্থ বুঝাইবার শক্তি থাকে। আর, যে সব পদ বাক্যার্থ বুঝাইবার জন্য রচিত হয়, তাহাতেও বাক্য-শক্তি থাকিবেই, যেমন 'শ্রোত্রিয়' আদি।

অনেকার্থ-বাচক যে সব শব্দ আছে (যেমন 'ভবতি'), তাহারা একক প্রযুক্ত হইলে সাধারণ প্রজ্ঞায় তাহার অর্থজ্ঞান হয় না, কিন্তু যোগজ প্রজ্ঞায় হয়।

(ঠ) শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের ভেদ উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছেন। 'শ্বেততে প্রাসাদঃ' ও 'শ্বেতঃ প্রাসাদঃ' এই এই স্থলে শ্বেততে শব্দ ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ সাধ্যরূপ অর্থযুক্ত ; আর 'শ্বেতঃ' এই শব্দ কারকার্থ বা সিদ্ধরূপ অর্থযুক্ত। কিন্তু ঐ দুই শব্দের যাহা অর্থ, তাহা ক্রিয়ার্থ এবং কারকার্থ। কারণ, একই শ্বেততাকে (সাদা রংকে) ক্রিয়া ও কারক উভয়ই করা যাইতে পারে। প্রত্যয়ও ক্রিয়া-কারকার্থ, কারণ, 'এই গরু' এইরূপ জ্ঞান এবং গো-প্রাণিরূপ বিষয়, সংকেতের দ্বারা অভিসম্বদ্ধ হওয়াহেতু একাকার হয়। এইরূপে ক্রিয়ার্থ অথবা কারকার্থ 'শব্দ' হইতে, ক্রিয়াকারকার্থ অর্থ ও

তাদৃশ প্রত্যযেব ভেদ সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ, শব্দ কেবল ক্রিয়ার্থ বা কাবকার্থ হয; কিন্তু অর্থ (গবাদি) ও জ্ঞান ক্রিয়া এবং কাবক একদা উভযার্থক হয। পবন্তু অর্থ, শব্দেব এবং জ্ঞানেব আলম্বন-স্বরূপ, তাহা আপনাব অবস্থাব বিকাবে বিকাবপ্রাপ্ত হয, সুতবাং তাহা শব্দ বা জ্ঞান ইহাদেব কাহাবও অন্তর্গত নহে। অতএব শব্দ ও প্রত্যয হইতে অর্থ ভিন্ন। ফলে গো-শব্দ থাকে কণ্ঠে, গো-প্রাণী এই অর্থ থাকে গোয়াল আদিতে, আব গো-প্রত্যয থাকে মনে, অতএব তাহাবা পৃথক্।

এইরূপে ভাষ্যকাব শব্দ, অর্থ ও প্রত্যযেব স্বরূপ, সম্বন্ধ ও ভেদ যুক্তিব দ্বাবা স্থাপন কবিয়া সংযমফল বলিযাছেন। বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিনির্মিত পদকে স্ফোট বলে। কেহ কেহ স্ফোটেব সত্তা স্বীকাব কবেন না। ন্যাযমতে উচ্চার্যমাণ বর্ণসকলেব (পদাঙ্গেব) সংস্কাব হইতে অর্থজ্ঞান হয়। ভাষ্যকাবও সংস্কাব হইতে বর্ণসকলেব সমষ্টিভূত পদ বা স্ফোট হয বলিয়াছেন। চিত্তে বর্ণ-সংস্কাব ক্রমশঃ উঠিতে পাবে, কিন্তু সেই ক্রমেব অলক্ষ্যতাহেতু তাহা এক-স্বরূপে আমবা ব্যবহাব কবি; সুতবাং বৌদ্ধ পদ এক-স্বরূপ প্রত্যয, অতএব তাহা ক্রমিক বর্ণধাবা (উচ্চার্যমাণ পদ) হইতে পৃথক্ হইল।

ভাষ্যকাবেব অভিপ্রায় শব্দ ও অর্থেব সংকেত কোন এক সমযে কবা হইযাছে। তন্ত্রান্তবে (মীমাংসকমতে) কতকগুলি শব্দকে আজানিক (অনাদি-অর্থ-সম্বন্ধযুক্ত) স্বীকাব কবা হয, কিন্তু তাহাব প্রমাণ নাই। যখন এই পৃথিবী সাদি, মনুষ্যের বাস-কালও সাদি, তখন মনুষ্যেব ভাষা যে অনাদি, তাহা বলা যুক্ত নহে। তবে জাতিস্মব পুরুষদেব দ্বাবা পূর্ব সর্গেব কোন কোন শব্দ এই সর্গে প্রচাবিত হইযাছে তাহা অস্মন্মতে অস্বীকৃত নহে।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যম্। দ্বয়ে খল্বমী সংস্কাবাঃ স্মৃতিক্লেশহেতবো বাসনারূপাঃ, বিপাকহেতবো ধর্মাধর্মরূপাঃ। তে পূর্বভবাভিসংস্কৃতাঃ পবিণাম-চেষ্টা-নিরোধ-শক্তি-জীবন-ধর্মবদপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্মাঃ। তেষু সংযমঃ সংস্কারসাক্ষাৎক্রিযায়ৈ সমর্থঃ, ন চ দেশকাল-নিমিত্তানুভবৈর্বিনা তেষামস্তি সাক্ষাৎকবণম্, তদিত্থং সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতি-জ্ঞানমুৎপদ্যতে যোগিনঃ। পরত্রাপ্যেবমেব সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পরজাতিসংবেদনম্। অত্রেদমাখ্যানং শ্রূয়তে, ভগবতো জৈগীষব্যস্য সংস্কাবসাক্ষাৎকবণাদ্ দশসু মহাসর্গেষু জন্মপরিণামক্রমমনুপশ্যতো বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুরভবৎ। অথ ভগবানাবট্যস্তনুধরস্তমুবাচ, দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূতবুদ্ধিসত্ত্বেন ত্বযা নরকতির্যগ্‌গর্ভসম্ভবং দুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনরুৎপদ্যমানেন সুখদুঃখযোঃ কিমধিকমুপলব্ধমিতি। ভগবন্তমাবট্যং জৈগীষব্য উবাচ, দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূতবুদ্ধিসত্ত্বেন ময়া নবকতির্যগ্‌ভবং দুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনরুৎপদ্যমানেন যৎ কিঞ্চিদনুভূতং তৎ সর্বং দুঃখমেব প্রত্যবৈমি। ভগবানাবট্য উবাচ, যদিদমাযুষ্মতঃ প্রধানবশিত্বমনুত্তমং চ সন্তোষসুখং

করিয়া তাহাতে সমাহিত হইলে (তাহা বিশদতম উপলক্ষণ-স্বরূপ হইয়া সেই সংস্কারের যে স্মরণজ্ঞান হয়, তাহাই সংস্কার-সাক্ষাৎকার বা পূর্ব জাতির স্মরণজ্ঞান) সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয়। মানবের পক্ষে মানবের জাতিগত বিশেষ গুণসকলই স্মৃতিফল বাসনারূপ সংস্কার। মানবীয় আকার, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির বিশেষত্ব ধারণা করিয়া সমাহিত হইলে সেই বাসনারূপ ছাঁচ, কি হেতুবশতঃ স্মরণারূঢ় হইয়া বর্তমান মানবজন্মের ধর্মাধর্ম ধারণ করিয়াছে, তাহার জ্ঞান হয়। বাসনা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাসনা ছাঁচস্বরূপ, আর ধর্মাধর্ম দ্রবীভূত-ধাতু-সরূপ [২।১২ (১) ও ২।১৫ (১) (৩)]।

১৮। (৩) ভাষ্যকার মহাযোগী জৈগীষব্য ও আবট্যের সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতে ভগবান্ জৈগীষব্যের যোগসিদ্ধিবিষয়ক আখ্যান কয়েক স্থলে আছে, কিন্তু আবট্য-জৈগীষব্য-সংবাদ কোন প্রচলিত গ্রন্থে নাই। 'শ্রূয়তে' শব্দ থাকাতে উহা কোন কাললুপ্ত শ্রুতির শাখায় ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঐ আখ্যানের রচনাপ্রণালী অতি প্রাচীন। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে ঐরূপ রচনাপ্রণালী অনুকৃত হইয়াছে।

প্রসন্ন = বৈষয়িক দুঃখের দ্বারা অস্পৃষ্ট। অবাধ = কোন বাধার দ্বারা যাহা ভগ্ন হয় না। ভিক্ষু বলেন, 'যাবদ্ বুদ্ধিস্থায়ী অক্ষয়'। সর্বানুকূল = সকলেরই প্রিয় বা সর্বাবস্থায় অনুকূলরূপে স্থিত।

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যম্। প্রত্যয়ে সংযমাৎ প্রত্যয়স্য সাক্ষাৎকরণাৎ ততঃ পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

১৯। প্রত্যয়মাত্রে সংযম অভ্যাস করিলে পরচিত্তের জ্ঞান হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রত্যয়ে সংযম করিয়া প্রত্যয় সাক্ষাৎ করিলে তাহা হইতে পরচিত্তজ্ঞান হয় (১)।

টীকা। ১৯। (১) এস্থলে প্রত্যয় শব্দের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে স্বচিত্ত, অন্য সকলের মতে পরচিত্ত। পরচিত্ত কিরূপে সাক্ষাৎ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে ভোজরাজ বলেন, 'মুখরাগাদিনা'। বস্তুতঃ প্রত্যয় এস্থলে স্ব-পর উভয় প্রকার প্রত্যয়। নিজের কোন এক প্রত্যয় বিবিক্ত করিয়া সাক্ষাৎকার করিতে না পারিলে পরের প্রত্যয় কিরূপে সাক্ষাৎ করা যাইবে ? প্রথমে নিজের প্রত্যয় জানিয়া পরপ্রত্যয় গ্রহণ করার জন্য স্বচিত্তকে শূন্যবৎ করিয়া পরপ্রত্যয়ের গ্রহণোপযোগী করতঃ পরের প্রত্যয় জ্ঞেয়।

পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি অনেক দেখা যায়, তাহারা যোগের দ্বারা সিদ্ধ নহে, কিন্তু জন্মসিদ্ধ। যাহার চিত্ত জানিতে হইবে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজের চিত্তকে শূন্যবৎ করিলে তাহাতে যে ভাব উঠে, তাহাই পরচিত্তের ভাব, এইরূপে সাধারণ পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা পরের মনোভাব জানিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা বলিতে পারে না কিরূপে তাহাদের মনে পরের মনোভাব আসে, তবে বুঝিতে পারে যে, ইহা পরের মনোভাব। বিনা আয়াসেই কাহারও কাহারও পরচিত্তের জ্ঞান হয়। মনে মনে কোন কথা ভাবিলে, কোন রূপরসাদি চিন্তা করিলে অথবা কোন পূর্বানুভূত এবং বিস্মৃত ভাবও পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি যেন সহজতঃ সময়ে সময়ে জানিতে পারে।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্। রক্তং প্রত্যয়ং জানাতি, অমুষ্মিন্নালম্বনে রক্তমিতি ন জানাতি। পরপ্রত্যয়স্য যদালম্বনং তদ্ যোগিচিত্তেন ন আলম্বনীকৃতং, পরপ্রত্যয়মাত্রন্তু যোগিচিত্তস্য আলম্বনীভূতমিতি ॥ ২০ ॥

২০। তাহা (পরচিত্তজ্ঞান) আলম্বনের সহিত হয় না, যেহেতু ঐ আলম্বন (যোগিচিত্তের) অবিষয়ীভূত ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—(পূর্বসূত্রোক্ত সংযমে যোগী) রাগযুক্ত প্রত্যয় জানিতে পারেন, কিন্তু অমুক বিষয়ে রাগযুক্ত ইহা জানিতে পারেন না। (যেহেতু) পরচিত্তের যাহা আলম্বন (বিষয়) তাহা যোগিচিত্তের দ্বারা আলম্বনীকৃত হয় নাই, কেবল পরপ্রত্যয়মাত্রই যোগিচিত্তের আলম্বনীভূত হয় (১)।

টীকা। ২০। (১) প্রত্যয়সাক্ষাৎকারের দ্বারা রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ অবস্থাবৃত্তির আলম্বনের জ্ঞান হয় না, কারণ, উহারা অনেকটা আলম্বননিরপেক্ষ চিত্তাবস্থা। বাঘ দেখিয়া ভয় হইলে ভয়ভাবে বাঘ থাকে না, রূপজ জ্ঞানেই বাঘ থাকে। অতএব অবস্থাবৃত্তির আলম্বন জানিতে হইলে পুনশ্চ প্রণিধান করিয়া জানিতে হয়। যেসব প্রত্যয় আলম্বনের সহভাবী (অর্থাৎ শব্দাদি প্রত্যয়), তাহাদের জ্ঞান হইলে অবশ্য আলম্বনেরও জ্ঞান হয়। একজন নীল আকাশ ভাবিতেছে সে-ক্ষেত্রে যোগী অবশ্য একেবারেই 'নীল আকাশ' জানিতে পারিবেন, কারণ, নীল আকাশের প্রত্যয় মনেতে 'নীল আকাশ'-রূপেই হয়।

(বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বিংশ সূত্র ভাষ্যের অঙ্গ, পৃথক্ সূত্র নহে)।

কায়রূপসংযমাৎ তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাঽসম্প্রয়োগেঽন্তর্ধানম্ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যম্। কায়রূপে সংযমাদ্ রূপস্য যা গ্রাহ্যা শক্তিস্তাং প্রতিবধ্নাতি, গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে সতি চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রযোগেঽন্তর্ধানমুৎপদ্যতে যোগিনঃ। এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তং বেদিতব্যম্ ॥ ২১ ॥

২১। শরীরের রূপে সংযম হইতে, সেই রূপের গ্রাহ্যশক্তি স্তম্ভিত বা রুদ্ধ হইলে শরীরের চক্ষুর্জ্ঞানের অবিষয়ীভূত হওয়াতে অন্তর্ধান সিদ্ধ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—শরীরের রূপে সংযম হইতে রূপের যে গ্রাহ্যশক্তি তাহা স্তম্ভিত হয়, গ্রাহ্যশক্তির স্তম্ভ হইলে চক্ষুঃপ্রকাশের অবিষয়ীভূত হওয়াতে, যোগীর অন্তর্ধান উৎপন্ন হয়। ইহার দ্বারা শরীরের শব্দাদিরও অন্তর্ধান উক্ত হইয়াছে জানিতে হইবে (১)।

টীকা। ২১। (১) ভানুমতীর বাজীকরেরা যে ইন্দ্রজালের যুদ্ধ দেখায়, তাহাতে সেই বাজীকর কেবল সংকল্প করে যে, দর্শকেরা ঐ ঐ রূপ দেখুক, তাহাতে দর্শকেরা ঐরূপ দেখে। একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন যে, তিনি ঐ বাজীর স্থান হইতে কিছু দূরে ছিলেন, তিনি দেখিতেছিলেন যে,

বাজীকব চুপ কবিযা দাঁডাইযা বহিযাছে, কিন্তু তাহাব নিকটবর্তী দর্শকগণ সকলেই উপবে দেখিতেছে এবং উত্তেজিত হইযা উপব হইতে পতিত কাটা হাত পা সব দেখিতেছে। এমন কি, একজন পণ্টনেব ডাক্তার এক কাল্পনিক হাত কুডাইযা লইযা বলিল, 'যে ইহা কাটিযাছে তাহাব পেশীসংস্থানেব বেশ জ্ঞান আছে'। ইত্যাদি প্রকাবে দর্শকেবা উত্তেজিতভাবে নিবীক্ষণ কবিতেছিল কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বাজীকবেব সংকল্প ব্যতীত আব কিছু ছিল না।

যাহা হউক, ইহা হইতে জানা যায যে, সংকল্পেব দ্বাবা কিরূপ অসাধাবণ ব্যাপাব সিদ্ধ হইতে পাবে। যোগীবা অব্যাহত সংকল্পসহকাবে যদি মনে কবেন যে, আমাব শবীবেব রূপশব্দাদি কেহ গোচব কবিতে যেন না পারে, তাহা হইলে যে তাহা সিদ্ধ হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

এই সব কথা লিখিবাব আবও এক প্রযোজন আছে। অনেক লোক পবচিত্তজ্ঞতা বা ঐ সব বাজী দেখিযা মনে কবেন এইবাব সিদ্ধপুরুষ পাইযাছি। অজ্ঞ লোকেবা স্বীয ধাবণা অনুসাবে ভূতসিদ্ধ, পিশাচসিদ্ধ, যোগসিদ্ধ ইত্যাদি কিছু বিশ্বাস কবিযা হযত কোন হীনচবিত্র অধার্মিক বঞ্চকেব কবলে পতিত হইযা ইহলোক-পবলোক হাবায। এইরূপ সিদ্ধেব কবলে পডিযা যে কোন কোন লোক সর্বস্বান্ত হইযাছে, তাহা আমবা জানি। উহা সব ক্ষুদ্র জন্মজ সিদ্ধি, যোগজ সিদ্ধি নহে। আব ঐরূপ কোন অসাধাবণ শক্তি দেখিযা কাহাকেও যোগী স্থিব কবিতে হয না, কিন্তু অহিংসা, সত্য আদি যম ও নিযম প্রভৃতিব সাধন দেখিযা যোগী স্থিব কবিতে হয। ক্ষুদ্রসিদ্ধিযুক্ত অনেক লোক সাধুসন্ন্যাসীব বেশ ধবিয়া অর্থ উপার্জন কবে। তাদৃশ লোককে যোগী স্থিব কবিযা বহুলোক ভ্রান্ত হয এবং প্রকৃত যোগীব আদর্শও তদ্দ্বাবা বিপর্যস্ত হইযা গিযাছে।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম তৎসংযমাদ্ অপরান্তজ্ঞানম্ অরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২২ ॥

ভাষ্যম্। আযুর্বিপাকং কর্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ। তত্র যথা আর্দ্র-বস্ত্রং বিতানিতং লঘীয়সা কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমং, যথা চ তদেব সম্পিণ্ডিতং চিবেণ সংশুষ্যেদ্ এবং নিরুপক্রমম্। যথা চাগ্নিঃ শুষ্কে কক্ষে মুক্তো বাতেন সমন্ততো যুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কালেন দহেৎ তথা সোপক্রমং, যথা বা স এবাগ্নিস্তৃণরাশৌ ক্রমশোঽ-বয়বেষু ন্যস্তশ্চিরেণ দহেত্তথা নিরুপক্রমম্। তদৈকভবিকমায়ুষ্কবং কর্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ, তৎসংযমাদ্ অপরান্তস্য প্রায়ণস্য জ্ঞানম্। অবিষ্টেভ্যো বেতি। ত্রিবিধমরিষ্টম্ আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চেতি। তত্রাধ্যাত্মিকং, ঘোষং স্বদেহে পিহিতকর্ণো ন শৃণোতি, জ্যোতির্বা নেত্রেঽবষ্টব্ধে ন পশ্যতি। তথাধিভৌতিকং, যমপুরুষান্ পশ্যতি, পিতৄনতীতানকস্মাৎ পশ্যতি। আধিদৈবিকং, স্বর্গমকস্মাৎ সিদ্ধান্ বা পশ্যতি, বিপরীতং বা সর্বমিতি। অনেন বা জানাত্যপরান্তমুপস্থিতমিতি ॥ ২২ ॥

২২। কর্ম সোপক্রম ও নিরুপক্রম, তাহাতে সংযম হইতে, অথবা অরিষ্টসকল হইতে, অপরান্তেব (মৃত্যুর) জ্ঞান হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—আয়ু যাহার ফল এইরূপ কর্ম দ্বিবিধ—সোপক্রম ও নিরুপক্রম (১)। তাহার মধ্যে, যেমন আর্দ্র বস্ত্র বিস্তারিত করিয়া দিলে অল্পকালে শুখায়, সেইরূপ সোপক্রম কর্ম ; আর যেমন সেই বস্ত্র সম্পিণ্ডিত করিয়া রাখিলে দীর্ঘকালে শুখায়, সেইরূপ নিরুপক্রম কর্ম, (অথবা) যেমন অগ্নি শুষ্ক তৃণে পতিত হইয়া চারিদিকে বায়ুযুক্ত হইলে অল্পকালে দগ্ধ করে সেইরূপ সোপক্রম, আর তাহা যেমন বহু তৃণে ক্রমশঃ এক এক অংশে ন্যস্ত হইলে দীর্ঘকালে দগ্ধ করে, সেইরূপ নিরুপক্রম। সেই ঐকভবিক আয়ুষ্কর কর্ম দ্বিবিধ—সোপক্রম ও নিরুপক্রম। তাহাতে সংযম করিলে অপরান্তের অর্থাৎ প্রায়ণের জ্ঞান হয়, অথবা অরিষ্টসকল হইতেও তাহা হয়।

অরিষ্ট ত্রিবিধ: আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক যথা—কর্ণ বন্ধ করিয়া স্বদেহের শব্দ না শুনিতে পাওয়া, অথবা চক্ষু (অঙ্গুলি আদির দ্বারা টিপিয়া) বন্ধ করিলে জ্যোতি না দেখা। আধিভৌতিক যথা—যমপুরুষ দেখা, অতীত পিতৃপুরুষগণকে অকস্মাৎ দেখা। আধিদৈবিক যথা—অকস্মাৎ স্বর্গ বা সিদ্ধ সকলকে দেখা, অথবা সমস্ত বিপরীত দেখা। এইরূপ অরিষ্টের দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত জানিতে পারা যায়।

টীকা। ২২। (১) পূর্বে ত্রিবিপাক কর্মের কথা বলা হইয়াছে। কোন এক কর্মাশয় বিপক্ব হইয়া জন্ম হইলে আয়ুরূপ ফল চলিতে থাকে। ভোগ আয়ুষ্কাল ব্যাপিয়া হয়। আয়ু কোন এক জাতির স্থিতিকাল। আয়ুষ্কালে সমস্ত কর্ম একবারে ফল দান করে না, প্রকৃতি অনুসারে ক্রমশঃ ফলোন্মুখ হয়। যাহা ব্যাপারারূঢ় হইতে আরব্ধ হইয়াছে, তাহা সোপক্রম বা উপক্রমযুক্ত। আর যাহা এখন অভিভূত আছে, কিন্তু জীবনের কোন কালে সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইবে, তাহা নিরুপক্রম। মনে কর, এক জনের ৪০ বৎসর বয়সে প্রাক্তনকর্মবশতঃ এইরূপ শারীরিক স্বাস্থ্যহানি হইবে যে, তাহাতে তাহার আয়ু তিন বৎসরে শেষ হইবে, ৪০ বৎসরের পূর্বে সেই কর্ম নিরুপক্রম থাকে।

ত্রিবিপাক-সংস্কার সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মধ্যস্থ সোপক্রম ও নিরুপক্রম আয়ুষ্কর কর্ম সাক্ষাৎ করিলে তাহাদের ফলগত বিশেষও সাক্ষাৎকৃত হইবে। তদ্দ্বারা যোগী অপরান্ত বা আয়ুষ্কালের শেষ জানিতে পারেন। অভিব্যক্তির অন্তরায়ের দ্বারা যাহা সংকুচিত তাহা নিরুপক্রম, আর যাহা তাহা নহে, তাহাই সোপক্রম। ভাষ্যকার ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিয়াছেন। অরিষ্ট হইতেও আসন্ন মৃত্যু জানা যায়, তদ্বিষয়ক ভাষ্যও স্পষ্ট।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যম্। মৈত্রীকরুণামুদিতেতি তিস্রো ভাবনাঃ। তত্র ভূতেষু সুখিতেষু মৈত্রীং ভাবয়িত্বা মৈত্রীবলং লভতে, দুঃখিতেষু করুণাং ভাবয়িত্বা করুণাবলং লভতে, পুণ্যশীলেষু মুদিতাং ভাবয়িত্বা মুদিতাবলং লভতে। ভাবনাতঃ সমাধির্যঃ স সংযমঃ ততো বলান্যবন্ধ্যবীর্যাণি জায়ন্তে। পাপশীলেষু উপেক্ষা ন তু ভাবনা, ততশ্চ তস্যাং নাস্তি সমাধিরিতি, অতো ন বলমুপেক্ষাতস্তত্র সংযমাভাবাদিতি ॥ ২৩ ॥

২৩। মৈত্রী প্রভৃতিতে সংযম করিলে (তদনুযায়ী মানসিক) বলসকলের লাভ হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা এই ত্রিবিধ ভাবনা। (তাহার মধ্যে) সুখী জীবে মৈত্রীভাবনা করিয়া মৈত্রীবল লাভ হয়। দুঃখী জীবে করুণাভাবনা করিয়া করুণাবল লাভ হয়। পুণ্যশীলে মুদিতাভাবনা করিয়া মুদিতাবল লাভ হয়। ভাবনা হইতে যে সমাধি তাহাই সংযম। তাহা হইতে অবন্ধ্যবীর্য (অব্যর্থ বল) জন্মায়। পাপিগণে উপেক্ষা করা (ঔদাসীন্য) ভাবনা নহে, সেইহেতু তাহাতে সমাধি হয় না, অতএব সংযমাভাবহেতু উপেক্ষা হইতে বল হয় না (১)।

টীকা। ২৩। (১) মৈত্রীবলের দ্বারা যোগীর ঈর্ষাদ্বেষ সম্যক্ বিনষ্ট হয় এবং তাঁহার ইচ্ছাবলে হিংস্রক অন্য ব্যক্তিরাও তাঁহাকে মিত্রের ন্যায় অনুকূল মনে করে। করুণাবলে দুঃখীরা তাঁহাকে পরম আশ্বাসস্থল বলিয়া নিশ্চয় করে, এবং যোগীর চিত্তের অকারুণ্য সমূলে নষ্ট হয়। মুদিতাবলে অসূয়াদি বিনষ্ট হয় ও যোগী সমস্ত পুণ্যকারীদের প্রিয় হন (১।৩৩ দ্রষ্টব্য)।

এই সকল বল-লাভ হইলে পরের প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ভাবে ব্যবহার করিবার অব্যর্থ শক্তি হয়। কোন প্রকার অপকারাদির শঙ্কা তখন যোগীর হৃদয়ে মলিনভাব জন্মাইতে পারে না।

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যম্। হস্তিবলে সংযমাদ্ হস্তিবলো ভবতি, বৈনতেয়বলে সংযমাদ্ বৈনতেয়-বলো ভবতি, বায়ুবলে সংযমাদ্ বায়ুবল ইত্যেবমাদি ॥ ২৪ ॥

২৪। (দৈহিক) বলে সংযম করিলে হস্তিবলাদি হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—হস্তিবলে সংযম করিলে হস্তিসদৃশ বল হয়, গরুড়বলে সংযম করিলে তাদৃশ বল হয়, বায়ুবলে সংযম করিলে তাদৃশ বল হয় ইত্যাদি (১)।

টীকা। ২৪। (১) বলবত্তা ধারণা করিয়া তাহাতে সমাহিত হইলে যে মহাবল লাভ হইবে তাহা স্পষ্ট। সজ্ঞানে পেশীসকলে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করা অভ্যাস করিলে যে বলবৃদ্ধি হয় তাহা ব্যায়ামকারীরা জানেন, বলে সংযম করা তাহারই পরাকাষ্ঠা।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যম্। জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিরুক্তা মনসঃ, তস্যা য আলোকস্তং যোগী সূক্ষ্মে বা ব্যবহিতে বা বিপ্রকৃষ্টে বা অর্থে বিন্যস্য তমর্থমধিগচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

২৫। জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোক ন্যাস (প্রয়োগ) করিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট (বা দূরস্থ) বস্তুর জ্ঞান হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—চিত্তের জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহার যে আলোক অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকাশ, যোগী তাহা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ে প্রযোগ করিয়া সেই বিষয় জানিতে পারেন (১)।

টীকা। ২৫। (১) জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি (১।৩৬ সূত্রে) দ্রষ্টব্য। জ্যোতিষ্মতী ভাবনায় হৃদয় হইতে যেন বিশ্বব্যাপী প্রকাশভাব প্রসৃত হয়। তাহা জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিকে ন্যস্ত করিলে তাহার জ্ঞান হয়। সেই বিষয় সূক্ষ্ম হউক বা পর্বতাদি ব্যবধানের দ্বারা ব্যবহিত হউক, বা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ যতদূর ইচ্ছা ততদূরে হউক, তাহার জ্ঞান হইবে। দূরদৃষ্টি বা clairvoyance নামক ক্ষুদ্র সিদ্ধির ইহা পরাকাষ্ঠা। বিপ্রকৃষ্ট=দূরস্থ।

বিভু বুদ্ধিসত্ত্বের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ হইয়া ইহাতে জ্ঞান হয়। সাধারণ ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া জ্ঞানের ন্যায় ইহা সংকীর্ণ জ্ঞান নহে।

ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যম্। তৎপ্রস্তারঃ সপ্তলোকাঃ। তত্রাবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপৃষ্ঠং যাবদিত্যেষ ভূর্লোকঃ, মেরুপৃষ্ঠাদারভ্য আধ্রুবাদ্ গ্রহনক্ষত্রতারাবিচিত্রোঽন্তরিক্ষলোকঃ। তৎপরঃ স্বর্লোকঃ পঞ্চবিধঃ, মাহেন্দ্রস্তৃতীয়ো লোকঃ, চতুর্থঃ প্রাজাপত্যো মহর্লোকঃ। ত্রিবিধো ব্রাহ্মঃ, তদ্‌যথা জনলোকস্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি। "ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ প্রাজাপত্যস্ততো মহান্। মাহেন্দ্রশ্চ স্বরিত্যুক্তো দিবি তারা ভুবি প্রজা ॥" ইতি সংগ্রহশ্লোকঃ। তত্রাবীচেরুপর্যুপরি নিবিষ্টাঃ ষণ্মহানরকভূময়ো ঘনসলিলানলানিলাকাশতমঃ-প্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাম্বরীষরৌরব-মহারৌরব-কালসূত্রান্ধতামিস্রাঃ। যত্র স্বকর্মোপার্জিতদুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্টমায়ুঃ দীর্ঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে। ততো মহাতল-রসাতলাতল-সুতল-বিতল-তলাতল-পাতালাখ্যানি সপ্ত পাতালানি। ভূমিরিয়মষ্টমী সপ্তদ্বীপা বসুমতী, যস্যাঃ সুমেরুর্মধ্যে পর্বতরাজঃ কাঞ্চনঃ, তস্য রাজতবৈদূর্যস্ফটিক-হেম-মণিময়ানি শৃঙ্গাণি, তত্র বৈদূর্যপ্রভানুরাগান্নীলোৎপলপত্রশ্যামো নভসো দক্ষিণো ভাগঃ। শ্বেতঃ পূর্বঃ, স্বচ্ছঃ পশ্চিমঃ, কুরণ্ডকাভ উত্তরঃ। দক্ষিণপার্শ্বে চাস্য জম্বুঃ, যতোঽয়ং জম্বুদ্বীপঃ, তস্য সূর্যপ্রচারাদ্ রাত্রিন্দিবং লগ্নমিব বিবর্ততে। তস্য নীলশ্বেতশৃঙ্গবন্ত উদীচীনাস্ত্রয়ঃ পর্বতা দ্বিসহস্রায়ামাঃ, তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নব নব যোজনসাহস্রাণি রমণকং হিরণ্ময়মুত্তরাঃ কুরব ইতি। নিষধ-হেমকূট-হিমশৈলা দক্ষিণতো দ্বিসহস্রায়ামাঃ, তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নব নব যোজন-সাহস্রাণি হরিবর্ষং কিম্পুরুষং ভারতমিতি।

সুমেরোঃ প্রাচীনা ভদ্রাশ্বা মাল্যবৎসীমানঃ প্রতীচীনাঃ কেতুমালা গন্ধমাদনসীমানঃ, মধ্যে বর্ষমিলাবৃতম্। তদেতদ্ যোজন-শতসহস্রং সুমেরোর্দিশি দিশি তদর্ধেন

বূ্যঢম্। স খল্বয়ং শতসহস্রায়ামো জম্বূদ্বীপস্ততো দ্বিগুণেন লবণোদধিনা বলয়াকৃতিনা বেষ্টিতঃ। ততশ্চ দ্বিগুণা দ্বিগুণাঃ শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাল্মল গোমেদ (গোমেধ)-পুষ্কর-দ্বীপাঃ। সপ্তসমুদ্রাশ্চ সর্ষপরাশিকল্পাঃ সবিচিত্রশৈলাবতংসা ইক্ষুরস-সুরা-সর্পি-র্দধি-মণ্ড-ক্ষীর-স্বাদূদকাঃ। সপ্তসমুদ্রবেষ্টিতা বলয়াকৃতয়ো লোকালোক-পর্বতপরীবারাঃ পঞ্চাশদ্-যোজন-কোটি-পরিসংখ্যাতাঃ। তদেতৎ সর্বং সুপ্রতিষ্ঠিত-সংস্থানমণ্ডমধ্যে ব্যূঢম্, অণ্ডঞ্চ প্রধানস্যাণুরবয়বো যথাকাশে খদ্যোতঃ। তত্র পাতালে জলধৌ পর্বতেষ্বেতেষু দেবনিকায়া অসুর-গন্ধর্ব-কিন্নর-কিম্পুরুষ-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচাপস্মারকাপ্সরো-ব্রহ্মরাক্ষস-কুষ্মাণ্ড-বিনায়কাঃ প্রতিবসন্তি। সর্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যাত্মানো দেবমনুষ্যাঃ।

সুমেরুস্ত্রিদশানামুদ্যানভূমিঃ, তত্র মিশ্রবনং নন্দনং চৈত্ররথং সুমানসমিত্যুদ্যানানি, সুধর্মা দেবসভা, সুদর্শনং পুরং, বৈজয়ন্তঃ প্রাসাদঃ। গ্রহনক্ষত্রতারকাস্তু ধ্রুবে নিবদ্ধা বায়ুবিক্ষেপনিয়মেনোপলক্ষিতপ্রচারাঃ সুমেরোরুপর্যুপরি সন্নিবিষ্টা বিপরিবর্তন্তে। মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ ষড়্‌দেবনিকায়াঃ—ত্রিদশা অগ্নিষ্বাত্তা যাম্যাঃ তুষিতা অপরিনির্মিত-বশবর্তিনঃ পরিনির্মিতবশবর্তিনশ্চেতি। সর্বে সংকল্পসিদ্ধা অণিমাদ্যৈশ্বর্যোপপন্নাঃ কল্পায়ুষো বৃন্দারকাঃ কামভোগিন ঔপপাদিকদেহা উত্তমানুকূলাভিরপ্সরোভিঃ কৃত-পরিবারাঃ। মহতি লোকে প্রাজাপত্যে পঞ্চবিধো দেবনিকায়ঃ—কুমুদাঃ ঋভবঃ প্রতর্দনা অঞ্জনাভাঃ প্রচিতাভা ইতি, এতে মহাভূতবশিনো ধ্যানাহারাঃ কল্পসহস্রায়ুষঃ। প্রথমে ব্রহ্মণো জনলোকে চতুর্বিধো দেবনিকায়ো—ব্রহ্ম-পুরোহিতা ব্রহ্মকায়িকা ব্রহ্মমহা-কায়িকা (অজরা) অমরা ইতি, এতে ভূতেন্দ্রিয়বশিনো দ্বিগুণ-দ্বিগুণোত্তরায়ুষঃ। দ্বিতীয়ে তপসি লোকে ত্রিবিধো দেবনিকায়ঃ—আভাস্বরা মহাভাস্বরাঃ সত্যমহাভাস্বরা ইতি। এতে ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশিনো দ্বিগুণদ্বিগুণোত্তরায়ুষঃ, সর্বে ধ্যানাহারা ঊর্ধ্বরেতসঃ ঊর্ধ্বমপ্রতিহতজ্ঞানা অধরভূমিষ্বনাবৃতজ্ঞানবিষয়াঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেবনিকায়াঃ—অচ্যুতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যাভাঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চেতি। অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠা উপর্যুপরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনো যাবৎসর্গায়ুষঃ। তত্রাচ্যুতাঃ সবিতর্কধ্যানসুখাঃ, শুদ্ধনিবাসাঃ সবিচারধ্যানসুখাঃ, সত্যাভা আনন্দমাত্র-ধ্যানসুখাঃ, সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চাস্মিতামাত্রধ্যানসুখাঃ, তেঽপি ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি। ত এতে সপ্ত লোকাঃ সর্ব এব ব্রহ্মলোকাঃ। বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্তন্তে, ন লোকমধ্যে ন্যস্তা ইতি। এতদ্‌যোগিনা সাক্ষাৎকর্তব্যং সূর্যদ্বারে সংযমং কৃত্বা ততোঽন্যত্রাপি, এবন্তাবদভ্যসেদ্ যাবদিদং সর্বং দৃষ্টমিতি ॥ ২৬ ॥

২৬। সূর্যে বা সূর্যদ্বারে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয় (১)। সু

ভাষ্যানুবাদ—ভুবনের প্রস্তার (বিন্যাস) সপ্তলোকসকল। তাহার মধ্যে অবীচি হইতে মেরুপৃষ্ঠ পর্যন্ত ভূর্লোক। মেরুপৃষ্ঠ হইতে ধ্রুব পর্যন্ত গ্রহ, নক্ষত্র ও তারার দ্বারা বিচিত্র অন্তরিক্ষ-লোক। তাহার পর পঞ্চবিধ স্বর্লোক। (পঞ্চবিধ স্বর্লোকের প্রথম ও ভূর্লোক হইতে) তৃতীয়

মাহেন্দ্রলোক, চতুর্থ প্রাজাপত্য মহর্লোক। পরে ত্রিবিধ ব্রহ্মলোক, তাহা যথা: জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। এ বিষয়ে সংগ্রহশ্লোক যথা, "ত্রিভূমিক ব্রহ্মলোক, তাহার নিম্নে প্রাজাপত্য মহর্লোক মাহেন্দ্র স্বর্লোক বলিয়া উক্ত হয়, (তাহার নিম্নে) তারাযুক্ত দ্যুলোক ও তন্নিম্নে প্রজাযুক্ত ভূর্লোক"। তাহার মধ্যে অবীচির উপর্যুপরি ছয় মহা নরকভূমি সন্নিবেশিত আছে, তাহারা ঘন, সলিল, অনল, অনিল, আকাশ ও তমঃতে প্রতিষ্ঠিত, (তাহাদের নাম যথাক্রমে) মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্র। যেখানে নিজকর্মোপার্জিত-দুঃখভোগী জীবগণ কষ্টকর দীর্ঘ আয়ু গ্রহণ করিয়া জাত হয়। তাহার পর মহাতল, রসাতল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল ও পাতাল নামক সপ্ত পাতাল। এই সপ্তদ্বীপা বসুমতী পৃথিবী অষ্টম। কাঞ্চন পর্বতরাজ সুমেরু ইহার মধ্যে। তাহার রাজত, বৈদূর্য স্ফটিক ও হেম-মণিযুক্ত শৃঙ্গসকল (২)। তন্মধ্যে বৈদূর্য প্রভার দ্বারা অনুরঞ্জিত হওয়াতে আকাশের দক্ষিণ ভাগ নীলোৎপলপত্রের ন্যায় শ্যাম। পূর্বভাগ শ্বেত, পশ্চিম স্বচ্ছ, কুরণ্ডকপ্রভ (স্বর্ণবর্ণ পুষ্পবিশেষের ন্যায়) উত্তর ভাগ। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে জম্বু আছে, তাহা হইতে জম্বুদ্বীপ নাম। সুমেরুর চতুর্দিকে নিরন্তর সূর্যপ্রচার-(ভ্রমণ) হেতু তথাকার দিন ও রাত্রি সংলগ্নের মত বোধ হয় অর্থাৎ সূর্যের দিকে দিন ও অন্য দিকে রাত্রি ইহারা লগ্নভাবে ঘুরিতেছে। সুমেরুর উত্তর দিকে দ্বিসহস্রযোজনবিস্তার নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবৎ নামক তিনটি পর্বত আছে। ইহাদের ভিতর রমণক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরু নামক তিনটি বর্ষ আছে, তাহাদের বিস্তার নয়-নয়-সহস্র যোজন। দক্ষিণে দ্বিসহস্রযোজনবিস্তার, নিষধ, হেমকূট ও হিমশৈল, তাহাদের ভিতর নয়-নয়-সহস্র-যোজন-বিস্তার হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ নামক তিন বর্ষ আছে।

সুমেরুর পূর্বে মাল্যবৎ পর্যন্ত ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্যন্ত কেতুমাল। তাহার মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ। জম্বুদ্বীপের পরিমাণ (ব্যাস) শতসহস্র যোজন, তাহা সুমেরুর চতুর্দিকে পঞ্চাশ সহস্র যোজন করিয়া ব্যূঢ। এই সকল শত-সহস্র যোজন বিস্তৃত জম্বুদ্বীপ এবং ইহা তাহার দ্বিগুণ বলয়াকৃতি লবণোদধির দ্বারা বেষ্টিত। তাহার পর ক্রমশঃ শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মল, গোমেদ (গোমেধ) ও পুষ্করদ্বীপ। ইহাদের প্রত্যেকে পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ আয়ত। (দ্বীপবেষ্টক) সপ্ত সমুদ্র সর্ষপরাশিকল্প, বিচিত্রশৈলমণ্ডিত। তাহারা (প্রথম লবণসমুদ্র ব্যতীত) যথাক্রমে ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধি, মণ্ড ও দুগ্ধের ন্যায় স্বাদুজলযুক্ত (৩)। পঞ্চাশকোটী যোজন বিস্তৃত, বলয়াকৃতি (সপ্তদ্বীপ), লোকালোক পর্বতপরিবৃত ও সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত। এই সমস্ত সুপ্রতিষ্ঠরূপে (অসংকীর্ণভাবে) অণ্ডমধ্যে ব্যূঢ আছে। এই অণ্ডও আবার প্রধানের অণু-অবয়ব, যেমন আকাশে খদ্যোত। পাতালে, জলধিতে ও ঐসকল পর্বতে অসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মার, অপ্সরা, ব্রহ্মরাক্ষস, কুষ্মাণ্ড ও বিনায়করূপ দেবযোনিসকল নিবাস করে, আর দ্বীপসকলে পুণ্যাত্মা দেবতা ও মনুষ্যেরা বাস করেন।

সুমেরু ত্রিদশদিগের উদ্যানভূমি, সেখানে মিশ্রবণ, নন্দন, চৈত্ররথ ও সুমানস এই চারি-উদ্যান, সুধর্মা নামক দেবসভা, সুদর্শন পুর এবং বৈজয়ন্ত নামক প্রাসাদ আছে। গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাসকল ধ্রুবে নিবদ্ধ হইয়া বায়ুবিক্ষেপের দ্বারা সংযত হইয়া ভ্রমণ করতঃ সুমেরুর উপর্যুপরি সন্নিবিষ্ট থাকিয়া পরিবর্তন করিতেছে। মাহেন্দ্রনিবাসী দেবসমূহ ষড়্‌বিধ, যথা: ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত্ত, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্মিত-বশবর্তী এবং পরিনির্মিত-বশবর্তী। ইহারা সকলে সংকল্পসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্যসম্পন্ন, কল্পায়ু, বৃন্দারক (পূজ্য), কামভোগী, ঔপপাদিকদেহ (যে দেহ পিতামাতার সংযোগব্যতীত অকস্মাৎ

উৎপন্ন হয) এবং উত্তম ও অনুকূল অপ্সবাদিগেব দ্বাবা বেষ্টিত। প্রাজাপত্য মহর্লোকে দেবনিকায পঞ্চবিধ : কুমুদ, ঋভু, প্রতর্দন, অঞ্জনাভ ও প্রচিতাভ। ইহাবা মহাভূতবশী ধ্যানাহাব (ধ্যানমাত্রে তৃপ্ত বা পুষ্ট) ও সহস্রকল্পায়ু। জননামক ব্রহ্মাব প্রথম লোকেব দেবনিকায চতুর্বিধ, যথা—ব্রহ্ম-পুবোহিত, ব্রহ্মকাযিক, ব্রহ্মমহাকাযিক ও অমব। ইহাবা ভূতেন্দ্রিযবশী এবং পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা দুই গুণ আয়ুর্যুক্ত। ব্রহ্মাব দ্বিতীয তপোলোকে দেবনিকায ত্রিবিধ, যথা : আভাস্বব, মহাভাস্বব ও সত্যমহাভাস্বব। ইহাবা ভূতেন্দ্রিয ও তন্মাত্র-বশী। পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা দুই গুণ আয়ুর্যুক্ত ধ্যানাহার, ঊর্ধ্বরেতা ও ঊর্ধ্বস্থ সত্যলোকেব জ্ঞানেব সামর্থ্যযুক্ত এবং নিম্নলোকসমূহেব অনাবৃত (সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষযেব) জ্ঞানসম্পন্ন। ব্রহ্মাব তৃতীয সত্যলোকে দেবনিকায চতুর্বিধ, যথা—অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইহাবা (বাহ্য) ভবনশূন্য, স্বপ্রতিষ্ঠ, পূর্বপূর্বাপেক্ষা উপবিস্থিত, প্রধানবশী এবং মহাকল্পায়ু। তন্মধ্যে অচ্যুতেবা সবিতর্ক-ধ্যানসুখযুক্ত, শুদ্ধনিবাসেবা সবিচাব-ধ্যান-সুখযুক্ত, সত্যাভেবা আনন্দমাত্র-ধ্যানসুখযুক্ত আব সংজ্ঞাসংজ্ঞীবা অস্মিতামাত্র-ধ্যানসুখযুক্ত। ইহাবাও ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সপ্তলোক সমস্তই ব্রহ্মলোক। বিদেহদেববা ও প্রকৃতিলযেবা মোক্ষপদে অবস্থিত। তাঁহাবা লোক-মধ্যে ন্যস্ত নহেন। সূর্যদ্বাবে সংযম কবিযা যোগীব এই সমস্ত সাক্ষাৎ কবা কর্তব্য। অথবা (সূর্যদ্বাবব্যতীত) অন্যত্রও এইরূপ অভ্যাস কবিবে যত দিন না এই সমস্ত প্রত্যক্ষ হয।

টীকা। ২৬। (১) সূর্য অর্থে সূর্যদ্বাব। এ বিষযে সকলেই একমত। চন্দ্র এবং ধ্রুব (পবেব দুই সূত্রোক্ত) দেখিযা সূর্যকে সাধাবণ সূর্য মনে হইতে পাবে, কিন্তু তাহা নহে। পবন্তু চন্দ্রও চন্দ্রদ্বাব হইবে। ধ্রুবেব ব্যাখ্যা ভাষ্যকাব স্পষ্ট লিখিযাছেন।

সূর্যদ্বাব স্থিব কবিতে হইলে প্রথমে সুষুম্না স্থিব কবিতে হইবে। শ্রুতি বলেন, "তত্র শ্বেতঃ সুষুম্না ব্রহ্মযানঃ"। অর্থাৎ হৃদয হইতে ঊর্ধ্বগত শ্বেত (জ্যোতির্মষ) সুষুম্না নাড়ী। অন্য শ্রুতি, যথা, "সূর্যদ্বাবেণ তে বিবজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যযাত্মা" (মুণ্ডক) অর্থাৎ সূর্যদ্বাবেব দ্বাবা অব্যয আত্মাতে উপনীত হয। আত্মা—"প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদযং সন্নিধায।" অতএব হৃদয আত্মা ও শবীবেব সন্ধিস্থল অর্থাৎ শবীবেব সর্বাপেক্ষা প্রকাশশীল অংশই হৃদয। বক্ষঃস্থলই সাধাবণতঃ আমাদেব আমিত্বেব কেন্দ্র, সুতবাং বক্ষঃস্থ অতিপ্রকাশশীল বা সূক্ষ্মতম বোধময অংশই হৃদয। হৃদয হইতে সেইরূপ সূক্ষ্ম, মস্তকাভিমুখী বোধধাবাই সুষুম্না। স্থূল শবীবে সুষুম্না অন্বেষ্য নহে, কিন্তু ধ্যানেব দ্বাবা অন্বেষ্য। আধুনিক শাস্ত্রেব মতে মেরুদণ্ডেব মধ্যে সুষুম্না, কিন্তু প্রাচীন শ্রুতিশাস্ত্রমতে হৃদয হইতে ঊর্ধ্বগ নাড়ীবিশেষ সুষুম্না। বস্তুতঃ কশেরুকা মজ্জা, pneumogastric nerve ও carotid artery এই তিনেব মধ্যস্থ সূক্ষ্মতম বোধবহ অংশই সুষুম্না। বক্তব্যতীত ক্ষণ-মাত্রেই মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয হয, কশেরুকা মজ্জা (spinal cord) ও pneumogastric nerve ব্যতীতও বক্তগতি এবং শবীবেব বোধাদি রুদ্ধ হয়, অতএব ঐ তিন স্রোতই প্রাণধাবণেব অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত আত্মাব সহিত অন্নেব বা শবীবেব সম্বন্ধেব মূল হেতু। সুতবাং তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্মতম প্রকাশশীল অংশই সুষুম্না। যোগী সজ্ঞানে শাবীবিক অভিমান সম্যক্ ত্যাগ কবিযা (শবীবেব ক্রিযা বোধ কবিযা) অবশিষ্ট এই সূক্ষ্মতম প্রকাশশীল অংশ সর্বশেষে ত্যাগ কবিযা বিদেহ হন। এই সুষুম্নারূপ দ্বাবই সূর্যদ্বাব। সূর্যেব সহিত ইহাব কিছু সম্বন্ধ আছে বলিযা ইহাকে সূর্যদ্বাব বলা যায। শাস্ত্রে আছে, "অনন্তা বশ্ময়স্তস্য দীপবদ্ যঃ স্থিতো হৃদি"। "ঊর্ধ্বমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বা সূর্যমণ্ডলম্॥

ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যান্তি পরাং গতিম্” (মৈত্রায়ণী উপ.) অর্থাৎ হৃদয়ে দীপবৎ স্থিত ব্রহ্মের যে অনন্ত রশ্মিসকল আছে তাহাদের একটি ঊর্ধ্বে অবস্থিত, যাহা সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া তাহার দ্বারাই পরমা গতির প্রাপ্তি হয়।

অতএব পূর্বোক্ত জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির এক ধারাই সুষুম্নাদ্বার বা সূর্যদ্বার। যাঁহারা ব্রহ্মযান-পথে গমন করেন, তাঁহারা কোন কারণে সূর্যমণ্ডলে যাইয়া তথা হইতে ব্রহ্মলোকে যান। শ্রুতিতে আছে, “স আদিত্যমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে। যথা লম্বরস্য খং তেন ঊর্ধ্ব আক্রমতে”। অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্মযানগামী) আদিত্যে আগমন করেন, আদিত্য আপনার অঙ্গ বিবর করিয়া ছিদ্র করেন (যেমন লম্বর নামক বাদ্যযন্ত্রের মধ্যস্থ ফাঁক, সেইরূপ) সেই ছিদ্র দিয়া তিনি ঊর্ধ্বে গমন করেন (বৃহ. উপ.) তজ্জন্যই সুষুম্নাকে সূর্যদ্বার বলা হয়।

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির এই বিশেষ ধারায় সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়। ভুবন স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং তদন্তর্গত অবীচি আদি জ্যোতির্হীন , সুতরাং তাহাদের দর্শন স্থূল ভৌতিক আলোকে হইবার নহে। সাধারণ সূর্যালোক তাহার দর্শনের হেতু নহে, কিন্তু যে ঐন্দ্রিয়িক প্রকাশে দ্যোতক আলোকের অপেক্ষা নাই, যাহা নিজের আলোকেই নিজে দেখে, তাদৃশ ইন্দ্রিয়-শক্তির দ্বারাই ভুবনজ্ঞান হয়।* সূর্যদ্বার অর্থে যে সূর্য নহে তাহার এক কারণ এই—সূর্যে সংযম করিলে সূর্যেরই জ্ঞান হইবে, ব্রহ্মাদি লোকের জ্ঞান কিরূপে হইবে ?

পিণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডের (microcosm and macrocosm) সামঞ্জস্য অনুসারেই সুষুম্না নাড়ী ও লোকসকলের একত্ব উক্ত হইয়াছে। লোকাতীত আত্মা সর্ব প্রাণীরই আছে। আর বুদ্ধিসত্ত্ব বিভু, কেবল ইন্দ্রিয়াদিরূপ বৃত্তির দ্বারা সংকুচিতবৎ হইয়া রহিয়াছে, তাহার যেমন যেমন আবরণ কাটিয়া যায় তেমনি তেমনি বিভুত্ব প্রকটিত হয়, আর প্রাণীরও উচ্চতর লোকে গতি হয়। সুতরাং বুদ্ধির প্রকাশাবরণক্ষয়ের এক এক অবস্থার সহিত এক এক লোক সম্বন্ধ। বুদ্ধির দিক্ হইতে দূর নিকট নাই, সুতরাং প্রত্যেক প্রাণীর বুদ্ধি এবং ব্রহ্মাদি লোক একত্র রহিয়াছে, কেবল বুদ্ধির বৃত্তির শুদ্ধি করিলেই তাহাতে গমনের ক্ষমতা হয়।

২৬। (২) ভূর্লোক এই পৃথিবী নহে, কিন্তু এই পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট সুবৃহৎ সূক্ষ্ম লোকরাই ভূর্লোক। (‘লোকসংস্থানে’ সবিশেষ দ্রষ্টব্য)। দেবাবাস সুমেরু-পর্বত সূক্ষ্ম লোক, তাহা স্থূল চক্ষুর অগ্রাহ্য। এইরূপ লোকসংস্থান প্রাচীন যোগবিদ্যায় গৃহীত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধরাও ইহা লইয়াছেন, কিন্তু বর্তমান বিবরণ বিশুদ্ধ নহে। মূলে কোন যোগী ইহা সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাৎকালিক মানবসমাজের খগোলের ও ভূগোলের সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতে ইহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা বহুকাল কণ্ঠে কণ্ঠে চলিয়া আসিয়া পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অন্তরিক্ষ সূক্ষ্ম লোকময় দেখাইবে। কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে পৃথিবীগোলক সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তন করিতেছে দেখা যাইবে। পূর্বকার লোকেদের ভূগোলের বিষয়ে প্রস্ফুট জ্ঞান ছিল না,

* এ বিষয়ে *Nightside of Nature* গ্রন্থে উল্লেখ, যথা—"The seeing of a clear-seer", says Dr. Passavant, "may be called a Solar seeing, for he lights and interpenetrates his object with his own organic light." Chapter XIV.

সুতরাং তাঁহারা সাক্ষাৎকারী যোগীর বিবরণ যথাযথ ধারণা করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ প্রকৃত বিবরণকে অনেক বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রচলিত বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

যাঁহারা যোগসিদ্ধ হন তাঁহারা তখন গ্রন্থরচনা করেন না, তাঁহারা পৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসুদের উপদেশ করেন, আর, শিষ্য-প্রশিষ্যেরাই শাস্ত্র রচনা করেন। যোগশাস্ত্রের আদিম বক্তা কপিলর্ষি আসুরি ঋষিকে সাংখ্যযোগ-বিদ্যা বলিয়াছিলেন, পরে পঞ্চশিখ ঋষি শাস্ত্র রচনা করেন। যোগসিদ্ধ হইলে যোগীরা পার্থিব ভাবের সম্যক্ অতীত হইয়া যান, তাঁহাদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসুরা প্রধানতঃ আগম প্রমাণ হইতেই জ্ঞানলাভ করেন। সেইরূপ অপার্থিব ভাবে মগ্ন ধ্যায়ীদের নিকট শ্রবণ করিয়াই যোগবিদ্যা উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন, "ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে" (ঈশ) অতএব যিনি এই বাক্য বলিয়াছেন, তিনি ধীরদের নিকট শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন।

সিদ্ধদের জীবদ্দশায় তাঁহাদের বাক্যে অমোঘ আগম প্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের অবর্তমানে সেই সত্যনির্দেশরূপ তাঁহাদের উপদেশ সাধারণের মনে সেইরূপ শ্রদ্ধা ও অমোঘ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না, তাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব। অতএব সিদ্ধ বক্তার লিপিবদ্ধ উক্তি অপেক্ষা দর্শনকারেরাই সাধারণ মানবের পক্ষে অধিকতর উপকারক। ফলে যেমন, মহামূল্য হীরকখণ্ড বুভুক্ষু দরিদ্রের আশু উপকারে লাগে না, সেইরূপ প্রকৃত যোগসিদ্ধও সাক্ষাৎভাবে সাধারণের উপকারে আসেন না। বুদ্ধাদি উন্নত পুরুষদের অধুনা যাঁহারা ভক্ত তাহারা বুদ্ধাদির প্রকৃত মহত্ত্বের তত ধার ধারে না, কেবল কতকগুলি কাল্পনিক গল্পের নায়করূপেই তাঁহাদের চিনে।

২৬। (৩) দধি ও মণ্ড পৃথক্ না করিয়া 'দধিমণ্ড' ধরিয়া স্বাদুজল নামক এক পৃথক্ সমুদ্র আছে এইরূপ অর্থও হয়। কিন্তু দধ্যাদির ন্যায় স্বাদুজলবিশিষ্ট সমুদ্র, এইরূপ অর্থ ই সম্ভবপর। দ্বীপসকলে পুণ্যাত্মা দেব বা দেবযোনি, এবং মনুষ্য বা পরলোকগত মনুষ্য বাস করেন, অতএব দ্বীপসকল সূক্ষ্মলোক হইবে। পৃথিবীর অল্প লোকই পুণ্যাত্মা, বাকি অপুণ্যাত্মারা কোথায় বাস করে? তাহারা যদি ঐ দ্বীপে বাস না করে, তবে পৃথিবী ঐ দ্বীপ হইতে বহির্ভূত বলিতে হইবে।

ফলে দ্বীপসকল সূক্ষ্মলোক। পাতালসকলও ভূর্লোকের (পৃথিবীর নহে) অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মলোক, আর সপ্ত নিরয়ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে স্থূল পৃথিবীর বাহ্যাভ্যন্তর যেরূপ দেখায় সেইরূপ লোক। অবীচি (তরঙ্গহীন বা জড়, ইহা অগ্নিময় বলিয়া বর্ণিত হয়), ঘন (সংহত পৃথিবী), সলিল (জল বা ঘন অপেক্ষা অসংহত পার্থিব অংশ), অনল, অনিল (পার্থিব বায়ুকোষ), আকাশ (বায়ুর বিরলাবস্থা) ও তম (অন্ধকারময় শূন্য) এই সকল অবস্থা স্থূল পৃথিবীসম্বন্ধীয়। সেই অবস্থাসকল সূক্ষ্মকরণযুক্ত, অথচ রুদ্ধশক্তিত্বহেতু কষ্টময়চিত্তযুক্ত নারকীদের নিকট যেরূপ বোধ হয়, তাহাই অবীচি আদি নিরয়। দুঃস্বপ্নরোগে (nightmare) যেমন ইন্দ্রিয়-শক্তি জড়ীভূত বোধ হওয়াতে কার্যের সামর্থ্য থাকে না, কিন্তু মন জাগ্রত হইয়া পাশবদ্ধবৎ কষ্ট পায়, নারকীরাও সেইরূপ চিত্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। লোভ ও ক্ষুধা অত্যধিক থাকিলে, কিন্তু তাহার পূরণের শক্তি না থাকিলে যেরূপ হয়, নারকীদের দশাও সেইরূপ। যাহারা পৃথিবী ও পার্থিব ভোগকে একমাত্র সার জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণরূপে তন্ময়চিত্তে ক্রোধ-লোভ-মোহপূর্বক পাপাচরণ করে, কখনও নিজের সূক্ষ্মতার এবং পরলোকের ও পরমার্থ বিষয়ের চিন্তা করে না, তাহারাই অবীচিতে যায়। পৃথিবীর মধ্যস্থ মহাগ্নি তাহাদের দগ্ধ করিতে পারে না (সূক্ষ্মতাহেতু), কিন্তু তাহারা নিজের সূক্ষ্মতা না জানিয়া এবং স্থূল পদার্থ ব্যতীত অন্য

সূক্ষ্মপদার্থ-বিষয়ক সংস্কার না থাকা হেতু, কেবল সেই স্থূল অগ্নিতে গর্ববলিতবুদ্ধি হইয়া দগ্ধবৎ হইতে থাকে, এইরূপ হইতে পারে। অন্যান্য নিরয়েও ঐরূপ অপেক্ষাকৃত অল্প দুষ্কৃতির ভোগ হয়।

পৃথিবীতে যেরূপ তির্যক্‌জাতি, সূক্ষ্মশরীরীদের মধ্যে সেইরূপ সপ্ত পাতালবাসীরা তির্যক্‌জাতি-স্বরূপ। স্থূল, সূক্ষ্ম বা মিশ্র দৃষ্টি অনুসারে একই স্থানের ভিন্নভিন্নরূপ প্রতীতি হয়। মনুষ্যেরা যাহাকে মাটি-জল-অগ্নি-আদি দেখে, নিরয়ীরা তাহাকে নরক দেখে, পাতালবাসীরা তাহাকে স্বাবাসভূমি পাতাল বলিয়া ব্যবহার করে। ভূর্লোকের পৃষ্ঠ হইতে দেবলোক আরব্ধ হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠ অর্থে পৃথিবীর পৃষ্ঠ নহে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুস্তরের কোষ অপেক্ষাও অনেক উপরে ভূপৃষ্ঠ বা মেরুপৃষ্ঠ।

পাতালবাসীরা এবং ঔপপাদিক দেবেরা পৃথক্ যোনি বলিয়া কথিত হয়। নারকীরা মনুষ্যের পরিণাম, সেইরূপ স্বর্গবাসী মনুষ্যও আছে, তাহাদের মনুষ্যজন্ম স্মরণ থাকে। শ্রুতিতে এইজন্য দেবগন্ধর্ব ও মনুষ্যগন্ধর্ব এইরূপ ভেদ আছে।

এই লোকসংস্থান এবং লোকবাসীদের বিষয় না বুঝিলে কৈবল্যের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। পুণ্যফলে নিম্ন দেবলোকে গতি হয়। আর, যোগের অবস্থা লাভ করিলে তাহার তারতম্যানুসারে উচ্চোচ্চ লোকে গতি হয়। সম্প্রজ্ঞান লইয়া ব্রহ্মলোকে যাইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তথায় যাইলে, "ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরম্পদম্॥" (নীলকণ্ঠ। শান্তিপর্ব ২৭৯।৪৯, কূর্মপুরাণ) এইরূপ গতি হয়। সমাধিবলে শারীর সংস্কারের অতীত হওয়াতেই তাঁহাদের শরীরধারণ হয় না। বিবেকজ্ঞান অসম্পূর্ণ বা বিপ্লুত থাকে বলিয়াই তাঁহারা লোকমধ্যে অভিনির্বর্তিত হইয়া পরে প্রলয়ের সাহায্যে কৈবল্যলাভ করেন।

বিদেহ ও প্রকৃতিলয় সিদ্ধদের সম্যক্ অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষের প্রকৃত বিবেকজ্ঞান হয় না, কিন্তু বৈরাগ্যের দ্বারা করণলয় হয় বলিয়া, তাঁহারা লোকমধ্যে থাকেন না, কিন্তু মোক্ষপদে থাকেন। পুনঃ সর্গে তাঁহারা উচ্চলোকে অভিনির্বর্তিত হন। কৈবল্যপদ সর্বলোকাতীত ও পুনরাবর্তনশূন্য।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্। চন্দ্রে সংযমং কৃত্বা তারাব্যূহং বিজানীয়াৎ ॥ ২৭ ॥

২৭। চন্দ্রে বা চন্দ্রদ্বারে সংযম করিলে তারাদের ব্যূহজ্ঞান হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—চন্দ্রে সংযম করিয়া তারাব্যূহ বিজ্ঞাত হইবে (১)।

টীকা। ২৭। (১) পূর্বেই বলা হইয়াছে সূর্য যেমন সূর্যদ্বার, চন্দ্রও সেইরূপ চন্দ্রদ্বার। চন্দ্র ঠিক দ্বার নহে, কারণ, সূর্যদ্বারা কোন শক্তিবলে ব্রহ্মযানেরা অতিবাহিত হইয়া ব্রহ্মলোকে যান, চন্দ্রের দ্বারা সেইরূপ হয় না। চন্দ্রসম্বন্ধীয় লোক প্রাপ্ত হওয়ার পর পুনঃ পৃথিবীতে আবর্তন হয়। "তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে" (গীতা)। সূর্য যেরূপ স্বপ্রকাশ, সূর্যদ্বারের প্রজ্ঞাও সেইরূপ নিজের আলোকে দেখা, সমস্ত লোকসংস্থান জানিতে হইলে তাদৃশ জ্ঞানের আলোকের প্রয়োজন। চন্দ্রের আলোক প্রতিফলিত। জ্ঞেয় হইতে গৃহীত আলোকে কোন দ্রব্য দেখিতে হইলে যেরূপ প্রজ্ঞার প্রয়োজন তারাব্যূহ-জ্ঞানের জন্য সেইরূপ জ্ঞানশক্তির আবশ্যক। সৌম্য প্রজ্ঞার

এস্থলে প্রযোজন নাই। অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়সাধ্য জ্ঞান যেরূপ তাহারই অত্যুৎকর্ষ হইলে বা স্থূল বিষযের জ্ঞানের উৎকর্ষ হইলে তারাব্যূহজ্ঞান হয়।

অন্যান্য যোগগ্রন্থেও নাসাগ্রাদিতে চন্দ্রের স্থান বলিয়া উক্ত আছে, যথা—(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য) "নাসাগ্রে শশধৃগ্‌ বিম্বম্।" "তালুমূলে চ চন্দ্রমাঃ" (ঘেরণ্ড সংহিতা) ইহা চক্ষুসম্বন্ধীয় চন্দ্রমা। ফলে বিষয়বতী প্রবৃত্তিই চন্দ্রসংযমজ প্রজ্ঞা। সুষুম্না দিয়া উৎক্রান্তি ঘটিলে যেরূপ সূর্যের সহিত সম্পর্ক থাকে বলিয়া তাহার নাম সূর্যদ্বার, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দিয়া উৎক্রান্তি হইলে চন্দ্রসম্বন্ধীয় লোকপ্রাপ্তি হয় বলিয়া ইহার নাম চন্দ্র বা চন্দ্রদ্বার। সূর্য ও চন্দ্র বা প্রাণ ও রয়ি নামক প্রাচীন শ্রুত্যুক্ত আধ্যাত্মিক পদার্থও আছে।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যম্। ততো ধ্রুবে সংযমং কৃত্বা তারাণাং গতিং জানীয়াদ্, ঊর্ধ্ববিমানেষু কৃতসংযমস্তানি বিজানীয়াৎ ॥ ২৮ ॥

২৮। ধ্রুবে সংযম করিলে তারাগতির জ্ঞান হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার পর ধ্রুবে (নিশ্চল তারায়) সংযম করিয়া তারাগণের গতি জ্ঞাতব্য। ঊর্ধ্ববিমানে অর্থাৎ জ্যোতিষ্ক আদির বাহনে (শূন্যে) সংযম করিয়া তাহাদের গতি জানিবে (১)।

টীকা। ২৮। (১) তারার জ্ঞান হইলে তাহাদের গতিজ্ঞান বাহ্য উপায়েই হয়। অতএব ধ্রুব সাধারণ ধ্রুব। ভাষ্যকারও ধ্রুবকে ঊর্ধ্ববিমানের সহিত বলিয়া সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া সমগ্র আকাশে স্থিরনিশ্চলভাবে সমাহিত হইয়া থাকিলে জ্যোতিষ্কদের গতি যে বোধগম্য হইবে, তাহা স্পষ্ট। স্বস্থৈর্যের উপমায় তারাদের গতির জ্ঞান হয়।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যম্। নাভিচক্রে সংযমং কৃত্বা কায়ব্যূহং বিজানীয়াৎ। বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্ত্রয়ো দোষাঃ সন্তি। ধাতবঃ সপ্ত ত্বগ্‌-লোহিত-মাংস-স্নায়্বস্থিমজ্জা-শুক্রাণি, পূর্বং পূর্বমেষাং বাহ্যমিত্যেষ বিন্যাসঃ ॥ ২৯ ॥

২৯। নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়ব্যূহের (দেহসংস্থানের) জ্ঞান হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—নাভিচক্রে সংযম করিয়া কায়ব্যূহ বিজ্ঞাতব্য। বাত, পিত্ত ও কফরূপ ত্রিবিধ দোষ আছে (১)। আর ধাতু সপ্ত—ত্বক্‌, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। ইহারা পর পর অপেক্ষা বাহ্যরূপে বিন্যস্ত।

টীকা। ২৯।(১) যেমন সূর্যদ্বারকে প্রধান করিয়া অন্যান্য যথাযোগ্য বিষয়ে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়, সেইরূপ নাভিস্থ চক্র বা যন্ত্রসমূহকে প্রধান করিলে শরীরের যন্ত্রসমূহের জ্ঞান হয়।

বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটির বৈষম্যকে দোষ বা রোগের মূল বলিয়া আয়ুর্বেদে কথিত হয়। ইহারা সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণমূলক বিভাগ এইরূপ সুশ্রুত বলিয়াছেন। তাহা হইলে বায়ু বোধাধিষ্ঠানসমূহের বিকার, পিত্ত সঞ্চারক অংশের বিকার ও কফ স্থিতিশীল অংশের বিকার হইবে। বস্তুতঃ উহাদের লক্ষণ পর্যালোচনা করিলে উহাই প্রতিপন্ন হয়। চিত্তবিকার, বাতপীড়া প্রভৃতি স্নায়বিক বিকারসকল বায়ুবিকার বলিয়া কথিত হয়। স্নায়বিক শূল ও আক্ষেপ তাহার প্রধান লক্ষণ। পিত্তঘটিত রক্তসঞ্চালনের বিকারই পিত্তদোষ বলিয়া কথিত হয়। তাহাতে অনিদ্রা, দাহ প্রভৃতি চাঞ্চল্যপ্রধান পীড়া হয়। শরীরের যে সমস্ত স্রোত বা নালীর মুখ বাহিরে খোলা তাহাদের ত্বকের নাম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী। মুখ হইতে গুহ্য পর্যন্ত যে স্রোত আছে তাহাতে, শ্বাসনালীতে, মূত্রনালীতে, চক্ষুতে ও কর্ণে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আছে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীযুক্ত স্রোতঃসমূহ প্রধানতঃ শরীরধারণ-কার্যে ব্যাপৃত। অন্ন, জল ও বায়ুরূপ আহার এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়াহার, সমস্তই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়। মূত্রনালী এবং গুহ্য, জল ও অন্নরূপ আহারসম্বন্ধীয় নির্গমদ্বার। এই সমস্ত যন্ত্রের বিকার কফ-বিকার বলিয়া কথিত হয়।

সঞ্চরণশীল বায়ুর, পিত্তের এবং কফের সহিত ঐ ঐ লক্ষণের এইরূপ কিছু সম্পর্ক থাকাতে উহারা বাত, পিত্ত ও কফ নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু শেষে লোকে মূলতত্ত্ব ভুলিয়া সাধারণ বাতাস, পিত্তরস ও শ্লেষ্মাকে তিন দোষ মনে করিয়া অনেক ভ্রান্তির সৃজন করিয়া গিয়াছেন। প্রাগুক্ত দোষবিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, কিন্তু সাধারণতঃ যাহা বাত, পিত্ত ও কফ বলিয়া সর্বশরীরে খোঁজা হয়, তাহা অপ্রকৃত পদার্থ। কেবল ঐ মূল সত্যের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই উহা টিকিয়া রহিয়াছে। গুণত্রয় যেরূপ আপেক্ষিক ও প্রতি ব্যক্তিতে লভ্য, বাতাদি দোষও সেইরূপ। তজ্জন্য বাত-পৈত্তিক, বাত-শ্লৈষ্মিক ইত্যাদি বিভাগ সর্ব শরীরের রোগেই প্রযুক্ত হয়। ঔষধও সেইরূপ বাতনাশক, পিত্তনাশক ও কফনাশক, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বাতনাশক অর্থে বাতবৈষম্যের যাহাতে সাম্য হয়। বাতের প্রাবল্যজনিত বৈষম্য ও মৃদুতাজনিত বৈষম্য এই উভয় প্রকার বৈষম্য হইতে পারে। প্রাবল্য, উপশমকারী ঔষধের দ্বারা এবং মৃদুতা উত্তেজক ঔষধের দ্বারা শান্ত হয়। এইরূপে প্রত্যেক যন্ত্রের প্রত্যেক পীড়ার হিতকর ও অহিতকর ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ প্রথাটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে উহা অজ্ঞ লোকের দ্বারা সহজেই বিকৃত হইবার কথা। বিশেষ বিজ্ঞতা না থাকিলে, বিশেষতঃ গুণত্রয়ের জ্ঞান না থাকিলে ইহাতে পারদর্শিতা হইবার আশা নাই।

সাংখ্য হইতে যেরূপ অহিংসা, সত্য আদি উচ্চতম শীল ও যোগধর্ম লাভ করিয়া সর্ব জগৎ উপকৃত হইয়াছে, সেইরূপ চিকিৎসাবিদ্যার মূলতত্ত্ব লাভ করিয়াও সর্ব জগৎ উপকৃত হইয়াছে।

সপ্ত ধাতুতে (tissueতে) শরীরের বিভাগ যে স্থূল বিভাগ, তাহা বলা বাহুল্য।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্। জিহ্বায়া অধস্তাৎ তন্তুঃ, ততোঽধস্তাৎ কণ্ঠঃ, ততোঽধস্তাৎ কূপঃ, তত্র সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসে ন বাধেতে ॥ ৩০ ॥

৩০। কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—জিহ্বার অধোদেশে তন্তু, তাহার অধোদেশে কণ্ঠ, তাহার অধোভাগে কূপ। তাহাতে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা লাগে না (১)।

টীকা। ৩০। (১) তন্তু বাগ্‌যন্ত্রের অংশবিশেষ, ইহাকে vocal cords বলে। উহা স্বরযন্ত্রের (larynx) অগ্রে স্থিত। স্বরযন্ত্র কণ্ঠ, আর শ্বাসনালী বা trachea কণ্ঠকূপ। তথায় সংযমের দ্বারা স্থির প্রসাদভাব লাভ করিলে ক্ষুৎপিপাসার পীড়া-বোধের উপর আধিপত্য হয়। অবশ্য ক্ষুৎপিপাসা অন্ননালীতে (alimentary canal-এ) অবস্থিত, সুতরাং œsophagus নালীতে ধ্যান বিধেয় হইবে এইরূপ সহসা মনে হইতে পারে। কিন্তু স্নায়বিক ক্রিয়া অনেক সময়ে পার্শ্ব বা দূর হইতে অধিকতর আয়ত্ত করা যায় তাহা স্মরণ রাখা উচিত।

কূর্মনাড্যাং স্থৈর্যম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্। কূপাদধ উরসি কূর্মাকারা নাড়ী, তস্যাং কৃতসংযমঃ স্থিরপদং লভতে, যথা সর্পো গোধা বেতি ॥ ৩১ ॥

৩১। কূর্মনাড়ীতে সংযম করিলে (চিত্তের) স্থৈর্য হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—কূপের নীচে বক্ষে কূর্মাকার নাড়ী আছে, তাহাতে সংযম করিলে স্থিরপদ লাভ করা যায়, যেমন সর্প বা গোধা (১)।

টীকা। ৩১। (১) কূপের নীচে কূর্মনাড়ী, সুতরাং bronchial tube-ই কূর্মনাড়ী। তাহাতে সংযম করিলে শরীর স্থির হয়। শ্বাসযন্ত্রের স্থৈর্য হইলে যে শরীরের স্থৈর্য হয়, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। সর্প ও গোধা যেরূপ অতি স্থিরভাবে প্রস্তরমূর্তির মত নিশ্চল থাকিতে পারে, ইহার দ্বারা যোগীও সেইরূপ পারেন। সর্পেরা সর্বাবস্থায় শরীরকে কাষ্ঠবৎ নিশ্চল রাখিতে পারে। শরীর স্থির হইলে তৎসহ চিত্তও স্থির করা যাইতে পারে। সূত্রস্থ স্থৈর্য চিত্তস্থৈর্যকে লক্ষ্য করিতেছে, কারণ, ইহারা সব জ্ঞানরূপা সিদ্ধি।

মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্। শিরঃকপালেঽন্তশ্ছিদ্রং প্রভাস্বরং জ্যোতিঃ, তত্র সংযমাৎ সিদ্ধানাং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালচারিণাং দর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

৩২। মূর্ধজ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধদর্শন হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—শিরঃকপালের (মাথার খুলির) মধ্যস্থ ছিদ্রে প্রভাস্বর জ্যোতি আছে, তাহাতে সংযম করিলে, দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্তরালচারী সিদ্ধগণের দর্শন হয় (১)।

টীকা। ৩২। (১) মস্তকের অভ্যন্তরে বিশেষতঃ পশ্চাদ্ভাগে জ্যোতি চিন্তনীয়। পূর্বোক্ত প্রবৃত্ত্যালোক আয়ত্ত না থাকিলে ইহার দ্বারা সিদ্ধদর্শন ঘটিতে পারে। সিদ্ধ এক প্রকার দেবযোনি।

প্রাতিভাদ্ বা সর্বম্ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যম্। প্রাতিভং নাম তারকং, তদ্বিবেকজস্য জ্ঞানস্য পূর্বরূপং যথোদয়ে প্রভা ভাস্করস্য। তেন বা সর্বমেব জানাতি যোগী প্রাতিভস্য জ্ঞানস্যোৎপত্তাবিতি ॥ ৩৩ ॥

৩৩। প্রাতিভ জ্ঞান হইতে উক্ত সমস্তই জানা যায়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রাতিভ তারক নামক জ্ঞান, তাহা বিবেকজ জ্ঞানের পূর্বরূপ। যেমন, সূর্যোদয়ের পূর্বকালীন প্রভা। তাহার দ্বারাও অর্থাৎ প্রাতিভজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও যোগী সমস্তই জানিতে পারেন (১)।

টীকা। ৩৩। (১) বিবেকজজ্ঞান ৩।৫২-৫৪ সূত্রে দ্রষ্টব্য। তাহার পূর্বে যে জ্ঞান-শক্তির প্রসাদ হয়, (যেমন, সূর্যোদয়ের পূর্বেকার আলোক) তদ্দ্বারা পূর্বোক্ত সমস্ত জ্ঞান সিদ্ধ হয়।

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যম্। যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম তত্র বিজ্ঞানং, তস্মিন্ সংযমাৎ চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তবিজ্ঞান হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—এই ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে) যে দহর অর্থাৎ ক্ষুদ্র গর্তযুক্ত পুণ্ডরীকাকার গৃহ আছে তাহাতে বিজ্ঞান থাকে। তাহাতে সংযম হইতে চিত্তসংবিৎ হয় (১)।

টীকা। ৩৪। (১) সংবিৎ অর্থে আভ্যন্তর জ্ঞান অর্থাৎ চিত্তেরই জ্ঞান। হৃদয়ে সংযম করিলে বুদ্ধি-পরিণাম চিত্তবৃত্তিসকলেরও তাহাতে যথাযথভাবে সাক্ষাৎকার হয়। ১।২৮ ও ৩।২৬ সূত্রের টিপ্পনীতে জন্য এবং তাহার ধ্যানের বিবরণ দ্রষ্টব্য। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের যন্ত্র বটে, কিন্তু আমিত্বের

উপনীত হইতে হইলে হৃদয-ধ্যানই প্রশস্ত উপায়। হৃদয হইতে মস্তিষ্কেব ক্রিয়া লক্ষ্য কবিযা এক এক প্রকাব বৃত্তি সাক্ষাৎকৃত হয। বৃত্তিসকল রূপাদিব ন্যায দেশব্যাপী আলম্বন নহে। রূপাদিজ্ঞানে যে কালিক ক্রিযাপ্রবাহ থাকে তাহাব উপলব্ধিই চিত্তবৃত্তিব সাক্ষাৎকাব। বিজ্ঞানেব মূল কেন্দ্র আমিত্বপ্রত্যযরূপ বুদ্ধি, তাহা হৃদয়-ধ্যানেব দ্বাবা সাক্ষাৎকৃত হয, তাহা বক্ষ্যমাণ পুরুষ-জ্ঞানেব সোপান-স্বরূপ।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পরার্থত্বাৎ স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যম্। বুদ্ধিসত্ত্বং প্রখ্যাশীলং সমানসত্ত্বোপনিবন্ধনে বজস্তমসী বশীকৃত্য সত্ত্ব-পুরুষান্যতাপ্রত্যয়েন পরিণতং, তস্মাচ্চ সত্ত্বাৎ পরিণামিনোঽত্যন্তবিধর্মা শুদ্ধোঽন্যশ্চিতি-মাত্ররূপঃ পুরুষঃ। তয়োবত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পুরুষস্য, দর্শিত-বিষয়ত্বাৎ। স ভোগপ্রত্যয়ঃ সত্ত্বস্য পরার্থত্বাদ্ দৃশ্যঃ। যস্তু তস্মাদ্বিশিষ্টশ্চিতিমাত্র-রূপোঽন্যঃ পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়স্তত্র সংযমাৎ পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা জাযতে। ন চ পুরুষ-প্রত্যযেন বুদ্ধিসত্ত্বাত্মনা পুরুষো দৃশ্যতে, পুরুষ এব প্রত্যযং স্বাত্মাবলম্বনং পশ্যতি, তথাহ্যুক্তং "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্" ইতি ॥ ৩৫ ॥

৩৫। অত্যন্ত ভিন্ন যে (বুদ্ধি) সত্ত্ব ও পুরুষ তাহাদেব অবিশেষ-প্রত্যযই ভোগ, তাহা পবার্থ, সুতবাং স্বার্থসংযম কবিলে পুরুষবিষযক জ্ঞান হয ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বুদ্ধিসত্ত্ব প্রখ্যাশীল, সেই সত্ত্বেব সহিত সমানরূপে অবিনাভাবসম্বন্ধযুক্ত বজ ও তমকে বশীভূত বা অভিভব কবিযা বুদ্ধি ও পুরুষেব ভিন্নতাপ্রত্যযে (১) বুদ্ধিসত্ত্ব পবিণত হয। পুরুষ সেই পবিণামী বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে অত্যন্তবিধর্মা, শুদ্ধ, বিভিন্ন, চিতিমাত্র-স্বরূপ, অত্যন্তভিন্ন তাহাদেব (বুদ্ধিসত্ত্বেব ও পুরুষেব) অবিশেষ-প্রত্যযই পুরুষেব ভোগ, কেননা, তাহা (পুরুষেব) দর্শিতবিষয। সেই ভোগ-প্রত্যয বুদ্ধিসত্ত্বেব, অতএব তাহা পবার্থত্বহেতু (দ্রষ্টাব) দৃশ্য। যাহা ভোগ হইতে বিশিষ্ট চিতিমাত্ররূপ, অন্য যে পুরুষ তৎসম্বন্ধীয প্রত্যয, তাহাতে সংযম কবিলে পুরুষবিষযা প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয। বুদ্ধিসত্ত্বাত্মক পুরুষপ্রত্যয়েব দ্বাবা পুরুষ দৃষ্ট হন না। কিন্তু পুরুষ স্বাত্মাবলম্বন প্রত্যযকেই জানেন, যথা উক্ত হইযাছে (শ্রুতিতে)—"বিজ্ঞাতাকে আবাব কিসেব দ্বাবা বিজ্ঞাত হইবে" ?

টীকা। ৩৫। (১) পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইযাছে যে, বিবেকখ্যাতি বুদ্ধিব ধর্ম অর্থাৎ প্রত্যয-বিশেষ, তাহা বুদ্ধিব চবম সাত্ত্বিক পবিণাম। বুদ্ধিব বাজসিক ও তামসিক মল অভিভূত হইলেই বিবেক-প্রত্যয উদিত হয। সেই বিবেক-প্রত্যযরূপ অতিপ্রকাশশীল বুদ্ধি হইতেও পুরুষ পৃথক্। কারণ, বুদ্ধি পবিণামী ইত্যাদি (২।২০ দ্রষ্টব্য)।

তাদৃশ যে বুদ্ধি ও পুরুষ, তাহাদের যে অবিশেষ-প্রত্যয় বা অভেদ জ্ঞান, অর্থাৎ একই জ্ঞান-বৃত্তিতে যে উভয়ের অন্তর্ভাব, তাহাই ভোগ। প্রত্যয় বলিয়া ভোগ বুদ্ধির বৃত্তি, আর বুদ্ধির বৃত্তি বলিয়া তাহা দৃশ্য। দৃশ্য বলিয়া ভোগ পরার্থ, অর্থাৎ পর যে দ্রষ্টা, তাহার অর্থ বা বিষয় বা প্রকাশ্য। দৃশ্য পরার্থ, আর, পুরুষ স্বার্থ, ইহা পূর্বেও (২।২০) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্বার্থ অর্থে যাহার স্বভূত অর্থ আছে তাদৃশ, অর্থাৎ অর্থবান্। সেই স্বার্থ পুরুষ বিবক্ষানুসারে স্বরূপাবস্থিত পুরুষও হয় এবং তদ্বিষয়া বুদ্ধি বা পৌরুষ-প্রত্যয়ও হয়, এখানে স্বার্থ পৌরুষ-প্রত্যয়ই সংযমের বিষয়। এতদ্বিষয়ে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "যস্তু···পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়ঃ" অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা গৃহীত পুরুষের মত ভাব, যাহা কেবল অস্মীতিমাত্র ব্যাবহারিক গ্রহীতা, তাহাই সংযমের বিষয় এই স্বার্থ পুরুষ। অর্থাৎ ব্যবহার-দশায় পুরুষার্থের যাহা মূল বলিয়া বোধ হয়, তাহা স্বরূপ পুরুষ নহে, কিন্তু তাহা পৌরুষ-প্রত্যয় বা আত্মাকারা বুদ্ধি। বৈদান্তিকেরাও বলেন, "আত্মানাত্মাকারং স্বভাবতোঽবস্থিতং সদা চিত্তম্"। সেই স্বার্থ, পৌরুষ-প্রত্যয়ে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়।

ইহাতে শঙ্কা হইবে তবে কি পুরুষ বুদ্ধির জ্ঞেয় বিষয়? না, তাহা নহে। তজ্জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 'পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা' হয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা পুরুষ প্রকাশিত হন না। পুরুষ স্বপ্রকাশ, বুদ্ধি বা 'আমি' তাহাতে বুদ্ধি করে 'আমি স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ', ইহাই পৌরুষ-প্রত্যয়। শ্রুতানুমান-জনিত ঐরূপ প্রজ্ঞা অবিশুদ্ধ, কিন্তু সমাধির দ্বারা চিত্ত-সাক্ষাৎকার করিয়া পরে চিত্ত হইতে পৃথগ্-ভূত পুরুষকে বুঝাই বিশুদ্ধ পৌরুষ-প্রত্যয়। তাহার অপর পারে চিদ্রূপ অর্থাতীত পুরুষ এবং এ পারে পরার্থা ভোগবুদ্ধি, সুতরাং যাহা মধ্যস্থিত তাহাই স্বার্থ ও সংযমের বিষয়। অতএব এই সংযম করিয়া যে প্রজ্ঞা হয়, তাহাই পুরুষবিষয়ক চরম প্রজ্ঞা, অনন্তর তদ্দ্বারা বুদ্ধির লয় হইলে স্বরূপস্থিতিরূপ কৈবল্য হয়।

দৃশ্য বুদ্ধির দ্বারা পুরুষ দৃষ্ট হইবার নহেন, অতএব এই পুরুষ-প্রত্যয় কি? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, পুরুষাকারা যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধিকে পুরুষের উপদর্শনই পুরুষ-প্রত্যয়। পুরুষাকারা বুদ্ধি উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'আমি দ্রষ্টা' এইরূপ জ্ঞানই পুরুষাকারা বুদ্ধির উদাহরণ। স্বরূপ পুরুষ সংযমের বিষয় হইতে পারে না, ঐ 'আমি দ্রষ্টা' বা 'অস্মীতিমাত্র' বা বিরূপ পুরুষই সংযমের বিষয় হইতে পারে।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাঽঽদর্শাঽঽস্বাদবার্তা জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যম্। প্রাতিভাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাতীতানাগতজ্ঞানং, শ্রাবণাদ্ দিব্যশব্দ-শ্রবণং, বেদনাদ্ দিব্যস্পর্শাধিগমঃ, আদর্শাদ্ দিব্যরূপসংবিৎ, আস্বাদাদ্ দিব্যরসসংবিৎ, বার্তাতো দিব্যগন্ধবিজ্ঞানম্ ইত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

৩৬। তাহা (পুরুষজ্ঞান) হইতে প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ এবং বার্তা উৎপন্ন হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রাতিভ হইতে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, অতীত ও অনাগত জ্ঞান, শ্রাবণ হইতে দিব্য-শব্দসংবিৎ, বেদন হইতে দিব্য-স্পর্শাধিগম, আদর্শ হইতে দিব্য-রূপসংবিৎ, আস্বাদ হইতে দিব্য-রসসংবিৎ, বার্তা হইতে দিব্য-গন্ধবিজ্ঞান হয়। এই সকল (পুরুষজ্ঞান হইলে) নিত্যই (অবশ্যম্ভাবিরূপে) উদ্ভূত হয় (১)।

টীকা। ৩৬।(১) ভাষ্য সুগম। পুরুষজ্ঞান হইলে স্বতঃই, বিনা সংযমপ্রয়োগে ইহারা উৎপন্ন হয়। এই পর্যন্ত সূত্রকার জ্ঞানরূপ সিদ্ধি বলিলেন, অতঃপর ক্রিয়া ও শক্তি-বিষয়ক সিদ্ধি বলিতেছেন।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যম্। তে প্রাতিভাদয়ঃ সমাহিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানা উপসর্গাঃ তদ্দর্শনপ্রত্যনীকত্বাদ্, ব্যুত্থিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৭। তাহারা সমাধিতে উপসর্গ, ব্যুত্থানেই সিদ্ধি ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই প্রাতিভাদিরা উৎপন্ন হইলে সমাহিত চিত্তের বিঘ্নস্বরূপ হয়, যেহেতু তাহারা সমাহিত চিত্তের (চরম) দ্রষ্টব্য বিষয়ের প্রতিবন্ধক। ব্যুত্থিত চিত্তের তাহারা সিদ্ধি (১)।

টীকা। ৩৭।(১) সমাধি একালম্বন-চিত্ততা, সুতরাং ঐ সিদ্ধিসকল তাহার উপসর্গ। একাগ্রভূমির দ্বারা তত্ত্বে সমাপন্ন হইয়া বৈরাগ্য করিলে এবং চিত্তকে সম্যক্ নিরোধ করিলে তবেই কৈবল্য হয়। সিদ্ধি তাহার বিরুদ্ধ (১।৩০ [১] দ্রষ্টব্য)।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্। লোলীভূতস্য মনসোঽপ্রতিষ্ঠস্য শরীরে কর্মাশয়বশাদ্বন্ধঃ প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ, তস্য কর্মণো বন্ধকারণস্য শৈথিল্যং সমাধিবলাদ্ ভবতি। প্রচারসংবেদনঞ্চ চিত্তস্য সমাধিজমেব, কর্মবন্ধক্ষয়াৎ স্বচিত্তস্য প্রচারসংবেদনাচ্চ যোগী চিত্তং স্বশরীরান্নিষ্কৃষ্য শরীরান্তরেষু নিক্ষিপতি। নিক্ষিপ্তং চিত্তং চেন্দ্রিয়াণ্যনু পতন্তি যথা মধুকররাজানং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি নিবিশমানমনু নিবিশন্তে তথেন্দ্রিয়াণি পরশরীরাবেশে চিত্তমনুবিধীয়ন্ত ইতি ॥ ৩৮ ॥

৩৮। (দেহের সহিত চিত্তের) বন্ধকারণের শৈথিল্য হইলে এবং (নাড়ীমার্গে চিত্তের) প্রচারসংবেদন হইলে চিত্তের পরশরীরাবেশ সিদ্ধ হয় ॥ সূ

৩৫

ভাষ্যানুবাদ—লোলীভূতত্বহেতু অর্থাৎ চঞ্চলস্বভাবহেতু অপ্রতিষ্ঠ মন, কর্মাশয়বশতঃ শরীরে বদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় (১)। সমাধিবলে সেই বন্ধকারণভূত কর্মের শৈথিল্য হয়, আর চিত্তের প্রচারসংবেদনও সমাধিজাত। কর্মবন্ধক্ষয়ে এবং নাড়ীমার্গে স্বচিত্তের সঞ্চারজ্ঞান হইলে, যোগী চিত্তকে স্বশরীর হইতে নিষ্কাসন করিয়া শরীরান্তরে নিক্ষেপ করিতে পারেন। চিত্ত নিক্ষিপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়সকলও তাহার অনুগমন করে। যেমন মধুকররাজ উড্ডীন হইলে মক্ষিকারাও উড্ডীন হয়, আর নিবিষ্ট হইলে মক্ষিকারাও তৎপশ্চাৎ নিবিষ্ট হয়, সেইরূপ পরশরীরাবিষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়গণ চিত্তের অনুগমন করে।

টীকা। ৩৮। (১) 'আমি শরীর' এইরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিষয়ে ধাবিত হয়। 'আমি শরীর নহি' এইরূপ ভাব বিক্ষিপ্ত চিত্তে স্থির থাকে না, তাহাই শরীরের সহিত বন্ধন। কিঞ্চ, শরীর কর্ম-সংস্কারের দ্বারা রচিত, কর্ম করিতে থাকিলে সেই সংস্কার (অর্থাৎ চিত্ত) শরীরের সহিত মিলিত থাকিবেই থাকিবে। সমাধির দ্বারা 'আমি শরীর নহি' এইরূপ প্রত্যয় স্থির থাকাতে এবং শরীরের ক্রিয়াসকল রুদ্ধ হওয়াতে, চিত্ত শরীরমুক্ত হয়। আর সমাধিজাত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিবলে নাড়ীমার্গে চিত্তের প্রচারের বা সঞ্চারের জ্ঞান হয়। ইহার দ্বারা পরশরীরে চিত্তকে আবিষ্ট করা যায়।

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্। সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ প্রাণাদিলক্ষণা জীবনম্। তস্য ক্রিয়া পঞ্চতয়ী, প্রাণো মুখনাসিকাগতিরাহৃদয়বৃত্তিঃ, সমং নয়নাৎ সমানশ্চানাভিবৃত্তিঃ, অপনয়নাদপান আপাদতলবৃত্তিঃ, উন্নয়নাদুদান আশিরোবৃত্তিঃ, ব্যাপী ব্যান ইতি। তেষাং প্রধানঃ প্রাণঃ। উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ প্রায়ণকালে ভবতি, তাং বশিত্বেন প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

৩৯। উদানজয় হইতে জল, পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে মজ্জন বা লগ্নীভাব হয় না আর স্ববশে উৎক্রান্তিও সিদ্ধি হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণাদিলক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই জীবন। তাহার ক্রিয়া পঞ্চবিধ. প্রাণ—মুখনাসিকা-গতি, হৃদয় পর্যন্ত তাহার বৃত্তি। সমনয়নহেতু সমান; তাহার নাভি পর্যন্ত বৃত্তি। অপনয়নহেতু অপান, তাহা আপাদতলবৃত্তি। উন্নয়নহেতু উদান, তাহা আশিরোবৃত্তি। ব্যান ব্যাপী। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রাণ। উদানজয় হইতে জলপঙ্ককণ্টকাদিতে অসঙ্গ হয় এবং প্রায়ণকালে (অর্চিরাদি মার্গে) উৎক্রান্তি হয়। উদানবশিত্বহেতু তাহা অর্থাৎ উৎক্রান্তি স্ববশে সিদ্ধ হয় (১)।

টীকা। ৩৯। (১) শরীরের ধাতুগত বোধের যাহা অধিষ্ঠানরূপ স্নায়ু, তাহার ধারক উদাননামক প্রাণশক্তি। বোধসকল ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে ঊর্ধ্বে মস্তিষ্কে বহনশীল, সেই ঊর্ধ্বধারার সংযম করিলে, এবং শরীরের সর্ব ধাতুতে প্রকাশশীল সত্ত্ব ধ্যান করিলে, শরীর লঘু হয়। প্রবল চিত্তভার

যে ভৌতিক দ্রব্যের প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে সমর্থ, তাহার ব্যাখ্যা 'প্রকরণমালায়' দ্রষ্টব্য। উদানাদি প্রাণের বিবরণ 'সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে' ও 'সাংখ্যতত্ত্বালোকে' দ্রষ্টব্য। সুষুম্নাগত উদানে চিত্ত স্থির হইলে অর্চিরাদি মার্গে স্বেচ্ছাপূর্বক উৎক্রান্তি হয়।

সমানজয়াজ্জ্বলনম্ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যম্। জিতসমানস্তেজস উপধ্মানং কৃত্বা জ্বলতি ॥ ৪০ ॥

৪০। সমানের জয় হইতে জ্বলন (দেহ জ্যোতির্ময়) হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—জিতসমান যোগী তেজের উত্তেজন করিয়া প্রজ্বলিত হন (১)।

টীকা। ৪০। (১) সমান নামক প্রাণের দ্বারা সর্বশরীরে যথাযোগ্য পোষণ হয়। অর্থাৎ অন্নরসের সমনয়ন হয়। তাহা জয় করিলে যোগীর শরীরেও ছটা বা জ্যোতি (odyle or aura) প্রকটিত হয়। শরীরের ধাতুতে পোষণরূপ রাসায়নিক ক্রিয়াতে ছটা বর্ধিত হয়। সমানজয়ে পোষণের উৎকর্ষ হয় বলিয়া ছটা সম্যক্ অভিব্যক্ত হয়। Baron Von Reichenbach ঐ ছটা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, যাহারা ঐ জ্যোতি দেখিতে পায়, তাহারা যেখানে রাসায়নিক ক্রিয়া হয়, সেইখানে এবং অন্য কোন কোন স্থানে বিশেষরূপে দেখিতে পায়। শরীরে স্বভাবতঃই ছটা আছে, শরীরে অণুতে অণুতে এই সংযমের দ্বারা সাত্ত্বিক পুষ্টিভাব জন্মিলে এই ছটা এত বর্ধিত হয় যে, সকলেরই উহা দৃষ্টিগোচর হয়। অধুনা এই জ্যোতির ফোটো পর্যন্ত গৃহীত হইয়াছে এবং উহার দ্বারা স্বাস্থ্যনির্ণয় করারও ব্যবস্থা হইতেছে। (১৯১২ সালের Whitaker's Almanack ৭৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্ দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যম্। সর্বশ্রোত্রাণামাকাশং প্রতিষ্ঠা সর্বশব্দানাঞ্চ, যথোক্তং "তুল্যদেশশ্রবণানামেকদেশশ্রুতিত্বং সর্বেষাং ভবতি" ইতি। তচ্চৈতদাকাশস্য লিঙ্গম্ অনাবরণং চোক্তম্। তথামূর্তস্যানাবরণদর্শনাদ্বিভুত্বমপি প্রখ্যাতমাকাশস্য। শব্দগ্রহণানুমিতং শ্রোত্রং, বধিরাবধিরয়োরেকঃ শব্দং গৃহ্ণাত্যপরো ন গৃহ্ণাতীতি, তস্মাৎ শ্রোত্রমেব শব্দবিষয়ম্। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধে কৃতসংযমস্য যোগিনো দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ততে ॥ ৪১ ॥

৪১। শ্রোত্র (কর্ণেন্দ্রিয়) এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম হইতে দিব্য শ্রোত্র লাভ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত শ্রোত্রের এবং সর্ব শব্দের প্রতিষ্ঠা আকাশ। যথা উক্ত হইয়াছে, "সমান দেশ (আকাশ)-বর্তী শ্রবণজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিসকলের এক-দেশাবচ্ছিন্ন-শ্রুতিত্ব আছে" (১)। তাহাই

(একদেশশ্রুতিত্ব) আকাশের লিঙ্গ (অনুমাপক) এবং অনাবরণত্বও (অবকাশও) লিঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর অমূর্ত* বা অসংহত বস্তুর অনাবরণত্ব (সর্বত্রাবস্থানযোগ্যতা) দেখা যায় বলিয়া আকাশের বিভুত্বও (সর্বগতত্বও) প্রখ্যাত হইয়াছে। শব্দগ্রহণের দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয় অনুমিত হয়, বধির ও অবধিরের মধ্যে অবধির শব্দ গ্রহণ করে, আর একজন করে না ; সেইহেতু শ্রোত্রই শব্দবিষয়। শ্রোত্র এবং আকাশের সম্বন্ধবিষয়ে সংযমকারী যোগীর দিব্য শ্রোত্র প্রবর্তিত হয়। (* 'মূর্তত্ব' এইরূপ মূলের পাঠান্তর সমীচীন নহে)।

টীকা। ৪১। (১) আকাশ শব্দগুণক দ্রব্য। শব্দগুণ সর্বাপেক্ষা অনাবরণস্বভাব, কারণ, তাহা সর্বদ্রব্যকে (রূপাদি অপেক্ষা) ভেদ করিতে পারে। বলিতে পার কঠিন, তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের কম্পনই শব্দ, অতএব শব্দ তাহাদের গুণ। তাহাদের গুণ ইহা এক হিসাবে সত্য বটে, কিন্তু কম্পন কেবল তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া প্রকটিত হয়। কম্পনের শক্তি কোথায় থাকে তাহা খুঁজিলে বাহ্যে মূলতঃ তাপতড়িৎ আদির আশ্রয়দ্রব্যেই পাওয়া যায়, আর অভ্যন্তরে মনে পাওয়া যায়। যত প্রকার বাহ্য শাব্দিক কম্পন হয়, তাহারা মূলতঃ তাপাদি হইতে উদ্ভূত, আর ইচ্ছার দ্বারাও বাগিন্দ্রিয়াদি কম্পিত হইয়া শব্দ হয়। বাগুচ্চারণে যদিও বায়ুবেগে কণ্ঠতন্তু কম্পিত হইয়া শব্দ হয়, তথাপি প্রকৃত পক্ষে তাহা পৈশিক ক্রিয়ার পরিণাম-স্বরূপ (অর্থাৎ বাক্য এক প্রকার transference of muscular energy মাত্র)।

শব্দ, তাপ বা আলোকরূপ ক্রিয়ার যে শক্তি, তাহা কি ? তদুত্তরে বলিতে হইবে, তাহা শব্দাদিশূন্য। শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদিশূন্য পদার্থকেই অবকাশ বলা যায় ; বিকল্প করিয়া তাহাকে শুধু শূন্য বা দিক্ বলাও হয়, কিন্তু তাহা অবাস্তব পদার্থ। শব্দাদির ক্রিয়া-শক্তি বাস্তব বা তাহা আছে। 'শব্দাদিশূন্য' অথচ 'আছে' এইরূপ পদার্থ কল্পনা করিলে তাহাকে আকাশ বা অবকাশরূপ কল্পনা করিতে হইবে। সেই অবকাশের ধারণা (বৈকল্পিক বা সম্যক্ অবকাশের ধারণা হইতেই পারে না, কিন্তু ধারণাযোগ্য অবকাশের ধারণা) শব্দের দ্বারাই বিশুদ্ধতমভাবে হয়। কেবল শব্দমাত্র শুনিলে বাহ্যজ্ঞান হইতে থাকে বটে, কিন্তু কোন মূর্তির জ্ঞান হয় না, অতএব শব্দময়, অবকাশরূপ, বাহ্য সত্তাই আকাশ। কিঞ্চ সমস্ত কম্পনই অবকাশকে সূচিত করে, অনবকাশে কম্পন কল্পিত হইতে পারে না। অবকাশের জন্যই কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ কম্পিত হইয়া শব্দ উৎপাদন করিতে পারে। অবকাশ আপেক্ষিক হইতে পারে, যেমন কঠিনের নিকট বায়বীয় দ্রব্য আপেক্ষিক অবকাশ। শুদ্ধ অবকাশ বৈকল্পিক পদার্থ কিন্তু আপেক্ষিক অবকাশ যথার্থ ভাব।

স্থূল কর্ণযন্ত্র কম্পনগ্রাহী বলিয়া অবকাশযুক্ত। অবকাশাভিমানই অতএব শ্রোত্র হইল (কারণ ইন্দ্রিয়গণ অভিমানাত্মক)। অর্থাৎ কর্ণযন্ত্রের কঠিনপদার্থ (পটহ, ossicles আদি) অপেক্ষাকৃত অবকাশ-স্বরূপ বায়বীয় দ্রব্যে কম্পিত হয় বলিয়া কর্ণ অবকাশাভিমানিক।

অবকাশের সহিত অভিমানসম্বন্ধই শ্রোত্রাকাশের সম্বন্ধ, তাহাতে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়ের দিক্ হইতে অভিমানের সাত্ত্বিকতাজনিত উৎকর্ষ হয়, এবং অবকাশের দিক্ হইতে অনাবরণতা বা অব্যাহততা হয়। তাহাই দিব্য শ্রোত্র।

পঞ্চশিখাচার্যের বচনের অর্থ যথা—তুল্যদেশশ্রবণানাম্ অর্থাৎ তুল্যদেশ বা একমাত্র আকাশ, সামান্যভাবে তাহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছে শ্রোত্র যাহাদের—তাদৃশ ব্যক্তিদের। তাহাদের শ্রুতি

(কর্ণ) একদেশ বা আকাশের একদেশবর্তী অর্থাৎ এক আকাশময়ত্বহেতু সমস্ত কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ-বর্তী। ইহা ইন্দ্রিয়ের ভৌতিক দিক্। শক্তির দিকে ইন্দ্রিয় আভিমানিক।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যম্। যত্র কায়স্তত্রাকাশং তস্যাবকাশদানাৎ কায়স্য, তেন সম্বন্ধঃ প্রাপ্তিঃ (সম্বন্ধাবাপ্তিরিতি পাঠান্তরম্)। তত্র কৃতসংযমো জিত্বা তৎসম্বন্ধং লঘুষু তুলাদিম্বা-পরমাণুভ্যঃ সমাপত্তিং লব্ধ্বা জিতসম্বন্ধো লঘুঃ, লঘুত্বাচ্চ জলে পাদাভ্যাং বিহরতি, ততস্তূর্ণনাভিতন্তুমাত্রে বিহৃত্য রশ্মিষু বিহরতি, ততো যথেষ্টমাকাশগতিরস্য ভবতীতি ॥ ৪২ ॥

৪২। কায় ও আকাশের সম্বন্ধে সংযম হইতে এবং তুলাদি লঘু বস্তুতে সমাপত্তি হইতে আকাশগমন সিদ্ধ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যেখানে কায় সেখানে আকাশ, কারণ, আকাশ শরীরকে অবকাশ দান করে। তাহাতে আকাশ ও শরীরের প্রাপ্তি বা ব্যাপনরূপ সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধে সংযমকারী সেই সম্বন্ধ জয় করিয়া (আকাশগতি লাভ করেন)। (অথবা) লঘুতুলাদি পরমাণু পর্যন্ত দ্রব্যে সমাপত্তি লাভ করিয়া সম্বন্ধজয়ী যোগী লঘু হন। লঘু হওয়াতে জলের উপর পদের দ্বারা বিচরণ করেন, পরে ঊর্ণনাভি-তন্তুমাত্রে বিচরণপূর্বক রশ্মি অবলম্বন করিয়া বিচরণ করেন। তদনন্তর তাঁহার যথেচ্ছ আকাশগতি লাভ হয় (১)।

টীকা। ৪২। (১) কায় ও আকাশের সম্বন্ধভাব অর্থাৎ আকাশকে অবলম্বন করিয়া শরীরের যে অবস্থান আছে, তদ্ভাবে সংযম করিলে অব্যাহতভাবে সঞ্চরণযোগ্যতা হয়।

আকাশ শব্দগুণক। শব্দ আকারহীন ক্রিয়াপ্রবাহমাত্র। সর্বশরীর সেইরূপ ক্রিয়াপুঞ্জমাত্র ও আকাশের ন্যায় ফাঁক এইরূপ ভাবনাই কায়াকাশের সম্বন্ধভাবনা। শরীরব্যাপী অনাহত নাদ-ভাবনার দ্বারাই উহা সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রান্তরে তাই অনাহত-নাদবিশেষের ভাবনার দ্বারা আকাশগতি সিদ্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে।

আর, তুলা প্রভৃতির লঘুত্বে সমাপন্ন হইলে শরীরের অণুসকল গুরুতা ত্যাগ করিয়া লঘু হয়। শরীরের রক্তমাংসাদি ভৌতিক পদার্থ বস্তুতঃ অভিমানের পরিণাম। গুরুতা যেরূপ অভিমান-পরিণাম সমাধিবলে তাদৃশ অভিমানের বিপরীত অভিমান ভাবনা করিলে শরীরের উপাদানের লঘুত্ব-পরিণাম হয়। লঘু শরীর হইতে এবং কায়াকাশের সম্বন্ধজয়হেতু অব্যাহত সঞ্চারযোগ্যতা হইতে আকাশগমন হয়।

আধুনিক প্রেতবাদীদের (spiritist) শাস্ত্রে সেয়ান্স (seance)-কালে মিডিয়ম শূন্যে উঠিয়াছে এইরূপ ঘটনা বিবৃত আছে। D. D. Home নামক প্রসিদ্ধ মিডিয়ম এইরূপে শূন্যে উঠিতেন। প্রাণায়ামকালে শরীরকে অনবরত বায়ুবৎ ভাবনা করিতে হয় বলিয়াও কখন কখন শরীর লঘু হয়, এইরূপ কথা হঠযোগে পাওয়া যায়। সকলেরই মূল মানসিক ভাবনা।

ভাবনার দ্বারা শরীর লঘু হয়—ইহার মূলে এক গভীর সত্য নিহিত আছে। ভার অর্থে পৃথিবীর দিকে গতি। জড় দ্রব্যের প্রকৃতি-অনুসারে সেই গতি বা গতির শক্তি কোন দ্রব্যে বেশী, কোন দ্রব্যে কম। শরীর বা জড় দ্রব্য কি? প্রাচীনেরা বলেন, শরীর পরমাণুসমষ্টি, আর বৌদ্ধেরা বলেন, পরমাণু নিরংশ, অতএব শরীর শূন্য। এইরূপ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও আসিয়া পড়ে। বিজ্ঞানদৃষ্টিতে পরমাণু প্রোটন ও ইলেকট্রনের আবর্ত মাত্র। ঐ সূক্ষ্ম দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে প্রভূত ফাঁক থাকে (সূর্য ও গ্রহগণের ন্যায়)। ইলেকট্রন প্রোটনের চতুর্দিকে এক সেকেণ্ডে বহুলক্ষবার ঘুরিতেছে। অলাতচক্রের ন্যায় একরূপে প্রতীত সেই সাবকাশ ইলেকট্রন ও প্রোটন এক একটি অণু। সুতরাং অণুর মধ্যে ফাঁকই প্রায় সমস্ত। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করেন যে, শরীরে যত অণু আছে তাহাদের প্রোটন ও ইলেকট্রন (ইহারাও বিদ্যুদ্বিন্দুমাত্র) সকলকে একত্র করিলে (অর্থাৎ মধ্যের ফাঁক বাদ দিলে) শরীরের ঐ উপাদানের পরিমাণ এত ক্ষুদ্র হইবে যে, তাহা আণুবীক্ষণিক দ্রব্য হইবে। কিন্তু সেই দ্রব্যও বিদ্যুদ্বিন্দু হইবে। আণুবীক্ষণিক বিদ্যুদ্বিন্দুর ভার আছে যদি ধরা যায়, তবে তাহাই শরীরের প্রকৃত ভার এবং তাহাতেই শরীর মহাভার বলিয়া প্রতীত হয়। অবশ্য আমাদের অভিমান হইতেই যে শরীরের ভার হইয়াছে তাহা নহে। আমাদের অভিমান শরীরের উপর কার্য করিয়া তাহাদিগকে শরীররূপে পরিণামিত করে। শরীরোপাদানের প্রকৃতরূপ এক বিদ্যুদ্বিন্দু বা আকাশবৎ ভাব। প্রকারবিশেষে অভিমানকে সেই দিকে অর্থাৎ কায় ও আকাশের সম্বন্ধে সমাহিতভাবে প্রয়োগ করিলে শরীরোপাদানও সেইরূপ হইতে পারিবে। অর্থাৎ শরীরের অণুসকলের যে গতি-বিশেষ 'ভার' নামক ধর্ম, তাহার পরিবর্তনই শরীরের লঘুতা ও তাহা ঐরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব ফাঁক অবকাশকে ব্যাপিয়া নিরেট ভারবান্-এর মত এক অভিমান-বিশেষই শরীর। সমাহিত স্থির চিত্তের দ্বারা সেই অভিমান অন্যরূপ করা কিছু অসম্ভব কথা নহে। এইরূপে ইহা বুঝিতে হইবে।

কথিত হয়, খৃষ্টানদের ৪০ জন সেণ্ট (saint) এই লঘুতা বা শূন্যে উত্থানের জন্য সেণ্ট হইয়াছেন। উঁহাদের সংজ্ঞা Aethreobat। বৌদ্ধেরা ইহাকে উদ্বেগানামক প্রীতি বলেন।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যম্। শরীরাদ্বহির্মনসো বৃত্তিলাভো বিদেহা নাম ধারণা। সা যদি শরীরপ্রতিষ্ঠস্য মনসো বহির্বৃত্তিমাত্রেণ ভবতি সা কল্পিতেত্যুচ্যতে, যা তু শরীরনিরপেক্ষা বহির্ভূতস্যৈব মনসো বহির্বৃত্তিঃ সা খল্বকল্পিতা। তত্র কল্পিতয়া সাধয়ত্যকল্পিতাং মহাবিদেহামিতি, যয়া পরশরীরাণ্যাবিশন্তি যোগিনঃ। ততশ্চ ধারণাতঃ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য যদ্ আবরণং ক্লেশকর্মবিপাকত্রয়ং রজস্তমোমূলং তস্য চ ক্ষয়ো ভবতি ॥ ৪৩ ॥

৪৩। শরীরের বাহিরে অকল্পিতা বৃত্তির নাম মহাবিদেহা, তাহা হইতে (বুদ্ধিসত্ত্বের) প্রকাশাবরণ ক্ষয় হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—শরীরের বাহিরে মনের যে বৃত্তিলাভ, তাহা বিদেহনামক ধারণা (১)। সেই ধারণা যদি শরীরে অবস্থিত মনের বহির্বৃত্তিমাত্রের দ্বারা হয়, তবে তাহাকে কল্পিতা বলা যায়। আর, যে ধারণা শরীরনিরপেক্ষ বহির্ভূত মনেরই বহির্বৃত্তিরূপা তাহা অকল্পিতা। তন্মধ্যে কল্পিতার দ্বারা অকল্পিতা মহাবিদেহধারণা-বৃত্তি সাধন করিতে হয়। তাহার (অকল্পিতার) দ্বারা যোগীরা পরশরীরে আবিষ্ট হইতে পারেন। সেই ধারণা হইতে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের যে আবরণ—রজস্তমো-মূলক ক্লেশ, কর্ম ও ত্রিবিধ বিপাক—এই তিনের ক্ষয় হয়।

টীকা। ৪৩। (১) বাহিরের কোন বস্তু (ব্যাপী আকাশই প্রশস্ত) ধারণা করিয়া তথায় 'আমি আছি' এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে যখন তাহাতে চিত্তের বৃত্তি বা স্থিতি লাভ হয় অর্থাৎ তাহাতেই 'আমি আছি' এইরূপ বাস্তব জ্ঞান হয়, তখন তাহাকে বিদেহধারণা বলে। শরীরে এবং বাহিরে যখন উভয় ক্ষেত্রেই চিত্ত থাকে, তখন তাহাকে কল্পিতা বিদেহধারণা বলে। আর, যখন শরীরনিরপেক্ষ হইয়া বাহিরেই চিত্ত বৃত্তিলাভ করে, তখন তাহাকে মহাবিদেহধারণা বলে, তাহা হইতে ভাষ্যোক্ত আবরণক্ষয় হয়। শরীরাভিমানই স্থূলতম আবরণ, এই সংযমে তাহার ক্ষয় বা ক্ষীণভাব হয়।

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ ভূতজয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যম্। তত্র পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়ো বিশেষাঃ সহাকারাদিভির্ধর্মৈঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ, এতদ্ ভূতানাং প্রথমং রূপম্। দ্বিতীয়ং রূপং স্বসামান্যং, মূর্তির্ভূমিঃ, স্নেহো জলং, বহ্নিরুষ্ণতা, বায়ুঃ প্রণামী, সর্বতোগতিরাকাশ ইতি, এতৎ স্বরূপ-শব্দেনোচ্যতে, অস্য সামান্যস্য শব্দাদয়ো বিশেষাঃ। তথা চোক্তম্ "একজাতিসমন্বিতানামেষাং ধর্ম-মাত্রব্যাবৃত্তি" রিতি। সামান্যবিশেষ-সমুদায়োঽত্র দ্রব্যম্। দ্বিষ্ঠো হি সমূহঃ। প্রত্যস্ত-মিতভেদাবয়বানুগতঃ—শরীরং বৃক্ষো যূথং বনমিতি। শব্দেনোপাত্তভেদাবয়বানুগতঃ সমূহঃ—উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ, সমূহস্য দেবা একো ভাগো, মনুষ্যা দ্বিতীয়ো ভাগঃ, তাভ্যামেবাভিধীয়তে সমূহঃ। স চ ভেদাভেদবিবক্ষিতঃ, আম্রাণাং বনং ব্রাহ্মণানাং সঙ্ঘঃ, আম্রবণং ব্রাহ্মণসঙ্ঘ ইতি। স পুনর্দ্বিবিধো যুতসিদ্ধাবয়বোঽযুতসিদ্ধাবয়বশ্চ, যুতসিদ্ধাবয়বঃ সমূহো বনং সঙ্ঘ ইতি, অযুতসিদ্ধাবয়বঃ সঙ্ঘাতঃ শরীরং বৃক্ষঃ পরমাণু-রিতি। "অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিতি" পতঞ্জলিঃ, এতৎ স্বরূপ-মিত্যুক্তম্।

অথ কিমেষাং সূক্ষ্মরূপং—তন্মাত্রং ভূতকারণম্। তস্যৈকোঽবয়বঃ পরমাণুঃ সামান্য-বিশেষাত্মাঽযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমুদায় ইতি, এবং সর্বতন্মাত্রাণি, এতৎ তৃতীয়ম্। অথ ভূতানাং চতুর্থং রূপং খ্যাতি-ক্রিয়া-স্থিতিশীলা গুণাঃ কার্যস্বভাবানুপাতিনোঽন্বয়-

শব্দেনোক্তাঃ। অথৈষাং পঞ্চমং রূপমর্থবত্ত্বং, ভোগাপবর্গার্থতা গুণেষ্বন্বয়িনী গুণাস্তন্মাত্র-ভূতভৌতিকেম্বিতি সর্বমর্থবৎ। তেম্বিদানীভূতেষু পঞ্চসু পঞ্চরূপেষু সংযমাত্তস্য তস্য রূপস্য স্বরূপদর্শনং জয়শ্চ প্রাদুর্ভবতি, তত্র পঞ্চ ভূতস্বরূপাণি জিত্বা ভূতজয়ী ভবতি, তজ্জয়াদ্ বৎসানুসারিণ্য ইব গাবোঽস্য সংকল্পানুবিধায়িন্যো ভূতপ্রকৃতয়ো ভবন্তি ॥ ৪৪ ॥

৪৪। স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব—ভূতের এই পঞ্চবিধ রূপে সংযম করিলে ভূতজয় হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তন্মধ্যে (পঞ্চরূপের মধ্যে) পৃথিব্যাদির যে শব্দাদি বিশেষ গুণ এবং আকারাদি ধর্ম, তাহাই স্থূলশব্দের দ্বারা পরিভাষিত হয়। ইহা ভূতসকলের প্রথম রূপ (১)। দ্বিতীয় রূপ স্ব-স্বসামান্য, যথা—ভূমির মূর্তি (সাংসিদ্ধিক কাঠিন্য), জলের স্নেহ, বহ্নির উষ্ণতা, বায়ুর প্রণামিতা (নিয়ত সঞ্চরণ-শীলতা), আকাশের সর্বগামিতা। স্বরূপ শব্দের দ্বারা এই সকল বলা হয়। এই সামান্য (রূপের) শব্দাদিরা বিশেষ। যথা উক্ত হইয়াছে, "একজাতিসমন্বিত পৃথিব্যাদির ষড়্জাদি ধর্মমাত্রের দ্বারা (স্বজাতীয় অন্য বস্তু হইতে) ব্যাবৃত্তি বা ভেদ হয়।" এখানে (সাংখ্যমতে) সামান্য ও বিশেষের সমুদায়ই দ্রব্য। (সেই) সমূহ—দ্বিবিধ (১ম) অবয়বভেদ প্রত্যস্তমিত হইয়াছে এইরূপ সমূহ, যথা—শরীর, বৃক্ষ, যুথ, বন ইত্যাদি। (২য়) শব্দের দ্বারা যাহার অবয়বভেদ গৃহীত হয় তদ্রূপ সমূহ, যথা—'উভয় দেব-মনুষ্য' (এস্থলে) সমূহের দেবগণ এক ভাগ ও মনুষ্য দ্বিতীয় ভাগ, সেই দুইটি (ভাগের) দ্বারা সমূহ অভিহিত হয়। সমূহ ভেদবিবক্ষিত ও অভেদবিবক্ষিত। (প্রথম) যথা—'আম্রের বন', 'ব্রাহ্মণের সঙ্ঘ'। (দ্বিতীয়) যথা—'আম্রবণ', 'ব্রাহ্মণসঙ্ঘ'। পুনশ্চ সমূহ দ্বিবিধ—যুতসিদ্ধাবয়ব ও অযুতসিদ্ধাবয়ব। যুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ যথা—'বন', 'সঙ্ঘ' ইত্যাদি, আর অযুতসিদ্ধাবয়ব সঙ্ঘাত যথা—'শরীর', 'বৃক্ষ', 'পরমাণু' ইত্যাদি। "অযুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদানুগত সমূহই দ্রব্য" ইহা পতঞ্জলি বলেন। ইহারা (পূর্বকথিত মূর্ত্যাদি) ভূতের স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভূতগণের সূক্ষ্মরূপ কি ? তাহা ভূতকারণ তন্মাত্র (২)। তাহার এক (অর্থাৎ চরম) অবয়ব পরমাণু। তাহা সামান্যবিশেষাত্মক, অযুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদানুগত সমূহ। সমস্ত তন্মাত্রই এইরূপ এবং ইহাই ভূতের তৃতীয় রূপ। অনন্তর ভূতের চতুর্থ রূপ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি, এই তিনটি ত্রিগুণকার্যের স্বভাবানুপাতী বলিয়া অন্বয়-শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। ভূতের পঞ্চম রূপ অর্থবত্ত্ব। ভোগাপবর্গার্থতা গুণসকলে অবস্থিত, (আর) গুণসকল তন্মাত্র, ভূত ও ভৌতিক পদার্থে অবস্থিত। এই হেতু সমস্তই (তন্মাত্রাদি) অর্থবৎ। ইদানীভূত (শেষোৎপন্ন = ভূতসকল) (৩) এই পঞ্চরূপ-যুক্ত পঞ্চ পদার্থে সংযম করিলে সেই সেই রূপের স্বরূপদর্শন এবং জয় প্রাদুর্ভূত হয়। পঞ্চভূত-স্বরূপকে জয় করিয়া যোগী ভূতজয়ী হন। তজ্জয় হইতে বৎসানুসারিণী গাভীর ন্যায় ভূত ও ভূতপ্রকৃতি (তন্মাত্র)-সকল যোগীর সংকল্পের অনুগমন করে অর্থাৎ অনুরূপ কার্য করে।

টীকা। ৪৪। (১) স্থূল রূপ—যাহা সর্বপ্রথমে গোচর হয়। আকারযুক্ত ও বিশেষ বিশেষ শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি-যুক্ত, ভৌতিকভাবে ব্যবস্থিত দ্রব্যই স্থূল রূপ, যথা—ঘট, পট ইত্যাদি।

স্বরূপ—স্থূল অপেক্ষা বিশিষ্টরূপ। যে যে ভাবে অবস্থিত দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি গৃহীত হয়, তাহাই ভূতের স্বরূপ। গন্ধজ্ঞান সূক্ষ্ম কণার সংযোগে উৎপন্ন হয়, অতএব কাঠিন্যই গন্ধগুণক ক্ষিতির স্বরূপ। স্থূল রূপ অপেক্ষা নিজস্ব ভাবই স্বরূপ।

বসজ্ঞান তবল দ্রব্যেব যোগে হয়, অতএব রসগুণক অপ্‌ভূতেব স্বরূপ—স্নেহ। রূপ নিত্যই উষ্ণতা-বিশেষে থাকে, সর্ব রূপেব আকর যে সূর্য তাহা উষ্ণ। অতএব রূপগুণক বহ্নিভূতেব স্বরূপ উষ্ণতা। শীতোষ্ণরূপ স্পর্শ ত্বক্‌সংযুক্ত বাযবীয় দ্রব্যের দ্বাবাই প্রধানতঃ হয়। বায়ু প্রণামী বা অস্থিব, অতএব স্পর্শগুণক বায়ুভূতেব স্বরূপ প্রণামিত্ব।

শব্দজ্ঞান, অনাববণজ্ঞানেব সহভাবী, অতএব শব্দগুণক আকাশেব স্বরূপ অনাববণত্ব। বিশেষ বিশেষ শব্দস্পর্শাদিজ্ঞানে এই 'স্বরূপ' সকল সামান্য। সাংখ্যাচার্যেবা এ বিষয়ে বলিয়াছেন, এক-জাতিসমন্বিত অর্থাৎ কঠিন পৃথিবী, স্নেহ-স্বরূপ অপ্‌, ইত্যাদি সামান্য পৃথিব্যাদি। তাহাদেব ধর্ম-ব্যাবৃত্তি বা ধর্মভেদ হইতে ভেদ হয়, বা বিশেষ বিশেষ শব্দাদিযুক্ত আকাবাদি-ভেদ হয়, অর্থাৎ সামান্য-স্বরূপ পঞ্চভূতেব বিশেষ বিশেষ ধর্মভেদ হইতে ঘটপটাদি-ভেদ হয়।

অতঃপব প্রসঙ্গতঃ ভাষ্যকাব দ্রব্যেব লক্ষণ দিতেছেন, উদাহবণে উহা স্পষ্ট হইযাছে। ভূতেব ঐ স্বরূপ বা সামান্যরূপ, যাহা বিশেষ রূপেতে অনুগত, তাহাই স্বরূপনামক দ্রব্য।

যাহাকে আমবা সমূহ বলিযা ব্যবহাব কবি, তাহাব তত্ত্ব এইরূপ—শবীব, বৃক্ষ প্রভৃতি এক বকম সমূহ। এস্থলে সমূহেব অবযব থাকিলেও তাহাবা লক্ষ্য নহে। আব, 'উভয় দেব-মনুষ্য' এইরূপ সমূহ, দেব ও মনুষ্যরূপ অবযবভেদকে লক্ষ্য কবাইযা দেয। শব্দেব দ্বাবা যখন সমূহ বলা যায, তখন দুই প্রকাবে বলা যায, যেমন ব্রাহ্মণদেব সঙ্ঘ ও ব্রাহ্মণসঙ্ঘ। প্রথমেতে ভেদ বিবক্ষিত থাকে, দ্বিতীয়ে তাহা থাকে না। শবীব, বৃক্ষ প্রভৃতি সমূহেব নাম অযুতসিদ্ধাবযব সমূহ, আব বন, সঙ্ঘ প্রভৃতি সমূহেব নাম যুতসিদ্ধাবযব সমূহ। প্রথমেতে অবয়বসকল অবিচ্ছেদে মিলিত, দ্বিতীয়ে অবযবসকল পৃথক্ পৃথক্। প্রথম প্রকাবেব সমূহ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, আব দ্বিতীয়টি ব্যবহাবের সুবিধাব জন্য কল্পিত একতামাত্র। অযুতসিদ্ধাবযব সমূহকেই দ্রব্য বলা যায।

৪৪। (২) ভূতেব সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্র। তন্মাত্র পূর্বে (২।১৯ সূত্রে) ব্যাখ্যাত হইযাছে। তন্মাত্র একাবযব, কাবণ, তন্মাত্র পবমাণু, পবমাণু অপকর্ষেব কাষ্ঠা, তাহাব অবযবভেদ জ্ঞেয় হইবাব নহে। সমাধিবলে শব্দাদিগুণেব যতদূব সূক্ষ্মভাব সাক্ষাৎকৃত হয়—যাহাব পব আব হয় না—তাহাই তন্মাত্র বা শব্দাদিব সূক্ষ্মাবস্থা, অতএব তাহা একাবয়ব। পবমাণুব জ্ঞান কালক্রমে হইতে থাকে, দেশক্রমে হয না, কাবণ, বাহ্যাবযব থাকিলেই দেশক্রম লক্ষ্য হয। অণুজ্ঞানেব ধাবাই তাহাদেব পবিণাম-ভেদেব ধাবা। পবমাণু নিজেই সামান্য এবং তাহা বিশেষেব উপাদান বলিযা সামান্যবিশেষাত্মা এবং তাহাবা স্বকাবণ অস্মিতাব বিশেষ পরিণাম বলিয়াও বিশেষাত্মক। পবমাণু—যাহাব স্বগত অবযবভেদ জ্ঞাতব্য নহে, সুতবাং বক্তব্যও নহে।

ভূতেব চতুর্থ রূপ—প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি। তন্মাত্রেব কাবণ অস্মিতা, আব অস্মিতা প্রকাশ, ক্রিযা ও স্থিতিশীল। ভূতের কার্যেও এই ত্রিবিধ ভাব অন্বিত থাকে বলিয়া ইহাব নাম অন্বয়রূপ। অর্থাৎ ভূতনির্মিত শবীবাদি দ্রব্যসকল সাত্ত্বিক, বাজস ও তামস হয।

ব্যবসেয প্রকাশ, ক্রিযা ও স্থিতিই চতুর্থ রূপ। তাহাতে ভূতসকল প্রকাশ্য, কার্য ও ধার্য-স্বরূপ হয। ভূতেব পঞ্চম রূপ অর্থবত্ত্ব বা ভোগ ও অপবর্গেব বিষয হওযা। ভূতেব গ্রহণ-দ্বাবা সুখদুঃখ-ভোগ হয এবং ভোগাযতন শবীব হয, আব তাহাতে বৈবাগ্যেব দ্বাবা অপবর্গ হয।

৪৪। (৩) ইদানীন্তন অর্থাৎ সর্বশেষে উৎপন্ন যে পঞ্চ ভূতসকল, যাহাতে এই পঞ্চরূপই আছে (তন্মাত্রে তাহা নাই), তাহাতে সংযম করিয়া ক্রমশঃ ঐ পঞ্চরূপের সাক্ষাৎকার এবং জয়

(তদুপরি কার্যক্ষমতা) হয়। স্থূল বা ঘটপটাদি ভৌতিক রূপের জয়ে তাহাদের সবিশেষের জ্ঞান ও ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা হয়। স্বরূপের জয়ে কাঠিন্যাদি অবস্থার তত্ত্বজ্ঞান এবং স্বেচ্ছাপূর্বক তাহাদের পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা হয়।

সূক্ষ্ম রূপ তন্মাত্রের জয়ে শব্দাদি গুণের স্বরূপ জ্ঞান ও তাহাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্বক পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা হয়। অর্থাৎ সূক্ষ্মজয়ে শব্দাদির প্রকৃতিকে পরিবর্তন করার সামর্থ্য হয়। অন্বয়িত্বজয়ে ভূতনির্মিত ইন্দ্রিয়াদিব্যূহের (ভোগাধিষ্ঠানের) উপর আধিপত্য হয়। অর্থবত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে পরমার্থ-সম্বন্ধীয় ভূতবৈরাগ্যের সামর্থ্য হয়। ভূতের সুখ, দুঃখ ও মোহজননতার অতীত ভাব আয়ত্ত করিয়া যোগী ইচ্ছা করিলে বাহ্যে সম্যক্ বিরাগবান্ হইতে পারেন। এইরূপে ভূতের ও ভূতপ্রকৃতির (সূক্ষ্মের ও অন্বয়িত্বের দ্বারা) জয় হয়। অর্থবত্ত্বাকে বা 'অর্থবান্‌কেও' প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। পূর্বোক্ত (৩।৩৫ সূত্রে) স্বার্থ, গ্রহীতৃপুরুষই ঐ প্রকৃতি। গীতায় উহাকে জীবভূতা প্রকৃতি বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা তাত্ত্বিক প্রকৃতি নহে, যেহেতু উহা বুদ্ধিতত্ত্বের অন্তর্গত।

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যম্। তত্রাণিমা ভবত্যণুঃ, লঘিমা লঘুর্ভবতি, মহিমা মহান্ ভবতি, প্রাপ্তিঃ অঙ্গুল্যগ্রেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং, প্রাকাম্যম্ ইচ্ছানভিঘাতো ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে, বশিত্বম্ ভূতভৌতিকেষু বশী ভবতি অবশ্যশ্চান্যেষাম্, ঈশিতৃত্বং তেষাং প্রভবাপ্যয়ব্যূহানামীষ্টে। যত্রকামাবসায়িত্বং সত্যসংকল্পতা যথা সংকল্পস্তথা ভূতপ্রকৃতীনামবস্থানং, ন চ শক্তোঽপি পদার্থবিপর্যাসং করোতি, কস্মাদ্, অন্যস্য যত্রকামাবসায়িনঃ পূর্বসিদ্ধস্য তথাভূতেষু সংকল্পাদিতি। এতান্যষ্টৈশ্বর্যাণি। কায়সম্পদ্ বক্ষ্যমাণা। তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ, পৃথ্বী মূর্ত্যা ন নিরুণদ্ধি যোগিনঃ শরীরাদিক্রিয়াং, শিলামপ্যনুপ্রবিশতীতি, নাপঃ স্নিগ্ধাঃ ক্লেদয়ন্তি, নাগ্নিরুষ্ণো দহতি, ন বায়ুঃ প্রণামী বহতি, অনাবরণাত্মকেঽপ্যাকাশে ভবত্যাবৃতকায়ঃ সিদ্ধানামপ্যদৃশ্যো ভবতি ॥ ৪৫ ॥

৪৫। তাহা হইতে (ভূতজয় হইতে) অণিমাদির প্রাদুর্ভাব হয় এবং কায়সম্পৎ ও (ভূতের দ্বারা) কায়ধর্মের অনভিঘাতও (বাধাশূন্যতাও) সিদ্ধ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তন্মধ্যে অণিমা—অণু হওয়া। লঘিমা—লঘু হওয়া। মহিমা—মহান্ হওয়া। *প্রাপ্তি*—অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা (ইচ্ছা করিলে) চন্দ্রমাকে স্পর্শ করিতে পারা। *প্রাকাম্য*—ইচ্ছার অনভিঘাত; যেমন ভূমি ভেদ করিয়া উঠা বা জলের ন্যায় ভূমিতে নিমগ্ন হওয়া। *বশিত্ব*—ভূতভৌতিক পদার্থের বশকারী হওয়া এবং অন্যের অবশ্য হওয়া। *ঈশিতৃত্ব*—তাহাদের (ভূতভৌতিকের) প্রভব, অপ্যয় ও ব্যূহের উপর ঈশিত্ব করিতে পারা। *যত্রকামাবসায়িত্ব*—সত্যসংকল্পতা; যেরূপ সংকল্প, ভূত ও প্রকৃতির সেইরূপে অবস্থান। (যত্রকামাবসায়ী যোগী) সমর্থ হইলেও (জাগতিক) পদার্থের বিপ্লব করেন না, কেননা, অন্য যত্রকামাবসায়ী পূর্বসিদ্ধের সেইরূপ

ভাবে (যেরূপে জগৎ আছে তদ্ভাবে) সংকল্প আছে। এই অষ্ট ঐশ্বর্য। কাযসম্পৎ পবে বলা হইবে। শবীবধর্মেব অনভিঘাত যথা পৃথ্বী কাঠিন্যেব দ্বাবা যোগীব শবীবাদিব ক্রিযা নিরুদ্ধ কবিতে পাবে না। যোগীব শবীব শিলাব ভিতবেও অনুপ্রবেশ কবিতে পাবে, স্নেহ-গুণযুক্ত জল শবীবকে ক্লিন্ন কবিতে পাবে না, উষ্ণ অগ্নি দহন কবিতে পাবে না, প্রণামী বাযু বহন কবিতে পাবে না, অনাববণাত্মক আকাশেও আবৃতকায হওযা যায অর্থাৎ সিদ্ধদেবও অদৃশ্য হওযা যায (১)।

টীকা। ৪৫।(১) প্রাপ্তি—দূবস্থ দ্রব্যও সন্নিহিত হওযা, যেমন, ইচ্ছামাত্রে চন্দ্রমাকে অঙ্গুলিব দ্বাবা স্পর্শ কবিতে পাবা।

ঈশিতৃত্ব—সংকল্প কবিযা বাখিলে ভূতভৌতিক দ্রব্যেব উৎপত্তি, লয ও স্থিতি যথাভিলষিতভাবে হইতে থাকে। যত্রকামাবসাযিত্ব—সংকল্প কবিযা বাখিলে ভূত ও ভূতপ্রকৃতিসকলেব যথাসংকল্পিত অবস্থায থাকা। ইহাব মধ্যে পূর্বেব সমস্ত সিদ্ধিই আছে। পূর্বপূর্বাপেক্ষা শেষগুলি উত্তম।

যোগসিদ্ধগণেব এই বকম ক্ষমতা হইলেও তাঁহাবা পদার্থেব বিপর্যয় কবেন না বা কবিতে পাবেন না। চন্দ্রেব গতি দ্রুত কবা ইত্যাদি পদার্থবিপর্যাস। পদার্থবিপর্যাস কবিতে না পাবাব কাবণ এই—ব্রহ্মাণ্ডেব পূর্বসিদ্ধ হিবণ্যগর্ভ-ঈশ্ববেব এইরূপেই ব্রহ্মাণ্ডেব অবস্থিতিবিষযে যত্রকামাবসাযিত্ব আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বর্তমানেব ন্যায থাকুক, যেন ইহাতে প্রজাগণ কর্ম কবিতে ও কর্মফল ভোগ কবিতে পাবে, ইত্যাকাব পূর্বসিদ্ধেব সংকল্প থাকাতে যোগিগণেব শক্তি থাকিলেও তাঁহাবা পদার্থবিপর্যাস কবিতে পাবেন না। যোগিগণ ঈশ্বব-সংকল্পমুক্ত পদার্থে যথোচিত শক্তি প্রযোগ কবিতে পাবেন।

ভাষ্যে 'পূর্বসিদ্ধ' শব্দেব দ্বাবা জগতেব স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা সগুণ ঈশ্বব কথিত হইল। সাংখ্যেও 'স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা' এইরূপ ঈশ্বব সিদ্ধ থাকাতে সাংখ্য ও যোগ একমত—"একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" (গীতা)।

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যম্। দর্শনীয়ঃ কান্তিমান্, অতিশযবলো বজ্রসংহননশ্চেতি ॥ ৪৬ ॥

৪৬। রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রসংহননত্ব (দৃঢত্ব) এই সকল কাযসম্পৎ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দর্শনীয, কান্তিমান্, অতিশযবলযুক্ত ও বজ্রেব বা হীবকেব ন্যায কঠিন অবয়ব-ব্যূহযুক্ত হওযাই কাযসম্পৎ।

গ্রহণস্বরূপাঽস্মিতাঽন্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্। সামান্যবিশেষাত্মা শব্দাদির্গ্রাহ্যঃ, তেষ্বিন্দ্রিযাণাং বৃত্তির্গ্রহণং, ন চ তৎ সামান্যমাত্রগ্রহণাকারং, কথমনালোচিতঃ স বিষযবিশেষ ইন্দ্রিয়েণ মনসাঽনু

ব্যবসীয়েতেতি। স্বরূপং পুনঃ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য সামান্যবিশেষয়োরযুতসিদ্ধাঽবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিন্দ্রিয়ম্। তেষাং তৃতীয়ং রূপমস্মিতালক্ষণোঽহংকারঃ, তস্য সামান্যস্যেন্দ্রিয়াণি বিশেষাঃ। চতুর্থং রূপং ব্যবসায়াত্মকাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলা গুণাঃ, যেষামিন্দ্রিয়াণি সাহংকারাণি পরিণামাঃ। পঞ্চমং রূপং গুণেষু যদনুগতং পুরুষার্থবত্ত্বমিতি। পঞ্চস্বেতেষু ইন্দ্রিয়রূপেষু যথাক্রমং সংযমঃ, তত্র তত্র জয়ং কৃত্বা পঞ্চরূপজয়াদিন্দ্রিয়জয়ঃ প্রাদুর্ভবতি যোগিনঃ ॥ ৪৭ ॥

৪৭। গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই (পঞ্চ ইন্দ্রিযরূপে) সংযম করিলে ইন্দ্রিযজয় হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সামান্য ও বিশেষরূপ শব্দাদি বিষয় গ্রাহ্য। গ্রাহ্যেতে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিই গ্রহণ (১)। ইন্দ্রিযসকল কেবল সামান্যমাত্রের গ্রহণস্বভাব নহে, কেননা, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনালোচিত যে বিশেষ বিষয়, (অর্থাৎ বিশেষ বিষয় যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচিত বা আলোচনভাবে জ্ঞাত না হইত, তাহা হইলে) কিরূপে মনের দ্বারা তাহার অনুচিন্তন করা সম্ভব হয়? আর, স্বরূপ = প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের সামান্যবিশেষরূপ অযুতসিদ্ধভেদানুগত সমূহ-স্বরূপ দ্রব্য যে ইন্দ্রিয় (অতএব ঐরূপ সমূহদ্রব্যই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ)। তাহাদের (ইন্দ্রিয়ের) তৃতীয় রূপ অস্মিতালক্ষণ অহংকার, সামান্য-স্বরূপ তাহার (অস্মিতার) ইন্দ্রিয়গণ বিশেষ। ইন্দ্রিয়ের চতুর্থ রূপ ব্যবসায়াত্মক প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল গুণসকল; অহংকারের সহিত ইন্দ্রিয়সকল তাহাদের (গুণের) পরিণাম। গুণসকলে অনুগত যে পুরুষার্থবত্ত্ব, তাহাই ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম রূপ। যথাক্রমে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে সংযম করতঃ সেই সেই রূপ জয় করিয়া পঞ্চরূপজয় হইতে যোগীর ইন্দ্রিয়জয় প্রাদুর্ভূত হয়।

টীকা। ৪৭। (১) ইন্দ্রিয়ের (এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) প্রথম রূপ গ্রহণ, অর্থাৎ শব্দাদি যে প্রণালীতে গৃহীত হয় সেই ভাব। শব্দাদি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করিলেই তদাত্মক অভিমানের যে সক্রিয় হওয়া তাহাই বিষয়জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সেই সক্রিয় ভাবই গ্রহণ। শব্দাদি বিষয় (বিষয় অর্থে শব্দাদিমূলক-ক্রিয়া হইতে যে চৈত্তিক ভাব হয়, সেই ভাব) সামান্য ও বিশেষ-আত্মক, [১।৭ (৩) টীকা দ্রষ্টব্য]। অতএব সামান্য ও বিশেষভাবে শব্দাদিগ্রহণই গ্রহণ। বিশেষের অনুব্যবসায় হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশেষও গৃহীত হয়। অর্থাৎ প্রথমে ব্যবসায়ের দ্বারা বিশেষ গৃহীত হওয়াতেই পরে তাহা লইয়া অনুব্যবসায় হইতে পারে।

ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানসাধক অংশসকল প্রকাশশীল বুদ্ধিসত্ত্বের বিশেষ বিশেষ ব্যূহ; সেই ব্যূহের বিশেষত্ব বা ভেদসকলই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ, যেমন, চক্ষু এক প্রকার প্রকাশের দ্বার, কর্ণ এক প্রকার, ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়ের তৃতীয় রূপ অস্মিতা বা অহংকার, তাহাই ইন্দ্রিয়ের উপাদান। জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত অস্মিতার সক্রিয় অবস্থাবিশেষ। সেই 'সর্বেন্দ্রিয়সাধারণ অস্মিতার ক্রিয়া' ইন্দ্রিয়ের তৃতীয় রূপ।

ইন্দ্রিয়ের চতুর্থ রূপ—ব্যবসায়াত্মক, প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রবর্তন ও ধারণ (ইন্দ্রিয়ের শক্তিরূপ সংস্কার)। ইহার নাম পূর্বোক্ত কারণে (৩।৪৪ সূত্রে ভূতের অন্বয়রূপের বিবরণ দ্রষ্টব্য) অন্বয়িত্ব। অহংকারেরও কারণ এই ব্যবসায়াত্মক ত্রিগুণ।

ভোগাপবর্গের করণ হওয়াতে, ইন্দ্রিয়গণ স্বার্থ পুরুষের অর্থ-স্বরূপ। তাহা ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম রূপ অর্থবত্তা।

কর্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণও উক্ত কারণে পঞ্চরূপযুক্ত। সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের রূপসকলকে সাক্ষাৎকার ও জয় করিলে আর যাহা যাহা হয়, তাহা পরসূত্রে উক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়রূপের জয় হইলে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কারণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য হয়। ইচ্ছামাত্রে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যেরূপ ইন্দ্রিয় অভিপ্রেত, তাহা সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যই ইন্দ্রিয়ের রূপজয়।

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্। কায়স্যানুত্তমো গতিলাভো মনোজবিত্বং, বিদেহানামিন্দ্রিয়াণামভিপ্রেতদেশকালবিষয়াপেক্ষো বৃত্তিলাভো বিকরণভাবঃ, সর্বপ্রকৃতিবিকারবশিত্বং প্রধানজয় ইতি। এতাস্তিস্রঃ সিদ্ধয়ো মধুপ্রতীকা উচ্যন্তে, এতাশ্চ করণপঞ্চকরূপজয়াদধিগম্যন্তে ॥ ৪৮ ॥

৪৮। তাহা (ইন্দ্রিয়জয়) হইতে-মনোজবিত্ব, বিকরণভাব ও প্রধানজয় হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—শরীরের অনুত্তম গতিলাভ মনোজবিত্ব। বিদেহ (স্থূল দেহের সম্পর্ক-রহিত) ইন্দ্রিয়গণের অভিপ্রেত দেশে, কালে ও বিষয়ে যে বৃত্তিলাভ তাহা বিকরণভাব। সমস্ত প্রকৃতির ও বিকৃতির বশিত্বই প্রধানজয়। এই ত্রিবিধ সিদ্ধিকে মধুপ্রতীক বলা যায়। গ্রহণাদি পঞ্চকরণরূপের জয় হইতে ইহারা প্রাদুর্ভূত হয় (১)।

টীকা। ৪৮। (১) ইন্দ্রিয়জয়ের অন্য আনুষঙ্গিক ফল মনোজবিত্ব বা মনের মত গতিশালিত্ব। বিভু অন্তঃকরণকে পরিণত করিয়া যত্র তত্র এক ক্ষণেই ইন্দ্রিয়নির্মাণ করিবার সামর্থ্য হওয়াতে মনোগতি হয় এবং বিকরণ বা করণ-নিরপেক্ষ ভাবও হয়। প্রধানজয় ক্রিয়া-শক্তির চরম সীমা।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্বং চ ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যম্। নির্ধূতরজস্তমোমলস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্তমানস্য সত্ত্ব-পুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্ররূপ-প্রতিষ্ঠস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং, সর্বাত্মানো গুণা ব্যবসায়ব্যবসেয়াত্মকাঃ স্বামিনং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রত্যশেষদৃশ্যাত্মত্বেনোপতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ। সর্বজ্ঞাতৃত্বং সর্বাত্মনাং গুণানাং শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মত্বেন ব্যবস্থিতানামক্রমোপারূঢ়ং বিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। ইত্যেষা বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ, যাং প্রাপ্য যোগী সর্বজ্ঞঃ ক্ষীণক্লেশবন্ধনো বশী বিহরতি ॥ ৪৯ ॥

৪৯। বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠিত যোগীর সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—রজস্তমোমলশূন্য বুদ্ধিসত্ত্বের পরম বৈশারদ্য বা স্বচ্ছতা হইলে, পরম বশীকার-সংজ্ঞা অবস্থায় বর্তমান, সত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রপ্রতিষ্ঠ (যোগিচিত্তের) সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব হয় (১)-অর্থাৎ ব্যবসায় ও ব্যবসেয়-আত্মক (গ্রহণ-গ্রাহ্যাত্মক), সর্বস্বরূপ, গুণসকল ক্ষেত্রজ্ঞ স্বামীর নিকট অশেষদৃশ্যরূপে উপস্থিত হয়। সর্বজ্ঞাতৃত্ব=শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য-ধর্মভাবে ব্যবস্থিত সর্বাত্মক গুণসকলের অক্রম বিবেকজ জ্ঞান। ইহা বিশোকানামক সিদ্ধি, ইহা প্রাপ্ত হইয়া সর্বজ্ঞ, ক্ষীণক্লেশবন্ধন, বশী যোগী বিহার করেন।

টীকা। ৪৯।(১) প্রথমে জ্ঞানরূপা সিদ্ধি ও পরে ক্রিয়ারূপা সিদ্ধি বলিয়া পরে যাহার দ্বারা ঐ দুই প্রকার সিদ্ধিই পূর্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা বলিতেছেন।

যে যোগিচিত্ত বিবেকখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠ, তাহার সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব হয়। সর্বজ্ঞাতৃত্ব=সমস্ত দ্রব্যের শান্তোদিতাব্যপদেশ্য ধর্মের যুগপতের মত জ্ঞান। সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব=সমস্ত ভাবের সহিত দৃশ্যরূপে যুগপতের ন্যায় জ্ঞাতার সংযোগ। যেমন, স্ববুদ্ধির সহিত দ্রষ্টার দৃশ্যভাবে সংযোগ হইয়া তাহার উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব হয়, সেইরূপ সর্ব ভাবের মূল-স্বরূপে সংযোগ হইয়া অধিষ্ঠান। শ্রুতি এ বিষয়ে বলেন, "আত্মনো বা অরে দর্শনেনেদং সর্বং বিদিতম্" অর্থাৎ পুরুষদর্শন হইলে সার্বজ্ঞ্য হয়। "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছান্দোগ্য) ইত্যাদি শ্রুতিতেও সংকল্পসিদ্ধির কথা উক্ত হইয়াছে।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যম্। যদাস্যৈবং ভবতি ক্লেশকর্মক্ষয়ে সত্ত্বস্যায়ং বিবেকপ্রত্যয়ো ধর্মঃ, সত্ত্বঞ্চ হেয়পক্ষে ন্যস্তং পুরুষশ্চাপরিণামী শুদ্ধোঽন্যঃ সত্ত্বাদিতি। এবম্ অস্য ততো বিরজ্যমানস্য যানি ক্লেশবীজানি দগ্ধশালিবীজকল্পান্যপ্রসবসমর্থানি তানি সহ মনসা প্রত্যস্তং গচ্ছন্তি। তেষু প্রলীনেষু পুরুষঃ পুনরিদং তাপত্রয়ং ন ভুঙ্‌ক্তে। তদেতেষাং গুণানাং মনসি কর্মক্লেশবিপাকস্বরূপেণাভিব্যক্তানাং চরিতার্থানাং প্রতিপ্রসবে পুরুষস্যাত্যন্তিকো গুণ-বিয়োগঃ কৈবল্যং, তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তিরেব পুরুষ ইতি॥ ৫০ ॥

৫০। তাহাতেও (বিশোকা বা বিবেকজ সিদ্ধিতেও) বৈরাগ্য হইলে দোষবীজ (সম্যক্) ক্ষয় হওয়াতে কৈবল্য হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ক্লেশকর্মক্ষয়ে যখন এতাদৃশ যোগীর এইরূপ প্রজ্ঞা হয় যে, এই বিবেক-প্রত্যয়রূপ ধর্ম বুদ্ধিসত্ত্বের, আর বুদ্ধিসত্ত্বও হেয়পক্ষে ন্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু পুরুষ অপরিণামী, শুদ্ধ এবং সত্ত্ব হইতে ভিন্ন। সেই প্রজ্ঞা হইলে তাহা (বুদ্ধিধর্ম) হইতে বিরজ্যমান, (বৈরাগ্যশীল) যোগীর দগ্ধ শালিবীজের ন্যায় প্রসবাক্ষম যে ক্লেশবীজ তাহা চিত্তের সহিত প্রলীন হয়। তাহারা প্রলীন হইলে পুরুষ পুনরায় এই তাপত্রয় ভোগ করেন না। তখন মনোমধ্যস্থ ক্লেশকর্মবিপাক-স্বরূপে

পরিণত যে গুণসকল তাহাদের চরিতার্থতাহেতু প্রলয় হইলে পুরুষের যে আত্যন্তিক গুণ-বিয়োগ, তাহাই কৈবল্য। তদবস্থায় পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ-চিতিশক্তিরূপ (১)।

টীকা। ৫০।(১) এ বিষয় পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবেকখ্যাতির দ্বারা ক্লেশকর্ম সম্যক্ ক্ষীণ হইয়া দগ্ধবীজের ন্যায় অপ্রসবধর্মা হয়। পরে বিবেক যে বুদ্ধিধর্ম অতএব হেয়, এবং বুদ্ধি যে নিজেই হেয়, এই প্রকার পরবৈরাগ্যরূপ প্রজ্ঞা এবং হানেচ্ছা হয়। তাহাতে বিবেক, বিবেকজ ঐশ্বর্য এবং উহাদের অধিষ্ঠানরূপ বুদ্ধি, এই সমস্তেরই হান বা ত্যাগ হয়। তখন বুদ্ধি অদৃশ্য বা প্রলীন হয়, সুতরাং গুণ এবং পুরুষের সংযোগের অত্যন্ত বিচ্ছেদ হয়, তাহাই পুরুষের কৈবল্য।

পূর্বোক্ত সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্বজ্ঞাতৃত্ব হইলে যোগী ঈশ্বরসদৃশ হন। উহা বুদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। তাদৃশ উপাধিযুক্ত পুরুষই (অর্থাৎ এই উপাধি ও তদ্দ্রষ্টা পুরুষ—মিলিত এতদুভয়ের নাম) মহান্ আত্মা। ঐ উপাধিমাত্রকেও মহত্তত্ত্ব বলা হয়। এই অবস্থায় থাকিলে লোকমধ্যেই থাকা হয়, কারণ, ব্যক্ত উপাধি ব্যক্ত জগতেই থাকিবে। এ সম্বন্ধে এই শ্রুতি আছে, "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণঃ।" (বৃহ ৪।৪।২২) ইত্যাদি। তথাচ "এবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্বমাত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি সর্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তপতি সর্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্।" অর্থাৎ হে সম্রাট্ জনক! সমাধির দ্বারা পাপ-পুণ্যের অতীত, আত্মজ্ঞ, বিজ্ঞানময় (বিজ্ঞাতা নহেন), সর্বেশান, সর্বাধিপতি, ব্রহ্মলোক-স্বরূপ হন। (অবিচিকিৎসা = নিঃসংশয়)। ইহাই বিবেকজ-সিদ্ধিযুক্ত যোগীর লক্ষণ। আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন পৌরুষ-প্রত্যয়। বিবেককালে ইহা হয়, চিত্তলয়ে তাহাও থাকে না।

ইহার উপরের অবস্থা কৈবল্য, তাহাতে চিত্ত বা বিজ্ঞান (সর্বজ্ঞাতৃত্ব আদি) প্রলীন হয়। তাহা লোকাতীত, অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য ইত্যাদি লক্ষণে তাহা শ্রুতির দ্বারা লক্ষিত। ঐশ্বর্য ও সার্বজ্ঞ্যের অতীত যে তুরীয় আত্মতত্ত্ব, তাহাতে স্থিতিই কৈবল্য। ঈদৃশ আত্মার নাম 'শান্ত আত্মা' বা 'শান্ত ব্রহ্ম,' অর্থাৎ শান্তোপাধিক আত্মা। সাংখ্যেরা শান্তব্রহ্মবাদী। আধুনিক বৈদান্তিকেরা চিদ্রূপ আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া পরমার্থ তত্ত্বকে সংকীর্ণ করেন তজ্জন্য তাঁহাদের সংকীর্ণ-ব্রহ্মবাদী বলা যাইতে পারে। শ্রুতিতে আছে, 'তদ্‌যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি' ইহাই সাংখ্যদের চরম গতি।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫১ ॥

ভাষ্যম্। চত্বারঃ খল্বমী যোগিনঃ—প্রথমকল্পিকঃ, মধুভূমিকঃ, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি। তত্রাভ্যাসী প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতিঃ প্রথমঃ। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞো

দ্বিতীয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়ঃ সর্বেষু ভাবিতেষু ভাবনীয়েষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ কৃতকর্তব্য-সাধনাদিমান্। চতুর্থো যস্ত্বতিক্রান্তভাবনীয়স্তস্য চিত্তপ্রতিসর্গ একোঽর্থঃ, সপ্তবিধাস্য প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা। তত্র মধুমতীং ভূমিং সাক্ষাৎ-কুর্বতো ব্রাহ্মণস্য স্থানিনো দেবাঃ সত্ত্ব-শুদ্ধিমনুপশ্যন্তঃ স্থানৈরুপনিমন্ত্রয়ন্তে, ভোরিহ আস্যতামিহ রম্যতাং, কমনীয়োঽয়ং ভোগঃ, কমনীয়েয়ং কন্যা, রসায়নমিদং জরামৃত্যুং বাধতে, বৈহায়সমিদং যানম্, অমী কল্পদ্রুমাঃ, পুণ্যা মন্দাকিনী, সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ, উত্তমা অনুকূলা অপ্সরসঃ, দিব্যে শ্রোত্রচক্ষুষী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ, স্বগুণৈঃ সর্বমিদম্ উপার্জিতম্ আয়ুষ্মতা, প্রতিপদ্যতামিদম্ অক্ষয়মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়ম্, ইতি।

এবম্ অভিধীয়মানঃ সঙ্গদোষান্ ভাবয়েৎ। ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া জননমরণান্ধকারে বিপরিবর্তমানেন কথঞ্চিদাসাদিতঃ ক্লেশতিমিরবিনাশো যোগ-প্রদীপঃ, তস্য চৈতে তৃষ্ণাযোনয়ো বিষয়বায়বঃ প্রতিপক্ষাঃ, স খল্বহং লব্ধালোকঃ কথমনয়া বিষয়মৃগতৃষ্ণয়া বঞ্চিতস্তস্যৈব পুনঃ প্রদীপ্তস্য সংসারাগ্নেরাত্মানমিন্ধনীকুর্যামিতি। স্বস্তি বঃ স্বপ্নোপমেভ্যঃ কৃপণজনপ্রার্থনীয়েভ্যো বিষয়েভ্য ইত্যেবন্নিশ্চিতমতিঃ সমাধিং ভাবয়েৎ। সঙ্গমকৃত্বা স্ময়মপি ন কুর্যাদ্ এবমহং দেবানামপি প্রার্থনীয় ইতি। স্ময়াদয়ং সুস্থিতম্মন্যতয়া মৃত্যুনা কেশেষু গৃহীতমিবাত্মানং ন ভাবয়িষ্যতি, তথা চাস্য ছিদ্রান্তর-প্রেক্ষী নিত্যং যত্নোপচর্যঃ প্রমাদো লব্ধবিবরঃ ক্লেশানুত্তম্ভয়িষ্যতি, ততঃ পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গঃ। এবমস্য সঙ্গস্ময়াবকুর্বতো ভাবিতোঽর্থো দৃঢ়ীভবিষ্যতি, ভাবনীয়শ্চার্থোঽভিমুখী-ভবিষ্যতীতি ॥ ৫১ ॥

৫১। স্থানীদের (উচ্চস্থানপ্রাপ্ত দেবগণের) দ্বারা নিমন্ত্রিত হইলে পুনশ্চ অনিষ্টসম্ভবহেতু তাহাতে সঙ্গ অথবা স্ময় (গর্ব) করা অকর্তব্য ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যোগীরা চারি প্রকার যথা—প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং অতিক্রান্তভাবনীয়। তন্মধ্যে যাঁহার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কেবলমাত্র প্রবর্তিত হইতেছে, তাদৃশ অভ্যাসী যোগী প্রথম। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞ দ্বিতীয়। ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়, (এতদবস্থ যোগী) সমস্ত সাধিত (ভূতেন্দ্রিয়জয়াদি) বিষয়ে কৃতরক্ষাবন্ধ (সম্যক্ আয়ত্তীকৃত) এবং সাধনীয় (বিশোকাদি অসম্প্রজ্ঞাত পর্যন্ত) বিষয়ে বিহিতসাধনযুক্ত। চতুর্থ যে অতিক্রান্তভাবনীয়, তাঁহার চিত্তবিলয়ই একমাত্র (অবশিষ্ট) পুরুষার্থ। ইহারই সপ্তবিধ প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। এতন্মধ্যে মধুমতীভূমির সাক্ষাৎকারী (মধুভূমিক) ব্রহ্মবিদের সত্ত্বশুদ্ধি দর্শন করিয়া স্থানিগণ বা দেবগণ তৎস্থানীয় মনোরম ভোগ দেখাইয়া (নিম্নোক্ত প্রকারে) উপনিমন্ত্রণ করেন—হে (মহাত্মন্), এখানে উপবেশন করুন, এখানে রমণ করুন, এই ভোগ কমনীয়, এই কন্যা কমনীয়া, এই রসায়ন জরামৃত্যু নাশ করে, এই যান আকাশগামী, কল্পদ্রুম, পুণ্যা মন্দাকিনী ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ ঐ। (এখানে) উত্তমা অনুকূলা অপ্সরা-গণ, দিব্য চক্ষুকর্ণ, বজ্রোপম শরীর। আয়ুষ্মন্, আপনার দ্বারা ইহা নিজগুণে উপার্জিত হইয়াছে, (অতএব) গ্রহণ করুন. ইহা অক্ষয়, অজর, অমর ও দেবগণের প্রিয়।

এইরূপে আহূত হইয়া (যোগী নিম্নলিখিতরূপে) সঙ্গদোষ ভাবনা করিবেন—ঘোর সংসারাঙ্গারে দহ্যমান হইয়া আমি জন্মমরণান্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লেশতিমিরবিনাশকর যোগপ্রদীপ কোন গতিকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এই তৃষ্ণাসম্ভব বিষয়বায়ু তাহার (যোগপ্রদীপের) বিরোধী। আলোক পাইয়াও আমি কিহেতু এই বিষয়মৃগতৃষ্ণার দ্বারা বঞ্চিত হইয়া পুনশ্চ আপনাকে সেই প্রদীপ্ত সংসারাগ্নির ইন্ধন করিব? স্বপ্নোপম, কৃপণ (কৃপার্হ বা দীন)-জন-প্রার্থনীয় বিষয়গণ। তোমরা সুখে থাক—এইরূপে নিশ্চিতমতি হইয়া সমাধি ভাবনা করিবে। সঙ্গ না করিয়া (এইরূপ) স্ময়ও (আত্মপ্রশংসাভাব) করিবে না (যে) এইরূপে আমি দেবগণেরও প্রার্থনীয় হইয়াছি। স্ময় হইতে মন সুস্থিত হওয়াতে লোক 'মৃত্যু আমার কেশ ধারণ করিয়াছে', এইরূপ ভাবনা করে না। তাহা হইলে, নিয়তযত্নপূর্বক যাহার প্রতিকার করিতে হয় এইরূপ ছিদ্রান্বেষী প্রমাদ প্রবেশলাভ করিয়া ক্লেশসকলকে প্রবল করিবে, তাহা হইতে পুনরায় অনিষ্টসম্ভব হইবে। উক্তরূপে সঙ্গ ও স্ময় না করিলে যোগীর ভাবিত বিষয় দৃঢ় হইবে এবং ভাবনীয় বিষয় অভিমুখীন হইবে।

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যম্। যথাপকর্ষপর্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুরেবং পরমাপকর্ষপর্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ। যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্বদেশং জহ্যাদুত্তরদেশমুপসম্পদ্যেত স কালঃ ক্ষণঃ, তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্তু ক্রমঃ। ক্ষণতৎক্রময়োর্নাস্তি বস্তুসমাহার ইতি বুদ্ধিসমাহারো মুহূর্তাহোরাত্রাদয়ঃ। স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইব অবভাসতে। ক্ষণস্তু বস্তুপতিতঃ ক্রমাবলম্বী, ক্রমশ্চ ক্ষণানন্তর্যাত্মা, তং কালবিদঃ কাল ইত্যাচক্ষতে যোগিনঃ। ন চ দ্বৌ ক্ষণৌ সহ ভবতঃ, ক্রমশ্চ ন দ্বয়োঃ সহভুবোরসম্ভবাৎ, পূর্বস্মাদুত্তরভাবিনো যদানন্তর্যং ক্ষণস্য স ক্রমঃ।

তস্মাদ্ বর্তমান এবৈকঃ ক্ষণো ন পূর্বোত্তরক্ষণাঃ সন্তীতি, তস্মান্নাস্তি তৎসমাহারঃ। যে তু ভূতভাবিনঃ ক্ষণাস্তে পরিণামান্বিতা ব্যাখ্যেয়াঃ। তেনৈকেন ক্ষণেন কৃৎস্নো লোকঃ পরিণামমনুভবতি, তৎক্ষণোপারূঢ়াঃ খল্বমী ধর্মাঃ। তয়োঃ ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাৎ তয়োঃ সাক্ষাৎকরণম্। ততশ্চ বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুর্ভবতি ॥ ৫২ ॥

৫২। ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম করিলেও বিবেকজ জ্ঞান (৩।৪৯ সূ) হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যেমন অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্তদ্রব্য পরমাণু (১) সেইরূপ অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্ত কাল ক্ষণ। অথবা যে সময়ে চলিত পরমাণু পূর্ব দেশ ত্যাগ করিয়া পরবর্তী দেশ প্রাপ্ত হয় সেই সময় ক্ষণ। তাহার প্রবাহের অবিচ্ছেদই ক্রম। ক্ষণ ও তাহার ক্রমের বাস্তব মিলিতভাব নাই। মুহূর্ত*-অহোরাত্রাদিরা বুদ্ধিসমাহার মাত্র (কাল্পনিক সংগৃহীত ভাব)। এই কাল (২) বস্তুশূন্য,

* মুহূর্ত অহোরাত্রের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, আটচল্লিশ মিনিট।

বুদ্ধিনির্মাণ, শব্দজ্ঞানানুপাতী এবং তাহা ব্যুত্থিতদৃষ্টি লৌকিকব্যক্তির নিকট বস্তু-স্বরূপ বলিয়া অবভাসিত হয়। আর ক্ষণ বস্তুপতিত (বস্তুসম্বন্ধীয়) ও ক্রমাবলম্বী, (যেহেতু) ক্রম ক্ষণানন্তর্য-স্বরূপ। তাহাকে কালবিদ্ যোগীরা কাল বলেন (৩)। দুইটি ক্ষণ একত্র বর্তমান হয় না। অসম্ভাবিত্বহেতু সহভূত দুই ক্ষণের সমাহারক্রম নাই। পূর্ব হইতে উত্তর-ভাবী ক্ষণের যে আনন্তর্য তাহাই ক্রম।

তৎ হেতু একটিমাত্র ক্ষণই বর্তমান কাল, পূর্ব বা উত্তর ক্ষণ বর্তমান নাই, আর সেই কারণে তাহাদের (অতীত, বর্তমান ও অনাগত ক্ষণের) সমাহারও নাই। ভূত ও ভবিষ্যৎ যে ক্ষণ তাহারা পরিণামান্বিত বলিয়া ব্যাখ্যেয়, (অর্থাৎ ভূত ও ভাবী ক্ষণ কেবল সামান্য—শান্ত ও অব্যপদেশ্য—পরিণামান্বিত পদার্থমাত্র বলিয়া ব্যাখ্যেয়। ফলে অগোচর পরিণামকেই আমরা ভূত ও ভাবী ক্ষণযুক্ত মনে করি)। সেই এক (বর্তমান) ক্ষণে সমস্ত বিশ্ব পরিণাম অনুভব করিতেছে, (পূর্বোক্ত) ধর্মসকল ক্ষণোপারূঢ়। ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম হইতে তাহাদের (তদুভয়োপারূঢ় ধর্মের) সাক্ষাৎকার হয়, আর তাহা হইতে (৩।৫৪ সূত্রোক্ত) বিবেকজ জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়।

টীকা। ৫২। (১) পূর্বেই বলা হইয়াছে তন্মাত্র-স্বরূপ পরমাণু শব্দাদি-গুণের সূক্ষ্মতম অবস্থা। যদপেক্ষা সূক্ষ্মতর হইলে শব্দাদি জ্ঞান লোপ পায়, অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইয়া যেখানে বিশেষ জ্ঞান লোপ পাওয়ায় নির্বিশেষ শব্দাদি জ্ঞান থাকে তাদৃশ সূক্ষ্ম শব্দাদি-গুণই পরমাণু। অতএব পরমাণুর অবয়ব বোধগম্য হইবার উপায় নাই। পরমাণু যেমন সূক্ষ্মতম-শব্দাদিগুণবৎ দ্রব্য বা দেশ, সেইরূপ ক্ষণ সূক্ষ্মতম কাল। কালের পরমাণু ক্ষণ; যে কালে একটি সূক্ষ্মতম পরিণাম যোগীদের গোচর হয় তাহাই ক্ষণ। ভাষ্যকার উদাহরণাত্মক লক্ষণ দিয়াছেন যে, যে সময়ে পরমাণুর দেশান্তর গতি লক্ষিত হয় তাহাই ক্ষণ। পরমাণুর অংশ বিবেচ্য নহে, সুতরাং যখন পরমাণু নিজের দ্বারা ব্যাপ্ত দেশের সমস্তটুকু ত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ দেশে যাইবে, তখনই তাহার গতিরূপ পরিণাম লক্ষিত হইবে (সেই কালই ক্ষণ)। পরমাণুতে যেমন অস্ফুট দেশজ্ঞান থাকে তেমনি তাহার বিক্রিয়াতেও অস্ফুট দেশজ্ঞান থাকিবে।

পরমাণু বেগেই যাক, বা ধীরেই যাক, যখন তাহার দেশান্তর-পরিণামের জ্ঞান হইবে, সেই একটি জ্ঞানব্যাপ্ত কালই ক্ষণ। যতক্ষণ-না পরমাণু স্বপরিমাণ দেশ অতিক্রম করিবে ততক্ষণ তাহাতে কোন পরিণাম লক্ষিত হইবে না (কারণ, তাহার পরিণামের অংশভূত দেশ বিবেচ্য নহে)। অতএব পরমাণু বেগে চলিলে ক্ষণসকল নিরন্তরভাবে সূচিত হইবে, আর ধীরে চলিলে থামিয়া থামিয়া এক একবার এক এক ক্ষণ সূচিত হইবে। ক্ষণাবচ্ছিন্ন কাল কিন্তু একপরিণামই থাকিবে।

ফলে তন্মাত্রজ্ঞান এক একটি ক্ষণব্যাপী জ্ঞানের ধারা-স্বরূপ অথবা তান্মাত্রিক জ্ঞানধারার চরম-অবয়বরূপ যে এক একটি পরিণাম তাহার ব্যাপ্তিকালই ক্ষণ। ক্ষণের যে আনন্তর্য অর্থাৎ পরপর অবিচ্ছেদে প্রবাহ তাহার নাম ক্ষণের ক্রম।

জ্যামিতির বিন্দুর লক্ষণের ন্যায় পরমাণুর এই লক্ষণও যে বিকল্পিত (শব্দজ্ঞানানুপাতী) তাহা মনে রাখিতে হইবে।

৫২। (২) ভাষ্যকার এস্থলে কালসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা বলি কালে সব ভাব আছে বা থাকিবে। কিন্তু কাল আছে এইরূপ বলা সঙ্গত নহে, কারণ, তাহাতে প্রশ্ন হইবে কাল কিসে আছে? পরন্তু যাহা অবর্তমান তাহার নাম অতীত বা অনাগত। অবর্তমান

অর্থে নাই, সুতরাং অতীত ও অনাগত কাল নাই। তবে আমরা বলি যে, 'ত্রিকাল আছে' তাহাতে বিকল্প করিয়া অবস্তুকে শব্দমাত্রের দ্বারা সিদ্ধবৎ মনে করিয়া বলি 'ত্রিকাল আছে'। অবাস্তব পদার্থকে পদের দ্বারা বাস্তবের মত ব্যবহার করাই বিকল্প। কালও সেইরূপ পদার্থ। দুইক্ষণ বর্তমান হয় না, অতএব ক্ষণপ্রবাহকে এক সমাহৃত কাল করা কল্পনামাত্র অর্থাৎ বুদ্ধি-নির্মাণ মাত্র। 'কাল আছে' বলিলে 'কাল কালে আছে' এইরূপ বিরুদ্ধ, বাস্তব-অর্থশূন্য পদার্থ প্রকৃতপক্ষে বুঝায়। 'রাম আছে' বলিলে 'রাম বর্তমান কালে আছে' বুঝায়। কিন্তু 'কাল আছে' বলিলে কি বুঝাইবে? তাহাতে শব্দার্থ ব্যতীত কোন বস্তুর সত্তা বুঝাইবে না, কারণ, কালের আর অধিকরণ নাই।

যেমন, যেখানে কিছু নাই তাহাকে 'অবকাশ' বা 'দিক্' বা space বলা যায়, কিন্তু কিছু ছাড়া যখন 'স্থানের' বা দেশের জ্ঞান সম্ভব নহে তখন 'স্থান' অর্থে কিছু না। এই অবাস্তব শব্দমাত্র 'কালও সেইরূপ অধিকরণবাচক শব্দমাত্র। শব্দব্যতীত কাল-পদার্থ নাই। শব্দ না থাকিলে কাল-জ্ঞান থাকে না। যে পদজ্ঞানহীন সে কেবল পরিণামমাত্র জানিবে, কাল-শব্দের অর্থ তাহার নিকট অজ্ঞাত হইবে। অতএব সাধারণ মানবের নিকট কাল 'বস্তু' বলিয়া প্রতীত হয়। শব্দার্থবিকল্পের সংকীর্ণতার অতীত যে ধ্যান, তৎসম্পন্ন যোগীর নিকট 'কাল'-পদার্থ থাকে না।

৫২। (৩) যোগীরা কালকে বস্তু বলেন না, কেবল ক্ষণের ক্রম বলেন। আর, ক্ষণ বাস্তব পদার্থের পরিণামক্রম অবলম্বন করিয়া অনুভূত অধিকরণ-স্বরূপ। 'ক্রমাবলম্বী' পাঠ ভিক্ষুর সম্মত। তাহাতেও ঐ অর্থ, অর্থাৎ ক্ষণ বস্তুর পরিণামক্রমের দ্বারা লক্ষিত পদার্থ। মিশ্র 'বস্তুপতিত' অর্থে 'বাস্তব' বলিয়াছেন। এই 'বাস্তব' শব্দের অর্থ বস্তুসম্বন্ধীয়, কারণ, ক্ষণ বস্তু নহে, কিন্তু বস্তুর অধিকরণমাত্র।

অধিকরণ অর্থে কোন বস্তু নহে কিন্তু সংযোগবিশেষ, যথা—ঘট ও হাতের সংযোগ-বিশেষ দেখিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঘটে হাত আছে বা হাতে ঘট আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘট ঘটেই আছে, হাত হাতেই আছে। অবকাশ ও কাল বা অবসর কাল্পনিক অধিকরণ, অবকাশ অর্থে শূন্য, অবসরও তাহাই।

বস্তু অর্থে যাহা আছে। আছে=বর্তমান কাল। সুতরাং বর্তমান কালই বস্তুর অধিকরণ, অতীত ও অনাগত পদার্থকে ছিল ও থাকিবে বলি তাই অতীত ও অনাগত কাল 'বস্তু'র অধিকরণ নহে। অতীত ও অনাগত বস্তু সূক্ষ্মরূপে আছে বলিলে বর্তমান ক্ষণকেই তাহাদের অধিকরণ বলা হয়, এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'ক্ষণস্তু বস্তুপতিতঃ'। এবিষয় ব্যাকরণের বিভক্তিরই ভেদ অনুযায়ী বিকল্পমাত্র। তন্মধ্যে একটি ভাবপদার্থের অধিকরণরূপ বিকল্প ও অন্যটি অভাবের অধিকরণরূপ 'বিকল্পের বিকল্প', তাই ইহা কিছু জটিল।*

অতীত ও অনাগত ক্ষণ অবর্তমান বস্তুর বা অবস্তুর অধিকরণ অর্থাৎ অলীক পদার্থ, আর, বর্তমান ক্ষণ বস্তুর অধিকরণ, এই প্রভেদ। শঙ্কা হইতে পারে, অতীতানাগত বস্তু যখন আছে, তখন তাহাদের অধিকরণ অবস্তুর অধিকরণ হইবে কেন?—'আছে' বলিলে বর্তমান বলা হয়, তাহা

* 'বিভক্তিরই ভেদ' যথা, 'ক্ষণ বস্তুপতিত' ইহা প্রথমা, এবং 'ক্ষণে বস্তু আছে' ইহা সপ্তমী। বস্তু বর্তমানকালে আছে বা তাহা বর্তমান—ইহা ভাবপদার্থের এক অধিকরণ-কল্পনারূপ বিকল্প, কারণ অধিকরণ বস্তু নহে। 'অতীত ও অনাগত পদার্থকে ছিল ও থাকিবে বলি'—ইহা বিকল্পের বিকল্প।—সম্পাদক

হইলে তাহা বর্তমান ক্ষণেই আছে। সুতরাং একমাত্র বর্তমান ক্ষণই বস্তুর অধিকরণ বা শব্দের অধিকরণ, তাহাতেই সমস্ত পদার্থ পরিণাম অনুভব করিতেছে। পরিণাম অসংখ্য বলিয়া ক্ষণের অসংখ্য কাল্পনিক ভেদ করিয়া, অর্থাৎ অসংখ্য ক্ষণ আছে এইরূপ কল্পনা করিয়া এবং তাহাদের কাল্পনিক বস্তুসমাহার করিয়া, আমরা বলি অনাদি অনন্ত কাল আছে। আমাদের সংকুচিত জ্ঞান-শক্তির দ্বারা যাহা জ্ঞানগোচর না হয় তাহাকেই অতীত ও অনাগত বলি। অতীত ও অনাগত ধর্ম অর্থে বর্তমানরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হওয়া। যাঁহার জ্ঞান-শক্তি সম্যক্ আবরণশূন্য, তাঁহার নিকট অতীত ও অনাগত নাই, সবই বর্তমান। অতএব বর্তমান একক্ষণই বাস্তব বা বস্তুর অধিকরণ। সেই ক্ষণে বা ক্ষণব্যাপী বস্তুধর্মে ও তাহার ক্রমেতে অর্থাৎ ক্ষণাবচ্ছিন্নকালে দ্রব্যের যে পরিণাম হয় তাহার ধারাতে সংযম করিলেও বিবেকজ জ্ঞান হয়। দ্রব্যের সূক্ষ্মতম পরিণাম ও তাহার ধারা জানিলে সূক্ষ্মতম ভেদজ্ঞান হয়। পরসূত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই বিবেকজ জ্ঞান বা ৩।৪৯ সূত্রোক্ত সর্বজ্ঞাতৃত্ব।

কালসম্বন্ধে অন্য মতও আছে যথা, ন্যায়বৈশেষিক-মতে (ন্যায়মঞ্জরী), "যদি চৈকো বিভুর্নিত্যঃ কালো দ্রব্যাত্মকো মতঃ", অর্থাৎ কাল এক বিভু নিত্য দ্রব্য। কাহারও মতে কাল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাঁহারা বলেন, "ন চাক্ষুষ্যাচিতানন্ত ক্ষিপ্রাদিপ্রত্যয়োদয়ঃ। তদ্ভাবাভাববিধানেন তস্মাৎ কালস্য চাক্ষুষঃ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রভাবেন বিশেষণতয়াপি বা। চাক্ষুষজ্ঞানগম্যং যৎ তৎ প্রত্যক্ষমুচ্যতে। অপ্রত্যক্ষমাত্রেণ ন চ কালস্য নাস্তিতা। যুক্তা পৃথিব্যধোভাগচন্দ্রমঃপরভাগবৎ।" অর্থাৎ চক্ষু মুদ্রিত থাকিলে চিরক্ষিপ্রাদি প্রত্যয় হয় না। চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেই তাহা হওয়াতে কাল চাক্ষুষ দ্রব্য, যাহা স্বতন্ত্রভাবে বা বিশেষণভাবে অর্থাৎ গুণরূপে চাক্ষুষজ্ঞানগম্য তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়। আর, অপ্রত্যক্ষ হইলেও যে সে বস্তু নাই এইরূপ নহে; পৃথিবীর অধোভাগ, চন্দ্রমার পশ্চাদ্ভাগ অপ্রত্যক্ষ হইলেও অসৎ পদার্থ নহে।

উহার উত্তরে বলা হয়, "ন তাবদ্ গৃহ্যতে কালঃ প্রত্যক্ষেণ ঘটাদিবৎ। চিরক্ষিপ্রাদিবোধোঽপি কার্যমাত্রাবলম্বনঃ। ন চানুমৈব লিঙ্গেন কালস্য পরিকল্পনা। প্রতিবন্ধো হি দৃষ্টোঽত্র ন ধূমজ্বলনাদিবৎ। প্রতিভাসাতিরেকস্তু কথঞ্চিদ্ উপপদ্যতে। প্রচিতাং কার্যমাশ্রিত্য ক্রিয়াক্ষণপরম্পরাম্। ন চৈব গ্রহনক্ষত্র-পরিস্পন্দ-স্বভাবকঃ। কালঃ কল্পয়িতুং যুক্তঃ ক্রিয়াতো নাপরো হ্যসৌ। মুহূর্তযামাহোরাত্রমাসর্ত্বয়নবৎসরৈঃ। লোকে কাল্পনিকৈরেব ব্যবহারো ভবিষ্যতি। যদি চৈকো বিভুর্নিত্যঃ কালো দ্রব্যাত্মকো মতঃ। অতীত-বর্তমানাদিভেদব্যবহৃতিঃ কুতঃ।" অর্থাৎ কাল ঘটাদির ন্যায় প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয় না। চিরক্ষিপ্রাদি বোধ (যাহা দেখিয়া কালকে চাক্ষুষ বল, তাহাও) কার্যমাত্রকে অবলম্বন করিয়া হয় বা তাহারা দ্রুত ও অদ্রুত ক্রিয়ার নামান্তর। যদি বল ধূমের দ্বারা যেরূপ সৎ অগ্নির কল্পনা হয়, সেইরূপ ঐ ক্রিয়ার দ্বারা সৎ কালের পরিকল্পনা হয়। কিন্তু তাহাও ঠিক নহে, কারণ, ধূম ও অগ্নি উভয়ই সদ্বস্তু সুতরাং তাহাদের দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না অর্থাৎ ধূম ও অগ্নির যেরূপ প্রতিবন্ধ বা ব্যাপ্তি আছে এখানে সেইরূপ নাই। অর্থাৎ কাল যে সৎ তাহাই প্রমেয় কিন্তু ধূম ও অগ্নির দৃষ্টান্তে অগ্নির সত্তা প্রমেয় নহে, কিন্তু ধূমলেখার নীচে সৎ অগ্নির স্থিতিই প্রমেয়। অতএব ক্রিয়া হইতে অতিরিক্ত কাল আছে ইহা প্রতিভাস বা মিথ্যা কল্পনামাত্র, উহা প্রচিত ক্রিয়া-পরম্পরা লইয়া কোনোরূপে করা হয় মাত্র। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে কাল গ্রহনক্ষত্রের পরিস্পন্দ-স্বভাবক, এইরূপ স্বতন্ত্র কালও কল্পনা করা যুক্ত নহে; কারণ, তাহা ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নহে।

মুহূর্ত, যাম, অহোরাত্র, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর ইহা সব ব্যবহারার্থ লোকে কল্পনা করে। যদি এক বিভু নিত্যদ্রব্যরূপ কাল থাকিত, তবে অতীত, বর্তমান, অনাগত ভেদের ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে, কারণ, "তৎকালে সন্নিধির্নাস্তি ক্ষণযোর্ভূতভাবিনোঃ। বর্তমানক্ষণশ্চৈকো ন দীর্ঘত্বং প্রপদ্যতে॥ ন হ্যসন্নিহিতগ্রাহিপ্রত্যক্ষমিতি বর্ণিতম্।" অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল একই সময়ে থাকে না বা তাহাদের সন্নিধি নাই। আর, একটি বর্তমান ক্ষণ দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হয় না। অসন্নিহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব অসন্নিহিত বা অবর্তমান যে অতীত ও অনাগত ক্ষণ তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। "বর্তমানঃ কিয়ান্ কাল এক এব ক্ষণস্ততঃ।" "ন হ্যস্তি কালাবয়বী নানাক্ষণগণাত্মকঃ। বর্তমানক্ষণো দীর্ঘ ইতি বালিশভাষিতম্॥" অর্থাৎ কত কালকে বর্তমান বল ?—বলিতে হইবে এক ক্ষণমাত্রকে। অতএব নানাক্ষণাত্মক অবয়বী কাল অবর্তমান পদার্থ, কারণ, অজ্ঞেরাই বলিতে পারে বর্তমান এক ক্ষণ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়। ক্ষণ অণুকাল, তাহা দীর্ঘ হয় ইহা নিতান্ত অযুক্ত উক্তি। "সর্বথেন্দ্রিয়জং জ্ঞানং বর্তমানৈকগোচরম্। পূর্বাপরদশাস্পর্শকৌশলং নাবলম্বতে॥" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সম্যক্-রূপে কেবল বর্তমানগোচর, তাহারা কখনও পূর্ব ও পর এইরূপ দশা স্পর্শ করে না। সুতরাং পূর্ব ও পর কাল বর্তমান বা সদ্বস্তুর অধিকরণ হইতে পারে না। যদি অতীত বস্তু আছে বলা যায়, তাহা হইলে অতীত আর অতীত থাকে না কিন্তু বর্তমান হইয়া যায় , অথচ একমাত্র ক্ষণই বর্তমান কাল।

যদি বল কাল-বিষয়ক স্থির বুদ্ধির বা কালজ্ঞানের দ্বারা এক বিভু কাল সিদ্ধ হয়, তাহাও ঠিক নহে। "তেন বুদ্ধিস্থিরত্বেঽপি স্থৈর্যমর্থস্য দুর্বচম্"—কারণ বুদ্ধির স্থিরত্ব থাকিলেও বিষয়ের স্থিরত্ব আছে বলা যায় না। কিঞ্চ একবুদ্ধিরও দীর্ঘকাল স্থিতি নাই, অতএব তাহার বিষয় যে কাল তাহারও অতীতানাগতরূপ বাস্তব ও ব্যাপী এক স্থিতি নাই।

এইরূপে কালকে যাঁহারা বস্তু বলেন, তাঁহাদের মত নিরস্ত হয় এবং উহা যে বিকল্প-জ্ঞানমাত্র এই সাংখ্যমত স্থাপিত হয়।

ভাষ্যম্। তস্য বিষয়বিশেষ উপক্ষিপ্যতে—

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

তুল্যয়োঃ দেশলক্ষণসারূপ্যে জাতিভেদোঽন্যতায়া হেতুঃ, গৌরিয়ং বড়বেয়-মিতি। তুল্যদেশজাতীয়ত্বে লক্ষণমন্যত্বকরং—কালাক্ষী গৌঃ স্বস্তিমতী গৌরিতি। দ্বয়োরামলকয়োর্জাতিলক্ষণ-সারূপ্যাদ্ দেশভেদোঽন্যত্বকরঃ—ইদং পূর্বমিদমুত্তরমিতি। যদা তু পূর্বমামলকমন্যব্যগ্রস্য জ্ঞাতুরুত্তরদেশ উপাবর্ত্যতে তদা তুল্যদেশত্বে পূর্বমেতদুত্তর-মেতদিতি প্রবিভাগানুপপত্তিঃ অসন্দিগ্ধেন চ তত্ত্বজ্ঞানেন ভবিতব্যম্, ইত্যত ইদমুক্তং ততঃ প্রতিপত্তিঃ বিবেকজজ্ঞানাদিতি। কথং, পূর্বামলকসহক্ষণো দেশ উত্তরামলকসহ-ক্ষণদেশাদ্ ভিন্নঃ। তে চামলকে স্বদেশক্ষণানুভবভিন্নে, অন্যদেশক্ষণানুভবস্তু তয়োরন্যত্বে হেতুরিতি। এতেন দৃষ্টান্তেন পরমাণোস্তুল্যজাতিলক্ষণদেশস্য পূর্বপরমাণুদেশসহক্ষণ-সাক্ষাৎকরণাদুত্তরস্য পরমাণোঃ তদ্দেশানুপপত্তাবুত্তরস্য তদ্দেশানুভবো ভিন্নঃ সহক্ষণ-

ভেদাৎ তযোবীশ্বরস্য যোগিনোঽন্যত্বপ্রত্যয়ো ভবতীতি। অপরে তু বর্ণযন্তি, যেঽন্ত্যা বিশেষাস্তেঽন্যতাপ্রত্যয়ং কুর্বন্তীতি। তত্রাপি দেশলক্ষণভেদো মূর্তিব্যবধিজাতিভেদশ্চান্যত্বহেতুঃ। ক্ষণভেদস্তু যোগিবুদ্ধিগম্য এবেতি, অত উক্তং "মূর্তিব্যবধিজাতিভেদাভাবান্নাস্তি মূলপৃথক্ত্বম্" ইতি বার্ষগণ্যঃ॥ ৫৩॥

ভাষ্যানুবাদ—বিবেকজ জ্ঞানেব বিশেষ বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে—

৫৩। (দুই বস্তুব) জাতিগত, লক্ষণগত ও দেশগত ভেদেব অবধাবণ না হওয়াহেতু যে পদার্থদ্বয় তুল্যরূপে প্রতীযমান হয, তাদৃশ পদার্থেবও তাহা হইতে ভিন্নতাব প্রতিপত্তি (উপলব্ধি) হয় (১)॥ সূ

দেশেব ও লক্ষণেব সমানত্বহেতু তুল্য বস্তুদ্বযেব জাতিভেদ ভিন্নত্বেব কাবণ, যথা—ইহা গো, ইহা বডবা (ঘোটকী)। দেশ ও জাতি তুল্য হইলে লক্ষণ হইতে ভেদ হয, যথা—কালাক্ষী গাভী ও স্বস্তিমতী গাভী। জাতিব ও লক্ষণেব সারূপ্যহেতু তুল্য দুটি আমলকেব দেশভেদই ভিন্নতাব কাবণ, যেমন, ইহা পূর্বে আছে ও ইহা পবে আছে। (পূর্ববর্তী ও পশ্চাদ্‌বর্তী দুটি আমলকেব মধ্যে) যখন পূর্ব আমলককে, জ্ঞাতা ব্যক্তি অন্যচিত্ত হইলে (জ্ঞাতাব অজ্ঞাতসাবে), উত্তব আমলকেব দেশে (উত্তব আমলক যেখানে ছিল সেখানে) উপস্থাপিত কবা যায, তাহা হইলে 'ইহা পূর্ব, ইহা উত্তব' এইরূপ যে ভেদজ্ঞান, তাহা তুল্যদেশত্বহেতু সাধাবণেব হয না, কিন্তু অসন্দিগ্ধ তত্ত্বজ্ঞানেব দ্বারাই হইযা থাকে। এইজন্য (সূত্রে) উক্ত হইযাছে, "তাহা হইতে প্রতিপত্তি হয" অর্থাৎ বিবেকজ জ্ঞান হইতে। কিরূপে?—পূর্বামলকেব সহিত সম্বদ্ধ ক্ষণিক-পবিণামবিশিষ্ট যে দেশ, তাহা উত্তবামলকেব সহ সম্বদ্ধ ক্ষণ-পবিণামবিশিষ্ট দেশ হইতে ভিন্ন। (অতএব) সেই আমলকদ্বয স্ব স্ব দেশেব সহিত ক্ষণিক-পবিণামানুভবেব দ্বাবা ভিন্ন। পূর্বেকাব ভিন্নদেশ-পবিণামবিশিষ্ট ক্ষণেব অনুভবই (জ্ঞাতাব অজ্ঞাতে দেশান্তব-প্রাপ্ত) আমলকদ্বয ভিন্নতা-বিবেকেব কাবণ। এই (স্থূল) দৃষ্টান্তেব দ্বাবা ইহা বুঝা যায যে, পবমাণুদ্বয়েব জাতি, লক্ষণ ও দেশ তুল্য হইলে (তাহাদেব মধ্যে) পূর্ব পবমাণুব দেশসহগত ক্ষণিক-পবিণামেব সাক্ষাৎকাব হইতে এবং উত্তব পবমাণুতে সেই পূর্ব পবমাণুব দেশসহগত ক্ষণিক-পবিণাম না পাওয়াতে (অতএব তদুভয়েব দেশসহগত ক্ষণভেদহেতু), উত্তব পবমাণুব ক্ষণযুক্ত দেশ-পরিণাম ভিন্ন। সুতবাং যোগীশ্বরেব (তদুভয় পবমাণুবও) ভিন্নতাবিবেক হয়। অপবেবা (বৈশেষিক) বলেন, অন্ত্য যে বিশেষসকল তাহাই ভিন্নতাপ্রত্যয় কবায়। তাঁহাদের মতেও দেশ এবং লক্ষণেব ভেদ এবং মূর্তি, ব্যবধি (২) ও জাতিভেদ অন্যত্বেব হেতু। ক্ষণভেদই (চবম ভেদ, তাহা) কেবল যোগীব বুদ্ধিগম্য। এইজন্য বার্ষগণ্য আচার্যেব দ্বারা উক্ত হইযাছে, "মূর্তিভেদ, ব্যবধিভেদ ও জাতিভেদ-শূন্যতা-হেতু মূলদ্রব্যেব পৃথক্ত্ব নাই।"

টীকা। ৫৩। (১) স্থূল দৃষ্টিতে অনেক দ্রব্য সমানাকাব দেখায, তাহাদেব ভেদ আমবা বুঝিতে পাবি না। যেমন, দুইটি নূতন পযসা, তাহাদেব বদলাইযা দিলে কোন্‌টা প্রথম, কোন্‌টা দ্বিতীয তাহা বুঝিতে পাবা যায না। কিন্তু দুইটাকে অণুবীক্ষণ দিযা দেখিলে তাহাদেব এইরূপ প্রভেদ দেখা যাইবে যে, তখন বুঝা যাইবে কোন্‌টা প্রথম কোন্‌টা দ্বিতীয।

বিবেকজ জ্ঞানও সেইরূপ, তাহাদ্বাবা সূক্ষ্মতমভেদ লক্ষিত হয। ক্ষণে যে পবিণাম হয, তাহাই সূক্ষ্মতমভেদ, তদপেক্ষা সূক্ষ্মতব ভেদ আব নাই। বিবেকজ জ্ঞান তাহারই জ্ঞান।

ভেদজ্ঞান তিন প্রকারে হয়—জাতিভেদের দ্বারা, লক্ষণভেদের দ্বারা ও দেশভেদের দ্বারা। যদি এমন দুইটি বস্তু থাকে যাহাদের ঐরূপ জাত্যাদিভেদ গোচর নহে, তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাদের ভেদ জ্ঞাতব্য হয় না। বিবেকজ জ্ঞানে তাহা হয়।

মনে কর দুইটি সম্পূর্ণ তুল্য স্বর্ণ-গোলক, একটি পূর্বে প্রস্তুত, একটি পরে প্রস্তুত। যে স্থানে পূর্বটি ছিল সে স্থানে পরটি রাখা গেল। সাধারণ প্রজ্ঞার এমন সামর্থ্য নাই যে, তাহা পূর্ব কি পর তাহা বলিয়া দেয়, কারণ, উহাদের জাতিভেদ, লক্ষণভেদ ও দেশভেদ নাই। উত্তরটি পূর্বের সহিত একজাতীয়, একলক্ষণযুক্ত এবং একদেশস্থিত। বিবেকজ জ্ঞানের দ্বারা সেই ভেদ লক্ষিত হয়, পরটি অপেক্ষা পূর্বটি অনেকক্ষণাবচ্ছিন্ন পরিণাম অনুভব করিয়াছে। যোগী ইহা সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারেন যে, ইহা পূর্ব, ইহা উত্তর। এই বিষয় ভাষ্যকার উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছেন। দেশসহগত ক্ষণিক-পরিণাম অর্থে কোন দ্রব্য যে স্থানে যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ সেই স্থানে তাহার যে পরিণাম হইয়াছে।

অবশ্য যোগী ইহার দ্বারা আমলক বা স্বর্ণ-গোলকের ভেদ বুঝিতে যান না, কিন্তু তত্ত্ব-বিষয়ক সূক্ষ্মভেদ বা পরমাণুগতভেদ বুঝিয়া তত্ত্বজ্ঞান অথবা ত্রিকালাদিজ্ঞান লাভ করেন। পরসূত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে।

৫৩। (২) মতান্তরে চরম বিশেষসকল বা ভেদক ধর্মসকল হইতে ভেদজ্ঞান হয়। তাহাতেও সূত্রোক্ত ত্রিপ্রকার ভেদক হেতু আসে, কারণ, উক্তবাদীরাও ভেদক অন্ত্য বিশেষকে দেশভেদ, মূর্তিভেদ, ব্যবধিভেদ ও জাতিভেদ বলেন। মূর্তি অর্থে টীকাকারদের মতে সংস্থান অথবা শরীর। তদপেক্ষা মূর্তি অর্থে শব্দ-স্পর্শাদিধর্মের এবং অন্য ধর্মের (যেমন অন্তঃকরণ) বিশেষ অবস্থা হইলে ঠিক হয়। ব্যবধি = আকার। ইষ্টকের যে চক্ষুর্গ্রাহ্য বিশেষ বর্ণ, যাহা কথায় সম্যক্ প্রকাশ করা যায় না, তাহাই তাহার মূর্তি এবং তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার ব্যবধি।

মূর্ত্যাদি ভেদ লোকবুদ্ধিগম্য, কিন্তু ক্ষণভেদ যোগীর বুদ্ধিগম্য। ক্ষণের উপরে আর অন্ত্য বিশেষ নাই, ক্ষণগত ভেদই চরমভেদ। বার্ষগণ্য আচার্য বলিয়াছেন, "মূর্ত্যাদি ভেদ না থাকাতে মূলে পৃথক্ত্ব নাই", অর্থাৎ প্রধানেতে কিছু স্বগত ভেদ নাই। অব্যক্তাবস্থায় অথবা গুণের স্বরূপাবস্থায় সমস্ত ভেদ অস্তমিত হয় অর্থাৎ ক্ষণাবচ্ছিন্ন যে পরিণাম হয়, তাহাই সূক্ষ্মতম ভেদ। তাদৃশ ক্ষণিক ভেদজ্ঞান (প্রত্যয়) বুদ্ধির সূক্ষ্মতম অবস্থা। তদুপরিস্থ সূক্ষ্ম পদার্থের উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহা অব্যক্ত। অব্যক্ত যখন গোচর হয় না, তখন তাহাতে ভেদজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অব্যক্তরূপ মূলে আর বস্তুর পৃথক্ত্ব কল্পনীয় নহে।

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়মক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যম্। তারকমিতি স্বপ্রতিভোত্থমনৌপদেশিকমিত্যর্থঃ, সর্ববিষয়ং নাস্য কিঞ্চিদ-বিষয়ীভূতমিত্যর্থঃ। সর্বথাবিষয়ম্ অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নং সর্বং পর্যায়ৈঃ সর্বথা জানাতীতি অর্থঃ, অক্রমমিতি একক্ষণোপারূঢ়ং সর্বং সর্বথা গৃহ্লাতীত্যর্থঃ। এতদ্বিবেকজং

জ্ঞানং পরিপূর্ণম্ অস্যৈবাংশো যোগপ্রদীপঃ, মধুমতীং ভূমিমুপাদায় যাবদস্য পরিসমাপ্তি-রিতি ॥ ৫৪ ॥

৫৪। বিবেকজ জ্ঞান তারক, সর্ববিষয়, সর্বথাবিষয় এবং অক্রম ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তারক অর্থাৎ স্বপ্রতিভোৎপন্ন, অনৌপদেশিক। সর্ববিষয় অর্থাৎ তাহার কিছুমাত্র অবিষয়ীভূত নাই। সর্বথাবিষয় অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্তমান, সমস্ত বিষয়ের অবান্তর-বিশেষের সহিত সর্বথা জ্ঞান হয়। অক্রম অর্থাৎ একই ক্ষণে (বুদ্ধিতে) উপারূঢ় বা সমুপস্থিত সর্ববিষয়ের সর্বথা গ্রহণ হয়। এই বিবেকজ জ্ঞান পরিপূর্ণ। যোগপ্রদীপও (প্রজ্ঞালোক) (১) এই বিবেকজ জ্ঞানের অংশ-স্বরূপ, ইহা মধুমতী বা ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিসমাপ্তি, বা সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা, পর্যন্ত স্থিত।

টীকা। ৫৪। (১) যোগপ্রদীপ—প্রজ্ঞালোকযুক্ত যোগ বা অপর-প্রসংখ্যানরূপ সম্প্রজ্ঞাত। বিবেকখ্যাতিও সম্প্রজ্ঞাত যোগ, তাহাকে পরম প্রসংখ্যান বলা যায় (১।২ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। প্রসংখ্যানের দ্বারা ক্লেশ দগ্ধবীজকল্প হয়, আর পরম প্রসংখ্যানের দ্বারা চিত্ত প্রলীন হয়। বিবেকজ জ্ঞান প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা। যোগপ্রদীপ তাহার প্রথমাংশভূত। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই অপর প্রসংখ্যান, তাহার পর হইতে অর্থাৎ মধুমতী ভূমির পর হইতে চিত্তের প্রলয় পর্যন্ত বিবেকের দ্বারা চিত্ত অধিকৃত থাকে। অনৌপদেশিক—অন্যের উপদেশ-ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান। এই জ্ঞান সংসারসাগর হইতে ত্রাণ করে বলিয়া ইহার নাম তারক—বাচস্পতি মিশ্র।

ভাষ্যম্। প্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্যাপ্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্য বা—

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৫ ॥

যদা নির্ধূতরজস্তমোমলং বুদ্ধিসত্ত্বং পুরুষস্যান্যতাপ্রত্যয়মাত্রাধিকারং দগ্ধক্লেশবীজং ভবতি তদা পুরুষস্য শুদ্ধিসারূপ্যমিবাপন্নং ভবতি। তদা পুরুষস্যোপচরিত-ভোগাভাবঃ শুদ্ধিঃ, এতস্যামবস্থায়াং কৈবল্যং ভবতীশ্বরস্যানীশ্বরস্য বা বিবেকজজ্ঞানভাগিন ইতরস্য বা। ন হি দগ্ধক্লেশবীজস্য জ্ঞানে পুনরপেক্ষা কাচিদস্তি, সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণৈতৎসমাধিজ-মৈশ্বর্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চোপক্রান্তম্। পরমার্থতস্তু জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ততে, তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ। ক্লেশাভাবাৎ কর্মবিপাকাভাবঃ, চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎ পুরুষস্য কৈবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্র-জ্যোতিরমলঃ কেবলী ভবতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে বিভূতিপাদস্তৃতীয়ঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বিবেকজ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অথবা তাহা প্রাপ্ত না হইলেও—

৫৫। বুদ্ধিসত্ত্বের ও পুরুষের শুদ্ধির দ্বারা সাম্য হইলে (শুদ্ধ্যা সাম্যং—শুদ্ধিসাম্যম্) কৈবল্য হয় (১)॥ সূ

যখন বুদ্ধিসত্ত্ব রজস্তমোমলশূন্য, পুরুষের পৃথক্ত্ব-খ্যাতিমাত্র-ক্রিয়া-যুক্ত, দগ্ধক্লেশবীজ হয়, তখন তাহা (বুদ্ধিসত্ত্ব) শুদ্ধতাহেতু পুরুষের সদৃশ হয়। আর, তখনকার ঔপচারিক ভোগাভাবই পুরুষের শুদ্ধি। এই অবস্থায় ঈশ্বর অথবা অনীশ্বর, বিবেকজ-জ্ঞান-ভাগী অথবা অতদ্ভাগী সকলেরই কৈবল্য হয়। ক্লেশবীজ দগ্ধ হইলে আর জ্ঞানের উৎপত্তি-বিষয়ে কোন অপেক্ষা থাকে না। সত্ত্বশুদ্ধির দ্বারা এই সকল সমাধিজ ঐশ্বর্য এবং জ্ঞান হওয়া প্রোক্ত হইয়াছে। পরমার্থতঃ (২) জ্ঞানের (বিবেক-খ্যাতির) দ্বারা অদর্শন নিবৃত্ত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইলে আর উত্তরকালে ক্লেশ আসে না। ক্লেশাভাবে কর্মবিপাকাভাব হয়, এবং ঐ অবস্থায় গুণসকল চরিতকর্তব্য হইয়া পুনরায় আর পুরুষের দৃশ্যরূপে উপস্থিত হয় না। তাহাই পুরুষের কৈবল্য, সেই অবস্থায় পুরুষ স্বরূপমাত্রজ্যোতি, অমল ও কেবলী হন।

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের বিভূতিপাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

টীকা। ৫৫। (১) বিবেকখ্যাতি কৈবল্যের সাধক, কিন্তু বিবেকজসিদ্ধিরূপ তারক-জ্ঞান কৈবল্যের সাধক নহে, বরং বিরুদ্ধ। অতএব বিবেকজ জ্ঞান সাধন না করিলেও কৈবল্য হয়। [২।৪৩ (১) দ্রষ্টব্য]। বিবেকজ জ্ঞান বলিতে ৩।৫৪ সূত্রোক্ত সিদ্ধিও বুঝায়, আবার বিবেকখ্যাতিও বুঝায়, যথা—৪।২৬।

বুদ্ধিসত্ত্ব এবং পুরুষের শুদ্ধি ও সাম্য বা সাদৃশ্য হইলে তবে কৈবল্যসিদ্ধি হয়। এই বুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধি এবং সাম্য কৈবল্য নহে, কিন্তু তাহা কৈবল্যের হেতু। বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি-সাম্য অর্থে শুদ্ধ পুরুষের সহিত সাদৃশ্য। পূর্বোক্ত পৌরুষ প্রত্যয় বা 'আমি পুরুষ' এইরূপ জ্ঞানমাত্রে চিত্ত প্রতিষ্ঠ হইলে বুদ্ধি বা 'আমি' পুরুষের সমানবৎ হয়, সুতরাং পুরুষ যেমন শুদ্ধ বা নিঃসঙ্গ, বুদ্ধিও তাহার মত হয়। ইহাই বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি ও পুরুষের সহিত সাম্য। সেই অবস্থায় রজস্তমোমল হইতেও বুদ্ধিসত্ত্বের সম্যক্ শুদ্ধি হয়, তাহাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব। পুরুষ স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও স্বরূপস্থ, অতএব তাঁহার শুদ্ধি ও সাম্য ঔপচারিক, প্রকৃত নহে। মেঘমুক্ত রবিকে যেমন শুদ্ধ বলা যায়, সেইরূপ পুরুষের শুদ্ধি। পুরুষের অশুদ্ধি অর্থে ভোগের সহিত সঙ্গ, উপচরিত ভোগ না হইলেই পুরুষ শুদ্ধ হইলেন ইহা বলা যায়। আর, পুরুষের অসাম্য অর্থে বুদ্ধির বা বৃত্তির সহিত সারূপ্য। বৃত্তি প্রলীন হইলে পুরুষকে স্বরূপস্থ বলা হয়। পুরুষের সাম্য অর্থে নিজের সহিত সাম্য বা সাদৃশ্য।

বুদ্ধি যখন পুরুষের মত হয়, তখন তাহার নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে বলিতে হয় যে, বুদ্ধির মত প্রতীয়মান পুরুষ তখন নিজের মত প্রতীত হন, তাহাই কৈবল্য। কৈবল্য অর্থে 'কেবল' পুরুষ থাকা এবং বুদ্ধির নিবৃত্তি হওয়া। অতএব কৈবল্যে পুরুষের কিছু অবস্থান্তর হয় না, বুদ্ধিরই প্রলয় হয়।

৫৫। (২) পরমার্থ অর্থে দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি। পরমার্থ-সাধনবিষয়ে বিবেকজ জ্ঞান এবং তজ্জাত অলৌকিক শক্তির অর্থাৎ ঐশ্বর্যের অপেক্ষা নাই, কারণ, অলৌকিক জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি হয় না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দুঃখের মূল, তাহার নাশ জ্ঞানের বা বিবেকখ্যাতির দ্বারা হয়, তাহা হইলেই চিত্ত প্রলীন হয়, সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিক বিয়োগ হয়, তাহাই পরমার্থসিদ্ধি।

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

৪। কৈবল্যপাদ

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্। দেহান্তরিতা জন্মনা সিদ্ধিঃ, ওষধিভিঃ—অসুরভবনেষু রসায়নেনেত্যেবমাদি, মন্ত্রৈঃ—আকাশগমনাঽণিমাদিলাভঃ, তপসা—সংকল্পসিদ্ধিঃ কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেবমাদি। সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১ ॥

১। সিদ্ধিসকল জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই পঞ্চ প্রকারে উৎপন্ন হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দেহান্তরগ্রহণকালে উৎপন্ন সিদ্ধি জন্মের দ্বারা হয়। ওষধিসকলের দ্বারা—যেমন, অসুরভবনে রসায়নাদির দ্বারা ঔষধজসিদ্ধি হয়। মন্ত্রের দ্বারা আকাশগমন ও অণিমাদি-লাভ হয়। তপস্যার দ্বারা সংকল্পসিদ্ধ কামরূপী হইয়া যত্র তত্র কামমাত্র গমনক্ষম হন ইত্যাদি। সমাধিজাত সিদ্ধিসকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে (১)।

টীকা। ১।(১) পূর্বোক্ত সিদ্ধিসকলের এক বা অনেক কখন কখন যোগব্যতীত অন্য রূপেও প্রাদুর্ভূত হয়। কাহারও জন্ম অর্থাৎ বিশেষ প্রকার শরীরের ধারণের সহিত সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়, যেমন, ইহলোকে ক্লেয়ারভয়ান্স বা অলৌকিক দৃষ্টি, পরচিত্তজ্ঞতা প্রভৃতি প্রকৃতিবিশেষের দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়। যোগের সহিত তাহার কিছু সম্পর্ক নাই। সেইরূপ পুণ্যকর্মফলে দৈবশরীর গ্রহণ করিলে তৎ শরীরীয় সিদ্ধিও প্রাদুর্ভূত হয়। "বনৌষধিক্রিয়াকাল-মন্ত্রক্ষেত্রাদি-সাধনাৎ। * * * অনিত্যা অল্পবীর্যাস্তাঃ সিদ্ধয়োঽসাধনোদ্ভবাঃ। সাধনেন বিনাপ্যেবং জায়ন্তে স্বত এব হি॥" (যোগবীজ)।

ওষধির দ্বারাও সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। ক্লোরোফর্মাদি আঘ্রাণকালে কাহারও কাহারও শরীরের জড়ীভাব হওয়াতে শরীর হইতে বহির্গমনের ক্ষমতা হয়। সর্বাঙ্গে হেমলক (hemlock) আদি ঔষধ লেপন করিয়া শরীরের বাহিরে যাইবার ক্ষমতা হয়, এইরূপও শুনা যায়। যুরোপের ডাকিনীরা এইরূপে শরীরের বাহিরে যাইত বলিয়া বর্ণিত হয়। ভাষ্যকার অসুরভবনের উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা কোথায় তদ্বিষয়ে অধুনা লোকের অভিজ্ঞতা নাই। ফলে, ঔষধের দ্বারা শরীর কোনরূপে পরিবর্তিত হইয়া কোন কোন ক্ষুদ্র সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে তাহা নিশ্চিত। পূর্বজন্মের জপাদিজনিত উপযুক্ত সিদ্ধপ্রকৃতির কর্মাশয় সঞ্চিত থাকিলে, মন্ত্র-জপের দ্বারা ইচ্ছা-শক্তি প্রবল হইয়া বশীকরণ (মেস্‌মেরিজম্) আদি ক্ষুদ্র সিদ্ধি ইহজন্মে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে।

উৎকট তপস্যার দ্বারাও ঐরূপে উত্তম সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। কারণ, তাহাতে ইচ্ছা-শক্তির প্রাবল্যজনিত শরীরের পরিবর্তন হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা পূর্বসঞ্চিত শুভ কর্মাশয় ফলোন্মুখ হয়।

যোগব্যতীত এই সব উপায়েও সিদ্ধি হইতে পারে। জন্মজাদি সিদ্ধিসকল জন্ম, মন্ত্র, ওষধি আদি নিমিত্তের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত কর্মাশয় হইতে প্রজাত হয়।

ভাষ্যম্। তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্যজাতীয়পরিণতানাম্

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

পূর্বপরিণামাপায উত্তরপরিণামোপজনস্তেষামপূর্বাবয়বানুপ্রবেশাদ্ ভবতি। কায়েন্দ্রিয়প্রকৃতয়শ্চ স্বং স্বং বিকারমনুগৃহ্নন্ত্যাপূরেণ ধর্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণা ইতি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তন্মধ্যে ভিন্ন জাতিতে পরিণত কায়েন্দ্রিয়াদির—

২। প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর-পরিণাম হয় ॥ সূ

তাহাদের যে পূর্ব-পরিণামের নাশ ও উত্তর-পরিণামের আবির্ভাব, তাহা অপূর্ব (পূর্বের মত নহে অর্থাৎ উত্তরের অনুগুণ) যে অবয়ব, তাহার অনুপ্রবেশ হইতে হয়। কায়েন্দ্রিয়ের প্রকৃতিসকল আপূরণের বা অনুপ্রবেশের দ্বারা স্ব স্ব বিকারকে অনুগ্রহণ করে (১)। (অনুপ্রবেশে প্রকৃতিরা) ধর্মাদি নিমিত্তের অপেক্ষা করে।

টীকা। ২।(১) মনুষ্যে যেরূপ শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়চিত্তাদি দেখা যায় তাহারা মানব-প্রকৃতিক। সেইরূপ দেবপ্রকৃতিক, নিরয়প্রকৃতিক, তির্যক্‌প্রকৃতিক প্রভৃতি করণশক্তি আছে। সর্ব জীবের করণশক্তিতে সেই করণের যত প্রকার পরিণাম হইতে পারে তাহার প্রকৃতি অন্তর্নিহিত আছে। যখন এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে পরিণাম হয়, তখন সেই অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে যেটি উপযুক্ত নিমিত্তের দ্বারা অবসর পায়, সেটিই আপূরিত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজের অনুরূপ-ভাবে সেই করণকে পরিণত করায়। প্রকৃতির অনুপ্রবেশ কিরূপে হয়, তাহা পরসূত্রে উক্ত হইয়াছে।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যম্। ন হি ধর্মাদিনিমিত্তং প্রযোজকং প্রকৃতীনাং ভবতি, ন কার্যেণ কারণং প্রবর্ত্যতে ইতি। কথন্তর্হি, বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ, যথা ক্ষেত্রিকঃ কেদারাদ-পাম্পুরণাৎ কেদারান্তরং পিপ্লাবয়িষুঃ সমং নিম্নং নিম্নতরং বা নাপঃ পাণিনাপকর্ষতি, আবরণং তু আসাং ভিনত্তি, তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেবাপঃ কেদারান্তরম্ আপ্লাবয়ন্তি, তথা ধর্মঃ প্রকৃতীনামাবরণমধর্মং ভিনত্তি, তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেব প্রকৃতয়ঃ স্বং স্বং বিকারমাপ্লা-বয়ন্তি। যথা বা স এব ক্ষেত্রিকস্তস্মিন্নেব কেদারে ন প্রভবত্যৌদকান্ ভৌমান্ বা রসান্ ধান্যমূলান্যনুপ্রবেশয়িতুং কিন্তর্হি মুদ্গগবেধুকশ্যামাকাদীন্ ততোঽপকর্ষতি, অপকৃষ্টেষু তেষু স্বয়মেব রসা ধান্যমূলান্যনুপ্রবিশন্তি, তথা ধর্মো নিবৃত্তিমাত্রে কারণমধর্মস্য, শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যোরত্যন্তবিরোধাৎ। ন তু প্রকৃতিপ্রবৃত্তৌ ধর্মো হেতুর্ভবতীতি। অত্র নন্দীশ্বরাদয় উদাহার্যাঃ। বিপর্যয়েণাপ্যধর্মো ধর্মং বাধতে, ততশ্চাশুদ্ধিপরিণাম ইতি, তত্রাপি নহুষাজগরাদয় উদাহার্যাঃ ॥ ৩ ॥

৩। নিমিত্ত, প্রকৃতিসকলের প্রযোজক নহে, তাহা হইতে আবরণভেদ (বাধার অপসারণ) হয় মাত্র, ক্ষেত্রিকের আলিভেদ করিয়া জল প্রবাহিত করার ন্যায় (নিমিত্তসকল আবরক অনিমিত্ত-সকলকে ভেদ করিলে প্রকৃতি স্বয়ং অনুপ্রবেশ করে) ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ধর্মাদি নিমিত্ত প্রকৃতির প্রযোজক নহে, (যেহেতু) কার্যের দ্বারা কখনও কারণ প্রবর্তিত হয় না। তবে তাহা কিরূপে হয়?—'ক্ষেত্রিকের বরণভেদমাত্রের মত।' যেমন, ক্ষেত্রিক জলপূরণের জন্য ক্ষেত্র হইতে অন্য এক সম, নিম্ন বা নিম্নতর ক্ষেত্রকে জলে প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করিলে হস্তের দ্বারা জল সেচন করে না, কিন্তু সেই জলের আবরণ বা আলি ভেদ করিয়া দেয়, আর তাহা ভেদ করিলে জল স্বতঃই সেই ক্ষেত্র প্লাবিত করে, ধর্ম সেইরূপ প্রকৃতিসকলের আবরণভূত অধর্মকে বা বিরুদ্ধ ধর্মকে ভেদ করে, তাহার ভেদ হইলে প্রকৃতিসকল স্বতঃই নিজ নিজ বিকারকে আপ্লাবিত করে। অথবা যেমন, সেই ক্ষেত্রিক সেই ক্ষেত্রের জলীয় বা ভৌম রস ধান্যমূলে অনুপ্রবেশ করাইতে পারে না, কিন্তু সে মুদ্গ, গবেধুক, শ্যামাক প্রভৃতি ক্ষেত্রমল বা আগাছাসকলকে তাহা হইতে উঠাইয়া ফেলে, আর তাহা উঠাইলে রসসকল যেমন স্বয়ং ধান্যমূলে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তেমনি ধর্ম কেবল অধর্মের নিবৃত্তি বা অভিভব করে, কেননা, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অত্যন্ত বিরুদ্ধ। পরন্তু ধর্ম প্রকৃতির প্রবর্তনের হেতু নহে (১)। এ বিষয়ে নন্দীশ্বর প্রভৃতি উদাহরণ। এইরূপে বিপরীতক্রমে অধর্মও ধর্মকে অভিভূত করে, তাহাই অশুদ্ধি-পরিণাম। এ বিষয়েও নহুষ-অজগর প্রভৃতি উদাহার্য।

টীকা। ৩।(১) যেমন, একখণ্ড প্রস্তরের মধ্যে অসংখ্য প্রকারের মূর্তি আছে বলা যাইতে পারে, সেইরূপ প্রত্যেক করণশক্তিতে অসংখ্য প্রকৃতি আছে। যেমন, কেবল বাহুল্যাংশ কর্তন করিলে একখণ্ড প্রস্তর হইতে যে-কোন মূর্তি প্রকটিত হয়, তাহাতে কিছু যোগ করিতে হয় না, করণপ্রকৃতিও সেইরূপ। বাহুল্যকর্তনই ঐ দৃষ্টান্তে নিমিত্ত, সেই নিমিত্তের দ্বারা অভীষ্ট মূর্তি প্রকাশিত হয়। করণপ্রকৃতিও সেইরূপ নিমিত্তের দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির ক্রিয়ার নামই ধর্ম, যেমন, দিব্য-শ্রুতিনামক প্রকৃতির ধর্ম দূরশ্রবণ। যে প্রকৃতি প্রকাশিত হইবে তাহার বিপরীত ধর্মের নাশ হইলেই, তাহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই করণকে পরিণামিত করে। যেমন দূর-শ্রুতি একটি দিব্যশ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি, ঐ প্রকৃতির ধর্ম দূরশ্রবণ। তাহা মানব-শ্রুতির কর্মাভ্যাস করিলে হয় না, অর্থাৎ যতই মনুষ্যোচিত দূরশ্রবণ অভ্যাস কর না কেন, দিব্য-শ্রুতি কখনও লাভ করিতে পারিবে না। তবে মানব-শ্রুতির কর্ম রোধ করিলে (অবশ্য দিব্য-শ্রুতির অনুকূলভাবে, যেমন শ্রোত্রাকাশের সম্বন্ধসংযমে) দিব্য শ্রবণ স্বয়ং প্রকাশিত হয়। দিব্য শ্রবণশক্তি তদ্দ্বারা নির্মিত হয় না, কারণ, শ্রোত্রাকাশের সম্বন্ধসংযম দিব্য-শ্রুতির উপাদান-কারণ নহে। ধর্ম=প্রকৃতির নিজের ধর্ম (গুণ)। অধর্ম=বিরুদ্ধ প্রকৃতির ধর্ম।

ভাষ্যস্থ ধর্ম ও অধর্ম শব্দ পুণ্য ও অপুণ্য অর্থে প্রযুক্ত উদাহরণ মাত্র। সাধারণ নিয়ম বুঝিতে গেলে—ধর্ম=স্বধর্ম, অধর্ম=বিধর্ম।

শ্রবণশক্তি কারণ, শ্রবণক্রিয়া তাহার কার্য। কার্যের দ্বারা কারণ প্রযোজিত হয় না, অর্থাৎ তদ্বশে অন্য কার্যোৎপাদনের জন্য প্রবর্তিত হয় না, সুতরাং মাত্র শ্রবণ করা অভ্যাস করিলে তাহার দ্বারা অন্য কোন প্রকৃতির শ্রবণশক্তি জন্মায় না। শ্রবণ করা শ্রবণশক্তির উপাদান নহে।

শ্রবণশক্তি আছে ও তাহা ত্রিগুণানুসারে নানা প্রকৃতির হইতে পারে, তন্মধ্যে এক প্রকৃতির ধর্মকে নিরোধ করিলে অন্য প্রকৃতি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়। মানবপ্রকৃতির ধর্ম

দৈবপ্রকৃতিব বিরুদ্ধ, সুতবাং বিরুদ্ধ মানবধর্মেব নিবোধরূপ নিমিত্ত হইতে দিব্য প্রকৃতি স্বযং অভিব্যক্ত হয। সূত্রকাব এ বিষযে ক্ষেত্রিকেব দৃষ্টান্ত দিযাছেন এবং ভাষ্যকাব ক্ষেত্রমল বা আগাছাব দৃষ্টান্ত দিযাছেন। নিমিত্ত প্রকৃতিব প্রযোজক নহে, কিন্তু বিধর্মেব:অভিভবকাবী, তাহাতে প্রকৃতি স্বযং অনুপ্রবিষ্ট হইযা অভিব্যক্ত হয।

কুমাব নন্দীশ্বব ধর্ম ও কর্মবিশেষেব দ্বাবা অধর্মকে নিরুদ্ধ কবাতে, তাঁহাব দৈবপ্রকৃতি ইহ জীবনেই প্রাদুর্ভূত হয, তাহাতে তাঁহাব দেবত্ব-পবিণাম হয। সেইরূপ নহুষ বাজাব পাপেব দ্বাবা দিব্য ধর্ম নিরুদ্ধ হইযা অজগব-পবিণাম হইযাছিল, এইরূপ পৌবাণিক আখ্যাযিকা আছে।

ভাষ্যম্। যদা তু যোগী বহূন্ কাযান্ নির্মিমীতে তদা কিমেকমনস্কাস্তে ভবন্ত্যথানেকমনস্কা ইতি—

নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ॥ ৪ ॥

অস্মিতামাত্রং চিত্তকারণমুপাদায় নির্মাণচিত্তানি কবোতি, ততঃ সচিত্তানি ভবন্তি ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যখন যোগী অনেক শবীব নির্মাণ কবেন, তখন কি তাহাবা একমনস্ক অথবা অনেকমনস্ক হয? (এই হেতু বলিতেছেন)—

৪। (যোগী) অস্মিতামাত্রেব দ্বাবা নির্মাণচিত্তসকল কবেন॥ সূ

চিত্তেব কাবণ অস্মিতামাত্রকে (১) গ্রহণ কবিযা নির্মাণচিত্তসকল কবেন, তাহা হইতে (নির্মাণশবীবসকল) সচিত্ত হয।

টীকা। ৪। (১) প্রসংখ্যানেব দ্বাবা দগ্ধবীজকল্প চিত্তেব সংস্কাবাভাবে সাধাবণ স্বাবসিক কার্য থাকে না। তাদৃশ যোগীবাও ভূতানুগ্রহ আদিব জন্য জ্ঞানধর্মেব উপদেশ কবিযা থাকেন। তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পাবে, তদুত্তবে বলিতেছেন—অস্মিতামাত্রেব দ্বাবা অর্থাৎ তখনকাব বিক্ষেপসংস্কাবহীন বুদ্ধিতত্ত্ব-স্বরূপ অস্মিতাব দ্বাবা, যোগী চিত্ত নির্মাণ কবেন ও তদ্দ্বাবা কার্য কবেন। নির্মাণচিত্ত ইচ্ছামাত্রেব দ্বাবা রুদ্ধ হয বলিযা তাহাতে অবিদ্যাসংস্কাব জন্মিতে পায না ও তজ্জন্য তাহা বন্ধেব কাবণ হয না।

যদি চিত্তকে নিত্যকালেব জন্য প্রলীন কবাব সংকল্প কবিযা যোগী চিত্তকে প্রলীন কবেন, তবে অবশ্য নির্মাণচিত্ত আব হয না। কিন্তু যোগী যদি কোন অবচ্ছিন্ন কালেব জন্য চিত্তকে নিবোধ কবেন, তবে সেই কালেব পব চিত্ত উত্থিত হয ও যোগী নির্মাণচিত্ত কবিতে পাবেন।

ঈশ্বব এইরূপে কল্পান্তে নির্মাণচিত্তেব দ্বাবা মুমুক্ষুদেব কিরূপে অনুগ্রহ কবিতে পাবেন তাহা ১।২৪ (৪) টীকা ও 'শঙ্কানিবাস'—১৩ প্রকবণ দ্রষ্টব্য। যেমন, ধানুষ্ক অল্প দূবে বাণক্ষেপ কবিতে হইলে তদুপযুক্ত শক্তিমাত্র প্রযোজিত কবে, যোগীবাও সেইরূপ উপযুক্ত শক্তি প্রযোগ কবিযা অবচ্ছিন্ন

কালেব জন্য চিত্তকে নিরুদ্ধ কবেন। অর্থাৎ যোগীবা অবচ্ছিন্ন কালেব জন্য চিত্তনিবোধ কবিতে পাবেন, অথবা প্রলীন (পুনরুত্থানশূন্য লয) কবিতেও পাবেন।

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যম্। বহূনাং চিত্তানাং কথমেকচিত্তাভিপ্রায়-পুবঃসবা প্রবৃত্তিবিতি সর্বচিত্তানাং প্রয়োজকং চিত্তমেকং নির্মিমীতে ততঃ প্রবৃত্তিভেদঃ ॥ ৫ ॥

৫। এক (প্রধান) চিত্ত বহু নির্মাণচিত্তেব প্রবৃত্তিভেদবিষযে প্রযোজক॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বহু চিত্তেব কিরূপে একচিত্তাভিপ্রাযপূর্বক প্রবৃত্তি হয ?—যোগী সমস্ত নির্মাণ-চিত্তেব প্রযোজক কবিযা এক চিত্ত নির্মাণ কবেন, তাহা হইতে প্রবৃত্তিভেদ হয (১)।

টীকা। ৫।(১) যোগীবা যুগপৎ বহু নির্মাণচিত্তও নির্মিত কবিতে পাবেন। তাহাতে শঙ্কা হইবে কিরূপে এক ভাবে বহু চিত্ত প্রযোজিত হইবে। তদুত্তবে বলিতেছেন যে, মূলীভূত এক উৎকর্ষযুক্ত চিত্ত বহুচিত্তেব প্রযোজক হইতে পাবে, একই অন্তঃকবণ যেমন নানা প্রাণ ও নানা ইন্দ্রিয়েব কার্যেব প্রযোজক হয়, সেইরূপ। অবশ্য যুগপৎ সমস্ত চিত্তেব দর্শন সম্ভব নহে, কিন্তু যুগপতেব ন্যায (যেমন অলাতচক্রেব বা শতপত্রভেদেব ন্যায) সমস্তেব দর্শন হয। অক্রম তাবক-জ্ঞান আযত্ত হইলে যুগপতেব ন্যায সর্ব বিষয়েব দর্শন হয়, অর্থাৎ প্রয়োজক চিত্ত ও প্রয়োজিত বহু চিত্ত এবং তাহাদেব বিষয যুগপতেব ন্যায প্রবৃত্ত হয। বহু চিত্তেব বিভিন্ন প্রবৃত্তি থাকিলেও ঐরূপে তাহা সিদ্ধ হয এবং পবস্পবেব সহিত সাঙ্কর্য হয না।

এক চিত্ত অন্য শবীবস্থ চিত্তেব উপবেও কিরূপে কার্য কবে তাহা বুঝিতে হইলে জানিতে হইবে যে, চিত্ত স্বরূপতঃ বিভু (৪।১০) বা সর্বভাবেব সহিত সম্বদ্ধ হইযাই বহিয়াছে, এইজন্য চিত্তেব পক্ষে দৈশিক দূব-নিকট বা ব্যবধান নাই। ঐন্দ্রজালিকেব প্রধান চিত্ত বহু দর্শকেব মনেব উপব কার্য কবে (mass-hypnotism ঐরূপ), নির্মাণকায়-সম্বন্ধেও যথাযোগ্য প্রধান চিত্ত অন্য অনেক অপ্রধান চিত্তেব উপব কার্য কবিয়া থাকে।

বিবেকজ্ঞান লাভ না কবিযাও ভূতেন্দ্রিযবশিত্বেব দ্বাবা এবং অন্য প্রকাবেও নির্মাণচিত্ত কবাব সামর্থ্যরূপ সিদ্ধি হইতে পাবে, তাহাতে যে নির্মাণচিত্ত হয তাহা সাশয বা ক্লেশমূলক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্মাণচিত্তেব মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ আছে। জন্মজ এবং ওষধিজ সিদ্ধি অনেক নিম্ন স্তবেব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা বোগেব মধ্যেই গণনীয। তপস্যা এবং মন্ত্রজপ আদি যাহা কেবল সিদ্ধিলাভেব জন্যই আচবিত, তাহাব ফলে যাহা হয, তাহা তদপেক্ষা উন্নততর হইলেও তাহা সবই সাশয। তবে এই জাতীয় সাধক ঐ উন্নততব সিদ্ধিব দ্বাবা যে সব কর্ম কবিবেন, তাহা প্রথমোক্তেব অপেক্ষা অধিকতব সাত্ত্বিক হইবাব সম্ভাবনা।

আব, বিবেকজ অনাশয যে নির্মাণচিত্ত তাহা সর্বোৎকর্ষযুক্ত এবং তদ্দ্বাবা কেবল জ্ঞান-ধর্মোপদেশ-রূপ সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মই সম্ভব অর্থাৎ বিভিন্ন শবীবে বিভিন্ন প্রকাব, সুতবাং অবিবেকীব ন্যায কর্ম কবা সম্ভব

নহে। যাঁহার ভোগাপবর্গ চরিত হইয়াছে তাদৃশ চরিতার্থ পুরুষের পক্ষে ভোগের জন্য অথবা কর্মক্ষয়ের জন্য নির্মাণচিত্ত গ্রহণ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

যোগের দ্বারা নির্মাণচিত্তরূপ সিদ্ধি হয় এই তথ্য গ্রহণ করিয়া কোন কোন বাদী ইহার অপব্যবহার করেন, যথা, নব্য বৈদান্তিকদের একজীববাদীরা। তাঁহাদের মতে হিরণ্যগর্ভই একমাত্র জীব, তিনিই বহু জীব হইয়া রহিয়াছেন এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কাহারও মুক্তি হয় নাই, হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে সকলে এক কালে মুক্ত হইবে, এইসব কাল্পনিক উপপত্তি বা theory তাঁহাদের নিজেদের বাদ-সমর্থনের জন্য গ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহা সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের এবং প্রাচীন বেদান্ত-মতেরও বিরোধী, সুতরাং ইহা পরীক্ষা করাও নিষ্প্রয়োজন।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, একই অস্মিতামাত্র হইতে বহু শরীরের পরিচালক বহু নির্মাণচিত্তের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। ব্যাবহারিক আত্মভাবের মূল অস্মিতামাত্র, তাহা সর্বদাই এক। যেমন এক শরীরের পৃথক্ পৃথক্ কার্যকারী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকিলেও তাহারা বিচরণশীল (অলাতচক্রের মত) একই চিত্তের দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি বহু শরীরও এক প্রধান চিত্তের অধীনে বহু অপ্রধান চিত্তের দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে ইহা সম্ভব হয়। কিন্তু বহু অস্মিতামাত্র বা বহু জীব (বেদান্তের জীবাখ্যা বুদ্ধি) সৃষ্ট হইতে পারে না। অতএব যোগসিদ্ধের বহু নির্মাণচিত্ত হইলেও তাঁহার অস্মিতামাত্র একই থাকিবে বলিয়া তাঁহাকে একই জীব বলিতে হইবে। পৃথক্ পৃথক্ জীবের প্রত্যেকেরই যে স্বতন্ত্র অস্মিতা বা আমিত্ব বোধ হয় তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত তথ্য, অতএব কোনও এক জীব বহু জীব হয় অথবা বহু জীব কোনও এক জীবে লীন হয় ইত্যাদি অযুক্ত কল্পনার কোনই অবকাশ এখানে নাই।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যম্। পঞ্চবিধং নির্মাণচিত্তং জন্মৌষধি-মন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয় ইতি। তত্র যদেব ধ্যানজং চিত্তং তদেবানাশয়ং তস্যৈব নাস্ত্যাশয়ো রাগাদিপ্রবৃত্তির্নাতঃ পুণ্যপাপাভি-সম্বন্ধঃ, ক্ষীণক্লেশত্বাদ্ যোগিন ইতি। ইতরেষাং তু বিদ্যতে কর্মাশয়ঃ ॥ ৬ ॥

৬। (পঞ্চ প্রকার) সিদ্ধ চিত্তের মধ্যে ধ্যানজ চিত্ত অনাশয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—নির্মাণচিত্ত বা সিদ্ধচিত্ত (১) পঞ্চবিধ, যথা, জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপ ও সমাধি-জাত। তন্মধ্যে যাহা ধ্যানজ চিত্ত তাহা অনাশয় অর্থাৎ তাহার আশয় বা রাগাদি-প্রবৃত্তি নাই এবং সেজন্য পুণ্যপাপের সহিত সম্বন্ধ নাই, কেননা, যোগীরা ক্ষীণক্লেশ। ইতর সিদ্ধদের কর্মাশয় বর্তমান থাকে।

টীকা। ৬। (১) এস্থলে নির্মাণচিত্ত অর্থে সিদ্ধচিত্ত, যাহা মন্ত্রাদির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধ্যানজ অর্থে যোগসাধনজাত। যোগ বা সমাধির আশয় পূর্বে থাকে না, কারণ, পূর্বে যে সমাধি নিষ্পন্ন হয় নাই তাহা এই জন্ম-গ্রহণের দ্বারা জানা যায়। অতএব যোগজ সিদ্ধচিত্ত আশয়ের বা বাসনাভূত প্রকৃতির অনুপ্রবেশ হইতে হয় না, তাহা পূর্বে অননুভূত এক প্রকৃতির অনুপ্রবেশ হইতে

হয়। অন্য সিদ্ধি কর্মাশয়জাত। কর্মাশয়নাশক সমাধি কখনও পূর্ব মনুষ্যজন্মে আচরিত কর্মের ফলে হয় না, কারণ সেরূপ সমাধিসিদ্ধ হইলে আর মানব-জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। শাস্ত্রে আছে, "বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি," ইত্যাদি, অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধ হইলে সেই জন্মেই মুক্তিলাভ করা যায় অথবা পুনশ্চ আর স্থূল দেহধারণ হয় না। সুতরাং সমাধিজ সিদ্ধি আশয়জ নহে। জন্মজাদি সিদ্ধিতে যেরূপ সিদ্ধকে অবশ হইয়া, তাহা ব্যবহার করিতে হয়, ধ্যানজ সিদ্ধিতে সেরূপ নহে, কারণ তাহা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তাহা রাগাদিনাশের হেতু, কারণ, তাহা আশয়ের ক্ষয়কারীও হইতে পারে। অনাশয় অর্থে বাসনাজাতও নহে এবং বাসনার সংগ্রাহকও নহে। ভাষ্যকার শেষোক্ত কার্যই বিবৃত করিয়াছেন।

ভাষ্যম্। যতঃ—

কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

চতুষ্পাৎ খল্বিয়ং কর্মজাতিঃ—কৃষ্ণা শুক্লকৃষ্ণা শুক্লা অশুক্লাকৃষ্ণা চেতি। তত্র কৃষ্ণা দুরাত্মনাং, শুক্লকৃষ্ণা বহিঃসাধনসাধ্যা তত্র পরপীড়ানুগ্রহদ্বারেণ কর্মাশয়প্রচয়ঃ, শুক্লা তপঃ-স্বাধ্যায়ধ্যানবতাং, সা হি কেবলে মনস্যায়ত্তত্বাদবহিঃসাধনাধীনা ন পরান্ পীড়য়িত্বা ভবতি, অশুক্লাকৃষ্ণা সন্ন্যাসিনাং ক্ষীণক্লেশানাং চরমদেহানামিতি। তত্রাশুক্লং যোগিন এব ফলসন্ন্যাসাদ্, অকৃষ্ণং চানুপাদানাৎ। ইতরেষাং তু ভূতানাং পূর্বমেব ত্রিবিধমিতি ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেহেতু (অর্থাৎ যোগিচিত্ত অনাশয় ও অন্যের চিত্ত সাশয় বলিয়া)—

৭। যোগীদের কর্ম অশুক্লাকৃষ্ণ কিন্তু অপরের কর্ম ত্রিবিধ ॥ সূ

এই কর্মজাতি চতুর্বিধ—কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, শুক্ল এবং অশুক্লাকৃষ্ণ। তন্মধ্যে দুরাত্মাদের কৃষ্ণ কর্ম। কৃষ্ণশুক্ল কর্ম বাহ্যব্যাপারসাধ্য, তাহাতে পরপীড়া ও পরানুগ্রহের দ্বারা কর্মাশয় সঞ্চিত হয়। শুক্ল কর্ম তপঃ, স্বাধ্যায় ও ধ্যান-শীলদের, তাহা কেবল মনোমাত্রের অধীন বলিয়া বাহ্যসাধনশূন্য, সুতরাং পরপীড়াদি করিয়া উৎপন্ন হয় না। অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম ক্ষীণক্লেশ চরমদেহ সন্ন্যাসীদের। এতন্মধ্যে যোগীদের কর্ম ফলসন্ন্যাসহেতু অশুক্ল (১), আর নিষিদ্ধ-কর্মবিবর্জনহেতু তাহা অকৃষ্ণ। ইতর প্রাণীদের পূর্বোক্ত ত্রিবিধ।

টীকা। ৭। (১) পাপীদের কর্ম কৃষ্ণ। সাধারণ লোকের কর্ম শুক্লকৃষ্ণ, কারণ, তাহারা ভালও করে মন্দও করে। ভাল ও মন্দ কর্ম ব্যতীত গৃহস্থালী চলে না। চাষ করিলে জীবহত্যা হয়, গবাদিকে পীড়ন করা হয়, স্ববিত্তরক্ষার জন্য পরকে দুঃখ দিতে হয় ইত্যাদি বহু প্রকারে পরপীড়ন না করিলে গার্হস্থ্য চলে না, তৎসহ পুণ্য কর্মও করা যায়। অতএব সাধারণ গৃহস্থলোকদের কর্ম শুক্লকৃষ্ণ। যাঁহারা কেবল তপোধ্যানাদি বাহ্যোপকরণ-নিরপেক্ষ পুণ্য কর্ম করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম বিশুদ্ধ শুক্ল বা পুণ্যময় ; কারণ, তাহাতে পরপীড়াদি অবশ্যম্ভাবী নহে।

যোগী যেৰূপ কর্ম কবেন তাহাতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সুতবাং চিত্তস্থ পুণ্য এবং পাপও নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ পুণ্যেব ও পাপেব সংস্কার ও আচবণ নিবৃত্ত হয় বলিয়া তাঁহাদেব কর্ম অশুক্লাকৃষ্ণ। কার্যতঃ, তাঁহাবা পাপ কর্ম ত কবেনই না, আব ধ্যানাদি যাহা পুণ্য কবেন তাহা বাহ্য ফলসন্ন্যাস-পূর্বক কবেন, অর্থাৎ বাহ্য পুণ্যফলভোগেব জন্য নহে, কিন্তু ভোগকেও নিরুদ্ধ কবিবাব জন্য কবেন। যোগীদেব তপঃস্বাধ্যায়াদি কর্ম ক্লেশকে ক্ষীণ কবিবাব জন্য, আব তাঁহাদেব বৈবাগ্যাদি কর্ম সুখভোগেব জন্য নহে, কিন্তু সুখ-দুঃখত্যাগেব জন্য বা চিত্তনিবোধেব জন্য। কিঞ্চ বিবেকখ্যাতি অধিগত হইলে তৎপূর্বক যে শাবীবাদি কর্ম হয় তাহা বন্ধহেতু না হওয়াতে এবং চিত্তনিবৃত্তিব হেতু হওয়াতে সেই কর্ম অশুক্লাকৃষ্ণ।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যম্। তত ইতি ত্রিবিধাৎ কর্মণঃ। তদ্বিপাকানুগুণানামেবেতি যজ্জাতীয়স্য কর্মণো যো বিপাকস্তস্যানুগুণা যা বাসনাঃ কর্মবিপাকমনুশেরতে তাসামেবাভিব্যক্তিঃ। ন হি দৈবং কর্ম বিপচ্যমানং নারকতির্যঙ্মনুষ্যবাসনাভিব্যক্তিনিমিত্তং ভবতি, কিন্তু দৈবানুগুণা এবাস্য বাসনা ব্যজ্যন্তে। নাবকতির্যঙ্মনুষ্যেষু চৈবং সমানশ্চর্চঃ ॥ ৮ ॥

৮। তাহা (কৃষ্ণাদি ত্রিবিধ কর্ম) হইতে তাহাদেব বিপাকানুৰূপ বাসনাব অভিব্যক্তি হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহা হইতে—ত্রিবিধ কর্ম হইতে। তদ্বিপাকানুগুণ—যৎ জাতীয় কর্মেব যে বিপাক তাহাব অনুগুণ যে বাসনা কর্মবিপাককে অনুশযন কবে (অর্থাৎ বিপাকেব অনুভব হইতে উৎপন্ন হইযা আহিত হয) তাহাদেবই অভিব্যক্তি হয। দৈব কর্ম বিপাক প্রাপ্ত হইযা কখনও নাবক, তৈর্যক্ বা মানুষ-বাসনাব অভিব্যক্তিব কারণ হয না, কিন্তু দৈবেব অনুৰূপ বাসনাকেই অভিব্যক্ত কবে। নাবক, তৈর্যক্ ও মানুষ-বাসনাব সম্বন্ধেও এইৰূপ নিযম (১)।

টীকা। ৮। (১) কর্মের সংস্কাব—যাহাব ফল হইবে—তাহাব নাম কর্মাশয। আর, ত্রিবিধ ফলেব ভোগ হইলে, তাহার অনুভবেব যে সংস্কার তাহা বাসনা [২।১২ (১) দ্রষ্টব্য]। মনে কব, কোন কর্মেব ফলে একজন মানব-জন্ম পাইল, তাহাতে নানা সুখ-দুঃখ আযুষ্কাল যাবৎ ভোগ কবিল। সেই মানব-জন্মেব অর্থাৎ মানুষ-শবীবেব ও কবণেব যে আকৃতি-প্রকৃতি তাহাব, মানুষ-আযুব এবং সুখ-দুঃখেব সংস্কাবই মানুষ-বাসনা। তজ্জন্মে যাহা কিছু কর্ম কবিল, তাহাব সংস্কাব কর্মাশয। মনে কব, সে পাশব কর্ম কবিল, তাহাতে পশু হইযা জন্মাইল, কিন্তু সেই মানব-বাসনা তাহাব বহিযা গেল। এইৰূপে অসংখ্য বাসনা আছে। সেই ব্যক্তিব পূর্বেব কোন পশুজন্মেব পাশব বাসনাও ছিল, উক্ত মানব-জন্মে কৃত পশূচিত কর্ম সেই পাশব বাসনাকে অভিব্যক্ত কবিবে। অতএব বলিযাছেন, কর্ম (কর্মাশয) অনুগুণ বা অনুৰূপ বাসনাকে অভিব্যক্ত কবে, সেই বাসনাই জাতিব বা কবণেব প্রকৃতিস্বৰূপ হয। সেই প্রকৃতি অনুসাবে কর্মাশযজনিত জন্ম এবং যথাযোগ্য সুখ-দুঃখ-ভোগ হয়, অতএব জন্মেব দুঃখ ও সুখ-ভোগের প্রণালী বাসনাতে থাকে। যেমন কুক্কুবেব চাটিয়া সুখ হয়,

মানুষের অন্তরূপে হয়, মানবজীবনের কোন পুণ্যকর্মফলে যদি কুকুরজীবনে সুখ হয়, তবে কুকুর তাহা কুকুরপ্রণালীতেই ভোগ করিবে।

বাসনা স্মৃতিফলা। স্মৃতি অর্থে এখানে জাতি, আয়ু ও সুখ-দুঃখ-ভোগের স্মৃতি—জাতির অর্থাৎ শরীরের ও করণ-প্রকৃতির স্মৃতি, আয়ুর বা জাতিবিশেষে শরীর যতদিন থাকে, তাহার স্মৃতি এবং ভোগের বা সুখ-দুঃখ অনুভবের স্মৃতি। স্মৃতি একরূপ প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তি। প্রত্যেক চিত্তবৃত্তির সঙ্গে সুখাদিও সম্প্রযুক্ত হইয়া উঠে, অতএব সুখস্মৃতি হইতে হইলে সেই স্মৃতিটা চিত্তস্থ যে সংস্কারের দ্বারা আকারিত হইয়া সুখস্মৃতি অথবা দুঃখস্মৃতি হয়, তাহাই ভোগবাসনা। সেইরূপ, জাতিহেতু কর্মাশয় বিপক্ব হইতে গেলে যে মানুষাদি জাতির সংস্কারের দ্বারা আকারিত হইয়া মানুষাদি স্মৃতি হয় তাহা জাতির বাসনা। আয়ুর বাসনাও সেইরূপ। (বিশেষ 'কর্মতত্ত্বে' ও 'কর্মপ্রকরণে' দ্রষ্টব্য)।

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥৯॥

ভাষ্যম্। বৃষদংশবিপাকোদয়ঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনাভিব্যক্তঃ স যদি জাতিশতেন বা দূরদেশতয়া বা কল্পশতেন বা ব্যবহিতঃ পুনশ্চ স্বব্যঞ্জকাঞ্জন এবোদিয়াদ্ দ্রাগিত্যেব পূর্বানুভূতবৃষদংশবিপাকাভিসংস্কৃতা বাসনা উপাদায় ব্যজ্যেত। কস্মাৎ, যতো ব্যবহিতানামপ্যাসাং সদৃশং কর্মাভিব্যঞ্জকং নিমিত্তীভূতমিত্যানন্তর্যমেব, কুতশ্চ, স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাদ্, যথানুভবাস্তথা সংস্কারাঃ, তে চ কর্মবাসনানুরূপাঃ। যথা চ বাসনাস্তথা স্মৃতিঃ, ইতি জাতিদেশকালব্যবহিতেভ্যঃ সংস্কারেভ্যঃ স্মৃতিঃ, স্মৃতেশ্চ পুনঃ সংস্কারা ইত্যেতে স্মৃতিসংস্কারাঃ কর্মাশয়বৃত্তিলাভবশাদ্ ব্যজ্যন্তে। অতশ্চ ব্যবহিতানামপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবানুচ্ছেদাদানন্তর্যমেব সিদ্ধমিতি ॥ ৯ ॥

৯। স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপত্বহেতু জাতির, দেশের ও কালের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও বাসনাসকল অব্যবহিতের ন্যায় উদিত হয় (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—নিজ প্রকাশের কারণের দ্বারা অভিব্যক্ত যে বিড়ালজাতিপ্রাপক কর্ম, তাহার যে বিপাকোদয়, তাহা যদি শত (মধ্যকালবর্তী) জাতির বা দূরদেশের বা শত কল্পের দ্বারা ব্যবহিত হয়, তাহা হইলেও পুনরায় (উদয়ের সময়ে) তাহা নিজ বিকাশের কারণের দ্বারা ঝটিতি উঠিবে (অর্থাৎ) পূর্বানুভূত বিড়ালযোনিরূপ বিপাকের অনুভবজাত বাসনাকে গ্রহণ করিয়া তাহা অভিব্যক্ত হইবে, যেহেতু ব্যবহিত হইলেও ইহার (ঐ বিড়াল-বাসনার) সমানজাতীয়, অভিব্যঞ্জক কর্ম নিমিত্তীভূত হয়। এইরূপেই তাহাদের আনন্তর্য (অব্যবহিতের ন্যায় ক্ষণমাত্রে উদিত হওয়া) হয়। কেন ?—স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপত্বহেতু, যেমন অনুভব হয়, তেমনি সংস্কারসকল হয়। তাহারা আবার কর্মবাসনার অনুরূপ, যেমন বাসনা হয়, তেমনি স্মৃতি হয়। এইরূপে জাতি, দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবহিত সংস্কার হইতেও স্মৃতি হয় এবং স্মৃতি হইতে পুনশ্চ সংস্কারসকল হয়। এইহেতু

কর্মাশয়ের দ্বারা বৃত্তিলাভ করিয়া (উদ্বোধিত হইয়া) স্মৃতি ও সংস্কার ব্যক্ত হয়। অতএব ব্যবহিত হইলেও বাসনার এবং স্মৃতির নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব যথাযথ থাকে বলিয়া তাহাদের আনন্তর্য সিদ্ধ হয়।

টীকা। ৯। (১) বহু কাল পূর্বে, কোন দূর দেশে, কোন অনুভব হইলে তাহার সংস্কার কাল ও দেশের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও যেমন উপলক্ষণ পাইলে বা স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ মনে উঠে, বাসনাও সেইরূপ। সংস্কারসঞ্চয়ের পর বহু কাল গত হইলেও, স্মৃতি উঠিতে পুনরায় ততকাল লাগে না, কিন্তু অনন্তরের ন্যায় বা ক্ষণমাত্রেই উঠে। স্মৃতি উঠাইবার চেষ্টা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিতে হইতে পারে, কিন্তু তাহা উঠে ক্ষণমাত্রেই। তন্মধ্যে, ব্যবধানভূত যে অন্য সংস্কার আছে, তাহা স্মরণের ব্যবধান হয় না, ভাষ্যকার ইহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছেন। জাতি বা জন্মের ব্যবধান, যথা—একজন মনুষ্যজন্ম পাইয়াছে, তৎপরে পশূচিত কর্মবশতঃ সে শত জন্ম পশু হইয়া, পরে পুনশ্চ মনুষ্য হইল। শত পশুজন্ম ব্যবধান থাকিলেও পুনশ্চ মানুষ-বাসনা অব্যবহিতের ন্যায় উত্থিত হয়। সেইরূপ কাল ও দেশরূপ ব্যবধানও বুঝিতে হইবে।

ইহার কারণ, স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপত্ব, যেরূপ সংস্কার সেইরূপ স্মৃতি হয়। সংস্কারের বোধই স্মৃতি। সংস্কারের বোধ্যতাপরিণামই যখন স্মৃতি, তখন সংস্কার ও স্মৃতি অব্যবহিত বা নিরন্তর। স্মৃতির হেতু উপলক্ষণাদি থাকিলেই স্মৃতি হয়, আর স্মৃতি হইলে সংস্কারেরই (তাহা যখন, যথায়, যে জন্মেই সঞ্চিত হউক না কেন) স্মৃতি হয়।

বাসনার অভিব্যক্তির নিমিত্ত কর্মাশয়, তাহার দ্বারা প্রস্ফুট স্মৃতি হয়। তাহা (কর্মাশয়) স্মৃতির অব্যর্থ হেতু। যেমন সংস্কার হইতে স্মৃতি হয়, আবার তেমনি স্মৃতি হইতে সংস্কার হয়, কারণ, স্মৃতি অনুভবরূপ বা প্রত্যয়রূপ, প্রত্যয়ের আহিত ভাবই সংস্কার। অতএব সংস্কার হইতে স্মৃতি ও স্মৃতি হইতে পুনঃ সংস্কার হয়, এইরূপে তাহাদের একরূপত্ব সিদ্ধ হয়।

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। তাসাং বাসনানামাশিষো নিত্যত্বাদনাদিত্বম্। যেয়মাত্মাশীর্মা ন ভূবং ভূয়াসমিতি সর্বস্য দৃশ্যতে সা ন স্বাভাবিকী, কস্মাৎ ? জাতমাত্রস্য জন্তোরননুভূতমরণ-ধর্মকস্য দ্বেষদুঃখানুস্মৃতিনিমিত্তো মরণত্রাসঃ কথং ভবেৎ ? ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্ত-মুপাদত্তে তস্মাদনাদি-বাসনানুবিদ্ধমিদং চিত্তং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্য ভোগায়োপাবর্তত ইতি।

ঘটপ্রাসাদপ্রদীপকল্পং সংকোচবিকাশি চিত্তং শরীরপরিমাণাকারমাত্রমিত্যপরে প্রতিপন্নাঃ, তথা চান্তরাভাবঃ সংসারশ্চ যুক্ত ইতি। বৃত্তিরেবাস্য বিভুনঃ সংকোচ-বিকাশিনী ইত্যাচার্যঃ। তচ্চ ধর্মাদিনিমিত্তাপেক্ষম্। নিমিত্তং চ দ্বিবিধং বাহ্যমাধ্যাত্মিকং চ, শরীরাদিসাধনাপেক্ষং বাহ্যং স্তুতিদানাভিবাদনাদি, চিত্তমাত্রাধীনং শ্রদ্ধাদ্যাধ্যাত্মিকম্।

তথা চোক্তং, "যে চৈতে মৈত্র্যাদয়ো ধ্যায়িনাং বিহারাস্তে বাহ্যসাধননিরনুগ্রহাত্মানঃ প্রকৃষ্টং ধর্মমভিনির্বর্তয়ন্তি।" তয়োর্মানসং বলীয়ঃ, কথং, জ্ঞানবৈরাগ্যে কেনাতিশয্যেতে, দণ্ডকারণ্যং চিত্তবলব্যতিরেকেণ কঃ শারীরেণ কর্মণা শূন্যং কর্তুমুৎসহেত, সমুদ্রমগস্ত্যবদ্বা পিবেৎ ॥ ১০ ॥

১০। আশীর নিত্যত্বহেতু তাহাদের (বাসনাসকলের) অনাদিত্ব সিদ্ধ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহাদের—বাসনাসকলের—আশীর নিত্যত্বহেতু অনাদিত্ব (সিদ্ধ হয়), সকল প্রাণীতে যে, 'আমার অভাব না হউক, আমি যেন থাকি,' এইরূপ আত্মাশী দেখা যায়, তাহা স্বাভাবিক নহে। কেননা, সদ্যোজাত প্রাণী—যে পূর্বে কখনও মরণত্রাস অনুভব করে নাই—তাহার দ্বেষদুঃখস্মৃতিহেতুক মরণত্রাস কিরূপে হইতে পারে ? স্বাভাবিক বস্তু কখনও নিমিত্ত হইতে হয় না (১)। অতএব এই চিত্ত অনাদিবাসনানুবিদ্ধ ; (ইহা) নিমিত্তবশতঃ কোন বাসনাকে অবলম্বন করিয়া পুরুষের ভোগের নিমিত্ত উপস্থিত হয়।

ঘটের বা প্রাসাদের মধ্যে স্থিত প্রদীপের ন্যায় সংকোচবিকাশী চিত্ত শরীর-পরিমাণাকারমাত্র, ইহা অন্যবাদীরা (২) প্রতিপাদন করেন। (তন্মতে) তাহাতেই ইহার অন্তরাভাব হয় (অর্থাৎ পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর-প্রাপ্তিরূপ অন্তরাতে বা মধ্যাবস্থায়, চিত্তের এক শরীর হইতে আর এক শরীরে যাওয়ার অবস্থা যুক্তিসঙ্গত হয়) এবং সংসারও (জন্ম-পরম্পরা-প্রাপ্তি) সঙ্গত হয়। (কিন্তু) আচার্য বলেন, বিভু বা সর্বব্যাপী চিত্তের বৃত্তিই সংকোচবিকাশিনী, সেই সংকোচ ও বিকাশের নিমিত্ত ধর্মাদি। এই নিমিত্ত দ্বিবিধ—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক। বাহ্য নিমিত্ত শরীরাদিসাধন-সাপেক্ষ, যেমন স্তুতিদানাভিবাদনাদি। আধ্যাত্মিক নিমিত্ত চিত্তমাত্রাধীন, যেমন শ্রদ্ধাদি। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, "এই যে ধ্যায়ীদের মৈত্রী প্রভৃতি বিহারসকল (সুখ-সাধ্য সাধনসকল) তাহারা বাহ্যসাধননিরপেক্ষস্বভাব, আর, তাহারা উৎকৃষ্ট ধর্মকে নিষ্পাদিত করে"। উক্ত নিমিত্তদ্বয়ের মধ্যে মানস নিমিত্তই (৩) বলবত্তর, কেননা, জ্ঞানবৈরাগ্য অপেক্ষা আর কি বড় আছে ? চিত্তবল-ব্যতিরেকে কেবল শারীর কর্মের দ্বারা কে দণ্ডকারণ্যকে শূন্য করিতে পারে ? অথবা অগস্ত্যের মত সমুদ্র পান করিতে পারে ?

টীকা। ১০।(১) স্বাভাবিক বস্তু নিমিত্তের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। দুঃখস্মরণরূপ নিমিত্ত হইতে ভয় হয়, ইহা দেখা যায়। মরণত্রাসও ভয়, সুতরাং তাহাও নিমিত্ত হইতে হইয়াছে, অতএব তাহা স্বাভাবিক নহে। দুঃখস্মরণই ভয়ের নিমিত্ত ; অতএব মরণভয়ের সঙ্গতির জন্য পূর্বানুভূত মরণদুঃখ স্বীকার্য, আর, তজ্জন্য পূর্ব পূর্ব জন্মও স্বীকার্য। গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য-পদার্থ জীবের স্বাভাবিক বস্তু, তাহারা দেহিত্বকালে কোন নিমিত্তে উৎপন্ন হয় না। অথবা, রূপাদি ধর্ম মানবশরীরে স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে।

আশী—'আমি থাকি, আমার অভাব না হয়' এইরূপ ভাব। ইহা নিত্য ও সর্বপ্রাণিগত। যত প্রাণী দেখা যায় তাহাদের সকলেরই আশী দেখা যায়। তাহা হইতে সিদ্ধ হয়, আশী নিত্য অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্য সর্বপ্রাণিগত। ইহা সামান্যতোদৃষ্ট (induced) নিয়ম (যেমন man is mortal এই নিয়ম সিদ্ধ হয়, তদ্বৎ)। আশী নিত্য বলিয়া, কোন কালে তাহার ব্যভিচার নাই বলিয়া, বাসনা অনাদি। অতীত সর্বকালে আশী ছিল সুতরাং তাহার হেতুভূত জন্মও স্বীকার্য হয়,

এইরূপে অনাদি জন্মপরম্পরা স্বীকার্য হয়, সুতরাং জন্মের হেতুভূত বাসনাও অনাদি বলিয়া স্বীকার্য হয়।

পাশ্চাত্যেরা মরণভয়কে সহজপ্রবৃত্তি বা অশিক্ষিত কর্মকুশলতা (instinct) বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। উহার অর্থ untaught ability বা যাহা জন্ম হইতে দেখা যায়, এইরূপ বৃত্তি। ইহাতে ঐ সহজপ্রবৃত্তি বা instinct কোথা হইতে হইল তাহা সিদ্ধ হয় না। অভিব্যক্তিবাদীরা বলিবেন উহা পৈতৃক, তন্মতে আদি পিতামহ (amœba-নামক) এককৌষিক (unicellular) জীব। তাহারও অনেক instinct আছে। তাহা কোথা হইতে হইল তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না* কিন্তু উহা (instinct বা untaught ability) যে আছে, তাহা অস্বীকার্য নহে। তাহা কোথা হইতে আসে তাহাই কর্মবাদীরা বুঝান। সহজপ্রবৃত্তি বা instinct বলিলেই কর্মবাদ নিরস্ত হইয়া গেল, তাহা মনে করা অযুক্ত। এবিষয় পূর্বে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে [২।৯ (২) দ্রষ্টব্য]।

১০। (২) প্রসঙ্গতঃ চিত্তের পরিমাণ বলিতেছেন। মতান্তরে চিত্ত ঘটস্থিত বা প্রাসাদস্থিত প্রদীপের ন্যায়। তাহা যে-শরীরে থাকে তদাকার-সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, ইহা সাংখ্যীয় মতভেদ। যোগাচার্য বলেন, চিত্ত বিভু বা দেশব্যাপ্তি-শূন্যত্বহেতু সর্বগত। বিবেকজ সিদ্ধচিত্তের দ্বারা সর্বদৃশ্যের যুগপৎ গ্রহণ হয় বলিয়া চিত্ত বিভু। চিত্ত আকাশের মত বিভু নহে, কারণ, আকাশ বাহ্যদেশমাত্র। চিত্ত বাহ্যব্যাপ্তিহীন জ্ঞানশক্তিমাত্র। অনন্ত বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে ও স্ফুট জ্ঞেয়রূপে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে বলিয়াই বিভু অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি সীমাশূন্য। চিত্তের বৃত্তিসকলই সংকুচিত বা প্রসারিত ভাবে হয়, তাহাতে চিত্ত সংকুচিত বোধ হয়। জ্ঞানবৃত্তি লৌকিকদের পরিচ্ছিন্নভাবে হয়, আর বিবেকজ সিদ্ধিসম্পন্ন যোগীদের সর্বভাসকভাবে হয়। অতএব চিত্তদ্রব্য বিভু (শ্রুতিও বলেন, "অনন্তং বৈ মনঃ" বৃহদারণ্যক ৩।১।৯) তাহার বৃত্তিই সংকোচবিকাশী হইল।

১০। (৩) যেসকল নিমিত্তে বাসনার অভিব্যক্তি হয়, তাহা ভাষ্যকার বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন। নিমিত্ত এস্থলে কর্মের সংস্কার। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও শরীর-রূপ বাহ্যকরণের চেষ্টানিষ্পাদ্য যে কর্ম, তাহা ও তাহার সংস্কার বাহ্য নিমিত্ত, আর, অন্তঃকরণের চেষ্টানিষ্পাদ্য কর্ম ও সেই কর্মের সংস্কার আধ্যাত্মিক নিমিত্ত বা মানস কর্ম। মানস কর্মই যে বলীয় তাহা ভাষ্যকার স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন।

---

* Darwin বলেন, "I may here premise that I have nothing to do with the origin of the mental powers, any more than I have with that of life itself. We are concerned only with the diversities of instinct and of the other mental faculties in animals of the same class." The Origin of Species.

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্। হেতুঃ ধর্মাৎ সুখমধর্মাদ্দুঃখং সুখাদ্ রাগো দুঃখাদ্ দ্বেষঃ, ততশ্চ প্রযত্নঃ, তেন মনসা বাচা কায়েন বা পরিস্পন্দমানঃ পরমনুগৃহ্ণাত্যুপহন্তি বা, ততঃ পুনঃ ধর্মাধর্মৌ সুখদুঃখে রাগদ্বেষৌ, ইতি প্রবৃত্তমিদং ষড়রং সংসারচক্রম্। অস্য চ প্রতিক্ষণমাবর্তমানস্যাবিদ্যা নেত্রী মূলং সর্বক্লেশানাম্ ইত্যেষ হেতুঃ। ফলন্তু যমাশ্রিত্য যস্য প্রত্যুৎপন্নতা ধর্মাদেঃ, ন হ্যপূর্বোপজনঃ। মনস্তু সাধিকারমাশ্রয়ো বাসনানাং, ন হ্যবসিতাধিকারে মনসি নিরাশ্রয়া বাসনাঃ স্থাতুমুৎসহন্তে। যদভিমুখীভূতং বস্তু যাং বাসনাং ব্যনক্তি তস্যাস্তদালম্বনম্। এবং হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈরেতৈঃ সংগৃহীতাঃ সর্বা বাসনাঃ, এষামভাবে তৎসংশ্রয়াণামপি বাসনানামভাবঃ ॥ ১১ ॥

১১। হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন—এই সকলের দ্বারা সংগৃহীত থাকাতে, উহাদের অভাবে বাসনারও অভাব হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—হেতু যথা, ধর্ম হইতে সুখ, অধর্ম হইতে দুঃখ, সুখ হইতে রাগ, আর দুঃখ হইতে দ্বেষ, তাহা (রাগদ্বেষ) হইতে প্রযত্ন, প্রযত্ন হইতে মনের, বাক্যের বা শরীরের পরিস্পন্দনপূর্বক জীব অপরকে অনুগৃহীত করে অথবা পীড়িত করে ; তাহা হইতে পুনশ্চ ধর্মাধর্ম, সুখদুঃখ এবং রাগদ্বেষ। এইরূপে (ধর্মাদি) ছয় অরযুক্ত সংসারচক্র প্রবর্তিত হইতেছে। এই অনুক্ষণ আবর্তমান সংসারচক্রের নেত্রী অবিদ্যা, তাহাই সর্ব ক্লেশের মূল, অতএব এইরূপ ভাবই হেতু। ফল = যাহাকে আশ্রয় বা উদ্দেশ করিয়া যে ধর্মাদির বর্তমানতা হয়। (কার্যরূপ ফলের দ্বারা কিরূপে কারণরূপ বাসনার সংগৃহীত থাকা সম্ভব, তদুত্তরে বলিতেছেন) অসৎ উৎপন্ন হয় না (অর্থাৎ ফল সূক্ষ্মরূপে বাসনায় স্থিত থাকে, সুতরাং তাহা বাসনার সংগ্রাহক হইতে পারে)। সাধিকার মনই বাসনার আশ্রয়, যেহেতু চরিতাধিকার মনে নিরাশ্রয় হইয়া বাসনা থাকিতে পারে না। যে অভিমুখীভূত বস্তু যে বাসনাকে ব্যক্ত করে তাহাই তাহার আলম্বন। এইরূপে এই হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনের দ্বারা সমস্ত বাসনা সংগৃহীত, তাহাদের অভাবে তৎসঞ্চিত বাসনাগণেরও অভাব হয় (১)।

টীকা। ১১। (১) হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনের দ্বারা বাসনাসকল সংগৃহীত বা সঞ্চিত রহিয়াছে। অবিদ্যামূলক বৃত্তি বা প্রত্যয়সকল বাসনার হেতু ; তাহা ভাষ্যকার সম্যক্ দেখাইয়াছেন। জাতি, আয়ু ও ভোগজনিত যে অনুভব হয় তাহার সংস্কারই বাসনা। জাত্যাদির হেতু ধর্মাধর্ম কর্ম, কর্মের হেতু রাগ-দ্বেষ-রূপ অবিদ্যা, অতএব অবিদ্যাই মূল হেতু। এইরূপে অবিদ্যারূপ মূলহেতু বাসনাকে সংগৃহীত রাখিয়াছে।

বাসনার ফল স্মৃতি। বাসনার ফল অর্থে বাসনারূপ ছাঁচেতে কোন চিত্তবৃত্তি আকারিত হইয়া সুখদুঃখ হয়, তাহা হইতেই ধর্মাদি কর্ম আচরণের প্রযত্ন হয়। পূর্বে ভাষ্যকার স্মৃতিফল-সংস্কারকে বাসনা বলিয়াছেন। বাসনাজনিত জাত্যায়ুর্ভোগরূপে আকারিত স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া ধর্মাধর্ম অভিব্যক্ত হয়, এবং স্মৃতি হইতে পুনঃ বাসনা হওয়াতে স্মৃতির দ্বারা বাসনা সংগৃহীত হয়, যেমন সুখবাসনা সুখের স্মৃতি হইতে সংগৃহীত হয় বা জমিতে থাকে।

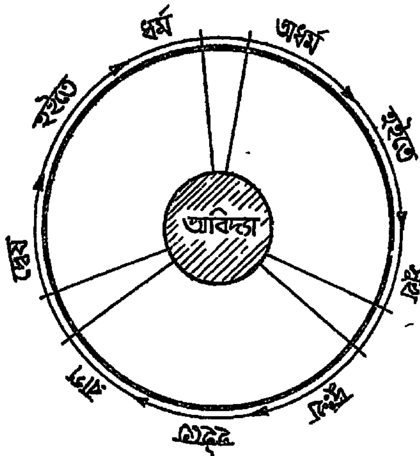
ভিক্ষু ফল অর্থে পুরুষার্থ, ভোজরাজ শরীরাদি ও স্মৃত্যাদি এবং মণিপ্রভাকার 'দেহায়ুর্ভোগাঃ' বলেন। পুরুষার্থ অর্থে ভোগাপবর্গরূপ পুরুষের বিষয়, তাহা শুধু বাসনার ফল নহে, কিন্তু দৃশ্য-দর্শনের

ফল। দেহ, আয়ু ও ভোগ কর্মাশয়ের ফল, বাসনার নহে। ভোজরাজের ব্যাখ্যাই যথার্থ, তবে শরীরাদি গৌণ ফল। অতএব স্মৃতিই বাসনার ফল।

বাসনার আশ্রয় সাধিকার চিত্ত। বিবেকখ্যাতির দ্বারা অধিকার সমাপ্ত হইলে সেই চিত্তে বিবেকপ্রত্যয়মাত্র থাকে, সুতরাং অজ্ঞানবাসনা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ যখন কেবল 'পুরুষ চিদ্রূপ' এইরূপ পুরুষাকার প্রত্যয় হয়, তখন 'আমি মনুষ্য', 'আমি গো', এইরূপ স্মৃতির অসম্ভবত্বহেতু সেই সব বাসনা নষ্ট হয়, অর্থাৎ তাহারা আর সেই সেই অজ্ঞানমূলক স্মৃতিকে জন্মাইতে পারে না। সমাপ্তাধিকার চিত্ত এইরূপে বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না। তজ্জন্য সাধিকার বা বিবেকখ্যাতিহীন চিত্তই বাসনার আশ্রয়।

কর্মাশয় বাসনার ব্যঞ্জক হইলেও তাহা শব্দাদি বিষয়সহ জাত্যায়ুর্ভোগরূপে ব্যক্ত হয়, অতএব শব্দাদি বিষয়সকল বাসনার আলম্বন। শব্দ শব্দ-শ্রবণ-বাসনাকে অভিব্যক্ত করে, অতএব শব্দই শব্দ-শ্রবণ-বাসনার আলম্বন। এই সকলের দ্বারা অর্থাৎ অবিদ্যা, স্মৃতি, সাধিকার চিত্ত ও বিষয়ের দ্বারা বাসনা সংগৃহীত আছে।

উহাদের অভাবে বাসনার অভাব হয়, অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতিই উহাদের (অবিদ্যাদির) অভাবের কারণ। বিবেকপ্রত্যয় চিত্তে উদিত থাকিলে বিষয়জ্ঞান, চিত্তের গুণাধিকার, বাসনার স্মৃতি এবং অবিদ্যা এই সমস্তই নষ্ট হয়, সুতরাং বাসনাও নষ্ট হয়। মনে হইতে পারে, এক অবিদ্যার নাশেই যখন সমস্ত নষ্ট হয়, তখন অন্য সবের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তদুত্তরে বক্তব্য—অবিদ্যা একেবারেই নষ্ট হয় না, বিষয়াদিকে নিরোধ করিতে করিতে শেষে মূলহেতু অবিবেকরূপ অবিদ্যায় উপনীত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিতে হয়। অতএব বাসনার সমস্ত সংগ্রাহক পদার্থকে জানা ও প্রথম হইতেই তাহাদের ক্ষীণ করিতে চেষ্টা করা উচিত, তদুদ্দেশ্যেই ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে।



"ষড়রং সংসারচক্রম্"

(ছয় অরযুক্ত সংসার বা জন্মমৃত্যুর পরম্পরারূপ চক্র)

রাগ ও দ্বেষ হইতে প্রাণী পুণ্য ও অপুণ্য করে। রাগ হইতে সুখের জন্য পুণ্যও করে, আবার প্রাণিপীড়ন আদি অপুণ্যও করে। দ্বেষ হইতেও সেইরূপ দুঃখনিবৃত্তির জন্য পুণ্য ও অপুণ্য করে। পুণ্য হইতে অধিকতর সুখ পায় ও অল্প দুঃখ পায়, অপুণ্য হইতে অধিকতর দুঃখ ও অল্প সুখ পায়। সুখ হইতে সুখকর বিষয়ে রাগ এবং সুখের পরিপন্থী বিষয়ে দ্বেষ হয়। দুঃখ হইতে দুঃখকর বিষয়ে দ্বেষ এবং দুঃখের বিরোধী বিষয়ে রাগ হয়। সকলের মূলেই অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপ মোহ থাকে। এইরূপে সংসৃতি চক্রাকারে আবর্তিত হইতেছে।

ভাষ্যম্। নাস্ত্যসতঃ সম্ভবো ন চাস্তি সতো বিনাশঃ, ইতি দ্রব্যত্বেন সম্ভবন্ত্যঃ কথং নিবর্তিষ্যন্তে বাসনা ইতি—

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্মাণাম্ ॥ ১২ ॥

ভবিষ্যদ্ব্যক্তিকমনাগতম্ অনুভূতব্যক্তিকমতীতং স্বব্যাপারোপারূঢ়ং বর্তমানম্। ত্রয়ং চৈতদ্বস্তু জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ং, যদি চৈতৎস্বরূপতো নাভবিষ্যন্নেদং নির্বিষয়ং জ্ঞানমুদপৎস্যত, তস্মাদতীতানাগতং স্বরূপতঃ অস্তীতি। কিঞ্চ ভোগভাগীয়স্য বাপবর্গভাগীয়স্য বা কর্মণঃ ফলমুৎপিৎসু যদি নিরুপাখ্যমিতি তদুদ্দেশেন তেন নিমিত্তেন কুশলানুষ্ঠানং ন যুজ্যেত। সতশ্চ ফলস্য নিমিত্তং বর্তমানীকরণে সমর্থং নাপূর্বোপজননে, সিদ্ধং নিমিত্তং নৈমিত্তিকস্য বিশেষানুগ্রহণং কুরুতে, নাপূর্বমুৎপাদয়তি। ধর্মী চানেকধর্মস্বভাবঃ, তস্য চাধ্বভেদেন ধর্মাঃ প্রত্যবস্থিতাঃ। ন চ যথা বর্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপন্নং দ্রব্যতোঽস্ত্যেব-মতীতমনাগতং বা। কথং তর্হি, স্বেনৈব ব্যঙ্গ্যেন স্বরূপেণ অনাগতমস্তি, স্বেন চানুভূত-ব্যক্তিকেন স্বরূপেণাঽতীতম্ ইতি বর্তমানস্যৈবাধ্বনঃ স্বরূপব্যক্তিরিতি, ন সা ভবতি অতীতানাগতয়োরধ্বনোঃ। একস্য চাধ্বনঃ সময়ে দ্বাবধ্বানৌ ধর্মিসমন্বাগতৌ ভবত এবেতি, নাঽভূত্বা ভাবস্ত্রয়াণামধ্বনামিতি ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অসতের সম্ভব নাই, আর সতেরও অত্যন্তনাশ নাই, অতএব এই দ্রব্যরূপে বা সদ্রূপে সম্ভূয়মান বাসনার উচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব ?—

১২। অতীত ও অনাগত দ্রব্য স্ববিশেষরূপে বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যমান আছে, ধর্মসকলের অধ্ব বা কালভেদই অতীতাদি ব্যবহারের হেতু (১)॥ সূ

ভবিষ্যদভিব্যক্তিক (ভবিষ্যতে যাহা ব্যক্ত হইবে এইরূপ) দ্রব্য অনাগত, অনুভূতাভিব্যক্তিক (যাহা অনুভূত হইয়াছে এইরূপ) দ্রব্য অতীত, স্বব্যাপারোপারূঢ় (যাহা বর্তমানে অভিব্যক্ত এইরূপ) দ্রব্য বর্তমান। এই ত্রিবিধ বস্তুই জ্ঞানের জ্ঞেয়, যদি তাহারা (অতীতাদি বস্তু) স্ববিশেষরূপে না থাকিত তবে ঐ জ্ঞান (অতীতানাগত জ্ঞান) নির্বিষয় হইত; কিন্তু নির্বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব অতীত ও অনাগত দ্রব্য স্বরূপতঃ (স্বকারণে সূক্ষ্মরূপে যথাযথ) বিদ্যমান আছে। কিঞ্চ ভোগভাগীয় বা অপবর্গভাগীয় কর্মের উৎপাদনীয় ফল যদি অসৎ হয়, তবে কেহ তদুদ্দেশে বা

সেই নিমিত্তে কোন কুশলের অনুষ্ঠান করিতেন না। সৎ বা বিদ্যমান ফলকেই নিমিত্ত বর্তমানীকরণে সমর্থ হয় মাত্র, কিন্তু অসদুৎপাদনে তাহা সমর্থ নহে। বর্তমান নিমিত্তই নৈমিত্তিককে (নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন দ্রব্যকে) বিশেষাবস্থা বা বর্তমানাবস্থা প্রাপ্ত করায় ; কিন্তু অসৎকে উৎপাদন করে না। ধর্মী অনেকধর্মাত্মক, তাহার ধর্মসকল অধ্বভেদে অবস্থিত। বর্তমান ধর্ম যেমন বিশেষব্যক্তিসম্পন্ন (২) হইয়া দ্রব্যে (ধর্মীতে) আছে, অতীত ও অনাগত সেইরূপ নহে। তবে কিরূপ ?—অনাগত নিজের ভবিতব্য-স্বরূপে আছে, আর অতীতও নিজের অনুভূতব্যক্তিক-স্বরূপে বিদ্যমান আছে। বর্তমান অধ্বারই স্বরূপাভিব্যক্তি হয়, অতীত ও অনাগত অধ্বার তাহা হয় না। এক অধ্বার সময়ে অপর অধ্বদ্বয় ধর্মীতে অনুগত থাকে। এইরূপে অস্থিতি না থাকাতেই ত্রিবিধ অধ্বার ভাব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ না থাকিলেও হয় এইরূপ নহে, কিন্তু থাকে বলিয়াই হয়।

টীকা। ১২। (১) অতীত ও অনাগত পদার্থ ভাব-স্বরূপে আছে, ইহা যে সত্য তাহার প্রধান কারণ অতীতানাগত জ্ঞান। যোগীর কথা ছাড়িয়াও ভবিষ্যৎ জ্ঞানের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই, নির্বিষয় জ্ঞানের উদাহরণ নাই, সুতরাং তাহা অচিন্তনীয় বা অসম্ভব পদার্থ। অতএব জ্ঞান থাকিলেই তাহার বিষয় থাকা চাই, ভবিষ্যৎ জ্ঞানেরও তজ্জন্য বিষয় আছে। অতএব বলিতে হইবে যে, অনাগত বিষয় আছে। এইরূপে অতীত বিষয়ও আছে।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে অতীত ও অনাগত বিষয় কিরূপে থাকে। ভাব পদার্থ তিন প্রকার—দ্রব্য, ক্রিয়া ও শক্তি। তন্মধ্যে ক্রিয়ার দ্বারা দ্রব্য পরিণত হয়, অতএব ক্রিয়া পরিণামের নিমিত্ত। যাহাকে আমরা সত্ত্ব বা দ্রব্য বলি তাহা ক্রিয়ামূলক হইলেও 'যাহার' ক্রিয়া এইরূপ এক সত্ত্ব বা প্রকাশ আছে ইহা স্বীকার্য, তাহাই মূল দ্রব্য বা সত্ত্ব।

কাঠিন্যাদিরা অলক্ষ্য ক্রিয়া। আর, পরিণাম বা অবস্থান্তর-প্রাপক ক্রিয়া লক্ষ্য বা স্ফুট ক্রিয়া। স্ফুট ক্রিয়াই নিমিত্ত, আর অলক্ষ্য ক্রিয়াজনিত প্রকাশ বা স্থির সত্তারূপে প্রতীয়মান দ্রব্য নৈমিত্তিক। নিমিত্ত ক্রিয়ার দ্বারা নৈমিত্তিকের পরিণতি হওয়াই দ্রব্যের পরিণামের স্বরূপ। শক্তি-অবস্থা হইতে পুনঃ শক্তি-অবস্থায় যাওয়া নিমিত্ত-ক্রিয়ার স্বরূপ। দৃশ্য স্থূল-ক্রিয়াসকল ক্ষণাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম ক্রিয়ার সমাহারজ্ঞান, রূপরসাদিও সেইরূপ। অতএব ঘটপটাদি বস্তু অলাতচক্রের ন্যায় বহুসংখ্যক ক্ষণিকক্রিয়া-জনিত সমাহার-জ্ঞান মাত্র হইল। শাস্ত্রও বলেন, "নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে।" (ভাগবত ১১।২২।৪২)।

শক্তি হইতে ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত এবং ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত হইতে জ্ঞান বা প্রকাশভাব, প্রকাশভাবের পুনঃ শক্তিত্বে প্রত্যাগমন—এই পরিণামপ্রবাহই বাহ্য জগতের মূল অবস্থা হইল। ইহাই সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপ ভূতেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মাবস্থা (আগামী সূত্র দ্রষ্টব্য)।

পরিণাম-জ্ঞান তাহা হইলে ক্রিয়ার জ্ঞান বা ক্রিয়ার প্রকাশিত ভাব। পরিণাম যেমন আমাদের আধ্যাত্মিক-করণে আছে সেইরূপ বাহ্যেও আছে। সাংখ্যীয় দর্শনে বাহ্য দ্রব্যও পুরুষবিশেষের অভিমান বা মূলতঃ অধ্যাত্মভূত পদার্থ। আমাদের মনে যেরূপ শক্তিভাবে স্থিত সংস্কারের সহিত প্রকাশ যোগ হইলে বা বুদ্ধি যোগ হইলে তাহা স্মৃতিরূপ ভাব (অর্থাৎ দ্রব্য বা সত্ত্ব) হয়, এবং সেই 'হওয়া'কেই পরিণাম বলি, বাহ্যের পরিণামও মূলতঃ সেইরূপ।

বাহ্য ক্রিয়া ও অধ্যাত্মভূত ক্রিয়ার সংযোগজাত পরিণামই বিষয়জ্ঞান। সাধারণ অবস্থায় আমাদের অন্তঃকরণের স্থূলসংস্কার-জনিত সংকুচিত বৃত্তি ক্ষণাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম পরিণামকে গ্রহণ করিতে

পারে না অথবা অসংখ্য পরিণামও গ্রহণ করিতে পারে না। বাহিরে যে ক্ষণিক পরিণাম রহিয়াছে, তাহা স্তোকে স্তোকে গ্রহণ করাই লৌকিক করণের স্বভাব। সেই স্তোকে স্তোকে গ্রহণই বোধ বা দ্রব্যজ্ঞান। লৌকিক নিমিত্তজাত পরিণামে নিমিত্তেরও স্তোকে স্তোকে গ্রহণ হয় আর নৈমিত্তিকেরও স্তোকে স্তোকে গ্রহণ হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শক্তির ক্রিয়ারূপে প্রকাশ্য হওয়াই পরিণাম। সেই পরিণামের ইয়ত্তা হইতে পারে না বলিয়া তাহা অসংখ্য। তাহা অসংখ্য হইলেও আমরা নিমিত্ত-নৈমিত্তিকরূপ (করণশক্তি ও বিষয়, জ্ঞানের এই উভয় প্রকার সাধনই নিমিত্ত-নৈমিত্তিক) সংকীর্ণ উপায়ে তাহা স্তোকে স্তোকে গ্রহণ করি। তাহাতেই মনে করি যাহা গ্রহণ করিয়াছি তাহা অতীত, যাহা করিতেছি তাহা বর্তমান ও যাহা করা সম্ভব তাহা অনাগত। জ্ঞানশক্তির সেই সংকীর্ণতা সংযমের দ্বারা অপগত হইলে সেই ক্ষণিক পরিণামের যত প্রকার সমাহার-ভাব আছে, তাহার সকলের সহিত যুগপতের মত জ্ঞানশক্তির সংযোগ হয়। তাহাতে সমস্ত নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ অতীতানাগত সর্ব পদার্থের জ্ঞান হয় বা সবই বর্তমান বোধ হয়।

ইহা বাহ্য দ্রব্য লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইল, অধ্যাত্মভাবসম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। এই জন্যই সূত্রকার বলিয়াছেন অতীত ও অনাগত ভাব বস্তুতঃ সূক্ষ্মরূপে আছে, কেবল কালভেদকে আশ্রয় করিয়া মনে করি যে তাহা নাই (অর্থাৎ ছিল অথবা থাকিবে)।

কাল বৈকল্পিক পদার্থ, তদ্দ্বারা লক্ষিত করিয়া পদার্থকে অসৎ মনে করি। সংকীর্ণ জ্ঞানশক্তির দ্বারা সংকীর্ণভাবে গ্রহণই কালভেদ করিবার কারণ। সর্বজ্ঞের নিকট অতীতানাগত নাই, সবই বর্তমান। অবর্তমানতা অর্থে কেবল বর্তমান দ্রব্যকে না দেখিতে পাওয়া মাত্র। যাহা আছে কিন্তু সূক্ষ্মতাহেতু আমরা জানিতে পারি না তাহাই অতীতানাগত।

পূর্ব সূত্রে বাসনার অভাব হয় বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ স্বকারণে প্রলীনভাব। প্রলীন হইলে তাহারা আর কদাপি জ্ঞানপথে আসে না বা পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হয় না। সতের অভাব নাই ও অসতের যে উৎপাদ নাই তাহা বুঝাইবার জন্য এই সূত্র অবতারিত হইয়াছে। ভাবান্তরই যে অভাব, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে [১।৭ (১) দ্রষ্টব্য]। বাসনার অভাব অর্থেও সেইরূপ সর্বকালের জন্য অব্যক্তভাবে স্থিতি।

১২। (২) উপরে মূলধর্মী ত্রিগুণকে লক্ষ্য করিয়া অতীতানাগত ধর্মের সত্তা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধারণ ধর্মধর্মী গ্রহণ করিয়াও উহা দেখান যাইতে পারে। একতাল মাটি ঘট, সরা প্রভৃতি হইতে পারে। ঘট, সরা আদি ঐ মাটিরূপ ধর্মীতে অনাগত বা সূক্ষ্মরূপে আছে। ঘটত্বনামক ধর্মকে বর্তমান বা অভিব্যক্ত করিতে হইলে কুম্ভকাররূপ নিমিত্তের প্রয়োজন। কুম্ভকারের ইচ্ছা, কৃতি, অর্থলিপ্সা, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, সমস্তই নিমিত্ত। তজ্জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধর্মীতে অনভিব্যক্তরূপে স্থিত ফলকে বা কার্যকে নিমিত্ত বর্তমানীকরণে সমর্থ।

শঙ্কা হইবে, ঘটের অভিব্যক্তিতে পিণ্ডের অবয়ব স্থানপরিবর্তন করে সত্য, আর অসতের ভাব হয় না ইহাও সত্য , কিন্তু স্থানপরিবর্তন ত হয়, তাহা ত (স্থানপরিবর্তন) পূর্বে থাকে না কিন্তু পরে হয় অতএব তাহা অনাগত জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে কিরূপে ? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্রিয়া বা পরিণাম কেবল শক্তিজ্ঞেয়তা বা শক্তির সহিত প্রকাশসংযোগ মাত্র। স্থূলাভিমানী বুদ্ধিবৃত্তি অতি মন্দ গতিতে শক্তিকে প্রকাশ করিতে থাকে তাই কুম্ভকার ক্রমশঃ স্বকীয় ইচ্ছা আদি শক্তিকে ব্যক্ত

বা ক্রিয়াশীল করিয়া ঘটত্বনামক যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তিবিশেষকে প্রকাশিত করে। তাহাতে বোধ হয় যেন পাঁচ মিনিটে এক ঘট ব্যক্ত হইল। তখন কুম্ভকারের ন্যায় আমরাও ঘটত্ব ব্যক্ত হইল ইহা মনে করি। ফলে কুম্ভকাররূপ নিমিত্তশক্তির এবং মৃৎপিণ্ডের শক্তিবিশেষের সংযোগ-বিশেষের জ্ঞানই ঘটের অভিব্যক্তি বা ঘটের বর্তমানতার জ্ঞান। স্থানপরিবর্তনও ক্রিয়াশক্তির জ্ঞান।

যদি এইরূপ জ্ঞানশক্তি হয় যে, যদ্দ্বারা কুম্ভকাররূপ নিমিত্তের সমস্ত শক্তিকে জানিতে পারা যায় এবং মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদানেরও সমস্ত শক্তি জানিতে পারা যায়, তবে তাহাদের যে অসংখ্য সংযোগ তাহাও জানিতে পারা যাইবে। কিঞ্চ লৌকিক মন্দবুদ্ধিতে যেরূপ ক্রম দৃষ্ট হয় তাহাও জানিতে পারা যাইবে, অর্থাৎ তাদৃশ যোগজ বুদ্ধির দ্বারা জানা যাইবে যে, এতকাল পরে কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিবে। আরও এক কথা—পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, অন্তঃকরণ বিভু, সুতরাং তাহার সহিত সর্বদৃশ্যের সংযোগ রহিয়াছে। কিন্তু তাহার বৃত্তি শরীরাদির অভিমানের দ্বারা সংকীর্ণ বলিয়া কেবল সংকীর্ণ পথেই জ্ঞান হয়, যেমন রাত্রে গগনের দিকে চাহিলে অনেক অদৃশ্য নক্ষত্রের রশ্মি চক্ষুতে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহা দেখিতে পাই না, কেবল উজ্জ্বলদের দেখিতে পাই, সেইরূপ। অদৃশ্য তারাদের রশ্মি হইতেও সূক্ষ্ম ক্রিয়া চক্ষুতে হয়, উপযুক্ত শক্তি থাকিলেই তাহা গোচর হইতে পারে। সেইরূপ, বুদ্ধির স্থূলাভিমান অপগত হইয়া সাত্ত্বিকতার উৎকর্ষ হইলে সমস্ত দৃশ্যই (ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমান) যুগপৎ দৃশ্য বা বর্তমান-মাত্র হয়। স্বপ্নে এইরূপে কদাচিৎ সত্ত্বশুদ্ধি হইলে ভবিষ্য বিষয়ের জ্ঞান হয়।

যখন সতের নাশ ও অসতের উৎপাদ অচিন্তনীয় তখন লৌকিক দৃষ্টিতেও বলিতে হইবে অতীত ও অনাগত ধর্ম অনভিব্যক্তভাবে ধর্মীতে থাকে ও উপযুক্ত নিমিত্তের দ্বারা অনাগত ধর্ম অভিব্যক্ত হয়, ভাষ্যকার তাহা দেখাইয়াছেন।

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। তে খল্বমী ত্র্যধ্বানো ধর্মা বর্তমানা ব্যক্তাত্মানোঽতীতানাগতাঃ সূক্ষ্মাত্মানঃ ষড়বিশেষরূপাঃ। সর্বমিদং গুণানাং সন্নিবেশবিশেষমাত্রমিতি পরমার্থতো গুণাত্মানঃ, তথা চ শাস্ত্রানুশাসনং "গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্" ইতি॥ ১৩॥

১৩। সেই ত্র্যধ্বা বা ত্রিকালে স্থিত ধর্মগণ ব্যক্ত, সূক্ষ্ম এবং ত্রিগুণাত্মক॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই ত্র্যধ্বা ধর্মসকল বর্তমান (অবস্থায়) ব্যক্ত-স্বরূপ, অতীত ও অনাগত (অবস্থায়) ছয় অবিশেষরূপ (১) সূক্ষ্মাত্মক। এই (দৃশ্যমান ধর্ম ও ধর্মী) সমস্তই গুণসকলের বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশমাত্র (২), পরমার্থতঃ তাহারা গুণস্বরূপ। তথা শাস্ত্রানুশাসন, "গুণসকলের পরম রূপ জ্ঞানগোচর হয় না, যাহা গোচর হয়, তাহা মায়ার ন্যায় অতিশয় বিনাশী।"

টীকা। ১৩। (১) বর্তমান অবস্থায় স্থিত ধর্মসকলের নাম ব্যক্ত। বর্তমানরূপে জ্ঞাত দ্রব্যই ষোড়শ বিকার, যথা—পঞ্চ ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন। উহারা পূর্বে যাহা

ছিল ও পরে যাহা হইবে অর্থাৎ উহাদের অতীত ও অনাগত অবস্থাই সূক্ষ্ম। অতএব সূক্ষ্ম অবস্থা পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা। ইহা অবশ্য তাত্ত্বিক দৃষ্টি। অতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মৃৎপিণ্ডের পিণ্ডত্বধর্ম ব্যক্ত এবং ঘটত্বাদি অতীতানাগত ধর্ম সূক্ষ্ম।

১৩।(২) পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমস্তই সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া, ও শক্তি-স্বরূপ। তাদৃশরূপে ধর্মসকলকে দর্শন করিয়া পরমার্থ বা দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত-নিবৃত্তি সাধন করিতে হয়।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অব্যক্ত, তাহাদের বৈষম্যাবস্থাই ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম ধর্ম। ব্যক্তেরা সাক্ষাৎকারযোগ্য কিন্তু দুঃখকরত্বহেতু হেয়, মায়ার ন্যায় সুতুচ্ছ বা ভঙ্গুর। এ বিষয়ে ভাষ্যকার ষষ্টিতন্ত্র শাস্ত্রের (বার্ষগণ্য-আচার্য-কৃত) অনুশাসন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাষ্যম্। যদা তু সর্বে গুণাঃ কথমেকঃ শব্দ একমিন্দ্রিয়মিতি—

পরিণামৈকত্বাদ্ বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

প্রখ্যা-ক্রিয়া-স্থিতিশীলানাং গুণানাং গ্রহণাত্মকানাং করণভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং, গ্রাহ্যাত্মকানাং শব্দভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শব্দো বিষয় ইতি। শব্দাদীনাং মূর্তিসমানজাতীয়ানামেকঃ পরিণামঃ পৃথিবীপরমাণুস্তন্মাত্রাবয়বঃ, তেষাঞ্চৈকঃ পরিণামঃ পৃথিবী গৌর্বৃক্ষঃ পর্বত ইত্যেবমাদিঃ। ভূতান্তরেষ্বপি স্নেহৌষ্ণ্যপ্রণামিত্বাবকাশদানান্যু-পাদায় সামান্যমেকবিকারারম্ভঃ সমাধেয়ঃ।

নাস্ত্যর্থো বিজ্ঞানবিসহচরোঽস্তি তু জ্ঞানমর্থবিসহচরং স্বপ্নাদৌ কল্পিতমিত্যনয়া দিশা যে বস্তুস্বরূপমপহ্নুবতে জ্ঞান-পরিকল্পনা-মাত্রং বস্তু স্বপ্নবিষয়োপমং ন পরমার্থতো-ঽস্তীতি যে আহুঃ তে তথেতি প্রত্যুপস্থিতমিদং স্বমাহাত্ম্যেন বস্তু কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞানবলেন বস্তুস্বরূপমুৎসৃজ্য তদেবাপলপন্তঃ শ্রদ্ধেয়বচনাঃ স্যুঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যখন সমস্ত বস্তু ত্রিগুণাত্মক তখন 'এক শব্দতন্মাত্র' 'এক ইন্দ্রিয় (কর্ণ বা চক্ষু বা কিছু)' এইরূপ একত্বধী কিরূপে হয়?—

১৪। (মূলকারণ গুণসকলের) একরূপে (একযোগে) পরিণামহেতু বস্তুতত্ত্বের একত্ব জ্ঞান হয়॥ সূ

প্রখ্যা, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল গ্রহণাত্মক গুণত্রয়ের করণরূপ এক পরিণাম হয়—(যেমন) শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়। (সেইরূপ) গ্রাহ্যাত্মক গুণের শব্দভাবে এক শব্দ-বিষয়-রূপ একটি পরিণাম হয়। শব্দাদি তন্মাত্রের কাঠিন্যাদিরূপজাতীয় এক পরিণামই তন্মাত্রাবয়ব পৃথিবী-পরমাণু বা ক্ষিতিভূত (১)। সেইরূপ তাহাদের (ক্ষিতিভূতের অণুদের) এক পরিণাম (ভৌতিক সংহত) পৃথিবী, গো, বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি। ভূতান্তরেও (সেইরূপ) স্নেহ, ঔষ্ণ্য, প্রণামিত্ব ও অবকাশ-দানত্ব গ্রহণ করিয়া সামান্য বা একত্ব এবং একবিকারারম্ভ সমাধান কর্তব্য অর্থাৎ পূর্ববৎ সমাধেয়।

'বিজ্ঞানের অসহভাবী—এইরূপ কোনও বিষয় নাই, কিন্তু স্বপ্নাদিতে কল্পিত জ্ঞান বিষয়াভাবকালেও থাকে' এই প্রকারে যাঁহারা বস্তু-স্বরূপ অপলাপিত করেন, যাঁহারা বলেন যে, বস্তু (কেবল) জ্ঞানের পরিকল্পন মাত্র, স্বপ্নবিষয়ের ন্যায় পরমার্থতঃ নাই, তাঁহারা স্বমাহাত্ম্যের দ্বারা এইরূপে অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়রূপে, প্রত্যুপস্থিত (২) বস্তুকে, অপ্রমাণাত্মক বিকল্প-জ্ঞানবলে বস্তু-স্বরূপ ত্যাগপূর্বক (অর্থাৎ অসৎ বলিয়া) অপলাপ করিয়া, কিরূপে শ্রদ্ধেয়বচন হইতে পারেন?'

টীকা। ১৪। (১) সমস্ত দ্রব্যের মূল ত্রিসংখ্যক গুণ। তাহাতে কোন বস্তু এক বলিয়া কিরূপে প্রতিভাত হইতে পারে? তদুত্তরে এই সূত্র অবতারিত হইয়াছে। গুণ তিন হইলেও তাহারা অবিয়োজ্য, রজ ও তম ব্যতীত সত্ত্ব-গুণ জ্ঞেয় হয় না, রজ এবং তমও সেইরূপ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পরিণাম = শক্তির (তম) ক্রিয়াবস্থাপ্রাপ্তি-জনিত (রজ) বোধ (সত্ত্ব)। অতএব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণই প্রত্যেক পরিণামে থাকিবেই থাকিবে, অর্থাৎ গুণ তিন হইলেও মিলিতভাবে পরিণাম হওয়াই তাহাদের স্বভাব, তজ্জন্য পরিণত বস্তু এক বলিয়া বোধ হয়। যেমন শব্দ—শব্দে ক্রিয়া, শক্তি ও প্রকাশ-ভাব আছে, তদ্ব্যতীত শব্দজ্ঞান হওয়া অসম্ভব, কিন্তু শব্দ তিন বলিয়া বোধ হয় না, এক শব্দ বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপে পরিণামের একত্বের জন্য বস্তুসকল একতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। তন্মাত্রাবয়ব = তন্মাত্র অবয়ব যাহার, তাদৃশ ক্ষিতিভূত।

১৪। (২) সূত্রকার বস্তুতত্ত্বের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে বিজ্ঞানবাদী বৈনাশিকদের মত আস্থেয় হয় না, ইহা ভাষ্যকার প্রসঙ্গতঃ দেখাইয়াছেন। সূত্রের অবশ্য তদ্বিষয়ে তাৎপর্য নাই।

বিজ্ঞানবাদীর যুক্তি এই—যখন বিজ্ঞান না থাকে তখন কোন বাহ্য বস্তুর সত্তার উপলব্ধি হয় না, কিন্তু যখন বাহ্য বস্তু না থাকে তখনও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে, যেমন স্বপ্নে রূপরসাদির জ্ঞান হয়। অতএব বিজ্ঞান ব্যতীত আর বাহ্য কিছু নাই, বাহ্য পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত পদার্থমাত্র। (যে ইন্দ্রিয়বাহ্য দ্রব্যের ক্রিয়া হইতে জ্ঞান হয় তাহাই 'বস্তু')।

এই যুক্তির দোষ এইরূপ—বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্য সত্তার জ্ঞান হয় না, ইহা সত্য। কারণ, জ্ঞানশক্তি ব্যতীত কিরূপে জ্ঞান হইবে? কিন্তু বাহ্য বস্তু ব্যতীত যে বাহ্যজ্ঞান হয়, ইহা সত্য নহে। স্বপ্নে বাহ্যজ্ঞান হয় না, কিন্তু বাহ্য বস্তুর সংস্কারের জ্ঞান হয়। বহির্ভূত ক্রিয়ার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না হইলেও যে রূপাদি বাহ্যজ্ঞান আদৌ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার উদাহরণ নাই, জন্মান্ধ কখনও রূপের স্বপ্ন দেখে না।

বিকল্পমাত্রই বিজ্ঞানবাদীর প্রমাণ, কারণ, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী আদি বাহ্য বস্তু যে আছে, তাহা তাহারা স্বমাহাত্ম্যে সকলের বোধগম্য করাইয়া দেয়। তথাপি বস্তুশূন্য বাঙ্মাত্র কতকগুলি বাক্যের দ্বারা বিজ্ঞানবাদীরা উহার অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন। আধুনিক মায়াবাদীদের সহিত বিজ্ঞানবাদীর এ বিষয়ে ঐকমত্য দেখা যায়। তাঁহারা বলেন যে, মায়া অবস্তু। যদি শঙ্কা করা যায় তবে এই প্রপঞ্চ হইল কিরূপে? তদুত্তরে তাঁহারা 'প্রপঞ্চ নাই, কারণও অসৎ, তাই কার্যও অসৎ' ইত্যাদি বৈকল্পিক প্রলাপমাত্র বলেন।

পরমার্থ-দৃষ্টিতে দুই পদার্থ স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী, এক হেয় ও অন্য উপাদেয়। হেয় দুঃখ ও দুঃখহেতু বিকারী পদার্থ, আর উপাদেয় নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পদার্থ। যতদিন পরমার্থ সাধন করিতে হয়, ততদিন হান ও হেয় পদার্থ গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী। পরমার্থ সিদ্ধ হইলে পরমার্থ-দৃষ্টি

থাকে না, সুতরাং তখন আর হেয় ও হান থাকে না। অতএব ভাষ্যকার বলিয়াছেন, অনাত্ম হেয় পদার্থ পরমার্থতঃ আছে। পরামর্থ সিদ্ধ হইলে যাহা থাকে তাহার নাম স্বরূপ-দ্রষ্টা, তাহা মনের অগোচর। 'পুরুষের বহুত্ব এবং প্রকৃতির একত্ব' § ৬ দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যম্। কুতশ্চৈতদন্যায্যম্—

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

বহুচিত্তাবলম্বনীভূতমেকং বস্তু সাধারণং, তৎ খলু নৈকচিত্তপরিকল্পিতং নাপ্যনেকচিত্তপরিকল্পিতং কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠম্। কথম্? বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাদ্, ধর্মাপেক্ষং চিত্তস্য বস্তুসাম্যেঽপি সুখজ্ঞানং ভবতি, অধর্মাপেক্ষং তত এব দুঃখজ্ঞানম্, অবিদ্যাপেক্ষং তত এব মূঢ়জ্ঞানং, সম্যগ্দর্শনাপেক্ষং তত এব মাধ্যস্থ্যজ্ঞানমিতি। কস্য তচ্চিত্তেন পরিকল্পিতং—ন চান্যচিত্তপরিকল্পিতেনার্থেনান্যস্য চিত্তোপরাগো যুক্তঃ, তস্মাদ্ বস্তুজ্ঞানয়োর্গ্রাহ্যগ্রহণভেদভিন্নয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ। নানয়োঃ সঙ্করগন্ধোঽপ্যস্তি ইতি। সাংখ্যপক্ষে পুনর্বস্তু ত্রিগুণং, চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি, ধর্মাদি-নিমিত্তাপেক্ষং চিত্তৈরভিসংবধ্যতে, নিমিত্তানুরূপস্য চ প্রত্যয়স্যোৎপদ্যমানস্য তেন তেনাত্মনা হেতুর্ভবতি ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কি হেতু উহা ('বস্তু বাহ্যসত্তাশূন্য কিন্তু কল্পনামাত্র' এই মতের পোষক পূর্বোক্ত যুক্তি) অন্যায্য?—

১৫। বস্তুসাম্যে (বস্তু এক হইলেও) চিত্তভেদহেতু তাহাদের (জ্ঞানের ও বস্তুর) বিভক্ত পন্থা অর্থাৎ তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন (১) ॥ সূ

বহু চিত্তের আলম্বনীভূত এক সাধারণ বস্তু থাকে, তাহা একচিত্ত-পরিকল্পিতও নহে, অথবা বহুচিত্ত-পরিকল্পিতও নহে, কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ। কিরূপে?—বস্তু এক হইলেও চিত্তভেদহেতু (যখন) বস্তুসাম্যেও ধর্মাপেক্ষ চিত্তের সুখজ্ঞান হয়, অধর্মাপেক্ষ চিত্তের তাহা হইতে দুঃখজ্ঞান হয়, অবিদ্যাপেক্ষ চিত্তের তাহা হইতেই মূঢ়জ্ঞান হয়, সম্যগ্দর্শনাপেক্ষ চিত্তের তাহা হইতেই মাধ্যস্থ্য জ্ঞান হয়। (যদি বস্তুকে চিত্তকল্পিত বল, তবে) সেই বস্তু কোন্ চিত্তের কল্পিত হইবে? আর, এক চিত্তের পরিকল্পিত বিষয়ের অন্য চিত্তকে উপরঞ্জিত করাও যুক্তিযুক্ত নহে। সেই কারণে গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপ ভেদের দ্বারা ভিন্ন বস্তুর ও জ্ঞানের বিভক্ত পথ, (অর্থাৎ) তাহাদের সাঙ্কর্যের লেশমাত্র গন্ধও নাই। সাংখ্যমতে বস্তু ত্রিগুণ, গুণস্বভাব নিয়ত বিকারশীল, আর তাহা (বাহ্যবস্তু) ধর্মাদিনিমিত্তাপেক্ষ হইয়া চিত্তসকলের সহিত সম্বদ্ধ হয়, এবং তাহা নিমিত্তের অনুরূপ প্রত্যয় উৎপাদন করাতে সেই সেই রূপে (ধর্মরূপ নিমিত্তের অনুরূপ সুখ-প্রত্যয় উৎপাদন করাতে সুখকর ইত্যাদিরূপে) প্রত্যয়-উৎপাদনের কারণ হয়।

টীকা। ১৫। (১) পূর্ব সূত্রে সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর কথা বলা হইয়াছে। এই সূত্রে তন্মধ্যস্থ চিত্তের ও বস্তুর ভেদ স্থাপিত হইতেছে। একটি বাহ্য বস্তু হইতে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে যখন ভিন্ন

ভিন্ন প্রকার ভাব হয়, তখন সেই বস্তু এবং চিত্ত বিভিন্ন। তাহারা বিভিন্ন পথে পরিণত হইয়া চলিয়াছে।

সুখদুঃখাদি বেদনার (feeling) দিক্ হইতে উদাহরণ দিয়া যেরকম চিত্তের ও বিষয়ের ভিন্নতা প্রমাণিত হইল, শব্দাদি বিষয়বিজ্ঞানের (perception) দিক্ হইতেও সেইরূপ সর্বচিত্ত-সামান্য, সুতরাং পৃথক্, বাহ্য সত্তা প্রমাণিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে যখন এক বস্তু সর্বদা এক ভাবকে উৎপাদন করে, যেমন সূর্য ও আলোকজ্ঞান, তখন চিত্ত এবং বিষয় ভিন্ন। বিষয় যদি চিত্ত-পরিকল্পিত হইত, তাহা হইলে বিভিন্ন চিত্তের পরিকল্পনা অবশ্যই বিভিন্ন হইত, সর্বচিত্ত-সামান্য বিষয় কিছু থাকিত না।

এইরূপে বিষয় ও চিত্তের ভেদ স্থাপিত হইলে, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ যে টিকে না, তাহা ভাষ্যকার বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। সূত্রের তাৎপর্য স্বমতস্থাপনপক্ষে, কিন্তু পরমতখণ্ডনপক্ষে নহে। নীলাদি বিষয়জ্ঞান চিত্তের পরিণাম বটে, কিন্তু কোন বাহ্য, বিষয়-মূল, দ্রব্য থাকাতেই চিত্ত পরিণত হয়, স্বতঃ পরিণত হইয়া নীলাদি-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

ভাষ্যম্। কেচিদাহুঃ জ্ঞানসহভূরেবার্থো ভোগ্যত্বাৎ সুখাদিবদিতি, ত এতয়া দ্বারা সাধারণত্বং বাধমানাঃ পূর্বোত্তরেষু ক্ষণেষু বস্তুরূপমেবাপহ্নুবতে।

ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

একচিত্ততন্ত্রং চেদ্ বস্তু স্যাৎ তদা চিত্তে ব্যগ্রে নিরুদ্ধে বা স্বরূপমেব তেনাপরামৃষ্ট-মন্যস্যাবিষয়ীভূতমপ্রমাণকমগৃহীতস্বভাবকং কেনচিৎ তদানীং কিন্তৎ স্যাৎ, সংবধ্যমানং চ পুনশ্চিত্তেন কুত উৎপদ্যেত। যে চাস্যানুপস্থিতা ভাগাস্তে চাস্য ন স্যুঃ, এবং নাস্তি পৃষ্ঠমিত্যুদরমপি ন গৃহ্যেত। তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽর্থঃ সর্বপুরুষসাধারণঃ, স্বতন্ত্রাণি চ চিত্তানি প্রতিপুরুষং প্রবর্তন্তে, তয়োঃ সম্বন্ধাদুপলব্ধিঃ পুরুষস্য ভোগ ইতি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিষয় জ্ঞানসহজাত, কারণ, তাহারা ভোগ্য, যেমন সুখাদি অর্থাৎ সুখাদিরা ভোগ্য মানস ভাবমাত্র, শব্দাদিরাও ভোগ্য সুতরাং তাহারাও মানস ভাবমাত্র। তাঁহারা এই প্রকারে বস্তুর জ্ঞাতৃসাধারণত্ব বাধিত করিয়া পূর্ব ও উত্তর ক্ষণে বস্তু-স্বরূপের সত্তা অপলাপিত করেন (তন্মত এই সূত্রের দ্বারা আক্ষেপ্য হয় না)—

১৬। বস্তু এক চিত্তের তন্ত্র বা অধীন নহে, (কেননা) তাহা হইলে যখন সেইটি অপ্রমাণক অর্থাৎ জ্ঞানের অগোচর হইবে, তখন তাহা কি হইবে ? (১) সূ

যদি বস্তু একচিত্ততন্ত্র হয়, তবে চিত্ত ব্যগ্র (অন্যমনস্ক) হইলে বা নিরুদ্ধ হইলে, সেই চিত্ত-কর্তৃক বস্তুর স্বরূপ অপরামৃষ্ট হওয়ায় অন্যের অবিষয়ীভূত, অপ্রমাণক বা সকলের দ্বারা অগৃহীত-স্বভাব (২) হইয়া তখন তাহা কি হইবে ? আর, তাহা চিত্তের সহিত পুনরায় সম্বধ্যমান হইয়া কোথা হইতেই বা উৎপন্ন হইবে ? আর, বস্তুর যে অজ্ঞাত অংশসকল তাহারাও থাকিতে পারে না। এইরূপে যেমন 'পৃষ্ঠ নাই' বলিলে 'উদর নাই' বুঝায় (সেইরূপ অজ্ঞাত ভাগ না থাকিলে জ্ঞাত ভাগ বা জ্ঞানও অসৎ হইয়া পড়ে)। সেইকারণ অর্থ সর্বপুরুষসাধারণ ও স্বতন্ত্র ; আর, চিত্তসকলও

স্বতন্ত্র এবং প্রতিপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রত্যবস্থিত আছে। তদুভয়ের (চিত্তের ও অর্থের) সম্বন্ধ হইতে যে উপলব্ধি তাহাই পুরুষের বিষয়ভোগ।

টীকা। ১৬।(১) এই সূত্রটি বৃত্তিকার ভোজদেব গ্রহণ করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহা ভাষ্যেরই অংশ। ইহার দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, বস্তু সর্বপুরুষসাধারণ; আর, চিত্ত প্রতি-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন। কারণ, বাহ্য বস্তু বহু জ্ঞাতার সাধারণ বিষয়, তাহা একচিত্ততন্ত্র বা একচিত্তের দ্বারা কল্পিত নহে। কিঞ্চ তাহা বহু চিত্তের দ্বারাও কল্পিত নহে। কিন্তু বস্তু ও চিত্ত স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতন্ত্রভাবে পরিণাম অনুভব করিয়া যাইতেছে।

১৬।(২) বিষয়কে একচিত্ততন্ত্র বলিলে তাহা যখন জ্ঞায়মান না হয়, তখন তাহা কি হয়? বস্তু যদি চিত্তের কল্পনামাত্র হয়, তবে চিত্তের সেই কল্পনা না থাকিলে বস্তুও থাকে না। কিন্তু তাহা হয় না। শূন্যবাদী যখন শূন্যকল্পনা করিতে করিতে চলেন তখন তাঁহার মস্তক যদি কোন কঠিন দ্রব্যে আহত হয়, তখন তিনি কি বলিবেন তাঁহার কল্পনা হইতেই ঐ কঠিন পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে? আর, তদীয় ভ্রাতৃগণেরও সেই স্থানে মাথায় আঘাত লাগিলে তাঁহারাও কি সেই স্থানে আসিয়া অনুরূপ কল্পনার দ্বারা সেই কঠিন বিষয় সৃজন করিবেন? বিশেষতঃ দ্রব্যের উপস্থিত বা জ্ঞায়মান ভাগ এবং অনুপস্থিত বা অজ্ঞাত ভাগ আছে। যদি বিষয় জ্ঞান-সহভূ হয়, তবে সেই অজ্ঞাত ভাগ কিরূপে থাকিতে পারে?

পরন্তু বহু চিত্তের দ্বারা এক বস্তু কল্পিত, এইরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। বহু চিত্ত কেন একরূপ বিষয়ের কল্পনা করিবে তাহার হেতু নাই, এবং পূর্বোক্ত দোষও তাহাতে আসে। সাধারণ লোকের নিকট এইরূপ মত (বিষয়ের চিত্তকল্পিতত্ব) হাস্যাস্পদ হইবে, কারণ, স্বভাবতঃ প্রাণীরা বিষয়কে ও নিজেকে পৃথক্ নিশ্চয় করিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞানবাদী ও মায়াবাদী তাহা ভ্রান্তি বলিয়া ঐ ঐ দৃষ্টির দ্বারা জগত্তত্ত্ব বুঝাইতে যান। উহা কেন ভ্রান্তি? তদুত্তরে ঐ দুই বাদীরাই বলিবেন যে, উহা আমাদের আগমে আছে।

বিজ্ঞানবাদী মনে করেন, যখন বুদ্ধ রূপস্কন্ধকে অসংস্কারণক বা মূলতঃ শূন্য বলিয়া গিয়াছেন, আর বিজ্ঞানের নিরোধে সমস্ত নিরোধ বা শূন্য হয় বলিয়াছেন, তখন যেকোন প্রকারে হউক বাহ্যের শূন্যত্ব দেখাইতেই হইবে। আবার বিজ্ঞাননিরোধ হইলেও যদি বাহ্য পদার্থ থাকে, তবে তাহা শূন্য হইবে কিরূপে? তাহা বরাবরই থাকিবে; ইত্যাদি প্রয়োজনেই বিজ্ঞানবাদ আদির দ্বারা তাঁহারা ঐ বিষয় বুঝাইতে যান।

আর্ষ মায়াবাদীরা (বৌদ্ধ মায়াবাদীও আছেন) মনে করেন জগৎ সৎকারণক। সেই সৎ পদার্থ অবিকারি-ব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই বিকারশীল জগৎ। ব্রহ্ম বিকারী নহেন, অতএব জগৎ নাই। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, সুতরাং কল্পনামাত্র বলিয়া সঙ্গতি করিবার চেষ্টা করেন।

সাংখ্যের সেইরূপ প্রয়োজন নাই, তাঁহারা দৃশ্য ও দ্রষ্টা উভয় পদার্থকে সৎ বলেন। তন্মধ্যে দৃশ্য বা প্রাকৃত পদার্থ বিকারশীল সৎ এবং দ্রষ্টা অবিকারী সৎ। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিদ্যামূলক বিয়োগই পরমার্থ-সিদ্ধি। দৃশ্যেরও দুই ভাগ ব্যবসায় ও ব্যবসেয়। তন্মধ্যে ব্যবসায় বা গ্রহণ প্রতিপুরুষে ভিন্ন ভিন্ন, আর ব্যবসেয় বা শব্দাদি বহু জ্ঞাতার সাধারণ বিষয়। গ্রহণ এবং গ্রাহ্যের সহিত সম্বন্ধ হইলেই বিষয়জ্ঞানরূপ ভোগ সিদ্ধ হয়।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যম্। অয়স্কান্তমণিকল্পা বিষয়া অয়ঃসধর্মকং চিত্তমভিসম্বধ্যোপরঞ্জয়ন্তি, যেন চ বিষয়েণোপরক্তং চিত্তং স বিষয়ো জ্ঞাতস্ততোঽন্যঃ পুনরজ্ঞাতঃ। বস্তুনো জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বরূপত্বাৎ পরিণামি চিত্তম্ ॥ ১৭ ॥

১৭। (বাহ্যজ্ঞানের জন্য) বস্তুর দ্বারা উপরাগের অপেক্ষা থাকায় বাহ্য বস্তু চিত্তের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বিষয়সকল অয়স্কান্ত মণির ন্যায়, তাহারা লৌহের সদৃশ চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া উপরঞ্জিত করে। চিত্ত যে-বিষয়ে উপরক্ত হয় সেই বিষয় জ্ঞাত, আর তদ্ভিন্ন বিষয় অজ্ঞাত। বস্তুর জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বরূপত্ব-হেতু চিত্ত পরিণামী (১)।

টীকা। ১৭। (১) বিষয় চিত্তকে আকৃষ্ট করে বা পরিণামিত করে, অয়স্কান্ত যেরূপ লৌহকে আকৃষ্ট করে, সেইরূপ। বিষয়ের মূল শব্দাদি ক্রিয়া, তাহারা ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া চিত্তস্থানে যাইয়া চিত্তকে পরিণামিত করে। বিষয় চিত্তকে বস্তুতঃ শরীরের বাহিরে আনে না, তবে বৃত্তি হইলে তাহা বাহ্য-বিষয়ক বৃত্তি হয়, সুতরাং বিষয় চিত্তকে বহির্মুখ করে (বৃত্তির দ্বারা) এইরূপ বলা সঙ্গত। মতান্তরে চিত্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বাহিরে যাইয়া বিষয়ে বৃত্তিলাভ করে, ইহা সত্য নহে। অধ্যাত্মভূত চিত্ত অনধ্যাত্ম দ্রব্যে অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং চিত্ত নিরাশ্রয় হইয়া বাহিরে থাকিতে পারে না। অধ্যাত্মপ্রদেশেই চিত্তের ও বিষয়ের মিলন হয়, এবং তথায় চিত্তের পরিণাম হয়। চিত্তস্থানকে হৃদয় বলা যায়, তথায় বিষয় উদ্ভূত ও লীন হয়। "যতো নির্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব বিলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়ান্মনসঃ স্থিতিকারণম্॥" (সর্বাধিষ্ঠাতৃত্ব ভাব হইলে তখন বিশ্বহৃদয়ে অধিষ্ঠান হয়)। উপরাগের অর্থাৎ বৈষয়িক ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের সক্রিয় হওয়ার অপেক্ষা আছে বলিয়া কোন বিষয় জ্ঞাত ও কোন বিষয় (যাহা অনুপরঞ্জিত) অজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ চিত্তের জ্ঞানান্তর হয়।

চিত্তের বিষয় হইবার 'বস্তু' পৃথক্‌ভাবে আছে। তাহারা কখন কখন যথাযোগ্য কারণে সম্বদ্ধ হইয়া চিত্তকে উপরঞ্জিত বা আকারিত করে। তাহাতে চিত্তে সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়, নচেৎ বস্তু থাকিলেও চিত্তে তাহার জ্ঞান হয় না। অতএব সৎ রূপ স্বতন্ত্র চৈত্তিক বিষয় কখন জ্ঞাত এবং কখন অজ্ঞাত হয়। ইহার দ্বারা চিত্তের জ্ঞানান্তরূপ পরিণামিত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ অন্য স্বতন্ত্র সদ্বস্তুর ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের বিকার হয় (২।২০ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহা অনুভবগম্য বিষয়।

ভাষ্যম্। যস্য তু তদেব চিত্তং বিষয়স্তস্য—

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাঽপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

যদি চিত্তবৎ প্রভুরপি পুরুষঃ পরিণমেত ততস্তদ্বিষয়াশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ শব্দাদিবিষয়বজ্ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ স্যুঃ, সদাজ্ঞাতত্বং তু মনসঃ তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বমনুমাপয়তি ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যাহার আবার সেই চিত্ত বিষয় সেই—

১৮। চিত্তের প্রভু পুরুষের অপরিণামিত্বহেতু চিত্তবৃত্তিগণ সর্বদাই জ্ঞাত বা প্রকাশ্য॥ সূ

যদি চিত্তের ন্যায় তৎপ্রভু পুরুষও পরিণাম প্রাপ্ত হইতেন, তবে তাঁহার প্রকাশ্য যে চিত্তবৃত্তিগণ তাহারাও শব্দাদি-বিষয়ের ন্যায় জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত হইত। কিন্তু মনের সদাপ্রকাশ্যত্ব তাহার প্রভু পুরুষের অপরিণামিত্বকে অনুমাপিত করে (১)।

টীকা। ১৮।(১) চিত্তের বিষয় জ্ঞাতাজ্ঞাত কিন্তু পুরুষ-বিষয় যে চিত্ত, তাহা সদাজ্ঞাত। চিত্তের বৃত্তি আছে অথচ তাহা জ্ঞাত হয় না, এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। ২।২০ (২) টীকায় ইহা সম্যক্ দর্শিত হইয়াছে। প্রমাণাদি যেকোন বৃত্তি হউক না, তাহা 'আমি জানিতেছি' এইরূপে অনুভূত হয়, সেই 'আমি' গ্রহীতা বা পৌরুষ-প্রত্যয়, তাহা সদাই পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট। পুরুষের দ্বারা অদৃষ্ট কোন প্রত্যয় হইতে পারে না। প্রত্যয় হইলেই তাহা দৃষ্ট হইবে। প্রত্যয় আছে অথচ তাহা জ্ঞাত নহে, এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া পুরুষ-বিষয় যে চিত্ত তাহা সদাজ্ঞাত। (চিত্ত এস্থলে প্রত্যয়মাত্র)।

পুরুষরূপ জ্ঞানশক্তির যদি কিছু বিকার থাকিত, তবে এই সদাজ্ঞাতত্বের ব্যভিচার হইত। জ্ঞানশক্তির বিকার অর্থে জ্ঞ ও অজ্ঞ ভাব। সুতরাং তাহা হইলে চিত্তের সদাজ্ঞাতত্ব থাকিত না—কোনটা জ্ঞাতচিত্ত, কোনটা বা অজ্ঞাতচিত্ত হইত। কিন্তু চিত্তের সেরূপ অবস্থা কল্পনীয়ও নহে। এইরূপে চিত্তের পরিণামিত্ব ও পুরুষের অপরিণামিত্বহেতু উভয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়।

শব্দাদিরূপে পরিণত হওয়াই চিত্তের বিষয়ত্ব। শব্দাদি-ক্রিয়া ইন্দ্রিয়কে ক্রিয়াশীল করে, তদ্দ্বারা চিত্ত সক্রিয় হয়, তাহাই বিষয়-জ্ঞান। বৃত্তি আছে অথচ তাহা দৃষ্ট বা জ্ঞাতৃপ্রকাশিত নহে এইরূপ হইতে পারে না। জ্ঞাতৃপ্রকাশ্য বৃত্তি যদি অজ্ঞাত হইত, তবে দ্রষ্টা কখন দ্রষ্টা কখন অ-দ্রষ্টা বা পরিণামী হইতেন। অর্থাৎ পুরুষের যোগে বৃত্তি জ্ঞাত হয় দেখা যায়, পুরুষের যোগও আছে অথচ বৃত্তি জ্ঞাত হইতেছে না এইরূপ যদি দেখা যাইত তবে পুরুষ দ্রষ্টা ও অ-দ্রষ্টা বা পরিণামী হইতেন।

ভাষ্যম্। স্যাদাশঙ্কা চিত্তমেব স্বাভাসং বিষয়াভাসং চ ভবিষ্যতি, অগ্নিবৎ—

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ॥ ১৯॥

যথেতরাণীন্দ্রিয়াণি শব্দাদয়শ্চ দৃশ্যত্বান্ন স্বাভাসানি তথা মনোঽপি প্রত্যেতব্যম্। ন চাগ্নিরত্র দৃষ্টান্তঃ, ন হ্যগ্নিরাত্মস্বরূপমপ্রকাশং প্রকাশয়তি, প্রকাশশ্চায়ং প্রকাশ্যপ্রকাশক-সংযোগে দৃষ্টঃ, ন চ স্বরূপমাত্রেঽস্তি সংযোগঃ। কিঞ্চ স্বাভাসং চিত্তমিত্যগ্রাহ্যমেব কস্যচিদিতি শব্দার্থঃ, তদ্‌যথা স্বাত্মপ্রতিষ্ঠমাকাশং ন পরপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ। স্ববুদ্ধিপ্রচার-প্রতিসংবেদনাৎ সত্ত্বানাং প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে ক্রুদ্ধোঽহং ভীতোঽহম্, অমুত্র মে রাগোঽমুত্র মে ক্রোধ ইতি, এতৎ স্ববুদ্ধেরগ্রহণে ন যুক্তমিতি॥ ১৯॥

ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতে পারে, চিত্ত স্বপ্রকাশ এবং বিষয়প্রকাশ, যেমন, অগ্নি (কিন্তু)—

১৯। তাহা (চিত্ত) দৃশ্যত্বহেতু স্বপ্রকাশ নহে॥ সূ

যেমন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ এবং শব্দাদিরা দৃশ্যত্বহেতু স্বাভাস নহে, সেইরূপ মনকেও জানিতে হইবে। এস্থলে অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, (কেননা) অগ্নি অপ্রকাশ আত্ম-স্বরূপকে প্রকাশ করে না। অগ্নির যে প্রকাশ তাহা প্রকাশ্য ও প্রকাশকের সংযোগ হইতে হয় দেখা যায়, অগ্নির স্বরূপমাত্রে এই সংযোগ নাই। কিঞ্চ 'চিত্ত স্বাভাস' বলিলে তাহা 'অপর কাহারও গ্রাহ্য নহে' ইহাই শব্দার্থ হইবে। যেমন স্বাত্মপ্রতিষ্ঠ আকাশ অর্থে পরপ্রতিষ্ঠ নহে, সেইরূপ। পরন্তু চিত্ত গ্রাহ্য-স্বরূপ, যেহেতু স্বচিত্তব্যাপারের প্রতিসংবেদন (অনুভব) হইতে প্রাণীদের প্রবৃত্তি দেখা যায়, (যেমন) 'আমি ক্রুদ্ধ', 'আমি ভীত', 'ঐ বিষয়ে আমার রাগ আছে', 'উহার উপর আমার ক্রোধ আছে' ইত্যাদি। স্ববুদ্ধি যদি অগ্রাহ্য (অহংলক্ষ্য গ্রহীতার) হইত তবে ঐরূপ ভাব সম্ভবপর হইত না (১)।

টীকা। ১৯। (১) চিত্ত বা বিজ্ঞান স্বাভাস নহে, যেহেতু তাহা দৃশ্য। যাহা দৃশ্য তাহা দ্রষ্টা হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌। দ্রষ্টার আবার দ্রষ্টা হইতে পারে না বলিয়া দ্রষ্টা স্বাভাস, কিন্তু দৃশ্য সেরূপ নহে, দৃশ্য অচেতন। 'আমি' চেতন বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু আমার দৃশ্য শব্দাদি জ্ঞান ও ইচ্ছাদি ভাব অচেতন বলিয়া অনুভূত হয়। যাহা স্ববোধ, তাহা আমিত্বের প্রত্যক্‌রূপ চেতন অংশ। যে সব পদার্থ 'আমার' বলিয়া অনুভূত হয় তাহাতে বোধ নাই, তাহারা বোধ্য। চিত্ত সেইরূপ বোধ্য বলিয়া স্বাভাস বা স্ববোধ-স্বরূপ নহে। চিত্ত কেন বোধ্য? যেহেতু এইরূপ অনুভব হয় যে—'আমার রাগ আছে', 'আমি ভীত', 'আমি ক্রুদ্ধ' ইত্যাদি। রাগ, ভয়, ক্রোধ আদি চিত্তপ্রত্যয় এইরূপে বোধ্য বা দৃশ্য হয়, সুতরাং তাহা দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টা নহে বলিয়া স্বাভাস নহে।

শঙ্কা হইতে পারে, রাগাদি বৃত্তিকে চিত্তই জানে, অতএব চিত্তও স্বাভাস। তদুত্তরে বক্তব্য, আমাদের অনুভব হয় যে 'আমি জানি'। অতএব যদি বল যে রাগাদিকে চিত্তই জানে, তবে সেই চিত্ত হইবে 'আমি'। আমি 'জ্ঞাতা' সুতরাং চিত্তের একাংশ জ্ঞাতা ও অন্যাংশ রাগাদি জ্ঞের হইবে। 'আমি জ্ঞাতা' ইহা আবার কে জানে?—অতঃপর এই প্রশ্ন হইবে। তদুত্তরে বলিতে হইবে, 'আমিই জানি আমি জ্ঞাতা।' অতএব আমাদের মধ্যে এইরূপ অংশ স্বীকার করিতে হইবে যাহা নিজেকেই নিজে জানে। তাহা রাগাদি অচেতন চিত্তাংশ হইতে বিলক্ষণতাহেতু সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হইবে, অতএব স্বাভাস বিজ্ঞাতা অবশ্য স্বীকার্য হইবে। কিঞ্চ তাহা সিদ্ধবোধ হইবে, আর, বিজ্ঞান জ্ঞায়মানতা বা সাধ্য বোধ। 'জানা'-রূপ ক্রিয়াই বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞাতা জ্ঞ-মাত্র। এইরূপে দৃশ্য হইতে দ্রষ্টার পৃথক্ত্ব সিদ্ধ হয়।

স্থূলবুদ্ধি লোকেরা চিত্তকেই স্বাভাস ও বিষয়াভাস বলে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার (উভয়াভাসের) উদাহরণ কোথায়? তখন বলে, অগ্নি তাহার উদাহরণ, যেমন অগ্নি নিজেকে প্রকাশ করে, এবং অন্য দ্রব্যকেও প্রকাশ করে, চিত্তও সেইরূপ। ইহা কিন্তু কাল্পনিক উদাহরণ। অগ্নি নিজেকে প্রকাশ করে ইহার অর্থ কি? তাহার অর্থ—অন্য এক চেতন জ্ঞাতার আলোকজ্ঞান হয়। অগ্নি অপরকে প্রকাশ করে তাহার অর্থ—অপর দ্রব্যে পতিত আলোকের জ্ঞান হয়। ফলতঃ এস্থলে প্রকাশক চেতন গ্রহীতা আর প্রকাশ্য আলোক বা তেজোভূত। সব জ্ঞান যেরূপ দ্রষ্টৃদৃশ্যযোগে হয়, উহাও তদ্রূপ। উহা স্বাভাস ও বিষয়াভাসের উদাহরণ নহে। অগ্নি যদি 'আমি

অগ্নি' এইরূপ ভাবে স্বরূপকে প্রকাশ করিত, এবং জ্ঞেয় অন্য বিষয়কেও প্রকাশ করিত বা জানিত, তবে তাহা উদাহার্য হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অগ্নির স্বরূপের সহিত কিছু সম্বন্ধ নাই, কেবল কল্পনায় অগ্নিকে চেতনব্যক্তিবৎ ধরিয়া উদাহরণ কল্পিত হইয়াছে। (ইহা বৈনাশিক মত)।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্। ন চৈকস্মিন্ ক্ষণে স্ব-পররূপাবধারণং যুক্তম্। ক্ষণিকবাদিনো যদ্ ভবনং সৈব ক্রিয়া তদেব চ কারকমিত্যভ্যুপগমঃ ॥ ২০ ॥

২০। কিঞ্চ (চিত্ত স্বাভাস নহে বলিয়া) এক সময়ে উভয়ের (জ্ঞাতৃভূত চিত্তের ও বিষয়ের) অবধারণ হয় না ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—একক্ষণে স্বরূপ ও পররূপ (১) (উভয়ের) অবধারণ হওয়া যুক্ত নহে। ক্ষণিকবাদীদের মতে যাহা উৎপত্তি তাহাই ক্রিয়া আর তাহাই কারক (সুতরাং তন্মতে কারক জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বা উৎপন্ন ভাব এই উভয়ের জ্ঞান বা ক্রিয়া এক সময়ে হওয়া উচিত, তাহা না হওয়াতে চিত্ত স্বাভাস নহে)।

টীকা। ২০। (১) চিত্ত যে বিষয়াভাস তাহা সিদ্ধ সত্য, তাহাকে স্বাভাস বলিলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই-ই বলা হয়। উভয়াভাস হইলে একক্ষণে নিজরূপ বা জ্ঞাতৃরূপ ('আমি জ্ঞাতা' এইরূপ) এবং বিষয়রূপ এই উভয়ের অবধারণ হইবে, কিন্তু তাহা হয় না ; অবধারণ একক্ষণে উহাদের মধ্যে এক পদার্থেরই হয়। যে চিত্তব্যাপারের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয় তদ্দ্বারা জ্ঞাতৃভূত চিত্তেরও জ্ঞান হয় না। জ্ঞাতৃভূত চিত্তজ্ঞানের এবং বিষয়জ্ঞানের ব্যাপার পৃথক্। ঐ দুই জ্ঞান একক্ষণে হয় না বলিয়া চিত্ত স্বাভাস নহে। চিত্তকে স্বাভাস বলিলে জ্ঞাতা বলা হয়, অতএব চিত্তের স্বরূপ অর্থে 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ ভাব, পররূপ অর্থে 'জ্ঞেয়রূপ' ভাব।

এতদ্দ্বারা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীদের পক্ষও নিরস্ত হয় তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে ক্রিয়া, কারক ও কার্য তিনই এক, কারণ, চিত্তবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী ও মূলশূন্য বা নিরন্বয় অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তিনই তন্মতে এক। তাঁহারা বলেন, "ভূতির্যৈষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে।"

আত্মজ্ঞান-ক্ষণে বিষয়জ্ঞান এবং বিষয়জ্ঞান-ক্ষণে আত্মজ্ঞান হওয়া যুক্ত নহে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদে চিত্ত যখন একক্ষণিক, আর জ্ঞাতা, জ্ঞানক্রিয়া ও জ্ঞেয় (ভূতি) যখন তদন্তর্গত, তখন নিজরূপকে ('আমি জ্ঞাতা' এই রূপকে) এবং জ্ঞেয়কে বা পররূপকে (বিষয়রূপকে) জানার অবসর হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

অতএব চিত্ত যুগপৎ জ্ঞাতৃ-প্রকাশক ও বিষয়াভাসক নহে বলিয়া স্বাভাস নহে ; পরন্তু তাহা দৃশ্য। তাহাই বিষয়াকারে পরিণত হয় ও বিষয়রূপে দৃশ্য হয়। জ্ঞাতৃরূপকে অনুব্যবসায়ের দ্বারা জানা যায় বলিয়া তাহা (জ্ঞাতৃরূপ) ব্যাপার-বিশেষ, তাহা নির্ব্যাপার 'জানামাত্র' বা স্বাভাস নহে।

ব্যাপারহীন স্বাভাস পদার্থ স্বীকার করিলে অপরিণামী চিতিশক্তিকে স্বীকার করা হয়। যাহা ব্যাপারের ফল, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বোধ নহে।

এখানকার যুক্তি এইরূপ—চিত্ত সাভাস না হইলেও তাহাকে স্বাভাস বলিলে তাহাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই-ই বলা হইবে এবং একক্ষণে দুই ভাবের অবধারণ হওয়া উচিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়া চিত্ত স্বাভাস নহে।

ভাষ্যম্। স্যান্মতিঃ স্বরসনিরুদ্ধং চিত্তং চিত্তান্তরেণ সমনন্তরেণ গৃহ্যত ইতি—

চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১ ॥

অথ চিত্তং চেচ্চিত্তান্তরেণ গৃহ্যেত বুদ্ধিবুদ্ধিঃ কেন গৃহ্যতে, সাপ্যন্যয়া সাপ্যন্যয়েত্যতিপ্রসঙ্গঃ। স্মৃতিসঙ্করশ্চ যাবন্তো বুদ্ধিবুদ্ধীনামনুভবাস্তাবত্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রাপ্নুবন্তি, তৎসঙ্করাচ্চৈকস্মৃত্যনবধারণং চ স্যাৎ।

ইত্যেবং বুদ্ধিপ্রতিসংবেদিনং পুরুষমপলপদ্ভির্বৈনাশিকৈঃ সর্বমেবাকুলীকৃতং, তে তু ভোক্তৃস্বরূপং যত্র ক্বচন কল্পয়ন্তো ন ন্যায়েন সঙ্গচ্ছন্তে। কেচিৎ সত্ত্বমাত্রমপি পরিকল্প্য অস্তি স সত্ত্বো য এতান্ পঞ্চস্কন্ধান্ নিঃক্ষিপ্যান্যাংশ্চ প্রতিসন্দধাতীত্যুক্ত্বা তত এব পুনস্ত্রস্যন্তি। তথা স্কন্ধানাং মহানির্বেদায় বিরাগায়ানুৎপাদায় প্রশান্তয়ে গুরোরন্তিকে ব্রহ্মচর্যং চরিষ্যামীত্যুক্ত্বা সত্ত্বস্য পুনঃ সত্ত্বমেবাপহ্নুবতে। সাংখ্য-যোগাদয়স্তু প্রবাদাঃ স্বশব্দেন পুরুষমেব স্বামিনং চিত্তস্য ভোক্তারমুপযন্তি, ইতি ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—(চিত্ত স্বাভাস না হইলেও) এই মত (যথার্থ) হইতে পারে যে—বিনাশস্বভাব চিত্ত পরোৎপন্ন অন্য এক চিত্তের (১) প্রকাশ্য। কিন্তু—

২১। চিত্ত চিত্তান্তরের প্রকাশ্য হইলে, চিত্তপ্রকাশক চিত্তের অনবস্থা হয়, আর স্মৃতিসঙ্করও হয়॥ সূ

চিত্ত যদি চিত্তান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হয় (তবে সেই) চিত্তের প্রকাশক চিত্ত আবার কিসের দ্বারা প্রকাশ্য হইবে ? (অন্য এক চিত্ত তৎপ্রকাশক এইরূপ বলিলে) তাহাও আবার অন্য চিত্তের প্রকাশ্য হইবে, আবার ইহাও অন্য চিত্তের প্রকাশ্য হইবে, এইরূপে অনবস্থা বা অতিপ্রসঙ্গদোষ উপস্থিত হইবে। স্মৃতিসঙ্করও হইবে—যতগুলি চিত্তপ্রকাশক চিত্তের অনুভব হইবে, ততগুলি স্মৃতি হইবে, তাহাদের সাঙ্কর্যহেতু কোন একটি স্মৃতির বিশুদ্ধরূপে অবধারণ হইবে না।

এইরূপে বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষের অপলাপ করিয়া বৈনাশিকেরা সমস্ত আকুলীকৃত বা বিপর্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা যে-কোন বস্তুকে ভোক্তৃ-স্বরূপ কল্পনা করাতে ন্যায়মার্গে গমন করেন না। কেহরা (শুদ্ধসন্তানবাদী) সত্ত্বমাত্র কল্পনা করিয়া বলেন যে, 'এক সত্ত্ব আছে, যাহা এই (সাংসারিক) পঞ্চস্কন্ধ ত্যাগ করিয়া (মুক্তাবস্থায়) অন্য স্কন্ধসকল অনুভব করে' এইরূপ বলিয়া তাহা হইতেও পুনশ্চ ভীত হন। সেইরূপ (অপর কেহ অর্থাৎ শূন্যবাদী) স্কন্ধসকলের মহানির্বেদের জন্য,

বিবাগেব জন্য, অনুৎপত্তিব জন্য ও প্রশান্তিব জন্য গুরুব সমীপে ব্রহ্মচর্যাচরণ কবিব বলিয়া পুনশ্চ সত্ত্বেব সত্তাও অপলাপিত কবেন। সাংখ্যযোগাদি প্রবাদ (প্রকৃষ্ট উক্তি)-সকল স্ব-শব্দেব দ্বাবা চিত্তেব ভোক্তা স্বামী পুরুষকে প্রতিপন্ন কবেন (২)।

টীকা। ২১।(১) বুদ্ধি ও পুরুষেব বিবেক বা পৃথক্‌-জ্ঞানই হানোপায। তাহা আগমেব দ্বারা ও অনুমানেব দ্বাবা জানিয়া, পবে সমাধিবলে সাক্ষাৎ কবিলে তবেই সম্যক্‌ বিবেকখ্যাতি হয়। তজ্জন্য সূত্রকাব চিত্ত ও পুরুষেব ভেদ যুক্তিদ্বাবা এইসকল সূত্রে প্রদর্শন কবিযাছেন। চিত্তেব স্বাভাসত্ব অসিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু যদি বলা যায যে, এক চিত্তেব দ্রষ্টা, আব এক চিত্তবৃত্তি, তাহাও সঙ্গত হইতে পাবে এবং তাহাতে পুরুষস্বীকাবেব প্রযোজন হয না, দেখাও যায যে, পূর্ব চিত্তকে পববর্তী চিত্তেব দ্বাবা জানি—যেমন, 'আমাব বাগ হইযাছিল' ইহাতে পূর্বেকাব বাগচিত্তকে বর্তমান চিত্তেব দ্বাবা জানিতেছি।

এই মত যে সমীচীন নহে, তাহা সূত্রকাব দেখাইযাছেন। যদি পূর্বক্ষণিক ও পরক্ষণিক চিত্তকে একই চিত্তেব বিভিন্ন ধর্ম বলা যায, তাহা হইলে এক চিত্ত আর এক চিত্তের দ্রষ্টা এইরূপ বলা সঙ্গত হয না। কাবণ, চিত্ত একই হইলে এবং তাহা স্বাভাস না হইলে, তাহা সদাই দৃশ্য হইবে, কদাপি দ্রষ্টা হইবে না।

তবে যদি প্রতিক্ষণেব চিত্তকে পৃথক্‌ ধবা যায, তবেই উপবি উক্ত আশঙ্কা উপস্থাপিত কবা যাইতে পাবে। কিন্তু তাহাতে গুরু-দোষ হয, এক চিত্তকে পূর্ববর্তী পৃথক্‌ চিত্তেব দ্রষ্টা বলিলে বুদ্ধি-বুদ্ধিব অতিপ্রসঙ্গ হয। কাবণ, বর্তমান চিত্ত বর্তমান অন্য চিত্তেব দ্বাবা দৃষ্ট হইলেই তাহা (বর্তমান) চিত্ত হইবে। ভবিষ্যৎ চিত্তেব দ্বাবা তাহা বর্তমানে কিরূপে দৃষ্ট হইবে? অতএব অসংখ্য বর্তমান দ্রষ্টৃ চিত্ত কল্পনা কবিতে হইবে। অর্থাৎ ক চিত্তেব দ্রষ্টা খ চিত্ত, ক-খ-ব দ্রষ্টা গ, ক-খ-গ-ব দ্রষ্টা ঘ ইত্যাদি প্রকাব হইবে এবং তাহাতে বিবর্ধমান দৃশ্যচিত্তেব দ্রষ্টৃ-স্বরূপ অসংখ্য চিত্ত কল্পনা কবিতে হয়।

বুদ্ধি-বুদ্ধি বা বুদ্ধিব (চিত্তের) দ্রষ্টা অন্য বুদ্ধি। অসংখ্য বুদ্ধি-বুদ্ধি কল্পনা কবা-রূপ অনবস্থা-দোষ উক্ত মতে আপতিত হয। পবন্তু উহাতে স্মৃতিসঙ্কবও হইবে। অর্থাৎ কোন এক অনুভবেব বিশুদ্ধ স্মৃতি হওযা সম্ভব হইবে না। কাবণ, ঐরূপ ব্যবস্থা হইলে প্রত্যেক অনুভব অসংখ্য পূর্ববর্তী অনুভবেব প্রকাশক হইবে, তাহাতে যুগপৎ অসংখ্য স্মৃতি (স্মৃতি = অনুভূত বিষযেব পুনবনুভব) হইবে; তাহাতে কোন এক বিশেষ স্মৃতিব অনুভব অসম্ভব হইবে। অর্থাৎ তন্মতে পূর্বক্ষণিক প্রত্যয বা হেতু হইতে পবক্ষণিক প্রতীত্য বা কার্য উৎপন্ন হয সুতবাং প্রত্যেক প্রত্যয়ে অসংখ্য পূর্বস্মৃতি থাকিবে নচেৎ পূর্বেব স্মবণরূপ প্রতীত্যচিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপে প্রত্যেক বর্তমান চিত্তে পূর্বেব অসংখ্য অনুভূতিরূপ স্মবণজ্ঞান থাকা আবশ্যক হইবে, তাহা হইলে কাজেকাজেই স্মৃতিসঙ্কব হইবে।

অতএব যখন দেখা যায যে, একদা এক স্মৃতিব স্পষ্ট অনুভব হয, তখন সাংখ্যীয ব্যবস্থাই সঙ্গত। তাহাতে বাহ্য ও আভ্যন্তব বস্তু স্বীকৃত হয। যে বস্তুব সহিত পুরুষোপদৃষ্ট জ্ঞানশক্তিব সংযোগ হব, তাহাই অনুভূত হয। জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞান-ব্যাপাব মূলতঃ জড, কাবণ, তাহাব সমস্ত উপাদান (ত্রিগুণ) দৃশ্য। তাহা প্রতিসংবেদী পুরুষেব সত্তায চেতনবৎ হয, অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি বা বিষযোপবঞ্জিত জ্ঞানশক্তি প্রতিসংবিদিত হয়।

২১।(২) চিৎ-স্বরূপ পুরুষ সাংখ্যেব ভোক্তা, তাহাতে (অর্থাৎ এইরূপ দর্শনে) মোক্ষেব জন্য প্রবৃত্তি সুসঙ্গত হয। বৈনাশিকেব মতে বিজ্ঞানেব উপবে কিছুই নাই বা শূন্য, সুতবাং বিজ্ঞান-

নিবোধেব প্রবৃত্তি সঙ্গত হয না। নিজেই নিজেকে শূন্য বা অসৎ কবিতে পাবে এইরূপ কোন বস্তুব উদাহবণ নাই, সুতবাং চেষ্টাব দ্বাবা বিজ্ঞান নিজেকে শূন্য কবিবে, এইরূপ হওযা সম্ভব নহে। সাংখ্যমতে কোন বস্তুব অভাব হয না, কেবল সংযোগ বা তাদৃশ অবাস্তব পদার্থেব অভাব হইতে পাবে। সংযোগ বস্তু নহে, কিন্তু সম্বন্ধবিশেষ, সুতবাং তাহাব অভাব বলিলে বস্তুব অভাব বলা হয না।

শুদ্ধসন্তানবাদীবা বলেন যে, সত্ত্বসকল (সত্ত্ব অর্থে জীব এবং বস্তু) সাংসাবিক পঞ্চস্কন্ধ ত্যাগ কবিযা নির্বাণ-অবস্থায আর্হতিক, শুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধ (বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব ও রূপ এই পঞ্চস্কন্ধ বা সমূহ) গ্রহণ কবে। কিন্তু তাঁহাবা চিত্তেব নিবোধ-অবস্থাব সঙ্গতি কবিতে পাবেন না, কাবণ, চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তন্মতে শূন্য হয, শূন্য হইতে পুনঃ চিত্তেব উত্থানরূপ অসম্ভব কল্পনাকে ন্যাযসঙ্গত কবিতে তাঁহাবা পাবেন না। অথবা চিত্তসন্তানেব নিবোধও (তন্মতে নিবোধ ভাব-পদার্থেব অভাব) তাঁহাদেব দৃষ্টি-অনুসাবে দেখিলে ন্যায্য হইতে পাবে না।

আর শূন্যবাদীবা পঞ্চস্কন্ধেব মহানির্বেদেব জন্য বা স্কন্ধে বিবাগেব জন্য, অনুৎপাদ বা প্রশান্তিব (সম্যক্ নিবোধেব) জন্য, গুরুব সকাশে ব্রহ্মচর্যেব মহাসংকল্প কবিযা, যাহাব জন্য এতাদৃশ মহাপ্রযত্নেব উদ্যম কবেন, তাহাকেই (আত্মাকে বা সত্ত্বকে) শূন্য স্থিব কবিযা অপলাপিত কবেন।

অযুক্ততাবশতঃ স্ব-সত্তাকে অপলাপিত কবিলেও—'আমি মুক্ত হইব', 'আমি শূন্য হইব' ইত্যাদি আত্মভাব অতিক্রমণীব নহে। 'আমি শূন্য হইব' এইরূপ বলা 'মম মাতা বন্ধ্যা' এইরূপ বলাব ন্যায প্রলাপমাত্র। বস্তুতঃ মোক্ষ বা নির্বাণ অর্থে দুঃখেব বিয়োগ। বিয়োগ বলিলেই দুই বস্তু বুঝায, এক দুঃখ ও অন্য তদ্ভোক্তা। অতএব মোক্ষ হইলে দুঃখ (অর্থাৎ দুঃখাধাব চিত্ত) এবং তদ্ভোক্তাব বিযোগ হয, এইরূপ বলাই ন্যায্য। এই ভোক্তাই সাংখ্যযোগেব স্ব-স্বরূপ পুরুষ। চৈত্তিক অভিমানশূন্য চবম আমিত্বেব তাহাই লক্ষ্যভূত বস্তু।

ভাষ্যম্। কথম্?—

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্ ॥ ২২ ॥

"অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ, পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি, তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহস্বরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরাখ্যায়তে।" তথা চোক্তম্ "ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাং নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো নোদধীনাম্। গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে" ইতি ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কিরূপে (সাংখ্যেবা স্ব-শব্দলক্ষ্য পুরুষ প্রতিপাদন কবেন)?—

২২। অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তিব বুদ্ধি-সদৃশতা প্রাপ্ত হওযাতে স্ব-স্বরূপ বুদ্ধিব সংবেদন হয॥ সূ

"অপবিণামিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা (১) ভোক্তৃ-শক্তি পবিণামী বিষবে (বুদ্ধিতে) প্রতি-সংক্রান্তেব ন্যায হইযা তাহাব (বুদ্ধিব) বৃত্তিকে চেতনেব ন্যায কবে। চৈতন্যেব প্রতিচেতনাপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিব অনুকাব-মাত্রতাব জন্য অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকে সেই চিতিশক্তির জ্ঞানবৃত্তি বলা হয (অথবা চিতিব সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানবৃত্তি বা চিদ্বৃত্তি মনে হয)"। এ বিষযে ইহা কথিত হইযাছে, "যে গুহাতে শাশ্বত ব্রহ্ম নিহিত আছেন, তাহা পাতাল বা গিবিবিবব বা অন্ধকাব বা সমুদ্রগর্ভ নহে, কবিবা (জ্ঞানীবা) তাহাকে অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি বলিযা খ্যাপন করেন"।

টীকা। ২২। (১) অপ্রতিসংক্রমা বা অন্যত্র-সঞ্চাবশূন্যা। চিতিশক্তি বুদ্ধিতে বাস্তবপক্ষে সংক্রান্ত হয না, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ সংক্রান্তেব ন্যায বোধ হয, উদাহবণ যথা—'আমি চেতন' এই ভাব। এ স্থলে ব্যাবহাবিক আমিত্বেব জড অংশকেও চিদভিমানবশতঃ 'চেতন' বলিযা প্রতীতি হয। ইহাই অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তিব বুদ্ধিতে প্রতিসংক্রান্তেব ন্যায বোধ হওযা অর্থাৎ বুদ্ধিব সদৃশতা প্রাপ্ত হওযাব ন্যায হওযা। অপ্রতিসংক্রমা হইলে তাহা অপবিণামীও হইবে। বুদ্ধি প্রকাশশীল বা সদাই জ্ঞাত। নীলবুদ্ধি, লালবুদ্ধি প্রভৃতি বুদ্ধি যেমন প্রকাশিত ভাব, আমিত্ববুদ্ধিও সেইরূপ, তাহা প্রকাশশীলতাব চবম অবস্থা। স্বভাবতঃ প্রকাশশীল কিন্তু পবিণামী এই আমিত্ব-বুদ্ধি, অপরিণামী জ্ঞাতাব সত্তায প্রকাশিত। কাবণ, আমিত্বকে বিশ্লেষ কবিলে শুদ্ধ জ্ঞাতা ও পবিণামী জ্ঞেয—এই দুই প্রকাব ভাব লব্ধ হয। জ্ঞাতাব দ্বাবা আমিত্ব প্রকাশিত হওযাতে, 'আমি জ্ঞাতা' বা 'ভোক্তা' বা 'চিৎ' এইরূপ অভিমানভাব হয। তাহাই চৈতন্যেব বুদ্ধিসাদৃশ্য-প্রাপ্তি বা 'তদাকাবা-পত্তি'। ২।২০ (৬) দ্রষ্টব্য। এইরূপ তদাকাবাপত্তিই স্ববুদ্ধিসংবেদন অর্থাৎ স্বভূতবুদ্ধিব প্রকাশ বা বোধ। স্বভূত বুদ্ধি='আমি ভোক্তা' এইরূপ আত্মভূতা বুদ্ধি তাহাব সংবেদন বা খ্যাতি বা প্রকাশ-ভাবই স্ববুদ্ধিসংবেদন।

আমি 'অমুকেব জ্ঞাতা', 'অমুকেব ভোক্তা' ইত্যাদি বুদ্ধিগত পবিণামভাব হইতে নির্বিকাব জ্ঞাতা অজ্ঞদেব নিকট পবিণামী বলিযা অবধাবিত হন। ইহা পূর্বে বহুশঃ ব্যাখ্যাত হইযাছে।

প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহ অর্থে 'আমি চেতন' এইরূপ ভাবপ্রাপ্তি। বুদ্ধিবৃত্তিব অনুকাব অর্থে 'আমি অমুক অমুক বিষবেব জ্ঞাতা' ইত্যাদিরূপে চৈতন্যেব যেন পবিণামী বুদ্ধিব মত হওযা। অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি অর্থে চৈতন্যেব সহিত একীভূতেব মত বুদ্ধিবৃত্তি।

ভাষ্যম্। অতশ্চৈতদভ্যুপগম্যতে—

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

মনো হি মন্তব্যেনার্থেনোপবক্তং তৎ স্বযঞ্চ বিষযত্বাদ্ বিষযিণা পুরুষেণাত্মীযযা বৃত্ত্যাঽভিসম্বদ্ধং তদেতচ্চিত্তমেব দ্রষ্টৃদৃশ্যোপবক্তং বিষযবিষযিনির্ভাসং চেতনাচেতন-স্বরূপাপন্নং বিষযাত্মকমপ্যবিষযাত্মকমিবাচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্পং সর্বার্থ-মিত্যুচ্যতে। তদনেন চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ কেচিত্তদেব চেতনমিত্যাহুঃ। অপরে চিত্তমাত্রমেবেদং সর্বং নাস্তি খল্বয়ং গবাদির্ঘটাদিশ্চ সকারণো লোক ইতি। অনুকম্প্য-

নীয়ান্তে। কস্মাদ্ অস্তি হি তেষাং ভ্রান্তিবীজং সর্বরূপাকারনির্ভাসং চিত্তমিতি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াং প্রজ্ঞেয়োঽর্থঃ প্রতিবিম্বীভূতস্তস্যালম্বনীভূতত্বাদন্যঃ, স চেদর্থশ্চিত্তমাত্রং স্যাৎ কথং প্রজ্ঞয়ৈব প্রজ্ঞারূপমবধার্যেত, তস্মাৎ প্রতিবিম্বীভূতোঽর্থঃ প্রজ্ঞায়াং যেনাবধার্যতে স পুরুষ ইতি। এবং গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যস্বরূপচিত্তভেদাৎ ত্রয়মপ্যেতৎ জাতিতঃ প্রবিভজন্তে তে সম্যগ্‌দর্শিনঃ, তৈরধিগতঃ পুরুষ ইতি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্বসূত্রার্থ হইতে ইহা সিদ্ধ হয় যে—

২৩। দ্রষ্টায় ও দৃশ্যে উপরক্ত হইতে পারে বলিয়া চিত্ত সর্বার্থ (১) ॥ সূ

মন মন্তব্য অর্থের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়, আর তাহা স্বয়ংও বিষয় বলিয়া, বিষয়ী পুরুষের নিজভূত বৃত্তির দ্বারা অভিসম্বদ্ধ, এই হেতু চিত্ত দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্ত—বিষয় ও বিষয়ীর গ্রাহক, চেতন ও অচেতন-স্বরূপাপন্ন, বিষয়াত্মক হইলেও অবিষয়াত্মকের মত, অচেতন হইলেও চেতনের মত, স্ফটিক-মণির ন্যায় এবং সর্বার্থ বলিয়া কথিত হয়। (চিতির সহিত) চিত্তের এই সারূপ্য দেখিয়া ভ্রান্ত-বুদ্ধিরা (বৈনাশিকের) তাহাকেই (চিত্তকেই) চেতন বলেন। অপরেরা (বিজ্ঞানবাদীরা) বলেন এই সমস্ত দ্রব্য কেবল চিত্তমাত্র, গবাদি ও ঘটাদি-রূপ কারণোৎপন্ন বস্তু নাই। ইহারা কৃপার্হ, কেননা তাহাদের মতে সর্বরূপাকারের গ্রাহক, ভ্রান্তিবীজ চিত্তই বিদ্যমান আছে। সমাধিপ্রজ্ঞাতে চিত্তের আলম্বনীভূত হওয়ায়, প্রতিবিম্বরূপ প্রজ্ঞেয় যে অর্থ, তাহা ভিন্ন। তাহা (ভিন্ন না হইলে) চিত্তমাত্র হইলে কিরূপে প্রজ্ঞার দ্বারাই প্রজ্ঞা-স্বরূপের অবধারণ হইবে (২)। তজ্জন্য সেই প্রজ্ঞাতে প্রতি-বিম্বীভূত অর্থ যাঁহার দ্বারা অবধারিত হয়, তিনিই পুরুষ। এইরূপে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞানভেদের জন্য এই তিনটিকে যাঁহারা বিজাতীয়ত্বহেতু বিভিন্নরূপে জানেন, তাঁহারাই সম্যগ্‌দর্শী, আর তাঁহাদের দ্বারাই (শ্রবণ-মননপূর্বক) পুরুষ অধিগত হইয়াছেন (এবং সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎকার করিতে তাঁহারাই অধিকারী)।

টীকা। ২৩। (১) স্ববুদ্ধিসংবেদন কি তাহা ব্যাখ্যাত হইল। চিতিশক্তি অপ্রতিসংক্রমা সুতরাং চৈতন্যের বুদ্ধ্যাকারতাভান বুদ্ধিরই এক প্রকার পরিণাম। অতএব বুদ্ধি যেমন বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়, সেইরূপ চৈতন্যের দ্বারাও উপরঞ্জিত হয়। তাহাই সূত্রকার এই সূত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। চিত্ত বা বুদ্ধি সর্বার্থ অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় বস্তুকে অবধারণ করিতে সমর্থ। আমি জ্ঞাতা এইরূপ বুদ্ধিও হয়, আর, আমি শরীর এইরূপ বুদ্ধিও হয়। পুরুষ আছে এইরূপ বুদ্ধিও (আভ্যন্তরিক অনুভববিশেষ হইতে) হয়, আর, শব্দাদি আছে এইরূপ বুদ্ধিও হয়। এই দুই প্রকার বোধের উদাহরণ পাওয়া যায় বলিয়াই বুদ্ধিকে সর্বার্থ বলা হয়।

২৩। (২) বিজ্ঞানমাত্রই আছে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত পুরুষ নাই, এইরূপ বাদীদের মত ভাষ্যকার প্রসঙ্গতঃ নিরস্ত করিতেছেন। তন্মতে "নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তস্যা নানুভবোঽপরঃ। গ্রাহ্য-গ্রাহকবৈধুর্যাৎ স্বয়মেব প্রকাশতে ॥ অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্যাসিতদর্শনৈঃ। গ্রাহ্যগ্রাহক-সংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥ ইত্যর্থরূপরহিতং সংবিন্মাত্রং কিলেদমিতি পশ্যন্। পরিহৃত্য দুঃখ-সংহৃতিমভয়ং নির্বাণমাপ্নোতি ॥" অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদীদের মতে বুদ্ধির দ্বারা অন্য কিছুর অনুভব হয় না, বুদ্ধিরও অন্য অনুভব (বুদ্ধি-বোধ) নাই। বুদ্ধিই গ্রাহ্য ও গ্রাহক রূপে বিধুর বা বিমূঢ় হইয়া নিজেই প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির সহিত আত্মা (বুদ্ধ্যা আত্মা) অভিন্ন হইলেও বিপর্যস্ত-দৃষ্টি ব্যক্তিদের দ্বারা

গ্রাহ্য, গ্রাহক ও সংবিৎ বা গ্রহণ এই তিন ভেদযুক্তের মত আত্মা লক্ষিত হয়। এই হেতু বিষয়রূপ-রহিত সংবিন্মাত্র—এইরূপে জগৎকে দেখিয়া দুঃখসন্ততি ত্যাগ করতঃ অভব নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কতক সত্য হইলেও এই মত সম্যক্ সত্য নহে, কারণ, সমাধির দ্বারা যখন পৌরুষ-প্রত্যয় সাক্ষাৎকৃত হয়, তখন সেই প্রজ্ঞার আলম্বন কি হইবে? প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞার আলম্বন হইতে পারে না। অতএব সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয়ীভূত পৌরুষ-প্রত্যয় বা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত পৌরুষ চৈতন্যের জন্য পুরুষ থাকা চাই। পুরুষ থাকিলে তবেই পুরুষের প্রতিবিম্ব হইবে।

পৌরুষ-প্রত্যয় পূর্বে (৩।৩৫ সূত্রে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুরুষ গো-ঘটাদির ন্যায় বুদ্ধির আলম্বন নহেন কিন্তু বুদ্ধি যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত, তাহা বোধ করাই পৌরুষ-প্রত্যয়, তাবন্মাত্রের ধ্রুবা স্মৃতি সমাধিতে থাকে। সেই পুরুষ-বিষয়ক স্মৃতিই সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় ও তাহাই উপমা অনুসারে প্রতিবিম্ব-চৈতন্য বলিয়া কথিত হয়, এবং তদ্দ্বারা স্থূলভাবে ঐ বিষয় লোকের বোধগম্য হয়।

শ্রবণ ও মনন-জাত সম্যগ্‌দর্শন কি, তাহা ভাষ্যকার বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। যাঁহারা গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়ের আলম্বনত্বহেতু ভিন্নজাতীয় দ্রব্য বলিয়া দর্শন করেন, তাঁহাদের দর্শনই সম্যগ্‌দর্শন। সেই দর্শনের দ্বারাই পুরুষের সত্তা সামান্যতঃ নিশ্চিত হয় এবং তৎপূর্বক সমাধিসাধন করিয়া বিবেকখ্যাতি লাভ করিলে, পুরুষের জ্ঞান হয়। আর তৎপরে পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের প্রতিপ্রসব করিলে কৈবল্য হয়।

ভাষ্যম্। কুতশ্চৈতৎ ?—

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

তদেতৎ চিত্তমসংখ্যেয়াভির্বাসনাভিরেব চিত্রীকৃতমপি পরার্থং পরস্য ভোগাপবর্গার্থং ন স্বার্থং সংহত্যকারিত্বাদ্ গৃহবৎ। সংহত্যকারিণা চিত্তেন ন স্বার্থেন ভবিতব্যম্, ন সুখচিত্তং সুখার্থং, ন জ্ঞানং জ্ঞানার্থম্, উভয়মপ্যেতৎ পরার্থং, যশ্চ ভোগেনাপবর্গেণ চার্থেনার্থবান্ পুরুষঃ স এব পরঃ। ন পরঃ সামান্যমাত্রং, যত্তু কিঞ্চিৎ পরং সামান্যমাত্রং স্বরূপেণোদাহরেদ্বৈনাশিকস্তৎসর্বং সংহত্যকারিত্বাৎ পরার্থমেব স্যাৎ। যস্ত্বসৌ পর বিশেষঃ স ন সংহত্যকারী পুরুষ ইতি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আর কি হেতু হইতে ইহা বা পুরুষের স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হয় ?—

২৪। তাহা (চিত্ত) অসংখ্য বাসনার দ্বারা বিচিত্র হইলেও সংহত্যকারিত্বহেতু পরার্থ (পর যে দ্রষ্টা, তাহার বিষয়)॥ সূ

সেই চিত্ত অসংখ্যেয় বাসনার দ্বারা চিত্রীকৃত হইলেও পরার্থ, অর্থাৎ পরের ভোগাপবর্গার্থ, স্বার্থ নহে। কারণ, তাহা সংহত্যকারী, গৃহের ন্যায় (১)। সংহত্যকারিচিত্ত স্বার্থ হইতে পারে না। যেহেতু সুখচিত্ত (ভোগচিত্ত) সুখার্থ (চিত্তের ভোগার্থ) নহে; জ্ঞান (অপবর্গচিত্ত) জ্ঞানার্থ

(চিত্তের অপবর্গার্থ) নহে। এতদুভয়ই পরার্থ, যিনি ভোগ এবং অপবর্গরূপ অর্থের দ্বারা অর্থবান্ তিনিই পর বা পুরুষ। (সেই) পর সামান্যমাত্র (বিজ্ঞানসজাতীয় কিছু একটা) নহে। বৈনাশিকেরা (বিজ্ঞানভেদরূপ) যাহা কিছু সামান্যমাত্র পর পদার্থকে ভোক্তৃ-স্বরূপ উল্লেখ করেন, তাহা সমস্তই সংহত্যকারিত্বহেতু পরার্থ। সেই যে পর বিশেষ বা বিজ্ঞানাতিরিক্ত এবং যাহা নামমাত্র পদার্থও সংহত্যকারী নহে তাহাই পুরুষ।

টীকা। ২৪।(১) সেই সর্বার্থ চিত্ত অসংখ্য বাসনার দ্বারা চিত্রীকৃত। অসংখ্য জন্মের বিপাকের অনুভবজনিত সংস্কারই সেই অসংখ্য বাসনা, চিত্তে তৎসমস্তই আহিত আছে।

সেই চিত্ত পরার্থ, কারণ, তাহা সংহত্যকারী। যাহা সংহত্যকারী হয়, বা বহু শক্তির যাহা মিলনজনিত সাধারণ ক্রিয়া, তাহা সেই সব শক্তির কোনটির অর্থভূত হয় না। কিন্তু সেই সব শক্তি যাহার দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া ও একত্র মিলিত হইয়া কার্য করে, সেই উপরিস্থিত প্রযোজকেরই অর্থভূত হয়। চিত্ত ঐরূপ প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতির বা সত্ত্ব, রজ ও তমো-গুণের বৃত্তির মিলিত কার্য, সুতরাং তাহা সংহত্যকারী, অতএব তাহা পরার্থ। সেই যে পর, যাহার ভোগ ও অপবর্গের অর্থে চিত্তক্রিয়া হয়, তিনিই পুরুষ।

সংহত্যকারিত্বের বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে—'পুরুষ বা আত্মা' ১১ প্রকরণে দ্রষ্টব্য। সংহত্যকারিত্বের উদাহরণ ভাষ্যকার দিয়াছেন। গৃহ নানা অবয়বের মিলন-ফল। গৃহ বাসার্থ, গৃহে বাস গৃহ করে না, কিন্তু অন্যে করে। সেইরূপ সুখচিত্ত নানাকরণের বা চিত্তাবয়বের মিলন-ফল। অতএব সুখের দ্বারা চিত্তের কোন অবয়ব সুখী হয় না, কিন্তু 'আমি' সুখী হই। আমিত্বে দুই ভাবের মিলন—এক দ্রষ্টা ও অন্য দৃশ্য। দৃশ্য আমিত্বই চিত্ত এবং চিত্তের অবস্থা-বিশেষ সুখাদি। আমিত্বের সেই সুখাদিরূপ অংশ অন্য দ্রষ্টৃরূপ অংশের দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাহাতেই 'আমি সুখী' এইরূপ অবধারণ হয়। এইরূপে সুখচিত্তাতিরিক্ত অন্য এক পদার্থই সুখযুক্ত হয়। অতএব সুখ, দুঃখ ও শান্তি (অপবর্গ) চিত্তের এই ক্রিয়াসকল পরার্থ বা পরপ্রকাশ্য, চিত্তের প্রতিসংবেদী পুরুষই সেই পর। এই যুক্তিবলেও প্রসঙ্গতঃ বৈনাশিকবাদ ভাষ্যকার নিরস্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞানের কোন অংশকে নাম মাত্র দিয়া ভোক্তা বা আত্মা বলেন। তাঁহাদের সেই ভোক্তা বিজ্ঞানের অন্তর্গত। সাংখ্যের ভোক্তা বিজ্ঞানের অতিরিক্ত চিদ্রূপ পদার্থ-বিশেষ। বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানের ন্যায় সংহত্যকারী নহে, কারণ, তাহা এক ও নিরবয়ব। সুতরাং আমাদের আত্মভাবের মধ্যে তাহাই স্বার্থ, অন্য সব পরার্থ।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যম্। যথা প্রাবৃষি তৃণাঙ্কুরস্যোদ্ভেদেন তদ্বীজসত্তাঽনুমীয়তে, তথা মোক্ষমার্গ-শ্রবণেন যস্য রোমহর্ষাশ্রুপাতৌ দৃশ্যেতে, তত্রাপ্যস্তি বিশেষদর্শনবীজমপবর্গ-ভাগীয়ং কর্মাভিনির্বর্তিতমিত্যনুমীয়তে। তস্যাত্মভাবভাবনা স্বাভাবিকী প্রবর্ততে, যস্যাঽভাবাদি-দমুক্তং "স্বভাবং মুক্ত্বা দোষাদ্ যেষাং পূর্বপক্ষে রুচির্ভবতি অরুচিশ্চ নির্ণয়ে ভবতি"।

তত্রাত্মভাবভাবনা কোঽহমাসং, কথমহমাসং, কিংস্বিদ্ ইদং, কথংস্বিদিদং, কে ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যাম ইতি। সা তু বিশেষদর্শিনো নিবর্ততে, কুতঃ? চিত্তস্যৈষ বিচিত্রঃ পরিণাম, পুরুষস্ত্বসত্যামবিদ্যায়াং শুদ্ধশ্চিত্তধর্মৈরপরামৃষ্ট ইতি ততোঽস্যাত্মভাবভাবনা কুশলস্য নিবর্ততে ইতি ॥ ২৫ ॥

২৫। বিশেষদর্শীর আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয় (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যেমন প্রাবৃট্‌কালে তৃণাঙ্কুরের উদ্ভেদদর্শনে তদ্বীজের সত্তা অনুমিত হয়, সেইরূপ মোক্ষমার্গ শ্রবণে যাঁহাদের রোমহর্ষ ও অশ্রুপাত দেখা যায়, সেই ব্যক্তিতে পূর্বকর্মনিষ্পাদিত, মোক্ষভাগীয় বিশেষদর্শনবীজ নিহিত আছে বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার আত্মভাবভাবনা স্বভাবতঃ প্রবর্তিত হয়। যাহার (স্বাভাবিক আত্মভাবভাবনার) অভাববিষয়ে (অর্থাৎ তদভাব-প্রদর্শনার্থ) ইহা উক্ত হইয়াছে, "আত্মভাব ত্যাগ করিয়া দোষবশতঃ যাহাদের পূর্বপক্ষে (পরলোকাদির নাস্তিত্বে) রুচি হয়, এবং (পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাদির) নির্ণয়ে অরুচি হয়" (২)। আত্মভাবভাবনা, যথা—আমি কে ছিলাম, আমি কিরূপে ছিলাম, ইহা (শরীরাদি) কি, ইহা কিরূপেই বা হইল, কি কি হইব, কিরূপে বা হইব। বিশেষদর্শীরই এই ভাবনার নিবৃত্তি হয়। কিরূপ (জ্ঞান) হইতে নিবৃত্তি হয়?—ইহা চিত্তেরই বিচিত্র পরিণাম, অবিদ্যা না থাকিলে পুরুষ শুদ্ধ এবং চিত্তধর্মের দ্বারা অপরামৃষ্ট হন, এইরূপে সেই কুশল পুরুষের আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয়।

টীকা। ২৫। (১) পূর্বে চিত্তের ও পুরুষের ভেদ সম্যক্ প্রতিপাদন করিয়া অতঃপর কৈবল্যপ্রতিপাদনার্থ এই সূত্রে কৈবল্যভাগীয় চিত্ত নির্দেশ করিতেছেন।

পূর্বসূত্রোক্ত পর, বিশেষ-স্বরূপ পুরুষকে যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহাদের আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয়। আত্মবিষয়ক ভাবনাই আত্মভাবভাবনা। যাহারা চিত্তের পরস্থিত পুরুষের বিষয়ে অজ্ঞ, তাহাদের আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা পুরুষ-সাক্ষাৎকার করিতে পারেন, তাঁহাদেরই উহা নিবৃত্ত হয়। শাস্ত্র বলেন, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥" (মুণ্ডক)।

২৫। (২) পূর্বপূর্ব বহুজন্মে সাধিত, বিশেষদর্শনের বীজ থাকিলে তবে বিশেষদর্শন হয়। মোক্ষশাস্ত্রবিষয়ে রুচি দর্শন করিয়া তাহা অনুমিত হয়। সেই রুচি বা শ্রদ্ধাপূর্বক বীর্য ও স্মৃতির দ্বারা সমাধিসাধন করিয়া প্রজ্ঞালাভ হয়। পুরুষদর্শন হইলে, বিবেকরূপ প্রজ্ঞার দ্বারা তখন সাধারণ আত্মভাবকে চিত্ত-কার্য বলিয়া স্ফুট প্রজ্ঞা হয়, আরও জ্ঞান হয় যে, অবিদ্যাবশতঃই পুরুষের সহিত চিত্ত সংযুক্ত হয়। অতএব তাহাতে আত্ম-বিষয়ক সমস্ত জিজ্ঞাসা সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। আত্মভাবের মধ্যে অজ্ঞাত কিছু থাকে না, আমি প্রকৃত কি এবং কি নহে তাহার সম্যক্ প্রজ্ঞা হয়। প্রথমে অবশ্য শ্রুতানুমান প্রজ্ঞার দ্বারা আত্মভাবভাবনা সাধারণরূপে নিবৃত্ত হয়, পরে সাক্ষাৎকারের দ্বারা সম্যক্‌রূপে হয়।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যম্। তদানীং যদস্য চিত্তং বিষয়প্রাগ্‌ভারম্ অজ্ঞাননিম্নমাসীত্তদস্যান্যথা ভবতি, কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং বিবেকজজ্ঞাননিম্নমিতি ॥ ২৬ ॥

২৬। সেই সময়ে চিত্ত বিবেকনিম্ন-বিষয়ক ও কৈবল্য-প্রাগ্‌ভার হয় (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই সময়ে (বিশেষদর্শনাবস্থায়), পুরুষের (সাধকের) যে চিত্ত বিষয়াভিমুখ, অজ্ঞানমার্গসঞ্চারী ছিল, তাহা অন্যরূপ হয়। (তখন তাহা) কৈবল্যাভিমুখ, বিবেকজ জ্ঞানমার্গ-সঞ্চারী হয়। ('ভাস্বতী' দ্রষ্টব্য)।

টীকা। ২৬।(১) বিবেকের দ্বারা আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হইলে সেই অবস্থায় চিত্ত বিবেকমার্গে প্রবহণশীল হয়। কৈবল্যই সেই প্রবাহের শেষ সীমা। যেমন কোন খাত ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া বা ঢালু হইয়া পরে এক প্রাগ্‌ভার বা উচ্চস্থানে শেষ হইলে, জল সেই খাত দিয়া নিম্নমার্গে প্রবাহিত হইয়া প্রাগ্‌ভারে যাইয়া শোষিত হইয়া বিলীন হয়, সেইরূপ, চিত্তবৃত্তি সেই কালে বিবেক-রূপ নিম্নমার্গে প্রবাহিত হইয়া কৈবল্য-প্রাগ্‌ভারে যাইয়া বিলীন হয়।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্। প্রত্যয়বিবেকনিম্নস্য সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রপ্রবাহিণশ্চিত্তস্য তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অস্মীতি বা মমেতি বা জানামীতি বা ন জানামীতি বা। কুতঃ? ক্ষীয়মাণবীজেভ্যঃ পূর্বসংস্কারেভ্য ইতি ॥ ২৭ ॥

২৭। তাহার (বিবেকের) অন্তরালে সংস্কারসকল হইতে অন্য ব্যুত্থানপ্রত্যয়সকল উঠে॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বিবেকনিম্ন প্রত্যয়ের বা বুদ্ধিসত্ত্বের অর্থাৎ সত্ত্বপুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রপ্রবাহী চিত্তের বিবেক-ছিদ্রে বা বিবেকান্তরালে অন্য প্রত্যয় উঠে। যথা—আমি বা আমার, জানিতেছি বা জানিতেছি না ইত্যাদি। কোথা হইতে (উঠে)?—ক্ষীয়মাণবীজ পূর্ব সংস্কার হইতে (১)।

টীকা। ২৭।(১) বিবেকখ্যাতিতে যদিও চিত্ত প্রধানতঃ বিবেকমার্গসঞ্চারী হয়, তথাপি সংস্কারের যাবৎ সম্যক্ ক্ষয় (প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার নিষ্পত্তির দ্বারা) না হয়, তাবৎ মাঝে মাঝে অন্য প্রত্যয় বা অবিবেক-প্রত্যয় উঠে। বিবেকজ্ঞান হইলে তৎক্ষণাৎ সর্বসংস্কার নষ্ট হয় না, কিন্তু বিবেক-সংস্কারের সঞ্চয় হইতে অবিবেক-সংস্কার ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে। তখনও কিছু অবশিষ্ট অবিবেকের সংস্কার হইতে অবিবেক-প্রত্যয় মধ্যে মধ্যে উঠে।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যম্। যথা ক্লেশা দগ্ধবীজভাবা ন প্ররোহসমর্থা ভবন্তি, তথা জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধবীজভাবঃ পূর্বসংস্কারো ন প্রত্যয়প্রসূর্ভবতি। জ্ঞানসংস্কারাস্তু চিত্তাধিকারসমাপ্তিমনুশেরতে ইতি ন চিন্ত্যন্তে ॥ ২৮ ॥

২৮। ইহাদের (প্রত্যয়াস্তরের) হান ক্লেশহানের ন্যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যেমন দগ্ধবীজভাব ক্লেশ প্ররোহজননে অসমর্থ হয় অর্থাৎ পুনশ্চ ক্লেশোৎপাদনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধবীজভাবপ্রাপ্ত পূর্বসংস্কার প্রত্যয় প্রসব করে না। জ্ঞানসংস্কারসকল চিত্তের অধিকারসমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করে, এজন্য (অর্থাৎ অধিকারসমাপ্তিতে তাহারা আপনারাই নষ্ট হয় বলিয়া) তাহাদের জন্য আর চিন্তার আবশ্যক নাই (১)।

টীকা। ২৮। (১) অবিবেক-প্রত্যয় ও অবিবেক-সংস্কার, এই উভয় পদার্থ বিনষ্ট হইলে, তবেই ব্যুত্থানপ্রত্যয় সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়। চিত্ত বিবেকনিম্ন হইলে বিবেকের দ্বারা অবিদ্যাদি দগ্ধবীজবৎ হয়। তখন আর অবিবেক-সংস্কার সঞ্চিত হইতে পারে না, কারণ, অবিবেকের অনুভব হইলেই তাহা বিবেকের দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় (২।২৬ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তখনও অনষ্ট পূর্বসংস্কার হইতে অবিবেক-প্রত্যয় উঠে (আমি, আমার ইত্যাদি)। তাহাকেও নিরোধ করিতে হইলে সেই প্রত্যয়হেতু পূর্ব-সংস্কারকে দগ্ধবীজবৎ করিতে হইবে। জ্ঞানের সংস্কারদ্বারা সেই অবিবেক-সংস্কার দগ্ধবীজবৎ হয়। প্রান্তভূমি প্রজ্ঞাই সেই জ্ঞান-সংস্কার।

উদাহরণ যথা :—মনে কর কোন যোগীর বিবেকজ্ঞান হইল। তিনি সেই জ্ঞানাবলম্বন করিয়া সমাহিত থাকিতে পারেন। কিন্তু সংস্কারবশে তাঁহার প্রত্যয় হইল, 'আমি অমুকত্র যাইব', তিনি তাহা করিলেন। তাহাতে আরও অনেক প্রত্যয় হইল। পরে তিনি সমাধানেচ্ছু হইয়া মনে করিলেন, 'এই যাওয়ারূপ যে অবিবেক-প্রত্যয়, তাহা আর স্মরণ করিব না', তাহাতে অবিবেকের নূতন সংস্কার সঞ্চিত হইতে পারিল না। অথবা গমন-কালে যদি তিনি ধ্রুবস্মৃতিবলে প্রতিপদক্ষেপে বিবেকজ্ঞান স্মরণ করেন, তাহা হইলে সেই ক্রিয়াতেও বিবেক-সংস্কারই (সম্যক্ নহে) হইবে, অবিবেক-সংস্কার হইবে না (বস্তুতঃ যোগীরা এইরূপেই কার্য করেন)।

কিন্তু ইহাতে পূর্ব সংস্কার (যাহা হইতে গমন করার প্রত্যয় উঠিল) নষ্ট হইবে না। তিনি যদি মনে করেন গমন করা বুদ্ধিধর্ম, তাহা আমি চাই না এবং ঐ জ্ঞানের দ্বারা গমনে বিরাগবান্ হন, তবেই আর তাঁহার (ধ্রুবস্মৃতিবলে) গমনসংকল্প উঠিবে না। অতএব সেই জ্ঞান-সংস্কারের দ্বারা তাঁহার গমনহেতু-সংস্কার দগ্ধবীজবৎ হইবে অর্থাৎ, আর কদাপি 'গমন করিব' এইরূপভাবে সংস্কার স্বতঃ প্রত্যয়প্রসূ হইবে না।

'জ্ঞেয় জানিয়াছি আর জ্ঞাতব্য নাই' ইত্যাদি প্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার সংস্কারের দ্বারা অবিবেক-সংস্কার দগ্ধবীজবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়। যখন কর্মবশতঃ নূতন অবিবেক-প্রত্যয় হয় না, এবং পূর্ব-সংস্কারবশতঃও নূতন অবিবেক-প্রত্যয় হয় না, তখনই প্রত্যয়-উৎপাদের সমস্ত কারণ বিনষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। ব্যুত্থানের কারণ বিনষ্ট হইলে ব্যুত্থানের প্রত্যয়ও উঠিবে না। প্রত্যয় চিত্তের বৃত্তি বা ব্যক্ততা। প্রত্যয় সম্যক্ নিবৃত্ত হইলে—পুনরুত্থানের সম্ভাবনা আর না থাকিলে—তখন চিত্ত প্রলীন বা বিনষ্ট হয়। তাহাই গুণের অধিকারসমাপ্তি। অতএব জ্ঞান-সংস্কার চিত্তের

অধিকাব সমাপ্ত কবায। সুতবাং, চিত্তেব প্রলযেব জন্য জ্ঞান-সংস্কাবেব সঞ্চযব্যতীত অন্য উপায চিন্তা কবিতে হয না। সর্বপ্রকাব চিত্তকার্যে যদি বিবক্ত হইযা তাহা নিবোধ কবা যায, তবে চিত্ত নিষ্ক্রিয বা প্রলীন হইবে। সাংখ্যদৃষ্টিতে চিত্ত তখন অভাবপ্রাপ্ত হয না, কিন্তু স্বকাবণে অব্যক্তভাবে থাকে। অতএব কোন ভাব-পদার্থ নিজেই নিজেব অভাবেব কাবণ হইতে পাবে, এইরূপ অযুক্ত কল্পনা সাংখ্যীয দর্শনে কবিবাব আবশ্যক নাই। সর্ব পদার্থই নিমিত্তবশে অবস্থান্তব প্রাপ্ত হয, বিদ্যারূপ নিমিত্ত অবিদ্যাকে নাশ কবে। চিত্তও সেইরূপ ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায যায, কিন্তু অভাব হয না।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যম্। যদায়ং ব্রাহ্মণঃ প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদঃ—ততোঽপি ন কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে, তত্রাপি বিরক্তস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতিরেব ভবতীতি সংস্কারবীজক্ষয়ান্নাস্য প্রত্যযান্তবাণ্যুৎপদ্যন্তে। তদাস্য ধর্মমেঘো নাম সমাধির্ভবতি ॥ ২৯ ॥

২৯। প্রসংখ্যানেও বা বিবেকজ-জ্ঞানেও বিবাগযুক্ত হইলে (যোগীব) সর্বথা বিবেকখ্যাতি হইতে ধর্মমেঘ-সমাধি হয ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যখন এই (বিবেকখ্যাতিযুক্ত) ব্রাহ্মণ প্রসংখ্যানেও (১) অকুসীদ হন অর্থাৎ তাহা হইতেও কিছু প্রার্থনা কবেন না, (তখন) তাহাতেও বিবক্ত যোগীব সর্বথা বিবেকখ্যাতি হয। এইরূপে সংস্কাববীজক্ষযহেতু তাঁহাব আব প্রত্যযান্তব উৎপন্ন হয না। তখন তাঁহাব ধর্মমেঘ-নামক সমাধি হয।

টীকা। ২৯। (১) বিবেকখ্যাতিজনিত সার্বজ্ঞ্যসিদ্ধি (৩।৫৪) এস্থলে প্রসংখ্যান। প্রসংখ্যানেতেও যখন ব্রহ্মবিৎ অকুসীদ বা বাগশূন্য হন, অর্থাৎ বিবেকজ-সিদ্ধিতেও যখন বিবক্ত হন, তখন যে সর্বথা বিবেকখ্যাতি হয, তাদৃশ সমাধিকে ধর্মমেঘ বা পবম প্রসংখ্যান বলা যায (১।২)। তাহা আত্মদর্শনরূপ পবম ধর্মকে সেচন কবে, অর্থাৎ, তদ্ভাবে চিত্তকে অবসিক্ত কবে বলিযা তাহাব নাম ধর্মমেঘ ('ভাস্বতী' দ্রষ্টব্য)। মেঘ যেমন বাবিবর্ষণ কবে, সেই সমাধি সেইরূপ পবম ধর্মকে বর্ষণ কবে অর্থাৎ বিনা প্রযত্নে তখন কৃতকৃত্যতা হয। তাহাই সাধনেব চবম সীমা, তাহাই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি এবং তাহা হইলেই সম্যক্ নিবৃত্তি বা নিবোধ সিদ্ধ হয। ধর্মমেঘ-শব্দেব অন্য অর্থও হয, ধর্মসকলকে বা জ্ঞেয পদার্থসকলকে মেহন অর্থাৎ যুগপৎ জ্ঞানারূঢ কবিযা যেন সেচন কবে বলিযা ইহাব নাম ধর্মমেঘ। এই অর্থ ধর্মমেঘেব সিদ্ধিসম্বন্ধীয।

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্। তল্লাভাদবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি, কুশলাকুশলাশ্চ কর্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি। ক্লেশকর্মনিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি। কস্মাৎ, যস্মাদ্ বিপর্যযো ভবস্য কারণং, ন হি ক্ষীণবিপর্যয়ঃ কশ্চিৎ কেনচিৎ ক্বচিজ্জাতো দৃশ্যত ইতি॥ ৩০ ॥

৩০। তাহা হইতে ক্লেশের ও কর্মের নিবৃত্তি হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার লাভ হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশসকল মূলের (সংস্কারের) সহিত নষ্ট হয়, পুণ্য ও অপুণ্য কর্মাশয়সকল সমূলে হত হয়। ক্লেশকর্মের নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান্ জীবিত থাকিয়াও বিমুক্ত হন। কেননা, বিপর্যয়ই জন্মের কারণ, ক্ষীণবিপর্যয় কোন ব্যক্তিকে কেহ কোথাও জন্মাইতে দেখে নাই (১)।

টীকা। ৩০। (১) ধর্মমেঘের দ্বারা ক্লেশকর্মনিবৃত্তি হইলে তাদৃশ পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। তাদৃশ কুশল যোগী পূর্ব সংস্কারবশে কোন কার্য করেন না, এমনকি পূর্ব সংস্কারবশে শরীর-ধারণও করেন না। তিনি কোন কার্য করিলে নির্মাণচিত্তের দ্বারা করেন। নির্মাণচিত্তের কার্য যে বন্ধের কারণ নহে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। জীবন্মুক্ত যোগী শরীর রাখিলে ইচ্ছাপূর্বক অর্থাৎ নির্মাণচিত্তের দ্বারাই রাখেন।

বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্ নিরোধের নিষ্পত্তি হয় নাই, এইরূপ সাধকদেরও জীবন্মুক্ত বলা যায়। তাঁহারা সংস্কারলেশ হইতে শরীর ধারণ করেন। তাঁহারা নূতন কর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কারের শেষ প্রতীক্ষা করেন। তখন তৈলহীন দীপের ন্যায় তাঁহাদের সংস্কারের নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্য হয়।

মুক্তি অর্থে দুঃখ-মুক্তি। যিনি ইচ্ছামাত্রেই বুদ্ধি হইতে বিযুক্ত হইতে পারেন, তাঁহাকে যে বুদ্ধিস্থ দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। আর দুঃখাধার সংসারও তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়; কারণ, অবিবেকই সংসারের কারণ। বিবেকখ্যাতিযুক্ত পুরুষের জন্ম অসম্ভব। যত প্রাণী জন্মাইয়াছে, সবই বিপর্যস্ত। বিপর্যয়শূন্য প্রাণীকে কেহ কখনও জন্মাইতে দেখে নাই।

শ্রুতিও বলেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" (তৈত্তিরীয়), "আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ॥" (বৃহদারণ্যক)। যিনি গুরুতম পীড়ার দ্বারাও অণুমাত্র বিচলিত হন না, তিনিই দুঃখমুক্ত। (গীতা)। জীবিত অবস্থায় কোন পুরুষ সেইরূপ হইলে তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়, ইহাই সাংখ্যযোগের মত।

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্। সর্বৈঃ ক্লেশকর্মাবরণৈর্বিমুক্তস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যং ভবতি। আবরকেণ তমসাভিভূতমাবৃতজ্ঞানসত্ত্বং ক্বচিদেব রজসা প্রবর্তিতমুদ্‌ঘাটিতং গ্রহণসমর্থং ভবতি। তত্র যদা সর্বৈরাবরণমলৈরপগতমলং ভবতি তদা ভবত্যস্যানন্ত্যং, জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌-জ্ঞেয়মল্পং সম্পদ্যতে, যথা আকাশে খদ্যোতঃ। যত্রেদমুক্তম্ "অন্ধো মণিমবিধ্যৎ তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ। অগ্রীবস্তং প্রত্যমুঞ্চৎ তমজিহ্বোঽভ্যপূজয়ৎ" ইতি ॥ ৩১ ॥

৩১। তখন সমস্ত আবরণমলশূন্য জ্ঞানের আনন্ত্যহেতু জ্ঞেয় অল্প হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত ক্লেশ ও কর্মাবরণ হইতে বিমুক্ত জ্ঞানের আনন্ত্য হয়। আবরক তমের দ্বারা অভিভূত হইয়া (অনন্ত) জ্ঞানসত্ত্ব আবৃত হয়। (তাহা) কোথাও কোথাও রজোগুণের দ্বারা প্রবর্তিত বা উদ্‌ঘাটিত হইয়া গ্রহণসমর্থ হয়। যখন সমস্ত আবরণমল হইতে চিত্তসত্ত্ব নির্মল হয়, তখন জ্ঞানের আনন্ত্য হয়। জ্ঞানের আনন্ত্যহেতু জ্ঞেয় অল্পতা প্রাপ্ত হয়, যেমন আকাশে খদ্যোত (১)। (ক্লেশমূল উচ্ছিন্ন হওয়াতে কেন পুনশ্চ জন্ম হয় না) তদ্বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, "অন্ধ মণিসকল সচ্ছিদ্র করিয়াছে, অনঙ্গুলি তাহা গ্রথিত করিয়াছে, অগ্রীব তাহা গলে ধারণ করিয়াছে, আর অজিহ্ব তাহাকে প্রশংসা করিয়াছে" (২)।

টীকা। ৩১। (১) জ্ঞানের বা চিত্তরূপে পরিণত সত্ত্বগুণের আবরণ রজ ও তম। অস্থিরতা ও জড়তা জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে দেয় না। শরীরেন্দ্রিয়ের সংকীর্ণ অভিমান হইতে জ্ঞানশক্তির জড়তা হয় এবং তাহাদের চাঞ্চল্যের দ্বারা অস্থিরতা হয়, তজ্জন্য সম্পূর্ণরূপে জ্ঞেয়-বিষয়ে জ্ঞানশক্তি প্রযোগ করা যায় না, তাহা স্থির ও সংকীর্ণতাশূন্য হইলে জ্ঞানের সীমা অপগত হয় (কারণ, উহারাই জ্ঞানশক্তির সীমাকারী হেতু)। জ্ঞানশক্তি অসীম হইলে জ্ঞেয় অল্প হয়, যেমন অনন্ত আকাশে ক্ষুদ্র খদ্যোত। লৌকিক জ্ঞান এই দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ, তাহাতে খদ্যোতটুকু জ্ঞান, আর অনন্ত আকাশ জ্ঞেয়। ধর্মমেঘ সমাধিতে এইরূপে অনন্ত জ্ঞানশক্তি হয়।

৩১। (২) অন্ধের মণিকে বেধন, অনঙ্গুলির গ্রথন, অগ্রীবের তাহা গলে ধারণ, আর অজিহ্বের তাহাকে প্রশংসন এই সব যেরূপ অলীক, সেইরূপ ধর্মমেঘের দ্বারা সমূলে ক্লেশকর্মনিবৃত্তি হইলে পুরুষের পুনঃসংসরণও অলীক। অলীকত্ববিষয়েই এই শ্রুতির অর্থ এখানে প্রযোজ্য (তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইহা আছে এবং ইহার অন্য ব্যাখ্যাও আছে)।

বিজ্ঞানভিক্ষু ইহা বৌদ্ধের উপহাসরূপে ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাখ্যানকৌশল দেখাইয়াছেন মাত্র কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রদ্ধেয় নহে। বৌদ্ধেরাও অনন্ত জ্ঞান স্বীকার করেন।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগুর্ণানাম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্। তস্য ধর্মমেঘস্যোদয়াৎ কৃতার্থানাং গুণানাং পরিণামক্রমঃ পরিসমাপ্যতে, ন হি কৃতভোগাপবর্গাঃ পরিসমাপ্তক্রমাঃ ক্ষণমপ্যবস্থাতুমুৎসহন্তে ॥ ৩২ ॥

৩২। তাহা (ধর্মমেঘ) হইতে কৃতার্থ গুণসকলের পরিণামের ক্রম সমাপ্ত হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই ধর্মমেঘের উদয়ে কৃতার্থ গুণসকলের পরিণামক্রম পরিসমাপ্ত হয়। চরিত-ভোগাপবর্গ ও পরিসমাপ্তক্রম হইলে (গুণবৃত্তিসকল) ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না (অর্থাৎ প্রলীন হয়) (১)।

টীকা। ৩২। (১) ধর্মমেঘ সমাধির ফল—ক্লেশকর্মনিবৃত্তি, তাহা জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এবং গুণের অধিকারের বা পরিণামক্রমের সমাপ্তি। তাহাতে গুণসকল কৃতার্থ (কৃত বা নিষ্পাদিত ভোগাপবর্গরূপ অর্থ যাহাদের দ্বারা, এইরূপ) হয়। জাতি, আয়ু ও সুখদুঃখরূপ কর্মফলভোগে সম্যক্ বিপাক হওয়াতে ভোগ নিষ্পাদিত হয়। আর, পরমগতি পুরুষতত্ত্বের অবধারণ হওয়াতে অপবর্গও নিষ্পাদিত হয়। চিত্তের দ্বারা যাহা প্রাপ্তব্য তাহা পাইলে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি বা অপবর্গ হয়। অতএব সেই কৃতার্থ পুরুষের বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিণত গুণসকল কৃতার্থ হয়, কৃতার্থ হইলে তাহাদের পরিণামক্রম শেষ হয়, যেহেতু পরিণামক্রমই ভোগ ও অপবর্গের অস্তিত্বের কারণ। ভোগাপবর্গ না থাকিলে গুণবিকার বুদ্ধ্যাদিও তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়। সূত্রস্থ 'গুণানাং' শব্দের অর্থ বিবেকীর গুণবিকারসকলের বা বুদ্ধ্যাদির। পরিণামমাত্রের সমাপ্তি হয় না, কারণ, তাহা নিত্য। কার্য ও কারণাত্মক গুণ, অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি ব্যতীত অন্য সব প্রকৃতি ও বিকৃতিই এস্থলে গুণ।

ভাষ্যম্। অথ কোঽয়ং ক্রমো নামেতি,—

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্ষণানন্তর্যাত্মা পরিণামস্যাপরান্তেন অবসানেন গৃহ্যতে ক্রমঃ। ন হ্যননুভূতক্রমক্ষণা নবস্য পুরাণতা বস্ত্রস্যান্তে ভবতি। নিত্যেষু চ ক্রমো দৃষ্টঃ, দ্বয়ী চেয়ং নিত্যতা কূটস্থ-নিত্যতা পরিণামিনিত্যতা চ। তত্র কূটস্থনিত্যতা পুরুষস্য, পরিণামিনিত্যতা গুণানাম্। যস্মিন্ পরিণম্যমানে তত্ত্বং ন বিহন্যতে তন্নিত্যম্। উভয়স্য চ তত্ত্বানভিঘাতান্নিত্যত্বম্। তত্র গুণধর্মেষু বুদ্ধ্যাদিষু পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমো লব্ধপর্যবসানঃ, নিত্যেষু ধর্মিষু গুণেষু অলব্ধপর্যবসানঃ। কূটস্থনিত্যেষু স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠেষু মুক্তপুরুষেষু স্বরূপাস্তিতা ক্রমেণৈবানুভূয়ত ইতি তত্রাপ্যলব্ধপর্যবসানঃ, শব্দপৃষ্ঠেনাস্তি-ক্রিয়ামুপাদায় কল্পিত ইতি।

অথাস্য সংসারস্য স্থিত্যা গত্যা চ গুণেষু বর্তমানস্যাস্তি ক্রমসমাপ্তির্ন বেতি, অবচনীয়মেতৎ। কথম্, অস্তি প্রশ্ন একান্তবচনীয়ঃ, সর্বো জাতো মরিষ্যতি ওং ভো ইতি। অথ সর্বো মৃত্বা জনিষ্যত ইতি, বিভজ্যবচনীয়মেতৎ; প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ ক্ষীণতৃষ্ণঃ

কুশলো ন জনিষ্যতে ইতবস্তু জনিষ্যতে। তথা মনুষ্যজাতিঃ শ্রেয়সী ন বা শ্রেয়সীত্যেবং পরিপৃষ্টে বিভজ্যবচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, পশূনুদ্দিশ্য শ্রেয়সী, দেবানৃষীংশ্চাধিকৃত্য নেতি। অয়ন্ত্ববচনীয়ঃ প্রশ্নঃ—সংসারোঽয়মন্তবান্ অথানন্ত ইতি। কুশলস্যাস্তি সংসারক্রমসমাপ্তির্নেতরস্যেতি। অন্যতরাবধারণেঽদোষস্তস্মাদ্ ব্যাকরণীয় এবায়ং প্রশ্ন ইতি ॥ ৩৩॥

ভাষ্যানুবাদ—এই পরিণামক্রম কি ?—

৩৩। যাহা ক্ষণের প্রতিযোগী (১) ও পরিণামাবসানের দ্বারা গ্রাহ্য তাহাই ক্রম ॥ সূ

ক্রম অবিরল ক্ষণপ্রবাহ-স্বরূপ, তাহা পরিণামের অপরান্তের দ্বারা অর্থাৎ অবসানের দ্বারা গৃহীত (অনুমিত বা conceived) হয়। নব বস্ত্রের অন্তে যে পুরাণতা হয়, তাহা অননুভূতক্ষণক্রম (২) হইলে হয় না। নিত্য পদার্থেরও এই পরিণামক্রম দেখা যায়। এই নিত্যতা দ্বিবিধা—কূটস্থ-নিত্যতা ও পরিণামি-নিত্যতা। তন্মধ্যে পুরুষের কূটস্থ-নিত্যতা, গুণসকলের পরিণামি-নিত্যতা। পরিণম্যমান হইলে যাহার তত্ত্বের বা স্বরূপের বিনাশ হয় না, তাহাই নিত্য (৩)। (গুণ ও পুরুষ) উভয়েরই তত্ত্ব বিপর্যস্ত হয় না বলিয়া উভয়ে নিত্য। কিন্তু গুণের ধর্ম যে বুদ্ধ্যাদি তাহাতে পরিণাম-অবসাননির্গ্রাহ্য ক্রম পর্যবসান লাভ করে। নিত্যধর্মিরূপ গুণসকলে ক্রম পর্যবসান লাভ করে না। কূটস্থ নিত্য স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠ, মুক্তপুরুষসকলের স্বরূপাস্তিতাও ক্রমের দ্বারাই অনুভূত হয়, এই হেতু সেখানেও তাহা অলব্ধপর্যবসান। সেই ক্রম তাহাতে শব্দপৃষ্ঠ বা শব্দানুসারী বিকল্পের দ্বারা 'অস্তি' ক্রিয়া ('আছে, ছিল, থাকিবে,' এইরূপ) গ্রহণ করিয়া বিকল্পিত হয়।

সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রবাহরূপে গুণসকলে বর্তমান যে এই সংসার, তাহার পরিণামক্রমসমাপ্তি হয় কি না ?—এই প্রশ্ন অবচনীয়। কেন ?—(একরূপ) প্রশ্ন আছে যাহা একান্তবচনীয় (যেমন) সমস্ত জাত প্রাণী কি মরিবে ?—'হাঁ' (ইহা উক্ত প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে)। (কিন্তু) সমস্ত মৃত ব্যক্তি কি জন্মাইবে ? (এইরূপ প্রশ্ন) বিভাগ করিয়া বচনীয়, (যথা) প্রত্যুদিতখ্যাতি, ক্ষীণতৃষ্ণ, কুশল পুরুষ জন্মাইবেন না, অপরে জন্মাইবে। সেইরূপ, মনুষ্যজাতি কি শ্রেয়সী ? এইরূপ প্রশ্ন করিলে তাহা বিভজ্য-বচনীয়, (যথা) পশুদের অপেক্ষা শ্রেয়, কিন্তু দেবতা ও ঋষি অপেক্ষা নহে। এই সংসৃতি (সর্বপুরুষের সংসার) অন্তবতী কি অনন্তা ? ইহা অবচনীয় প্রশ্ন, সুতরাং ইহা বিভাগ করিয়া বচনীয়, যথা—কুশলের এই সংসারক্রমসমাপ্তি হয়, কিন্তু অপরের হয় না। অতএব এস্থলে দুইটি উত্তরের একটির অবধারণে দোষ হয় না বলিয়া ('অন্যতরাবধারণে দোষঃ' এই পাঠেও ফলে ঐরূপ অর্থ) এইরূপ প্রশ্ন ব্যাকরণীয় (৪)।

টীকা। ৩৩।(১) ক্ষণের প্রতিযোগী অর্থাৎ ক্ষণপারম্পর্যরূপ আধারকে বা আশ্রয়কে আলম্বন করিয়া আধেয়রূপে যাহা অবস্থান করে, অতএব ক্ষণাশ্রয়ী যে ধর্ম উদিত হয় তাহাই ক্ষণ-প্রতিযোগী। ক্ষণপ্রতিযোগী বস্তুর আনন্তর্যই বা অবিরলতাই ক্রম। সেই ক্রমসকল পরিণামের অবসানের বা শেষের দ্বারা গৃহীত হয়। ধর্মপরিণামক্রমের প্রবৃত্তির আদি নাই। কিন্তু যোগের দ্বারা বুদ্ধিবিলয় হইলে সেই বুদ্ধিধর্মের পরিণামক্রম সমাপ্ত হয়, কিন্তু রজোমাত্রের ক্রিয়া-স্বভাবের হয় না। উপদর্শনরূপ হেতু শেষ হইলে বুদ্ধ্যাদি থাকে না।

৩৩।(২) এই ক্রম ক্ষণাবচ্ছিন্ন বলিয়া অলক্ষ্য হইলেও স্থূল পরিণাম দেখিয়া পরে তাহা লৌকিক দৃষ্টিতে অনুমিত হয় এবং যোগজপ্রজ্ঞার তাহা সাক্ষাৎকৃত হয়। শুদ্ধ কালাংশক্ষণের ক্রম

নাই, কাবণ তাহা অবস্তু এবং একাধিক বলিয়া কল্পনীয় নহে। ধর্মের অন্যত্ব বা পবিণাম দেখিয়াই পূর্বক্ষণ ও পরক্ষণ এইরূপ ভেদ নিরূপণ কবা হয়। সুতরাং ক্রম পবিণামেবই হয়, কালাংশ ক্ষণের নহে। ক্ষণেব ক্রম বলিলে ক্ষণব্যাপী পবিণামেব ক্রমই বুঝায়, তাহাই সূক্ষ্মতম পবিণামক্রম।

অননুভূতক্রমক্ষণা পুবাণতা = অননুভূত বা অপ্রাপ্ত, যে ক্ষণসকল পবিণামক্রম অনুভব করে নাই তাদৃশ ক্ষণযুক্তা পুবাণতা কখনও হয় না। পুবাণতা সর্বদাই অনুভূতক্রমক্ষণাই হয়, অর্থাৎ ক্ষণিক পবিণামক্রম অনুসাবেই অন্তিম পুবাণতা হয়।

৩৩। (৩) পবিণম্যমান হইলেও যাহাব তত্ত্বেব নাশ হয় না তাহাব নাম নিত্যপদার্থ। গুণ ও পুরুষেব তত্ত্বেব নাশ হয় না বলিয়া উভয়ই নিত্য। কিন্তু গুণত্রয় পবিণামিনিত্য, আব পুরুষ কূটস্থনিত্য। পবিণম্যমান হইলেও গুণ গুণই থাকে, গুণস্বরূপ তাহাব তত্ত্ব কখনও নষ্ট হয় না, অতএব গুণত্রয় পবিণামিনিত্য। আব পুরুষ অবিকাবী বলিয়া কূটস্থনিত্য। স্বরূপতঃ পুরুষ অবিকাবী, কিন্তু আমবা বলি মুক্তপুরুষ অনন্তকাল থাকিবেন, ইহাতে কালাতীত পদার্থে কাল আবোপ কবিয়া চিন্তা কবা হয় অর্থাৎ আমবা পবিণাম আবোপ কবা ব্যতীত চিন্তা কবিতে পাবি না। সুতবাং আমবা যে বলি মুক্ত, স্বরূপপ্রতিষ্ঠ পুরুষ অনন্তকাল থাকিবেন, তাহা বস্তুতঃ 'ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাব অস্তিত্ব থাকিবে' এইরূপ পবিণাম কল্পনা কবিয়া বলি। যাহাব পবিণাম এইরূপ কেবল সত্তাবিষয়ক ('ছিল', 'আছে', 'থাকিবে' এইরূপ বিকল্পমাত্র, কিন্তু প্রকৃত বিক্রিয়াহীন) তাহাই কূটস্থনিত্য। ("প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলিয়া জানিবে। গীতা)।

গুণত্রয় পবিণামিনিত্য, সুতবাং তাহাদেব পবিণম্যমানতাব অবসান হয় না। কিন্তু গুণধর্ম-স্বরূপ বুদ্ধ্যাদিতে পবিণামক্রমেব সমাপ্তি হয়। বুদ্ধ্যাদিবা পুরুষার্থরূপ নিমিত্তে উৎপদ্যমান হইয়া স্বকাবণেব (গুণেব) পবিণাম-স্বভাবেব জন্য পবিণম্যমান হইতে থাকে। পুরুষোপদৃষ্ট কিয়ৎপবিমাণ সংকীর্ণতাব দ্বাবা সান্ত অথবা অসংকীর্ণতাব দ্বাবা অনন্ত বা বাধাহীন (কাবণ, বুদ্ধ্যাদি সান্তও হয় অনন্তও হয়) গুণবিক্রিয়াই বুদ্ধিব স্বরূপ। পুরুষেব দ্বাবা দৃষ্ট না হইলে বুদ্ধ্যাদিবা স্বরূপ হাবাইয়া স্বকাবণে বিলীন হয়। গুণত্রয়েব স্বাভাবিক পবিণাম তখন অন্য সব পুরুষেব নিকটে ব্যবসায় ও ব্যবসেয়রূপে থাকে, তাহা ব্যবসায়ত্বেব অভাবে কৃতার্থ পুরুষেব ভোগ্যতাপন্ন হয় না, অকৃতার্থ অন্য পুরুষের নিকট তাহা দৃশ্য হয়।

জ্ঞাতাব পবিণাম কেবল সত্তা-বিষয়ক পবিণাম-কল্পনা, অন্য-বিষয়ক পবিণাম তাহাতে কল্পিত কবা নিষিদ্ধ হয়। কূটস্থ পদার্থে সমস্ত বিকাব নিষেধ কবিতে হয় কিন্তু তাহাকে 'আছে' বলিতে হয়। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে" (কঠ)। অতএব 'ইদানীং আছেন, পবে থাকিবেন' এইরূপ পবিণাম-কল্পনাব্যতীত আমবা শব্দেব দ্বাবা তদ্বিষয়ে কিছু প্রকাশ কবিতে পাবি না। এই বৈকল্পিক পবিণাম অনুসাবে পুরুষসম্বন্ধে বাক্যপ্রয়োগ কবিতে হয় বলিয়া পুরুষ প্রাগুক্ত নিত্যবস্তুব লক্ষণে পড়েন।

৩৩। (৪) প্রশ্নসকল দ্বিবিধ, একান্ত-বচনীয় ও অবচনীয়, যে বিষয় একনিষ্ঠ, তদ্বিষয়ক প্রশ্ন একান্ত-বচনীয় হইতে পাবে, কাবণ, তাহাব একান্ত-পক্ষেব উত্তব দেওয়া যাইতে পাবে। ভাষ্যে উহা উদাহৃত হইয়াছে। আব যে বিষয় একনিষ্ঠ নহে (একাধিক প্রকাব হয়), তদ্বিষয়ক প্রশ্ন একান্ত-বচনীয় হইতে পাবে না। আব, একজন ভাত খায় নাই, তাহাকে যদি প্রশ্ন কবা যায়, 'তুমি কোন্

চালের ভাত খাইযাছ', তবে তাহা ব্যাকরণীয় প্রশ্ন হইবে। তদুত্তরে বলিতে হইবে, 'আমি ভাতই খাই নাই, স্থতরাং কোন্ চালের ভাত খাইযাছি, তাহা প্রশ্ন হইতে পারে না'।

ব্যাকরণীয় প্রশ্ন অর্থাৎ যে প্রশ্ন ব্যাখ্যা করিয়া স্পষ্ট করিতে হয়, তাদৃশ প্রশ্নের একাধিক উত্তর থাকিলে তাহা বিভজ্য-বচনীয় হয়। যেমন, 'যাহারা মরিয়াছে তাহারা জন্মাইবে কি না'? ইহার দুই উত্তর হয়, অতএব ইহা বিভজ্য-বচনীয় অর্থাৎ, এই প্রশ্নকে বিভাগ করিয়া উত্তর দিতে হয়। এই সংসার বা প্রাণীদের জন্মমৃত্যুপ্রবাহ শেষ হইবে কি না, ইহা বিভজ্য-বচনীয় প্রশ্ন, কারণ, ইহার দুই উত্তর—কুশলদের সংসার সমাপ্ত হইবে, অকুশলদের হইবে না। যদি প্রশ্ন হয়, সমস্ত জীব কুশল হইবে কি না, তবে ইহারও ঐরূপ উত্তর—যিনি বিষয়ে বিরক্ত হইবেন এবং বিবেকজ্ঞান সাধন করিবেন তিনিই কুশল হইবেন, অন্যে নহে। 'পৃথিবীর সমস্ত লোক গৌরবর্ণ হইবে কি না' ইহার উত্তর যেমন অনিশ্চিত এবং কেবলমাত্র ইহাই বক্তব্য যে, 'গৌরবর্ণের কারণ ঘটিলে তবে হইবে', উপরে উক্ত প্রশ্নের উত্তরও তদ্রূপ। যে সমস্ত লোক অসংখ্য পদার্থ সম্যক্ ধারণা করিতে না পারিয়া মনে করে সকলেই মুক্ত হইয়া গেলে বিশ্ব জীবশূন্য হইয়া যাইবে, এবং সেই আশঙ্কায় নানাপ্রকার কাল্পনিক মতে বিশ্বাস করাকে শ্রেয় মনে করে তাহাদের ইহা দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানসাধন ও বৈরাগ্য পুরুষেচ্ছার উপর নির্ভর করে; সমস্ত জীব সেইরূপ ইচ্ছা করিবে কি না, তাহা অনিশ্চিত। দুই চারিজন লোককে ক্লীব দেখিয়া যদি কেহ আশঙ্কা করে যে, ইহারা যে কারণে ক্লীব হইযাছে সেই কারণে পৃথিবীর সমস্ত প্রজা ক্লীব হইতে পারে ও তাহাতে পৃথিবী প্রজাশূন্য হইবে, তাহার শঙ্কা যেরূপ, বিশ্ব সংসারিপুরুষশূন্য হইবে এইরূপ শঙ্কাও তদ্রূপ। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "অতএব হি বিদ্বৎসু মুচ্যমানেষু সর্বদা। ব্রহ্মাণ্ডজীবলোকানামনন্তত্বাদশূন্যতা॥" (অনিরুদ্ধ ভট্ট বিরচিত বৃত্তি নাম্নী টীকায উদ্ধৃত)। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য পুরুষ মুক্ত হইলেও কখনও বদ্ধ পুরুষের অভাব হইবে না। বস্তুতঃও অনন্ত জীবনিবাস লোকসমূহে অসংখ্য পুরুষ প্রতিমুহূর্তে মুক্ত হইতেছেন।

অসংখ্য পদার্থের অঙ্কতত্ত্ব এইরূপ—অসংখ্য + অসংখ্য = অসংখ্য। অসংখ্য − অসংখ্য = অসংখ্য। অসংখ্য × অসংখ্য = অসংখ্য। অসংখ্য ÷ অসংখ্য = অসংখ্য।

কারণ, অসংখ্যের অধিক বা কম নাই। অতএব বিশ্ব সংসারিপুরুষশূন্য হইবার শঙ্কায় যাঁহারা পুনরাবৃত্তিহীন মোক্ষ স্বীকার করিতে সাহসী হন না, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

ভাষ্যম্। গুণাধিকারক্রমসমাপ্তৌ কৈবল্যমুক্তং তৎস্বরূপমবধার্যতে—

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতি-শক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥

কৃতভোগাপবর্গাণাং পুরুষার্থশূন্যানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ কার্যকারণাত্মনাং গুণানাং তৎ কৈবল্যম্। স্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুনর্বুদ্ধিসত্ত্বাঽনভিসম্বন্ধাৎ পুরুষস্য চিতিশক্তিরেব কেবলা, তস্যাঃ সদা তথৈবাবস্থানং কৈবল্যমিতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে যোগশাস্ত্রে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে কৈবল্যপাদশ্চতুর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ—গুণসকলের অধিকারসমাপ্তিতে কৈবল্য হয় বলা হইয়াছে, তাহার (কৈবল্যের) স্বরূপ অবধারিত হইতেছে—

৩৪। কৈবল্য পুরুষার্থশূন্য গুণসকলের প্রলয়, অথবা তাহা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ-চিতিশক্তি ॥ সু

আচরিত-ভোগাপবর্গ, পুরুষার্থশূন্য, কার্যকারণাত্মক (১) গুণসকলের যে প্রতিপ্রসব বা প্রলয় তাহাই কৈবল্য। অথবা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ চিতিশক্তি অর্থাৎ পুনরায় পুরুষের বুদ্ধিসত্ত্বাভিসম্বন্ধশূন্যত্বহেতু চিতিশক্তি কেবলা হইলে তাহার সর্বকাল সেইরূপে অবস্থানই কৈবল্য।

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের কৈবল্যপাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

যোগভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা। ৩৪। (১) কার্যকারণাত্মক গুণ = লিঙ্গশরীররূপে পরিণত যে মহদাদি প্রকৃতি ও বিকৃতি। যোগের দ্বারা স্বকীয় গ্রহণেরই প্রতিপ্রসব হয়, গ্রাহ্য বস্তুর হয় না। গুণাত্মক গ্রহণের পরিণামক্রমের সমাপ্তিরূপ প্রতিপ্রসব বা প্রলয়ই পুরুষের কৈবল্য। চিতিশক্তির দিক্ হইতে বলিলে—*কৈবল্য, স্বরূপপ্রতিষ্ঠ-চিতিশক্তির নিঃসঙ্গতা অর্থাৎ কেবল চিতিশক্তি থাকা বা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধশূন্য হওয়া*। প্রতিপ্রসব বা প্রলয় অর্থে পুনরুৎপত্তিহীন লয়। বুদ্ধি প্রলীন হইলে সদাই পুরুষ কেবলী থাকেন, তাহাই কৈবল্য।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনুভবগ্রাহ্য বিষয়সকল আমরা সাক্ষাৎ জানিয়া ভাষার দ্বারা চিন্তা করি। কিন্তু এমন বিষয় আছে যাহার ভাষা আছে কিন্তু বস্তু অথবা যথার্থ বিষয় নাই, যেমন—দিক্, কাল, অভাব, অনন্তত্ব ইত্যাদি। 'ব্যাপিত্ব', 'সত্তা', 'সংখ্যা' ইত্যাদিপ্রকার পদের অর্থও বাস্তব বিষয়মূলক নহে, কিন্তু ভাষামাত্রমূলক মনোভাব-বিশেষ। এইরূপ শব্দমূল অচিন্ত্য পদ বা পদমূলক ব্যবহার্য অবস্তু-বিষয়ক বৈকল্পিক জ্ঞানকে অভিকল্পনা বলে। ব্যবহার্য অভিকল্পনা যুক্তিযুক্তও হয়, অযুক্তও হয় অর্থাৎ বস্তু-বিষয়কও হয়, অবস্তু-বিষয়কও হয়। যুক্তিসিদ্ধ অচিন্ত্য বস্তু-বিষয়ক অভিকল্পনার দ্বারা পুরুষ-প্রকৃতি বুঝিতে হয়। শ্রুতিও বলেন, "হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তঃ" (কঠ), "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে" (কঠ)। 'অবাঙ্‌মনসগোচর' অর্থে মনের সাক্ষাৎ বিষয় না হওয়াতে সাধারণ বাক্যের দ্বারা যাহাকে অভিহিত করা যায় না। 'অদৃশ্য', 'অব্যবহার্য', 'অচিন্ত্য' ইত্যাদি নিষেধার্থক পদের দ্বারাই আমরা প্রধানতঃ পুরুষতত্ত্বকে বুঝি। তাহাকে 'আছে' বলিতে হয় এবং তাহা অনাত্মভাবশূন্য ও সাধারণ আমিত্বের মূল 'একাত্মপ্রত্যয়সার' (শ্রুতি) এইরূপ বলিতে হয়। ন্যায্য ভাষার দ্বারা

এইরূপ বুঝাই অভিকল্পনা। প্রথমে পুরুষতত্ত্বের এইরূপ অভিকল্পনা বা অভিমুখে কল্পনা করিয়া পরে তাহাও ত্যাগ করতঃ অর্থাৎ ক্রমশঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিয়া, যাহা থাকে তাহাই নির্গুণ পুরুষতত্ত্ব এবং তাহাই তাহার উপলব্ধি।

পুরুষের ও প্রকৃতির অভিকল্পনা করিতে হইলে এইরূপে করিতে হইবে—পুরুষ আমিত্বের চেতন মূল-স্বরূপ, তিনি বড় বা ছোট নহেন, অণু হইতে অণু বা পরিমাণহীন, নিজবোধরূপ বা যাহা নিজত্বের সম্পূর্ণতা সুতরাং সম্পূর্ণরূপে অবিভাজ্য, পৃথক্ বা অসংকীর্ণ ও এক-স্বরূপ। তিনি কোথায় আছেন তাহা কল্পনা করিতে গেলে বাহ্য জ্ঞেয়ত্ব আসিয়া পড়িবে ও পুরুষের অভিকল্পনা হইবে না। প্রকৃতিও পরিমাণবিষয়ে পুরুষের মত অণু হইতে অণু এবং তাহা সম্পূর্ণ দৃশ্য। স্থান (অমুকত্র স্থিতি) এবং মান-হীন হইলেও প্রকৃতি ত্রি অঙ্গ বলিয়া অসংখ্য পরিণামে পরিণত হওয়ার যোগ্য। প্রত্যেক পুরুষের উপদর্শন-সাপেক্ষ প্রকৃতি-পরিণাম প্রত্যেক পুরুষের কাছে অসংখ্য। প্রকৃতির প্রকাশ-স্বভাবের প্রাধান্যে 'আমি-মাত্র'-লক্ষণক মহৎ হয় এবং তাহা দেশাতীত হইলেও কালাতীত নহে, কারণ, তাহা অহংকারাদিতে পরিণত হইতেছে। 'আমি' জ্ঞান হইলেই তাহার স্থিতি-গুণের দ্বারা তাহা সংস্কাররূপে স্থিত হয়। অসংখ্য সংস্কার থাকাতে আমিত্বের অনাদিকালিক পরিমাণ জ্ঞান হয় এবং গ্রাহ্যের অভিমানে ক্ষুদ্র বা বিরাট্ পরিমাণের 'আমি'—এইরূপ দৈশিক পরিমাণ-জ্ঞান হয়। যাঁহারা এই দর্শন বুঝিতে চান, তাঁহারা 'পুরুষ প্রকৃতি কোথায় আছে', 'সর্বদেশ বা অল্পদেশ ব্যাপিয়া আছে', অথবা তাহাদের 'খানিক অংশ' ইত্যাদি চিন্তা যে সর্বথা ত্যাজ্য তাহা স্মরণ রাখিলে তবে বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিবেন। ('জ্ঞানযোগ' প্রকরণে 'পুরুষতত্ত্বের অভিকল্পনা' দ্রষ্টব্য)।

ইতি শ্রীমদ্-হরিহরানন্দ-আরণ্যকৃত যোগভাষ্যের ভাষা-টীকা সমাপ্ত।

চতুর্থ পাদ সমাপ্ত

শাশ্বতী

ওঁ নমঃ পরমর্ষয়ে

ভাস্বতী

(বৈযাসিক-পাতঞ্জল-যোগভাষ্য-টীকা)

মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণাচ্ছরণ্যং কৃপাপ্রতিষ্ঠাকৃতসৌম্যমূর্তিম্।
তথা প্রশান্তং মুদিতাপ্রতিষ্ঠং তং ভাষ্যকৃদ্ব্যাসমুনিং নমামি॥
অযোগিনাং দুরূহং যদ্ যোগিনামিষ্টকামধুক্।
মহোজ্জ্বলমণিস্তূপো যচ্ছ্রেয়ঃ সত্যসংবিদাম্॥
রত্নাকরঃ প্রবাদানাং ভাষ্যং ব্যাসবিনির্মিতম্।
শিষ্যাণাং সুখবোধার্থং টীকেয়ং তত্র ভাস্বতী॥
উপোদ্‌ঘাতপ্রধানেয়ং সংক্ষিপ্তা পদবোধিনী।
শঙ্কাবিকল্পহীনাঽস্তু মুদায়ৈ যোগিনাং সতাম্॥

প্রথমঃ পাদঃ

১। *ইহ খলু ভগবান্ হিরণ্যগর্ভো যোগস্যাদিমো বক্তা। স্মর্যতেঽত্র 'হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ' ইতি। হিরণ্যগর্ভোঽত্র পরমর্ষেঃ কপিলস্য সংজ্ঞাভেদঃ,

মৈত্রীভাবের দ্বারা অবসিক্ত-অন্তঃকরণহেতু যিনি সকলের শরণ্য, করুণাতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যিনি সৌম্যমূর্তি এবং মুদিতা-প্রতিষ্ঠ বলিয়া যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত, সেই যোগভাষ্যকার ব্যাসমুনিকে প্রণাম করি।

অযোগীদের নিকট যাহা দুরূহ কিন্তু যোগীদের নিকট যাহা ইষ্ট বস্তুর কামধেনু-স্বরূপ, যাহা শ্রেয়ঃ বা মোক্ষ-বিষয়ক সত্যজ্ঞানের মহোজ্জ্বল মণিস্তূপসদৃশ এবং উৎকৃষ্ট বাদসকলের বা যুক্তিপূর্ণ বিচারের রত্নাকর-স্বরূপ—সেই যোগভাষ্য ব্যাসের দ্বারা বিরচিত, শিক্ষার্থীদের সহজে বোধগম্য হইবার জন্য তাহার উপর এই ভাস্বতী নাম্নী টীকা রচিত হইল। ইহা প্রধানতঃ শাস্ত্রার্থের পরিবোধকারিণী ব্যাখ্যাযুক্ত, সংক্ষিপ্ত, পদসকলের অর্থ-বোধক এবং শঙ্কা ও বিকল্প (নানারূপ ব্যাখ্যা) বর্জিত। ইহা সজ্জন যোগীদের মুদিতাপ্রদ হউক।

১। এই সৃষ্টিতে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ যোগবিদ্যার আদি উপদেষ্টা। এ বিষয়ে স্মৃতি (যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য) যথা—"হিরণ্যগর্ভই যোগের আদি বক্তা, তদপেক্ষা পুরাতন উপদেষ্টা আর কেহ নাই"।

* পাঠকের সুখবোধার্থ 'ভাস্বতী'র পদসকল বহুস্থানে পৃথক্ পৃথক্ রাখা হইয়াছে।

যথোক্তং "বিদ্যাসহায়বন্তং মাম্ আদিত্যস্থং সমাহিতম্। কপিলং প্রাহুরাচার্য্যাঃ সাংখ্য-নিশ্চিতনিশ্চিতাঃ। হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ এষ চ্ছন্দসি সুষ্টুতঃ" ইতি। হিরণ্যম্ অত্যুজ্জ্বলং প্রকাশশীলং জ্ঞানং, তদেব গর্ভঃ অন্তঃসারো যস্য স হিরণ্যগর্ভঃ পূর্বসিদ্ধো বিশ্বাধীশঃ। ভগবতঃ কপিলস্যাপি ধর্মজ্ঞানাদীনাং সহজাতত্বাৎ স শ্রদ্ধাবদ্ভিঃ ঋষিভিঃ হিরণ্যগর্ভাখ্যয়া পূজিত ইতি তস্যাপি হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞা। ভগবতা কপিলেনৈব প্রবর্তিতৌ সাংখ্যযোগৌ। তত্র সাংখ্যে জ্ঞানযোগঃ পঞ্চবিংশতিস্তত্ত্বানি চ সম্যগ্ বিবৃতানি, যোগে চ তত্ত্বানামুপলব্ধ্যুপায়ঃ ক্রিয়াযোগশ্চ বিবৃতঃ। অত উক্তং "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ" ইতি। কালক্রমেণ বহুসংবাদাদিষু বর্তমানা যোগবিদ্যা দুরধিগমা বভূব। ততঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ পতঞ্জলির্যোগবিদ্যাং সূত্রোপনিবদ্ধাং কৃত্বা সুগমাং চকার। সূত্রলক্ষণং যথা "স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ" ইতি। এবংলক্ষণানি পাতঞ্জলযোগসূত্রাণি ভগবান্ ব্যাসো গম্ভীরোদারেণ সারপ্রবাদময়েন সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যেণ ব্যাচচক্ষে। উক্তঞ্চ "গঙ্গাদ্যাঃ সরিতো যদ্বদ্ অব্ধেরংশেষু সংস্থিতাঃ। সাংখ্যাদি-দর্শনান্যেবমস্যৈবাংশেষু কৃৎস্নশঃ" ইতি।

এস্থলে হিরণ্যগর্ভ পরমর্ষি কপিলেরই অন্য নাম, যথা উক্ত হইয়াছে—(মহাভারতে নারায়ণ বলিতেছেন) "সাংখ্যশাস্ত্রে নিশ্চিতমতি আচার্যেরা আমাকে বিদ্যাসহায়বান্ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানযুক্ত, আদিত্যস্থ বা হৃদয়স্থ জ্ঞানময় জ্যোতিতে নিবিষ্টচিত্ত ও সমাহিত কপিল বলিয়াছেন এবং তিনিই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ বলিয়া বেদে সম্যক্ স্তুত হইয়াছেন।" হিরণ্য বা স্বর্ণের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল অর্থাৎ প্রকাশশীল যে জ্ঞান, তাহা যাঁহার গর্ভ বা অন্তঃসার তিনিই হিরণ্যগর্ভ। তিনি পূর্বসৃষ্টিতে (সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ) সিদ্ধিলাভ করায় ইহ সৃষ্টিতে বিশ্বের অধীশ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ কপিলেরও ধর্মজ্ঞানাদি পূর্বার্জিতত্বহেতু ইহ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া (পূর্বজন্মীয় সিদ্ধির সাদৃশ্য থাকায়) শ্রদ্ধাবান্ ঋষিদের দ্বারা তিনিও হিরণ্যগর্ভ নামে পূজিত হইয়াছেন, তাই পরমর্ষি কপিলেরও এক নাম হিরণ্যগর্ভ। ভগবান্ কপিলের দ্বারাই সাংখ্য-যোগ প্রবর্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্যে জ্ঞানযোগের ও পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের সম্যক্ বিবরণ আছে এবং যোগশাস্ত্রে ঐ তত্ত্বসকলের উপলব্ধির উপায় ও ক্রিয়া-যোগ বিবৃত হইয়াছে। এইজন্য কথিত হয় "সাংখ্য ও যোগ পৃথক্—ইহা মূর্খেরাই বলে, পণ্ডিতেরা নহে" (গীতা)। কালক্রমে বহুব্যক্তির দ্বারা উপদিষ্ট ও নানা আখ্যায়িকায় নিবদ্ধ হওয়ায় যোগবিদ্যা (সাধারণের নিকট) দুর্জ্ঞেয় হইয়াছিল। তজ্জন্য পরম কারুণিক ভগবান্ পতঞ্জলি যোগবিদ্যাকে সূত্রে নিবদ্ধ করিয়া সুগম করিয়াছেন। সূত্রের লক্ষণ যথা—"যাহা অল্পাক্ষরযুক্ত, সন্দেহবর্জিত, সারকথাযুক্ত, সর্বদিক্ হইতে বুঝাইতে সমর্থ, নিরর্থক-শব্দহীন এবং নির্দোষ—তাহাকে সূত্রবিদেরা সূত্র বলেন"। এইরূপ লক্ষণযুক্ত পাতঞ্জল যোগসূত্রসকল ভগবান্ ব্যাস গম্ভীর বা তলস্পর্শিব্যাখ্যাযুক্ত, উদার, সার ও প্রকৃষ্ট যুক্তিময় সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত হইয়াছে যথা—"গঙ্গাদি নদীসকল যেমন সমুদ্রেরই অংশরূপে সংস্থিত তদ্বৎ সাংখ্যাদি সমস্ত দর্শন ইহারই অংশে সংস্থিত অর্থাৎ এই ব্যাসভাষ্যকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের প্রতিষ্ঠা"। (যোগবার্তিক)।

তত্র প্রাবিবক্ষিতস্য যোগশাস্ত্রস্য প্রথমং সূত্রম্ "অথ যোগানুশাসনম্" ইতি। শিষ্টস্য শাসনম্ অনুশাসনম্। অথেতি শব্দঃ অধিকারার্থঃ—আরম্ভণার্থঃ। যোগানুশাসনং নাম যোগশাস্ত্রং তদ্দ্বারা যোগোঽধীত্যর্থঃ অধিকৃতম্ আবদ্ধমিতি বেদিতব্যম্। যোগঃ সমাধিঃ। ন চ সংযোগাদ্যর্থকোঽয়ং যোগঃ। যুজ্ সমাধৌ ইতি শাব্দিকাঃ। তেষাঞ্চ সমাধিঃ চিত্তসমাধানার্থকঃ, ন চ তদেবার্থমাত্রাদিসূত্রলক্ষিতঃ পারিভাষিকঃ সমাধিঃ। সম্যগ্ আধানমেব শাব্দিকানাং সমাধানম্। এতদ্‌যুজ্‌ধাতুনিষ্পন্নোঽয়ং যোগ-শব্দঃ। স চ যোগঃ—সমাধানম্, সার্বভৌমঃ—বক্ষ্যমাণক্ষিপ্তাদিসর্বভূমিসাধারণশ্চিত্তধর্মঃ।

ক্ষিপ্তমিতি। চিত্তভূময়ঃ—চিত্তস্য সহজা অবস্থাঃ। সংস্কারবশাদ্ যস্যামবস্থায়াং চিত্তং প্রায়শঃ সন্তিষ্ঠতে সা এব চিত্তভূমিঃ। পঞ্চবিধাশ্চিত্তভূময়ঃ ক্ষিপ্তা মূঢা বিক্ষিপ্তা একাগ্রা নিরুদ্ধা চেতি। ক্ষিপ্তং চিত্তং ক্ষিপ্তা ভূমিঃ, তথা মূঢাদয়ঃ। তত্র যদা সংস্কার-প্রত্যয়ধর্মকং চিত্তং তত্ত্বসমাধানচিকীর্ষাহীনং সদৈবাস্থিরং ভ্রমতি তদাস্য ক্ষিপ্তা ভূমিঃ। তাদৃশস্য অপিচ প্রবলরাগাদিমোহবশস্য চিত্তস্য যা মূঢাবস্থা সা মূঢা ভূমিঃ। ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টং বিক্ষিপ্তভূমিকং চিত্তম্। তত্র কাদাচিৎকং চিত্তসমাধানং সমাধানচিকীর্ষা চ তত্ত্বজ্ঞান-সমাধানঞ্চ দৃশ্যতে। অভীষ্টবিষয়ে সদৈব স্থিতিশীলা চিত্তাবস্থা একাগ্রভূমিঃ। সর্ববৃত্তি-নিরোধপ্রায়া চিত্তাবস্থা নিরুদ্ধভূমিঃ। চিত্তসমাধানমেব যোগঃ, তস্য সার্বভৌমত্বাৎ

আবদ্ধ বা প্রারব্ধীকৃত সেই যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্র—"অথ যোগানুশাসনম্"। উপদিষ্ট বিষয়ের পুনরায় শাসন বা উপদেশ করার নাম অনুশাসন। 'অথ' এই শব্দ অধিকারার্থ বা আরম্ভার্থ। যোগানুশাসন নামক যোগশাস্ত্র, সুতরাং যোগও ইহার দ্বারা অধিকৃত বা আবদ্ধ হইল, ইহা বুঝিতে হইবে। যোগশব্দের অর্থ সমাধি, ইহা সংযোগাদি-অর্থক নহে। 'যুজ্' ধাতুর অর্থ সমাধি ইহা ব্যাকরণবিদেরা বলেন। তন্মতে সমাধি অর্থে যে-কোন বিষয়ে চিত্তের সমাধান বা স্থিরতা, তাহা "তদেবার্থ মাত্র " (৩য় পাদ, ৩য় সূত্র) এই যোগসূত্রে লক্ষিত পারিভাষিক সমাধি নহে। ব্যাকরণবিৎদের মতে সম্যক্ আধান বা স্থিরতামাত্রই চিত্তের সমাধান। এইরূপ অর্থযুক্ত যুজ্ ধাতুর দ্বারা এই 'যোগ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই যোগ বা চিত্তসমাধান সার্বভৌম, অর্থাৎ পরে কথিত ক্ষিপ্তাদি সর্ব চিত্তভূমিতেই সম্ভব, এইরূপ চিত্তধর্ম।

চিত্তভূমি অর্থে চিত্তের সহজ বা স্বাভাবিকের মত অবস্থা। পূর্বসঞ্চিত সংস্কারবশে (সহজতঃ) যে অবস্থায় চিত্ত অধিকাংশ সময় অবস্থিতি করে তাহাই চিত্তভূমি। চিত্তের ভূমি পঞ্চবিধ, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। যে-চিত্ত ক্ষিপ্ত বা স্বভাবতঃ অত্যন্ত অস্থির তাহাই ক্ষিপ্তভূমি, মূঢ আদি চিত্তভূমিসকলও তদ্রূপ অর্থাৎ যে-চিত্ত বাহ্য বিষয়ে স্বভাবতঃ অত্যন্ত মুগ্ধ তাহা মূঢভূমি, ইত্যাদি। তন্মধ্যে যখন সংস্কার-প্রত্যয়-ধর্মক চিত্ত, তত্ত্ব-বিষয়ক ধ্যান করিবার চেষ্টাবর্জিত হইয়া সর্বদা অস্থির হইয়া বিচরণ করে, তখন তাহার চিত্ত ক্ষিপ্তভূমিক। তাদৃশ এবং প্রবল রাগাদি মোহের বশীভূত চিত্তের যে মুগ্ধ অবস্থা তাহা মূঢভূমি। ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট বা সামান্য উৎকর্ষযুক্ত চিত্ত বিক্ষিপ্তভূমিক। তাহাতে কখন কখন চিত্তের স্থৈর্য, চিত্তকে স্থির করিবার জন্য চেষ্টা এবং

পঞ্চস্বপি ভূমিষু যোগসম্ভবঃ স্যাৎ। তত্র প্রবললোভমোহাদিবশাৎ কদাচিৎ ক্ষিপ্ত-মূঢয়োর্ভূম্যোঃ কিয়চ্চিত্তসমাধানং ভবতি ন চ তৎ কৈবল্যায় ভবতি, যথা জয়দ্রথস্য প্রবলদ্বেষাধীনস্য। যস্তু বিক্ষিপ্তে—বিক্ষিপ্তভূমিষ্ঠে চেতসি জাতঃ সমাধিরপি বিক্ষেপেণ উপসর্জনীভূতঃ পরমার্থসিদ্ধয়ে অপ্রধানীভূতঃ যতঃ গৌণভাবেন উদিত্বরসংস্কাররূপেণ তত্র অনষ্টো বিক্ষেপসংস্কারঃ স্থিতঃ অতস্তাদৃশস্য চিত্তস্য বিক্ষিপ্তভূমিকস্য সমাধি ন সম্যগ্ যোগপক্ষে—কৈবল্যপক্ষে বর্ততে। বিক্ষিপ্তভূমিকস্য সমাধানং সবিপ্লবং ততশ্চ তাদৃশঃ সাধকো যদা বিক্ষেপাভিভূতো ভবতি তদা প্রমত্তস্তত্ত্বজ্ঞানহীনঃ পৃথগ্‌জন ইবাচরতি।

যস্ত্বিতি। একাগ্রভূমিকে চেতসি জাতঃ সমাধিঃ সদ্ভূতমর্থং—পারমার্থিকং তত্ত্বং প্রদ্যোতয়তি—প্রখ্যাপয়তি, যৎপ্রজ্ঞয়া পারমার্থিকহানোপাদানবিষয়ে অব্যর্থাধ্যবসায়ো জায়ত ইত্যর্থঃ। তথা চ ক্ষিণোতি ক্লেশান্—তত্ত্বজ্ঞানস্য চেতসি উপস্থানাদবিদ্যাদীন্ ক্লেশান্ স যোগঃ ক্রমশো বন্ধ্যপ্রসবান্ করোতি; ক্লেশমূলানাং চ কর্মণাং নিবর্ত্যমানত্বাৎ

তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানে চিত্তসমাধানও দেখা যায়। অভীষ্ট বিষয়ে (স্বেচ্ছায) সদা স্থিতিশীল যে চিত্তাবস্থা তাহাই একাগ্রভূমি। যে চিত্তাবস্থায সর্ববৃত্তির নিরোধের প্রাধান্য অর্থাৎ যে অবস্থায অভীষ্টমত সর্ববৃত্তির রোধ করা যায তাহাকে নিরুদ্ধভূমি বলা যায। চিত্তকে সমাহিত করাই যোগ, তাহা সর্বভূমিতে (সাততিক না হইলেও সাময়িক) সম্ভব বলিযা উক্ত পঞ্চভূমিতেই যোগ হইতে পাবে। তন্মধ্যে, প্রবল লোভ বা মোহ-বশতঃ কদাচিৎ ক্ষিপ্ত এবং মূঢ় ভূমিতেও কিছুকালের জন্য চিত্ত স্থির হইতে পাবে, যেমন প্রবল দ্বেষাধীন হইযা জযদ্রথের হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কৈবল্যপ্রাপক নহে। যাহা বিক্ষিপ্তে অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তে জাত যে সমাধি তাহা বিক্ষেপের দ্বারা উপসর্জনীভূত বা পরমার্থসাধনে অপ্রধানীভূত যেহেতু তথায গৌণভাবে বা উদয়শীলরূপে বিক্ষেপসংস্কারসকল অবস্থিত সুতরাং তাদৃশ বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তের যে সমাধি তাহাও যথার্থ যোগপক্ষে অর্থাৎ কৈবল্যপক্ষে বর্তায় না বা মুখ্যতঃ কৈবল্য সাধিত করে না। কারণ, বিক্ষিপ্তভূমিতে চিত্তের যে স্থিরতা হয তাহাও সবিপ্লব বা ভঙ্গশীল (কারণ, সুপ্তভাবে স্থিত বিক্ষেপসংস্কারসকল পুনঃ ব্যক্ত হয), তজ্জন্য তাদৃশ সাধক যখন পুনঃ বিক্ষেপের দ্বারা অভিভূত হন তখন প্রমাদযুক্ত, তত্ত্বজ্ঞানহীন সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করেন।

একাগ্রভূমিক চিত্তে জাত সমাধি সদ্ভূত বিষয়কে অর্থাৎ পারমার্থিক তত্ত্বকে (পরমার্থ-বিষয়ক ও সৎ-স্বরূপ অনুভবযোগ্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে) প্রদ্যোতিত বা খ্যাপিত করে, যে প্রজ্ঞার ফলে পরমার্থ-দৃষ্টিতে যাহা হেয় এবং উপাদেয় বলিয়া গণিত হয তাহাতে অব্যর্থ অধ্যবসায বা হানোপাদানচেষ্টা উৎপাদিত হয (তখন যাহা হেয বলিযা জ্ঞাত হয তাহা আর গৃহীত হয না এবং যাহা উপাদেযরূপে বিজ্ঞাত হয তাহাও পুনঃ পরিত্যক্ত হয না)। কিঞ্চ তাহা ক্লেশসকলকে ক্ষীণ করে, কারণ, তত্ত্ব-বিষযক জ্ঞান সর্বদা চিত্তে উপস্থিত থাকায (একাগ্রভূমিক বলিযা) সেই যোগ অবিদ্যাদি ক্লেশ (সংস্কার)-সকলকে তদনুরূপ বৃত্তি-উৎপাদনে শক্তিহীন করে। পুনশ্চ ক্লেশমূলক কর্মসকল নিবৃত্ত হওযাতে তাহা কর্মবন্ধনকে শিথিল করে, তদ্ব্যতীত নিরোধকে, অর্থাৎ চিত্তের সর্ববৃত্তিহীন যে অবস্থা

কর্মবন্ধনং শ্লথযতি, কিঞ্চ নিরোধং—সর্ববৃত্তিহীনতামভিমুখং করোতি। এষ সম্প্রজ্ঞাতো যোগঃ। একাগ্রভূমিকস্য চেতসস্তত্ত্ববিষযিণী প্রজ্ঞা সম্প্রজ্ঞানম্। তদা গ্রহীতৃগ্রহণ-গ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা ভবতি, তাদৃশসম্প্রজ্ঞানবান্ যোগঃ সম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। স ইতি। বক্ষ্যমাণলক্ষণকো বিতর্কাদিপদার্থানুগতঃ সম্প্রজ্ঞাত ইত্যুপবিষ্টাৎ প্রবেদযিষ্যামঃ—বক্ষ্যামঃ। সর্বেতি। সম্প্রজ্ঞাতসিদ্ধৌ সম্প্রজ্ঞানস্যাপি নিরোধে যঃ সর্ববৃত্তিনিরোধঃ স হ্যসম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইতি।

২। তস্যেতি। অভিধিৎসযা—অভিধানেচ্ছযা। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি যোগলক্ষণম্ অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্তিদোষহীনং ন্যায্যমনবদ্যং প্রস্ফুটঞ্চ। সর্বেতি। সর্বশব্দা-গ্রহণাৎ—সর্বচিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগ ইত্যকথনাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি উক্তযোগলক্ষণান্তর্গতো ভবতি। সম্প্রজ্ঞাতে যোগে তত্ত্বজ্ঞানরূপা বৃত্তির্ন নিরুদ্ধা ভবেৎ তদন্যাশ্চ নিরুদ্ধা ভবন্তীতি। চিত্তমিতি। প্রখ্যা—প্রকাশস্বভাবাঃ প্রকাশাধিকাঃ সর্বে বোধাঃ, সা চ সত্ত্বগুণস্য লিঙ্গম্। প্রবৃত্তিঃ—ইচ্ছাদযঃ সর্বাশ্চেষ্টাঃ, সা চ ক্রিযাশীলস্য রজসো লিঙ্গম্। স্থিতিঃ—আবৃতস্বরূপাঃ সর্বে সংস্কারাঃ, সা হি স্থিতিশীলস্য তমসঃ স্বালক্ষণ্যম্। চিত্ত এতেষাং ত্রিবিধগুণধর্মাণাং লাভাচ্চিত্তং ত্রিগুণম্।

প্রখ্যেতি। প্রখ্যারূপং চিত্তসত্ত্বং—চিত্তরূপেণ পরিণতং সত্ত্বং, যদা রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং—সম্প্রযুক্তং বিক্ষেপমোহবহুলমিত্যর্থঃ ভবতি, তদা তচ্চিত্তমৈশ্বর্যবিষযপ্রিযম্—

তাহাকেও, অভিমুখ করে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা একাগ্রভূমিক চিত্তের তত্ত্ববিষয়িণী প্রজ্ঞারূপ সম্প্রজ্ঞান। তখন, গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যরূপ তত্ত্ববিষয়ে চিত্তের তৎস্থ-তদঞ্জনতা অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয়ে অবস্থিতিপূর্বক তদাকারতাপ্রাপ্তি বা ধ্যেয় বিষয়ের দ্বারা চিত্তের পরিপূর্ণতা হয় (১।৪১ দ্রষ্টব্য)। তাদৃশ প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞানযুক্ত যোগই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। বক্ষ্যমাণ লক্ষণযুক্ত বিতর্কাদিপদার্থের অনুগত যোগই সম্প্রজ্ঞাত। এ বিষয় পরে প্রবেদন করিব বা বলিব (১।১৭)। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হইলে তৎপরে সেই সম্প্রজ্ঞানেরও নিরোধপূর্বক যে সর্ববৃত্তির নিরোধ হয় তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ।

২। অভিধিৎসার জন্য বা বুঝাইবার ইচ্ছায়। চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ—যোগের এই লক্ষণ অব্যাপ্তি বা অসম্পূর্ণতা ও অতিব্যাপ্তি বা যথার্থ লক্ষণকে অতিক্রম করা—এই উভয় প্রকার দোষবর্জিত, ন্যায়সঙ্গত, অদোষ এবং প্রস্ফুট। 'সর্ব' শব্দ ব্যবহার না করায় অর্থাৎ 'যোগ সর্বচিত্ত-বৃত্তির নিরোধ' ইহা না বলায়, সম্প্রজ্ঞাতও উক্ত যোগ-লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (সর্ববৃত্তির নিরোধ বলিলে কেবল অসম্প্রজ্ঞাতই বুঝাইত)। সম্প্রজ্ঞাত যোগে তত্ত্বজ্ঞানরূপ (কোনও এক অভীষ্ট) বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য বৃত্তিসকল নিরুদ্ধ হয়। প্রখ্যা অর্থে প্রকাশ-স্বভাবক বা প্রকাশাধিক্যযুক্ত সমস্ত বোধ, তাহা সত্ত্বগুণের চিহ্ন। প্রবৃত্তি অর্থে ইচ্ছাদি সমস্ত চেষ্টা, তাহা ক্রিয়া-স্বভাব রজোগুণের চিহ্ন। স্থিতি অর্থে প্রকাশের বিপরীত আবরণ-স্বরূপ সমস্ত সংস্কার, তাহা স্থিতিশীল তমোগুণের নিজস্ব লক্ষণ। চিত্তে এই ত্রিবিধ গুণস্বভাব পাওয়া যায় বলিয়া চিত্ত ত্রিগুণাত্মক।

ঐশ্বর্যং—লৌকিকী প্রভুতা তচ্চ শব্দাদিবিষয়শ্চ প্রিয়ো যস্য তাদৃশং ভবতি। 'তদিতি'। চিত্তসত্ত্বং যদা তমসানুবিদ্ধং—তামসকর্মসংস্কারাভিভূতং ভবতি তদা অধর্মাদীনাম্ উপগম্—উপগতম্ অধর্মাদীনাং সংস্কারবিপাকবদিত্যর্থঃ ভবতি। তদেব চিত্তসত্ত্বং যদা প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্বতঃ প্রদ্যোতমানং—সম্প্রজ্ঞাতবদিত্যর্থঃ, তথা চ রজোমাত্রয়া—রজসো মাত্রা কার্যকরং পরিমাণং তয়ানুবিদ্ধং চিত্তসত্ত্বং ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যোপগং ভবতি। ধর্মঃ—অহিংসাদিঃ, জ্ঞানং—যোগজা প্রজ্ঞা, বৈরাগ্যং—বশীকারাখ্যম্, ঐশ্বর্যং—বিভূতিঃ, এতদ্ধর্মকং ভবতি চিত্তম্। তদেব চিত্তসত্ত্বং রজোলেশমলাপেতং—রজোলেশ-কৃতান্ মলাদ্—বিক্ষেপরূপাদ্ অপেতং—নির্মুক্তম্। ন হি ত্রিগুণং চিত্তং কদাপি রজো-গুণহীনং ভবতি, তস্মান্মলস্যৈবাপগমনং বিবক্ষিতং ন রজস ইতি। রজস্তু তদা সদৃশ-প্রবাহরূপং বিবেকখ্যাতিগতবিকারং জনয়তি ন চ তদন্যাং বিষয়খ্যাতিমুৎপাদ্য সত্ত্বস্য বিকারং মালিন্যঞ্চ সংঘটয়তীতি বিবেচ্যম্।

স্বরূপপ্রতিষ্ঠং—সত্ত্বমাত্রপ্রতিষ্ঠম্। সত্ত্বস্য উৎকর্ষ কাষ্ঠৈব বিবেকখ্যাতিঃ, তন্মাত্র-প্রতিষ্ঠত্বাদ্ রজোমালিন্যহীনত্বাচ্চ সত্ত্বং স্বরূপপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ। এবং বুদ্ধিসত্ত্বপুরুষান্যতা-

প্রখ্যারূপ চিত্তসত্ত্ব বা চিত্তরূপে পরিণত সত্ত্বগুণ (চিত্তের সাত্ত্বিকাংশ) যখন রজস্তমর সহিত সংসৃষ্ট বা সংযুক্ত থাকে অর্থাৎ বহু বিক্ষেপ (রজ) ও মোহ (তম)-যুক্ত হয়, তখন সেই চিত্ত ঐশ্বর্য অর্থাৎ লৌকিক প্রভুত্ব এবং শব্দাদি বিষয় যাহার প্রিয়, তাদৃশ স্বভাবযুক্ত হয়। চিত্তসত্ত্ব যখন তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ অর্থাৎ তামস কর্মের সংস্কারের দ্বারা অভিভূত থাকে তখন অধর্মাদিতে উপগত বা তদনুসরণশীল হয় অর্থাৎ অধর্মাদি সংস্কারসকলের বিপাক বা বলযুক্ত হয়। সেই চিত্তসত্ত্বের যখন মোহরূপ আবরণ প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ হয় তখন তাহা সর্বতঃ বা সর্বপ্রকারে, প্রদ্যোতমান অর্থাৎ (আমি) সম্প্রজ্ঞানযুক্ত এইরূপ খ্যাতিমান্ হয়, আর রজোমাত্রার দ্বারা অর্থাৎ রজোগুণের যে মাত্রা বা কার্যকর পরিমাণ (ধর্মজ্ঞানাদি খ্যাপিত করার জন্য যাবন্মাত্র রজোগুণের আবশ্যক তাবন্মাত্র) তদ্দ্বারা অনুবিদ্ধ চিত্তসত্ত্ব ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যরূপ বিষয়ে উপগত হয়। ধর্ম অর্থে অহিংসাদি বা যম-নিয়ম-দয়া-দান এই দ্বাদশ, জ্ঞান অর্থে যোগজ প্রজ্ঞা, বৈরাগ্য অর্থে বশীকার বৈরাগ্য (১।১৫ সূত্র), ঐশ্বর্য অর্থে যোগজ বিভূতি—চিত্ত তখন এই সকল গুণসম্পন্ন হয়। সেই চিত্তসত্ত্ব যখন রজোগুণের লেশমাত্র মলশূন্য হয়, অর্থাৎ লেশমাত্র অবশিষ্ট রজোগুণের যে মল বা বিক্ষেপরূপ চাঞ্চল্য তাহা হইতে অপেত বা নির্মুক্ত হয়, যদিও ত্রিগুণাত্মক চিত্ত কখনও সম্পূর্ণ রজোগুণহীন হইতে পারে না, তজ্জন্য রজোগুণের মলের অপগমের কথাই বলা হইয়াছে, রজোগুণের নহে—তখন চিত্তস্থ রজোগুণ সদৃশ-বৃত্তির প্রবাহরূপ বিবেকখ্যাতিগত বিকারমাত্র (একাকার বিবেকপ্রত্যয়ের ধারা) উৎপন্ন করে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের খ্যাতি উৎপন্ন করিয়া সত্ত্বের বিকার এবং মালিন্য ঘটায় না ইহা বিবেচ্য।

স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ অর্থে সত্ত্বমাত্রে প্রতিষ্ঠ, বুদ্ধিসত্ত্বের উৎকর্ষের কাষ্ঠা বা সীমা বিবেকখ্যাতি, তাবন্মাত্রে প্রতিষ্ঠিতত্বহেতু এবং রজোগুণের মালিন্যবর্জিত হয় বলিয়া বুদ্ধিস্থ সত্ত্বকে তদবস্থায় স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ বলা

খ্যাতিমাত্রং চিত্তসত্ত্বং ধর্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি। তৎ পরং প্রসংখ্যানমিত্যাখ্যায়তে যোগিভিঃ। বিবেকজসিদ্ধিস্তু অপরং প্রসংখ্যানম্। বুদ্ধিপুরুষয়োর্বিবেকস্য স্বরূপমাহ চিতীতি। চিতিশক্তিঃ—পৌরুষচৈতন্যম্, অপরিণামিনী—সর্ববিকারহীনা, অপ্রতি-সংক্রমা—কার্যজননায় প্রতিসঞ্চারহীনা, দর্শিতবিষয়া—দর্শিতঃ সদা জ্ঞাতো বুদ্ধিরূপঃ প্রকাশ্যবিষযো যয়া সা, শুদ্ধা—গুণ-মলরহিতা, অনন্তা—অন্তবত্ত্বারোপণাযোগ্যা চ। ইয়ং বিবেকখ্যাতিঃ সত্ত্বগুণাত্মিকা—সত্ত্বং প্রকাশশীলং তচ্চ চিত্তঃ অবভাসোপগ্রহণ-যোগ্যং ন তু স্বপ্রকাশং, তদ্রূপা বিবেকখ্যাতিঃ পরিণামিনী জড়া চেতি অতশ্চিতো বিপরীতা হেয়া ইতি। পরেণ বৈরাগ্যেণ তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি চিত্তম্। তদবস্থং হি চিত্তং সংস্কারোপগং—সংস্কারমাত্রশেষং প্রত্যয়হীনং ভবতি। সোপপ্লবে তু নিরোধে ব্যুত্থানসংস্কারাস্তিষ্ঠন্তি তত এব নিরোধভঙ্গঃ। তস্মাদ্ নিরোধাবস্থাযাং প্রত্যয়হীনত্বেঽপি চেতঃ সংস্কারমাত্রেণাবতিষ্ঠতে। কৈবল্যে তু সর্বসংস্কারাণাং প্রবিলয়ঃ। তদা চিত্তং স্বকারণে প্রধানে বিলীয়তে ন চ পুনরাবর্ততে। সম্প্রজ্ঞানং লব্ধ্বা তদপি নিরুধ্য যদা প্রত্যয়হীনা নিরুদ্ধাবস্থা অধিগম্যতে তদা সোঽসম্প্রজ্ঞাতযোগ ইতি। ধ্যেয়বিষয়রূপস্য বীজস্যাভাবান্নিরোধঃ সমাধির্নির্বীজ ইত্যুচ্যতে।

হয়। এইরূপে বুদ্ধিসত্ত্বের এবং পুরুষের ভিন্নতা-খ্যাতি-মাত্রে প্রতিষ্ঠ চিত্তসত্ত্ব ধর্মমেঘধ্যানে উপগত বা পরিণত হয়, তাহাকে যোগীরা পরম প্রসংখ্যান বলেন, বিবেকজ সিদ্ধিকে অপর প্রসংখ্যান বলেন। বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতার স্বরূপ বলিতেছেন। চিতিশক্তি অর্থে পৌরুষচৈতন্য, তাহা অপরিণামিনী বা সর্বপ্রকার বিকারশূন্য, অপ্রতিসংক্রমা বা কার্যজননের জন্য অন্যত্র প্রতিসঞ্চারহীন, দর্শিত-বিষয়া অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ প্রকাশ্য বিষয় তাঁহার দ্বারা দর্শিত বা সদাজ্ঞাত হয়, শুদ্ধা বা ত্রিগুণ-মল-রহিত এবং অনন্তা অর্থাৎ অন্তত্ব-ধর্ম তাঁহাতে আরোপণ করা যায় না। আর এই বিবেকখ্যাতি সত্ত্বগুণাত্মিকা। সত্ত্ব অর্থে প্রকাশশীলভাব, তাহা চিৎশক্তির অবভাসগ্রহণের অর্থাৎ তদ্দ্বারা চেতনের মত হইবার উপযোগী কিন্তু স্বপ্রকাশ নহে, এতদ্রূপ যে বিবেকখ্যাতি তাহাও পরিণামী এবং জড় বা দৃশ্য, তজ্জন্য তাহা চিতির বিপরীত এবং হেয়। পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত সেই বিবেকখ্যাতিকেও নিরুদ্ধ করে। তদবস্থ অর্থাৎ নিরুদ্ধাবস্থায়, চিত্ত সংস্কারোপগ অর্থাৎ যাহাতে সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট আছে ও প্রত্যয়হীন হয়। সবিপ্লব বা ভঙ্গশীল যে নিরোধ সমাধি তাহাতে প্রত্যয়ের উত্থানরূপ ব্যুত্থান-সংস্কারসকল বর্তমান থাকে, তাহা হইতেই নিরোধের ভঙ্গ হয়। তজ্জন্য নিরোধাবস্থায় প্রত্যয়হীন হইলেও চিত্ত সংস্কারমাত্ররূপে অবস্থিত থাকে। কৈবল্যাবস্থায় সমস্ত সংস্কারেরও সর্বকালীন লয় হয়। (লয় অর্থে স্বকারণে লীন হইয়া থাকা, অত্যন্ত নাশ নহে। কোনও ভাবপদার্থের সম্পূর্ণ নাশ সম্ভব নহে)। তখন চিত্ত স্বকারণ প্রধানে বা প্রকৃতিতে লীন হয়, আর পুনরাবর্তন করে না। সম্প্রজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাও রোধ করিলে যে প্রত্যয়হীন নিরুদ্ধ অবস্থা অধিগত হয় তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। ধ্যেয় আলম্বনরূপ বীজের তথায় অভাব হয় বলিয়া নিরোধ সমাধিকে নির্বীজ বলে।

৩। তদিতি সূত্রমবতারয়িতুং পৃচ্ছতি। তদবস্থে—সর্ববৃত্তিনিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ চেতসি সতি বিষয়াভাবাৎ—পুরুষবিষয়রূপাত্মবুদ্ধেরপ্যভাবাদ্ বুদ্ধিবোধাত্মা—আত্মবুদ্ধের্বোদ্ধেত্যর্থঃ, পুরুষঃ কিংস্বভাবঃ ? উত্তরং তদেতি সূত্রম্। তদা নির্বীজসমাধৌ চিতিশক্তিঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা—ঔপচারিকবৈরূপ্যহীনা ভবতি যথা কৈবল্যে—চিত্তস্য পুনরুত্থানহীনলয়ে। নির্বিকারায়াশ্চিতিশক্তেঃ কথং পুনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠেত্যাহ। ব্যুত্থিতে চিত্তে সতি স্বরূপপ্রতিষ্ঠাপি চিতির্ন তথেতি প্রতীয়তে।

৪। কথং চিতিশক্তিঃ স্বরূপাপ্রতিষ্ঠেব প্রতিভাসতে, দর্শিতবিষয়ত্বাদ্ বৃত্তিসারূপ্যমিতবত্র। পুরুষবিষয়া বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ পৌরুষপ্রকাশেন প্রকাশিতা ভবন্তি। এবং দর্শিতবিষয়ত্বাৎ পুরুষো বৃত্তিসরূপ ইব প্রতীয়তে। ব্যুত্থান ইতি। ব্যুত্থানে—অনিরুদ্ধচিত্ততায়াং যা বৃত্তয়স্তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ—তাভির্বৃত্তিভিঃ সহ অবিশিষ্টা—একবৎ প্রতীয়মানা বৃত্তিঃ—সত্তা যস্য তাদৃশো ভবতি পুরুষঃ। অত্রেদং পঞ্চশিখাচার্যসূত্রম্। একমেবদর্শনং—চৈতন্যম্, খ্যাতিঃ বুদ্ধিরেব দর্শনমিতি। চিদ্রূপং পুরুষোপদর্শনং তথা বুদ্ধিরূপা খ্যাতিশ্চ একমবিভাগাপন্নং বস্তু ইব প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ।

৩। সূত্রের অবতারণা করিবার জন্য প্রশ্ন তুলিতেছেন। তদবস্থায় অর্থাৎ চিত্তের সর্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, বিষয়ের অভাবহেতু অর্থাৎ পুরুষ-বিষয়া আমিত্ব-বুদ্ধিরও অভাবে, বুদ্ধিবোধাত্মা বা আমিত্ব-বুদ্ধির বিজ্ঞাতা যে পুরুষ, তাঁহার স্বভাব কিরূপ অর্থাৎ তিনি কি অবস্থায় থাকেন ? ইহার উত্তর এই সূত্রে বলা হইতেছে। তখন অর্থাৎ সেই নির্বীজ-সমাধিতে চিতিশক্তি স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হন—সুতরাং ব্যুত্থিত অবস্থায় তাঁহাতে যে বৈরূপ্য বা বিকার আরোপিত হয় তদ্বর্জিত হন—যেমন কৈবল্যাবস্থায় বা চিত্তের পুনরুত্থানহীন (শাশ্বতিক) লয় হইলে হয়। (সদা) নির্বিকার চিতিশক্তির আবার পুনঃ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা কিরূপে বক্তব্য হয় ? তাই বলিতেছেন যে, চিত্তের ব্যুত্থিত অবস্থায় চিতি স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ থাকিলেও (চিত্তবৃত্তির সহিত তাঁহার সারূপ্য মনে হয় বলিয়া) তিনি তদ্রূপ নহেন—এইরূপই প্রতীতি হয় (কিন্তু চিত্ত লয় হইলে আর তদ্রূপ প্রতীতির অবকাশ থাকে না তাই তখন চিতিকে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ বলা হয়)।

৪। চিতিশক্তি কেন স্বরূপে অপ্রতিষ্ঠের ন্যায় প্রতিভাসিত হন ? তাহার উত্তর যথা—দর্শিত-বিষয়ত্বহেতু (ব্যুত্থিত অবস্থায়) চিত্তবৃত্তির সহিত দ্রষ্টার একরূপতা-প্রতীতি হয়। পুরুষবিষয়া—অর্থাৎ পুরুষাকারা 'আমি জ্ঞাতা' ইত্যাত্মক (দ্রষ্টার জ্ঞাতৃত্ব এবং বুদ্ধির আমিত্ব, পুরুষাকারা বুদ্ধিতে তদুভয়ের একাকারতা হওয়ায় তাহার লক্ষণ 'আমি জ্ঞাতা') বুদ্ধিবৃত্তিসকল পুরুষের প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হওয়াই দর্শিত-বিষয়ত্ব, তাহার ফলে ব্যুত্থানকালে দ্রষ্টা বুদ্ধিবৃত্তির সদৃশ বলিয়া প্রতীত হন। ব্যুত্থানে অর্থাৎ চিত্ত যখন অনিরুদ্ধ বা ব্যক্ত থাকে তদবস্থায় যে চিত্তবৃত্তি, তাহা হইতে পুরুষ অবিশিষ্ট-বৃত্তি বা অভিন্ন একইরূপ সমানাকার সত্তারূপে প্রতীত হন। এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যের সূত্র যথা—"একই দর্শন বা চৈতন্য, খ্যাতি বা বুদ্ধিই দর্শন", অর্থাৎ চিদ্রূপ পুরুষের উপদর্শন এবং বুদ্ধিরূপ খ্যাতি ইহারা বিভিন্ন হইলেও এক অভিন্ন বস্তুরূপে প্রতীত হয়।

চিত্তমিতি। অয়স্কান্তমণির্যথা সান্নিধ্যাদ্ অসংস্পৃশ্যাপি উপকরোতি তথা চিত্তং সান্নিধ্যাদেব পুরুষস্য ভোগাপবর্গাবাচরতি। সান্নিধ্যমত্র একপ্রত্যয়গতত্বং ন চ দৈশিকং সান্নিধ্যং, দেশকালাতীতত্বাৎ পুরুষস্য প্রধানস্য চ। তচ্চ চিত্তং দৃশ্যত্বেন স্বভাবেন পুরুষস্য স্বামিনঃ স্বং ভবতি। মম বুদ্ধিরিত্যববোধ এব তৎ-স্বভাবাবধারণে প্রমাণম্। দ্রষ্টৃত্বদৃশ্যত্বে এব মৌলিকস্বভাবৌ ততো ন তয়োর্হেতু-স্তি, তৎস্বাভাব্যাদ্ দ্রষ্ট্রা সহ দৃশ্যা বুদ্ধিঃ সংযুজ্যেত। পুম্প্রধানয়োর্নিত্যত্বাৎ সংযোগোঽনাদিঃ। স চ সংযোগঃ প্রবাহরূপত্বাদ্ হেতুমানিত্যুপরিষ্টাদ্ বক্ষ্যতি।

৫। তা ইতি। বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ—পঞ্চবিধাঃ, তথা চ তাঃ ক্লিষ্টাস্তথা অক্লিষ্টা ইতি দ্বিধা। ক্লেশেতি। ক্লেশহেতুকাঃ—ক্লেশাঃ, অবিদ্যাদয়ঃ যে বিপর্যস্তপ্রত্যয়াঃ ক্লিশ্নন্তি তে ক্লেশাঃ, তন্ময়াস্তন্মূলাশ্চ বৃত্তয়ঃ ক্লিষ্টাঃ তাশ্চ কর্মসংস্কারসঞ্চয়স্য ক্ষেত্রীভূতাঃ। তদ্বিপরীতা

অয়স্কান্ত মণি (চুম্বক) যেমন লৌহকে সংস্পর্শ না করিয়া সন্নিহিত হইয়া (পৃথক্ থাকিয়াও) উপকার অর্থাৎ কার্য করে, তদ্রূপ চিত্ত সন্নিহিত হইয়াই পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গরূপ অর্থ সম্পাদন করে। এখানে সান্নিধ্য অর্থে এক-প্রত্যয়গতত্ব বা একই প্রত্যয়ে দ্রষ্টার এবং বুদ্ধির অভিন্ন জ্ঞান; ইহা দৈশিক সান্নিধ্য নহে, কারণ, পুরুষ ও প্রধান বা প্রকৃতি উভয়ই দেশকালাতীত। সেই চিত্ত দৃশ্যত্বস্বভাবের দ্বারা অর্থাৎ তাহা প্রকাশ্য বলিয়া স্বামী পুরুষের 'স্ব'-স্বরূপ বা নিজের সম্পদ্-স্বরূপ হয় (দ্রষ্টার দৃশ্য—এই সম্বন্ধের দ্বারা। ভাষ্যে 'স্বম্' অর্থে সম্পদ্)। 'আমার বুদ্ধি' এই প্রকার অববোধ বা নিজের ভিতরে ভিতরে অনুভূতি, ঐ প্রকার স্ব-ভাবের অবধারণ-বিষয়ে প্রমাণ অর্থাৎ তদ্দ্বারাই আমিত্ব-লক্ষ্য (আমিত্ব-বুদ্ধি নহে) দ্রষ্টার সহিত বুদ্ধির ঐ প্রকার সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়। দ্রষ্টৃত্ব এবং দৃশ্যত্ব ইহারা মৌলিক স্বভাব (অর্থাৎ ঐ দুই পদার্থ ঐরূপ বিরুদ্ধধর্মবাচী শব্দব্যতীত বুঝা সম্ভবপর নহে) সুতরাং তাহাদের হেতু বা কারণ নাই, তৎস্বভাবের ফলেই দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য-বুদ্ধির সংযোগ হইয়াই আছে (দ্রষ্টৃত্ব বলিলেই দৃশ্যত্ব এবং দৃশ্যত্ব বলিলেই দ্রষ্টৃত্ব আসিয়া পড়ে বলিয়া উভয়ের ঐ দ্রষ্টা-দৃশ্যরূপ সম্বন্ধ বা সংযোগ বরাবরই আছে বুঝিতে হইবে)। পুরুষ এবং প্রধান নিত্য বলিয়া তাহাদের ঐ সংযোগ অনাদি। কিন্তু সেই সংযোগ প্রবাহরূপে অর্থাৎ বীজাঙ্কুরবৎ, লয়োদয়রূপ ধারাক্রমে অনাদি বলিয়া তাহা হেতুযুক্ত অর্থাৎ তাহা কোনও কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়। অবিবেকরূপ সেই কারণের বিষয়ে পরে বলিবেন। (যাহা অনাদি কাল হইতে আছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকিবে এইরূপ বস্তু বা ভাবপদার্থ নিত্য। যাহা কেবল অনাদি কাল হইতে আছে তাহা নিত্য না-ও হইতে পারে, যেমন কথিত সংযোগ পদার্থ। সংযোগ কোন এক ভাব পদার্থও নহে এবং তাহা হেতুর দ্বারা ঘটিতে থাকে বলিয়া সেই হেতুর অভাবে তাহার অভাবও হইতে পারে। সংযুক্ত পদার্থদ্বয়ই বস্তু বা ভাব)।

৫। চিত্তের বৃত্তিসকল পঞ্চতয়ী বা পঞ্চবিধ। তাহারা পুনঃ ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্টভেদে দ্বিধা বিভক্ত। ক্লেশহেতুক অর্থাৎ ক্লেশমূলক, অবিদ্যাদিরাই (২।৩ সূত্র) ক্লেশ। যে বিপর্যয়-বৃত্তিসকল দুঃখ প্রদান করে তাহারাই ক্লেশ। সেই ক্লেশময় এবং ক্লেশমূলক অর্থাৎ ক্লেশ যাহার মূলে আছে এইরূপ,

অক্লিষ্টা বৃত্তয়ঃ বিবেকখ্যাতিবিষয়াঃ। বিবেকেন চিত্তস্য নিবৃত্তিস্ততস্তাদৃশ্যো বৃত্তযো গুণাধিকারবিরোধিন্যঃ—গুণপ্রবৃত্তেরেব ক্লেশাঃ, অতো গুণনিবর্তিকাঃ খ্যাতিবিষয়া বৃত্তযোঽক্লিষ্টাঃ। বিবেকবিষয়া মুখ্যা অক্লিষ্টা বৃত্তয়ঃ। বিবেকস্য নির্বর্তিকা অন্যা অপি বৃত্তয়ঃ অক্লিষ্টাঃ, তাশ্চ ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতাঃ—অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বিচ্ছিন্নে ক্লেশপ্রবাহে, পরমার্থবিষয়া বৃত্তয়ো জায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তথাঽক্লিষ্টছিদ্রেষ্বপি ক্লিষ্টা বৃত্তয উৎপদ্যন্তে, যথোক্তং "তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যযান্তরাণি সংস্কারেভ্য" ইতি।

তথেতি। তথাজাতীয়কাঃ—ক্লিষ্টজাতীয়া অক্লিষ্টজাতীয়া বা সংস্কারা বৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে। বৃত্তীনাম্ অপরিদৃষ্টাবস্থা সংস্কারঃ। সংস্কারস্য চ বুদ্ধভাবঃ স্মৃতিবৃত্তিঃ, তথা চ প্রমাণাদিবৃত্তীনামপি নিষ্পাদকাঃ সংস্কারাঃ। এবমিতি। বৃত্তিভিঃ সংস্কারাঃ সংস্কারেভ্যশ্চ বৃত্তয় ইত্যেবং বৃত্তিসংস্কারচক্রং নিরন্তরমাবর্ততে। তদিতি। অবসিতাধিকারং—নিষ্পন্নকৃত্যং চিত্তসত্ত্বম্। শেষং দলদ্বয়ং প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্। ধর্মমেঘধ্যানে সত্ত্বমাত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে কৈবল্যে চ প্রলয়ং গচ্ছতীতি।

বৃত্তিসকল ক্লিষ্ট এবং তাহারা কর্মসংস্কারসঞ্চয়ের ক্ষেত্র-স্বরূপ অর্থাৎ তাহা হইতেই কর্মসংস্কারসকলের উদ্ভব হয় এবং তাহাই তাহাদের আধার-স্বরূপ। তদ্বিপরীত অক্লিষ্টা বৃত্তিসকল বিবেকখ্যাতি-বিষয়ক। বিবেকের দ্বারা চিত্তের নিবৃত্তি হয়, তজ্জন্য তাদৃশ বৃত্তিসকল গুণাধিকার-বিরোধী। ত্রিগুণের বিকার হইতেই ক্লেশের সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য গুণ-কার্যকে নিবর্তিত বা নিবৃত্ত করে বলিয়া বিবেকখ্যাতি-বিষয়ক বৃত্তিসকল অক্লিষ্টা। বিবেক-বিষয়ক বৃত্তিসকলই মুখ্যতঃ অক্লিষ্টা। বিবেকের সাধক অর্থাৎ যাহার দ্বারা বিবেক সাধিত হয় তাদৃশ অন্য বৃত্তিসকলও গৌণতঃ অক্লিষ্টা বৃত্তি, তাহারা ক্লিষ্ট-প্রবাহ-পতিত অর্থাৎ অভ্যাস-বৈরাগ্যের দ্বারা বিচ্ছিন্ন যে ক্লেশপ্রবাহ তন্মধ্যে উদ্ভূত, পরমার্থ-বিষয়ক বৃত্তি। সেইরূপ অক্লিষ্টপ্রবাহের ছিদ্রেও অর্থাৎ যখন ঐ প্রবাহ ভাঙ্গিয়া যায় সেই অন্তরালে, ক্লিষ্ট বৃত্তিসকল উৎপন্ন হয়। যথা উক্ত হইয়াছে—তচ্ছিদ্রেও অর্থাৎ বিবেকপ্রবাহের ছিদ্রেও, পূর্বসংস্কার হইতে অন্য (ক্লিষ্ট) প্রত্যয়সকল উৎপন্ন হয় (৪।২৭ সূত্র)।

তথাজাতীয় অর্থাৎ ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট জাতীয় সংস্কারসকল তজ্জাতীয় বৃত্তির দ্বারাই সঞ্জাত হয়। বৃত্তিসকলের অপরিদৃষ্ট বা অপ্রত্যক্ষ অবস্থাই সংস্কার (কোনও বৃত্তির অনুভব হইলে অন্তরে বিধৃত তাহার আহিত ভাব), সংস্কারের জ্ঞাতভাব অর্থাৎ পূর্বানুভূতির স্মরণই স্মৃতিবৃত্তি। সংস্কার পুনশ্চ প্রমাণাদি বৃত্তিসকলেরও নিষ্পাদক *। এইরূপে বৃত্তি হইতে সংস্কার, পুনঃ সংস্কার হইতে বৃত্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া বৃত্তিসংস্কারচক্র সর্বদাই আবর্তিত হইতেছে বা ঘুরিতেছে। অবসিতাধিকার অর্থাৎ নিষ্পাদিত হইয়াছে ভোগাপবর্গরূপ চিত্তচেষ্টা যদ্দ্বারা—তদ্রূপ চিত্তসত্ত্ব। শেষ দুই দল বা পদময় অংশ পূর্বে (১।২ সূত্র) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহারা যথা—ধর্মমেঘধ্যানে চিত্তসত্ত্ব নিজস্বরূপে (সত্ত্বপ্রতিষ্ঠ

* যদিচ সংস্কার প্রমাণাদির সম্পূর্ণ নিষ্পাদক নহে, কারণ, প্রমাণ অর্থে অনধিগত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান। তবে স্মৃতি তাহার সহায়ক। যেমন 'ঐ বৃক্ষ আছে'—ইহা বৃক্ষসম্বন্ধে প্রমাণবৃত্তি হইলেও 'বৃক্ষ', 'আছে' ইত্যাকার জ্ঞান পূর্বের সংস্কারসঞ্জাত অর্থাৎ স্মৃতি। পূর্বদৃষ্ট বৃক্ষের জ্ঞানও ইহার সহায়ক।

৬। প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয় ইতি পঞ্চ বৃত্তয়ঃ ক্লিষ্টা ভবন্তি অক্লিষ্টা বা ভবন্তি, চিত্তস্য প্রবর্তক-নিবর্তকত্বস্বভাবাৎ। যথা রক্তং দ্বিষ্টং বা প্রমাণং ক্লিষ্টং, রাগদ্বেষ-নিবর্তকং প্রমাণমক্লিষ্টম্।

৭। ইন্দ্রিয়েতি। চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ—ইন্দ্রিয়বাহ্যবস্তুভিঃ কৃতাদুপরাগাৎ, তদ্বিষযা—বাহ্যবস্তুবিষযা বাহ্যজ্ঞানাকারা ইত্যর্থঃ, ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া—ইন্দ্রিযব্যবহিত-স্যাপি ইন্দ্রিয়প্রণালীক এব উপরাগ ইত্যর্থঃ, যা বৃত্তিরুৎপদ্যতে তৎ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। সা হি প্রত্যক্ষবৃত্তিঃ সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা। সামান্যং—শব্দাদিভিঃ কৃতসংকেতঃ জাত্যাদি-বহুব্যক্তিসমবেতভূতো মানসো গুণবাচিপদার্থঃ। বিশেষঃ—প্রতিব্যক্তিগতো বাস্তবো গুণঃ। সামান্যপদার্থঃ শব্দাদিসংকেতমাত্রগম্যঃ, বিশেষস্তু শব্দাদিসংকেতং বিনাপি গম্যতে। অর্থস্তু সামান্যবিশেষাত্মা—তাদৃশগুণ-সমবেতভূতং বাহ্যং বস্তু এব। তথাভূতস্যার্থস্য যা বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিস্তৎ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। প্রত্যক্ষেণ বাস্তবগুণা এব প্রধানতো গৃহ্যন্তে, জাতিসত্তাদিসামান্য-গুণপ্রতিপত্তীনাং তত্রাপ্রাধান্যমিত্যর্থঃ।

ফলমিতি। প্রমাণব্যাপারস্য ফলম্, দ্রষ্ট্রা সহ অবিশিষ্টঃ—অবিবিক্তঃ 'অহং বোদ্ধা' ইত্যাত্মক ইত্যর্থঃ পৌরুষেযঃ—পুরুষপ্রকাশ্যশ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ। যতঃ পুরুষো বুদ্ধেঃ

হইযা) থাকে, কারণ, তখন রজস্তমর দ্বারা সাত্ত্বিকতা বিপর্যস্ত হয না, এবং কৈবল্যাবস্থায চিত্তসত্ত্ব প্রলীন হয়।

৬। প্রমাণ, বিপর্যয, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি চিত্তের এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তি ক্লিষ্টাও হইতে পারে, অক্লিষ্টাও হইতে পারে—চিত্তের ভোগের দিকে প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি এই স্বভাব অনুযাযী। যেমন রাগযুক্ত অথবা দ্বেষযুক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবৃত্তি ক্লিষ্ট, এবং যাহা রাগদ্বেষের নিবৃত্তিকারক প্রমাণবৃত্তি তাহা অক্লিষ্ট অর্থাৎ প্রমাণাদি বৃত্তি যে-বিষযক হইবে ও যে-দিকে প্রযুক্ত হইবে তদনুযাযী তাহা ক্লিষ্ট বা ক্লেশবর্ধক এবং অক্লিষ্ট বা ক্লেশ-নিবৃত্তিকারক বলিযা গণিত হইবে।

৭। চিত্তের বাহ্যবস্তুকৃত উপরাগ হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয-বাহ্য বস্তুর দ্বারা উপরঞ্জিত হইলে, তদ্বিষয়া অর্থাৎ বাহ্যবস্তু-বিষযা বা বাহ্যজ্ঞানাকারা যে বৃত্তি তাহা ইন্দ্রিযপ্রণালীর দ্বারা (অর্থাৎ বিষয ইন্দ্রিয হইতে বাহ্য হইলেও ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালীর দ্বারা আগত বিষযের দ্বারা) উপরক্ত হইযা চিত্তে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই প্রত্যক্ষ বৃত্তিতে সামান্য এবং বিশেষ এই দুই প্রকার বিষয়জ্ঞানের মধ্যে বিশেষ-বিষযক জ্ঞানেরই প্রাধান্য। সামান্য অর্থে শব্দাদির দ্বারা সংকেতীকৃত বহু ব্যক্তির (পৃথক্ ব্যক্ত পদার্থের) সাধারণ বাচক জাতি আদির ন্যায গুণবাচী মানস পদার্থ (জাতি বলিযা বাহ্যে কোনও ভাব পদার্থ নাই, উহা কেবল সমানধর্মক বহু পদার্থকে মনে মনে সমবেত করিযা জানা)। বিশেষ অর্থে প্রতিব্যক্তিগত বাস্তব গুণ, যদ্দ্বারা এক বস্তুকে অন্য হইতে পৃথক্ বিশেষিত করিযা জানা যায। 'সামান্য' পদের যাহা অর্থ তাহা কেবল শব্দাদিসংকেতমাত্রের দ্বারা অধিগত হইবার যোগ্য, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান শব্দাদিসংকেত-ব্যতীতও হইতে পারে (যেমন প্রত্যেক বস্তুর

প্রতিসংবেদী প্রতিসংবেদনহেতুস্তত এবাসংকীর্ণেনাপি পুরুষেণ বুদ্ধিবোধঃ। পুরুষস্য প্রতিসংবেদিত্বমুপবিষ্টাৎ—দ্বিতীয়ে পাদে প্রতিপাদয়িষ্যামঃ।

অনুমেয়স্যেতি। জিজ্ঞাসিতোঽগৃহ্যমাণো হেতুগম্যো বিষয়োঽনুমেয়ঃ। তস্য তুল্য-জাতীয়েষ্বনুবৃত্তঃ—সপক্ষেষু সমানঃ, ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ—অসপক্ষেষু অলব্ধ ইত্যর্থঃ, ঈদৃশানাং ধর্মাণাং জ্ঞানমিতি যাবৎ, সম্বন্ধঃ—হেতুঃ, স যঃ সম্বন্ধস্তদ্বিষয়া—হেতু-নিবন্ধনা যা বৃত্তিস্তদনুমানং প্রমাণম্। সা চ অনুমানবৃত্তিঃ সামান্যাবধারণপ্রধানা—সামান্যধর্মদ্যোতকশব্দাদিসংকেতসাধ্যত্বাৎ। উদাহরণমাহ যথেতি। চন্দ্রতারকং গতিমদ্ দেশান্তরপ্রাপ্তেশ্চৈত্রবৎ। অগতিমান্ বিন্ধ্যশ্চ, ততস্তস্য অপ্রাপ্তির্দেশান্তরস্যেতি শেষঃ।

আগমং লক্ষয়তি। যদ্বাক্যাৎ শ্রোতুরবিচারসিদ্ধো নিশ্চয়ো জায়তে স তস্য শ্রোতুরাপ্তঃ। তাদৃশেনাপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বার্থঃ—প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং জ্ঞাতো বিষয়ঃ, পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে আপ্তস্য পরত্র স্ববোধসংক্রান্তিকাম্যতা আগমাঙ্গমিতি দ্রষ্টব্যম্। শব্দেন—বাক্যেন অন্যেনাকারাদিনা সংকেতেনাপীত্যর্থঃ উপদিশ্যতে, শব্দাৎ—সাক্ষাৎ

বিশেষ রূপ, বিশেষ শব্দ ইত্যাদি যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়)। বিষয়সকল সামান্য এবং বিশেষ-স্বরূপ অর্থাৎ তাদৃশ (সামান্য এবং বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবার যোগ্য) গুণের সমষ্টিভূত বাহ্য বস্তু। তদ্রূপ লক্ষণযুক্ত বিষয়ের যে বিশেষ জ্ঞানের প্রাধান্যযুক্ত বৃত্তি তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষের দ্বারা বাস্তব গুণসকলই প্রধানতঃ গৃহীত হয় এবং জাতি-সত্তাদি সামান্য বা সাধারণ গুণের যে জ্ঞান—উহাতে তাহার অপ্রাধান্য।

ফল অর্থে প্রমাণব্যাপারের ফল, তাহা দ্রষ্টার সহিত অবিশিষ্ট বা অবিভিন্ন—'আমি জ্ঞাতা' এই প্রকার পৌরুষেয় বা পুরুষের দ্বারা প্রকাশ্য, চিত্তবৃত্তির বোধ। পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ প্রতিসংবেদনের হেতু বলিয়া বুদ্ধি হইতে পুরুষ পৃথক্ হইলেও তদ্দ্বারা বুদ্ধির বোধ হয়। পুরুষের প্রতিসংবেদিত্ব পরে দ্বিতীয় পাদে (২।২০) প্রতিপাদিত করিব*।

জিজ্ঞাসিত (যাহা জানা অভিপ্রেত) কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ অগৃহ্যমাণ (জ্ঞাত হইতেছে না এইরূপ) এবং হেতুগম্য (হেতু বা কারণ দেখিয়া যাহা বিজ্ঞেয়) যে বিষয় তাহাই অনুমেয়। তাহার অর্থাৎ সেই অনুমেয় জ্ঞেয় বিষয়ের যে তুল্যজাতীয় বস্তুতে অনুবৃত্ত অর্থাৎ সপক্ষীয় বা সমজাতীয় বিষয়ে

* প্রত্যেক বৃত্তির মূলে 'আমি জ্ঞাতা' এই বোধ অনুস্যূত থাকাতেই বৃত্তির জ্ঞাতৃত্ব। 'আমি জ্ঞাতা'-রূপ মূল বৃত্তিকে বিশ্লেষ করিলে 'আমিত্ব'-রূপ বুদ্ধিবৃত্তি এবং তাহার জ্ঞাতৃত্বরূপ দ্রষ্টার লক্ষণ পাওয়া যায়। বুদ্ধির যে 'আমিত্ব' তাহা 'জ্ঞ'-মাত্র দ্রষ্টার অবভাসে সচেতনবৎ হইয়া পুনশ্চ বুদ্ধিতে ফিরিয়া 'আমি জ্ঞাতা'-রূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিণত হয়—এই পদ্ধতি সর্বদাই চলিতেছে, ইহাই দ্রষ্টার দ্বারা বুদ্ধির প্রতিসংবেদন। বৃক্ষাদি বাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারা এই 'আমি-জ্ঞাতা'-রূপ পুরুষাকারা বুদ্ধির নিকট উপস্থাপিত হইলে 'আমি বৃক্ষের জ্ঞাতা'-রূপ বৃত্তিতে পরিণত হয়। এইরূপ প্রতিসংবেদন সর্ববৃত্তির অর্থাৎ বুদ্ধিসহ সর্ব জ্ঞাতভাবের মূল। 'আমি জ্ঞাতা'-রূপ পুরুষাকারা বৃত্তি বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ এবং 'আমি সুখী', 'আমি দেহী', 'আমি বৃক্ষের জ্ঞাতা'—ইত্যাদিরূপে সুখাকারা, দেহাকারা এবং বৃক্ষাকারা বৃত্তিই বুদ্ধির অবকর্ষ। পুরুষাকারা বুদ্ধি সর্বকালেই আছে কিন্তু অবিপ্লবা-বিবেকখ্যাতিযুক্ত ধর্মমেঘধ্যানে তাহাতে প্রতিষ্ঠা হয়, অন্যসময়ে অন্য নানা বিষয়েই বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা।

শব্দশ্রবণাৎ শব্দার্থবিষয়া—শব্দার্থজ্ঞাননিবন্ধনা ন তু ধ্বনিজ্ঞাননিবন্ধনা, শ্রোতুশ্চেতসি যা বৃত্তিরুৎপদ্যতে স আগমঃ। বক্তা শ্রোতা চাস্য আগমপ্রমাণস্য দ্বে সাধনে ইতি বিবেচ্যম্। তস্মাৎ পাঠজনিশ্চয়ো নাগমপ্রমাণম্। যথা প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়দোষাদিনা দুষ্যতে, অনুমানঞ্চ হেত্বাভাসাদিনা দুষ্যতে তথা তৎ-সজাতীয় আগমোঽপি প্লবতে। কথন্তদাহ যস্যেতি। মূলবক্তরীতি। দৃষ্টঃ অনুমিতশ্চার্থো যেন তাদৃশে মূলবক্তরি আপ্তে সতি তজ্জাত আগমো নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ। আগমপ্রমাণমূলা গ্রন্থা অপি আগমশব্দেন লক্ষ্যন্তে। ন চ তদাগমপ্রমাণম্। অনধিগতযথার্থজ্ঞানং প্রমা, প্রমায়াঃ করণং প্রমাণমিতি সর্বপ্রমাণানাং সাধারণং লক্ষণম্।

সমানতা বা সারূপ্য (যেমন তুষার ও শীতলতা), এবং ভিন্ন জাতীয় বিষয় হইতে যে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ যাহা সপক্ষীয় নহে কিন্তু ভিন্ন জাতীয়, তাদৃশ বিষয়ের সহিত যে ভিন্নধর্মত্ব (যেমন তুষার ও উষ্ণতা)—পরস্পরের ঈদৃশ ধর্মের যে জ্ঞান তাহাই উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এবং তাহাই হেতু (যেমন অগ্নি অনুমেয় বা অমুক স্থানে আছে কি না তাহা জানিতে চাই। তজ্জন্য হেতু বা উপযুক্ত সম্বন্ধের বা ব্যাপ্তির জ্ঞান থাকা চাই, তাহা যথা—ধূম অগ্নি হইতে হয়। ইহাই ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধজ্ঞান)। সেই যে সম্বন্ধ তদ্বিষয়ক অর্থাৎ হেতুপূর্ব যে বৃত্তি বা যথার্থ জ্ঞান হয় তাহাই অনুমানপ্রমাণ। সেই অনুমান-বৃত্তিতে সামান্য জ্ঞানেরই প্রাধান্য, কারণ, তাহা সামান্য ধর্মের জ্ঞাপক যে শব্দ বা অন্য কোনওরূপ সংকেত, তদ্দ্বারা সাধিত বা নিষ্পাদিত হয় (সামান্য অর্থে পৃথক্ বহু বস্তুর সাধারণ নামবাচী শব্দের যাহা অর্থ, যেমন তাপ সর্বপ্রকার অগ্নির সামান্য বা সাধারণ ধর্ম)। উদাহরণ বলিতেছেন। চন্দ্রতারকা গতিশীল, কারণ, তাহাদের দেশান্তরপ্রাপ্তি হয়, যেমন চৈত্র আদির হয়। বিন্ধ্য পর্বত অগতিমান্, কারণ, তাহার দেশান্তরপ্রাপ্তি নাই। (যাহার দেশান্তরপ্রাপ্তি ঘটে তাহা গতিশীল। গতিশীলতার সহিত চন্দ্রতারকার দেশান্তরপ্রাপ্তিরূপ অনুবৃত্ত সম্বন্ধযুক্ত হেতু পাওয়া যায় অতএব তাহারা গতিশীল। বিন্ধ্যের তাহা পাওয়া যায় না অর্থাৎ গতির সহিত ব্যাবৃত্ত সম্বন্ধযুক্ত, তাই তাহা অগতিমান্)।

আগমের লক্ষণ দিতেছেন। যে ব্যক্তির বাক্য হইতে শ্রোতার মনে কোনরূপ বিচারব্যতীত নিশ্চয়জ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ইনি সত্য বলিতেছেন কি মিথ্যা বলিতেছেন এইরূপ অনুমানের অবকাশ যেখানে নাই, সে ব্যক্তি সেই শ্রোতার নিকট আপ্ত। তাদৃশ আপ্তের দ্বারা দৃষ্ট অথবা অনুমিত বিষয়, অর্থাৎ যাহা তিনি প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা পরের মনে প্রতিসঞ্চারিত করিবার জন্য যখন বলেন তখন হইতে শ্রোতার যে প্রমাণজ্ঞান হয় তাহা আগমপ্রমাণ। পরের মনে নিজ মনোভাব প্রতিসঞ্চারিত করিবার জন্য আপ্ত ব্যক্তির ইচ্ছা আগমের এক অঙ্গ ইহা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ ভাষ্যকারের লক্ষণে ইহা পাওয়া যায়। শব্দের বা বাক্যের দ্বারা এবং অন্য আকারাদি সংকেতের দ্বারাও, উপদিষ্ট হইলে, সেই শব্দ হইতে অর্থাৎ আপ্ত পুরুষের নিকট হইতে সাক্ষাৎ শব্দ (কথা) শুনিয়া যে শব্দার্থ-বিষয়ক অর্থাৎ শব্দের যে বিষয় (যদর্থে তাহা সংকেতীকৃত) তাহার জ্ঞানসম্বন্ধীয়, ধ্বনিমাত্রের জ্ঞানসম্বন্ধীয় নহে, যে বৃত্তি বা জ্ঞান শ্রোতার চিত্তে উৎপন্ন হয় তাহাই আগম। বক্তা এবং

৮। প্রমাণং যথার্থমনধিগতপূর্বং জ্ঞানম্। অস্তি চ অযথার্থজ্ঞানং চিত্তদোষরূপম্। তদ্ধি বিপর্যয়জ্ঞানম্। তল্লক্ষণম্—অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং—জ্ঞেয়স্য যদ্ যথার্থং রূপং ন তদ্রূপপ্রতিষ্ঠং, মিথ্যাজ্ঞানমিতি। সুগমং ভাষ্যম্।

৯। ক্রমপ্রাপ্তবিকল্পস্য লক্ষণমাহ। শব্দজ্ঞানানুপাতী—অবস্তুবাচকশব্দজ্ঞানস্যানুজাতঃ তজ্জ্ঞাননিবন্ধনো বস্তুশূন্যো—বাস্তবার্থশূন্যো বিকল্পঃ। স ইতি। স ন প্রমাণোপারোহী—প্রমাণান্তর্ভূতঃ, ন চ বিপর্যয়োপারোহী। বস্তুশূন্যত্বান্ন প্রমাণং তথা শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনাদ্ ব্যবহারান্ ন বিপর্যয়ঃ। প্রমাণস্য বিষয়ো বাস্তবঃ। বিপর্যয়স্য নাস্তি ব্যবহারো যতো মিথ্যেদমিতি জ্ঞাত্বা ন তদ্ ব্যবহ্রিয়তে।

শ্রোতা উভয়ই আগমপ্রমাণের সাধক ইহা বিবেচ্য। তজ্জন্য গ্রন্থাদিপাঠ হইতে জাত জ্ঞান আগমপ্রমাণ নহে।

যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়বিকলতার দ্বারা বিদুষ্ট হইতে পারে, হেতু বা যুক্তির দোষ থাকিলে অনুমানও বিপর্যস্ত হইতে পারে ; তদ্রূপ তজ্জাতীয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদিজাতীয় আগমপ্রমাণেরও বিপর্যাস ঘটিতে পারে। কিরূপে ? তাহা বলিতেছেন। যে বক্তার দ্বারা (জ্ঞাপয়িতব্য) বিষয় দৃষ্ট অথবা অনুমিত হইয়াছে তাদৃশ মূলবক্তা যদি আপ্ত হন তবে তজ্জাত আগম যথার্থ হয়। আগমপ্রমাণমূলক গ্রন্থসকলকেও আগমশব্দের দ্বারা লক্ষিত করা হয়, তাহা কিন্তু আগমপ্রমাণ নহে। পূর্বে যাহা অজ্ঞাত ছিল তদ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমা, প্রমার যাহা করণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা তাহা সাধিত হয়, তাহাই প্রমাণ। ইহা সর্বপ্রমাণের—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের—সাধারণ লক্ষণ। (আগমও অন্য বৃত্তির ন্যায় ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট হইতে পারে। আপ্ত বলিলেই যে মহাপুরুষ বুঝাইবে তাহা নহে, হীন ব্যক্তিও একজনের নিকট বুদ্ধিমোহে আপ্ত বা বিশ্বাস্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং তৎকথিত আগমও বিদুষ্ট হইতে পারে ; তাহা আগমরূপ প্রমাণ হইবে না, বিপর্যস্ত আগম হইবে)।

৮। প্রমাণ অর্থে পূর্বে অনধিগত যথার্থ-বিষয়ক জ্ঞান (নূতন ও যথা-বিষয়ক জ্ঞান, যাহা নূতন নহে তাহা স্মৃতি)। চিত্তের (এবং তাহার করণ ইন্দ্রিয়েরও) দোষের ফলে অযথার্থ জ্ঞানও হয়, তাহাই বিপর্যয়জ্ঞান। তাহার লক্ষণ অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের যাহা যথাযথ রূপ, যে জ্ঞান তদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ বা তদাকার নহে, অতএব মিথ্যা জ্ঞান।

৯। যথাক্রমে (প্রমাণ-বিপর্যয়ের পরে) প্রাপ্ত বিকল্পবৃত্তির লক্ষণ বলিতেছেন। শব্দজ্ঞানের অনুপাতী অর্থাৎ যে বিষয়ের বাস্তব সত্তা নাই এইরূপ পদার্থের বাচক যে শব্দ তাহার অনুপাতী অর্থাৎ সেই (শব্দের) জ্ঞান-সহযোগে উৎপন্ন যে বস্তু-শূন্য বা বাস্তব-বিষয়-শূন্য বৃত্তি তাহাই বিকল্প। তাহা প্রমাণোপারোহী বা প্রমাণের অন্তর্গত নহে, অথবা বিপর্যয়েরও অন্তর্গত নহে। তাহার বাস্তব অর্থ নাই বলিয়া তাহা প্রমাণ নহে এবং শব্দজ্ঞানের মাহাত্ম্য বা প্রভাবপূর্বক উহার ব্যবহার হয় বলিয়া বিপর্যয় নহে। প্রমাণের বিষয় বাস্তব, আর বিপর্যয়ের ব্যবহার নাই, যেহেতু 'ইহা মিথ্যা' এইরূপ জানিলে আর তাহা ব্যবহৃত হয় না (বিপর্যয়রূপ মিথ্যা জ্ঞান প্রমাণরূপ সত্যজ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হইবার যোগ্য, কিন্তু বিকল্প তাহা নহে। যদিও ইহা এক প্রকার বিপর্যাস কিন্তু প্রমাণের দ্বারা ইহার ব্যবহার্যতা নষ্ট হইবার নহে। যতকাল শব্দাশ্রিত জ্ঞান থাকিবে ততকাল 'অভাব', 'অনন্ত'

বিকল্পস্য বিষয়াণাং চাস্তি ব্যবহারঃ, যথা বৈকল্পিকং কালাদিকম্ অবস্তু ইতি জ্ঞাত্বাপি তদ্ ব্যবহ্রিয়তে। উদাহরণমাহ তদ্ যথেতি। যদা—যতঃ চিতিরেব পুরুষস্তর্হি চৈতন্যম্ পুরুষস্য স্বরূপম্ ইত্যত্র ভেদবচনম্ অবাস্তবত্বাদ্ বৈকল্পিকম্। তদ্বচননিবন্ধনং যজ্জ্ঞানং স এব বিকল্পঃ। কিং—বিশেষ্যং কেন—বিশেষণেন ব্যপদিশ্যতে—বিশিষ্যতে। ন হি চিতিশব্দঃ পুরুষং বিশিনষ্টি, অভিন্নত্বাৎ, তস্মাদয়ং বাক্যার্থোঽবাস্তবো বৈকল্পিকঃ, অবাস্তবত্বেঽপি অস্ত্যস্য ব্যবহারঃ। চৈত্রস্য গৌরিত্যত্রাস্তি বাস্তবোঽর্থঃ। তস্মাত্তত্র ভবতি চ ব্যপদেশে—বিশেষ্যবিশেষণভাবে, বৃত্তিঃ—বাক্যবৃত্তিঃ, বাক্যস্য বাস্তবোঽর্থঃ। তথেতি। প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্মঃ—প্রতিষিদ্ধা ন সন্তীত্যর্থঃ দৃশ্যবস্তুধর্মা যস্মিন্ স ক্রিয়াহীনঃ পুরুষ ইতি পুরুষলক্ষণে ধর্মাণামভাবমাত্রমেব বিবক্ষিতং ন কশ্চিদ্ বাস্তবো ধর্মঃ, তস্মাদেতদ্বাক্যস্য অর্থো বৈকল্পিকঃ। তথা তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্যতি স্থিত ইত্যত্রাপি বিকল্পবৃত্তির্জায়তে, যতঃ "ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ" ইতি ধাত্বর্থঃ, তস্মাৎ তিষ্ঠত্যাদিপদেন গত্যভাব-মাত্রমবগম্যতে ন কাচিদ্ বাস্তবী ক্রিয়া। অনুৎপত্তিধর্মা পুরুষ ইত্যত্রাপি তথৈব ভবতি,

ইত্যাদি বিকল্পমূলক শব্দ ও তাহার জ্ঞানের ব্যবহার্যতা থাকিবে। ইহাই বিপর্যয় হইতে বিকল্পের পার্থক্য)।

বৈকল্পিক বিষয়ের ব্যবহার আছে, যথা বৈকল্পিক 'কাল' আদির বাস্তব সত্তা নাই জানিয়াও তাহা ব্যবহৃত হয়। বিকল্পের উদাহরণ বলিতেছেন। যখন অর্থাৎ যেহেতু চিতিই পুরুষ তখন 'চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ'—এইরূপে চৈতন্য ও পুরুষের ভেদ করিয়া কথন (যেন পুরুষ হইতে পৃথক্ চৈতন্য বলিয়া এক পদার্থ আছে) অবাস্তব বলিয়া উহা বৈকল্পিক। সেই বচনমাত্র আশ্রয় করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাই বিকল্প। এস্থলে কি অর্থাৎ কোন্ বিশেষ্য, কাহার অর্থাৎ কোন্ বিশেষণের দ্বারা ব্যপদিষ্ট বা বিশেষিত হইতেছে? চিতিশব্দ পুরুষকে বিশেষিত করে না, কারণ, তাহা পুরুষ হইতে অভিন্ন (যিনি চিতি তিনিই পুরুষ)। তজ্জন্য এই বাক্যের যাহা বক্তব্য বা বিষয় তাহা অবাস্তব ও বৈকল্পিক। কিন্তু অবাস্তব হইলেও ইহার ব্যবহার আছে। 'চৈত্রের গো' এই বাক্যের বাস্তব অর্থ আছে (চৈত্র হইতে পৃথক্ তাহার গো-রূপ বস্তু আছে), তজ্জন্য তাহার ব্যপদেশে অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-রূপ ব্যবহারে, বৃত্তি বা বাক্যবৃত্তি বা বাক্যের বাস্তব অর্থ আছে (অতএব 'চৈত্রের গো' এইরূপ বলার সার্থকতা আছে, ইহা বিকল্প নহে)। প্রতিষিদ্ধ-বস্তু-ধর্মা অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ বা নাই, দৃশ্য বস্তুর ধর্ম যাঁহাতে, তিনিই নিষ্ক্রিয় পুরুষ। পুরুষের এই লক্ষণে ধর্মসকলের অভাবমাত্রই কথিত হইল, পুরুষান্বয়ী কোন বাস্তব ধর্ম কথিত হইল না, তজ্জন্য এই বাক্যের যাহা বিষয় তাহা বৈকল্পিক। তদ্রূপ 'বাণ সচল নহে, সচল হইবে না, সচল ছিল না' ইত্যাদি স্থলেও বিকল্পবৃত্তি উৎপন্ন হয়, যেহেতু 'স্থা' ধাতুর অর্থ 'না যাওয়া', বা গতি-ক্রিয়াহীনতা, তজ্জন্য 'তিষ্ঠতি' আদি পদের দ্বারা গতির অভাব মাত্র বুঝায়, কোন বাস্তব ক্রিয়া বুঝায় না। 'পুরুষ উৎপত্তি-ধর্মশূন্য'—এস্থলেও তাহাই অর্থাৎ বৈকল্পিক জ্ঞান হইতেছে, পুরুষান্বয়ী বা পুরুষাশ্রিত কোনও ধর্ম বুঝাইতেছে না, তজ্জন্য তাহা অর্থাৎ 'অনুৎপত্তি'-পদের দ্বারা পুরুষের যে ধর্ম লক্ষিত হইতেছে তাহা বিকল্পিত। তদ্দ্বারা অর্থাৎ বিকল্পের দ্বারাই

ন চ পুরুষান্বয়ী—পুরুষগতঃ কশ্চিদ্ ধর্মঃ অবগম্যতে তস্মাৎ সঃ—অনুৎপত্তিপদবাচ্যঃ ধর্মো বিকল্পিতঃ, তেন—বিকল্পেন চ এতাদৃশবাক্যস্য ব্যবহারোঽস্তি আ নির্বিচারধ্যান-সিদ্ধেঃ। যাবদ্ ভাষানুগা চিন্তা তাবদ্ বিকল্পস্য ব্যবহারো বিদ্যতে।

১০। অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রেতি। অভাবঃ—জাগ্রৎস্বপ্নয়োস্তিরোভাবঃ, তস্য প্রত্যয়ঃ—কারণং তামসজড়তাবিশেষরূপং, তদালম্বনা—তত্তমোবিষয়া বৃত্তিঃ—অত্য-স্ফুটং জ্ঞানং, নিদ্রা—স্বপ্নহীনা সুষুপ্তিরিতি সূত্রার্থঃ। সেতি। সা নিদ্রা প্রত্যয়বিশেষঃ—বৃত্তিরেব। সম্প্রবোধে—জাগ্রৎকালে তস্যাঃ প্রত্যবমর্শাৎ—স্মরণাৎ। ন হি স্মরণং সংস্কারমৃতে সম্ভবেৎ, সংস্কারশ্চ অনুভবমন্তরেণ ন সম্ভবেৎ, তস্মান্ নিদ্রা অনুভূতিবিশেষঃ। যথান্ধকারঃ অস্ফুটরূপবিশেষঃ সর্বরূপাণাঞ্চ তত্র একীভাবস্তথৈব জাড্যমাপন্নেষু শরীরেন্দ্রিয়চিত্তেষু যঃ সামান্যো জড়তাবোধো বিদ্যতে সা নিদ্রাবৃত্তিঃ। ইতরবৃত্তিবদ নিদ্রায়াস্ত্রিগুণত্বং বিবৃণোতি। উক্তঞ্চ "জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়" ইতি। সুখমিতি। সাত্ত্বিক্যাং নিদ্রায়াং সুখমহমস্বাপ্সমিত্যাদিঃ প্রত্যয়ঃ। বিশারদীকরোতি—স্বচ্ছীকরোতি। দুঃখমিতি রাজসনিদ্রালক্ষণম্। স্ত্যানম্—অকর্মণ্যং ভ্রমণরূপাদস্থৈর্যাৎ। গাঢ়মিতি তামসী নিদ্রা। মূঢ়ঃ—সুপ্তস্য সম্প্রবোধেঽপি ন দ্রাক্ কুত্রাহমিত্যবধারণ-সামর্থ্যং মূঢত্বম্। চিত্তং মে অলসং—জড়ং মুষিতম্—অপহৃতমিব। ব্যতিরেকদ্বারেণ

এতাদৃশ বাক্যের ব্যবহার হয় এবং যতদিন পর্যন্ত (বিকল্পহীন) নির্বিচার সমাধি সিদ্ধ না হইবে ততকাল উহা থাকিবে, যে পর্যন্ত ভাষা-সহায়া চিন্তা থাকিবে সে পর্যন্ত বিকল্পের ব্যবহার থাকিবে। (৪।২০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

১০। অভাবের যে প্রত্যয় তদবলম্বনা বৃত্তি নিদ্রা। অভাব অর্থে জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের অভাব, তাহার যে প্রত্যয় বা কারণ যাহা তামস জড়তা-বিশেষ-রূপ, তদালম্বনা অর্থাৎ সেই তমোমূলক যে চিত্তবৃত্তি, যাহা অতি অস্ফুট জ্ঞান-স্বরূপ, তাহাই নিদ্রা বা স্বপ্নহীন সুষুপ্তি—ইহাই সূত্রের অর্থ। সেই নিদ্রা প্রত্যয়-বিশেষ বা চিত্তের এক প্রকার বৃত্তি, যেহেতু সম্প্রবোধে অর্থাৎ জাগরিত হইলে, তাহার প্রত্যবমর্ষ বা স্মরণ হয় (অবমর্ষ অর্থে নাশ, প্রত্যবমর্ষ অর্থে নষ্ট না হইয়া বিধৃত থাকা)। সংস্কার-ব্যতীত স্মরণ হয় না, সংস্কারও পূর্বানুভব-ব্যতীত হয় না তজ্জন্য, পরে নিদ্রার স্মরণ হয় বলিয়া তাহা অনুভূতি-বিশেষ। অন্ধকার যেমন অস্ফুট রূপবিশেষ—সর্বরূপের তথায় একীভাব, তদ্রূপ জড়তাপ্রাপ্ত শরীর, ইন্দ্রিয় ও চিত্তে এই যে সর্বসাধারণ জড়তাবোধ থাকে তাহাই নিদ্রাবৃত্তি। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় নিদ্রারও ত্রিগুণত্ব বিবৃত করিতেছেন। যথা উক্ত হইয়াছে—"জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইহারা গুণতঃ বা ত্রিগুণানুসারী বুদ্ধির বা চিত্তের বৃত্তি" (যোগবার্তিক)। সাত্ত্বিক নিদ্রায় 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম' ইত্যাদি প্রকার প্রত্যয় হয়। বিশারদ করে অর্থাৎ প্রজ্ঞাকে স্বচ্ছ বা নির্মল করে। দুঃখকরত্ব ও স্ত্যানজনকত্ব রাজস নিদ্রার লক্ষণ। স্ত্যান অর্থে অবশ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করা রূপ অস্থৈর্যের জন্য চিত্তের অকর্মণ্যতা (অকর্মণ্যতা অর্থে ইচ্ছানুসারে চিত্ত নিবিষ্ট করার অযোগ্যতা)। গাঢ়ত্ব ও মোহজনকত্ব তামস নিদ্রার লক্ষণ। মূঢ় বা তামস নিদ্রায় সুপ্তব্যক্তি জাগরিত হইয়াও

সাধ্যং সাধয়তি, স ইতি। যদি প্রত্যয়ানুভবা ন স্যুস্তদা তজ্জসংস্কারা অপি ন স্যুঃ তথা চ সংস্কারবোধরূপাঃ স্মৃতয়োঽপি ন স্যুঃ। এবং নিদ্রায়া বৃত্তিত্বং সিদ্ধং, সমাধৌ চ সা নিরোদ্ধব্যা। সমাধির্ন বাহ্যজ্ঞানহীনা মোহবশাদ্দেহ-ক্রিয়াকারিণী স্মৃতিহীনা চিত্তাবস্থা কিন্তু ধ্যেয়স্মৃতৌ সম্যগবধানাদ্ রুদ্ধেন্দ্রিয়াদিক্রিয়ারূপা অবস্থেতি জ্ঞাতব্যম্।

১১। অনুভূতবিষয়াণাম্ অসম্প্রমোষঃ—তাবন্মাত্রগ্রহণং নাধিকমিত্যর্থঃ, স্মৃতিঃ। অসম্প্রমোষঃ—পরস্বানপহরণম্। চিত্তেন যদ্বিষয়ীকৃতং তস্য চিত্তস্বস্যৈব, ন পরস্বস্য, গ্রহণাত্মিকা বৃত্তিঃ স্মৃতিরিত্যর্থঃ। কিমিতি। কিং প্রত্যয়স্য—প্রত্যয়মাত্রমিত্যর্থঃ, ঘটং জানামীত্যাত্মকস্য জ্ঞানস্যেত্যর্থঃ, আহোস্বিদ্ বিষয়স্য—রূপাদেঃ চিত্তং স্মরতি? উত্তরম্ উভয়স্যেতি। গ্রাহ্যোপরক্তঃ—শব্দাদিগ্রাহ্যবিষয়ৈকপরক্তোঽপি প্রত্যয়ঃ, গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাসঃ প্রত্যয়স্যাপি অনুভবাৎ। তথাজাতীয়কং—গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারং সংস্কারমারভতে—জনয়তি। স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ—স্বস্য ব্যঞ্জকেন উদ্বোধকেন অঞ্জনং ব্যক্তীভবনং যস্য তাদৃশঃ, গ্রাহ্যগ্রহণাকারামেব স্মৃতিং জনয়তি। তত্র গ্রহণাকারপূর্বা—গ্রহণম্ অনধিগতবিষয়স্য উপাদানং তদাকারপ্রধানা ব্যবসায়প্রধানা ইত্যর্থঃ,

'আমি কোথায় আছি' তাহা শীঘ্র অবধারণ করিতে পারে না বলিয়া তাহা মূঢ়। ইহাতে 'আমার চিত্ত অলস বা জড় এবং মুষিত বা অপহৃতবৎ (যেন হারাইয়া গিয়াছে)' এইরূপ বোধ হয়।

ব্যতিরেক বা নিষেধমুখ যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় (নিদ্রার বৃত্তিত্ব) সাধিত বা প্রমাণিত করিতেছেন। যদি নিদ্রাকালে নিদ্রারূপ প্রত্যয়ের অনুভব না থাকিত তাহা হইলে তজ্জাত সংস্কারও থাকিত না এবং সংস্কারের বোধরূপ স্মৃতিও হইত না। এইরূপে নিদ্রারও বৃত্তিত্ব অর্থাৎ তাহাও যে এক প্রকার অনুভবযুক্ত চিত্তবৃত্তি, তাহা সিদ্ধ হইল। সমাধিকালে তাহাও নিরোদ্ধব্য, কারণ, মোহবশে (অলক্ষিতভাবে) দৈহিক ক্রিয়াকারিণী, বাহ্যজ্ঞানশূন্যা স্মৃতিহীনা চিত্তাবস্থাকে সমাধি বলা হয় না, কিন্তু ধ্যেয়বিষয়িণী স্মৃতিতে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ারোধরূপ যে অবস্থা হয় তাহাই সমাধি, ইহা জ্ঞাতব্য।

১১। অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ অর্থাৎ যে-বিষয়ের যে-পরিমাণ অনুভূতি হইয়াছে তাবন্মাত্রের গ্রহণ বা জ্ঞান—তদপেক্ষা অধিকের নহে, তাহা স্মৃতি। অসম্প্রমোষ অর্থে পরস্বের অপহরণ না করা। চিত্তের দ্বারা পূর্বে যাহা বিষয়ীকৃত হইয়াছে—চিত্তের সেই নিজস্বের মাত্র, পরস্বের নহে অর্থাৎ যাহা অগৃহীত বা অননুভূত তাহার নহে—এইরূপ বিষয়ের যে গ্রহণ তদাত্মিকা বৃত্তিই স্মৃতি (নূতন যাহা গৃহীত হয় তাহা প্রমাণাদির অন্তর্গত)।

চিত্ত কি প্রত্যয়কে অর্থাৎ প্রত্যয়মাত্রকে—যেমন, ভিতরে যে ঘটরূপ এক জ্ঞান হইয়া গেল সেই 'ঘট জানিলাম' এইরূপ জ্ঞানকে—স্মরণ করে, অথবা রূপাদি বা ঘটাদি বিষয়কে স্মরণ করে? উত্তর যথা, চিত্ত উভয়কেই স্মরণ করে। গ্রাহ্যোপরক্ত অর্থাৎ শব্দাদি গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা উপরক্ত হইলেও প্রত্যয়, গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই উভয়াকারকেই নির্ভাসিত করে, কারণ, প্রত্যয়েরও পৃথক্ অনুভব হয় (আলম্বনবর্জিত শুধু প্রত্যয় বা জানন-ব্যাপারেরও পৃথক্ অনুভব হয়)। সেই স্মৃতি তথাজাতীয়,

বুদ্ধিঃ—গ্রহণরূপা জ্ঞানশক্তিঃ প্রমাণম্ ইতি যাবৎ, গ্রাহ্যাকারপূর্বা—ব্যবসেয়বিষয়প্রধানা স্মৃতিঃ। ঘটং জানামীত্যত্র ঘটো বিষয়ঃ, জানামীতি চ প্রত্যয়ঃ, ঘটগ্রহণপ্রধানা বুদ্ধিঃ, ঘটোঽয়মিতি ঘটাকারা স্মৃতিঃ। সোঽয়ং ঘট ইতি চ প্রত্যভিজ্ঞা। এতদুক্তং ভবতি। সর্বাসাং বৃত্তীনাং বুদ্ধিবৃত্তিত্বেঽপি অনধিগতবিষয়ং প্রমাণমেবেযং বুদ্ধিঃ। বুদ্ধির্গ্রহণরূপা, গ্রহণঞ্চ প্রাধান্যাদ্ অগৃহীতস্য উপাদদানতা। তস্যা উপাদদানতায়া অপ্যস্তি অনুভবঃ সংস্কারশ্চ। তাদৃশসংস্কারাণাং স্মৃতির্গৌণভাবেন উপাদদানতারূপে অনধিগতবিষয়ে প্রমাণে বুদ্ধৌ বা তিষ্ঠতি। প্রধানতশ্চ তত্র উপাদদানতারূপো গ্রহণব্যাপারো বিদ্যতে। স্মৃতৌ পুনর্গ্রাহ্যরূপস্য ঘটাদ্যধিগতবিষয়স্য প্রাধান্যং গ্রহণব্যাপারস্যাপ্রাধান্যমিতি দিক্।

অর্থাৎ গ্রাহ্য ও গ্রহণ উভয়াকার, সংস্কারকে আরব্ধ বা উৎপাদন করে। সেই সংস্কার স্বব্যঞ্জকাঞ্জন অর্থাৎ যাহা নিজের ব্যঞ্জকের বা উদ্বোধক উপলক্ষণ আদি নিমিত্তের দ্বারা অঞ্জিত হয় বা ব্যক্ত হয় তাদৃশ, এবং তাহা গ্রাহ্য ও গ্রহণ উভয় প্রকারের স্মৃতি উৎপাদন করে। তন্মধ্যে যাহা গ্রহণাকার-পূর্বা অর্থাৎ গ্রহণ বা অনধিগত বিষয়ের উপাদান (গ্রহণ করা) যাহাতে প্রাধান্য তাদৃশ ব্যবসায়-প্রধান বা জানন-প্রধান লক্ষণযুক্ত, তাহা বুদ্ধি বা গ্রহণরূপা জ্ঞান-শক্তি অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তি। এবং যাহা গ্রাহ্যাকার-পূর্বা অর্থাৎ ব্যবসেয় বা জ্ঞেয়বিষয়-প্রধানা তাহা স্মৃতি। 'ঘটকে আমি জানিতেছি'—ইহাতে ঘট = বিষয়, 'জানিতেছি' = প্রত্যয়, ইহাতে ঘটগ্রহণের প্রাধান্য (কিন্তু ঘটের অপ্রাধান্য); তাহা বুদ্ধি (বুদ্ধির এস্থলে পারিভাষিক অর্থ জাননকার্য মাত্র), আর 'ইহা ঘট'—এইরূপ ঘটের প্রাধান্যযুক্ত যে বৃত্তি তাহা ঘটাকারা স্মৃতি। পূর্বদৃষ্ট 'সেই ঘটই এই'—এইরূপ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। ইহার দ্বারা এই বলা হইল যে, সমস্ত চিত্তবৃত্তিতে বুদ্ধিবৃত্তিত্ব বা জাননকার্য থাকিলেও এস্থলে অনধিগত বিষয়ের প্রমাণজ্ঞানকেই বুদ্ধি বলা হইতেছে। বুদ্ধি গ্রহণরূপা,-গ্রহণ অর্থে প্রধানতঃ অগৃহীত বা অননুভূতপূর্ব বিষয়েরই উপাদদানতা বা জানিতে থাকা, এই গ্রহণশীলতারও অর্থাৎ জানন-ব্যাপারেরও অনুভব এবং সংস্কার হয়। তাদৃশ সংস্কারসকলের স্মৃতি উপাদদানতারূপ (গ্রহণমাত্র-স্বভাব) অনধিগত বিষয়ের জ্ঞানরূপ প্রমাণে বা (এস্থলে পরিভাষিত) বুদ্ধিতে গৌণ-ভাবে থাকে। সেই প্রমাণে বা বুদ্ধিতে বিষয়ের উপাদদানতারূপ গ্রহণ-ব্যাপারেরই প্রাধান্য এবং স্মৃতিতে গ্রাহ্য ঘটাদিরূপ অধিগত বিষয়ের প্রাধান্য, ইহাতে গ্রহণ ব্যাপারের অপ্রাধান্য। এইরূপে বুঝিতে হইবে*।

সেই স্মৃতি দুই প্রকার—ভাবিত-স্মর্তব্যা অর্থাৎ ভাবিত বা কল্পিত স্মর্তব্য বিষয়সকল যাহাতে, তাহা, (উদাহরণ যথা—) স্বপ্নে কল্পনার দ্বারা স্মর্তব্য বিষয়সকল উদ্ভাবিত করা হয়, জাগ্রৎ অবস্থায়

*এখানে গ্রহণ অর্থে গ্রহণরূপ ক্রিয়া বা জাননরূপ ব্যাপার চিত্তেন্দ্রিয়ের, প্রধানতঃ মনের, এইরূপ ক্রিয়া। সেই ব্যাপারেরও সংস্কার্ হয়, সেই সংস্কার হইতেও স্মৃতি উঠে। এই গ্রহণের স্মৃতি বুদ্ধিতে অপ্রধানভাবে থাকে, আর অনুভূয়মান গ্রহণ-ক্রিয়ার প্রবাহরূপ ব্যাপারই অর্থাৎ জানন-ক্রিয়াই জানন-ব্যাপারে প্রধানরূপে থাকে। 'ঘট জানিলাম' এই প্রমাণজ্ঞানে বিষয়-ই ঘট, এবং 'জানিলাম' ইহা প্রত্যয়। ঘটের স্মরণজ্ঞানেও 'ঘট জানিলাম' এইরূপ ভাব হয়, কিন্তু এই স্মরণজ্ঞানে ঘটরূপ বিষয় অনধিগত নহে, উহা পূর্বাধিগত, অতএব উহাই মাত্র স্মৃতি। এস্থলেও যে 'জানিলাম' বোধ হয় তাহা ঠিক পূর্ব সংস্কারের ফল নহে কিন্তু নূতন ঐ ঘট-স্মরণরূপ মনোভাবের নূতন বা অনধিগত জ্ঞান অতএব ইহা প্রমাণরূপ বুদ্ধি।

সা চ স্মৃতির্দ্বয়ী ভাবিতস্মর্তব্যা—ভাবিতানি কল্পিতানি স্মর্তব্যানি যস্যাং সা। স্বপ্নে হি কল্পনয়া স্মর্তব্যবিষয়া উদ্ভাব্যন্তে, জাগরে ন তথা। সর্বাসামেব বৃত্তীনামনুভবাৎ সংস্কারঃ সংস্কারাচ্চ তদ্বোধরূপা স্মৃতিরিতি ক্রমঃ। সর্বাশ্চেতি। সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ—সুখাদিভিরনুবিদ্ধাঃ। সুখদুঃখে প্রসিদ্ধে। মোহস্ত্রিবিধো বিচারমোহশ্চেষ্টামোহো বেদনামোহশ্চেতি। তত্র বিপর্যস্তবিচারো বিচারমোহঃ। অভিনিবিষ্টচেষ্টা চেষ্টামোহঃ কায়েন্দ্রিয়চেতসাম্। প্রমাদাদিরূপেণানেন ব্যস্ততে মূঢ়া বুদ্ধিঃ সম্যগ্ জ্ঞানাৎ। সুখদুঃখানুভবো যত্র ন স্ফুটঃ স বেদনা মোহঃ। স্মর্যতেঽত্র "তত্র বিজ্ঞানসংযুক্তা ত্রিবিধা চেতনা ধ্রুবা। সুখদুঃখেতি যামাহুরদুঃখামসুখেতি চ॥" ইতি। যামদুঃখামাহুঃ অসুখেতি চাহুরিত্যর্থঃ। হিতাহিতজ্ঞানবিপর্যয়স্বভাবাদ্ অবিদ্যান্তর্গত এব মোহঃ। শেষং সুগমম্।

১২। অথেতি। আসাং চিত্তবৃত্তীনাম্ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোধঃ স্যাৎ। চিত্তনদীতি। চিত্তং নদীব, সা চ চিত্তনদী কল্যাণবহা পাপবহা বা ভবতি। যেতি। যা চিত্তনদী কৈবল্যপ্রাগ্ভারা—কৈবল্যরূপস্য প্রাগ্ভাবস্য উচ্চপ্রদেশরূপস্রোতঃপ্রবন্ধকস্য তলদেশপর্যন্তবাহিনী, বিবেকবিষয়নিম্না—বিবেকবিষয়রূপনিম্নমার্গবাহিনী সা কল্যাণবহা। তথা সংসারপ্রাগ্ভারা অবিবেকনিম্নমার্গবাহিনী পাপবহা। তত্র—অভ্যাসবৈরাগ্যয়োঃ বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে—অল্পীক্রিয়তে নিরুধ্যতে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোত উদ্ঘাট্যতে—সম্প্রবর্তিতং ক্রিয়তে। চিত্তস্য নিরোধঃ—নির্বৃত্তিকতা

তাহা নহে (তাহা অভাবিত-স্মর্তব্য)। সর্বজাতীয় বৃত্তির (স্মৃতিরও) অনুভব হইলে তাহা হইতে সংস্কার হয়, সংস্কার হইতে পুনঃ তাহার বোধরূপ স্মৃতি হয়, এইরূপ ক্রম। সুখ-দুঃখ-মোহ-আত্মক অর্থাৎ সুখাদির দ্বারা অনুবিদ্ধ। সুখ-দুঃখের অর্থ প্রসিদ্ধ। মোহ ত্রিবিধ—বিচার-মোহ, চেষ্টা-মোহ এবং বেদনা-মোহ। যে বিচারের বিপর্যাস ঘটে অর্থাৎ বুদ্ধি মোহাভিভূত হওয়ায় যে বিচারের ফল অভীষ্টানুরূপ হয় না তাহা বিচার-মোহ। কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রমাদপূর্বক যে কায়, ইন্দ্রিয় ও চিত্তের চেষ্টা হয় তাহাই চেষ্টা-মোহ। এই প্রমাদাদিরূপ চেষ্টা-মোহের দ্বারা মূঢ় বুদ্ধি যথার্থ জ্ঞান হইতে বিক্ষিপ্ত হয়। যে স্থলে সুখ-দুঃখের অনুভব স্ফুট নহে তাহা বেদনা-মোহ। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—"তন্মধ্যে বিজ্ঞানসংযুক্ত ত্রিবিধ ধ্রুবা চেতনা বা চিত্তাবস্থা (ধ্রুবা অর্থে অবস্থিতা), যাহাকে সুখ, দুঃখ এবং অদুঃখ বলা হয় আবার তাহাকে অ-সুখও বলা হয়।" (মহাভা.)। হিতাহিত জ্ঞানের বিপর্যাসস্বভাবযুক্ত বলিয়া অবিদ্যাও মোহ।

১২। অভ্যাস-বৈরাগ্যের দ্বারা প্রাগুক্ত চিত্তবৃত্তিসকলের নিরোধ হয়। চিত্ত নদীর ন্যায়, তাহা কল্যাণের (অপবর্গের) দিকে অথবা পাপের (ভোগের) দিকে বহনশীল। যে চিত্তনদী কৈবল্য-প্রাগ্ভারা অর্থাৎ কৈবল্যরূপ প্রাগ্ভারের বা উচ্চভূমিরূপ স্রোতঃ-প্রতিবন্ধকের (স্রোত যেখানে বাধা পাইয়া শেষ হয় তাহার) তলদেশ পর্যন্ত বাহিনী এবং বিবেকবিষয়-নিম্না বা বিবেকবিষয়রূপ নিম্নমার্গগামিনী অর্থাৎ বিবেকপথে কৈবল্যাভিমুখে যাহা স্বতঃ বহনশীল, তাহাই কল্যাণবহা। আর

এবম্ অভ্যাসবৈরাগ্যাধীনা। বিবেক এব মুখ্যোপায়ো নিরোধস্য অতস্তস্যাভ্যাস এব উক্তঃ। বিবেকস্য সাধনানামপি পুনঃ পুনরনুষ্ঠানমভ্যাসঃ।

১৩। তত্র স্থিতৌ—স্থিত্যর্থং যো যত্নঃ সোঽভ্যাসঃ। চিত্তস্যেতি। অবৃত্তিকস্য—নিরুদ্ধবৃত্তিকস্য চিত্তস্য যা প্রশান্তবাহিতা—নিরুদ্ধাবস্থায়াঃ প্রবাহঃ সা হি মুখ্যা স্থিতিঃ। তদনুকূলা একাগ্রাবস্থাপি স্থিতিঃ। স্থিতিনিমিত্তঃ প্রযত্নঃ, তস্য পর্যায়ো বীর্যম্ উৎসাহশ্চেতি। তৎসম্পিপাদয়িষয়া—স্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া তৎসাধনস্যানুষ্ঠানমভ্যাসঃ।

১৪। দীর্ঘেতি। দীর্ঘকালং যাবদ্ আসেবিতঃ—অনুষ্ঠিতঃ, নিরন্তরম্—প্রত্যহং প্রতিক্ষণম্ আসেবিতঃ, তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া চ সম্পাদিতঃ সৎকারবান্ অভ্যাসঃ—সৎকারাসেবিতঃ। শ্রূয়তে চ "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতী" ইতি। তথাকৃতোঽভ্যাসো দৃঢ়ভূমির্ভবতি ব্যুত্থানসংস্কারেণ ন দ্রাক্—সহসা অভিভূয়ত ইতি।

যাহা সংসারপ্রাগ্‌ভারা ও অবিবেকরূপ নিম্নমার্গগামিনী অর্থাৎ অবিবেক-পথে সহজতঃ বহনশীল এবং সংসাররূপ প্রাগ্‌ভারে পরিসমাপ্তিপ্রাপ্ত তাহাই পাপবহা*।

তন্মধ্যে অর্থাৎ অভ্যাস-বৈরাগ্যের মধ্যে, বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়স্রোত খিলীকৃত বা মন্দীভূত অথবা নিরুদ্ধ হয় এবং বিবেকদর্শনের অভ্যাস হইতে বিবেকস্রোত উদ্ঘাটিত বা প্রবর্তিত হয়। চিত্তের নিরোধ বা বৃত্তিশূন্যতা এইরূপে অভ্যাস-বৈরাগ্য-সাপেক্ষ। বিবেকই নিরোধের মুখ্য উপায়, তজ্জন্য তাহার অভ্যাসই উক্ত হইয়াছে। বিবেকের সাধনসকলেরও যে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান তাহাও অভ্যাস।

১৩। তন্মধ্যে স্থিতিবিষয়ে অর্থাৎ চিত্তকে স্থির করিবার জন্য, যে যত্ন তাহাই অভ্যাস। অবৃত্তিক অর্থাৎ সর্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ চিত্তের যে প্রশান্তবাহিতা অর্থাৎ ঐরূপ নিরুদ্ধ অবস্থার যে প্রবাহ বা অবিপ্লুতি, তাহাই মুখ্যস্থিতি। তদনুকূল যে চিত্তের একাগ্রতা (যাহাতে অভীষ্ট একমাত্র বৃত্তি উদিত থাকে) তাহাও স্থিতি। স্থিতিসম্পাদনের জন্য যে প্রযত্ন তাহার প্রতিশব্দ যথা—বীর্য, উৎসাহ ইত্যাদি। তাহার সম্পাদনার্থ অর্থাৎ চিত্তের স্থিতি সম্পাদিত করিবার জন্য যে সাধনসকলের (পুনঃ পুনঃ) অনুষ্ঠান তাহাকে অভ্যাস বলে।

১৪। দীর্ঘকাল যাবৎ আসেবিত বা অনুষ্ঠিত, নিরন্তর বা প্রত্যহ প্রতিক্ষণিক আচরিত। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যার দ্বারা যে অভ্যাস সম্পাদিত হয় তাহাই সৎকারপূর্বক আচরিত অভ্যাস এবং তাহাকে সৎকারাসেবিত বলা যায়। শ্রুতি যথা—"যাহা যুক্তিযুক্তজ্ঞানপূর্বক, শ্রদ্ধাপূর্বক ও সারশাস্ত্রজ্ঞানপূর্বক করা যায়, তাহাই অধিকতর বীর্যবান্ বা প্রবল হয়" (ছান্দোগ্য)। তত্তদ্রূপে আচরিত অভ্যাস দৃঢ়ভূমিক হয় অর্থাৎ তাহা ব্যুত্থানসংস্কারের দ্বারা দ্রাক্ বা সহসা অভিভূত হয় না।

* স্রোত যেন এক ঢালু পথে প্রবাহিত হইয়া পথের শেষে এক উচ্চ ভূমিতে লাগিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে—ইহাই উপমা। যথাক্রমে ঢালুপথই বিবেক অথবা অবিবেক এবং প্রাগ্‌ভার কৈবল্য অথবা সংসার।

১৫। বৈরাগ্যমাহ দৃষ্টেতি। দৃষ্টে—ইহত্যবিষয়ে, আনুশ্রবিকে—শাস্ত্রশ্রুতে পারলৌকিকে বিষয়ে, যদ্ বৈতৃষ্ণ্যং—চিত্তস্য বিতৃষ্ণভাবেনাবস্থিতিস্তদ্ বশীকারসংজ্ঞৈব বৈরাগ্যম্। বশীকারস্য তিস্রঃ পূর্বাবস্থাঃ, তদ্‌যথা যতমানং ব্যতিরেকম্ একেন্দ্রিযমিতি। রাগোৎপাটনায় চেষ্টমানতা যতমানম্, কেষুচিদ্ বিষয়েষু বিরাগঃ সিদ্ধঃ কেষুচিচ্চ সাধ্য ইতি যত্র ব্যতিরেকেণাবধারণং তদ্ ব্যতিরেকসংজ্ঞম্, ততঃ পরং যদা একেন্দ্রিয়ে মনসি ঔৎসুক্যমাত্রেণ ক্ষীণো রাগস্তিষ্ঠতি তদা একেন্দ্রিয়ং তাদৃশস্যাপি রাগস্য নাশাদ্ বশীকারঃ সিধ্যতীতি।

স্ত্রিয় ইতি। ঐশ্বর্যম্—প্রভুত্বম্, স্বর্গঃ—ইন্দ্রত্বাদিঃ, বৈদেহ্যম্—স্থূলসূক্ষ্মদেহে বিরাগাদ্ বিদেহস্য চিত্তস্য লীনাবস্থা ভবেৎ তদবস্থাপ্রাপ্তানাং দেবানাং পদম্। প্রকৃতিলযঃ—আত্মবুদ্ধিরপি হেযেতি তত্রাপি বিরাগমাত্রাৎ পুরুষখ্যাতিহীনস্যাচরিতার্থস্য চিত্তস্য প্রকৃতৌ লয়ো ভবেৎ, তৎ পদম্। দিব্যাদিব্যবিষয়ৈঃ সহ সংযোগেঽপি—ভোগ-লাভেঽপীত্যর্থঃ। বিষয়দোষঃ—ত্রিতাপঃ। প্রসংখ্যানবলাৎ—প্রসংখ্যানং—সম্প্রজ্ঞা, যয়া

১৫। বৈরাগ্যের বিষয় বলিতেছেন—দৃষ্ট বা ইহলৌকিক বিষযে এবং আনুশ্রবিক বা শাস্ত্রে শ্রুত পারলৌকিক বিষযে যে বিতৃষ্ণা বা নিস্পৃহভাবে চিত্তের অবস্থান, চিত্তের সেই বশীকৃততারূপ সংজ্ঞা বা ভাবই বৈরাগ্য (সংজ্ঞা অর্থে নির্বিকল্পক বুদ্ধিবিশেষ)। বশীকারের তিনপ্রকার পূর্বাবস্থা, তাহারা যথা—যতমান, ব্যতিরেক ও একেন্দ্রিয। রাগকে উৎপাটিত করিবার জন্য যে যত্নশীলতা, তাহা যতমান অবস্থা। (যতমান বৈরাগ্যের ফলে) কোন্ কোন্ বিষযে বিরাগ সিদ্ধ হইযাছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহা সাধিত করিতে হইবে—এইরূপে যে স্থলে ব্যতিরেক বা পৃথক্ করিযা অর্থাৎ কোন্‌গুলিতে আসক্তি নাই, কোন্‌গুলিতে আছে, তাহা নির্ধারণ করিযা যে বৈরাগ্য অবধারণ করা যায, তাহাই ব্যতিরেক-নামক বৈরাগ্য। তাহার পর যখন মনোরূপ এক ইন্দ্রিযে রাগ কেবল ঔৎসুক্যমাত্ররূপে অর্থাৎ (দৈহিক) কার্যে পরিণত হইবার শক্তিহীন হইযা, ক্ষীণভাবে অবস্থান করে, তাহা একেন্দ্রিয বৈরাগ্য। তাদৃশ ক্ষীণরূপে স্থিত রাগেরও নাশ হইলে পরে বশীকার বৈরাগ্য সিদ্ধ হয।

ঐশ্বর্য অর্থে প্রভুত্ব। স্বর্গ অর্থে ইন্দ্রত্ব আদি পদ। বৈদেহ্য বা বিদেহপদ, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে বিরাগের ফলে বিদেহ-সাধকের চিত্ত লীন অবস্থা প্রাপ্ত হয, তদবস্থা-প্রাপ্ত দেবতাদের পদই বৈদেহ্য। প্রকৃতিলয অর্থাৎ (দৃষ্টানুশ্রবিক বাহ্য বিষযের উপরিস্থ) আমিত্ববুদ্ধিও হেয এই অভ্যাসপূর্বক তাহাতেই মাত্র বৈরাগ্য করিযা (পুরুষের উপলব্ধি না করিযা) পুরুষখ্যাতিহীন অচরিতার্থ (অপবর্গ রূপ অর্থ যাহার নিষ্পাদিত হয নাই) চিত্তের যে তৎকারণ প্রকৃতিতে লয তাদৃশ অবস্থাই প্রকৃতিলয। দিব্যাদিব্য বিষযের সহিত সংযোগ হইলেও অর্থাৎ ঐ ঐ জাতীয (স্বর্গীয ও পার্থিব) ভোগ্য বস্তুর লাভ হইলেও। বিষযের (ভোগের) দোষ ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক রূপ। প্রসংখ্যান-বলের দ্বারা অর্থাৎ প্রসংখ্যান বা সম্প্রজ্ঞান, যদ্দ্বারা বিষযহানের জন্য অভ্রপ্রত্যবেক্ষা হয় বা বিষযত্যাগের প্রযত্নবিষয়ে ধ্রুবা স্মৃতি উৎপন্ন হয, তাহার বল বা প্রচিত সংস্কার হইতে

বিষয়হানায় অবিচ্ছিন্না প্রত্যবেক্ষা জায়তে, তদ্বলাৎ। অনাভোগাত্মিকা—তুচ্ছতা-খ্যাতিমতী হেয়োপাদেয়শূন্যেত্যর্থঃ, বৈতৃষ্ণ্যাবস্থা বশীকারসংজ্ঞা। তচ্চাপরং বৈরাগ্যম্।

১৬। তদ্—বৈরাগ্যম্, পরং—পরসংজ্ঞকম্, যদা পুরুষখ্যাতেঃ—পুরুষতত্ত্বোপলব্ধেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যং—সার্বজ্ঞাদিষ্বপি নিখিলগুণকার্যেষু বৈতৃষ্ণ্যম্ ইতি সূত্রার্থঃ। দৃষ্টেতি। দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ—বশীকারবৈরাগ্যবান্, পুরুষদর্শনাভ্যাসাদ্—বিবেকাভ্যাসাৎ তচ্ছুদ্ধিপ্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ—তস্য দর্শনস্য যা শুদ্ধিঃ, তস্যাঃ প্রবিবেকঃ—প্রকৃষ্টং বৈশিষ্ট্যং বিশদতা অবিবেকবিবিক্তা পরা কাষ্ঠেত্যর্থঃ, তেনাপ্যায়িতা—কৃতকৃত্যা বুদ্ধির্যস্য স যোগী, ব্যক্তাব্যক্তধর্মকেভ্যো—লৌকিকালৌকিকজ্ঞানক্রিয়ারূপেভ্যো ব্যক্তধর্মকেভ্যস্তথা বিদেহপ্রকৃতিলয়রূপাব্যক্তধর্মকেভ্যো গুণেভ্যো বিরক্তো ভবতি -ইতি তদ্‌দ্বয়ং বৈরাগ্যম্। তত্রেতি। তত্র যদুত্তরং পরবৈরাগ্যং তজ্‌জ্ঞানপ্রসাদমাত্রম্—জ্ঞানস্য যঃ প্রসাদশ্চরমোৎকর্ষো রজোলেশমলহীনতা অতএব সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রতা, তদ্রূপম্। যস্যেতি। প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ—অবিপ্লুতবিবেকঃ। ছিন্ন ইতি।

অনাভোগাত্মিকা অর্থাৎ তুচ্ছতা-খ্যাতিযুক্ত, হেয় এবং উপাদেয় উভয় প্রকার বুদ্ধিশূন্য (নির্লিপ্ত) বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্যরূপ যে চিত্তাবস্থা হয়, তাহাই বশীকার এবং তাহারই নাম অপর বৈরাগ্য।

(ভাষ্যে চিত্তের এই পরম বশীকার অবস্থাকে হেয়োপাদেয়শূন্য বলিয়াছেন অর্থাৎ বৈরাগ্যের অভ্যাসকালে যেমন রাগকে হেয়বোধে নিবৃত্ত করিতে হয়, তখন আর সেইরূপ করিতে হয় না। পরমার্থবিরোধী বিষয়ে দ্বেষ বা হেয়তা এবং তাহার অনুকূল বিষয়ে রাগ বা উপাদেয়তা পোষণ করা প্রথমে পরম অভীষ্ট এবং কর্তব্য হইলেও সাধকের শেষ অবস্থা চিত্তের মাধ্যস্থ্য বা নিরপেক্ষ বৃত্তি, যাহা বৃত্তিরোধেরই নামান্তর। বিষয়ে কৃতকৃত্য হওয়ায় চিত্তের কোন ব্যক্ত বৃত্তি বা উপজীব্য না থাকায় তখন তাহা স্বতঃই পরবৈরাগ্যপূর্বক সংস্কারশেষ নিরোধের অভিমুখ হইবে)।

১৬। তাহা অর্থাৎ সেই বৈরাগ্য পর বা পরনামক। যখন পুরুষখ্যাতি হইলে অর্থাৎ পুরুষ-সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হইলে, গুণবৈতৃষ্ণ্য অর্থাৎ সার্বজ্ঞ্য আদি সমগ্র গুণকার্যে বিতৃষ্ণা হয়, ইহাই সূত্রের অর্থ। দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে দোষদর্শী, বিরাগযুক্ত বা বশীকার-বৈরাগ্যবান্ সাধক যখন পুরুষদর্শনাভ্যাস হইতে বা বিবেকের অভ্যাস হইতে, তাহার শুদ্ধিরূপ প্রবিবেকের দ্বারা আপ্যায়িত-বুদ্ধি হন অর্থাৎ পুরুষখ্যাতিরূপ যে জ্ঞানের শুদ্ধি তাহার যে প্রবিবেক বা প্রকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অবিবেক হইতে পৃথক্ হওয়ায় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, তদ্দ্বারা আপ্যায়িত বা কৃতকৃত্য বুদ্ধি সেই যোগী ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ধর্ম হইতে অর্থাৎ লৌকিক এবং অলৌকিক (স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত) জ্ঞানক্রিয়ারূপ ব্যক্ত ধর্ম হইতে এবং বিদেহ-প্রকৃতিলয় আদি অব্যক্তধর্মক গুণে (ত্রিগুণকার্যে) বিরাগযুক্ত হন। এইরূপে বৈরাগ্য দুই প্রকার। তন্মধ্যে যাহা উত্তর (শেষের) পরবৈরাগ্য তাহা জ্ঞানের প্রসাদমাত্র অর্থাৎ জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ যাহা রজোগুণের লেশমাত্র মলহীনতারূপ অবস্থা। অতএব উহা বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতারূপ বিবেকখ্যাতিমাত্রে যে স্থিতি (কারণ রজোগুণের আধিক্যের ফলেই বিবেকে স্থিতি হয় না), তদ্রূপ অবস্থা।

শ্লিষ্টপর্বা—সন্ধিহীনঃ, ভবসংক্রমঃ—জন্মসংক্রমঃ, জন্মাবন্তকঃ কর্মাশয় ইত্যর্থঃ ছিন্নঃ সঞ্জাতঃ। যস্যাবিচ্ছেদাৎ—অবিচ্ছিন্নাৎ কর্মাশয়াদিত্যর্থঃ। এবং জ্ঞানস্য পরা কাষ্ঠা বৈরাগ্যম্। নান্তরীযকম্—অবিনাভাবি।

১৭। অথেতি। প্রশ্নপূর্বকং সূত্রমবতারয়তি। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তের্যোগিনঃ কঃ সম্প্রজ্ঞাতযোগঃ? বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতাপদার্থানাং স্বরূপৈরনুগতাঃ সাক্ষাৎকারভেদাঃ সম্প্রজ্ঞাতস্য লক্ষণম্। বিতর্ক ইতি ব্যাচষ্টে। চিত্তস্য আলম্বনে—ধ্যেয়বিষয়ে যঃ স্থূলঃ—স্থূলভূতেন্দ্রিয়রূপধ্যেয়বিষয় ইত্যর্থঃ, আভোগঃ—সাক্ষাৎপ্রজ্ঞয়া পরিপূর্ণতা স সবিতর্কঃ। একাগ্রভূমিকস্য চেতসঃ সমাধিজা প্রজ্ঞৈব সম্প্রজ্ঞাত ইতি প্রাগুক্তঃ। নিরন্তরাভ্যাসাৎ স্থিতিপ্রাপ্তে একাগ্রভূমিকে চিত্তে যাঃ প্রজ্ঞা জায়েরন্ তাঃ প্রতিতিষ্ঠেয়ুঃ, তাভিশ্চ চিত্তং পরিপূর্ণং তিষ্ঠেৎ, স এব সম্প্রজ্ঞাতযোগো ন চ স সমাধিমাত্রম্। তত্র ষোড়শস্থূলবিকারবিষয়া সমাধিজা প্রজ্ঞা যদা চেতসি সদৈব প্রতিতিষ্ঠতি তদা বিতর্কানুগতঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ।

প্রত্যুদিত-খ্যাতি যোগী অর্থাৎ যাঁহার বিবেকজ্ঞান অবিপ্লুত বা সদাই উদিত থাকে। শ্লিষ্টপর্ব বা সন্ধিহীন (একটানা) ভবসংক্রম অর্থাৎ জন্মসংক্রম (সংক্রম = সঞ্চরণ, সংসরণ) বা জন্মসংঘটক কর্মাশয় যাঁহার বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, যাহার অবিচ্ছেদের ফলে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন কর্মাশয় হইতে ভবসংক্রম চলিতে থাকে। এইরূপে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই বৈরাগ্য (দুঃখের নিবৃত্তিই জ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং তাহাই জ্ঞানের পরিমাপক। অতএব দুঃখমূল অস্মিতার নিবৃত্তিরূপ বৈরাগ্য, যাহার ফলে ভবসংক্রম রুদ্ধ হয়, তাহা জ্ঞানেরও পরাকাষ্ঠা)। নান্তরীযক অর্থে অবিনাভাবী।

১৭। এখানে প্রশ্নপূর্বক সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। অভ্যাস-বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাত যোগ তাহা কি প্রকার? (উত্তর)—বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই পদার্থসকলের স্বরূপের অনুগত যে কয়েক প্রকার সাক্ষাৎকার (তত্তৎ বিষয়ে অভীষ্ট কালযাবৎ চিত্তের সমাহিততা) তাহাই সম্প্রজ্ঞাতের লক্ষণ। বিতর্ক কি তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। চিত্তের আলম্বনে বা ধ্যেয় বিষয়ে যে স্থূল আভোগ অর্থাৎ ক্ষিতি আদি পঞ্চ স্থূল ভূত ও ইন্দ্রিয়রূপ ধ্যেয় বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রজ্ঞার-দ্বারা চিত্তের যে পরিপূর্ণতা তাহাই বিতর্কনামক সম্প্রজ্ঞাত। একাগ্রভূমিক চিত্তে যে সমাধিজাত প্রজ্ঞা হয় তাহাই সম্প্রজ্ঞাত, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে (১।১)। নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা-স্থিতিপ্রাপ্ত একাগ্রভূমিক চিত্তে যে প্রজ্ঞাসকল উৎপন্ন হয় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং তাহাদের দ্বারা চিত্ত পরিপূর্ণ থাকে, তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। তাহা সমাধিমাত্র নহে (কেবল চিত্ত সমাহিত হইলেই তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে না, কথিত ঐরূপ লক্ষণযুক্ত হওয়া চাই)। তন্মধ্যে ষোড়শ স্থূল বিকার-বিষয়ক (পঞ্চ স্থূল ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন—ইহারা ষোড়শ বিকার) সমাধিজাত প্রজ্ঞা যখন চিত্তে সদাই প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন তাহাকে বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত বলে।

"বিচারো ধ্যায়িনাং যুক্তিঃ সূক্ষ্মার্থাধিগমো যত" ইতি, এবংলক্ষণেন বিচারেণাধিগতয়া সূক্ষ্মবিষয়য়া প্রজ্ঞয়া চেতসঃ পরিপূর্ণতা বিচারানুগতঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ। সূক্ষ্মবিষয়াঃ—তন্মাত্রাণি অহংকারস্তথা অস্মীতিমাত্রং মহত্তত্ত্বম্। এতদুক্তং ভবতি। আলম্বনবিষয়ভেদাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিশ্চতুর্বিধো বিতর্কানুগতো বিচারানুগত আনন্দানুগতোঽস্মিতানুগতশ্চেতি। বিষয়প্রকৃতিভেদাচ্চাপি চতুর্বিধঃ সবিতর্কো নির্বিতর্কঃ সবিচারো নির্বিচারশ্চেতি। আলম্বনঞ্চ স্থূলসূক্ষ্মভেদাদ্দ্বিধা, গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যভেদাৎ ত্রিধা। এতঞ্চ সমাপত্তৌ বক্ষ্যতি। তত্রেতি। প্রথমঃ বিতর্কানুগতঃ সমাধিঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ—তত্র বিতর্ক-বিচার-ধ্যানানন্দাস্মিভাবা ইত্যেতে সর্বে বর্তন্ত ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ো বিচারানুগতো যোগঃ স্থূলালম্বনহীনত্বাদ্ বিতর্কবিকলঃ—বিতর্ককলাহীনঃ। তৃতীয়ো বাচ্যবাচকহীন-করণগতহ্লাদযুক্তপ্রকাশালম্বী, এবঞ্চ স্থূল-সূক্ষ্মগ্রাহ্যহীনত্বাদ্ বিতর্কবিচারবিকলঃ। অত্র স্থূলেন্দ্রিয়াণাং স্থৈর্যসহগতসাত্ত্বিকপ্রকাশজাত আনন্দঃ প্রথমম্ আলম্বনীক্রিয়তে, ততশ্চান্তঃকরণস্থৈর্যজাতস্য হ্লাদস্যাধিগমো ভবতি। স্মর্যতেঽত্র "ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব যথা পিণ্ডীকরোত্যয়ম্। স্বয়মেব মনশ্চৈবং পঞ্চবর্গঞ্চ ভারত। পূর্বং ধ্যানপথে স্থাপ্য নিত্যযোগেন শাম্যতি। ন তৎ পুরুষকারেণ ন চ দৈবেন কেনচিৎ। সুখমেষ্যতি তৎ তস্য

"বিচার অর্থে ধ্যায়ীদের যুক্তি, যাহা হইতে সূক্ষ্মবিষয়ের অধিগম হয়" (যোগকারিকা) এই লক্ষণান্বিত বিচারযুক্ত প্রজ্ঞার দ্বারা অধিগত যে সূক্ষ্মবিষয় তদ্দ্বারা চিত্তের যে পরিপূর্ণতা তাহাই বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাতের লক্ষণ। সূক্ষ্মবিষয় যথা—পঞ্চ তন্মাত্র, অহংকার এবং অস্মীতিমাত্র-লক্ষণক মহত্তত্ত্ব।

ইহাতে বলা হইল যে আলম্বনরূপ বিষয়ের ভেদে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্বিধ, যথা—বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত এবং অস্মিতানুগত। বিষয়ের এবং প্রকৃতির বা স্বগত লক্ষণের ভেদ অনুসারে আবার সম্প্রজ্ঞান চতুর্বিধ যথা, সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার। আলম্বনও স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ এবং গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্য ভেদে ত্রিবিধ। ইহা সব সমাপত্তির ব্যাখ্যায় বলিবেন।

প্রথম বিতর্কানুগত সমাধি চতুষ্টয়ানুগত, তাহাতে বিতর্ক, বিচার, ধ্যানজ আনন্দ এবং অস্মিভাব ইহারা সবই থাকে। দ্বিতীয় যে বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ তাহা স্থূল আলম্বনহীন বলিয়া বিতর্ক-বিকল অর্থাৎ বিতর্করূপ কলা বা অংশহীন (বিতর্ক অবস্থা তখন অতিক্রান্ত হওয়ায়)। তৃতীয় বাচ্যবাচকহীন বা ভাষাহীন এবং করণগত আনন্দযুক্ত বোধ আলম্বন করিয়া হয় এবং তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম গ্রাহ্যরূপ আলম্বনবিহীন বলিয়া বিতর্ক-বিচার-রূপ কলাহীন। ইহাতে অর্থাৎ আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাতে স্থূল ইন্দ্রিয়সকলের স্থৈর্যসঞ্জাত সাত্ত্বিক প্রকাশজাত আনন্দবোধ প্রথমে আলম্বনীকৃত হয়, তাহার পর অন্তঃকরণের স্থৈর্যজাত আনন্দ অধিগত হয়। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—"ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মনকে যে পিণ্ডীভূত করা তাহাই ধ্যান। হে ভারত! স্বয়ং মনকে এবং পঞ্চ প্রকার ইন্দ্রিয়কে পূর্বে বা প্রথমে, ধ্যানপথে স্থাপন করিয়া অনুক্ষণ অভ্যাসের দ্বারা শান্ত করিবে। (অন্য) কোনরূপ পুরুষকার অথবা দৈবের দ্বারা সেইরূপ সুখ হয় না, যেরূপ সুখ সেই সংযতাত্মধ্যায়ীর হয়। সেই

যথৈবং সংযতাত্মনঃ॥ সুখেন তেন সংযুক্তো রংস্যতে ধ্যানকর্মণীতি।" - চতুর্থে ধ্যানে আনন্দস্যাপি জ্ঞাতাহমিতি অস্মিতামাত্রসংবিদেবালম্বনং ততস্তদ্ আনন্দাদিবিকলম্।

১৮। বিরামস্য—সর্বপ্রত্যযহীনতায়াঃ,প্রত্যয়ঃ—কারণং পরং বৈরাগ্যং, তস্যাভ্যাসঃ পূর্বঃ—প্রথমঃ যস্য সঃ। অস্মীতিপ্রত্যয়মাত্রায়া বুদ্ধেরপি হানাভ্যাসপূর্বকো নিষ্পন্ন ইত্যর্থঃ, সংস্কারশেষঃ—সংস্কারা ন চ প্রত্যয়া যত্রাব্যক্তরূপেণাবশিষ্টাঃ প্রত্যয়জননসামর্থ্য-যুক্তা ইত্যর্থঃ, তদবস্থঃ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাত ইতি সূত্রার্থঃ। সর্বেতি। সর্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে—প্রত্যয়হীনত্বে প্রাপ্তে সতি, যাবস্থা সোঽসম্প্রজ্ঞাতো নির্বীজঃ সমাধিঃ, তস্যোপায়ঃ পরং বৈরাগ্যম্। সালম্বনোঽভ্যাসঃ—সম্প্রজ্ঞাতাভ্যাসঃ ন তস্য মুখ্যং সাধনম্। বিরাম-প্রত্যয়ঃ—পরবৈরাগ্যরূপো নির্বস্তুকঃ—ধ্যেয়বিষয়হীনঃ, গ্রহীতরি মহদাত্মনি অপি অলং-বুদ্ধিরূপঃ অব্যক্তাভিমুখো রোধ ইতি যাবদ্ আলম্বনীক্রিয়তে—আশ্রীযতে অসম্প্র-জ্ঞাতেচ্ছুনা যোগিনেতি শেষঃ। তদিতি। তদভ্যাসপূর্বং—তদভ্যাসেন হেতুনেত্যর্থঃ চিত্তম্ অভাবপ্রাপ্তমিব—ক্রিয়াহীনত্বাদ্ বিনষ্টমিব ন তু বস্তুতঃ অভাবপ্রাপ্তং 'নাভাবো

সুখে সংযুক্ত হইয়া ধ্যায়ী ধ্যানকর্মে রমণ করেন অর্থাৎ আনন্দের সহিত ধ্যান করিতে থাকেন"। (মহাভারত)। চতুর্থ ধ্যানে 'আনন্দেরও আমি জ্ঞাতা' এইরূপ উপলব্ধি করিয়া অস্মীতিমাত্রসংবিৎ বা গ্রহীতাকে আলম্বন করা হয়, তজ্জন্য তাহা আনন্দাদি (নিম্নভূমিস্থ) তিন অংশবর্জিত।

১৮। বিরামের অর্থাৎ চিত্তের সর্ববৃত্তিশূন্যতার প্রত্যয় বা কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহার অভ্যাস যাহার পূর্বে বা প্রথমে তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ বিরামের কারণ পরবৈরাগ্যের অভ্যাসের দ্বারাই তাহা সাধিত হয়। অস্মি বা 'আমি'-মাত্র লক্ষণাত্মক বুদ্ধিরও নিরোধের অভ্যাসপূর্বক নিষ্পন্ন যে সংস্কার-শেষ অর্থাৎ যে অবস্থায় চিত্তের প্রত্যয় থাকে না কেবল সংস্কারমাত্র অব্যপদিষ্টরূপে অবশিষ্ট থাকে কিন্তু প্রত্যয় উৎপাদন করার যোগ্যতা থাকে, সেই অবস্থায় যে সমাধি হয় তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত, ইহাই সূত্রের অর্থ।

সর্ববৃত্তি প্রত্যস্তমিত হইলে অর্থাৎ চিত্ত প্রত্যয়হীনতা প্রাপ্ত হইলে যে অবস্থা হয় তাহাই অসম্প্রজ্ঞাতরূপ নির্বীজ সমাধি, তাহার সিদ্ধির উপায় পরবৈরাগ্য। সালম্বন অভ্যাস অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস তাহার মুখ্য সাধন নহে। বিরামপ্রত্যয় বা বিরামের কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহা নির্বস্তুক অর্থাৎ কোনও ধ্যেয় আলম্বনহীন। 'গ্রহীতা মহদাত্মাকেও চাই না' এইরূপ অব্যক্তাভিমুখ যে বোধ, তদ্রূপ প্রত্যয় সেই অবস্থার অসম্প্রজ্ঞাত-সাধনেচ্ছু যোগীর দ্বারা আলম্বনীকৃত বা বিষয়ীকৃত হয়। ('আমিত্ব-বোধরূপ অবশিষ্ট এক মাত্র প্রত্যয়ও চাই না—এইরূপ সর্ববোধ হইয়া চিত্ত নিরুদ্ধ হউক'—এই প্রকার নিরোধাভিমুখ প্রত্যয়ই তখনকার আলম্বন, যাহার ফলে সালম্বন চিত্ত প্রলীন হওয়ায় কৈবল্যলাভ হয়। আলম্বনে হেয়তাপ্রত্যয়ই ঐ অবস্থার আলম্বন)।

তদভ্যাসপূর্বক অর্থাৎ সেই প্রকার অভ্যাসরূপ উপায়ের দ্বারা চিত্ত অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় হয় বা ক্রিয়াহীন হওয়াতে বিনষ্টবৎ হয়, যদিও তাহা বস্তুতঃ অভাব প্রাপ্ত হয় না, সতের অভাব নাই—এই নিয়মে। যাহা সৎ বা ভাব পদার্থ তাহার অবস্থান্তরতা হইলেও সম্পূর্ণ নাশ হইতে পারে না।

বিষ্যতে সত' ইতি নিয়মাৎ। নিরালম্বনং—গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যবিষয়-হীনমেব অসম্প্রজ্ঞাতাখ্যো নির্বীজঃ—নাস্তি বীজম্ আলম্বনং যস্য স নিরোধঃ সমাধিঃ।

১৯। অন্যোঽপি নির্বীজঃ সমাধিরস্তি, ন স কৈবল্যায় ভবতি, তদ্বিবরণমাহ। স খল্বিতি। দ্বিবিধো নির্বীজ উপায়প্রত্যয়ঃ—শ্রদ্ধাদ্যুপায়হেতুকো বিবেকপূর্ব ইত্যর্থো ভবপ্রত্যয়শ্চ। তত্র কৈবল্যভাজাং যোগিনাম্ উপায়প্রত্যয়ঃ, বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাঞ্চ ভবপ্রত্যয়ো নির্বীজঃ স্যাৎ। বিদেহানামিতি। দেহঃ—স্থূলসূক্ষ্মশরীরং তদ্বীনা বিদেহাঃ, যে তু পুরুষখ্যাতিহীনাঃ কিন্তু দোষদর্শনাদ্ দেহধারণে বিরাগবন্তস্তে তদ্বৈরাগ্যেণ তদ্বিষয়েণ চ সমাধিনা সর্বকরণকার্যং নিরুন্ধন্তি, কার্যাভাবাৎ করণশক্তয়ো ন স্থাতুমুৎসহন্তে তস্মাৎ তাঃ প্রকৃতৌ লীয়ন্তে, স্বস্বাধিষ্ঠানভূতেন স্থূলসূক্ষ্মদেহেন সহ ন সংযুঞ্জন্তি। উক্তঞ্চ "বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়" ইতি। এবমেষামপি নির্বীজঃ সমাধিঃ স্যাৎ কিন্তু বৈরাগ্যসংস্কারজাতত্বাৎ তৎসংস্কারবলক্ষয়ে স সমাধিঃ প্লবতে। ন হি পুরুষখ্যাতিং বিনা সংস্কারস্য সম্যগ্ নাশঃ স্যাৎ, চিত্তাতিবিক্তস্য দ্রব্যস্যানধিগতত্বাৎ। ততস্তদা যো বৈরাগ্যসংস্কারস্তিষ্ঠতি তদ্বলক্ষয়াচ্চ পুনরুত্থানম্, উক্তঞ্চ 'মগ্নবদুত্থানাদ্' ইতি।

যথা বিদেহানাং দেবানাং তথা প্রকৃতিলয়ানামপি বেদিতব্যম্। যে তু পুরুষখ্যাতিহীনাঃ সংজ্ঞামাত্ররূপে গ্রহীতরি অপি বিরাগবন্তো ন দেহমাত্রে, তদ্বিরাগাৎ তদনু-

---

নিরালম্বন অর্থে গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্য-বিষয়হীন, তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত নামক নির্বীজ, অর্থাৎ বীজ বা আলম্বন যাহার নাই তদ্রূপ নিরোধ সমাধি।

১৯। অন্য প্রকার নির্বীজ সমাধিও আছে কিন্তু তাহা কৈবল্যের সাধক নহে, তাহার বিবরণ বলিতেছেন। নির্বীজ সমাধি দ্বিবিধ—উপায়-প্রত্যয় বা শ্রদ্ধাদি উপায়পূর্বক অর্থাৎ বিবেকপূর্বক সাধিত, এবং ভবমূলক। তন্মধ্যে কৈবল্যলিপ্সু যোগীদের উপায়প্রত্যয় এবং বিদেহ-প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয় নির্বীজ হয়। দেহ অর্থে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর, যাঁহারা সেই শরীরবিহীন তাঁহারা বিদেহ। যাঁহাদের পুরুষখ্যাতি হয় নাই কিন্তু দেহের দোষ অবধারণ করিয়া দেহধারণে বিরাগযুক্ত, তাঁহারা সেই বৈরাগ্যের দ্বারা এবং সেই বৈরাগ্যমূলক সমাধির দ্বারা সমস্ত করণের কার্য রোধ করেন। কার্যাভাবে করণশক্তিসকল ব্যক্ত থাকিতে পারে না, তজ্জন্য তাহারা (করণসকলের উপাদান-কারণ) প্রকৃতিতে লীন হয় এবং তাহাদের স্ব স্ব অধিষ্ঠান-ভূত স্থূল বা সূক্ষ্মদেহের সহিত সংযুক্ত হয় না। যথা উক্ত হইয়াছে "বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতিলয় হয়" (সাংখ্যকারিকা)। এইরূপে ইঁহাদেরও নির্বীজ সমাধি হয়, কিন্তু তাহা কেবল বৈরাগ্য-সংস্কার হইতে জাত বলিয়া সেই (সঞ্চিত) সংস্কারের বলক্ষয় হইলে সেই সমাধিরও ভঙ্গ হয়। পুরুষখ্যাতি-ব্যতীত সংস্কারের সম্যক্ প্রণাশ বা প্রলয় হয় না, চিত্তের উপরিস্থ পদার্থ পুরুষতত্ত্ব অধিগত না হওয়াতে (কারণ উপরিস্থ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া তবেই চিত্ত প্রলীন হইতে পারে তজ্জন্য) তখন যে বৈরাগ্য-সংস্কার থাকে তাহার বলক্ষয় হইলে পুনরায় তাহা (চিত্ত) উত্থিত হয়, যথা উক্ত হইয়াছে 'প্রকৃতিলীনদের মগ্নের ন্যায় (চিত্তের) উত্থান হয়' (সাংখ্যসূত্র)।

রূপসমাধেশ্চ তেষাং বিবেকহীনত্বাৎ সাধিকারং চিত্তং প্রকৃতৌ লীয়তে, লীনঞ্চ তিষ্ঠতি যাবৎ তদ্বৈরাগ্যহেতুকনিরোধসংস্কারস্য বলক্ষয়ম্। বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং নিরোধো ভব-প্রত্যয়ঃ—ভবতি জায়তে অনেনেতি ভবো জন্মহেতবঃ ক্লেশমূলাঃ সংস্কারাঃ, উক্তঞ্চাস্মাভিঃ "বিবেকখ্যাতিহীনস্য সংস্কারশ্চেতসো ভবঃ। অশরীরি শরীরি বা প্ররি জন্ম যতো ভবেদিতি"। জন্ম কিল মরণান্তং, বৈদেহ্যাদের্বিপ্লুতিদর্শনাৎ তজ্জন্ম এব। জন্ম তু অবিদ্যামূলাৎ সংস্কারাদ্ ভবতি। বিদেহাদীনাং তত্তজ্জন্ম বিবেকহীনাৎ সূক্ষ্মাস্মিতামূলাদ্ বৈরাগ্যসংস্কারাৎ সংঘটতে যথা ক্লেশমূলাৎ কর্মাশয়াদ্ দেহবতাং জন্ম। বিদেহপ্রকৃতিলয়া মহাসত্ত্বাঃ, তে হি পুনরাবর্তনে মহর্দ্ধিসম্পন্না ভূত্বা প্রাদুর্ভবন্তি। এতেন ভাষ্যং ব্যাখ্যাতম্।

বিদেহানামিতি। স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন—স্বস্য বৈরাগ্যসংস্কারস্য উপযোগেন—আনুকুল্যেন। চিত্তেনেতি চিত্তস্যাপ্রতিপ্রসবত্বং সূচয়তি। কৈবল্যপদমিবানুভবন্তীতি। বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্তন্তে ইতি ন লোকমধ্যে ন্যস্তা ইতি ভাষ্যাৎ তে হি ন লোকিনো ভূতাদ্যভিমানিনো দেবাঃ, নাপি ভূতাদিধ্যায়িনো দেবাঃ। তেষাং হি চিত্তম-ব্যক্ততাপ্রাপ্তং যথা কেবলিনাম্। স্বসংস্কারবিপাকং—স্বেষাং বৈরাগ্যসংস্কারস্য বিপাক-ভূতমবচ্ছিন্নকালং যাবদ্ লীনচিত্ততারূপং যদবস্থানং তথাজাতীয়কম্ অতিবাহয়ন্তি। তথেতি সুগমম্।

যেমন বিদেহদেবতাদের হয় প্রকৃতিলীনদেরও তদ্রূপ হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। যাঁহারা পুরুষ-খ্যাতিহীন কিন্তু আস্মিত্বসংজ্ঞামাত্র (নির্বিচার-ধ্যানগ আস্মিত্ববোধ এইরূপ) যে গ্রহীতা তাহাতে বিরাগযুক্ত, কেবল দেহমাত্রে নহে, সেই বৈরাগ্য এবং তদনুরূপ সমাধি হইতে তাঁহাদের বিবেকহীন অতএব সাধিকার অর্থাৎ বিষয়ে প্রবর্তনার সংস্কারযুক্ত, চিত্ত প্রকৃতিতে লীন হয় তাঁহারা প্রকৃতিলীন। লীন হইয়াও তাঁহাদের চিত্ত থাকে—যতকাল পর্যন্ত সেই বৈরাগ্যমূলক নিরোধ-সংস্কারের বলক্ষয় না হয়। বিদেহ-প্রকৃতিলীনদের যে নিরোধ তাহা ভবমূলক। যাহার ফলে পুনরায় জন্ম হয় তাহাকে ভব বলে, ভব অর্থে জন্মের কারণ ক্লেশমূলক সংস্কার। যথা আমাদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে "বিবেকখ্যাতিহীন চিত্তের সংস্কারই ভব, যাহা হইতে অশরীরী অথবা শরীরযুক্ত প্ররব বা মরণশীল জন্ম হয়" (যোগকারিকা)। জন্মমাত্রেরই মরণে পরিসমাপ্তি, বিদেহাদি অবস্থারও নাশ দেখা যায় বলিয়া তাহাদেরও জন্ম বলা হয়। অবিদ্যামূলক সংস্কার হইতেই জন্ম হয়। ক্লেশমূলক কর্মাশয় হইতে যেমন সাধারণ দেহীদের জন্ম হয়, তেমনই বিদেহাদির তত্তৎ জন্ম অর্থাৎ সেই সেই অবস্থাপ্রাপ্তি বিবেকহীন সূক্ষ্ম অস্মিতাক্লেশমূলক বৈরাগ্য-সংস্কার হইতে সংঘটিত হয়। বিদেহ-প্রকৃতিলীনেরা মহাসত্ত্ব বা মহাপুরুষ, তাঁহারা পুনরাবর্তনকালে মহতী ঋদ্ধি বা যোগজ ঐশ্বর্য-সম্পন্ন হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। ইহার দ্বারা ভাষ্যও ব্যাখ্যাত হইল।

স্ব-সংস্কারমাত্রের উপযোগদ্বারা অর্থে নিজ নিজ যে বৈরাগ্য-সংস্কার তাহার উপযোগ বা আনুকূল্যের দ্বারা। 'চিত্তেন' এই শব্দের উল্লেখের দ্বারা চিত্তের অপ্রতিপ্রসব বা সর্বকালীন প্রলয়ের অভাব, সূচিত হইতেছে অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত লীন হইলেও তাহাতে পুনরায় ব্যক্ত হইবার সংস্কার

২০। শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞা ইত্যুপায়েভ্যঃ কৈবল্যার্থিনাং যোগিনাম্ অসম্প্রজ্ঞাতো নির্বীজো ভবতি। নমু বিদেহাদীনামপি শ্রদ্ধাবীর্যাদীনি বিদ্যন্তে স্ম অথ কোঽত্র যোগিনাং বিশেষ ইত্যত আহ শ্রদ্দধানস্য বিবেকার্থিন ইতি। তস্মাৎ শ্রদ্ধাত্র বিবেকবিষয়ে চেতসঃ সম্প্রসাদঃ—অভিরুচিমতী বুদ্ধিঃ। অভিরুচিরূপায়াঃ শ্রদ্ধায়া বীর্যং প্রযত্নঃ, ততঃ স্মৃতিঃ—সদা সমনস্কতা উপতিষ্ঠতে। স্মৃত্যুপস্থানে—স্মৃতৌ উপস্থিতায়াম্ অনাকুলম্—অবিলোলং চিত্তং সমাধীয়তে—অষ্টাঙ্গযোগবদ্ ভবতি। সমাধেঃ প্রজ্ঞাবিবেকঃ—প্রজ্ঞায়া বিবেকঃ—বৈশিষ্ট্যং বিশদতা, উৎকর্ষ ইতি যাবদ্ উপাবর্ততে—সমুপজায়ত ইত্যর্থঃ। প্রজ্ঞাপ্রকর্ষেণ যথাবদ্ বস্তু—তত্ত্বানীত্যর্থঃ জানাতি। তদভ্যাসাদ্—ব্যুত্থানসংস্কারনাশে উৎপন্নে চ পরবৈরাগ্যে অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতীতি।

২১। ত ইতি। স্পষ্টং ভাষ্যম্। তীব্রসংবেগানাং—তীব্রঃ সংবেগঃ—শীঘ্রলাভায় নিরন্তরানুষ্ঠানে ইচ্ছাপ্রাবল্যং যেষাং তেষাং সমাধিলাভঃ কৈবল্যঞ্চ আসন্নং ভবতি।

থাকে। তাঁহারা কৈবল্যবৎ (ঠিক কৈবল্য নহে) অবস্থা অনুভব করেন। বিদেহ-প্রকৃতিলীনেরা মোক্ষপদে (মোক্ষবৎ পদে) অবস্থিত, তজ্জন্য তাঁহারা কোনও (স্থূল বা সূক্ষ্ম) লোকের অন্তর্ভুক্ত নহেন, ভাষ্যে (৩।২৬) এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা লোকস্থিত ভূতাদি-অভিমানী দেবতা (যাঁহারা ভূততত্ত্বে সমাধি করিয়া তাহাতেই লীনচিত্ত হইয়া তত্তৎ বিরাট্‌শরীরী হইয়াছেন) নহেন বা ভূতাদিধ্যায়ী দেবতাও নহেন। তাঁহাদের চিত্ত অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়, যেমন কৈবল্যপ্রাপ্তদের হয় (তবে কেবলীদের মত শাশ্বতিক নহে)। তাঁহারা স্বসংস্কারবিপাক অর্থাৎ নিজ নিজ বৈরাগ্যসংস্কারের ফলস্বরূপ অবচ্ছিন্ন বা নির্দিষ্ট কালযাবৎ লীনচিত্ত হইয়া যে অবস্থিতি, তদ্রূপ অবস্থা অতিবাহিত করেন অর্থাৎ ভোগ করেন।

২০। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়ের দ্বারা কৈবল্যলিপ্সু যোগীদের অসম্প্রজ্ঞাত নির্বীজ সমাধি হয়। বিদেহাদিরও যখন শ্রদ্ধাবীর্যাদি থাকে তখন ইহাতে (কৈবল্যভাগীদের) বিশেষত্ব কি? তদুত্তরে (ভাষ্যকার) বলিতেছেন, "শ্রদ্ধাবান্ বিবেকার্থীর বীর্য হয়"। তজ্জন্য এস্থলে শ্রদ্ধা অর্থে বিবেকবিষয়ে (যেকোনও বিষয়ে নহে), চিত্তের সম্প্রসাদ বা অভিরুচিযুক্ত বুদ্ধি। অভিরুচিরূপ শ্রদ্ধা হইতে বীর্য বা সাধনে প্রযত্ন হয়, তাহা হইতে স্মৃতি বা সদা সমনস্কতা (যাহা প্রমাদরূপ অমনস্কতার বিরোধী) উপস্থিত হয়। ঐরূপ স্মৃত্যুপস্থান হইলে অর্থাৎ স্মৃতি সদাই উপস্থিত থাকিলে বা ধ্রুবা হইলে, চিত্ত অনাকুল বা অচঞ্চল হইয়া সমাহিত হয় অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগক্রমে সমাহিত হয়। সমাধি হইতে প্রজ্ঞার বিবেক বা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নির্মলতা বা উৎকর্ষ উপাবর্তিত বা উৎপন্ন হয়। প্রজ্ঞার প্রকর্ষ হইলে যথাবৎ বস্তুর অর্থাৎ তত্ত্বসকলের জ্ঞান হয়। তাহার অভ্যাস হইতে ব্যুত্থান-সংস্কারের নাশ হইলে এবং পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

২১। তীব্রসংবেগীদের অর্থাৎ তীব্রসংবেগ বা শীঘ্র সমাধিনিষ্পন্নার্থ নিরন্তর সাধনেচ্ছার প্রাবল্য যাঁহাদের, তাদৃশ সাধকদের সমাধিসিদ্ধি এবং কৈবল্যলাভ আসন্ন হয়।

২২। মৃদুতীব্র ইতি। সুগমং ভাষ্যম্। অধিমাত্রোপায়ঃ—অধিকপ্রমাণকোপায়ঃ, তদ্ যথা সমাধিসাধনোপায়েষু অবিচলা শ্রদ্ধেত্যাদিঃ।

২৩। কিমিতি। এতস্মাদ্—গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যাণাং সম্প্রজ্ঞানলাভায় তীব্র-সংবেগাদেব আসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি ন বেতি। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বাপি স ভবতি। প্রণিধানাদিতি। সর্বকর্মার্পণপূর্বং ভাবনারূপং প্রণিধানং, ন তু কর্মার্পণমাত্রম্। তচ্চ ভক্তিবিশেষস্তস্মাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ হৃদি ব্রহ্মপুরে ব্যোম্নি প্রতিষ্ঠিতম্ আত্মনি ঈশ্বরসত্ত্বম্ অনুভবতঃ পরমপ্রেমাস্পদে তস্মিন্ নিবেদিতাত্মনো নিশ্চিন্তস্য যোগিনঃ সদৈবাবস্থানমিয়ং সমাধিসাধিনী ভক্তিঃ। তাদৃশভক্ত্যা আবর্জিতঃ—অভিমুখীকৃত ঈশ্বরস্তং যোগিনমনু-গৃহ্লাতি অভিধ্যানমাত্রেণ—ইচ্ছামাত্রেণ নান্যেন ব্যাপারেণেত্যর্থঃ। কল্পপ্রলয়মহা-প্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধবিষ্যামীতি বাক্যাদ্ ঈশ্বরঃ প্রলয়কাল এব নির্মাণচিত্তেন অভিধ্যানং করোতীতি গম্যতে। অন্যদা সগুণব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্যৈব অভিধ্যানং লভ্যম্। কিঞ্চ ঈশ্বরাভিধ্যানালাভেঽপি তৎপ্রণিধানাদেবাসন্নতমঃ সমাধিলাভো ভবতি। সমাহিতপুরুষে প্রবর্তিতা ভাবনা শীঘ্রং সমাধিমানয়েদিতি। উক্তঞ্চ সূত্রকৃতা "ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি।

২২। অধিমাত্রোপায় অর্থে অধিকপ্রমাণক বা সার ও যথার্থ উপায়, তাহা যথা—সমাধিসাধনের যেসকল উপায় তাহাতে অচলা শ্রদ্ধা ইত্যাদি।

২৩। এই সকল হইতে অর্থাৎ গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বিষয়ে সম্প্রজ্ঞানের জন্য যে তীব্র সংবেগ তাহা হইতেই কি সমাধি আসন্নতম হয় অথবা আর কোনও উপায় আছে? (উত্তর—) ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও তাহা হয়। ঈশ্বরে সর্বকর্ম অর্পণপূর্বক তাঁহার ভাবনারূপ যে সাধন তাহাই প্রণিধান, ইহা কেবল তাঁহাতে কর্মার্পণমাত্র নহে। ইহা এক প্রকার ভক্তি, সেই ভক্তি-বিশেষ হইতে হৃদয়স্থ আকাশকল্প ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর-সত্তার অনুভবপূর্বক সেই পরম প্রেমাস্পদে আত্মসমর্পণ বা আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত (অন্য কোনও বৃত্তিশূন্য) যোগীর যে সদা তদ্ভাবে অবস্থান, তাহাই এই প্রকার সমাধি-নিষ্পন্নকারিণী ভক্তি। তাদৃশ ভক্তির দ্বারা আবর্জিত বা অভিমুখীকৃত ঈশ্বর সেই যোগীকে অভিধ্যানমাত্রের দ্বারা অর্থাৎ (আনুকূল্য করার জন্য) ইচ্ছামাত্রের দ্বারা; অন্য কোনও ব্যাপার বা স্থূল উপায়ের দ্বারা নহে, অনুগৃহীত করেন। "কল্পপ্রলয়ে এবং মহাপ্রলয়ে সংসারী পুরুষদের উদ্ধার করিব" (ভাষ্য) এই বাক্যের দ্বারা বুঝায় যে ঈশ্বর প্রলয়কালেই নির্মাণচিত্ত আশ্রয় করিয়া অভিধ্যান করেন। অন্যসময়ে সগুণ ব্রহ্ম যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহারই অভিধ্যান লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের অভিধ্যানলাভ না হইলেও তাঁহার প্রণিধান হইতেও অর্থাৎ প্রণিধানরূপ কর্ম হইতেই, সমাধিলাভ আসন্নতম হয় কারণ সমাহিত পুরুষের দিকে নিয়োজিত ভাবনা শীঘ্র সমাধি সাধিত করে। যথা সূত্রকারের দ্বারা উক্ত হইয়াছে (১।২৯) "তাহা হইতে অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে প্রত্যক্ চেতনের অধিগম হয় এবং অন্তরায়সকলের অভাব হয়।"

২৪। অথেতি। নমু পঞ্চবিংশতিতত্ত্বান্যেব বিশ্বস্য নিমিত্তোপাদানং কারণং, তত্র প্রধানং মূলমুপাদানং পুরুষস্তু মূলং নিমিত্তম্। যৎ কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে চিন্তনীয়ঞ্চ যদ্ ভবেৎ তৎ সর্বং প্রধানপুরুষাত্মকমিতি সাংখ্যযোগনয়ঃ। ঈশ্বরস্তু ন প্রধানং নাপি পুরুষমাত্র ইত্যতঃ স কঃ ? স হি ঐশচিত্তব্যপদিষ্টো মুক্তপুরুষবিশেষো যস্য চিত্তং সদৈব মুক্তম্ ইত্যস্য প্রধানপুরুষব্যতিরিক্ততা। তস্য লক্ষণমাহ সূত্রকারঃ ক্লেশেতি। অবিদ্যেতি। অবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চক্লেশাঃ—দুঃখকরাণি বিপর্যয়জ্ঞানানি, কর্মাণি—ধর্মাধর্মসংস্কাররূপাণি, জাত্যায়ুর্ভোগরূপাঃ কর্মবিপাকাঃ, তদনুগুণাঃ—বিপাকানুরূপা বাসনা আশয়াঃ, তদ্ যথা জাতিবাসনা আয়ুর্বাসনা সুখদুঃখবাসনা চেতি। তে চ মনসি বর্তমানাঃ পুরুষে সাক্ষিণি ব্যপদিশ্যন্তে—উপচর্যন্তে। স হি পুরুষস্তৎফলস্য—উপচারফলস্য বৃত্তিবোধরূপস্য ভোক্তা —বোদ্ধা। দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যো হীতি। অনেন ভোগেন—ক্লেশমূলকর্মফলস্য ভোক্তৃভাবেনেত্যর্থঃ, যঃ অপরামৃষ্টঃ—অব্যপদিষ্টঃ কিন্তু বিদ্যামূলনির্মাণচিত্তেন কদাচিৎ পরামৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

২৪। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই বিশ্বের নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ, তন্মধ্যে প্রকৃতি বা প্রধানই মূল উপাদান-কারণ এবং পুরুষ মূল নিমিত্ত-কারণ। যাহা কিছু আছে এবং যাহা কিছু চিন্তা করা যায় তাহা সমস্তই প্রধান ও পুরুষ হইতে উৎপন্ন, ইহাই সাংখ্য-যোগের মত *। ঈশ্বর প্রধানও নহেন এবং পুরুষ-তত্ত্বমাত্রও নহেন, অতএব তিনি কে ? (উত্তর—) তিনি অব্যর্থ ইচ্ছারূপ ঐশ চিত্তের দ্বারা বিশেষিত অর্থাৎ ঐশ্বর্যযুক্ত চিত্তবান্ মুক্তপুরুষ-বিশেষ, যাঁহার চিত্ত সদাই মুক্ত (ঐশ্বর্যযুক্ত চিত্তও যিনি সদাই ইচ্ছামাত্রে লয় করিতে পারেন), ইহাই তাঁহার প্রধান-পুরুষরূপ তত্ত্বমাত্র হইতে ভিন্নতা (ঐশ্বর্যযুক্ত এক চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে লক্ষিত করায়, প্রধান ও পুরুষ এই তত্ত্বমাত্র হইতে পৃথক্ করিয়া, উভয়-তত্ত্বময় তাঁহার এক ব্যক্তিত্ব স্থাপিত হইল)। সূত্রকার তাঁহার লক্ষণ বলিতেছেন, যথা, 'ক্লেশ-কর্ম—' ইত্যাদি। অবিদ্যাদিরা পঞ্চ ক্লেশ বা দুঃখকর বিপর্যয় জ্ঞান। কর্ম অর্থে ধর্মাধর্ম কর্মের সংস্কার ; জাতি, আয়ু এবং ভোগ ইহারা কর্মবিপাক বা কর্মের ফল, তদনুগুণ অর্থাৎ সেই কর্মবিপাকের অনুরূপ সংস্কার-স্বরূপ বাসনাই আশয়, তাহারা যথা, জাতিবাসনা, আয়ুর্বাসনা এবং সুখদুঃখরূপ ভোগবাসনা। তাহারা মনোরূপ অন্তঃকরণে বর্তমান থাকিলেও তৎসাক্ষি-স্বরূপ (=নির্বিকার জ্ঞাতা) পুরুষে ব্যপদিষ্ট বা আরোপিত হয়। পুরুষ সেই ফলের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বোধরূপ ('বৃত্তিও পুরুষের দ্বারা জ্ঞাত হইতেছে' এই প্রকার বৃত্তিরও যে বোধ, তদ্রূপ) দ্রষ্টাতে যে বৃত্তির উপচার তাহার ফলের ভোক্তা বা জ্ঞাতা। দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। এই ভোগের দ্বারা অর্থাৎ

* যে উপাদানে কোনও বস্তু নির্মিত তাহাই তাহার উপাদান-কারণ এবং যে নিমিত্তের দ্বারা বিশেষ আকারে সেই উপাদানের সংস্থানভেদ ঘটে তাহাই তাহার নিমিত্ত-কারণ। যেমন ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা, তাহার নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার। আবার কুম্ভকারের দেহাদির উপাদান-কারণ পঞ্চভূত এবং নিমিত্ত-কারণ তাহার অন্তঃকরণাদি। পুনশ্চ তাহার অন্তঃকরণাদির উপাদান-কারণ ত্রিগুণ বা প্রকৃতি এবং নিমিত্ত-কারণ পুরুষ। এইরূপে সমস্ত আন্তর ও বাহ্য সৃষ্ট পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে মূল উপাদান যে প্রকৃতি এবং মূল নিমিত্ত যে পুরুষ তাহা পাওয়া যায়।

তস্য বৈশিষ্ট্যং বিবৃণোতি কৈবল্যমিতি। ত্রীণি বন্ধনানি—প্রাকৃতিকং বৈকৃতিকং দাক্ষিণবন্ধনঞ্চেতি। প্রাকৃতিকং বন্ধনং প্রকৃতিলয়ানাং, বৈকৃতিকং বিদেহলয়ানামন্যেষাঞ্চ ভূততন্মাত্রাদিধ্যায়িনাং, দাক্ষিণবন্ধনং দক্ষিণাদিনিষ্পাদ্যকর্মকৃতাম্। পূর্বা বন্ধকোটিঃ—পূর্ব-বন্ধরূপো মোক্ষপ্রান্তঃ। উত্তরা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে—সম্ভব ইতি জ্ঞায়তে। স হি সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বরঃ। অত্রায়ং ন্যায়ঃ—বস্তূনাং জাতিরনাদিঃ মূলকারণানাং নিত্যত্বাৎ, তস্মাদ্ বদ্ধজাতীয়কং তথা চ মুক্তজাতীয়কং চিত্তমনাদি, যস্তু অনাদিমুক্তচিত্তেন ব্যপদিষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ স ঈশ্বরঃ। অতঃ স সদৈব মুক্তঃ সদৈব ঈশ্বর ইতি। নন্বনেন অসংখ্যাতা এব নিত্যমুক্তপুরুষাঃ সম্ভাব্যন্ত ইতি। সত্যম্। কিং তু তত্র সর্বেষাং দ্রষ্টৄণাং তথা চ মুক্তচিত্তানামেকরূপত্বপ্রসঙ্গাদ্ নাস্তি পৃথগ্ব্যপদেশোপায়ঃ, অতো মোক্ষতত্ত্বরূপো নিত্য-মুক্ত ঈশ্বর একস্বরূপেণ উপাসনীয় এবেতি ন্যায্যা বিচারণা। য ইতি। প্রকৃষ্টসত্ত্বো-পাদানাৎ—প্রকৃষ্টং সার্বজ্ঞ্যযুক্তং সত্ত্বং—বুদ্ধিঃ, তস্য উপাদানাৎ—তদ্রূপস্য উপাধের্যোগাদ্ ঈশ্বরস্য যোঽসৌ শাশ্বতিকঃ নিত্যঃ উৎকর্ষঃ স কিং সনিমিত্তঃ—সপ্রমাণকঃ, আহোস্বিদ্ নির্নিমিত্ত ইতি। প্রত্যুত্তরমাহ তস্যেতি। ঈশ্বরস্য সত্ত্বোৎকর্ষস্য শাস্ত্রং—মোক্ষবিদ্যা এব নিমিত্তং—প্রমাণম্, মোক্ষবিদ্যা পুনঃ অধিগত মোক্ষধর্মেণ সিদ্ধচিত্তেনৈব দেশনীয়া। শ্রূয়তেঽত্র "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি" ইতি। এতয়োরিতি। এবমনাদি-প্রবর্তিন্যাং সর্গপরম্পরায়াম্ ঈশ্বরসত্ত্বে—ঈশ্বরচিত্তে বর্তমানয়োঃ শাস্ত্রোৎ-কর্ষয়োঃ—শাসনীয়মোক্ষবিদ্যায়াস্তথা বিবেকরূপস্যোৎকর্ষস্য চেতি দ্বয়োরনাদিসম্বন্ধঃ। বিনিগময়তি এতস্মাদিতি।

ক্লেশমূলক কর্মফলের ভোক্তৃত্বের সহিত যিনি অপরামৃষ্ট বা সম্পর্কহীন, কিন্তু বিদ্যামূলক নির্মাণচিত্তের দ্বারা কখনও কখনও যিনি সংস্পৃষ্ট হন, সেই পুরুষবিশেষই ঈশ্বর।

তাঁহার বিশেষত্ব বলিতেছেন। বন্ধন তিন প্রকার, যথা—প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক এবং দাক্ষিণ। প্রকৃতিলীনদের প্রাকৃতিক বন্ধন, বিদেহলীন এবং অন্য ভূত-তন্মাত্রাদিধ্যায়ীদের বৈকৃতিক বন্ধন এবং দক্ষিণা-নিষ্পাদ্য যাগযজ্ঞাদি কর্মকারীদের দাক্ষিণ বন্ধন। পূর্বা বন্ধকোটি অর্থে পূর্বের বদ্ধ অবস্থারূপ-মোক্ষাবস্থার এক সীমা। উত্তরা বন্ধকোটি সম্ভাবিত হইতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতিলীনদের কৈবল্যবৎ অবস্থা অনুভবপূর্বক পুনরায় বদ্ধ হওয়া যে সম্ভব তাহা জানা যাইতেছে। কিন্তু তিনি সদাই মুক্ত, সদাই ঈশ্বর। এ বিষয়ে যুক্তিপ্রণালী যথা—বস্তুর জাতি (সর্বজাতীয় বস্তু) অনাদি কাল হইতে আছে, যেহেতু মূল কারণসকল নিত্য (অর্থাৎ ত্রিগুণরূপ মূল উপাদান নিত্য বলিয়া) তাহা হইতে যতপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে তাহারাও অনাদিবর্তমান, তজ্জন্য বদ্ধজাতীয় চিত্তও যেমন অনাদি, মুক্তজাতীয় চিত্তও তেমনি অনাদি। অনাদিমুক্ত চিত্তের দ্বারা ব্যপদিষ্ট বা বিশেষিত অর্থাৎ ঐরূপ চিত্তযুক্ত যে পুরুষবিশেষ তিনিই ঈশ্বর, তজ্জন্য তিনি সদাই মুক্ত, সদাই ঈশ্বর। কিন্তু এই ন্যায় অনুসারে ত অসংখ্য নিত্যমুক্ত পুরুষের অস্তিত্ব সম্ভব হইতেছে? তাহা সত্য। কিন্তু ইহাতে সমস্ত দ্রষ্টার এবং মুক্তচিত্তদের একরূপত্ব প্রসঙ্গ হয় বলিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের এক বলিতে হয়

তচ্চেতি। অস্য প্রয়োগো যথা, অস্তি সাতিশয়ম্ ঐশ্বর্য্যং, সাতিশয়ত্বদর্শনাদ্ ঐশ্বর্য্যস্য। যস্মিন্ পুরুষে সাতিশয়স্য ঐশ্বর্য্যস্য কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স এব ঈশ্বরঃ সাম্যাতিশয়-নির্মুক্তৈশ্বর্য্যবান্। তৎসমানং তদধিকঞ্চ ঐশ্বর্য্যং নাস্তি কস্যচিৎ। ন চেতি। এতদুক্তং ভবতি। সন্তি বহব ঐশ্বর্য্যবন্তঃ পুরুষাঃ, ঈশ্বরোঽপি তাদৃশঃ পুরুষঃ কিং তু তত্তুল্যে তদধিকে বা ঐশ্বর্য্যে বিদ্যমানে তস্য ঈশ্বরত্বসিদ্ধির্ন স্যাদ্, অতো নিরতিশয়ত্বাৎ সাম্যাতিশয়শূন্যং যস্য ঐশ্বর্য্যং স পুরুষবিশেষ এব ঈশ্বরপদবাচ্য ইতি বয়ং ব্রূমঃ। প্রাকাম্য-বিঘাতাদ্ উনত্বং—প্রাকাম্যম্—অহতেচ্ছতা তস্য বিঘাতাদ্ অবরত্বম্।

বলিয়া, তাঁহাদিগকে পৃথক্‌রূপে লক্ষিত করিবার কোনও উপায় নাই*। অতএব মোক্ষতত্ত্বের প্রতীকরূপ নিত্যমুক্ত ঈশ্বর এক-স্বরূপে অর্থাৎ 'তিনি এক' এইরূপে উপাস্য—এই দর্শনই ন্যায্য (ক্লেশ-কর্ম-বিপাকাশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট এইরূপ অবস্থা যে আছে তাহাই মোক্ষতত্ত্ব বা মোক্ষের স্বরূপ, যাহা যোগীদের আদর্শভূত)। প্রকৃষ্টসত্ত্বোপাদানহেতু অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বা সর্বজ্ঞতাযুক্ত যে সত্ত্ব বা বুদ্ধি তাহার উপাদান হইতে অর্থাৎ তদ্রূপ উপাধির বা বুদ্ধির যোগ হইতে, ঈশ্বরের যে এই শাশ্বতিক বা নিত্য উৎকর্ষ বা জ্ঞানৈশ্বর্য, তাহা কি সনিমিত্ত অর্থাৎ তাহার কি প্রমাণ আছে, অথবা নির্নিমিত্ত বা প্রমাণহীন ? ইহার প্রত্যুত্তর দিতেছেন। ঐশ্বরিক চিত্তের উৎকর্ষের নিমিত্ত বা প্রমাণ শাস্ত্র বা মোক্ষবিদ্যা। মোক্ষবিদ্যা পুনশ্চ মোক্ষধর্ম যাঁহাদের দ্বারা অধিগত হইয়াছে তদ্রূপ সিদ্ধচিত্ত যোগীদের দ্বারা উপদিষ্ট হইবার যোগ্য। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা, "যিনি কপিলঋষিকে সর্বাগ্রে জ্ঞানধর্মের দ্বারা পূর্ণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন"। (শ্বেতাশ্বতর)। এইরূপে অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত সর্গের বা সৃষ্টির পরম্পরাক্রমে ঈশ্বরসত্ত্বে অর্থাৎ ঐশ্বরিক চিত্তে বর্তমান শাস্ত্রের এবং উৎকর্ষের অর্থাৎ উপদিষ্ট মোক্ষবিদ্যা এবং বিবেকরূপ উৎকর্ষ এই উভয়ের অনাদি সম্বন্ধ। উপসংহার বা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে ঈশ্বর সদাই মুক্ত।

এই ন্যায়ের প্রয়োগ যথা—সাতিশয় ঐশ্বর্য আছে কারণ ঐশ্বর্য বা জ্ঞান সাতিশয় বা ক্রমোৎকর্ষ-যুক্ত দেখা যায় (১।২৫ সূত্র), যে পুরুষে সাতিশয় উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ যে জ্ঞানৈশ্বর্যের সাম্য (সমান) এবং অতিশয় (তদপেক্ষা অধিক) নাই তদ্রূপ ঐশ্বর্যযুক্ত। তাঁহার সমান বা অধিক ঐশ্বর্য আর কাহারও নাই। ইহার দ্বারা বলা হইল যে ঐশ্বর্যবান্ বহু পুরুষ

* কারণ দ্রষ্টৃত্বের কোনও ভেদ করা যাইতে পারে না, সব দ্রষ্টাই সর্বতস্তুল্য। চিত্তের দ্বারা ব্যপদিষ্ট করিয়াই এক দ্রষ্টা হইতে অন্য দ্রষ্টার পার্থক্য লক্ষিত করা হয়। অতএব যাঁহারা অনাদিমুক্ত-চিত্তলক্ষিত (সুতরাং যাঁহাদের চিত্তকে ভেদ করার উপায় নাই), তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে লক্ষিত হইবার যোগ্য নহেন, সুতরাং তাঁহাদের সংখ্যাও বক্তব্য হইতে পারে না।

ত্রৈগুণিক সব বস্তুর ন্যায় চিত্তের ব্যক্ত অবস্থাও যেমন আছে তেমনি অব্যক্ত অবস্থাও আছে। অব্যক্ত অর্থে যাহা ব্যক্ত নহে কিন্তু ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য এবং তাহাও বস্তুর একটা অবস্থা, উহা শূন্য বা অভাব নহে। লীন অর্থেও কারণে লীন হইয়া অর্থাৎ অনভিব্যক্তরূপে থাকা, যেমন, একখণ্ড কয়লাতে তাপশক্তি লীনভাবে থাকে এবং ব্যক্ত হওয়ার যোগ্যতা থাকায় তাহা অভাব বা শূন্য নহে। অনাদিবদ্ধ পুরুষের চিত্ত যেমন অনাদি ক্লেশযুক্ত তেমনি অনাদিমুক্ত পুরুষের চিত্ত অনাদি ক্লেশমুক্ত, তাই তিনি অনাদিমুক্ত। সেই ঐশ মুক্ত চিত্ত যদি কল্পান্তে ব্যক্ত হয় তাহা হইলে ক্লেশ-কর্মবিরোধী বিবেকযুক্ত হইয়াই অর্থাৎ নির্মাণচিত্তরূপেই ব্যক্ত হইবে ('শঙ্কানিরাস' ১৩—দ্রষ্টব্য)।

২৫। কিঞ্চেতি ঈশ্বরসিদ্ধৌ অনুমানপ্রমাণমাহ। যত্র সাতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজং নিরতিশয়ত্বং প্রাপ্তং স এব ঈশ্বরঃ। যদিতি অনুমিতিং বিবৃণোতি। অতীতানাগত-প্রত্যুৎপন্নানাম্ অতীন্দ্রিয়বিষয়াণাং প্রত্যেকং সমুচ্চয়েন চ—একস্য বহূনাঞ্চেত্যর্থঃ, যদিদম্ অল্পং বা বহু বা গ্রহণং দৃশ্যতে তৎ সর্বজ্ঞবীজং—সার্বজ্ঞ্যস্য অনুমাপকম্। এতদ্ বিবর্ধমানং যত্র চিত্তে নিরতিশয়ত্বং প্রাপ্তং তচ্চিত্তবান্ পুরুষঃ সর্বজ্ঞঃ। অস্য ন্যায়স্য প্রয়োগমাহ অস্তীতি। সসীমানাং পদার্থানাম্ উপাদানং চেদমেয়ং তদা তে অসংখ্যাঃ স্যুঃ। তাদৃশা মেয়পদার্থাঃ ক্রমশো বিবর্ধমানাঃ সাতিশয়া ইতি উচ্যন্তে। অমেয়োপাদানকানাং সাতিশয়ানাং পদার্থানাং বিবর্ধমানতা নিরবধিঃ স্যাৎ, তদ্ নিরবধিবৃহত্ত্বমেব নিরতিশয়ত্বম্। যথা অমেয়দেশোপাদানকা বিতস্তি-হস্ত-ব্যাম-ক্রোশ-গব্যুতি-যোজনাদয়ঃ পরিমাণক্রমা বিবর্ধমানা অসংখ্যযোজনরূপং নিরতিশয়বৃহত্ত্বং প্রাপ্নুয়ুঃ। জ্ঞানশক্ত্য আকৃমের্মানবস্থিতাঃ সাতিশয়া দৃশ্যন্তে। তাসাঞ্চ উপাদানম্ অমেয়ং প্রধানং, তস্মাৎ সাতিশয়াস্তা নিরতি-শয়ত্বং প্রাপ্নুয়ুঃ। যত্র চেতসি জ্ঞানশক্তের্নিরতিশয়ত্বং তচ্চিত্তবান্ সর্বজ্ঞপুরুষ ঈশ্বর ইত্যনুমানসিদ্ধিঃ।

আছেন, ঈশ্বরও তাদৃশ এক পুরুষ। কিন্তু তাঁহার তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব-সিদ্ধি হয় না (তাদৃশ কোনও পুরুষকে তাই ঈশ্বর বলা যাইতে পারে না), কিন্তু নিরতিশয়ত্বহেতু যাঁহার ঐশ্বর্য সাম্যাতিশয়শূন্য সেই পুরুষবিশেষই ঈশ্বরপদবাচ্য, ইহা আমরা বলি। প্রাকাম্য-বিঘাতহেতু ঊনত্ব অর্থাৎ প্রাকাম্য বা অবাধ ইচ্ছা-শক্তি, তাহার বাধা ঘটিলে অন্যাপেক্ষা হীনতা হইবে (যদি একাধিক তুল্যৈশ্বর্যযুক্ত ঈশ্বর কল্পিত হয়)।

২৫। ঈশ্বর-সিদ্ধি-বিষয়ে অনুমান প্রমাণ বলিতেছেন। যাঁহাতে সাতিশয় সর্বজ্ঞ-বীজ নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর। এবিষয়ে অনুমান বা যুক্তি বিবৃত করিতেছেন। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান অতীন্দ্রিয় বিষয়সকলের যে প্রত্যেক এবং সমুচ্চয়রূপে অর্থাৎ এক বা বহুর সমষ্টিরূপে কোনও প্রাণীতে যে অল্প এবং কোনও প্রাণীতে অধিকরূপে গ্রহণ বা জানন দেখা যায় (ঐরূপ অতীন্দ্রিয়-বিষয়ক জ্ঞান কোনও জীবের মধ্যে অল্প, কোনও জীবের মধ্যে অধিক ইত্যাকার যে তারতম্য আছে) তাহাই সর্বজ্ঞ বীজ বা সার্বজ্ঞ্যের অনুমাপক (তাহাকে অনুমান করায়)। ইহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া যে চিত্তে নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই চিত্তযুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ এবং তিনিই ঈশ্বর। এই ন্যায়ের প্রয়োগ বলিতেছেন। সসীম পদার্থসকলের উপাদান যদি অমেয় হয়, তবে সেই সসীম পদার্থসকল অসংখ্য হইবে। ক্রমশ-বিবর্ধমান তাদৃশ মেয় পদার্থসকলকে সাতিশয় বলা হয়। অমেয় উপাদানে নির্মিত সাতিশয় পদার্থসকলের বিবর্ধমানতা অসীম হইবে অর্থাৎ কোথাও যাইয়া অসীমতা প্রাপ্ত হইবে, সেই নিরবধি বৃহত্ত্বই নিরতিশয়ত্ব। যেমন অমেয় দেশের উপাদান-স্বরূপ বিতস্তি (বিঘত), হস্ত, ব্যাম (বাঁও, চারি হাত), ক্রোশ (৮০০০ হস্ত), গব্যুতি (দুই ক্রোশ), যোজন (৪ ক্রোশ) আদি পরিমাণক্রমসকল ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া অসংখ্য যোজনরূপ নিরতিশয় বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। কৃমি হইতে মানব পর্যন্ত সকলের মধ্যে অবস্থিত সাতিশয় (অতিশয়যুক্ত

স চ ভগবান্ পরমেশ্বরো জগদ্ব্যাপারালিপ্তঃ, নিত্যমুক্তত্বাৎ। মুক্তপুরুষস্য জগৎ-সর্জনম্ অনুপপন্নং শাস্ত্রব্যাকোপকঞ্চ জগৎসর্জনপালনাদিকার্যম্ অক্ষরব্রহ্মণো হিরণ্য-গর্ভস্য। শ্রূয়তেঽত্র "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীদ্" ইতি। "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা" ইতি চ। ন হি জগতঃ স্রষ্টা ব্রহ্মা মুক্তপুরুষস্তস্যাপি মুক্তিস্মরণাৎ। উক্তঞ্চ "ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" ইতি। সর্ববিৎ সর্বাধিষ্ঠাতা জগদন্তরাত্মা ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রস্বরূপো ভগবান্ হিরণ্যগর্ভঃ। স হি পূর্বসর্গে সাস্মিতসমাধিসিদ্ধেরিহ সর্গে সর্বজ্ঞঃ সর্বাধিষ্ঠাতা ভূত্বা প্রাদুর্ভূতঃ। তস্য ঐশসংস্কারাদেব সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে। স্মর্যতেঽত্র "হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ। মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাপ্যুত॥ ধৃতং নৈকাত্মকং যেন কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যমাত্মনা। তথৈব বিশ্বরূপত্বাদ্বিশ্বরূপ ইতি শ্রুতঃ॥" ইতি। বিবেকবলাদ্ যদা স পরং পদং প্রবিশতি তদা ব্রহ্মাণ্ডস্য লয় ইত্যেব শ্রুতিস্মৃতি-সাংখ্যযোগানাং সমীচীনো রাদ্ধান্তঃ।

বা ক্রমবিবর্ধমান) জ্ঞানশক্তি দেখা যায়। তাহাদের উপাদান অসীমা প্রকৃতি। তজ্জন্য সেই সাতিশয় জ্ঞানশক্তি কোথাও যাইয়া নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে চিত্তে জ্ঞানশক্তির এই নিরতিশয়ত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, সেই চিত্তযুক্ত যে সর্বজ্ঞ পুরুষ তিনিই ঈশ্বর, এইরূপে অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর-সিদ্ধি হয়।

সেই ভগবান্ পরমেশ্বর জগদ্ব্যাপারের সহিত নির্লিপ্ত, কারণ তিনি নিত্য মুক্ত। মুক্ত পুরুষদের দ্বারা জগৎ-সৃষ্টি যুক্তিবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রেরও বিরোধী। জগৎ-সৃষ্টি ও পালনাদি ('জগৎ এইরূপে থাকুক'—হিরণ্যগর্ভদেবের এইরূপ সংকল্পই জগৎ-পালন) অক্ষর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভদেবের কার্য। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা, "হিরণ্যগর্ভ প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি জাত হইয়া বিশ্বের একমাত্র পতি হইয়াছিলেন", "দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভেরই অন্য নাম) প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি বিশ্বের কর্তা এবং ভুবনের পালয়িতা"। জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা মুক্ত পুরুষ নহেন, কারণ, পরে তাঁহার মুক্তি হয় এই কথা স্মৃতিতে আছে। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, "ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা সকলে (ব্রহ্মলোকস্থ সত্ত্ব-বিশেষেরা) প্রলয়কালে কল্পপ্রলয়ের অন্তে (মহাকল্পান্তে) কৃতাত্ম হইয়া পরম পদ কৈবল্য লাভ করেন"। সর্ববিৎ, সর্বাধিষ্ঠাতা (সর্বব্যাপী), জগতের অন্তরাত্মা অর্থাৎ যাঁহার অন্তঃকরণে জগৎ প্রতিষ্ঠিত সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-স্বরূপ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ। তিনি পূর্বসৃষ্টিতে সাস্মিত সমাধিতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার ফলে ইহ সৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ ও সর্বাধিষ্ঠাতা হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার ঐশ সংস্কার হইতে সৃষ্টি প্রবর্তিত হইয়াছে। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা, "এই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধি বা বুদ্ধিতত্ত্বধ্যায়ী বলিয়া স্মৃত হন এবং যোগসম্প্রদায়ে মহান্ ও বিরিঞ্চি নামে উক্ত হন। এই অনেকাত্মক সমগ্র ত্রৈলোক্যকে তিনি আত্মাতে বা স্বীয় অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আর, বিশ্ব তাঁহার রূপ বলিয়া শ্রুতিতে তিনি বিশ্বরূপ নামে আখ্যাত হন" (মহাভারত)। বিবেক-জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি যখন পরম পদ কৈবল্য লাভ করেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের লয় হয়, ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-সাংখ্যযোগাদির সমীচীন সিদ্ধান্ত।

সামান্যেতি। সামান্যমাত্রোপসংহারে—ঈদৃশেশ্বরঃ অস্তীতি সামান্যমাত্রনিশ্চয়ং জনয়িত্বা কৃতোপক্ষয়ং—নিবৃত্তম্ অনুমানম্। ন তদ্ বিশেষপ্রতিপত্তৌ—বিশেষজ্ঞানজননে সমর্থমিতি হেতোঃ ঈশ্বরস্য সংজ্ঞাদিবিশেষ-প্রতিপত্তিঃ—প্রণবাদিসংজ্ঞায়াঃ প্রণিধানোপায়স্য চেত্যাদীনাং জ্ঞানং শাস্ত্রতঃ পর্যন্বেষ্যা শিক্ষণীয়া ইত্যর্থঃ। তস্যেতি। ঈশ্বরস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি—স্বোপকারায় প্রবর্তনাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্—তৎ-কর্মণঃ প্রয়োজকম্। তস্য নিত্যমুক্তস্য ভগবতঃ কিং কার্যং ন্যায্যং তদাহ। তস্য নিত্য-মুক্তস্য নিত্যকালং যাবদ্ জগজ্জননসংহারাদিকার্যং ন ন্যায়েন সঙ্গতম্। ঈশ্বরাণাং কার্যং জ্ঞানধর্মোপদেশেন সংসারিণাং পুরুষাণাম্ উদ্ধরণম্। ভূতোপঘাতহীনং পরমপদপ্রাপণং কার্যং কারুণিকস্য সর্বজ্ঞস্য ভবিতুমর্হতীতি। ঈশ্বরস্তথা চ সগুণেশ্বরো ভগবান্ হিরণ্য-গর্ভঃ সর্গকালে স্বাত্মস্থবস্থায় প্রলয়কালে জনিষ্যমাণেন নির্মাণচিত্তেন ভূতানুগ্রহং করোতীতি যোগানাং মতম্।

অধিগতকৈবল্যস্যাপি যোগিনো নির্মাণচিত্তাধিষ্ঠানং কুর্বতো দেশনাবিষয়ে পঞ্চ-শিখাচার্যস্য বচনং প্রমাণয়তি, তথেতি। আদিবিদ্বান্ ভগবান্ পরমর্ষিঃ কপিলো নির্মাণ-চিত্তং—নষ্টে সংস্কারে যোগিনাং চিত্তং ন স্বয়মেব ব্যুত্তিষ্ঠতি কিং তু স্বেচ্ছাপরিণতয়া

সামান্যমাত্র উপসংহারে অর্থাৎ 'এই এই লক্ষণযুক্ত ঈশ্বর আছেন'—এই সামান্য নিশ্চয়জ্ঞান (অস্তিত্বমাত্রের) উৎপাদন করিয়া অনুমান প্রমাণের উপক্ষয় বা নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা অনুমেয়ের অস্তিত্বাদি সামান্য ধর্মেরই জ্ঞান হইতে পারে। তাহা (অনুমান) বিশেষের প্রতিপত্তি করাইতে অর্থাৎ বিশেষজ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে, তজ্জন্য ঈশ্বরের সংজ্ঞা আদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞান, যথা, প্রণবাদি সংজ্ঞা এবং প্রণিধানের উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান, শাস্ত্রসাহায্যে অন্বেষণীয় বা শিক্ষণীয়। ঈশ্বরের আত্মানুগ্রহের বা স্বোপকারের আবশ্যকতা না থাকিলেও অর্থাৎ নিজের কোনও উপকারের (স্বার্থসিদ্ধির) জন্য প্রবর্তনার প্রয়োজন না থাকিলেও, প্রাণীদের প্রতি অনুগ্রহই প্রয়োজন অর্থাৎ তাহাই তাঁহার কর্মের প্রয়োজক। সেই নিত্যমুক্ত ভগবানের কোন্ কার্য সঙ্গত তাহা বলিতেছেন। সেই নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের নিত্যকাল যাবৎ জগতের সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য ন্যায়সঙ্গত নহে (যুক্তিতে বাধে)। জ্ঞান-ধর্মোপদেশ দ্বারা সংসারী জীবদের উদ্ধার করাই পরমৈশ্বর্য-শালীদের একমাত্র করণীয় কার্য হইতে পারে। প্রাণিপীড়নবর্জিত পরমপদপ্রাপক কার্যই কারুণিক সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে সমুচিত। নির্গুণ ঈশ্বর এবং সগুণ ঈশ্বর ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টিকালে আত্মস্থ অবস্থায় থাকিয়া প্রলয়কালে উৎপন্ন নির্মাণচিত্তের দ্বারা ভূতানুগ্রহ করিয়া থাকেন, ইহা যোগ-সম্প্রদায়ের মত।

যাঁহাদের দ্বারা কৈবল্য অধিগত হইয়াছে এইরূপ যোগীদের নির্মাণচিত্ত আশ্রয় করিয়া উপদেশপ্রদান-বিষয় পঞ্চশিখাচার্যের বচনই প্রমাণ করিতেছে। আদিবিদ্বান্ ভগবান্ পরমর্ষি কপিল নির্মাণচিত্তে অধিষ্ঠানপূর্বক অর্থাৎ সংস্কার নষ্ট হইলে যোগীদের চিত্ত স্বয়ং উত্থিত হয় না, কিন্তু স্বেচ্ছায় পরিণত (বিকারিত) অস্মিতার দ্বারা যোগীরা ভূতানুগ্রহের জন্য যে চিত্ত নির্মাণ করেন, তাদৃশ

অস্মিতয়া যোগিনশ্চিত্তং নির্মিমতে ভূতানুগ্রহায়, তাদৃশং নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় জিজ্ঞাসমানায় আসুরয়ে কারুণ্যাৎ তন্ত্রং—সাংখ্যযোগবিদ্যাং প্রোবাচ। এবম্ ঈশ্বরো নিত্যমুক্তোঽপি নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় তদেকশরণান্ অপ্রতিপন্নবিবেকান্ যোগিনো বিবেকোপদেশেন নিঃশ্রেয়সং প্রাপয়তীতি সর্বমবদাতম্। ঈশ্বর এক এব ব্রহ্মাদয়ো দেবা অসংখ্যাতাঃ, ব্রহ্মাণ্ডানামসংখ্যেয়ত্বাৎ। উক্তঞ্চ "কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু। তত্র তত্র চতুর্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরযো ভবাঃ। অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ। হরয়শ্চাপ্যসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বর" ইতি।

২৬। পূর্ব ইতি। পূর্বে গুরবো হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কালেনাবচ্ছেদ্যন্তে ন নিত্যমুক্তা ইত্যর্থঃ। যথেতি। যথা এতৎসর্গস্যাদৌ ঈশ্বরস্য প্রকর্ষগত্যা—প্রকর্ষস্য মোক্ষস্য গতিঃ অবগতিঃ তয়া, ঈশ্বরঃ সিদ্ধস্তথা অতিক্রান্তসর্গেষু অপি স সিদ্ধঃ। আদিশব্দেন অনাগতসর্গেষ্বপি তৎসিদ্ধিরিতি প্রত্যেতব্যা।

২৭। তস্যেতি। ঈশ্বরস্য বাচকঃ—নাম প্রণবঃ ওঙ্কার ইতি সূত্রার্থঃ। কিম্ ইতি। সন্তি পদার্থা যে সাংকেতিকবাচকপদমন্তরেণাপি বুধ্যন্তে। যথা নীলঃ পীতো

নির্মাণচিত্ত আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসমান আসুরি ঋষিকে করুণাপূর্বক তন্ত্র বা সাংখ্যযোগ-বিদ্যা বলিয়াছিলেন। এইরূপে ঈশ্বর নিত্যমুক্ত হইলেও নির্মাণচিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই শরণাগত (তৎপ্রণিধানে সমাহিতচিত্ত) বিবেকখ্যাতিহীন যোগীদিগকে বিবেকের উপদেশ দিয়া নিঃশ্রেয় বা কৈবল্য, লাভ করাইয়া দেন (তদভিমুখ করাইয়া দেন)। ইহার দ্বারা সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। ঈশ্বর এক, কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবতা অসংখ্য, কারণ, ব্রহ্মাণ্ডসকল অসংখ্য। উক্ত হইয়াছে যথা, "হে ঈশে! (দেবি!) কোটি কোটি, অযুত অযুত, ব্রহ্মাণ্ড আছে বলিয়া কথিত হয়, তাহার প্রত্যেকটিতেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা, হরি এবং ভব বা হর আছেন। রুদ্র অসংখ্য, পিতামহ ব্রহ্মা অসংখ্য, হরিও অসংখ্য, কিন্তু মহেশ্বর অর্থাৎ অনাদিমুক্ত ঈশ্বর এক" (লিঙ্গপুরাণ)।

২৬। পূর্বের অর্থাৎ অতীতকালের হিরণ্যগর্ভাদি মোক্ষশাস্ত্রোপদেষ্টা গুরুগণ কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ তাঁহারা নিত্যমুক্ত নহেন। যেমন এই সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের প্রকর্ষগতির দ্বারা অর্থাৎ প্রকর্ষ বা মোক্ষ, তাহার যে গতি বা অবগতি তদ্দ্বারা অর্থাৎ মোক্ষ-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা, ঈশ্বর সিদ্ধ হয় (মোক্ষতত্ত্ব অনাদি বলিলে যেমন তদুপদেষ্টা মূল এক অনাদিমুক্ত পুরুষের সত্তা স্বীকৃত হয়) তদ্বৎ বিগত সৃষ্টিতেও ঐরূপে ঈশ্বরসত্তা সিদ্ধ হয়। 'আদি' শব্দের দ্বারা অনাগত সৃষ্টিতেও এইরূপেই সিদ্ধ হইবে—ইহা বুঝিতে হইবে।

২৭। ঈশ্বরের বাচক অর্থাৎ নাম প্রণব বা ওঙ্কার ইহাই সূত্রের অর্থ। এইরূপ পদার্থ আছে যাহা সাংকেতিক বাচক-পদব্যতীতও বিজ্ঞাত হয়, যেমন নীল, পীত, গো ইত্যাদি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ইহাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান হইতে পারে, শব্দ বা ভাষার আবশ্যকতা নাই। কোনও কোনও পদার্থ তাহা নহে, তাহারা কেবল বাচক পদের দ্বারাই অবগত হইবার যোগ্য, যেমন—'পিতা-পুত্র' ইত্যাদি সম্বন্ধবাচী পদার্থের জ্ঞান যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। 'যাঁহার দ্বারা পুত্র উৎপাদিত হয় তিনি পিতা'—

গৌবিত্যাদয়ঃ। কেচিৎ পদার্থা ন তথা। তে হি বাচকৈঃ পদৈরেবাবগম্যন্তে যথা পিতা পুত্র ইত্যাদয়ঃ। যেনোৎপাদিতঃ পুত্রঃ স পিতেতি বাক্যার্থঃ পিতৃশব্দেন সংকেতীকৃতস্তৎসংকেতং বিনা ন পিতৃপদার্থস্য অবগতিঃ। অত্র হি বাচ্যবাচকসম্বন্ধঃ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিতঃ, যথা প্রদীপপ্রকাশৌ অবিনাভাবিনৌ তথা পিত্রাদিশব্দতদর্থৌ। এবং স্থিত এব বাচ্যেন সহ বাচকস্য সম্বন্ধঃ।

ঈশ্ববাচকপ্রণবশব্দস্তমর্থম্ অভিনয়তি—প্রকাশয়তি। এতদুক্তং ভবতি। যঃ ক্লেশাদিভিরপরামৃষ্টো নিত্যমুক্তঃ কারুণিকঃ স ঈশ্বর ইত্যাদিবর্থো ন বাচকশব্দং বিনা বোদ্ধব্যঃ, অতঃ কেনচিদ্ বাচকেন সহ তদ্বাচ্যস্য সম্বন্ধঃ অবিনাভাবিত্বান্নিত্যস্থিত এব। সংকেতীকৃতেন প্রণবেন বাচকেন তদর্থস্য অবদ্যোতনম্। সর্গান্তরেষ্বপি ঈদৃশো বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষঃ সংকেতঃ ক্রিয়তে নান্যথা। তদ্বৈপরীত্যস্য অচিন্তনীয়ত্বাদিতি। এবং সম্প্রতিপত্তেঃ—সদৃশব্যবহারপরম্পরায়াঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যত্বাদ্ নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ—কেনচিৎ শব্দেন সহ কস্যচিদ্ অর্থস্য সম্বন্ধ ইতি আগমিনঃ প্রতিজানতে—আতিষ্ঠন্তে।

২৮। বিজ্ঞাত ইতি। বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্য—প্রণবস্মরণেন সহ যস্য সার্বজ্ঞ্যাদিগুণযুক্তস্য ঈশ্বরস্য স্মৃতিরুপতিষ্ঠতে স এব বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকো যোগী, তস্য তজ্জপঃ

এই বাক্যার্থ পিতৃ-শব্দের দ্বারা সংকেতীকৃত হইয়াছে, সেই সংকেত ব্যতীত পিতৃপদার্থের অবগতি হইতে পারে না। এস্থলে বাচ্যবাচক-সম্বন্ধ প্রদীপ-প্রকাশবৎ অবস্থিত। যেমন প্রদীপ এবং তাহার প্রকাশগুণ অবিনাভাবী তদ্রূপ পিতৃ-আদি শব্দ এবং তাহার অর্থ অবিনাভাবী (বাচক শব্দ ব্যতীত পিতা-পুত্র আদি সম্বন্ধ-পদার্থ বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু দৃশ্যমান 'ঐ বৃক্ষ'—এস্থলে বৃক্ষরূপ বাচক শব্দ ব্যবহার না করিলেও বৃক্ষজ্ঞানের কোনও বাধা হয় না)। এইরূপে বাচ্যের সহিত বাচকের সম্বন্ধ অবস্থিত আছে বা তাহার আবশ্যকতা আছে।

ঈশ্বর-বাচক প্রণবশব্দ তাহার অর্থকে অভিনয় করে বা প্রকাশিত করে। ইহাতে বলা হইল যে—যিনি ক্লেশাদির দ্বারা অপরামৃষ্ট, নিত্যমুক্ত এবং কারুণিক, তিনিই ঈশ্বর—এই অর্থ বাচকশব্দ ব্যতীত বুদ্ধ হইবার যোগ্য নহে। অতএব এইরূপ কোনও বাচ্যের সহিত তাহার বাচকের সম্বন্ধ অবিনাভাবী বলিয়া তাহা নিত্য অবস্থিত বা আছে। সংকেতীকৃত প্রণবরূপ বাচকের দ্বারা ঈশ্বর-পদের অর্থ অন্তরে প্রকাশিত হয়। অন্য সৃষ্টিতেও এইরূপ বাচ্য-বাচক-শক্তি-সাপেক্ষ সংকেত কৃত হইয়াছে, অন্য কোনও প্রকারে নহে, যেহেতু তাহার বিপরীত অন্য কিছু চিন্তনীয় নহে (কারণ, তদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না)। এইরূপে সম্প্রতিপত্তির দ্বারা অর্থাৎ সদৃশ ব্যবহার-পরম্পরার দ্বারা (অপ্রত্যক্ষ বিষয় শব্দের দ্বারা বরাবরই সংকেতীকৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া) প্রবাহরূপে নিত্যত্বহেতু (বিকারশীল রূপে নিত্য বলিয়া) এই শব্দার্থ-সম্বন্ধ (যেমন 'ঈশ্বর'-শব্দ এবং ঈশ্বরপদের অর্থ) অর্থাৎ কোনও শব্দের সহিত কোনও অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহা নিত্য—ইহা আগমীদের মত।

২৮। বাচ্যবাচকত্ব যাঁহার নিকট বিজ্ঞাত অর্থাৎ প্রণবস্মরণমাত্র যাঁহার নিকট সার্বজ্ঞ্যাদিগুণযুক্ত ঈশ্বরের স্মৃতি উপস্থিত হয়, তিনিই বিজ্ঞাত-বাচ্যবাচক যোগী, সেই যোগীর দ্বারা যে তাহার জপ

প্রণবজপঃ, তদর্থভাবনঞ্চ ঈশ্বরপ্রণিধানং চিত্তস্থিতিকরম্। প্রণবস্যেতি সুগমম্। তথেতি। স্বাধ্যায়াদ্—নিরন্তরপ্রণবজপাদ্ যোগম্ ঐকাগ্র্যম্ আসীত—সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ। যোগাৎ—ঐকাগ্র্যলব্ধয়া অন্তর্দৃষ্ট্যা সূক্ষ্মস্য অর্থস্য অধিগমাৎ স্বাধ্যায়ম্ আমনেৎ—অভ্যসেৎ, তমর্থং লক্ষীকৃত্য জপ্তপুকো ভবেদিত্যর্থঃ। এবং স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা—স্বাধ্যায়েন যোগোৎকর্ষস্য যোগেন চ স্বাধ্যায়োৎকর্ষস্য সম্পাদনম্ ইত্যনেনোপায়েন পরমাত্মা প্রকাশতে।

২৯। কিঞ্চেতি। কিঞ্চ ঈশ্বরপ্রণিধানাদস্য যোগিনঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমঃ অন্তরায়াভাবশ্চ ভবতি। প্রত্যক্—প্রতিব্যক্তিগতঃ, চেতনঃ—চৈতন্যম্, আত্মগতস্য দ্রষ্টৃচৈতন্যস্য অধিগমঃ—উপলব্ধির্ভবতি যোগান্তরায়াভাবশ্চ ভবতি। কথং স্বরূপ-দর্শনং—প্রত্যক্‌চেতনাধিগমস্তদাহ যথেতি। যথা এব ঈশ্বরঃ শুদ্ধঃ—গুণাতীতঃ, প্রসন্নঃ—অবিদ্যাদিহীনঃ, কেবলঃ—কৈবল্যং প্রাপ্তঃ, অনুপসর্গঃ—কর্মবিপাকহীনঃ, তথা অয়মপি আত্মবুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবং মুক্তপুরুষপ্রণিধানাদ্ নির্গুণস্বাত্মচৈতন্যস্যাধিগমো ভবতি।

অর্থাৎ প্রণবের জপ এবং তাহার অর্থভাবন, তাহাই চিত্তের স্থিতিকর ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ সাধন। স্বাধ্যায় হইতে অর্থাৎ নিরন্তর প্রণব জপ হইতে যোগ বা চিত্তের ঐকাগ্র্য সম্পাদন করিবে, যোগ বা চিত্তের একাগ্রতা হইতে লব্ধ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা সূক্ষ্ম অর্থের অধিগমপূর্বক স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ বা অভ্যাস করিবে অর্থাৎ সেই সূক্ষ্মতর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুনঃ পুনঃ জপনশীল হইবে। এইরূপে স্বাধ্যায় ও যোগ-সম্পত্তির দ্বারা অর্থাৎ স্বাধ্যায়ের দ্বারা যোগের এবং যোগের দ্বারা স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ সম্পাদনরূপ এই উপায়ের দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হন অর্থাৎ সাধকের আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

২৯। কিঞ্চ ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে এই যোগীর প্রত্যক্‌চেতনের অধিগম হয় এবং অন্তরায়-সকলের অভাব হয়। প্রত্যক্ অর্থে প্রতিব্যক্তিগত, তদ্রূপ যে চেতন বা চৈতন্য তাহাই প্রত্যক্-চৈতন্য। প্রণিধানের দ্বারা আত্মগত অর্থাৎ আত্মভাবকে বিশ্লেষ করিলে যাঁহাকে পাওয়া যায় সেই দ্রষ্টৃচৈতন্যের অধিগম বা উপলব্ধি হয় এবং যোগের অন্তরায়সকলেরও অভাব হয়। কিরূপে যোগীর স্বরূপদর্শন বা প্রত্যক্-চেতনাধিগম হয় ?—তাহা বলিতেছেন। যেমন ঈশ্বর শুদ্ধ বা গুণাতীত, প্রসন্ন বা অবিদ্যাদিমলহীন, কেবল অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্ত, অনুপসর্গ বা (উপসৃষ্টিরূপ-) কর্মবিপাকহীন, এই আত্মবুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষও তদ্রূপ, এইরূপে মুক্তপুরুষের প্রণিধান হইতে নির্গুণ আত্ম-চৈতন্যের অধিগম হয়।*

* জগৎস্রষ্টা প্রজাপতিকে ঐশচিত্তযুক্ত বা সগুণ ঈশ্বর বলে এবং অনাদিমুক্ত চিত্তকে নির্গুণ ঈশ্বর বলা হয়। নির্গুণ ঈশ্বরের লক্ষণে ১।২৫ সূত্রে এবং তাহার ভাষ্যে নির্মল চিত্তের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সর্বজ্ঞ অর্থাৎ ঐশচিত্তযুক্ত বলা হইয়াছে। আবার এই সূত্রে ও ভাষ্যে তিনি বুদ্ধির প্রতিসংবেদী ত্রিগুণাতীত পুরুষতুল্য আখ্যাত হইয়াছেন, এ বিষয় নিম্নোক্তরূপে সমাধেয়।

ইনি অনাদিকাল যাবৎ চিত্তের অনধীন কিন্তু প্রতি সৃষ্টির প্রলয়ে ঈশ্বরতাযুক্ত নির্মাণচিত্ত আশ্রয় করেন। এই দৃষ্টিতে তিনি 'পুরুষবিশেষ', তিনি পুরুষতত্ত্ব নহেন যেহেতু ঈশ্বর বলিলেই তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্যযুক্ত চিত্ত আসিয়া পড়ে। নির্মাণচিত্ত যে

৩০। অথেতি সূত্রমবতারয়তি। নব ইতি। ধাতুঃ—বাতপিত্তাদিঃ, রসঃ—আহারপরিপাকজাতরসঃ, করণানি—চক্ষুরাদীনি এষাং বৈষম্যং—বৈরূপ্যং ব্যাধিঃ। অকর্মণ্যতা—ভ্রমণাৎ। উভয়কোটিস্পৃক্ ইদং বা অদো বা ইত্যুভয়প্রান্তস্পর্শি। গুরুত্বাৎ—জাড্যাৎ, নিদ্রাতন্দ্রাদিতামসাবস্থায়া যা কায়চিত্তয়োঃ সাধনে অপ্রবৃত্তিঃ। বিষয়সম্প্রয়োগাত্মা গর্ধঃ—বিষয়সংস্থারূপা তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শনং—তত্ত্বানাম্ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং জ্ঞানম্। সমাধিভূমিঃ—প্রথমকল্পিকো মধুমতী প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি চতস্রঃ অবস্থাঃ।

৩১। দুঃখমিতি। সুগমম্। অভিহতাঃ—অভিঘাতপ্রাপ্তাঃ। উপঘাতায়—নিরাসায়।

৩২। অথেতি। চিত্তনিরোধেন সহ বিক্ষেপা নিরুদ্ধা ভবন্তি। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোধঃ সাধ্যঃ। তয়োরভ্যাসস্য বিষয়ম্ উপসংহরন্—সংক্ষিপন্ ইদমাহ—ঈশ্বরপ্রণিধানাদীনাং সর্বেষামভ্যাসানাং সাধারণবিষয়ং সারভূতং সমাসত আহ তদিতি

৩০। সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। ধাতু অর্থে বাত-পিত্তাদি, রস অর্থে আহার্যপরিপাকজাত রস, করণসকল অর্থে চক্ষুরাদি—ইহাদের যে বৈষম্য বা বৈরূপ্য তাহাই ব্যাধি। অকর্মণ্যতা অর্থে যাহা চঞ্চলতা হইতে উৎপন্ন (উপযুক্ত কর্মে না গিয়া অন্য কর্মে চিত্তের বিচরণশীলতা)। উভয় কোটি (সীমা)-স্পৃক্ (সংস্পর্শী) বিজ্ঞান যেমন, 'ইহা অথবা উহা' এইরূপ উভয় সীমা-স্পর্শী যে জ্ঞান তাহাই সংশয়। গুরুত্বহেতু অর্থে জড়তাবশতঃ, নিদ্রাতন্দ্রাদি তামস অবস্থায় কায় ও চিত্তের যে সাধনে নিশ্চেষ্টতা তাহাই আলস্যমূলক গুরুত্ব। বিষয়-সম্প্রয়োগাত্মা গর্ধ—বিষয়ে সংলগ্ন হইয়া থাকারূপ চিত্তের যে তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ অবৈরাগ্য। ভ্রান্তিদর্শন অর্থে তত্ত্বসম্বন্ধে অযথার্থ বা বিপর্যস্ত জ্ঞান। সমাধিভূমি অর্থে প্রথমকল্পিক, মধুমতী, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্তভাবনীয়—সমাধির এই চারি প্রকার ক্রমোচ্চ অবস্থা।

৩১। অভিহত হইলে অর্থাৎ অভিঘাত বা বাধা-প্রাপ্তি ঘটিলে। উপঘাতের জন্য বা বাধা নিরাস করিবার জন্য (যে চেষ্টা তাহাই দুঃখ)।

৩২। চিত্তের নিরোধের সহিত বিক্ষেপসকলও নিরুদ্ধ হয়। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা নিরোধ সাধনীয়। তন্মধ্যে অভ্যাসের বিষয়ের উপসংহার করিয়া অর্থাৎ সার সংকলন করিয়া ইহা বলিতেছেন। ঈশ্বর-প্রণিধান আদি সর্বপ্রকার অভ্যাসের যে সাধারণ ও সারভূত বিষয় তাহা এই সূত্রের দ্বারা সংক্ষেপে বলিতেছেন। বিক্ষেপের প্রতিষেধের জন্য যে একতত্ত্বালম্বন অর্থাৎ যে অবস্থায়

বন্ধের কারণ নহে তাহা ৪।৪ সূত্র ও ভাষ্য হইতে জানা যায়। এই কারণে তিনি চিত্তের অনধীন বা সদামুক্ত নির্গুণ। এস্থলে বিশেষ করিয়া লক্ষণীয় যে 'অনাদিমুক্ত', 'সৃষ্টির প্রলয়' (সুতরাং জীব আদি ভৌতিক সব কিছুরই প্রলয়) প্রভৃতি কালান্তর্গত নহে। সর্বজ্ঞের নিকটও অতীতানাগত ভেদ নাই, তাঁহার কাছে সবই বর্তমান। ভাষায় ঐ সব অবস্থা বিবৃত করিতে হইলে তাহা কালাশ্রিত হইয়া বিকল্পিত (১।৯ সূত্র) হয় ফলে ভাবার দিক হইতে কিছু অসঙ্গতি অনিবার্য। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞায় (১।৪৮ সূত্র) সাধক ভাষা অতিক্রম করিলে ঐ দোষ কাটিয়া যায়। ('শঙ্কানিরাস' ১৩। দ্রষ্টব্য)।

সূত্রেণ। বিক্ষেপপ্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বাবলম্বনং—যস্মিন্ ধ্যানে ধ্যেয়বিষয় একতত্ত্বাত্মকঃ চিত্তঞ্চ নানেকভাবেষু চ বিচরণস্বভাবকং তাদৃশং চিত্তম্ অভ্যাসেৎ। ঈশ্বরপ্রণিধানে আদৌ চিত্তমনেকবিষয়েষু বিচরতি, যথা যঃ ক্লেশাদিরহিতো যঃ সর্বজ্ঞো যঃ সর্বব্যাপীত্যাদি-ভাবেষু সঞ্চরণং ন একতত্ত্বালম্বনতা চেতসঃ, অভ্যাসবলাৎ তান্ সর্বান্ সমাহৃত্য যদা একস্বরূপধ্যেয়ালম্বনং চিত্তং ক্রিয়তে তদা তাদৃশাদ্ অভ্যাসাৎ কায়েন্দ্রিয়স্থৈর্যং ক্ষিপ্রং প্রবর্ততে ততশ্চ বিক্ষেপা দূরীভবন্তি। একতত্ত্বালম্বনায় অহম্ভাবঃ শ্রেষ্ঠো বিষয়ঃ। ঈশ্বরপ্রণিধানেঽপি আত্মানম্ ঈশ্বরস্থং কৃত্বা ঈশ্বরবদহমিতি ধ্যায়েৎ। উক্তঞ্চ "একং ব্রহ্মময়ং ধ্যায়েৎ সর্বং বিপ্র চরাচরম্। চরাচরবিভাগঞ্চ ত্যজেদহমিতি স্মরন্" ইতি। সর্বেষু অভ্যাসেষু একতত্ত্বালম্বনস্য চেতসোঽভ্যাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।

চিত্তমেকাগ্রং কার্যমিত্যুপদেশো ন তু যোগানামেব, কিন্তু ক্ষণিকবাদিনোঽপি চিত্তস্য নিরোধায় তস্যৈকাগ্র্যমুপদিশন্তি তেষান্তু দৃষ্ট্যা চিত্তস্য ঐকাগ্র্যং নিরর্থকং বাঙ্মাত্রমিত্যুপপাদয়তি। অতোঽত্র তদুপন্যাসো নাপ্রস্তুত ইতি। ক্ষণিকবাদিনাং নয়ে চিত্তং প্রত্যর্থনিয়তং—প্রত্যেকমর্থে উদ্ভূতং সমাপ্তঞ্চ ন কিঞ্চিদ্ বস্তু একক্ষণিকচিত্তাৎ ক্ষণান্তরভাবিনি চিত্তে গচ্ছতি। তচ্চ প্রত্যয়মাত্রং—তেষাং নয়ে সংস্কারা অপি প্রত্যয়াঃ,

ধ্যেয়বিষয় একতত্ত্ব-স্বরূপ, সুতরাং চিত্ত অনেক পদার্থে বিচরণ-স্বভাবযুক্ত নহে, তাদৃশ এক-বিষয়ক চিত্তের অভ্যাস করিবে। ঈশ্বর-প্রণিধানে প্রথমে চিত্ত অনেক বিষয়ে বিচরণ করে, যেমন, যিনি ক্লেশাদিরহিত, যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্বব্যাপী, ইত্যাদি নানা ভাবে যে বিচরণশীলতা তাহা চিত্তের একতত্ত্বালম্বনতা নহে। অভ্যাসবলেই সেই বিভিন্ন ভাবকে বা বিষয়কে একত্র সমাহার করিয়া যখন একতত্ত্ব-স্বরূপ ধ্যেয় বিষয়কে চিত্ত আলম্বন করে, তখন তাদৃশ অভ্যাস হইতে কায়েন্দ্রিয়ের স্থৈর্য অতি শীঘ্র প্রবর্তিত হয় এবং তাহা হইতেই বিক্ষেপসকল দূরীভূত হয়। একতত্ত্বালম্বনার্থ 'আমি মাত্র' ভাব শ্রেষ্ঠ বিষয়। ঈশ্বর-প্রণিধানেও নিজেকে ঈশ্বরস্থ ভাবিয়া 'আমি ঈশ্বরবৎ'—এইরূপ ধ্যান করিবে। যথা উক্ত হইয়াছে, "হে বিপ্র, সমস্ত চরাচরকে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম লোককে, এক ব্রহ্মময় জানিয়া ধ্যান করিবে। তাহার পর 'আমি' এই মাত্র ভাব স্মৃতিতে রাখিয়া চরাচর বিভাগকেও ত্যাগ করিবে" (লিঙ্গ পুরাণ)। সমস্ত অভ্যাসের মধ্যে একতত্ত্বালম্বনযুক্ত চিত্তের অভ্যাসই শ্রেষ্ঠ।

চিত্তকে একাগ্র করিবার উপদেশ যে কেবল যোগমতাবলম্বীদেরই তাহা নহে। ক্ষণিকবাদীরাও (বৌদ্ধবিশেষ) চিত্তনিরোধ করিবার জন্য চিত্তকে একাগ্র বা একালম্বনযুক্ত করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে চিত্তের ঐকাগ্র্য যে নিরর্থক বাঙ্মাত্র তাহা যুক্তির দ্বারা স্থাপিত করিতেছেন। অতএব এখানে ঐ বিষয়ের উপস্থাপন অপ্রাসঙ্গিক নহে। ক্ষণিকবাদীদের মতে চিত্ত প্রত্যর্থ-নিয়ত অর্থাৎ প্রত্যেক অর্থে বা বিষয়ে তাহা উদ্ভূত হয় এবং লীন হয়। চিত্ত একক্ষণিক বলিয়া অর্থাৎ একচিত্তের সত্তা এককক্ষণমাত্র ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া কোনও বস্তু অর্থাৎ সর্বচিত্তবৃত্তিতে অন্বিত কোনও এক ভাবপদার্থ পরক্ষণের চিত্তে যায় না। সেই চিত্ত প্রত্যয়মাত্র অর্থাৎ তাঁহাদের মতে সংস্কারসকলও প্রত্যয়, প্রত্যয়ের অতিরিক্ত অন্য কিছু (অনুস্যূত বস্তু) নাই, কারণ, তন্মতে

নাস্তি প্রত্যযাতিবিক্তং কিঞ্চিৎ, শূন্যোপাদানত্বাৎ। তথা চ তেষাং চিত্তং ক্ষণিকং—প্রত্যেকং ক্ষণমাত্রব্যাপি নিবন্বযত্বাৎ, ক্ষণক্রমেণ উদীযমানানি চিত্তানি পৃথক্। পূর্বক্ষণিকং চিত্তমুত্তবস্য প্রত্যযরূপং নিমিত্তকাবণম্ পূর্বস্য অত্যন্তনাশরূপে নিরোধে উত্তরং শূন্যাদেবোৎপদ্যতে। উক্তঞ্চ "সর্বে সংস্কারা অনিত্যা উৎপাদব্যয়ধর্মিণঃ। উৎপদ্য চ নিরুধ্যন্তে তেষাং ব্যুপশমঃ সুখঃ" ইতি।

তস্যেতি। এতন্নয়ে সর্বমেব চিত্তমেকাগ্রং স্যাৎ, নিরর্থা স্যাৎ তেষাং বিক্ষিপ্তং চিত্তমিত্যুক্তিঃ ক্ষণিকে প্রত্যেকং চিত্তে একস্যৈবার্থস্য বর্তমানত্বাৎ। যদীতি। সর্বতঃ প্রত্যাহৃত্য একস্মিন্ অর্থে সমাধানমেব একাগ্রতেতি চেদ্ বদতি ভবান্ তদা চিত্তং প্রত্যর্থনিযতমিতি ভবদুক্তির্বাধিতা ভবেৎ। যোঽপীতি। উদীয়মানানাং প্রত্যয়ানাং সমানরূপতা এব ঐকাগ্র্যমিত্যপি ভবতাং দৃষ্টির্ন ন্যায্যা। সুগমং ভাষ্যম্। তস্মাদিতি। চিত্তমেকম্ অনেকার্থমবস্থিতম্ ইতি দর্শনমেব ন্যায্যম্। একম্—প্রবাহরূপেষু সর্বেষু প্রত্যযেষু অন্বিতমেকং বস্তু; অনেকার্থং—ন প্রত্যর্থম্ অবস্থিতম্—অস্মিতাখ্যধর্মিরূপেণ স্থিতমিত্যর্থঃ। ক্ষণিকমতে স্মৃতিভোগয়োরপি বিপ্লবঃ স্যাদিত্যাহ যদীতি। একেন চিত্তেন অনন্বিতাঃ—অসম্বদ্ধাঃ স্বভাবভিন্নাঃ—ভিন্নসত্তাকাঃ প্রত্যযা যদি জায়েরন্ তদা অসম্বদ্ধানাং

চিত্ত শূন্যরূপ উপাদানে নির্মিত। তদ্ব্যতীত তাঁহাদেব মতে চিত্ত ক্ষণিক অর্থাৎ প্রত্যেক চিত্ত ক্ষণমাত্রব্যাপী, কাবণ, তাহা নিবন্বয (বিভিন্ন প্রত্যযসকলে অনুস্যূত কোনও এক অন্বযি-বস্তু নাই) বলিযা প্রতিক্ষণে উদীয়মান চিত্তসকল অত্যন্ত পৃথক্। পূর্বক্ষণে উদিত চিত্ত পবক্ষণে উদিত চিত্তেব প্রত্যযরূপ নিমিত্তকাবণ, অতএব পূর্ব চিত্তেব অত্যন্ত-নাশরূপ নিবোধ হওয়ায় পবোৎপন্ন চিত্ত শূন্য হইতে উদ্ভূত হয়। এবিষয়ে (বৌদ্ধ শাস্ত্রে) উক্ত হইয়াছে, যথা—"সমস্ত সংস্কাব (বোধ ব্যতীত সমস্ত সঞ্চিত আধ্যাত্মিক ভাব) অনিত্য, তাহাবা উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ বা নাশপ্রাপ্ত হয। তাহাদেব যে উপশম অর্থাৎ উদয় ও নাশ হওয়াব বিবাম, তাহাই সুখ বা নির্বাণ"। (বৌদ্ধমতে প্রত্যয় অর্থে কারণ, প্রতীত্য অর্থে কার্য)।

এই মতে সমস্ত চিত্তই একাগ্র হইবে, তাঁহাদেব বিক্ষিপ্তচিত্তরূপ উক্তি নিবর্থক অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিযা কিছু থাকে না, কাবণ, ক্ষণব্যাপী প্রত্যেক চিত্তে একই বিষয বর্তমান থাকে। আপনি যদি বলেন যে, নানা বিষয হইতে চিত্তকে প্রত্যাহাব কবিযা একই অর্থে সমাধান কবাই একাগ্রতা, তাহা হইলে 'চিত্ত প্রত্যর্থ-নিয়ত' (=চিত্ত প্রতি অর্থে বা বিষয়ে উৎপন্ন ও সমাপ্ত) আপনাদেব এই উক্তি বাধিত হয। উদীযমান বিভিন্ন প্রত্যযসকলেব একাকাবতাই ঐকাগ্র্য—আপনাদেব এইরূপ দৃষ্টিও ন্যায্য নহে (ইহাও পূর্ববৎ বাধিত হয)। অতএব চিত্ত এক এবং তাহা অনেক বিষযে অবস্থিত অর্থাৎ অনেক বিষয আলম্বন কবিযা একই চিত্তেব নানা বৃত্তি উৎপন্ন হয এই দর্শনই ন্যায্য। 'এক' শব্দেব অর্থ—প্রবাহরূপে সমস্ত প্রত্যযে অন্বিত বা গাঁথা এক বস্তু, তাহা অনেকার্থ, প্রত্যর্থ নহে। 'অবস্থিত' অর্থে অস্মিতারূপ যে ধর্মী তদ্রূপে অবস্থিত অর্থাৎ চিত্তেব 'আমি'-রূপ অংশ সমস্ত বৃত্তিতেই অনুস্যূত। ক্ষণিকমতে স্মৃতি এবং ভোগেবও সমঞ্জস ব্যাখ্যান হয না, তাই বলিতেছেন।

পূর্বপূর্বপ্রত্যয়ানুভবানাং স্মৃতিঃ কথং সঙ্গচ্ছতে কর্মফলভোগো বা কথমিতি। কথঞ্চিৎ সমাধীয়মানমপি এতদ্ গোময়পায়সীয়ন্যায়মপি আক্ষিপতি—গোময়ং গব্যং পায়সমপি গব্যম্ অতো গোময়মেব পায়সমিতি ন্যায়াভাসমপি অতিক্রামতি।

প্রত্যভিজ্ঞাঽসঙ্গত্যাপি ক্ষণিকমতম্ অনাস্থেয়মিত্যাহ কিঞ্চেতি। প্রতিক্ষণিকস্য চিত্তস্য ভিন্নত্বে সতি স্বাত্মানুভবাপহ্নবঃ প্রাপ্নোতি—স্বানুভবম্ অপহ্নুবীত ইত্যর্থঃ। অনুভূয়তে সর্বৈঃ যৎ সর্বেষাং বিভিন্নানামপি প্রত্যয়ানাং গ্রহীতা অহমিতি একঃ প্রত্যয়ঃ। যদিতি অব্যয়ং য ইত্যর্থঃ। যোঽহমদ্রাক্ষং সোঽহং স্পৃশামীত্যনুভবরূপমত্র প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। অপি চ সোঽহম্প্রত্যয়ঃ প্রত্যয়িনি—চেতসি অভেদেন—অবিভাজ্যে-কত্বেন পূর্বাহম্প্রত্যয়েন সহ অভিন্নোঽহম্ ইত্যাত্মকত্বেন উপতিষ্ঠতে।

একেতি। অয়ম্ অভেদাত্মা—অভিন্নস্বরূপঃ অহমিতিপ্রত্যয় একপ্রত্যয়বিষয়ঃ—একচিত্তবিষয় ইত্যনুভূয়তে। যদি বহুভিন্নচিত্তস্য স বিষয়স্তদা ন তস্য সামান্যস্য এক-চিত্তস্যাশ্রয়ঃ সজ্ঘটেত এবমনুভবাপলাপঃ। ক্ষণিকবাদিনাং নাস্ত্যত্র কিঞ্চিৎ প্রমাণং তে হি প্রদীপোপমাবলেন ইদং স্থাপয়িতুম্ ইচ্ছন্তি। ন হি দৃষ্টান্ত উপমারূপঃ প্রমাণং নাত্রাপি

যদি এক চিত্তের দ্বারা অনন্বিত বা অসংযুক্ত এবং স্বভাবভিন্ন বা পৃথক্ সত্তাযুক্ত প্রত্যয়সকল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পরস্পর সম্বন্ধহীন যে পূর্ব পূর্ব প্রত্যয়ের অনুভবসকল, তাহার স্মৃতির কিরূপে সঙ্গতি হয়, অর্থাৎ কোনওরূপ সম্বন্ধহীন বিভিন্ন পূর্ব পূর্ব প্রত্যয়সকলের স্মৃতি বর্তমান চিত্তে কিরূপে হইতে পারে ? কর্মফল-ভোগই বা কিরূপে হইবে ? (কারণ, এক চিত্তের কর্মফলের ভোগ অন্য চিত্তের দ্বারা হইতে পারে না)। কোনরূপে ইহার সমাধান করিলেও ইহা 'গোময়-পায়সীয়' ন্যায়কেও অতিক্রম করে, যেমন গোময়ও গব্য বা গোজাত, পায়সও (গোদুগ্ধও) গব্য বা গোজাত, অতএব যাহা গোময় তাহাই পায়স—এইরূপ ন্যায়-দোষকেও অযুক্ততায় অতিক্রম করে।

প্রত্যভিজ্ঞার (পূর্বজ্ঞাত কোন বস্তুকে পুনশ্চ 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া জানার) অসঙ্গতি হয় বলিয়াও ক্ষণিকমত আস্থেয় হয় না, তাই বলিতেছেন, প্রতিক্ষণিক চিত্ত বিভিন্ন হইলে নিজের আত্মানুভবের অপহ্নব বা অপলাপ হয় অর্থাৎ বিভিন্ন বৃত্তির অনুভাবয়িতা 'আমি' এক, এইরূপ আত্মানুভবকে অপলাপিত করে। সকলের দ্বারাই অনুভূত হয় যে, সমস্ত বিভিন্ন প্রত্যয়ের গ্রহীতা 'আমি' এই প্রত্যয় একই। (ভাষ্যে) 'যৎ'—ইহা অব্যয় শব্দ, 'যৎ' অর্থে 'যে'। যে 'আমি' দেখিয়াছিলাম, সেই 'আমিই' স্পর্শ করিতেছি—এই অনুভব এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু সেই অহংপ্রত্যয় প্রত্যয়ীতে বা চিত্তে, অভেদে বা অবিভাজ্য এককরূপে অর্থাৎ পূর্বের আমিত্ব-প্রত্যয়ের সহিত পরের 'আমি' অভিন্ন—এইরূপে বিজ্ঞাত হয়।

এই অভেদাত্মা বা অভিন্ন এক-স্বরূপ 'আমি' এই প্রত্যয় বা জ্ঞান একপ্রত্যয়ের বা একচিত্তেরই বিষয় এইরূপ অনুভূত হয়। যদি তাহা বহু ভিন্ন ভিন্ন চিত্তের বিষয় হইত, তাহা হইলে তাহার অর্থাৎ আমিত্ব-প্রত্যয়ের (বহু বিষয়জ্ঞানের মধ্যে) সামান্য বা সাধারণ যে এক চিত্ত তাহার আলম্বন-স্বরূপ হইতে পারিত না, (প্রত্যেক চিত্ত বিভিন্ন হইলে তাহার অন্তর্গত 'আমিত্ব'ও বিভিন্ন হইত) এইরূপে

প্রদীপো দৃষ্টান্তঃ বিষমত্বাৎ। তন্মতে প্রতিক্ষণং হি প্রদীপশিখায়াং দহ্যমানং তৈলং ভিন্নং তথাপি সা একেতি প্রতীয়তে। তদ্বদ্ উৎপাদনিরোধধর্মকাণাং চিত্তানাং প্রবাহ এক ইব প্রতীয়তে। নেদং যুক্তম্। প্রদীপশিখায়াঃ পৃথগ্ ভ্রান্তো দ্রষ্টাস্তি অত্র কো নাম চিত্তৈকত্বস্য ভ্রান্তো দ্রষ্টা। ন হি প্রদীপশিখা প্রতিক্ষণং শূন্যাদেবোৎপদ্যতে কিং তু দহ্যমানাৎ তৈলাদেব বাস্তবাৎ কারণাৎ। তথা চিত্তরূপাৎ প্রত্যয়িন এব প্রত্যয়ধর্মা উৎপদ্যন্তে তে চ সর্বে একচিত্তান্বয়াঃ। একমহম্ ইতি সাক্ষাদনুভূয়তে তচ্চ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। ন তদপলাপঃ শক্যঃ কর্তুম্ উপমাদৃষ্টান্তাদিভিরিতি। উপসংহরতি তস্মাদিতি।

৩৩। যস্যেতি। উক্তস্য চিত্তস্য যোগশাস্ত্রেণ স্থিত্যর্থং যদ্ ইদং পরিকর্ম—পরিষ্কৃতিঃ নির্দিশ্যতে তৎ কথম্? অস্যোত্তরং মৈত্র্যাদীতি সূত্রম্। সুখবিষয়া মৈত্রী, দুঃখবিষয়া করুণা, পুণ্যবিষয়া মুদিতা, অপুণ্যবিষয়া উপেক্ষা। যেষাম্ অমৈত্র্যাদয়ঃ চিত্তবিক্ষেপকা আসাং ভাবনয়া তেষাং চিত্তপ্রসাদঃ স্যাৎ ততঃ স্থিতিলাভঃ। স্থিত্যুপায় এবাত্র প্রস্তুত ইতি দ্রষ্টব্যম্। তত্রেতি। সুখসম্পন্নেষু সর্বপ্রাণিষু অপকারিষ্বপি মৈত্রীং ভাবয়েৎ—স্বমিত্রস্য সুখে জাতে যথা সুখী ভবেত্তথা ভাবয়েৎ, মাৎসর্যের্ষাদীনি

তন্মতে প্রত্যক্ষ অনুভবের অপলাপ হয়। ক্ষণিকবাদীদের এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই, তাঁহারা প্রদীপের উপমার সাহায্যে ইহা স্থাপিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দৃষ্টান্ত উপমারূপ হইলে তাহা প্রমাণের মধ্যে গণ্য নহে, তদ্ব্যতীত প্রদীপ এখানে প্রকৃত দৃষ্টান্তও নহে, উহা বিষম দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের মতে প্রতিক্ষণে প্রদীপ-শিখায় দহ্যমান তৈল ভিন্ন হইলেও সেই শিখা যেমন এক বলিয়াই মনে হয়, তদ্বৎ প্রতিক্ষণে উৎপত্তিশীল এবং লয়ধর্মশীল চিত্তের প্রবাহকে এক বলিয়াই মনে হয়। ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রদীপ-শিখার এক পৃথক্ ভ্রান্ত দ্রষ্টা আছে, কিন্তু এস্থলে চিত্তের একত্বের ভ্রান্ত দ্রষ্টা কে? প্রদীপ-শিখা প্রতিক্ষণে শূন্য হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু দহ্যমান তৈলরূপ বাস্তব কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তদ্বৎ চিত্তরূপ প্রত্যয়ী বা কারণ হইতেই প্রত্যয় বা বৃত্তিরূপ ধর্মসকল উৎপন্ন হয় এবং তাহারা সকলে এক চিত্তেই অন্বিত অর্থাৎ এক চিত্তেরই বিভিন্ন বিকার। আমিত্ব যে এক, তাহা সাক্ষাৎ অনুভূত হয় এবং তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, উপমা-দৃষ্টান্তাদির দ্বারা তাহার অপলাপ করা সম্ভবপর নহে।

৩৩। উক্ত অর্থাৎ পূর্বে স্থাপিত, যোগশাস্ত্রমতে চিত্তের যে পরিকর্ম অর্থাৎ নির্মল করিবার প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কিরূপ? তাহার উত্তর—'মৈত্রীকরুণা…' এই সূত্র। সুখ-বিষয়ক অর্থাৎ সুখযুক্ত ব্যক্তি যে ভাবনার বিষয় তাহা মৈত্রী, দুঃখ-বিষয়ক করুণা, পুণ্য-বিষয়ক মুদিতা এবং অপুণ্য-বিষয়ক উপেক্ষা। যাঁহাদের চিত্তে অমৈত্র্যাদি বিক্ষেপসকল আছে, এই প্রকার মৈত্র্যাদি-ভাবনার দ্বারা তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতা বা নির্মলতা হয়, তাহা হইতে চিত্তের স্থিতিলাভ হয়। চিত্তস্থিতির বা একাগ্রভূমিকালাভের উপায় বলাই এখানে প্রাসঙ্গিক, তাহা দ্রষ্টব্য। সুখসম্পন্ন সর্বপ্রাণীর প্রতি, এমন কি তাহারা অপকারী হইলেও, মৈত্রী ভাবনা করিবে অর্থাৎ নিজ মিত্রের সুখ হইলে যেরূপ সুখী হও তদ্রূপ ভাবনা করিবে। মাৎসর্য বা পরশ্রীকাতরতা এবং ঈর্ষাদি যদি উপস্থিত

চেত্তুপতিষ্ঠেবন্ মৈত্রীভাবনয়া তদুৎপাটয়েৎ। সর্বেষু দুঃখিতেষু অমিত্রমিত্রেষু করুণাং ভাবযেৎ—তেষাং দুঃখে উপজাতে তান্ প্রতি অনুকম্পাং ভাবয়েৎ, ন চ পৈশুন্যং নির্ঘৃণ-হর্ষাদীন্ বা। সমানতন্ত্রান্ অসমানতন্ত্রান্ বা পুণ্যকৃতঃ প্রতি মুদিতাং ভাবয়েৎ। সর্বেষাং পবদ্রোহহীনং পুণ্যাচবণং দৃষ্ট্বা, শ্রুত্বা, স্মৃত্বা বা প্রমুদিতো ভবেদ্ যথা স্ববর্গীযাণাম্। পাপকৃতাম্ আচবণম্ উপেক্ষেত ন বিদ্বিষ্যাৎ নানুমোদয়েদিতি। এবমিতি। অস্য যোগিন এবং ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্মঃ—অবিমিশ্রং পুণ্যং জাযতে বাহ্যোপকবণসাধ্যেন ধর্মেণ ভূতোপঘাতাদিদোষাঃ সম্ভাব্যন্তে মৈত্র্যাদিনা চ অবদাতং পুণ্যমেব। প্রকৃতমুপ-সংহবন্নাহ তত ইতি। আভির্ভাবনাভিশ্চিত্তপ্রসাদস্তত ঐকাগ্র্যভূমিৰূপা স্থিতিবিতি।

৩৪। স্থিতেরুপায়ান্তবমাহ প্রচ্ছর্দনেতি। ব্যাচষ্টে কৌষ্ঠ্যস্যেতি। কোষ্ঠগতস্য বায়োঃ প্রযত্নবিশেষাৎ—প্রশ্বাসপ্রযত্নেন সহ যথা চিত্তং ধারণীয়ে দেশে তিষ্ঠেৎ তাদৃশ-প্রযত্নাদ্ বমনং প্রচ্ছর্দনং, ততঃ বিধাবণং—যথাশক্তি কিয়ৎকালং যাবদ্ বায়োবগ্রহণং তৎপ্রযত্নেন সহ চিত্তস্যাপি ধাবণীযে দেশে স্থাপনমন্যচিন্তাপবিহারশ্চ। ততঃ পুনর্ধ্যেয়-গতচিত্তস্তিষ্ঠন্ বাযুং লীলযা আচম্য পুনঃ প্রচ্ছর্দনমিত্যস্য নিরন্তবাভ্যাসেন চিত্তম্ একাগ্র-ভূমিকং কুর্যাৎ।

হয, তবে তাহা মৈত্রী ভাবনাব দ্বাবা উৎপাটিত কবিবে। সমস্ত দুঃখী ব্যক্তিতে, শত্রু-মিত্রনির্বিশেষে, করুণা ভাবনা কবিবে, তাহাদেব দুঃখ উপজাত হইলে তাহাদেব প্রতি অনুকম্পা ভাবনা কবিবে, ক্রূবতা বা নিষ্ঠুব হর্ষ প্রকাশ কবিবে না। সম অথবা ভিন্ন মতাবলম্বী পুণ্যাচবণশীলদেব প্রতি মুদিতা ভাবনা কবিবে। সকলেব পবোপঘাতহীন পুণ্যাচবণ দেখিযা, শুনিয়া বা স্মবণ করিযা প্রমুদিত হইবে, যেমন স্ববর্গীয অর্থাৎ স্বসম্প্রদাযেব লোকদেব প্রতি কবিয়া থাক, তদ্রূপ। (যাহাদিগকে উপদেশ দিযা কোনও সুফলেব সম্ভাবনা নাই এবং যাহাদেব আপাতত কোন দুঃখভোগও নাই এইরূপ) পাপকাবীদেব আচবণ উপেক্ষা কবিবে, বিদ্বেষ কিংবা অনুমোদন কবিবে না অর্থাৎ পাপীদেব পাপ আচবণটাই উপেক্ষণীয়, তাহাদের পাপজনিত দুঃখ স্মবণ কবিলে তাহাবা করুণাব পাত্র হইবে। এইৰূপ ভাবনাব ফলে যোগীব শুক্ল ধর্ম অর্থাৎ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ পুণ্য সঞ্জাত হয়। বাহ্য উপকবণেব দ্বাবা নিষ্পাদনীয় ধর্মাচবণেব ফলে প্রাণিপীডনাদি দোষ ঘটিবাব সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু মৈত্র্যাদিব দ্বাবা অবদাত বা নির্মল পুণ্য হয অর্থাৎ বাহ্যসাধন-নিবপেক্ষ বলিযা তদ্দ্বাবা কেবল বিশুদ্ধ পুণ্যই আচবিত হয। প্রকৃত বা প্রাসঙ্গিক যে চিত্তেব স্থিতিসাধন-বিষয, তাহাব উপসংহাব কবিয়া বলিতেছেন, এই ভাবনাসকলেব দ্বাবা চিত্তেব প্রসন্নতা হয এবং তাহা হইতে একাগ্রভূমিরূপ স্থিতি হয।

৩৪। স্থিতিব অন্য উপায বলিতেছেন। ব্যাখ্যা কবিতেছেন যথা, কোষ্ঠগত অভ্যন্তবস্থ বাযুব প্রযত্নবিশেষপূর্বক অর্থাৎ প্রশ্বাসেব প্রযত্নবিশেষসহ যাহাতে চিত্ত ধাবণীয দেশরূপ আলম্বনে স্থিত থাকে তাদৃশ প্রযত্নপূর্বক যে বাযুকে ত্যাগ কবা, তাহা প্রচ্ছর্দন। তাহাব পব বিধারণ অর্থাৎ যথাশক্তি কিযৎকাল যাবৎ বাযুকে গ্রহণ না কবা এবং সেই প্রযত্নেব সঙ্গে সঙ্গে চিত্তকে ধাবণীয দেশে

৩৫। স্থিতেরুপায়ান্তরং বিষয়বতীতি। প্রবৃত্তিঃ প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ। নাসিকাগ্র ইতি। যোগিজনপ্রসিদ্ধেয়ং বিষয়বতী প্রবৃত্তিঃ। তাঃ প্রবৃত্তয়ো নাসাগ্রাদৌ চিত্তধারণাৎ প্রাদুর্ভবন্তি। দিব্যসংবিৎ—দিব্যবিষয়কো হ্লাদযুক্তঃ অন্তর্বোধঃ। এতা ইতি। কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্ এতাঃ প্রবৃত্তয় উৎপন্নাশ্চিত্তস্থিতিং নিষ্পাদযেয়ুঃ। হ্লাদকরে বিষয়ে দিধ্যাসায়াঃ স্বত এব প্রবর্তনাৎ। এতাঃ সংশয়ং বিধমন্তি—নির্দহন্তি ছিন্দন্তীত্যর্থঃ। সমাধিপ্রজ্ঞায়াশ্চ তাঃ পূর্বাভাসাঃ। এতেনেতি। চন্দ্রাদিম্বপি বিষয়বতী প্রবৃত্তিরুৎপদ্যতে তত্র তত্র চিত্তধারণাৎ। যদ্যপীতি। যাবৎ কশ্চিদ্ একদেশো যোগস্য ন স্বকরণবেদ্যঃ—সাক্ষাৎকৃতো ভবতি তাবৎ সর্বং পরোক্ষমিব ভবতি। তস্মাদিতি। উপোদ্বলনং—দৃঢীকরণম্। অনিয়তাসু ইতি। অনিয়তাসু—অব্যবস্থিতাসু বৃত্তিষু সতীষু যদা দিব্যগন্ধাদিপ্রবৃত্তয় উৎপন্নাস্তদা তাসাম্ উৎপত্তৌ তথা চ তদ্বিষয়ায়াং বশীকারসংজ্ঞায়াং জাতায়াং—গন্ধাদিবিষয়েষু বশীকারবৈরাগ্যে জাতে চিত্তং সমর্থং স্যাৎ তস্য তস্যার্থস্য—গন্ধাদিবিষয়স্য প্রত্যক্ষীকরণায—সম্প্রজ্ঞানায ইতি, তথা চ সতি অস্য যোগিনঃ কৈবল্যাভিমুখাঃ শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধয়ঃ অপ্রতিবন্ধেন—অপ্রত্যূহা ইত্যর্থঃ, ভবিষ্যন্তীতি।

সংলগ্ন করিয়া রাখা এবং অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করা। তাহার পর পুনরায় চিত্তকে ধ্যেয়-বিষয়গত করিয়া অবস্থানপূর্বক বায়ুকে ইচ্ছামত আচমন বা পূরণ করিয়া পুনরায় প্রচ্ছর্দন বা প্রশ্বাসত্যাগ—এইরূপ নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে একাগ্রভূমিক করিবে।

৩৫। চিত্তস্থিতির অন্য উপায় বিষয়বতী প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি অর্থে প্রকৃষ্টা বৃত্তি। যোগীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এই সাধনের নাম বিষয়বতী প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তিসকল নাসাগ্রাদিতে চিত্তধারণ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। দিব্যসংবিৎ অর্থে দিব্য-বিষয়ক হ্লাদযুক্ত বা আনন্দযুক্ত অন্তর্বোধ। কোন কোন অধিকারীর ঐ প্রবৃত্তিসকল উৎপন্ন হইয়া চিত্তের স্থিতিসম্পাদন করে, কারণ, হ্লাদকর বিষয়ে ধ্যানেচ্ছা স্বতঃই প্রবর্তিত হয়। ঐ প্রবৃত্তিসকল সংশয়কে বিধমন বা দহন অর্থাৎ ছিন্ন করে। সমাধিপ্রজ্ঞার তাহারা পূর্বাভাস-স্বরূপ। চন্দ্রাদিতেও সেই সেই বিষয়ে চিত্তধারণা হইতে বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। যতদিন-না যোগের কোনও এক অংশ স্বকরণবেদ্য বা সাক্ষাৎকৃত হয় তাবৎ সমস্তই (শাস্ত্রোক্ত সূক্ষ্ম বিষয়সকল) পরোক্ষবৎ বা কাল্পনিকের মত মনে হয়। উপোদ্বলন অর্থে দৃঢীকরণ বা বদ্ধমূল করা। অনিয়ত অর্থে অব্যবস্থিত, বৃত্তিসকল যখন অব্যবস্থিত থাকে তখন যদি দিব্য গন্ধাদি প্রবৃত্তিসকল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে (সেই উৎপত্তির ফলে) এবং তদ্বিষয়ে যদি বশীকার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ গন্ধাদিবিষয়ে বশীকৃততারূপ সংজ্ঞা বা বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, চিত্ত সেই সেই গন্ধাদি-বিষয়ের প্রত্যক্ষীকরণে অর্থাৎ তত্তদ্ বিষয়ে সম্প্রজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। তাহা হইলে, সেই যোগীর কৈবল্যাভিমুখ শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধি প্রভৃতি অপ্রতিবন্ধরূপে অর্থাৎ বাধাবর্জিত হইয়া উৎপন্ন হইবে। এবিষয়ে শাস্ত্র যথা, "জ্যোতিষ্মতী, স্পর্শবতী, রসবতী এবং গন্ধবতী এই চারি প্রকার প্রবৃত্তি। এই কয়টি যোগ-প্রবৃত্তির যদি কোনও একটি উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে যোগবিৎ যোগীরা প্রবৃত্ত-যোগ বলিয়া থাকেন"।

অত্রেদং শাস্ত্রম্ "জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পুরা। গন্ধবত্যপরা প্রোক্তা চতস্রস্তু প্রবৃত্তয়ঃ॥ আসাং যোগপ্রবৃত্তীনাং যদ্যেকাপি প্রবর্ততে। প্রবৃত্তযোগং তং প্রাহুর্যোগিনো যোগচিন্তকাঃ॥" ইতি।

৩৬। বিশোকেতি। বিশোকা—ব্রহ্মানন্দোদ্রেকাৎ শোকদুঃখহীনা, জ্যোতিষ্মতী—জ্যোতির্ময়বোধপ্রচুরা। হৃদয়েতি। হৃদয়পুণ্ডরীকে—হৃৎপ্রদেশস্থে ধ্যানগম্যে বোধ-স্থানে ন তু মাংসাদিময়ে, ধারয়তো যোগিনো বুদ্ধিসংবিৎ—ব্যবসায়মাত্রপ্রধানঃ অন্তর্বোধো জ্ঞানব্যাপারস্য স্মৃতিরূপো জায়তে, তৎস্বরূপং ভাস্বরং—প্রকাশশীলম্, আকাশকল্পম্—আকাশবদ্ নিরাবরণমবাধম্ ইতি যাবৎ। তত্র স্থিতিবৈশারদ্যাৎ—স্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহান্ন তু তদুপলব্ধিমাত্রাৎ, প্রকৃষ্টা বৃত্তির্জায়তে, সা চ প্রবৃত্তিঃ প্রথমং তাবৎ সূর্যেন্দুগ্রহমণিপ্রভারূপাকারেণ বিকল্পতে। দিগবয়বহীনং গ্রহণরূপং বুদ্ধিসত্ত্বং, ন চ সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ তাদৃশস্বরূপেণ প্রথমমুপলভ্যতে। তদ্ধ্যানেন সহ চ জ্যোতির্ব্যাপ্তিধারণাপি সম্প্রযুক্তা বর্ততে। তস্মাৎ সূর্যাদেঃ প্রভা তস্য বৈকল্পিকং রূপং—কাল্পনিকং নানাত্বং, ন স্বরূপম্।

৩৬। বিশোকা অর্থে ব্রহ্মানন্দের উদ্রেকজাত শোকদুঃখহীনা অবস্থা। জ্যোতিষ্মতী অর্থে জ্যোতির্ময় বোধের আধিক্যযুক্ত। হৃদয়পুণ্ডরীক অর্থাৎ হৃদয়-প্রদেশস্থ, ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করার যোগ্য যে বোধস্থান, মাংসাদিময় শরীরাংশ নহে, তথায় ধারণাপরায়ণ যোগীর বুদ্ধিসংবিৎ হয় অর্থাৎ জানন-মাত্রের প্রাধান্যযুক্ত (যাহাতে জ্ঞেয় বিষয়ের অপ্রাধান্য) জাননরূপ ক্রিয়ার স্মৃতিরূপ অন্তর্বোধ উৎপন্ন হয়। তাহার স্বরূপ ভাস্বর বা প্রকাশশীল, আকাশকল্প অর্থাৎ আকাশবৎ নিরাবরণ বা অবাধ। তাহাতে স্থিতির বৈশারদ্য হইতে অর্থাৎ স্বচ্ছ বা রজস্তমর দ্বারা অনাবিল স্থিতির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ হইতে, কেবল তাহার (সাময়িক) উপলব্ধিমাত্র হইতে নহে, প্রকৃষ্টা বা উৎকৃষ্টা মনোবৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই প্রবৃত্তি প্রথমে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ বা মণির প্রভারূপ আকারে বিকল্পিত করা হয় (ঐরূপ কোনও এক জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া সাধিত হয়)। বুদ্ধিসত্ত্ব দৈশিক অবয়বহীন (বিস্তারহীন) গ্রহণ বা জানামাত্র-স্বরূপ। সূক্ষ্মত্বহেতু তাহা প্রথমেই তাদৃশ (দেশব্যাপ্তিহীন) রূপে উপলব্ধ হয় না। জ্যোতি, ব্যাপ্তি আদি ধারণা (আলম্বনরূপে) সেই ধ্যানের সহিত সম্প্রযুক্ত হইয়াই হয়। তজ্জন্য সূর্যাদির প্রভা তাহার বৈকল্পিক রূপ বা কাল্পনিক বিভিন্ন আকার, উহা তাহার যথার্থ স্বরূপ নহে।

তাহার পর, অস্মিতাতে বা অস্মিতা-মাত্রে সমাপন্ন চিত্ত নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের ন্যায় হয়, কারণ, তখন বিতর্ক বা চিন্তাজালরূপ তরঙ্গহীন হওয়াতে চিত্ত অসংকুচিত বা অসংকীর্ণ বৃত্তিবিশিষ্ট হয় (আমি শরীরী, দুঃখী, সুখী ইত্যাদি বোধই আমিত্বমাত্রের সংকীর্ণতা)। তজ্জন্য অস্মিতাতে সমাপন্ন চিত্ত শান্ত বা নিশ্চলবৎ এবং অনন্ত বা অবাধ অর্থাৎ সীমার জ্ঞানহীন—বৃহৎ দেশব্যাপ্ত নহে, এবং সূর্যের প্রভা আদি বৈকল্পিক রূপহীন 'আমি-মাত্র'-বোধরূপ হয়, অর্থাৎ বৈকল্পিক রূপবর্জিত হইয়া অস্মিতার স্ব-স্বরূপে স্থিতি হয়। ইহাই স্বরূপাস্মিতার উপলব্ধি। পঞ্চশিখাচার্যের সূত্রের দ্বারা ইহা

তথা—ততঃ পরমিত্যর্থঃ, অস্মিতায়াম্—অস্মিতামাত্রে সমাপন্নং চিত্তং নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং—বিতর্কতরঙ্গরহিতত্বাদ্ অসংকুচিতবৃত্তিমত্ত্বাৎ, অতঃ শান্তম্, অনন্তম্—অবাধং সীমাজ্ঞানহীনং ন তু বৃহদ্দেশব্যাপ্তম্, অস্মিতামাত্রং—সূর্যপ্রভাদি-বৈকল্পিক-ভাবহীন-মহম্বোধরূপম্ ভবতি। এবা স্বরূপাস্মিতায়া উপলব্ধিঃ। পঞ্চশিখাচার্যস্য সূত্রেণ এতৎ স্বচ্ছীকরোতি তমিতি। তম্ অণুমাত্রম্—অণুবদ্ ব্যাপ্তিহীনমভেদ্যম্ আত্মানং—মহদাত্মানম্। অহম্বোধস্য তত্র অহংকৃতিরূপায়াঃ সংকুচিতবৃত্তেরভাবাৎ তস্য মহদিতি-সংজ্ঞা ন তু বৃহত্ত্বাৎ। অনুবিদ্য—নানাহংকৃতিহীনেন রূপাদিবিষয়হীনেন চ অন্তরতমেন বেদনেনোপলভ্য, অস্মীতি এবম্—অস্মীতিমাত্রম্ অন্যবিকারহীনং তাবৎ সম্প্রজানীত ইতি। এতচ্চ সাস্মিতসম্প্রজ্ঞানস্য লক্ষণম্।

এষেতি। অত এষা বিশোকা দ্বয়ী একা বিষয়বতী প্রভাদিভির্বিকল্পিতাস্মিতারূপা অন্যা চ অস্মিতামাত্রা—ব্যাপ্তি-প্রভাদি-গ্রাহ্যভাবহীনা অণুবৎ সূক্ষ্মা অভেদ্যা গ্রহণমাত্ররূপা যাস্মিতা তদ্বিষয়া ইত্যর্থঃ। তে উভে জ্যোতিষ্মতী ইত্যুচ্যেতে যোগিভিঃ সাত্ত্বিক-প্রকাশপ্রাচুর্যাৎ। তয়া চ জ্যোতিষ্মত্যা প্রবৃত্ত্যা কেষাঞ্চিদ্ অধিকারিণাং চিত্তস্থিতি-র্ভবতীতি।

৩৭। বীতরাগেতি। রাগহীনং চিত্তমবধার্য তদালম্বনোপরক্তং যোগিনশ্চিত্তম্ একাগ্রভূমিকং ভবতি।

স্পষ্ট করিতেছেন। সেই অণুমাত্র বা অণুবৎ ব্যাপ্তিহীন, অবিভাজ্য আত্মাকে বা মহদাত্মাকে। 'আমি-মাত্র'-বোধকে যাহা সংকুচিত বা সীমাবদ্ধ করে, সেই অহংকারের তখন অভাব হয় বলিয়া, সেই অস্মিতাকে মহৎ বলা হয়, তাহার পারিমাণিক বৃহত্ত্বহেতু নহে। তাহাকে অনুবেদনপূর্বক অর্থাৎ নানা প্রকার অহংকারহীন ('আমি এইরূপ, ঐরূপ' ইত্যাদি বোধহীন) এবং রূপাদি আলম্বন-হীন অন্তরতম অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া কেবল অস্মীতি বা অস্মীতি-মাত্র অর্থাৎ অন্য বাহ্য-বিকারহীন অস্মি বা 'আমি'—এইরূপ সম্প্রজ্ঞান হয়। ইহা সাস্মিত সম্প্রজ্ঞাতের লক্ষণ।

অতএব এই বিশোকা দুই প্রকার, এক বিষয়বতী—যাহা প্রভা, জ্যোতিঃ আদির দ্বারা বিকল্পিত অস্মিতারূপ, আর অন্য—অস্মিতা-মাত্র অর্থাৎ ব্যাপ্তি, প্রভা-আদি গ্রাহ্যভাবহীন অণুবৎ সূক্ষ্ম বা অবিভাজ্য গ্রহণ-মাত্র বা জানা-মাত্র রূপ যে অস্মিতা, তদ্বিষয়া। তাহারা উভয়ই জ্যোতিষ্মতী ইহা যোগীরা বলিয়া থাকেন, কারণ, উভয়েতেই সাত্ত্বিক প্রকাশের বা বোধের প্রাধান্য আছে। সেই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির দ্বারা কোন কোন অধিকারীর চিত্তের স্থিতি হয় অর্থাৎ একাগ্রভূমিকা সিদ্ধ হয়।

৩৭। রাগহীন চিত্ত কিরূপ তাহার অবধারণ করিয়া অর্থাৎ নিজে অনুভব করিয়া, সেই আলম্বন-মাত্রে উপরক্ত যোগীর চিত্তও একাগ্রভূমিক হয়।

৩৮। স্বপ্নেতি। স্বপ্নজ্ঞানালম্বনম্—অন্তঃপ্রজ্ঞং বহীকদ্ধং স্বপ্নে জ্ঞানং ভবতি ভাবিতস্মর্তব্যবিষয়কম্। তাদৃশকল্পিতবিষযালম্বনং চিত্তং কুর্যাৎ, তদভ্যাসাচ্চ কেষাঞ্চিৎ স্থিতির্ভবতি। তথা নিদ্রাজ্ঞানালম্বনেঽপি। নিদ্রা—সুষুপ্তিঃ স্বপ্নহীনা। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং তত্র অস্ফুটং জ্ঞানম্। তদবলম্বনচিত্তাভ্যাসাদপি কেষাঞ্চিৎ স্থিতিঃ।

৩৯। যদিতি। ঈশ্বরাদীনি যানি আলম্বনানি উক্তানি ততোঽন্যদ্ যৎ কস্যচিদভিমতং যোগমুদ্দিশ্য তস্যাপি ধ্যানাৎ স্থিতিঃ। এবং স্থিতিং লব্ধা পশ্চাদ্ অন্যত্র তত্ত্ববিষয় ইত্যর্থঃ স্থিতিং লভতে। তত্ত্বেষু স্থিতিরেব সম্প্রজ্ঞাতো যোগো নান্যত্র ইতি বিবেচ্যম্। সম্প্রজ্ঞাতসিদ্ধৌ এব অসম্প্রজ্ঞাতো নান্যথা।

৪০। স্থিতেশ্চরমোৎকর্ষমাহ। অস্য স্থিতিপ্রাপ্তস্য চিত্তস্য পরমাণ্বন্তঃ পরমমহত্ত্বান্তশ্চ যদা অব্যাহতপ্রচারস্তদা বশীকারঃ—সম্যগধীনত্বাদ্ অভ্যাসসমাপ্তিরিত্যর্থ ইতি সূত্রার্থঃ। সূক্ষ্ম ইতি। পরমাণ্বন্তং—পরমাণুঃ তন্মাত্রং যস্যাবয়বঃ অভেদ্যস্তৎপর্যন্তম্। স্থূলে—সূক্ষ্মপ্রতিপক্ষে মহত্ত্বে ন তু স্থৌল্যযুক্তে দ্রব্যে। পরমমহত্ত্বম্ অনন্তাস্মিতারূপমান্তরং ব্রহ্মাণ্ডাদিরূপং বাহ্যম্। উভয়ীং কোটিম্—উভয়ং প্রান্তম্। অপ্রতি-

৩৮। স্বপ্নজ্ঞানালম্বন অর্থাৎ স্বপ্নে যেমন অন্তঃপ্রজ্ঞ বা ভিতরে ভিতরে বোধযুক্ত কিন্তু বাহ্যবোধহীন ভাবিতস্মর্তব্য বা কল্পিত-বিষযক জ্ঞান হয় অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় কল্পিত বিষয়েরই যেরূপ প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞান হয়, এই ধ্যানে চিত্তকে তাদৃশ কল্পিত-বিষয়ালম্বনযুক্ত করিবে। ঐরূপ অভ্যাস হইতেও কাহারও চিত্তের স্থিতি হয়। নিদ্রাজ্ঞানালম্বনেও তাহা হয়, নিদ্রা অর্থে সুষুপ্তি, তাহা স্বপ্নহীন। তখন ভিতরেও স্ফুটজ্ঞান থাকে না, বাহ্যেরও প্রস্ফুটজ্ঞান থাকে না, কেবল অস্ফুট বোধমাত্র থাকে, তদ্রূপ আলম্বনযুক্ত চিত্তের অভ্যাসের ফলে কাহারও, অর্থাৎ যে অধিকারীর পক্ষে ইহা অনুকূল তাহার, চিত্তের স্থিতি হইতে পারে। (স্বপ্নে ও নিদ্রায় জড়তাপ্রযুক্ত বাহ্য বিষয়জ্ঞান অস্ফুট হয়, কিন্তু সমাধিতে স্ববশভাবে স্বেচ্ছায় বাহ্যজ্ঞানকে অস্ফুট করিয়া আন্তর ধ্যেয় ভাবকে প্রস্ফুট করা হয়)।

৩৯। ঈশ্বরাদি যেসকল আলম্বন উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে পৃথক্ অন্য কোনও ধ্যেয় বিষয় যদি কাহারও অভিমত বা অনুকূল হয়, তবে চিত্তকে যোগযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সেই আলম্বনে ধ্যান করিলেও চিত্তস্থিতি হইতে পারে। ঐরূপে যথাভিরুচি বিষয়ে প্রথমে স্থিতিলাভ করিয়া পরে অন্যত্র অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ে চিত্ত স্থিতিলাভ করে। কোনও তত্ত্ববিষয়ে স্থিতিই সম্প্রজ্ঞাত যোগ—অন্য কোনও অতাত্ত্বিক আলম্বনে নহে, ইহা বিবেচ্য। সম্প্রজ্ঞাত সিদ্ধ হইলে তবেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে নহে।

৪০। স্থিতির চরম উৎকর্ষ বলিতেছেন। ইহার অর্থাৎ স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্তের, যখন পরমাণু হইতে পরমমহত্ত্ব পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে আলম্বনযোগ্যতা অব্যাহত বা বাধাহীন ভাবে অনায়াসে হয়, তখন তাহার বশীকার হয় অর্থাৎ চিত্ত তখন সম্পূর্ণ বশীভূত হয় বলিয়া অভ্যাসের সমাপ্তি হয়, ইহাই সূত্রের অর্থ। পরমাণু-অন্ত—পরমাণু বা তন্মাত্র, অর্থাৎ যাহার অবয়বের বিভাগ করা যায় না, সেই পর্যন্ত।

ঘাতঃ—অব্যাহতপ্রসারঃ। তদিতি। সবীজাভ্যাসস্য অত্র পরিসমাপ্তিঃ পরিষ্কার-কার্যস্যাভাবাৎ। বক্ষ্যমাণায়াঃ সমাপত্তের্বিষয় এব গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যাণাং মহান্ ভাবঃ অণুর্ভাবশ্চেতি সমাপত্তিস্বরূপমাহ।

৪১। অথেতি। অথ লব্ধস্থিতিকস্য—একাগ্রভূমিকস্য চেতসঃ কিংস্বরূপা—কিংপ্রকৃতিকা কিংবিষয়া বা সমাপত্তিরিতি তদুচ্যতে। ক্ষীণবৃত্তেঃ—একাগ্রভূমিকস্য চিত্তস্য। অভিজাতস্য—স্বচ্ছস্য মণেরিব। গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যাণি সমাপত্তের্বিষয়াঃ। তৎস্থ-তদঞ্জনতা তস্যাঃ সামান্যং স্বরূপম্। গ্রাহ্যাদিবিষয়েষু সদৈব যা স্থিততা তদ্বিষয়ৈশ্চ যা উপরক্ততা যথা স্বচ্ছস্য মণেঃ রঞ্জকেন উপরাগঃ সা এব সমাপত্তিঃ সম্প্রজ্ঞাতস্য যোগস্যা-পরপর্যায় ইতি সূত্রার্থঃ।

ক্ষীণেতি। ঐকাগ্র্যসংস্কারপ্রচয়াৎ প্রত্যস্তমিতপ্রত্যয়স্য ধ্যেয়াদন্যপ্রত্যয়ৈর্হীনস্য। তথেতি। গ্রাহ্যালম্বনং দ্বিধা, ভূতসূক্ষ্মং—তন্মাত্রাণি, তথা স্থূলং—পঞ্চমহাভূতানি। স্থূল-

স্থূলে অর্থাৎ সূক্ষ্মের বিপরীত মহত্ত্বে, স্থূলতাযুক্ত দ্রব্যে নহে। পরমমহত্ত্ব অর্থে অনন্ত অস্মিতারূপ আন্তর এবং ব্রহ্মাণ্ডাদিরূপ বাহ্য পদার্থ *। বিষয়ের এই উভয় কোটি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎরূপ দুই সীমা। অপ্রতিঘাত অর্থে যাহার প্রসার অব্যাহত অর্থাৎ সবই যাহার আলম্বনীভূত হইবার যোগ্য। সবীজ অভ্যাসের এস্থলে পরিসমাপ্তি হয়, কারণ, তাহার পর চিত্তকে নির্মল করার আর আবশ্যকতা থাকে না। (এই পরিকর্ম সবীজ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও নির্বীজরূপ পরিকর্মের অপেক্ষা আছে বুঝিতে হইবে)। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্য বিষয়ের মহান্ হইতে অণুভাব পর্যন্ত (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র) সমস্তই বক্ষ্যমাণ সমাপত্তির বিষয় (তাহা সিদ্ধ হইলেই চিত্তের বশীকার হয়), তজ্জন্য অতঃপর সমাপত্তির স্বরূপ বলিতেছেন।

৪১। অনন্তর লব্ধস্থিতিক বা একাগ্রভূমিক চিত্তের স্বরূপ কি অর্থাৎ সেই চিত্তের কি প্রকৃতির এবং কোন্ বিষয়ক সমাপত্তি হয় তাহা বলিতেছেন। ক্ষীণবৃত্তির অর্থাৎ একাগ্রভূমিক চিত্তের। অভিজাত মণির ন্যায় অর্থাৎ স্বচ্ছ মণির ন্যায়। গ্রহীতা, গ্রহণ এবং গ্রাহ্য ইহারা সমাপত্তির আলম্বনের বিষয়। তৎস্থতদঞ্জনতা অর্থে আলম্বনীভূত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে চিত্তের স্থিতি এবং তদ্দ্বারা চিত্ত উপরঞ্জিত হওয়া, ইহা যাবতীয় সমাপত্তিরই সাধারণ লক্ষণ। গ্রাহ্যাদি বিষয়ে যে সদা চিত্তের স্থিতি এবং সেই সেই বিষয়ের দ্বারা যে চিত্তের উপরক্ততা, যেমন রঞ্জক দ্রব্যের দ্বারা স্বচ্ছ মণির উপরাগপ্রাপ্তি, তাহাই চিত্তের সমাপত্তি। ইহা সম্প্রজ্ঞাত যোগেরই অপর পর্যায় বা নাম—ইহাই সূত্রের অর্থ।

ঐকাগ্র্য-সংস্কারের প্রচয়হেতু প্রত্যস্তমিত-প্রত্যয়ের অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয় হইতে পৃথক্ অন্য প্রত্যয়হীন সুতরাং একাগ্র চিত্তের। গ্রাহ্যরূপ আলম্বন দুই প্রকার, যথা, সূক্ষ্ম ভূত বা তন্মাত্র এবং

* এস্থলে পরমমহত্ত্ব অর্থে সুবৃহৎ, উহার মধ্যে স্থূল ভূত অন্তর্গত করিলে স্থূল ভূতেরই বৃহৎ সমষ্টি বুঝাইবে, তাহার ক্ষুদ্র অংশ নহে।

তত্ত্বান্তর্গতো বিশ্বভেদো ঘটপটাদি-ভৌতিকবস্তূনীত্যর্থঃ। গ্রহণালম্বনং—গ্রহণং করণং তদালম্বনম্। ন তু ইন্দ্রিয়াণাং গোলকা গ্রহণবিষয়াস্তে হি স্থূলভূতান্তর্গতা এব। ইন্দ্রিয়শক্তয় এব গ্রহণম্। তচ্চ রূপাদিবিষয়াণাং গ্রহণব্যাপার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানেষু চিত্ত-ধারণাদুপলব্ধব্যম্। গ্রহীতা—পুরুষাকারা বুদ্ধিঃ মহান্ আত্মা বা। স চ অস্মীতিমাত্র-বোধোজ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ধর্তৃত্ব-বুদ্ধেরাশ্রয়ো মূলং সর্বচিত্তব্যাপারস্য। দ্রষ্টৃপুরুষসারূপ্যাৎ স গ্রহীতৃপুরুষ ইত্যুচ্যতে।

৪২। সমাপত্তেঃ সামান্যলক্ষণমুক্ত্বা তদ্বিশেষমাহ। বিষয়প্রকৃতিভেদাৎ সমাপত্তয়শ্চতুর্বিধাঃ তদ্ যথা সবিতর্কা নির্বিতর্কা সবিচারা নির্বিচারা চেতি। সবিতর্কায়া লক্ষণমাহ তত্রেতি। স্থূলবিষয়েতি অধ্যাহার্যং সবিচারনির্বিচারয়োঃ সূক্ষ্মবিষয়ত্বাৎ। ব্যাচষ্টে তদ্ যথেতি। গৌরিতিশব্দঃ কর্ণগ্রাহ্যো বাগিন্দ্রিয়স্থিতঃ, গৌরিতি অর্থঃ সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যো গোষ্ঠাদৌ স্থিতঃ, গৌরিতিজ্ঞানং চেতসি স্থিতম্ ইতি বিভক্তানামপি—পৃথগ্‌ভূতানামপি অবিভাগেন—সংকীর্ণৈকরূপেণ গ্রহণং বিকল্পজ্ঞানাত্মকং দৃশ্যতে। বিভজ্যমানা ইতি। তাদৃশস্য সংকীর্ণবিষয়স্য ধর্মা বিভজ্যমানাঃ—বিবিচ্যমানা অন্যে শব্দধর্মাঃ— বর্ণাত্মকত্বাদি-রূপাঃ, অন্যে অর্থ ধর্মাঃ—কাঠিন্যাদয়ঃ, অন্যে বিজ্ঞানধর্মাঃ—দিগবয়বহীনত্বাদয় ইতি

স্থূল পঞ্চ মহাভূত। স্থূল তত্ত্বের অন্তর্গত বিশ্বভেদ বা অসংখ্য প্রকার বিভিন্নতা আছে, যথা—ঘট, পট আদি ভৌতিক বস্তু। (সমাপত্তি মুখ্যতঃ তত্ত্ব-বিষয়ক হইলেও প্রথমে ঘটপটাদি ভৌতিককে আলম্বন করিয়া পরে তাহার রূপ-মাত্র, শব্দ-মাত্র ইত্যাদি তত্ত্বে অবহিত হইতে হয়)। গ্রহণালম্বন—এস্থলে গ্রহণ অর্থে করণশক্তি, তদালম্বনযুক্ত চিত্ত। ইন্দ্রিয়ের গোলক বা পাঞ্চভৌতিক দৈহিক সংস্থান-বিশেষ গ্রহণের অন্তর্গত নহে, কারণ, তাহারা স্থূল ভূতের দ্বারা নির্মিত বলিয়া তদন্তর্গত। অন্তঃকরণস্থ দর্শন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি আদি ইন্দ্রিয়শক্তিরাই গ্রহণ (তাহার বাহ্য অধিষ্ঠান স্থূল ইন্দ্রিয়-সকল)। গ্রহণ অর্থে রূপাদি বিষয়ের গ্রহণরূপ ব্যাপার এবং তাহা ইন্দ্রিয়শক্তির বাহ্য অধিষ্ঠানে চিত্ত-ধারণা হইতে উপলব্ধ হয়। গ্রহীতা অর্থে পুরুষাকারা বুদ্ধি বা মহান্ আত্মা। তাহা অস্মীতি-মাত্র বোধস্বরূপ এবং তাহা জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং (সংস্কাররূপ) ধর্তৃত্বরূপ বুদ্ধির আশ্রয় এবং সমস্ত চিত্ত-ব্যাপারের মূল। অর্থাৎ মহান্‌কে আশ্রয় করিয়াই ঐ বৃত্তিসকল উদ্ভূত হয়। দ্রষ্টৃ-পুরুষের সহিত সারূপ্য ('আমি জ্ঞাতা বা গ্রহীতা' এই রূপে) আছে বলিয়া গ্রহীতাকে গ্রহীতৃ-পুরুষ বলা হয়।

৪২। সমাপত্তির সাধারণ লক্ষণ বলিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ বলিতেছেন। আলম্বনের বিষয় এবং প্রকৃতি এই উভয়ভেদে সমাপত্তি চতুর্বিধ, তাহা যথা—সবিতর্কা, নির্বিতর্কা, সবিচারা ও নির্বিচারা। সবিতর্কার লক্ষণ বলিতেছেন, যথা—(সবিতর্কা) 'স্থূল-বিষয়ক'—ইহা সূত্রে উহ্য আছে, কারণ, সবিচারা ও নির্বিচারা যে সূক্ষ্ম-বিষয়ক, তাহা পরে বলা হইয়াছে (অতএব সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা স্থূল-বিষয়ক)। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'গো' এই শব্দ কর্ণগ্রাহ্য এবং বাগিন্দ্রিয়ে স্থিত গো-শব্দের যাহা বিষয় তাহা পাঞ্চভৌতিক বলিয়া চক্ষুরাদি সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং তাহা বাহিরে গোষ্ঠ (গো-শালা)-আদিতে স্থিত, এবং গো-রূপ বিষয়ের যাহা জ্ঞান তাহা চিত্তে অবস্থিত,

এতেষাং বিভক্তঃ পন্থাঃ—স্বরূপাবধারণমার্গঃ। তত্রেতি। তত্র—শব্দার্থজ্ঞানানাম্ ভিন্নানাম্ অন্যোহন্যং যত্র মিশ্রণং তাদৃশে সবিকল্পে বিষয়ে সমাপন্নস্য যোগিনো যো গবাদ্যর্থঃ স্থূল-ভূতবিষয় ইত্যর্থঃ, সমাধিজাতায়াং প্রজ্ঞায়াং সমারূঢ়ঃ স চেৎ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধঃ—ভাষাসহায় উপাবর্ততে তদা সা সংকীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কেত্যুচ্যতে।

গো-শব্দস্যাস্তি বাক্যবৃত্তিঃ তদ্যথা গো-শব্দঃ গো-বাচ্যঃ অর্থঃ গোজ্ঞানঞ্চৈকমেব ইতি। অলীকস্যাপি তাদৃশস্য গোশব্দানুপাতিনো জ্ঞানস্য বিষয়স্য অস্তি ব্যবহার্যতা। ততস্তদ্বিকল্প ইতি বিবেচ্যম্। উদাহরণেনৈতৎ স্পষ্টীক্রিয়তে। ভূতানি স্থূলগ্রাহ্যং ভৌতিকেষু সমাধানাৎ তেষাং শব্দস্পর্শাদিময়ত্বস্য সাক্ষাৎকারো ভূততত্ত্বপ্রজ্ঞা, কথিতমস্মাভিঃ "শব্দস্পৃশাদ্রূপরসাশ্চ গন্ধ ইত্যেব বাহ্যং খলু ধর্মমাত্রম্" ইতি। একাগ্রভূমিকে চিত্তে সা প্রজ্ঞা সদৈব উপতিষ্ঠতে ন তস্যা বিপ্লবো যথা বিক্ষিপ্তভূমিকস্য চেতসঃ প্রজ্ঞায়াঃ। তৎপ্রজ্ঞাসমাপন্নস্য চিত্তস্য প্রথমং তাবদ্ বাগনুবদ্ধা চিন্তা উপাবর্ততে

এইরূপে শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান বিভক্ত বা পৃথক্ হইলেও তাহাদের অবিভক্তরূপে অর্থাৎ সংকীর্ণ বা একত্র মিশ্রিত করিয়া বিকল্পজ্ঞানের দ্বারা একরূপে গৃহীত হয়, ইহা দেখা যায়।

তাদৃশ সংকীর্ণ বা একত্রীকৃত বিষয়ের ধর্মসকল বিভাগ করিয়া বা পৃথক্ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যাহা শব্দাদিধর্মক বর্ণাদি-স্বরূপ তাহা পৃথক্, কাঠিন্যাদি যাহা বাহ্যবস্তুর ধর্ম তাহা পৃথক্ এবং দৈশিক অবয়বহীন বা ব্যাপ্তিহীন চিত্তস্থ বিজ্ঞান ধর্ম তদুভয় হইতে পৃথক্, অতএব উহাদের বিভিন্ন পথ অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার উপায় পৃথক্। তাহাতে অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের যেখানে পরস্পরের মিশ্রণ তাদৃশ বিকল্পযুক্ত বিষয়ে, সমাপন্নচিত্ত যোগীর যে গবাদি অর্থাৎ স্থূলভূতরূপ আলম্বনীভূত বিষয়, তাহা যখন সমাধিজাত প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহা যদি শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের একত্বরূপ বিকল্পযুক্ত হয় অর্থাৎ যদি ভাষাসহায়ে উপস্থিত হয়, তবে সেই (বিকল্পের দ্বারা) সংকীর্ণ সমাপত্তিকে সবিতর্কা বলা হয়।

'গো' এই শব্দের বাক্যবৃত্তি বা বাক্যরূপে ব্যবহার আছে, যেমন (কণ্ঠস্থিত) 'গো' এই শব্দ, গো-শব্দের বাচ্য বিষয় (গো-শালাতে স্থিত প্রাণি-বিশেষ) এবং তৎসম্বন্ধীয় চিত্তস্থিত গো-জ্ঞান (ইহারা পৃথক্ হইলেও একই বলিয়া ব্যবহৃত হয়)। এইরূপ ব্যবহার অলীক বলিয়া জানিলেও গো-শব্দের অনুপাতী জ্ঞানের যে বিষয় তাহার ব্যবহার্যতা আছে তাই তাহা বিকল্প, ইহা বুঝিতে হইবে (কারণ, যে পদের বাস্তব অর্থ নাই কিন্তু শব্দসাহায্যে ব্যবহার্যতা আছে—তজ্জাত জ্ঞানই বিকল্প)।

উদাহরণের দ্বারা সবিতর্কা স্পষ্ট করা হইতেছে। ভূতসকল স্থূল গ্রাহ্য বিষয়। প্রথমে ভৌতিক বিষয়ে চিত্ত সমাধান করিয়া পরে যে তাহাদের শব্দস্পর্শাদিময়ত্ব পৃথক্ পৃথক্ রূপে সাক্ষাৎকার তাহাই ভূততত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রজ্ঞা, যথা—আমাদের দ্বারা কথিত হইয়াছে, "শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—বাহ্যবস্তু কেবল এই পঞ্চবিধ ধর্মমাত্র অর্থাৎ ইহাদের সমষ্টিমাত্র" (তত্ত্বনিদিধ্যাসন গাথা)। একাগ্রভূমিক চিত্তে সেই প্রজ্ঞা সদাই উপস্থিত বা প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তের

তদ্ যথা ইদং খভূতমিদং তেজোভূতম্। ভৌতিকং বস্তু কদলীকাণ্ডবদ্ নিঃসারং ভূত-মাত্রম্, তৎকৃতাঃ সুখদুঃখমোহা বৈরাগ্যেণ ত্যাজ্যা ইত্যাদিঃ। স্থূলবিষয়য়া ঈদৃশ্যা প্রজ্ঞয়া পরিপূর্ণস্য চেতসো যা তৎসমাপন্নতা সা সবিতর্কেতি।

৪৩। নির্বিতর্কাং ব্যাচষ্টে। যদেতি। যদা নামবাক্যরহিতধ্যানাভ্যাসাদ্ বাস্তবো ধ্যেয়বিষয়ো বাগ্‌বিযুক্তো জ্ঞায়তে তদা শব্দসংকেতস্মৃতিপরিশুদ্ধিঃ, ন তদা তৎ প্রত্যক্ষং বিজ্ঞানং শব্দানুবিদ্ধেন সবিকল্পেন শ্রুতানুমানজ্ঞানেন মলিনং ভবতি। তদা অর্থঃ সমাধি-প্রজ্ঞায়াং নির্বিকল্পেন স্বরূপমাত্রেণাবতিষ্ঠতে, তাদৃশস্বরূপমাত্রতয়া এব অবচ্ছিদ্যতে— বাস্তবং রূপমাত্রমেব তদা নির্ভাসতে ন চ কশ্চিদ্ অসৎপদার্থস্তদন্তর্গতো বর্ততে সা হি নির্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তৎ পরং প্রত্যক্ষং সমাধিজাতত্বাদ্ অন্যপ্রমাণামিশ্রত্বাৎ। তচ্চ তত্ত্বজ্ঞানবিষয়কয়োঃ শ্রুতানুমানয়োর্বীজং—মূলম্, তাদৃশসাক্ষাৎকারবদ্ভির্যোগিভিরেব তত্ত্ববিষয়ক-শ্রুতানুমানে প্রবর্তিতে ইত্যর্থঃ। শব্দসংকেতহীনত্বাদ্ ন চ শ্রুতানুমান-জ্ঞানসহভূতং তদ্দর্শনম্। শেষং সুগমম্।

প্রজ্ঞার ন্যায় উহার বিপ্লব বা ভঙ্গ হয় না। সেই প্রজ্ঞার দ্বারা সমাপন্ন চিত্তে প্রথমে বাক্যযুক্ত চিন্তা উপস্থিত হয়, যেমন 'ইহা আকাশভূত', 'ইহা তেজোভূত' ইত্যাদি। ভৌতিক বস্তু কদলীকাণ্ডবৎ নিঃসার, বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা শব্দাদি-ভূতমাত্রের সমষ্টি এবং তদুদ্ভূত সুখ, দুঃখ ও মোহ বৈরাগ্যের দ্বারা ত্যাজ্য, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান তখন হয়। স্থূল আলম্বনে উপরক্ত ও ঈদৃশ ভাষাযুক্ত প্রজ্ঞার দ্বারা পরিপূর্ণ চিত্তের যে সমাপন্নতা বা ধ্যেয় বিষয়ের দ্বারা সম্যক্ অধিকৃততা, তাহাই সবিতর্কা সমাপত্তি।

৪৩। নির্বিতর্কা সমাপত্তির ব্যাখ্যান করিতেছেন। যখন নাম ও বাক্যহীন ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা বাস্তব (শব্দাদিহীন বলিয়া বিকল্পশূন্য, অতএব বাস্তব) ধ্যেয় বিষয় বাক্যবিযুক্ত হইয়া জ্ঞাত হয়, তখন সেই ধ্যান শব্দের দ্বারা সংকেতীকৃত বিকল্পজ্ঞানের স্মৃতি হইতে পরিশুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ বলা যায়। তখনকার সেই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান শব্দময় বিকল্পযুক্ত শ্রুতানুমানজ্ঞানের দ্বারা মলিন হয় না। তখন ধ্যেয় বিষয় বিকল্পহীন সুতরাং স্বরূপমাত্রে (বিশুদ্ধ রূপে) সমাধিপ্রজ্ঞাতে অবস্থিত থাকে। ধ্যেয় বিষয়ের তাদৃশ স্বরূপমাত্রের দ্বারাই সেই প্রজ্ঞা অবচ্ছিন্ন বা বিশেষিত হয় অর্থাৎ বিষয়ের বাস্তব রূপ-মাত্রই তখন চিত্তে নির্ভাসিত হয়, কোনও (শব্দাদি-আশ্রিত) অসৎ বা বৈকল্পিক পদার্থ তদন্তর্গত হইয়া থাকে না। ইহাই নির্বিতর্কা সমাপত্তি। তাহা পরম প্রত্যক্ষ, কারণ তাহা সমাধি-জাত বলিয়া এবং অনুমান-আগমরূপ অন্য প্রমাণের দ্বারা অবিমিশ্র বলিয়া এই প্রজ্ঞা তত্ত্ব-বিষয়ক যে শ্রুতানুমান-জ্ঞান তাহার বীজ বা মূল-স্বরূপ। তাদৃশ সাক্ষাৎকারবান্ যোগীদের দ্বারা তত্ত্ব-বিষয়ক শ্রুতানুমান-জ্ঞান প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ প্রচলিত শ্রুত ও অনুমিত তত্ত্ব-জ্ঞানের তাহাই মূল। শব্দরূপ সংকেতহীন বলিয়া সেই দর্শন বা সম্প্রজ্ঞান শ্রুতানুমান-জাত জ্ঞানের সহভূত নহে অর্থাৎ তাহা হইতে জাত নহে।

স্মৃতীতি। স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ—বাগ্‌রহিতার্থচিন্তনসামর্থ্যে জাত ইত্যর্থঃ, স্বরূপ-শূন্যেব—অহং জানামীতি প্রজ্ঞাস্বরূপশূন্যা ইব ন তু সম্যক্ তচ্ছূন্যা, অর্থমাত্রনির্ভাসা নামাদিহীনধ্যেয়বিষয়মাত্রদ্যোতিনী সমাপত্তির্নির্বিতর্কা স্থূলবিষয়েতি সূত্রার্থঃ। ব্যাচষ্টে যেতি। শ্রুতানুমানজ্ঞানে শব্দসংকেতসহায়ে ততো বিকল্পানুবিদ্ধে। শব্দহীনত্বাদ্ বিকল্পাদিস্মৃতিঃ শুদ্ধা ভবতি। যদা ন অর্থজ্ঞানকালে তত্তৎস্মৃতিরুপতিষ্ঠতে তদা কেবল-গ্রাহ্যোপরক্তা গ্রাহ্যনির্ভাসা ভবতি। গ্রাহ্যমত্র ধ্যেয়বিষয়ো ন তু ভূতানি, স্থূলগ্রহণস্যাপি বিতর্কানুগতত্বাৎ। স্বং প্রজ্ঞারূপং গ্রহণাত্মকং ত্যক্ত্বা ইব অহং জানামীতি আত্মস্মৃতি-হীনো বিষয়মাত্রাবগাহীত্যর্থঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতা—সূত্রপাতনিকায়ামস্মাভিরিত্যর্থঃ।

তস্যা ইতি। তস্যাঃ—নির্বিতর্কায়া বিষয় একবুদ্ধ্যুপক্রমঃ—একবুদ্ধ্যারম্ভকঃ, ন নানাপরমাণুরূপঃ স জ্ঞেয়বিষয়ঃ কিন্তু একোঽয়মিত্যাত্মক ইত্যর্থঃ, অর্থাত্মা—বাহ্যবস্তু-রূপো ন তু বিজ্ঞানমাত্রঃ, অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা—অণূনাং শব্দাদিতন্মাত্রাণাম্ অণুশব্দাদি-জ্ঞানানামিতি যাবদ্ যঃ প্রচয়বিশেষঃ—স্থূলপারণামরূপসমাহারবিশেষঃ, স এব আত্মা স্বরূপং যস্য তাদৃশঃ গবাদির্ঘটাদির্বা লোকঃ—চেতনাচেতনলৌকিকবিষয় ইত্যর্থঃ।

স্মৃতি-পরিশুদ্ধি হইলে অর্থাৎ বাক্যব্যতীত বিষয়-চিন্তন বা ধ্যান করিবার সামর্থ্য হইলে, স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থাৎ 'আমি জানিতেছি' এই প্রকার প্রজ্ঞা-স্বরূপও যখন না-থাকার মত হয়, যদিও সম্যক্‌রূপে তৎশূন্য নহে, এবং বিষয়মাত্রনির্ভাসা অর্থাৎ নামাদিহীন ধ্যেয় বিষয়মাত্রপ্রকাশিকা যে সমাপত্তি তাহাই স্থূলবিষয়া নির্বিতর্কা, ইহাই সূত্রের অর্থ। ইহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রুতানুমান-জ্ঞান শব্দসংকেত-বুদ্ধিজাত বা ভাষাসহায়ক সুতরাং বিকল্পের দ্বারা অনুবিদ্ধ বা মিশ্রিত। শব্দহীন জ্ঞান হইলে বিকল্পাদি স্মৃতি শুদ্ধ হয় বা বিকল্পহীন জ্ঞান হয়। যখন বিষয়জ্ঞানকালে তদ্বিষয়ক অর্থাৎ শব্দসংকেত-বিষয়ক স্মৃতি উঠা বন্ধ হয়, তখন প্রজ্ঞা কেবল গ্রাহ্যোপরক্ত অর্থাৎ ধ্যেয় বা গ্রাহ্য বিষয়মাত্র নির্ভাসক হয়। এস্থলে গ্রাহ্য অর্থে আলম্বনীভূত ধ্যেয় বিষয়, বাহ্য ভূত নহে, কারণ, স্থূল গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়সকলও বিতর্কের বিষয়। তাহা নিজের গ্রহণাত্মক প্রজ্ঞারূপকে যেন ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ 'আমি জানিতেছি' ইত্যাকার আত্মস্মৃতিহীনের ন্যায় হইয়া, সুতরাং কেবল ধ্যেয়বিষয়মাত্রের অবগাহী বা তৎসমাপন্ন হয়। ইহা তদ্রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ আমাদের দ্বারা সূত্রপাতনিকায় ঐরূপেই ব্যাখ্যান করা হইয়াছে।

তাহার অর্থাৎ নির্বিতর্কার বিষয় একবুদ্ধি-উপক্রম বা একবুদ্ধি-আরম্ভক অর্থাৎ সেই জ্ঞেয় বিষয় তখন নানা পরমাণুর সমষ্টিরূপে জ্ঞাত হয় না, পরন্তু (তাহা বহুর সমষ্টিভূত হইলেও) 'ইহা এক' এইরূপ বুদ্ধির আরম্ভক বা জনক হয় (বহুত্বের বা সমষ্টির জ্ঞান থাকে না, 'এক বিষয়ই জানছি' এইরূপ জ্ঞান হইতে থাকে)। তাহা অর্থাত্মা বা বাহ্যবস্তুরূপ, সুতরাং তাহা (বৌদ্ধ মতানুযায়ী) বাহ্যবস্তুহীন কেবল বিজ্ঞানমাত্র নহে। (সেই নির্বিতর্কার বিষয়) অণুপ্রচয়-বিশেষাত্মক অর্থাৎ শব্দাদি তন্মাত্ররূপ অণুসকলের বা শব্দাদির সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য জ্ঞানের যে প্রচয়-বিশেষ অর্থাৎ তাহাদের স্থূলভূতরূপে পরিণামরূপ যে সমাহার-বিশেষ, তদ্রূপ অণুর সমষ্টি যাহার আত্মা বা স্বরূপ

স চেতি। স চ ঘটাদিরূপঃ পরমাণুসংস্থানবিশেষো ভূতসূক্ষ্মাণাং—তন্মাত্রাণাং সাধারণো ধর্মঃ—প্রত্যেকং তন্মাত্রাণাং ধর্মস্তত্র সাধারণ একীভূতঃ, এবং কারণেভ্য-স্তন্মাত্রেভ্যস্তস্য কার্যস্য বিশেষস্য কথঞ্চিদ্ অভেদঃ। কিন্তু আত্মভূতঃ—তন্মাত্রধর্মশব্দাদেরনু-গতঃ শব্দাদিমান্ এব ন চ অন্যধর্মবান্। এবমপি কারণাদভেদঃ। ফলেন ব্যক্তেন অনুমিতঃ—ব্যক্তং ফলং—দ্রব্যাণাং জ্ঞানং তদ্ব্যবহারশ্চ তাভ্যাম্ অনুমিতঃ। অণু-প্রচয়োঽপি অণুভ্যো ভিন্নোঽয়ং ঘট ইতীদং স ব্যক্তো ঘটব্যবহারঃ অনুমাপয়তীত্যর্থঃ। এবং স্বকারণাদ্ভেদঃ। কিন্তু স স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ—স্বব্যঞ্জনহেতুনা নিমিত্তেন অভিব্যক্তঃ। এবম্ভূতঃ সংস্থানবিশেষঃ প্রাদুর্ভবতি তিরোভবতি চ ধর্মান্তরোদয়ে—অন্যেন নিমিত্তেন সংস্থানস্য অন্যথাভাবো ভবতি। স এব তিরোভাবো নাভাবঃ। স এব সংস্থানবিশেষ-রূপো ধর্মঃ অবয়বীতি উচ্যতে। অতো যোঽসৌ একঃ—একত্ববুদ্ধিনিষ্ঠঃ, মহান্—বৃহদ্ বা, অণীয়ান্—ক্ষুদ্রো বা, স্পর্শবান্—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ শব্দাদিধর্মাশ্রয় ইতি যাবৎ। ক্রিয়াধর্মকঃ—জলধারণাদিক্রিয়াধর্মকঃ, অনিত্যঃ—আগমাপায়ী চ সোঽবয়বীতি ব্যবহ্রিয়তে। অনেকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বং ব্যবহার্যত্বম্।

সেই গো-ঘটাদি লৌকিক বিষয় অর্থাৎ চেতন এবং অচেতন লৌকিক বিষয়। (নির্বিতর্কার যাহা আলম্বনের বিষয় তাহা অণুর সমষ্টি-বিশেষ বাস্তব বাহ্য পদার্থ, বৈনাশিক বৌদ্ধদের নির্বস্তুক মনোময় বিজ্ঞানমাত্র নহে এবং তাহারা প্রত্যেকে পৃথক্ সত্তাযুক্ত)।

সেই ঘটাদিরূপ পরমাণুর যে সংস্থান-বিশেষ, তাহা সূক্ষ্ম ভূত যে তন্মাত্রসকল তাহাদের সাধারণ বা সকলেরই একরূপে পরিণত ধর্ম, অর্থাৎ প্রত্যেক তন্মাত্রের ধর্ম তথায় সাধারণ বা একীভূত (তদবস্থায় পঞ্চ তন্মাত্রের প্রত্যেকের যে ভেদ তাহা পৃথক্ লক্ষিত হয় না)। এইরূপে তন্মাত্ররূপ কারণ হইতে তাহার (ভূতভৌতিক) কার্যরূপ বিশেষের কথঞ্চিৎ অভেদ। ('কথঞ্চিৎ অভেদ' বলা হইয়াছে—যেহেতু কার্য কারণেরই আত্মভূত, অতএব কার্যের সহিত কারণের ভেদও আছে, সাদৃশ্যও আছে)। কিন্তু তাহা আত্মভূত অর্থাৎ নিজের মত, যেমন যাহা শব্দাদি-তন্মাত্রের অনুগত বা তাহারই সমষ্টিরূপ পরিণামভূত তাহা (স্থূল) শব্দাদিমান্ হইবে, অন্য ধর্মবান্ (যেমন অ-শব্দাদিবান্) হইবে না, এইরূপেও কারণ হইতে কার্যের অভেদ। (সেই পরমাণুর সংস্থান) ব্যক্ত ফলের দ্বারা অনুমিত হয়, অর্থাৎ ব্যক্ত ফল বা দ্রব্যের জ্ঞান এবং তাহার যে তদনুরূপ ব্যবহার তদ্দ্বারাই অনুমিত হয়। ভূত-ভৌতিকাদিরা অণুর সমাহার হইলেও তাহারা অণু হইতে বিভিন্ন 'এক ঘট'—এইরূপে সেই ব্যক্ত ঘটরূপ ব্যবহার উহার বৈশিষ্ট্য অনুমিত করায় (যাহার ফলে ইহা কতকগুলি অণু'—এইরূপ মনে না হইয়া, ইহা 'এক ঘট' এইরূপ জ্ঞান ও ব্যবহার হয়)। এইরূপে স্বকারণ হইতে কথঞ্চিৎ ভেদ। কিন্তু তাহা স্বব্যঞ্জকাঞ্জন অর্থাৎ নিজের ব্যক্ত হইবার হেতুরূপ নিমিত্তের দ্বারা অঞ্জিত বা অভিব্যক্ত হয়। এইরূপ (তন্মাত্রের) সংস্থান-বিশেষ উৎপন্ন হয় এবং লয় হয়, তাহা ধর্মান্তরোদয়ের দ্বারা হয় অর্থাৎ অন্য নিমিত্তের দ্বারা অন্য ধর্মের যখন উদয় হয় তখন পূর্ব সংস্থানের অন্যথারূপ লয় হয়। তাহাকেই তিরোভাব বলা হইয়াছে, অতএব তাহা অভাব নহে।

অত্র বৈনাশিকানামযুক্ততাং দর্শয়তি যস্যেতি। যস্য নয়ে স স্থূলবিকাবরূপঃ প্রচয়-বিশেষঃ অবস্তুকঃ—শূন্যমূলকো ধর্মস্কন্ধমাত্রঃ, তস্য প্রচয়স্য সূক্ষ্মং বাস্তবং কারণম্—ভূতাদিকার্যাণাং তন্মাত্রাদিরূপং কাবণম্ অবিকল্পস্য—বিকল্পহীনস্য সমাধেঃ নির্বিতর্ক-নির্বিচাবযোরিত্যর্থঃ, অত্র তু সূক্ষ্মবিষয়া নির্বিচাবা বিবক্ষিতা, অনুপলভ্যম্— সাক্ষাৎকাবা-যোগ্যম্। তস্য নয়ে প্রায়েণ সর্বং মিথ্যাজ্ঞানমিতি এতদ্ আযাযাৎ। কথম্? অবয়বি-নামভাবাৎ। তৎ সমাধিজং জ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্—অনবযবিনি অবয়বিপ্রতিষ্ঠম্ অতো মিথ্যাজ্ঞানং ভবেৎ। এবং প্রায়েণ সর্বমেব মিথ্যাজ্ঞানত্বং প্রাপ্নুযাৎ। তদা চেতি। এবং সর্বস্মিন্ মিথ্যাত্বে প্রাপ্তে ভবদীয়ং সম্যগ্‌দর্শনং কিং স্যাৎ? বিষযাভাবাজ্‌জ্ঞানাভাব এব সম্যগ্‌দর্শনমিতি ভবন্নয়ে স্যাদিত্যর্থঃ। যদ্ যদ্ উপলভ্যতে তৎ তদ্ অবয়বিত্বেন আক্রান্তং—সমাযুক্তম্ অতো নাস্তি ভবৎসম্মতঃ অনবযবী বিষযো যো নির্বিতর্কায়া বিষয়ঃ স্যাৎ। তস্মাদস্তি নির্বিতর্কাযা বিষয়ঃ অবয়বি বস্তু যৎ সত্যজ্ঞানস্য বিষয ইতি।

এই পবমাণুব সংস্থানবিশেষরূপ ধর্মকে অর্থাৎ অণুরূপ ধর্মী হইতে উৎপন্ন স্থূল ব্যক্তভাবকে অবয়বী বলে। অতএব এই যে এক অর্থাৎ একরূপে জ্ঞাত মহান্ বা বৃহৎ, অণীযান্ বা ক্ষুদ্র, স্পর্শবান্ বা ইন্দ্রিযগ্রাহ্য অর্থাৎ শব্দাদি নানা ধর্মের আশ্রযভূত, ক্রিয়া-ধর্মক বা (ঘটের পক্ষে) জলধাবণ আদি ক্রিযারূপ ধর্মযুক্ত, অনিত্য বা উৎপত্তি-লয-শীল বস্তু, তাহা অবযবিরূপে বা ধর্মিরূপে ব্যবহৃত হয। একই কালে একাধিক ইন্দ্রিযের দ্বাবা গৃহীত হওযাব যোগ্যতাকে ব্যবহাবযোগ্যত্ব বলা হয *।

এতদ্বিষযে বৈনাশিক বৌদ্ধমতের অর্থাৎ যাঁহাবা বাহ্য-মূল দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকাব কবেন না, তাঁহাদের মতের অযুক্ততা দেখাইতেছেন। যাঁহাদের মতে সেই স্থূল বিকাবরূপ সংস্থান-বিশেষ অবস্তুক অর্থাৎ শূন্যমূলক ও কেবলমাত্র ধর্ম বা জ্ঞাযমান ভাবের সমষ্টিমাত্র, তাঁহাদের মতে সেই প্রচযের (অণু-সমাহাবের) সূক্ষ্ম ও বাস্তব বা সৎ কাবণ অর্থাৎ ভূতভৌতিকাদি কার্যের তন্মাত্রাদিরূপ কাবণ, অবিকল্পের অর্থাৎ বিকল্পহীন নির্বিতর্কা-নির্বিচাবাব দ্বাবা—এখানে সূক্ষ্ম-বিষযা নির্বিচাবাব কথাই বলিযাছেন—অনুপলভ্য বা সাক্ষাৎকাবের অযোগ্য অর্থাৎ ঐ মতে নির্বিতর্কা-নির্বিচাবা সমাপত্তি বলিযা কিছু থাকে না। অতএব উঁহাদের মতে প্রায সবই মিথ্যা জ্ঞান হইযা পড়ে। কেন? (তদুত্তবে বলিতেছেন যে) কোনও অবয়বী না থাকায়। সেই সমাধিজ জ্ঞান অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ অবযবি-শূন্য বিষযে অবযবি-প্রতিষ্ঠ, অতএব মিথ্যা জ্ঞান হইবে (যদি মূলে কোনও জ্ঞেয বস্তু না থাকে অথচ জ্ঞান হয তবে তাহা অবস্তুক মিথ্যা জ্ঞান হইবে)। এইরূপে প্রায সমস্তই মিথ্যা জ্ঞান হইযা পড়ে। ঐ কাবণে সমস্তই মিথ্যাত্ব প্রাপ্ত হওযায আপনাদের মতে সম্যক্ দর্শন

* ভৌতিক বস্তুব জ্ঞান একই কালে একাধিক ইন্দ্রিযের দ্বাবা হয (অলাতচক্রবৎ), যেমন দেখা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ লওযা ইত্যাদি একই কালে যেন যুগপৎ হয, তাহাই ব্যবহার্যত্ব। ইহাতে চিত্ত কোনও একমাত্র তত্ত্বের দ্বারা পূর্ণ থাকে না বলিযা ইহা অতাত্ত্বিক স্থূল জ্ঞান। সমাধিকালে যে কেবলমাত্র রূপ অথবা কেবল স্পর্শ ইত্যাকাব একই জ্ঞানে চিত্ত পূর্ণ থাকে তাহাই তাত্ত্বিক জ্ঞান। অতাত্ত্বিক ব্যবহারের ফলেই প্রধানতঃ সুখদুঃখমোহের সৃষ্টি।

সত্যপদার্থোঽত্র বিচার্যঃ। বাগ্‌বিষয়স্তথা জ্ঞানবিষয়শ্চেদ্ যথার্থস্তদা তদ্ বাক্যং জ্ঞানঞ্চ সত্যমুচ্যতে'। দ্বিবিধং সত্যং ব্যাবহারিকবিষয়কং ব্যবহারসত্যং মোক্ষবিষয়কঞ্চ পরমার্থসত্যমিতি। তদ্দ্বয়ং চাপি আপেক্ষিকানাপেক্ষিকভেদেন দ্বিধা। কাঞ্চিদবস্থামপেক্ষ্য যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে তদবস্থাপেক্ষং তজ্‌জ্ঞানং তদ্‌ভাষণঞ্চ আপেক্ষিকং সত্যম্, অস্মাভির্যথোক্তম্ "অতিদূরাৎ পয়োদবদদূরাদশ্মসংঘাতঃ। লক্ষ্যতেঽদ্রিঃ সদা ভিন্নং সামীপ্যাচ্ছর্করাময়" ইতি। অল্পাধিকদূরাবস্থানম্ অপেক্ষ্য পর্বতজ্ঞানং তজ্‌জ্ঞানভাষণঞ্চ সত্যমেব। করণোৎকর্ষম্ অপেক্ষ্য জাতং জ্ঞানম্ উৎকৃষ্টসত্যজ্ঞানম্। তত্রাপি তত্ত্বানাং জ্ঞানং চরমসত্যজ্ঞানম্। সমাধৌ করণানাং চরমস্থৈর্যং স্বচ্ছতা চ তত একাগ্রভূমিকসমাধিজা প্রজ্ঞা চরমোৎকর্ষসম্পন্না। এবং সবিতর্কনির্বিতর্কসমাধৌ তদালম্বনবিষয়স্য চরমা স্থূলবিষয়া সত্যপ্রজ্ঞা। সবিচারনির্বিচারসমাধৌ চ সূক্ষ্মবিষয়া সত্যপ্রজ্ঞা। সা চ যোগিভিঃ ঋতম্ভরেতি অভিধীয়তে। তত্র তত্ত্ববিষয়াণি আপেক্ষিকসত্যানি পরমার্থস্য উপায়ভূতানীতি অতস্তানি পরমার্থসত্যমুচ্যতে। পরমার্থসত্যেষু যদুপেয়ভূতং স কূটস্থো

কি হইবে? বিষয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাবই আপনাদের মতে সম্যক্ জ্ঞান হইয়া পড়ে। যাহা কিছু উপলব্ধ হয় তাহা সবই অবয়বিত্বের দ্বারা আক্রান্ত বা তৎসম্প্রযুক্ত, অতএব আপনাদের সম্মত এমন কোনও অনবয়বী বিষয় নাই যাহা নির্বিতর্কার আলম্বন হইতে পারে। অতএব নির্বিতর্কার বিষয় অবয়বিরূপ বস্তু (বাস্তব বিষয়) আছে তাহাই সত্যজ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ সমাধিজাত সত্যজ্ঞান আছে বলিলে সেই জ্ঞানের বিষয়েরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

এস্থলে সত্য পদার্থ বিচার্য। বাক্যের এবং জ্ঞানের বিষয় যদি যথার্থ হয় তবে সেই বাক্যকে ও জ্ঞানকে সত্য বলা যায়। সত্য দ্বিবিধ, ব্যাবহারিক বিষয়-সম্বন্ধীয় ব্যবহার-সত্য এবং মোক্ষ-বিষয়ক পরমার্থ-সত্য। ঐ দুই প্রকার সত্য পুনরায় আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক ভেদে দুই প্রকার। কোনও অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই অবস্থাসাপেক্ষ সেই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের ভাষণ আপেক্ষিক সত্য, যথা—আমাদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, "বহুদূর হইতে পর্বত মেঘের ন্যায় মনে হয়, নিকট হইতে তাহা প্রস্তরের সমষ্টিরূপে অর্থাৎ অন্য প্রকারে দৃষ্ট হয়, আরও নিকট হইতে আবার তাহা কঙ্করের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়" ('যোগযুক্তি')। অল্প বা অধিক দূরে অবস্থিতিকে অপেক্ষা করিয়া পর্বতের যখন যে প্রকার জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান এবং তদ্রূপ কথনই (আপেক্ষিক) সত্য। উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়কে অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ও তাহার অধিষ্ঠানকে অপেক্ষা করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান। তাহার মধ্যে আবার তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান তাহা চরম সত্যজ্ঞান। সমাধিতে করণসকলের চরম স্থৈর্য এবং নির্মলতা হয় তজ্জন্য একাগ্রভূমিতে জাত সমাধি হইতে যে প্রজ্ঞা হয় তাহা চরম উৎকর্ষসম্পন্ন। এইরূপে সবিতর্ক-নির্বিতর্ক সমাধিতে তাহার আলম্বনীভূত স্থূল বিষয়ের চরম সত্য প্রজ্ঞা হয়, আর সবিচার-নির্বিচার সমাধিতে সূক্ষ্মবিষয়-সম্বন্ধীয় চরম সত্য প্রজ্ঞা হয়। যোগীদের দ্বারা তাহা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলিয়া অভিহিত হয়। তন্মধ্যে তত্ত্ব-বিষয়ক আপেক্ষিক সত্যসকল পরমার্থের উপায়-স্বরূপ বলিয়া তাহাদের পারমার্থিক সত্য বলা হয়। পরমার্থ-সত্যের

দ্রষ্টা পুরুষস্তস্মাৎ তদ্বিষয়কং জ্ঞানম্ অনাপেক্ষিকং নিত্যবস্তুবিষয়কং কূটস্থসত্যজ্ঞানম্। তেন চ কৌটস্থ্যাধিগমঃ কৈবল্যং বা ভবতীতি। নিত্যবস্তুবিষয়কং সত্যম্ অনাপেক্ষিকম্। তচ্চাপি দ্বিধা পরিণামিনিত্যবস্তুবিষয়কং ত্রৈগুণ্যং তথা অপরিণামিনিত্যবস্তুবিষয়কং কূটস্থবস্তুবিষয়কং বেতি।

৪৪। সূক্ষ্মবিষয়ে সবিচারনির্বিচারে ব্যাচষ্টে তত্রেতি। তত্র ভূতসূক্ষ্মেষু অভিব্যক্তধর্মকেষু—সাক্ষাদ্ গৃহ্যমাণেষু ন চ আগমানুমানবিষয়েষু। দেশকালনিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু—দেশ উপর্যধ আদিঃ, তাদৃশদেশব্যাপ্তং, নীলপীতাদিধ্যেয়ং গৃহীত্বা তৎকারণং তন্মাত্রং তত্রোপলভ্যতে অতো দেশানুভবাবচ্ছিন্নঃ। ন হি পরমাণোঃ স্ফুটা দেশব্যাপ্তিপ্রতীতিঃ তস্মাৎ তজ্‌জ্ঞানে অস্ফুটা উপর্যধঃপার্শ্বানুভবসম্প্রযুক্ততেতি বিবেচ্যম্। কালঃ—বর্তমানাদিঃ, ত্রিকালানুভবেষু বর্তমানমাত্রানুভবাবচ্ছিন্নঃ সবিচারঃ। নিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নঃ—নিমিত্তম্ উদ্‌ঘাটকং কারণম্, তদ্ যথা রূপতন্মাত্রজ্ঞানস্য নিমিত্তং তেজোভূতসাক্ষাৎকারপূর্বকং তেজঃকারণানুসন্ধিৎসোঃ সবিচারং ধ্যানম্, এতন্নিমিত্তসাপেক্ষম্। এবং দেশকালনিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু সূক্ষ্মবিষয়েষু শব্দসহায়া যা সমাপত্তির্জায়তে সা সবিচারা। তত্রেতি। তত্রাপি—নির্বিতর্কবদ্ অত্র সবিচারেঽপি একবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যম্—একমিদম্ অনুভূয়মানং রূপতন্মাত্রমিত্যাদিরূপম্, উদিতধর্মবিশিষ্টম্—অতীতানাগতানাং

মধ্যে যাহা উপেয়ভূত বা লক্ষ্য তাহা কূটস্থ বা অবিকারী দ্রষ্টা পুরুষ, তজ্জন্য তদ্বিষয়ক জ্ঞান অনাপেক্ষিক (যাহার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই) নিত্য-বস্তু-সম্বন্ধীয় কূটস্থ সত্যজ্ঞান (অর্থাৎ কূটস্থ-বিষয়ক সত্যজ্ঞান, কারণ জ্ঞান কূটস্থ হইতে পারে না, জ্ঞানের বিষয় পুরুষই কূটস্থ)। তাহা হইতেই কূটস্থ বিষয়ের অধিগম বা কৈবল্য লাভ হয়।

নিত্যবস্তু-বিষয়ক যে সত্যজ্ঞান তাহা অনাপেক্ষিক, তাহাও দুই প্রকার, যথা—পরিণামিনিত্যবস্তু-বিষয়ক (পরিণামশীল হইলেও যাহার তাত্ত্বিক বিনাশ নাই তদ্বিষয়ক) বা ত্রিগুণ-সম্বন্ধীয়, এবং অপরিণামি-নিত্য বা কূটস্থ-বস্তু-বিষয়ক (দ্রষ্টৃ-সম্বন্ধীয়)।

৪৪। সূক্ষ্ম-বিষয়ক সবিচারা ও নির্বিচারা সমাপত্তির ব্যাখ্যান করিতেছেন। তন্মধ্যে অভিব্যক্তধর্মক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা সাক্ষাৎ গৃহ্যমাণ, অনুমান ও আগমের বিষয় নহে, তাদৃশ সূক্ষ্মভূতসকলে যে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ সমাপত্তি তাহা সবিচারা। দেশ অর্থে ঊর্ধ্ব, অধঃ আদি, তাদৃশ দেশব্যাপ্ত নীলপীতাদি ধ্যেয় বিষয়কে গ্রহণ করিয়া তৎকারণ যে তন্মাত্র তাহার উপলব্ধি হয়, সুতরাং সেই জ্ঞান দেশরূপ অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। পরমাণুর স্ফুট দেশব্যাপ্তির জ্ঞান হয় না, তজ্জন্য তাহার জ্ঞানে ঊর্ধ্ব, অধঃ, পার্শ্ব আদির অনুভব অস্ফুটরূপে সংযুক্ত থাকে, ইহা বিবেচ্য। কাল—যেমন বর্তমান, অতীত ইত্যাদি, ত্রিকালরূপ অনুভবের মধ্যে সবিচারা কেবল বর্তমানের অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। নিমিত্তানুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্নতা অর্থাৎ নিমিত্ত বা ধ্যেয় বিষয়জ্ঞানের যাহা উদ্বোধক কারণ, যেমন রূপতন্মাত্রজ্ঞানের নিমিত্ত তেজোভূত সাক্ষাৎকার করিয়া তেজোভূতের কারণ কি, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইয়া যে

ধর্মাণাম্ অনবগাহীত্যর্থঃ। ভূতসূক্ষ্মং—গ্রাহ্যং তন্মাত্রম্ অস্মিতাদয়ো গ্রহণতত্ত্বান্যপীত্যর্থঃ আলম্বনীভূতং সমাধিপ্রজ্ঞায়াম্ উপতিষ্ঠতে। যেতি। যা পুনঃ সর্বথা—সম্যগনবচ্ছিন্না। সর্বত ইত্যাদিভিঃ ত্রিভির্দলৈঃ সর্বথা শব্দো ব্যাখ্যাতঃ। সর্বত ইতি দেশানুভবানবচ্ছিন্নত্বং, শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানবচ্ছিন্নেষু ইতি বিষয়স্য কালানুভবানবচ্ছিন্নত্বং, সর্বধর্মানুপাতিষু সর্বধর্মাত্মকেষু ইতি নিমিত্তানুভবানবচ্ছিন্নত্বম্। এবংবিধা অবচ্ছেদরহিতা শব্দাদিবিকল্পহীনা প্রজ্ঞাসমাপন্নতা নির্বিচারা সমাপত্তিরিতি। সমাপত্তিদ্বয়ম্ উদাহরণেন বিবৃণোতি। এবমিতি সবিচারায়া উদাহরণম্। বিচারানুগতসমাধিনা সাক্ষাৎকৃতং ভূতসূক্ষ্মম্ এবং-স্বরূপম্—এতেনৈব স্বরূপেণ—দেশাদ্যনুভবমপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ আলম্বনীভূতম্, এবং সবিতর্কবৎ শব্দসহায়ঃ প্রজ্ঞেয়বিষয়ঃ সমাধিপ্রজ্ঞাম্ উপরঞ্জয়তি সবিচারায়ামিতি শেষঃ।

নির্বিচারস্বরূপং বিবৃণোতি প্রজ্ঞেতি। সমাধিপ্রজ্ঞা যদা শব্দব্যবহারজবিকল্পশূন্যা স্বরূপশূন্যেব অর্থমাত্রনির্ভাসা ভবতি তদা নির্বিচারা ইত্যুচ্যতে। তত্রেতি। কিঞ্চ তত্র মহদ্বস্তুবিষয়া—স্থূলভূতেন্দ্রিয়বিষয়া। সূক্ষ্মবিষয়া—তন্মাত্রাদিবিষয়া। এবম্ উভয়োঃ—নির্বিতর্কনির্বিচারয়োঃ এতয়া নির্বিতর্কয়া বিকল্পহানিঃ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পশূন্যতা ব্যাখ্যাতা।

সবিচার ধ্যান—ইহাই নিমিত্ত-সাপেক্ষতা, এইরূপে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া সূক্ষ্ম বিষয়ে যে শব্দসহায়া (শব্দার্থ জ্ঞান-বিকল্পযুক্তা) সমাপত্তি উৎপন্ন হয় তাহা সবিচারা। সে-স্থলেও অর্থাৎ নির্বিতর্কার ন্যায় এই সবিচারাতেও, একবুদ্ধি-নির্গ্রাহ্য অর্থাৎ 'এই অনুভূয়মান রূপ-তন্মাত্র এক' ইত্যাদিরূপ উদিতধর্মবিশিষ্ট অর্থাৎ অতীতানাগত ধর্মে অবহিত না হইয়া কেবল বর্তমানমাত্র-গ্রাহক, এবং ভূতসূক্ষ্ম বা তন্মাত্ররূপ সূক্ষ্ম গ্রাহ্য ও অস্মিতাদি সূক্ষ্ম গ্রহণ-তত্ত্বসকলও আলম্বনীভূত হইয়া সমাধিপ্রজ্ঞায় উপস্থিত হইয়া থাকে বা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর, যাহা সর্বথা বা সম্যক্ অনবচ্ছিন্না অর্থাৎ দেশ, কাল আদির দ্বারা সংকীর্ণ নহে, তাহা নির্বিচারা। 'সর্বতঃ' ইত্যাদি তিন প্রকার বিশেষণের দ্বারা 'সর্বথা' শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'সর্বতঃ' শব্দে দেশানুভবের দ্বারা অনবচ্ছিন্নতা বুঝাইতেছে, শান্ত বা অতীত, উদিত বা বর্তমান এবং অব্যপদেশ্য বা ভবিষ্যৎ এই তিনের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন বলায় ধ্যেয় বিষয়ের কালানুভবের দ্বারা অনবচ্ছিন্নতা বুঝাইতেছে (অতএব তাহার বিষয় ত্রৈকালিক) এবং 'সর্বধর্মানুপাতী ও সর্বধর্মরূপ' এই শব্দদ্বয়ে নিমিত্তানুভবের দ্বারা অনবচ্ছিন্নতা বুঝাইতেছে। এইরূপ অবচ্ছেদরহিত শব্দাদি-জাত-বিকল্পহীন প্রজ্ঞার দ্বারা সমাপন্নতা বা পরিপূর্ণতাই নির্বিচারা সমাপত্তি। উদাহরণের দ্বারা সমাপত্তিদ্বয় বিবৃত করিতেছেন। ভাষ্যকার সবিচারার উদাহরণ দিতেছেন। বিচারানুগত সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎকৃত সূক্ষ্মভূতের স্বরূপ এই প্রকার অর্থাৎ এই প্রকারে দেশাদি-অনুভবপূর্বক তাহা আলম্বনীভূত হয়। এইরূপে সবিতর্কার ন্যায় সবিচারার শব্দসাহায্যে প্রজ্ঞেয় (সূক্ষ্ম) বিষয় সমাধিপ্রজ্ঞাকে উপরঞ্জিত করে।

নির্বিচারার স্বরূপ বিবৃত করিতেছেন, সমাধিজা প্রজ্ঞা যখন শব্দব্যবহারজনিত বিকল্পহীন হইয়া স্বরূপশূন্যের ন্যায় বিষয়-মাত্র-নির্ভাসক হয়, তখন তাহাকে নির্বিচারা বলা যায়। কিঞ্চ তাহাদের মধ্যে বিতর্কানুগত সমাধি মহৎ বা স্থূল বস্তু-বিষয়ক (মহদ্রূপং স্থূলরূপং বস্তু মহদ্বস্তু, 'মহাবস্তু' নহে)

৪৫। কিং সূক্ষ্মবিষয়ত্বমিত্যাহ। সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চ অলিঙ্গপর্যবসানম্—অলিঙ্গে প্রধানে সূক্ষ্মবিষয়ত্বং পর্যবসিতম্, তদবধি স্থিতমিত্যর্থঃ। ব্যাচষ্টে পার্থিবস্যেতি। লিঙ্গমাত্রম্ মহত্তত্ত্বম্ অস্মীতিমাত্রবোধস্বরূপম্, যৎ স্বকারণযোঃ পুংপ্রকৃত্যোর্লিঙ্গমাত্রম্। ন কস্যচিৎ স্বকারণস্য লিঙ্গমিত্যলিঙ্গম্। তচ্চ মহত উপাদানকারণং ততস্তৎ সূক্ষ্মতমং দৃশ্যম্। অপি চ লিঙ্গস্য মহতঃ পুরুষোঽপি সূক্ষ্মং কারণম্ ইতি। স সূক্ষ্মং কারণম্ ইতি সত্যম্, কিংতু নোপাদানরূপেণ সূক্ষ্মং যতঃ স হেতুঃ—নিমিত্তকারণং লিঙ্গমাত্রস্য, তদ্রূপেণৈব-সূক্ষ্মতমং নোপাদানরূপেণ। অতঃ প্রধানে উপাদানস্য নিরতিশয়ং সৌক্ষ্ম্যম্।

৪৬। তা ইতি। বহির্বস্তুবীজাঃ—বহির্বস্তু—ধ্যেয়রূপেণ পৃথগ্ জ্ঞায়মানং বস্তু, তদেব বীজম্ আলম্বনং যাসাং তাঃ। সুগমমন্যৎ।

৪৭। অশুদ্ধ্যেতি। অশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতস্য—অস্থৈর্যজাড্যরূপম্ আবরণমলং তদপেতস্য, প্রকাশস্বভাবস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যাং—রাজসতামসসংস্কারৈঃ ইত্যর্থঃ

অর্থাৎ স্থূল ভূতেন্দ্রিয়-বিষয়ক। (এবং বিচারানুগত সমাধি) সূক্ষ্ম-বিষয়ক অর্থাৎ তন্মাত্র-অস্মিতাদি-বিষয়ক। এইরূপে নির্বিতর্কার লক্ষণের দ্বারা নির্বিতর্কা ও নির্বিচারা এই উভয়ের বিকল্পহীনত্ব অর্থাৎ শব্দার্থ-জ্ঞানের বিকল্পশূন্যতা ব্যাখ্যাত হইল।

৪৫। সূক্ষ্ম-বিষয়ত্ব কি তাহা বলিতেছেন। সূক্ষ্ম-বিষয়ত্ব অলিঙ্গ-পর্যবসান অর্থাৎ তাহা অলিঙ্গ যে প্রধান বা প্রকৃতি তাহাতে শেষ হইয়াছে অর্থাৎ তদবধি স্থিত। সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন, 'লিঙ্গমাত্র' অর্থে মহত্তত্ত্ব, যাহা অস্মীতি বা 'আমি' এতাবন্মাত্র বোধ-স্বরূপ এবং যাহা স্বকারণ পুরুষ এবং প্রকৃতির লিঙ্গমাত্র বা জ্ঞাপক-স্বরূপ, প্রধান বা প্রকৃতির কোনও কারণ নাই বলিয়া তাহা কোনও স্বকারণের লিঙ্গ বা অনুমাপক নহে, তজ্জন্য তাহার নাম অলিঙ্গ। তাহা মহান্ আত্মার উপাদান কারণ, তজ্জন্য তাহা সূক্ষ্মতম দৃশ্য *। পুরুষও ত লিঙ্গমাত্র মহতের সূক্ষ্ম কারণ? (অতএব সূক্ষ্মতম বলিতে পুরুষের উল্লেখ করা হইল না কেন? তাহার উত্তর—) পুরুষ মহতের সূক্ষ্ম কারণ ইহা সত্য, কিন্তু তাহা উপাদানরূপে সূক্ষ্মকারণ নহে, যেহেতু দ্রষ্টা পুরুষ লিঙ্গমাত্র মহতের হেতু বা নিমিত্তকারণ, তদ্রূপেই তাহা সূক্ষ্মতম কারণ, উপাদানরূপে নহে। অতএব প্রধানেই উপাদানের চরম সূক্ষ্মতা পর্যবসিত।

৪৬। বহির্বস্তুবীজ অর্থাৎ বহির্বস্তু বা ধ্যেয়রূপে পৃথক্ জ্ঞায়মান যে বস্তু (গ্রহীতৃ, গ্রহণ, গ্রাহ্য বিষয়), তাদৃশ বস্তু যাহার অর্থাৎ যে সমাধির বীজ বা আলম্বন তাহা, অর্থাৎ সবিতর্কাদি চারি প্রকার সমাধি।

৪৭। অশুদ্ধিরূপ আবরণ মল অপেত বা অপগত হইলে অর্থাৎ অস্থৈর্য (রাজসিক মল) ও জড়তা (তামস মল)-রূপ জ্ঞানের (সাত্ত্বিকভাব) যে আবরক মল তাহা নষ্ট হইলে, প্রকাশ-স্বভাব

* দৃশ্য অর্থে জ্ঞেয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলেও, হেতু বা কার্য দেখিয়া অনুমানের দ্বারা যাহা জানা যায় তাহাও জ্ঞেয় বা দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত। তদনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতিও দৃশ্য, বিপরিণত হইয়া দৃশ্যতা প্রাপ্ত হয় বলিয়াও তাহা দৃশ্য।

অনভিভূতঃ অতঃ স্বচ্ছঃ—অনাবিলঃ, স্থিতিপ্রবাহঃ—একাগ্রভূমিজাতত্বাদ্ বৈশারদ্যমিত্যর্থঃ। তদেতি। অধ্যাত্মপ্রসাদঃ—অধ্যাত্মং করণং বুদ্ধিরিত্যর্থঃ, তস্য প্রসাদঃ পরমনৈর্মল্যং ততো ভূতার্থবিষয়ঃ—যথার্থবিষয়ঃ, ক্রমানন্নুরোধী—ক্রমহীনো যুগপৎ সর্বভাসকঃ।

৪৮। তস্মিন্নিতি। তস্মিন্—নির্বিচারস্য বৈশারদ্যে জাতে সতি যা প্রজ্ঞা জায়তে তস্যা ঋতম্ভরা ইতি সংজ্ঞা। ঋতম্—সাক্ষাদনুভূতং সত্যং বিভর্তীতি ঋতম্ভরা। অন্বর্থা—নামানুরূপার্থযুক্তা। তথেতি। আগমেন—শ্রবণেন, অনুমানেন—উপপত্তিভির্মননেন, ধ্যানাভ্যাসরসেন—ধ্যানস্য অভ্যাসরসেন সংস্কারোপচয়েন, এবং প্রজ্ঞাং ত্রিধা প্রকল্পয়ন্—সাধয়ন্ উত্তমং যোগং লভত ইতি।

৪৯। শ্রুতেতি। বিশেষঃ অনন্তবৈচিত্র্যাত্মকঃ, তস্মাৎ স ন শক্যঃ শব্দৈরভিধাতুম্ অতঃ শব্দৈঃ সামান্যবিষয়াঃ সংকেতীকৃতাঃ। তস্মাৎ শব্দজন্যমাগমবিজ্ঞানং সামান্যবিষয়কম্ অনুমানমপি তাদৃশম্। তত্র হেতুজ্ঞানাদ্ যদংশস্য প্রাপ্তিঃ তস্যৈবাবগতিঃ,

বুদ্ধিসত্ত্বের যে রজস্তম-দ্বারা অর্থাৎ রাজস ও তামস সংস্কারের দ্বারা অনভিভূত অতএব স্বচ্ছ বা অনাবিল স্থিতির প্রবাহ * অর্থাৎ একাগ্রভূমিজাত বলিয়া সাত্ত্বিকতার যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, তাহাই নির্বিচারার বৈশারদ্য। অধ্যাত্মপ্রসাদ অর্থে অধ্যাত্ম করণ যে বুদ্ধি, তাহার প্রসাদ বা পরম নির্মলতা। তাহা হইতে যে প্রজ্ঞা হয় তাহা ভূতার্থ-বিষয়ক অর্থাৎ যথাভূতার্থ- (সত্য-) বিষয়ক এবং ক্রমের অননুরোধী বা ক্রমহীন অর্থাৎ সেই জ্ঞান ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া হয় না, তাহা যুগপৎ সর্বপ্রকাশক।

৪৮। তাহা হইলে অর্থাৎ নির্বিচারার বৈশারদ্য হইলে, যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাহার নাম ঋতম্ভরা। ঋতকে বা সাক্ষাৎ-অধিগত সত্যকে যাহা ভরণ অর্থাৎ ধারণ করে তাহা ঋতম্ভরা বা তাদৃশ সত্যপূর্ণা। তাহা অন্বর্থা বা নামের অনুরূপ অর্থযুক্ত অর্থাৎ এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা যথার্থই সত্যজ্ঞান। আগমের দ্বারা অর্থাৎ (আপ্ত পুরুষের নিকট) শুনিয়া, অনুমানের দ্বারা অর্থাৎ উপপত্তি বা যুক্তির দ্বারা মনন করিয়া, ধ্যানাভ্যাস-রসের দ্বারা অর্থাৎ ধ্যানের যে অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান তাহাতে রস বা সংস্কারজ আনন্দ লাভ করিয়া সঞ্চিত সংস্কারের দ্বারা, এই তিন প্রকারে প্রজ্ঞাকে প্রকল্পিত বা সাধিত করিয়া উত্তম যোগ বা সর্বশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মবিষয়া সমাধিপ্রজ্ঞা লাভ করা যায়।

৪৯। বিষয়ের যাহা বিশেষ জ্ঞান তাহা অনন্ত বৈচিত্র্যযুক্ত সুতরাং তাহা শব্দের বা ভাষার দ্বারা সম্যক্ অভিহিত করার যোগ্য নহে, তজ্জন্য শব্দের দ্বারা সামান্য বা সাধারণ (বিশেষের বিপরীত) বিষয়ই সংকেতীকৃত হয় †। তজ্জন্য শব্দ বা ভাষা হইতে উৎপন্ন আগম-বিজ্ঞান সামান্য-

* স্বচ্ছতা অর্থে নির্মলতাহেতু যাহার ভিতরে দেখা যায়। চিত্তের স্বচ্ছতা অর্থে তাহাতে কোনও বৃত্তি উঠিলে তাহা তখনই লক্ষিত হওয়া। চিত্তে কতগুলি বৃত্তি উঠিয়া গেল—অথচ তাহা লক্ষ্য না করা এবং সেই বৃত্তি যে 'আমিই' তুলিতেছি তদ্বিষয়ে কোনও অবধান না থাকাই অস্বচ্ছতা, তাহা চঞ্চলতা ও মোহ হইতেই হয়।

† যেমন 'বৃক্ষ' এই শব্দ শুনিয়া এক সাধারণ জ্ঞান হয়, কিন্তু অসংখ্য প্রকার বৃক্ষ হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ ব্যতীত যথাযথ বিজ্ঞাত হয় না, অতএব শব্দের বা ভাষার দ্বারা বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানই সম্ভব এবং তদর্থেই তাহা ব্যবহৃত হয়।

তস্মান্ন শক্যা অনন্তবিশেষাস্তেনাবগন্তুম্, অসংখ্যহেতুজ্ঞানস্যাসম্ভবত্বাৎ, প্রায়েণ চ অনুমানস্য শব্দজন্যত্বাৎ। এবম্ অনুমানেন সামান্যমাত্রস্য উপসংহারঃ—সামান্যধর্মাশ্রয়-বুদ্ধিঃ। ন চেতি। তথা লোকপ্রত্যক্ষেণাপি সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টবস্তুনো ন গ্রহণং দৃশ্যতে। এবম্ অপ্রামাণিকস্য শ্রুতানুমানলোকপ্রত্যক্ষাণীতি ত্রিবিধপ্রমাণৈরগ্রাহ্যস্য বিশেষস্য—সূক্ষ্মবিশেষরূপস্য প্রমেয়স্য অভাবঃ অস্তীতি ন শঙ্কনীয়ং যতঃ সূক্ষ্মভূতগতো বা পুরুষগতঃ—গ্রহীতৃপুরুষগতঃ করণগত ইতি যাবৎ, স বিশেষঃ সমাধিপ্রজ্ঞানির্গ্রাহ্যঃ। তস্মাদিতি উপসংহরতি।

৫০। সমাধিপ্রজ্ঞালাভে যোগিনঃ প্রজ্ঞাজাতঃ সংস্কারো জায়তে, স চ সংস্কারঃ অন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী—বিক্ষিপ্তব্যুত্থানসংস্কারপ্রতিপক্ষঃ।. সমাধীতি। প্রজ্ঞানুভবাৎ প্রজ্ঞাসংস্কারঃ ততঃ প্রজ্ঞাপ্রত্যয়ঃ, প্রজ্ঞাসংস্কারস্য বিবর্ধমানতা এব বিক্ষেপসংস্কারস্য তজ্জপ্রত্যয়স্য চ ক্ষীয়মাণতা তয়োর্বিরুদ্ধত্বাৎ। সুগমমন্যৎ। সংস্কারাতিশয়ঃ—প্রজ্ঞা-

বিষয়ক, অনুমানও তজ্জন্য তাদৃশ। অনুমানে হেতুর জ্ঞান হইতে যে অংশের প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ যে অংশের হেতু পাওয়া যায় তাবন্মাত্রেরই জ্ঞান হয়। এই কারণে অনুমানের দ্বারা কোনও বস্তুর অনন্ত বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কারণ, অনুমান প্রায়শঃ শব্দ-সাহায্যেই হয় এবং শব্দের দ্বারা (হেতুমৎ পদার্থের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের) অসংখ্য হেতুর জ্ঞান হইতে পারে না। (যেমন ধূম, তাপ, আলোক ইত্যাদি সবই অগ্নিজ্ঞানের নিমিত্ত বা হেতু। ইহার মধ্যে যে হেতুর যেরূপ অর্থাৎ যতখানি প্রাপ্তি ঘটিবে, হেতুমান্ পদার্থের সেইরূপই বিজ্ঞান হইবে। শব্দাদির দ্বারা সর্বহেতুর সর্বাংশ বিজ্ঞাপিত হইতে পারে না, তজ্জন্য তদ্দ্বারা হেতুমৎ পদার্থের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না)। এই কারণে অনুমানের দ্বারা সামান্যমাত্রের উপসংহার হয় অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের সাধারণ ধর্ম (লক্ষণ) অবলম্বন করিয়া জ্ঞান হয়।

(শ্রুতানুমানের দ্বারা ত বিশেষ জ্ঞান হইতেই পারে না, কিন্তু) সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (কোনও ব্যবধানের অন্তরালে স্থিত) ও বিপ্রকৃষ্ট বা দূরস্থ বস্তুর বিশেষ জ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারাও হয় না। এইরূপে অপ্রামাণিক অর্থাৎ শ্রবণ, অনুমান ও লোকপ্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারা গৃহীত বা বিজ্ঞাত না হইলেও, বিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্মবিশেষরূপ জ্ঞেয় বিষয় যে নাই—এইরূপ শঙ্কা নিষ্কারণ, কারণ সূক্ষ্মভূতগত এবং পুরুষগত অর্থাৎ গ্রহীতৃপুরুষগত বা করণগত সেই বিশেষ জ্ঞান, সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়ার যোগ্য।

৫০। সমাধিপ্রজ্ঞা লাভ হইলে—যোগীর প্রজ্ঞাজাত সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেই সংস্কার অন্যসংস্কারের প্রতিবন্ধী অর্থাৎ তাহা বিক্ষিপ্ত-ব্যুত্থান-সংস্কারের * প্রতিপক্ষ। প্রজ্ঞার অনুভব হইতে প্রজ্ঞার সংস্কার হয়, তাহা হইতে পুনঃ প্রজ্ঞারূপ প্রত্যয় হয়। এইরূপে প্রজ্ঞাসংস্কারের বর্ধমানতা এবং

* ব্যুত্থান অর্থে চিত্তের উত্থান, তাহা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দুই প্রকার, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র। নিরোধের তুলনায় একাগ্রতা এবং একাগ্রতার তুলনায় বিক্ষিপ্ত অবস্থাকে ব্যুত্থান বলা যায়। এখানে বিক্ষিপ্তকে ব্যুত্থান বলা হইয়াছে।

সংস্কারবাহুল্যম্। প্রজ্ঞয়া হেযতাখ্যাতিঃ ততঃ বৈরাগ্যং ততঃ কার্যাবসানম্। চিত্তচেষ্টিতং খ্যাতিপর্যবসানম্—বিবেকখ্যাতৌ জাতাযাং ন কিঞ্চিৎ চেষ্টিতমবশিষ্যতে বিবেকস্তু সম্প্রজ্ঞাতস্য শিরোমণিঃ।

৫১। কিঞ্চাস্য ভবতি। তস্যাপি নিরোধে—পরেণ বৈরাগ্যেণ সম্প্রজ্ঞাতফলস্য বিবেকস্যাপি নিরোধে সর্বপ্রত্যযনিরোধাদ্ নির্বীজঃ সমাধিঃ—অসম্প্রজ্ঞাতঃ কৈবল্য-ভাগীযো নির্বীজঃ সমাধিবিত্যর্থ ইতি সূত্রার্থঃ। স নেতি। স নির্বীজো ন তু কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী—প্রজ্ঞারূপপ্রত্যয়নিরোধকৃৎ, কিন্তু প্রজ্ঞাকৃতানাং সংস্কারাণামপি প্রতিবন্ধী—ক্ষযকৃদ্ ভবতি। কস্মাদিতি। নিরোধজঃ সংস্কারঃ—পরবৈরাগ্যরূপনিরোধ-প্রযত্নানুভবকৃতঃ সংস্কারঃ সমাধিজান্ সংস্কারান্—প্রজ্ঞাসংস্কারান্ বাধতে নিষ্প্রত্যয়ী-করণাৎ। প্রত্যয়জননমেব সংস্কারস্য কার্যম্, প্রত্যয়ানুদ্ভবে সংস্কারস্য ক্ষযঃ প্রত্যেতব্যঃ। নিরোধস্যাপি অস্তি সংস্কারঃ নিরোধস্য বিবর্ধমানতা-দর্শনাৎ তদবগম্যতে। নন্বু নিরোধো

তদ্বিরুদ্ধত্বহেতু বিক্ষেপসংস্কার ও তৎসংস্কারজ প্রত্যযের (দুর্বলতাপ্রযুক্ত) ক্ষীযমাণতা হইতে থাকে। সংস্কারাতিশয অর্থাৎ প্রজ্ঞাসংস্কারের বাহুল্য। প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়ে হেযতাখ্যাতি হয, তাহা হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে বাহ্য কর্মের অবসান হয। চিত্তের চেষ্টাসকল খ্যাতিপর্যবসান অর্থাৎ বিবেকখ্যাতিতে পরিসমাপ্ত, কারণ, বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হইলে চিত্তের কোনও চেষ্টা বা কার্য অবশিষ্ট থাকে না (যেহেতু ভোগাপবর্গই চিত্ত-চেষ্টার স্বরূপ, তখন এই উভয পুরুষার্থই নিষ্পন্ন হইযা যায)। সম্প্রজ্ঞাতের শিরোমণি বা চরমোৎকর্ষই বিবেকখ্যাতি।

৫১। তাঁহার অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানবানের আর কি হয, তাহা বলিতেছেন। তাহারও নিরোধে অর্থাৎ পরবৈরাগ্যের দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মুখ্য ফল যে বিবেকখ্যাতি তাহারও নিরোধে, চিত্তের সর্বপ্রত্যয নিরুদ্ধ হয বলিযা তখন নির্বীজ সমাধি অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতরূপ কৈবল্যভাগীয যে নির্বীজ (ভবপ্রত্যয নির্বীজে কৈবল্য হয না) সমাধি তাহা সিদ্ধ হয—ইহাই সূত্রের অর্থ।

সেই নির্বীজ যে কেবল সমাধিপ্রজ্ঞার বিরোধী তাহা নহে অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র প্রজ্ঞারূপ প্রত্যযেরই নিরোধকারী নহে, পরন্তু প্রজ্ঞাজাত সংস্কারসকলেরও প্রতিবন্ধী বা নাশকারী। নিরোধজ-সংস্কার অর্থাৎ পরবৈরাগ্যরূপ সর্ববৃত্তি-নিরোধের যে অভ্যাস তাহার অনুভবজাত যে সংস্কার, তাহা সমাধিজ সংস্কারকে অর্থাৎ প্রজ্ঞাসংস্কারকে বাধিত করে, কারণ, তাহা চিত্তকে সর্বপ্রত্যয-শূন্য করে। সংস্কারের কার্যই প্রত্যয় উৎপাদন করা, কিন্তু তখন নূতন কোনও প্রত্যয উদিত হয না বলিযা সংস্কারেরও (কার্যাভাবে) ক্ষয হয, ইহা বুঝিতে হইবে। নিরোধেরও যে সংস্কার হয, তাহা নিরোধ অবস্থার বর্ধমানতা দেখিযা জানা যায (কারণ, সঞ্চিত সংস্কারেই তাহা সম্ভব)। নিরোধ ত প্রত্যয নহে, অতএব কিরূপে তাহার সংস্কার হয, কারণ প্রত্যয হইতেই সংস্কার উৎপন্ন হয, ইহাই ত নিযম? ইহা সত্য। কিন্তু সেস্থলেও প্রত্যয হইতেই সংস্কার হয। নিরোধের অব্যবহিত পূর্বে প্রত্যযের প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয, তাহাতে সেই 'ব্যুত্থানপ্রবাহের বিচ্ছিন্নতা'-রূপ প্রত্যযের সংস্কার সঞ্জাত হয (এখানে ব্যুত্থান অর্থে প্রধানতঃ একাগ্রতারূপ প্রত্যয বুঝাইতেছে), এবং নিরোধের ভঙ্গের অর্থাৎ

ন প্রত্যয়ঃ অতঃ কথং তস্য সংস্কারঃ, প্রত্যয়স্যৈব সংস্কারজননিয়মাদিতি। সত্যম্। তত্রাপি প্রত্যয়কৃত এব সংস্কারঃ। প্রাগ্ নিরোধাৎ প্রত্যয়প্রবাহো ভিদ্যতে, ততস্তদ্ভেদরূপস্য প্রত্যয়স্য সংস্কারো জায়েত। তথা নিরোধভঙ্গরূপস্য প্রত্যয়স্যাপি সংস্কারো জায়েত। স প্রত্যয়নিরোধনসংস্কারস্তথা নিরোধভঙ্গসংস্কার এব নিরোধসংস্কারঃ।

যেন বৈরাগ্যবলেন প্রত্যয়প্রবাহভঙ্গস্তস্য প্রাবল্যাদ্ নিরোধসংস্কারস্য বিবর্ধমানতা। সম্প্রজ্ঞাতসংস্কারনাশে নিষ্প্রত্যূহেন পরবৈরাগ্যেণ শাশ্বতঃ প্রত্যয়প্রবাহভেদঃ স্যাৎ তদেব কৈবল্যম্। প্রত্যয়প্রবাহভঙ্গো যদা অবচ্ছিন্নকালব্যাপী তদা স নিরোধসংস্কার ইতি বক্তব্যঃ। যদা তু তস্য শাশ্বতঃ উপরমস্তদা তৎসংস্কারস্যাপি প্রণাশ ইতি বিবেচ্যম্। ব্যুত্থানেতি। ব্যুত্থানস্য—বিক্ষেপস্য নিরোধস্তদ্রূপঃ সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ, তজ্জৈঃ সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ নিরোধজৈঃ—নিরোধকৃদ্ভিঃ পরবৈরাগ্যজৈঃ সংস্কারৈঃ

প্রত্যয়ের উদ্ভবেরও সংস্কার হয়, অতএব প্রত্যয়নিরোধের সংস্কার এবং নিরোধের ভঙ্গরূপ অর্থাৎ 'বিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের উত্থান'-রূপ প্রত্যয়েরও সংস্কার হয়—এই দ্বিবিধ প্রত্যয়ের সংস্কারই নিরোধ-সংস্কার। (ইহা বস্তুতঃ নিরুদ্ধ অবস্থার সংস্কার নহে। প্রত্যয়ের লয় এবং কিয়ৎকাল পরে তাহার উদয়—নিরোধের এই দুই সীমাযুক্ত প্রত্যয়ের যে সংস্কার তাহাই নিরোধ-সংস্কার, এবং ঐ দুই সীমার ব্যবধানের বৃদ্ধিই নিরোধের বৃদ্ধি)।

যে বৈরাগ্যবলের দ্বারা প্রত্যয়প্রবাহের ভঙ্গ হয় তাহার শক্তির প্রাবল্য অনুসারেই নিরোধ-সংস্কারের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সম্প্রজ্ঞাতরূপ ব্যুত্থান-সংস্কার বিনষ্ট হইলে অবাধ বা নির্বিপ্লব পরবৈরাগ্যের দ্বারা যে শাশ্বত কালের জন্য প্রত্যয়প্রবাহের রোধ তাহাই কৈবল্য। প্রত্যয়প্রবাহের ভঙ্গ যখন অবচ্ছিন্ন বা নির্দিষ্ট কালব্যাপী হয়, তখনই তাহাকে নিরোধ-সংস্কার বলা হয় (পুনশ্চ প্রত্যয় উঠে বলিয়া)। যখন তাহার শাশ্বত উপরম বা রোধ হয় তখন তাহার সংস্কারেরও সম্পূর্ণ নাশ হয়, ইহা বিবেচ্য।

ব্যুত্থানের বা বিক্ষেপের নিরোধরূপ যে সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি তজ্জাত সংস্কার এবং কৈবল্যভাগীয় মুখ্য যে (সর্ববৃত্তি) নিরোধজ সংস্কার অর্থাৎ চিত্তের নিরোধ-সম্পাদনকারী পরবৈরাগ্যজাত সংস্কার—এই উভয়জাতীয় সংস্কারের সহিত চিত্ত, তাহার অবস্থিত বা নিত্য কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হয় বা পুনরুত্থানহীন লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্বকারণে শাশ্বত কালের জন্য লীন হইয়া থাকে।

অধিকার-বিরোধী অর্থাৎ চেষ্টার পরিপন্থী বা বিরোধী। সংকল্পরূপ চেষ্টাই চিত্তের স্থিতির বা ব্যক্ততার হেতু (অতএব সংকল্পের রোধেই চিত্তের প্রলয়)। চিত্ত শাশ্বত কালের জন্য প্রলীন হওয়ায় পুরুষ তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ (বৃত্তিসারূপ্যের অভাব ঘটায়), শুদ্ধ, গুণাতীত ও মুক্ত অর্থাৎ (দুঃখাধার চিত্তের জ্ঞাতৃত্বরূপ উপচার না থাকায়) আরোপিত দুঃখহীন হন—এইরূপ বলা যায় অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে এইরূপ বলিতে হয় (যদিও পুরুষ সদাই ঐ ঐ লক্ষণযুক্ত, তথাপি তিনি 'বুদ্ধির জ্ঞাতা' এই দৃষ্টিতে যে যে লক্ষণ তাঁহাতে আরোপিত হইত, তখন আর তাহা ব্যবহারের অবকাশ থাকে না)।

চিত্তং স্বস্যাম্ অবস্থিতায়াং—নিত্যায়াং প্রকৃতৌ প্রবিলীয়তে—পুনরুত্থানহীনং লয়ং প্রাপ্নোতি। তস্মাদিতি। অধিকারবিবোধিনঃ—চেষ্টাপরিপন্থিনঃ। চেষ্টিতমেব চিত্তস্য স্থিতিহেতু। চিত্তস্য শাশ্বতবিনিবর্তনাৎ পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ, শুদ্ধঃ—গুণাতীতঃ, মুক্তঃ—দুঃখোপচারহীন ইত্যুচ্যতে ইতি।

পাদেঽস্মিন্ সমাহিতচিত্তস্য যোগস্তৎসাধনসামান্যঞ্চ উক্তম্, সমাধিদৃশা চ কৈবল্য-মুপপাদিতমিতি।

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য-শ্রীহরিহরানন্দারণ্য-কৃতায়াং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জল-সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যস্য টীকায়াং ভাস্বত্যাং প্রথমঃ পাদঃ।

এই পাদে সমাহিত চিত্তের যে যোগ অর্থাৎ চিত্ত যাঁহার সমাহিত, তাঁহার যোগ কিরূপ ও তাহার কয় প্রকার ভেদ ইত্যাদি এবং তাহার যে সাধারণ সাধন (বিশেষভাবে নহে), তাহা উক্ত হইয়াছে এবং সমাধির দৃষ্টিতে কৈবল্যও যুক্তির দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্যের দ্বারা অনূদিত

প্রথম পাদ সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

১। উদ্দিষ্টঃ সমাহিত ইতি। মনঃপ্রধানসাধনানি তথা অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ সিদ্ধস্য সমাধেরবান্তরভেদাস্তৎফলভূতং কৈবল্যঞ্চেতি যোগঃ প্রথমে পাদে উদ্দিষ্টঃ। কথং ব্যুত্থিতেতি। ব্যুত্থিতস্য—নিরন্তরধ্যানাভ্যাস-বৈরাগ্যভাবনাঽসমর্থস্য চেতসঃ কথং—কৈর্যোগানুকূলক্রিয়াচরণৈর্যোগঃ সম্ভবেদিতি। অনাদীতি। কর্ম—কর্মফলানুভবঃ, ক্লেশঃ—দুঃখমূলমজ্ঞানম্, তাভ্যাং জাতা অনাদিবাসনা—স্মৃতিফলসংস্কাররূপা তয়া চিত্রা, তথা বিষয়জালসম্প্রযুক্তা অশুদ্ধিঃ—যোগান্তরায়ভূতং রজস্তমোমলমিত্যর্থঃ। অয়োঘনাভিহতঃ পাষাণ ইব সাঽশুদ্ধিস্তপসা বিরলাবয়বা ভবতীতি। তপস্তু চিত্তপ্রসাদকরাণাম্ আসনপ্রাণায়ামোপোবণাদীনাং ক্লেশসহনং সুখত্যাগশ্চ। কায়সংযমস্তপঃ, বাক্‌সংযমঃ স্বাধ্যায়ঃ, ঈশ্বরপ্রণিধানন্তু মানসঃ সংযম ইতি। এভির্বাহ্যকর্মবিরতঃ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুর্ভূত্বা সমাধ্যভ্যাসসমর্থো ভবেৎ। কর্মবিরতয়ে যোগমুদ্দিশ্য কর্মাচরণং ক্রিয়াযোগঃ। স চ কণ্টকেন কণ্টকোদ্ধারবদ্ যোগাঙ্গভূতেন কর্মণা যোগপ্রতিপক্ষকর্মণাম্ উন্মূলনম্।

১। মনঃপ্রধান অর্থাৎ যাহাতে বাহ্য ক্রিয়া কম, এইরূপ সাধনসকল এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সাধিত যে সমাধি ও তাহার অন্তর্গত যে সকল বিভাগ এবং তাহার ফলরূপ যে কৈবল্য—এইসব যোগের বিষয় প্রথম পাদে বিবৃত হইয়াছে। ব্যুত্থিত চিত্তের অর্থাৎ যে চিত্ত নিরন্তর ধ্যানাভ্যাস ও বৈরাগ্যভাবনা করিতে অসমর্থ (অস্থিরতাবশতঃ), তাহার পক্ষে কিরূপে অর্থাৎ যোগানুকূল কোন্ কোন্ কর্মাচরণের দ্বারা যোগসিদ্ধি হইতে পারে,—তাহা বলিতেছেন। কর্ম অর্থে এখানে কর্মফলের ভোগরূপ অনুভব। ক্লেশ অর্থে দুঃখের যাহা মূল এইরূপ অজ্ঞান। এই উভয়বিধ অনুভব হইতে জাত, স্মৃতিমাত্র যাহার ফল তাদৃশ সংস্কাররূপ অনাদি যে বাসনা, তদ্দ্বারা চিত্রিত এবং বিষয়জালসংযুক্ত অশুদ্ধি অর্থাৎ যোগের অন্তরায়-স্বরূপ রজস্তমোমল, সেই অশুদ্ধি লৌহ-মুদ্গরের দ্বারা অভিহত পাষাণের ন্যায়, তপস্যার দ্বারা চূর্ণ বা ক্ষীণ হইয়া যায়। চিত্তের প্রসাদকর অর্থাৎ স্থিরতা-সম্পাদক যে আসন, প্রাণায়াম ও উপবাস আদির জন্য কষ্টসহন এবং (শারীরিক) সুখত্যাগ—তাহাই তপস্যা। তপস্যা অর্থে (প্রধানতঃ) শারীর সংযম, স্বাধ্যায় অর্থে বাক্-সংযম এবং ঈশ্বর-প্রণিধান মানস তপস্যা। ইহাদের আচরণের ফলে বাহ্যকর্ম হইতে বিরত হইয়া শান্ত বা বাহ্যকর্মবিরত, দান্ত বা সংযতেন্দ্রিয়, উপরত বা বৈরাগ্যযুক্ত এবং তিতিক্ষু বা সহিষ্ণু হইয়া সমাধির অভ্যাস করিবার সামর্থ্য হয়।

যোগ বা চিত্তস্থৈর্যের উদ্দেশে, কর্মে বিরাগ উৎপাদনার্থ অর্থাৎ বাহ্যকর্ম হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইবার জন্য যে কর্মানুষ্ঠান তাহার নামই ক্রিয়াযোগ। কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টকোদ্ধার করা হয়,

২। ক্রিয়াযোগঃ অতনূন্ অবিদ্যাদীন্ ক্লেশান্ তনূন্ করোতি। প্রতনূকৃতাঃ ক্লেশাঃ প্রসংখ্যানরূপেণাগ্নিনা—বিবেকেনেত্যর্থঃ, ভৃষ্টবীজকল্পা ভবন্তি। ভৃষ্টানি মুদ্গাদিবীজানি যথা বীজাকারাণ্যপি ন প্ররোহন্তি তথা বিবেকখ্যাতিমচ্চেতসি স্থিতাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্লেশাঃ অপ্রসবধর্মিণো ভবন্তি ক্লেশসন্তানং ন বর্ধয়েয়ুরিত্যর্থঃ। কিং তু তদা বুদ্ধিপুরুষবিবেক-খ্যাতিরেব চেতসি প্রবর্তেত। সা চ খ্যাতিরূপা সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা ক্লেশৈঃ অপরামৃষ্টা অনভি-ভূতা ইত্যর্থঃ, প্রান্তভূমিং লব্ধ্বা পরিপূর্ণা সতী প্রজ্ঞেয়স্যার্থস্যাভাবাৎ সমাপ্তাধিকারা—আরম্ভহীনা লব্ধপর্যবসানা ইত্যর্থঃ, প্রতিপ্রসবায় কল্পিষ্যতে প্রলীনা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ইন্ধনং দগ্ধ্বা যথাগ্নিঃ স্বয়ং লীয়তে সাত্র উপমা। এবং ক্রিয়ারূপাণ্যপি তপআদীনি সর্ব-বৃত্তনিরোধস্য জ্ঞানসাধ্যস্য যোগস্য বহিরঙ্গতাং লভন্তে।

৩। দুঃখমূলাঃ পরমার্থপ্রতিপক্ষা বিপর্যয়া এব পঞ্চ ক্লেশাঃ। তে স্যন্দমানাঃ—সংস্কারপ্রত্যয়রূপেণ তরানা বিবর্ধমানা বেত্যর্থঃ, গুণানাম্ অধিকারম্—কার্যারম্ভণ-

সেইরূপ যোগাঙ্গভূত বা যোগানুকূল কর্মের দ্বারা যোগের বিরুদ্ধ কর্মসকলের উন্মূলন করা হয়। (অতএব নিয়তই কর্ম করিতে থাকা অথবা যে কর্মের ফলে কর্মক্ষয় হয় না, তাহা ক্রিয়া-যোগের লক্ষণ নহে ইহা বুঝিতে হইবে)।

২। ক্রিয়া-যোগ অতনু বা স্থূল অবিদ্যাদি ক্লেশসকলকে তনু বা ক্ষীণ করে। ঐ ক্ষীণীকৃত ক্লেশসকল প্রসংখ্যান বা বিবেকখ্যাতিরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধবীজবৎ হয়। ভৃষ্ট (ভাজা) মুদ্গ (মুগ) আদি বীজ যেমন বীজের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হইলেও তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ বিবেকপ্রতিষ্ঠ চিত্তে স্থিত সূক্ষ্ম ক্লেশসকলও অপ্রসবধর্মী হয় অর্থাৎ তাহা ক্লেশসন্তানের বৃদ্ধি বা নূতন ক্লেশোৎপাদন করে না। পরন্তু তখন বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেকখ্যাতিরূপ অক্লিষ্টা বৃত্তিই চিত্তে প্রবর্তিত হয়।

সেই খ্যাতিরূপ সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা ক্লেশের দ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অনভিভূত হইয়া প্রান্তভূমি বা চরম উৎকর্ষ লাভ করায় পরিপূর্ণ বলিয়া এবং প্রজ্ঞেয় বিষয়ের অভাবে (কারণ, তখন পরমার্থ-বিষয়ক জ্ঞাতব্য আর কিছু থাকে না) সমাপ্তাধিকারা বা কার্যজননের প্রচেষ্টাহীন হওয়াতে (কার্যাভাবে) অবসান প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপ্রসব প্রাপ্ত হয় বা প্রলীন হয় (কারণ, বৃত্তিরূপ কার্যের দ্বারাই চিত্ত ব্যক্ত থাকে, তাহার অভাব ঘটিলেই চিত্ত স্বকারণে লীন হইবে)। এ বিষয়ে উপমা যথা—অগ্নি যেমন স্বীয় আশ্রয় ইন্ধনকে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং লীন হয়, তদ্বৎ (চিত্ত ভোগাপবর্গরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া স্বকারণে লীন হয়)। (ক্রিয়ারূপ সাধনও যে যোগাঙ্গ তাহা বলিতেছেন) এই কারণে তপ আদিরা ক্রিয়ারূপ সাধন হইলেও, অতএব তাহারা আধ্যাত্মিক ধ্যানাদিসাধনের ন্যায় সাক্ষাৎভাবে চিত্তরোধকর না হইলেও, সর্ববৃত্তি-নিরোধরূপ জ্ঞানসাধ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনসাপেক্ষ যে যোগ, তাহার বহিরঙ্গতা লাভ করে অর্থাৎ তাহার বাহ্য অঙ্গরূপে গণ্য হয় (অতএব তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে)।

৩। দুঃখমূলক এবং পরমার্থের বিরোধী বিপর্যয় বৃত্তিসকলই পঞ্চক্লেশ অর্থাৎ বিপর্যয় বহু

সামর্থ্যমিত্যর্থঃ দ্রঢ়য়ন্তি। অত এব মহদাদিরূপং চিত্তবৃত্তিরূপং সংসৃতিরূপঞ্চ পরিণামম্ অবস্থাপয়ন্তি—পরিণামস্য অবস্থিতেঃ প্রবর্তনায়া বা হেতবো ভবন্তীত্যর্থঃ। যথা অপত্যার্থং পিত্রোঃ প্রবর্তনং তথা ক্লেশকারণানাং মহদাদীনামপি কার্যকারণস্রোতো-রূপেণ উন্নমনং প্রবর্তনমিত্যর্থঃ। তে চ ক্লেশাঃ পরস্পরসহায়া জাত্যায়ুর্ভোগরূপং কর্ম-বিপাকম্ অভিনির্হরন্তি—নির্বর্তয়ন্তীতি।

৪। চতুর্বিধকল্পিতানাম্— অস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশানামিত্যর্থঃ। তত্রেতি। শক্তিঃ ক্রিয়ায়া জননী, তন্মাত্রপ্রতিষ্ঠানাং ক্লেশানাং প্রসুপ্তির্দ্বিতয়ী ভবিষ্যক্রিয়াজননী চ দগ্ধ-বীজোপমা ক্রিয়াজননসামর্থ্যহীনা বন্ধ্যা চেতি। আদ্যা বিষয়ে প্রাপ্তে বিবুধ্যতে ন তথা অন্ত্যেতি বিবেচ্যম্। প্রসংখ্যানবতঃ—বিবেকখ্যাতিমতঃ। চরমদেহ ইতি। মনঃ-প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াং রুন্ধতো বিবেকমাত্রে চিত্তসমাধানসামর্থ্যাদ্ ন তস্য যোগিনঃ পুনঃ শরীরধারণং স্যাৎ ততশ্চরমদেহো—জীবন্মুক্ত ইতি।

সতামিতি। বিবেকঃ প্রত্যয়বিশেষঃ, প্রত্যয়স্তু দ্রষ্টৃদৃশ্য-সংযোগমন্তরেণ ন সম্ভবেৎ, তস্মাদ্ বিবেককালেঽপ্যস্তি চিত্তোপাদানভূতা অস্মিতা। সা চ বিবেকাদ্ অন্যং

প্রকার থাকিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে যাহারা দুঃখদ এবং পরমার্থের প্রতিপক্ষ তাহাদিগকেই এই শাস্ত্রে ক্লেশরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। (আকাশ নীল কেন?—তদ্বিষয়ক বিপর্যয়জ্ঞান থাকিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু অনিত্য বিষয়কে নিত্য মনে করিয়া তাহাতে যে রাগদ্বেষাদিরূপ বিপর্যয়বৃত্তি হয় তাহা পরিণামে অথবা বর্তমানে দুঃখদায়ক বলিয়া তাহাদিগকে ক্লেশরূপ বিপর্যয়ের মধ্যে গণিত করা হইয়াছে)।

সেই ক্লেশসকল স্পন্দমান বা চঞ্চল হইয়া অর্থাৎ সংস্কার ও প্রত্যয়রূপে বিস্তৃত বা বর্ধিত হইয়া গুণের অধিকারকে বা কার্যজননসামর্থ্যকে সুদৃঢ় করে অর্থাৎ প্রবৃত্তির অভিমুখ করে। অতএব তাহা মহদাদিরূপ, চিত্তবৃত্তিরূপ এবং সংসৃতিরূপ বা জন্মমৃত্যুর প্রবাহরূপ ত্রিগুণের পরিণামকে অবস্থাপিত করে অর্থাৎ পরিণামের অবস্থিতির বা প্রবর্তনার হেতুস্বরূপ হয়। যেমন সন্তানের জন্য মাতাপিতার প্রবর্তনা, তেমনি ঐ ক্লেশের দ্বারা কার্যকারণ-প্রবাহরূপে ক্লেশের কারণ-স্বরূপ মহদাদিরও উন্নমন বা প্রবর্তনা দেখা যায় (মহৎ হইতে অহংকার, তাহা হইতে মন, এইরূপ কারণ-কার্য নিয়মে দুঃখমূল প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়)। সেই পঞ্চক্লেশ পরস্পর সহযোগী হইয়া জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ কর্ম-ফলকে নির্বর্তিত বা নিষ্পাদিত করে।

৪। চতুর্বিধরূপে বিভক্ত ক্লেশের অর্থাৎ অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই চতুর্বিধের (ক্ষেত্র অবিদ্যা)। শক্তি হইতেই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই শক্তিরূপে বা প্রসুপ্তভাবে ক্লেশসকলের যে স্থিতি তাহা দুই প্রকার, এক—ভবিষ্যৎ ক্রিয়া উৎপাদনের হেতুরূপে স্থিতি, আর দ্বিতীয়—দগ্ধ-বীজোপম বা ক্রিয়া উৎপন্ন করিবার সামর্থ্যহীন বন্ধ্যাস্বরূপা প্রসুপ্তি (ইহাকে ক্লেশের পঞ্চমী অবস্থাও বলা হয়)। প্রথমোক্ত ক্লেশ উপযুক্ত বিষয় পাইলে জাগরিত বা ব্যক্ত হয়, শেষোক্ত তাহা হয় না, ইহা বিবেচ্য। প্রসংখ্যানবান্ অর্থে বিবেকখ্যাতিমান্। মনের, প্রাণের এবং ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ

সাংসারিকং প্রত্যয়ং ন জনয়তীতি সত্যপি সাস্মিতা দগ্ধবীজোপমা বীজসামর্থ্যহীনা। যথোক্তং "বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ" ইতি।

প্রতিপক্ষেতি। অস্মিতায়াঃ প্রতিপক্ষ আত্মনঃ করণব্যতিবিক্তভাবনা, রাগস্য বৈরাগ্যভাবনা, দ্বেষস্য মৈত্রীভাবনা, অভিনিবেশস্য চ অজরোঽহমমরোঽহমিত্যাদিভাবনা। তপঃস্বাধ্যায়-সহগতয়া প্রতিপক্ষভাবনয়া ক্লেশাস্তনবো ভবন্তি। সর্ব ইতি। চতসৃষ্বপি অবস্থাসু অবস্থিতাঃ ক্লেশাঃ ক্লিশ্নন্তি পুরুষং সম্প্রতি বা উত্তরকালে বেতি ক্লেশবিষয়ত্বং নাতিক্রামন্তি। বিশিষ্টানামিতি। অবস্থাবিশেষাদেব প্রসুপ্ত্যাদিভেদ ইত্যর্থঃ। অভিপ্লবতে—ব্যাপ্নোতি সর্ব এব অবিদ্যালক্ষণান্তর্গতা ইত্যর্থঃ। যদিতি। অবিদ্যয়া বস্তু অতদ্রূপেণ আকার্যতে—আকারিতং ক্রিয়তে, ইতরে চ ক্লেশাস্তন্মিথ্যাজ্ঞানানুগামিন ইতি তে অবিদ্যামনুশেরতে—অবিদ্যামপেক্ষ্য বর্তন্ত ইত্যর্থঃ। ক্ষীয়মাণাম্ অবিদ্যাম্ অনু—ক্ষীয়মাণায়াম্ অবিদ্যায়াম্ ইত্যর্থঃ, তে ক্ষীয়ন্তে।

শরীরাদির ক্রিয়া রোধ করিয়া বিবেকমাত্রে চিত্তকে সমাহিত করিবার সামর্থ্য থাকে বলিয়া সেই যোগীর পুনর্বার দেহধারণ হয় না (কারণ, শরীরাদির ক্রিয়ার সংস্কার হইতেই পুনর্বার দেহধারণ হয়), তজ্জন্য তাঁহাকে চরমদেহ বা জীবন্মুক্ত বলা হয়।

বিবেক একরূপ প্রত্যয়, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগ ব্যতীত কোনও প্রত্যয় হইতে পারে না, সেই হেতু বিবেকজ্ঞানকালেও চিত্তের উপাদানভূত দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের একত্বখ্যাতিরূপ অস্মিতা-ক্লেশ থাকে। (কিন্তু তখন দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের) বিবেক প্রতিষ্ঠিত থাকাতে তাহা অর্থাৎ সেই অস্মিতা-ক্লেশ, কোনও সাংসারিক অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-নিষ্পাদক প্রত্যয় উৎপাদন করে না ; তজ্জন্য তখন সেই অস্মিতা বর্তমান থাকিলেও তাহা দগ্ধবীজবৎ অঙ্কুরোৎপাদনের সামর্থ্যহীনা হইয়া থাকে। যথা উক্ত হইয়াছে—"অগ্নিদগ্ধ বীজের যেমন পুনর্বার প্ররোহ হয় না, তদ্বৎ জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশবীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া আত্মা পুনঃ ক্লেশসম্পন্ন হন না" (শান্তিপর্ব ২১১)।

অস্মিতা-ক্লেশের প্রতিপক্ষ—আত্মাকে বুদ্ধি আদি করণ হইতে পৃথক্ ভাবনা করা, রাগের প্রতিপক্ষ—বৈরাগ্য-ভাবনা, দ্বেষের প্রতিপক্ষ—মৈত্রী-ভাবনা, 'আমি (আত্মা) অজর, অমর'—এইরূপ ভাবনা অভিনিবেশের প্রতিপক্ষ-ভাবনা। তপঃস্বাধ্যায়াদিপূর্বক এই সকল প্রতিপক্ষ-ভাবনার দ্বারা ক্লেশসকল ক্ষীণ হয়। প্রসুপ্ত আদি চারি প্রকারে স্থিত ক্লেশ মনুষ্যকে বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে ক্লেশ প্রদান করে বলিয়া তাহারা ক্লেশ-বিষয়ত্বকে অতিক্রম করে না অর্থাৎ সুপ্তই হউক বা ব্যক্ত হউক তাহারা ক্লিষ্টা বৃত্তিরূপেই গণিত হয়।

ক্লেশসকলের অবস্থাভেদ অনুযায়ী তাহাদের প্রসুপ্ত আদি ভেদ করা হইয়াছে। অবিদ্যা উহাদিগকে অভিপ্লাবিত বা ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ উহারা সকলেই অবিদ্যালক্ষণের অন্তর্গত। অবিদ্যার দ্বারা এক বস্তু ভিন্নরূপে আকারিত হয় বা অন্যরূপে জ্ঞাত হয়। অন্য চতুর্বিধ ক্লেশসকল সেই মিথ্যা-জ্ঞানের অনুগামী বলিয়া তাহারা অবিদ্যাকেই অনুসরণ করে বা পশ্চাতে থাকে অর্থাৎ অবিদ্যাকে

৫। স্থানাদিতি। দেহস্য বীজমশুচি, তথা স্থানং মাতুরুদরং, লালাদিমিশ্রভুক্তান্নপানম্ উপষ্টম্ভঃ—সংঘাতঃ, ঘর্মসিঙ্ঘানাদির্নিঃস্যন্দ ইত্যেতৎ সর্বমশুচি, কিঞ্চ নিধনাৎ তথা আধেয়শৌচত্বাৎ—পুনঃ পুনঃ শৌচস্য বিধেয়ত্বাৎ কায়ঃ অশুচিরিত্যর্থঃ। রাগাদশুচৌ শুচিখ্যাতিঃ দ্বেষাদ্দুঃখে সুখখ্যাতির্যতো দ্বেষজম্ ঈর্ষাদিকং সন্তাপকরমপি অনুকূলতয়া উপনহ্যন্তি দ্বেষিণো জনাঃ।

অস্মিতয়া অনাত্মনি আত্মখ্যাতিঃ, তথাভিনিবেশাদ্ অনিত্যে নিত্যখ্যাতিঃ। বাহ্যেতি। চেতনে—পুত্রপশ্বাদিষু, অচেতনে—ধনাদিষু, উপকরণেষু—ভোগ্যদ্রব্যেষ্বিত্যর্থঃ, সুখদুঃখভোগাধিষ্ঠানে চ শরীরে, তথা পুরুষীভূতে চ উপকরণে মনসি, ইত্যেতেষু অনাত্মদ্রব্যেষু আত্মখ্যাতিঃ—অহং সুখী দুঃখী ইচ্ছাদিমান্ ইত্যাদিঃ আত্মখ্যাতিঃ। তথেতি পঞ্চশিখাচার্যেণোক্তম্। ব্যক্তং—চেতনম্ পুত্রাদি, অব্যক্তম্—অচেতনং গৃহাদি, সত্ত্বং দ্রব্যম্, আত্মত্বেন অহন্তামমতাস্পদত্বেনেত্যর্থঃ। স সর্বঃ—তাদৃশঃ সর্বো জনঃ অপ্রতিবুদ্ধঃ—মূঢ়ঃ।

অপেক্ষা করিয়াই তাহারা বর্তমান থাকে। তাহারা ক্ষীয়মাণ অবিদ্যার পশ্চাতে (অনুবর্তন করে) অর্থাৎ অবিদ্যা ক্ষয় হইতে থাকিলে তাহারাও ক্ষীণ হয়।

৫। দেহের যাহা বীজ তাহা অশুচি, তাহার স্থান মাতৃগর্ভ, তাহা লালাদি মিশ্রিত হইয়া ভুক্ত অন্নপানীয়ের উপষ্টম্ভ বা সংঘাত, ঘর্ম, কফ প্রভৃতি দেহের নিঃস্যন্দ অর্থাৎ ঘর্মকফাদি দেহ হইতে নির্গত ক্লেদ—অতএব ইহারা সবই অশুচি, কিঞ্চ, নিধন বা মৃত্যু হইলে অশুচি হয় বলিয়া এবং আধেয়-শৌচত্বহেতু অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ শুচি করিতে হয় বলিয়া (শুচি করিলেও শরীর পুনশ্চ মলিন হয়, আবার শুচি করিতে হয় বলিয়া) শরীর অশুচি। রাগ হইতে অশুচিতে শুচিখ্যাতি হয়, দ্বেষ হইতে দুঃখে সুখখ্যাতি হয়, যেহেতু দ্বেষজ ঈর্ষাদি দুঃখকর হইলেও দ্বেষযুক্ত লোকে তাহা অনুকূল মনে করিয়া তাহা সেবন বা পোষণ করে।

অস্মিতার দ্বারা অনাত্ম বিষয়ে আত্মখ্যাতি হয়* এবং অভিনিবেশের দ্বারা অনিত্যে নিত্যখ্যাতি হয়। চেতনে অর্থাৎ পুত্র, পশু আদিতে, অচেতনে বা ধনাদিতে, উপকরণে বা ভোগ্যবিষয়ে, সুখ-দুঃখরূপ ভোগের অধিষ্ঠানভূত শরীরে এবং পুরুষভূত বা আত্মরূপে প্রতীয়মান উপকরণ যে মন (যাহাকে 'আমি' বলিয়া মনে হয়)—এই সকল অনাত্ম বস্তুতে আত্মখ্যাতি হয় অর্থাৎ 'আমি সুখী, দুঃখী, ইচ্ছাদিমান্' এইরূপে তাহাতে মমতা-অহন্তা-যুক্ত আত্মখ্যাতি হয়। পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে—ব্যক্ত বা চেতন যেমন পুত্রাদি, অব্যক্ত বা অচেতন গৃহাদি, এইরূপ সত্ত্বকে বা দ্রব্যকে আত্মরূপে বা অহন্তা-মমতাস্পদরূপে যাহারা মনে করে তাহারা সকলেই অপ্রতিবুদ্ধ বা মূঢ়।

বস্তু অর্থে যাহার বাস বা অস্তিত্ব আছে, তাহার সহিত যাহার সতত্ত্ব বা সমানতত্ত্ব (ঐক্য) তাহাই বস্তুত্ব বা বাস্তবত্ব অর্থাৎ অবিদ্যা যে অভাব-পদার্থ নহে, ইহা বুঝিতে হইবে, অমিত্রাদিবৎ।

* দ্রষ্টা ও বুদ্ধি পৃথক্ হইলেও তাহাদিগকে একজ্ঞান করা-রূপ বিপর্যয়ের নাম অস্মিতা-ক্লেশ এবং সেই একত্বজ্ঞানরূপ সংযোগের ফলস্বরূপ যে 'আমি জ্ঞাতা'-রূপ মূল বৃত্তি তাহার নামও অস্মিতা। অস্মিতা শব্দের এই দুই অর্থ বিবেচ্য।

তস্যা ইতি। বাসোঽস্যাস্তীতি বস্তু, তস্য সতত্ত্বম্—বস্তুত্বং, ভাবত্বং নাভাবত্ব-মিত্যর্থঃ বিজ্ঞেয়ম্ অমিত্রাদিবৎ। ন মিত্রমাত্রমিতি—ন মিত্রমিত্যনির্দিষ্টং কিঞ্চিদ্ দ্রব্য-মাত্রমপি ন ইত্যর্থঃ, কিন্তু শত্রুরেব অমিত্রম্। তথা অগোষ্পদং—বিস্তৃতো দেশ এব ন তদ্ গোষ্পদস্য অভাবমাত্রং নাপি অন্যদ্ বস্তু।~ এবমবিদ্যা ন বিদ্যায়া অভাবমাত্রং নাপি বস্ত্বন্তরং কিং তু অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানরূপং বস্তু এবাবিদ্যা। সর্বমেব মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্যয়স্তত্র যে তু বিপর্যযাঃ সংসৃতিহেতবস্তে অবিদ্যেতি বেদিতব্যম্। ন চাবিদ্যা অনির্বচনীযা কিন্তু অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানমিত্যস্যা নির্বচনম্। সা ন প্রমাণং নাপি স্মৃতিঃ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠত্বাৎ। তস্মাৎ সা তদন্যো জ্ঞানভেদ এব। সা চ পূর্বোত্তরবৃত্তি-প্রবাহরূপত্বাৎ প্রমাণাদিবদ্ বীজবৃক্ষন্যায়েনানাদিরিতি।

৬। দৃক্শক্তিঃ—স্ববোধঃ স্বতো বোধো বা, দর্শনশক্তিস্তু দৃশেঃ স্বাভাসেন স্বাভাস-ভূত ইব বৌদ্ধবোধঃ। জ্ঞাতাহমিত্যত্র প্রত্যয়ে বিশুদ্ধো জ্ঞাতা দৃক্। তত্র চ প্রত্যয়ে দৃশ্যাভিমানরূপেণ অহংবাচ্যেন প্রত্যয়েন সহ জ্ঞাতুরেকত্বং প্রতীয়তে। স একত্বপ্রতিভাস এবাস্মিতা। তথা অত্যন্তবিভক্তা—অত্যন্তবিভিন্না, অত্যন্তাঽসংকীর্ণা—অত্যন্তাবিমিশ্রা

যেমন অমিত্র (শত্রু) অর্থে 'মিত্রমাত্র নহে'—এইরূপ বুঝায় না অর্থাৎ 'যাহা মিত্র নহে' এইরূপ অনির্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত (কারণ, তাহা যে কি, সে কথা না বলায় অনির্দিষ্ট) কোনও দ্রব্য নহে কিন্তু শত্রু, তেমনি—অগোষ্পদ অর্থে বিস্তৃত দেশ-বিশেষ (গোষ্পদ = অত্যল্প স্থান), তাহা গোষ্পদের অভাবমাত্র নহে বা অন্য কোনও বস্তু নহে, সেইরূপ অবিদ্যা অর্থে বিদ্যার অভাবমাত্র নহে বা তাহা অন্য কোনও প্রকার বস্তু নহে, কিন্তু অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞানরূপ বস্তু বা ভাবপদার্থই অবিদ্যা। সমস্ত মিথ্যা-জ্ঞানই বিপর্যয়, তন্মধ্যে যেসকল বিপর্যয়-জ্ঞান সংসৃতির কারণ, তাহারাই অবিদ্যা বলিয়া জানিবে। এই অবিদ্যা অনির্বচনীয় বা লক্ষিত করার অযোগ্য পদার্থ নহে, কিন্তু—'অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যা-জ্ঞান' ইহাই ইহার নির্বচন বা বাচিক লক্ষণ। তাহা প্রমাণও নহে, স্মৃতিও নহে; কারণ, তাহা অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ বা অযথার্থ জ্ঞান, অতএব ঐ দুই হইতে পৃথক্ (বিপর্যয়) জ্ঞান-বিশেষই অবিদ্যা। তাহা পূর্বোত্তর বৃত্তির প্রবাহরূপে প্রমাণাদি অন্যবৃত্তির ন্যায় বীজবৃক্ষ-ন্যায়ানুযায়ী অনাদি (অবিদ্যা-প্রত্যয় হইতে অবিদ্যার সংস্কার, সেই সংস্কার হইতে পুনঃ অবিদ্যা-প্রত্যয় ইত্যাদিক্রমে প্রবাহরূপে প্রমাণাদি অন্য বৃত্তির ন্যায় অবিদ্যা অনাদি)।

৬। দৃক্-শক্তি বা দ্রষ্টা স্ববোধ বা স্বতোবোধ অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশের জন্য অন্য প্রকাশয়িতার অপেক্ষা নাই। দ্রষ্টার স্বপ্রকাশস্বভাবের দ্বারা দর্শন-শক্তিও বা বুদ্ধিস্থ বোধও স্বাভাসের ন্যায় প্রতীত হয়। 'আমি জ্ঞাতা' এই প্রত্যয়ে যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞাতৃভাব তাহাই দৃক্, এবং ঐ প্রত্যয়ে অভিমানরূপ অহংবাচ্য বা 'আমি' এই শব্দলক্ষিত দৃশ্য বা জ্ঞেয় প্রত্যয়ের সহিত জ্ঞাতা যে দ্রষ্টা, তাঁহার যে একত্ব-প্রতীতি হয়, সেই অযথার্থ একত্বপ্রতীতিই অস্মিতা। অত্যন্ত বিভক্ত বা বিভিন্ন এবং অত্যন্ত অসংকীর্ণ বা অত্যন্ত অবিমিশ্র বা পৃথক্ যে ভোক্তৃ-শক্তি (দ্রষ্টা) এবং ভোগ্য-শক্তি (বুদ্ধি), অর্থাৎ দৃক্-শক্তি এবং দর্শন-শক্তি, তাহারা অস্মিতার দ্বারা অভিন্ন বা মিশ্রিত একই বলিয়া প্রতীত হয়।

ভোক্তৃশক্তিঃ ভোগ্যশক্তিশ্চ দৃগ্দর্শনশক্তী ইত্যর্থঃ, অভিন্না—বিমিশ্রা ইব প্রতীয়তে। তস্মিন্ মিশ্রীভাবে সতি অহং সুখী অহং দুঃখী ইত্যাদযো বিপর্যস্তাঃ প্রত্যযা জাযেরন্। ততো দ্রষ্টুর্ভোগ ইতি কল্প্যতে। দৃগ্দর্শনশক্ত্যোঃ স্বরূপপ্রতিলম্ভে—স্বরূপোপলব্ধৌ সত্যাম্ অস্মীতিপ্রত্যযগতঃ অখণ্ডৈকরূপো নির্বিকারঃ স্বাভাসঃ চেতিতা পুরুষঃ অভিমানেনারোপিতাৎ সর্বাস্মিপ্রত্যযরূপাদ্ দৃশ্যাদত্যন্তবিধর্ম ইতি বিবেকখ্যাতৌ জাতাযামিত্যর্থঃ। তস্মিন্ সতি অহং সুখীত্যাদিভোগপ্রত্যযা ন জাযেরন্ বিবেকজ্ঞান-বিরোধাদিতি। যথা রাগকালে দ্বেষস্যানবকাশঃ। পঞ্চশিখাচার্যেণাত্রেদমুক্তম্—বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষং—দ্রষ্টারম্, আকারঃ—শুদ্ধস্বরূপতা, শীলম্—সাক্ষিত্বরূপমাধ্যস্থ্যস্বভাবঃ, বিদ্যা—চিদ্রূপতা ইত্যাদিলক্ষণৈর্বিভক্তং—বুদ্ধিতঃ অত্যন্তভিন্নম্ অপশ্যন্—ন পশ্যন্, অবিবেকী জনো বুদ্ধিরেব আত্মেতি মতিং কুর্যাদিতি।

৭। সুখেতি। সুখাভিজ্ঞস্য সুখাশযরূপঃ সুখসংস্কারঃ। সুখাশযস্য অনুস্মরণ-পূর্বিকা অনুকূলপ্রবৃত্তিরূপা চিত্তাবস্থা রাগঃ। তৎপর্যাযাঃ গর্ধস্তৃষ্ণা লোভ ইতি। গর্ধঃ—অভিকাঙ্ক্ষা। অনুভূযমানা ঈপ্সারূপা যা প্রবৃত্তিঃ সা তৃষ্ণা। লোভঃ—লোলুপতা, উদরপূরং ভুক্ত্বাপি লোভাৎ পুনর্ভুঙ্‌ক্তে।

সেই একত্ব-জ্ঞানরূপ সংকীর্ণতা হইতে 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি বিপর্যস্ত প্রত্যযসকল উৎপন্ন হয। তাহা হইতেই দ্রষ্টার ভোগ কল্পিত হয বা লোকে ঐরূপ মনে করে ; (বুদ্ধিস্থ ভোগভূত প্রত্যযসকল দ্রষ্টাতে উপচরিত হওযায দ্রষ্টারই ভোগ বলিযা মনে করে)। দৃক্-দর্শন-শক্তির স্বরূপের প্রতিলব্ধি বা উপলব্ধি হইলে অর্থাৎ 'আমি' এই প্রত্যযের অন্তর্গত অখণ্ড-একরূপ নির্বিকার, স্বপ্রকাশ ও চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ, অভিমানের দ্বারা আরোপিত সমস্ত অস্মিপ্রত্যযরূপ ('আমি এইরূপ, ঐরূপ' ইত্যাকার) দৃশ্যভাব হইতে অত্যন্ত বিরুদ্ধধর্মক—এইরূপ বিবেক বা পরস্পরের ভিন্নতাখ্যাতি হইলে, 'আমি সুখী, দুঃখী', ইত্যাদি ভোগ বা অবিবেক প্রত্যযসকল উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ, তাহা বিবেকজ্ঞানের বিরোধী, যেমন, রাগকালে তদ্বিরুদ্ধ দ্বেষবুদ্ধি উৎপন্ন হয না। পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা এবিষযে উক্ত হইযাছে, যথা—বুদ্ধি হইতে পর অর্থাৎ পৃথক্, পুরুষ বা দ্রষ্টাকে আকার বা সদাবিশুদ্ধি (গুণমল-রহিতত্ব), শীল বা সাক্ষি-স্বরূপ মাধ্যস্থ্য-(নির্বিকার দ্রষ্টৃত্ব) স্বভাব, বিদ্যা বা চিদ্রূপতা ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা বিভক্ত অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত পৃথক্, না জানিতে পারিযা অবিবেকী ব্যক্তি বুদ্ধিকেই আত্মা মনে করে।

৭। সুখভোগ হইলে সুখের বাসনারূপ সংস্কার হয। সেই সুখরূপ আশযের বা বাসনার অনুস্মরণপূর্বক তদনুকূল প্রবৃত্তিরূপ যে (তদভিমুখে লোলীভূত) চিত্তাবস্থা, তাহাই রাগ। তাহার পর্যায বা সংজ্ঞাভেদ যথা—গর্ধ, তৃষ্ণা ও লোভ। গর্ধ অর্থে আকাঙ্ক্ষা, বিষযের অভাব সর্বদা বোধ করিযা তাহা পাওযার ইচ্ছারূপ প্রবৃত্তিই তৃষ্ণা, লোভ অর্থে লোলুপতা, যাহার বশে লোকে উদরপূর্ণ ভোজন করিযাও পুনরায ভোজনে প্রবৃত্ত হয। (অনুশয অর্থে সংস্কারের স্মৃতি। সুখানুশযী= সুখসংস্কারের স্মৃতিযুক্ত, তদ্রূপ যে চিত্তাবস্থা তাহাই রাগ)।

৮। দুঃখেতি। দুঃখানুস্মরণাদ্ দুঃখস্য দুঃখসাধনস্য চ প্রহাণায় যা প্রবৃত্তিঃ স দ্বেষঃ। তৎপর্যায়াঃ প্রতিঘো জিঘাংসা ক্রোধো মন্যুরিতি। প্রতিঘাতাৎ প্রাপ্তস্য দুঃখস্য প্রতিহন্তুমিচ্ছা প্রতিঘঃ। জিঘাংসা—হন্তুমিচ্ছা। মন্যুঃ—বদ্ধমূলো মানসো দ্বেষঃ ক্রোধস্য পূর্বাবস্থা বা।

৯। সর্বস্যেতি। আত্মাশীঃ—আত্মপ্রার্থনা নিত্যা অব্যভিচারিণীত্যর্থঃ। মা ন ভূবম্, কিন্তু ভূয়াসমিত্যাশীঃ সদা সর্বপ্রাণিষু দর্শনাৎ সা নিত্যেতি। কুত ইয়ম্ আত্মাশী-র্জাতা তদাহ নেতি। ইয়ম্ আত্মাশীঃ অনুস্মৃতিরূপা, স্মৃতিস্তু সংস্কারাজ্জায়তে, সংস্কারঃ পুনরনুভবাজ্জায়তে। মা ন ভূবং ভূয়াসমিত্যাশিষঃ অনুভূতির্মরণকাল এব ভবতীতি এতয়া পূর্বজন্মানুভবঃ—পূর্বজন্মনি মরণানুভব ইত্যর্থঃ উপেয়তে। স্বরসবাহীতি, স্বসংস্কারেণ বহনশীলঃ স্বাভাবিক ইব। জাতমাত্রস্যাপি অভিনিবেশদর্শনাৎ, ন স মরণ-ভয়রূপঃ অভিনিবেশঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈঃ সম্ভাবিতঃ—নিষ্পাদিতঃ প্রমিত ইত্যর্থঃ, তস্মাৎ স স্মৃতিরেব ভবিতুমর্হতি ইতি। উচ্ছেদদৃষ্ট্যাত্মকঃ—উচ্ছেদো মে ভবিষ্যতীতি তন্মা ভূদ্ ইতি জ্ঞানাত্মকো মরণত্রাসঃ। এতদুক্তং ভবতি—মরণত্রাসো ন প্রমাণ-প্রমিত-প্রত্যয়ঃ, ততঃ সা স্মৃতিঃ, স্মৃতিস্তু পূর্বানুভবাজ্জায়তে, তস্মান্ মরণত্রাসঃ পূর্বানুভূত ইত্যেবং পূর্ব-জন্মানুমানম্।

৮। দুঃখের অনুস্মরণ হইতে, দুঃখকে এবং দুঃখের সাধনকে অর্থাৎ দুঃখ যদ্দ্বারা সংঘটিত হয় তাহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য যে প্রবৃত্তি হয়, তাহা দ্বেষ। তাহার পর্যায় যথা—প্রতিঘ, জিঘাংসা, ক্রোধ ও মন্যু। প্রতিঘাত হইতে জাত অর্থাৎ অভীষ্টলাভে বাধাপ্রাপ্তিজনিত দুঃখের বিনাশ করিবার ইচ্ছাই প্রতিঘ। হনন করিবার যে ইচ্ছা তাহা জিঘাংসা। বদ্ধমূল মানস-বিদ্বেষের নাম মন্যু, তাহা ক্রোধরূপ ব্যক্তভাবের পূর্বাবস্থা।

৯। আত্মাশী বা আত্মসম্বন্ধীয় প্রার্থনা নিত্যা অর্থাৎ কোনও জাত প্রাণীতে ইহার ব্যভিচার দেখা যায় না। 'আমার অভাব যেন না হয়, কিন্তু আমি যেন থাকি'—এই প্রকার আশী সদা সর্বপ্রাণীতে দেখা যায় বলিয়া তাহা নিত্য। কোথা হইতে এই আত্মাশী উৎপন্ন হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন, এই আত্মাশী অনুস্মৃতি-স্বরূপ, স্মৃতি পুনশ্চ সংস্কার হইতে জন্মায়, সংস্কার আবার পূর্বের অনুভব বা প্রত্যয় হইতেই সঞ্জাত হয়। 'আমার অভাব না হউক, আমি যেন থাকি'—এইরূপ আশীর অনুভূতি মরণকালেই (প্রধানতঃ) হয়—অতএব ইহার দ্বারা পূর্বজন্মানুভব বা পূর্বজন্মে মরণানুভব পাওয়া যাইতেছে বা প্রমাণিত হইতেছে। স্বরসবাহী অর্থে স্ব-সংস্কারের দ্বারা বহনশীল বা স্বাভাবিকের ন্যায়। জাতমাত্র জীবেরও অভিনিবেশ-ক্লেশ দেখা যায় বলিয়া সেই মরণভয়রূপ অভিনিবেশ সেই জন্মের প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা সম্ভাবিত অর্থাৎ নিষ্পাদিত বা প্রমিত নহে (সেই জন্মের কোনও অভিজ্ঞতার ফল নহে), অতএব তাহা পূর্বজন্মীয় মরণানুভূতির স্মৃতিরূপই হইবে।

উচ্ছেদদৃষ্ট্যাত্মক অর্থাৎ আমার যে উচ্ছেদ বা বিনাশ তাহা যেন না হয়—এইরূপ জ্ঞানাত্মক মরণত্রাস। এতদ্দ্বারা ইহা উক্ত হইল যে, মরণত্রাস প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের দ্বারা ইহ জন্মে প্রমিত কোনও

বিদুষ ইতি। বিদুষ—আগমানুমানবিজ্ঞানবতঃ, ন তু সম্প্রজ্ঞানবতঃ, আগমানুমানাভ্যাং যেন পূর্বাপরান্তো বিজ্ঞাতস্তাদৃশস্য বিদুষঃ। অনাদিঃ পুরাণঃ স্বয়ম্ভূঃ পুরুষ ইতি পূর্বান্তবিজ্ঞানম্; "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি" তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিরিত্যেবং পুরুষস্য অমরত্ববিজ্ঞানমেব অপরান্তবিজ্ঞানম্। যৈঃ শ্রুতানুমানাভ্যাম্ এতন্নিশ্চিতং তাদৃশানাং বিদুষামপি তথারূঢ়ঃ—তথাপ্রসিদ্ধঃ ভয়রূপঃ ক্লেশোঽভিনিবেশঃ। শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামেব ন ক্ষীয়স্তে ক্লেশাস্তস্মাৎ সমানা ক্লেশবাসনা তাদৃশবিদুষামবিদুষাঞ্চেতি। সম্প্রজ্ঞানবতাং ক্ষীণক্লেশানাং যোগিনাং ক্ষীণা ভবেদ্ অভিনিবেশক্লেশবাসনেতি। শ্রূয়তেঽত্র "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি।

১০। প্রতিপ্রসবঃ—প্রসবাদ্ বিরুদ্ধঃ প্রলয়ঃ পুনরুৎপত্তিহীনলয় ইত্যর্থঃ। সূক্ষ্মীভূতা বিবেকখ্যাতিমচ্চিত্তস্যোপাদানরূপা ইত্যর্থঃ ক্লেশাঃ, তেন প্রতিপ্রসবেন হেয়াঃ ত্যাজ্যা ইতি সূত্রার্থঃ। ত ইতি। জ্ঞানেচ্ছাদিরূপং চিত্তকার্যং পরিসমাপ্যাতে বিবেকেন।

প্রত্যয় নহে অতএব তাহা স্মৃতি। স্মৃতি আবার পূর্বের অনুভব হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে, এইরূপে পূর্বানুভূত মরণত্রাস হইতে পূর্বজন্ম অনুমিত হয়।

বিদ্বান্ ব্যক্তির অর্থাৎ আগম ও অনুমানজাত জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বানেরই এই অভিনিবেশ, কিন্তু সম্প্রজ্ঞানবান্ বিদ্বানের নহে। আগম এবং অনুমানের দ্বারা পূর্বাপরান্তের অর্থাৎ এই দেহধারণের পূর্বের এবং পরের অবস্থার জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তাদৃশ বিজ্ঞানসম্পন্নের। যিনি পুরুষ তিনি অনাদি পুরাণ (যাহা নিত্য) ও স্বয়ম্ভূ (অতএব পূর্বেও আমি ছিলাম) এইরূপ জ্ঞানই পূর্বান্তবিজ্ঞান। "লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে" (গীতা) তদ্রূপ (মৃত্যুর পর) জীবের দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়—এইরূপে পুরুষের অমরত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞানই অপরান্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ পরে যাহা হইবে তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। কেবল শ্রুতানুমানের দ্বারা যাঁহাদের এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সেইরূপ বিদ্বান্দের মধ্যেও (সাধারণ লোকের ত কথাই নাই) রূঢ় বা প্রসিদ্ধ এই ভয়রূপ (প্রধানতঃ মৃত্যুভয়) ক্লেশই অভিনিবেশ। কেবল শ্রুতানুমানজাত প্রজ্ঞার দ্বারাই ক্লেশ ক্ষীণ হয় না, সুতরাং ঐরূপ বিদ্বানের এবং অবিদ্বানের ক্লেশবাসনা সমান। সম্প্রজ্ঞানবান্ ক্ষীণক্লেশ যোগীদের অভিনিবেশরূপ ক্লেশের বাসনা ক্ষীণ হয়, শ্রুতি যথা—"ব্রহ্মের আনন্দ যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কিছু হইতে ভীত হন না" (তৈত্তিরীয়)।

১০। প্রতিপ্রসব অর্থে প্রসবের বিপরীত যে প্রলয় বা পুনরুৎপত্তিহীন লয়। সূক্ষ্মীভূত, বিবেকখ্যাতিমৎ চিত্তের উপাদানমাত্ররূপে স্থিত ক্লেশ প্রতিপ্রসবের বা প্রলয়ের দ্বারা হেয় বা ত্যাজ্য, ইহাই সূত্রের অর্থ। (চিত্ত থাকিলেই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-সংযোগরূপ অস্মিতা-ক্লেশ থাকিবে। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের বিবেকখ্যাতিযুক্ত চিত্তে অস্মিতার সূক্ষ্মতম অবস্থা, কারণ তাহাতে সংযোগের বিপরীত বিবেকেরই সংস্কার সঞ্চিত হইতে থাকে। সেই সূক্ষ্ম অস্মিতাই তখনকার চিত্তের কারণরূপ সূক্ষ্ম ক্লেশ, চিত্তপ্রলয় হইলে তাহার নাশ হয়)।

অতস্তেন সমাপ্তাধিকাবস্থ চিত্তস্থ ক্লেশা দগ্ধবীজকল্পা ভবন্তি। ততঃ পুনঃ পরেণ বৈরাগ্যেণ বিবেকস্যাপি নিরোধঃ কার্যঃ। তদা অত্যন্তবৃত্তিনিরোধাৎ ক্লেশানামত্যন্ত-প্রহাণং ভবতীত্যর্থঃ।

১১। স্থূলা ইতি। জাত্যায়ুর্ভোগমূলা ক্লেশাবস্থা স্থূলা। নির্ধূয়তে—অপনীয়তে। স্বল্পেতি। স্বল্পাঃ প্রতিপক্ষা নাশোপায়া যাসাং তা অবস্থাঃ। সূক্ষ্মাঃ ক্লেশবৃত্তয়ো মহা-প্রতিপক্ষাঃ চিত্তপ্রলয়হেয়ত্বাৎ। চিত্তপ্রলয়স্তু পরবৈরাগ্যমন্তরেণ ন ভবতি। পরবৈরাগ্যঞ্চ নির্গুণপুরুষখ্যাতেরেব উৎপদ্যতে। তচ্চ সম্যগ্‌দর্শনং সুদুর্লভম্, উক্তঞ্চ "যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বত" ইতি। কেচিৎ লপন্তি শূন্যমাত্মেতি, যথোক্তং "শূন্য-মাধ্যাত্মিকং পশ্যেৎ পশ্যেৎ শূন্যং বহির্গতম্। ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্" ইতি। কেচিচ্চ চিদানন্দময় আত্মেতি, কেচিৎ চিন্ময়ঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বর আত্মেতি। ন তে সম্যগ্‌দর্শিনঃ, শূন্যত্বানন্দময়ত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদয়ো দৃশ্যধর্মাঃ, ন তে দ্রষ্টুঃ নির্গুণস্য ঔপনিষদপুরুষস্য লক্ষণানি। সুদুর্লভেন সম্যগ্‌দর্শনেন অসম্প্রজ্ঞাতেন চ যোগেন সূক্ষ্ম-ক্লেশানাং প্রহাণং ততস্তে মহাপ্রতিপক্ষা ইতি।

১২। জাত্যায়ুর্ভোগহেতবঃ সংস্কারা আশয়াঃ। কর্ম—চিত্তেন্দ্রিয়প্রাণানাং ব্যাপারঃ। তদনুভবজাতা যে সংস্কারাঃ পুনরভিব্যক্তাঃ সন্তঃ স্বানুগুণাঃ চেষ্টা জনয়েরন্

জ্ঞানেচ্ছাদিরূপ চিত্তকার্য বিবেকের দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা সমাপ্তাধিকার চিত্তের (চিত্তচেষ্টা নিবৃত্ত হওয়ায়) ক্লেশসংস্কারসকল দগ্ধবীজবৎ হয়। তাহার পরে পরবৈরাগ্যের দ্বারা বিবেকেরও নিরোধ করণীয়। তখন সর্ববৃত্তির অত্যন্ত নিরোধ হয় বলিয়া ক্লেশসকলের সম্যক্ নাশ হয়।

১১। জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাকের মূল যে ক্লেশাবস্থা তাহা স্থূল। নির্ধূত হয় অর্থে অপনীত হয়। স্বল্পপ্রতিপক্ষ বা যাহা সহজে নাশ হয়, ক্লেশের তদ্রূপ অবস্থা অর্থাৎ যাহা অপেক্ষাকৃত সহজে নাশযোগ্য তাহাই স্বল্পপ্রতিপক্ষ। সূক্ষ্ম ক্লেশবৃত্তিসকল মহাপ্রতিপক্ষ বা প্রবল শত্রু, যেহেতু তাহারা চিত্তের প্রলয়ের দ্বারা ত্যাজ্য। পরবৈরাগ্যব্যতীত চিত্তের প্রলয় হয় না। পরবৈরাগ্যও নির্গুণ পুরুষখ্যাতি হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই সম্যক্ দর্শন বা প্রজ্ঞান সুদুর্লভ, যথা উক্ত হইয়াছে, "সাধনে যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ অর্থাৎ স্বরূপতঃ জানিতে পারেন" (গীতা)। কেহ কেহ (শূন্যবাদীরা) মনে করেন যে, আত্মা শূন্য, যথা উক্ত হইয়াছে, "আধ্যাত্মিক ও বাহ্য ভাবকে শূন্য দেখিবে (অতএব এই মতে শূন্য এক দৃশ্যপদার্থ হইল), যে এই শূন্য ভাবনা করে সেও নাই বা শূন্য"। কেহ বলেন, চিদানন্দময় আত্মা, কেহ বলেন, আত্মা চিন্ময়, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর। ইঁহারা কেহই সম্যগ্‌দর্শী নহেন। কারণ, শূন্যত্ব, আনন্দময়ত্ব, সর্বজ্ঞত্ব আদি সমস্তই দৃশ্য ধর্ম, তাহারা নির্গুণ দ্রষ্টার বা ঔপনিষদ পুরুষের লক্ষণ নহে (আনন্দময়ত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব সাত্ত্বিকতার পরাকাষ্ঠারূপ মহত্তত্ত্বেরই লক্ষণ)। সুদুর্লভ সম্যক্ দর্শনের দ্বারা এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগের দ্বারাই সূক্ষ্ম ক্লেশসকলের প্রনাশ হয় বলিয়া তাহারা মহাপ্রতিপক্ষ।

তথা চ চেষ্টাসহভাবীনি শরীরেন্দ্রিয়সুখদুঃখাদীনি আবির্ভাবয়েযুঃ স এব কর্মাশয়ঃ। কর্মাশয়ঃ পুণ্যাপুণ্যরূপঃ। পুণ্যাপুণ্যে কামক্রোধাদিভ্যো জায়েতে। কামাদ্ যজ্ঞাদিকং ধর্মং পরপীড়াদিকঞ্চাধর্মং চরন্তি। তথা লোভাৎ ক্রোধান্ মোহাচ্চাপি। অবিদ্যায়ামন্তরে বহুধা বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যা যে কর্মিণস্তেষাং মোহমূলো ধর্মঃ অধর্মশ্চেতি।

স ইতি। কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। যজ্জন্মনি উপচিতঃ কর্মাশয়স্তত্রৈব জন্মনি স চেদ্ বিপক্বো ভবেৎ তদা দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। অন্যস্মিন্ জন্মনি বেদনীয়ঃ অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। এতয়োরুদাহরণে আহ তত্রেতি, সুগমম্। সদ্য এব অচিরাদেবেত্যর্থঃ। নন্দীশ্বরো নহুষশ্চাত্র যথাক্রমং দৃষ্টান্তঃ। তত্রেতি। নারকাণামুপভোগদেহানাং নিরয়দুঃখভাজাং সত্ত্বানাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্মাশয়ো যতস্তে প্রাগ্‌ভবীয়কর্মণঃ ফলমেব ভুঞ্জতে, মনঃপ্রধানত্বাৎ তন্নিকায়স্য। যথা স্বপ্নে স্মৃতিরূপে নাস্তি পৌরুষকর্মাশয়প্রচয়স্তথা প্রেতানাং সত্ত্বানামিতি। ননু কস্মাদুক্তং নারকাণামিতি? সন্তি তু দিব্যদেহা অপি প্রেতাঃ সত্ত্বাঃ তেঽপি উপভোগদেহাঃ কস্মাত্তে নোক্তা ইতি উচ্যতে—দিব্যসত্ত্বেষু যে উপভোগপ্রধানদেহাস্তেষামপি স্বল্পো দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্মাশয়ঃ। তত্র যে ধ্যানবল-

১২। জাতি, আয়ু ও ভোগের যাহা হেতু সেই সংস্কারসকলই আশয় বা কর্মাশয়। চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের যে ক্রিয়া তাহাই কর্ম। সেই কর্মের অনুভবজাত যে-সকল সংস্কার পুনরায় অভিব্যক্ত হইয়া নিজের অনুরূপ চেষ্টা উৎপাদন করে এবং চেষ্টার সহভাবী (উপকরণরূপ) শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখাদি নির্বর্তিত করে তাহারাই কর্মাশয়। কর্মাশয় সুখ-দুঃখ-ফলানুসারে পুণ্য এবং অপুণ্যরূপ। পুণ্য এবং অপুণ্য কামক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন হয়। কামনাপ্রযুক্ত যজ্ঞাদি ধর্ম কর্ম এবং পরপীড়নাদি অধর্ম কর্ম লোকে আচরণ করে, সেইরূপ লোভ, ক্রোধ এবং মোহপূর্বকও লোকে ঐরূপ কর্ম করে। যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বহুরূপে বর্তমান এবং নিজেকে ধীর এবং পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেইরূপ কর্মীদের (নিবৃত্তি-বিরোধী) ধর্ম এবং অধর্ম কর্ম হয়।

সেই কর্মাশয় দৃষ্ট ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। যে কর্মাশয় যে জন্মে সঞ্চিত, যদি সেই জন্মেই তাহা বিপাকপ্রাপ্ত বা ফলীভূত হয় তবে তাহাকে দৃষ্টজন্মবেদনীয় বলে, আর তাহা অন্য জন্মে বিপক্ব হইলে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় বলে। ইহাদের উদাহরণ বলিতেছেন, সদ্যই অর্থাৎ অচিরাৎ বা অবিলম্বে। নন্দীশ্বর এবং নহুষ ইহারা যথাক্রমে ঐ দুই প্রকার কর্মাশয়ের দৃষ্টান্ত। নারকীদের অর্থাৎ উপভোগদেহী নিরয়দুঃখভোগী জীবদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় হয় না, যেহেতু তাহারা নারক শরীরে কেবল পূর্বকৃত কর্মের ফলই ভোগ করে, কারণ সেইজাতীয় শরীরসমূহ মনঃপ্রধান (তজ্জন্য মনঃপ্রধান কর্মসংস্কারসকলেরই তথায় স্মৃতিরূপে প্রাধান্য)। যেমন স্মৃতিরূপ স্বপ্নে নূতন পুরুষকাররূপ কর্মাশয় সঞ্চিত হয় না, সেইরূপ প্রেতদেরও তাহা হয় না। (যাহারা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছে তাহারাই প্রেত)। এবিষয়ে কেবল নারকীয় প্রেতদের উদাহরণ দেওয়া হইল কেন? কারণ, দৈবদেহধারী প্রেতশরীরীদেরও ত উপভোগশরীরী বলা হয়, তাহারা উহার মধ্যে গণিত হইল না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—দৈবদেহীদের মধ্যে যাঁহাদের উপভোগ-প্রধান দেহ তাঁহাদের অল্প

সম্পন্না বশিনঃ অস্তি তেষাং দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্মাশয়ঃ, যতস্তে দিব্যদেহেনৈব নিষ্পন্নকৃত্যাঃ পরং পদং বিশন্তি। যথোক্তং "ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" ইতি। পুনর্জন্মাভাবাৎ ক্ষীণক্লেশানাং নাস্তি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্মাশয়ঃ, তস্মিন্নেব জন্মনি তেষাং সংস্কারক্ষয়ঃ স্যাদিতি।

১৩। জাতিরায়ুর্ভোগ ইতি ত্রিবিধো বিপাকঃ—ফলং কর্মাশয়স্য। জাতিঃ—দেহঃ, আয়ুঃ—দেহস্থিতিকালঃ, ভোগঃ—সুখং দুঃখং মোহশ্চ। দেহমাশ্রিত্য আয়ুর্ভোগৌ সম্ভবতঃ। অভিমানং বিনা ন দেহধারণং তথা রাগাদিং বিনা সুখাদি ন সম্ভবেদ্ অতঃ অস্মিতারাগাদিক্লেশমূল এব কর্মাশয়ো জাত্যাদেঃ কারণম্। তস্মাদুক্তং সৎসু ইতি। সুগমম্। তুষাবনদ্ধাঃ—সতুষাঃ।

কেচিদাতিষ্ঠন্তে একং কর্ম একস্য জন্মনঃ কারণম্, অন্যে বদন্তি একং পশুহননাদিকর্ম অনেকং জন্ম নির্বর্তয়তীতি। ইত্যাদীন্ ত্রীন্ অসমীচীনান্ পক্ষান্ নিরস্য সমীচীনং সিদ্ধান্তমাহ তস্মাজ্জন্মেতি। বহূনি কর্মাণি মিলিত্বা একমেব জন্ম নির্বর্তয়ন্তীতি সিদ্ধান্ত এব ন্যায্যঃ। যতো নাস্তি কিঞ্চিদেকং কর্ম যেন দেহধারণং স্যাৎ। দেহভৃতাঞ্চ বহবঃ সুখদুঃখভোগা নৈকস্মাৎ কর্মণঃ সংঘটেরন্ ইতি। কথং কর্মাশয়প্রচয়স্তদাহ তস্মাদিতি।

দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় হইতে পারে। তন্মধ্যে যাঁহারা ধ্যানবলসম্পন্ন বশী যোগী অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত বশীকৃত, তাঁহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় হয়, কারণ, তাঁহারা দৈবদেহতেই নিষ্পন্নকৃত্য হইয়া অর্থাৎ অপবর্গরূপ অবশিষ্ট কৃত্য বা কর্তব্য শেষ করিয়া পরম পদ কৈবল্য লাভ করেন। এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে যথা, "প্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা কল্পান্তে কৃতাত্মা বা নিষ্পন্নকৃত্য হইয়া পরমপদ লাভ করেন"। পুনর্জন্ম হয় না বলিয়া ক্ষীণক্লেশ যোগীদের অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় নাই, কারণ, সেই জন্মেই (সূক্ষ্মশরীরেই) তাঁহাদের সংস্কারনাশ হয়।

১৩। জাতি, আয়ু ও ভোগ ইহারা ত্রিবিধ বিপাক বা কর্মাশয়ের ফল। জাতি অর্থে দেহ, আয়ু অর্থে দেহের স্থিতিকাল এবং ভোগ—সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ। দেহকে আশ্রয় করিয়া আয়ু এবং ভোগ সম্ভাবিত হয়। দেহাত্মবোধরূপ অভিমানব্যতীত দেহধারণ হইতে পারে না, তেমনি রাগাদিব্যতীত সুখাদি হয় না, অতএব অস্মিতারাগাদি ক্লেশমূলক কর্মাশয়ই জাত্যাদির কারণ। তজ্জন্য (ভাষ্যকার) বলিয়াছেন, "ক্লেশসকল মূলে থাকিলেই কর্মাশয়ের ফল দেখা দেয়"। তুষাবনদ্ধ অর্থে তুষের দ্বারা আবৃত।

কেহ কেহ মনে করেন একটি কর্মই এক জন্মের কারণ, অন্যে বলেন, পশুহননাদি এক কর্মই অনেক জন্ম নিষ্পাদন করে। এইরূপ তিন প্রকার অসমীচীন বাদ নিরাস করিয়া যাহা সমীচীন সিদ্ধান্ত তাহা বলিতেছেন। বহু কর্ম একত্র মিলিত হইয়া একটি জন্ম নিষ্পন্ন করে—এই সিদ্ধান্তই ন্যায্য। কারণ, এমন একটিমাত্র কোনও কর্ম হইতে পারে না যাহার ফলে দেহধারণ ঘটিতে পারে। দেহধারিগণের নানাবিধ সুখ-দুঃখভোগ কেবল একটি মাত্র কর্মের দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না (নানা প্রকার কর্মের মিলিত ফলেই তাহা সম্ভব)। কিরূপে কর্মাশয় সঞ্চিত হয় তাহা বলিতেছেন।

প্রায়ণং—মরণম্। প্রচয়ঃ—সঞ্চয়ঃ। বিচিত্রঃ—সর্বকরণানাং নানাবিধচেষ্টানাং সংস্কারাত্মকত্বাদতীব বিচিত্রঃ। তীব্রানুভবাজ্জাতঃ পুনঃ পুনঃ কৃতেভ্যঃ কর্মভ্যো বা জাতঃ সংস্কারঃ প্রধানং, ততোঽন্য উপসর্জনঃ অমুখ্য ইত্যর্থঃ, তত্তদ্রূপেণ অবস্থিতঃ সজ্জিত ইত্যর্থঃ।

প্রায়ণেন—লিঙ্গস্য স্থূলদেহত্যাগরূপেণ মরণেন অভিব্যক্তঃ। প্রায়ণকালে যস্মিন্ ক্ষণে ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তি সৎ সংস্কারাধারং চিত্তং স্বাধিষ্ঠানাদ্ বিযুক্তং ভবতি তস্মিন্নেব ক্ষণে আজীবনকৃতানাং সর্বেষাং কর্মণাং সংস্কাররূপেণাবস্থিতানাং স্মৃতয়ঃ অজডস্বভাবে চেতসি উত্তিষ্ঠন্তি। চেতসোঽধিষ্ঠানভূতেভ্যো মর্মস্থানেভ্যো বিচ্ছিন্নভবনরূপাদুদ্রেকাদ্ এব যুগপৎ সর্বস্মৃতিসমুদ্ভবঃ স্যাদ্ দেহসম্বন্ধশূন্যে অজড়ীভূতে চেতসীতি। উক্তঞ্চ "শরীরং ত্যজতে জন্তুশ্ছিদ্যমানেষু মর্মসু" ইতি। তদা ক্ষণাবচ্ছিন্নে কালে সর্বাসাং স্মৃতীনাং যঃ সমুদয়ঃ স এব একপ্রঘট্টকেন—একপ্রযত্নেন মিলিত্বা উত্থানম্। সংমূর্চ্ছিতঃ—পিণ্ডীভূত একঘন ইব। স্থূলদেহত্যাগানন্তরম্ এবম্ভূতাৎ কর্মাশয়াদেকং দিব্যং বা নারকং বা জন্ম ভবতি। স হি উপভোগদেহো মনঃপ্রধানত্বাৎ স্বপ্নবৎ। শ্রূয়তেঽত্র "স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণী" ইতি। ন হি তস্মিন্ প্রেতনিকায়ে স্থূলদেহাবস্থকঃ কর্মাশয়ো বিপচ্যেত নাপি তাদৃশকর্মাশয়প্রচয়ো ভবেৎ। তত্র চ চেতোমাত্রাধীনানাং পূর্বকর্মণাং

প্রায়ণ অর্থে মৃত্যু। প্রচয় অর্থে সঞ্চয়। বিচিত্র অর্থাৎ সমস্ত করণসকলের যে নানাবিধ চেষ্টা তাহার সংস্কার-স্বরূপ বলিয়া কর্মাশয় অতীব বিচিত্র। তীব্র অনুভব হইতে জাত বা পুনঃ পুনঃ কৃত কর্ম হইতে সঞ্জাত সংস্কারই প্রধান, তত্তুলনায় অন্য কর্মের সংস্কার উপসর্জন বা গৌণ। সেই সেই রূপে অর্থাৎ প্রধান ও গৌণরূপে কর্মাশয় অবস্থিত বা সজ্জিত থাকে।

প্রায়ণের দ্বারা অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের* স্থূলদেহত্যাগরূপ মৃত্যুর দ্বারা কর্মাশয়সকল অভিব্যক্ত হয়। মৃত্যুকালে যখন ক্ষীণেন্দ্রিয়-বৃত্তিক হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিতে যে চিত্তের তদাত্মক বৃত্তি তাহা ক্ষীণ হইয়া, সংস্কারাধার চিত্ত নিজের অধিষ্ঠান বা দেহ হইতে বিযুক্ত হয়, ঠিক সেই ক্ষণে (জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে) সংস্কাররূপে অবস্থিত আজীবনকৃত সমস্ত কর্মের স্মৃতি অজডস্বভাব (দৈহিক সম্পর্ক ক্ষীণতম হওয়াতে অতীব প্রকাশশীল) চিত্তে উত্থিত হয়। চিত্তের অধিষ্ঠানভূত দৈহিক মর্মস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া-রূপ উদ্রেকের ফলে দেহ-সম্বন্ধশূন্য অজড চিত্তে যুগপৎ সমস্ত (আজীবনকৃত কর্মের) স্মৃতি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া-রূপ উদ্রেকই সমস্ত স্মৃতির উদ্ঘাটক কারণ। যথা উক্ত হইয়াছে, "মর্মসকল ছিন্ন হইলে জন্তু শরীরত্যাগ করিয়া থাকে" (মহাভারত)। তখন মাত্র একক্ষণরূপ কালে সমস্ত স্মৃতির যে পরিস্ফুটরূপে উদয় তাহাই একপ্রঘট্টকে বা একপ্রযত্নে মিলিত হইয়া উত্থান। সংমূর্চ্ছিত অর্থে পিণ্ডীভূত একঘন বা অবিরলের ন্যায়। স্থূলদেহ ত্যাগ করার পর ঐরূপ পিণ্ডীভূত কর্মাশয় হইতে এক দৈব বা নারক জন্ম হয়। তাহাই উপভোগদেহ,

* করণসকলের শক্তিরূপ অবস্থা অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও অন্য ইন্দ্রিয়-শক্তিসকল, যাহা দেহান্তর-গ্রহণ করিয়া সংসৃত হয়, তাহাদের নাম লিঙ্গশরীর।

ফলভূতঃ সুখদুঃখভোগস্তদ্বাসনাপ্রচয়শ্চ স্যাৎ। যথা স্বপ্নে মনঃপ্রধানে চিত্তক্রিয়া চ তদ্ভবঃ সুখদুঃখভোগশ্চ, তদ্বৎ। তদনন্তরম্ অবশিষ্টাৎ স্থূলদেহাবস্তকাৎ কর্মাশয়াৎ স্থূল-কর্মদেহধারণং স্যাৎ। স্থূলসূক্ষ্মদেহানামায়ুঃ, তথা আয়ুষি সুখদুঃখমোহভোগশ্চ তৎকর্মা-শয়াদেব ভবতি। স্থূলজন্মনি অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈঃ দৃষ্টজন্মবেদনীয়ৌ আয়ুর্ভোগৌ অপি স্যাতাম্। এবমুক্তব-জন্মাবস্তকস্য কর্মাশয়স্য তৎপূর্বস্থূলজন্মনি নির্বর্তনত্বাদেকভবিকঃ কর্মাশয় ইত্যুৎসর্গোঽনুজ্ঞাতঃ। একো ভবঃ—জন্ম একভবঃ, একভবে নিষ্পন্নঃ সঞ্চিতো বা একভবিকঃ।

তত্রাঽদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্মাশয এব ত্রিবিপাকঃ, দৃষ্টজন্মবেদনীয়ো ন তথা। কস্মাত্ত-দাহ দৃষ্টেতি। দৃষ্টজন্মকৃতস্য কর্মণঃ চেত্তজ্জন্মনি বিপাকস্তদা জাতিরূপো বিপাকো ন স্যাৎ তস্মাত্তস্য আয়ূরূপো ভোগরূপো বা একো বিপাক আয়ুর্ভোগরূপৌ বা দ্বৌ বিপাকৌ ভবেতাম্। একবিপাকস্য দৃষ্টান্তো নহুষঃ, দ্বিবিপাকস্য চ নন্দীশ্বরঃ। নহুষনন্দীশ্বরয়োর্ন জন্মরূপো বিপাকো জাতঃ। নহুষস্য চ দিব্যায়ুরপি ন নষ্টং কিন্তু তস্মিন্নায়ুষি সর্পত্বপ্রাপ্তি-জন্যো দুঃখভোগ এব সঞ্জাতঃ। নন্দীশ্বরস্য পুনঃ দিব্যৌ আয়ুর্ভোগৌ জাতৌ।

কারণ, তাহা স্বপ্নবৎ মনঃপ্রধান (পুরুষকারহীন)। এ সম্বন্ধে শ্রুতি যথা, "তিনি স্বপ্ন হইয়া—অর্থাৎ স্বপ্নবৎ অবস্থার, ইহলোককে ও মৃত্যুর রূপকে (রোগাদিযুক্ত হইয়া মৃত হইলাম—এইরূপে মৃতের মত হইয়া) অতিক্রমণ করেন বা প্রস্থান করেন" (বৃহদারণ্যক)।

যে কর্মাশয়ের ফলে স্থূল দেহধারণ ঘটে, তাহা সেই প্রেত অবস্থায় বিপাকপ্রাপ্ত হয় না বা তাদৃশ অর্থাৎ স্থূল দেহোপযোগী কোনও নূতন কর্মাশয় সঞ্চিতও হয় না। তথায় চিত্তমাত্রাধীন বা মনঃপ্রধান পূর্বকর্মসকলের অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি যাহা মনেই প্রধানতঃ আচরিত হইয়াছে তাদৃশ কর্মের, ফলভূত সুখ-দুঃখভোগ এবং তদনুরূপ বাসনার সঞ্চয় হয়। যেমন মনঃপ্রধান স্বপ্নে চিত্তের ক্রিয়া ও তজ্জাত সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, তদ্রূপ। তদনন্তর অর্থাৎ মনঃপ্রধান কর্মের ফলভোগের পর, স্থূলদেহরূপে ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য অবশিষ্ট শরীর-প্রধান কর্মাশয় হইতে স্থূল কর্মদেহ ধারণ হয়। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের আয়ু এবং সেই আয়ুকালে সুখ, দুঃখ ও মোহের ভোগ—সেই স্থূলদেহের কর্মাশয় হইতেই হয়। স্থূলজন্মে আচরিত অত্যুৎকট বা অতিতীব্র পুণ্য বা পাপ কর্মের দ্বারা দৃষ্টজন্মবেদনীয় আয়ু এবং ভোগরূপ ফলও হইতে পারে (যদিও সাধারণতঃ আয়ু ও বিশেষতঃ জাতি-রূপ কর্মাশয় অদৃষ্টজন্মবেদনীয়)। এইরূপে পরজন্মনিষ্পাদক কর্মাশয় তৎপূর্বের স্থূল জন্মে সঞ্চিত হওয়ায় কর্মাশয় একভবিক—এই (সাধারণ) নিয়ম অনুজ্ঞাত বা নির্দেশিত হইয়াছে। একটি ভব বা জন্ম—একভব, তাহাতে যাহা নিষ্পন্ন বা সঞ্চিত তাহা একভবিক।

তন্মধ্যে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় হইলেই কর্মাশয় ত্রিবিপাক হইতে পারে, কিন্তু দৃষ্টজন্মবেদনীয় তাহা নহে। কেন? তাহা বলিতেছেন, দৃষ্টজন্মে কৃত কর্মের যদি তজ্জন্মেই বিপাক হয় তাহা হইলে জাতিরূপ বিপাক হইতে পারে না (কারণ, জাতিবিপাক অর্থে অন্য জাতিতে পরিণতি, তাহা একই জন্মে কিরূপে হইবে?), তজ্জন্য তাহার আয়ুরূপ অথবা ভোগরূপ অথবা আয়ু এবং ভোগ এই দুই

কর্মাশয় একভবিকো বাসনা তু অনেকভবপূর্বিকা। চিত্তমনাদিপ্রবর্তমানং, তস্মাত্তস্য জাত্যায়ুর্ভোগা অসংখ্যেযাঃ। ততশ্চ চিত্তস্য ক্লেশকর্মাদিসংস্কারা অসংখ্যাতাঃ। ক্লেশাশ্চ কর্মবিপাকাশ্চ ক্লেশকর্মবিপাকাঃ তেষামনুভবরূপাদ্ নিমিত্তাৎ জাতাঃ স্মৃতিফলা বাসনাঃ। ক্লেশকর্মবিপাকৌ চ ইতরেতরসহাযৌ তস্মাৎ প্রাধান্যাৎ কর্মবিপাকানুভব-জন্যত্বেঽপি বাসনানাং তা হি ক্লেশৈঃ পরামৃষ্টাঃ সত্যঃ অপি প্রচীযন্তে। তাভির্বাসনাভি-রনাদিকালং যাবৎ সংমূর্চ্ছিতম্—একলোলীভূতম্ একঘনং ভূত্বা প্রবর্তমানমিত্যর্থঃ, চিত্তং চিত্রীকৃতমিব সর্বতঃ গ্রন্থিভিরাততং মৎস্যজালমিব। উৎসর্গাঃ সাপবাদাস্ততঃ কর্মাশয় একভবিক ইত্যুৎসর্গস্যাপি সন্তি অপবাদাঃ। তান্ বক্তুমুপক্রমতে যস্ত্ব ইতি। নিযতঃ—অবাধিতঃ নিমিত্তান্তরেণাসংকুচিত ইতি যাবদ্ বিপাকো যস্য স নিয়তবিপাকঃ কর্মাশয়ঃ। কর্মাশযশ্চেন্নিযতবিপাকস্তথা দৃষ্টজন্মবেদনীযঃ স্যাৎ তদৈব স সম্যগেকভবিকঃ স্যাৎ। অন্যথা একভবিকত্বস্যাপবাদঃ। কথং তদ্দর্শযতি, য ইতি। কৃতস্য অবিপক্বস্য নাশ ইত্যস্য উদাহরণং ক্ষময়া ক্রোধসংস্কারনাশঃ। দ্বিতীয়া গতিঃ বলবতা প্রধানকর্মণা সহ আবাপগমনম্ একত্র ফলীভাব ইত্যর্থঃ দুর্বলস্য কর্মণঃ। ধান্যপ্রায়ে ক্ষেত্রে ধান্যেন সহোপ্তমুদ্গাদিবৎ। তৃতীয়া গতিঃ নিযতবিপাকেন প্রধানকর্মণা অভিভবঃ, ততশ্চ বিপাককালালাভাৎ চিরমবস্থানম্। এতাস্তিস্রো গতীরুদাহরণৈঃ দ্যোতযতি, তত্রেতি।

প্রকারই বিপাক হইতে পারে। একবিপাক-কর্মাশয়ের দৃষ্টান্ত নহুষের অজগরত্বপ্রাপ্তি, দ্বিবিপাকের উদাহরণ নন্দীশ্বর (তিনি দেহান্তর গ্রহণ না করিয়াই স-শরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন—এইরূপ আখ্যায়িকা)। নহুষ এবং নন্দীশ্বরের (মৃত হইবার পর) জন্ম অর্থাৎ জাতিরূপ নূতন বিপাক হয় নাই। নহুষের দিব্য আয়ুও নষ্ট হয় নাই, কিন্তু সেই আয়ুতেই সর্পত্বপ্রাপ্তি-জনিত দুঃখভোগ সঞ্জাত হইয়াছিল। (মৃত হইয়া সর্প-জন্ম গ্রহণ না করায় তাঁহার সর্পত্বপ্রাপ্তিকে জাতিরূপ বিপাকের অন্তর্গত করা হয় নাই, এবং সেই আয়ুতেই ঐ সর্পত্বপ্রাপ্তি-জনিত দুঃখভোগ হইয়াছিল বলিয়া আয়ুরূপ নূতন বিপাকও হয় নাই)। নন্দীশ্বরের দিব্য আয়ু এবং ভোগ উভয় প্রকার (দৃষ্টজন্ম-বেদনীয়) বিপাক হইয়াছিল।

কর্মাশয় একভবিক কিন্তু বাসনা অনেক-ভবিক অর্থাৎ অনেক জন্মে সঞ্চিত। চিত্ত অনাদি কাল হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে সুতরাং তাহার জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক অসংখ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব চিত্তের ক্লেশকর্মাদির সংস্কারও অসংখ্য, ক্লেশ এবং কর্মবিপাক ও ইহাদের অনুভবরূপ নিমিত্ত হইতে বাসনারূপ সংস্কার হয়, যাহার ফল তদনুরূপ স্মৃতিমাত্র। ক্লেশ এবং কর্মবিপাক ইহারা পরস্পরসহায়র, তজ্জন্য বাসনাসকল প্রধানতঃ কর্মবিপাকের অনুভব হইতে সঞ্জাত হইলেও তাহারা ক্লেশের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াই সঞ্চিত থাকে। সেই বাসনাসকলের দ্বারা অনাদি কাল হইতে সংমূর্চ্ছিত অর্থাৎ একলোলীভূত (এক-প্রযত্নে মিলিত) বা একঘন (সম্পিণ্ডিত) হইয়া প্রবর্তমান হওয়াতে চিত্ত যেন তদ্দ্বারা চিত্রিত হইয়া গ্রন্থিসকলের দ্বারা পরিব্যাপ্ত মৎস্যজালের ন্যায়। (বাসনা সম্বন্ধে 'কর্মপ্রকরণ' ও ৪।৮ টীকা দ্রষ্টব্য)।

যথাম্নায়ঃ। দ্বে দ্ব ইতি। পুরুষাণাং কর্ম দ্বে দ্বে—দ্বিবিধং পাপং পুণ্যঞ্চেতি। তত্র পাপকস্য একো রাশিঃ, তদন্যঃ পুণ্যকৃতঃ শুক্লকর্মণ একো রাশিঃ পাপকমুপহন্তি। তৎ— তস্মাৎ সুকৃতানি কর্মাণি কর্তুম্ ইচ্ছধ্ব ইচ্ছ ইত্যর্থঃ, ছান্দসমাত্মনেপদম্। ইহৈব কর্ম ইহলোক এব পুরুষকারভূমিরিতি তে—তুভ্যং কবয়ো—ক্রান্তপ্রজ্ঞা বেদয়ন্তে দর্শয়ন্তীতি। দ্বে দ্বে ইতি অভ্যাসো বহুপুরুষাণাং বিচিত্রকর্মরাশি-সূচনার্থঃ।

দ্বিতীয়গতেরুদাহরণং যত্রেতি। উক্তং পঞ্চশিখাচার্যেণ—অকুশলমিশ্রপুণ্যকারিণঃ অয়ং প্রত্যবমর্ষঃ। মম অকুশলঃ স্বল্পঃ সঙ্করঃ—পুণ্যেন সংকীর্ণো বহুপুণ্যমিশ্র ইত্যর্থঃ, সপরিহারঃ—প্রায়শ্চিত্তাদিনা, সপ্রত্যবমর্ষঃ—অনুশোচনীয় ইত্যর্থঃ, মম ভূয়িষ্ঠকুশলস্য অপকর্ষায়—অভিভবায় ন অলম্ অসমর্থ ইত্যর্থঃ, যতো মে বহু অন্যৎ কুশলং কর্ম অস্তি যত্র—যেন সহেত্যর্থঃ অয়ম্ অকুশলঃ আবাপং গতঃ—বিপক্বঃ স্বর্গেঽপি অপকর্ষমল্পং করিষ্যতীতি।

সমস্ত নিয়মেরই অপবাদ বা ব্যতিক্রম আছে বলিয়া—'কর্মাশয় একভবিক' এই নিয়মেরও অপবাদ আছে, তাহাই বলিবার উপক্রম করিতেছেন। নিয়ত বা অবারিত অর্থাৎ অন্য কোন নিমিত্তের দ্বারা অসংকুচিত যাহার বিপাক তাহাই নিয়ত-বিপাক কর্মাশয় (অন্য কোনও প্রবল বা বিরুদ্ধ কর্মের দ্বারা যাহা পরিবর্তিত বা খণ্ডিত হয় না, সুতরাং যাহা সম্পূর্ণরূপে ফলীভূত হয়, তাহাই নিয়ত-বিপাক কর্মাশয়)। কর্মাশয় নিয়ত-বিপাক এবং দৃষ্টজন্মবেদনীয় হইলে তবেই তাহা সম্যক্ একভবিক হইতে পারে, অন্যথা একভবিকত্বনিয়মের অপবাদ হয়। কেন, তাহা দেখাইতেছেন। কৃত অবিপক্ব কর্মের নাশ হয়, তাহার উদাহরণ যথা—ক্ষমার দ্বারা ক্রোধসংস্কারের নাশ। দ্বিতীয়া গতি—বলবান্ প্রধান কর্মের সহিত আবাপগমন অর্থাৎ তৎসহ দুর্বল কর্মের (মিশ্রিত হইয়া) একত্র ফলীভূত হওয়া। ধান্যপ্রধান-ক্ষেত্রে ধান্যের সহিত উপ্ত (বপন-কৃত) মুদ্গাদিবৎ (ধান্যক্ষেত্রে যেমন কয়েকটি মুগ থাকিলে তাহা ধান্যের সহিত মিলিয়া যায়, পৃথক্ লক্ষিত হয় না এবং ক্ষেত্রকে ধান্যক্ষেত্রই বলা হয়, তদ্বৎ)। তৃতীয়া গতি—নিয়ত-বিপাক প্রধান কর্মের দ্বারা অভিভূত হওয়া, তাহাতে বিপাকের কালাভাবহেতু (ঐ প্রধান কর্মের ফলভোগ আগে হইবে বলিয়া অপ্রধান কর্মের—) দীর্ঘকাল অবিপক্বাবস্থায় অবস্থান। এই তিন প্রকার বিপাকের গতি উদাহরণের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন। প্রাচীন শাস্ত্র হইতে উদাহরণ দিতেছেন, যথা—পুরুষের কর্ম দুই প্রকার অর্থাৎ মনুষ্যগণের পাপ ও পুণ্যরূপ দ্বিবিধ কর্ম। তন্মধ্যে পাপের এক রাশি, তদ্ব্যতিরিক্ত পুণ্যরূপ শুক্লকর্মের এক রাশি (তাহার আধিক্য থাকিলে) তাহা ঐ পাপকর্মের রাশিকে নাশ করে। সুতরাং সুকৃত বা পুণ্যকর্ম করিতে ইচ্ছা কর। বৈদিক ব্যবহারে 'ইচ্ছধ্ব' আত্মনেপদ হইয়াছে। ইহলোকই কর্মভূমি বা পুরুষকারের স্থান (পরলোকে ভোগই প্রধান)। ইহা তোমাদের নিকট কবিরা অর্থাৎ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিরা খ্যাপিত করিয়াছেন। বহুপুরুষের বিচিত্র কর্মরাশি-সূচনার্থ 'দ্বে' শব্দের অভ্যাস অর্থাৎ দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে।

দ্বিতীয়া গতির উদাহরণ যথা—পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। অকুশলমিশ্রিত (অল্প-দুষ্ট)

তৃতীয়াং গতিং ব্যাচষ্টে কথমিতি। যে তু অদৃষ্টজন্মবেদনীয়া নিয়তবিপাকাঃ কর্মসংস্কারাস্তেষামেব মরণং সমানং—সাধারণং সর্বেষাং তাদৃশসংস্কারাণামেকং মরণমেবেত্যর্থঃ, অভিব্যক্তিকারণম্। ন তু অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ অনিয়তবিপাক ইত্যেবংজাতীয়কস্য কর্মসংস্কারস্যেতি। যতঃ স সংস্কারো নশ্যেদ্ বা আবাপং বা গচ্ছেদ্ অথো বা চিরমপ্যুপাসীত—সঞ্চিতস্তিষ্ঠেদ্ যাবন্ন সরূপং কিঞ্চিৎ কর্ম তং সংস্কারং বিপাকাভিমুখং করোতি। সমানম্ অভিব্যঞ্জকমস্য নিমিত্তং—নিমিত্তভূতং কর্মেত্যন্বয়ঃ। কুত্র দেশে কস্মিন্ কালে কৈর্বা নিমিত্তৈঃ কিঞ্চন কর্ম বিপক্বং ভবেৎ তদ্বিশেষাবধারণং দুঃসাধ্যং যোগজপ্রজ্ঞাপেক্ষত্বাৎ। কর্মাশয় একভবিক ইত্যুৎসর্গো য আচার্যৈঃ প্রতিজ্ঞাতো ন স উক্তেভ্যঃ অপবাদেভ্যো নিবর্তেত যত উৎসর্গাঃ সাপবাদা ইতি।

১৪। ত ইতি। পুণ্যং—যমনিয়মদয়াদানানি, তদ্ধেতুকা জন্মায়ুর্ভোগাঃ সুখফলাঃ—অনুকূলবেদনীয়া ভবন্তি। সুখাত্মভোগাজ্জন্মায়ুষী প্রার্থনীয়ে ভবত ইত্যর্থঃ। তদ্বি-

পুণ্যকারীদের এই প্রকার অনুচিন্তন হয়—আমার যে অকুশল কর্ম তাহা স্বল্প বা সামান্য, সঙ্কর বা পুণ্যের সহিত সংকীর্ণ অর্থাৎ বহুপুণ্যমিশ্রিত, সপরিহার বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পরিহার করার যোগ্য, সপ্রত্যবমর্ষ অর্থাৎ বহুসুখের মধ্যে থাকিলেও যাহার জন্য অনুশোচনা করিতে হইবে, তাদৃশ (ঐ ঐরূপ অকুশল) কর্ম আমার বহু কুশল কর্মকে অপকর্ষ বা অভিভব করিতে অসমর্থ, কারণ, আমার অন্য বহু কুশল কর্ম আছে যাহার সহিত এই (সামান্য) অকুশল কর্ম আবাপগত হইয়া অর্থাৎ পুণ্যের সহিত একত্র মিলিত হইবার পর, বিপাক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গেও আমার অল্পই অপকর্ষ করিবে অর্থাৎ যদিও তাহারা স্বর্গেও অনুসরণ করিবে তথাপি সেখানে অল্পই দুঃখ দিবে।

তৃতীয়া গতি ব্যাখ্যা করিতেছেন। যেসকল অদৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত-বিপাক-কর্মসংস্কার (অর্থাৎ যাহা পরজন্মে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ফলীভূত হইবে), এক মৃত্যুই তাহাদের সমান বা সাধারণ অভিব্যক্তিকারণ অর্থাৎ তাদৃশ সমস্ত সংস্কার মৃত্যুরূপ এক সাধারণ কারণের দ্বারাই অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু যাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাকরূপ কর্মসংস্কার তাহার পক্ষে এ নিয়ম নহে। কারণ, সেই সংস্কার নাশপ্রাপ্ত হইতে পারে, আবাপগত (প্রধান-কর্মের সহিত) হইতে পারে, অথবা দীর্ঘকাল অভিভূত হইয়া সঞ্চিত থাকিতে পারে—যতদিন-না তৎসদৃশ অন্য কোনও (প্রবল) কর্ম সেই সংস্কারকে বিপাকাভিমুখ করিবে। (সমান বা একই অভিব্যঞ্জকরূপ নিমিত্ত বা নিমিত্তভূত কর্ম—ইহাই ভাষ্যের অন্বয়)। কোন্ দেশে, কোন্ কালে, কোন্ নিমিত্তের দ্বারা কোন্ কর্ম বিপাকপ্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানলাভ দুঃসাধ্য, কারণ, তাহা যোগজপ্রজ্ঞা-সাপেক্ষ।

কর্মাশয় একভবিক এই উৎসর্গ বা নিয়ম যাহা আচার্যদের দ্বারা প্রতিজ্ঞাত বা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা উক্তরূপ অপবাদের দ্বারা নিরসিত হইবার নহে, কারণ, প্রত্যেক উৎসর্গই অপবাদযুক্ত অর্থাৎ অপবাদ বা ব্যতিক্রম থাকিলেও মূল যে উৎসর্গ বা সাধারণ নিয়ম তাহা নিরসিত হয় না।

১৪। পুণ্য অর্থাৎ যম-নিয়ম-দয়া-দান, তন্মূলক যে জন্ম, আয়ু ও ভোগ তাহা সুখকর হয় এবং অনুকূলবেদনীয় বা অভীষ্ট হয়। ভোগ যদি সুখকর হয় তাহা হইলে জন্ম এবং আয়ু প্রার্থনীয়

পবীতা অপুণ্যহেতুকাঃ। অনুকূলাত্মসুখমপি বিবেকিভির্যোগিভির্দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপ্যতে বক্ষ্যমাণেন হেতুনা।

১৫। সর্বস্থেতি। বাগেণ অনুবিদ্ধঃ—সম্প্রযুক্তঃ, চেতনানি—পুত্রাদীনি, অচেতনানি -গৃহাদীনি, সাধনানি—উপকবণানি তেষামধীনঃ সুখানুভবঃ। তথা দ্বেষ-মোহজোঽপি অস্তি কর্মাশয ইত্যেবং রাগদ্বেষমোহজো মানসঃ কর্মাশয় ইতি অস্মাভি-রুক্তম্। ততঃ শারীবঃ অপি কর্মাশয়ো ভবতি। যতো ভূতানি—প্রাণিনঃ অনুপহত্য—ন উপহত্য, অস্মাকম্ উপভোগো ন সম্ভবতি, তস্মাৎ কায়িককর্মজাতঃ শারীবঃ কর্মা-শযোঽপি উৎপদ্যত উপভোগবতস্য। বাগাদি-মনোভাবমাত্রাজ্জাতো মানসঃ কর্মাশয়ঃ, তথা মিলিতেন মানসেন শাবীরেণ চ কর্মণা নিষ্পন্নঃ শারীবঃ কর্মাশয়ঃ।

বিষযেতি। এতৎপাদস্য পঞ্চমসূত্রভাষ্যে বিষয়সুখমবিদ্যেত্যুক্তম্ অস্মাভিরিত্যর্থঃ। যেতি। ন কেবলং বিষয়সুখমেব সুখং কিং তু অস্তি নিববদ্যং পাবমার্থিকং সুখং যদ্ ভোগেষু ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তের্বৈতৃষ্ণ্যাজ্জাতায়া উপশান্তেঃ—অপ্রবর্তনাযাঃ, জায়তে। দুঃখঞ্চ লৌল্যাদ্ যা অনুপশান্তিস্তদ্রূপম্। কিং তু নেদং পারমার্থিকং সুখং ভোগাভ্যাসাৎ

হয। উহাব বিপবীত কর্ম অপুণ্যমূলক। বিবেকীব নিকট অনুকূলাত্মক সুখও—বক্ষ্যমাণ কাবণে (যাহা পবেব সূত্রে উক্ত হইয়াছে) দুঃখেব মধ্যে গণিত হয।

১৫। বাগেব দ্বারা অনুবিদ্ধ বা বাগযুক্ত যে চেতন যেমন পুত্রাদি, অচেতন যথা গৃহাদি, এইরূপ যে সাধন বা ভোগেব উপকবণসকল—সুখানুভব ইহাদেব সকলেব অধীন। তেমনি (বাগেব ন্যায) দ্বেষ ও মোহ হইতে জাত কর্মাশযও আছে। এইরূপ বাগ, দ্বেষ ও মোহজ মানসিক কর্মাশয যে আছে, ইহা পূর্বে আমাদেব দ্বাবা উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে শাবীর কর্মাশযও হয, কাবণ, অন্য জীবকে অনুপঘাত করিয়া—অর্থাৎ তাহাদেব উপঘাত (পীডন বা স্বার্থহানি) না কবিযা—আমাদেব বিষয়ভোগ হইতে পাবে না, তজ্জন্য উপভোগরত ব্যক্তিদেব কায়িক কর্ম হইতে শাবীব কর্মাশযও উৎপন্ন হয। বাগ-দ্বেষাদি মনোভাবমাত্র হইতে সঞ্জাত মানস কর্মাশয এবং মানস ও শারীব (উভয়েব মিলিত) কর্ম হইতে শাবীর কর্মাশয় হয (বা শবীব-প্রধান কর্মাশয হয়, কাবণ, মনোনিবপেক্ষ শুদ্ধ শাবীর কর্মাশয় হওযা সম্ভব নহে)।

এই পাদেব পঞ্চম সূত্রেব ভাষ্যে আমাদেব দ্বাবা বিষযসুখকে অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইযাছে। বিষয়ভোগজনিত সুখই যে একমাত্র সুখ, তাহা নহে; নির্দোষ পাবমার্থিক সুখও আছে—যাহা ভোগ্য বস্তুতে তৃপ্তি হওযাব ফলে তাহাতে বৈতৃষ্ণ্য হইলে ইন্দ্রিযসকলেব যে উপশান্তি বা ভোগ্যবস্তুতে অলোলুপতাহেতু যে তৃপ্তি, তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। আব, বিষযে লৌল্যহেতু যে ইন্দ্রিযেব অনুপশান্তি তাহাই দুঃখ। কিন্তু এই পাবমার্থিক সুখ ভোগাভ্যাসেব দ্বাবা লভ্য নহে। এই অংশের অন্য প্রকাব ব্যাখ্যা যথা—ভোগে ইন্দ্রিযসকলেব তৃপ্তি বা তর্পণ এবং তজ্জাত যে সাময়িক উপশান্তি তাহাই সর্বপ্রকাব সুখেব লক্ষণ, তাহাব যাহা বিপবীত তাহাই দুঃখ। ভোগাভ্যাসেব ফলে বাগ এবং ইন্দ্রিয়সকলেব পটুতা বা বিষযেব দিকে লৌল্য বিবর্ধিত হয বা অনুক্ষণ তাহাদেব

লভ্যমিত্যাহ ন চেতি। যদ্বা সর্বসুখস্য লক্ষণং ভোগেষু ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ তর্পণং, তজ্জা যা সাময়িকী উপশান্তিঃ সা। দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতমিতি। যত ইতি। ভোগাভ্যাসমনু রাগাস্তথা ইন্দ্রিয়াণাং কৌশলং—বিষয়লোলতা বিবর্ধন্তে—অনুক্ষণং বিবর্ধিতা ভবন্তি। স ইতি। বিষয়ানুবাসিতঃ—বিষয়েষু প্রবর্তনকারিণ্যা রাগাদিবাসনয়া বাসিতঃ—সমাপন্নঃ।

এষেতি। বিবেকিনঃ বশ্যাত্মানো যোগিনঃ ভোগসুখস্যেষং পরিণামদুঃখতাং বিচিন্ত্য সুখসম্পন্না অপি ভোগসুখং প্রতিকূলমেব মন্যন্তে। এবং রাগকালে সত্যপি সুখানুভবে পশ্চাৎ পরিণামদুঃখতা। দ্বেষকালে তু তাপঃ অনুভূয়তে। পরিস্পন্দতে—চেষ্টতে। তাপানুভবাৎ পরানুগ্রহপীড়ে ততশ্চ ধর্মাধর্মৌ। কিঞ্চ দ্বেষমূলোঽপি স ধর্মাধর্মকর্মাশয়ো লোভমোহসম্প্রযুক্ত এব উৎপদ্যতে। এবং তাপাদ্ আদাবন্তে চ দুঃখসন্ততিঃ।

এবমিতি। এবং কর্মভ্যো জাতে সুখাবহে দুঃখাবহে বা বিপাকে তত্তদ্বাসনাঃ প্রচীয়ন্তে, বাসনায়াঃ পুনঃ কর্মাশয়প্রচয় ইতি। ইতরং স্থিতি। ইতরম্—অযোগিনং প্রতিপত্তারং তাপা অনুপ্লবন্তে ইত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতং প্রতিপত্তারং—যেন স্বকর্মণা উপহৃতম্—উপার্জিতং দুঃখং, তথা চ দুঃখম্ উপাত্তম্ উপাত্তং ত্যজন্তং, ত্যক্তং ত্যক্তম্ উপাদদানং

পুষ্টিসাধন হয়। বিষয়ের দ্বারা অনুবাসিত অর্থাৎ বিষয়ের দিকে প্রবর্তনকারী রাগাদি-বাসনার দ্বারা বাসিত বা সমাপন্ন বা আচ্ছন্ন চিত্ত দুঃখে মগ্ন হয়।

বিবেকীরা বা সংযতচিত্ত যোগীরা ভোগসুখের এই পরিণামদুঃখতা চিন্তা করিয়া সুখসম্পন্ন থাকিলেও ভোগসুখকে প্রতিকূলাত্মক বা অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন। এইরূপে রাগকালে সুখানুভব থাকিলেও পরে পরিণামদুঃখ আছে অর্থাৎ তাহা পরিণামে দুঃখপ্রদ হয়। দ্বেষকালে তাপদুঃখ তখনই অনুভূত হয়। পরিস্পন্দন করে অর্থে চেষ্টা করে। তাপানুভব হইতে (তাপ বা দুঃখ দূর করার জন্য আবশ্যকানুযায়ী) লোকে পরকে অনুগ্রহ করে অথবা পীড়ন করে, তাহা হইতে যথাক্রমে ধর্ম ও অধর্ম কর্ম আচরিত হয়। কিঞ্চ দ্বেষমূলক হইলেও সেই ধর্মাধর্ম কর্মাশয় লোভমোহসম্প্রযুক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয়। এইরূপে তাপ হইতে প্রথমে ও শেষে উভয় কালেই দুঃখের ধারা চলিতে থাকে।

এইরূপে কর্ম হইতে সুখাবহ বা দুঃখাবহ ফল উৎপন্ন হইতে থাকিলে সেই-সেইরূপ বাসনাও সঞ্চিত হইতে থাকে। বাসনাকে আশ্রয় করিয়া পুনশ্চ কর্মাশয় সঞ্চিত হয়। ইতরকে বা অপর অযোগী প্রতিপত্তাকে (সাধারণ দুঃখবেদক ব্যক্তিকে) তাপদুঃখ অনুপ্লাবিত বা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে—ইহাই ভাষ্যের অন্বয়। কিরূপ প্রতিপত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহা বলিতেছেন—যে স্বকর্মের দ্বারা দুঃখ উপার্জন (উপহৃত অর্থে উপার্জিত) করে এবং পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ করে ও পুনঃ পুনঃ (সাময়িক) ত্যাগ করিয়া আবার সেই দুঃখকে গ্রহণ করে (তদ্রূপ কর্মাচরণ-দ্বারা)—সেইরূপ প্রতিপত্তাকে। আর, অনাদি বাসনার দ্বারা বিচিত্র যে চিত্ত তাহাতে বর্তমান

তাদৃশং প্রতিপত্তারম্। তথা চ অনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিত্তবৃত্ত্যা—চিত্তস্থিতয়া ইত্যর্থঃ অবিদ্যয়া সমন্ততোঽনুবিদ্ধং প্রতিপত্তারম্। অপি চ হাতব্য এব—দেহাদৌ ধনাদৌ চ যৌ অহংকারমমকারৌ তযোরনুপাতিনম্—অনুগতম্ ততশ্চ জাতং জাতং—পুনঃ পুনঃ জায়মানমিত্যর্থঃ প্রতিপত্তারম্ আধ্যাত্মিকাদয়ঃ ত্রিপর্বাণস্তাপা অনুপ্লবন্ত ইতি।

ন কেবলং দুঃখম্ ঔপাধিকম্ অপি তু বস্তুস্বাভাব্যাদপি দুঃখমবশ্যম্ভাবীতি আহ গুণেতি। গুণানাং যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাস্তেষাং বিরোধাদ্—অভিভাব্যাভিভাবক-স্বভাবাচ্চাপি বিবেকিনঃ সর্বমেব দুঃখম্। কথং তদাহ প্রখ্যেতি। প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি-স্বভাবা বুদ্ধিরূপেণ পরিণতাস্ত্রয়ো গুণা ইতরেতর-সহায়াঃ সুখং দুঃখং মূঢং বা প্রত্যয়ং জনয়ন্তি। তস্মাৎ সর্বে সুখাদিপ্রত্যয়াঃ ত্রিগুণাত্মানঃ, তথা চ গুণবৃত্তেঃ চলত্বাৎ সত্ত্বপ্রধানং সুখচিত্তং পরিণম্যমানং রজঃপ্রধানং দুঃখচিত্তং ভবতীতি দুঃখমবশ্যম্ভাবি, যথোক্তং 'সুখস্যানন্তরং দুঃখম্' ইতি। এতদেব ব্যাচষ্টে রূপেতি। ধর্মাদয়ঃ অষ্টৌ বুদ্ধেঃ রূপাণি সুখদুঃখমোহাশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তয়ঃ। তত্র কিঞ্চিদতিশয়ি বুদ্ধিরূপং বুদ্ধিবৃত্তির্বা বিরুদ্ধেন অন্যেন বুদ্ধেঃ রূপেণ বৃত্ত্যা বা অভিভূয়তে। এতস্মাদেব ধর্মরূপস্য যমনিয়মস্য সুখরূপস্য বা প্রত্যয়স্য নাস্তি একতানতা। কিঞ্চ ধর্মসুখাদয়ঃ অধর্মদুঃখাদিভিঃ বিরুদ্ধাভিঃ বুদ্ধেঃ রূপবৃত্তিভিঃ সংভিদ্যন্তে। সামান্যানীতি। তথা চ সামান্যানি—অপ্রবলানি বৃত্তিরূপাণি তু অতিশয়ৈঃ—সমুদাচরদ্ভিঃ বৃত্তিরূপৈঃ সহ প্রবর্তন্তে—বৃত্তিং লভন্তে। সুখেন সহ উপসর্জনীভূতং দুঃখমপি প্রবর্তত ইত্যর্থঃ।

(এ স্থলে চিত্তবৃত্তি অর্থে চিত্তস্থিত) অবিদ্যার দ্বারা যাহারা সর্বদিকে অনুবিদ্ধ বা গ্রস্ত, তাদৃশ প্রতিপত্তারা দুঃখের দ্বারা আপ্লাবিত হন। কিঞ্চ, হাতব্য বা ত্যাজ্য দেহাদিতে ও ধনাদিতে যে অহন্তা ও মমতা তাহার অনুপাতী বা অনুগত অর্থাৎ তৎপূর্বক আচরণশীল এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ জায়মান বা জন্মগ্রহণশীল যে প্রতিপত্তা তাহাকে আধ্যাত্মিকাদি তিন প্রকার দুঃখ আপ্লুত বা অভিভূত করে।

দুঃখ কেবল যে ঔপাধিক অর্থাৎ বিষয়ের দ্বারা চিত্তের উপরঞ্জন হইতেই হয় তাহা নহে, পরন্তু বস্তুর স্বভাব হইতেও অর্থাৎ চিত্তের ও সর্ববস্তুর উপাদানের স্বভাব হইতেও দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, তাই বলিতেছেন, গুণসকলের যে সুখদুঃখমোহরূপ বৃত্তি, তাহাদের পরস্পরের বিরোধ হইতে এবং তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবকত্ব-স্বভাবহেতু অর্থাৎ পরস্পরের দ্বারা অভিভূত হওয়ার এবং পরস্পরকে অভিভূত করার স্বভাবহেতু বিবেকীর নিকট ত্রিগুণাত্মক সমস্তই দুঃখময়। কেন, তাহা বলিতেছেন। বুদ্ধিরূপে পরিণত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাবক যে ত্রিগুণ তাহারা পরস্পর-সহায়ক হইয়া সুখকর অথবা দুঃখকর অথবা মোহকর প্রত্যয় উৎপাদন করে। তজ্জন্য সুখাদি সমস্ত প্রত্যয়ই ত্রিগুণাত্মক। আর, গুণবৃত্তিসকলের অস্থির স্বভাবহেতু সত্ত্বপ্রধান সুখ-চিত্ত বিকার প্রাপ্ত হইয়া রজঃপ্রধান দুঃখ-চিত্তে পরিণত হয় বলিয়া দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যথা উক্ত হইয়াছে, 'সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ হয়…" ইত্যাদি। এবিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন, ধর্মাদি আটটি (ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য,

এবমিতি উপসংহরতি। সুখঞ্চ সত্ত্বপ্রধানং ন তদ্ রজস্তমোভ্যাং বিযুক্তং সর্বেষাং প্রাকৃতভাবানাং ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ। এবং বস্তু-স্বভাবাদপি দুঃখমোহবিযুক্তং তাভ্যাং বা অগ্রসিষ্যমাণং সুখং নাস্তীতি বিবেকিনঃ সর্বমেব দুঃখমিতি সম্প্রজ্ঞা জায়তে। তদিতি। মহতো দুঃখসমূহস্য অবিদ্যা প্রভববীজম্—উৎপত্তেবীজম্। শেষমতিবোহিতম্।

তত্রেতি। হাতুঃ গ্রহীতুঃ স্বরূপম্—প্রকৃতং রূপং চিদ্রূপত্বমিত্যর্থঃ, ন উপাদেয়ং—ন বুদ্ধ্যাদীনাম্ উপাদানত্বেন গ্রাহ্যম্। নাপি স্বপ্রকাশো দ্রষ্টা সম্যক্ হেয়ঃ—অপলাপ্যঃ, বুদ্ধ্যাদিসর্গায় দ্রষ্টৃসত্তায়া নিমিত্ততা ন ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। ন হি স্বপ্রকাশদ্রষ্টৃরূপদর্শনং বিনা আত্মভাবোঽস্মীতিরূপঃ প্রবর্তেত। তস্মাদ্ দ্রষ্টুর্নির্বিকারনিমিত্ততা অনুপাদান-

অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য) বুদ্ধির রূপ, সুখ-দুঃখ-মোহ ইহারা বুদ্ধির বৃত্তি। তন্মধ্যে বুদ্ধির কোনও রূপের বা বৃত্তির আতিশয্য ঘটিলে তাহা অন্য তদ্বিপরীত বুদ্ধির রূপ বা বৃত্তির দ্বারা অভিভূত হয় বা তাহাদের সেই আতিশয্য মন্দীভূত হয়। এজন্য ধর্মরূপ যমনিয়মাদির বা সুখরূপ প্রত্যয়ের একতানতা নাই *। আর ধর্ম-সুখ-আদি অধর্ম-দুঃখ-আদিরূপ বিপরীত বুদ্ধির রূপ ও বৃত্তির দ্বারা সংভিন্ন অর্থাৎ নষ্ট বা অভিভূত হয়। সামান্য বা অপ্রবল বৃত্তি ও রূপসকল অতিশয় বা সমুদাচারযুক্ত অর্থাৎ ব্যক্ত বা প্রবল বৃত্তি ও রূপসকলের সহিত প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ বৃত্তিতা লাভ করে বা অভিব্যক্ত হয়। সুখের সহিত উপসর্জনীভূতভাবে স্থিত দুঃখও ঐরূপে প্রবর্তিত হয়। (মিশ্র এবং ভিক্ষু উভয়েই ৩।১৩ সূত্রের টীকায় এই উদ্ধৃত সূত্রটিকে পঞ্চশিখের বলিয়াছেন কিন্তু 'যুক্তিদীপিকায়' ইহা বার্ষগণ্যর সূত্র বলা হইয়াছে)।

উপসংহার করিয়া বলিতেছেন। সুখ সত্ত্বপ্রধান কিন্তু তাহা রজস্তম হইতে বিযুক্ত নহে, কারণ, সমস্ত প্রাকৃত ভাবপদার্থ ত্রিগুণাত্মক, এইরূপে বস্তুর মৌলিক স্বভাবের দিক্ হইতেও দুঃখমোহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত অথবা তদ্দ্বারা গ্রস্ত হইবে না, এইরূপ স্থায়িসুখ নাই বলিয়া বিবেকীর নিকট সমস্তই অর্থাৎ সমস্ত ভোগ্য পদার্থই দুঃখময়—এইরূপ সম্প্রজ্ঞান হয়। মহৎ দুঃখ-সমুদায়ের প্রভববীজ বা উৎপত্তির কারণ অবিদ্যা।

হাতার (প্রহাণকর্তৃত্বের সাক্ষীর) বা দ্রষ্টার যাহা স্বরূপ বা প্রকৃতরূপ অর্থাৎ চিদ্রূপত্ব তাহা উপাদেয় নহে অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির উপাদানরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। স্ব-প্রকাশ দ্রষ্টা সম্যক্ হেয় বা অপলাপ্যও নহে, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির সৃষ্টি-বিষয়ে দ্রষ্টৃ-সত্তার নিমিত্তকারণরূপে যে আবশ্যকতা তাহা ত্যাজ্য নহে, কারণ, স্বপ্রকাশ দ্রষ্টার উপদর্শনব্যতীত বুদ্ধি আদি আত্মভাব প্রবর্তিত হইতে পারে না। তজ্জন্য দ্রষ্টার নির্বিকার-নিমিত্ততা এবং উপাদান-কারণরূপে অগ্রাহ্যতা—এই দুই দৃষ্টিই গ্রহণীয়, অর্থাৎ তিনি বুদ্ধ্যাদির নির্বিকার নিমিত্ত-কারণ, কিন্তু তাহাদের বিকারশীল উপাদান-কারণ নহেন—এই সিদ্ধান্তই যথার্থ। তাহাই সম্যক্-দর্শনরূপ শাশ্বতবাদ অর্থাৎ নির্বিকার শাশ্বত দ্রষ্টা আত্মভাবের মূল নিমিত্ত-কারণ—এই বাদ। দ্রষ্টার অপলাপের নাম উচ্ছেদবাদ, তাহাও হেয়, কারণ, নিজের

* বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মক বলিয়া তাহার স্বভাবই পরিণামশীল, তজ্জন্য অবিচ্ছিন্ন ধর্মাচরণ করিয়া শাশ্বত সুখযুক্ত বুদ্ধি লাভ করা সম্ভবপর নহে, বুদ্ধির নিরোধেই শাশ্বতী শান্তি সম্ভব।

কাবণতা চ গ্রাহ্যা। স এব সম্যগ্‌দর্শনরূপঃ শাশ্বতবাদঃ—নির্বিকারঃ শাশ্বতো দ্রষ্টা আত্মভাবস্য মূলং নিমিত্তমিতি বাদ ইত্যর্থঃ। দ্রষ্টৃবপলাপ উচ্ছেদবাদঃ। তদ্বাদস্তু হেয়ো যতঃ স্বেন স্বস্য উচ্ছেদরূপো মোক্ষো ন ন্যায়েন সঙ্গতঃ। দ্রষ্টুরুপাদানবাদে তু তস্য বিকাবশীলতারূপো হেতুবাদঃ—উপাদানকারণতাবাদ ইত্যর্থঃ, সোঽপি হেয় ইতি দিক্।

১৬। তদিতি। হেয়-হেয়হেতু-হান-হানোপায়া ইত্যেতচ্ছাস্ত্রং চতুর্ব্যূহম্। তত্র হেয়ং তাবন্ নিরূপয়তি। সুগমম্। ননু সৌকুমার্যম্ অধিকতবদুঃখায ভবতীতি অক্ষিপাত্র-কল্পস্বান্তানাং যোগিনাং কিন্নু ক্লেশঃ পৃথগ্‌জনেভ্যো ভূযিষ্ঠ ইতি শঙ্কা ব্যর্থা। দৃশ্যতে তু লোকে আযতিচিন্তাহীনা মূঢা অশেষদুঃখভাজো ভবন্তি, প্রেক্ষাবন্তঃ পুনবনাগতং বিধাস্যমানা বহুসৌখ্যভাজো ভবন্তীতি। তথৈব অনাগতদুঃখস্য প্রতিকাবেচ্ছবো যোগিনো দুঃখস্যান্তং গচ্ছন্তীতি।

১৭। তস্মাদিতি। হেয়স্য দুঃখস্য কাবণং দ্রষ্টৃ-দৃশ্যযোঃ সংযোগঃ। যতঃ স্বপ্রকাশেন দ্রষ্ট্রা সহ সংযোগাদ্ বুদ্ধিস্থমচেতনং দৃশ্যং দুঃখং বৃত্তিতাং লভতে। দ্রষ্টেতি। দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ—আত্মবুদ্ধেঃ অস্মীতিভাবস্যেত্যর্থঃ প্রতিসংবেদী—প্রতিবেত্তা। করণাদিজড-ভাবযুক্তঃ অচেতনাত্মবিজ্ঞানাংশো যেন স্বপ্রকাশেন প্রতিসংবেত্রা মামহং জানামীতি স্বপ্রকাশবদ্ ভূয়ত ইতি স এব বুদ্ধিপ্রতিসংবেদী স চ পুরুষঃ।

দ্বাবা নিজেব উচ্ছেদরূপ (নিজেকে শূন্য কবা রূপ) মোক্ষ ন্যাযসঙ্গত নহে অর্থাৎ তাহা হইতে পাবে না। দ্রষ্টাব উপাদানবাদে (দ্রষ্টা বুদ্ধ্যাদিব উপাদান-কাবণ এই বাদে) তাঁহাব বিকাবশীলতারূপ হেতুবাদ অর্থাৎ তিনি বিকাবী উপাদান-কাবণ—এই সিদ্ধান্ত আসিযা পড়ে (কাবণ, যাহা উপাদান তাহাই বিকাবী) অতএব তাহাও হেয,—এই দৃষ্টিতে ইহা বুঝিতে হইবে।

১৬। হেয-হেযহেতু-হান-হানোপায এইরূপে এই শাস্ত্র চতুর্ব্যূহ বা চাবিপ্রকাবে সজ্জিত। তন্মধ্যে হেয কি, তাহা নিরূপিত কবিতেছেন। যদি বলা যায যে, (দুঃখেব উপলব্ধি-বিষযে) সৌকুমার্য (সামান্য দুঃখে উদ্বেজিত হওযা) ত অধিকতব দুঃখভোগেব হেতু, সুতবাং নেত্রগোলকেব ন্যায (কোমল স্পর্শাসহ) চিত্তযুক্ত যোগীদেব ক্লেশোপলব্ধি অন্য অযোগী অপেক্ষা অধিক তীব্র হইবে না কি? এই শঙ্কা ব্যর্থ। দেখা যায যে, ভবিষ্যৎ-চিন্তাবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিবা অশেষ দুঃখভাগী হয, কিন্তু দূবদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিবা অনাগতদুঃখেব প্রতিবিধান কবিতে থাকেন বলিযা অধিকতব সুখভাগী হন। অতএব অনাগত দুঃখেব প্রতিকাব-কবণেচ্ছু যোগীবা দুঃখেব পাবে যাইযা থাকেন।

১৭। হেয যে দুঃখ তাহাব কাবণ দ্রষ্টা এবং দৃশ্যেব সংযোগ, যেহেতু স্বপ্রকাশ দ্রষ্টাব সহিত সংযোগ হইতে বুদ্ধিস্থ (মূলতঃ) অচেতন ও দৃশ্য যে দুঃখ তাহা বৃত্তিতা বা জ্ঞাততা লাভ কবে (দুঃখরূপ চিত্তস্থ বিকাব-বিশেষ 'আমাব দুঃখ'তে পবিণত হয)। দ্রষ্টা বুদ্ধিব বা আত্ম-বুদ্ধিব অর্থাৎ 'আমি'-মাত্র ভাবেব প্রতিসংবেদী বা প্রতিসংবেত্তা। করণাদি জডভাবযুক্ত অচেতনরূপ বিজ্ঞানাংশ যে স্বপ্রকাশ প্রতিসংবেত্তাব দ্বাবা 'আমি আমাকে জানিতেছি' এইরূপে স্বপ্রকাশবৎ হয, তিনিই বুদ্ধিব প্রতিসংবেদী, তিনিই পুরুষ।

দৃশ্যা ইতি। বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ়াঃ সত্তামাত্রে আত্মনি বুদ্ধৌ উপারূঢা অভিমানেন উপানীতা ইত্যর্থঃ ভোগরূপা বিবেকরূপাশ্চ ধর্মা দৃশ্যাঃ। তদিতি। সন্নিধিমাত্রোপকারি—পরস্পরাসংকীর্ণমপি সন্নিকর্ষাদেব যদুপকরোতি। ন চাত্র সান্নিধ্যং দৈশিকং দ্রষ্টুর্দেশাতীতত্বাৎ। দেশস্তু দৃশ্যঃ অতঃ স দ্রষ্টুর্বিষয়িণঃ অত্যন্তবিভিন্নঃ। শ্রূয়তেঽত্র অনণু-অহ্রস্বম্-অদীর্ঘম্-অবাহ্যম্-অনন্তরমিত্যাদি। তাদৃশেন দ্রষ্ট্রা সহ দৈশিকসংযোগো মূঢ়ৈরেব কল্প্যতে নাভিযুক্তৈঃ। সান্নিধ্যন্তু একপ্রত্যয়গতত্বমেব যদনুভূয়তে জ্ঞাতাহমিতি-প্রত্যয়ে। একক্ষণ এব জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়স্য চ যা সংকীর্ণা উপলব্ধিস্তদেব সান্নিধ্যং, স এব সংযোগঃ।

প্রকাশ্য-প্রকাশকত্বাদ্ দৃশ্য-দ্রষ্ট্রোঃ স্বস্বামিরূপঃ সম্বন্ধঃ। দৃশ্যং স্বং স্বকীয়মৈশ্বর্যং দ্রষ্টা চ স্বামীতি। অনুভূযতে চ বোদ্ধাহং মম বুদ্ধিরিতি। অনুভবেতি। দ্রষ্টুরনুভব-বিষয়ঃ—জ্ঞাতাহমিতি অনুভাব্যতা প্রকাশ্যতা বেত্যর্থঃ তথা চ কার্যবিষয়ঃ—কর্তাহমিতি কার্যসাক্ষিতা ইত্যেবং দ্বিধা বিষয়তামাপন্নং দৃশ্যম্ অন্যস্বরূপেণ—পৌরুষভাসা চেতনা-

বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢা অর্থাৎ সত্তামাত্র-স্বরূপ বা 'আমি'-মাত্র-লক্ষণাত্মক বুদ্ধিতে উপারূঢ় বা আরোপিত অর্থাৎ অভিমানের দ্বারা উপানীত, ভোগরূপ ও বিবেকরূপ ধর্মই দৃশ্য। সন্নিধিমাত্রোপকারী অর্থাৎ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও সান্নিকর্ষ্যহেতু যাহা উপকার করে (উপ অর্থে নিকট) বা নিকটস্থ হইয়া কার্য করে। এই সান্নিধ্য দৈশিক নহে, কারণ, দ্রষ্টা দেশাতীত। দেশ দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ, অতএব তাহা বিষয়ী (বিষয়ের জ্ঞাতা) দ্রষ্টা হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন। এবিষয়ে শ্রুতিতে আছে, "তিনি অণু বা হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন, তিনি বাহ্য বা আন্তর নহেন" ইত্যাদি। তাদৃশ দ্রষ্টার সহিত দৈশিক সংযোগ মূঢ় ব্যক্তিদের দ্বারাই কল্পিত হয়, পণ্ডিত বিজ্ঞদের দ্বারা নহে। 'আমি জ্ঞাতা' এই প্রত্যয়ে যে দ্রষ্টার ও বুদ্ধির একপ্রত্যয়গতত্ব অনুভূত হয়, তাহাই তাহাদের সান্নিধ্য। একক্ষণে যে জ্ঞাতার বা দ্রষ্টৃত্বের এবং জ্ঞেয়ের বা বুদ্ধিরূপ 'আমিত্বের' অপৃথক্ উপলব্ধি তাহাই এই সান্নিধ্য এবং তাহাই তাহাদের সংযোগ।

প্রকাশ্য-প্রকাশকত্বহেতু দৃশ্য ও দ্রষ্টার স্ব-স্বামিরূপ সম্বন্ধ। দৃশ্য স্ব বা সম্পদ্ এবং দ্রষ্টা তাহার স্বামী। এইরূপ অনুভূতিও হয় যে, 'আমি বোদ্ধা' 'আমার বুদ্ধি' ইত্যাদি (১।৪ দ্রষ্টব্য)। 'দ্রষ্টার অনুভবের বিষয়' অর্থে 'আমি জ্ঞাতা'-রূপ বুদ্ধির অনুভাব্যতা বা প্রকাশ্যতা এবং তাঁহার 'কার্যবিষয়' অর্থে 'আমি কর্তা'-রূপ কর্তৃত্ববুদ্ধির সাক্ষিতা—(পুরুষের) এই দুই প্রকার বিষয়তাপ্রাপ্ত দৃশ্য বুদ্ধি অন্য-স্বরূপে অর্থাৎ পৌরুষচেতনতার দ্বারা চেতনবৎ হওয়ায় বা পুরুষের উপমায় (পুরুষের সহিত সাদৃশ্যহেতু) প্রতিলব্ধাত্মক বা প্রতিভাসমান হয় অর্থাৎ তৎফলেই তাহার সত্তা বা অস্তিত্ব। ('আমি জ্ঞাতা'-রূপ বুদ্ধি যখন দ্রষ্টার দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে দ্রষ্টার অনুভব-বিষয়তা বলা যায়। এবং যখন 'আমি কর্তা'-রূপ বুদ্ধি তদ্দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে দ্রষ্টার কর্ম-বিষয়তা বলা হয়, তদ্রূপ ধার্য-বিষয়তা। ঐ ঐ বুদ্ধি দ্রষ্টার অবভাসের দ্বারাই সচেতনবৎ ও ব্যক্ত হয়, জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী বলিয়া ঐরূপে প্রকাশ হওয়াই তাহাদের সত্তা, নচেৎ তাহা অজ্ঞাত হইত)।

বন্ধনাৎ পুরুষস্যোপময়েত্যর্থঃ প্রতিলব্ধাত্মকং—প্রতিভাসমানং লব্ধসত্তাকমিত্যর্থঃ। স্বতন্ত্রমিতি। দৃশ্যং ত্রিগুণস্বরূপেণ স্বতন্ত্রং তথা চ পরার্থত্বাৎ—পুরুষোপদর্শনবশাদ্ বুদ্ধ্যাদিরূপেণ পরিণতত্বাৎ পরতন্ত্রং—দ্রষ্টৃতন্ত্রম্। অর্থৌ—ভোগাপবর্গৌ, তাভ্যাং বুদ্ধ্যাদের্বৃত্তিতা। তৌ চ পুরুষোপদর্শনসাপেক্ষৌ। তস্মাদ্ বুদ্ধ্যাদিদৃশ্যং পরার্থম্। যথা গবাদয়ঃ স্বতন্ত্রা অপি মনুজাধীনত্বান্ মনুজতন্ত্রাঃ।

তয়োরিতি। দুঃখং দৃশ্যমচেতনম্। তচ্চ দ্রষ্ট্রা সহ সংযোগমন্তরেণ ন জ্ঞাতং স্যাৎ। তস্মাদ্দৃগ্দর্শনশক্ত্যোঃ সংযোগ এব হেয়স্য দুঃখস্য কারণম্। সংযোগস্তু অনাদিঃ বীজ-বৃক্ষবৎ। বিবেকেন বিযোগদর্শনাদ্ অবিবেকঃ সংযোগস্য কারণম্। অবিবেকঃ পুনরনাদি-স্তস্মাদ্ হেয়স্য দুঃখস্য হেতুভূতঃ সংযোগোঽপি অনাদিরিতি। তথেতি। তদিত্যত্র পঞ্চশিখাচার্য সূত্রম্। তৎসংযোগস্য—দ্রষ্ট্রা সহ বুদ্ধেঃ সংযোগস্য হেতুরবিবেকাখ্যঃ, তস্য বিবর্জনাৎ দুঃখপ্রতীকারম্। উদাহরণেন স্ফোটয়তি। সুগমম্। অত্রাপীতি। অত্রাপি—পরমার্থপক্ষেঽপি কণ্টকরূপস্য তাপকস্য রজসঃ অনুভবযুক্তপাদতলবৎ প্রকাশ-শীলং সত্ত্বং তপ্যং, কস্মাৎ তপিক্রিয়ায়াঃ কর্মস্থত্বাদ্ বিকারযোগ্যদ্রব্যস্থত্বাদিত্যর্থঃ।

ত্রিগুণ-স্বরূপে দৃশ্য স্বতন্ত্র বা স্বাধীন অর্থাৎ দৃশ্যের ত্রিগুণস্বরূপ মৌলিক অবস্থা দ্রষ্টৃনিরপেক্ষ, আবার পরার্থত্বহেতু অর্থাৎ পুরুষের উপদর্শনের দ্বারাই বুদ্ধ্যাদিরূপে তাহার পরিণাম হওয়া সম্ভব বলিয়া তাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ পর যে দ্রষ্টা তাহার অধীন। ভোগাপবর্গরূপ যে দুই অর্থ, তাহা হইতেই বুদ্ধি-আদির বৃত্তিতা বা বর্তমানতা, তাহারা পুরুষদর্শনসাপেক্ষ। তজ্জন্য বুদ্ধ্যাদি সমস্ত দৃশ্য পদার্থই পরার্থ অর্থাৎ পর যে দ্রষ্টা তাঁহার অর্থ বা বিষয়, যেমন গবাদিরা স্বতন্ত্র হইলেও অর্থাৎ তাহাদের জন্মাদি স্বকর্মফলাশ্রিত হইলেও, মনুষ্যাধীন বলিয়া মনুষ্যতন্ত্র।

দুঃখরূপ চিত্তবৃত্তি দৃশ্য ও অচেতন, তাহা দ্রষ্টার সহিত সংযোগব্যতীত জ্ঞাত হইতে পারে না। তজ্জন্য দৃক্-দর্শন-শক্তির সংযোগই হেয় যে দুঃখ তাহার কারণ। সংযোগ বীজবৃক্ষের ন্যায় অনাদি। বিবেকের দ্বারা তাহাদের বিযোগ হয় দেখা যায়, তজ্জন্য তদ্বিপরীত অবিবেকই সংযোগের কারণ। অবিবেক পুনঃ অনাদি, তজ্জন্য হেয় দুঃখের হেতুভূত সংযোগও অনাদি। (বর্তমান অবিবেক-প্রত্যয় পূর্ব অবিবেক-সংস্কারের ফলে উৎপন্ন, পূর্বের অবিবেক আবার তজ্জাতীয় পূর্ব পূর্ব সংস্কার হইতে উৎপন্ন, এইরূপে বীজবৃক্ষন্যায়ে অবিবেকরূপ অবিদ্যা এবং তাহার ফল-স্বরূপ সংযোগ অনাদি)।

এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যের সূত্র যথা—সেই সংযোগের অর্থাৎ দ্রষ্টার সহিত বুদ্ধির সংযোগের হেতু যে অবিবেক, তাহার বিবর্জন বা ত্যাগ হইতে দুঃখের প্রতীকার হয়, কিরূপে হয় তাহা উদাহরণের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন। এস্থলেও অর্থাৎ পরমার্থপক্ষেও কণ্টকরূপ দুঃখদায়ক রজোগুণের নিকট অনুভবগুণযুক্ত পাদতলরূপ প্রকাশশীল সত্ত্বগুণ তপ্য (তাপগ্রহণের যোগ্য)। কেন? তাহার উত্তর—তপিক্রিয়া বা তাপদানরূপ যে ক্রিয়াশীলতা, তাহা কর্মস্থ অর্থাৎ বিকারশীল দ্রব্যেই থাকা সম্ভব বলিয়া। (সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল বলিয়া তাহাতে তাপরূপ ক্রিয়া অনুভূত বা প্রকাশিত হয় এবং রজোগুণ ক্রিয়াশীল বলিয়া তাহা সত্ত্বকে তাপযুক্ত অর্থাৎ উদ্রিক্ত করে, অতএব ক্রিয়ার

সত্ত্বরূপে কর্মণ্যেব তপিক্রিয়া সম্ভবেন্ন নিষ্ক্রিয়ে দ্রষ্টরি। যতো দ্রষ্টা দর্শিতবিষয়ঃ সর্ববিষয়স্য প্রকাশকস্ততঃ স ন পরিণমতে। যথোদকস্য চাঞ্চল্যাৎ তদ্ভাসকো বিম্বভূতঃ সূর্যো বিরূপ ইব প্রতিভাসতে ন চ তেন সূর্যস্য বাস্তবং বৈরূপ্যং তথা সুখদুঃখয়োর্ভাসকঃ পুরুষঃ সুখী দুঃখী বেতি প্রতীয়ত ইতি। তদাকারানুবোধী—বুদ্ধিবৎ প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ।

১৮। দৃশ্যেতি সূত্রমবতারয়তি। প্রকাশশীলমিতি। পৌরুষচৈতন্যেন চেতনাবদ্‌ভবনং প্রকাশস্তদেব শীলং স্বভাবো যস্য তদ্দ্রব্যং সত্ত্বম্। চিত্তেন্দ্রিয়েষু যঃ সামান্যবোধরূপো ভাবো গ্রাহ্যে বস্তুনি চ যঃ প্রকাশ্যধর্মঃ, স এব প্রকাশঃ। অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তিঃ ক্রিয়া তচ্ছীলং রজসঃ। প্রকাশক্রিয়য়োঃ রুদ্ধাবস্থা স্থিতিঃ, তচ্ছীলং তমসঃ। এত ইতি। এতে সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ পুরুষস্য বন্ধনরজ্জব ইত্যর্থঃ। সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি, ন তানি দ্রব্যাশ্রয়া গুণাঃ, তেভ্যো ব্যতিরিক্তস্য গুণিনঃ অভাবাদ্ ইতি বেদিতব্যম্। তে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ—সত্ত্বাদীনাং সাত্ত্বিক-রাজসাদি-প্রবিভাগাঃ পরস্পরোপরক্তাঃ। সাত্ত্বিকো ভাবো রজস্তমোভ্যামনুরঞ্জিতঃ, তথা রাজসাস্তামসাশ্চ ভাবাঃ। তে চ গুণা দ্রষ্ট্রা সহ সংযোগবিয়োগধর্মাণঃ। তথা চ ইতরেতরেষাম্ উপাশ্রয়েণ সহায়তয়েত্যর্থঃ, উপার্জিতা মূর্তয়ঃ—ভূতেন্দ্রিয়াণি দ্রব্যাণি যৈস্তে। গুণাঃ পরস্পরসহায়া এব ভূতেন্দ্রিয়রূপেণ পরিণমন্তে। তে চ নিত্যং পরস্পরাঙ্গাঙ্গিনঃ অবিনাভাবিসাহচর্যাৎ। তথা সন্তোঽপি

অনুভব রথায় হয় সেই—) সত্ত্বরূপ কর্মেই বা বিকারযোগ্য সত্ত্বেই তপিক্রিয়া সম্ভব, নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টায় তাহা সম্ভব নহে। যেহেতু দ্রষ্টা দর্শিত-বিষয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা উপস্থাপিত সর্ববিষয়ের (সদা সমান ভাবে) প্রকাশক, সুতরাং তাহার পরিণাম হয় না। যেমন জলের চাঞ্চল্য-হেতু তাহার ভাসক বা প্রকাশক বিম্বভূত সূর্য বিরূপের ন্যায় (তাহা গোলাকার হইলেও অন্যরূপে, স্থির হইলেও অস্থিরের ন্যায়) প্রতিভাসিত হয়, কিন্তু তাহাতে যেমন সূর্যের বাস্তব বৈরূপ্য হয় না, তদ্রূপ সুখ-দুঃখের ভাসক পুরুষ সুখী বা দুঃখী-রূপে প্রতীত হন (কিন্তু তাহাতে তাঁহার বৈরূপ্য হয় না)। তদাকারানুবোধী অর্থে বুদ্ধির মত প্রতীয়মান।

১৮। সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। পুরুষের চৈতন্যের দ্বারা চেতনাযুক্ত হওয়াই প্রকাশ, তাহা যাহার শীল বা স্বভাব সেই দ্রব্যই সত্ত্ব। চিত্তেন্দ্রিয়ে যে সামান্য (সাধারণ) বোধরূপ ভাব এবং গ্রাহ্য বস্তুতে যাহা প্রকাশ্য বা জ্ঞাত হইবার যোগ্যতারূপ ধর্ম তাহাই প্রকাশ। (প্রকাশ ঠিক জ্ঞান নহে, কোনও একটি জ্ঞানের মধ্যে যে ক্রিয়া ও জড়তা আছে, তদ্ব্যতীত যে ভাব থাকে তাহাই বস্তুতঃ প্রকাশ)। ক্রিয়া অর্থে অবস্থান্তরতা-প্রাপ্তি, তাহা রজোগুণের শীল বা স্বভাব। প্রকাশ ও ক্রিয়ার রোধ অবস্থা স্থিতি, তাহা তমোগুণের স্বভাব। এই সত্ত্বাদিরা গুণ অর্থাৎ পুরুষের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ। সত্ত্বাদিরা দ্রব্য, তাহারা কোনও দ্রব্যাশ্রিত গুণ বা ধর্ম নহে, কারণ, তদ্ব্যতীত আর গুণী কিছুই নাই—ইহা বুঝিতে হইবে (কারণ, মূল বস্তুকে ধর্ম বলিলে ধর্মী কি হইবে?)। সেই গুণসকল পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণের সাত্ত্বিক-রাজসিকাদি প্রবিভাগসকল পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত। সাত্ত্বিক ভাব রজস্তমের দ্বারা অনুরঞ্জিত, রাজস এবং তামস ভাবও তদ্রূপ, অর্থাৎ প্রত্যেকে

তেষাং শক্তিপ্রবিভাগঃ অসংভিন্নঃ—অসংকীর্ণঃ যতঃ সত্ত্বস্য প্রকাশশক্তির্ন ক্রিয়াস্থিতিভ্যাং সংভিদ্যতে, প্রকাশক্রিয়াস্থিতয়ঃ অঙ্গাঙ্গিত্বেঽপি প্রত্যেকং পৃথগ্‌বিধা ইত্যর্থঃ। যথা শ্বেতরক্তকৃষ্ণবর্ণময্যাং রজ্জৌ শ্বেতাদীনি সূত্রাণি পৃথগ্‌ বর্তন্তে তদ্বৎ।

তুল্যেতি। অসংখ্যসাত্ত্বিকভাবানাম্ উপাদানভূতা প্রকাশশক্তিস্তেষাং তুল্যজাতীয়া, তেষাঞ্চ অতুল্যজাতীয়শক্তী ক্রিয়াস্থিতী, এবং রাজসতামসয়োর্ভাবয়োঃ। অসংকীর্ণা অপি তাঃ সম্ভূয়কারিণ্যঃ ত্রিগুণশক্তয়ঃ পরস্পরম্ অনুপতন্তি সহকারিরূপেণ বর্তন্ত ইত্যর্থঃ, গুণকার্যাণাং তুল্যজাতীয়াশ্চ অতুল্যজাতীয়াশ্চ যাঃ শক্তয়ঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতয়স্তাসাং যে অশেষা ভেদাস্তেষামনুপাতিনো গুণাঃ সহকারিণঃ সমন্বিতা ভূত্বাঽসমন্বিতা ভূত্বা বেত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। গুণানাং শক্তিপ্রবিভাগা অসংকীর্ণা অপি শক্যভাবোৎপাদনবিষয়ে তে সর্বে সম্ভূয়কারিণঃ। প্রধানবেলায়াং—কস্যচিদ্‌গুণস্য প্রাধান্যকালে স কার্য-জননোন্মুখঃ ইতরয়োঃ প্রধান গুণয়োঃ পৃষ্ঠত এব বর্ততে। অতস্তে গুণাঃ স্বস্বপ্রাধান্য-বেলায়াম্ উপদর্শিতসন্নিধানাঃ—উপদর্শিতং স্বানুভাবেন খ্যাপিতং সন্নিধানং—নিরন্তরা-বস্থানং যৈস্তথাবিধাঃ। গুণত্ব ইতি। গুণত্বে—অপ্রাধান্যেঽপি চ ব্যাপারমাত্রেণ—সহকারিতয়া প্রধানগুণ ইতরয়োরস্তিত্বম্ অনুমীয়তে; সত্ত্বকার্যেষু বোধেষু অপ্রধানয়ো রজস্তমসোঃ সত্তা বোধান্তর্গতক্রিয়াজাড্যাভ্যাম্ অনুমীয়ত ইত্যর্থঃ।

অন্য দুই গুণের দ্বারা উপরঞ্জিত। পুনশ্চ ঐ গুণসকল দ্রষ্টার সহিত সংযোগ-বিয়োগধর্মক অর্থাৎ উপদর্শনের ফলে দ্রষ্টার সহিত তাহাদের সংযোগ ও তদভাবে দ্রষ্টার সহিত বিয়োগ হওয়ার যোগ্য এবং পরস্পরের উপাশ্রয়ের বা সহায়তার দ্বারা ভূতেন্দ্রিয়রূপ মূর্তি উপার্জিত বা নির্মিত করে। গুণসকল পরস্পর-সহায়ক হইয়া ভূতেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়। তাহাদের সাহচর্য অবিনাভাবী বলিয়া তাহারা নিত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে অর্থাৎ সত্ত্বের অঙ্গ রজ-তম, রজর অঙ্গ সত্ত্ব-তম ইত্যাদিরূপে অবস্থিত। কিন্তু ঐরূপে থাকিলেও তাহাদের প্রত্যেকের (যথাক্রমে প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরূপ) শক্তি-প্রবিভাগ অসংভিন্ন বা পৃথক্, কারণ, সত্ত্বের প্রকাশশক্তি ক্রিয়া-স্থিতির দ্বারা সংভিন্ন হইবার যোগ্য নহে, অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকিলেও প্রত্যেকে পৃথক্‌রূপেই থাকে (তাহাদের প্রকাশত্ব, ক্রিয়াত্ব আদি শক্তির কোনও হানি হয় না), যেমন শ্বেত, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণময় (তিন তারযুক্ত এক) রজ্জুতে শ্বেত-লোহিতাদি সূত্র সন্নিহিত থাকিলেও পৃথক্ থাকে, তদ্বৎ।

অসংখ্য প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের উপাদানভূত যে প্রকাশশক্তি তাহা তাহাদের তুল্যজাতীয়, ক্রিয়া-স্থিতি তাহাদের অতুল্যজাতীয় শক্তি (যেমন, যে-সব পদার্থে প্রকাশের আধিক্য তাহা সত্ত্বগুণের তুল্যজাতীয় এবং রজস্তম তাহার অতুল্যজাতীয়)। রাজস ও তামস ভাব সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম। ত্রিগুণশক্তি অসংকীর্ণ বা প্রত্যেকে পৃথক্ হইলেও তাহারা (কার্য উৎপন্ন করিবার কালে) একত্রিত হইয়া পরস্পরকে অনুপতন করে বা সহকারিরূপে থাকে। গুণ-কার্য (ব্যক্তভাব)-সকলের তুল্যজাতীয় এবং অতুল্যজাতীয় যে প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরূপ শক্তিসকল, তাহাদের যে অসংখ্য প্রকার ভেদ, সেই ভেদসকলে অর্থাৎ তাহাদের উৎপাদন-বিষয়ে, গুণসকল অনুপাতী বা সহকারী, তন্মধ্যে

পুরুষেতি। পুরুষার্থতা—পুরুষসাক্ষিতা ইত্যর্থঃ। কার্যসমর্থা অপি গুণাঃ পুরুষ-সাক্ষিতাং বিনা মহদাদিকার্যাণি ন নির্বর্তয়ন্তি, তস্মাৎ পুরুষসাক্ষিতয়া তে প্রযুক্তসামর্থ্যাঃ—অধিকারবন্তঃ। তে চ দ্রষ্টা সহ অলিপ্তা অপি তৎসান্নিধ্যাদেব উপকারিণঃ অয়স্কান্তমণিবৎ। প্রত্যয়েতি। প্রত্যয়ঃ—স্বস্য উদ্ভূতবৃত্তিতায়াঃ কারণম্, তদভাবে একতমস্য উদ্ভূতবৃত্তিকস্য বৃত্তিমনু বর্তমানাঃ—অনুবর্তনশীলাঃ। এবংশীলা দৃশ্যা গুণাঃ প্রধানশব্দ-বাচ্যা ভবন্তীতি।

গুণানাং কার্যরূপেণ ব্যবস্থিতিমাহ তদিতি। গুণপ্রবর্তনস্য প্রয়োজনমাহ তদ্বিতি। ভোগায় অপবর্গায় বা গুণানাং প্রবৃত্তিঃ, নিষ্পন্নয়োশ্চ তয়োস্তেষাম্ অব্যক্ততারূপা নিবৃত্তিঃ। তত্রেতি। ভোগ ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণম্ 'অহং সুখী অহং দুঃখী' ইতি গুণ-কার্যস্বরূপস্যাবধারণম্। তত্র ভোগে দ্রষ্টা সহ সুখদুঃখবুদ্ধেরবিভাগাপত্তিঃ—সংকীর্ণতা অবিবেকো বেতি। অহং সুখী অহং দুঃখীত্যাত্মবুদ্ধেরপি যো দ্রষ্টা স ভোক্তা। তস্য ভোক্তুঃ স্বরূপাবধারণং—গুণেভ্যঃ পৃথক্ত্বাবধারণং বিবেকখ্যাতিরিত্যর্থঃ অপবর্গঃ। অপবৃজ্যতে মুচ্যতে ত্যজ্যতে গুণাধিকারঃ অনেনেতি অপবর্গঃ। বিবেকাবিবেকরূপয়োঃ জ্ঞানয়োরতিরিক্তমন্যজ্জ্ঞানং নাস্তীত্যত্র পঞ্চশিখাচার্যেণোক্তম্ অয়মিতি। অয়ং মূঢ়ো জনঃ ত্রিষু গুণেষু কর্তৃষু সৎসু তত্রয়াপেক্ষয়া চতুর্থে অকর্তরি, গুণকার্যরূপায়া আত্মবুদ্ধেঃ তুল্যাতুল্যজাতীয়ে, উক্তঞ্চাত্র "স বুদ্ধেঃ ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ" ইতি, গুণক্রিয়ারূপ-

সমানজাতীয় গুণ সমন্বিত হইয়া সহকারী হয় এবং অতুল্য বা অসমানজাতীয় গুণ গৌণভাবে বা তাহার পশ্চাতে থাকিয়া সহকারী হয় অর্থাৎ কোনও এক সাত্ত্বিক দ্রব্যে সত্ত্বগুণ তাহার সাত্ত্বিক উপাদানের সহিত মিলিয়া সহকারী হয় এবং ক্রিয়া-স্থিতিরূপ অতুল্য গুণ সত্ত্বের পশ্চাতে থাকিয়া সহকারী হয়। ইহাতে এই বুঝান হইল যে, প্রত্যেক গুণের প্রকাশাদি শক্তি-প্রবিভাগ অসংকীর্ণ বা পৃথক্ হইলেও কার্য উৎপাদনের কালে তাহারা মিলিত হইয়াই কার্য করে।

প্রধানবেলায় অর্থে কোনও এক অপ্রধান গুণের প্রাধান্য-কাল উপস্থিত হইলে তাহা কার্যোন্মুখ হইয়া অন্য দুই প্রধান গুণের (অপর দুইটির মধ্যে যেটি প্রধান হইয়া আছে তাহার) পশ্চাতে অবস্থিত হয় অর্থাৎ সেইটিকে অভিভূত করিয়া ব্যক্ত হইবার জন্য উন্মুখ হয় (যেমন, তমোগুণ যখন প্রধান হইবে তখন তাহা সত্ত্ব বা রজ যাহাই প্রধান থাকুক, তাহাকে অভিভূত করিবার জন্য অব্যবহিতভাবে ঠিক পশ্চাতে থাকিবে)। অতএব ঐ গুণসকল স্ব স্ব প্রাধান্যকালে উপদর্শিত-সন্নিধান হয় অর্থাৎ উপদর্শিত বা নিজের অনুভাবের (সামর্থ্যের) দ্বারা খ্যাপিত-সন্নিধান বা নিরন্তরাবস্থান যদ্দ্বারা, তাদৃশ হয় অর্থাৎ প্রধান হইবার সময় আসিলে সেই অপ্রধান গুণ যে ব্যক্ত হওয়ার শক্তিযুক্ত হইয়া ঠিক পশ্চাতে আছে তাহা জানা যায়। গুণত্ব-অবস্থায় বা অপ্রাধান্য-কালে তাহা ব্যাপারমাত্রের দ্বারা অর্থাৎ সহকারিভাবে থাকা-হেতু, প্রধান গুণের সহিত অন্য দুই গুণেরও অস্তিত্ব অনুমিত হয়, যেমন সত্ত্বগুণের কার্য যে বোধ তাহাতে অপ্রধান রজ ও তম-গুণের যে সত্তা তাহা বোধের অন্তর্গত ক্রিয়া ও জড়তার দ্বারা অনুমিত হয়।

বৃত্তিসাক্ষিণি পুরুষে উপনীয়মানান্—বুদ্ধ্যা সমর্প্যমাণান্ সর্বভাবান্ সুখদুঃখাদীনীত্যর্থঃ উপপন্নান্—সাংসিদ্ধিকান্ স্বাভাবিকান্ ইবেতি অনুপশ্যন্—মন্বানঃ ততোঽন্যদ্ মহদাত্মনঃ পরং দর্শনং জ্ঞমাত্রম্ অস্তীতি ন শঙ্কতে ন জানাতি, ভোগমেব জানাতি নাপবর্গম্।

তাবিতি। ব্যপদিশ্যেতে—অধ্যারোপিতৌ ভবতঃ। অবসায়ঃ—সমাপ্তিঃ। সুগমমন্যৎ। এতেনেতি। গ্রহণং—স্বরূপমাত্রেণ বাহ্যান্তর-বিষয়জ্ঞানম্। ধারণং—গৃহীতবিষয়স্য চেতসি স্থিতিঃ। উহনং—ধৃতবিষয়স্য উত্থাপনং স্মরণং বা। অপোহঃ—স্মরণারূঢবিষয়েষু কিয়তামপনয়নম্। তত্ত্বজ্ঞানম্—উহাপোহপূর্বকং নামজাত্যাদিভিঃ সহ পদার্থবিজ্ঞানম্। অভিনিবেশঃ—তত্ত্বজ্ঞানানন্তরং হেযোপাদেযত্বনিশ্চয়পূর্বকং প্রবর্তনং নিবর্তনং বা। এতে বুদ্ধিভেদা এব, অতো বুদ্ধৌ বর্তমানাঃ পুরুষে চৈতে অধ্যারোপিতসদ্ভাবাঃ—অধ্যারোপিতঃ উপচরিতঃ সদ্ভাবঃ—অস্তিত্বং যেষাং তে। পুরুষো হি তৎফলস্য—অধ্যারোপফলস্য বৃত্তিবোধস্য ভোক্তা—বোদ্ধা ইতি।

পুরুষার্থতা অর্থে পুরুষ-সাক্ষিতা (তাহাই পুরুষের সহিত ভোগাপবর্গের সম্বন্ধ)। গুণসকল কার্য করিতে সমর্থ হইলেও পুরুষ-সাক্ষিত্ব ব্যতীত অর্থাৎ পুরুষের উপদর্শন বিনা মহদাদিরূপ কার্য বা ব্যক্তভাব নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তজ্জন্য পুরুষ-সাক্ষিতার দ্বারা গুণসকল প্রযুক্ত-সামর্থ্য বা অধিকারযুক্ত হয় অর্থাৎ কার্যজননে সমর্থ হয়। তাহারা দ্রষ্টার সহিত লিপ্ত না হইরাও তৎসান্নিধ্য হইতে উপকার করে (বিষয়সকল উপস্থাপিত করে) যেমন অয়স্কান্ত মণির দ্বারা নিকটস্থ লৌহ আকর্ষিত হয়।

প্রত্যয় অর্থে কোনও এক গুণীয় বৃত্তির উদ্ভবের কারণ, সেই কারণ না থাকিলে, (যেমন সত্ত্বগুণের উদ্ভবের বা ব্যক্ততার কারণ না থাকিলে, তাহা) উদ্ভূত-বৃত্তিক (যাহার বৃত্তি বা কার্য উদ্ভূত হইয়াছে) অন্য কোনও এক গুণের (রজ বা তম গুণের) বৃত্তির অনুবর্তমান বা পশ্চাতে সহকারিরূপে স্থিতিশীল। এইরূপ স্বভাবযুক্ত দৃশ্য ত্রিগুণের নাম প্রধান।

গুণসকলের (ব্যক্ত) কার্যরূপে অবস্থিতি সম্বন্ধে বলিতেছেন। গুণের প্রবর্তনার আবশ্যকতা বলিতেছেন। ভোগের জন্য অথবা অপবর্গের জন্য গুণের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয়, তাহা নিষ্পন্ন হইলে অব্যক্ততা-প্রাপ্তিরূপ নিবৃত্তি হয়। ভোগ অর্থে ইষ্ট বা অনিষ্ট রূপে গুণ-স্বরূপের অবধারণ বা উপলব্ধি, যথা—'আমি সুখী' বা 'আমি দুঃখী' এই রূপে গুণ-কার্য-স্বরূপের অবধারণ হয়। তন্মধ্যে ভোগে দ্রষ্টার সহিত সুখ বা দুঃখরূপ বুদ্ধির অবিভাগপ্রাপ্তি বা সংকীর্ণতা (একত্বখ্যাতি) হয়, তাহাই অবিবেক। 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' এইরূপ সুখ-দুঃখের জ্ঞাতা আত্মবুদ্ধিরও যিনি দ্রষ্টা (ইহারা যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়) তিনিই ভোক্তা। সেই ভোক্তার স্বরূপের অবধারণ অর্থাৎ ত্রিগুণ হইতে তাঁহার পৃথক্ত্ব-অবধারণ বা বিবেকখ্যাতিই অপবর্গ। অপবর্জিত বা পরিত্যক্ত হয় গুণাধিকার (গুণের কার্যরূপ পরিণামশীলতা) যাহার দ্বারা তাহাই অপবর্গ। বিবেক বা অপবর্গ এবং অবিবেক বা ভোগরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য আর কোনও জ্ঞান নাই। এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, যথা—তিনগুণ কর্তা হইলেও, মূঢব্যক্তিরা সেই তিনের অতিরিক্ত চতুর্থ অকর্তাতে বা নিষ্ক্রিয় পুরুষে, যিনি

১৯। দৃশ্যেতি। স্বরূপং—কার্যস্বরূপং, ভেদঃ—কার্যভেদঃ। তত্রেতি। তন্মাত্র-পঞ্চকম্ অস্মিতা চেতি ষট্ পদার্থা অবিশেষা ইত্যস্মিন্ শাস্ত্রে পরিভাষিতাঃ। তথা চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্মেন্দ্রিয়াণি সংকল্পকং মনঃ পঞ্চভূতানি চেতি ষোড়শ বিশেষাঃ। এত ইতি। এতে ষড্ অবিশেষাঃ পরিণামাঃ সত্তামাত্রস্য আত্মনঃ—অস্মীতিজ্ঞানমাত্রস্য ইত্যর্থঃ সত্তাজ্ঞানযোরবিনাভাবিত্বাদ্ আত্মসত্তামাত্র আত্মবোধমাত্রশ্চেতি পদদ্বয়ং সমার্থকম্। তাদৃশশ্চাত্মভাবো মহান্—অভিমানৈরনিয়ত ইত্যর্থঃ। অহমেবমহমেব-মিত্যভিমানৈরাত্মভাবঃ সংকোচমাপদ্যতে অস্মীতিপ্রত্যয়মাত্রে তদভাবাৎ স মহান্ অবাধিতস্বভাবঃ সংকোচহীন ইতি। তস্য মহত আত্মনঃ ষড্ অবিশেষ-পরিণামাঃ। মহতঃ অহংকারঃ অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণীতি ক্রমেণেতি।

গুণ-কার্যরূপ আত্মবুদ্ধির সহিত কতক তুল্য এবং কতক অতুল্যজাতীয়, (যদ্বিষয়ে ভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে যে, তিনি অর্থাৎ পুরুষ বুদ্ধির সরূপও নহেন আবার অত্যন্ত বিরূপও নহেন, সেই গুণক্রিয়ারূপ বৃত্তির সাক্ষী পুরুষে, উপনীয়মান বা বুদ্ধির দ্বারা উপস্থাপিত, সর্বভাবকে অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদিকে সাংসিদ্ধিক বা স্বয়ংসিদ্ধ স্বাভাবিকের মত মনে করিয়া, (তাহাদের নিমিত্তকারণ-স্বরূপ) তাহা হইতে পৃথক্ অর্থাৎ মহদাত্মার উপবিষ্ট যে এক দর্শন বা জ্ঞ-মাত্র পুরুষ আছেন, তদ্বিষয়ে শঙ্কা করে না বা জানে না, ভোগকেই জানে অপবর্গকে জানে না।

ব্যপদিষ্ট হয় অর্থাৎ আরোপিত হয়। অবসায় অর্থে সমাপ্তি। গ্রহণ অর্থে বাহ্য বা আন্তর বিষয়ের স্বরূপমাত্রের জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে জানা। ধারণ অর্থে চিত্তে গৃহীত বিষয়ের স্থিতি (বিধৃত করিয়া রাখা)। উহন অর্থে বিধৃত বিষয়ের উত্থাপন বা স্মরণ। অপোহ শব্দের অর্থ স্মরণারূঢ় বিষয় হইতে কতকগুলিকে অপসারণ করা (বাছিয়া লওয়া)। তত্ত্বজ্ঞান অর্থে উহ-অপোহ-করণান্তর পূর্বে জ্ঞাত নাম-জাতি-আদির সহিত সংযোগ করিয়া জ্ঞেয় পদার্থের বিজ্ঞান। অভিনিবেশের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পর হেয়-উপাদেয় নিশ্চয় করিয়া অর্থাৎ কর্তব্য-অকর্তব্য নিশ্চয় করিয়া তদ্বিষয়ে প্রবর্তন বা নিবর্তন। ইহারা বুদ্ধিরই বিভিন্ন প্রকার ভেদ, অতএব বুদ্ধিতেই বর্তমান থাকিয়া ইহারা পুরুষে অধ্যারোপিত সদ্ভাব অর্থাৎ অধ্যারোপিত বা উপচরিত হওয়ার ফলেই যাহাদের অস্তিত্ব—তাদৃশ হয়. অর্থাৎ উক্ত নানাবিধ বৃত্তি বুদ্ধিতে বর্তমান থাকিলেও পুরুষের উপদর্শনের ফলেই তাহাদের অস্তিত্ব বা ব্যক্ততা নিষ্পন্ন হয়। পুরুষ সেই ফলের অর্থাৎ অধ্যারোপণের বা উপচারের ফল যে বৃত্তিবোধ, তাহার ভোক্তা বা জ্ঞাতা হন।

১৯। স্বরূপ অর্থে কার্যরূপে পরিণত দৃশ্যের স্বরূপ (মৌলিক স্বরূপ নহে)। ভেদ অর্থে তাহার কার্যের ভেদ। পঞ্চ তন্মাত্র এবং অস্মিতা এই ছয় পদার্থ এই শাস্ত্রে অবিশেষনামে পরিভাষিত বা নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, সংকল্পক মন এবং পঞ্চভূত ইহারা ষোড়শ বিশেষ। এই ছয় অবিশেষ সত্তামাত্র-আত্মার বা অস্মীতিমাত্র-জ্ঞানের পরিণাম। সত্তা এবং জ্ঞান অবিনাভাবী বলিয়া আত্মসত্তামাত্র এবং আত্মবোধমাত্র এই পদদ্বয় একার্থক। তাদৃশ আত্মভাবই মহান্ আত্মা, ইহাকে যে মহান্ বলা হয় তাহার কারণ ইহা অভিমানের দ্বারা অনিয়ত বা অসংকুচিত, 'আমি এইরূপ', 'আমি ঐরূপ' ইত্যাকার ('আমি জ্ঞাতা', 'আমি কর্তা', 'আমি ধর্তা'

যদিতি। যদ্ অবিশেষেভ্যঃ পরং—পূর্বোৎপন্নং তল্লিঙ্গমাত্রং—স্বকারণযোঃ পুংপ্রধানযোর্লিঙ্গমাত্রং জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ, মহত্তত্ত্বম্। দ্রষ্টুঃ লিঙ্গং চেতনত্বং গ্রহীতৃত্বং বা, প্রধানস্য লিঙ্গং ত্রিগুণা আত্মখ্যাতিরিতি। স্মর্যতে হি "অলিঙ্গাং প্রকৃতিং ত্বাহুর্লিঙ্গৈরনুমিমীমহে। তথৈব পৌরুষং লিঙ্গমনুমানাদ্ধি মন্যতে" ইতি। লিঙ্গমাত্রো মহান্ আত্মা যথোক্তলিঙ্গমাত্রস্বভাবঃ। তস্মিন্ মহদাত্মনি অবস্থায—সূক্ষ্মরূপেণ অহংকারাদয়ঃ কারণসংসৃষ্টা অবস্থায়, ততঃ পরং তে অবিশেষবিশেষরূপাঃ বিবৃদ্ধিকাষ্ঠাং—চরমাং বিবৃদ্ধিম্ অনুভবন্তি—প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। প্রতিসংসৃজ্যমানাঃ—বিলোমপরিণামক্রমেণ চ লীযমানা মহদাত্মনি অবস্থায়—মহত্তত্ত্বরূপতাং প্রাপ্য অব্যক্ততাং প্রতিযন্তীতি।

এই ভাবত্রযরূপ) অভিমানের দ্বারাই আত্মভাব সংকুচিত হয়, কিন্তু অস্মীতিমাত্র-প্রত্যযে ঐ সংকীর্ণতা নাই বলিযা সেই মহান্ আত্মা অবাধিত-স্বভাব বা কোনওরূপ সংকীর্ণতাহীন। সেই মহান্ আত্মার ছয অবিশেষ-পরিণাম হয, যথা—মহান্ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, এইরূপ ক্রমে।

যাহা ছয অবিশেষের উপরিস্থ বা পূর্বোৎপন্ন, তাহা লিঙ্গমাত্র অর্থাৎ স্বকারণ পুরুষ ও প্রকৃতির লিঙ্গমাত্র বা জ্ঞাপক এবং সেই পদার্থই মহত্তত্ত্ব। দ্রষ্টার লিঙ্গ বা লক্ষণ চেতনত্ব বা গ্রহীতৃত্ব, প্রধানের লিঙ্গ ত্রিগুণাত্মিকা আত্মখ্যাতি বা বিকারশীল আমিত্ববোধ। এবিষযে স্মৃতি যথা, "প্রকৃতিকে অলিঙ্গ বলা হয এবং তাহা মহত্তত্ত্বরূপ লিঙ্গ বা অনুমাপকের দ্বারাই অনুমিত হইযা থাকে, তদ্বৎ পুরুষ বা দ্রষ্টাও মহত্তত্ত্বরূপ লিঙ্গের দ্বারা অনুমিত হন" (মহাভারত)। তজ্জন্য লিঙ্গমাত্র মহান্ আত্মা পূর্বোক্ত লিঙ্গমাত্র-স্বভাব অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে দ্রষ্টার গ্রহীতৃরূপ লক্ষণ এবং অহন্তারূপ প্রাকৃত লক্ষণ পাওয়া যায বলিযা তাহা (মহৎ) পুরুষ ও প্রকৃতি উভযেরই লিঙ্গমাত্র। সেই মহদাত্মায অবস্থিতিপূর্বক অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে কারণের সহিত সংলগ্ন হইযা অবস্থান করতঃ, অহংকারাদিরা অবিশেষ ও বিশেষরূপে* বিবৃদ্ধিকাষ্ঠা অর্থাৎ চরম বৃদ্ধি অনুভব করে বা প্রাপ্ত হয (মহৎ হইতে ক্রমানুসারে ঐ সকলের সৃষ্টি হয)। আবার প্রতিসংসৃজ্যমান হইযা অর্থাৎ সৃজনের বিপরীতক্রমে বা কার্য হইতে কারণে পরিণত (লীযমান) হইযা মহদাত্মায অবস্থান করতঃ অর্থাৎ মহত্তত্ত্বরূপতা প্রাপ্ত হইযা, পরে অব্যক্তারূপ প্রলয প্রাপ্ত হয।

* বিশেষ অর্থে পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয ও মন। ষোড়শ সংখ্যায বিভক্ত হইলেও ইহাদের অন্তর্বিভাগ বা বিশেষ অসংখ্যপ্রকার। যেমন নানা প্রকার শব্দ বা স্পর্শ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অসংখ্যপ্রকার বিষয-গ্রহণ ও চালন, মনেরও নানাবিধ জ্ঞান, চেষ্টা আদি অশেষ বৃত্তির দ্বারা ভেদ—এই ষোড়শ স্থূল তত্ত্বের প্রত্যেকেরই উক্ত প্রকার অসংখ্য বৈশিষ্ট্য আছে ও ইহারা অন্য কিছুর সামান্য নহে বলিযা ইহাদের নাম বিশেষ।

এই বিশেষত্ব কেবল উপাদানের সংস্থানভেদেই হয, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই ভেদ অন্তর্হিত হয। যেমন রূপপরমাণুর সমষ্টিজ্ঞানের ফলেই লাল-নীল আদি ভেদজ্ঞান হয, কিন্তু সেই অবিভাজ্য পরমাণুতে বা রূপতন্মাত্রে লাল-নীল ভেদ নাই, তজ্জন্য প্রত্যেক তন্মাত্র বৈশিষ্ট্যহীন (বা রূপমাত্র, শব্দমাত্র, ইত্যাদি) এক-স্বরূপ, তাই তাহাদিগকে অবিশেষ বলা হয। তেমনি ইন্দ্রিয ও মনের নানাত্ব কেবল একই আমিত্বের বা অস্মিতারূপ অভিমানের নানা বিকারের ফল, তজ্জন্য উহাদের উপাদান অস্মিতা অবিশেষ এক-স্বরূপ। এখানে অস্মিতা অর্থে অহংকার, মূল অস্মিতা বা অস্মীতিমাত্র নহে, তাহাকে অবিশেষ হইতে পৃথক্ করিযা লিঙ্গমাত্র সংজ্ঞা দেওযা হইযাছে।

গুণানামব্যক্ততায়াঃ কিং স্বরূপং তদাহ 'যদিতি'। নিঃসত্তাসত্তং—নিষ্ক্রান্তা সত্তা অসত্তা চ যস্মাৎ তৎ। সত্তা—পুরুষার্থক্রিয়াভিব্যক্তভূততা, অসত্তা—পুরুষার্থক্রিয়াহীনতা। মহদাদিবৎসত্তাহীনত্বেঽপি হ্যলিঙ্গে তদ্যোগ্যতায়া ভাবাৎ তস্য নাসত্তা। নিঃসদসৎ—তন্ন সৎ—মহদাদিবদ্ অনুভবযোগ্যো ভাবঃ, নাপি অসৎ—শক্তিরূপত্বান্ ন অবিদ্যমানঃ পদার্থঃ। নিরসদ্—ভাবপদার্থবিশেষঃ। অব্যক্তং—সর্বব্যক্তিহীনম্। অলিঙ্গং—নিষ্কারণত্বান্ন তৎ কস্যচিৎ স্বকারণস্য লিঙ্গম্ অনুমাপকম্। এষ ইতি। এষ মহানাত্মা তেষাং বিশেষাবিশেষাণাং লিঙ্গমাত্রঃ পরিণামঃ, অব্যক্ততা চ অলিঙ্গপরিণামঃ। অলিঙ্গেতি। অলিঙ্গাবস্থাবস্থিতানাং গুণানাং সত্তাবিষয়ে ন পুরুষার্থো হেতুঃ—কারণম্। যতঃ অলিঙ্গাবস্থায়াং স্থিতানাং গুণানাম্ আদৌ—উৎপত্তিবিষয়ে ন পুরুষার্থতা কারণম্। ততস্তস্যা অব্যক্তাবস্থায়া ন পুরুষার্থঃ কারণম্ পুরুষার্থতা বুদ্ধিভেদ এব, বুদ্ধিস্তু গুণপুরুষ-সংযোগজাতা, অতো ন পুরুষার্থতা গুণকারণম্। পুরুষার্থতাঽকৃতত্বাদ্ অসৌ অলিঙ্গাবস্থা নিত্যা। ত্রয়াণাং গুণানাং যা বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রা অবস্থাস্তাসাম্ আদৌ উৎপত্তৌ ইত্যর্থঃ পুরুষার্থতা কারণম্। সা চ পুরুষার্থতা হেতুর্নিমিত্তকারণং বিশেষা-দীনাম্, তস্মাদ্ হেতুপ্রভবাস্তে বিশেষাদয়ঃ অনিত্যা ইতি।

গুণসকলের অব্যক্তভাব স্বরূপ কি ?—তাহা বলিতেছেন। নিঃসত্তাসত্ত অর্থে যাহা হইতে সত্তা এবং অসত্তা নিষ্ক্রান্ত বা বিযুক্ত হইয়াছে, তাহা। সত্তা অর্থে পুরুষার্থতারূপ (ভোগাপবর্গরূপ) ক্রিয়ার দ্বারা (তাহার অস্তিত্বের) অনুভূততা, অসত্তা অর্থে পুরুষার্থরূপ ক্রিয়াহীনতা। মহদাদির ন্যায় সত্তা বা ব্যক্ততা না থাকিলেও তাহাদিগকে ব্যক্ত করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়া অলিঙ্গ প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও অসত্তা নহে অর্থাৎ তাহা যে নাই—এইরূপ নহে। নিঃসদসৎ অর্থে যাহা সৎ বা মহদাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ অনুভবযোগ্য পদার্থ নহে, আবার, মহদাদির শক্তিরূপে তাহা থাকে বলিয়া তাহা অবিদ্যমান পদার্থও নহে। নিরসদ্ অর্থে ভাবপদার্থ-বিশেষ। অব্যক্ত অর্থে সর্বপ্রকার ব্যক্ততাহীন, তাহা অলিঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কারণত্ব-হেতু বা কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন নহে বলিয়া, তাহা নিজের কোনও কারণের লিঙ্গ বা অনুমাপক নহে। এই মহান্ আত্মা সেই বিশেষ এবং অবিশেষ-সকলের লিঙ্গমাত্র-পরিণাম এবং অব্যক্ততা তাহাদের অলিঙ্গ-পরিণাম (বিলোমক্রমে)।

অলিঙ্গাবস্থায় স্থিত গুণসকলের সত্তাবিষয়ে পুরুষার্থতা হেতু বা কারণ নহে অর্থাৎ পুরুষার্থ-নিরপেক্ষ হইয়া তাহারা তদবস্থায় থাকে। যেহেতু অলিঙ্গাবস্থায় অবস্থিত গুণসকলের আদিতে বা উৎপত্তিবিষয়ে পুরুষার্থতা কারণ নহে, তজ্জন্য তাহাদের অব্যক্তাবস্থার কারণ পুরুষার্থ নহে। পুরুষার্থতা বা ভোগাপবর্গতা এক এক প্রকার বুদ্ধি, বুদ্ধি ত্রিগুণ ও পুরুষের সংযোগজাত, সুতরাং পুরুষার্থতা ত্রিগুণের কারণ হইতে পারে না (বিবেকরূপ পুরুষার্থতা হইতে ত্রিগুণের অব্যক্ততা সঞ্জাত হয় না, বিবেক নিষ্পন্ন হইলে অর্থাৎ ব্যক্তভাব কারণের অভাব ঘটিলে পর ত্রিগুণ স্বতঃই অব্যক্তাবস্থায় যায়)। পুরুষার্থকৃত নহে বলিয়া এই অলিঙ্গাবস্থা নিত্য। তিনগুণের যে বিশেষ, অবিশেষ ও লিঙ্গমাত্র অবস্থা, তাহাদের আদিতে বা উৎপত্তিবিষয়ে পুরুষার্থতা কারণ। সেই পুরুষার্থতা বিশেষাদির হেতু বা

গুণা ইতি। সর্বধর্মানুপাতিন ইতি হেতুগর্ভবিশেষণমিদম্। মহদাদিসর্বব্যক্তীনাং মূলস্বভাবাদ্ গুণাঃ সর্বধর্মানুপাতিনঃ, তস্মাৎ তে ন প্রত্যস্তম্ অযন্তে—লয়ং গচ্ছন্তি ন চ উপজায়ন্তে। অতীতানাগতাভিস্তথা ব্যয়াগমবতীভিঃ—ক্ষযোদয়বতীভিঃ তথা চ গুণান্বয়িনীভিঃ—প্রকাশক্রিয়াস্থিতিমতীভিঃ মহদাদিব্যক্তিভির্গুণা উপজনাপায়ধর্মকা ইব—লয়োদয়শীলা ইব প্রত্যবভাসন্তে। দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা দেবদত্তস্য দরিদ্রাণং—দুর্গতত্বং তস্য গবামেব মরণান্ ন তু স্বরূপহানাৎ তথা গুণানামপি উদয়ব্যযৌ। সমঃ সমাধিঃ সঙ্গতিরিত্যর্থঃ। লিঙ্গেতি। লিঙ্গমাত্রমলিঙ্গস্য—প্রধানস্য প্রত্যাসন্নম্—অব্যবহিতকার্যম্। তত্র প্রধানে তল্লিঙ্গমাত্রং—সংসৃষ্টম্ অবিভক্তং সৎ বিবিচ্যতে—পৃথগ্ ভবতি, ক্রমস্য অনতিবৃত্তেঃ—বস্তুস্বাভাব্যাদ্ যথা ভবিতব্যং তদ্ অনতিক্রমাদ্, যথাযোগ্যক্রমত এব উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ পরিণামক্রমনিয়তা অবিশেষবিশেষভাবা উৎপদ্যন্তে। তথা চোক্তমিতি। পুরস্তাদ্—এতৎসূত্রভাষ্যস্য আদৌ। নেতি। বিশেষেভ্যঃ পরং—তদুৎপন্নং তত্ত্বান্তরং ন দৃশ্যতে ততস্তেষাং নাস্তি তত্ত্বান্তরপরিণামঃ। সন্তি চ তেষাং ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ প্রভূতাখ্যাঃ। ন হি ভৌতিকদ্রব্যেষু ষড্জর্ষভনীলপীতাদেরন্যথাত্বং দৃশ্যতে তস্মাত্তানি ন ভূতেভ্যস্তত্ত্বান্তরাণীতি।

নিমিত্তকারণ, তজ্জন্য হেতু হইতে উৎপন্ন যে বিশেষ-অবিশেষ আদি গুণপরিণাম তাহারা অনিত্য (কোনও একই ভাবে থাকে না)।

সর্বধর্মানুপাতী এই বিশেষণ হেতুগর্ভ অর্থাৎ ইহার ব্যবহারে হেতু বা কারণ বুঝাইতেছে। মহদাদি সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের মূল স্বভাব বা স্বরূপ বলিয়া গুণসকল সর্বধর্মানুপাতী বা সর্ব ব্যক্ত পদার্থে উপাদানরূপে অনুস্যূত। তজ্জন্য তাহারা প্রত্যস্তমিত বা লয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সর্বাবস্থায় থাকে বলিয়া ত্রিগুণ লয় হয় না এবং তাহা নূতন করিয়া উৎপন্নও হয় না। অতীত ও অনাগত ভাবে স্থিত এবং ব্যয়াগমযুক্ত বা ক্ষয়োদয়শীল এবং গুণান্বয়ী বা প্রকাশক্রিয়াস্থিতিযুক্ত মহদাদি ব্যক্ত-ভাবসকলের দ্বারা ত্রিগুণও উপজনাপায়-ধর্মযুক্তের ন্যায় বা লয়োদয়শীলরূপে অবভাসিত হয়। দৃষ্টান্ত বলিতেছেন, যেমন, দেবদত্তের দরিদ্রতা বা দুর্গতত্ব তাহার গোসকলের মৃত্যু হইতেই উৎপন্ন, দেবদত্তের স্বরূপহানি (যেমন রোগাদি)-বশতঃ নহে, তদ্রূপ গুণসকলের উদয় এবং লয়-বিষয়েও ঐরূপ সমাধান বা সঙ্গতি কর্তব্য অর্থাৎ স্বরূপতঃ গুণসকলের উৎপত্তি বা নাশ নাই, গুণকার্যরূপ ব্যক্তপদার্থসকলেরই সংস্থানভেদরূপ উদয়-লয় হইতে গুণেরও লয়োদয় বক্তব্য হয়।

অলিঙ্গ প্রধানের প্রত্যাসন্ন বা অব্যবহিত কার্য লিঙ্গমাত্র। তন্মধ্যে প্রধানে সেই লিঙ্গমাত্র সংসৃষ্ট বা অবিভক্ত (লীনভাবে) থাকিয়া বিবিক্ত বা পৃথক্ হইয়া ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রমকে অনতিক্রম করিয়াই হয় অর্থাৎ বস্তুর স্বভাব-অনুযায়ী যাহা যেরূপ ক্রমে উৎপন্ন হওয়ার যোগ্য, তাহাকে অতিক্রম না করিয়া যথাযথক্রমেই উৎপন্ন হয় (যেমন বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে মন—ইত্যাদিক্রমই যথাযথক্রম)। এইরূপে পরিণামক্রমের দ্বারা নিয়ত হইয়া অবিশেষ ও বিশেষ ভাবসকল উৎপন্ন হয়।

২০। দৃশীতি। বিশেষণৈঃ—স্বরূপদ্যোতকৈঃ লয়োদয়শীলৈঃ ধর্মৈরপরামৃষ্টা দৃক্-শক্তিঃ—জ্ঞ-মাত্রঃ অন্যবোদ্ধৃনিরপেক্ষঃ স্ববোধমাত্র এব দ্রষ্টা পুরুষঃ। স চ বুদ্ধেঃ—আত্ম-বুদ্ধেরস্মীতিমাত্রবিজ্ঞানস্য প্রতিসংবেদী—প্রতিসংবেদনহেতুঃ। যথা দর্পণঃ প্রতিবিম্ব-হেতুস্তথা অস্মীতিবোধস্য উত্তরক্ষণে মামহং জানামীত্যাত্মকো যঃ প্রতিবোধস্তস্য হেতুভূতঃ পূর্ণঃ স্ববোধ এব প্রতিসংবেদিশব্দেন লক্ষ্যতে। দ্রষ্টুঃ প্রত্যয়ানুপশ্যত্বেন সাক্ষিত্বেন বুদ্ধির্লব্ধসত্তাকা তস্মাদ্ দ্রষ্টা বুদ্ধের্বিরূপোঽপি নাত্যন্তং বিরূপঃ, বুদ্ধিবৎ প্রতীযমানত্বাৎ কিঞ্চিৎ সারূপ্যম্, অপরিণামিত্বাদবৈরূপ্যম্, ইত্যাহ নেতি। জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাদ্ বুদ্ধিঃ পরিণামিনী। গো-বিষয়াকারা গোজ্ঞানরূপা বুদ্ধিঃ নষ্টগোজ্ঞানা ঘটাকারা ঘটজ্ঞানরূপা অতঃ অ-গোজ্ঞানরূপা ভবতীতি দৃশ্যতে এবং জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বং ততশ্চ পরিণামিত্বম্।

পূর্বভাগ অর্থাৎ এই সূত্রের ভাষ্যের আদিতে উক্ত হইয়াছে। বিশেষের পর আর তদুৎপন্ন তত্ত্বান্তর দেখা যায় না বলিয়া তাহাদের আর অন্য কোনও তত্ত্বরূপ পরিণাম নাই। বিশেষসকলের প্রভূত বা ভৌতিক নামক ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণাম আছে। ভৌতিক দ্রব্যে ষড়্‌জ-ঋষভ, নীল-পীত আদির অন্যথাত্ব দেখা যায় না, তজ্জন্য তাহারা ভূত হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহে, কিন্তু তাহারা উহাদেরই সমষ্টিমাত্র। (সর্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, স্থূলরূপে ও একই কালে পঞ্চভূতের যে মিলিত জ্ঞান তাহাই ভৌতিকের লক্ষণ—যেমন সাধারণ লৌকিক ব্যবহারে ঘটিতেছে। কোনও এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য একই ভূতকে পৃথক্ করিয়া সমাধির দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাই ভূতসম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞান। ভৌতিক পদার্থে শব্দস্পর্শাদির নানা প্রকার সঙ্ঘাত থাকিলেও, শব্দাদি পঞ্চ ভূতব্যতীত তাহাতে কোনও মৌলিক নূতন লক্ষণ নাই, তজ্জন্য তাহা পৃথক্ তত্ত্বের অন্তর্গত নহে। Thornton ম্যাটারের যে লক্ষণ দেন তাহাও ঠিক সাংখ্যের ভৌতিকের লক্ষণ, যথা, "That which under suitable circumstances is able to excite several of our sense-organs at the same time, is called matter."—Physiography)।

২০। বিশেষণের দ্বারা অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞাপক লয়োদয়শীল ধর্মের দ্বারা, অপরামৃষ্ট বা অসম্পৃক্ত (যাহা কোনও বিকারশীল লক্ষণের দ্বারা বিশেষিত হইবার যোগ্য নহে) এইরূপ যে দৃক্-শক্তি বা জ্ঞ-মাত্র অর্থাৎ যাহা অন্য-বোদ্ধৃ-নিরপেক্ষ বা অন্য কোনও জ্ঞাতার দ্বারা বিজ্ঞেয় নহে সুতরাং স্ববোধমাত্র, তিনিই দ্রষ্টা পুরুষ। তিনি বুদ্ধির অর্থাৎ আমিত্ব-বুদ্ধির বা অস্মীতিমাত্র-বিজ্ঞানের প্রতিসংবেদী বা প্রতিসংবেদনের কারণ। যেমন দর্পণ প্রতিবিম্বের হেতু, তদ্রূপ অস্মীতি বা 'আমি' এই বোধের পরক্ষণে যে 'আমি আমাকে জানিতেছি' এইরূপ প্রতিবোধ বা প্রতিফলিত বোধ হয়, তাহার কারণ-স্বরূপ পূর্ণ স্ববোধপদার্থই প্রতিসংবেদী শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইতেছে। দ্রষ্টার প্রত্যয়ানুপশ্যতার (প্রত্যয়ের বা বুদ্ধিবৃত্তির উপদর্শনের) বা সাক্ষিতার দ্বারা বুদ্ধি লব্ধসত্তাক অর্থাৎ তৎফলেই বুদ্ধির বর্তমানতা (শঙ্করাচার্যও বলেন, দ্রষ্টাব্যতীত সবই হতবল হইয়া যায়), তজ্জন্য দ্রষ্টা বুদ্ধির বিরূপ হইলেও সম্পূর্ণ বিরূপ নহেন, বুদ্ধির মত প্রতীয়মান হওয়াতে বুদ্ধির সহিত তাঁহার

সদেতি। পুরুষবিষয়া আত্মবুদ্ধিঃ সদাজ্ঞাতস্বভাবা যতঃ অজ্ঞাতাত্মবুদ্ধির্ন কল্পনীয়া। কিঞ্চ স্বস্যা ভাসকং পৌরুষপ্রকাশং বিষিত্য উৎপন্না বুদ্ধিঃ সদৈব জ্ঞাতাহমিতিরূপা ন তদ্বিপরীতা। পুরুষস্য বিষয়ভূতা বুদ্ধিস্তথা চ স্বস্যাঃ প্রকাশকং পুরুষং বিষিত্য উৎপন্না পুরুষবিষয়া বুদ্ধিরভেদেনৈব অত্র ব্যবহৃতেতি বেদিতব্যম্। সদৈব পুরুষাজ্জ্ঞাতা-হমেতন্মাত্রপ্রাপ্তেঃ পুরুষঃ অপরিণামী জ্ঞস্বরূপঃ। শ্রূয়তে চ "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে-র্বিপরিলোপো বিদ্যত" ইতি।

কস্মাদিতি। বুদ্ধিস্তথা যা চ ভবতি পুরুষবিষয়ঃ তাদৃশী বুদ্ধির্গৃহীতাঽগৃহীতা—দ্রষ্টৃযোগে জ্ঞাতা পুনস্তদ্‌যোগেঽপ্যজ্ঞাতা ন স্যাৎ সদৈব পুরুষদৃষ্টা জ্ঞাতা বা স্যাদিত্যর্থঃ, ইতি হেতোঃ পুরুষস্য সদাজ্ঞাতবিষয়ত্বং সিদ্ধম্। কদাচিজ্‌জ্ঞাতাহং কদাচিদজ্ঞাতা ইতি চেদ্ আত্মবুদ্ধিরভবিষ্যৎ তদা তৎপ্রকাশকোঽপি কদাচিজ্‌জ্ঞঃ কদাচিদ্ অজ্ঞ ইত্যেবং

কিঞ্চিৎ সারূপ্য আছে এবং অপরিণামী-আদি কারণে বুদ্ধি হইতে দ্রষ্টার বৈরূপ্য, তজ্জন্য বলিতেছেন, তিনি বুদ্ধির সরূপও নহেন।

বুদ্ধির বিষয় জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত হয় বলিয়া বুদ্ধি পরিণামী। গো-বিষয়াকারা গো-জ্ঞানরূপা বুদ্ধি পুনরায় নষ্ট-গো-জ্ঞানা হইয়া ঘটাকারা ঘটজ্ঞানরূপা, অতএব অ-গোজ্ঞানরূপা, হয় দেখা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধিতে এক জ্ঞান নষ্ট হইয়া তৎপরিবর্তে অন্য জ্ঞানের যে উদয় হয় তাহা দেখা যায়, তজ্জন্য বুদ্ধি জ্ঞাতাজ্ঞাত-বিষয়ক এবং পরিণামী।

পুরুষ-বিষয়া যে আত্মবুদ্ধি তাহা সদাজ্ঞাত-স্বভাব, যেহেতু অজ্ঞাত আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি আমাকে জানি না' বা 'আমি নাই' এইরূপ বুদ্ধি কল্পনীয় নহে (কারণ, 'আমি নাই' ইহা 'আমি'ই কল্পনা করিবে)। আর নিজের ভাসক বা জ্ঞাপক যে পৌরুষ প্রকাশ তাহাকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন বুদ্ধি সদাই 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ, তাহা তদ্বিপরীত 'আমি অজ্ঞাতা' এইরূপ হইতে পারে না। পুরুষের বিষয়ভূত বুদ্ধি এবং তাহার (বুদ্ধির) নিজের প্রকাশক যে পুরুষ, তাহাকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন পুরুষ-বিষয়া বুদ্ধি—বুদ্ধির এই দুই লক্ষণ এস্থলে অভেদে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। পুরুষ হইতে (সংযোগের ফলে) 'আমি জ্ঞাতা' এতাবন্মাত্র ভাব সদাই পাওয়া যায় বলিয়া পুরুষ অপরিণামী জ্ঞ-স্বরূপ অর্থাৎ যতক্ষণ বুদ্ধিরূপ বিষয় থাকিবে ততক্ষণ তাহা বিজ্ঞাত হইবে *। শ্রুতিতেও আছে, "বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতৃত্ব-স্বভাবের কখনও অপলাপ হয় না।"

* ভাষার দিক্ হইতে জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা অপেক্ষা জ্ঞ-মাত্র, দৃক্-মাত্র শব্দ বিশুদ্ধতর। জ্ঞাতা বলিলে বিষয়ের জ্ঞাতৃরূপ এক ক্রিয়া দ্রষ্টাতে আরোপিত হয়; জ্ঞ বা দৃক্‌মাত্র আখ্যায় তাহা হয় না। যাঁহার অধিষ্ঠানের ফলে ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধি বিষয়প্রকাশিকা হয়, তিনিই দ্রষ্টৃপুরুষ। অতএব বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞাতা বুদ্ধি। চিদবভাসের অপেক্ষাতেই বুদ্ধিতে ধৃতি ও ক্রিয়ার সহযোগে জ্ঞাতৃত্বের বিকাশ। দ্রষ্টৃপুরুষ অন্যনিরপেক্ষ সুতরাং অনাপেক্ষিক স্বপ্রকাশ। চৈতন্য অর্থে অন্যনিরপেক্ষ জ্ঞাতৃত্ব, কিন্তু প্রকাশ অর্থে অচেতনের চেতনবৎ হওয়া এবং বিষয়রূপে প্রকাশিত হওয়া। জ্ঞেয় বিষয় না থাকিলে প্রকাশের ব্যক্ততা থাকিতে পারে না। কিন্তু চৈতন্য সদাই অন্যনিরপেক্ষ স্বপ্রতিষ্ঠ। উভয়সংযোগেই বুদ্ধির প্রকাশ, তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া দ্রষ্টাকে স্বপ্রকাশ বলা হয়। (ভাস্বতী, ৪।১৯ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

পরিণামী অভবিষ্যৎ। নন্থ নিরোধকালে বুদ্ধির্ন গৃহীতা ভবতি ব্যুত্থানে চ ভবতি অতো ভবতু আত্মা জ্ঞাতা চ অজ্ঞাতা চেতি শঙ্কা নিঃসারা। কস্মান্নিরোধে বুদ্ধেরপি অভাবান্নাস্তি তস্যা গ্রহণম্। এবং গৃহীতাত্মবুদ্ধিরজ্ঞাতা ইতি ন সিধ্যেৎ।

বুদ্ধিপুরুষয়োর্বৈরূপ্যে যুক্ত্যন্তরমাহ কিঞ্চেতি। জ্ঞানেচ্ছাকৃতিসংস্কারাদীনাং সংহত্যকারিত্বোৎপন্নাঃ সুখাদিবৃত্তয়ঃ পরার্থাঃ পরস্যৈকস্য বিজ্ঞাতুরুপদর্শনাদ্ একপ্রযত্নেন মিলিত্বা ভোগাপবর্গকার্যকারিণ্যঃ। বিজ্ঞাতৃপুরুষস্তু স্বার্থঃ—ন কস্যচিদর্থঃ, দ্রষ্টারমাশ্রিত্য ভোগাপবর্গৌ চরিতৌ ভবত ইতি দর্শনাৎ। তথেতি। তথা সর্বেষাং প্রকাশক্রিয়াস্থিতি-স্বভাবানাম্ অর্থানাম্ অধ্যবসায়কত্বাৎ—অর্থাকারপরিণতা সতী নিশ্চয়করণাদিত্যর্থঃ বুদ্ধিস্ত্রিগুণা ততশ্চ অচেতনা দৃশ্যা। পুরুষস্তু গুণানাম্ উপদ্রষ্টা স্ববোধরূপ ইত্যতঃ পুরুষো ন বুদ্ধেঃ সরূপঃ অস্তিতি। নাপি অত্যন্তং বিরূপো যতঃ স শুদ্ধোঽপি পরিণামিত্বাদিশূন্যোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ, বৌদ্ধং—বুদ্ধিবিকারং প্রত্যয়ং—জ্ঞানবৃত্তিম্ অনুপশ্যতি—উপদ্রষ্টা সন্ প্রকাশয়তি ততো বুদ্ধ্যাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে—প্রতীয়তে। শ্রূয়তেঽত্র "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্ অন্যো অভিচাকশীতি॥" অস্যার্থো যথা, অবিদ্যাভেদেন অস্মিতাক্লেশেন তৌ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ বুদ্ধিপুরুষৌ সমানম্ একমেব বৃক্ষং শরীরম্ পরিষস্বজাতে

বুদ্ধি যাহা পুরুষ-বিষয়ক অর্থাৎ পুরুষ-বিষয়া যে বুদ্ধি, তাহা গৃহীত-অগৃহীত অর্থাৎ দ্রষ্টার সংযোগে জ্ঞাত পুনশ্চ দ্রষ্টার সহিত সংযোগ হইলেও অজ্ঞাত এইরূপ কখনও হয় না, তাহা সদাই দ্রষ্টৃ-পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হইলে জ্ঞাতই হয়, এই কারণে পুরুষের সদাজ্ঞাত-বিষয়ত্ব সিদ্ধ হইল। যদি আত্মবুদ্ধি কখনও জ্ঞাত কখনও বা অজ্ঞাত হইত, তাহা হইলে তাহার যাহা প্রকাশক তাহা কখনও জ্ঞ কখনও বা অ-জ্ঞ এইরূপে পরিণামী হইত। (শঙ্কা যথা) নিরোধকালে বুদ্ধি ত প্রকাশিত হয় না, ব্যুত্থানকালেই (ব্যক্তাবস্থাতেই) প্রকাশিত হয়, অতএব আত্মা ত জ্ঞাতা ও অজ্ঞাতা (অতএব পরিণামী) হইল?—এই শঙ্কা নিঃসার, কারণ, নিরোধকালে বুদ্ধির অভাব বা লয় হয় বলিয়াই তাহার গ্রহণ হয় না। এইরূপে 'গৃহীত আত্মবুদ্ধি অজ্ঞাত' ইহা কখনও সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ আত্মবুদ্ধি গৃহীত হইবে অথচ তাহা অজ্ঞাত হইবে তাহা কখনও হইতে পারে না, ('আমি আছি' অথচ 'আমাকে আমি জানি না'—ইহা অসম্ভব। বুদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়াই আত্মাকে জ্ঞাতা বলা হয়, যতক্ষণ বুদ্ধি থাকিবে ততক্ষণ দ্রষ্টার জ্ঞাতৃত্বের অপলাপ হইবে না, সুতরাং তিনি সদা জ্ঞাতা। বুদ্ধি না থাকিলে অন্য কথা)।

বুদ্ধি এবং পুরুষের বৈরূপ্য বা বিসদৃশতা-বিষয়ে অন্য যুক্তি দিতেছেন। জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি (যদ্দ্বারা ইচ্ছা দৈহিক কর্মে পরিণত হয়), সংস্কার ইত্যাদির সংহত্যকারিত্ব হইতে (একযোগে মিলিত চেষ্টার ফলে) উৎপন্ন সুখ-দুঃখ আদি বুদ্ধিবৃত্তিসকল পরার্থ অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে পর কোনও এক বিজ্ঞাতার উপদর্শনের ফলে একপ্রযত্নে মিলিত হইয়া ভোগাপবর্গরূপ কার্যকারী হয়। বিজ্ঞাতা পুরুষ স্বার্থ, তাহা অন্য কাহারও অর্থ (প্রয়োজনার্থক বা বিষয় হইবার যোগ্য) নহে, কারণ, দ্রষ্টাকে

আলিঙ্গিতৌ তিষ্ঠতঃ অতঃ তৌ সযুজৌ সংযুক্তৌ যথোক্তং 'দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতে-বাস্মিতা', তথা চ 'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র'। তযোঃ বুদ্ধির্হি স্বাদু বিচিত্রং শুভাশুভকর্মফলং ভুঙ্ক্তে। অন্যঃ বুদ্ধিপ্রতিসংবেদী সাক্ষিস্বরূপঃ প্রত্যক্চেতনঃ পুরুষঃ অনশ্নন্ অভিচাকশীতি পশ্যতি ফলভোগরূপস্য বুদ্ধিবিকারস্য নির্বিকারদ্রষ্টৃরূপেণ তিষ্ঠতি। বহুবুদ্ধিপ্রতিসংবেত্তৃ-বহু-পুরুষাস্তিত্বমপি অত্র শ্রুতৌ বিজ্ঞাপিতম্। যথা রাজ্ঞা সহ সম্বন্ধাৎ কশ্চিৎ পুরুষো রাজপুরুষো ভবতি তথা পুরুষোপদর্শনাৎ লব্ধসত্তাকা বুদ্ধিরপি পৌরুষেয়ী ভবতীতি বুদ্ধিঃ কথঞ্চিৎ পুরুষসদৃশী, অনুভূযতে চ দ্রষ্টাহং জ্ঞাতাহমিত্যাদি। এবমচেতনাপি বুদ্ধিঃ মামহং জানামীতি অধ্যবস্যতি ততঃ স্ববোধস্বরূপঃ পুরুষ ইব প্রতীয়তে। তথা চোক্তং পঞ্চ-শিখাচার্যেণ। অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিঃ—ভোক্তা সুখদুঃখভোগভূতবুদ্ধের্দ্রষ্টা ইত্যর্থঃ, ততঃ অপ্রতিসংক্রমা বুদ্ধেরুপাদানরূপেণ প্রতিসংক্রমশূন্যা—প্রতিসঞ্চারশূন্যা ইত্যর্থঃ। পরিণামিনি অর্থে—বুদ্ধিবৃত্তৌ প্রতিসংক্রান্তা ইব তদ্বৃত্তিং—বুদ্ধিবৃত্তিম্ অনুপততি—তস্যা অনুরূপেব প্রতীযত ইত্যর্থঃ। এবং পুরুষস্য বুদ্ধিসারূপ্যম্। বুদ্ধেঃ পুরুষসারূপ্যমাহ। তস্যাশ্চ বুদ্ধিবৃত্তেঃ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়াঃ—প্রাপ্তঃ চৈতন্যোপ-গ্রহঃ চিদবভাসঃ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহঃ, তদেব স্বরূপং যস্যাঃ তস্যাঃ, অচেতনাপি চেতনা-বতীব প্রতিভাসমানা যা বুদ্ধিবৃত্তিস্তস্যা ইত্যর্থঃ। অনুকারমাত্রতয়া—নীলমণিব্যবহিতস্য

আশ্রয় করিয়াই ভোগাপবর্গ আচরিত হইতে দেখা যায় (সুতরাং ভোগাপবর্গ দ্রষ্টার প্রযোজক হইতে পারে না)।

তথা প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি-স্বভাবযুক্ত সমস্ত বিষয়ের অধ্যবসায়কত্বহেতু অর্থাৎ উপরঞ্জিত হওয়ায় ঐ ঐ ভাবযুক্ত বিষয়াকারে পরিণত বা দৃশ্যরূপে আকারিত হইয়া নিশ্চয়জ্ঞান (প্রকাশাদি-হেতু) বা বিষয়ের সত্তার জ্ঞান করায় বলিয়া বুদ্ধি ত্রিগুণা, তজ্জন্য তাহা অচেতন ও দৃশ্য। পুরুষ গুণসকলের উপদ্রষ্টা ও স্ববোধরূপ, তজ্জন্য পুরুষ বুদ্ধির সদৃশ নহেন।

পুরুষ বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত বিরূপও নহেন, যেহেতু তিনি শুদ্ধ হইলেও অর্থাৎ পরিণামিত্ব-আদি বুদ্ধির লক্ষণ তাঁহাতে না থাকিলেও তিনি প্রত্যযানুপশ্য অর্থাৎ বৌদ্ধ বা বুদ্ধির বিকাররূপ প্রত্যয়কে বা জ্ঞান-বৃত্তিকে অনুপশ্যনা করেন বা তাহার উপদ্রষ্টা হইয়া প্রকাশিত করেন, তজ্জন্য দ্রষ্টা বুদ্ধির অনুরূপ বলিয়া প্রত্যবভাসিত বা প্রতীত হন। এবিষয়ে শ্রুতি যথা, 'দ্বা সুপর্ণা···' ইহার অর্থ—"সুন্দর পক্ষযুক্ত দুইটি পক্ষী অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষ, অস্মিতাক্লেশরূপ অবিদ্যার দ্বারা সযুজ বা সংযুক্ত, যথা উক্ত হইয়াছে—'দৃক্-শক্তি বা পুরুষ এবং দর্শন-শক্তি বা বুদ্ধি ইহাদের একত্বজ্ঞানই অস্মিতা' (যোগসূত্র ২।৬), পুনশ্চ '(ব্যুত্থান অবস্থায়) বুদ্ধিবৃত্তির সহিত পুরুষের সারূপ্য প্রতীতি হয়' (যোগসূত্র ১।৪)। তাহারা উভয়ে শরীররূপ একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে বুদ্ধিই স্বাদু পিপ্পল বা বিচিত্র শুভাশুভ কর্মফল ভোগ করে এবং অন্যটি অর্থাৎ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী সাক্ষি-স্বরূপ প্রত্যক্চেতন যে পুরুষ, তিনি ঐ ফলভোগ না করিয়া নানা ফলভোগরূপ বুদ্ধিবিকারের নির্বিকার উপদ্রষ্টা হইয়া অবস্থান করেন। প্রতিজীবস্থ বহু বুদ্ধির প্রতিসংবেত্তা বহু পুরুষের অস্তিত্বও এই

তৎপ্রকাশকসূর্যাদের্যথা নীলিমা তথা বুদ্ধেরনুকারমাত্রতা প্রকাশকতা ইত্যর্থঃ, তযা বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা—চিত্তবৃত্তিভিঃ সহ অবিশিষ্টা অভিন্না ইব জ্ঞানবৃত্তিঃ—চিদ্‌বৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে অবিবেকিভিরিতি। জ্ঞানশব্দো জ্ঞমাত্রবাচী, চিতিশক্তিরেবাত্র জ্ঞানবৃত্তিঃ। যদ্বা চিতিশক্ত্যা সহ অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিরেব জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে।

শ্রুতিতে খ্যাপিত হইয়াছে। (উভয়ে সদৃশ হইলেও একজন সুখী-দুঃখী হয়, অন্যটি কেবল সুখ-দুঃখের নির্বিকার-জ্ঞাতৃরূপে স্থিত, ইহাই তাহাদের বৈরূপ্য)।" যেমন, রাজার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে কোনও পুরুষকে রাজপুরুষ বলা যায়, তদ্রূপ পুরুষের উপদর্শনের ফলে উৎপন্ন বুদ্ধি পৌরুষেয় হয়, তজ্জন্য বুদ্ধি কথঞ্চিৎ পুরুষসদৃশ। এইরূপ অনুভূতও হয় যে, 'আমি (= বুদ্ধি) দ্রষ্টা', 'আমি জ্ঞাতা' ইত্যাদি, সেইজন্য বুদ্ধি অচেতন হইলেও 'আমি আমাকে জানিতেছি' এইরূপ অধ্যবসায় করে বা জানে এবং তজ্জন্য তাহা স্ববোধ-স্বরূপ পুরুষের মত প্রতীত হয় *।

এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে—ভোক্তৃশক্তি বা দ্রষ্টৃ-পুরুষ অপরিণামী। ভোক্তা অর্থে সুখ, দুঃখ আদি ভোগভূত বুদ্ধির নির্বিকার দ্রষ্টা, তজ্জন্য চিতিশক্তি অপ্রতিসংক্রমা বা বুদ্ধির উপাদানরূপে প্রতিসঞ্চারশূন্যা অর্থাৎ প্রতিসংক্রান্ত হইয়া তদ্রূপে পরিণত হন না। তিনি পরিণামশীল বিষয়ে বা বুদ্ধিবৃত্তিতে, যেন পরিণত হইয়া তাহার বৃত্তিকে বা বুদ্ধিবৃত্তিকে অনুপতন করেন অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপ প্রতীত হন। এইরূপে বুদ্ধির সহিত পুরুষের সারূপ্য। আবার পুরুষের সহিত বুদ্ধির সাদৃশ্যও দেখাইতেছেন। সেই প্রাপ্ত-চৈতন্য-উপগ্রহরূপ অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে চৈতন্যোপগ্রহ বা চিদবভাস (স্বপ্রকাশত্বের ছায়া) যাহা, তাহাই প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহ,—উহা যাহার স্বরূপ অর্থাৎ অচেতন হইলেও চৈতন্যের ন্যায় প্রতীয়মানা যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার অনুকারমাত্রতার ফলে অর্থাৎ নীলমণির দ্বারা ব্যবহিত হইলে যেমন তৎপ্রকাশক সূর্যাদির নীলিমা, তদ্রূপ বুদ্ধির অনুকারমাত্রতা বা প্রকাশকতা, তৎফলে বুদ্ধিবৃত্তি হইতে দ্রষ্টার অবিশিষ্টতা অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি হইতে জ্ঞানবৃত্তি বা চৈতন্যরূপ চিদ্‌বৃত্তি অবিশিষ্ট বা অভিন্নবৎ (দ্রষ্টা ও বুদ্ধি যেন একই)—ইহা অবিবেকীদের দ্বারা আখ্যাত বা কথিত হয়। এখানে জ্ঞান-শব্দ জ্ঞ-মাত্র-বাচক এবং জ্ঞান-বৃত্তি অর্থে চিতিশক্তি। অথবা চিতিশক্তির সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকেই জ্ঞানবৃত্তি বলা হয়। (নীলমণির দ্বারা ব্যবহিত হওয়ার ফলে প্রকাশগুণযুক্ত আলোক এবং মণির অপ্রকাশ নীলিমা মিলিয়া যেমন নীল আলোক হয়, তদ্রূপ 'আমিত্ব'-লক্ষণাত্মক মূলতঃ অপ্রকাশ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা দ্রষ্টা ব্যবহিত হওয়ায় 'আমি দ্রষ্টা' এইরূপ জ্ঞান হয় অর্থাৎ দেশকালাতীত দ্রষ্টা 'আমিত্ব'-মাত্রে নিবদ্ধবৎ হইয়া—যাহাতে মনে হয় তিনি আমার ভিতরেই আছেন, সর্বকালে আছেন, ইত্যাদি—সংকীর্ণবৎ হন এবং দ্রষ্টৃত্বের অবভাসে জড় আমিত্বের বা আমিত্ববুদ্ধির প্রকাশ হয় বা তাহা সচেতনবৎ হয়)।

* বুদ্ধিতে যে 'আমি আমাকে জানিতেছি' বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাতে 'আমি' এবং 'আমাকে' ইহারা পৃথক্ পদার্থ। ইহাতে পূর্বক্ষণিক অতীত 'আমিত্ব'-বোধকে বর্তমান 'আমি' বিষয় করিয়া জানে। কিন্তু দ্রষ্টার স্বপ্রকাশলক্ষণে যে 'আমি আমাকে জানা' তাহাতে 'আমি' এবং 'আমাকে' ইহারা একই পদার্থের বৈকল্পিক ভেদ, অর্থাৎ জ্ঞ-মাত্রকে বা জানামাত্রকে ভাষায় ঐরূপ বলিতে হয়।

২১। পুরুষস্য ভোগাপবর্গরূপার্থমন্তরেণ নাস্তি দৃশ্যস্য অন্যৎ সাক্ষাজ্‌জ্ঞায়মানং রূপং কার্যং বা তস্মাৎ পুরুষার্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা—স্বরূপমিতি সূত্রার্থঃ। ভোগরূপেণ বিবেকরূপেণ বা গুণা দৃশ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। দৃশীতি। কর্মরূপতাং—ভোগাপবর্গরূপতাম্। তদিতি। তৎস্বরূপম্—দৃশ্যস্বরূপং ভোগাপবর্গরূপা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ, পরস্বরূপেণ—বিজ্ঞাতৃ-স্বরূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকম্—লব্ধসত্তাকম্। এতদুক্তং ভবতি। সুখদুঃখবোধঃ অহং সুখী অহং দুঃখীত্যাদ্যাকারেণ আত্মবুদ্ধিগতেন দ্রষ্ট্রা এব প্রতিসংবেদ্যতে তৎপ্রতিসংবেদনাচ্চৈব তেষাং জ্ঞানং সত্তা বা। ততস্তে পররূপেণ লব্ধসত্তাকা বিজ্ঞাতা বা। চরিতে ভোগা-পবর্গার্থে চিত্তবৃত্তীনাং নিরোধান্ন ভোগাপবর্গরূপা বৃত্তয়ঃ পৌরুষভাসা প্রকাশিতা ভবন্তি। নন্থ তদা সতীনাং বৃত্তীনাং কিমত্যন্তনাশ ইত্যেতস্য উত্তরমাহ। স্বরূপহানাৎ—সুখদুঃখাদি-প্রমাণাদি-মহদাদি-স্বরূপনাশাৎ তে ভাবা নশ্যন্তি ন চ বিনশ্যন্তি ন তেষামত্যন্তনাশঃ। তে চ তদা গুণস্বরূপেণ তিষ্ঠন্তি গুণাশ্চ অন্যৈরকৃতার্থ পুরুষৈঃ দৃশ্যন্ত ইতি।

২২। কৃতার্থমিতি। একং পুরুষমিত্যনেন পুরুষবহুত্বমাতিষ্ঠতে। নাশঃ পুরুষার্থ-হীনা অব্যক্তাবস্থা। যৌগপদিকস্য বহুজ্ঞানস্য একো দ্রষ্টেতি মতং সর্বেষামনুভব-

২১। পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ অর্থব্যতীত দৃশ্যের আর অন্য কোনও সাক্ষাৎ জ্ঞায়মান রূপ বা ব্যক্তভাব নাই (দৃশ্যের অব্যক্তাবস্থা অনুমানের দ্বারা জ্ঞায়মান)। তজ্জন্য পুরুষার্থই দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ—ইহাই সূত্রার্থ, অর্থাৎ গুণসকল হয় ভোগরূপে অথবা বিবেক বা অপবর্গরূপে দৃশ্য বা বিজ্ঞাত হয়। কর্মরূপতা অর্থে দ্রষ্টার ভোগাপবর্গরূপ দৃশ্যতা।

তৎ-স্বরূপ অর্থে দৃশ্য-স্বরূপ বা ভোগাপবর্গরূপ বুদ্ধি, তাহা পর-স্বরূপের দ্বারা অর্থাৎ দ্রষ্টৃরূপ বিজ্ঞাতৃ-স্বরূপের দ্বারাই, প্রতিলব্ধাত্মক বা লব্ধসত্তাক; অর্থাৎ তদ্দ্বারাই অভিব্যক্ত হইয়া তাহার বর্তমানতা। ইহাতে বলা হইল যে, সুখ-দুঃখ বোধসকল 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি আকারে আত্মবুদ্ধিগত (আমিত্ব-বুদ্ধির মধ্যে যাহা লব্ধ) দ্রষ্টার দ্বারাই প্রতিসংবিদিত হয় এবং সেই প্রতি-সংবেদনের ফলেই তাহাদের জ্ঞান বা অস্তিত্ব (সুখ-দুঃখরূপে আকারিত বুদ্ধি দ্রষ্টার প্রতিসংবেদনের ফলে ঐ ঐ প্রকার জ্ঞানরূপে ব্যক্ত হয়)। তজ্জন্য তাহারা পর রূপের (দ্রষ্টার) দ্বারা লব্ধসত্তাক এবং তদ্দ্বারাই বিজ্ঞাত হয় অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃত্ব তাহাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র ধর্ম নহে।

ভোগাপবর্গরূপ অর্থ চরিত বা নিষ্পন্ন হইলে চিত্তবৃত্তিসকলের নিরোধ হওয়ায় ভোগাপবর্গরূপ বৃত্তিসকল আর পুরুষের অবভাসের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। সৎ-স্বরূপে অর্থাৎ ভাবপদার্থরূপে অবস্থিত বৃত্তিসকলের তখন কি অত্যন্ত নাশ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, স্বরূপহানি হওয়াতে অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি, প্রমাণাদি এবং মহদাদিরূপ স্বরূপের (ব্যক্তভাবের) নাশ হয় বলিয়া সেই ভাবরূপ বৃত্তিসকলও নাশপ্রাপ্ত হয় বলা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের অত্যন্ত নাশ বা সত্তার অভাব হয় না, কারণ, তখন তাহারা (মহদাদিরা) তাহাদের কারণ গুণ-স্বরূপে লীন হইয়া থাকে এবং গুণসকল অন্য অকৃতার্থ পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট হয়।

বিরুদ্ধত্বাদ্ অচিন্তনীয়ং যুক্তিহীনত্বাদ্ অনাস্থেয়ম্। অনুভূয়তে চ সর্বৈঃ বর্তমানস্য এক-জ্ঞানস্য এক এব দ্রষ্টেতি। অতঃ প্রবর্ততেঽয়ং যুক্তঃ প্রবাদঃ যদ্ একদা বহুক্ষেত্রেষু বর্তমানানাং বহুজ্ঞানানাং বহবো জ্ঞাতার ইতি। "পুরুষ এবেদং সর্বম্" ইতি। "একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতীনামাত্মা পুরুষশ্চ ন দ্রষ্টৃ-মাত্রবাচী কিংতু প্রজাপতিবাচী। শ্রূয়তেঽপি "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা" ইতি। তথা স্মৃতিশ্চ "স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ। সংহৃত্য সর্বং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা" ইতি। ব্রহ্মাণ্ডস্য অন্তরাত্মভূতো দেব এক ইতি বাদঃ সাংখ্যসম্মতঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিপাদিতশ্চেতি দিক্। অজামেকামিত্যাদিশ্রুতৌ অপি পুরুষস্য বহুত্বমুক্তম্।

কুশলমিতি। সুগমম্। অতশ্চেতি। অকুশলানাং দৃশ্যদর্শনং স্যাৎ তচ্চ সংযোগ-মন্তরেণ ন স্যাদ্ অতঃ, তথা চ দৃগ্দর্শনশক্ত্যোঃ—দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ কারণহীনযোর্নিত্যত্বাৎ স সংযোগঃ অনাদিঃ। অনাদ্যাঃ সনিমিত্তা ভাবাঃ প্রবাহরূপেণৈব অনাদয়ঃ স্যুঃ বীজবৃক্ষবৎ। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগোঽপি অবিদ্যানিমিত্তকত্বাৎ প্রবাহরূপেণানাদির্ন চৈকব্যক্তিকানাদিঃ। দৃশ্যতে চ পরিণামিন্যা বুদ্ধের্বৃত্তিরূপেণ লয়োদয়শীলতা। যদা সা লীনা তদা বিয়োগো যদা বিপর্যয়সংস্কারবশাত্ পুনরুদিতা তদা সংযোগঃ। এবং বীজবৃক্ষবদ্ অনেক-

২২। 'এক পুরুষের প্রতি'—ইত্যাদির দ্বারা পুরুষবহুত্ব উপস্থাপিত করিতেছেন। নাশ অর্থে পুরুষার্থহীন অব্যক্তাবস্থা। যুগপৎ বহুজ্ঞানের দ্রষ্টা এক—এই মত সকলের অনুভবের বিরুদ্ধ বলিয়া অচিন্তনীয় এবং যুক্তিহীন বলিয়া অনাস্থেয় বা অগ্রাহ্য। সকলের দ্বারাই অনুভূত হয় যে, বর্তমান এক জ্ঞানের দ্রষ্টা একই, অতএব ইহা হইতে এই যুক্তিযুক্ত প্রবাদ বা যথার্থ সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয় যে, একক্ষণে বহু ক্ষেত্রে বা বহু চিত্তে বর্তমান বহু প্রাণীর বহুজ্ঞানের বহুজ্ঞাতাই থাকিবে। "পুরুষই এই সমস্ত", "সর্বভূতের অন্তরাত্মা একই, তিনি নানা প্রকারে প্রতিরূপে এবং বাহিরেও আছেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে আত্মা এবং পুরুষের উল্লেখ আছে, তাহা দ্রষ্টৃমাত্রবাচী নহে, কিন্তু প্রজাপতিবাচক (ব্রহ্মা)। শ্রুতিতেও আছে, "দেবতাদের মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি বিশ্বের কর্তা এবং ভুবনের পালয়িতা" (মুণ্ডক)। স্মৃতিতেও আছে, "তিনি সর্গকালে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়কালে পুনঃ তাহা নিজেতেই সংহৃত করেন। এইরূপে এই বিশ্বকে সংহরণ করিয়া নিজদেহে লীন করতঃ জগতের সেই অন্তরাত্মা (ব্রহ্মা বা নারায়ণ) কারণসলিলে শয়ান থাকেন" (মহাভারত)। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরাত্মভূত দেবতা অর্থাৎ যাঁহার অন্তঃকরণ এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, তিনি একই,—এই বাদ সাংখ্যসম্মত এবং শ্রুতি-স্মৃতির দ্বারা প্রতিপাদিত, এই দৃষ্টিতে ইহা বুঝিতে হইবে। 'অজামেকাম্' ইত্যাদি শ্রুতিতেও পুরুষের বহুত্ব উক্ত হইয়াছে।

অকুশল পুরুষেরই দৃশ্যদর্শন হইতে থাকে। তাহাও সংযোগব্যতীত হইতে পারে না তজ্জন্য এবং কারণহীন দৃক্-দর্শন-শক্তির অর্থাৎ দ্রষ্টার এবং দৃশ্যের নিত্যত্বহেতু সেই সংযোগও অনাদি। অনাদি কিন্তু সনিমিত্ত (যাহা নিমিত্ত হইতে জাত)-পদার্থ, প্রবাহরূপেই অনাদি হইয়া থাকে,

ব্যক্তিকস্য সংযোগস্য অনাদিপ্রবাহঃ। বিদ্যারূপনিমিত্তাদ্ অবিদ্যানাশে আত্যন্তিকো বিয়োগ ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রতিপাদিতঃ। তথা চোক্তং পঞ্চশিখাচার্যেণ ধর্মিণামিতি। ধর্মিণাং—সত্ত্বাদিগুণানাং মূলধর্মিণাং পরিণামিনিত্যানাং কূটস্থনিত্যৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞৈঃ পুরুষৈঃ সহ অনাদিসংযোগাদ্ ধর্ম-মাত্রাণাং—সর্বেষাং মহদাদীনাং দ্রষ্ট্রা সহ সংযোগঃ অনাদিঃ। অনাদিরপি সংযোগো ন নিত্যঃ প্রবাহরূপত্বান্ নিমিত্তজন্যত্বাচ্চ। সংযোগস্তু সম্বন্ধবাচকঃ পদার্থঃ, তস্মাত্তস্য অভাবো বিয়োগরূপঃ স্যাৎ সংযোগকারণস্য নাশে সতি। ভাবস্যৈবাভাবঃ সৎকার্যবাদবিরুদ্ধঃ, ন সম্বন্ধপদার্থস্যেতি অবগন্তব্যম্।

২৩। সংযোগেতি। স্বরূপস্য—অসামান্যবিশেষস্য অভিধিৎসয়া—অভিধানেচ্ছয়া। পুরুষ ইতি। পুরুষোপদর্শনান্ মহত্তত্ত্বানাং ব্যক্তত্বং তথা চ পুরুষবিষয়া বুদ্ধিঃ—জ্ঞাতাহং ভোক্তাহম্ ইত্যাদ্যাকারা উৎপদ্যতে। ততঃ পুরুষঃ স্বামী বুদ্ধিশ্চ স্বমিতি। দর্শনার্থং সংযুক্তঃ দর্শনফলকঃ সংযোগ ইত্যর্থঃ। তচ্চ দর্শনং দ্বিবিধং ভোগঃ অপবর্গশ্চেতি। দর্শনকার্যেতি। দর্শনকার্যাবসানঃ সংযোগঃ—বিবেকেন দর্শনস্য পরিসমাপ্ত্যা সংযোগস্যাপি অবসানং স্যাৎ। তস্মাদ্ বিবেকদর্শনং বিয়োগস্য কারণম্। নাত্রেতি। অদর্শনপ্রতিদ্বন্দ্বিনা

বীজবৃক্ষবৎ। দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগও অবিদ্যারূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রবাহরূপে বা লয়োদয়রূপ ধারাক্রমে অনাদি, তাহা সদা একব্যক্তিক বা অভঙ্গ একই ভাবে থাকারূপ কূটস্থ অনাদি নহে। দেখাও যায় যে, পরিণামী বুদ্ধির বৃত্তিরূপ লয়োদয়-শীলতা আছে। যখন তাহা লীন হয় তখন বিয়োগ, যখন বিপর্যয়সংস্কার (অনাত্মে আত্মখ্যাতিরূপ অস্মিতার সংস্কার)-বশে পুনরুদিত হয়, তখনই সংযোগ। এইরূপে বীজবৃক্ষের ন্যায় অনেকব্যক্তিক সংযোগের প্রবাহ অনাদি। বিদ্যা বা যথার্থ-জ্ঞানরূপ নিমিত্ত হইতে অবিদ্যা নষ্ট হইলে আত্যন্তিক বা সর্বকালীন বিয়োগ হয় (সংযোগের নাশ হয়), তাহা পরে প্রতিপাদিত হইবে। পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে—ধর্মীসকলের অর্থাৎ পরিণামি-নিত্য মূলধর্মী সত্ত্বাদি গুণসকলের, কূটস্থ বা অবিকারি-নিত্য ক্ষেত্রজ্ঞ (অন্তঃকরণাদি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা) পুরুষের সহিত অনাদি সংযোগ আছে বলিয়া ধর্মমাত্র মহদাদি-সকলেরও দ্রষ্টার সহিত যে সংযোগ তাহা অনাদি। সংযোগ অনাদি হইলেও তাহা যে নিত্য বা সদাস্থায়ী হইবেই—এইরূপ নিয়ম নহে, কারণ, তাহা প্রবাহ বা লয়োদয়রূপেই অনাদি এবং নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন। সংযোগ এক সম্বন্ধবাচক পদার্থ, তজ্জন্য তাহার বিয়োগরূপ অভাব হইতে পারে। সংযোগের যাহা কারণ তাহার নাশ হইলেই বিয়োগ হইবে। কোনও ভাব-পদার্থের অভাব হওয়াই সৎকার্যবাদের বিরুদ্ধ, সম্বন্ধ-পদার্থের নহে, ইহা বুঝিতে হইবে। (দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই সংযোগ-পদার্থ বিকল্পিত হয়, অতএব দ্রষ্টা ও দৃশ্যই বস্তুতঃ ভাব-পদার্থ, সংযোগরূপ তৃতীয় পদার্থ মনঃকল্পিত মাত্র। দৃশ্যের যখন স্বকারণে লয়রূপ অব্যক্ততাপ্রাপ্তি ঘটে, তখন আর সংযোগ-কল্পনার কোন অবকাশই থাকে না, তাহাই সংযোগের 'অভাব')।

২৩। সংযোগের স্বরূপ অর্থাৎ যাহা সাধারণ লক্ষণ নহে—এইরূপ বিশেষ লক্ষণের অভিধিৎসার বা বুঝাইবার ইচ্ছার ইহার অবতারণা করিতেছেন।

দর্শনেনাদর্শনং নাশ্যতে ততশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধস্ততো মোক্ষ ইত্যতো ন দর্শনং মোক্ষস্য অব্যবহিতং কারণং যদ্বা ন উপাদানকারণম্। দর্শনস্যাপি নাশে মোক্ষসম্ভবাৎ। কিং তু তন্নির্বর্তকত্বাদ্ দর্শনং ব্যবহিতকারণং কৈবল্যস্য।

কিঞ্চেতি। কিং লক্ষণকমদর্শনম্ ইত্যত্র শাস্ত্রগতান্ অষ্টৌ বিকল্পান্ উত্থাপ্য নিরূপয়তি। (১) কিং গুণানাম্ অধিকারঃ—কার্যারম্ভণসামর্থ্যম্ অদর্শনম্? নেদম-দর্শনস্য সম্যগ্ লক্ষণম্। যদা গুণকার্যং বিদ্যতে তদা অদর্শনমপি বিদ্যতে এতাবন্মাত্রমত্র যাথার্থ্যম্। নেদমদর্শনং সম্যগ্ লক্ষয়তি। যাবদ্দাহস্তাবজ্জ্বর ইত্যুক্তির্যথা ন সম্যগ্ জ্বরলক্ষণং তদ্বৎ। (২) আহোস্বিদিতি দ্বিতীয়ং বিকল্পমাহ। দৃশিরূপস্য স্বামিনো যো দর্শিতবিষয়স্য—দর্শিতঃ শব্দাদিরূপো বিবেকরূপশ্চ বিষয়ো যেন চিত্তেন তাদৃশস্য প্রধানচিত্তস্য অপবর্গরূপস্য অনুৎপাদঃ। বিবেকস্য অনুৎপাদ এব অদর্শনমিত্যর্থঃ। তদ্ধি স্বস্মিন্ চিত্তে ভোগাপবর্গরূপে দৃশ্যে বিদ্যমানেঽপি ন দর্শনং নোপলব্ধিরপবর্গ-স্যেত্যর্থঃ। ইদমপি ন সম্যগ্ লক্ষণম্। যথা স্বাস্থ্যস্যাভাব এব জ্বর ইতি জ্বরলক্ষণং ন সম্যক্ সমীচীনম্। (৩) কিমিতি। গুণানাম্ অর্থবত্তা অদর্শনমিতি তৃতীয়ো বিকল্পঃ। অত্র যদর্থদ্বয়স্য অনাগতরূপেণাবস্থানং স্বস্য কারণে ত্রৈগুণ্যে তদেবাদর্শনম্। ইদমপি ন সম্যগ্ লক্ষণমদর্শনস্য। গুণানামর্থবত্ত্বং তথাঽদর্শনঞ্চ অবিনাভাবীতি বাক্যং

পুরুষের উপদর্শনের ফলেই (প্রতিব্যক্তিগত) মহত্তত্ত্ব সকলের ব্যক্ততা, এবং তাহা হইতেই 'আমি জ্ঞাতা', 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদিপ্রকার পুরুষবিষয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য পুরুষ 'স্বামী' এবং বুদ্ধি 'স্ব'-স্বরূপ (পুরুষের নিজের বিষয়-স্বরূপ। ১।৪)। 'দর্শনার্থ সংযুক্ত' অর্থে দর্শন যাহার ফল তাহাই সংযোগ (দর্শন অর্থে সর্বপ্রকার জ্ঞান)। সেই দর্শন দ্বিবিধ—ভোগ এবং অপবর্গ।

সংযোগ দর্শন-কার্যাবসান—বিবেকের দ্বারা দর্শনকার্যের পরিসমাপ্তি হইলে সংযোগেরও অবসান হয় অর্থাৎ যাবৎ দর্শন তাবৎ সংযোগ, তজ্জন্য বিবেক-দর্শনই বিয়োগের কারণ। অদর্শনের বিরোধী যে দর্শন তদ্দ্বারাই অদর্শন বিনষ্ট হয়, তাহা হইতেই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়া মোক্ষ হয়। অতএব বিবেকরূপ দর্শন মোক্ষের অব্যবহিত বা সাক্ষাৎ কারণ নহে অথবা তাহার উপাদান-কারণও নহে, যেহেতু দর্শনেরও নাশ হইলে তবেই মোক্ষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু মোক্ষকে নির্বর্তিত বা সম্পাদিত করে বলিয়া তাহা কৈবল্যের ব্যবহিত বা গৌণ কারণ (বিবেকরূপ দর্শনের ফলে অদর্শনের নাশ হয়, তাহাতে বিবেকেরও অনবকাশ ঘটে এবং স্বাশ্রয় চিত্তসহ দর্শন ও অদর্শন উভয়ই লয় হয়। তাহাই চিত্তের মোক্ষ বা দ্রষ্টার কৈবল্য)।

এই অদর্শনের লক্ষণ কি? তাহার মীমাংসার্থ শাস্ত্রগত অষ্টপ্রকার বিকল্প বা বিভিন্ন মত উত্থাপন করিয়া তাহা নিরূপিত করিতেছেন।

(১) গুণসকলের যে অধিকার বা ব্যাপার (পরিণত হইয়া কার্য) করিবার সামর্থ্য বা কর্মপ্রবণতা তাহাই কি অদর্শন? ইহা অদর্শনের সম্যক্ লক্ষণ নহে। যতদিন ত্রিগুণের কার্য থাকিবে ততদিন অদর্শনও থাকিবে, ইহাতে এতাবন্মাত্রই সত্য। ইহা অদর্শনকে সম্যক্ লক্ষিত

যথার্থমপি ন তদুল্লেখমাত্রমেব সম্যগ্‌লক্ষণম্‌। যদ্‌ ব্যাপকং তদ্রূপমিত্যত্র ব্যাপ্তে রূপস্য চ অবিনাভাবিত্বেঽপি ন তৎকথনাদেব রূপং লক্ষিতং ভবেদিতি। (৪) অথেতি। অবিদ্যা প্রতিক্ষণং প্রলয়ে চ স্বচিত্তেন—স্বাধারভূতচিত্তস্য প্রত্যয়েন সহ নিরুদ্ধা—সংস্কাররূপেণ স্থিতা, স্বচিত্তস্য—সাবিদ্যপ্রত্যয়স্য উৎপত্তিবীজমিতি চতুর্থো বিকল্প এব সমীচীনঃ, সনিমিত্তস্য সংযোগস্য চ সম্যগবধারণসমর্থঃ। (৫) পঞ্চমং বিকল্পমাহ কিমিতি। স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে যা গতিসংস্কারস্যাভিব্যক্তিঃ যস্যাং সত্যাং পরিণামপ্রবাহঃ প্রবর্ততে অদর্শনঞ্চ দৃশ্যতে তদেবাদর্শনম্‌। অত্রেদং শাস্ত্রবচনম্‌ উদাহরন্তি এতদ্বাদিনঃ প্রধানমিত্যাদি। প্রধীয়তে জন্যতে মহদাদিবিকারসমূহঃ অনেনেতি প্রধানম্‌। প্রধানং চেৎ স্থিত্যা বর্তমানম্‌—অব্যক্ত-রূপেণাবস্থানস্বভাবকং স্যাৎ—অভবিষ্যৎ, তদা বিকারা-করণাদ্‌ অপ্রধানং স্যান্মূলকারণং ন অভবিষ্যৎ। তথা গত্যা এব বর্তমানং—বিকারাবস্থায়াং সদৈব বর্তমানস্বভাবকং চেদ্‌ অভবিষ্যৎ তদা বিকারনিত্যত্বাদ্‌ অপ্রধানম্‌ অভবিষ্যৎ। তস্মাদ্‌ উভয়থা স্থিত্যা গত্যা চেত্যর্থঃ প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ, ততশ্চ প্রধান-ব্যবহারং মূলকারণত্বব্যবহারং লভতে নান্যথা। অন্যদ্‌ যদ্‌ যদ্‌ বস্তু কারণরূপেণ কল্পিতং ভবতি তত্র তত্র এব সমানঃ চর্চঃ—বিচার ইতি। অস্মিন্‌ বিকল্পে মূলকারণস্য স্বভাব-মাত্রমেবোক্তং ন চ তন্মাত্রকথনং ব্যবহিতকার্যস্য সংযোগস্য স্বরূপং লক্ষয়েদিতি। যথা

করে না। যতক্ষণ দেহের উত্তাপ থাকিবে ততক্ষণ জ্বর—ইহা যেমন জ্বরের সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে, তদ্রূপ।

(২) দ্বিতীয় বিকল্প বলিতেছেন। দৃশিরূপ স্বামীর যে দর্শিতবিষয়রূপ বা শব্দাদিরূপ (ভোগ) এবং বিবেকরূপ (অপবর্গরূপ) বিষয় যে চিত্তের দ্বারা দর্শিত হয়—সেই অপবর্গসাধক প্রধানচিত্তের যে অনুৎপাদ বা বিবেকের যে অনুৎপত্তি তাহাই অদর্শন। অর্থাৎ ভোগাপবর্গরূপ দৃশ্য নিজের চিত্তে শক্তিরূপে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তদুভয়ের যে দর্শন না হওয়া বা অপবর্গের উপলব্ধি না হওয়া, তাহাই অদর্শন। ইহাও সম্যক্‌ লক্ষণ নহে। স্বাস্থ্যের (সুস্থতার) অভাবই জ্বর—জ্বরের এইরূপ লক্ষণ যেমন সমীচীন নহে, তদ্বৎ।

(৩) তৃতীয় বিকল্প যথা—গুণসকলের অর্থবত্তাই অর্থাৎ শক্তিরূপে বা অলক্ষিতভাবে স্থিত ভোগাপবর্গযোগ্যতাই অদর্শন। ইহাতে ভোগাপবর্গরূপ অর্থদ্বয়ের যে অনাগতরূপে স্বকারণ ত্রিগুণ-স্বরূপে অবস্থান বা ব্যক্ত না হওয়া, তাহাকেই অদর্শন বলা হইতেছে (ভোগাপবর্গরূপে ব্যক্ত হওয়ারূপ মূল বিকার-স্বভাবকেই অদর্শন বলিতেছেন)। অদর্শনের এই লক্ষণও যথার্থ নহে। গুণসকলের অর্থবত্ত্ব এবং অদর্শন অবিনাভাবী—এই বাক্য যথার্থ হইলেও তাহার উল্লেখমাত্রকেই অদর্শনের সম্যক্‌ লক্ষণ বলা যায় না। যেমন, যাহা ব্যাপক তাহাই রূপ, এস্থলে ব্যাপ্তির সহিত রূপের অবিনাভাবী সম্বন্ধ থাকিলেও ব্যাপ্তি বলিলেই যেমন রূপের লক্ষণ করা হয় না, তদ্রূপ।

(৪) অবিদ্যা প্রতিক্ষণে এবং সৃষ্টির প্রলয়কালে স্বচিত্তের সহিত অর্থাৎ নিজের আধারভূত চিত্তের প্রত্যয়ের সহিত নিরুদ্ধ (অবিদ্যা-সংস্কারের নিরোধ বক্তব্য নহে) হইয়া অর্থাৎ সংস্কাররূপে

বিকারশীলায়া মৃত্তিকায়াঃ পরিণামবিশেষো ঘট ইতি ন চৈতদ্ ঘটদ্রব্যস্য সম্যগ্ বিবরণম্। (৬) ষষ্ঠং বিকল্পমাহ দর্শনেতি। একে বদন্তি দর্শনশক্তিরেবাদর্শনম্। তে হি প্রধানস্যাত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিরিত্যনয়া শ্রুত্যা স্বপক্ষং প্রতিপোষন্তি। শ্রুতৌ অপি উক্তং প্রধানস্য আত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিরিত্যাকূতম্। খ্যাপনং দর্শনং তদর্থা চেদ্ অদর্শনরূপা প্রবৃত্তিঃ তদা প্রবৃত্তেঃ শক্তিরূপাবস্থৈব প্রবৃত্তিসামর্থ্যমেব বা অদর্শনমিত্যেষাং নয়ঃ। অস্মিন্ লক্ষণেঽপি পূর্বদোষপ্রসঙ্গঃ, আতপাজ্জাতং শস্যং তণ্ডুলমিত্যুক্তির্ন তণ্ডুলস্য সম্যগ্‌বোধায় ভবতি। অদর্শনং চিত্তধর্মঃ তস্য ব্যবহিতমূলকারণস্য প্রধানস্য

থাকিয়া পুনরায় স্বচিত্তের বা অবিদ্যাযুক্ত প্রত্যয়ের উৎপত্তির বীজভূত হয়—এই চতুর্থ বিকল্পই সমীচীন, ইহা সকারণ সংযোগকে সম্যক্ বুঝাইতে সমর্থ। (এক অবিদ্যাপ্রত্যয় লয় হইয়া তাহার সংস্কার হইতে পুনশ্চ আর এক অবিদ্যাপ্রত্যয় উৎপন্ন হইতেছে—এই প্রকারে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য সংযোগের ও তাহার কারণ অবিদ্যার অনাদি প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। ইহাই অদর্শনের প্রকৃত লক্ষণ)।

(৫) পঞ্চম বিকল্প বলিতেছেন। স্থিতিসংস্কারের অর্থাৎ ত্রিগুণের অব্যক্তরূপে স্থিতির ক্ষয় হইয়া যে গতিসংস্কারের অর্থাৎ পরিণামরূপে ব্যক্তভাব অভিব্যক্তি, যাহার ফলে পরিণামপ্রবাহ প্রবর্তিত বা উদ্‌ঘাটিত হয় এবং অদর্শনও দৃষ্ট বা ব্যক্ত হয় (কারণ, অদর্শনও একপ্রকার প্রত্যয়), তাহাই অদর্শন। এই বাদীরা তদ্বিষয়ে এই শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করেন। প্রহিত বা উৎপাদিত হয় মহদাদিবিকারসমূহ যাহার দ্বারা তাহাই প্রধান বা প্রকৃতি। প্রধান যদি স্থিতিতেই বর্তমান থাকিত অর্থাৎ সদা অব্যক্তরূপে অবস্থান করার স্বভাবযুক্ত হইত, তাহা হইলে মহদাদিবিকারের সৃষ্টি না করায় তাহা অপ্রধান হইত, অর্থাৎ (ব্যক্ত কিছু না থাকায়) সর্ব ব্যক্তভাবের মূল উপাদান কারণরূপে গণিত হইত না। যদি তাহা কেবল গতিতেই বর্তমান থাকিত অর্থাৎ সদা বিকার বা ব্যক্ত অবস্থায় থাকার স্বভাবযুক্ত হইত, তাহা হইলেও বিকারনিত্যত্বহেতু অর্থাৎ মূলকারণ প্রকৃতিরূপে না থাকিয়া নিত্য বিকাররূপে থাকার জন্য, তাহা অপ্রধান হইত। তজ্জন্য উভয়থা অর্থাৎ অব্যক্তরূপ স্থিতিতে এবং বিকাররূপ গতিতে প্রধানের প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া অতএব উভয় প্রকার স্বভাবই তাহাতে বর্তমান বলিয়া, তাহা প্রধানরূপে বা মূলকারণস্বরূপে ব্যবহার লাভ করে বা তদ্রূপে গণিত হয়, নচেৎ হইত না। অন্য যে-সকল বস্তু কোনও ব্যক্ত কার্যের কারণরূপে কল্পিত বা গণিত হয় তত্তৎ বিষয়েও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

এই বিকল্পে মূলকারণের স্বভাবমাত্র বলা হইয়াছে, তাবন্মাত্র বলাতেই উহা হইতে ব্যবহিত (যাহা ঠিক পরবর্তী নহে, এইরূপ) যে সংযোগরূপ কার্য তাহার স্বরূপের লক্ষণ করা হয় না। যেমন, বিকারশীল মৃত্তিকার পরিণাম-বিশেষই ঘট, ইহাতেই ঘটরূপ দ্রব্যের সম্যক্ বিবরণ করা হয় না, তদ্বৎ।

(৬) ষষ্ঠ বিকল্প বলিতেছেন। এক বাদীরা বলেন, দর্শন-শক্তিই অদর্শন (এখানে দর্শন অর্থে বিষয়জ্ঞান) "আত্মখ্যাপনার্থই বা নিজেকে ব্যক্ত করিবার জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা"—এই শ্রুতির দ্বারা তাঁহারা স্বপক্ষ সমর্থন করেন। ইঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতিতেও আছে, "আত্মখ্যাপনের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি"। খ্যাপন অর্থে (বিষয়-) দর্শন, অদর্শনরূপ প্রবৃত্তি যদি

প্রবৃত্তিস্বভাবকথনমেব নানবদ্যং তল্লক্ষণম্। (৭) সপ্তমং বিকল্পমাহ উভয়স্যেতি। উভয়স্য—দ্রষ্টুর্দৃশ্যস্য চ ধর্মঃ অদর্শনমিত্যেকে আতিষ্ঠন্তে। তত্র—তন্মতে ইদম্—অদর্শনং তৈবেবং সঙ্গতং ক্রিয়তে, তদ্‌যথা দর্শনং—জ্ঞানং দ্রষ্টৃদৃশ্যসাপেক্ষং তস্মাৎ তদ্‌ দর্শনং তদ্ভেদঃ অদর্শনঞ্চাপি তদুভয়স্য ধর্ম ইতি। দ্রষ্টৃদৃশ্যাপেক্ষমদর্শনম্ ইত্যুক্তির্যথার্থাপি ন তু তাদৃশা দৃশা অদর্শনং ব্যাকর্তব্যম্। (৮) অষ্টমং বিকল্পমাহ দর্শনেতি। কেচিদ্‌ বদন্তি বিবেকব্যতিরিক্তং যদ্দর্শনজ্ঞানং শব্দাদিরূপং তদেবাদর্শনম্। জ্ঞানকালে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগস্যাবশ্যম্ভাবিত্বেঽপি ইন্দ্রিয়াদৌ অভিমানরূপস্য বিপর্যয়স্য ফলমেব শব্দাদিজ্ঞানং তস্মান্ন তজ্‌জ্ঞানং সংযোগহেতোরদর্শনস্য স্বরূপং ভবিতুমর্হতীতি।

তজ্জন্যই হয়, তবে প্রধান-প্রবৃত্তির শক্তিরূপ অবস্থাই বা প্রবৃত্তিসামর্থ্যই (প্রবৃত্ত হইয়া প্রপঞ্চোৎপাদনশীলতাই) অদর্শন—ইহা এই বাদীদের মত। অদর্শনের এই লক্ষণেও পূর্ব দোষ আসিয়া পড়ে। সূর্যকিরণ-সাহায্যে উৎপন্ন শস্যই তণ্ডুল—ইহার দ্বারা তণ্ডুলের সম্যক্ বোধ হয় না। অদর্শন চিত্তের এক প্রকার ধর্ম, তাহার ব্যবহিত (ঠিক পূর্ববর্তী কারণের ব্যবধানে স্থিত) মূল কারণ যে প্রধান তাহার প্রবৃত্তিস্বভাবের উল্লেখমাত্র অদর্শনের সুস্পষ্ট লক্ষণ নহে।

(৭) সপ্তম বিকল্প বলিতেছেন, দ্রষ্টা এবং দৃশ্য এই উভয়ের ধর্ম অদর্শন—ইহা এক বাদীরা বলেন। তাহাতে অর্থাৎ ঐ মতে এই অদর্শন তাঁহাদের দ্বারা এইরূপে সঙ্গতিকৃত বা স্থাপিত হয়—দর্শন বা জ্ঞান দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-সাপেক্ষ বলিয়া তাহা এবং তাহার অঙ্গ অদর্শন (ইহাও এক প্রকার জ্ঞান) তদুভয়ের (দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের) ধর্ম। অদর্শন দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-সাপেক্ষ, এই উক্তি যথার্থ হইলেও (কারণ, অদর্শনও একরূপ প্রত্যয় এবং তাহা দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগে উৎপন্ন ইহা যথার্থ হইলেও) এইরূপ দৃষ্টিতে অদর্শনের ব্যাখ্যান করা কর্তব্য নহে। (যেমন সন্তান পিতৃমাতৃ-সাপেক্ষ—ইহা যথার্থ হইলেও, পিতা-মাতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেই বা পিতামাতার লক্ষণ করিলেই সন্তানের যথার্থ লক্ষণ করা হয় না, তদ্বৎ)।

(৮) অষ্টম বিকল্প বলিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বিবেকজ্ঞানব্যতিরিক্ত যে শব্দাদিরূপ দর্শনজ্ঞান তাহাই অদর্শন। জ্ঞানকালে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগ অবশ্যম্ভাবী হইলেও ইন্দ্রিয়াদিতে অভিমানরূপ বিপর্যয়ের ফলই শব্দাদিজ্ঞান, তজ্জন্য জ্ঞান, সংযোগের হেতু যে অদর্শন তাহার কারণ হইতে পারে না। (এস্থলে অদর্শনের ফলের দ্বারাই অদর্শনের লক্ষণ করা হইয়াছে। যাহা সেবন করিলে মৃত্যু ঘটে তাহাই বিষ—ইহাতে যেরূপ বিষের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলা হইল না, তদ্বৎ)।

এই বিকল্পসকলের মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্পই অভাবমাত্র-লক্ষণাত্মক, তজ্জন্য তাহাই প্রসজ্য-প্রতিষেধ অর্থাৎ কেবল নিষেধ-জ্ঞাপক লক্ষণ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্যগুলি পর্যুদাস বা অন্য এক ভাবরূপ অর্থ গ্রহণপূর্বক লক্ষণ করা হইয়াছে (অভাব অর্থে সম্পূর্ণ অভাবও হয় অথবা অন্য এক ভাব এইরূপও হয়), ইহা বিবেচ্য। ইহারা সাংখ্যশাস্ত্রগত বিকল্প বা মতভেদ। তন্মধ্যে অর্থাৎ অদর্শন-বিষয়ে সর্বপুরুষের সহিত যে গুণসংযোগ তাহা এই বহুপ্রকার বিকল্পের সাধারণ বিষয় বা লক্ষণ—ভাষ্যের এইরূপ অন্বয় করিয়া বুঝিতে হইবে।

এষু বিকল্পেষু দ্বিতীয এব অভাবমাত্রস্তস্মাৎ স এব প্রসজ্যপ্রতিষেধং গৃহীত্বা ব্যাকৃতঃ, ইতরে তু পর্যুদাসং গৃহীত্বেতি বিবেচ্যম্। ইত্যেত ইতি। এতে সাংখ্যশাস্ত্রগতা বিকল্পাঃ—মতভেদাঃ। তত্র—অদর্শনবিষয়ে, সর্বপুরুষাণাং গুণসংযোগে এতদ্ বিকল্প-বহুত্বং সাধারণ-বিষয়মিত্যন্বয়ঃ। এতদুক্তং ভবতি। পুরুষৈঃ সহ গুণসংযোগ ইতি যথার্থং সামান্যবিষয়ং প্রকল্প্য সর্বেষু বিকল্পেষু অদর্শনম্ অভিহিতম্। ন চ তেনৈব হেয়হেতু অদর্শনং সম্যগ্ নিরূপিতং স্যাদ্ যাদৃশান্নিরূপণাদ্ দুঃখহানোপায়ো নিরূপিতো ভবেৎ। তচ্চ প্রত্যেকং পুরুষেণ সহ তদ্বুদ্ধেঃ সংযোগস্য হেতুনিরূপণাদেব সাধ্যম্। চতুর্থে বিকল্পে তথৈবাদর্শনং লক্ষিতমিতি।

২৪। যস্ত্বিতি। যস্য প্রত্যক্‌চেতনস্য—প্রতীপম্ আত্মবিপরীতম্ অনাত্মভাবম্ অঞ্চতি বিজানাতীতি প্রত্যক্ যদ্বা প্রতি প্রতি বুদ্ধিম্ অঞ্চতি অনুপশ্যতীতি প্রত্যক্, তদ্রূপচেতনস্য, প্রত্যেকং পুরুষস্যেত্যর্থো যঃ স্ব-স্বরূপবুদ্ধিসংযোগস্তস্য হেতুরবিদ্যা।

ইহাতে এই উক্ত হইল যে, পুরুষের সহিত গুণের সংযোগ এই যথার্থ এবং সামান্য (সর্বলক্ষণেই বর্তমান) বিষয় গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিকল্পেই অদর্শন অভিহিত বা লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল তদ্দ্বারাই হেয়হেতু (দুঃখকারণ) অদর্শন এইরূপভাবে নিরূপিত হয় না যদ্দ্বারা দুঃখহানের উপায় নিরূপিত হইতে পারে অর্থাৎ দুঃখহান করিবার জন্য যেরূপ স্পষ্ট ও কার্যকর লক্ষণের প্রয়োজন তদ্রূপ লক্ষণ করা চাই। প্রত্যেক পুরুষের সহিত বুদ্ধির সংযোগের কারণ নিরূপিত হইলেই দুঃখহান সাধিত হইতে পারে। চতুর্থ বিকল্পে ঐ প্রকারেই অদর্শন লক্ষিত করা হইয়াছে।

২৪। প্রতীপকে বা আত্মবিপরীত অনাত্মভাবকে যিনি জানেন অথবা প্রতিবুদ্ধিকে যিনি অনুপশ্যনা করেন ('অঞ্চতি') তিনি প্রত্যক্—তদ্রূপ প্রত্যক্ চৈতন্যের সহিত বা প্রত্যেক পুরুষের সহিত তাহার স্ব-স্বরূপ বুদ্ধির (১।৪ দ্রষ্টব্য) যে সংযোগ দেখা যায়, তাহার কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা অর্থে এখানে বিপর্যয়জ্ঞানের বাসনা যাহা ভ্রান্তজ্ঞান-প্রবণতামূলক চিত্তপ্রকৃতিরূপ*, তাদৃশ বাসনাসকল বিপর্যস্ত প্রত্যয়ের মূল হেতু, তজ্জন্য (উপযুক্ত কর্মাশয় থাকিলে) তাহারা তাহাদের অনুরূপ প্রত্যয় অর্থাৎ অবিদ্যামূলক বিপর্যয়বৃত্তি উৎপাদন করে। তাহা হইতে প্রতিক্ষণ বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ প্রবর্তিত হয়, যেহেতু বিপর্যস্ত-জ্ঞান-বাসনা-সমন্বিত বুদ্ধি পুরুষখ্যাতিরূপ কার্যনিষ্ঠা বা কার্যাবসান প্রাপ্ত হয় না (পুরুষখ্যাতিরূপ অপবর্গ হইলেই বিপর্যয়ের সুতরাং বুদ্ধিকার্যের অবসান হয়, কিন্তু

* চিত্তের অবিদ্যাপ্রবণতা কিরূপ তাহা নিম্নোক্ত উদাহরণে বুঝা যাইবে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, বহুকালের বন্ধুত্ব ও উপকারিতা সহসা সামান্য কারণে একদিনের অনভীষ্ট ব্যবহারে শত্রুতায় পরিণত হয়। সাধারণ নিয়মে দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠতা বিপর্যস্ত হইতে দীর্ঘকালই লাগার কথা, কিন্তু কাজে তাহা হয় না। ইহার কারণ অদান্ত চিত্তের অবিদ্যাপ্রবণতা, বিদ্বিষ্ট ভাবের দিকে তাহা যত সহজে আকৃষ্ট হয়, মৈত্রীর দিকে সেইরূপ হয় না। অবিদ্যাবিরোধী বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনে সংযম ও সাত্ত্বিকতার অভ্যাসে ইহার বিপরীত ভাব দেখা দেয়। তখন সাত্ত্বিক প্রসন্নতার আভিমুখ্যই সাধকের সহজ অবস্থা হইয়া মৈত্রী-মুদিতাই তাঁহার হৃদ্গত স্বভাবে পরিণত হইতে থাকিবে, তাহার ফলে চিত্তের শান্তিমূলক সম্প্রসাদ বিঘ্নিত হইবে না। ইহাই সাধকচিত্তের বিদ্যাপ্রবণতা।

অবিদ্যাত্র বিপর্যয়জ্ঞানবাসনা, অতদ্রূপখ্যাতিপ্রবণচিত্তপ্রকৃতিরূপা তাদৃশ্য এব বাসনা বিপর্যস্তপ্রত্যয়স্য মূলহেতবঃ, ততস্তা এব স্বানুরূপান্ প্রত্যযান্ জনয়েরন্। ততঃ প্রতিক্ষণং বুদ্ধিপুরুষসংযোগঃ প্রবর্তেত, যতো বিপর্যস্তজ্ঞানবাসনাবাসিতা বুদ্ধির্ন পুরুষখ্যাতিরূপাং কার্যনিষ্ঠাং—কার্যাবসানং প্রাপ্নুযাৎ। পুরুষখ্যাতৌ সত্যাং পরবৈরাগ্যেণ নিরুদ্ধা বুদ্ধির্ন পুনরাবর্ততে।

অত্রেতি। কশ্চিদুপহাসক এতৎ ষণ্ডকোপাখ্যানেন উদ্‌ঘাটয়তি। সুগমম্। তত্রেতি। আচার্যদেশীয়ঃ—আচার্যকল্পঃ বক্তি বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ জ্ঞাননিবৃত্তিরেব মোক্ষো ন চ জ্ঞানস্য বিদ্যমানতেত্যর্থঃ। যতঃ অদর্শনাদ্ বুদ্ধিপ্রবৃত্তিস্ততঃ অদর্শনকারণাভাবাদ্—অদর্শনরূপং কারণং তস্য অভাবাদ্ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ। অদর্শনং বন্ধকারণং—দৃশ্যসংযোগকারণং তচ্চ দর্শনাদ্ বিবেকান্ নিবর্ততে। যথাগ্নিঃ স্বাশ্রয়ং দগ্ধ্বা স্বয়মেব নশ্যতি তথা দর্শনম্ অদর্শনং বিনাশ্য স্বয়মেব নিবর্ততে। উপসংহরতি তত্রেতি। তত্র—মোক্ষবিষয়ে, যা চিত্তস্য নিবৃত্তিঃ স এব মোক্ষঃ। অতোঽস্য উপহাসকস্য অস্থানে—অযুক্ত এব মতিবিভ্রম ইতি।

২৫। সূত্রমবতারয়তি হেয়মিতি। তস্যেতি। অদর্শনস্যাভাবঃ—দর্শনেন নাশঃ সত্যজ্ঞানস্যৈব জনিষ্যমাণতা, ততঃ সংযোগস্যাপি অভাবঃ—অত্যন্তাভাবঃ সাতত্তিকঃ

অবিবেকরূপ বিপর্যয় থাকাতে তাহা হয় না)। পুরুষখ্যাতি হইলেই পরবৈরাগ্যের দ্বারা নিরুদ্ধ বুদ্ধি আর পুনরাবর্তন করে না (তাহাতেই বিপর্যয়ের কার্যাবসান হয়)।

কোনও উপহাসক ইহা ষণ্ডকোপাখ্যানের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন। আচার্যদেশীয় বা আচার্যস্থানীয় কেহ বলেন যে, বুদ্ধিনিবৃত্তি বা জ্ঞানের নিবৃত্তিই মোক্ষ, জ্ঞানের বিদ্যমানতা মোক্ষ নহে, যেহেতু অদর্শনের ফলেই বুদ্ধির প্রবৃত্তি, অতএব অদর্শনকারণের অভাবে অর্থাৎ অদর্শনরূপ যে বুদ্ধি-প্রবৃত্তির কারণ, তাহার অভাব ঘটিলে বুদ্ধিরও নিবৃত্তি হইবে। অদর্শনই বন্ধের কারণ বা দৃশ্যের সহিত সংযোগের হেতু, তাহা দর্শন বা বিবেকের দ্বারা বিনষ্ট হয়। অগ্নি যেমন নিজের আশ্রয়ভূত ইন্ধনকে দগ্ধ করিয়া নিজেও নাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দর্শন অদর্শনকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং নির্বর্তিত হয়। উপসংহার করিতেছেন, তাহাতে অর্থাৎ মোক্ষ-বিষয়ে, চিত্তের যে নিবৃত্তি তাহাই মোক্ষ, অতএব চিত্ত যে সাক্ষাৎরূপে মোক্ষ সম্পাদন করে তাহা নহে, চিত্তের প্রলয়ই মোক্ষ। সুতরাং এই উপহাসকের এইরূপ মতিভ্রম অ-স্থান অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট বা অযুক্ত হইয়াছে।

২৫। সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। অদর্শনের অভাব অর্থাৎ দর্শনের দ্বারা তাহার নাশ এবং সত্যজ্ঞানেরই যে কেবল জনিষ্যমাণতা (উৎপন্ন হইতে থাকা), তাহা হইতে সংযোগেরও অভাব হয় অর্থাৎ অত্যন্ত অভাব বা সর্বকালের জন্য অসংযোগ হয়, পুনরায় আর কখনও সংযোগ হয় না। পুরুষের সহিত বুদ্ধির অসংকীর্ণ ভাব হয় অর্থাৎ মহদাদির অব্যক্ততা-প্রাপ্তি হয়। তাহা হইতে দ্রষ্টার কৈবল্য অর্থাৎ কেবলতা বা দ্বৈতহীনতা হয় (বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া দ্রষ্টাকে যে অকেবল বা দ্বৈত বলা হইত, তাহা তখন বক্তব্য হয় না)।

অসংযোগো ন পুনঃ সংযোগ ইত্যর্থঃ। পুরুষস্য বুদ্ধ্যা সহ অমিশ্রীভাবঃ—মহদাদেব-ব্যক্ততাপ্রাপ্তিবিত্যর্থঃ। ততশ্চ দৃশেঃ কৈবল্যং—কেবলতা দ্বৈতহীনতা। স্পষ্টমন্যৎ।

২৬। অথেতি হানোপাযমাহ। সত্ত্বেতি। অস্মীতিপ্রত্যযমাত্রং বুদ্ধিসত্ত্বমধিগম্য ততোঽন্যস্তস্যাপি সাক্ষী পুরুষ ইত্যেতন্মাত্রানুভূতির্বিবেকখ্যাতিঃ। চেতসস্তন্ময়ত্বাৎ তদা তদ্বিবেকস্য প্রখ্যাতিঃ। সা তু খ্যাতিঃ অনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানা—অহংবুদ্ধি-মমত্ববুদ্ধ্যস্মীতি-বুদ্ধিরূপেভ্যো বিপর্যস্তপ্রত্যয়েভ্য ইত্যর্থঃ প্লবতে। যদা বিপর্যয-সংস্কাবক্ষযাদ্ মিথ্যাজ্ঞানং বন্ধ্যপ্রসবং ভবতি—বিপর্যয়প্রত্যয়ান্ ন প্রসূত ইত্যর্থঃ, তথা চ পবস্যাং বশীকাব-সংজ্ঞায়াং—বৈবাগ্যস্য পবাবস্থায়ামিত্যর্থঃ বর্তমানস্য যোগিনস্তদা বিবেকখ্যাতিববিপ্লবা ভবতি। সা তু দুঃখহানস্য প্রাপ্ত্যুপাযঃ। শেষমতিবোহিতম্।

২৭। তস্যেতীতি। তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ—প্রান্তা ভূমযো যস্যাঃ সা। প্রজ্ঞেতি। প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ—উপলব্ধবিবেকস্য যোগিনঃ প্রত্যাম্নায়ঃ তাদৃশং যোগিনং পবামৃশতীত্যর্থঃ। প্রজ্ঞেযাভাবাদ্ যদা প্রজ্ঞা পবিসমাপ্তা ভবতি তদা সা প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞেত্যুচ্যতে। সা চ চিত্তস্যাঽশুদ্ধিরূপাববণমলাপগমাদ্ অবিবেকপ্রত্যয়ানুৎপাদে সতি চ, বিষযভেদাদ্ বিবেকিনঃ সপ্তপ্রকাবা ভবতি। তদ্‌যথা (১) পবিজ্ঞাতমিতি। হেয়স্য সম্যগ্ জ্ঞানাৎ তদ্বিষযাযাঃ প্রজ্ঞায়া নিবৃত্তিবিত্যেতদ্রূপখ্যাতিঃ। (২) ক্ষীণেতি। ক্ষেতব্যতাবিষয়াযাঃ প্রজ্ঞাযা যা নিবৃত্তিস্তস্যা উপলব্ধিঃ। (৩) সাক্ষাদিতি।

২৬। হানেব উপায বলিতেছেন। অস্মীতি-প্রত্যয-স্বরূপ বুদ্ধিসত্ত্বকে অধিগম কবিযা তাহা হইতে পৃথক্, তাহাবও সাক্ষী পুরুষ—কেবলমাত্র ইহা অনুভব কবিতে থাকাই বিবেকখ্যাতি। চিত্তেব বিবেকময়ত্বহেতু তখন সেই বিবেকেব প্রখ্যাতি হয (অন্য বৃত্তিকে অভিভূত কবিযা তাহাই প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয)। সেই খ্যাতি অনিবৃত্ত-মিথ্যা-জ্ঞান হইলে অর্থাৎ অহং-বুদ্ধি, মমত্ব-বুদ্ধি, আমিমাত্র-বুদ্ধি এতদ্রূপ- বিপর্যস্ত (অবিবেক) প্রত্যযসকল নিবৃত্ত না হইলে, তাহাদেব দ্বাবা বিবেক বিপ্লুত হয। যখন বিপর্যব-সংস্কাবসকলেব নাশ হইতে মিথ্যা-জ্ঞান বন্ধ্যপ্রসব হয অর্থাৎ তাহা হইতে যখন বিপর্যস্ত প্রত্যযসকল আর প্রসূত বা উৎপন্ন না হয, এবং পব যে বশীকাব অবস্থা তাহাতে, অর্থাৎ চিত্তেব বশীকৃততারূপ বৈবাগ্যেব পব বা চবম অবস্থায, যখন যোগী অবস্থান কবেন, তখন তাঁহাব বিবেকখ্যাতি অবিপ্লবা হয। তাহা দুঃখহানেব বা কৈবল্যপ্রাপ্তিব উপায।

২৭। তাহাব অর্থাৎ বিবেকী যোগীব সপ্ত প্রকাব প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা হয, অর্থাৎ যে প্রজ্ঞাব ভূমি জ্ঞেয বিষয়েব শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত (সুতবাং পূর্ণ) তাদৃশ প্রজ্ঞা হয। প্রত্যুদিত-খ্যাতিব অর্থাৎ যে যোগীব বিবেক উদিত বা উপলব্ধ হইযাছে তাঁহাব সম্বন্ধে এই আম্নায বা শাস্ত্রানুশাসন প্রযোজ্য অর্থাৎ তাদৃশ যোগীকে ইহা লক্ষ্য কবিতেছে। প্রজ্ঞেয বিষয়েব অভাবে যখন প্রজ্ঞা পবিসমাপ্ত হয অর্থাৎ তদ্বিষযক আব জানিবাব কিছু অবশিষ্ট থাকে না, তখন তাহাকে প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা বলা হয। চিত্তেব অশুদ্ধিরূপ আববণমল অপগত হইলে বা অবিবেক-প্রত্যয়েব অনুৎপাদ ঘটিলে (আব উৎপন্ন না হইলে), বিবেকীব সেই প্রজ্ঞা বিষয়ভেদে সপ্ত প্রকাব হয়। তাহা যথা—

নিরোধাধিগমাৎ পরগতিবিষয়ায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ সমাপ্তিঃ। (৪) ভাবিতো—নিষ্পাদিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ। ন পুনর্ভাবনীয়ম্ অন্যদস্তীতি প্রজ্ঞায়াঃ প্রান্ততা। এষা চতুষ্টয়ী কার্যা—প্রযত্ননিষ্পাদ্যা বিমুক্তিঃ। কার্যবিমুক্তিরিতি পাঠে তু কার্যাৎ প্রযত্নাদ্ বিমুক্তিরিত্যর্থঃ।

ত্রয়ী চিত্তবিমুক্তিঃ। চিত্তাৎ—প্রত্যয়সংস্কাররূপাদ্ বিমুক্তিঃ, আভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ চিত্তস্য প্রতিপ্রসব ইত্যর্থঃ। এতা অপ্রযত্নসাধ্যাঃ কার্যবিমুক্তিসিদ্ধৌ স্বয়মেব উৎপদ্যন্তে। (৫) তত্র আদ্যায়াঃ স্বরূপং বুদ্ধিশ্চরিতাধিকারা—মদীয়া বুদ্ধির্নিষ্পন্নার্থেতি উপলব্ধিঃ। (৬) দ্বিতীয়াং চিত্তবিমুক্তিপ্রজ্ঞামাহ গুণা ইতি। বুদ্ধের্গুণাঃ—সুখাদ্যাঃ স্বকারণে—বুদ্ধৌ প্রলয়াভিমুখাঃ তেন—কারণেন চিত্তেন সহ অস্তং গচ্ছন্তি। অস্যাঃ প্রান্তভূমিতামাহ ন চৈষামিতি। প্রয়োজনাভাবাদ্ বুদ্ধ্যা মে প্রয়োজনং নাস্তীতি পরবৈরাগ্যেণ খ্যাতেরিত্যর্থঃ। অস্যাং প্রলীয়মানা মে বুদ্ধির্ন পুনরুদেতীতি খ্যাতিঃ স্যাৎ। (৭) তৃতীয়ামাহ এতস্যামিতি। সপ্তম্যাং প্রান্তপ্রজ্ঞায়াং পুরুষো গুণসম্বন্ধাতীতাদিস্বভাব ইতীদৃশখ্যাতিমচ্চিত্তং ভবতি। ততঃ পরতরস্য প্রজ্ঞেয়স্যাভাবাদ্ অস্যাঃ প্রান্ততা। শ্রুতিশ্চাত্র "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইতি। এতামিতি। পুরুষঃ—যোগী কুশলঃ—জীবন্মুক্ত ইত্যাখ্যায়তে। তদা জীবন্নেব বিদ্বান্ মুক্তো ভবতি। দুঃখেনাপরামৃষ্টো মুক্ত ইত্যুচ্যতে। শাশ্বতী দুঃখপ্রহাণিরস্য যোগিনঃ করামলকবদ্ আয়ত্তা

(১) হেয় পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান হওয়ায় তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞার নিবৃত্তিরূপ খ্যাতি। (২) ক্ষেতব্যতা-বিষয়ক (যাহা ক্ষয় করিতে হইবে তৎসম্বন্ধীয়) প্রজ্ঞার যে নিবৃত্তি, তাহার উপলব্ধি। (৩) নিরোধের অধিগম হইতে পরা গতি বা মোক্ষ-বিষয়ক প্রজ্ঞার সমাপ্তি। (৪) বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায় ভাবিত বা অধিগত হইয়াছে, অতএব পুনরায় অন্য ভাবনীয় কিছু নাই—এইরূপে তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞার প্রান্ততা বা পরিসমাপ্তি। এই চারি প্রকার 'কার্য' অর্থাৎ প্রযত্নসাধ্য বিমুক্তি। 'কার্য-বিমুক্তি'-রূপ পাঠান্তরেও কার্য হইতে বা প্রযত্ন হইতে বিমুক্তি এইরূপ অর্থ হইবে।

চিত্তবিমুক্তি তিন প্রকার। চিত্ত হইতে বা প্রত্যয়সংস্কাররূপ চিত্ত হইতে বিমুক্তি, অর্থাৎ এই (নিম্নকথিত) প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের প্রতিপ্রসব বা প্রলয় হয়। ইহারা নূতন প্রযত্নের বা চেষ্টার দ্বারা সাধ্য নহে, পূর্বোক্ত কার্যবিমুক্তি সিদ্ধ হইলে ইহারা স্বয়ং উৎপন্ন হয়। (৫) তন্মধ্যে প্রথমের স্বরূপ যথা—'আমার বুদ্ধি চরিতাধিকারা' বা 'আমার ভোগাপবর্গরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে'—এইরূপ উপলব্ধি। (৬) দ্বিতীয় চিত্তবিমুক্তি-প্রজ্ঞা বলিতেছেন। বুদ্ধির গুণ যে সুখাদি (সুখ, দুঃখ, মোহ) তাহারা স্বকারণে বা বুদ্ধিতেই প্রলয়াভিমুখ হইয়া তাহার সহিত অর্থাৎ তাহাদের কারণ চিত্তের সহিত অস্তগত বা প্রলীন হইতেছে—ইত্যাকার অনুভূতি। ইহার প্রান্তভূমিতা বলিতেছেন। প্রয়োজনের অভাবে অর্থাৎ 'বুদ্ধির দ্বারা আর আমার প্রয়োজন নাই'—পরবৈরাগ্যের দ্বারা এইরূপ খ্যাতি হইলে 'আমার প্রলীয়মান বুদ্ধির আর পুনরুদয় হইবে না'—এইরূপ খ্যাতি হয়। (৭) তৃতীয় চিত্তবিমুক্তি বলিতেছেন। সপ্তম প্রান্তপ্রজ্ঞাতে, পুরুষ গুণসম্বন্ধাতীত-আদি স্বভাবযুক্ত—ইত্যাকার

ভবতি তথা লীলযা চ দুঃখাতীতাযামবস্থাযাম্ অবস্থানসামর্থ্যান্ নাসৌ দুঃখেন স্পৃশ্যতে অতো জীবন্নপি মুক্তো ভবতি। উক্তঞ্চ "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" ইতি। চিত্তস্য প্রতিপ্রসবে পুনরুত্থানহীনে প্রলযে মুক্তঃ কুশলঃ—বিদেহমুক্তো ভবতি গুণাতীতত্বাৎ—ত্রিগুণসম্বন্ধাভাবাদিতি।

২৮। হানস্যোপাযো যা বিবেকখ্যাতিঃ সা সিদ্ধা ভবতীতি উক্তা। ন চ সিদ্ধিরন্তরেণ সাধনম্। অতস্তৎ সাধনম্ অভিধাস্যতে। সুগমম্। ক্ষযক্রমানুরোধিনী—ক্রমশঃ ক্ষীযমাণাযাম্ অশুদ্ধৌ ক্রমশশ্চ বিবর্ধমানা জ্ঞানস্য দীপ্তির্ভবতীত্যর্থঃ। যোগাঙ্গেতি। যৈরুপাদাননিমিত্তৈঃ কশ্চিৎ পদার্থো জাত ইতি জ্ঞাযতে তানি তস্য কারণানি। তচ্চ কারণং নবধা। তত্র উৎপত্তিকারণম্ উপাদানাখ্যম্ অন্যচ্চ সর্বং নিমিত্তকারণম্। তত্রেতি। বিজ্ঞানস্য উপাদানং মনঃ। মন এব পরিণতং বিজ্ঞানমুৎপাদযতীতি। অভিব্যক্তিঃ—উদ্ঘাটকেন প্রকাশঃ আলোকঃ রূপজ্ঞানঞ্চ অভিব্যক্তিকারণং দ্রব্যাণাং প্রতিস্বিকরূপজ্ঞানস্যেতি শেষঃ। বিকারকারণং—বিকারঃ নাত্র ধর্মান্তরোদযমাত্রঃ কিং তু ইষ্টঃ অনিষ্টো বা প্রকটবিকারঃ। প্রত্যযকারণং—হেতুরূপম্ অনুমাপকং কারণম্। অন্যত্বেতি। অন্যত্বপ্রত্যযস্য সাধকানি নিমিত্তানি অন্যত্বকারণম্। তথৈব ধৃতিকারণম্। উদাহরণৈঃ স্পষ্টমন্যৎ।

পুরুষ-সম্বন্ধীয় খ্যাতিযুক্ত চিত্ত হয। তাহার পর আর প্রজ্ঞেয কিছু না থাকাতে তথায প্রজ্ঞার প্রান্ততা। শ্রুতিও বলেন, "পুরুষ হইতে পর আর কিছু নাই, তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং পরম গতি"। তদবস্থায় সেই পুরুষ বা যোগী কুশল বা জীবন্মুক্ত এইরূপ আখ্যাত হন। তখন সেই বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ) জীবিত অর্থাৎ দেহধারণ করিযা থাকিলেও তাঁহাকে মুক্ত বলা হয। দুঃখের দ্বারা যিনি সম্পৃক্ত নহেন, তিনিই মুক্ত বলিযা কথিত হন। এই যোগীর নিকট শাশ্বত কালের জন্য সর্বদুঃখের নাশ করস্থিত আমলকবৎ সম্যক্ আযত্ত হয বলিযা এবং ইচ্ছামাত্রেই দুঃখের অতীত অবস্থায গমন করিবার সামর্থ্য হয় বলিযা, তিনি দুঃখের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না, অতএব তিনি জীবিত থাকিলেও মুক্ত। (সেই অবস্থাসম্বন্ধে গীতায এইরূপ) উক্ত হইযাছে, "যে অবস্থায থাকিলে প্রবল দুঃখের দ্বারাও যোগী বিচলিত হন না"। চিত্তের প্রতিপ্রসবে বা পুনরুত্থানহীন লয হইলে তখন তাঁহাকে মুক্ত কুশল বা বিদেহমুক্ত বলা হয, কারণ, তখন তিনি গুণাতীত হন অর্থাৎ ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধের অভাব হয়।

২৮। হানের উপায় যে বিবেকখ্যাতি তাহা সিদ্ধ হয বলা হইযাছে অর্থাৎ তাহা একরূপ সিদ্ধি, কিন্তু সাধনব্যতীত সিদ্ধি হয না, তজ্জন্য সেই সাধন কি তাহা অভিহিত হইতেছে। জ্ঞানের দীপ্তি ক্ষযক্রমানুরোধিনী অর্থাৎ অশুদ্ধি যেরূপক্রমে ক্ষীযমাণ হইতে থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানদীপ্তি বর্ধিত হইতে থাকে। যে উপাদান ও নিমিত্ত হইতে কোনও পদার্থ উৎপন্ন হন বলিযা জানা যায, তাহারা সেই পদার্থের কারণ। সেই কারণ নয প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে উৎপত্তিকারণের নাম উপাদান, আর অন্যেরা সব নিমিত্তকারণ। বিজ্ঞানের উপাদান মন। মনই পরিণত হইযা বিজ্ঞান উৎপন্ন করে। অভিব্যক্তিকারণ, যথা—উদ্ঘাটকের দ্বারা প্রকাশরূপ আলোক এবং রূপ-জ্ঞান, এই দুই

২৯। যমাদীনি অষ্টৌ যোগাঙ্গানি অবধারয়তি তত্রেতি। অঙ্গসমষ্টিরেব অঙ্গী। ন চ অঙ্গেভ্যঃ পৃথগ্ অঙ্গী অস্তি। যমাদীনাং সর্বেষাং চিত্তস্থৈর্যকরত্বাৎ চিত্তনিরোধরূপস্য যোগস্য তানি অঙ্গানি। তত্রাপ্যস্তি অন্তরঙ্গবহিরঙ্গরূপো ভেদ ইতি। যথা পঞ্চাঙ্গস্য প্রাণস্য আদ্যমঙ্গং প্রাণসংজ্ঞয়া অভিহিতং তথা যোগাখ্যস্য সমাধেরপি চরমাঙ্গং সমাধি-শব্দেন সংজ্ঞিতমিতি। উক্তঞ্চ মোক্ষধর্মে "বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহুর্মনীষিণ" ইতি।

৩০। তত্রেতি। সর্বথা—কায়েন মনসা বাচা, সর্বদা—প্রাণাত্যয়াদিসংকট-কালেঽপীত্যর্থঃ। স্থাবরজঙ্গমাদিসর্বপ্রাণিণাম্ অনভিদ্রোহঃ, পীড়নবুদ্ধিরাহিত্যম্ ইত্যেব যোগাঙ্গভূতা অহিংসা। উত্তরে চ যমনিয়মাস্তন্মূলাঃ—সা অহিংসা মূলং যেষাং তে, তৎসিদ্ধিপরতয়া—তস্যা অহিংসায়া যা সিদ্ধিপরতা তয়া সিদ্ধিপরত্বেন হেতুনা ইত্যর্থঃ, তৎপ্রতিপাদনায়—অহিংসানিষ্পত্তয়ে, প্রতিপাদ্যন্তে—গৃহ্যন্তে, তদবদাতকরণায় এব—অহিংসায়া নির্মলীকরণায় এব উপাদীয়ন্তে যোগিভিরিতি শেষঃ। তথা চোক্তং স ইতি। ব্রহ্মবিদ্ যথা যথা বহূনি ব্রতানি সমাদিৎসতে—সমাদাতুমিচ্ছতি তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যঃ—ক্রোধলোভমোহকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যঃ—কর্মভ্যো নিবর্তমানঃ সন্ তামেবাহিংসাম্ অবদাতরূপাং—নির্মলাং করোতীতি।

বিষয় দ্রব্যসকলের স্বকীয় বিশিষ্ট রূপজ্ঞানের অভিব্যক্তিকারণ, যেহেতু তদ্দ্বারাই দ্রব্যের রূপ অভিব্যক্ত হয়। বিকারকারণ—বিকার অর্থে এখানে ধর্মান্তরোদয়মাত্র নহে, কিন্তু ইষ্ট বা অনিষ্টরূপে ব্যক্তবিকারের কারণ অর্থাৎ ভাল বা মন্দরূপে বিষয়ের যে পরিণাম হয়, তাহা। প্রত্যয়কারণ—হেতুরূপ অনুমাপক কারণ বা লক্ষণের দ্বারা অনুমেয় পদার্থের জ্ঞান হওয়া। কোনও বস্তুকে অন্যরূপে জানা বা বুঝা-রূপ অন্যত্বজ্ঞান যেসকল নিমিত্তের দ্বারা হয়, সে-স্থলে সেই সকল নিমিত্তই তাহার অন্যত্ব-কারণ। ধৃতি-কারণও ঐরূপ (যাহা কোনও কিছুকে ধারণ করে তাহাই তাহার ধৃতি-কারণ, যেমন ইন্দ্রিয়সকলের ধৃতি-কারণ শরীর)। উদাহরণের দ্বারা অন্য অংশ স্পষ্ট করা হইয়াছে।

২৯। যমাদি অষ্ট যোগাঙ্গ অবধারিত করিতেছেন। অঙ্গসকলের যাহা সমষ্টি, তাহাকেই অঙ্গী বলা হয়। অঙ্গ হইতে পৃথক্ অঙ্গী বলিয়া কিছু নাই। যম-নিয়মাদি সবই (অষ্টাঙ্গই) চিত্তস্থৈর্যকর বলিয়া তাহারা চিত্তনিরোধরূপ লক্ষণযুক্ত যোগের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যেও অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ এইরূপ ভেদ আছে। যেমন, প্রাণাপান আদি পঞ্চাঙ্গ প্রাণের প্রথমাঙ্গের নামও প্রাণ, তেমনি যোগরূপ সমাধিরও যাহা চরম প্রধান অঙ্গ, তাহার নাম সমাধি (যোগের প্রতিশব্দও সমাধি, আবার অষ্টাঙ্গযোগের চরম অঙ্গের নামও সমাধি)। যথা মোক্ষধর্মে (মহাভারতে) উক্ত হইয়াছে, "বেদে মনীষীরা যোগকে অষ্ট প্রকার বলেন।"

৩০। সর্বথা অর্থাৎ সর্ব প্রকারে, যেমন কায়ের দ্বারা, মনের দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা, সর্বদা অর্থাৎ সর্বকালে, যেমন, প্রাণহানিকর সংকটকালেও স্থাবর (উদ্ভিদ্) ও জঙ্গম (সচল জীব) আদি সর্বপ্রাণীদের প্রতি যে অনভিদ্রোহ অর্থাৎ তাহাদিগকে পীড়ন করিবার সংকল্পত্যাগ, তাহাই যোগাঙ্গভূত অহিংসা। পরের (অহিংসার পরে যাহা উক্ত হইয়াছে) যম-নিয়মসকল তন্মূলক বা

সত্যমিতি। যথার্থে বাঙ্মনসে—প্রমাণপ্রমিতবিষয়াণামেব মনসা উপাদানং নাপ্রমিতস্যেতি যথার্থং মনঃ। যন্মনসি স্থিতং তস্য এবাভিধানং নান্যস্যেতি যথার্থা বাক্। পরত্রেতি। পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে যা বাক্ প্রযুজ্যতে সা বাগ্ যদি বঞ্চিতা—বঞ্চনায় প্রযুক্তা, ভ্রান্তা—ভ্রান্তিজননায় সত্যাচ্ছাদনায় প্রযুক্তা, তথা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা—অস্পষ্টার্থপদৈরুচ্যমানত্বাৎ স্ববোধাচ্ছাদিকা ন স্যাৎ তদা সত্যং ভবেদ্ নান্যথা। মনসি তাত্ত্বিকসত্যাধানং মনোভাবস্য চ ঋজ্বা স্পষ্টয়া প্রতিবোধসমর্থয়া চ বাচা ভাষণং সত্যসাধনমিত্যর্থঃ। এষেতি। কিঞ্চ এবং যথার্থা অপি বাগ্ ন পরোপঘাতায় প্রযোক্তব্যা। স্মর্যতে চ "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্মঃ সনাতন" ইতি।

হিংসাদূষিতং সত্যং পুণ্যাভাসমেব। তেন পুণ্যপ্রতিরূপকেণ—পুণ্যবৎ প্রতীয়মানেন সত্যেন কষ্টংতমঃ—কষ্টবহুলং নিরয়ং প্রাপ্নুয়াৎ। কষ্টতমমিতি পাঠান্তরম্। স্তেয়মিতি। ন হি চৌর্যবিরতিমাত্রম্ অস্তেয়ং কিন্তু অগ্রহণীয়বিষয়ে অস্পৃহারূপং তৎ। ব্রহ্মচর্যমিতি। গুপ্তানি—রক্ষিতানি সংযতানি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি যেন তাদৃশস্য স্মরণকীর্তনাদিরহিতস্য যস্মিন উপস্থেন্দ্রিয়সংযমো ব্রহ্মচর্যম্। বিষয়াণামিতি। অর্জনরক্ষণাদিষু দোষঃ—দুঃখং তদ্দর্শনাদ্ দেহরক্ষাতিরিক্তস্য বিষয়স্য অস্বীকরণম্ অপরিগ্রহঃ। স্মর্যতে চ "প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যাদ্" ইতি।

সেই অহিংসামূলক। তৎসিদ্ধিপরতাহেতু অর্থাৎ সেই অহিংসার যে প্রতিষ্ঠা বা সিদ্ধি, তাহা সম্পাদনার্থ অর্থাৎ অহিংসাসিদ্ধির কারণরূপে এবং তাহাকে সম্যক্‌রূপে নিষ্পন্ন করার জন্য উহারা (অহিংসা ব্যতীত অন্য যম-নিয়মসকল) প্রতিপাদিত বা গৃহীত হয় এবং তাহাকে অবদাত করিবার জন্য অর্থাৎ অহিংসাকেই নির্মল করিবার জন্য তাহারা যোগীদের দ্বারা গৃহীত বা আচরিত হয়। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ যে যে রূপে বহু প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সেই রূপ আচরণের দ্বারা প্রমাদকৃত অর্থাৎ ক্রোধ, লোভ অথবা মোহকৃত, হিংসাদিনিষ্পাদ্য কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই অহিংসাকেই অবদাত বা নির্মল করেন (অহিংসা সর্বমূল, তিনি অন্য যে যে ব্রত পালন করেন, তদ্দ্বারা সেই সেই রূপে অহিংসাকেই নির্মল করা হয়)।

বাক্য এবং মন যথার্থ-বিষয়ক হওয়াই সত্য। প্রমাণের দ্বারা প্রমিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-অনুমানাদির দ্বারা সিদ্ধ যথার্থ বিষয়সকলই যখন মনের দ্বারা গৃহীত হয়, কোন অপ্রমাণিত বিষয় নহে, তখনই মন যথার্থ-বিষয়ক হয়। যাহা মনে স্থিত, তাহারই মাত্র কথন, তদ্ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার ভাষণ না করিলে তবেই বাক্যকে যথার্থ বা সত্য বলা যায়। অপরকে নিজের মনের ভাব প্রকাশার্থ বা জ্ঞাপনার্থ যে বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহা যদি বঞ্চিত অর্থাৎ বঞ্চনা করিবার জন্য, যদি ভ্রান্ত অর্থাৎ ভ্রান্তি উৎপাদনার্থ বা সত্যকে আচ্ছাদন করিবার জন্য, অথবা প্রতিপত্তিবন্ধ্য অর্থাৎ অস্পষ্ট ও অপ্রচলিত পদের দ্বারা কথিত হওয়ায় নিজের মনোভাবের আচ্ছাদক—এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত না হয় তাহা হইলে সেই বাক্যকে সত্য বলা যায়, অন্যথা নহে। অন্তরে তাত্ত্বিক সত্যকে আহিত করা

৩১। তেম্বিতি। যমানুষ্ঠানস্য বিশেষমাহ। সার্বভৌমা যমা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে। সুগমম্। সময়ঃ—নিয়মঃ। অবিদিতব্যভিচারাঃ—স্খলনশূন্যাঃ।

৩২। নিয়মান্ ব্যাচষ্টে তত্রেতি। মেধ্যাভ্যবহরণাদি—মেধ্যানাং পবিত্রাণাং পর্যুষিতপূতিবর্জিতানাম্ অভ্যবহরণম্—আহারঃ। আদিশব্দেন অমেধ্যসংসর্গ-বিবর্জনমপি গ্রাহ্যম্। বাহ্যাশৌচাদপি চিত্তমালিন্যম্ অতো বাহ্যং শৌচমপি বিহিতম্। চিত্তমলানাং—মদমানমাৎসর্যের্ষাসূয়াঽমুদিতাদীনাং ক্ষালনম্। সন্তোষঃ সন্নিহিতসাধনাৎ—প্রাপ্তবিষয়াদ্ অধিকস্য অনুপাদিৎসা—তুষ্টিমূলা গ্রহণেচ্ছাশূন্যতা। উক্তঞ্চ "সর্বতঃ সম্পদস্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্। উপানদ্‌গূঢ়পাদস্য ননু চর্মাস্তৃতৈব ভূঃ" ইতি। তপঃ—দ্বন্দ্বজদুঃখসহনম্। স্থানং—নিশ্চলাবস্থানম্, তজ্জমাসনজঞ্চ যদ্ দুঃখং তস্য সহনম্। কাষ্ঠমৌনং—সর্ব-বিজ্ঞপ্তিত্যাগঃ, আকারমৌনং—বাগ্‌বিজ্ঞপ্তিত্যাগঃ। ঈশ্বরপ্রণিধানম্—ঈশ্বরে সর্ব-কর্মার্পণং—কর্মফলাভিসন্ধিশূন্যতা।

এবং সরল, স্পষ্ট এবং পরের বোধগম্য হওয়ার যোগ্য বাক্যের দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করাই সত্যসাধন। কিন্তু এইরূপে বাক্ যথার্থ হইলেও পরকে কষ্ট দিবার জন্য যেন প্রযুক্ত না হয়। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা, "সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, অপ্রিয় বাক্য সত্য হইলেও বলিবে না, মিথ্যা প্রিয় হইলেও বলিবে না—ইহাই সনাতন ধর্ম" (মনু)।

হিংসাদোষে দুষ্ট সত্য পুণ্যের আভাস বা ছদ্মবেশ মাত্র, সেই পুণ্য-প্রতিরূপ বা পুণ্যরূপে প্রতীয়মান সত্যের দ্বারা কষ্টময় তম বা কষ্টবহুল নরকপ্রাপ্তি ঘটে (অহিংসাদির সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত সত্যই যোগাঙ্গভূত সত্য)। চৌর্যরূপ বাহ্যকর্ম হইতে বিরতিমাত্রই অস্তেয় নহে, কিন্তু যাহা লওয়ার অধিকার নাই তাহা গ্রহণ করিবার স্পৃহা ত্যাগ করাই (চিত্ত হইতে তদ্বিষয়ক সংকল্পের মূলোৎপাটনই) অস্তেয়ের স্বরূপ। গুপ্ত অর্থাৎ সুরক্ষিত বা সংযত হইয়াছে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল যাহার দ্বারা, তাদৃশ সংযমীর যে (কাম-বিষয়ক) শ্রবণ-কথনাদি ত্যাগ করিয়া উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযম, তাহাই ব্রহ্মচর্য। বিষয়ের অর্জনরক্ষণাদিতে অর্থাৎ অর্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা—বিষয়-সম্পর্কিত এই পঞ্চবিধ দোষ বা দুঃখ দেখিয়া দেহরক্ষার জন্য মাত্র যাহা আবশ্যক তদতিরিক্ত বিষয়ের যে অস্বীকার বা অগ্রহণ, তাহাই অপরিগ্রহ। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা, "প্রাণযাত্রিক-মাত্র হইবে" অর্থাৎ জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যমাত্র গ্রহণ করিবে (মহাভারত)।

৩১। অহিংসাদি যমসকলের অনুষ্ঠানের বিশেষ লক্ষণ বলিতেছেন। যমসকল সার্বভৌম হইলে অর্থাৎ কোনও কারণে তাহা সংকীর্ণ না হইলে, তবে তাহাদিগকে মহাব্রত বলা যায়। সময় অর্থে কর্তব্যের নিয়ম (সমাজে সাধারণের পক্ষে যাহা নিয়ম বলিয়া প্রচলিত, যেমন, যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কর্তব্যরূপ নিয়ম)। অবিদিতব্যভিচার অর্থাৎ স্খলনশূন্য বা যথাযথ নিয়মপালন।

৩২। নিয়মসকল বলিতেছেন। মেধ্য অভ্যবহরণাদি অর্থে মেধ্য বা পবিত্র আহার অর্থাৎ যাহা পর্যুষিত (বাসী) ও পূতি (পচা) নহে, তাদৃশ ভক্ষ্যের অভ্যবহরণ বা আহার। 'আদি' শব্দের দ্বারা ঐ সমস্ত অমেধ্য বস্তুর সংসর্গ ত্যাগও উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাহ্য বস্তুর সংসর্গজাত

সন্ন্যস্তফলস্য নিষ্কামস্য যোগিনো লক্ষণমাহ। শয্যেতি—সর্বাবস্থাবস্থিতো যোগী স্বস্থঃ—আত্মস্মৃতিমান্, পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ—চিন্তাজালহীনঃ, সংসারবীজস্য—অবিদ্যা-মূলকর্মণঃ ক্ষয়ং—নিবৃত্তিম্ ঈক্ষমাণঃ—ক্ষীয়মাণং সসংস্কারকর্ম ঈক্ষমাণ ইত্যর্থঃ, নিত্য-মুক্তঃ—সদা নিষ্কামতানিঃসংকল্পতাজনিতাত্মতৃপ্তিযুক্তঃ, অতঃ অমৃতভোগভাগী—অমৃতস্য আত্মনঃ প্রত্যক্‌চেতনস্য অধিগমাৎ প্রমাদরহিতাচ্চ অমৃতভোগভাক্ স্যাৎ।

৩৩। বক্ষ্যমাণৈর্বিতর্কৈর্যদা অহিংসাদয়ো বাধিতা ভবেয়ুস্তদা প্রতিপক্ষভাবনয়া বিতর্কান্ নিবারয়েৎ। সুগমং ভাষ্যম্। তুল্যঃ শ্ববৃত্তেন—কুক্কুরচরিতেন তুল্যচরিতোঽহম্, শ্বা ইব বান্তাবলেহী—উদ্‌গীর্ণস্য ভক্ষকঃ। তপসো বিতর্কঃ সৌকুমার্যং, স্বাধ্যায়স্য বৃথা বাক্যম্, ঈশ্বরপ্রণিধানস্য অনীশ্বরগুণযুক্তপুরুষচাবিত্রভাবনা।

অশুচিতা হইতেও চিত্তের মলিনতা হয়, তজ্জন্য বাহ্য শৌচ বিহিত হইয়াছে। চিত্তমলসকলের অর্থাৎ মদ (মত্ততা), মান (অহংকার), মাৎসর্য (পরশ্রীকাতরতা) ঈর্ষা, অসূয়া (অন্যের গুণে দোষারোপণ), অমুদিতা ইত্যাদি দোষসকলের ক্ষালন করা আধ্যাত্মিক শৌচ। সন্তোষ অর্থে সন্নিহিত সাধনের বা প্রাপ্তবিষয়ের অধিক লাভের যে অনুপাদিৎসা অর্থাৎ তুষ্ট হইয়া অধিক গ্রহণের অনিচ্ছা। যথা উক্ত হইয়াছে, "যাঁহার মন সন্তুষ্ট তাঁহার সর্বত্রই সম্পদ্, যেমন, যাঁহার পাদদ্বয় পাদুকাবৃত তাঁহার নিকট সমস্ত পৃথিবী চর্মাবৃতের ন্যায়"। তপঃ অর্থে শীত-উষ্ণ, ক্ষুৎ-পিপাসা আদি দ্বন্দ্বজাত দুঃখসহন। স্থান অর্থে নিশ্চলভাবে অবস্থান, তজ্জন্য এবং আসন করার জন্য যে দুঃখ তাহার সহন। কাষ্ঠমৌন অর্থে সর্বপ্রকারে মনোভাবের বিজ্ঞাপন ত্যাগ (আকার-ইঙ্গিতের দ্বারাও নহে), আকারমৌন অর্থে বাক্যের দ্বারা মনোভাব জ্ঞাপন না করা (আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা করা)। ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে সর্বকর্ম অর্পণ করা বা কর্মফললাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ইষ্ট স্মরণ রাখিলে তদন্য কর্মে ও তাহার ফলে যে নিস্পৃহতা দেখা দেয়, তাহাই সর্বকর্মার্পণ, এবিষয় পরেই বিবৃত হইতেছে।

কর্মফলত্যাগী নিষ্কাম যোগীর লক্ষণ বলিতেছেন। সর্বাবস্থায় অবস্থিত যোগী স্বস্থ বা আত্ম-স্মৃতিযুক্ত, পরিক্ষীণ-বিতর্কজাল বা চিন্তাজালহীন, সংসারবীজের বা অবিদ্যামূলক কর্মসকলের ক্ষয় বা নিবৃত্তি, ঈক্ষমাণ অর্থাৎ সংস্কারসহ কর্মের ক্ষয় হইতেছে ইহা দেখিতে দেখিতে, নিত্যমুক্ত বা সদা নিষ্কামতা ও নিঃসংকল্পতাজনিত আত্মতৃপ্তিযুক্ত, হইয়া অমৃতভোগভাগী হন অর্থাৎ অমৃত বা অমর যে আত্মা বা প্রত্যক্ চেতন, তাঁহার উপলব্ধি হওয়াতে এবং প্রমাদহীন হওয়াতে তিনি অমৃতভোগের বা শান্তির ভাগী হইয়া থাকেন।

৩৩। বক্ষ্যমাণ বিতর্কসকলের দ্বারা যখন অহিংসাদি বাধিত হইবে অর্থাৎ অহিংসাদির বিপরীত চিন্তা যখন মনে উঠিবে, তখন তাহার প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা সেই বিতর্কসকল নিবারিত করিবে। (উদাহরণ যথা) আমি শ্ববৃত্তির তুল্য অর্থাৎ কুকুর-চরিত্রের ন্যায় চরিত্রযুক্ত, কুকুরের ন্যায় বান্তাবলেহী বা উদ্‌গীর্ণ বমিতান্নের ভক্ষক, অর্থাৎ তদ্বৎ পরিত্যক্ত আচরণের পুনর্গ্রহণকারী। তপস্যার বিতর্ক বা প্রতিবন্ধক—সৌকুমার্য বা সাধনের জন্য কষ্টসহনে অসামর্থ্য। স্বাধ্যায়ের বিতর্ক—বৃথাবাক্য কথন;

৩৪। বিতর্কান্ ব্যাচষ্টে তত্রেতি। সুগমম্। সা পুনরিতি। নিয়মো যথা ক্ষত্রিয়াণাং সংযুগে হিংসেতি। বিকল্পো যথা পিতৄণাং তৃপ্ত্যর্থং শূকরং গবয়ং বাধ্রীণসং বা আলভেতেতি। সমুচ্চয়ো যথা একাহে স্থাবরজঙ্গমবলিঃ। তথা চেতি। বধ্যস্য বন্ধনাদিনা বীর্যং—কায়চেষ্টাম্ আক্ষিপতি—অভিভাবয়তি। ততঃ—তত্র, বীর্যাক্ষেপাদ্ অস্য—ঘাতকস্য চেতনং—করণরূপম্, অচেতনং—শরীররূপম্, উপকরণং—ভোগসাধনং ক্ষীণবীর্যং ভবতি। জীবিতস্য প্রাণানাং ব্যপরোপণাৎ—বিয়োগকরণাৎ প্রতিক্ষণং জীবিতাত্যয়ে—মুমূর্ষাত্মকবস্থায়াং বর্তমানো মরণম্ ইচ্ছন্নপি দুঃখবিপাকস্য নিয়ত-বিপাকস্যাবদ্ধত্বাৎ—দুঃখভোগস্য অনুকূলং যৎ কর্ম তদ্ বিপাকস্যাবদ্ধত্বাৎ কষ্টময়স্য আয়ুষো বেদনীয়ত্বং নিয়তং স্যাৎ, তস্মাদেব উচ্ছ্বসিতি—ন প্রাণান্ জহাতি। যদীতি। কথঞ্চিৎ পুণ্যাৎ পশ্চাদাচরিতয়া অহিংসয়েত্যর্থঃ হিংসা অপগতা—অভিভূতা ভবেৎ তদা সুখপ্রাপ্তৌ অপি অল্পায়ুর্ভবেৎ। এবং বিতর্কাণাম্ অনুগতম্—অনুগচ্ছন্তম্ অমুম্—অনিষ্টং বিপাকং ভাবয়ন্ ন বিতর্কেষু—হিংসাদিষু মনঃ প্রণিদধীত। হেয়াঃ—ত্যাজ্যা বিতর্কাঃ।

ঈশ্বর-প্রণিধানের বিতর্ক—অনীশ্বরগুণযুক্ত বা হীন পুরুষের চরিত্র ভাবনা করা (তর্কের বা যুক্তিযুক্ত বিচারের যাহা বিপরীত তাহাই বিতর্ক)।

৩৪। বিতর্কসকল ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিয়ম যথা—ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে হিংসা অর্থাৎ যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—এই প্রচলিত নিয়ম আশ্রয় করিয়া আচরিত হিংসা। বিকল্প যথা—পিতৃলোকদের তৃপ্তির জন্য শূকর, গবয় (নীল গাই) অথবা বৃদ্ধ ছাগ বলি (ইহার কোনও একটা হনন করা)। সমুচ্চয় যথা—একদিনেই স্থাবর-জঙ্গম বলি। বধ্য প্রাণীকে বন্ধনাদির দ্বারা তাহার বীর্য বা কায়চেষ্টা (শারীরিক স্বাধীনতা) অভিভূত করা হয়, তাহাতে সেই বীর্যহরণ করার ফলে ঐ ঘাতকের আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়রূপ চেতন ও অচেতন অর্থাৎ শরীররূপ উপকরণসকল বা ভোগসাধনের করণসকল ক্ষীণবীর্য বা দুর্বল হয়। বধ্যের জীবনের বা প্রাণের ব্যপরোপণ বা নাশ করার ফলে ঘাতক প্রতিক্ষণ প্রাণহানিকর অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় থাকিয়া মরণ আকাঙ্ক্ষা করিয়াও, দুঃখরূপ বিপাক বা কর্মফল নিয়ত-বিপাকরূপে আবদ্ধ হওয়া হেতু (সম্পূর্ণরূপে ফলীভূত হইবে বলিয়া) অর্থাৎ দুঃখভোগ করিবার অনুকূল যে কর্ম তাহার বিপাক ফলোন্মুখ হওয়াতে, তাহার কষ্টময় আয়ুর ফলভোগ নিয়ত হয় অর্থাৎ মরণ আকাঙ্ক্ষা করিলেও মৃত্যু না ঘটিয়া তাহার কষ্টজনক তীব্র কর্মাশয় সম্পূর্ণরূপেই ফলীভূত হয়, তজ্জন্য সে কোনও রূপে উচ্ছ্বসন করে অর্থাৎ কোনও প্রকারে শ্বাস-প্রশ্বাস করিয়া বাঁচিয়া থাকে, (সম্পূর্ণ ফলভোগ না হওয়া পর্যন্ত) প্রাণত্যাগ করে না। কিঞ্চিৎ পুণ্যের ফলে অর্থাৎ পরে আচরিত অহিংসামূলক কর্মের ফলে, হিংসামূলক কর্ম কিয়ৎ পরিমাণ অপগত বা অভিভূত হইয়া সুখপ্রাপ্তি ঘটিলেও অল্পায়ু হয়। এইরূপে বিতর্কসকলের অনুগত অর্থাৎ তাহাদের অনুসরণশীল ঐসকল অনিষ্ট দুঃখময় ফলের বিষয় স্মরণ করিয়া হিংসাদি বিতর্কসকলে মন দিবে না। ঐরূপে অন্যান্য বিতর্কসকলও হেয় বা ত্যাজ্য।

৩৫। যদেতি। অপ্রসবধর্মাণো বিতর্কা ইতি শেষঃ। তদা অহিংসাদীনাং প্রতিষ্ঠেতি। অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং—হিংসাসংস্কারনাশাৎ তৎপ্রত্যয়স্য সম্যক্ নাশে ইত্যর্থঃ। তৎসন্নিধৌ—সান্নিধ্যাদ্ যোগিনঃ সংকল্পপ্রভাবানুভাবিতাঃ সর্বে প্রাণিনো বৈরভাবং ত্যজন্তীত্যর্থঃ।

৩৬। ধার্মিক ইতি। সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়য়া—কর্মাচরণেন যৎ স্বর্গগমনাদি-ফলং লভ্যতে, যোগিনো 'বাচা এব শ্রোতুর্মনসি সমুদিতসংস্কারাৎ তৎসিদ্ধিঃ। ততঃ 'ধার্মিকো ভূয়াঃ' ইত্যাশীর্বচনাদ্ অভিভূতাঽধর্মমতিঃ ধার্মিকো ভবতীতি যোগিনো বাচঃ অমোঘত্বম্।

৩৭। সর্বেতি। সর্বাসু দিক্ষু ভ্রমতো যোগিনঃ সকাশে চেতনাচেতনানি রত্নানি—জাতৌ জাতৌ উৎকৃষ্টবস্তূনি উপতিষ্ঠন্তে উপস্থাপ্যন্তে চ।

৩৮। যস্যেতি। ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠাজাতবীর্যলাভাৎ তদ্ বীর্যম্ অপ্রতিঘান্ গুণান্—প্রতিঘাতরহিতা জ্ঞানাদিশক্তীঃ উৎকর্ষয়তি, তথা উহাধ্যয়নাদিভিঃ জ্ঞানসিদ্ধো যোগী বিনেয়েষু—শিষ্যেষু জ্ঞানম্ আধাতুং—হৃদয়ঙ্গমং কারয়িতুং সমর্থো ভবতীতি।

৩৫। বিতর্কসকল অপ্রসবধর্ম হইলে বা উৎপন্ন হইবার শক্তিহীন হইলে, তখন অহিংসাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলা যায়। অহিংসাপ্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ হিংসামূলক সংস্কারনাশে তাহার প্রত্যয়েরও সম্যক্ নাশ হইলে, তাঁহার সন্নিধিতে অর্থাৎ সান্নিধ্যহেতু, যোগীর সংকল্পপ্রভাবে ভাবিত হইয়া সমস্ত জীব বৈরভাব ত্যাগ করে। (হিংসা-সংস্কারের নাশ অর্থে দগ্ধবীজবৎ হইয়া থাকা)।

৩৬। সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে ক্রিয়ার দ্বারা বা কর্মাচরণের দ্বারা যে স্বর্গগমনাদি ফললাভ হয়, যোগীর বাক্যের দ্বারা শ্রোতার মনে তদ্বিষয়ক (অভিভূত) সংস্কার সমুদিত হইয়া, তাহা সিদ্ধ হয়। তাহার ফলে 'ধার্মিক হও' এইরূপ আশীর্বাদ হইতে অধর্মপ্রবৃত্তি অভিভূত হইয়া লোকে ধার্মিক হয়। এইরূপে যোগীর বাক্যের অমোঘত্ব বা সফলত্ব সিদ্ধ হয়। (শ্রোতার মনে যে-পরিমাণ অভিভূত ধর্মসংস্কার আছে, তাহাই মাত্র যোগীর প্রভাবে উদ্‌ঘাটিত হইবে কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা তাহাকে বর্ধিত না করিলে কোনও স্থায়ী ফল হইবে না)।

৩৭। অস্তেয়প্রতিষ্ঠ যোগী সর্বদিকে ভ্রমণ করিলে, তাঁহার নিকট চেতন ও অচেতন বস্তুসকল অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির মধ্যে যাহা যাহা উৎকৃষ্ট বস্তু সেই সকলের উপস্থান হয়, তন্মধ্যে যাহা চেতন বস্তু তাহারা স্বয়ং উপস্থিত হয় এবং যাহা অচেতন বস্তু তাহারা অন্যের দ্বারা উপস্থাপিত বা প্রদত্ত হয়।

৩৮। ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠা হইতে সঞ্জাত বীর্য (চৈত্তিক বলবিশেষ)-লাভ হইলে সেই বীর্য অপ্রতিঘ গুণসকলকে অর্থাৎ বাধাহীন জ্ঞান, ক্রিয়া ও শক্তিকে উৎকর্ষযুক্ত করে এবং উহ বা প্রতিভা (স্বয়ং জ্ঞানলাভ করা), অধ্যয়ন (অধ্যয়নদ্বারা তত্ত্বসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ) ইত্যাদির দ্বারা জ্ঞান-সিদ্ধ যোগী বিনেয়ের বা শিষ্যের অন্তরে জ্ঞান আহিত করিতে বা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে সমর্থ হন।

৩৯। অস্যেতি। দেহেন সহ সম্বন্ধো জন্ম, তস্য কথন্তা—কিম্প্রকারতা। অপরিগ্রহস্থৈর্যে—ত্যক্তবাহ্যপরিগ্রহস্য যোগিনো দেহোঽপি হেয়ঃ পরিগ্রহ ইত্যনুভবস্থৈর্যে জন্মকথন্তাবোধো ভবতি। তৎস্বরূপং কোঽহমাসমিত্যাদি। এবমিতি। পূর্বান্তপরান্তমধ্যেষু—অতীতভবিষ্যবর্তমানেষু আত্মভাবজিজ্ঞাসা—আত্মভাবে—অহন্তাববিষয়ে শরীরসম্বন্ধবিষয় ইত্যর্থঃ যা জিজ্ঞাসা তত্র স্বরূপজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ।

৪০। শৌচাদিতি বাহ্যশৌচফলম্। স্বশরীরে জুগুপ্সায়াং জাতায়াং তস্য শৌচমাচরমাণো যতিঃ কায়স্য অবদ্যদর্শী—দোষদর্শী কায়ানভিষ্বঙ্গী—কায়রাগহীনো ভবতি। কিঞ্চেতি। জিহাসুস্ত্যাগেচ্ছুঃ স্বকায়শুদ্ধিম্ অদৃষ্ট্বা কথম্ অত্যন্তম্ এব অপ্রযতৈঃ—মলিনৈঃ জুগুপ্সিততমৈরিত্যর্থঃ পরকায়ৈঃ সহ সংসৃজ্যেত—সংসর্গম্ ইচ্ছেদিত্যর্থঃ।

৪১। আভ্যন্তরশৌচফলমাহ সত্ত্বেতি। শুচেরিতি। শুচেঃ—মদমানের্ষাদীনাম্ আক্ষালনকৃতঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ—বিক্ষেপকমলহীনতা অন্তর্নিষ্ঠতা চ, ততঃ সৌমনস্যং মানসং সৌখ্যম্ আত্মপ্রীতিরিত্যর্থঃ, সৌমনস্যযুক্তস্য ঐকাগ্র্যং সুকরং, ততঃ—বুদ্ধিস্থৈর্যে মনআদীন্দ্রিয়জয়ঃ, ততো নির্মলস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য আত্মদর্শনে—পুরুষস্বরূপাবধারণে যোগ্যতা ভবতি।

৩৯। দেহের সহিত সম্বন্ধ হওয়াই জন্ম, তাহার কথন্তা অর্থাৎ তাহা কি প্রকারে হইয়াছে ইত্যাদি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা। অপরিগ্রহস্থৈর্য হইলে অর্থাৎ (অনাবশ্যক) বাহ্যপরিগ্রহ যে যোগী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তে—স্বদেহও হেয় বা পরিগ্রহ-স্বরূপ এই প্রকার অনুভব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার জন্ম-কথন্তার জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞানের স্বরূপ, যথা—'আমি কে ছিলাম' ইত্যাদি। পূর্বান্ত, পরান্ত এবং মধ্যে অর্থাৎ অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালে। আত্মভাবজিজ্ঞাসা অর্থাৎ 'আমি' এই ভাবসম্বন্ধে বা শরীর-সম্বন্ধীয় বিষয়ে যেসকল জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তাহার স্বরূপজ্ঞান বা মীমাংসা হয়।

৪০। বাহ্য শৌচের ফল বলিতেছেন। স্বশরীরে ঘৃণা উৎপন্ন হইলে, সেই শৌচ-আচরণশীল যতি তাঁহার শরীরের অবদ্য বা দোষদর্শী হইয়া দেহে অনভিষ্বঙ্গী বা আসক্তিশূন্য হন। জিহাসু বা ত্যাগেচ্ছু সাধক কোনওরূপে নিজের শরীরের শুদ্ধি হয় না দেখিয়া (অশুচি পদার্থের দ্বারা নির্মিত বলিয়া), কিরূপে অত্যন্ত অপ্রযত বা মলিন অর্থাৎ ঘৃণ্যতম পরশরীরের সহিত সংসৃষ্ট হইবেন বা সংসর্গ করিতে ইচ্ছা করিবেন ?

৪১। আভ্যন্তর শৌচের ফল বলিতেছেন। শুচি ব্যক্তির অর্থাৎ মদ-মান-ঈর্ষা আদি মলিনতা যিনি প্রক্ষালন করিয়াছেন তাঁহার, সত্ত্বের বা চিত্তের শুদ্ধি বা বিক্ষেপরূপ মলহীনতা হয় এবং নিজের ভিতরেই নিবিষ্ট থাকার ক্ষমতা হয়। তাহা হইতে সৌমনস্য বা মানসিক সুখ বা আত্মপ্রসাদ হয় এবং ঐরূপ সৌমনস্যযুক্ত সাধকের চিত্তের ঐকাগ্র্যসাধন সহজসাধ্য হয়। তাহাতে বুদ্ধির স্থৈর্য হইয়া

৪২। তথেতি সন্তোষফলং ব্যাচষ্টে। কামসুখং—কাম্যবিষয়প্রাপ্তিজনিতং যৎ সুখম্।

৪৩। নির্বর্ত্যমানমিতি। তপঃসিদ্ধিফলং ব্যাচষ্টে। নির্বর্ত্যমানম্—নিষ্পাদ্যমানম্। আবরণমলম্—সিদ্ধপ্রকৃতেরাপূরণস্য প্রতিবন্ধকভূতা যে শারীরধর্মাস্তেষাং বশ্যতারূপং মলম্। সামান্যতঃ সত্যব্রহ্মচর্যাদীনি অপি তপঃ। অত্র চ যোগানুকূলং দ্বন্দ্বসহনমেব তপঃশব্দেন সংজ্ঞিতম্।

৪৪। দেবা ইতি। স্বাধ্যায়শীলস্য—নিরন্তরং ভাবনাযুক্তজপশীলস্য। সম্প্রয়োগঃ—সম্পর্কঃ গোচর ইত্যর্থঃ।

৪৫। ঈশ্বরেতি। ঈশ্বরার্পিতসর্বভাবস্য—তৎপ্রণিধানপরস্য সুখেনৈব সমাধিসিদ্ধিঃ। যয়া সমাধিসিদ্ধ্যা সম্প্রজ্ঞানলাভো ভবতি। অহিংসাদিশীলসম্পন্ন এব ঈশ্বরপ্রণিধানসমর্থো ভবতি নান্যথা। অহিংসাদিপ্রতিষ্ঠায়াং যাঃ সিদ্ধয়স্তাস্তপোজা মন্ত্রজাশ্চ। প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যাৎ কেষাঞ্চিদ্ অহিংসাদিষু কিঞ্চিৎ সাধনম্ অত্যনুকূলং ভবতি। তস্য চ সম্যগনুষ্ঠানাৎ তৎপ্রতিষ্ঠাজাতা সিদ্ধিরাবির্ভবতি। যে তু সামান্যত এব যমনিয়মানুষ্ঠানং সংরক্ষন্তঃ সমাধিসিদ্ধয়ে প্রযতন্তে তেষাং তাঃ সিদ্ধয়ো নাবির্ভবন্তীতি দ্রষ্টব্যম্।

মন আদি ইন্দ্রিয়জয় হয়। পুনঃ তাহা হইতে নির্মল বুদ্ধিসত্ত্বের আত্মদর্শন-বিষয়ে বা পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি করার যোগ্যতা হয় (উন্নততর মুখ্য সাধনে নিবিষ্ট হইবার অধিকার হয়)।

৪২। সন্তোষের ফল ব্যাখ্যা করিতেছেন। কামসুখ অর্থে কাম্য বিষয়ের প্রাপ্তিজনিত যে সুখ।

৪৩। তপস্যাসিদ্ধির ফল ব্যাখ্যা করিতেছেন। নির্বর্ত্যমান অর্থে নিষ্পাদিত হইতে থাকা। আবরণমল অর্থে সিদ্ধপ্রকৃতির (অণিমাদি সিদ্ধির যে প্রকৃতি, তাহার) আপূরণের বা অনুপ্রবেশের বাধা-স্বরূপ যে তৎপ্রতিকূল শারীর ধর্ম, তাহার বশীভূত হওয়ারূপ মল (যাহা থাকিলে সিদ্ধ প্রকৃতি প্রকটিত হইতে পারে না)। সাধারণতঃ সত্য-ব্রহ্মচর্য-আদি তপস্যা বলিয়া কথিত হয়, এখানে যোগের অনুকূল দ্বন্দ্বসহনাদিকেই বিশেষ করিয়া তপঃ নাম দেওয়া হইয়াছে।

৪৪। স্বাধ্যায়শীলের অর্থাৎ নিরন্তর মন্ত্রার্থের ভাবনাযুক্ত যে জপ, তৎপরায়ণের। (ইষ্টদেবতার সহিত) সম্প্রয়োগ বা সম্পর্ক হয় ও তাঁহারা গোচরীভূত হন।

৪৫। যাঁহার দ্বারা ঈশ্বরে সর্বভাব অর্পিত অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধান-পরায়ণ যে যোগী, তাঁহার সহজেই সমাধিসিদ্ধি হয়—যেরূপ সমাধিসিদ্ধির দ্বারা সম্প্রজ্ঞান লাভ সম্ভব। অহিংসাদি শীলসম্পন্ন হইলে তবেই (প্রকৃষ্টরূপে) ঈশ্বর-প্রণিধান করিবার সামর্থ্য হয়, নচেৎ নহে। অহিংসাদি প্রতিষ্ঠিত হইলে যেসকল সিদ্ধি হয় তাহারা তপোজ এবং মন্ত্রজ সিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যের ফলে পূর্ব সংস্কারহেতু কাহারও অহিংসাদি সাধনসকলের মধ্যে কোনও এক সাধন অতীব অনুকূল হয় এবং তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠান হইতে তৎপ্রতিষ্ঠাজাত সিদ্ধি আবির্ভূত হয়। যাঁহারা সামান্যতঃ (মোটামুটি)

অহিংসাসত্যাদয়ঃ তপ এব। স্মৃতিশ্চাত্র "তথাহিংসা পরং তপ" ইতি, "নাস্তি সত্যসমং তপ" ইতি, "ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে" ইতি। তস্মাৎ তজ্জাঃ সিদ্ধয়স্তপোজা এব। জপরূপস্বাধ্যায়ান্মন্ত্রজা সিদ্ধিঃ। শান্তস্য সমাহিতস্য ঈশ্বরস্য প্রণিধানাদ্ ধারণাধ্যানোৎকর্ষঃ ততশ্চ প্রণিধানং সমাধিং ভাবয়েৎ। অহিংসাদয়ঃ সর্বে ক্লিষ্টকর্মণঃ প্রতনূকরণায় অনুষ্ঠেয়াঃ। যথা একস্মাদপি ছিদ্রাৎ পূর্ণঘটো বারিহীনো ভবতি তথা অহিংসাদিশীলানাম্ একতমস্যাপি সম্ভেদাদ্ ইতরে যমনিয়মা নির্বীর্যা ভবন্তীতি। উক্তঞ্চ "ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ ক্ষমা শৌচং তপো দমঃ। সন্তোষঃ সত্যমাস্তিক্যং ব্রতাঙ্গানি বিশেষতঃ। একেনাপ্যথ হীনেন ব্রতমস্য তু লুপ্যতে" ইতি।

৪৬। উক্তা ইতি। পদ্মাসনাদি যদা স্থিরসুখং—স্থিরং সুখং সুখাবহঞ্চ যথাসুখমিত্যর্থঃ ভবতি তদা যোগাঙ্গমাসনং ভবতি।

৪৭। ভবতীতি। প্রযত্নোপরমাৎ—পদ্মাসনাদিগতঃ ত্রিকন্নতস্থাপনপ্রযত্নাদ্ অন্যপ্রযত্নশৈথিল্যং কুর্যাদিত্যর্থঃ। মৃতবৎস্থিতিরেব প্রযত্নশৈথিল্যং, অনন্তে—পরমমহত্ত্বে বা সমাপন্নো ভবেদ্ আসনসিদ্ধয়ে।

যমনিয়ম পালন করিয়া সমাধিসিদ্ধির জন্যই বিশেষরূপে চেষ্টিত হন তাঁহাদের ভিতর উক্ত সিদ্ধিসকল আবির্ভূত হয় না, ইহা দ্রষ্টব্য।

অহিংসা-সত্যাদি তপস্যার অন্তর্গত, এবিষয়ে স্মৃতি যথা—"অহিংসাই পরম তপস্যা", "সত্যের সমান তপ নাই", "ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসাকে শারীর তপ বলে" (শান্তিপর্ব) ইত্যাদি। তজ্জাত সিদ্ধিসকল সেইজন্য তপোজসিদ্ধি। জপরূপ স্বাধ্যায় হইতে মন্ত্রজসিদ্ধি হয়। শান্ত সমাহিত ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে ধারণা-ধ্যানেরও উৎকর্ষ হয়, প্রণিধান তজ্জন্য সমাধিকে ভাবিত করে। অহিংসাদি সবই ক্লেশমূলক কর্মসকলকে ক্ষীণ করিবার জন্য অনুষ্ঠেয়। যেমন পূর্ণ ঘটে একটি মাত্র ছিদ্র থাকিলেও তাহা জলশূন্য হয়, তদ্রূপ অহিংসাদি শীলসকলের একটি মাত্রেরও ভঙ্গ হইলে অন্যগুলিও হীনবীর্য হইবে। এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে, যথা—"ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, ক্ষমা, শৌচ, তপঃ, দম, সন্তোষ, সত্য, আস্তিক্য (ধর্মে দৃঢ়বুদ্ধি)—ইহারা বিশেষ করিয়া ব্রতের অঙ্গ এবং ইহাদের কোনও একটির হানি হইলে আচরণকারীর ব্রতরূপ নিয়ম ভঙ্গ হইয়া থাকে।"

৪৬। পদ্মাসনাদি যখন স্থিরসুখ হয় অর্থাৎ স্থির এবং সুখাবহ বা স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত হয়, তখন তাহা যোগাঙ্গভূত আসনে পরিণত হয়।

৪৭। প্রযত্নোপরম হইতে অর্থাৎ (ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে) পদ্মাসনাদিতে অবস্থিত যোগী ত্রিরুন্নত-স্থাপনার্থ (বক্ষ, গ্রীবা ও মস্তক উন্নত রাখার জন্য) যে প্রযত্ন বা চেষ্টা আবশ্যক তদ্ব্যতীত অন্য প্রযত্নের শিথিলতা করিবে (তাহাতে আসনসিদ্ধি হয়)। মৃতবৎ অবস্থিতিই (যেন দেহের সহিত সম্পর্কহীন আলুগাভাব) প্রযত্নের শিথিলতা। আসনসিদ্ধির জন্য অনন্তে অর্থাৎ পরম মহত্ত্বরূপ অনন্তে (যেন অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া আছি এইরূপে) চিত্তকে সমাপন্ন করিবে।

৪৮। আসনসিদ্ধিফলমাহ তত ইতি। শরীরস্য স্থৈর্যাদ্ অভিভূতস্পর্শাদিবোধো যোগী ন দ্রাক্ শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিদ্বন্দ্বৈরভিভূয়তে।

৪৯। সতীতি। সুগমং ভাষ্যম্। শ্বাসপ্রশ্বাসপ্রযত্নেন সহ যৎ চিত্তবন্ধনং তদেব যোগাঙ্গং প্রাণায়ামঃ, যোগস্য চিত্তবৃত্তিনিরোধস্বরূপত্বাদিতি বেদিতব্যম্।

৫০। যত্রেতি। প্রশ্বাসপূর্বকঃ—চিত্তাধানপ্রযত্নসহিতরেচনপূর্বকো গত্যভাবঃ—যো বায়োর্বহিরেব ধারণং তথা বায়ুধারণপ্রযত্নেন সহ চিত্তস্যাপি বন্ধঃ স বাহ্যবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। নায়ং রেচনমাত্রঃ কিন্তু রেচকান্তনিরোধঃ। উক্তঞ্চ "নিষ্ক্রাম্য নাসাবিবরাদ-শেষং প্রাণং বহিঃ শূন্যমিবানিলেন। নিরুধ্য সন্তিষ্ঠতি রুদ্ধবায়ুঃ স রেচকো নাম মহানিরোধ" ইতি। যত্র শ্বাসপূর্বকঃ—পূর্ববৎ প্রযত্নবিশেষাৎ পূরণপূর্বকো গত্যভাবঃ—বায়োরন্তর্ধারণং চিত্তস্যাপি বন্ধঃ স আভ্যন্তরবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। পূরকান্তপ্রাণরোধো ন পূরণমাত্রঃ যথোক্তং "বাহ্যে স্থিতং ঘ্রাণপুটেন বায়ুমাকৃষ্য তেনৈব শনৈঃ সমন্তাৎ। নাড়ীশ্চ সর্বাঃ পরিপূরয়েদ্ যঃ স পূরকো নাম মহানিরোধ" ইতি। পূরয়িত্বা নিরুদ্ধবায়ুর্ভূত্বা-বস্থানমেবায়ং পূরক ইত্যর্থঃ।

যত্র রেচনপূরণ-প্রযত্নমকৃত্বা পূরণরেচনে অনপেক্ষ্য যথাবস্থিতবায়ৌ সকৃদ্ বিধারণ-প্রযত্নাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসগত্যভাবঃ তথা চ চিত্তস্য বায়ুধারণপ্রযত্নেন সহ ধ্যেয়বিষয়ে বন্ধঃ স

৪৮। আসনসিদ্ধির ফল বলিতেছেন, শরীরের স্থৈর্যের ফলে যাঁহার শব্দস্পর্শাদি বোধ অভিভূত হইয়াছে তাদৃশ যোগী শীত-উষ্ণ, ক্ষুৎ-পিপাসা ইত্যাদি দ্বন্দ্বজাত কষ্টের দ্বারা সহসা অভিভূত হন না।

৪৯। শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত যে চিত্তকে ধ্যেয়বিষয়ে স্থাপিত করা তাহাই যোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম। কারণ, চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগের স্বরূপ, ইহা বুঝিতে হইবে (অতএব যোগাঙ্গভূত যে প্রাণায়াম তাহা চিত্তস্থৈর্যকরও হওয়া চাই)।

৫০। প্রশ্বাসপূর্বক অর্থাৎ চিত্তস্থির করিবার প্রযত্নসহ রেচনপূর্বক যে গতির অভাব অর্থাৎ বায়ুকে বাহিরেই ধারণ এবং বায়ুকে বাহিরে ধারণ করিবার প্রযত্নের সহিত চিত্তকে যে সুস্থির বা ধ্যেয়বিষয়ে সংলগ্ন রাখা, তাহা বাহ্যবৃত্তি প্রাণায়াম। ইহা রেচনমাত্র নহে, কিন্তু রেচনপূর্বক যে নিরোধ অর্থাৎ রেচন করিয়া যে আর শ্বাসগ্রহণ না করা, তাহা। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—"সমস্ত বায়ুকে নাসা-বিবর দ্বারা বাহিরে নির্গত করিয়া কোষ্ঠকে বায়ুশূন্যের মত করিয়া নিরোধ করা এবং তদ্রূপে রুদ্ধবায়ু হইয়া যে অবস্থান, তাহা রেচক নামক মহানিরোধ"।

যাহাতে শ্বাসপূর্বক অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রযত্ন-বিশেষসহ পূরণপূর্বক যে গত্যভাব অর্থাৎ বায়ুকে ভিতরে ধারণ করা এবং চিত্তকেও রোধ করার চেষ্টা করা হয়, তাহা আভ্যন্তরবৃত্তি-প্রাণায়াম। পূরকান্ত যে প্রাণরোধ তাহা পূরণমাত্র নহে। যথা উক্ত হইয়াছে—"নাসিকার দ্বারা বাহ্যে স্থিত বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা সর্ব দিকে সমস্ত নাড়ীকে যে ধীরে ধীরে পূরণ করা, তাহা পূরক নামক মহানিরোধ"। পূরণপূর্বক রুদ্ধবায়ু হইয়া যে অবস্থান তাহাই এই পূরক।

এব তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। অত্র স্তম্ভবৃত্তৌ সর্বতঃ পরিশুষ্যত্তপ্তোপলন্যস্তজলবদ্ বায়ুঃ সর্বশরীরে, বিশেষতঃ প্রত্যঙ্গেষু, সংকোচমাপদ্যত ইত্যনুভূয়তে। ন চায়ং রেচক-পূরকসহকারী কুম্ভকঃ। উক্তঞ্চ "ন রেচকো নৈব চ পূরকোঽত্র নাসাপুটে সংস্থিতমেব বায়ুম্। সুনিশ্চলং ধারয়েত ক্রমেণ কুম্ভাখ্যমেতৎ প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ" ইতি। ত্রয় ইতি। দেশেন কালেন সংখ্যয়া চ পরিদৃষ্টা বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিপ্রাণায়ামা দীর্ঘাঃ সূক্ষ্মাশ্চ ভবন্তি। দেশেন পরিদৃষ্টির্যথা ইয়ান্ অস্য বিষয়ঃ—ইয়ৎপরিমাণদেশব্যবহিতং তূলং ন প্রশ্বাসবায়ুশ্চালয়তি সূক্ষ্মীভূতত্বাদিতি। দেহাভ্যন্তরদেশেঽপি স্পর্শবিশেষানুভবো দেশ-পরিদর্শনম্। কালপরিদৃষ্টির্যথা ইয়তঃ ক্ষণান্ যাবদ্ ধারয়িতব্য ইতি। সংখ্যাপরিদৃষ্টির্যথা এতাবদ্‌ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ—তদবচ্ছিন্নকালেনেত্যর্থঃ প্রথম উদ্‌ঘাতঃ, এতাবদ্ভির্দ্বিতীয় ইত্যাদিঃ। শ্বাসায় প্রশ্বাসায় চ য উদ্বেগঃ স উদ্‌ঘাতঃ। উক্তঞ্চ "নীচো দ্বাদশমাত্রস্তু সকৃদ্ উদ্‌ঘাত ঈরিতঃ। মধ্যমস্তু দ্বিরুদ্‌ঘাতঃ চতুর্বিংশতিমাত্রকঃ। মুখ্যস্তু যস্ত্রিরুদ্‌ঘাতঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্র উচ্যতে" ইতি। শ্বাসপ্রশ্বাসাবচ্ছিন্নকালো মাত্রা। দ্বাদশমাত্রকঃ প্রাণায়ামঃ প্রথম উদ্‌ঘাতো মতঃ। অভ্যাসেন নিগৃহীতস্য—বশীকৃতস্য প্রথমোদ্‌ঘাতস্য এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ—তদবচ্ছিন্নকালব্যাপীত্যর্থঃ দ্বিতীয়ঃ চতুর্বিংশতিমাত্রক উদ্‌ঘাতো মধ্যঃ। এবং তৃতীয় উদ্‌ঘাতস্তীব্রঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রকঃ। স ইতি। স প্রাণায়াম এবমভ্যস্তো

যেস্থলে রেচনপূরণের প্রযত্ন না করিয়া অর্থাৎ রেচনপূরণবিষয়ে কোন চেষ্টা বা লক্ষ্য না রাখিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস যেরূপে অবস্থিত আছে—তদবস্থাতেই হঠাৎ বিধারণরূপ প্রযত্নপূর্বক যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গত্যভাব বা রোধ এবং বায়ুধারণের প্রযত্নের সহিত ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তকে যে সংলগ্ন রাখা তাহাই তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি নামক প্রাণায়াম। উত্তপ্ত প্রস্তরে ন্যস্ত জল যেমন সর্বদিক্ হইতে শুষ্ক হয়, এই স্তম্ভবৃত্তিতেও তদ্রূপ সর্বশরীর হইতে, বিশেষ করিয়া শরীরের প্রত্যঙ্গ হইতে, বায়ু সংকুচিত হইয়া আসিতেছে এইরূপ অনুভূত হয়। ইহা রেচনপূরণের সহকারী যে কুম্ভক তাহা নহে, যথা উক্ত হইয়াছে—"ইহাতে রেচক বা পূরক নাই, নাসাপুটে বায়ু যেরূপ সংস্থিত আছে—তাহাকে সেইরূপ সুনিশ্চল ভাবে যে ধারণ করা তাহাকেই প্রাণায়ামজ্ঞেরা কুম্ভ বলিয়া থাকেন"।

বাহ্য, আভ্যন্তর এবং স্তম্ভবৃত্তি-প্রাণায়াম দেশ, কাল এবং সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইলে দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হয়। দেশপূর্বক পরিদৃষ্টি যথা—'এই পর্যন্ত ইহার বিষয় অর্থাৎ এই পরিমাণ দেশব্যবহিত তূলাকেও প্রশ্বাসবায়ু বিচলিত করে না'—সূক্ষ্মীভূত হওয়াতে। দেহের আভ্যন্তরদেশেও স্পর্শ-বিশেষের যে অনুভব তাহাও দেশপরিদর্শন। কালপরিদৃষ্টি যথা—এতক্ষণ যাবৎ বায়ু ধারণ করিতে হইবে। সংখ্যাপরিদৃষ্টি যথা—এতগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসে অর্থাৎ তদ্ব্যাপী কালে, প্রথম উদ্‌ঘাত, এতগুলিতে দ্বিতীয় উদ্‌ঘাত ইত্যাদি। শ্বাসের বা প্রশ্বাসের জন্য যে উদ্বেগ তাহার নাম উদ্‌ঘাত। যথা উক্ত হইয়াছে, "সর্বনিম্নে দ্বাদশ মাত্রা যে উদ্‌ঘাত তাহাকে সকৃদ্ বা প্রথম (অল্পকালব্যাপী) উদ্‌ঘাত বলে, মধ্যম দ্বিরুদ্‌ঘাত চতুর্বিংশতি মাত্রাযুক্ত। মুখ্য ত্রিরুদ্‌ঘাত ষট্‌ত্রিংশৎ মাত্রাযুক্ত, এইরূপ কথিত হয়"। যে-কাল ব্যাপিয়া সাধারণতঃ শ্বাস ও প্রশ্বাস হয়, তাহাকে মাত্রা বলে। দ্বাদশ

দীর্ঘঃ—দীর্ঘকালব্যাপী, তথা সূক্ষ্মঃ—সুসাধিতত্বাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসযোঃ সূক্ষ্মতয়া সূক্ষ্ম ইতি। সংখ্যাপরিদৃষ্টঃ শ্বাসপ্রশ্বাসসংখ্যাভিঃ কালপরিদৃষ্টিরেবেতি দ্রষ্টব্যম্।

৫১। দেশেতি চতুর্থং প্রাণায়ামং ব্যাচষ্টে। দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো বাহ্যবিষয়ঃ—বাহ্যবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ, আক্ষিপ্তঃ—অভ্যাসেন দীর্ঘসূক্ষ্মভূতত্বাদ্ দেশাদ্যালোচনত্যাগ আক্ষেপস্তথা কৃত ইত্যর্থঃ, তথা আভ্যন্তরবৃত্তিঃ প্রাণায়ামোঽপি আক্ষিপ্তঃ। উভয়থা—বাহ্যতঃ আভ্যন্তরতশ্চোভয়থা দীর্ঘসূক্ষ্মীভূতঃ তৎপূর্বকঃ—দীর্ঘসূক্ষ্মতাপূর্বকো ভূমিজযাদ্—দীর্ঘসূক্ষ্মীভবনস্য ভূমিজয়াৎ ক্রমেণ—ক্রমতঃ ন তু তৃতীযস্তম্ভবৃত্তিবদ্ অহ্নায, উভযোঃ বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ গত্যভাবঃ স্তম্ভবৃত্তিবিশেষরূপশ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইতি শেষঃ। তৃতীযচতুর্থযোর্ভেদং বিবৃণোতি। সুগমং প্রথমাংশব্যাখ্যানেন চ ব্যাখ্যাতম্।

৫২। প্রাণায়ামস্য যোগানুকুলং ফলমাহ তত ইতি। ব্যাচষ্টে প্রাণাযামান্ ইতি। বিবেকজ্ঞানরূপস্য প্রকাশস্য আবরণমলং—ক্লেশমূলং কর্ম। প্রাণাযামেন-প্রাণানাং

মাত্রাযুক্ত যে প্রাণাযাম তাহা প্রথম উদ্‌ঘাত। অভ্যাসের দ্বারা নিগৃহীত বা বশীভূত যে প্রথমোদ্‌ঘাত, তাহা পুনরায় এতগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা অর্থাৎ তদবচ্ছিন্ন কালব্যাপী হইলে, দ্বিতীয় চতুর্বিংশতিমাত্রক উদ্‌ঘাতে পরিণত হয়, ইহা মধ্য। সেইরূপ ষট্‌ত্রিংশৎ মাত্রাযুক্ত তৃতীয় উদ্‌ঘাত তীব্র। সেই প্রাণাযাম এইরূপে অভ্যস্ত হইলে তাহা দীর্ঘ বা দীর্ঘকালব্যাপী এবং সূক্ষ্ম হয় অর্থাৎ যত্নসহকারে সাধিত হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সূক্ষ্মতা বা ক্ষীণতাহেতুই তাহা সূক্ষ্ম হয়। সংখ্যাপরিদৃষ্ট অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যার দ্বারা কালপরিদৃষ্ট ইহা দ্রষ্টব্য, অর্থাৎ ঐরূপ সংখ্যার সাহায্যে কালের পরিমাপপূর্বক প্রাণাযাম।

৫১। চতুর্থ প্রাণাযাম ব্যাখ্যা করিতেছেন। দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট বাহ্য বিষয় বা বাহ্যবৃত্তি-প্রাণাযাম আক্ষিপ্ত হয়। অভ্যাসের দ্বারা দীর্ঘসূক্ষ্ম হইলে দেশাদি-আলোচনকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের যে ত্যাগ বা অতিক্রমণ তাহাই আক্ষেপ, তৎপূর্বক কৃত হওয়াকে আক্ষিপ্ত বলে। তদ্রূপ আভ্যন্তরবৃত্তি-প্রাণায়ামও (দেশাদি-আলোচনপূর্বক তাহা অতিক্রম করিয়া) আক্ষিপ্ত বা অতিক্রান্ত হয়। উভযথা অর্থাৎ বাহ্য এবং আভ্যন্তর উভয়তঃই দীর্ঘ এবং সূক্ষ্মীভূত হইলে, তৎপূর্বক অর্থাৎ দীর্ঘসূক্ষ্মতাপূর্বক ভূমি-জয় হইতে—যে-ভূমিতে বা অবস্থাতে প্রাণাযাম দীর্ঘসূক্ষ্ম হয় তাহা আয়ত্ত করিলে—ক্রমশঃ, তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তিবৎ সহসা নহে, উভয়ের অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তর উভয়ের যে গত্যভাব তাহাই স্তম্ভবৃত্তি-বিশেষরূপ চতুর্থ প্রাণাযাম। তৃতীয় ও চতুর্থ দুই প্রকার স্তম্ভবৃত্তির ভেদ বিবৃত করিতেছেন। প্রথমাংশের ব্যাখ্যানের দ্বারা শেষ অংশও ব্যাখ্যাত হইল।

৫২। প্রাণাযামের যোগানুকূল ফল বলিতেছেন (তাহার অন্য ফলও থাকিতে পারে, তাহার সহিত যোগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই)। বিবেকজ্ঞানরূপ প্রকাশের আবরণমল অর্থে ক্লেশমূলক কর্ম। প্রাণাযামের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত পঞ্চ প্রাণশক্তিরও স্থৈর্য হইয়া দেহেরও স্থৈর্য হয়, তাহা হইতে কর্মের নিবৃত্তি হয়। তন্নিবৃত্তি হইতে তাহার (চাঞ্চল্যের) সংস্কারেরও ক্ষয় বা দৌর্বল্য হইয়া

স্থৈর্যাদ্ দেহস্যাপি স্থৈর্যং ততশ্চ কর্মনিবৃত্তিঃ তন্নিবৃত্তৌ তৎসংস্কারাণামপি ক্ষয়ঃ—দৌর্বল্যম্। ততো জ্ঞানস্য দীপ্তিঃ। পূর্বাচার্যসম্মতিমাহ যদিতি। মহামোহময়েন—অবিদ্যয়া তন্মূলকর্মণা চ আরোপিতেন অযথাখ্যাতিরূপেণ ইন্দ্রজালেন প্রকাশশীলং—যথার্থখ্যাতিস্বভাবকং সত্ত্বম্—বুদ্ধিসত্ত্বম্ আবৃত্য তদেব সত্ত্বম্ অকার্যে—সংসৃতিহেতুভূতকার্যে নিযুঙ্‌ক্তে। তদস্যেতি স্পষ্টম্। স্মৃতৌ চ "দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ। তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাদি" ইতি। তথেতি সুগমম্।

৫৩। কিঞ্চ ধারণাসু হৃদাদৌ চিত্তবন্ধনকারিণীষু যোগ্যতা সামর্থ্যং মনসো ভবতীতি প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব।

৫৪। স্ব ইতি। খানাং স্ববিষয়ে সম্প্রয়োগাভাবঃ—চিত্তানুকারসামর্থ্যাদ্ বিষয়সংযোগাভাবঃ, তস্মিন্ সতি তদা চিত্তস্বরূপানুকারবন্তীব ইন্দ্রিয়াণি ভবন্তি স এব প্রত্যাহারঃ। তদা চিত্তে নিরুদ্ধে ইন্দ্রিয়াণ্যপি নিরুদ্ধানি—বিষয়জ্ঞানহীনানি ভবন্তি। অপি চ চিত্তং যদ্ অন্তর্মনুতে রূপং বা শব্দং বা স্পর্শাদি বা চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনি অপি তস্য তস্য দর্শনশ্রবণাদিমন্তীব ভবন্তি। দৃষ্টান্তমাহ যথেতি।

৫৫। প্রত্যাহারফলমাহ তত ইতি। শব্দাদীতি। কেষাঞ্চিন্ মতে শব্দাদিষু—বিষয়েষু অব্যসনমেব ইন্দ্রিয়জয়ঃ। ব্যসনং—সক্তিঃ—আসক্তিঃ রাগঃ, তেন শ্রেয়সঃ—

জ্ঞানের দীপ্তি বা বিকাশ হয় (কারণ, অস্থিরতাই জ্ঞানের মলিনতা)। এ বিষয়ে প্রাচীন আচার্যের মত বলিতেছেন, মহামোহময় যে অবিদ্যা এবং তন্মূলক কর্ম, তদ্দ্বারা আরোপিত, অযথাখ্যাতিরূপ ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রকাশশীল বা যথার্থ খ্যাতিস্বভাবযুক্ত সত্ত্বকে অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্বকে আবৃত করিয়া তাহাকে অকার্যে বা সংসারের (জন্মমৃত্যুর প্রবাহের) হেতুভূত কার্যে নিযুক্ত করে। স্মৃতি যথা—"দহ্যমান ধাতুসকলের মলসকল যেরূপ দগ্ধ হইয়া যায়, প্রাণায়ামরূপ প্রাণসংযম হইতে তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকলের মলিনতা দূর হয়" (মনু)।

৫৩। কিঞ্চ প্রাণায়ামাভ্যাস হইতে ধারণাদিতে অর্থাৎ যাহাতে হৃদয়াদি প্রদেশে চিত্ত সংলগ্ন থাকে তাহাতে, মনের যোগ্যতা বা সামর্থ্য হয়।

৫৪। প্রত্যাহারে ইন্দ্রিয়সকলের স্ব স্ব বিষয়ে সম্প্রয়োগের অভাব হয় অর্থাৎ চিত্তকে অনুসরণ করিবার সামর্থ্যহেতু বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের অভাব হয়। তাহা হইলে, ইন্দ্রিয়সকল চিত্তের স্বরূপানুকার-স্বভাবক হয় অর্থাৎ চিত্তে যখন যে ভাব থাকে ইন্দ্রিয়সকলও যেন তদনুরূপ হয়, তাহাই প্রত্যাহার। তখন চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়সকলও নিরুদ্ধ হয় বা বিষয়জ্ঞানহীন হয়। কিঞ্চ চিত্ত তখন যাহা ভিতরে ভিতরে মনে করে, যেমন রূপ বা শব্দ বা স্পর্শ—চক্ষুঃশ্রোত্রাদিও সেই সেই বিষয়ের দর্শন-শ্রবণবান্ হয়।

৫৫। প্রত্যাহারের ফল বলিতেছেন। কাহারও কাহারও মতে শব্দাদি-বিষয়ে সংলিপ্ত না হওয়াই ইন্দ্রিয়জয়। ব্যসন অর্থে সক্তি বা আসক্তি অর্থাৎ রাগ, তদ্দ্বারা শ্রেয় বা কুশল হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। অপরে বলেন, অবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রবিহিত যে প্রতিপত্তি বা বিষয়ভোগ তাহাই

কুশলাদ্ ব্যস্যতে—ক্ষিপ্যত ইতি। অন্যে বদন্তি অবিরুদ্ধা—শাস্ত্রবিহিতা প্রতিপত্তিঃ—বিষয়ভোগা ন্যায্যা ইতি স এব ইন্দ্রিয়জয় ইত্যর্থঃ। ইতরে বদন্তি স্বেচ্ছয়া শব্দাদি-সম্প্রযোগঃ শব্দাদিভোগ ইত্যর্থঃ, এব ইন্দ্রিয়জয়ঃ। অপরমিন্দ্রিয়জয়মাহ রাগেতি। চিত্তৈকাগ্র্যাদ্ অপ্রতিপত্তিঃ—ইন্দ্রিয়জ্ঞানবোধ এব ইন্দ্রিয়জয় ইতি ভগবতো জৈগীষব্যস্যাভিমতম্। এষা এব পরমা বশ্যতা অন্যেষু চ প্রচ্ছন্নলৌল্যং বিদ্যত ইতি।

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য-শ্রীহরিহরানন্দারণ্য-কৃতায়াং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জল-সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যস্য টীকায়াং ভাস্বত্যাং দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

ন্যায্য অর্থাৎ তাহাই ইন্দ্রিয়জয়। আবার অন্যে বলেন, স্বেচ্ছায় (অবশীভূতভাবে) যে শব্দাদি-সম্প্রযোগ বা শব্দাদিবিষয়ভোগ, তাহাই ইন্দ্রিয়জয়। অপর ইন্দ্রিয়জয় (যাহা যথার্থ) বলিতেছেন। চিত্তের ঐকাগ্র্যের ফলে যে অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানবোধ, তাহাই ইন্দ্রিয়জয়, ইহা ভগবান্ জৈগীষব্যের অভিমত। ইহাই পরমা বশ্যতা। অন্যগুলিতে প্রচ্ছন্নভাবে ভোগে লোলুপতা আছে।

শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্যের দ্বারা অনূদিত

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ পাদঃ

১। দেশেতি। বাহ্যে আধ্যাত্মিকে বা দেশে যশ্চিত্তবন্ধঃ—চেতসঃ সমাস্থাপনং সা ধারণা। নাভিচক্রাদিঃ আধ্যাত্মিকো দেশঃ, তত্র সাক্ষাদ্ অনুভবেন চিত্তবন্ধঃ। বাহ্যে তু দেশে বৃত্তিদ্বারেণ বন্ধঃ—তদ্বিষয়যা বৃত্ত্যা চিত্তং বধ্যতে।

২। তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ ধারণায়ত্তে দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্য—বৃত্তের্যা একতানতা—তৈলধারাবদ্ একতানপ্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণ অপরামৃষ্টঃ—অন্যয়া বৃত্ত্যা অসংমিশ্রঃ প্রবাহঃ তদ্ ধ্যানম্। একৈব বৃত্তিরুদিতা ইত্যনুভূতিরেকতানতা।

৩। ধ্যানমিতি। ধ্যানমেব যদা ধ্যেয়াকারনির্ভাসং ধ্যেয়জ্ঞানাদন্যজ্ঞানহীনং, প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব—ধ্যেয়বিষয়স্য প্রখ্যাতৌ তদ্বিষয় এবাস্তি নান্যদ্ গ্রহণাদি কিঞ্চিদিতীব ধ্যেয়স্বভাবাবেশাদ্ ভবতি তদা তদ্ধ্যানং সমাধিরিত্যুচ্যতে। বিস্মৃত-গ্রহীতৃগ্রহণ-ভাবো যদা ধ্যায়তি তস্য তদা সমাধিরিত্যর্থঃ। পারিভাষিকোঽয়ং সমাধিশব্দো ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তস্থৈর্যস্য কাষ্ঠাবাচকঃ। যত্র ক্বচন এব সম্যক্ সমাধানাদ্ অন্যবৃত্তিনিরোধ এব সামান্যতঃ সমাধিঃ। সমাধিরূপমিদং চিত্তস্থৈর্যং লব্ধ্বা গ্রহীতৃগ্রহণ-

১। বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোনও দেশে বা স্থানে যে চিত্তবন্ধ অর্থাৎ চিত্তকে সংস্থিত করিয়া রাখা, তাহাই ধারণা। নাভিচক্র (নাভিস্থ মর্মস্থান)-আদি আধ্যাত্মিক দেশ, তথায় সাক্ষাৎ অনুভবের দ্বারা চিত্তবন্ধ করা যায় এবং দেহের বাহ্যস্থ দেশে যেমন মূর্তি-আদিতে, বৃত্তিমাত্রের দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয় অর্থাৎ তদ্বিষয়ক বৃত্তির দ্বারা চিত্তকে তাহাতে বদ্ধ বা সংস্থিত করা হয়।

২। যাহাতে ধারণা কৃত হইয়াছে সেই দেশে, ধ্যেয়বিষয়রূপ আলম্বনযুক্ত প্রত্যয়ের বা বৃত্তির যে একতানতা বা তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, অতএব অন্য প্রত্যয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ ধ্যেয়াতিরিক্ত অন্য বৃত্তির দ্বারা অসংমিশ্র—এইরূপ যে প্রবাহ, তাহাই ধ্যান। একতানতা অর্থে একবৃত্তিই যেন উদিত রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি।

৩। ধ্যান যখন ধ্যেয়বস্তুর স্বরূপমাত্র-নির্ভাসক হয় অর্থাৎ ধ্যেয়বস্তুর জ্ঞান ব্যতীত অন্য-জ্ঞানহীন হয় এবং নিজের প্রত্যয়াত্মক যে স্বরূপ, তৎশূন্যের ন্যায় হয় অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ের প্রখ্যাতি হওয়াতে তাহার স্বভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া চিত্তে যখন কেবল সেই বিষয়মাত্রই থাকে, অন্য ('আমি জানিতেছি'—এইরূপ বোধাত্মক) গ্রহণাদির বোধ যখন না-থাকার মত হয়, তখন সেই ধ্যানকে সমাধি বলা যায়। গ্রহীতা বা 'আমি' এবং গ্রহণ বা 'ধ্যান করিতেছি' এইরূপ ধ্যাতৃ-ধ্যান-ভাবের বিস্মৃতি হইয়া কেবল ধ্যেয়-বিষয়মাত্রে সমাপন্ন হইয়া যখন ধ্যান হয় তখন তাহাকে সমাধি বলে।

গ্রাহ্যবিষয়কং সম্প্রজ্ঞানং সাধয়েৎ। তস্মিন্ সিদ্ধে সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি। ততঃ সম্প্রজ্ঞানস্যাপি নিরোধাৎ সর্ববৃত্তিনিরোধরূপঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ। যত্র কুত্রচিৎ সম্যক্ চিত্তস্থৈর্যং তথা চ সম্প্রজ্ঞাতরূপং চিত্তস্থৈর্যম্ অসম্প্রজ্ঞাতরূপঃ অত্যন্তচিত্তনিরোধশ্চেতি সর্ব এব সমাধয় ইতি।

৪। একেতি। একবিষয়াণি একবিষয়ে ক্রিয়মাণানি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে। ননু সমাধৌ ধারণাধ্যানয়োরন্তর্ভাবঃ তস্মাৎ সমাধিরেব সংযমঃ, ত্রয়াণাং সমুল্লেখো ব্যর্থ ইতি শঙ্কা এবমপনেয়া। ধ্যেয়বিষয়স্য সর্বতঃ পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণানি ধারণাদীনি সংযম ইতি পরিভাষিতঃ অতো নায়ং সমাধিমাত্রার্থকঃ।

৫। তজ্জেতি। আলোকঃ—প্রজ্ঞালোকস্য উৎকর্ষ ইত্যর্থঃ। বিশারদীভবতি—স্বচ্ছীভবতি। জ্ঞানশক্তেশ্চরমস্থৈর্যাৎ সম্যক্ চ ধ্যেয়নিষ্ঠত্বাৎ প্রজ্ঞালোকঃ সংযমাদ্ ভবতি।

এই সমাধি-শব্দ পারিভাষিক, ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তস্থৈর্যের পরাকাষ্ঠারূপ বিশেষ অর্থে ইহা ব্যবহৃত। যেকোনও বিষয়ে চিত্তের সম্যক্ স্থিরতার ফলে যে তদন্য বৃত্তির নিরোধ, তাহাই সমাধির সাধারণ লক্ষণ। এই প্রকারে সমাধিরূপ চিত্তস্থৈর্য লাভ করিয়া গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বিষয়ের সম্প্রজ্ঞান সাধিত করিতে হয়। এইরূপে সাধিত হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। তাহার পর সেই সম্প্রজ্ঞানেরও নিরোধ করিলে সর্ববৃত্তিনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। যেকোনও বিষয়ে চিত্তস্থৈর্য, সম্প্রজ্ঞাতরূপ তত্ত্ববিষয়ে চিত্তস্থৈর্য এবং অসম্প্রজ্ঞাতরূপ সর্বচিত্ত-বৃত্তিনিরোধ—এই তিনেরই নাম সমাধি।

৪। এক-বিষয়ক বা এক বিষয়ে ক্রিয়মাণ ঐ তিন সাধনকে সংযম বলে। সমাধিতেই ত ধারণা-ধ্যান অন্তর্ভুক্ত আছে, অতএব সমাধিই সংযম, ঐ তিনের উল্লেখ ব্যর্থ—এই শঙ্কা এইরূপে অপনেয়, যথা—ধ্যেয়বিষয়ের সর্বদিক্ হইতে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণ যে ধারণা-ধ্যান-সমাধি তাহাই সংযম-নামে পরিভাষিত হইয়াছে। অতএব তাহার অর্থ সমাধিমাত্র নহে।

৫। আলোক অর্থে প্রজ্ঞারূপ আলোকের উৎকর্ষ। বিশারদ হয় অর্থে স্বচ্ছ বা নির্মল হয়। জ্ঞানশক্তির চরমস্থৈর্য হওয়ায় এবং ধ্যেয়বিষয়ে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত থাকাহেতু সংযম হইতে প্রজ্ঞার আলোক বা উৎকর্ষ হয়।

(এই পাদে প্রধানতঃ যোগজ বিভূতির কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় প্রণিধেয়। যোগের দ্বারা অলৌকিক শক্তি ও জ্ঞান হয়। কিরূপে তাহা হয়, তাহার যুক্তিযুক্ত দার্শনিক বিবরণ এই পাদে আছে। স্বপ্নে ভবিষ্যৎ জ্ঞান, ব্যবহিত দর্শন-শ্রবণাদি, 'মিডিয়ম'-বিশেষের দ্বারা বিনাসংস্পর্শে ইষ্টকাদি ভারবান্ দ্রব্যের চালন, পরচিত্তজ্ঞতা ইত্যাদি ঘটনা সাধারণ। তাহা ঘটিবার অবশ্য কারণ আছে। সেই কারণ কি, তাহার দার্শনিক ব্যাখ্যান বিভূতিপাদের অন্যতর প্রতিপাদ্য বিষয়। কিঞ্চ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ ইহা সর্ববাদীরা বলেন। সর্বজ্ঞ চিত্তের স্বরূপ কি এবং সর্বশক্তিমতী ইচ্ছারই বা স্বরূপ কি, তাহা ঐ সব তথ্যের দ্বারা স্পষ্ট বুঝানতে ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান ইহার দ্বারা প্রস্ফুট হয়। মন ও ইচ্ছা সর্বপুরুষের একজাতীয়। মনের মলিনতায় অথবা শুদ্ধতায়

৬। তস্যেতি ব্যাচষ্টে। অজিতাধরভূমিঃ—অনায়ত্তনিম্নভূমিঃ যোগী। তদিতি। তদভাবাৎ—প্রান্তভূমিষু সংযমাভাবাৎ কুতস্তস্য যোগিনঃ প্রজ্ঞোৎকর্ষঃ ? সুগমমন্যৎ।

৭। তদিতি। সুগমং ভাষ্যম্।

৮। তদপীতি। তদভাবে ভাবাৎ—ধারণাদিসবীজাভ্যাসস্য, অভাবে—নিবৃত্তৌ নির্বীজস্য প্রাদুর্ভাবাৎ। পরবৈরাগ্যমেব তস্যান্তরঙ্গমুক্তম্।

৯। অথেতি পরিণামান্ ব্যাচষ্টে। অথ নিরোধচিত্তক্ষণেষু—নিরোধচিত্তং—প্রত্যয়শূন্যং চিত্তং, তদা শূন্যমিব ভবতি চিত্তং পরিণামশ্চ তস্য ন লক্ষ্যতে। তদবস্থানক্ষণেঽপি চিত্তস্য পরিণামঃ স্যাৎ। গুণবৃত্তস্য—গুণকার্যস্য চলত্বাৎ—পরিণামশীলত্বাৎ। কথং তদাহ ব্যুত্থানেতি। ব্যুত্থানসংস্কারাঃ—প্রত্যয়রূপেণ চেতস উত্থানং ব্যুত্থানং বিক্ষিপ্তৈকাগ্র্যাবস্থা ইতি যাবৎ। অত্র হি সম্প্রজ্ঞাতরূপং ব্যুত্থানম্। তস্য সংস্কারাঃ চিত্তধর্মাঃ চিত্তস্য সংস্কারপ্রত্যয়ধর্মকত্বাৎ। ন তে প্রত্যয়াত্মকাঃ—প্রত্যয়স্বরূপা ইতি হেতোঃ প্রত্যয়নিরোধে তে সংস্কারা ন নিরুদ্ধাঃ—নষ্টাঃ। নিরোধসংস্কারাঃ—নিরোধজসংস্কারাঃ পরবৈরাগ্যরূপ-নিরোধপ্রযত্নসংস্কারা ইত্যর্থঃ অপি চিত্তধর্মাঃ। তয়োঃ—ব্যুত্থানসংস্কারনিরোধসংস্কারযোঃ অভিভবপ্রাদুর্ভাবরূপঃ অন্যথাভাবশ্চিত্তস্য নিরোধপরিণামঃ—নিরোধবৃদ্ধিরূপঃ পরিণামঃ। স চ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ঃ, তদা নিরোধক্ষণং—নিরোধ এব

কেহ অনীশ্বর, কেহ ঈশ্বর। সেই মলিনতা সমাধির দ্বারা কিরূপে নষ্ট হয় তাহা সম্যক্ দেখান হইয়াছে। পরন্তু, সর্ববাদীরা মোক্ষকে ঈশ্বরের তুল্যাবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন, ঈশ্বরসংস্থা, ব্রহ্মসংস্থা, ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি আদির তাহাই অর্থ। তাহাতে বদ্ধজীবের চিত্তশুদ্ধিতে যে ঈশ্বরতা বা বিভূতি আসে, তাহা স্বীকার করা হয়। তজ্জন্য আর্য, বৌদ্ধ, জৈন আদি সর্ব দর্শনেই যোগজ্ বিভূতির কথা স্বীকৃত আছে। এতদ্দর্শনে তাহাই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা প্রসাধিত হইয়াছে)।

৬। অজিত-অধরভূমি অর্থে যে-যোগীর যোগের নিম্নভূমি আয়ত্তীকৃত হয় নাই। তাহার অভাব হইলে অর্থাৎ প্রান্তভূমিতে সংযমের অভাব হইলে, কিরূপে যোগীর প্রজ্ঞার উৎকর্ষ হইবে ? (অর্থাৎ তাহা হয় না)।

৭। 'তদিতি'। ভাষ্য সুগম।

৮। তদভাবে ভাব বলিয়া অর্থাৎ ধারণাদি সবীজ সমাধির অভ্যাসের অভাব হইলে বা তাহা অতিক্রান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইলে তবেই নির্বীজের প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া, পরবৈরাগ্যের অভ্যাসই নির্বীজের অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া উক্ত হয়।

৯। পরিণামসকল ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিরোধচিত্তক্ষণে অর্থাৎ নিরোধ বা প্রত্যয়হীন চিত্তরূপ ক্ষণে বা অভেদ্য অবসরে, তখন চিত্ত শূন্যবৎ হয় এবং তাহার পরিণাম লক্ষিত হয় না। কিন্তু সেইরূপে (সেই প্রত্যয়শূন্য অবস্থায়) অবস্থানকালেও চিত্তের পরিণাম-যোগ্যতা থাকে—গুণবৃত্তের বা গুণকার্যের চলত্ব বা পরিণামশীলত্ব-হেতু, (প্রত্যয়হীন হইলেও তাহা সংস্কাররূপ অবস্থা। কিঞ্চ যাহা ত্রিগুণাত্মক, তাহা পরিণামশীল সুতরাং সে অবস্থাতেও চিত্তের পরিণাম হইতে থাকে বুঝিতে হইবে)।

ক্ষণঃ—অবসরস্তদাত্মকং চিত্তং স নিরোধপরিণামঃ অন্বেতি—অনুগচ্ছতি। তাদৃশ-চিত্তস্যৈব ধর্মিণঃ স পরিণাম ইত্যর্থঃ। নিরোধে প্রত্যয়াভাবাৎ সংস্কারধর্মাণামেবাত্র পরিণাম একস্য ধর্মিণশ্চিত্তস্যেতি দিক্।

১০। নিরোধেতি। নিরোধসংস্কারস্য অভ্যাসপাটবম্—অভ্যাসেন তদাধানম্ ইত্যর্থঃ, তদ্ অপেক্ষ্য জাতা প্রশান্তবাহিতা চিত্তস্য ভবতি। প্রশান্তবাহিতা—প্রশান্ত-রূপেণ প্রত্যয়হীনতয়া বাহিতা প্রবহণশীলতা। নিরোধসংস্কারোপচয়াৎ সা ভবতীত্যর্থঃ।

১১। সর্বার্থতা—যুগপদিব সর্বেন্দ্রিয়েষু বিষয়গ্রহণায় সঞ্চরণশীলতা। একাগ্রতা—একবিষয়তা। অনয়োর্ধর্ময়োঃ ক্ষয়োদয়রূপঃ পরিণামঃ সমাধিপরিণামঃ। তদিতি। ইদং চিত্তম্ অপায়োপজননয়োঃ ক্ষয়োদয়শীলয়োঃ, স্বাত্মভূতয়োঃ—স্বকীয়য়োঃ ধর্ময়োঃ—সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োরনুগতং ভূত্বা সমাধীয়তে—তদ্ধর্মপরিণামস্য অনুগামী সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিরিত্যর্থঃ। অত্র প্রত্যয়ধর্মাণাং সংস্কারধর্মাণাঞ্চ অন্যথাভাবঃ। সর্বার্থতাহীনসমাধি-স্বভাবেন সমাধিপ্রজ্ঞয়া চ চিত্তস্যাভিসংস্কারঃ সম্প্রজ্ঞাতাখ্যঃ সমাধিপরিণাম ইতি দিক্।

কেন, তাহা বলিতেছেন। ব্যুত্থান-সংস্কারসকল—ব্যুত্থান অর্থে প্রত্যয়রূপে চিত্তের যে উত্থান, অতএব বিক্ষিপ্ত এবং ঐকাগ্র্য উভয়ই ব্যুত্থান, এস্থলে সম্প্রজ্ঞাতরূপ একাগ্র ব্যুত্থানই বুঝাইতেছে, তাহার সংস্কাররূপ চিত্তধর্ম—কারণ, চিত্তের দুই ধর্ম, সংস্কার এবং প্রত্যয়। তাহারা অর্থাৎ সেই ব্যুত্থান-সংস্কারসকল প্রত্যয়াত্মক বা প্রত্যয়-স্বরূপ নহে, তজ্জন্য প্রত্যয়ের নিরোধে সেই সংস্কারসকল নিরুদ্ধ বা নাশপ্রাপ্ত হয় না। নিরোধ-সংস্কার বা নিরোধের অভ্যাসের যে সংস্কার অর্থাৎ পরবৈরাগ্যরূপ নিরোধের প্রযত্নের যে সংস্কার, তাহাও চিত্তের ধর্ম। ঐ উভয়ের অর্থাৎ ব্যুত্থান ও নিরোধ-সংস্কারের যে যথাক্রমে অভিভব ও প্রাদুর্ভাবরূপ অন্যথাত্ব, তাহাই চিত্তের নিরোধ-পরিণাম বা নিরোধের বৃদ্ধিরূপ পরিণাম। তাহা নিরোধক্ষণরূপ চিত্তান্বয়ী, অর্থাৎ তখন নিরোধক্ষণ বা নিরোধরূপ যে ক্ষণ বা অন্তর্ভেদহীন অবসর (শূন্যবৎ প্রত্যয়হীন অবস্থা) তদাত্মক যে চিত্ত, তাহাতেই সেই নিরোধ-পরিণাম অন্বিত থাকে বা তাহার অনুগত হয় অর্থাৎ তাদৃশ (প্রত্যয়হীন শূন্যবৎ) চিত্তরূপ ধর্মীরই ঐ পরিণাম হয়। অন্বিত হয় অর্থে অনুগত হয়। নিরোধাবস্থায় প্রত্যয়ের অভাব হয় বলিয়া তথায় একই চিত্তরূপ ধর্মীর কেবল সংস্কারধর্ম সকলেরই পরিণাম হয়, এই প্রকারে ইহা বোদ্ধব্য।

১০। নিরোধ-সংস্কারের অভ্যাসের পটুতা অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা সেই সংস্কারের যে সঞ্চয়, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া জাত অর্থাৎ সেই সংস্কারের প্রচয় হইতেই, চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হয়। প্রশান্তবাহিতা অর্থে প্রশান্ত বা প্রত্যয়হীনরূপে বাহিতা বা নিরবচ্ছিন্ন বহনশীলতা বা দীর্ঘকালযাবৎ স্থিতি। অভ্যাসের ফলে নিরোধ-সংস্কারের সঞ্চয় হইলেই তাহা হয়।

১১। সর্বার্থতা অর্থে বিষয়গ্রহণের জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ে চিত্তের যে যুগপতের ন্যায় বিচরণশীলতা। একাগ্রতা অর্থে একবিষয় অবলম্বন করিয়া চিত্তের তাহাতে স্থিতি। চিত্তের এই দুই ধর্মের যে যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয়রূপ পরিণাম, তাহাই চিত্তের সমাধি-পরিণাম। এই চিত্ত, অপায়-উপজননশীল বা লয়োদয়শীল এবং স্বাত্মভূত বা স্বকীয় ধর্মদ্বয়ের অর্থাৎ সর্বার্থতার ও একাগ্রতার অনুগত হইয়া

১২। তত ইতি। ততঃ—তদা সমাধিকালে পুনরন্যো যঃ পরিণামঃ তল্লক্ষণমাহ। শান্তোদিতৌ—অতীতবর্তমানৌ তুল্যপ্রত্যযৌ—তুল্যৌ চ তৌ প্রত্যয়ৌ চেতি। এতদুক্তং ভবতি। সমাধিকালে পূর্বোত্তরকালভাবিনৌ প্রত্যয়ৌ সদৃশৌ ভবতঃ। অয়ং চিত্তস্য ধর্মিণ একাগ্রতাপরিণামঃ—বিসদৃশপ্রত্যযোৎপাদধর্মস্য ক্ষয়ঃ সদৃশপ্রত্যয়োৎপাদধর্মস্য উপজন ইত্যয়ং চিত্তস্যান্যথাভাবঃ। অস্মিন্ প্রত্যয়ধর্মাণামেব অন্যথাভাবঃ। তত্রাদৌ যদ্ বিসদৃশপ্রত্যয়ানাং সদৃশীকরণং তাদৃশ একাগ্রতাপরিণামরূপঃ সমাধির্ভবতি। ততঃ সমাধিসংস্কারাধানাৎ সর্বার্থতারূপা যে প্রত্যয়সংস্কারাস্তে ক্ষীয়ন্ত একাগ্রতারূপাশ্চ প্রত্যয়সংস্কারা- বর্ধন্তে। ততঃ পুর্নানরোধ-প্রতিলম্ভে নিরোধসংস্কারঃ প্রচীযতে ব্যুত্থান-সংস্কারাঃ ক্ষীয়ন্তে। এবং চিত্তস্য পরিণামঃ।

সমাহিত হয় বা ঐরূপ সর্বার্থতার ক্ষয় ও একাগ্রতার উদয়রূপ ধর্ম-পরিণামের অনুগামিত্বই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহাতে চিত্তের প্রত্যযধর্মের এবং সংস্কারধর্মের অন্যথাভাব বা পরিণাম হয়। সর্বার্থতা-হীনত্বরূপ সমাধিস্বভাবের দ্বারা এবং সমাধিজাত প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের যে অভিসংস্কার অর্থাৎ সেই সংস্কারের দ্বারা যে সংস্কৃত (সংস্কারযুক্ত) হওয়া, তাহাই সম্প্রজ্ঞাত নামক সমাধি-পরিণাম অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের ঐরূপ পরিণাম হইতে থাকে, এই দৃষ্টিতে ইহা বুঝিতে হইবে। (ইহাতে চিত্তের সর্ববিষয়ে বিচরণশীলতারূপ ধর্মের বা তাদৃশ প্রত্যয় ও সংস্কারের অভিভব এবং একাগ্রতারূপ প্রত্যয় ও সংস্কারের প্রাদুর্ভাব বা বৃদ্ধিরূপ পরিণাম হইতে থাকে)।

১২। তখন অর্থাৎ সমাধিকালে আর অন্য যে পরিণাম হয়, তাহার লক্ষণ বলিতেছেন। শান্তোদিত বা অতীত এবং বর্তমান প্রত্যয় তুল্য হয় অর্থাৎ যে-প্রত্যয় অতীত এবং তাহার পর যে-প্রত্যয় উদিত—ইহারা একাকার হইতে থাকে। ইহার দ্বারা এই বলা হইল যে, সমাধিকালে পূর্বের এবং পরের প্রত্যয় সদৃশ হয়। চিত্তরূপ ধর্মীর ইহা একাগ্রতা-পরিণাম অর্থাৎ বিসদৃশ প্রত্যয়োৎপাদন-ধর্মের ক্ষয় এবং সদৃশ প্রত্যয়োৎপাদনশীলতার উদয় বা বৃদ্ধি—চিত্তের এইরূপ অন্যথাভাব বা পরিণাম তখন হইতে থাকে। ইহাতে (প্রধানতঃ) চিত্তের প্রত্যযধর্মসকলেরই অন্যথাত্ব বা পরিণাম হইতে থাকে।

এই তিন পরিণামের মধ্যে যোগাভ্যাসের প্রথমে যে বিসদৃশ প্রত্যয়সকলকে একাকার করা হয়, তাহাতে তাদৃশ একাগ্রতা-পরিণামরূপ সমাধি হয়। তাহার পর সমাধি-সংস্কারের সঞ্চয় হওয়াতে সর্বার্থতারূপ যে প্রত্যয় এবং সংস্কার, তাহারা ক্ষীণ হয় এবং একাগ্রতারূপ প্রত্যয় ও তাহার সংস্কার বর্ধিত হয়। তাহার পর নিরোধ-সমাধিকালে নিরোধ-সংস্কার সঞ্চিত হয়, এবং প্রত্যয়ের উদয়রূপ ব্যুত্থান-সংস্কারসকল ক্ষীণ হয়—এইরূপে চিত্তের পরিণাম হয়। (চিত্ত প্রত্যয় ও সংস্কার-আত্মক। প্রথমে একাগ্রতা-পরিণামে প্রধানতঃ চিত্তের প্রত্যয়ের সদৃশ পরিণাম হইতে থাকে। দ্বিতীয় সমাধি-পরিণামে চিত্তের প্রত্যয় ও সংস্কার উভয়েরই একাগ্রতাভিমুখ পরিণাম হইতে থাকে। তাহার ফলে চিত্তের সর্বার্থতা-স্বভাবের পরিবর্তন হইয়া তাহা একাগ্রভূমিক হয়। তৃতীয় নিরোধ-পরিণামে চিত্ত প্রত্যয়হীন হয় ও তখন কেবল সংস্কারের ক্ষয়রূপ পরিণাম হইতে থাকে ; তাহার ফলে সংস্কারেরও

১৩। পরিণামস্তু ব্যবহারভেদাৎ ত্রিবিধঃ ধর্মলক্ষণাবস্থা ইতি। যথা চিত্তস্য পরিণামস্তথা ভূতেন্দ্রিয়াণামপি। তত্র ধর্মপরিণামঃ—ধর্মাণাম্ অন্যথাত্বং, লক্ষণপরিণামঃ —লক্ষণং কালঃ, অতীতানাগতবর্তমানকালৈর্লক্ষিত্বা যদ্ ভেদেন মননম্। অবস্থা-পরিণামঃ—নবত্বাদিরবস্থাভেদঃ, যত্র ধর্মলক্ষণভেদযোর্বিবক্ষা নাস্তি। এষু ধর্মপরিণাম এব বাস্তবো লক্ষণাবস্থাপরিণামৌ চ কাল্পনিকৌ। নিরোধং গৃহীত্বা লক্ষণপরিণামম্ উদাহরতি। নিরোধঃ ত্রিলক্ষণঃ—ত্রিভিরধ্বভিঃ—অতীতাদিকালভেদৈর্যুক্তঃ। অনাগতো নিরোধঃ অনাগতলক্ষণম্ অধ্বানং প্রথমং হিত্বা ধর্মত্বম্ অনতিক্রান্তঃ—প্রাগ্ যো নিরোধঃ অনাগতো ধর্ম আসীৎ স এব বর্তমানধর্মো ভূত ইত্যর্থঃ। যত্রাস্য স্বরূপেণ—ব্যাপ্রিয়-মাণবিশেষস্বরূপেণ অভিব্যক্তিঃ। নেতি। অনাগতো নিরোধরূপো ধর্মো বর্তমানভূতঃ, অতীতো ভবিষ্যতীতি ত্রিলক্ষণাঽবিযুক্তঃ। নিরোধকালে তু ব্যুত্থানমতীতম্। এষঃ—অতীতত্বম্ অস্য—ধর্মস্য তৃতীয়োঽধ্বা। অতঃ পরং পুনর্ব্যুত্থানমিত্যন্তং ভাষ্যমতি-রোহিতম্। উপসম্পদ্যমানং—জায়মানম্।

তথেতি। নিরোধক্ষণে বর্তমান এব নিরোধধর্মো বলবান্ ইত্যত্র নাস্তি অধ্বভেদস্য ধর্মান্যত্বস্য চ বিবক্ষা কিন্তু কাঞ্চিদবস্থাম্ অপেক্ষ্য ভেদবচনং কৃতম্ ভবতি। ঈদৃশো ভেদঃ অবস্থাপরিণামঃ। তত্র ভূতেন্দ্রিয়াদিধর্মিণো নীলপীতাদ্যাদিধর্মৈঃ পরিণমন্তে।

নাশ হওয়ায় অর্থাৎ তাহার প্রত্যয়োৎপাদনশীলতা নষ্ট হওয়ায়, চিত্তের সম্যক্ বোধ হইয়া দ্রষ্টার কৈবল্য হয়। এইরূপে পরিণামের দৃষ্টিতে কৈবল্য সাধিত ও প্রতিপাদিত হয়)।

১৩। ব্যবহারের ভেদ হইতে (স্বরূপতঃ নহে) পরিণাম ত্রিবিধ, যথা—ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম। যেমন চিত্তের পরিণামভেদ, সেইরূপ ভূতেন্দ্রিয়েরও আছে। তন্মধ্যে ধর্মের বা জ্ঞাত ভাবের যে অন্যথাত্ব, তাহা ধর্ম-পরিণাম। লক্ষণ-পরিণাম যথা—লক্ষণ অর্থে ত্রিকাল, অতীত, অনাগত এবং বর্তমান এই ত্রিকালের দ্বারা লক্ষিত করিয়া ভেদপূর্বক যে মনন (ঐ ভেদ কেবল মনের দ্বারাই কৃত, বস্তুতঃ নহে), তাহা। অবস্থা-পরিণাম যথা—নবত্ব, পুরাতনত্ব আদি (জীর্ণতাদি লক্ষ্য না করিয়া) যে অবস্থাভেদ, যেস্থলে ধর্ম বা লক্ষণভেদের বিবক্ষা নাই তথায় যে ঐরূপ কল্পিত পরিণাম, তাহাই অবস্থা-পরিণাম। ইহাদের মধ্যে ধর্ম-পরিণামই বাস্তব আর লক্ষণ এবং অবস্থা-পরিণাম কাল্পনিক। নিরোধকে গ্রহণ করিয়া লক্ষণ-পরিণামের উদাহরণ দিতেছেন। নিরোধ ত্রিলক্ষণক অর্থাৎ তিন অধ্বা বা অতীতাদি ত্রিকালরূপ ভেদযুক্ত। অনাগত যে নিরোধ তাহা অনাগতলক্ষণযুক্ত কালকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া, কিন্তু ধর্মত্বকে অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ পূর্বে যে নিরোধ অনাগতভাবে ছিল তাহাই বর্তমানধর্মক হইয়া (অতএব সেই একই নিরোধরূপ অবস্থাতে থাকিয়াই) যেথায় অর্থাৎ বর্তমানে, তাহার স্বরূপে বা ব্যাপারশীল বিশেষরূপে (কারণ, বর্তমানেই বিশেষজ্ঞান হয় এবং ব্যাপার বা ক্রিয়া লক্ষিত হয়) অভিব্যক্তি হয়। অনাগত নিরোধরূপ ধর্ম বর্তমান হইল, তাহাই আবার অতীত হইবে বলিয়া তাহা অতীতাদি ত্রিলক্ষণ হইতে বিযুক্ত নহে অর্থাৎ একই ধর্মের সহিত ক্রমশঃ ত্রিকালের যোগ হইতেছে। নিরোধকালে ব্যুত্থান অবস্থা অতীত—

১২। তত ইতি। ততঃ—তদা সমাধিকালে পুনরন্যো যঃ পরিণামঃ তল্লক্ষণমাহ। শান্তোদিতৌ—অতীতবর্তমানৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ—তুল্যৌ চ তৌ প্রত্যযৌ চেতি। এতদুক্তং ভবতি। সমাধিকালে পূর্বোত্তরকালভাবিনৌ প্রত্যয়ৌ সদৃশৌ ভবতঃ। অয়ং চিত্তস্য ধর্মিণ একাগ্রতাপরিণামঃ—বিসদৃশপ্রত্যয়োৎপাদধর্মস্য ক্ষয়ঃ সদৃশপ্রত্যযোৎপাদধর্মস্য উপজন ইত্যয়ং চিত্তস্যান্যথাভাবঃ। অস্মিন্ প্রত্যয়ধর্মাণামেব অন্যথাভাবঃ। তত্রাদৌ যদ্ বিসদৃশপ্রত্যয়ানাং সদৃশীকরণং তাদৃশ একাগ্রতাপরিণামরূপঃ সমাধির্ভবতি। ততঃ সমাধিসংস্কারাধানাৎ সর্বার্থতারূপা যে প্রত্যয়সংস্কারাস্তে ক্ষীয়ন্ত একাগ্রতারূপাশ্চ প্রত্যয়সংস্কারা- বর্ধন্তে। ততঃ পুনর্নিরোধ-প্রতিলম্ভে নিরোধসংস্কারঃ প্রচীযতে ব্যুত্থান-সংস্কারাঃ ক্ষীযন্তে। এবং চিত্তস্য পরিণামঃ।

সমাহিত হয বা ঐরূপ সর্বার্থতার ক্ষয ও একাগ্রতার উদযরূপ ধর্ম-পরিণামের অনুগামিত্বই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহাতে চিত্তের প্রত্যযধর্মের এবং সংস্কারধর্মের অন্যথাভাব বা পরিণাম হয। সর্বার্থতা-হীনত্বরূপ সমাধিস্বভাবের দ্বারা এবং সমাধিজাত প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের যে অভিসংস্কার অর্থাৎ সেই সংস্কারের দ্বারা যে সংস্কৃত (সংস্কারযুক্ত) হওযা, তাহাই সম্প্রজ্ঞাত নামক সমাধি-পরিণাম অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের ঐরূপ পরিণাম হইতে থাকে, এই দৃষ্টিতে ইহা বুঝিতে হইবে। (ইহাতে চিত্তের সর্ববিষযে বিচরণশীলতারূপ ধর্মের বা তাদৃশ প্রত্যয ও সংস্কারের অভিভব এবং একাগ্রতারূপ প্রত্যয ও সংস্কারের প্রাদুর্ভাব বা বৃদ্ধিরূপ পরিণাম হইতে থাকে)।

১২। তখন অর্থাৎ সমাধিকালে আর অন্য যে পরিণাম হয, তাহার লক্ষণ বলিতেছেন। শান্তোদিত বা অতীত এবং বর্তমান প্রত্যয তুল্য হয অর্থাৎ যে-প্রত্যয অতীত এবং তাহার পর যে-প্রত্যয উদিত—ইহারা একাকার হইতে থাকে। ইহার দ্বারা এই বলা হইল যে, সমাধিকালে পূর্বের এবং পরের প্রত্যয সদৃশ হয। চিত্তরূপ ধর্মীর ইহা একাগ্রতা-পরিণাম অর্থাৎ বিসদৃশ প্রত্যযোৎপাদন-ধর্মের ক্ষয এবং সদৃশ প্রত্যযোৎপাদনশীলতার উদয বা বৃদ্ধি—চিত্তের এইরূপ অন্যথাভাব বা পরিণাম তখন হইতে থাকে। ইহাতে (প্রধানতঃ) চিত্তের প্রত্যযধর্মসকলেরই অন্যথাত্ব বা পরিণাম হইতে থাকে।

এই তিন পরিণামের মধ্যে যোগাভ্যাসের প্রথমে যে বিসদৃশ প্রত্যযসকলকে একাকার করা হয, তাহাতে তাদৃশ একাগ্রতা-পরিণামরূপ সমাধি হয। তাহার পর সমাধি-সংস্কারের সঞ্চয হওযাতে সর্বার্থতারূপ যে প্রত্যয এবং সংস্কার, তাহারা ক্ষীণ হয এবং একাগ্রতারূপ প্রত্যয় ও তাহার সংস্কার বর্ধিত হয। তাহার পর নিরোধ-সমাধিকালে নিরোধ-সংস্কার সঞ্চিত হয, এবং প্রত্যযের উদযরূপ ব্যুত্থান-সংস্কারসকল ক্ষীণ হয—এইরূপে চিত্তের পরিণাম হয। (চিত্ত প্রত্যয ও সংস্কার-আত্মক। প্রথমে একাগ্রতা-পরিণামে প্রধানতঃ চিত্তের প্রত্যযের সদৃশ পরিণাম হইতে থাকে। দ্বিতীয সমাধি-পরিণামে চিত্তের প্রত্যয ও সংস্কার উভযেরই একাগ্রতাভিমুখ পরিণাম হইতে থাকে। তাহার ফলে চিত্তের সর্বার্থতা-স্বভাবের পরিবর্তন হইযা তাহা একাগ্রভূমিক হয। তৃতীয নিরোধ-পরিণামে চিত্ত প্রত্যযহীন হয ও তখন কেবল সংস্কারের ক্ষযরূপ পরিণাম হইতে থাকে ; তাহার ফলে সংস্কারেরও

১৩। পরিণামস্তু ব্যবহারভেদাৎ ত্রিবিধঃ ধর্মলক্ষণাবস্থা ইতি। যথা চিত্তস্য পরিণামস্তথা ভূতেন্দ্রিয়াণামপি। তত্র ধর্মপরিণামঃ—ধর্মাণাম্ অন্যথাত্বং, লক্ষণপরিণামঃ—লক্ষণং কালঃ, অতীতানাগতবর্তমানকালৈর্লক্ষিত্বা যদ্ ভেদেন মননম্। অবস্থা-পরিণামঃ—নবত্বাদিববস্থাভেদঃ, যত্র ধর্মলক্ষণভেদযোর্বিবক্ষা নাস্তি। এষু ধর্মপরিণাম এব বাস্তবো লক্ষণাবস্থাপরিণামৌ চ কাল্পনিকৌ। নিরোধং গৃহীত্বা লক্ষণপরিণামম্ উদাহরতি। নিরোধঃ ত্রিলক্ষণঃ—ত্রিভিরধ্বভিঃ—অতীতাদিকালভেদৈর্যুক্তঃ। অনাগতো নিরোধঃ অনাগতলক্ষণম্ অধ্বানং প্রথমং হিত্বা ধর্মত্বম্ অনতিক্রান্তঃ—প্রাগ্ যো নিরোধঃ অনাগতো ধর্ম আসীৎ স এব বর্তমানধর্মো ভূত ইত্যর্থঃ। যত্রাস্য স্বরূপেণ—ব্যাপ্রিয়-মাণবিশেষস্বরূপেণ অভিব্যক্তিঃ।. নেতি। অনাগতো নিরোধরূপো ধর্মো বর্তমানভূতঃ, অতীতো ভবিষ্যতীতি ত্রিলক্ষণাঽবিযুক্তঃ। নিরোধকালে তু ব্যুত্থানমতীতম্। এষঃ—অতীতত্বম্ অস্য—ধর্মস্য তৃতীয়োঽধ্বা। অতঃ পরং পুনর্ব্যুত্থানমিত্যন্তং ভাষ্যমতি-রোহিতম্। উপসম্পদ্যমানং—জায়মানম্।

তথেতি। নিরোধক্ষণে বর্তমান এব নিরোধধর্মো বলবান্ ইত্যত্র নাস্তি অধ্বভেদস্য ধর্মান্যত্বস্য চ বিবক্ষা কিন্তু কাঞ্চিদবস্থাম্ অপেক্ষ্য ভেদবচনং কৃতম্ ভবতি। ঈদৃশো ভেদঃ অবস্থাপরিণামঃ। তত্র ভূতেন্দ্রিয়াদিধর্মিণো নীলপীতান্ধ্যাদিধর্মৈঃ পরিণমন্তে।

নাশ হওয়ায় অর্থাৎ তাহার প্রত্যয়োৎপাদনশীলতা নষ্ট হওয়ায়, চিত্তের সম্যক্ রোধ হইয়া দ্রষ্টার কৈবল্য হয়। এইরূপে পরিণামের দৃষ্টিতে কৈবল্য সাধিত ও প্রতিপাদিত হয়)।

১৩। ব্যবহারের ভেদ হইতে (স্বরূপতঃ নহে) পরিণাম ত্রিবিধ, যথা—ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম। যেমন চিত্তের পরিণামভেদ, সেইরূপ ভূতেন্দ্রিয়েরও আছে। তন্মধ্যে ধর্মের বা জ্ঞাত ভাবের যে অন্যথাত্ব, তাহা ধর্ম-পরিণাম। লক্ষণ-পরিণাম যথা—লক্ষণ অর্থে ত্রিকাল, অতীত, অনাগত এবং বর্তমান এই ত্রিকালের দ্বারা লক্ষিত করিয়া ভেদপূর্বক যে মনন (ঐ ভেদ কেবল মনের দ্বারাই কৃত, বস্তুতঃ নহে), তাহা। অবস্থা-পরিণাম যথা—নবত্ব, পুরাতনত্ব আদি (জীর্ণতাদি লক্ষ্য না করিয়া) যে অবস্থাভেদ, যেস্থলে ধর্ম বা লক্ষণভেদের বিবক্ষা নাই তথায় যে ঐরূপ কল্পিত পরিণাম, তাহাই অবস্থা-পরিণাম। ইহাদের মধ্যে ধর্ম-পরিণামই বাস্তব আর লক্ষণ এবং অবস্থা-পরিণাম কাল্পনিক। নিরোধকে গ্রহণ করিয়া লক্ষণ-পরিণামের উদাহরণ দিতেছেন। নিরোধ ত্রিলক্ষণক অর্থাৎ তিন অধ্বা বা অতীতাদি ত্রিকালরূপ ভেদযুক্ত। অনাগত যে নিরোধ তাহা অনাগতলক্ষণযুক্ত কালকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া, কিন্তু ধর্মত্বকে অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ পূর্বে যে নিরোধ অনাগতভাবে ছিল তাহাই বর্তমানধর্মক হইয়া (অতএব সেই একই নিরোধরূপ অবস্থাতে থাকিয়াই) যেথায় অর্থাৎ বর্তমানে, তাহার স্বরূপে বা ব্যাপারশীল বিশেষরূপে (কারণ, বর্তমানেই বিশেষজ্ঞান হয় এবং ব্যাপার বা ক্রিয়া লক্ষিত হয়) অভিব্যক্তি হয়। অনাগত নিরোধরূপ ধর্ম বর্তমান হইল, তাহাই আবার অতীত হইবে বলিয়া তাহা অতীতাদি ত্রিলক্ষণ হইতে বিযুক্ত নহে অর্থাৎ একই ধর্মের সহিত ক্রমশঃ ত্রিকালের যোগ হইতেছে। নিরোধকালে ব্যুত্থান অবস্থা অতীত—

নীলাদিধর্মাঃ পুনরতীতাদিলক্ষণৈঃ পরিণতা ইতি মন্যন্তে। বলবানয়ং বর্তমানঃ, দুর্বলোঽয়মতীত ইত্যেবংলক্ষণানি অবস্থাভির্ভিন্নানীতি ব্যবহ্রিয়ন্তে। এবমিতি। গুণ-বৃত্তম্—মহদাদিগুণবিকারঃ, সদৈব পরিণামি। গুণবৃত্তস্য চলত্বে হেতুর্গুণস্বাভাব্যম্। ক্রিয়াশীলং রজ ইত্যনেন তত্ত্ব উক্তম্। ক্রিয়ারূপা প্রবৃত্তির্দৃশ্যস্যান্যতমো মূলস্বভাবঃ।

এতেনেতি। ধর্মধর্মিভেদভিন্নেষু ভূতেন্দ্রিয়েষু উক্তস্ত্রিবিধঃ পরিণামো ব্যবহার-প্রতিপন্নঃ, পরমার্থতস্তু—যথার্থত এক এব ধর্মপরিণামঃ অস্তি, অন্যৌ কাল্পনিকৌ ইত্যর্থঃ। কথং তদাহ। ধর্মঃ—জাতগুণঃ, ধর্মী—জাতগুণানামাশ্রয়ঃ। কারণস্য ধর্মঃ কার্যস্য ধর্মী। অতো ধর্মো ধর্মিস্বরূপমাত্রঃ—ঘটত্বাদিধর্মাস্তদ্ধর্মিমৃৎস্বরূপা এব ইত্যর্থঃ। ধর্মিণো বিক্রিয়া—পরিণামঃ ধর্মদ্বারা—ধর্মান্তরোদয়দ্বারা প্রপঞ্চ্যতে—ব্যজ্যতে। তত্রেতি। ধর্মিণি ত্রিষু অধ্বসু বর্তমানস্য ধর্মস্য ভাবান্যথাত্বম্—অবস্থান্যত্বং ভবতি ন দ্রব্যান্যথাত্বম্—ধর্মিরূপ এব ধর্মঃ অতীতো অনাগতো বা বর্তমানো বা ভবতীত্যর্থঃ। যথা সুবর্ণভাজনস্য ভিত্ত্বা অন্যথাক্রিয়মাণস্য—মুদ্গরাদিনা ভিত্ত্বা কুণ্ডলাদিরূপেণান্যথা-ক্রিয়মাণস্য, ভাবান্যথাত্বং—সংস্থানান্যথাত্বং ধর্মান্তরোদয়েনেত্যর্থো ভবতি ন সুবর্ণদ্রব্যস্য অন্যথাত্বম্।

এই অতীতত্ব ইহার অর্থাৎ এই ধর্মের তৃতীয় অধ্বা (পথ বা অবস্থা)। তাহার পর পুনরায় ব্যুত্থান ইত্যাদি। ভাষ্যের শেষ অংশ স্পষ্ট। উপসম্পদ্যমান অর্থে জায়মান।

নিরোধকালে বর্তমান যে নিরোধ-ধর্ম তাহাই বলবান্ (তাহারই বর্তমানতারূপ প্রাধান্য) এইরূপ বলিতে হয়, তজ্জন্য তথায় কালভেদের অথবা ধর্মের অন্যতার বিবক্ষা নাই, কিন্তু কোনও অবস্থার অপেক্ষাতেই ঐরূপ ভেদ করা হয় (যেমন পূর্বের নিরোধ ও বর্তমান নিরোধ, ইত্যাদি) ঈদৃশ ভেদই অবস্থা-পরিণাম। তন্মধ্যে ভূতেন্দ্রিয়াদি ধর্মীসকল (ভূতের পক্ষে) নীল-পীত আদি এবং (ইন্দ্রিয়ের পক্ষে) অন্ধতা আদি ধর্মের দ্বারা পরিণত হয়। নীলাদি ধর্ম পুনরায় অতীতাদি লক্ষণের দ্বারা পরিণত হইতেছে এইরূপ মনে করা হয়, যাহা বর্তমান তাহা বলবান্ বা প্রধান, যাহা অতীত তাহা দুর্বল, এইরূপে লক্ষণ-পরিণামসকল পুনশ্চ অবস্থার দ্বারা ভিন্ন করিয়া ব্যবহৃত হয়। গুণবৃত্ত অর্থে মহদাদি গুণবিকার, তাহারা সদাই পরিণামশীল। গুণবৃত্তের পরিণামশীলতার কারণ গুণেরই স্বভাব। রজোগুণ ক্রিয়াশীল এই লক্ষণের দ্বারাই উহা উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ প্রবৃত্তি দৃশ্যের অন্যতম মূল স্বভাব (সুতরাং ত্রিগুণাত্মক মহদাদিও বিকারশীল হইবে)।

ধর্ম-ধর্মিরূপ ভেদের দ্বারা বিভক্ত ভূতেন্দ্রিয়ে উক্ত ত্রিবিধ পরিণাম ব্যবহার-অবস্থার প্রতিপন্ন হয় বা ব্যবহার্যতা লাভ করে, কিন্তু পরমার্থতঃ বা যথার্থতঃ একমাত্র ধর্ম-পরিণামই আছে, অন্য দুই পরিণাম কাল্পনিক। কেন, তাহা বলিতেছেন। ধর্ম অর্থে জাতগুণ (যদ্দ্বারা কোনও বস্তু বিজ্ঞাত হয়) এবং ধর্মী অর্থে জাতগুণসকলের বা ধর্মের আশ্রয় বা আধার। কারণের যাহা ধর্ম কার্যের (কারণোৎপন্নের) তাহা ধর্মী (যেমন মৃত্তিকারূপ কারণের ঘটত্ব ধর্ম, সেই ঘট আবার তাহার চূর্ণত্বরূপ কার্যের ধর্মী)। অতএব যাহা ধর্ম তাহা ধর্মীর স্বরূপমাত্র অর্থাৎ ঘটত্বাদি সমস্ত ধর্মের

অপর আহ ইতি। ধর্মেভ্যঃ অনভ্যধিকো—অনতিরিক্তঃ অভিন্ন ইত্যর্থঃ ধর্মী, পূর্বতত্ত্বস্য—পূর্বস্য প্রত্যয়রূপস্য ধর্মিণস্তত্ত্বানতিক্রমাৎ—স্বভাবানতিক্রমাৎ। যো ভবতাং ধর্মী সোঽস্মাকং প্রত্যযধর্মঃ, যস্তু ভবতাং ধর্মঃ সোঽস্মাকং প্রতীত্যধর্মঃ অতঃ সর্বং ধর্ম এবেতি একান্তাভেদবাদিনাং মতম্। তে চ বদন্তি যদি ধর্মী ধর্মেভ্যো ভিন্নঃ স্যাৎ তদা স কূটস্থঃ স্যাদ্ যতো ধর্মা এব পরিণমন্তে তর্হি তেষু সামান্যতঃ অনুগতো ধর্মী পরিণামহীনঃ স্যাদিতি। এতদ্ বিবৃণোতি পূর্বেতি। পূর্বাপরাবস্থাভেদম্—ধর্মান্যত্বরূপম্, অনুপতিতঃ অনুপাতিমাত্রঃ সন্ ভবতাং ধর্মী কৌটস্থ্যেন—নির্বিকারনিত্যত্বেন, বিপরিবর্তেত—পরিণামস্বরূপং হিত্বা কূটস্থরূপেণ পরিবর্তেত, যদি স ধর্মী অন্বযী—সর্বধর্মানুগত একঃ স্যাৎ। উত্তরমাহ অযমদোষঃ—এষা শঙ্কা নিঃসারা, কস্মাদ্? একান্তানভ্যুপগমাদ্—একান্তনিত্যং দৃশ্যদ্রব্যমিতিবাদস্য অনভ্যুপগমাদ্—অস্মন্মতে অস্বীকারাৎ। তদেতদিতি। অস্মন্মতে দৃশ্যদ্রব্যং পরিণামিনিত্যং ন কূটস্থনিত্যম্। তদেতৎ ত্রৈলোক্যং—সর্বো ব্যক্তভাবো, ব্যক্তেঃ—ব্যক্তাবস্থায়াঃ, অপৈতি—অপগচ্ছতি লীযত ইতি যাবৎ। কস্যচিদ্ ব্যক্তভাবস্য একস্বরূপেণ নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ। অপেতং—লীনম অপ্যস্তি কস্যচিদ্

সমাহারই মৃত্তিকারূপ ধর্মী। ধর্মীসকলের বিক্রিয়া বা পরিণাম ধর্মদ্বারা অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের অভিব্যক্তির দ্বারা (এবং লক্ষণ ও অবস্থার দ্বারাও) প্রপঞ্চিত বা উদ্ঘাটিত হয়। ধর্মীতে বর্তমান যে ধর্ম, তাহা তিন অধ্বাতে অর্থাৎ তিন কালের দ্বারা লক্ষিত হইয়া, ভাবান্যথাত্ব বা অবস্থান্তরতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দ্রব্যরূপে (মূল উপাদানরূপে) তাহার অন্যথা হয় না অর্থাৎ ধর্মিরূপে ব্যবস্থিত ধর্মই অতীত বা অনাগত বা বর্তমান হয়। যেমন, স্বর্ণ-নির্মিত পাত্রকে ভাঙ্গিয়া অন্যরূপ করিলে অর্থাৎ মুদ্গর আদির দ্বারা ভাঙ্গিয়া তাহাকে কুণ্ডলাদি অন্যরূপে পরিণত করিলে, ধর্মান্তরোদয়হেতু তাহার ভাবান্যথাত্ব অর্থাৎ স্বর্ণের অবয়বসংস্থানের অন্যথাত্ব মাত্র হয়, স্বর্ণত্বের অন্যথা হয় না।

অপরে (বৌদ্ধবিশেষেরা) বলেন যে, ধর্ম হইতে ধর্মী অনভ্যধিক অর্থাৎ অপৃথক্ বা অভিন্ন, যেহেতু তাহা পূর্বে কারণরূপ ধর্মীর তত্ত্বকে বা স্বভাবকে অতিক্রম করে না অর্থাৎ তাত্ত্বিক পরিণাম হয় না। (বৌদ্ধবিশেষদের উক্তি—) আপনাদের মতে যাহা ধর্মী আমাদের মতে তাহা প্রত্যয় বা কারণরূপ ধর্ম, যাহা আপনাদের মতে ধর্ম তাহা আমাদের মতে প্রতীত্য বা কার্যরূপ ধর্ম, অতএব সমস্তই ধর্মমাত্র, ইহা ধর্ম-ধর্মি-সম্বন্ধে একান্ত অভেদবাদীদের মত (ইঁহাদের মতে ধর্ম ও ধর্মী একই)। তাঁহারা বলেন, যদি ধর্মী ধর্ম হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা কূটস্থ হইবে, যেহেতু ধর্মসকলই পরিণত হয়, তাহাদের মধ্যে সামান্যভাবে অর্থাৎ সর্বধর্মের মধ্যে সাধারণভাবে, অনুস্যূত যে ধর্মী, তাহা পরিণামহীনই (অতএব কূটস্থ) হইবে। ইহা (পুনশ্চ) বিবৃত করিতেছেন। পূর্বের এবং পরের যে অবস্থাভেদ অর্থাৎ ধর্মের অন্যত্বরূপ অবস্থাভেদ, তাহার অনুপতিত বা অনুপাতিমাত্র হইয়া আপনাদের ধর্মী কৌটস্থ্যরূপে অর্থাৎ নির্বিকার-নিত্যরূপে বিপরিবর্তন করিবে বা পরিণামস্বরূপ ত্যাগ করিয়া কূটস্থরূপে থাকিবে (ঘুরিয়া আসিয়া কূটস্থতে পৌঁছিবে)—যদি সেই ধর্মী অন্বয়ী

বিনাশপ্রতিষেধাদ্—অত্যন্তনাশাস্বীকারাৎ। সংসর্গাৎ—কারণাবিবিক্তরূপেণাবস্থানাৎ চ অস্য সূক্ষ্মতা ততশ্চ অনুপলব্ধির্নাত্যন্তনাশাদিতি।

লক্ষণেতি। ভবিষ্যরাগো বর্তমানো ভূত্বা অতীতো ভবতীতি ত্র্যধ্বযোগরূপঃ পরিণামভেদো বাচ্যো ভবতি। এতদেব স্ফোরয়তি যথেতি। অত্রেতি। এতৎ পরে এবং দূষয়ন্তি, সর্বস্য একদা সর্বলক্ষণযোগে অধ্বসঙ্করঃ—ত্রিকালসঙ্করঃ প্রাপ্নোতীতি। অস্য পরিহারো যথা, রাগকালে দ্বেষোঽপি বিদ্যতে উভয়য়োর্বর্তমানত্বেঽপি ন সঙ্করঃ। তদানভিব্যক্তো দ্বেষো ভবিষ্যো ভূতো বেতি বাচ্যো ভবতি। এবং ব্যবহারসিদ্ধিরেব লক্ষণপরিণামঃ।

ধর্মাণাং ধর্মত্বম্—বিকারশীলগুণত্বমিত্যর্থঃ, অপ্রসাধ্যম্—অসাধনীয়ং প্রাক্ সাধিতত্বাদিত্যর্থঃ। সতি চ—সিদ্ধে ধর্মত্বে লক্ষণভেদোঽপি বাচ্যো ভবতি অন্যথা ব্যবহারাসিদ্ধেঃ। যতো ন বর্তমানকাল এবাস্য ধর্মস্য ধর্মত্বং, ক্রোধকালে রাগস্য অবর্তমানত্বেঽপি চিত্তং ভবিষ্যরাগধর্মকমিতি বাচ্যং ভবতীত্যর্থঃ। কস্যচিদ্ ধর্মস্য সমুদাচারাৎ—ব্যক্তীভাবাৎ তদ্ধর্মবান্ অয়ং ধর্মীতি বাচ্যো ভবতি নাধুনা অন্যধর্মবান্ ইতি চ। এবং ক্রোধকালে ক্রোধধর্মবৎ চিত্তং ন রাগধর্মকমিতি উচ্যতে। ন চ তদ্ বচনাৎ চিত্তং ভবিষ্যরাগধর্মহীনমিত্যুক্তং ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। অতীতানাগতৌ অধ্বানৌ অবর্তমানৌ,

অর্থাৎ সর্বধর্মে অনুগত বা একই হয় (অর্থাৎ যদি কেবল ধর্মেরই পরিণাম হয়, তাহাতে অনুস্যূত ধর্মীর পরিণাম না হয়, তবে ত ধর্মী কূটস্থ হইয়া দাঁড়াইল)। এই শঙ্কার উত্তর যথা—ইহা অদোষ অর্থাৎ আমাদের মতের দোষ নাই, এই শঙ্কা নিঃসার। কেন, তাহা বলিতেছেন। আমাদের মতে একান্ত-নিত্যতার অভ্যুপগম বা স্থাপন করা হয় নাই বলিয়া—অর্থাৎ দৃশ্যদ্রব্য একান্ত (অপরিণামিরূপে) নিত্য এইরূপ বাদের অনভ্যুপগম হেতু বা আমাদের মতে তাহা স্বীকার করা হয় না বলিয়া আমাদের মতে দৃশ্যদ্রব্য পরিণামি-নিত্য, তাহা কূটস্থ-নিত্য নহে। এই ত্রৈলোক্য বা সমস্ত ব্যক্ত ভাব, ব্যক্তি হইতে অর্থাৎ ব্যক্ত অবস্থা হইতে অপগত হয় বা লীন হয়, কারণ, কোনও এক ব্যক্তভাবের নিত্য এক-স্বরূপে থাকা নিষিদ্ধ (পরিণামশীলত্বহেতু)। অপেত বা লীন হইয়াও তাহা স্বকারণে থাকে, কারণ কোনও বস্তুর বিনাশ প্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ কোনও ভাব পদার্থের অত্যন্ত নাশ বা সম্পূর্ণ অভাব আমাদের মতে স্বীকৃত নহে। সংসর্গহেতু অর্থাৎ কারণের সহিত অপৃথক্ ভাবে বা লীন হইয়া থাকে বলিয়া, ইহার (অতীত ও অনাগত ধর্মের) সূক্ষ্মতা এবং তজ্জন্যই তাহার উপলব্ধি হয় না, তাহার অত্যন্ত নাশ হয় বলিয়া নহে। (ধর্ম-পরিণামের দ্বারা মূল ধর্মীর প্রবাহরূপে পরিণাম হইয়া চলিতেছে, অতএব তাহা পরিণামি-নিত্য, কূটস্থ বা নির্বিকার নিত্য নহে)।

অনাগত রাগধর্ম বর্তমান হইয়া পুনঃ তাহা অতীত হয় এইরূপ দেখা যায় বলিয়া ত্রিকালযোগপূর্বক-পরিণামভেদ ব্যবহারতঃ বক্তব্য হয়, তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন। অপরে ইহাতে এইরূপে দোষ দেন যে, সর্ববস্তুতে একই সময়ে সর্বলক্ষণ যোগ হয় বলিয়া অধ্বসঙ্কর হইবে অর্থাৎ একই

অতীতশ্চ বভূবান্ অনাগতশ্চ ব্যঙ্গ্যঃ। এবং ত্রয়াণাং ভেদঃ, তদ্ভেদস্য চ বাচকত্বেন অতীতাদিশব্দা ব্যবহ্রিয়ন্তে অতো যুগপদ্ একস্যাং ব্যক্তৌ তেষাং সম্ভব ইত্যুক্তির্বিরুদ্ধা।

স্বব্যঞ্জকাঞ্জনো ধর্মঃ অনাগতত্বং হিত্বা বর্তমানত্বং প্রাপ্নোতি ততঃ অতীতো ভবতীতি ক্রম এব অস্মিন্ লক্ষণপরিণামবচনে অধ্যাহার্যঃ অস্তীত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ পঞ্চশিখাচার্যেণ রূপেতি। প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্। অতিশয়িনাং সমুদাচরতাং রূপাদীনাং বর্তমানলক্ষণত্বং, তদ্বিরুদ্ধানাঞ্চ অতীতাদিলক্ষণত্বমিত্যস্মাদ্ অসঙ্করত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। নেতি। ন ধর্মী ত্র্যধ্বা—যৎ দ্রব্যং ধর্মীতি মন্যতে ন তৎ ত্র্যধ্ব, যে ধর্মাস্তে তু ত্র্যধ্বানঃ, তে লক্ষিতাঃ অভিব্যক্তা বর্তমানাঃ, অলক্ষিতাঃ—অবর্তমানা অনভিব্যক্তাঃ। তাস্তাম্—অভিব্যক্তিমনভিব্যক্তিং বা অবস্থাং প্রাপ্নুবন্তঃ অন্যত্বেন—অতীতাদিলক্ষণেন প্রতিনির্দিশ্যন্তে, তত্তদবস্থান্তরতো ন দ্রব্যান্তরতঃ।

অবস্থেতি। পরোক্তং দোষম্ উত্থাপয়তি। অধ্বনো ব্যাপারেণ—বর্তমানাধ্বলক্ষিতস্য অন্যস্য ধর্মস্য ব্যাপারেণ যদা ব্যবহিতঃ কশ্চিদ্ ধর্মঃ স্বব্যাপারং ন করোতি তদা অনাগতঃ, তদ্ব্যবধানরহিতো যদা ব্যাপ্রিয়তে তদা বর্তমানঃ, যদা কৃত্বা নিবৃত্তস্তদা অতীত ইতি প্রাপ্তে শঙ্ককো বক্তি ভবন্নয়ে এবং ধর্মধর্মিলক্ষণাবস্থানাং সদা সত্ত্বাৎ তেষাং নিত্যতা আয়ায়াৎ ততশ্চ চিতিবৎ কৌটস্থ্যম্ ইতি। অস্য পরিহারঃ। নাসৌ দোষঃ কস্মাৎ, নিত্যত্বমেব কৌটস্থ্যমিতি ন বয়ং সঙ্গিরামহে। অস্মন্নয়ে নিত্যত্বমেব ন কৌটস্থ্যম্।

বস্তুকে অতীত-অনাগত-বর্তমান লক্ষণযুক্ত বলিলে অতীতাদি ত্রিকালের ভেদ করা যাইবে না। ইহার খণ্ডন যথা—রাগকালে দ্বেষও সংস্কাররূপে সূক্ষ্মভাবে থাকে, উভয়ে বর্তমান থাকিলেও তাহাদের সাঙ্কর্য হয় না, তখন অনভিব্যক্ত দ্বেষ অনাগত অথবা অতীতরূপে আছে ইহা বলা হয়, (অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের অতীতাদিরূপে অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহাদের যে সাঙ্কর্য হয় না তাহা বুঝান হইল)। এইরূপে কালভেদপূর্বক যে ব্যবহার-সিদ্ধি তাহাই লক্ষণ-পরিণাম।

ধর্মসকলের যে ধর্মত্ব বা বিকারশীলভাবে জায়মান হওয়ার স্বভাব, তাহা অপ্রসাধ্য অর্থাৎ সাধিত করা অনাবশ্যক, কারণ, পূর্বেই তাহা স্থাপিত করা হইয়াছে। তাহা হইলে অর্থাৎ ধর্মী হইতে ধর্মের পৃথক্ত্ব এবং তাহার পরিণাম সিদ্ধ হইলে, ত্রিকালের দ্বারা তাহার লক্ষণভেদও বক্তব্য হয় নচেৎ ব্যবহার সিদ্ধ হয় না, যেহেতু কেবল বর্তমানকালেই ধর্মের ধর্মত্ব বক্তব্য হয় না (বর্তমান উদিত ধর্মই ধর্মত্বের একমাত্র লক্ষণ নহে, অতীত অনাগত ধর্মের বিষয়ও বলিতে হয়)। যেমন ক্রোধকালে রাগধর্ম অবর্তমান হইলেও, চিত্ত অনাগত রাগধর্মযুক্ত—ইহা বলিতে হয়। কোনও এক ধর্মের (যেমন ঘটত্ব-ধর্মের) সমুদাচার বা ব্যক্তভাব দেখিয়া সেই ধর্মযুক্ত পদার্থকে (মৃত্তিকাকে) 'ইহা ধর্মী' (ঘটের ধর্মী) এইরূপ বলা হয়, আরও বলা হয় যে, 'এখন ইহা অন্য ধর্মবান্ (চূর্ণত্ব-ধর্মবান্) নহে'। এইরূপে ক্রোধকালে চিত্ত ক্রোধ-ধর্মযুক্ত, তাহা রাগধর্মক নহে—এই প্রকার বলা হয়, তাহাতে চিত্তকে অনাগত রাগধর্মহীন বলা হইল না। অতীত এবং অনাগত অধ্বা বা কাল অবর্তমান, যাহা অতীত তাহা ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা অনাগত তাহা ব্যক্ত হইবে, এইরূপে ত্রিকালের ভেদ হয় এবং সেই

নিত্যতা সদা সত্তা। তাদৃশমপি দ্রব্যং পরিণমতে যথা ত্রৈগুণ্যম্। গুণিনিত্যত্বেঽপি—গুণমপেক্ষ্য গুণিনো নিত্যত্বেঽপি—অবিনাশিত্বেঽপি গুণানাং—ধর্মাণাং বিমর্দবৈচিত্র্যাৎ—বিমর্দাৎ লয়োদয়রূপবিকারশীলত্বাৎ বৈচিত্র্যম্—আনন্ত্যম্ অনন্তপরিণামঃ অকৌটস্থ্যম্ ইত্যর্থঃ ইত্যস্মাকমভ্যুপগমঃ। তস্মাদ্ নিত্যত্বেঽপি অকৌটস্থ্যং গুণিগুণানাম্।

গুণিষু প্রধানমেব নিত্যং কিন্তু পরিণামস্বভাবকম্ ইতরেষু কার্যমপেক্ষ্য কারণস্য নিত্যত্বম্ অবিনাশিত্বং বা। উদাহরণৈরেতৎ স্ফোরয়তি যথেতি। যথা সংস্থানম্—আকাশাদিভূতাত্মকং সংস্থানম্ আদিমৎ—পরোৎপন্নং ধর্মমাত্রং বিনাশি শব্দাদীনাং—তৎ-কারণানাং শব্দাদিতন্মাত্রাণাম্, অবিনাশিনাম্—স্বকার্যাণি ভূতানি অপেক্ষ্য অবিনাশিনাং, তথা লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বম্ আদিমদ্ বিনাশি ধর্মমাত্রং স্বকারণানাম্ অবিনাশিনাং সত্ত্বাদি-গুণানাম্। সত্ত্বাদিগুণানাম্ অবিনাশিত্বং সম্যগেব নিষ্কারণত্বাৎ। ন তেষামস্তি কারণং যদপেক্ষয়া তে বিনাশিনঃ স্যুঃ। তস্মিন্ মহদাদিদ্রব্যে বিকারসংজ্ঞা। তাত্ত্বিকমুদাহরণ-মুক্ত্বা লৌকিকমুদাহরণমাহ। তত্রেতি। সুগমম্। ঘটো নবপুরাণতাং—নবপুরাণতাখ্যং বৈকল্পিকং কালজ্ঞানজন্যম্ অবস্থানং, ন তু অত্র কশ্চিদ্ ধর্মভেদো বিবক্ষিতঃ অস্তি, অনুভবন্—ন হি বস্তুতো ঘটো বৈকল্পিকং তমবস্থাভেদম্ অনুভবতি কিন্তু ঘটজ্ঞঃ কশ্চিৎ পুরুষ এব তম্ অনুভবন্ মন্যতে নবোঽয়ং ঘটঃ পুরাণোঽয়মিত্যাদি। ঘটস্য জীর্ণতাদয়ো নাত্র বিবক্ষিতাস্তে হি ধর্মপরিণামান্তর্গতা ইতি বিবেচ্যম্।

ভেদ বলিবার জন্য অতীতাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতএব যুগপৎ একই ব্যক্তিতে (ব্যক্তভাবে) তাহাদের সম্ভাবনা অর্থাৎ একই ব্যক্তভাবে অতীত, অনাগত ও বর্তমানের একত্র সম্ভাবনারূপ যে উক্তি, তাহা বিরুদ্ধ (অর্থাৎ আমাদের কথায় এইরূপ আসে না, অনর্থক আপনারা ইহা ধরিয়া লইয়া এই শঙ্কা করিতেছেন)।

স্বব্যঞ্জকাঞ্জন অর্থে স্বকীয় ব্যঞ্জক নিমিত্তের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এইরূপ যে ধর্ম, তাহা অনাগতত্ব (যেমন মৃত্তিকাতে অনাগতভাবে যে ঘটত্ব-ধর্ম আছে—এইরূপ ভবিষ্যদ্ব্যক্তিকত্ব) ত্যাগ করিয়া বর্তমানত্ব (দৃশ্যমান ঘটত্ব) প্রাপ্ত হয়, তাহার পর তাহা অতীত হয়, এই প্রকার ক্রম লক্ষণ-পরিণামরূপ বচনে অধ্যাহার্য বা উহ্য থাকে অর্থাৎ লক্ষণ-পরিণাম যখন বলিতে হয়, তখন ঐরূপ লক্ষণ করিয়াই বলা হয়। (অনাগত ঘটত্ব-ধর্ম বর্তমান হইয়া পুনঃ অতীত হইল—ইহাই ঘটত্ব-ধর্মের লক্ষণ-পরিণাম। এস্থলে এক ঘটত্ব-ধর্মই ত্রিকালযোগে পৃথক্ লক্ষিত করা হইতেছে। মৃত্তিকার ঘটত্ব-পরিণাম এস্থলে বিবক্ষিত নহে, তাহা ধর্ম-পরিণামের অন্তর্গত)।

পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা এবিষয়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা পূর্বে (২।১৫ সূত্রের টীকায়) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতিশয়ী ধর্মসকলের অর্থাৎ সমুদাচারযুক্ত বা ব্যক্ত রূপাদি ধর্মসকলেরই বর্তমান-লক্ষণত্ব। যাহারা তাদৃশ বর্তমানত্বের বিরুদ্ধ, তাহারা অতীত ও অনাগত। এইজন্য অতীতাদি লক্ষণের (ব্যবহারদৃষ্টিতে) অসঙ্করত্ব বা পৃথক্ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ধর্মী ত্র্যধ্বা নহে অর্থাৎ যে দ্রব্যকে ধর্মী বলা হয়, তাহা ত্র্যধ্বা নহে বা ত্রিকালরূপ লক্ষণের দ্বারা পৃথক্ করিয়া লক্ষিত হইবার যোগ্য

ধর্মিণ ইতি। অবস্থা—দেশকালভেদেন অবস্থানং ন চ অবস্থাপরিণামঃ। অতঃ কস্যচিদ্ধর্মস্য বর্তমানতা কস্যচিদবর্তমানতা বা কালিকাবস্থানভেদ এব। এবং ব্যক্তা-ব্যক্তস্থৌল্যসৌক্ষ্ম্য-ব্যবহিতাব্যবহিত-সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টাঃ সর্বে পরিণামরূপা ভেদা অবস্থান-ভেদ এবেতি বক্তব্যম্। অতশ্চ অবস্থানভেদরূপ এক এব পরিণামো ধর্মাদিভেদেনোপ-দর্শিতঃ। এবমিতি। উদাহরণান্তরেঽপি সমানো বিচারঃ। এত ইতি। পূর্বোক্তমুত্থাপয়ন্

নহে, যাহারা ধর্ম তাহারাই তিন অধ্বা বা কাল-যুক্ত। তাহারা হয় লক্ষিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা বর্তমান, অথবা অলক্ষিত অর্থাৎ অবর্তমান বা অনভিব্যক্ত (অতীত অথবা অনাগতরূপে)। ধর্মসকল সেই সেই অর্থাৎ অভিব্যক্তি অথবা অনভিব্যক্তি-রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, অন্যদের দ্বারা বা অতীতাদি লক্ষণের দ্বারা পরস্পরের যে ভিন্নতা তাহা হইতে (কিন্তু তাহা অন্য দ্রব্য হইয়া যায়, এইরূপ নহে বলিয়া) অতীতাদিরূপ অবস্থান্তরতার দ্বারা তাহারা প্রতিনির্দিষ্ট বা পৃথক্‌রূপে লক্ষিত হয় (ঘট ঘটই থাকে অথচ তাহা অতীতাদিকালরূপ অবস্থার যোগেই পৃথক্‌রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার উপাদানের পরিণাম ঐরূপস্থলে লক্ষণীয় নহে)।

পরের দ্বারা কথিত দোষ উত্থাপিত করিতেছেন। অধ্বার ব্যাপারের দ্বারা অর্থাৎ বর্তমান কাললক্ষিত অন্য ধর্মের (যেমন উদিত রাগধর্মের) ব্যাপারের দ্বারা ব্যবহিত বা অবচ্ছিন্ন কোনও ধর্ম (যেমন রাগকালে ক্রোধধর্ম) যখন স্বব্যাপার না করে, তখন তাহা (ক্রোধ) অনাগত। সেই ব্যবধান (রাগরূপ ব্যবধান) রহিত হইয়া যখন তাহা ব্যাপার করে (ক্রোধ যখন ব্যক্ত হয়) তখন তাহা বর্তমান এবং যখন তাহা ব্যাপার শেষ করিয়া নিবৃত্ত হয় তখন তাহা অতীত, এইরূপ দেখা যায় বলিয়া শঙ্কাকারী বলিতেছেন যে, আপনাদের মতে এই প্রকারে—ধর্ম, ধর্মী, লক্ষণ এবং অবস্থার সদাই অবস্থিতি অর্থাৎ তাহারা সদাই (ত্রিকালের কোনও এক কালে) থাকে বলিয়া তাহাদের নিত্যতা আসিয়া পড়ে, অতএব চিতির ন্যায় তাহারা কূটস্থ হইয়া পড়িতেছে। এই শঙ্কার পরিহার যথা—ইহাতে দোষ নাই, কারণ, নিত্যত্বমাত্রই যে কৌটস্থ্য তাহা আমরা বলি না, আমাদের মতে নিত্যত্বই কৌটস্থ্য নহে। নিত্যতা অর্থে সদা সত্তা বা থাকা, তাদৃশ ভাবে স্থিত নিত্য দ্রব্যেরও পরিণাম হইতে পারে, যেমন, ত্রিগুণ। গুণি-নিত্যত্বেও অর্থাৎ গুণের (কার্যের) অপেক্ষায় বা তুলনায় গুণীর (কারণের) নিত্যত্ব বা অবিনাশিত্ব হইলেও গুণসকলের বা ধর্মসকলের বিমর্দবৈচিত্র্যহেতু অর্থাৎ বিমর্দ বা লয়োদয়রূপ বিকারশীলত্বহেতু ধর্মসকলের বৈচিত্র্য অর্থাৎ তাহাদের আনন্ত্য বা অনন্ত পরিণাম হয়, সুতরাং তাহারা কূটস্থ নহে, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। তজ্জন্য গুণী এবং গুণ নিত্য হইলেও তাহারা কূটস্থ বা অবিকারি-নিত্য নহে।

গুণীর বা কারণের মধ্যে প্রধান বা প্রকৃতি (অনাপেক্ষিক) নিত্য, কিন্তু তাহা পরিণামশীল, অন্যসকলের মধ্যে কার্যের তুলনায় কারণের নিত্যত্ব বা আপেক্ষিক অবিনাশিত্ব। উদাহরণের দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করিতেছেন। যেমন এই সংস্থান বা আকাশাদি ভূতরূপ সংস্থান-বিশেষ আদিমৎ অর্থাৎ পরে উৎপন্ন, অতএব আদিযুক্ত, ধর্মমাত্র এবং বিনাশী, (কাহার তুলনায়, তদুত্তরে বলিতেছেন যে) শব্দাদির তুলনায়, অতএব আকাশাদি ভূতের কারণ যে শব্দাদি তন্মাত্র, তাহারা অবিনাশী, অর্থাৎ তাহাদের কার্যরূপ স্থূলভূতের তুলনাতেই তাহারা অবিনাশী। তদ্রূপ লিঙ্গমাত্র যে মহত্তত্ত্ব তাহাও

উপসংহরতি। অবস্থিতস্য—ন চ শূন্যতাপ্রাপ্তস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোদয ইতি সামান্যং পরিণামলক্ষণম্। স চ পরিণামো ন ধর্মিস্বরূপম্ অতিক্রামতি কিন্তু ধর্ম্যাশ্রয়ো ধর্ম্যনুগত এব ব্যবহ্রিয়তে। এবং ধর্ম্যনুগতো ধর্মান্যথারূপ এক এব পরিণামঃ সর্বান্ অমূন্—ধর্মলক্ষণাবস্থারূপান্ বিশেষান্—পরিণামভেদান্ অভিপ্লবতে. ব্যাপ্নোতী-ত্যর্থঃ।

১৪। যোগ্যতেতি। ধর্মিণো যোগ্যতাবচ্ছিন্না—যোগ্যতা—প্রকাশযোগ্যতা ক্রিয়াযোগ্যতা স্থিতিযোগ্যতা চেতি, এতাভির্জ্ঞেয়যোগ্যতাভিঃ অবচ্ছিন্না—তত্তদ্ যোগ্য-

স্বকারণ অবিনাশী সত্ত্বাদি গুণের তুলনায় আদিমৎ, বিনাশী এবং ধর্মমাত্র। সত্ত্বাদিগুণের যে অবিনাশিত্ব, তাহাই যথার্থ (আপেক্ষিক নহে) যেহেতু তাহাদের আর কারণ নাই। তাহাদের এমন কোনও কারণ নাই যাহার তুলনায় তাহারা বিনাশী হইবে। তজ্জন্য সেই মহদাদি দ্রব্যকে বিকার বা বিকৃতি বলা হয়।

তাত্ত্বিক উদাহরণ বলিয়া লৌকিক উদাহরণ বলিতেছেন। ঘট নবতা ও পুরাণতা অর্থাৎ নব-পুরাণতা নামক যে বৈকল্পিক ও কালজ্ঞান হইতে জাত অবস্থানভেদ তাহা। এস্থলে জীর্ণতাদিরূপ কোন ধর্মভেদের বিবক্ষা নাই। 'অনুভবপূর্বক' অর্থে বুঝিতে হইবে যে, বস্তুতঃ ঘট তাহার নিজের সেই বৈকল্পিক অবস্থাভেদ অনুভব করে না, কিন্তু ঘটজ্ঞানসম্পন্ন কোনও পুরুষই তাহা অনুভব করিয়া মনে করে 'এই ঘট নব', 'ইহা পুরাতন' ইত্যাদি। এস্থলে ঘটের জীর্ণতাদির কোনও বিবক্ষা নাই, কারণ তাহারা ধর্মপরিণামের অন্তর্গত—ইহা বিবেচ্য।

(সর্বপ্রকার পরিণামের সাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন) অবস্থা অর্থে দেশকালভেদে অবস্থান, ইহা অবস্থা-পরিণাম নহে। অতএব কোনও ধর্মের বর্তমানতা এবং কোনও ধর্মের (অতীতানাগতের) অবর্তমানতা যে বলা হয়, তাহা কালিক অবস্থানভেদ মাত্র। এই প্রকারে ব্যক্ত-অব্যক্ত, স্থূল-সূক্ষ্ম, ব্যবহিত-অব্যবহিত, নিকটবর্তী-দূরবর্তী ইত্যাদি সর্বপ্রকার পরিণামরূপ যে ভেদ তাহা এক এক প্রকার অবস্থানভেদ, ইহাই বক্তব্য। অতএব অবস্থানভেদরূপ এক পরিণামই ধর্মাদিভেদে উপদর্শিত হইয়াছে। অন্য উদাহরণেও এইরূপ বিচার প্রবোক্তব্য।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত উত্থাপিত করিয়া উপসংহার করিতেছেন। অবস্থিত অর্থাৎ যাহা (শূন্যবাদীদের) শূন্যতা-প্রাপ্ত নহে, কিন্তু যাহার সত্তা স্থাপিত, তাদৃশ দ্রব্যের (ধর্মীর) পূর্ব ধর্ম নিবৃত্ত হইলে পর যে অন্য ধর্মের উদয় তাহা সামান্যতঃ পরিণামের লক্ষণ, অর্থাৎ সর্ব পরিণামেরই উহা সাধারণ লক্ষণ। সেই যে পরিণাম তাহা ধর্মীর স্বরূপকে অতিক্রম করে না, কিন্তু ধর্মীকে আশ্রয় করিয়া তাহার অনুগত হইয়াই ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ ধর্মী বস্তুতঃ একই থাকে, তাহার ধর্মেরই পরিণাম হইতে থাকে। এইরূপে ধর্মীতে অনুগত ধর্মের অন্যথারূপ একই পরিণাম ঐ সকলকে অর্থাৎ ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ বিশেষকে বা ত্রিবিধ পরিণামকে অভিপ্লুত বা ব্যাপ্ত করে, (সবই ঐ এক পরিণাম-লক্ষণের অন্তর্গত)।

১৪। ধর্মীসকলের যে যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তি তাহাই তাহার ধর্ম। যোগ্যতা, যথা—প্রকাশ-যোগ্যতা, ক্রিয়া-যোগ্যতা ও স্থিতি-যোগ্যতা, এই কয় প্রকারে জ্ঞাত হওয়ার যোগ্যতার দ্বারা যাহা

তামাত্রস্য যা প্রাতিস্বিকী বিশিষ্টা শক্তিরিত্যর্থঃ স এব ধর্মঃ। তস্য চ ধর্মস্য যথাযোগ্য-ফলপ্রসবভেদাৎ সদ্ভাবঃ—পূর্বপরাস্তিত্বম্ অনুমানপ্রমাণেন জ্ঞায়তে। একস্য চ ধর্মিণঃ অন্যঃ অন্যশ্চ—বহুঃ অসংখ্যাতা ইতি যাবদ্ ধর্মঃ পরিদৃশ্যতে। অত্রেদমূহনীয়ং পদার্থনিষ্ঠো জ্ঞাতভাবো ধর্মঃ। ধর্মৈরেব পদার্থা জ্ঞায়ন্তে। অতো ধর্মাঃ প্রমাণাদিসর্ববৃত্তিবিষয়াঃ। তে চ মূলতস্ত্রিবিধাঃ প্রকাশধর্মাঃ ক্রিয়াধর্মাঃ স্থিতিধর্মাশ্চেতি। তে পুনস্ত্রিতয়া—বাস্তবাশ্চ আরোপিতাশ্চ তথা অবাস্তববৈকল্পিকাশ্চেতি। সর্বে এতে পুনর্লক্ষণভেদাৎ শান্তা বা উদিতা বা অব্যপদেশ্যা বেতি বিভজ্যন্তে। তত্র কতিচিদ্ ধর্মা উদিতা মন্যন্তে শান্তাব্যপদেশ্যাশ্চ অসংখ্যাতা ইতি।

তত্রেতি। বর্তমানধর্মা ব্যাপারকৃতঃ। অতীতানাগতা ধর্মা ধর্মিণি সামান্যেন—অভিন্নভাবেন সমন্বাগতাঃ—অন্তর্গতাঃ। তদা তে ধর্মিস্বরূপমাত্রেণ তিষ্ঠন্তি। যথা ঘটত্ব-ধর্মে উদিতে পিণ্ডত্বচূর্ণত্বাদযো মৃৎস্বরূপেণৈব তিষ্ঠন্তি। তত্র ত্রয় ইতি। সুগমম্। তদিতি। তৎ—তস্মাৎ। অথেতি। অব্যপদেশ্যা ধর্মা অসংখ্যাতাঃ। তৈঃ সর্ববস্তূনাং সর্বসম্ভবযোগ্যতা। অত্রোক্তং পূর্বাচার্যৈঃ। জলভূম্যোঃ পরিণামভূতং রসাদিবৈশ্বরূপ্যং—বিচিত্ররসাদিস্বরূপং স্থাবরেষু—উদ্ভিজ্জেষু দৃষ্টং তথা স্থাবরাণাং বিচিত্রপরিণামো জঙ্গম-

অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ঐ প্রকার প্রকাশাদিরূপে জ্ঞাত হওয়ার যোগ্যতার যাহা প্রাতিস্বিক বা প্রত্যেকের নিজস্ব শক্তি তাহাকে ধর্ম বলে। (ধর্মী প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই ত্রিবিধ ধর্মের অসংখ্য প্রকার ভেদে বিজ্ঞাত হয়। যেমন, নীলত্ব-ধর্ম, তাহা ধর্মীতে থাকে এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান সর্বকালেই নীলরূপে জ্ঞাত হওয়ার যোগ্য, ধর্মীর তাদৃশ যে বিশিষ্ট যোগ্যতা তাহাই ধর্ম)। সেই ধর্মের যথাযোগ্য ফলোৎপাদনের ভেদ হইতেই তাহার সদ্ভাব অর্থাৎ পূর্বে ছিল এবং পরেও যে থাকিবে তাহা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। একই ধর্মীর অন্য-অন্য অর্থাৎ বহু বা অসংখ্য ধর্ম দেখা যায়। এস্থলে এবিষয় উহনীয় (উত্থাপিত করিয়া চিন্তনীয়) যে, কোনও পদার্থে অবস্থিত যে জ্ঞাত ভাব তাহাই তাহার ধর্ম। ধর্মের দ্বারাই পদার্থ জ্ঞাত হয়, অতএব ধর্মসকল প্রমাণাদি সর্ববৃত্তির বিষয়, তাহারা মূলতঃ তিন প্রকার, যথা—প্রকাশ-ধর্ম, ক্রিয়া-ধর্ম ও স্থিতি-ধর্ম। তাহারা প্রত্যেকে আবার তিন ভাগে বিভাজ্য, যথা—বাস্তব, আরোপিত এবং বৈকল্পিকরূপ অবাস্তব। এই সমস্তই আবার লক্ষণভেদ অনুযায়ী শান্ত, উদিত এবং অব্যপদেশ্যরূপে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে ধর্মের কতকগুলিকে উদিত (বর্তমান) বলিয়া মনে হয় এবং শান্ত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম অসংখ্য (কারণ, প্রত্যেক দ্রব্যের অসংখ্য পরিণাম হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অসংখ্য পরিণাম হওয়ার যোগ্যতা আছে)।

বর্তমান ধর্মসকল ব্যাপারকারী (ব্যক্ত), অতীত ও অনাগত ধর্মসকল ধর্মীতে সামান্য অর্থাৎ অভিন্নভাবে সমন্বাগত বা তাহার অন্তর্গত হইয়া (মিশাইয়া) থাকে, তখন তাহারা ধর্মিস্বরূপে থাকে, যেমন ঘটত্বধর্ম উদিত হইলে, পিণ্ডত্ব, চূর্ণত্ব আদি ধর্মসকল মৃত্তিকা-স্বরূপেই থাকে। তৎ অর্থে তজ্জন্য। অব্যপদেশ্য ধর্মসকল অসংখ্য, তাহা হইতে সর্ববস্তুর সর্বরূপে সম্ভবযোগ্যতা হয় (যেহেতু অসংখ্যের

প্রাণিষু—উদ্ভিদ্‌ভুক্ষু। জঙ্গমানাম্ অপি তথা স্থাবরপরিণামঃ। এবং জাত্যনুচ্ছেদেন—জলভূম্যাদিজাতেরনুচ্ছেদেন, ধর্মিরূপেণ জলাদিজাতের্যদ্ বর্তমানত্বং তেন ইত্যর্থঃ, সর্বং সর্বাত্মকমিতি।

দেশেতি। সর্বস্য সর্বাত্মকত্বেঽপি ন হি সর্বপরিণামঃ অকস্মাদ্ ভবতি স তু দেশাদিনিয়মিতো ভবতি। দেশকালাকারনিমিত্তাপবন্ধাদ্—অযোগ্যদেশাদিপ্রতিবন্ধকান্ন সমানকালম্—একদা আত্মনাং—ভাবানাম্ অভিব্যক্তিঃ। দেশকালাপবন্ধঃ—নৈকস্মিন্দেশে নীলপীতযোর্ধর্ময়োঃ যুগপদভিব্যক্তিঃ। আকারাপবন্ধঃ—ন হি চতুরস্রমুদ্রয়া ত্রিকোণলাঞ্ছনম্। নিমিত্তম্—অন্যদ্ উদ্ভবকারণং যথা অভ্যাসাদেব চিত্তস্থিতিরিত্যাদি, অভ্যাসরূপনিমিত্তাপবন্ধাদ্ ন চিত্তস্য স্থিতিঃ স্যাৎ। অভিব্যক্তেঃ প্রতিবন্ধভূতাদ্ অযোগ্যদেশাদেরপগমাদেব অভিব্যক্তিঃ নাকস্মাৎ।

য ইতি। যঃ পদার্থ এতেষু উক্তলক্ষণেষু অভিব্যক্তানভিব্যক্তেষু ধর্মেষু অনুপাতী—তাদৃশাঃ সর্বে ধর্মা যন্নিষ্ঠা ইতি বুধ্যতে স সামান্যবিশেষাত্মা—সামান্যরূপেণ স্থিতা অতীতানাগতা ধর্মাঃ, বিশেষরূপেণাভিব্যক্তা বর্তমানধর্মাঃ তদাত্মা—তৎস্বরূপঃ, অন্বয়ী—বহুধর্মাণামাশ্রয়রূপেণ ব্যবহ্রিয়মাণঃ পদার্থো ধর্মী। যস্য তু ইতি। একতত্ত্বাভ্যাস ইতি সূত্রব্যাখ্যানে যৎ কৃতং বৈনাশিকদর্শনখণ্ডনং তৎ সংক্ষেপতো বক্তি। সুগমম্।

মধ্যে সবই পড়িবে), যথা পূর্বাচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে—জল ও ভূমির পরিণামভূত বা বিকৃত হইয়া পরিণত যে রসাদিবৈশ্বরূপ্য অর্থাৎ বিচিত্র বা অসংখ্য প্রকার যে রস-গন্ধ-আদি-স্বরূপ, তাহা স্থাবর বস্তুতে বা উদ্ভিদে দেখা যায়, সেইরূপ স্থাবর বস্তুর বিচিত্র পরিণাম জঙ্গম প্রাণীতে বা উদ্ভিদ্‌ভোজীতে দেখা যায়। জঙ্গম প্রাণীদেরও তেমনি স্থাবর-পরিণাম হয়। এইরূপে জাত্যনুচ্ছেদপূর্বক বা জলভূমি আদি জাতির নাশ না হইয়াও অর্থাৎ জলত্ব, ভূমিত্ব আদি ধর্মসকল ধর্মিরূপে বর্তমান থাকে বলিয়া, সমস্তই সর্বাত্মক অর্থাৎ সর্ব বস্তুই সর্ব বস্তুতে পরিণত হইতে পারে।

সর্ব বস্তুর সর্বাত্মকত্ব সিদ্ধ হইলেও সর্বপ্রকার পরিণাম যে অকস্মাৎ বা কারণব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় তাহা নহে; তাহারা দেশাদির দ্বারা নিয়মিত হইয়াই হয়। দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্তের দ্বারা অপবদ্ধ বা অধীন হইয়াই তাহা হয়, অর্থাৎ অযোগ্য (কোনও বিশেষ পরিণামকে ব্যক্ত করিবার পক্ষে যাহা অযোগ্য) দেশাদিরূপ প্রতিবন্ধকহেতু সমানকালে বা একই সময়ে নিজেদের অর্থাৎ অনাগতরূপে স্থিত ভাবসকলের অভিব্যক্তি হয় না। দেশ এবং কালের দ্বারা অপবদ্ধ (বাধিত হওয়া)—যেমন, একই বস্তুতে একই কালে নীল এবং পীত ধর্মের অভিব্যক্তি হয় না। আকারের দ্বারা অপবদ্ধ, যেমন, চতুষ্কোণ মুদ্রার দ্বারা ত্রিকোণাকৃতি ছাপ হইতে পারে না। নিমিত্ত অর্থে অন্য কিছুর উদ্ভবের নিমিত্ত, যেমন, অভ্যাসরূপ নিমিত্তের দ্বারাই চিত্ত স্থির হয়, অভ্যাসরূপ নিমিত্তের অপবদ্ধ বা বাধা ঘটিলে চিত্তের স্থিতি হয় না। অভিব্যক্ত হইবার প্রতিবন্ধভূত বা বিরুদ্ধ বলিয়া যাহা অযোগ্য এইরূপ দেশাদি-কারণের অপগম হইলেই যথাযোগ্য ধর্মের অভিব্যক্তি হয়, অকস্মাৎ বা নিষ্কারণে হইতে পারে না।

বৈনাশিকনয়ে ভোগাভাবঃ স্মৃত্যভাবঃ তথা চ যোঽহমদ্রাক্ষং সোঽহং স্পৃশামীতি প্রত্যভিজ্ঞাঽসঙ্গতিরিতি প্রসজ্যেত। তস্মাৎ স্থিতঃ—অস্তি অন্বয়ী ধর্মী যো ধর্মান্যথাত্বম্ অভ্যুপগতঃ—যো ধর্মেষু একরূপেণ স্থিতো যস্য চ ধর্মঃ অন্যথাত্বং প্রাপ্নোতীতি অনুভূয়মানঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তস্মান্নেদং বিশ্বং ধর্মমাত্রং প্রতীতিমাত্রং নিরন্বয়ং—শূন্যমূলকমিত্যর্থঃ।

১৫। একস্যেতি। একস্য ধর্মিণ একস্মিন্ এব ক্ষণ এক এব পরিণাম ইতি প্রসক্তে—প্রাপ্তে ইত্যর্থঃ পরিণামান্যত্বস্য গোচরীভূতস্য কারণং ক্ষণিকান্যত্বক্রমঃ। য ইতি ক্রমলক্ষণমাহ। কস্যচিদ্ ধর্মস্য সমনন্তরধর্মঃ—অব্যবহিতপরবর্তী ধর্মঃ, পূর্বস্য ক্রম ইত্যর্থঃ, যথা পিণ্ডত্বস্য ধর্মপরিণামক্রমস্তৎপশ্চাদ্ভাবী ঘটধর্মঃ। তথাবস্থেতি। ন চ ঘটস্য পুরাণতাত্র জীর্ণতা। জীর্ণতা হি ধর্মপরিণামঃ। একধর্মলক্ষণাক্রান্তস্য ঘটস্য উৎপত্তিকালমপেক্ষ্য ভেদবিবক্ষয়া উচ্যতে অভিনবোঽয়ং পুরাণোঽয়মিতি। ঘটস্য দেশান্তরাবস্থানমপি অবস্থাপরিণামঃ। উদাহরণমিদং ঘটত্বরূপাম্ একামুদিতধর্মসমষ্টিং গৃহীত্বা উক্তম্। তত্র বর্তমান-লক্ষণক-ঘটত্বধর্মস্য নাস্তি ধর্মান্তরত্বং নাস্তি চ লক্ষণান্যত্বং, তথাপি চ যঃ পরিণামো বক্তব্যো ভবতি সোঽবস্থাপরিণাম ইতি দিক্। ধর্মিরূপেণ মতস্য ঘটধর্মিণঃ পরিণামো যত্র বক্তব্যো ভবেৎ তত্র বিবর্ণতাজীর্ণতাদয়োঽপি ধর্মপরিণামঃ স্যাৎ।

যে পদার্থ এই সকলের অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত ধর্মের অনুপাতী, অর্থাৎ তাদৃশ ধর্মসকল যাহাতে নিহিত বা সংস্থিত বলিয়া জ্ঞাত হয়, সেই সামান্য ও বিশেষ-আত্মক অর্থাৎ সামান্যরূপে (কারণে লীন হইয়া) স্থিত যে অতীতানাগত ধর্ম ও বিশেষরূপে অভিব্যক্ত যে বর্তমান ধর্ম—তদাত্মক বা তৎস্বরূপ, এবং অন্বয়ী বা বহুধর্মের আশ্রয়রূপে যাহা ব্যবহৃত হয় সেই পদার্থই ধর্মী। একতত্ত্বাভ্যাস সূত্রের ব্যাখ্যানে (১।৩২) বৈনাশিক মতের যে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাই পুনরায় সংক্ষেপে বলিতেছেন। বৈনাশিকমতে ভোগের অভাব, স্মৃতির অভাব এবং 'যে-আমি দেখিয়াছিলাম সেই আমিই স্পর্শ করিতেছি'—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞারও সঙ্গতি হয় না। তজ্জন্য (একজাতীয় বহুপদার্থে অনুস্যূত) এমন এক অন্বয়ী ধর্মী অবস্থিত বা আছে যাহা মূলতঃ একই থাকিয়া কেবল ধর্মের অন্যথাত্ব অভ্যুপগত হইয়া বা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ যাহা বহু ধর্মের মধ্যে একই উপাদানরূপে অবস্থিত এবং যাহার ধর্মসকলই অন্যথাত্ব প্রাপ্ত হয়—এইরূপে অনুভূয়মান হইয়া প্রত্যভিজ্ঞাত হয় (যাহার পরিণাম হইতে থাকিলেও 'ইহা সেই এক বস্তুরই পরিণাম' এইরূপ বোধ হয়)। অতএব এই বিশ্ব যে কেবল ধর্মমাত্র বা প্রতীতিমাত্র (বিজ্ঞায়মান ধর্মের সমষ্টিমাত্র) অথবা নিরন্বয় বা ধর্মিরূপ মূল-হীন তাহা নহে।

১৫। এক ধর্মীর একক্ষণে একই পরিণাম হয় এই প্রসঙ্গ হয় বলিয়া অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম পাওয়া যায় বলিয়া, গোচরীভূত পরিণামের অন্যতার কারণ ক্ষণব্যাপী অন্যতার প্রবাহরূপ ক্রম (ক্ষণব্যাপী সূক্ষ্ম পরিণাম যাহা লৌকিক দৃষ্টিতে গৃহীত হয় না, তাহার সমষ্টিই প্রত্যক্ষীভূত স্থূল পরিণামের কারণ)। ক্রমের লক্ষণ বলিতেছেন। কোনও ধর্মের যাহা সমনন্তর ধর্ম বা অব্যবহিত

সা চেতি। সা চ পুরাণতা—তৎকালাবচ্ছিন্নাঃ সর্বে অবস্থাপরিণামা ইত্যর্থঃ ক্ষণপরম্পরানুপাতিনা—ক্ষণপরম্পরানুগামিনা ক্রমেণ—ক্ষণব্যাপিপরিণতিক্রমেণেত্যর্থঃ অভিব্যজ্যমানা পরাং ব্যক্তিং—'ত্রিবার্ষিকোঽয়ং ঘট' ইত্যাদিরূপেণ লোকগোচরত্বমিত্যর্থ আপদ্যত ইতি। ধর্মলক্ষণাভ্যাং বিশিষ্টঃ—ধর্মলক্ষণভেদবিবক্ষাঽসত্ত্বেঽপি তদন্যো যদ্ অবস্থাপেক্ষয়া ভেদবচনং স তৃতীয়ঃ অয়ং পরিণামঃ।

ত এত ইতি। এতে ক্রমা ধর্মধর্মিভেদে সতি প্রতিলব্ধস্বরূপাঃ—ন্যায়েনানু-চিন্তনীয়াঃ। কথং তদ্ ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্। ধর্মোঽপি ধর্মী ভবত্যন্যধর্মাপেক্ষয়া, যথা ঘটো ধর্মী জীর্ণতাদয়স্তস্য ধর্মাঃ, মৃদ্ ধর্মী পিণ্ডত্বঘটত্বাদয়স্তস্য ধর্মাঃ, ভূতধর্মা ধর্মিণস্তেবাং ভৌতিকানি ধর্মাঃ, তন্মাত্রধর্মা ধর্মিণঃ ভূতানি তেবাং ধর্মাঃ, অভিমানো ধর্মী তন্মাত্রেন্দ্রিয়াণি তস্য ধর্মাঃ, লিঙ্গমাত্রং ধর্মি অহংকারস্তস্য ধর্মঃ, প্রধানং ধর্মি লিঙ্গং তস্য ধর্মঃ। ন চ ত্রৈগুণ্যং কস্যচিদ্ধর্মঃ। অতঃ পরমার্থতো মূলধর্মিণি প্রধানে ধর্মধর্মিণোঃ অভেদোপচারঃ—একত্বপ্রতীতিঃ। তদ্দ্বারেণ—অভেদোপচারদ্বারেণ সঃ—মূলধর্মী এবাভিধীয়তে ধর্ম ইতি। তদা অযং ক্রমঃ একত্বেন—পরিণামক্রমেণ এব প্রত্যবভাসতে। গুণানামভিভাব্যাভিভাবকরূপা তদা একা বিক্রিয়া বক্তব্যা ভবতীত্যর্থঃ।

পরবর্তী ধর্ম, তাহাই ঐ পূর্ব ধর্মের ক্রম। যেমন পিণ্ডত্বের পরবর্তী যে ঘটত্ব ধর্ম তাহাই তাহার (পিণ্ডত্বের) ঘটত্বরূপ ধর্ম-পরিণামক্রম। অবস্থা-পরিণাম যথা—ঘটের পুরাণতা অর্থে জীর্ণতা নহে, কারণ, জীর্ণতা বলিলে ধর্ম-পরিণাম বুঝায়। একই ধর্মরূপ লক্ষণযুক্ত ঘটের উৎপত্তিকাল লক্ষ্য করিয়া তাহার ভেদ বলিতে হইলে (পার্থক্য-স্থাপনের জন্য) বলা হয় 'ইহা নূতন, ইহা পুরাতন'। ঘটের দেশান্তরে অবস্থানও (তাহার ধর্ম বা লক্ষণ-পরিণাম না হইলেও) অবস্থা-পরিণাম (যেমন 'এই স্থানের ঘট' এবং 'ঐ স্থানের ঘট' এইরূপে ভেদ-স্থাপন)। ঘটত্বরূপ একই উদিত বা বর্তমান ধর্মসমষ্টিকে লক্ষ্য করিয়াই এই উদাহরণ উক্ত হইয়াছে। এই উদাহরণে বর্তমান-লক্ষণক ঘটত্ব ধর্মের ধর্মান্তরতা বা লক্ষণান্তরতা নাই, তথাপি যে পরিণাম বক্তব্য হয় তাহাই অবস্থা-পরিণাম, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। ধর্মিরূপে গৃহীত ঘটধর্মীর অর্থাৎ ঘটকেই ধর্মিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার পরিণাম যথায় বক্তব্য হয় সেস্থলে বিবর্ণতা, জীর্ণতা আদিও ধর্ম-পরিণাম হইবে (ঘটধর্মীর তাহা ধর্ম-পরিণাম)।

সেই পুরাণতা (যাহা কেবল কাল-লক্ষিত, এক্ষেত্রে জীর্ণতা বক্তব্য নহে) অর্থাৎ তৎকালাবচ্ছিন্ন সমস্ত অবস্থা-পরিণাম, তাহা ক্ষণের পারম্পর্যের অনুপাতী বা পর পর ক্ষণের অনুগামী ক্রমের দ্বারা বা ক্ষণব্যাপি-পরিণামরূপ ক্রমের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া চরম ব্যক্ততা লাভ করে, যথা—'এই ঘট ত্রিবার্ষিক' ইত্যাদিরূপে সাধারণ লোকের গোচরীভূত হয়। অর্থাৎ তিন বৎসরের পুরাণ ঘট বলিলে তিন বৎসরে যতগুলি ক্ষণ আছে ততক্ষণিক পুরাণ বলা হয়। ধর্ম ও লক্ষণ হইতে পৃথক্ অর্থাৎ ধর্ম ও লক্ষণরূপ ভেদের বিবক্ষা না থাকিলেও তাহা হইতে পৃথক্ কেবল অবস্থা-সাপেক্ষ কোনও বস্তুর যে ভেদ লক্ষিত করা হয়, তাহাই এই তৃতীয় (অবস্থা-) পরিণাম। (বহু ক্ষণের অনুভবকে

চিত্তস্তেতি। চিত্তস্য দ্বয়ে—দ্বিবিধা ধর্মাঃ পরিদৃষ্টাঃ—অনুভূয়মানাঃ প্রমাণাদি-প্রত্যয়রূপাঃ, অপরিদৃষ্টাঃ—বস্তুমাত্রাত্মকাঃ সংস্কাররূপেণ স্থিতিস্বভাবাঃ তৎকার্যেণ লিঙ্গেন তৎসত্তানুমীয়তে। তে যথা নিরোধঃ—সংস্কারশেষঃ, ধর্মঃ—ধর্মাধর্মকর্মাশয়ঃ, সংস্কারঃ—বাসনারূপঃ, পরিণামঃ—অসংবিদিতবিক্রিয়া, জীবনম্—চিত্তেন প্রাণপ্রেরণা। শ্রূয়তে চ "মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে" ইতি। চেষ্টা—অবিদিতা ক্রিয়া, শক্তিঃ—ক্রিয়াজননী ইতি এতে সপ্ত দর্শনবর্জিতাশ্চিত্তধর্মাঃ।

১৬। অত ইতি। অতঃ—অতঃপরম্ উপাত্তসর্বসাধনস্য—সংযমসিদ্ধস্য বুভুৎসিতার্থপ্রতিপত্তয়ে জিজ্ঞাসিতবিষয়বোধায় সংযমস্য বিষয় উপক্ষিপ্যতে—উপদিশ্যতে

সমষ্টিভূত করিয়া আমাদের যে কালজ্ঞান হয়, সেই কালজ্ঞান-সহযোগে, জীর্ণতাদি লক্ষ্য না করিয়া আমরা কোনও বস্তুকে যে 'পুরাতন' বা 'নব' বলি তাহা অবস্থা-পরিণাম)।

এই ক্রমসকল ধর্ম ও ধর্মীর ভেদ থাকিলে তবেই প্রতিলব্ধ-স্বরূপ হইতে পারে অর্থাৎ তবেই ন্যায়তঃ অনুচিন্তনীয় হয়। কেন, তাহা বহুশঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোনও এক ধর্মও অন্য ধর্মের তুলনায় ধর্মিরূপে গণিত হয়। যেমন ঘট এক ধর্মী, জীর্ণতাদি তাহার ধর্ম। মৃত্তিকা ধর্মী—পিণ্ডত্ব-ঘটত্বাদি তাহার ধর্ম। ভূতধর্মরূপ ধর্মীসকলের (আকাশাদি ভূতের) ভৌতিকরা ধর্ম। তন্মাত্রধর্মসকল ধর্মী, ভূতসকল তাহাদের ধর্ম। অভিমান ধর্মী, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়সকল তাহার ধর্ম। লিঙ্গমাত্ররূপ ধর্মীর অহংকার ধর্ম। প্রধান বা প্রকৃতি ধর্মী—লিঙ্গমাত্র তাহার ধর্ম। ত্রিগুণ কাহারও ধর্ম নহে, অতএব পরমার্থদৃষ্টিতে মূলধর্মী প্রধানে ধর্ম এবং ধর্মীর অভেদ-উপচার হয় বা একত্ব-প্রতীতি হয়। তদ্দ্বারা অর্থাৎ অভেদোপচারহেতু তাহা অর্থাৎ মূলধর্মী ধর্ম বলিয়াও অভিহিত হয়। তখন এই ক্রম একরূপে বা কেবল পরিণামের ক্রমরূপে জ্ঞাত হয় অর্থাৎ তখন গুণসকলের অভিভাব্য-অভিভাবক-রূপ এক পরিণামই বক্তব্য হয় (তখন ত্রিগুণের অন্তর্গত ক্রিয়ামাত্র থাকে এইরূপ বলিতে হয়, কিন্তু 'দ্রষ্টার' উপদর্শনের অভাবহেতু গুণবৈষম্য না হওয়ায় সেই ক্রিয়ার কার্যরূপ কোনও ব্যক্ত পরিণাম দৃষ্ট হইবে না। ইহাকেই অব্যক্ত অবস্থা বলে)।

চিত্তের দুই প্রকার ধর্ম, যথা—পরিদৃষ্ট বা প্রমাণাদি প্রত্যয়রূপে অনুভূয়মান এবং অপরিদৃষ্ট বা বস্তুমাত্র-স্বরূপ (যাহার সত্তামাত্রের জ্ঞান অনুমানের দ্বারা হয়, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ) সংস্কাররূপে স্থিতিস্বভাবযুক্ত, তাহার কার্যরূপ অনুমাপকের দ্বারা তাহার সত্তা অনুমিত হয়। অপরিদৃষ্ট ধর্ম, যথা—নিরোধ বা সংস্কারশেষ অবস্থা। ধর্ম—(এখানে) ধর্মাধর্মরূপ কর্মাশয়। সংস্কার—বাসনারূপ সংস্কার। পরিণাম—অবিদিতভাবে যে পরিণাম হয় (চিত্তে এবং শরীরাদিতে, যেমন, জাগ্রতের পর নিদ্রা)। জীবন—চিত্ত হইতে প্রাণের মূলে যে প্রেরণারূপ শক্তি (যাহার ফলে শরীরধারণ হয়), এবিষয়ে শ্রুতি যথা—"মনের কার্যের দ্বারাই প্রাণ এই শরীরে আসিয়া থাকে" (প্রশ্ন)। চেষ্টা বা অবিদিতভাবে ক্রিয়া (মনের অলক্ষিত ক্রিয়া)। শক্তি, অর্থাৎ যাহা হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, চিত্তই সেই শক্তি (যেমন পুরুষকারের শক্তি)। এই সপ্ত প্রকার চিত্তের ধর্ম দর্শনবর্জিত বা সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ট হইবার অযোগ্য।

ইত্যর্থঃ। ধর্মেতি। ক্ষণব্যাপী পরিণাম এব সূক্ষ্মতমো বিশেষো বিষয়স্য। সংযমেন তস্য তৎক্রমস্য চ সাক্ষাৎকরণাৎ সর্বভাবানাং নিমিত্তোপাদানং সাক্ষাৎকৃতং ভবতি ততশ্চ অতীতানাগতজ্ঞানম্। ধারণেতি। তেন—সংযমেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎক্রিয়মাণং—সর্বতো বিষয়স্য ক্রমশঃ ধারণাং প্রযোজ্য ততো ধ্যায়েৎ ততঃ সমাহিতো ভূত্বা সাক্ষাৎ কুর্যাৎ। এবং ক্রিয়মাণে তেষু—বিষয়েষু অতীতানাগতং জ্ঞানং সম্পাদয়তি।

১৭। শব্দার্থপ্রত্যয়ানাম্ ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করঃ—যো বাচকঃ শব্দঃ স এবার্থঃ তদ্ এব চ জ্ঞানমিতি সংকীর্ণতা, তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ—প্রত্যেকং বিভজ্য সংযমাৎ সর্বভূতানাং রুতজ্ঞানম্—উচ্চারিতশব্দার্থজ্ঞানং ভবেদিতি সূত্রার্থঃ। তত্রেতি ব্যাচষ্টে। তত্র—এতদ্‌বিষয়ে বাগিন্দ্রিয়ং বর্ণাত্মকশব্দোচ্চারণরূপকার্যবৎ। শ্রোত্রবিষয়ঃ ধ্বনিমাত্রঃ, ন তু তদর্থঃ। পদং বর্ণাত্মকং যদ্ অর্থাভিধানং যথা গোঘটাদিঃ, তন্ নাদানুসংহারবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যম্—নাদানাম্ উচ্চারিতবর্ণানাম্ অনুসংহারবুদ্ধিঃ—একত্বাপাদনবুদ্ধিঃ তয়া নির্গ্রাহ্যং, বর্ণান্ একতঃ কৃত্বা বুদ্ধ্যা পদং গৃহ্যত ইত্যর্থঃ। বর্ণা ইতি। একসময়াসম্ভবিত্বাৎ—পূর্বোত্তরকালক্রমেণ উচ্চার্যমাণত্বাদ্ ন চৈকসময়ভাবিনো বর্ণাঃ। ততস্তে পরস্পরনিরনুগ্রহাত্মানঃ—পরস্পরাসংকীর্ণাঃ তৎসমাহাররূপং পদম্ অসংস্পৃশ্য—অনুপস্থাপ্য অনির্মায় ইত্যর্থ আবির্ভূতাস্তিরোভূতাশ্চ ভবন্তঃ প্রত্যেকম্ অপদরূপা উচ্যন্তে।

১৬। অতঃপর সর্বসাধনপ্রাপ্ত অর্থাৎ সংযমসিদ্ধ যোগীর বুভুৎসিত বিষয়ের প্রতিপত্তির জন্য বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপলব্ধির জন্য, সংযমের বিষয়ের অবতারণা বা উপদেশ করা হইতেছে। ক্ষণব্যাপী যে পরিণাম তাহাই বিষয়ের সূক্ষ্মতম বিশেষ। সংযমের দ্বারা সেই পরিণামের এবং তাহার ক্রমের সাক্ষাৎ করিলে সমস্ত ভাবপদার্থের নিমিত্ত এবং উপাদান সাক্ষাৎকৃত হয়, তাহা হইতে অতীত এবং অনাগতের জ্ঞান হয় (জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিণামের ক্রমে সংযম করিলে সেই বিষয়ের যেসকল পরিণাম অতীত হইয়াছে এবং যাহা অনাগত রূপে আছে তাহার জ্ঞান হইবে)। তাহার দ্বারা অর্থাৎ সংযমের দ্বারা, পরিণামত্রয় সাক্ষাৎ করিতে থাকিলে, অর্থাৎ যথাক্রমে বিষয়ের সর্বদিকে ধারণা প্রয়োগ করিয়া তাহার পর ধ্যান করিতে হয় পরে সমাহিত হইয়া সেই বিষয়ের সাক্ষাৎকার করিতে হয়—এইরূপ করিতে থাকিলে, সেই বিষয়ের অতীতানাগত জ্ঞান হইবে।

১৭। শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয়ের পরস্পরের উপর অধ্যাস বা আরোপ হইতে ইহাদের সাঙ্কর্য হয় অর্থাৎ যাহা বাচক শব্দ তাহাই যেন অর্থ, আবার তাহাই জ্ঞান, এইরূপে তাহাদের সংকীর্ণতা বা অভিন্নতা প্রতীত হয়। তাহার প্রবিভাগে সংযম হইতে অর্থাৎ শব্দার্থ জ্ঞানের প্রত্যেককে পৃথক্ করিয়া সংযম করিলে সর্বভূতের রুতজ্ঞান হয় অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর উচ্চারিত শব্দের যে বিষয় (যদর্থে শব্দ উচ্চারিত) তাহার জ্ঞান হয়, ইহাই সূত্রার্থ। ব্যাখ্যান করিতেছেন। তাহাতে অর্থাৎ শব্দার্থজ্ঞানরূপ এই বিষয়ে বর্ণ-স্বরূপ যে শব্দ, বাগিন্দ্রিয় তাহার উচ্চারণরূপ কার্যযুক্ত অর্থাৎ শব্দোচ্চারণমাত্রই বাগিন্দ্রিয়ের কার্য। শ্রোত্রের বিষয় ধ্বনিমাত্র গ্রহণ, কিন্তু ধ্বনির যাহা অর্থ তাহা তাহার বিষয় নহে।

বর্ণ ইতি। একৈকঃ বর্ণঃ প্রত্যেকং বর্ণ পদাত্মা—পদানাম্ উপাদানভূতঃ সর্বাভিধানশক্তিপ্রচিতঃ—সর্বাভিধানশক্তিঃ প্রচিতা সঞ্চিতা যস্মিন্ সঃ—সর্বাভিধানশক্তি-সম্পন্নঃ, সহযোগিবর্ণান্তরপ্রতিসম্বন্ধী ভূত্বা বৈশ্বরূপ্যম্ ইবাপন্নঃ—অসংখ্যপদরূপত্বম্ ইব আপন্নঃ, পূর্বোত্তরবরূপবিশেষেণাবস্থাপিত ইত্যেবংরূপা বহবো বর্ণাঃ ক্রমানুরোধিনঃ—পূর্বোত্তরক্রমসাপেক্ষাঃ অর্থসংকেতেনাবচ্ছিন্নাঃ—সংকেতীকৃতার্থমাত্রবাচকাঃ, ইয়ন্ত এতে—এতৎসংখ্যকাঃ, সর্বাভিধানসমর্থা অপি, গকারাদিবর্ণাঃ, তন্নির্মিতং গৌরিতি পদং সংকেতীকৃতং সাস্নাদিমন্তম্ অর্থং দ্যোতয়ন্তীতি। তদেতেষাং বর্ণানাম্ অর্থসংকেতেনা-বচ্ছিন্নানাম্ উপসংহৃতা একীকৃতা ধ্বনি-ক্রমা যেষাং তাদৃশানাং য একো বুদ্ধিনির্ভাসঃ—বুদ্ধৌ একত্বখ্যাতিস্তৎ পদং, তচ্চ বাচ্যস্য বাচকং কৃত্বা সংকেত্যতে।

তদেকমিতি। গৌরিতি একঃ স্ফোট ইতি। একবুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ পদম্ একম্, তচ্চ একপ্রযত্নোত্থাপিতম্ অভাগম্ অক্রমম্ অবর্ণং—ক্রমশঃ উচ্চার্যমাণানাং বর্ণানাম্ অযৌগপদিকত্বাদ্, বৌদ্ধং—বুদ্ধিনির্মাণম্, অন্ত্যবর্ণস্য—শেষোচ্চারিতস্য বর্ণস্য প্রত্যয়-

পদ—বর্ণ-স্বরূপ (উচ্চারিত বর্ণের সমষ্টি) যাহা বিষয়জ্ঞাপক সংকেত, যেমন গো-ঘটাদি, এবং তাহা নাদের অনুসংহাররূপ বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য অর্থাৎ নাদের বা উচ্চারিত বর্ণসকলের যে অনুসংহার-বুদ্ধি বা একত্র অবস্থাপনকারিণী (সমবেতকারিণী) বুদ্ধি, তদ্দ্বারা নির্গ্রাহ্য অর্থাৎ বর্ণসকল পৃথক্ উচ্চারিত হইতে থাকিলেও তাহাদিগকে একত্র করিয়া বুদ্ধির দ্বারা পদ রচিত ও বুদ্ধ হয়* একই সময়ে সম্ভূত হইবার যোগ্য নহে বলিয়া অর্থাৎ পূর্বাপর কালক্রমে উচ্চারিত হয় বলিয়া বর্ণসকল একসময়োৎপন্ন নহে। তজ্জন্য তাহারা পরস্পর নিরনুগ্রহ-স্বরূপ অর্থাৎ পরস্পর-নিরপেক্ষ বা অসংকীর্ণ এবং তাহাদের একত্র-সমাহাররূপ যে পদ, তাহাকে সংস্পর্শ বা উপস্থাপিত না করিয়া অর্থাৎ তাহারা পৃথক্ বলিয়া বর্ণের সমষ্টিরূপ পদ নির্মাণ না করিয়া, আবির্ভূত ও তিরোহিত হওয়া-হেতু বর্ণসকল প্রত্যেকে অ-পদস্বরূপ বলিয়া উক্ত হয় (কারণ তাহারা বস্তুতঃ প্রত্যেকে পৃথক্, বুদ্ধির দ্বারা সমষ্টিভূত হইলেই পদ হয়)।

এক একটি অর্থাৎ প্রত্যেকটি, বর্ণ পদাত্মক অর্থাৎ পদের উপাদান-স্বরূপ, তাহারা সর্বাভিধান-শক্তি-প্রচিত অর্থাৎ সর্ব বিষয়কে অভিহিত বা বিজ্ঞাপিত করিবার যে শক্তি তাহা যাহাতে প্রচিত বা সঞ্চিত আছে তদ্রূপ, সুতরাং সর্ববিষয়কে বিজ্ঞাপিত করিবার শক্তিসম্পন্ন (যে-কোনও অর্থের সংকেতরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে)। তাহারা সহযোগী অন্যবর্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বৈশ্বরূপ্যবৎ হয় অর্থাৎ যেন অসংখ্য পদরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং পূর্বোত্তররূপ বিশেষক্রমে অবস্থাপিত—এইরূপ যে বহুসংখ্যক বর্ণ তাহারা ক্রমানুরোধী বা পূর্বোত্তর ক্রম (একের পর অন্য একটা এইরূপ ক্রম)-

* 'ঘ' এবং 'ট' ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ উচ্চারিত পৃথক্ বর্ণ। উহাদের উচ্চারণ সমাপ্ত হইলে বুদ্ধির দ্বারা উহাদের একত্র করিয়া 'ঘট' এই পদরূপে গৃহীত ও বুদ্ধ হয়—ইহাই বর্ণ ও পদের সম্বন্ধ। 'জলাধার পাত্র' অর্থে উহা সংকেত করিলে তাহাও বুদ্ধ হয়।

ব্যাপারেণ স্মৃতৌ উপস্থাপিতম্। তচ্চ পদং পরত্র প্রতিপিপাদযিষয়া—প্রজ্ঞাপনেচ্ছয়া বক্তৃভির্বর্ণৈরেবাভি-ধীয়মানৈঃ শ্রূয়মাণৈশ্চ শ্রোতৃভিরনাদিবাগ্‌ব্যবহারবাসনানুবিদ্ধয়া লোকবুদ্ধ্যা সিদ্ধবৎ—শব্দার্থপ্রত্যয়া একবৎ সম্প্রতিপত্ত্যা—ব্যবহারপরম্পরয়া প্রতীযতে। তস্য—পদস্য পদানামিত্যর্থঃ সংকেতবুদ্ধেঃ প্রবিভাগঃ—ভেদঃ তদ্ যথা এতাবতাং বর্ণানাম্ এবঞ্জাতীয়কঃ অনুসংহারঃ—সমাহারঃ একস্য সংকেতীকৃতস্য অর্থস্য বাচক ইতি।

সংকেতস্তু পদপদার্থয়োঃ ইতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যাত্মকঃ—স্মৃতৌ আত্মা স্বরূপং যস্য তাদৃশঃ, তৎস্মৃতিস্বরূপঃ। তদ্ যথা—যোঽয়ং শব্দঃ সোঽয়মর্থঃ যোঽর্থঃ স শব্দ ইতি। য এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ—প্রবিভাগেণ একৈকস্মিন্ সমাধানসমর্থঃ, স সর্ববিৎ—সর্বাণি রুতানি যদর্থেনোচ্চারিতানি তদর্থবিৎ।

সর্বেতি। বাক্যশক্তিঃ—বাক্যং—ক্রিয়াকারকসম্বন্ধবোধকঃ পদপ্রয়োগঃ তচ্ছক্তিঃ, উদাহরণং বৃক্ষ ইতি। ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতি—অন্যক্রিয়াভাবেঽপি সত্ত্বক্রিয়য়া সহ অভিধীয়মানঃ পদার্থো যোজ্যো ভবেৎ। তথা হি অসাধনা—কারকহীনা ক্রিয়া নাস্তি। তথা চ পচতীতি উক্তে সর্বকারকাণাম্ আক্ষেপঃ—অধ্যাহারঃ স্যাৎ। অপি চ তত্র নিয়মার্থঃ—অন্যব্যাবর্তনার্থঃ অনুবাদঃ—পুনঃ কথনং, কর্তব্যঃ। কেষামনুবাদস্তদাহ

সাপেক্ষ এবং অর্থ সংকেতের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা যে অর্থে তাহারা সংকেতীকৃত কেবল তাহার মাত্র বাচক। এই এতসংখ্যক বর্ণ (যেমন 'গৌঃ' বলিলে তিন বর্ণ), তাহারা সর্বাভিধানসমর্থ হইলেও অর্থাৎ যেকোনও বিষয়ের নামরূপে সংকেতীকৃত হওয়ার যোগ্য হইলেও, 'গ'-কারাদি বর্ণসকল (গ, ঔ, :) তন্নির্মিত 'গৌঃ' এই পদ কেবল তদ্দ্বারা সংকেতীকৃত সাস্নাদিযুক্ত (গোরুর গলকম্বলাদি বা গোরুর যাহা বিশেষ লক্ষণ তদ্‌যুক্ত) গো-রূপ নির্দিষ্ট বিষয়কেই প্রকাশ করে বা বুঝায়। তজ্জন্য কোনও বিশেষ অর্থ-সংকেতের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (কেবল সেই অর্থমাত্র-জ্ঞাপক) এবং উপসংহৃত বা (বুদ্ধির দ্বারা) একীকৃত ধ্বনিক্রম যাহাদের, তাদৃশ বর্ণসকলের যে একবুদ্ধিনির্ভাস বা বুদ্ধিতে একত্বখ্যাতি অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা সেই (উচ্চারিত ও শব্দাত্মক) বিভিন্ন বর্ণের যে একত্র একার্থে সমাহার, তাহাই পদ, এবং তাহা বাচ্যবিষয়ের বাচক (নাম) করিয়া সংকেতীকৃত হয়।

'গৌঃ' ইহা এক স্ফোট অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব বর্ণের অনুভবজাত অখণ্ডবৎ এক পদরূপ শব্দ (তাহা কেবল বর্ণাত্মক বা ধ্বনির সমষ্টিমাত্র নহে; এইরূপ যে বর্ণ-সমাহাররূপ বুদ্ধিনির্মিত পদ তাহা—) একবুদ্ধির বিষয় বলিয়া পদ এক-স্বরূপ, তাহা এক-প্রযত্নে উত্থাপিত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের জ্ঞান পৃথক্‌রূপে মনে উঠে না কিন্তু এক-প্রযত্নেই মনে উঠে, সুতরাং তাহা বর্ণবিভাগহীন, অক্রম (পূর্বাপর বর্ণের ক্রমাত্মক নহে) ও অবর্ণ (যে বর্ণের দ্বারা স্ফোট হয় সে বর্ণ তাহাতে থাকে না) অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে উচ্চার্যমাণ বর্ণসকল এককালভাবী হইতে পারে না বলিয়া পদানুপাতী বর্ণসকলের যৌগপদিকত্ব নাই (অর্থাৎ যুগপৎ বা একইকালে তাহারা উৎপন্ন হয় না সুতরাং স্ফোটরূপ পদ অবর্ণ), আর তাহারা বৌদ্ধ বা বুদ্ধির দ্বারা নির্মিত, এবং অন্ত্যবর্ণের বা পদের শেষে উচ্চারিত বর্ণের প্রত্যয়-ব্যাপারের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা, স্মৃতিতে উপস্থাপিত হয় (পদের প্রথম বর্ণ হইতে শেষ বর্ণ পর্যন্ত

কর্তৃকর্মকরণানাং চৈত্রাগ্নিতণ্ডুলানামিতি। পচতীত্যত্র চৈত্রঃ অগ্নিনা তণ্ডুলান্ পচতীতি কারকপদক্রিয়াপদসমস্তা বাক্যশক্তিস্তত্রাস্তীত্যর্থঃ। দৃষ্টমিতি। যশ্ছন্দঃ অধীত ইতি বাক্যার্থে শ্রোত্রিয়পদবচনম্। তথা প্রাণান্ ধারয়তীত্যর্থে জীবতি। তত্রেতি। বাক্যে—বাক্যার্থে পদার্থাভিব্যক্তিঃ—পদার্থোঽপি অভিব্যক্তো ভবতি অতো বোধসৌকর্যার্থং পদং প্রবিভজ্য ব্যাখ্যেয়ম্। অন্যথা, ভবতি—তিষ্ঠতি পূজ্যে চেতি, অশ্বঃ—ঘোটকঃ গমনমকার্ষীশ্চেতি, অজাপয়ঃ—ছাগীদুগ্ধং তথা চ জয়ং কারিতবান্ ত্বমিত্যাদিদ্ব্যর্থকপদেষু নামাখ্যাতসারূপ্যাৎ—নাম—বিশেষ্যবিশেষণপদানি, আখ্যাতং—ক্রিয়াপদানি।

উচ্চারণ সমাপ্ত হইলে পর সমস্ত বর্ণের যে বুদ্ধিকৃত একীভূত স্মৃতি হয় তাহাই পদের স্বরূপ)। পরকে প্রতিপাদিত বা জ্ঞাপিত করিবার ইচ্ছায় বক্তার দ্বারা সেই পদ বর্ণের সাহায্যে অভিহিত হইয়া এবং শ্রোতার দ্বারা শ্রুত হইয়া অনাদিকাল হইতে বাক্যব্যবহারের বাসনারূপ সংস্কারের দ্বারা অনুবিদ্ধ বা যুক্ত যে লোকবুদ্ধি তৎকর্তৃক সিদ্ধবৎ অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় যেন একই এইরূপ (বিকল্প জ্ঞান) সম্প্রতিপত্তি বা সদৃশ (একইরূপ)-ব্যবহার-পরম্পরার দ্বারা প্রতীত হয় (পূর্বেও যেমন সকলে শব্দার্থ জ্ঞানকে সংকীর্ণ করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমরাও সেইরূপ শিখিয়াছি, পরে অন্যেরাও সেইরূপ শিখিবে)। সেই পদের বা বিভিন্ন পদসকলের, সংকেতবুদ্ধির দ্বারা প্রবিভাগ বা ভেদ করা হয়। তাহা যথা, এই বর্ণসকলের (যেমন 'গ', 'ঔ', 'ঃ') যে এই জাতীয় অনুসংহার বা সমষ্টি ('গৌঃ'-রূপ) তাহা এক পদ, তাহা সংকেতীকৃত কোনও এক অর্থের (বাহ্যে স্থিত গো-রূপ প্রাণীর) বাচক।

সংকেত—পদ এবং পদের যে অর্থ এই উভয়ের পরস্পরের উপর অধ্যাসরূপ স্মৃত্যাত্মক, অর্থাৎ সেইরূপ স্মৃতিতেই যাহার আত্মা বা স্বরূপ নিষ্ঠিত, তাদৃশ স্মৃতি-স্বরূপ (কোনও এক পদের দ্বারা কোনও অর্থ অভিহিত হয়, উভয়ের একত্বজ্ঞানরূপ স্মৃতিই সংকেতের স্বরূপ)। তাহা যথা—যাহা শব্দ (শব্দাশ্রিত বাচিক পদ) তাহাই অর্থ, যাহা অর্থ তাহাই শব্দ (এই সংকীর্ণতাই পদ এবং অর্থের একত্বস্মৃতি)। যিনি ইহার প্রবিভাগজ্ঞ অর্থাৎ শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞানকে প্রবিভাগ করিয়া পৃথক্ এক একটিতে চিত্তসমাধান করিতে সমর্থ, তিনি সর্ববিৎ অর্থাৎ সমস্ত উচ্চারিত শব্দ যে যে বিষয়কে সংকেত করিয়া উচ্চারিত, সেই অর্থের জ্ঞাতা হইতে পারেন।

বাক্যশক্তি অর্থে ক্রিয়া ও কারকের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য যে পদপ্রয়োগ বা পদের ব্যবহার তাহার শক্তি, উদাহরণ যথা—'বৃক্ষ'। পদার্থ কখনও 'সত্তা' ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না (সত্তা অর্থে 'আছে' বা 'থাকা') অর্থাৎ অন্য ক্রিয়ার অভাবেও অভিধীয়মান পদার্থ সত্ব-ক্রিয়ার ('থাকা' বা 'আছে'র) সহিত যোজ্য হয় (ক্রিয়ার উল্লেখ না করিয়া শুধু 'বৃক্ষ' বলিলেও তাহার সহিত 'সত্তা'-পদার্থের যোগ হইবেই। শুধু 'বৃক্ষ' বলিলেও 'বৃক্ষ আছে' এইরূপ বুঝায়)। কিন্তু অসাধনা বা কারকহীনা কোনও ক্রিয়া নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার উল্লেখ করিলেই যদ্দ্বারা তাহা কৃত তাহাও উক্ত হইবে। তেমনি 'পচতি' (=পাক করিতেছে) বলিলে সমস্ত কারকের আক্ষেপ থাকে বা তাহা উহ্য থাকে। কিন্তু তথায় নিয়মার্থ বা অন্য হইতে পৃথক্ করণার্থ, অনুবাদ বা (বিশেষ-জ্ঞাপক লক্ষণের) পুনঃ কথন আবশ্যক হয়। কাহার অনুবাদ করা আবশ্যক?—তদুত্তরে বলিতেছেন যে,

তেষামিতি। ক্রিয়ার্থঃ—সাধ্যরূপঃ অর্থঃ, কারকার্থঃ সিদ্ধরূপঃ অর্থঃ। তদর্থঃ—সোঽর্থঃ শ্বেতবর্ণ ইতি। ক্রিয়াকারকাত্মা—ক্রিয়ারূপঃ কারকরূপশ্চেতি উভয়থা ব্যবহার্যঃ। প্রত্যয়োঽপি তথাবিধঃ, যতঃ সোঽয়ম্ ইত্যভিসম্বন্ধাদ্ একাকারঃ—অর্থ-প্রত্যয়য়োরেকাকারতা সংকেতেন প্রতীয়তে। যস্ত্বিতি। স শ্বেতোঽর্থঃ স্বাভিরবস্থাভি-র্বিক্রিয়মাণো ন শব্দসহগতঃ—শব্দসংকীর্ণো, নাপি প্রত্যয়সহগতঃ। এবং শব্দার্থপ্রত্যয়া নেতরেতরসংকীর্ণাঃ শব্দো বাগিন্দ্রিয়ে বর্ততে গবাদ্যর্থো গোষ্ঠাদৌ বর্ততে প্রত্যয়শ্চ মনসীতি অসংকীর্ণত্বম্। অন্যথেতি। অর্থসংকেতং পরিহৃত্য উচ্চারিতং চ শব্দ-মাত্রমালম্ব্য তত্র চ সংযমং কৃত্বা যেনার্থেন অনুভূতা শব্দ উচ্চারিতস্তদর্থবুভুৎসুর্যোগী তমর্থং জানাতীতি।

কর্তা, করণ এবং কর্মের অর্থাৎ ‘চৈত্র’, ‘অগ্নি’ এবং ‘তণ্ডুলে’র অনুবাদ বা সমুল্লেখ আবশ্যক। ‘পচতি’ (পাক করিতেছে)-রূপ এক ক্রিয়াপদমাত্র বলিলেও তাহার অর্থ ‘চৈত্র (বা যে-কেহ) অগ্নির দ্বারা তণ্ডুল পাক করিতেছে’; অতএব কারকপদের ও ক্রিয়াপদের সমষ্টিরূপ বাক্য-শক্তি উহাতে আছে। (বাক্য = যাহা কারক ও ক্রিয়া-যুক্ত। যেমন, ‘ঘট’—এক পদ, ‘ঘট আছে’—ইহা এক বাক্য)। ‘যে ছন্দঃ বা বেদ অধ্যয়ন করে’—এই বাক্যের অর্থ লইয়া ‘শ্রোত্রিয়’ এই পদ রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ ‘প্রাণধারণ করিতেছে’—এই অর্থে ‘জীবতি-’ পদ হইয়াছে। অতএব বাক্যে বা বাক্যার্থে পদার্থাভি-ব্যক্তি হয় বা পদের অর্থেরও অভিব্যক্তি হয় (কারক ও ক্রিয়াযুক্ত বাক্য ব্যবহার না করিয়াও শুধু এক পদেই ঐ কারক ও ক্রিয়াপদ উহ্য থাকিতে পারে)। অতএব সহজে বুঝিবার জন্য পদকে প্রবিভাগ করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত, নচেৎ ‘ভবতি’ এই পদ—যাহার অর্থ ‘আছে’ এবং ‘পূজ্যে’, ‘অশ্বঃ’ —যাহার অর্থ ‘ঘোটক’ এবং ‘গমন করিয়াছিলে’, ‘অজাপয়ঃ’ যাহার অর্থ ‘ছাগীদুগ্ধ’ এবং ‘জয় করাইয়াছিলে’,—ইত্যাদি দ্ব্যর্থযুক্ত পদে নাম এবং আখ্যাতের সারূপ্যহেতু (নাম—যেমন বিশেষ্য বিশেষণ পদ, আখ্যাত অর্থে ক্রিয়াপদ) অর্থাৎ কথিত ঐ ঐ উদাহরণে ক্রিয়া এবং কারকরূপ ভিন্নার্থক পদের সাদৃশ্যহেতু, পূর্বোক্ত অনুবাদ (বিশ্লেষণ) না করিলে তাহারা অবোধ্য হইবে।

ক্রিয়ার্থ বা সাধ্যরূপ (সাধিত করা বা ক্রিয়ারূপ) অর্থ এবং কারকার্থ বা সিদ্ধরূপ অর্থ (যাহাতে ক্রিয়া বুঝায় না)। তদর্থ অর্থাৎ সেই বিষয়, উদাহরণ যথা—‘শ্বেতবর্ণ’, তাহা ক্রিয়াকারকাত্মা অর্থাৎ তাহা ক্রিয়ারূপে এবং কারকরূপে উভয় প্রকারেই ব্যবহার্য হইতে পারে। এই ‘শ্বেত’-রূপ অর্থের যাহা প্রত্যয় তাহাও তদ্রূপ বা ক্রিয়াকারকস্বরূপ, কারণ, ‘তাহাই এই’ বা যাহা বাহ্যস্থ ‘শ্বেত’-রূপ অর্থ তাহাই বুদ্ধিস্থ প্রত্যয়—এই প্রকার সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া উভয়ে একাকার অর্থাৎ ঐরূপ সংকেতপূর্বক বিষয়ের এবং প্রত্যয়ের একাকারতা প্রতীত হয়। সেই ‘শ্বেত’ বিষয় (যাহা বাহিরে অবস্থিত) তাহা নিজের অবস্থার দ্বারাই (মলিনতা-জীর্ণতাদির দ্বারা) বিক্রিয়মাণ হয় বলিয়া তাহা শব্দ-সহগত বা শব্দের সহিত মিশ্রিত (শব্দাত্মক) নহে এবং প্রত্যয় যাহা চিত্তে থাকে, তৎসহগতও নহে (কারণ, উভয়ের পরিণাম পরস্পর-নিরপেক্ষ)।

এইরূপে দেখা গেল যে, শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয় পরস্পর সংকীর্ণ নহে অর্থাৎ তাহারা পৃথক্

১৮। দ্বয় ইতি। স্মৃতিক্লেশহেতবঃ—ক্লিষ্টাং স্মৃতিং বা জনয়ন্তি তাদৃশ্যো বাসনাঃ সুখাদিবিপাকানুভবজাতাঃ। জাত্যায়ুর্ভোগবিপাকহেতবো ধর্মাধর্মরূপাঃ সংস্কারাঃ। পূর্বভবাভিসংস্কৃতাঃ—পূর্বজন্মনি অভিসংস্কৃতাঃ প্রচিতা ইত্যর্থঃ। তে পরিণামাদি-চিত্ত-ধর্মবদ্ অপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্মাঃ। সংস্কারসাক্ষাৎকারস্তু দেশকালনিমিত্তানুভবসহগতঃ। ততঃ কস্মিন্ দেশে কালে চ কিন্নিমিত্তকো জাত ইত্যবগম্যতে। নিমিত্তং—প্রাগ্ভবীয়া দেহেন্দ্রিয়াদয়ো যৈর্নিমিত্তৈর্ভোগাদিঃ সিদ্ধঃ।

অত্রেতি। মহাসর্গেষু—মহাকল্পেষু বিবেকজং জ্ঞানং—তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথা-বিষয়ম্ অক্রমং বিবেকস্য বাহ্যসিদ্ধিরূপম্। তনুধরঃ—নির্মাণতনুধরঃ। ভব্যত্বাৎ—রজস্তমোমলহীনতয়া স্বচ্ছচিত্তত্বাৎ। প্রধানবশিত্বং—প্রকৃতিজয়ঃ। ত্রিগুণশ্চ প্রত্যয়ঃ—সত্ত্বাধিকঃ অপি সুখরূপপ্রত্যয়স্ত্রিগুণঃ। দুঃখস্বরূপঃ—দুঃখাত্মকঃ, তৃষ্ণাতন্তঃ—তৃষ্ণারজ্জুঃ।

অবস্থিত। শব্দ বাগিন্দ্রিয়ে থাকে, তাহার গবাদি অর্থ বা বিষয় থাকে গোষ্ঠ আদিতে, এবং প্রত্যয় চিত্তে থাকে, অতএব তাহারা অসংকীর্ণ। এইরূপ অর্থসংকেত পরিত্যাগ করিয়া উচ্চারিত শব্দ-মাত্রকে আলম্বন করিয়া তাহাতে সংযম করিলে যে-অর্থকে মনে করিয়া প্রাণীদের দ্বারা সেই শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, সেই অর্থ-জিজ্ঞাসু যোগী তদর্থকে জানিতে পারেন। (অসু = প্রাণ)।

১৮। স্মৃতিক্লেশ-হেতুক অর্থাৎ যাহারা ক্লিষ্টা স্মৃতি উৎপাদনের হেতু-স্বরূপ হয়, তাদৃশ বাসনা-সকল সুখ, দুঃখ এবং মোহরূপ বিপাকের অনুভবজাত। জাতি, আয়ু এবং ভোগরূপ বিপাকের হেতুভূত ধর্মাধর্ম-কর্মাশয়রূপ সংস্কার, তাহারা পূর্বভবাভিসংস্কৃত অর্থাৎ পূর্বজন্মে অভিসংস্কৃত বা সঞ্চিত এবং পরিণামাদি চিত্তধর্মের ন্যায় অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম (৩।১৫)। সংস্কারসাক্ষাৎকার দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুভব-সহগত। কোন্ দেশে, কোন্ কালে এবং কি নিমিত্ত হইতে সংস্কার সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা সেই অনুভব হইতে জানা যায়। নিমিত্ত অর্থে পূর্বজন্মজ দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ নিমিত্ত, যদ্দ্বারা সেই সংস্কারমূলক ভোগাদি সাধিত হইয়াছে।

মহাসর্গে অর্থাৎ মহাকল্পে। বিবেকজজ্ঞান—যাহা তারক বা স্বপ্রতিভোত্থ (পরোপদিষ্ট নহে), সর্ববিষয়ক এবং সর্বথা (সর্বকালিক)-বিষয়ক ও অক্রম বা যুগপৎ এবং যাহা বিবেকখ্যাতির বাহ্য সিদ্ধি-স্বরূপ। তনুধর অর্থে নির্মাণদেহধারী। ভব্যত্ব-হেতু অর্থাৎ রজস্তমোমলহীন বলিয়া স্বচ্ছচিত্তযুক্ত। প্রধানবশিত্ব অর্থে প্রকৃতিজয় (যাহাতে সমস্ত প্রাকৃত পদার্থের উপর বশিত্ব হয়)। প্রত্যয় ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্বের আধিক্যযুক্ত হইলেও সুখরূপ প্রত্যয় ত্রিগুণ (কারণ, প্রত্যয়মাত্রই ত্রিগুণাত্মক)। দুঃখ-স্বরূপ বা দুঃখাত্মক। তৃষ্ণাতন্তু বা তৃষ্ণারজ্জু। তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষারূপ বন্ধনজাত দুঃখ-সন্তাপের অপগম হইলে প্রসন্ন বা নির্মল, অবাধ বা প্রতিঘাতরহিত, সর্বানুকূল বা সকলের অনুকূল অথবা সর্ব অবস্থাতেই যাহা অনুকূল, এমন যে সন্তোষ-সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিজনিত সুখের তুলনাতে অনুত্তম (যদিও কৈবল্যের তুলনায় তাহা দুঃখই, কারণ, তাহাও এক প্রকার প্রত্যয়, অতএব পরিণামশীল। অশান্ত অবস্থা দুঃখবহুল, তাই তাহা আমাদের অভীষ্ট নহে, 'কৈবল্য বা শান্তি দুঃখশূন্য বলিয়া আমাদের পরম অভীষ্ট। কৈবল্য বা শান্তি যখন সিদ্ধ হইতে থাকে তখন সেই

তৃষ্ণাবন্ধনজাতদুঃখ-সন্তাপাপগমাত্তু, প্রসন্নং—নির্মলম্ অবাধং প্রতিঘাতরহিতং সর্বানু-কুলং—সর্বেষামনুকুলং যদ্বা সর্বাবস্থাস্বনুকুলমিদং সন্তোষসুখমনুত্তমং কামসুখাপেক্ষয়া ইত্যর্থঃ।

১৯। প্রত্যয় ইতি। প্রত্যয়ে—রক্তদ্বিষ্টাদিচিত্তমাত্রে সংযমাৎ, পরচিত্তমাত্রস্য জ্ঞানম্।

২০। রক্তমিতি। সুগমম্।

২১। কায়রূপ ইতি। গ্রাহ্যা—গ্রহণযোগ্যা শক্তিঃ তাং প্রতিবধ্নাতি—স্তভ্নাতি। চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগে—চক্ষুর্গতপ্রকাশনশক্ত্যা সহ অসংযোগে অন্তর্ধানম্—অদৃশ্যতা।

২২। আয়ুরিতি। আয়ুর্বিপাকম্—আয়ূরূপো বিপাকো যস্য তৎ কর্ম দ্বিবিধম্। সোপক্রমং—ফলোপক্রমযুক্তম্। দৃষ্টান্তমাহ। যথা আর্দ্রং বস্ত্রং বিস্তারিতং স্বল্পেন কালেন শুষ্যেৎ—অনুকুলাবস্থাপ্রাপ্তৌ শুষ্কতারূপং ফলমচিরেণ আবহং ভবেৎ তথা যৎ কর্ম বিপাকোন্মুখং তদেব সোপক্রমং তদ্বিপরীতং নিরুপক্রমম্। দৃষ্টান্তান্তরমাহ যথা চাগ্নিরিতি। কক্ষে—তৃণগুচ্ছে, মুক্তঃ—ন্যস্তঃ, ক্ষেপীয়সা কালেন—অচিরেণ। তৃণরাশৌ—আর্দ্রে তৃণরাশৌ। ঐকভবিকম্—অব্যবহিতপূর্বজন্মনি সঞ্চিতম্। আয়ুষ্করম্—আয়ু-রূপবিপাককরম্। অরিষ্টেভ্য ইতি। ঘোষং—শব্দম্। পিহিতকর্ণঃ—অঙ্গুল্যাদিনা রুদ্ধকর্ণঃ। নেত্রে অবষ্টব্ধে—অঙ্গুল্যাদিনা সম্পীড়িতে নেত্রে। অপরান্তঃ—মৃত্যুঃ।

অভীষ্টসিদ্ধি-জনিত যে নিবৃত্তি-সুখ হয়, তাহারই নাম শান্তিসুখ। শান্তির সহিত সেই সুখও বাঁধিত হয়, অতএব পরমা শান্তির অব্যবহিত পূর্বাবস্থা চৈত্তিক সুখের বা ব্রহ্মানন্দের পরা কাষ্ঠা। কিন্তু চিত্ত পরিণামশীল বলিয়া যোগীরা কৈবল্যের জন্য তাহাও ত্যাগ করেন। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ শান্তি হয়, তখন তাহা চৈত্তিক সুখ-দুঃখের অতীত সুতরাং ব্রহ্মানন্দেরও অতীত অবস্থা)।

১৯। প্রত্যয়ে অর্থাৎ রাগ বা দ্বেষ-যুক্ত চিত্তমাত্রে, সংযম হইতে পরচিত্তের জ্ঞান হয়।

২০। 'রক্তমিতি'। ভাষ্য সুগম।

২১। গ্রাহ্য অর্থে গৃহীত বা দৃষ্ট হইবার যোগ্য যে শক্তি বা গুণ, তাহাকে প্রতিবন্ধ বা স্তম্ভিত করে। চক্ষুর প্রকাশের অসম্প্রয়োগে অর্থাৎ চক্ষুঃস্থিত দর্শন-শক্তির সহিত অসংযোগে, অন্তর্ধান বা অদৃশ্যতা সিদ্ধ হয়।

২২। আয়ুর্বিপাক অর্থাৎ আয়ুরূপ বিপাক যাহার, তদ্রূপ কর্ম দ্বিবিধ। সোপক্রম বা যাহা ফলীভূত হইবার উপক্রমযুক্ত, তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। যেমন আর্দ্র বস্ত্র বিস্তারিত করিয়া দিলে অল্পকালেই শুকায় অর্থাৎ অনুকূলাবস্থা প্রাপ্ত হইলে শুষ্কতারূপ ফল অচিরেই ব্যক্ত হয়, তদ্রূপ যে কর্ম বিপাকোন্মুখ তাহাই সোপক্রম। যাহা তদ্বিপরীত অর্থাৎ যাহা বিলম্বে ফলীভূত হইবে, তাহা নিরুপক্রম। অন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। কক্ষে—তৃণগুচ্ছে। মুক্ত—বিন্যস্ত। ক্ষেপীয়কালে—অল্পকালে। তৃণরাশিতে—আর্দ্র তৃণরাশিতে। ঐকভবিক—অব্যবহিত পূর্ব জন্মে সঞ্চিত। আয়ুষ্কর—আয়ুরূপ বিপাককর। ঘোষ—শব্দ। পিহিতকর্ণ অর্থাৎ অঙ্গুলী আদির দ্বারা রুদ্ধকর্ণ যাহার। অবষ্টব্ধনেত্র

২৩। মৈত্রীতি, স্পষ্টম্। ভাবনাত ইতি। মৈত্র্যাদিভাবনাতঃ—তত্তদ্ভাবেষু স্বরূপশূন্যমিব তত্তদ্ভাবনির্ভাসং ধ্যানং যদা ভবেৎ তদা তত্র সমাধিঃ। স এব তত্র সংযমঃ। ততো মৈত্র্যাদিবলানি অবন্ধ্যবীর্যাণি—অব্যর্থবীর্যাণি জায়ন্তে স্বচেতসি অমৈত্র্যাদীনি নোৎপদ্যন্তে পরৈরপি মিত্রাদিভাবেন চ যোগী বিশ্বস্যতে।

২৪। হস্তিবল ইতি। সুগমম্।

২৫। জ্যোতিষ্মতীতি। আলোকঃ—অবাধঃ প্রকাশভাবঃ, যেন সর্বেন্দ্রিয়শক্তযো গোলকনিরপেক্ষা বিষয়গতা ইব ভূত্বা বিষয়ং গৃহ্ণন্তি।

২৬। তদিতি। তৎপ্রস্তাবঃ—ভুবনবিন্যাসঃ। অবীচেঃ প্রভৃতি—অবীচিঃ নিম্নতমো নিরয়ঃ, তত উর্ধ্বমিত্যর্থঃ। তৃতীয়ো মাহেন্দ্রলোকঃ স্বর্লোকেষু প্রথমঃ। তত্রেতি। ঘনঃ—সংহতঃ পার্থিবধাতুঃ। স্বকর্মোপার্জিতং দুঃখবেদনং যেষামস্তি তে, দীর্ঘম্ আয়ুঃ আক্ষিপ্য—সংগৃহ্য। কুরণ্ডকং—সুবর্ণবর্ণপুষ্পবিশেষঃ। দ্বিসহস্রায়ামাঃ—দ্বিসহস্রযোজনবিস্তারাঃ। মাল্যবৎসীমানো দেশা ভদ্রাশ্বনামকাঃ। তদর্ধেন ব্যূঢ়ং—পঞ্চাশদ্‌যোজনসহস্রেণ সুমেরুং সংবেষ্ট্য স্থিতম্। সুপ্রতিষ্ঠিতসংস্থানং—সুসন্নিবিষ্টম্, অণ্ডমধ্যে—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্যূঢ়ম্—অসংকীর্ণভাবেন স্থিতম্। সর্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যাত্মানো দেবমনুষ্যাঃ—দেবাস্তথা দেবত্বং প্রাপ্তা মনুষ্যাঃ প্রতিবসন্তীতি অতো দ্বীপাঃ পরলোকবিশেষা ন চ ত ইহলোক ইত্যবগন্তব্যম্ অত্রাঽপুণ্যাত্মনামপি বাসদর্শনাৎ। দেবনিকায়াঃ—দেবযোনয়ঃ। বৃন্দারকাঃ—পূজ্যাঃ।

হইলে বা অঙ্গুলি আদির দ্বারা নেত্র পীড়িত হইলে (টিপিলে)। অপরান্ত—মৃত্যু (আয়ুর এক অন্ত জন্ম, অপর অন্ত মৃত্যু)।

২৩। মৈত্রী মুদিতা আদির ভাবনা হইতে সেই সেই ভাবে স্বরূপশূন্যের ন্যায় সেই ধ্যেয়ভাবমাত্র-নির্ভাসক ধ্যান যখন হয়, তখন তাহাতে সমাধি হয়। তাহাই তাহাতে সংযম। তাহা হইতে মৈত্রী আদি বল অবন্ধ্যবীর্য বা অব্যর্থ বীর্য (অবাধ) হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে নিজের চিত্তে আর কখনও অমৈত্রী আদি উৎপন্ন হয় না এবং মিত্রাদিভাবের দ্বারা যোগী অপরেরও বিশ্বাস্য হন, অর্থাৎ সকলে তাঁহাকে মিত্র মনে করিয়া বিশ্বাস করে।

২৪। 'হস্তিবল ইতি'। ভাষ্য সুগম।

২৫। আলোক অর্থে জ্ঞানের অবাধ প্রকাশভাব, যদ্দ্বারা সর্ব ইন্দ্রিয়শক্তি তাহাদের অধিষ্ঠানভূত (দৈহিক অধিষ্ঠানরূপ) গোলক-নিরপেক্ষ হইয়া, যেন জ্ঞেয় বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিষয় গ্রহণ করে।

২৬। তাহার প্রস্তাব অর্থাৎ ভুবনের বিন্যাস বা বিস্তৃতি (যেরূপে ভুবন বিস্তৃত হইয়া আছে)। অবীচি হইতে অর্থাৎ অবীচি বা নিম্নতম যে নিরয়লোক তাহার, উর্ধ্বে। তৃতীয় মাহেন্দ্রলোক, তাহা স্বর্গলোকের মধ্যে প্রথম। ঘন বা সংহত পার্থিব ধাতু। স্বকর্মের দ্বারা উপার্জিত দুঃখভোগ যাহাদের হয়, তাদৃশ প্রাণীরা দীর্ঘ আয়ু আক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ স্বকর্মের দ্বারা লাভ করিয়া তথায় থাকে। কুরণ্ডক—সুবর্ণবর্ণ পুষ্পবিশেষ। দ্বিসহস্র আয়াম অর্থাৎ দ্বিসহস্র যোজন যাহাদের বিস্তৃতি। মাল্যবৎ

কামভোগিনঃ—কাম্যবিষয়ভোগিনঃ। ঔপপাদিকদেহাঃ—পিতরৌ বিনা এষাং দেহোৎপত্তির্ভবতি। স্বসংস্কারেণ সূক্ষ্মাবস্থং ভৌতিকং গৃহীত্বা তে শরীরম্ উৎপাদয়ন্তি। ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশিনঃ—ভূতেন্দ্রিয়তন্মাত্রবশিনঃ। ধ্যানাহারাঃ—ধ্যানমাত্রোপজীবিনো ন কামভোগিনঃ। ঊর্ধ্বং সত্যলোকস্থেত্যর্থঃ জ্ঞানমেষাম্ অপ্রতিহতম্, অধরভূমিষু—নিম্নস্থজনাদিলোকেষু। অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠাঃ—নিরাধারাঃ দেহাভিমানাতিক্রমণাৎ। বিদেহপ্রকৃতিলয়া নির্বীজসমাধ্যধিগমান্ন লোকমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি। চিত্তং তেষাং তাবৎকালং প্রধানে লীনং তিষ্ঠতি অতো ন বাহ্যসংজ্ঞা তেষাং স্যাৎ। সূর্যদ্বারে—সুষুম্নাদ্বারে।

২৭। চন্দ্রে—চন্দ্রদ্বারে। উক্তঞ্চ "তালুমূলে চ চন্দ্রমা" ইতি। চক্ষুরাদিবাহ্যেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানেষু সংযমাদ্ ইন্দ্রিয়োৎকর্ষস্তত আলোকিতবস্তুজ্ঞানম্। ন চ সূর্যদ্বারবৎ স্বালোকেন বিজ্ঞানম্।

পর্বত যাহার সীমা এইরূপ দেশসকল, যাহাদের নাম ভদ্রাশ্ব। তাহার অর্ধেকের দ্বারা ব্যূহিত অর্থাৎ পঞ্চাশ সহস্র যোজন বিস্তারযুক্ত ও সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া স্থিত। সুপ্রতিষ্ঠিত-সংস্থান বা সুসন্নিবিষ্ট। অণ্ডমধ্যে বা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্যূঢ় অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে যথাযথভাবে স্থিত। সর্ব দ্বীপে বা দেশে পুণ্যাত্মা দেব-মনুষ্যসকল অর্থাৎ দেব (=দেবযোনি) এবং স্বর্গগত মনুষ্যসকল বাস করে, অতএব দ্বীপসকল সূক্ষ্ম পরলোক-বিশেষ, ইহারা যে স্থূল নরলোক নহে তাহা বুঝিতে হইবে, কারণ, এই নরলোকে অপুণ্যবানেরাও বাস করে দেখা যায়। দেবনিকায় অর্থে দেবযোনি-বিশেষ, দেবত্বপ্রাপ্ত মনুষ্য নহে (নিকায় অর্থে সমূহ)। বৃন্দারক অর্থে পূজ্য।

কামভোগীরা অর্থাৎ কাম্যবিষয়ভোগীরা। ঔপপাদিকদেহ অর্থাৎ পিতামাতা ব্যতীত ইহাদের দেহোৎপত্তি হয়, তাহারা স্বসংস্কারের বা স্বকর্মের সংস্কারের দ্বারা সূক্ষ্ম ভৌতিক উপাদান গ্রহণপূর্বক নিজ শরীর উৎপাদন করে। ভূতেন্দ্রিয়-প্রকৃতিবশী—ভূতেন্দ্রিয় এবং তাহাদের কারণ তন্মাত্র যাঁহাদের বশীভূত। ধ্যানাহারী—ধ্যানমাত্রই যাঁহাদের উপজীবিকা, অতএব যাঁহারা কাম্যবিষয়ভোগী নহেন। ঊর্ধ্ব—সত্যলোক, তথাকার জ্ঞান ইঁহাদের (তপোলোকস্থদের) অপ্রতিহত এবং অধরভূমিতে বা নিম্নস্থ জন-আদি লোকেও তাঁহাদের জ্ঞান অনাবৃত। অকৃতভবনন্যাস বা ভবনশূন্য ও স্বপ্রতিষ্ঠ বা ভৌতিক আধারশূন্য, কারণ, তাঁহারা স্থূল দেহাভিমান (যাহার জন্য স্থূল আধার বা থাকার স্থান আবশ্যক) অতিক্রম করিয়াছেন। বিদেহ-প্রকৃতিলীনেরা নির্বীজ সমাধি অধিগম করেন বলিয়া তাঁহারা এই সকল লোকমধ্যে অবস্থিত নহেন, তাঁহাদের চিত্ত তাবৎকাল অর্থাৎ যাবৎ তাঁহারা বিদেহ-প্রকৃতিলীন অবস্থায় থাকেন ততকাল, প্রধানে লীন হইয়া থাকে ; তজ্জন্য তাঁহাদের বাহ্য সংজ্ঞা বা বিষয়সম্পর্ক থাকে না। সূর্যদ্বারে—সুষুম্নাদ্বারে।

২৭। চন্দ্রে—চন্দ্রদ্বারে। উক্ত হইয়াছে যথা, "তালুমূলে চন্দ্রমা বা চন্দ্রদ্বার" (ঘেরণ্ড সংহিতা)। চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানে অর্থাৎ মস্তিষ্কের যে অংশে তাহাদের মূল তথায়, সংযম হইতে

২৮। ধ্রুবে—কস্মিংশ্চিন্নিশ্চলতারকে। ঊর্ধ্ববিমানেষু—আকাশে জ্যোতিষ্কবাহনে বা।

২৯। কায়ব্যূহঃ—কায়ধাতূনাং বিন্যাসঃ।

৩০। তন্তুঃ—ধ্বন্যুৎপাদকং কণ্ঠাগ্রস্থং বিতানিততন্তুরূপং বাগিন্দ্রিয়াঙ্গম্। কণ্ঠঃ—শ্বাসনাড্যা ঊর্ধ্বভাগঃ, কূপস্তদধঃ।

৩১। স্থিরপদং—কায়স্থৈর্যজনিতং চিত্তস্থৈর্যং জ্ঞানরূপসিদ্ধীনামন্তর্গতত্বাৎ। যথা সর্পো গোধা বা স্থাণুবন্নিশ্চলশরীরঃ স্বেচ্ছয়া তিষ্ঠতি তথা যোগী অপি নিশ্চলস্তিষ্ঠন্ অঙ্গমেজয়ত্বসহভাবিনা চিত্তাস্থৈর্যেণ নাভিভূয়ত ইত্যর্থঃ।

৩২। শিরঃকপালে অন্তশ্ছিদ্রম্—আকাশবদনাবরণং, প্রভাস্বরং—শুভ্রং জ্যোতিঃ। সিদ্ধঃ—দেবযোনিবিশেষঃ।

৩৩। প্রাতিভং—স্বপ্রতিভোত্থং নান্যতো লব্ধমিত্যর্থঃ। তচ্চ বিবেকজসার্বজ্ঞ্যস্য পূর্বরূপং, যথা সূর্যোদয়াৎ প্রাক্ সূর্যস্য প্রভা।

৩৪। যদিতি। অস্মিন্ হৃদয়ে ব্রহ্মপুরে যদ্ দহরম্ অন্তঃশুষিরং ক্ষুদ্রং পুণ্ডরীকং, ব্রহ্মণো যদ্ বেশ্ম, তত্র বিজ্ঞানং—চিত্তম্। তস্মিন্ সংযমাৎ চিত্তস্য সংবিদ্—হ্লাদকরং জ্ঞানম্। ন হি বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানং সাক্ষাদ্ গ্রাহ্যং ভবেৎ তর্হি গ্রহণস্মৃতের্যদবস্থায়াং প্রাধান্যং সৈব চিত্তসংবিৎ।

ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ হয়। তদ্দ্বারা (বাহ্য আলোকে) আলোকিত বস্তুর জ্ঞান হয়। সূর্যদ্বারের সাহায্যে জ্ঞানের ন্যায় তাহা স্বালোক-বিজ্ঞান নহে বা নিজেরই আলোকে জানা নহে।

২৮। ধ্রুবে অর্থাৎ কোনও নিশ্চল তারকায়। ঊর্ধ্ব বিমানে—শূন্যে বা জ্যোতিষ্ক-তারকাদির বাহনে (সংযম করিয়া তাহাদের গতিবিধি জানিবে)।

২৯। কায়ব্যূহ—কায়ধাতুর বিন্যাস বা দৈহিক উপাদানের সংস্থান।

৩০। তন্তু—ধ্বনি-উৎপাদক ও কণ্ঠের অগ্রে স্থিত, বিস্তৃত তন্তুর ন্যায় বাগিন্দ্রিয়ের অঙ্গ। কণ্ঠ অর্থে শ্বাসনাড়ীর ঊর্ধ্ব ভাগ, তাহার নিম্নে কণ্ঠকূপ।

৩১। স্থিরপদ অর্থাৎ কায়স্থৈর্যজনিত চিত্তের স্থৈর্য, কারণ, ইহারা জ্ঞানরূপা সিদ্ধির অন্তর্গত (অতএব দৈহিক সিদ্ধিই ইহার প্রধান লক্ষণ হইবে)। যেমন সর্প বা গোধা (গো-সাপ) স্বেচ্ছায় শরীরকে স্থাণুর ন্যায় (খুঁটার মত) নিশ্চল করিয়া থাকে, তদ্রূপ যোগীও স্ব-শরীরকে নিশ্চল করিয়া অঙ্গের চাঞ্চল্যের সহভাবী চিত্তের যে অস্থৈর্য, তদ্দ্বারা অভিভূত হন না।

৩২। শিরঃকপালে বা মস্তকে (খুলির মধ্যে) যে অন্তশ্ছিদ্র বা আকাশের ন্যায় অনাবরণ উজ্জ্বল ও শুভ্র জ্যোতি, তথায় সংযম করিলে সিদ্ধ অর্থাৎ দেবযোনি (যোগসিদ্ধ নহেন)-বিশেষদের দর্শন হয়।

৩৩। প্রাতিভ অর্থে স্বপ্রতিভোত্থ যাহা অন্যের নিকট হইতে লব্ধ নহে। তাহা বিবেকজ-সার্বজ্ঞ্যের পূর্বরূপ, যেমন, সূর্যোদয়ের পূর্বে সূর্যের প্রভা দেখা দেয়, তদ্রূপ।

৩৫। বুদ্ধিসত্ত্বমিতি। বুদ্ধিসত্ত্বং—বিশুদ্ধা জ্ঞানশক্তিবিত্যর্থঃ। প্রখ্যাশীলং—প্রকাশনস্বভাবকং, সা চ প্রখ্যা বিক্ষেপাবরণাভ্যাং বিমৃষ্টা নোৎকর্ষমাপদ্যতে। সমানসত্ত্বোপনিবন্ধনে—সমানং সত্ত্বোপনিবন্ধনম্—অবিনাভাবিসত্ত্বং যয়োস্তে, তদবিনাভাবিনী রজস্তমসী বশীকৃত্য অভিভূয় চরমোৎকর্ষপ্রাপ্তং, সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়েন—বিবেকপ্রখ্যারূপেণ পরিণতং ভবতি চিত্তসত্ত্বমিতি শেষঃ। পরিণামিনো বিবেকচিত্তাদ্ অপরিণামী চিতিমাত্ররূপঃ পুরুষঃ অত্যন্তবিধর্মা ইত্যেতযোরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ—অত্যন্তবিভিন্নযোর্যঃ প্রত্যযাবিশেষঃ অভিন্নতাপ্রত্যয়ঃ, বিজ্ঞাতাহমিত্যেকপ্রত্যযান্তর্গততা, স ভোগঃ পুরুষস্য ভোক্তুঃ। দর্শিতবিষয়ত্বাদেব পুরুষেঽয়ং ভোগোপচার ইত্যর্থঃ। ভোগরূপঃপ্রত্যয়ঃ পরার্থত্বাদ্ ভোক্তুরর্থত্বাদ্ দৃশ্যঃ। যস্তু তস্মাদ্বিশিষ্টশ্চিতিমাত্ররূপঃ অন্যো দ্রষ্টা, তদ্বিষয়ঃ পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়ঃ—পুরুষস্বভাবখ্যাতিমতী চিত্তবৃত্তিঃ, তত্র সংযমাৎ—তন্মাত্রে সমাধানাৎ পুরুষবিষয়া চরমা প্রজ্ঞা জায়তে।

ন চ দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ সাক্ষাদ্বিষয়ঃ স্যাদ্ রূপরসাদিবৎ, কিন্তু আত্মবুদ্ধিং সাক্ষাৎকৃত্য ততোঽন্য এবং স্বভাবঃ পুরুষ ইত্যেবং পুরুষস্বভাববিষয়া চরমা প্রজ্ঞা বিজ্ঞাত্রা তদবস্থায়াং

৩৪। এই হৃদয়রূপ ব্রহ্মপুরে যে দহর অর্থাৎ মধ্যে ছিদ্রযুক্ত, ক্ষুদ্র, পুণ্ডরীক বা পদ্মের ন্যায়, ব্রহ্মের বেশ্ম বা আবাস আছে (আমিত্ববোধের অধিষ্ঠান-স্বরূপ) তাহাই বিজ্ঞানের বা চিত্তের নিলয়। তাহাতে সংযম হইতে চিত্তের সংবিৎ হয় বা চিত্তসম্বন্ধীয় আনন্দযুক্ত অন্তর্বোধ হয়।

এক বিজ্ঞানের দ্বারা অন্য বিজ্ঞান সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হইবার যোগ্য নহে, তজ্জন্য গ্রহণ-স্মৃতির যে অবস্থায় প্রাধান্য তাহাই চিত্তসংবিৎ অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিষয়ের জ্ঞাতৃত্বরূপ আমিত্ববোধ, যাহা পূর্বে অনুভূত কিন্তু বর্তমানে স্মৃতিভূত, সেই প্রকাশবহুল গ্রহণস্মৃতির প্রবাহই চিত্তসংবিৎ।

৩৫। বুদ্ধিসত্ত্ব বা বিশুদ্ধ জ্ঞানশক্তি (জ্ঞানের মূল জাননশক্তি) প্রখ্যাশীল অর্থাৎ প্রকাশনস্বভাবযুক্ত। সেই প্রকাশরূপ প্রখ্যা, রাজসিক বিক্ষেপ বা অস্থৈর্য এবং তামসিক আবরণমলের সহিত সংযুক্ত থাকিলে, বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। সমানসত্ত্বোপনিবন্ধন অর্থাৎ সমান বা একইরূপ সত্ত্বোপনিবন্ধন বা সত্ত্বের সহিত অবিনাভাবী সত্তা যাহাদের, সেই (সত্ত্বের) অবিনাভাবী রজ ও তমকে বশীভূত বা অভিভূত করিয়া চিত্তসত্ত্ব যখন চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতারূপ প্রত্যয়ে বা বিবেকখ্যাতিরূপে পরিণত হয়। পরিণামী বিবেকরূপ প্রত্যয় হইতে অপরিণামী চিতিমাত্ররূপ পুরুষ অত্যন্ত বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত, অতএব অত্যন্ত অসংকীর্ণ বা অত্যন্ত বিভিন্ন ঐ বুদ্ধি ও পুরুষের যে অবিশেষ প্রত্যয় বা অভিন্ন জ্ঞান, যাহার ফলে 'আমি জ্ঞাতা' এই একই প্রত্যয়ে উভয়ের অন্তর্গততা হয়, তাহাই ভোক্তা পুরুষের ভোগ। দর্শিত-বিষয়ত্বহেতু অর্থাৎ পুরুষের নিকট বুদ্ধির দ্বারা উপস্থাপিত বিষয়সকল দর্শিত হয় বলিয়া অর্থাৎ ঐরূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া, পুরুষে ভোগের এই উপচার বা আরোপ হয়। ভোগরূপ প্রত্যয় পরার্থ বলিয়া বা তাহা ভোক্তার অর্থ বলিয়া, তাহা দৃশ্য। যাহা সেই দৃশ্য হইতে পৃথক্ চিতিমাত্ররূপ, ভিন্ন এবং দ্রষ্টা, তদ্বিষয়ক যে পৌরুষেয় প্রত্যয় অর্থাৎ

প্রকাশ্যতে। অত্রোক্তং শ্রুতৌ বিজ্ঞাতারমিত্যাদি। এতদুক্তং ভবতি, যস্য স্বভূতঃ অর্থঃ অস্তি স চ স্বার্থঃ স্বামী স্বরূপঃ পুরুষঃ। পুরুষাকারত্বাদ্ গ্রহীতাপি স্বার্থ ইব প্রতীয়তে। তাদৃশঃ স্বার্থো গ্রহীতা হি সংযমস্য বিষয়ঃ। গ্রহীতৃবুদ্ধিরপি যস্য স্বভূতা স হি সম্যক্ স্বার্থঃ স্বামী দ্রষ্টৃপুরুষঃ।

৩৬। প্রাতিভাদিতি। শ্রাবণাদ্যা যোগিজনপ্রসিদ্ধা আখ্যাঃ। ভাষ্যেণ নিগদ-ব্যাখ্যাতম্। এতাঃ সিদ্ধয়ো নিত্যং—ভূমিবিনিয়োগমন্তরেণাপীত্যর্থঃ প্রাদুর্ভবন্তি।

৩৭। ত ইতি। তদ্দর্শনপ্রত্যনীকত্বাৎ—সমাহিতচেতসো যৎ পুরুষদর্শনং তস্য প্রত্যনীকত্বাৎ—প্রতিপক্ষত্বাৎ।

৩৮। লোলীতি। জ্ঞানরূপাঃ সিদ্ধীঃ উক্ত্বা ক্রিয়ারূপা আহ। লোলীভূতস্য—চঞ্চলস্য যত্রকচনগামিনো মনসঃ কর্মাশয়বশাৎ—মনসঃ স্বাঙ্গভূতাৎ সংস্কারাৎ শরীর-ধারণাদিকার্যং মনসো বশ্যতা। তৎকর্মণঃ সাতত্যাৎ শরীরে চিত্তস্য বন্ধঃ—প্রতিষ্ঠা

পুরুষের স্বভাবসম্বন্ধীয় খ্যাতিযুক্ত যে চিত্তবৃত্তি, তাহাতে সংযম করিলে অর্থাৎ কেবল ঐ খ্যাতিমাত্রে চিত্তসমাধান হইতে, পুরুষ-বিষয়ক চরমপ্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়।

দ্রষ্টা রূপরসাদির ন্যায় বুদ্ধির সাক্ষাৎ বিষয় নহেন, কিন্তু অস্মীতিবুদ্ধি সাক্ষাৎ করিয়া তাহা হইতে পৃথক্, 'এই এই স্বভাবযুক্ত পুরুষ আছেন' পুরুষের স্বভাব-বিষয়ক যে ইত্যাকার চরম প্রজ্ঞা তাহা বিজ্ঞাতার বা দ্রষ্টার দ্বারা সেই অবস্থায় প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে অর্থাৎ দ্রষ্টা যে বুদ্ধির সাক্ষাৎ বিষয় নহেন তৎসম্বন্ধে, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—'বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' ইহাতে এই বলা হইল যে, যাঁহার স্বভূত বা নিজস্ব অর্থ আছে, তিনিই স্বার্থ (অর্থযুক্ত) স্বামী এবং স্ব-রূপ পুরুষ। বুদ্ধি পুরুষাকারা বলিয়া বা 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপে জ্ঞাতৃত্বের সহিত একাকার প্রত্যয়াত্মক বলিয়া, গ্রহীতাও (বুদ্ধিও) স্বার্থের মত প্রতীত হয়, তাদৃশ যে স্বার্থগ্রহীতা (বা গ্রহীতৃবুদ্ধি) তাহাই এই সংযমের বিষয়। এই গ্রহীতৃরূপ বুদ্ধিও যাঁহার স্ব-ভূত বা যাঁহার দ্বারা উপদৃষ্ট, তিনিই প্রকৃত স্বার্থ এবং তিনিই স্বামী বা দ্রষ্টা-পুরুষ।

৩৬। শ্রাবণাদি অর্থাৎ দিব্য শব্দ-শ্রবণাদি সিদ্ধি, এই নামসকল যোগীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইহা সব ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সিদ্ধিসকল নিত্যই অর্থাৎ তজ্জন্য চিত্তের বিশেষভূমিতে পৃথক্ সংযম না করিলেও তখন স্বতঃই উৎপন্ন হয়।

৩৭। সেই দর্শনের প্রত্যনীক বলিয়া অর্থাৎ সমাহিত চিত্তের যে পুরুষ-দর্শন তাহার প্রত্যনীকত্বহেতু বা বিরুদ্ধ বলিয়া সিদ্ধিসকল উপসর্গ-স্বরূপ।

৩৮। জ্ঞানরূপ সিদ্ধিসকল বলিয়া ক্রিয়ারূপ সিদ্ধিসকল বলিতেছেন। লোলীভূত অর্থাৎ চঞ্চল বা ইতস্ততোবিচরণশীল মনের কর্মাশয়বশতঃ অর্থাৎ মনের নিজের অঙ্গভূত সংস্কার হইতে যে শরীরধারণাদি কর্ম ঘটে, তাহাই মনের কর্মাশয়বশীভূততা, সেইরূপ কর্মের নিরবচ্ছিন্নতাহেতু শরীরে মনের বন্ধ বা প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার অন্য কোথাও (শরীরের বাহিরে) গতি থাকে না, অর্থাৎ দেহাত্মবোধে ও দেহের চালনে মন পর্যবসিত থাকে। সমাধির দ্বারা শরীর সুনিশ্চল হইলে এবং

নান্যত্র গতিঃ। সমাধিনা সুনিশ্চলে শরীরে রুদ্ধে চ প্রাণাদৌ শরীরধারণাদেঃ কর্মাশয়-মূলায়া মনঃক্রিয়ায়া অভাবাৎ শৈথিল্যং জায়তে শরীরেণ সহ মনসো বন্ধস্য। প্রচার-সংবেদনং—নাড়ীমার্গেষু চেতসো যঃ প্রচারঃ, তস্য সাক্ষাদনুভবঃ সমাধিবলাদেব ভবতি। পরশরীরে নিক্ষিপ্তং চিত্তম্ ইন্দ্রিয়াণি অনুগচ্ছন্তি, মক্ষিকা ইব মধুকরপ্রধানম্।

৩৯। সমস্ত ইতি। ঊর্ধ্বস্রোত উদানঃ। তস্য ঊর্ধ্বগধারারূপস্য সংযমেন জয়াৎ লঘু ভবতি শরীরং ততো জলপঙ্ককণ্টকাদিষু অসঙ্গঃ—কণ্টকাদ্যুপবিষ্টতূলাদিবৎ। উৎক্রান্তিঃ—স্বেচ্ছয়া অর্চিরাদিমার্গেষু উৎক্রান্তির্ভবতি প্রায়ণকালে। এবং তাম্ উৎক্রান্তিং বশিত্বেন প্রতিপদ্যতে—লভত ইত্যর্থঃ।

৪০। জিতেতি। সমানঃ—সমনয়নকারিণী প্রাণশক্তিঃ। সঃ অশিতপীতাঘ্রাতম্ আহার্যং শরীরত্বেন পরিণময়তি। উক্তঞ্চ "সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মারুত" ইতি। তজ্জয়াৎ তেজসঃ—ছটায়া উপধ্মানম্—উত্তম্ভনম্ উত্তেজনম্, ততশ্চ প্রজ্বলন্নিব লক্ষ্যতে যোগী।

৪১। সর্বেতি। সর্বশ্রোত্রাণাম্ আকাশং—শব্দগুণকং নিরাবরণং বাহ্যদ্রব্যং প্রতিষ্ঠা—কর্ণেন্দ্রিয়শক্তিরূপেণ পরিণতয়া অস্মিতয়া ব্যূহিতম্ আকাশভূতমেব শ্রোত্রং

প্রাণাদির ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে, শরীরধারণ আদি কর্মাশয়মূলক মানস ক্রিয়ার অভাবে শরীরের সহিত মনের বন্ধনের শৈথিল্য হয়। প্রচারসংবেদন অর্থে নাড়ীপথে চিত্তের যে প্রচার বা সঞ্চার হয়, সমাধিবলের দ্বারাই (তদুৎকর্ষের ফলে) তাহার সাক্ষাৎ অনুভব হয়। পরশরীরে নিক্ষিপ্ত বা সমাবিষ্ট চিত্তকে ইন্দ্রিয়সকল অনুগমন করে অর্থাৎ সেখানেই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হয়, যেমন, মক্ষিকা মধুকর-প্রধানকে অনুগমন করে।

৩৯। যাহা ঊর্ধ্বস্রোত (দেহ হইতে মস্তিষ্কের অভিমুখে প্রবহমাণ) তাহা উদান। সংযমের দ্বারা সেই ঊর্ধ্বগামিনী ধারারূপ বোধের জয় হইতে অর্থাৎ তাহা আয়ত্তীকৃত হইলে শরীর লঘু হয়, তাহার ফলে জল-পঙ্ক-কণ্টকাদিতে অসঙ্গ হয় অর্থাৎ কণ্টকাদির উপবিষ্ট তূলা আদির ন্যায় লঘুতা-বশতঃ উহাদের সহিত সঙ্গ হয় না।

উৎক্রান্তি অর্থে মৃত্যুকালে স্বেচ্ছায় যে অর্চিরাদিমার্গে উৎক্রান্তি বা ঊর্ধ্বগতি হয়, এইরূপে তাদৃশ উৎক্রান্তি যোগীর বশীকৃত হয় অর্থাৎ ঐরূপ বিভূতি লাভ হয়।

৪০। সমান অর্থে সমনয়নকারিণী প্রাণশক্তি। তাহা ভুক্ত, পীত ও আঘ্রাত আহার্যকে শরীররূপে পরিণামিত করে। যথা উক্ত হইয়াছে, "সমান-নামক মারুত বা শক্তি আহার্য দ্রব্যকে শরীররূপে সমনয়ন করে"। (যোগার্ণব)। তাহার জয় হইতে তেজের বা ছটার উপধ্মান অর্থাৎ উত্তম্ভন বা উত্তেজন হয়, তাহার ফলে যোগী প্রজ্বলিতের ন্যায় লক্ষিত হন।

৪১। সমস্ত শ্রোত্রের আকাশ-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিরাবরণ বাহ্য দ্রব্য যে আকাশ তাহা সমস্ত শ্রোত্রের প্রতিষ্ঠা। কর্ণেন্দ্রিয়শক্তিরূপে পরিণত অস্মিতার দ্বারা ব্যূহিত বা বিশেষরূপে সজ্জিত আকাশভূতই শ্রোত্র (পঞ্চভূতের মধ্যে যাহা শব্দগুণক আকাশ, তাহাই অস্মিতার দ্বারা শব্দগ্রাহক

তস্মাদাকাশপ্রতিষ্ঠং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্। সর্বশব্দানামপি আকাশং প্রতিষ্ঠা। এতৎ পঞ্চশিখাচার্যস্য সূত্রেণ প্রমাণয়তি, তুল্যেতি। তুল্যদেশশ্রবণানাং—তুল্যদেশে আকাশে প্রতিষ্ঠিতানি শ্রবণানি যেষাং তাদৃশাং সর্বেষাং প্রাণিনাম্, একদেশশ্রুতিত্বম্—আকাশস্য একদেশাবচ্ছিন্নশ্রুতিত্বং ভবতীতি। আকাশপ্রতিষ্ঠকর্ণেন্দ্রিয়াণাং সর্বেষাং কর্ণেন্দ্রিয়ম্ আকাশৈকদেশবর্তীত্যর্থঃ। তদেতদাকাশস্য লিঙ্গং—স্বরূপম্ অনাবরণম্—অবাধ্যমানতা অবকাশসরূপত্বম্ ইতি যাবদ্ উক্তম্। তথা অমূর্তস্য—অসংহতস্য অনাবরণদর্শনাৎ—সর্বত্রাবস্থানযোগ্যতাদর্শনাদ্ বিভুত্বম্—সর্বগতত্বমপি আকাশস্য প্রখ্যাতম্। মূর্তস্যেতি পাঠঃ অসমীচীনঃ। শ্রোত্রাকাশযোঃ সম্বন্ধে—অভিমানাভিমেয়রূপে সংযমাৎ কর্ণোপাদানবশিত্বং ততশ্চ দিব্যশ্রুতিঃ—সূক্ষ্মাণাং দিব্যশব্দানাং গ্রহণসামর্থ্যম্। ন চ তন্মাত্রগ্রাহকত্বং দিব্যশ্রুতিত্বম্। দিব্যবিষয়স্যাপি সুখদুঃখমোহ-জনকত্বাৎ।

৪২। যত্রেতি। তেন—অবকাশদানেন কায়াকাশয়োঃ প্রাপ্তিঃ—ব্যাপনরূপঃ সম্বন্ধঃ। দেহব্যাপিনা অনাহতনাদধ্যানদ্বারেণ তৎসম্বন্ধে কৃতসংযমঃ শব্দগুণকাকাশবদ্

শ্রবণেন্দ্রিয়ে পরিণত), তজ্জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশপ্রতিষ্ঠ। সমস্ত শব্দেরও প্রতিষ্ঠা আকাশ অর্থাৎ তাহাতেই সংস্থিত। ইহা পঞ্চশিখাচার্যের সূত্রের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন।

তুল্যদেশ-শ্রবণযুক্ত ব্যক্তিদের অর্থাৎ সকলের নিকটই সমানরূপে অবস্থিত বা গ্রাহ্য দেশ যে আকাশ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত শ্রবণেন্দ্রিয়সকল যাহাদের, তাদৃশ সমস্ত প্রাণীর, একদেশশ্রুতিত্ব বা আকাশের একদেশে অবচ্ছিন্ন শ্রুতিত্ব (শ্রবণেন্দ্রিয়) হয় অর্থাৎ (শব্দগুণক) আকাশপ্রতিষ্ঠ (শব্দগ্রাহক) কর্ণেন্দ্রিয়যুক্ত সমস্ত প্রাণীর কর্ণেন্দ্রিয় ও শ্রুতিজ্ঞান বিভিন্ন হইলেও তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশরূপ এক সাধারণ ভূতকে আশ্রয় করিয়াই হয়।* এই আকাশের লিঙ্গ বা স্বরূপ অনাবরণ বা অবাধ্যমানতা অর্থাৎ তাহা অন্য কিছুর দ্বারা বাধিত বা অবচ্ছিন্ন হয় না, অতএব তাহা অবকাশসদৃশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং অমূর্ত বা অসংহত (যাহা কঠিন বা জমাট নহে) দ্রব্যের অনাবরণত্ব দেখা যায় বলিয়া অর্থাৎ সর্বত্রই অবস্থানযোগ্যতা দেখা যায় বলিয়া আকাশের বিভুত্ব বা সর্বগতত্ব স্থাপিত হইল। ভাষ্যের 'মূর্তস্য' এই পাঠান্তর অসমীচীন।

শ্রোত্রাকাশের যে সম্বন্ধ, তাহাতে অর্থাৎ তাহাদের অভিমান-অভিমেয়রূপ সম্বন্ধে (শ্রোত্র = গ্রহণরূপ অভিমান, আকাশ = গ্রাহ্যরূপ অভিমেয়) সংযম হইতে কর্ণের যে উপাদান তাহার বশিত্ব হয় এবং তৎফলে দিব্যশ্রুতি হয় বা সূক্ষ্ম দিব্য শব্দসকলের গ্রহণযোগ্যতা হয়। শব্দ-তন্মাত্রের গ্রাহকত্ব (শ্রবণজ্ঞান) দিব্যশ্রুতিত্ব নহে, কারণ, দিব্য বিষয়েরও সুখ-দুঃখ-মোহ-জনকত্ব দেখা যায় (অবিশেষ তন্মাত্রজ্ঞানে তাহা থাকে না)।

৪২। তাহার দ্বারা অর্থাৎ অবকাশদানহেতু বা আকাশরূপ শব্দগুণক অবকাশ (শূন্য নহে) ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া, কায় ও আকাশের প্রাপ্তি বা ব্যাপনরূপ সম্বন্ধ আছে (শরীর বলিলেই তাহা

* শ্রবণশক্তি অস্মিতাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কর্ণেন্দ্রিয়রূপ যে বাহ্য অধিষ্ঠান তাহা শব্দগুণক সর্বসাধারণ আকাশভূতেরই ব্যূহনবিশেষ এবং তাহাও অস্মিতার দ্বারাই ব্যূহিত হয়।

অনাবরণত্বাভিমানং ততশ্চ লঘুত্বমপ্রতিহতগতিত্বঞ্চ। লঘুতুলাদিষু অপি সমাপত্তিং লব্ধ্বা লঘুর্ভবতীতি।

৪৩। শরীরাদিতি। শরীরাদ্ বহির্বস্মীতি ভাবনা মনসো বহির্বৃত্তিঃ। তত্র শরীর ইব বহির্বস্তুনি অস্মিতাপ্রতিষ্ঠাভাবঃ, তাদৃশী বহির্বৃত্তিঃ কল্পিতা বা অকল্পিতা বা ভবতি। সমাধিবলাদ্ যদা শরীরং বিহায় মনো ধ্যায়মানে বহিরধিষ্ঠানে বৃত্তিং লভতে তদা অকল্পিতা বহির্বৃত্তির্মহাবিদেহাখ্যা। ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ—শারীরাভিমানাপনোদনাৎ ক্লেশকর্মবিপাকা ইত্যেতৎ ত্রয়ং বুদ্ধিসত্ত্বস্য আবরণমলং ক্ষীয়তে।

৪৪। তত্রেতি। পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়ঃ—পার্থিবাঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ, আপ্যাঃ শব্দস্পর্শাদয় ইত্যাদ্যাঃ। বিশেষাঃ—অশেষবৈচিত্র্যসম্পন্নানি ভৌতিকদ্রব্যাণীত্যর্থঃ, আকারকাঠিন্যতারল্যাদিধর্মযুক্তাঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ। দ্বিতীয়মিতি। স্বসামান্যং—প্রাতিস্বিকম্। মূর্তিঃ—সংহতত্বম্। স্নেহঃ—তারল্যং, প্রণামী—বহনশীলত্বং সদাহ্স্থৈর্যম্ ইতি যাবৎ। সর্বতোগতিঃ—সর্বগতত্বং শব্দগুণস্য সর্বভেদকত্বাৎ। অস্য সামান্যস্য শব্দাদয়ঃ—পার্থিবাদিশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা বিশেষাঃ।

কোনও ফাঁক বা শব্দগুণক অবকাশ ব্যাপিয়া আছে বলিতে হইবে, অতএব উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকরূপ সম্বন্ধ আছে)। দেহব্যাপী অনাহত নাদের ধ্যানের দ্বারা সেই সম্বন্ধে সংযম করিলে শব্দগুণক আকাশবৎ অনাবরণত্বরূপ অভিমান হয় বা নিজেকে তদ্রূপ বলিয়া মনে হয়। তাহা হইতে লঘুত্ব বা অবাধগমনত্ব সিদ্ধ হয়। লঘু-তুলা আদিতেও সমাপত্তি করিয়া যোগী লঘু হইতে পারেন। (শুধু সম্বন্ধরূপ মনঃকল্পিত পদার্থে সংযম হয় না, সংযমের বিষয় বাস্তব ভাব-পদার্থ হওয়া চাই। এস্থলে 'সম্বন্ধে সংযম' অর্থে দেহ যেন অনাবরণ বা ফাঁক এবং শব্দময় ক্রিয়ার ধারা-স্বরূপ—এইরূপ বোধ আশ্রয় করিয়া ধ্যানই কায়াকাশের সংযম। শব্দে যেমন দৈশিক ব্যাপ্তিবোধের অস্ফুটতা, এই সংযমেও তদ্রূপ হয়)।

৪৩। 'আমি শরীর হইতে বাহিরে আছি'—ইত্যাকার ভাবনা মনের বহির্বৃত্তি। শরীরে যেমন আমিত্বভাব আছে, তদ্রূপ এই সাধনে বহির্বস্তুতেও অস্মিতা-প্রতিষ্ঠার ভাব হয়, তাদৃশ বহির্বৃত্তি কল্পিত অথবা অকল্পিত হয়। সমাধিবলে শরীর বা শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া মন যখন ধ্যেয় বাহ্য অধিষ্ঠানে বৃত্তিলাভ করে, তখন তাহা মহাবিদেহ নামক অকল্পিত বহির্বৃত্তি। তাহা হইতে বুদ্ধির প্রকাশের আবরণ ক্ষীণ হয়, কারণ তখন দেহাভিমান নষ্ট হয় এবং তাহাতে ক্লেশ, কর্ম ও বিপাক-রূপ বুদ্ধিসত্ত্বের তিন আবরক মলও ক্ষীণ হয়।

৪৪। পৃথিব্যাদি ভূতের শব্দাদি অর্থাৎ পার্থিব বা সাধারণ কঠিন বস্তুর শব্দস্পর্শাদি গুণসকল এবং আপ্য বস্তুরও যে শব্দস্পর্শাদি, ইহারা সব বিশেষ অর্থাৎ অশেষ বৈচিত্র্যসম্পন্ন সর্বপ্রকার ভৌতিক দ্রব্য, তাহারা বিশেষ বিশেষ আকার, কাঠিন্য, তারল্য আদি ধর্মযুক্ত এবং তাহারাই এখানে 'স্থূল' শব্দের দ্বারা পরিভাষিত। স্বসামান্য অর্থে যাহা প্রত্যেকের নিজস্ব। মূর্তি—সংহতত্ব (কঠিন জমাট ভাব)। স্নেহ—তরলতা। প্রণামী—সঞ্চরণশীলতা বা সদা অস্থৈর্য। সর্বতোগতি—সর্বত্রই শব্দের

তথেতি। তথা চোক্তং পূর্বাচার্যৈঃ একজাতিসমন্বিতানাং—ভূতত্বজাতিসমন্বিতানাং যদ্বা মূর্ত্যাদিজাতিসমন্বিতানাম্ এষাং পৃথিব্যাদীনাং ধর্মমাত্রেণ—শব্দাদিনা ব্যাবৃত্তিঃ—বৈশিষ্ট্যং জাতিভেদস্তথা ষড়্জর্ষভাদিনা অবান্তরভেদশ্চ। অত্র সামান্যবিশেষসমুদায়ঃ—সামান্যং ধর্মী, বিশেষো ধর্মাস্তেষাং সমুদায়ো দ্রব্যম্। দ্বিষ্ঠঃ প্রকারদ্বয়েন স্থিতো হি সমূহঃ। প্রত্যস্তমিতভেদা অবয়বা যস্য সঃ, তাদৃশাবয়বস্য অনুগতঃ। শব্দেন উপাত্তঃ—প্রাপ্তঃ জ্ঞাপিত ইত্যর্থঃ ভেদো যেষামবয়বানাং তাদৃশাবয়বানুগতঃ। স পুনরিতি। যুতসিদ্ধাঃ—অন্তরালযুক্তা অবয়বা যস্য স যুতসিদ্ধাবয়বঃ। নিরন্তরালাবয়বঃ অযুত-সিদ্ধাবয়বঃ। এতন্ মূর্ত্যাদি ভূতানাং দ্বিতীয়ং রূপং যস্য তান্ত্রিকী পরিভাষা স্বরূপমিতি।

অথেতি। তৃতীয়ং সূক্ষ্মরূপং তন্মাত্রম্। তস্য একঃ অবয়বঃ পরমাণুঃ—পরমাণুরেব তন্মাত্রস্য একশ্চরমোঽবয়বঃ। পরমসূক্ষ্মত্বাৎ পরমাণোরবয়বভেদো ন বিবেক্তব্যঃ, ততশ্চ যথা কালিকধারাক্রমেণ শব্দজ্ঞানং তন্মাত্রাণামপি তথা ক্ষণধারাক্রমেণ জ্ঞানম্। তচ্চ

অবস্থান-যোগ্যতা, কারণ, শব্দগুণ সর্ববস্তুকে ভেদ করে (ভিতর দিয়া যাইতে পারে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত নিরাবরণ)। শব্দাদি অর্থাৎ প্রথমোক্ত পার্থিব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ইহারা, মূর্তি আদি সামান্য লক্ষণের বিশেষ বলিয়া কথিত হয়।

তথা পূর্বাচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে—একজাতি-সমন্বিতদের অর্থাৎ স্থূলভূতরূপ এক জাতির অন্তর্গত অথবা মূর্তি আদি জাতিযুক্ত এই পৃথিব্যাদির বা ক্ষিতিভূত আদির, ধর্মমাত্রের দ্বারা অর্থাৎ শব্দাদির দ্বারা ব্যাবৃত্তি বা বিশেষত্ব স্থাপিত হয়, যেমন, জাতির দ্বারা তাহাদের ভেদ করা হয় এবং ষড়্জ-ঋষভ, নীলপীতাদি লক্ষণের দ্বারা তাহাদের অন্তর্বিভাগও করা হয়। এস্থলে সামান্য এবং বিশেষের যাহা সমুদায় অর্থাৎ সামান্য যে ধর্মী বা কারণ-ধর্ম এবং বিশেষলক্ষণযুক্ত যে কার্য-ধর্ম তাহাদের যাহা সমষ্টি, তাহাই দ্রব্য।

এই সমূহ দ্বিষ্ঠ বা দুই প্রকারে অবস্থিত (১) প্রত্যস্তমিত বা অলক্ষ্যীভূত হইয়াছে ভেদ বা অবয়ব যাহার, তাদৃশ অবয়বের অনুগত অর্থাৎ যাহার অবয়বভেদ বিবক্ষিত হয় না (যেমন 'এক শরীর')। (২) যেসকল অবয়বের ভেদ শব্দের দ্বারা উপাত্ত বা জ্ঞাপিত হয়, তাদৃশ অবয়বের অনুগত। (যেমন, 'পশু-পক্ষী'-রূপ সমুদায় বা সমূহ। এখানে সমূহ 'এক' হইলেও তাহার একাংশ পশু অপরাংশ পক্ষী, তাহারা কোনও এক বস্তুর অবয়ব নহে, কিন্তু পৃথক্। কেবল শব্দের দ্বারাই তাহারা একীকৃত)। যাহার অবয়বসকল অন্তরালযুক্ত, তাহা যুতসিদ্ধাবয়ব (যেমন পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষের সমষ্টি 'এক বন')। আর, যাহার অবয়বসকল অন্তরালহীন বা সম্বন্ধযুক্ত, তাহা অযুত-সিদ্ধাবয়ব (যেমন, শাখা-প্রশাখাযুক্ত 'এক বৃক্ষ')। এই মূর্তি আদি অর্থাৎ ক্ষিতি-ভূতের মূর্তি বা কঠিনতা, অপ্-ভূতের স্নেহ বা তরলতা ইত্যাদি লক্ষণ ভূতসকলের দ্বিতীয় রূপ, যাহা 'স্বরূপ' নামে এই শাস্ত্রে পরিভাষিত হইয়াছে।

ভূতসকলের তৃতীয় সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্র। তাহার পরমাণুরূপ এক অবয়ব অর্থাৎ পরমাণুই তন্মাত্রের এক চরম বা অবিভাজ্য অবয়ব। পরমসূক্ষ্ম বলিয়া পরমাণুর অবয়বের ভেদ পৃথক্ করার যোগ্য নহে

সামান্যবিশেষাত্মকং—সামান্যং—শব্দাদিমাত্রং বিশেষাঃ—ষড়্জাদয়ঃ তদাত্মকং—তৎস্বরূপং তৎকারণমিত্যর্থঃ। অথ ভূতানামিতি। কার্যস্বভাবানুপাতিনঃ স্বকার্যাণাং ভূতানাং প্রকাশাদিস্বভাবানাম্ অনুপাতিনঃ—অনুগুণশীলসম্পন্নাঃ, কারণস্বভাবস্য কার্যে অনুবর্তমানত্বাৎ।

অথৈষামিতি। ভোগাপবর্গার্থতা গুণেষু অন্বয়িনী—ত্রিগুণনিষ্ঠেত্যর্থঃ, গুণাঃ পুনঃ তন্মাত্রভূতভৌতিকেষু অন্বয়িন ইতি হেতোস্তৎ সর্বম্ অর্থবৎ—ভোগাপবর্গয়োঃ সাধনম্। তেম্বিতি। ইদানীম্ভূতেষু—শেষোৎপন্নেষু মহাভূতেষু তেষাঞ্চ পঞ্চরূপেষু সংযমাৎ স্বরূপদর্শনং—তস্য তস্য রূপস্যোপলব্ধিঃ, তেষাং ভূতানাং জয়শ্চ অণিমাদিলক্ষণঃ। ভূতপ্রকৃতয়ঃ—ভূতানি তৎপ্রকৃতয়স্তন্মাত্রাণি চেতি।

৪৫। তত্রেতি। সুগমম্। তেষামিতি। প্রভবাপ্যয়ব্যূহানাম্—উৎপত্তিলয়সন্নিবেশানাম্ ঈষ্টে নিয়মনায় প্রভবতি। যথা সংকল্প ইতি। সংকল্পিতরূপেণ ভূতপ্রকৃতীনাম্ অবস্থাপনসামর্থ্যং চিরং বা স্বল্পকালং বা। ন চেতি। শক্তোঽপি—শক্তি-

তজ্জন্য যেমন কালিক ধারাক্রমে অর্থাৎ পর পর কালক্রমে জায়মানরূপে (দৈশিক ভাব স্ফুট নহে এইরূপ) শব্দভূতের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ তন্মাত্রেরও জ্ঞান ক্ষণধারাক্রমে বা ক্ষণব্যাপী যে জ্ঞান তাহার ধারাক্রমে হয় (দেশব্যাপিভাবে নহে)। তাহা সামান্য-বিশেষাত্মক অর্থাৎ সামান্য বা শব্দাদিমাত্র এবং বিশেষ বা ষড়্জাদি-রূপ তাহার যে বৈশিষ্ট্য তদাত্মক বা তৎস্বরূপ অর্থাৎ তাহাদের যাহা কারণ তাহাই তন্মাত্র। কার্যস্বভাবানুপাতী অর্থাৎ তন্মাত্রের কার্য বা তদুৎপন্ন যে ভূতসকল, তাহাদের যে প্রকাশাদি স্বভাব তাহাদের অনুপাতী বা অনুরূপ স্বভাবযুক্ত, যেহেতু কার্যে কারণের স্বভাব অবস্থিত থাকে।

ভোগাপবর্গযোগ্যতা গুণে অন্বিত থাকে অর্থাৎ তাহা ত্রিগুণে অবস্থিত। গুণসকল আবার তন্মাত্র, ভূত এবং ভৌতিকে অন্বিত বা তত্তদ্রূপে স্থিত, এই কারণে তাহারা সবই অর্থবৎ বা ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থের সাধক। ইদানীং-ভূততে অর্থাৎ সর্বশেষে উৎপন্ন মহাভূতসকলে (স্থূল ভূতে) এবং তাহাদের স্থূল, স্বরূপ ইত্যাদি পঞ্চরূপে সংযম হইতে তাহাদের স্বরূপদর্শন (প্রত্যেকের নিজ নিজ যথার্থ রূপের উপলব্ধি) হয় এবং অণিমাদি-সিদ্ধিরূপ ভূতজয় বা তাহাদের উপর বশীভূততা হয়। ভূতপ্রকৃতিসকল অর্থে ভূতসকল এবং তাহাদের প্রকৃতি বা কারণ তন্মাত্রসকল।'

৪৫। সেই যোগীর প্রভব এবং অপ্যয়রূপ ব্যূহের উপর—(ভূত এবং ভৌতিক পদার্থের) উৎপত্তি, লয় ও সংস্থানবিশেষের উপর, অর্থাৎ তাহাদিগকে অভীষ্টরূপে নিয়মিত করিবার, ক্ষমতা হয়। যথেচ্ছ সংকল্পিতরূপে ভূত এবং তাহাদের প্রকৃতিকে (তন্মাত্রকে) অবস্থাপন করিবার সামর্থ্য হয়—দীর্ঘকাল বা স্বল্পকাল যাবৎ। শক্ত বা ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও সেই সিদ্ধযোগী পদার্থের বিপর্যাস করেন না অর্থাৎ লোকসকলের এবং লোকবাসীদের অবস্থাপনের বা যথাযথভাবে অবস্থিতির বিপর্যাস করেন না—যোগসিদ্ধের তাহা করিবার অবকাশ নাই বলিয়াই করেন না। কেন, তাহা বলিতেছেন। অন্য যত্রকামাবসায়ী (যিনি ভূত ও তৎকারণ তন্মাত্রকে ইচ্ছামত সংস্থিত করিতে পারেন) পূর্বসিদ্ধ, ভগবান্, জগতের পাতা হিরণ্যগর্ভের তথাভূতে অর্থাৎ দৃশ্যমান বিশ্ব যেভাবে আছে সেই ভাবেই

সম্পন্নোঽপি ন চ পদার্থবিপর্যাসং লোকলোক্যব্যবস্থাপনং করোতি—তৎকরণাবকাশঃ সিদ্ধস্যাত্র নাস্তীতি ন করোতি, কস্মাদ্ অন্যস্য পূর্বসিদ্ধস্য যত্রকামাবসায়িনো ভগবতো জগতাং পাতুর্হিরণ্যগর্ভস্য তথাভূতেষু—দৃশ্যমানব্যবস্থাপনেষু সংকল্পাৎ। যথা শক্তোঽপি কশ্চিদ্রাজা পররাষ্ট্রে ন কিঞ্চিৎ করোতি তদ্বৎ। তদ্ধর্মেতি। সুগমম্। আকাশেঽপি আবৃতকায় ইত্যস্যার্থঃ সিদ্ধানামপি অদৃশ্যতা।

৪৬। বজ্রসংহননত্বং—বজ্রবদ্ দৃঢসংহতিঃ। কায়স্য সম্যগভেদ্যত্বমিত্যর্থঃ।

৪৭। সামান্যেতি। তেষু শব্দাদিষু ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিঃ—আলোচনপ্রক্রিয়া নাম-জাত্যাদিবিজ্ঞানবিপ্রযুক্তা শব্দাদ্যেকৈকবিষয়াকারমাত্রেণ পরিণম্যমানতা ইতি যাবদ্ গ্রহণম্। প্রত্যক্ষবিজ্ঞানস্য মূলত্বাদ্ ন তদালোচনং জ্ঞানং সামান্যাকারমাত্রম্ অপি চ ইন্দ্রিয়েণ সামান্যবিষয়মাত্রগ্রহণে সতি বিশেষবিষয়ঃ কথং মনসা অনুব্যবসীয়েত, দৃশ্যতে তু বিশেষ-বিষয়স্যাপি স্মরণকল্পনাদিকম্। স্বরূপমিতি। প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য সংস্থানভেদশ্চ ইন্দ্রিয়রূপম্ একং দ্রব্যং জাতম্। তদিন্দ্রিয়দ্রব্যন্তু সামান্যবিশেষয়োঃ—প্রকাশসামান্যস্য কর্ণাদিরূপবিশেষব্যূহনস্য চ সমূহরূপং নিরন্তরাবয়ববৎ। ইন্দ্রিয়গতা যা প্রকাশশীলতা যা চ শব্দস্পর্শাদ্যাকারৈঃ পরিণতা শব্দাদ্যালোচনজ্ঞানাকারা ভবতি তৎকারণভূতঃ প্রকাশগুণস্য কর্ণাদিরূপ একৈকঃ সংস্থিতিভেদ এব ইন্দ্রিয়াণাং স্বরূপম্।

থাকুক—এইরূপ সংকল্প আছে বলিয়া (পূর্ব হইতেই সমতুল্য একজনের সংকল্পের প্রভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া, অন্যের তদ্বিষয়ে কর্তৃত্বের অবকাশ নাই)। যেমন শক্তি থাকিলেও কোনও রাজা পররাজ্যে কিছু কর্তৃত্ব করেন না, তদ্রূপ। আকাশেও আবৃতকায়, ইহার অর্থ সিদ্ধনামক স্বর্গবাসী সত্ত্বদের নিকটও অদৃশ্যতারূপ সিদ্ধি হয়।

৪৬। বজ্রসংহনন—বজ্রের (হীরকের) ন্যায় শরীরের দৃঢ় সংহতি বা সম্পূর্ণরূপে শরীরের অভেদ্যতা।

৪৭। সেই শব্দাদিতে ইন্দ্রিয়সকলের যে বৃত্তি বা নাম-জাতি আদি বিজ্ঞানহীন আলোচনরূপ জ্ঞান বা শব্দাদি এক একটি বিষয়াকাররূপে ইন্দ্রিয়ের যে পরিণামশীলতা* তাহাই গ্রহণ। প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের মূল বলিয়া সেই আলোচন-জ্ঞান (অনুমানাদির ন্যায়) সামান্যাকারমাত্র নহে, কিন্তু যদি ইন্দ্রিয়দ্বারা কেবল বিষয়ের সামান্য বা সাধারণ জ্ঞানমাত্রই গৃহীত হইত, তবে তাহার বিশেষ জ্ঞান কিরূপে মনের দ্বারা অনুব্যবসিত বা অনুচিন্তিত হইত? দেখাও যায় যে, বিশেষ বিষয়েরও স্মরণ-কল্পনাদি হয় (অতএব বুঝিতে হইবে যে, তাহা নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশেষরূপে সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হইয়া থাকে)।

* একই কালে একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাই আলোচন-জ্ঞান। যেমন চক্ষুর দ্বারা ফুলের রক্তবর্ণের জ্ঞান। 'ইহা কোমলতা সুগন্ধ আদি যুক্ত লাল ফুল'—ইত্যাকার জ্ঞান সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ তৎসম্বন্ধীয় পূর্বানুভূত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গত স্মৃতির সহযোগে উৎপন্ন হয়।

তেষাং তৃতীয়ং রূপম্ অস্মিতা, তস্যাঃ সামান্যোপাদানভূতায়া ইন্দ্রিয়াণি বিশেষাঃ। ব্যবসায়াত্মকা ন ব্যবসেয়গ্রাহ্যাত্মকাস্ত্রিগুণা যেষাং প্রকাশক্রিয়াস্থিতিরূপাঃ স্বভাবা জ্ঞানচেষ্টাসংস্কাররূপেণ ইন্দ্রিয়েষু অন্বিতাস্তদিন্দ্রিয়াণামন্বয়িত্বরূপম্। পঞ্চমং রূপম্ ইন্দ্রিয়েষু যদ্ গুণানুগতং—গুণানুবর্তমানং পুরুষার্থবত্ত্বম্। পঞ্চস্বিতি। ইন্দ্রিয়জয়ঃ—বাহ্যান্তরেন্দ্রিয়াণামভীষ্টাকারেণ পরিণমনসামর্থ্যম্।

৪৮। কায়স্যেতি। মনোবৎ জবঃ—গতিবেগঃ মনোজবঃ তদ্বদ্ গতিশীলত্বং মনোজবিত্বম্। বিদেহানাং—শরীর-নিরপেক্ষাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ অভিপ্রেতে দেশে কালে বিষয়ে চ বৃত্তিলাভঃ—জ্ঞানচেষ্টাদিকরণসামর্থ্যং বিকরণভাবঃ, বিদেহানামপি ইন্দ্রিয়াণাং

প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের সংস্থানভেদই ইন্দ্রিয়রূপে জাত এক দ্রব্য। সেই ইন্দ্রিয়রূপ দ্রব্য (পূর্বোক্ত) সামান্য-বিশেষের অর্থাৎ প্রকাশরূপ সামান্যের বা সাধারণ লক্ষণের এবং কর্ণাদিরূপ বিশেষ-ব্যূহনের (ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত সংস্থান-বিশেষের) নিরন্তরাল-অবয়বযুক্ত সমূহ (সামান্য এবং বিশেষ এই উভয়ের সমষ্টিভূত, অযুতসিদ্ধাবয়বী)। ইন্দ্রিয়গত যে (বুদ্ধিসত্ত্বের) প্রকাশশীলতা, যাহা শব্দস্পর্শাদি আকারে পরিণত হইয়া আলোচন-জ্ঞানাকারা হয়, তাহার কারণ-স্বরূপ, প্রকাশগুণের যে কর্ণাদিরূপ এক একটি সংস্থানভেদ, তাহাই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ। (বুদ্ধিসত্ত্বস্থ বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ প্রকাশগুণ ইন্দ্রিয়াগত শব্দস্পর্শাদিরূপ বিভিন্ন আকারে আকারিত হইয়া তত্তৎ জ্ঞানাকার হয় অর্থাৎ যাহা জাননমাত্র ছিল, তাহা তখন শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এই শব্দাদিজ্ঞানের যাহা কারণ সেই বুদ্ধিসত্ত্বেরই সংস্থানভেদরূপ যে এক এক পরিণাম তাহাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের এইরূপ লক্ষণই তাহার 'স্বরূপ'। এখানে ইন্দ্রিয় অর্থে ইন্দ্রিয়শক্তি)।

তাহাদের তৃতীয় রূপ অস্মিতা। সামান্য বা সাধারণরূপে সকলের উপাদানভূত সেই অস্মিতার বিশেষ-নামক পরিণামই ইন্দ্রিয়সকল। চতুর্থ রূপ, যথা—যাহা ব্যবসায়াত্মক বা গ্রহণাত্মক কিন্তু ব্যবসেয় বা গ্রাহ্য-স্বরূপ নহে, এইরূপ যে ত্রিগুণ বা ত্রিগুণাত্মক পদার্থ, যাহার প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরূপ স্বভাব জ্ঞান, চেষ্টা ও সংস্কাররূপে ইন্দ্রিয়সকলে অন্বিত বা অনুস্যূত থাকে তাহা ইন্দ্রিয়সকলের অন্বয়িত্বরূপ। পঞ্চম রূপ, যথা—ইন্দ্রিয়সকলে যে গুণানুগত অর্থাৎ গুণের অনুবর্তমান বা অন্তর্নিষ্ঠ ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থবত্ত্ব অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রত্যেক দৃশ্যপদার্থের ভোগাপবর্গ-যোগ্যত্বই, তাহার অর্থবত্ত্ব-নামক পঞ্চম রূপ। ইন্দ্রিয়জয় অর্থে বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়সকলকে অভীষ্টরূপে পরিণত করিবার সামর্থ্য।

৪৮। মনোজব অর্থে মনের মত জব বা গতিবেগ, তদ্রূপ গতিশীলত্বই মনোজবিত্ব (মনের মত গতিলাভরূপ সিদ্ধি)। বিদেহ অর্থাৎ শরীরনিরপেক্ষ হইয়া, ইন্দ্রিয়সকলের অভিপ্রেত দেশে, কালে এবং বিষয়ে যে বৃত্তিলাভ বা জ্ঞানচেষ্টাদি করিবার সামর্থ্য তাহাই বিকরণভাব অর্থাৎ দৈহিক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান হইতে বিযুক্ত হইয়াও ইন্দ্রিয়শক্তিসকলের কার্য করার শক্তিরূপ সিদ্ধি।

অষ্ট প্রকৃতি (পঞ্চ তন্মাত্র, অহংকার, মহত্তত্ত্ব ও মূলা প্রকৃতি) এবং ষোড়শ বিকার (পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সংকল্পক মন) ইহাদের জয়কে প্রধানজয় বলে। ঐ তিন প্রকার

কবণভাব ইত্যর্থঃ। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকাবা ইত্যেতেষাং জযঃ প্রধানজয়ঃ। মধুপ্রতীকসংজ্ঞা এতাস্তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ। করণপঞ্চক-রূপজয়াৎ—পঞ্চানাং কবণানাং গ্রহণাদিরূপপঞ্চকজযাদিত্যর্থঃ।

৪৯। জ্ঞানক্রিযারূপাঃ সিদ্ধীরুক্ত্বা সর্বাভিপ্লাবিনীং বিবেকজসিদ্ধিমাহ সত্ত্বেতি। ব্যাচষ্টে নির্ধূতেতি। পবে বৈশাবদ্যে—বজস্তমোমলহীনে স্বচ্ছে স্থিতিপ্রবাহে জাতে। বশীকাববৈবাগ্যাদ্ বিষযপ্রবৃত্তিহীনং চেতো বিবেকখ্যাতিমাত্রপ্রতিষ্ঠং ভবতি ততঃ সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং, সর্বোপাদানভূতা গ্রহণগ্রাহ্যরূপাঃ সত্ত্বাদিগুণাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং স্বামিনং প্রতি অশেষ-দৃশ্যাত্মকত্বেন—সর্ববিধগ্রহণশক্তিরূপেণ তদ্গ্রাহ্যরূপেণ চ উপতিষ্ঠন্তে। তদা সর্বভূতস্থমাত্মানং যোগী পশ্যতি। সর্বজ্ঞাতৃত্বমিতি। অক্রমোপারূঢং—যুগপদুপস্থিতম্। বিবেকজসংজ্ঞা সার্বজ্ঞ্যসিদ্ধিঃ। এষা যোগপ্রসিদ্ধা বিশোকানাম্নী সিদ্ধিঃ।

৫০। বিবেকস্যাবান্তবসিদ্ধিমুক্ত্বা মুখ্যাং সিদ্ধিমাহ, তদিতি। তদ্বৈবাগ্যে—বিবেকজসার্বজ্ঞ্যে সর্বাধিষ্ঠাতৃত্বে চ বৈরাগ্যে জাতে। যদেতি। যদা অস্য যোগিন এবং—বিবেকেঽপি হেযতাখ্যাতির্ভবতি। ক্লেশকর্মক্ষযে—বিবেকজ্ঞানস্য বিদ্যারূপস্য প্রতিষ্ঠাযা অবিদ্যাদিক্লেশানাং তন্মূলককর্মণাঞ্চ দগ্ধবীজভাবত্বং ক্ষযঃ, তেষাং ক্ষয়াচ্চ অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতির্ভবতি। ততো বিবেকোঽপি হেয ইতি পরং বৈরাগ্যমুৎপদ্যতে।

সিদ্ধিব নাম মধুপ্রতীক। কবণেব পঞ্চ রূপেব জয হইতে অর্থাৎ কবণেব গ্রহণ, স্বরূপ ইত্যাদি (৩।৪৭) পঞ্চ রূপেব জয হইতে ঐ সিদ্ধি উৎপন্ন হয।

৪৯। জ্ঞান ও ক্রিযারূপ সিদ্ধি বা বিভূতিসকল-বলিযা সর্বব্যাপিকা অর্থাৎ সমস্তসিদ্ধি যাহাব অন্তর্গত, এইরূপ যে বিবেকজসিদ্ধি তাহা বলিতেছেন—বুদ্ধিব পবম বৈশাবদ্য হইলে অর্থাৎ বজস্তমো-মলহীন হইযা স্বচ্ছ বা নির্মল প্রকাশময স্থিতিব প্রবাহ বা নিববচ্ছিন্নতা হইলে এবং বশীকাব-বৈবাগ্যহেতু বিষযে প্রবৃত্তিহীন চিত্ত বিবেকখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠিত হওযাতে তখন সর্ব ভাবপদার্থেব উপব অধিষ্ঠাতৃত্ব হয, তাহাতে সর্ববস্তুব উপাদান-স্বরূপ গ্রহণ ও গ্রাহ্যরূপ সত্ত্বাদিগুণসকল ক্ষেত্রজ্ঞ (ক্ষেত্র বা শবীব-অন্তঃকবণাদি, তাহাব যিনি জ্ঞাতা) স্বামী পুরুষেব নিকট অশেষ দৃশ্যরূপে বা সর্ববিধ গ্রহণশক্তিরূপে এবং সেই গ্রহণেব গ্রাহ্যবস্তুরূপে উপস্থিত হয অর্থাৎ উহাবা সবই তাঁহাব নিকট বিজ্ঞাত হয। তখন যোগী নিজেকে সর্বভূতস্থ দেখেন। অক্রমে উপারূঢ অর্থে যুগপৎ উপস্থিত। বিবেকজ-নামক এই সার্বজ্ঞ্যসিদ্ধি, ইহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বিশোকা-নাম্নী সিদ্ধি। (সার্বজ্ঞ্য অর্থে জ্ঞানশক্তিব বাধা অপগত হওযাব ফলে অভীষ্ট বিষয যুগপৎ বিজ্ঞাত হওযা। তবে জ্ঞেয বিষয অনন্ত বলিযা 'সর্ব' বিষযেব জ্ঞান, বা বিষযাভাবে জ্ঞানেব পবিসমাপ্তি, কখনও হইবে না। সর্বজ্ঞ পুরুষ তাহা জানিযা তদ্বিষযে প্রচেষ্টাও কবেন না)।

৫০। বিবেকেব যাহা গৌণ সিদ্ধি তাহা বলিযা, যাহা মুখ্য সিদ্ধি তাহা বলিতেছেন—তাহাতেও বৈবাগ্য হইতে অর্থাৎ বিবেকজ সার্বজ্ঞ-সিদ্ধিতে এবং সর্ব ভাবপদার্থের উপব অধিষ্ঠাতৃত্বরূপ সিদ্ধিতেও

অথ দগ্ধবীজকল্পাঃ ক্লেশাঃ পরেণ বৈরাগ্যেণ সহ চিত্তেন প্রলীনা ভবন্তি। ততঃ পুরুষঃ পুনস্তাপত্রয়ং ন ভুঙ্‌ক্তে—তাপাত্মকচিত্তবৃত্তের্যা গ্রহীতৃবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রতিসংবেদী ন ভবতীত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতম্। চিতিশক্তিরেবেতি। এব-শব্দেন শাশ্বতীং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠাং দ্যোতয়তি।

৫১। তত্রেতি। প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতিঃ—সংযমজা প্রজ্ঞা প্রবৃত্তা এব ন বশীভূতা যস্য সঃ। সর্বেষ্বিতি। ভূতেন্দ্রিয়জয়াদিষু ভাবিতেষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ—নিষ্পাদিতত্বাৎ কর্তব্যতাহীনঃ, ভাবনীয়েষু—বিবেকাদিষু যৎ কর্তব্যমস্তি তৎসাধনভাবনাবান্। চতুর্থ ইতি। চিত্তপ্রতিসর্গঃ—চিত্তস্য প্রলয় একোঽবশিষ্টোঽর্থঃ সাধ্য ইতি শেষঃ। তত্রেতি। স্থানৈঃ—স্বর্গলোকস্য প্রশংসাদিভিঃ। তস্য যোগপ্রদীপস্য তৃষ্ণাসম্ভূতা বিষয়বায়বঃ প্রতিপক্ষাঃ—নির্বাণকৃত ইত্যর্থঃ। কৃপণজনঃ—কৃপার্হজনঃ। ছিদ্রান্তরপ্রেক্ষী—ছিদ্ররূপঃ অন্তরঃ অবকাশস্তদ্‌গবেষকঃ, নিত্যং যত্নোপচর্যঃ—যত্নেন প্রতিকার্য এবম্ভূতঃ প্রমাদো লব্ধবিবরঃ—লব্ধপ্রবেশঃ ক্লেশান্ উত্তম্ভয়িষ্যতি—প্রবলীকরোতি। শেষং সুগমম্।

৫২। বিবেকজজ্ঞানস্য উপায়ান্তরমাহ। ক্ষণেতি। ক্ষণে তৎক্রমে চ—পূর্বোত্তর-রূপপ্রবাহে চ সংযমাৎ সূক্ষ্মতমপরিণামসাক্ষাৎকারঃ স্যাৎ ততশ্চাপি উক্তং বিবেকজং

বৈরাগ্য হইলে। যখন এই যোগীর এইরূপ অর্থাৎ বিবেকেও, হেয়তাখ্যাতি হয়, তখন ক্লেশ-কর্মক্ষয়ে অর্থাৎ বিদ্যারূপ (অবিদ্যাবিরোধী) বিবেকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশসকলের এবং তন্মূলক কর্মসকলের দগ্ধবীজত্ব-ভাবরূপ ক্ষয় হয় অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রত্যয়রূপ অঙ্কুরোৎপাদনের শক্তিহীন হয়। তাহাদের ঐরূপ ক্ষয় হইতে অবিচ্ছিন্ন বিবেকখ্যাতি হয়। তাহা হইতে 'বিবেকও হেয়' এইরূপ পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তদনন্তর দগ্ধবীজবৎ ক্লেশসকল পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের সহিত প্রলীন হয়। তখন পুরুষ আর তাপত্রয় ভোগ করেন না, অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখরূপে আকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞাতৃরূপ যে বুদ্ধি, পুরুষ তাহার প্রতিসংবেদী হন না (অতএব দুঃখের উপচারের অভাব হয়)। ভাষ্যে 'এব' শব্দের দ্বারা চিতিশক্তির শাশ্বতকালের জন্য স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বুঝাইয়াছেন।

৫১। প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতি অর্থাৎ সংযমজাত প্রজ্ঞা যাঁহার কেবলমাত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্ বশীভূত হয় নাই। ভূত এবং ইন্দ্রিয়জয়-আদি ভাবিত বিষয়ে কৃতরক্ষাবন্ধ অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয়ে যাহা কর্তব্য তাহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাদিত হওয়ায় তদ্বিষয়ে আর কর্তব্যতা তখন থাকে না। ভাবনীয় বিষয়ে বা বিবেকাদি সাধনে যাহা কর্তব্য অবশিষ্ট আছে তাহারই সাধন ও ভাবন-শীল। চিত্তপ্রতিসর্গ বা চিত্তের প্রলয়রূপ এক অবশিষ্ট অর্থই তখন সাধনীয়। স্বর্গ আদি স্থানের দ্বারা অর্থাৎ স্বর্গলোকের প্রশংসাদির দ্বারা। তৃষ্ণা বা কামনা-সম্ভূত বিষয়রূপ বায়ু সেই যোগপ্রদীপের প্রতিপক্ষ বা নির্বাণ-কারক। কৃপণ জন—কৃপার যোগ্য জন বা দয়ার পাত্র। ছিদ্রান্তরপ্রেক্ষী অর্থাৎ (বিবেকের মধ্যে অবিবেক-) ছিদ্ররূপ যে অন্তর বা অবকাশ তাহার অনুসন্ধিৎসু। নিত্য যত্নোপচর্য বা সর্বদাই যত্নের সহিত যাহার প্রতিকার করিতে হয়—এইরূপ যে প্রমাদ তাহা লব্ধবিবর হইয়া অর্থাৎ ছিদ্রদ্বারা প্রবেশ লাভ করিয়া, ক্লেশসকলকে উত্তম্ভিত করে বা প্রবল করিয়া তোলে।

জ্ঞানম্ অপবর্গপ্রসংখ্যাননামকং সার্বজ্ঞ্যম্ ভবতীতি সূত্রার্থঃ। যথেতি। যথা অপকর্ষ-পর্যন্তং দ্রব্যং—সূক্ষ্মতমং রূপাদিদ্রব্যং পরমাণুস্তথা কালস্য পরমাণুঃ ক্ষণঃ। যাবতেতি। পরমাণোঃ দেশাবস্থানস্য অন্যথাভাবো যাবতা কালেন ভবতি স এব বা ক্ষণঃ। বিক্রিয়ায়া অধিকরণমেব কালঃ। পরমাণোর্দেশাবস্থানভেদস্তু সূক্ষ্মতমা বিক্রিয়া, তদধিকরণং তস্মাৎ কালস্য অণুরবয়বঃ ক্ষণসংজ্ঞকঃ। তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্তু—নিরন্তরঃ ক্ষণপ্রবাহঃ ক্রমঃ ক্ষণানাম্।

কালজ্ঞানতত্ত্বং বিবৃণোতি ক্ষণতৎক্রমযোরিতি। বস্তুসমাহারঃ—যথা ঘটাদিবস্তূনাং সমাহারে সর্বাণি বস্তূনি বর্তমানানীতি লভ্যন্তে ন তথা ক্ষণসমাহারে, অতীতানাগত-ক্ষণানামবর্তমানত্বাৎ। তস্মাদ্ মুহূর্তাহোরাত্রাদয়ঃ ক্ষণসমাহারো বুদ্ধিনির্মাণঃ—শব্দ-জ্ঞানানুপাতী বৈকল্পিক এব পদার্থো ন বাস্তবঃ। ব্যুত্থিতদৃগ্ভির্লৌকিকৈঃ স কালো বস্তুস্বরূপ ইব ব্যবহ্রিয়তে মন্যতে চ। ক্ষণস্তু বস্তুপতিতঃ—বস্তুনঃ অধিকরণং ন তু কিঞ্চিদ্বস্তু, বস্তুরূপেণ কল্পিতস্য অবস্তুনোঽপি অধিকরণং ক্ষণঃ। ক্রমাবলম্বী—ক্রমরূপেণ আলম্ব্যতে গৃহ্যত ইত্যর্থঃ, যতঃ ক্রমঃ ক্ষণানন্তর্যাত্মা—নিরন্তরক্ষণজ্ঞানরূপঃ, ততস্তৎ ক্ষণনৈরন্তর্যং কালবিদো যোগিনঃ কাল ইতি বদন্তি।

৫২। বিবেকজ জ্ঞান বা সার্বজ্ঞ্য-সিদ্ধির অন্য উপায় বলিতেছেন। ক্ষণে এবং তাহার ক্রমে অর্থাৎ ক্ষণের পূর্ব ও উত্তর-রূপ পরম্পরার যে প্রবাহ, তাহাতে সংযম হইতে সূক্ষ্মতম পরিণামের সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইতেও পূর্বোক্ত বিবেকজ জ্ঞান বা অপবর্গ-প্রসংখ্যান নামক সার্বজ্ঞ্য হয় ইহাই সূত্রের অর্থ। যেমন অপকর্ষ পর্যন্ত দ্রব্যকে অর্থাৎ সূক্ষ্মতম রূপাদি দ্রব্যকে পরমাণু বলে, তেমনি কালের যাহা পরমাণু তাহা ক্ষণ। অথবা পরমাণুর দেশাবস্থানের অন্যথাভাব যে কালে হয় তাহাই ক্ষণ। পরিণামের অধিকরণই কাল *। পরমাণুর দেশাবস্থানের এক ভেদই সূক্ষ্মতম (জ্ঞেয়) পরিণাম বা অবস্থান্তরতা, সেই সূক্ষ্মতম একটি পরিণামের অধিকরণও তজ্জন্য কালের সূক্ষ্মতম অণু-স্বরূপ অবয়ব, তাহারই নাম ক্ষণ। (সূক্ষ্মতম পরমাণুর এক পরিণাম যে কালে ঘটে তাহা সুতরাং কালেরও সূক্ষ্মতম অংশ, কারণ, পরিণাম লইয়াই কালের অভিকল্পনা হয়। সেই সূক্ষ্মতম কালই ক্ষণ)। তাহার প্রবাহের যে অবিচ্ছেদ বা ক্ষণের যে নিরন্তর প্রবাহ তাহাই ক্ষণসকলের ক্রম।

* অধিকরণ অর্থে যাহাতে কিছু থাকে। বাস্তব অধিকরণ এবং কল্পিত অধিকরণ এই দুই রকম অধিকরণ হইতে পারে। ঘটাদি বাস্তব অধিকরণ এবং দিক্ ও কাল কল্পিত অধিকরণ বা ভাষার দ্বারা কৃত বস্তুশূন্য অধিকরণমাত্র। ক্রিয়ার অধিকরণ কালমাত্র অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রবাহের জ্ঞান হইলে তাহা যখন ভাষার দ্বারা বলিতে হয় তখন সেই প্রবাহ পূর্বোত্তর-কালব্যাপী এইরূপ বাক্যের দ্বারা বলিতে হয়।

কাল এক প্রকার শব্দানুপাতী বিজ্ঞান (empty concept), তাহা ভাষা ব্যতীত হয় না। যাঁহার কালজ্ঞান (ভাষাযুক্ত কাল নামক পদার্থের conception) নাই তিনি কেবল পরমাণুর অবস্থান্তররূপ বিকার দেখিয়া যাইবেন। ভাষাজ্ঞানযুক্ত 'ছিল' ও 'থাকিবে' এই দুই কথার অর্থবোধ বা কালজ্ঞান হইবে না। 'ছিল' ও 'থাকিবে' এবং তাহার সহিত অবিযুক্ত 'আছে'রও জ্ঞান (অর্থাৎ কালজ্ঞান) হইবে না, কেবল বস্তুরই জ্ঞান হইবে।

ন চেতি। ক্ষণানাং কথং নাস্তি বস্তুসমাহাবস্তদ্দর্শযতি। য ইতি। যে ভূত-ভাবিনঃ ক্ষণাস্তে পবিণামান্বিতাঃ—পবিণামৈঃ সহ অন্বিতা বৈকল্পিকপদার্থা ন চ বাস্তব-পদার্থা ইতি ব্যাখ্যেযাঃ—মন্তব্যাঃ। তস্মাদিতি। তস্মাদেক এব ক্ষণো বর্তমানঃ—বর্তমানাখ্যঃ কাল ইত্যর্থঃ। তেনেতি। তেন একেন—বর্তমানক্ষণেন কৃৎস্নো লোকঃ—মহদাদিব্যক্তবস্তু পবিণামম্ অনুভবতি। তৎক্ষণোপারূঢাঃ—বর্তমানৈকক্ষণাধিকরণকাঃ খল্বমী ধর্মাঃ—সর্বস্য সর্বে অতীতানাগতবর্তমানা ধর্মাঃ, অতীতানাগতানাং ধর্মাণামপি সূক্ষ্মরূপেণ বর্তমানত্বাৎ। উপসংহবতি তযোবিতি। ক্ষণতৎক্রমযোঃ—ক্ষণব্যাপিপরিণামস্য সাক্ষাৎকাবঃ তথা চ তৎক্রমসাক্ষাৎকাবঃ। পবিণামস্য কিম্প্রকাবঃ প্রবাহঃ ক্রম-সাক্ষাৎকাবাৎ তদধিগমঃ। বিবেকজং জ্ঞানং বক্ষ্যমাণলক্ষণকম্।

কালজ্ঞানেব অর্থাৎ কাল-নামক বিকল্পজ্ঞানেব তত্ত্ব বিবৃত কবিতেছেন। 'বস্তুসমাহাব'—এই শব্দের দ্বাবা বুঝাইতেছে যে, ঘটাদি বস্তুসকলেব সমাহাবে বা একত্রাবস্থানে ঐ সমস্ত বস্তু যেমন (পাশাপাশি) একত্র বর্তমান বলিযা মনে হয, ক্ষণেব সমাহাবে তাহা হয না, কাবণ, অতীত ও অনাগত ক্ষণসকল অবর্তমান। তজ্জন্য মুহূর্ত, অহোবাত্র ইত্যাদি ক্ষণেব যে সমাহাব তাহা বুদ্ধিনির্মাণ অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ক্ষণসকলেব বাস্তব সমাহাব না থাকিলেও বুদ্ধিব দ্বাবা তাহাদিগকে সমষ্টিভূত কবা হয, সুতবাং মুহূর্ত আদি কালভেদ শব্দজ্ঞানানুপাতী বৈকল্পিক পদার্থ, বাস্তব নহে।

ব্যুত্থিত অর্থাৎ সাধাবণ লৌকিক দৃষ্টিতে সেই কাল বস্তুরূপে ব্যবহৃত এবং মত না বুদ্ধ হয। ক্ষণ বস্তু-পতিত বা বস্তুব অধিকবণ বলিযা মনে হয কিন্তু তাহা নিজে বস্তু নহে অর্থাৎ বস্তু ক্ষণরূপ কালে আছে বলিযা মনে হইলেও ক্ষণ বলিযা কোনও বস্তু নাই। বস্তুরূপে কল্পিত অবস্তুবও অধিকবণ ক্ষণ (যেমন 'শূন্য বা অভাব আছে' অর্থাৎ বর্তমান কালে আছে এইরূপ বলা হয)। ক্রমাবলম্বী অর্থে ক্রমরূপে যাহা আলম্বিত বা গৃহীত হয, যেহেতু ক্রম ক্ষণেবই আনন্তর্য-স্বরূপ অর্থাৎ নিবন্তব বা অবিচ্ছিন্ন ক্ষণজ্ঞানেব ধাবা-স্বরূপ, তজ্জন্য সেই ক্ষণেব নৈবন্তর্যকে কালবিদেবা অর্থাৎ কালসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানযুক্ত যোগীবা, কাল বলেন (তাঁহাবা কালকে বস্তু বলেন না, ক্ষণ-জ্ঞানেব বা সূক্ষ্মতম পবিণাম-জ্ঞানেব ধাবা-স্বরূপ বলেন)।

ক্ষণসকলেব বাস্তব সমাহাব কেন নাই তাহা দেখাইতেছেন। যেসকল ক্ষণ অতীত এবং অনাগত, তাহাবা পবিণামান্বিত অর্থাৎ ধর্মলক্ষণাদি পবিণামেব সহিত অন্বিত বা (ভাবাব দ্বাবা) যোজিত বৈকল্পিক পদার্থ, তাহাবা বাস্তব নহে—এইরূপে ইহা ব্যাখ্যেয বা বোদ্ধব্য। সেই হেতু একটি মাত্র ক্ষণই বর্তমান, অর্থাৎ বর্তমান কাল বলিযা আমবা যাহা মনে কবি তাহা একই ক্ষণ। সেই এক বর্তমান ক্ষণে (কাবণ, সবই বর্তমান এবং তাহা এক ক্ষণেই বর্তমান) সমস্ত লোক বা মহদাদি ব্যক্ত বস্তু পবিণাম অনুভব কবে (পবিণত হয)। সেই ক্ষণে উপারূঢ বা বর্তমান একক্ষণরূপ অধিকবণযুক্তই এই ধর্মসকল অর্থাৎ সর্ব বস্তুব অতীত, অনাগত ও বর্তমান ধর্মসকল সেই এক বর্তমান ক্ষণকে আশ্রয কবিযাই অবস্থিত, কাবণ, অতীত ও অনাগত ধর্মসকলও সূক্ষ্মরূপে বর্তমান। উপসংহাব কবিতেছেন। ক্ষণ-তৎক্রমের সংযম হইতে ক্ষণব্যাপী পবিণামেব এবং তাহাব ক্রমেব সাক্ষাৎকাব হয,

৫৩। তস্যেতি। বিবেকজজ্ঞানস্য বিষয়বিশেষঃ—বিষয়স্য বিশেষ উপন্যস্যতে। জাত্যাদীনাং ভেদকধর্ম্মাণাং যত্র সাম্যং তদ্বিষয়োঽপি বিবেকজজ্ঞানেন বিবিচ্যত ইতি সূত্রার্থঃ। তুল্যয়োরিতি। যত্র গো-জাতীয়া গৌঃ দৃষ্টা অধুনা তত্র বড়বেতি জাত্যা ভেদঃ। লক্ষণৈরন্যতা জাত্যাদিসাম্যেঽপি তদুদাহরণং কালাক্ষীতি। ইদমিতি। ইদং পূর্বং—পূর্বদেশস্থমিত্যর্থঃ। যদেতি। উপাবর্ত্যতে—উপস্থাপ্যত ইত্যর্থঃ। লৌকিকানাং প্রবিভাগানুপপত্তিঃ—অবিবেকঃ। তৎ চ বিবেকজ্ঞানম্ অসন্দিগ্ধেন বিবেকজতত্ত্বজ্ঞানেন ভবিতব্যম্। কথমিতি। পূর্বামলকসহক্ষণো দেশঃ—যস্মিন্ ক্ষণে পূর্বামলকং যদ্দেশে আসীৎ তদ্দেশসহিতো যশ্চ ক্ষণ আসীৎ তৎক্ষণব্যাপিপরিণামযুক্তং তদামলকম্। এবমুত্তরামলকম্। ততস্তে স্বদেশক্ষণানুভবভিন্নে এবং তয়োরন্যত্বমিতি। পারমার্থিকমুদাহরণং পরমাণোরিতি। দ্বয়োঃ পরমাণোরপি পূর্বোক্তরীত্যা ভেদসাক্ষাৎকারো যোগীশ্বরস্য ভবতি।

অর্থাৎ পরিণামের কিরূপ প্রবাহ হইতেছে—ক্রমসাক্ষাৎকারের দ্বারা তাহার অধিগম হয়। বিবেকজ জ্ঞান পরে কথিত লক্ষণযুক্ত।

৫৩। বিবেকজ জ্ঞানের যে বিষয়-বিশেষ বা তদ্‌বিষয়ের যে বিশেষ লক্ষণ তাহা উপস্থাপিত হইতেছে। জাতি আদি ভেদক ধর্মের (যদ্দ্বারা বস্তুদের পার্থক্য হয়) যে স্থলে সাম্য বা একাকারতা সেই সমানাকার বিষয়ও বিবেকজ জ্ঞানের দ্বারা বিবিক্ত বা পৃথক্ করিয়া জানা যায়, ইহাই সূত্রের অর্থ। 'যেস্থলে গো-জাতীয় গো দেখিয়াছি, তথায় অধুনা বড়বা (ঘোটকী) দেখিতেছি'—ইহা জাতির দ্বারা ভেদ। জাতি এক হইলেও লক্ষণের দ্বারা ভেদ করা হয়, উদাহরণ যথা—(একই গো-জাতীয় প্রাণীর মধ্যে) 'ইহা কালাক্ষী গো'। 'ইহা পূর্ব' অর্থাৎ পূর্ব দেশস্থিত (দুই তুল্য আমলকের দেশের দ্বারা অবচ্ছিন্নতা)। উপাবর্তিত হয় বা উপস্থাপিত হয়। লৌকিক (যোগজ প্রজ্ঞাহীন) ব্যক্তিদের ঐরূপ প্রবিভাগের জ্ঞান হয় না অর্থাৎ তাহাদের নিকট অপৃথক্ বলিয়া মনে হয়। একাকার প্রতীয়মান বিভিন্ন বস্তুর সেই পৃথক্ জ্ঞান অসন্দিগ্ধ বা সম্যক্ বিশুদ্ধ বিবেকজ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে। পূর্ব আমলকের সহক্ষণদেশ অর্থাৎ যে ক্ষণে পূর্বের আমলক যে দেশে ছিল, সেই দেশের সহিত যে ক্ষণ বিজড়িত অর্থাৎ সেই দেশাবস্থানজ্ঞানের সহিত যে কালের বা ক্ষণের জ্ঞান হইয়াছিল, সেই আমলক সেই ক্ষণব্যাপী পরিণামযুক্ত। উত্তর বা পরের আমলকও ঐরূপ অর্থাৎ তাহাও যে ক্ষণে যে দেশে ছিল, সেই ক্ষণব্যাপী পরিণামযুক্ত। তাহা হইতে তাহারা নিজ নিজ দেশ এবং ক্ষণ-সম্পৃক্ত পরিণামের অনুভবের দ্বারা বিভিন্ন, এইরূপে তাহাদের পার্থক্য আছে। পারমার্থিক উদাহরণ যথা—ঐরূপ একাকার দুই পরমাণুরও পূর্বোক্ত প্রথাতে ভেদজ্ঞান, যোগীশ্বরের অর্থাৎ সিদ্ধযোগীর হইয়া থাকে।

এমন কোন কোনও অন্ত্য বা চরম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম বিশেষ বা ভেদক গুণ আছে যাহা দুই বস্তুর ভেদজ্ঞান জন্মায়—ইহা যাঁহাদের (বৈশেষিক) মত, তন্মতেও দেশ ও লক্ষণ-ভেদ এবং মূর্তি, ব্যবধি ও জাতি-ভেদই তাহাদের অন্যতার কারণ। মূর্তি—প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব গুণ (যেমন,

অপর ইতি। সন্তি কেচিদন্ত্যাঃ—অগোচরাঃ সূক্ষ্মা ইত্যর্থঃ বিশেষাঃ—ভেদকগুণা যে ভেদজ্ঞানং জনয়ন্তীতি যেষাং মতং তত্রাপি দেশলক্ষণভেদস্তথা চ মূর্তিব্যবধিজাতি-ভেদঃ অন্যত্বহেতুঃ। মূর্তিঃ—বস্তূনাং প্রাতিস্বিকা গুণাঃ, ব্যবধিঃ—অবচ্ছিন্নদেশকাল-ব্যাপকতা, জাতিঃ—বহুব্যক্তীনাং সাধারণধর্মবাচী বাচকঃ। যতো জাত্যাদিভেদো লোকবুদ্ধিগম্যঃ অত উক্তং ক্ষণভেদস্তু যোগিবুদ্ধিগম্য এবেতি। বিকারেষু এব ভেদো ন তু সর্বমূলে প্রধানে। তত্রাচার্যো বার্ষগণ্যো বক্তি মূর্তিব্যবধিজাতিভেদানাম্ অভাবাদ্ নাস্তি বস্তূনাং মূলাবস্থায়াং প্রধান ইত্যর্থঃ পৃথক্ত্বম্।

৫৪। তারকমিতি। প্রতিভা—উহঃ স্ববুদ্ধ্যুৎকর্ষাদ্ উহিত্বা সিদ্ধমিত্যর্থঃ, তত অনৌপদেশিকম্। পর্যায়ৈঃ—অবান্তরভেদৈঃ। একক্ষণোপারূঢং—যুগপৎ সর্বং সর্বথা গৃহ্লাতি। সর্বমেব বর্তমানং নাস্ত্যস্য কিঞ্চিদতীতমনাগতং বেতি। তারকাখ্যমেতদ্ বিবেকজং জ্ঞানং পরিপূর্ণং—নাতঃপরং জ্ঞানোৎকর্ষঃ সাধ্য ইত্যর্থঃ। অস্য অংশো যোগ-প্রদীপঃ—জ্ঞানদীপ্তিমান্ সম্প্রজ্ঞাতঃ। মধুমতীং ভূমিম্—ঋতম্ভরাং প্রজ্ঞাম্ উপাদায় ততঃ প্রভৃতি যাবদস্য পরিসমাপ্তিঃ প্রান্তভূমিবিবেকরূপা তাবদ্ যোগপ্রদীপ ইত্যর্থঃ।

ঘটের ঘটত্ব ইত্যাদি), ব্যবধি—প্রত্যেক বস্তুর যে অবচ্ছিন্ন বা নির্দিষ্ট দেশকালব্যাপকতা (দেশ-ব্যাপকতা বা আকার যেমন, দীর্ঘ বর্তুল ইত্যাদি আকার, কালব্যাপকতা যেমন, পঞ্চম বর্ষীয় ইত্যাদি)। জাতি—বহু ব্যক্তির বা ব্যক্তভাবের যে সাধারণ ধর্মবাচক নাম, যেমন মনুষ্য, পাষাণ ইত্যাদি। জাত্যাদি ভেদ সাধারণ লোকবুদ্ধিগম্য বলিয়া (সূক্ষ্মতম) ক্ষণভেদ কেবল যোগিবুদ্ধিগম্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

মহদাদি-বিকারেই এইরূপ ভেদ আছে, সর্ব বস্তুর মূল যে প্রধান, তাহাতে কোনও ভেদ নাই (কারণ, ব্যক্ততার দ্বারাই ইতরব্যবচ্ছিন্ন ভেদজ্ঞান হয়, অব্যক্তে তাহা কল্পনীয় নহে)। এ বিষয়ে বার্ষগণ্য আচার্য বলেন যে (মূলে) মূর্তি, ব্যবধি এবং জাতিভেদরূপ ভিন্নতা নাই বলিয়া ব্যক্ত বস্তুর মূল অবস্থা যে প্রকৃতি, তাহাতে ঐরূপ কোনও পৃথক্ত্ব নাই (তাহা অব্যক্ততারূপ চরম অবিশেষ)।

৫৪। প্রতিভা অর্থে উহ অর্থাৎ স্ববুদ্ধির উৎকর্ষের ফলে তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া যে জ্ঞান সিদ্ধ হয়, অতএব যাহা কাহারও উপদেশ হইতে লব্ধ নহে। পর্যায়ের সহিত অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের অন্তর্গত সমস্ত বিশেষের সহিত জ্ঞান হয়। একক্ষণে উপারূঢ—বুদ্ধিতে যুগপৎ সমুত্থিত, সর্ব বস্তুকে সর্বথা বা ত্রৈকালিক সবিশেষে জানিতে পারা যায়। তাঁহার নিকট অর্থাৎ সেই তারক-জ্ঞানের পক্ষে, সবই বর্তমান, অতীত বা অনাগত কিছু থাকে না (কারণ, অভীষ্ট বিষয়ের জ্ঞান স্তোকে স্তোকে না হইয়া যুগপতের মত হয়)। তারক নামক এই বিবেকজ জ্ঞান পরিপূর্ণ যেহেতু তাহার পর আর জ্ঞানের অধিকতর উৎকর্ষ সাধনীয় কিছু নাই। ইহার অংশ যোগপ্রদীপ বা জ্ঞানদীপ্তিযুক্ত সম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ যোগপ্রদীপের উৎকর্ষই তারক-জ্ঞান। মধুমতীভূমি বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাকে প্রথমে গ্রহণ করতঃ তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া যতদিন পর্যন্ত প্রান্তভূমি-বিবেকরূপে প্রজ্ঞার পরিসমাপ্তি-না হয় তাবৎ তাহাকে যোগপ্রদীপ বলে।

৫৫। সত্ত্বেতি। বুদ্ধিসত্ত্বস্য শুদ্ধৌ পুরুষসাম্যে চ, তথা পুরুষস্য উপচরিতভোগাভাবরূপশুদ্ধৌ স্বসাম্যে চ কৈবল্যমিতি সূত্রার্থঃ, যদেতি ব্যাচষ্টে। বিবেকেনাধিকৃতং দগ্ধক্লেশবীজং বুদ্ধিসত্ত্বং পুরুষস্য সরূপং,·পুরুষবচ্চ শুদ্ধং গুণমলরহিতমিব ভবতীতি সত্ত্বস্য শুদ্ধিসাম্যম্। তদা পুরুষস্য শুদ্ধস্য গৌণী শুদ্ধিঃ, উপচারহীনতা বৃত্তিসারূপ্যাঽপ্রতীতিস্তথা স্বেন সহ চ সাম্যম্। এতস্যামবস্থায়াং কৈবল্যং ভবতি ঈশ্বরস্য—লব্ধযোগৈশ্বর্যস্য বা অনীশ্বরস্য বা। সম্যগ্বিরক্তানাং জ্ঞানযোগিনাম্ ঐশ্বর্যাঽলিপ্সূনাং বিভূত্যপ্রকাশেঽপি কৈবল্যং ভবতীত্যর্থঃ। ন হীতি। দগ্ধক্লেশবীজস্য জ্ঞানে—জ্ঞানস্য পরিপূর্ণতায়াং ন কাচিদ্ অপেক্ষা স্যাৎ।

সত্ত্বেতি। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ—সত্ত্বশুদ্ধিলক্ষণকম্ অন্যদ্ যৎ ফলং জ্ঞানৈশ্বর্যরূপং তদেব উপক্রান্তম্—উক্তমিত্যর্থঃ। পরমার্থতস্তু—মোক্ষদৃশা তু বিবেকজ্ঞানাদ্ অবিবেকরূপা অবিদ্যা নিবর্ততে, তন্নিবৃত্তৌ ন সন্তি পুনঃ ক্লেশাঃ—ক্লেশসন্ততিঃ ছিন্না ভবতীত্যর্থঃ। তদিতি। তৎ পুরুষস্য কৈবল্যং—কেবলীভাবঃ, দৃশ্যানাং বিলয়াদ্ দ্রষ্টুঃ কেবলাবস্থানম্। তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ—স্বপ্রকাশঃ অমলঃ কেবলীতি বক্তব্যঃ, তথাভূতোঽপি তদা তথৈব বাচ্যো ভবতি বৃত্তিসারূপ্যপ্রতীতেরভাবাদিতি।

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য-শ্রীহরিহরানন্দারণ্য-কৃতায়াং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জলসাংখ্যপ্রবচনভাষ্যস্য টীকায়াং ভাস্বত্যাং তৃতীয়ঃ পাদঃ।

৫৫। বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি হইলে ও পুরুষের সহিত তাহার সাম্য হইলে, এবং পুরুষের পক্ষে—তাঁহাতে উপচরিত যে ভোগ, তাহার অভাবরূপ শুদ্ধি ও তাঁহার নিজের সহিত সাম্য বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্যের অভাব হইলে কৈবল্য হয়, ইহাই সূত্রের অর্থ। ব্যাখ্যা করিতেছেন। বিবেকের দ্বারা পূর্ণ, অতএব দগ্ধ-ক্লেশবীজ বুদ্ধিসত্ত্ব পুরুষের সরূপ বা সদৃশ হয়, কারণ, তখন পুরুষখ্যাতির দ্বারা বুদ্ধি সমাপন্ন থাকায় তাহা পুরুষের ন্যায় শুদ্ধ বা গুণমলরহিতের ন্যায় হয় (যদিও বস্তুতঃ গুণাতীত নহে)। ইহাই বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি এবং পুরুষের সহিত সাম্য। তখন সদা বিশুদ্ধ পুরুষের যে শুদ্ধি বলা হয়, তাহা গৌণ বা আরোপিত শুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহাতে ভোগের উপচারহীনতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সারূপ্যের অপ্রতীতি হয় এবং তাহাই তাঁহার নিজের সহিত সাম্য। এই অবস্থায় ঈশ্বরের অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য যাঁহার লাভ হইয়াছে তাঁহার, অথবা যিনি অনীশ্বর বা যাঁহার বিভূতিলাভ হয় নাই, এই উভয়েরই কৈবল্য হয়। সম্যক্ বিরাগযুক্ত এবং ঐশ্বর্যে বা যোগজ বিভূতিতে লিপ্সাহীন জ্ঞানযোগীদের বিভূতি অপ্রকাশিত হইলেও এই অবস্থায় কৈবল্য হয়। দগ্ধ-ক্লেশবীজ যোগীর জ্ঞানের জন্য অর্থাৎ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা-প্রাপ্তির জন্য, অন্য কিছুর অপেক্ষা থাকে না।

সূত্রে সত্ত্বশুদ্ধি বলাতে সত্ত্বশুদ্ধি-লক্ষণযুক্ত অন্যান্য যে জ্ঞানৈশ্বর্যরূপ ফল বা জ্ঞানরূপা সিদ্ধিসকল হয়, তাহাও উপক্রান্ত হইয়াছে বা উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পরমার্থতঃ অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে বিবেকজ্ঞানের দ্বারা অবিবেকরূপ অবিদ্যা বা বিপর্যস্ত জ্ঞান নিরসিত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইলে পুনরায় আর ক্লেশ থাকে না অর্থাৎ ক্লেশের সন্তান বা বিবৃদ্ধিরূপ প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। তাহাই পুরুষের কৈবল্য

বা কেবলীভাব অর্থাৎ দৃশ্যের প্রলয় হওয়ায় উপদর্শনহীন দ্রষ্টার কেবল বা একক অবস্থান। তখন পুরুষ স্বরূপমাত্র-জ্যোতি বা স্বপ্রকাশ, অমল বা ত্রিগুণরূপ মলহীন ও কেবল হন—এইরূপ বক্তব্য হয়। তিনি সদা তদ্রূপ হইলেও তখনই ঐরূপ বক্তব্য হয় অর্থাৎ তখনই ব্যবহারদৃষ্টিতে ঐ লক্ষণ তাঁহাতে প্রয়োগ করা যায়, যেহেতু চিত্তবৃত্তির সহিত যে সারূপ্যপ্রতীতি (যাহার ফলে পুরুষকে অ-কেবল মনে হইত) তাহার তখন অভাব ঘটে।

শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্যের দ্বারা অনূদিত

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

চতুর্থঃ পাদঃ

১। পাদেঽস্মিন্ যোগস্য মুখ্যং ফলং কৈবল্যং ব্যুৎপাদিতম্। কৈবল্যরূপাং সিদ্ধিং ব্যাচিখ্যাসুরাদৌ সিদ্ধিভেদং দর্শয়তি। কায়চিত্তেন্দ্রিয়াণাম্ অভীষ্ট উৎকর্ষঃ সিদ্ধিঃ। সা চ সিদ্ধিঃ জন্মজাদিঃ পঞ্চবিধা। দেহান্তরিতা—কর্মবিশেষাদ্ অন্যস্মিন্ জন্মনি প্রাদুর্ভূতা দেহবৈশিষ্ট্যজাতা জন্মনা সিদ্ধিঃ। যথা কেষাঞ্চিদ্ বিনাপি দৃষ্টসাধনং শরীরপ্রকৃতিবিশেষাৎ পরচিত্তজ্ঞতাদিঃ দূরাচ্ছ্রবণদর্শনাদির্বা প্রাদুর্ভবতি। তথা ঔষধাদিভিঃ মন্ত্রৈস্তপসা চ কেষাঞ্চিৎ সিদ্ধিঃ। সংযমজাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাস্তাশ্চ সিদ্ধিষু অবন্ধ্যবীর্যাঃ।

২। তত্রেতি। তত্র সিদ্ধৌ, কায়েন্দ্রিয়াণাম্ অন্যজাতীয়ঃ পরিণামো দৃশ্যতে। স চ জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাদেব ভবতি। প্রকৃতিঃ—কায়েন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকজাত্যবচ্ছিন্নং যদ্ বৈশিষ্ট্যং তস্য মূলীভূতা শক্তির্যয়া তত্তৎকায়েন্দ্রিয়াণামভিব্যক্তিঃ। তাশ্চ দ্বিধা

১। এই পাদে যোগের মুখ্যফল যে কৈবল্য, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। কৈবল্যরূপ সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে সিদ্ধির নানা প্রকার ভেদ দেখাইতেছেন। কায়, চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়সকলের যে অভীষ্ট উৎকর্ষ, তাহাই সিদ্ধি (চেষ্টাপূর্বক যে উৎকর্ষ সাধিত করা যায় তাহাই সিদ্ধি, পক্ষীদের স্বাভাবিক আকাশগমনাদি সিদ্ধি নহে)। সেই সিদ্ধিজন্মজাদিভেদে পঞ্চবিধ। দেহান্তরিত—কর্মবিশেষের দ্বারা অন্য ভবিষ্যৎ জন্মে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ফলে যাহা প্রাদুর্ভূত হয় তাহাই জন্মহেতু সিদ্ধি, যেমন, কাহারও ইহজন্মীয় সাধনব্যতীত শরীরের প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য হইতে পরচিত্তজ্ঞতাদি অথবা দূর হইতে শ্রবণ-দর্শনাদিরূপ সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয় (কর্মবিশেষে দেবপিশাচাদি বাসনার অভিব্যক্তি হওয়াতে তদনুরূপ সিদ্ধি হইতে পারে)। তদ্বৎ ঔষধাদির দ্বারা, মন্ত্র জপের দ্বারা এবং তপস্যার দ্বারা (যাহা তত্ত্বজ্ঞানহীন, কেবল সিদ্ধিলাভের জন্য অনুষ্ঠিত) কাহারও (করণ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়া) সিদ্ধি, হয়। সংযম হইতে যেসকল সিদ্ধি হয় তাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সিদ্ধির মধ্যে তাহারা নিজের সম্যক্ আয়ত্ত এবং অবন্ধ্যবীর্য বা অবাধশক্তিযুক্ত।

২। তাহাতে অর্থাৎ সিদ্ধিতে কায়েন্দ্রিয়ের অন্যজাতীয় পরিণাম হয় ইহা দেখা যায়। সেই ভিন্নজাতিরূপ পরিণাম প্রকৃতির আপূরণ হইতেই হয়। প্রকৃতি অর্থে কায়েন্দ্রিয়ের যে প্রত্যেক জাত্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির যে প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্য তাহার মূলীভূত শক্তি, যাহার দ্বারা সেই সেই জাতীয় (বিশিষ্ট) কায়েন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি হয়। সেই প্রকৃতিসকল দুই প্রকার—কর্মাশয়ের দ্বারা ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য পূর্বানুভূত বাসনারূপ প্রকৃতি এবং অননুভূতপূর্ব বা অব্যপদেশ্য (যাহার বৈশিষ্ট্য পূর্বে ব্যক্ত হয় নাই)। তন্মধ্যে দৈব, নারক, মানব ইত্যাদি বিপাকের অনুভব হইতে জাত বাসনারূপ প্রকৃতিসকল পূর্বে অনুভূত। যাহা ধ্যানজ সিদ্ধপ্রকৃতি তাহা অননুভূতপূর্ব, তাহা অনুভূয়মান বিক্ষেপের

প্রকৃতয়ঃ কর্মাশয়ব্যঙ্গ্যা অনুভূতপূর্বা বাসনারূপাঃ, তথানুভূতপূর্বা অব্যপদেশ্যাশ্চ। দৈবাদিবিপাকানুভবজাতা বাসনারূপা প্রকৃতিরনুভূতপূর্বা। ধ্যানজসিদ্ধপ্রকৃতিস্তু অননু-ভূতপূর্বা, অনুভূয়মানস্য বিক্ষেপস্য প্রহাণরূপাদ্ নিমিত্তাৎ সা অভিব্যক্তা ভবতি। আপূরঃ—অনুপ্রবেশঃ।

অপূর্বেতি।. অপূর্বাবয়বানুপ্রবেশাৎ—যথা মানুষপ্রকৃতিকে চক্ষুষি দৈবপ্রকৃতিক-চক্ষুঃসংস্কাররূপস্য অপূর্বাবয়বস্য অনুপ্রবেশাদ্ মানবচক্ষুঃ দৈবং ব্যবহিতদর্শনপ্রকৃতিকং ভবতি। এবং কায়েন্দ্রিয়প্রকৃতয়ঃ স্বং স্বং বিকারং—স্বাধিষ্ঠানং কায়ং করণঞ্চ আপূরেণ অনুগৃহ্নন্তি—অনুগৃহ্য অভিব্যঞ্জয়ন্তি। ধর্মাদিনিমিত্তমপেক্ষ্য এব বক্ষ্যমাণরীত্যা তৎ কুর্বন্তি।

৩। ন হীতি। ধর্মাদিনিমিত্তং ন প্রকৃতিং কার্যান্তরজননায় প্রয়োজয়তি বিকারস্থ-ত্বাৎ। স্বোপযোগিনিমিত্তাৎ স্বানুপ্রবেশস্য অনিমিত্তভূতা গুণাস্তিরোভবন্তি ততঃ প্রকৃতিঃ স্বয়মেব অনুপ্রবিশতি। যথা ব্যবহিতদর্শনং দিব্যচক্ষুঃপ্রকৃতির্ধর্মঃ তৎপ্রকৃতির্ন মানুষচক্ষুঃ-

প্রহাণ বা নাশরূপ নিমিত্ত হইতে অভিব্যক্ত হয় (তজ্জন্য ইহাতে কোনও বাসনারূপ প্রকৃতির উপাদানের আবশ্যকতা নাই, কেবল বিক্ষেপের বা বাধার প্রহাণ হইতে তাহা ব্যক্ত হয়)। আপূরণ অর্থে অনুপ্রবেশ।

অপূর্ব অবয়বের অনুপ্রবেশ হইতে অর্থাৎ যেমন মানবপ্রকৃতিক চক্ষুতে দৈবপ্রকৃতিক চক্ষুর সংস্কাররূপ অপূর্বাবয়বের (যাহা বর্তমান কায়েন্দ্রিয়ের মত নহে, কিন্তু পরের অভিব্যজ্যমান শরীরানু-রূপ) অনুপ্রবেশ হইতে মানবপ্রকৃতিক চক্ষু, ব্যবহিত (ব্যবধানের অন্তরালস্থ) বস্তুর দর্শনশক্তিযুক্ত দৈব চক্ষুতে পরিণত হয়। এইরূপে কায়েন্দ্রিয়ের প্রকৃতিসকল নিজের নিজের বিকারকে অর্থাৎ স্ব স্ব অধিষ্ঠানভূত শরীর এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানকে, আপূরণপূর্বক অনুগৃহীত করে অর্থাৎ তদন্তর্গত হইয়া অনুগ্রহণপূর্বক (উপাদান করিয়া) তাহাদিগকে ব্যক্ত করায়। ধর্মাদি নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়াই বক্ষ্যমাণ উপায়ে প্রকৃতিসকল অনুপ্রবেশ করে (কারণব্যতিরেকে নহে)।

৩। ধর্মাদি নিমিত্তসকল অন্য কার্য (যেমন অন্য জাতি) উৎপাদনার্থ সেই জাতির প্রকৃতিকে প্রযোজিত করে না, কেন না, তাহারা বিকারে অবস্থিত অর্থাৎ ধর্মাদি কার্যরূপ বিকারে অবস্থিত বলিয়া তাহারা তাহাদের প্রকৃতিকে প্রযোজিত করিতে পারে না, যেহেতু, কার্য কখনও কারণকে প্রযোজিত করিতে পারে না। নিজের ব্যক্ত হইবার উপযোগী নিমিত্তের দ্বারা অভিব্যজ্যমান প্রকৃতির অনুপ্রবেশের পক্ষে যাহা অনিমিত্তভূত বা বাধক, সেই ভিন্ন জাতীয় গুণসকল যখন তিরোহিত হয়, তখন প্রকৃতি স্বয়ং অনুপ্রবেশ করে। যেমন ব্যবহিত বস্তুকে দর্শন করার শক্তি দিব্য চক্ষুঃপ্রকৃতির ধর্ম, সেই প্রকৃতি মানব নেত্ররূপ কার্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। মানব (এবং দৈবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ অন্যান্য) চক্ষুর কার্য নিরুদ্ধ হইলে তাহা স্বয়ং চক্ষুঃশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দিব্যদৃষ্টিযুক্ত চক্ষু নিষ্পাদিত করে। এস্থলে দৃষ্টান্ত যথা—তাহা হইতে বরণভেদ বা আবরণভেদ হয়, ক্ষেত্রিকের ন্যায়। তাহা হইতে অর্থাৎ নিমিত্ত হইতে বরণভেদ হয় যা প্রকৃতির অনুপ্রবেশের যাহা অন্তরায়, তাহার

কার্যাদ্ উৎপাদনীয়া। মানুষচক্ষুঃকার্যনিবোধে সা স্বয়মেব চক্ষুঃশক্তিমনুপ্রবিশ্য দিব্য-দৃষ্টিমচ্চক্ষুরাবির্ভাবয়তি। দৃষ্টান্তোঽত্র 'বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'—ততঃ—নিমিত্তাদ্ বরণভেদঃ—অনুপ্রবেশস্য অন্তরায়াপনোদনং, ক্ষেত্রিকাণাম্ আলিভেদবৎ। যথেতি। অপাম্ পূরণাৎ—জলপূরণাৎ। পিপ্লাবয়িষুঃ—প্লাবনেচ্ছুঃ। তথেতি। ধর্মঃ—স্বপ্রবর্তনস্য নিমিত্তভূতো ধর্মঃ। স্পষ্টমন্যৎ।

৪। যদেতি। অস্মিতামাত্রাদ্—অপ্রলীনস্য দগ্ধক্লেশবীজস্য চেতসো বিক্ষেপ-সংস্কারপ্রত্যয়ক্ষয়ে চিত্তকার্যং সূক্ষ্মভূতং ভবতি অতশ্চ অস্মিতামাত্রস্য প্রখ্যাতত্বাদ্ অস্মিতা-মাত্রেণাবস্থানং ভবতি, তদস্মিতামাত্রাৎ—অবিবেকরূপচিত্তকার্যহীনায়া এবাস্মিতায়া ইত্যর্থঃ। তদা সংস্কারবশান্ ন চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াদিপ্রবর্তনরূপং স্বারসিকমুত্থানম্। যোগী তু পরানুগ্রহার্থায় তদস্মিতামাত্রং দগ্ধবীজকল্পম্ উপাদায় স্বেচ্ছয়া একমনেকং বা চিত্তং কায়ঞ্চ নির্মিমীতে। সুগমং ভাষ্যম্। স্বেচ্ছয়াস্য উত্থানং নিরোধশ্চ ততো ন নির্মাণচিত্তং বন্ধহেতুঃ।

৫। বহূনামিতি। বহুচিত্তানাং প্রবৃত্তিভেদেঽপি সর্বেষাং যথাপ্রবৃত্তি-প্রয়োজকম্ একং প্রধানচিত্তং নির্মিমীতে, তচ্চিত্তং যুগপদিব তদঙ্গভূতেষু অপ্রধানচিত্তেষু সঞ্চরৎ তানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্তযতি। যথা মনো জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়প্রাণেষু যুগপদিব সঞ্চরৎ তান্ প্রয়োজযতি তদ্বৎ।

অপনোদন হয, যেমন ক্ষেত্রিবের দ্বাবা আলিভেদ। অপাম্পূবণাৎ—জলেব দ্বাবা পূর্ণ কবিবাব জন্য। পিপ্লাবযিষু—জলেব দ্বাবা নিম্নক্ষেত্র প্লাবিত কবিতে ইচ্ছুক। ধর্ম—নিজেকে প্রবর্তিত কবিবাব কাবণরূপ ধর্ম।

(ক্ষেত্রিক বা চাষী যেমন উচ্চভূমিব আলিভেদ কবিযা জলেব প্রবাহেব বাধামাত্র দূব কবিয়া দেয তাহাতেই জল স্বয়ং নিম্নভূমিতে আসে, তদ্রূপ দৈবাদি-প্রকৃতিক কবণাদিব যাহা বাধা, তাহা উপযুক্ত কর্মেব দ্বাবা নিবাকৃত হইলেই দৈবাদি-বাসনারূপ প্রকৃতি স্বযং স্বতিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া সেই সেই শক্তিব অধিষ্ঠানরূপ কবণাদি নিষ্পাদিত কবিবে)।

৪। অস্মিতামাত্র হইতে অর্থাৎ অপ্রলীন কিন্তু দগ্ধক্লেশবীজরূপ চিত্তেব বিক্ষেপ-সংস্কাব ও প্রত্যয ক্ষীণ হইলে চিত্তকার্য অত্যল্প বা অলক্ষ্যবৎ হইযা যায, তাহাতে অস্মিতামাত্রেব প্রখ্যাতভাব হওয়াতে অস্মিতামাত্রেই অবস্থান হয। সেই অস্মিতামাত্র হইতে, বা অবিবেকরূপ ও অবিবেকমূল চিত্তকার্যহীন বিবেকোপাদানভূত শুদ্ধ অস্মিতাকে উপাদান কবিযা যোগী চিত্ত নির্মাণ কবেন। তখন সংস্কাববশতঃ চিত্তেব ইন্দ্রিযাদি-চালনরূপ স্বাবসিক বা স্বতঃ উত্থান আব হয না। যোগী পবকে অনুগ্রহ কবিবাব জন্য সেই দগ্ধবীজবৎ অস্মিতামাত্রকে উপাদানরূপে গ্রহণ কবিযা স্বেচ্ছায (সংস্কাবেব বশীভূত না হইযা) এক বা অনেক চিত্ত এবং শবীব নির্মাণ কবেন। এই নির্মাণচিত্তেব উত্থান এবং নিবোধ স্বেচ্ছায হয, তজ্জন্য নির্মাণচিত্ত বন্ধেব হেতু নহে।

৫। বহু নির্মাণচিত্তেব প্রবৃত্তি বিভিন্ন হইলেও প্রবৃত্তি অনুযাযী তাহাদেব প্রযোজক এক প্রধান চিত্ত যোগী নির্মাণ কবেন। সেই চিত্ত যুগপতেব ন্যায় তাহাব অঙ্গভূত অপ্রধান চিত্তসকলে

৬। পঞ্চেতি। নির্মাণচিত্তমত্র সিদ্ধচিত্তম্। ধ্যানজং—সমাধিজং সিদ্ধচিত্তম্, অনাশয়ং—তস্য নাস্তি আশয়ঃ, তস্মাৎ তৎপ্রকৃতিঃ যস্যা অনুপ্রবেশাৎ সমাধিসিদ্ধেরভিব্যক্তিঃ ন সাঽনুভূতপূর্বা বাসনারূপা। কৈবল্যভাগীয়-সমাধেরননুভূতপূর্বত্বাদ্ ন তন্নির্বর্তনকরী প্রকৃতিঃ সংস্কাররূপা। অব্যপদেশ্যপ্রকৃতেরনুপ্রবেশাদেব সমাধিসিদ্ধিঃ যমাদিভির্নিবৃত্তেষু তৎপ্রত্যনীকধর্মেষু।

৭। চতুষ্পাদিতি। চতুষ্পদা খলু ইয়ং কর্মণাং জাতিঃ। শুক্লকৃষ্ণা জাতিঃ বহিঃসাধনসাধ্যা সা হি পুণ্যাপুণ্যমিশ্রা, বাহ্যকর্মণি পরপীড়ায়া অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। সংন্যাসিনাং—ত্যক্তকামানাং, ক্ষীণক্লেশানাং—বিবেকবতাং, চরমদেহানাং—জীবন্মুক্তানাম্। বিবেকমনস্কারপূর্বং তেষাং কর্মাচরণং ততো বিবেকমূল এব সংস্কারপ্রচয়ো নাবিদ্যামূল ইতি। তত্রেতি। তত্র—কর্মজাতিষু যোগিনঃ কর্ম অশুক্লাকৃষ্ণম্—অশুক্লং কর্ম ফলসংন্যাসাৎ—বাহ্যসুখকরফলাকাঙ্ক্ষাহীনত্বাৎ তথা চ অকৃষ্ণম্ অনুপাদানাৎ—পাপস্য অকরণাদিত্যর্থঃ যমনিয়মশীলতা এব কৃষ্ণকর্মবিবর্তিঃ। ইতরেষাম্ অন্যৎ ত্রিবিধং কর্ম।

৮। তত ইতি। জাত্যায়ুর্ভোগানাং কর্মবিপাকানাং সংস্কারা বাসনাঃ। যথা গোশরীরগতানাং সর্বেষাং বিশেষাণামনুভূতিজাতাঃ সংস্কারা অসংখ্যগোজাত্যনুভবনির্বর্তিতা

সঞ্চরণ করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্তিত করে। মন যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণে যুগপতের ন্যায় সঞ্চরণ করতঃ তাহাদিগকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োজিত করে, তদ্বৎ।

৬। এখানে, নির্মাণচিত্ত অর্থে সিদ্ধ-চিত্ত। ধ্যানজ অর্থে সমাধি হইতে নিষ্পন্ন সিদ্ধ-চিত্ত, তাহা অনাশয় অর্থাৎ তাহার আশয় বা বাসনারূপ সংস্কার হয় না (অতএব তাহা বাসনা হইতে জাতও নহে)। তজ্জন্য তাহার যাহা প্রকৃতি, যাহার অনুপ্রবেশ হইতে সমাধিজ সিদ্ধ-চিত্তের অভিব্যক্তি হয়, তাহা পূর্বানুভূত কোনও বাসনারূপ নহে। সমাধিসিদ্ধের পুনর্জন্ম হয় না সুতরাং কৈবল্যভাগীয় যে সমাধি তাহা পূর্বে কখনও অনুভূত হয় নাই, তজ্জন্য তাহার নির্বর্তনকারী যে প্রকৃতি তাহা পূর্বানুভূত বাসনারূপ কোনও সংস্কার নহে। অব্যপদেশ্য বা কারণে লীনভাবে অলক্ষ্যরূপে স্থিত প্রকৃতির অনুপ্রবেশ হইতেই সমাধিসিদ্ধি হয়, যমনিয়মাদি সাধনের দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ ধর্মের নিবৃত্তি হইলেই তাহা হয় (উহা যে নিমিত্তব্যতীত হয়, তাহা নহে)।

৭। এই কর্মের জাতিবিভাগ চারি প্রকার। তন্মধ্যে শুক্লকৃষ্ণজাতীয় কর্ম বহিঃসাধনের বা বাহ্যকর্মের দ্বারা সাধিত হয় বলিয়া তাহা পুণ্য এবং অপুণ্য-মিশ্রিত, কারণ, বাহ্যকর্মে পরপীড়ন অবশ্যম্ভাবী। সন্ন্যাসীদের—কামনাত্যাগীদের। ক্ষীণক্লেশ বা দগ্ধক্লেশবীজ বিবেকীদের। চরমদেহীদের—জীবন্মুক্তদের (এই দেহধারণই যাঁহাদের চরম বা শেষ), তাঁহারা বিবেকমনস্ক হইয়া বা সদা বিবেকযুক্তচিত্ত হইয়া কর্ম করেন বলিয়া তাঁহাদের বিবেকমূলক সংস্কারই সঞ্চিত হইতে থাকে, অবিদ্যামূলক সংস্কার সঞ্চিত হয় না। উক্ত চতুর্বিধ কর্মজাতির মধ্যে যোগীদের কর্ম অশুক্লাকৃষ্ণ। কর্মফলত্যাগহেতু বা (বাহ্যসুখকর) ফললাভের কামনাহীন বলিয়া, তাঁহাদের কর্ম অশুক্ল এবং অনুপাদানহেতু অর্থাৎ পাপকর্মের অনুপাদান বা অকরণ হেতু তাহা অকৃষ্ণ। যমনিয়ম-পালনশীলতাই কৃষ্ণকর্মত্যাগ। অন্য সকলের কর্ম শুক্লাদি ত্রিবিধ।

গোজাতিবাসনা। এবং সুখদুঃখবাসনা আয়ুর্বাসনা চেতি। বাসনয়া স্বানুরূপা স্মৃতিঃ। বাসনাভিব্যক্তিস্তু স্বানুগুণেন—স্বানুরূপেণ কর্মাশয়েন ভবতি। বাসনাং গৃহীত্বা কর্মাশয়ো বিপাকাবন্তী ভবতীতি। নিগদব্যাখ্যাতং ভাষ্যম্। কর্মবিপাকম্ অনুশেরতে—কর্মবিপাকস্য অনুশয়িন্যঃ, কর্মবিপাকমপেক্ষমাণা বাসনাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। চর্চঃ—বিচারঃ।

৯। জাতীতি। ন হি দূরদেশে বহুপূর্বকালেঽনুভূতস্য বিষয়স্য স্মৃতিস্তাবতা কালেন উত্তিষ্ঠতি কিন্তু নিমিত্তযোগে তৎক্ষণমেব আবির্ভবতি দেশকালজাতিব্যবধানেঽপীতি সূত্রার্থঃ। বৃষদংশেতি। বৃষদংশবিপাকোদয়ঃ—মার্জারজাতিরূপস্য বিপাকস্য উদয়ঃ, স্বব্যঞ্জকেন কর্মাশয়েন অভিব্যক্তো ভবতি। সঃ—বিপাকঃ। পূর্বমার্জারদেহরূপ-বিপাকানুভবাজ্‌ জাতাস্তৎসংস্কাররূপা যা বাসনাস্তা উপাদায় দ্রাগ্‌ ব্যজ্যতে মার্জার-জাতিবিপাককৃদ্‌ মার্জারকর্মাশয়ঃ, ব্যবধানান্ন তস্য চিরেণাভিব্যক্তিঃ, বাসনাভিব্যক্তেঃ স্মৃতিরূপত্বাৎ। কর্মাশয়বৃত্তিলাভবশাৎ—কর্মাশয়স্য বিপাকরূপো বৃত্তিলাভঃ তদ্বশাৎ তন্নিমিত্তেনেত্যর্থঃ। নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবানুচ্ছেদাৎ—কর্মাশয়ো নিমিত্তং, বাসনাস্মৃতি-র্নৈমিত্তিকং যদ্বা বাসনা নিমিত্তং তৎস্মৃতির্নৈমিত্তিকং, তদ্ভাবস্য অনুচ্ছেদাৎ—বর্তমানত্বাৎ। আনন্তর্যম্—নিরন্তরালতা।

৮। জাতি, আয়ু এবং ভোগরূপ কর্মবিপাকের বা তদ্রূপ ফলভোগের যে সংস্কার, তাহারাই বাসনা। যেমন গো-শরীরগত পদশৃঙ্গাদি সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অনুভূতিজাত যে সংস্কার, যাহা অসংখ্যবার গো-জন্মের অনুভব হইতে নিষ্পাদিত, তাহাই গোজাতীয় বাসনা। সুখ-দুঃখরূপ ভোগবাসনা এবং আয়ুর্বাসনাও ঐরূপ পূর্বানুভূতিজাত। বাসনা হইতে তাহার অনুরূপ স্মৃতি হয়। বাসনাভিব্যক্তিও তাহার নিজের অনুগুণ বা অনুরূপ কর্মাশয়ের দ্বারা হয়। বাসনাকে গ্রহণ বা আশ্রয় করিয়া কর্মাশয় ফলোন্মুখ হয়*। ভাষ্যে সকল কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কর্মবিপাককে অনুশয়ন করে—ইহার অর্থ কর্মবিপাকের অনুশয়ী বা অনুরূপ হয় অর্থাৎ কর্মবিপাককে অপেক্ষা করিয়াই বাসনাসকল থাকে, নচেৎ তাহারা ব্যক্ত হইতে পারে না (কারণ কর্মাশয়ই তদনুরূপ বাসনারূপ স্মৃতির উদ্‌ঘাটক)। চর্চ অর্থে বিচার।

৯। দূর দেশে এবং বহুপূর্বকালে অনুভূত বিষয়ের স্মৃতি উদিত হইতে ততকাল লাগে না, কিন্তু উদ্‌ঘাটক নিমিত্তের সহিত সংযোগ ঘটিলে, দেশ, কাল এবং জাতিরূপ ব্যবধান থাকিলেও সেই ক্ষণেই তাহা আবির্ভূত হয়—ইহাই সূত্রের অর্থ। বৃষদংশ-বিপাকের উদয় অর্থাৎ মার্জারজাতিরূপ বিপাকের অভিব্যক্তি, তাহা স্বব্যঞ্জকের বা নিজের অভিব্যক্তির কারণরূপ কর্মাশয়ের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। তাহা অর্থাৎ সেই বিপাক, পূর্বের মার্জারদেহ-ধারণরূপ বিপাকের অনুভব হইতে জাত তাহার

* যেমন প্রত্যেক করণচেষ্টার সংস্কার হয় তেমনি তাহার জাতি, আয়ু এবং ভোগরূপ বিপাকের যে অসংখ্য-প্রকার প্রকৃতি তাহারও সংস্কার হয় বা আছে—তাহাই বাসনা, যদ্দারা আকারপ্রাপ্ত হইয়া কর্মাশয় ফলীভূত বা ব্যক্ত হয়। কর্ম অনাদি বলিয়া বাসনাও অনাদি, সুতরাং অসংখ্য প্রকার। অতএব প্রত্যেক কর্মাশয়েরই অনুরূপ বাসনা সঞ্চিত আছে জানিতে হইবে।

১০। তাসামিতি। মা ন ভূবম্—অভূবং কিন্তু ভূয়াসম্ ইতি আশিষো নিত্যত্বাৎ—সর্বদা সর্বত্রাব্যভিচারাৎ। সর্বেষু জাতেষু জায়মানেষু দর্শনাজ্ জনিষ্যমাণেষ্বপি সা স্যাদ্ এবং সর্বকালেষু সর্বপ্রাণিনামাশীঃ উপেয়তে। সা চ আশীর্ন স্বাভাবিকী মরণদুঃখানুস্মৃতিনিমিত্তত্বাৎ। স্মৃতিঃ সংস্কারাজ্ জায়তে সংস্কারঃ পুনরনুভবাৎ। তস্মাৎ সর্বৈঃ প্রাণিভিরনুভূতং মরণদুঃখম্। ইদানীমিব সর্বদা চেৎ সর্বৈর্মরণদুঃখমনুভূতং তর্হি সর্বেষাম্ আশিষো মূলভূতা বাসনা অনাদিরিতি। ন চেতি। ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্তমুপাদত্তে—নিমিত্তাদুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ, যথা কায়স্য রূপং স্বাভাবিকং কায়ে বিদ্যমানে ন তদুৎপদ্যতে। অনুৎপন্নঃ সহোৎপন্নসহভাবী বা ধর্মরূপো ভাব এব স্বভাবঃ।

ঘটেতি। মতান্তরমুপন্যস্যতে। ঘটপ্রাসাদাদিমধ্যস্থঃ প্রদীপো যথা ঘটপ্রাসাদপরিমাণঃ সংকোচবিকাশী চ তথা চিত্তমপি গৃহ্যমাণপুত্তিকা-হস্ত্যাদিশরীরপরিমাণম্। তথা চ সতি চিত্তস্য অন্তরাভাবঃ—পূর্বোত্তরশরীরগ্রহণয়োর্যদ্ অন্তরা তত্র ভাবঃ আতিবাহিকভাব ইত্যর্থঃ, সংসারশ্চ যুক্তঃ—সঙ্গচ্ছত ইতি তেষাং নয়ঃ। নায়ং সমীচীনঃ, চিত্তং ন

সংস্কাররূপ যে বাসনা সঞ্চিত ছিল, তাহা আশ্রয় করিয়া অতি শীঘ্রই মার্জারজাতিরূপ যে বিপাক, তাহার নিষ্পন্নকারী মার্জারকর্মাশয় ব্যক্ত হয়। পূর্বের মার্জার-জন্মের পর বহুপ্রকার জাতি-গ্রহণ, বহুকাল ইত্যাদি ব্যবধান থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হইতে বিলম্ব হয় না, কারণ, বাসনাভিব্যক্তি স্মৃতির-স্বরূপ (তাহা স্মরণমাত্রেই ব্যক্ত হয়)।

কর্মাশয়ের বৃত্তিলাভবশতঃ অর্থাৎ কর্মাশয়ের যে বিপাকরূপ বৃত্তিলাভ বা ব্যক্ততা, তদ্বশে বা তন্নিমিত্তের দ্বারা স্মৃতি ও সংস্কার ব্যক্ত হয়। (অন্য অর্থ যথা, কর্মাশয়ের দ্বারা বৃত্তিলাভবশতঃ অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ হইয়া স্মৃতি ও সংস্কার ব্যক্ত হয়)। নিমিত্ত এবং নৈমিত্তিক ভাবের অনুচ্ছেদহেতু অর্থাৎ কর্মাশয়রূপ নিমিত্ত এবং বাসনার স্মৃতিরূপ নৈমিত্তিক (নিমিত্তজাত), অথবা বাসনারূপ নিমিত্ত এবং তাহার স্মৃতিরূপ নৈমিত্তিক, তাহাদের (নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের) সত্তার অনুচ্ছেদহেতু অর্থাৎ তাহারা থাকে বলিয়া (তদ্বশেই ঘটে বলিয়া) কর্মাশয় এবং বাসনার আনন্তর্য বা অন্তরালহীনতা। (কর্মাশয় এবং তদনুরূপ স্মৃতিমূলক বাসনা নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহাদের অভিব্যক্তি এক সময়েই হয়। তজ্জন্য তদুভয়ের মধ্যে অন্তরাল থাকা সম্ভব নহে)।

১০। 'আমার অভাব না হউক (আমার না-থাকা না-হউক) কিন্তু যেন আমি থাকি'—এই প্রকার আশীর (প্রার্থনার) নিত্যত্বহেতু অর্থাৎ সর্বকালে এবং সর্বত্র কোথাও ইহার ব্যভিচার দেখা যায় না বলিয়া বাসনা অনাদি। যাহারা পূর্বে জন্মাইয়াছে এবং যাহারা জায়মান (বর্তমানে জন্মাইতেছে) এইরূপ সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে উহা দেখা যায় বলিয়া যাহারা ভবিষ্যতে জন্মাইতে থাকিবে, তাহাদের মধ্যেও যে ঐ প্রকার আশী থাকিবে তাহা অনুমেয়, অতএব সর্বকালে সর্বপ্রাণীতেই আশীর অস্তিত্বরূপ নিয়ম পাওয়া যাইতেছে। সেই আশী স্বাভাবিক বা নিষ্কারণ নহে, যেহেতু তাহা মরণদুঃখের অনুস্মৃতিরূপ নিমিত্ত হইতে হয় ইহা দেখা যায়। স্মৃতি সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়, সংস্কার পুনশ্চ অনুভব হইতে জাত, তজ্জন্য সমস্ত প্রাণীরই মরণদুঃখ পূর্বানুভূত ইহা প্রমাণিত হইল। ইদানীং

দিগধিকরণকং বস্তু কালমাত্রব্যাপিক্রিয়ারূপত্বাৎ। ন হি অমূর্তং চিত্তং হস্তাদিভিঃ পরিমেয়ং তস্মাৎ তস্য দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বাদীনি ন কল্পনীয়ানি। দিগবয়ববহিতত্বাৎ চিত্তং বিভু— সর্বভাবৈঃ সহ সম্বন্ধবৎ। ন চ বিভুত্বং সর্বদেশব্যাপিত্বং ব্যবসায়রূপত্বাচ্চেতসঃ। তস্য বৃত্তিরেব সংকোচবিকাশিনীতি যোগাচার্যমতম্। যথা দৃষ্টিঃ তিলে ন্যস্তা তিলং গৃহ্লাতি সা চ আকাশে ন্যস্তা মহান্তমাকাশং গৃহ্লাতি, ন তেন দৃষ্টিশক্তেঃ ক্ষুদ্রং বা মহদ্ বা পরিমাণান্যত্বং ভবেৎ তথা চিত্তমপি বিবেকজজ্ঞানপ্রাপ্তং সর্বজ্ঞং সর্বসম্বন্ধি বিভু ভবতি তচ্চাপি মলিনং সংকুচিতবৃত্তি অল্পজ্ঞং ভবতি।

যেমন সকলের মরণদুঃখ দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ সর্বকালে সর্বপ্রাণীর মরণদুঃখানুভব সিদ্ধ হইলে আশীর মূলভূত যে বাসনা তাহাও অনাদিকাল হইতে আছে বলিতে হইবে। স্বাভাবিক বস্তু কখনও নিমিত্তকে গ্রহণ করে না অর্থাৎ তাহা নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না। যেমন শরীরের রূপ স্বাভাবিক, কায় বিদ্যমান থাকিলে তাহার রূপ পরে উৎপন্ন হয় না। যাহা উৎপন্ন হয় না (বরাবরই আছে) অথবা যাহা কোনও বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয় ও সহভাবিরূপে থাকে—এইরূপ যে ধর্মরূপ ভাব, তাহাকেই স্বভাব বলে।

ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে অন্য এক মত উপস্থাপিত করিতেছেন। ঘট-প্রাসাদাদির মধ্যস্থ প্রদীপ (দীপালোক) যেমন ঘট বা প্রাসাদ-পরিমিত এবং আধার-অনুযায়ী সংকোচবিকাশী, তদ্রূপ চিত্তও পুত্তিকা (পিঁপড়া), হস্তী-আদি যখন যেরূপ শরীর গ্রহণ করে, সেই পরিমাণ আকারযুক্ত হয়। ঐরূপ হয় বলিয়াই চিত্তের অন্তরাভাব বা পূর্বোত্তর দুই স্থূল শরীরগ্রহণের মধ্যে যে অন্তর বা ব্যবধান সেই কালে যে ভাব অর্থাৎ আতিবাহিক দেহরূপ অবস্থা তাহা, এবং সংসার বা জন্মান্তরপ্রাপ্তিরূপ সংসরণও যুক্ত হয়, বা সঙ্গত হয়—ইহা তাঁহাদের মত। (ইঁহাদের মতে চিত্ত বিভু বা সর্ববস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে এক শরীর হইতে অন্য শরীরধারণ যুক্তিযুক্ত হয় না, কিন্তু চিত্ত যদি কেবল অধিষ্ঠানমাত্রব্যাপী হয়, তবেই এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীরধারণ এবং তদুভয়ের মধ্যবর্তী কালে সূক্ষ্মদেহধারণ ইত্যাদি সঙ্গত হয়)। এই মত সমীচীন নহে। চিত্ত দেশাশ্রিত বস্তু নহে, কারণ, তাহা কালমাত্রব্যাপি-ক্রিয়ারূপ। চিত্ত অমূর্ত (অদেশাশ্রিত) বলিয়া তাহা হস্তাদি মাপকের দ্বারা পরিমেয় নহে, তজ্জন্য চিত্তের দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্ব আদি কল্পনীয় নহে। দৈশিক অবয়বহীন বলিয়া চিত্ত বিভু বা সর্ব ভাবপদার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত (তবে বৃত্তিসাহায্যে যাহার সহিত যখন সম্বন্ধ ঘটে, সেই বস্তুরই জ্ঞান প্রকটিত হয়)। এখানে বিভু অর্থে সর্বদেশব্যাপিত্ব নহে, কারণ, চিত্ত ব্যবসায় বা গ্রহণরূপ (যাহা দেশব্যাপক তাহা বাহ্যবস্তুরূপে গ্রাহ্য), চিত্তের বৃত্তিই সংকোচবিকাশিনী অর্থাৎ আলম্বন অনুযায়ী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রূপে প্রতীত হয়—ইহাই যোগাচার্যের মত। যেমন চক্ষুর দৃষ্টি যদি তিলে ন্যস্ত হয় তবে তাহা তিলকে গ্রহণ করে এবং তাহা আকাশে ন্যস্ত হইলে মহান্ আকাশকে গ্রহণ করে, তাহাতে যেমন দৃষ্টিশক্তির ক্ষুদ্র বা মহৎ এইরূপ কোনও পরিমাণের অন্যতা হয় না, তদ্রূপ চিত্তও বিবেকজজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সর্বজ্ঞ বা সর্ববস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও বিভু হয়, সেই চিত্ত আবার যখন মলিন হয়, তখন সংকুচিতবৃত্তিযুক্ত ও অল্পজ্ঞ হয় (অতএব বিভুত্বই চিত্তের স্বরূপ, তাহার বৃত্তিই অবস্থানুসারে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বস্তু-বিষয়া হইয়া তদাকারা হয়)।

তচ্চেতি। তচ্চ চিত্তং নিমিত্তমপেক্ষ্য বৃত্তিমদ্ ভবতি। শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞা ইত্যাধ্যাত্মিকং মনোমাত্রাধীনং নিমিত্তম্। উক্তং সাংখ্যাচার্যৈঃ, য ইতি। মৈত্রীকরুণা-মুদিতোপেক্ষারূপা যে ধ্যায়িনাং বিহারাঃ—চর্যা ইত্যর্থঃ, তে বাহ্যসাধননিরনুগ্রহাত্মানঃ—বাহ্যসাধননিরপেক্ষাঃ তে চ প্রকৃষ্টং—শুক্লং ধর্মম্ অভিনির্বর্তয়ন্তি—নিষ্পাদয়ন্তি। স্মর্যতেঽত্র "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মোক্ষধর্মং সমাশ্রয়েৎ। সর্বে ধর্মাঃ সদোষাঃ স্যুঃ পুনরাবৃত্তিকারকা" ইতি। শুক্রাচার্যাভিসম্পাতাৎ পাংশুবর্ষেণ দণ্ডকারণ্যং শূন্যমভূৎ।

১১। হেতুরিতি। ধর্মাদিহেতুভির্বাসনাঃ সংগৃহীতাঃ—উপচীযমানাস্তিষ্ঠন্তি ন বিলীয়ন্তে। সুগমম্। ফলং বাসনানাং স্মৃতিঃ। যং বাসনাস্মৃতিরূপং প্রত্যুৎপাদকম্ আশ্রিত্য যস্য ধর্মাদেঃ প্রত্যুৎপন্নতা—বর্তমানতা, স্মৃতিরূপং তৎ ফলং বাসনানাম্। স্মৃত্যুদ্ভবস্তু সত এব ব্যক্ততা নাসত উপজনঃ। এবং স্মৃতিরূপফলাদ্ বাসনাসংগ্রহঃ। আলম্বনং বাসনানাং বিষয়াঃ। শব্দাদিবিষয়াভিমুখা এব বাসনা ব্যজ্যন্তে। এবং হেত্বাদিভির্বাসনাসংগ্রহঃ তদভাবে চ বাসনানামভাবঃ।

সেই চিত্ত নিমিত্ত বা হেতুকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ নিমিত্তের অনুরূপ বৃত্তিযুক্ত হয়। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা ইহারা মনোমাত্রের অধীন বলিয়া আধ্যাত্মিক নিমিত্ত। সাংখ্যাচার্যদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, যথা—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষারূপ যে ধ্যায়ীদের বিহার বা (অনুকূল) চর্যা, তাহারা বাহ্যসাধনের নিরনুগ্রহাত্মক অর্থাৎ কোনও বাহ্য উপকরণের উপর নির্ভর করে না (আন্তর সাধন-স্বরূপ) এবং তাহারা প্রকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট যে শুক্ল সাত্ত্বিক ধর্ম তাহা নির্বর্তিত বা নিষ্পাদিত করে। এবিষয়ে স্মৃতি যথা—"সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া মোক্ষ ধর্ম আশ্রয় করিবে, কারণ, অন্য সমস্ত ধর্ম সদোষ এবং তাহাতে পুনর্জন্ম হয়" (যাজ্ঞবল্ক্য)। শুক্রাচার্যের অভিশাপের ফলে পাংশু বা ভস্ম-বর্ষণের দ্বারা দণ্ডকারণ্য প্রাণিশূন্য হইয়াছিল।

১১। ধর্মাদি হেতুর দ্বারা বাসনাসকল সংগৃহীত বা সঞ্চিত হইয়া উদযশীলভাবে থাকে, তাহারা সম্পূর্ণ লয়প্রাপ্ত হয় না। বাসনার ফল স্মৃতি। যে বাসনারূপ উৎপাদক কারণকে আশ্রয় করিয়া তৎফল যে ধর্মাধর্ম বা সুখ-দুঃখরূপ ভাব তাহার উৎপত্তি বা স্মরণ হয়, তাহাই বাসনার স্মৃতিরূপ ফল। স্মৃতির যে উদ্ভব হয়, তাহা সৎ বা অবস্থিত বস্তু হইতেই হয়, কারণ, অসৎ হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না অর্থাৎ স্মৃতি হইলেই তদাকারা বাসনা আহিত ছিল বুঝিতে হইবে। এইরূপে স্মৃতিরূপ ফল হইতে বাসনার সংগ্রহ বা সঞ্চিতভাবে অবস্থান ঘটে। বিষয়সকলই বাসনার আলম্বন। শব্দাদি বিষয়াভিমুখ হইয়াই জাত্যায়ুর্ভোগরূপে বাসনাসকল ব্যক্ত হয়। এইরূপে হেতু-ফলাদির দ্বারা বাসনা সংগৃহীত থাকে এবং তাহাদের অভাব ঘটিলে বাসনারও অভাব ঘটিবে অর্থাৎ তাহা স্মৃতিরূপে কখনও ব্যক্ত হইবে না।

(ভাষ্যকার এখানে ধর্ম-অধর্ম, সুখ-দুঃখ ও তদুৎপন্ন রাগ-দ্বেষ এই পরস্পরসাপেক্ষ বৃত্তিকে ছয় অর বা শলাকাযুক্ত অবিদ্যাশ্রিত সংসারচক্র বলিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম থাকিলেও তাহা প্রবৃত্তিমূলক বলিয়া এই চক্রে গ্রথিত জীব আবহমান কাল জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে বিপরিবর্তিত হইতেছে। ইহাতে

১২। নেতি। দ্রব্যত্বেন সম্ভবন্ত্যঃ—সত্যো বাসনাঃ। নিবর্তিষ্যন্তে—অভাবং প্রাপ্স্যন্তি। অভাবত্বম্ অবর্তমানত্বম্ অতীতানাগতত্বেন ব্যবহার ইতি যাবৎ। অতীতানাগতলক্ষণকং বস্তু স্বরূপতঃ—স্ববিশেষরূপতঃ অস্তি, অধ্বভেদাৎ কাললক্ষণভেদাদ্ ধর্মাণাং কারণসংসৃষ্টরূপেণ বর্তমানানামেব তথা ব্যবহার ইতি সূত্রার্থঃ। ভবিষ্যদিতি। নির্বিষয়ং জ্ঞানং ন ভবেদিতি সর্বজ্ঞানস্য বিষয়ো বিদ্যতে। তস্মাদতীতানাগতসাক্ষাৎকারস্যাপি অস্তি বিশেষবিষয়ঃ। তদ্বিষয়স্য অগোচরত্বাৎ লৌকিকৈরধ্বভেদেন লক্ষিত্বা ব্যবহ্রিয়তে।

দেহাত্মবোধ বা অনাত্মে আত্মজ্ঞানরূপ অস্মিতা ক্লেশকে ক্ষয় করার চেষ্টা অর্থাৎ নিবৃত্তি নাই। আধ্যাত্মিক লক্ষ্যভ্রষ্ট কর্ম ধর্মাশ্রিত হইলেও তাহা প্রবৃত্তি, তাহাতে সাময়িক সুখ হইতে পারে কিন্তু রাগযুক্ত বাহ্যসুখে বাধাপ্রাপ্তি ও তৎফলে দ্বেষ এবং দেহধারণ এবং তদানুষঙ্গিক জাগতিক বিপরিণামের অধীনতা অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে নৈতিক অধোগতিও হইতে পারে। মনকে অন্তর্মুখ করার উপায়রূপে আচরিত যে ধর্ম অর্থাৎ কর্মকে ক্ষয় করার জন্য যে কর্ম, তাহার নামই নিবৃত্তিধর্ম, তাহাতে মন ক্রমশঃ বাহ্য বিষয় হইতে এবং দেহাভিমান হইতে উপরত হইয়া শান্তিপ্রাপক বিবেকাভিমুখ হইবে এবং তাহাই সংসার-চক্র হইতে বিমুক্তির সাধক মোক্ষধর্ম। এইরূপ কর্মই ৪।৭ সূত্রোক্ত অশুক্লাকৃষ্ণ)।

১২। দ্রব্যরূপে সম্ভূত বা অবস্থিত বলিয়া বাসনাসকল সৎ বা ভাব পদার্থ। নিবর্তিত হইবে অর্থাৎ অভাবপ্রাপ্ত হইবে। অভাব অর্থে যাহা বর্তমান নহে কিন্তু অতীত ও অনাগতরূপে যে স্থিতি তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করা। অতীতানাগতলক্ষণযুক্ত বস্তু স্বরূপতঃ অর্থাৎ তাহার নিজ নিজ বিশেষরূপে লীন ভাবে আছে। অধ্বভেদে বা কালরূপ লক্ষণভেদের দ্বারা, কারণের সহিত সংসৃষ্টরূপে বা লীন ভাবে স্থিত বা বর্তমান ধর্মসকলকে ঐরূপে অর্থাৎ অতীত-অনাগতরূপে ব্যবহার করা হয়—ইহাই সূত্রের অর্থ।

নির্বিষয় বা জ্ঞেয়বস্তুহীন জ্ঞান হয় না বলিয়া সর্বজ্ঞানেরই বিষয় আছে, তজ্জন্য অতীত-অনাগত সাক্ষাৎকারেরও বিশেষ বিষয় আছে (অতীতানাগত ভাবে)। সেই বিষয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া লৌকিক বা সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা কালভেদপূর্বক বা অতীত-অনাগত লক্ষণ-পূর্বক ব্যবহৃত হয় (কোনও বস্তু অপ্রত্যক্ষ হইলেই তাহার ত্রৈকালিক অভাব বলা হয় না, অতীত-অনাগতরূপেই তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়)।

কর্মের উৎপিৎসু ফল অর্থাৎ কর্ম হইতে পরে উৎপন্ন হইবে এইরূপ যে ফল। সেই কর্মফল যদি নিরুপাখ্য বা অসৎ হইত তাহা হইলে তদুদ্দেশে কুশলের বা মোক্ষপ্রাপক কর্মের অনুষ্ঠান (সেই ফলেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে) যুক্তিযুক্ত হইত না। সিদ্ধ বা বর্তমান যে নিমিত্ত তাহা নৈমিত্তিকের (নিমিত্তজাত পদার্থের) বিশেষানুগ্রহণ করে অর্থাৎ অভিব্যক্তিরূপ বিশেষ অবস্থা প্রাপিত করে (বর্তমান সৎ যে নিমিত্ত তাহা, অনাগত কিন্তু সৎ নৈমিত্তিককেই অনভিব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা বিশেষিত করে, কোনও অসৎকে সৎ করে না)। ধর্মসকল প্রত্যবস্থিত অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম যথাযথরূপে অবস্থিত (অতীত হউক বা অনাগত হউক তাহারা সবই যথাযথভাবে তত্তৎ অবস্থায় 'আছে')। তন্মধ্যে যাহা বর্তমান ধর্ম তাহা ব্যক্তিবিশেষপ্রাপ্ত অর্থাৎ ধর্মী হইতে বিশিষ্ট যে ব্যক্ততা (যদ্দ্বারা তাহারা বিজ্ঞাত) তৎসম্পন্ন হইয়া তাহা দ্রব্যতঃ বা জায়মানরূপ অবস্থায় আছে অর্থাৎ

কিঞ্চেতি। কর্মণ উৎপিৎসু ফলম্—উৎপৎস্যমানং ফলমিত্যর্থঃ, যদি নিরুপাখ্যম্—অসৎ তদা তদুদ্দেশেন কুশলস্যানুষ্ঠানং ন যুক্তং ভবেৎ। সিদ্ধং—বর্তমানং নিমিত্তং নৈমিত্তিকস্য বিশেষানুগ্রহণম্ অভিব্যক্তিরূপবিশেষাবস্থাপ্রাপণং কুরুতে। ধর্মীতি। ধর্মাঃ প্রত্যবস্থিতাঃ—প্রত্যেকং ধর্মা অবস্থিতাঃ। বর্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপন্নং—ধর্মিণো বিশিষ্টা যা ব্যক্তিস্তৎসম্পন্নং দ্রব্যতঃ—গৃহ্যমাণস্বরূপতোঽস্তি তথা অতীতম্ অনাগতং বা দ্রব্যং ন ব্যক্তিবিশেষাপন্নম্। একস্য বর্তমানাধ্বনঃ সময়ে। ধর্মিসমন্বাগতৌ—ধর্মিণি সংসৃষ্টৌ। নাঽভূত্বা—সত্ত্বাদেবেত্যর্থঃ ভাবঃ ত্রয়াণামধ্বনাং নাঽসত্ত্বাদিত্যর্থঃ।

১৩। ত ইতি। সূক্ষ্মাত্মানঃ—অতীতানাগতানাং ষোড়শবিকারধর্মাণাং সূক্ষ্মস্বরূপাণি ষড়্বিশেষাঃ তন্মাত্রাস্মিতারূপাঃ। সাংখ্যশাস্ত্রানুশাসনম্ ষষ্টিতন্ত্রানুশাসনম্ অত্র গুণানামিতি। পরমং রূপম্—মূলরূপম্ অব্যক্তাবস্থা ন দৃষ্টিপথম্ ঋচ্ছতি—গচ্ছতি। ব্যক্তং দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং যদ্ গুণরূপং তন্মায়েব সুতুচ্ছকং মায়য়া প্রদর্শিতং প্রপঞ্চং যথা তুচ্ছং তথেতি।

১৪। যদেতি। সর্বে—ত্রয় ইত্যর্থঃ, গুণাঃ। কথং তেষাং পরিণামে একত্ব-ব্যবহারঃ? পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেন পরিণামজননস্বভাবাৎ পরিণামভূতানাং বস্তূনাং তত্ত্বম্

ধর্মী হইতে বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত হইয়াই বর্তমান ধর্মের ব্যক্ত অবস্থা, কিন্তু অতীত ও অনাগত দ্রব্য তদ্রূপ বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত হইয়া অবস্থিত নহে। কোনও একটির অর্থাৎ যাহা বর্তমানরূপে ব্যক্ত, তাহার উদয়কালে অন্যেরা ধর্মিসমন্বাগত অর্থাৎ ধর্মীতে সংসৃষ্ট বা লীন হইয়া অবস্থান করে (ধর্মী হইতে বিসৃষ্টিই ব্যক্ততা)। অভাব হইয়া নহে অর্থাৎ সৎবস্তু হইতেই ত্রিকালের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অসত্তা হইতে নহে। (তিন অধ্বার দ্বারা লক্ষিত হইলেও বস্তুর অসত্তা কোথাও হয় না বলিয়া অনাগত সত্তা হইতে বর্তমানত্ব এবং বর্তমানের অতীত সত্তা—ইহার মধ্যে অভাব বলিয়া কিছু নাই)।

১৩। সূক্ষ্মাত্মক অর্থে অতীত ও অনাগত ভাবে স্থিত ষোড়শ বিকাররূপ ধর্মের সূক্ষ্ম কারণ পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা এই ছয় অবিশেষ। সাংখ্যশাস্ত্রের বা বার্ষগণ্যকৃত ষষ্টিতন্ত্রের এবিষয়ে অনুশাসন যথা—পরমরূপ বা মূলরূপ যে অব্যক্তাবস্থা, তাহা দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সাক্ষাৎকারযোগ্য নহে। গুণত্রয়ের যাহা ব্যক্ত বা দৃষ্টিপথপ্রাপ্ত রূপ তাহা মায়ার ন্যায় অতি তুচ্ছ অর্থাৎ মায়ার বা ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রদর্শিত প্রপঞ্চ বা নানা বিষয় যেমন তুচ্ছ বা অলীক তদ্রূপ।

১৪। সর্বগুণ অর্থাৎ তিন গুণ। গুণসকল ত্রিসংখ্যক হইলেও তাহাদের পরিণামে একত্বব্যবহার কেন হয় অর্থাৎ ত্রিগুণনির্মিত বস্তু ত্রিভাগযুক্ত তিন মনে না হইয়া এক বলিয়া মনে হয় কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে (অবিচ্ছিন্নভাবে) থাকিয়া পরিণত হওয়ার স্বভাবযুক্ত বলিয়া পরিণামভূত বস্তুর তত্ত্ব এক বা তাহা এক বস্তু, এইরূপ ব্যবহার হয় *।

* বস্তুর উপাদানভূত ত্রিগুণের পরিণাম ধরিলে বলিতে হইবে সত্ত্বই পরিণত হইয়া জড়তায় গেল এবং জড়তাই পরিণত হইয়া সত্ত্বে বা জ্ঞাতভাবে গেল, এইরূপে তাহাদের একযোগে নিলিত পরিণাম হয় বলিয়া পরিণামভূত ত্রিগুণাত্মক বস্তুর তত্ত্ব সদাই এক।

একম্ ইতি ব্যবহারঃ। প্রখ্যেতি। গ্রহণাত্মকানাং—গ্রহণতত্ত্বোপাদানভূতানাম্। শব্দাদীনামিতি। শব্দাদীনাং—প্রত্যেকং শব্দাদিতন্মাত্রাণাম্। তত্র মূর্তিসমান-জাতীয়ানাম্—পৃথিবীত্বসজাতীয়ানাম্ একঃ পরিণামঃ তন্মাত্রাবয়বঃ—গন্ধতন্মাত্ররূপো গন্ধপরমাণুঃ। গন্ধতন্মাত্রম্ অবয়বো যস্য তাদৃশাবয়বঃ পৃথিবীপরমাণুঃ—ভূতরূপস্য পৃথিবীতত্ত্বস্য গন্ধতন্মাত্রজাতা অণবো যেষাং সমষ্টিঃ ক্ষিতিভূততত্ত্বম্। তাত্ত্বিকক্ষিতি-ভূতাণূনাং তেষাং গন্ধধর্মকাণামেকঃ পরিণামো ভৌতিকী সংহতা পৃথিবী তথা চ গৌর্বৃক্ষঃ পর্বত ইত্যেবমাদিঃ। অন্যেষামপি ভূতানাং স্নেহাদিধর্মান্ উপাদায়—গৃহীত্বা অনেকেষাং ধর্মভূতং সামান্যম্—একত্বমিত্যর্থঃ। তথা চ একবিকারারম্ভ এবং সমাধেয়ঃ—উপ-পাদনীয়ঃ। যথা রসপরমাণূনাম্ একো বিকারো রসলক্ষণম্ অব্ভূতং তস্য চ স্নেহধর্মকং পানীয়ং জলমিত্যাদি।

নাস্তীতি। বিজ্ঞানবিসহচরঃ—বিজ্ঞানবিসংযুক্তঃ। বস্তুস্বরূপম্ অপহ্নুবতে—অপলপন্তি। জ্ঞানেতি। বস্তু ন পরমার্থতোঽস্তীতি তে বদন্তি, তেষাং তদ্বচনাদেব বস্তু স্ব-মাহাত্ম্যেন প্রত্যুপতিষ্ঠতে। পরমার্থস্তু বাহ্যবৈরাগ্যাৎ সিধ্যতীতি সর্বসম্মতিঃ। বাহ্যবস্তু চেন্নাস্তি তর্হি কথং তত্র বৈরাগ্যং কার্যম্। তচ্চেদ্ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং তত্রাপ্যস্তি কিঞ্চিদ্ বস্তু যস্য তদ্ অতদ্রূপম্, এবং বস্তু স্বমাহাত্ম্যেন প্রত্যুপতিষ্ঠেত। কিঞ্চ ন স্বপ্ন-

গ্রহণাত্মক অর্থে গ্রহণ বা করণতত্ত্বের উপাদান-স্বরূপ। শব্দাদির অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দাদি-তন্মাত্রের। তাহাদের মধ্যে যাহারা মূর্তিসমানজাতীয় বা কাঠিন্যগুণযুক্ত ক্ষিতিভূতের সহিত একজাতীয়, তাহাদের যে এক পরিণাম তাহা সেইমাত্র অবয়বযুক্ত অর্থাৎ গন্ধতন্মাত্র-অবয়বযুক্ত গন্ধধর্মাত্মক গন্ধপরমাণু (কারণ ক্ষিতিভূতের গুণ গন্ধ)। সেই গন্ধতন্মাত্রই যাহার অবয়ব বা উপাদান তাহাই পৃথিবী-পরমাণু বা ভূততত্ত্বরূপ পৃথিবীর (ক্ষিতিভূতের) গন্ধতন্মাত্রজাত যে অণুসকল, তাহাদের সমষ্টিই ক্ষিতিভূততত্ত্ব। গন্ধধর্মক তাত্ত্বিক ক্ষিতিভূতের অণুসকলেরই স্থূল পরিণাম এই ভৌতিক কাঠিন্য-গুণযুক্ত স্থূল ব্যাবহারিক পৃথিবী, গো, বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি। অন্যান্য ভূতসকলেরও স্নেহ (তরলতা), ঔষ্ণ্য (রূপ) ইত্যাদি ধর্ম উপাদান বা গ্রহণ করিয়া সেই উপাদানভূত বস্তু অনেকের ধর্মযুক্ত হইলেও তাহা সামান্য, অর্থাৎ তাহা বহুলক্ষণযুক্ত হইলেও এক বলিয়াই গৃহীত হয়, আর তাহাদের এককরূপেই পরিণাম হয়—এইরূপে ইহা সমাধেয় বা যুক্তির দ্বারা স্থাপনীয়। উদাহরণ যথা, রসপরমাণু-সকলের এক পরিণাম রসলক্ষণযুক্ত অপ্-ভূত (স্থূলভূত), পুনশ্চ তাহার পরিণাম (ভৌতিক) স্নেহধর্মযুক্ত পানীয় জল ইত্যাদি।

বিজ্ঞানবিসহচর—বিজ্ঞান হইতে বিযুক্ত। (বৈনাশিক বৌদ্ধেরা) বস্তু-স্বরূপকে অপহ্নুত বা অপলাপিত করেন। তাঁহারা বলেন যে, পরমার্থতঃ বস্তু নাই (তাহা চিত্তেরই পরিকল্পনামাত্র)। কিন্তু তাঁহাদের ঐ উক্তি হইতেই বস্তু স্বমাহাত্ম্যে (অন্য যুক্তি ব্যতীত) প্রত্যুপস্থিত হয়, কারণ বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য হইতেই পরমার্থ সিদ্ধ হয়—ইহা সকলেরই সম্মত। কিন্তু বাহ্যবস্তুই যদি না থাকে তবে কিরূপে তাহাতে বৈরাগ্য করণীয়? তাহা যদি অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ যেরূপে গোচরীভূত

বিষয়ঃ চিত্তমাত্রাদেবোৎপদ্যতে পূর্বানুভূতরূপাদিবিষয়াণামেব তদা কল্পনং স্মরণঞ্চ। শব্দাদ্যনুভবস্তু ইন্দ্রিয়দ্বারেণোপস্থিতবাহ্যবস্তুত এব নির্বর্ততে। ন হি জন্মান্ধস্য রূপ-জ্ঞানাত্মকঃ স্বপ্নো ভবতি। তস্মাদ্ বিষয়জ্ঞানং ন চিত্তমাত্রাধীনং কিন্তু চিত্তব্যতিরিক্ত-বাহ্যবস্তূপরাগাৎ চেতসি তদুৎপদ্যতে। বৈনাশিকানামপ্রমাণাত্মকং—বাঙ্মাত্রসহায়ং বিকল্পজ্ঞানমেব প্রমাণম্, অতঃ কথং তে শ্রদ্ধেয়বচনাঃ স্যুরিতি।

১৫। কুত ইতি। বস্তু জ্ঞানপরিকল্পনামাত্রম্ ইত্যেবংবাদী বৈনাশিকঃ প্রষ্টব্যঃ কস্য নু চিত্তস্য তৎ পরিকল্পনম্। ন কস্যাপীতি বক্তব্যম্। যতো বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ তয়োর্বস্তুজ্ঞানয়োর্বিভক্তঃ—অত্যন্তভিন্নঃ পন্থাঃ—মার্গঃ অবস্থিতিরিত্যর্থঃ। সুগমং ভাষ্যম্। সাংখ্যপক্ষ ইতি। বাহ্যং বস্তু ত্রিগুণং গুণবৃত্তস্য চলত্বাৎ স্বপথৈস্তেষাং পরিণামো ন চ কস্যচিৎ কল্পনয়া। ধর্মাদিনিমিত্তাপেক্ষং বস্তু চিত্তৈরভিসংবধ্যতে—বিষয়ীক্রিয়তে। উৎপদ্যমানস্য সুখাদিপ্রত্যয়স্য ধর্মাদিনিমিত্তং তেন তেনাত্মনা—ধর্মাৎ সুখমিত্যাদিনা স্বরূপেণ হেতুর্ভবতীতি।

হইতেছে তাহা হইতে অন্যরূপ হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে বাহ্যে এমন কোনও বস্তু আছে, দৃশ্যমান বিশ্ব যাহারই অতদ্রূপ বা বিপর্যস্ত রূপ। এই প্রকারে বস্তুর সত্তা স্বমাহাত্ম্যেই উপস্থিত হয়।

(যদি কেহ বস্তুকে স্বপ্নবৎ মনের কল্পনাপ্রসূত বলেন, তাহার নিরাস—) কিঞ্চ স্বপ্নের বিষয় কেবল চিত্ত হইতেই উৎপন্ন হয় না, পূর্বানুভূত রূপাদি বিষয়েরই স্বপ্নে কল্পন ও স্মরণ হয়। ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া আগত বাহ্যবস্তু হইতেই শব্দাদি-অনুভব নিষ্পন্ন হয়, জন্মান্ধ ব্যক্তির রূপ-জ্ঞানাত্মক স্বপ্ন কখনও হয় না। তজ্জন্য বিষয়জ্ঞান কেবল চিত্তমাত্রের অধীন নহে, কিন্তু চিত্ত হইতে পৃথক্ বাহ্যবস্তুর উপরাগ হইতে তাহা চিত্তে উৎপন্ন হয়। বৈনাশিক বৌদ্ধদের, প্রমাণের সহিত সম্বন্ধহীন কেবল বাক্যমাত্রসহায়ক বিকল্পজ্ঞানই একমাত্র 'প্রমাণ', অতএব তাঁহারা কিরূপে শ্রদ্ধেয়বচন হইবেন অর্থাৎ তাঁহাদের ঐ বচন কিরূপে শ্রদ্ধেয় হইতে পারে ?

১৫। (জ্ঞেয়) বস্তু কেবল জ্ঞানের বা চিত্তের পরিকল্পনামাত্র—এইরূপ মতাবলম্বী বৌদ্ধ বৈনাশিকদের এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে 'বস্তু তবে কাহার চিত্তের পরিকল্পনা ?' তদুত্তরে বলিতে হইবে যে 'কাহারও নহে'। বস্তু এক হইলেও তদ্গ্রাহক চিত্তের ভেদ হয় বলিয়া অর্থাৎ একই বস্তু আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন জ্ঞান হয় বলিয়া, তাহাদের অর্থাৎ বস্তুর এবং জ্ঞানের, বিভক্ত বা অত্যন্ত পৃথক্ পন্থা বা মার্গ অর্থাৎ অবস্থিতি (উভয়ের পৃথক্ সত্তা)।

সাংখ্যপক্ষে বাহ্যবস্তু ত্রিগুণাত্মক এবং গুণবৃত্ত। গুণের মৌলিক স্বভাব বিকারশীলতা, তজ্জন্য (স্বভাবই ঐরূপ বলিয়া) স্বপথেই অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষভাবেই তাহাদের পরিণাম হয়, কাহারও কল্পনাকৃত নহে। ধর্মাদি-নিমিত্ত-সাপেক্ষ অর্থাৎ ধর্মাদিকে নিমিত্ত করিয়া উৎপন্ন বস্তু চিত্তের দ্বারা অভিসম্বদ্ধ হয় বা বিষয়ীকৃত হয়। (ধর্মাদি কিরূপে নিমিত্ত হয় তাহা বলিতেছেন—) উৎপদ্যমান

১৬। কেচিদিতি। সাধারণত্বং বাধমানাঃ—বস্তু বহূনাং চিত্তানাং সাধারণো বিষয় ইত্যেতৎ সম্যগ্‌দর্শনং বাধমানাঃ। জ্ঞানসহভূরেব বস্তুরূপোঽর্থস্ততঃ পূর্বোত্তরক্ষণেষু স নাস্তীতি। নৈতন্ন্যায্যম্। বস্তুন একচিত্ততন্ত্রত্বে সতি যদা তদ্বস্তু ন তেন চিত্তেন প্রমীয়েত তদা তৎ কিং স্যাৎ। চৈত্রচিত্তপ্রমিতোঽর্থঃ চৈত্রেণ যদা ন প্রমীয়তে তদা মৈত্রাদিভিরপি তজ্‌ জ্ঞায়তে অতো ন বস্তু কস্যচিচ্চিত্ততন্ত্রমিত্যর্থঃ। একেতি। ব্যগ্রে—অন্যত্র গতে। তেন চিত্তেন অপরামৃষ্টম্—অনালোচিতমিত্যর্থঃ। যে চেতি। যে চাস্য বস্তুনোঽনুপস্থিতাঃ—অগৃহ্যমাণা ভাগাস্তে ন স্যুঃ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽর্থঃ সাধারণঃ, চিত্তানি চ অর্থেভ্যঃ পৃথক্ প্রতিপুরুষং প্রবর্তন্তে ইত্যেতদ্ অত্র সম্যগ্‌দর্শনম্। তয়োরিতি। তয়োঃ—অর্থচিত্তয়োঃ সম্বন্ধাৎ—উপরাগাদ্ যা উপলব্ধিঃ—বিষয়জ্ঞানং স এব পুরুষস্য দ্রষ্টুর্ভোগঃ—ইষ্টানিষ্টবিষয়জ্ঞানম্।

১৭। গ্রাহ্যগ্রহণয়োঃ স্বতন্ত্রত্বং সংস্থাপ্য তয়োঃ সম্বন্ধং বিবৃণোতি তদিতি সূত্রেণ। স্বতন্ত্রেণ বিষয়েণ চিত্তস্য উপরাগস্ততঃ চিত্তস্য বিষয়জ্ঞানম্। অনুপরাগে তু অজ্ঞাততা। অয়স্কান্তেতি। ইন্দ্রিয়দ্বারা চিত্তাধিষ্ঠানগতা বিষয়াশ্চিত্তমাকৃষ্য উপরঞ্জয়ন্তি—স্বাকারতয়া

সুখাদি প্রত্যয়ের পক্ষে ধর্মাদি নিমিত্তসকল সেই সেই রূপে হেতু-স্বরূপ হয়, অর্থাৎ ধর্মরূপ প্রত্যয় হইতে সুখ-প্রত্যয়, অধর্ম হইতে দুঃখ-প্রত্যয় ইত্যাদিরূপে হেতু হয়।

১৬। সাধারণত্বকে বাধিত করিয়া অর্থাৎ বস্তু বা মূল উপাদান বহুচিত্তের সাধারণ বিষয় এই যথার্থ দর্শনকে বাধিত বা অপলাপিত করিয়া। বস্তুরূপ বিষয় জ্ঞানসহভূ বা জ্ঞানের সহিতই তাহার উদ্ভব, অতএব তাহা পূর্ব ও পর ক্ষণে নাই (অনাগত ও অতীতকালে, যে সময়ে বস্তুর জ্ঞান হয় না তখন তাহা থাকে না)—উহাদের (বৈনাশিকদের) এইমত ন্যায্য নহে। বস্তুর উৎপাদ্ বা জ্ঞান কোনও একচিত্তের তন্ত্র বা অধীন হইলে, যখন সেই বস্তু সেই চিত্তের দ্বারা সাক্ষাৎ গৃহীত না হয় তখন তাহা কি হইবে? চৈত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত বিষয় যখন পরে তাহার দ্বারা প্রমিত না হয় তখন মৈত্রাদি অপরের দ্বারা তাহা জ্ঞাত হয়। অতএব বস্তু কাহারও চিত্তের তন্ত্র নহে, অর্থাৎ তাহা কাহারও চিত্তের পরিকল্পনামাত্র নহে (পরন্তু তাহা চিত্ত হইতে পৃথক্ এবং সকলের দ্বারাই গৃহীত হওয়ার যোগ্য)।

চিত্ত ব্যগ্র হইলে বা অন্যমনস্ক হইলে সেই চিত্তের দ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অনালোচিত বা অগৃহীত বিষয় কি হইবে? বস্তুর যে অনুপস্থিত বা অগৃহ্যমাণ অংশ তাহারও অস্তিত্ব থাকিত না (যদি বস্তুকে চিত্তের পরিকল্পনামাত্র বলা হয়), তজ্জন্য অর্থ বা জ্ঞেয় বাহ্য বিষয় স্বতন্ত্র ও সাধারণ বা সকলেরই গ্রাহ্য, সেই বিষয় হইতে চিত্ত পৃথক্ এবং তাহা প্রত্যেক পুরুষে পৃথক্‌রূপে প্রবর্তিত বা নিষ্ঠিত আছে—ইহাই এবিষয়ে সম্যক্‌দর্শন। (বাহ্য জ্ঞেয় বস্তু সর্বসাধারণের গ্রাহ্যরূপে স্বতন্ত্র এবং তদ্‌গ্রাহক চিত্ত প্রত্যেক পুরুষে নিষ্ঠিত পৃথক্)।

তাহাদের অর্থাৎ বিষয় এবং চিত্তের, সম্বন্ধবশতঃ অর্থাৎ বিষয়ের দ্বারা চিত্তের উপরাগ হইতে, যে উপলব্ধি বা বিষয়জ্ঞান হয় তাহাই পুরুষের বা দ্রষ্টার ভোগ বা ইষ্ট ও অনিষ্টরূপে বিষয়জ্ঞান।

পরিণময়ন্তীত্যর্থঃ। উপরাগাপেক্ষং চিত্তং বিষয়াকারং ভবতি ন ভবতি বা। অতো জ্ঞানান্তরং প্রাপ্যমাণং চিত্তং পরিণামীতি অনুভূয়তে। জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপত্বাৎ—জ্ঞানান্তরতা-প্রাপণাচ্চেতস ইত্যর্থঃ।

১৮। চিত্তস্য পরিণামিত্বমনুভবগম্যং পুরুষস্য তু যেনানুমানপ্রমাণেনাঽপরিণামিত্বং সিধ্যেৎ তদাহ্ সদেতি। ব্যাচষ্টে যদীতি। যদি চিত্তবৎ তৎপ্রভুঃ—তদ্ দ্রষ্টা পুরুষঃ পরিণমেত—কদাচিদ্ দ্রষ্টা কদাচিদদ্রষ্টা বা অভবিষ্যৎ তদা বৃত্তয়ো জ্ঞাতবৃত্তয়ো বা অজ্ঞাত-বৃত্তয়ো বা অভবিষ্যন্। ন হি জ্ঞানং নাম অদ্রষ্টৃদৃষ্টঃ অজ্ঞাতঃ পদার্থঃ কল্পনযোগ্যঃ। জ্ঞাততৈব বৃত্তিতা দ্রষ্টৃপ্রকাশ্যতা বা। দ্রষ্ট্রা জ্ঞাতানাং বৃত্তীনাং জ্ঞাতত্বস্বভাবস্য অব্যভিচারাৎ তাসাং দ্রষ্টা সদৈব দ্রষ্টা ততঃ অপরিণামী। এতদুক্তং ভবতি। পুরুষেণ সহ যোগাদ্ বৃত্তয়ো জ্ঞাতা ভবন্তীতি দৃশ্যতে। পুরুষযোগেঽপি যদি বর্তমানা বৃত্তিরদৃষ্টা অভবিষ্যৎ তদা পুরুষঃ কদাচিদ্ দ্রষ্টা কদাচিদ্বা অদ্রষ্টেতি পরিণামী অভবিষ্যদিতি।

১৭। গ্রাহ্য বস্তুর ও গ্রহণের বা চিত্তের স্বতন্ত্রত্ব স্থাপিত করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ কি তাহা এই সূত্রের দ্বারা বিবৃত করিতেছেন। স্বতন্ত্র বিষয়ের দ্বারা চিত্তের উপরাগ হয়, তাহা হইতেই চিত্তের বিষয়জ্ঞান হয়, উপরাগ না হইলে চিত্তে কোনও জ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্তাধিষ্ঠানগত বা চিত্তের অধিষ্ঠান যে মস্তিষ্ক তথায় উপস্থাপিত বিষয়সকল চিত্তকে আকর্ষিত করিয়া তাহাকে উপরঞ্জিত করে বা নিজ নিজ আকারে পরিণত করে। বিষয়জ্ঞানের জন্য বিষয়ের উপরাগ-সাপেক্ষ চিত্ত, উপরাগে অথবা অনুপরাগে যথাক্রমে বিষয়াকার হয় বা হয় না। এই জন্য জ্ঞানান্তরতারূপ পরিণামযুক্ত চিত্ত পরিণামী বলিয়া অনুভূত হয়। জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ কোনও এক বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত হইলে জ্ঞাত নচেৎ তাহা অজ্ঞাত, এইরূপে জ্ঞানান্তরতারূপ পরিণামপ্রাপ্তি হয় বলিয়া চিত্ত পরিণামী।

১৮। চিত্তের পরিণামশীলতা অনুভবের দ্বারাই জানা যায়, পুরুষের অপরিণামিত্ব যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা জানা যায় তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। যদি চিত্তের ন্যায় তাহার প্রভু অর্থাৎ তাহার দ্রষ্টা যে পুরুষ, তিনি পরিণত হইতেন অর্থাৎ কখনও দ্রষ্টা কখনও বা অদ্রষ্টা হইতেন তাহা হইলে চিত্তের বৃত্তিসকল কখনও জ্ঞাতবৃত্তি কখনও বা অজ্ঞাতবৃত্তি হইত। কিন্তু দ্রষ্টার দ্বারা অদৃষ্ট, সুতরাং অজ্ঞাত, জ্ঞান-নামক কোনও পদার্থ কল্পনার যোগ্য নহে। জ্ঞাততা বা বুদ্ধতাই চিত্তের বৃত্তিত্ব বা দ্রষ্টার দ্বারা প্রকাশিত হওয়া। দ্রষ্টার দ্বারা বিজ্ঞাত বৃত্তিসকলের জ্ঞাতত্বস্বভাবের কখনও ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম দেখা যায় না বলিয়া সেই বৃত্তিসকলের যিনি দ্রষ্টা তিনি সদাই দ্রষ্টা সুতরাং অপরিণামী। ইহার দ্বারা এই বুঝান হইল যে, পুরুষের সহিত সংযোগের ফলেই যে চিত্তবৃত্তিসকল জ্ঞাত হয় তাহা দেখা যায়। পুরুষ-সংযোগ সত্ত্বেও যদি কোনও বর্তমান বৃত্তি অদৃষ্ট সুতরাং অজ্ঞাত হইত তাহা হইলে পুরুষ কখনও দ্রষ্টা কখনও বা অদ্রষ্টা বা পরিণামী হইতেন (কিন্তু তাহা হয় না সুতরাং তিনি অপরিণামী ও সদা জ্ঞাতা)।

১৭। স্যাদিতি শঙ্কতে। যথেতি ব্যাচষ্টে। স্বাভাসং—স্বপ্রকাশম্। প্রত্যেতব্যং—জ্ঞাতব্যম্। ন চাগ্নিরিতি। স্বপ্রকাশবস্তুন উদাহরণং নাস্তি দৃশ্যবর্গে যতো দৃশ্যত্বমেব জড়ত্বং পরপ্রকাশ্যত্বং ন স্বাভাসত্বম্। ততোঽগ্নির্নাত্র দৃষ্টান্তঃ—স্বাভাসস্যোদাহরণম্। শব্দাদিবদ্ অগ্নেঃ রূপধর্মঃ—অগ্নিনিষ্ঠো বা ঘটাদ্যাপতিতো বা চক্ষুষা এব প্রকাশ্যতে, ন হি অগ্নিনিষ্ঠরূপং তেজোধর্মভূতম্ আত্মস্বরূপমপ্রকাশং প্রকাশযতি। রূপজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশঃ প্রকাশ্যপ্রকাশকযোগাদেব প্রকাশতে শব্দস্পর্শাদিবৎ। ন চ অগ্নিদৃষ্টান্তে অগ্নেঃ স্বরূপেণ সহ সংযোগঃ—সম্বন্ধঃ অস্তি। অগ্নিস্বরূপং স্বপ্রকাশং বা অপ্রকাশং বেতি নানেন দৃষ্টান্তেন অবদ্যোত্যতে। অগ্নের্জড়ঃ প্রকাশ্যো ধর্ম এবাত্র লভ্যতে ন চ কশ্চিৎ স্বাভাসধর্ম ইতি। কিঞ্চেতি। ন কস্যচিদ্ গ্রাহ্য ইতি স্বাভাসশব্দস্যার্থঃ। স্বাত্মপ্রতিষ্ঠমাকাশং ন পরপ্রতিষ্ঠমিত্যাদিবৎ।

১৭। এবিষয়ে শঙ্কা উত্থাপন করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বাভাস অর্থে স্বপ্রকাশ (যাঁহাকে জানিতে অন্য জ্ঞাতার আবশ্যক হয় না)। প্রত্যেতব্য অর্থে জ্ঞাতব্য। দৃশ্যজাতীয় পদার্থের মধ্যে স্বপ্রকাশ বস্তুর কোনও উদাহরণ নাই, যেহেতু দৃশ্যত্ব অর্থেই জড়তা বা পরের দ্বারা প্রকাশিত হওয়া সুতরাং স্বাভাসত্ব নহে। অতএব এস্থলে অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহা স্বাভাসের উদাহরণ নহে। শব্দাদির ন্যায় অগ্নির যে রূপধর্ম তাহা অগ্নিতেই থাকুক অথবা ঘটাদিতে আপতিত বা প্রতিফলিত হউক তাহা চক্ষুর দ্বারাই প্রকাশিত হয়। অগ্নিতে সংস্থিত যে রূপধর্ম তাহা তেজোধর্মরূপ (বা আলোকরূপ), তাহা অগ্নির আত্ম-স্বরূপ অপ্রকাশকে প্রকাশিত করে না। রূপজ্ঞানাত্মক যে প্রকাশ তাহা প্রকাশ্য-প্রকাশকের যোগেই, অর্থাৎ দৃষ্ট হওয়ার যোগ্য কোনও পদার্থ এবং দর্শন-শক্তি এই উভয়ের সংযোগ হইতে প্রকাশিত হয়, যেমন শব্দস্পর্শাদি হইয়া থাকে। অগ্নিদৃষ্টান্তে অগ্নির স্বরূপের সহিত কোনও সংযোগ বা সম্বন্ধ নাই। অগ্নির যাহা স্বরূপ তাহা স্বপ্রকাশ অথবা অপ্রকাশ তাহা এই দৃষ্টান্তের দ্বারা জ্ঞাপিত হয় না। অগ্নির যে জড় ও প্রকাশ্য ধর্ম তাহাই মাত্র এই দৃষ্টান্তে পাওয়া যাইতেছে, কোন স্বাভাস ধর্ম নহে *। অন্য কাহারও দ্বারা যাহা গ্রাহ্য বা জ্ঞেয় নহে—ইহাই স্বাভাস শব্দের অর্থ। 'স্বাত্মপ্রতিষ্ঠ আকাশ' অর্থে যেমন পরপ্রতিষ্ঠ নহে, তদ্রূপ, অর্থাৎ স্বাভাস শব্দের অর্থ—যাহার জ্ঞানের জন্য পরের অপেক্ষা নাই।

* সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি জ্ঞানের উপমারূপে ব্যবহৃত হইলেও বস্তুতঃ তাহারা শব্দাদি অপেক্ষা জ্ঞানপদার্থের অধিকতর নিকটবর্তী নহে। শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি সবই একজাতীয়, তাহারা সবই জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয়। শব্দাদি অপেক্ষা আলোকের প্রতিফলন ভালরূপে গৃহীত হয় বলিয়া সাধারণতঃ তেজোময় সূর্যাদিকে জ্ঞানের সহিত উপমা দেওয়া হয়। উপমা ও দৃষ্টান্ত ভিন্ন পদার্থ। উপমানের সহিত উপমেয়ের মাত্র আংশিক সাদৃশ্য। যুক্তির দ্বারা আগে বক্তব্য স্থাপিত করিয়া পরে উপমা ব্যবহার্য, তাহাতে বুঝিবার কিছু সুবিধা হয়। কিন্তু উদাহরণের সহিত বোদ্ধব্য পদার্থের বস্তুগত ঐক্য থাকে। অতএব 'জ্ঞান সূর্যের ন্যায় প্রকাশক' কেবল এই উপমাতে কিছু প্রমাণিত হয় না। জ্ঞানের গ্রহণরূপ প্রকাশতা আগে বুঝাইয়া তাহার পর ঐ উপমা ব্যবহারের কথঞ্চিৎ সার্থকতা হয়। জ্ঞানের উদাহরণ দিতে হইলে এক চিত্তবৃত্তির উল্লেখ করিতে হইবে, বাহিরে তাহার কোনও উদাহরণ থাকিতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-সাপেক্ষ, চিৎ অন্যনিরপেক্ষ স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ আত্মার উদাহরণ বাহিরে বা ভিতরে কোথাও নাই, দ্রষ্টা নিজেই নিজের উদাহরণ। পুরুষাকারা বুদ্ধিই তাহার উদাহরণের মত উপমা। অনেকেই প্রাচীনদের সূর্যাদির উক্তরূপ উপমাকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া অনেক স্থলে ভ্রান্ত হইয়াছেন।

অতশ্চিত্তং স্বাভাসমিতি সিদ্ধান্তে সত্ত্বানাং স্বানুভবো বাধ্যতে। কথং তদাহ। স্ববুদ্ধিপ্রচার-প্রতিসংবেদনাৎ—স্বচিত্তব্যাপারস্য অনুভবাদ্ অনুব্যবসায়াদিতি যাবৎ, সত্ত্বানাং—প্রাণিনাং প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে। ক্রুদ্ধোঽহমিত্যাদি স্বচিত্তস্য গ্রহণম্। ততশ্চিত্তং কস্যচিদ্ গ্রহীতুর্গ্রাহ্যমিতি সিদ্ধম্। গ্রাহ্যং বস্তু জড়ত্বাৎ ন স্বাভাসমিত্যর্থঃ।

২০। একেতি। কিঞ্চ চিত্তং স্বাভাসমিত্যুক্তে তদুভয়াভাসং স্যাৎ। স্বাভাসে বিষয়াভাসে চ সতি চিত্তে তস্য স্বরূপস্য বিষয়স্য চাবধারণম্ একক্ষণে স্যাৎ কিন্তু তন্ন

অতএব 'চিত্ত স্বাভাস' এই সিদ্ধান্তে প্রাণীদের নিজের অনুভব বাধিত হয়। কেন, তাহা বলিতেছেন। স্ববুদ্ধি-প্রচারের প্রতিসংবেদন হয় বলিয়া অর্থাৎ স্বচিত্তক্রিয়ার পুনরনুভব বা অনুব্যবসায় হয় বলিয়া, সত্ত্বসকলের অর্থাৎ প্রাণীদের প্রবৃত্তি বা তন্মূলক চিত্তকার্য হয় তাহা দেখা যায়। উদাহরণ যথা—'আমি ক্রুদ্ধ' ইত্যাদিরূপে স্বচিত্তের গ্রহণ বা বোধ হয় বলিয়া (আমার চিত্ত কি অবস্থায় স্থিত, তাহাও পুনশ্চ আমি জানিতে পারি বলিয়া) চিত্ত অন্য কোনও গ্রহীতার গ্রাহ্য ইহা সিদ্ধ হইল। গ্রাহ্য বস্তু মাত্রই জড় বা জ্ঞেয়—অতএব চিত্ত স্বাভাস নহে।

২০। কিঞ্চ চিত্তকে স্বাভাস বলিলে তাহা স্বাভাস ও বিষয়াভাস উভয়াভাসই হয়, চিত্ত স্বাভাস ও বিষয়াভাস দুই-ই হইলে চিত্তের স্বরূপের এবং বিষয়ের অবধারণ একই ক্ষণে হইত, কিন্তু তাহা হয় না। যে চিত্ত-ব্যাপারের দ্বারা চিত্তের স্বরূপের অবধারণ হয় তাহার দ্বারাই বিষয়ের অবধারণ হয় না। শব্দের জ্ঞান এবং 'আমি শব্দ জানিতেছি' এইরূপ অনুভব যাহা জ্ঞাতৃ-বিষয়ক, তাহা অনুব্যবসায়াত্মক বলিয়া একই ক্ষণে হইতে পারে না। অতএব চিত্ত বিষয়াভাসই, তাহা স্বাভাস নহে *। স্ব-পররূপ অর্থে চিত্তরূপ এবং বিষয়রূপ (এই উভয়ের একক্ষণে জ্ঞান হওয়া) যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ তাহা নিজের অনুভবের বিরুদ্ধ।

* যেমন স্বপ্রতিষ্ঠ আকাশ অর্থে উহা পরপ্রতিষ্ঠ নহে, সেইরূপ স্বাভাস শব্দের অর্থ 'যাহা পর-প্রকাশ্য নহে' এইরূপ। এইরূপ নিষেধবাচক হইলেই তাহা বৈকল্পিক শব্দ বা তাহার বিষয় নাই। কিন্তু যে-পদার্থকে ঐ শব্দ লক্ষ্য করে তাহা 'শূন্য' নহে। 'ঘোড়ার শরীর' এস্থলে যেমন ঘোড়া সৎপদার্থ কিন্তু ঐ বাক্যার্থটি বৈকল্পিক, সেইরূপ।

ভাষা দৃশ্যবস্তুর ধর্ম লইয়াই করা হয় তাই দ্রষ্টাকে লক্ষিত করিতে হইলে দৃশ্য পদার্থ দিয়াই করিতে হয়। কিন্তু দ্রষ্টা দৃশ্য নহে বলিয়া দৃশ্য-ধর্ম সব নিষেধ করিয়া তাহার লক্ষণ করিতে হয়। সেই নিষেধের ভাষাই বৈকল্পিক ভাষা, তাহা যাহাকে লক্ষ্য করে তাহা বৈকল্পিক নহে। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ 'জানা' বলি তাহা সর্বস্থলেই 'জ্ঞেয়কে জানা' এবং জ্ঞেয় সেই-সবস্থলেই পৃথক্ বস্তু, সেইজন্য ভাষা তাদৃশ অর্থেই রচিত হইয়াছে। অতএব দ্রষ্টাকে ঐরূপ ভাষায় লক্ষিত করিতে হইলে জ্ঞেয়ধর্ম নিষেধ করিয়াই করিতে হইবে। অর্থাৎ সেস্থলে 'যাহা জ্ঞেয় তাহাই জ্ঞাতা' এইরূপ বিরুদ্ধার্থক পদার্থদ্বয়কে একার্থক বলিয়া ভাষণ করিতে হইবে। এইরূপ ভাষার বাস্তব অর্থ না থাকাতে উহা বিকল্প। কিন্তু ঐ লক্ষণের যাহা লক্ষ্য বস্তু তাহা বিকল্প নহে।

আত্মভাবকে বিশ্লেষ করিয়া এইরূপ পদার্থ আসে যাহা প্রকাশ্য। প্রকাশ্য বলিলেই পরপ্রকাশ্য হইবে এবং তাহাতে 'পর'ও আসিবে 'প্রকাশ্য'ও আসিবে। সেই 'পর'কে লক্ষিত করিতে হইলে তাহাকে 'প্রকাশক' বলিতে হইবে। 'যে প্রকাশ করে সে প্রকাশক' এইরূপ লক্ষণ এস্থলে ঠিক নহে, 'যাহার দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাই প্রকাশক' এস্থলে এইরূপ বলিতে হইবে। 'প্রকাশক' শব্দের এইরূপ অর্থ বৈকল্পিক নহে।

ভবতি। যেন ব্যাপারেণ চিত্তরূপস্য অবধারণং ন তেন বিষয়স্যাবধারণম্। শব্দজ্ঞানস্য তথা চ শব্দমহং জানামীত্যনুভবস্য জ্ঞাতৃবিষয়কস্য অনুব্যবসায়াত্মকস্য নৈকক্ষণে সম্ভবঃ। ততো বিষয়াভাসমেব চিত্তং ন স্বাভাসম্। নেতি। স্ব-পররূপং—চিত্তরূপং বিষয়রূপঞ্চ ন যুক্তং, স্বানুভববিরুদ্ধত্বাৎ। ক্ষণিকবাদিনশ্চিত্তং ক্ষণস্থায়ি। তস্মাৎ তন্মতে কারকক্রিয়া-ভূতিরূপা জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়া একক্ষণভাবিনস্ততশ্চ একক্ষণ এব তত্রয়াণাং জ্ঞানং ভবেদিতি। তচ্চানুভূতিবিরুদ্ধমিতি অনাস্থেয়ং তন্মতম্।

২১। স্যাদিতি। স্যান্মতিঃ, মতিঃ—সম্মতিঃ, মা ভূৎ চিত্তং স্বাভাসমিত্যর্থঃ। তথাপি স্বরসনিরুদ্ধং—স্বভাবতো নিরুদ্ধং—লীনং চিত্তং সমনন্তরভূতেন চিত্তান্তরেণ গৃহ্যতে ন চিদ্রূপেণ দ্রষ্ট্রা ইতি পুনঃ শঙ্ককো বদেৎ। তচ্ছঙ্কা চিত্তান্তরেতি সূত্রেণ নিরসিতা। অথেতি। ন হি ভবিষ্যচ্চিত্তেন বর্তমানচিত্তস্য সাক্ষাদ্ আভাসনং যুক্তং তস্মাৎ চিত্তস্য চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বর্তমানস্যৈব অসংখ্যচিত্তস্য সত্তা কল্পনীয়া স্যাৎ। বুদ্ধিবুদ্ধিঃ—বুদ্ধের্গ্রাহিকা বুদ্ধিঃ। অতিপ্রসঙ্গঃ—অনবস্থা। ততশ্চ স্মৃতিসঙ্করঃ—স্মৃতীনাং ব্যামিশ্রী-ভাবঃ। পূর্বচিত্তরূপাৎ প্রত্যযাদ্ উত্তরপ্রতীত্যাচিত্তোৎপাদ ইত্যেষাং সিদ্ধান্তঃ। চিত্তং যদি পূর্বচিত্তস্য দ্রষ্টৃ স্যাৎ তদা তদসংখ্যাতপূর্বচিত্তগতস্মৃতীনামপি যুগপদ্ দ্রষ্টৃ স্যাৎ, এবং স্মৃতিসঙ্করঃ।

(চিত্ত যে বিষয়াভাস তাহা সিদ্ধ, তাহাকে স্বাভাস বলিলে তাহা স্বাভাস ও বিষয়াভাস এই দুই-ই হইবে। তাহাতে একই ক্ষণে স্বাভাসত্বের বা জ্ঞাতৃত্বের বোধ এবং জ্ঞেয় বিষয়ের বোধ দুই বোধই হইবে, কিন্তু তাহা হয় না। জ্ঞেয়র বোধই হয় আর জ্ঞাতার বোধ পরে অনুব্যবসায়ের দ্বারা হয়। অনুব্যবসায়ের দ্বারা হওয়াতে তাহা জ্ঞেয়রই বোধ, কারণ অনুব্যবসায়কালে পূর্বেরই জ্ঞান হয় সুতরাং তাহা জ্ঞেয়রই বোধ, সাক্ষাৎ জ্ঞাতার নহে। অনুব্যবসায় স্বাভাস নহে এবং স্বাভাসত্বের উদাহরণ নহে)।

ক্ষণিকবাদীদের মতে চিত্ত ক্ষণস্থায়ী, তজ্জন্য তন্মতে কারক-ক্রিয়া-ভূতিরূপ জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এক ক্ষণেই উৎপন্ন হয় সুতরাং ঐ তিনের জ্ঞান একক্ষণেই হয়, কিন্তু অনুভূতি-বিরুদ্ধ বলিয়া এই মত আস্থেয় নহে।

২১। ইহাতে আমাদের সম্মতি আছে অর্থাৎ চিত্ত যে স্বাভাস নহে তাহা মানিয়া নিলাম। কিন্তু সরস-নিরুদ্ধ অর্থাৎ (উৎপন্ন হইয়া) 'লীন হওয়া'-রূপ স্বভাবযুক্ত চিত্ত তাহার সমনন্তরভূত, বা ঠিক পরক্ষণে উদিত, অন্য চিত্তের দ্বারা গৃহীত বা জ্ঞাত হয়, চিদ্রূপ দ্রষ্টার দ্বারা নহে—শঙ্কাকারী যদি পুনশ্চ এইরূপ বলেন তবে সেই শঙ্কা এই সূত্রের দ্বারা নিরসিত হইতেছে।

ভবিষ্যৎ চিত্তের দ্বারা বর্তমান চিত্তের সাক্ষাৎ আভাসন যুক্তিযুক্ত নহে, অতএব চিত্ত যদি চিত্তান্তরের দৃশ্য হয় তাহা হইলে বর্তমান অসংখ্য চিত্তের সত্তা (যাহা অসম্ভব, তাহা) কল্পনা করিতে হইবে (অতীত বুদ্ধিকে বর্তমান বুদ্ধি বিষয় করাকে আভাসন বলে না, যেমন ভবিষ্যৎ আলোকের দ্বারা বর্তমান দর্পণ আভাসিত হয় না—সেইরূপ)। বুদ্ধিবুদ্ধি অর্থে একবুদ্ধির বা জ্ঞানের গ্রাহিকা

ইত্যেবমিতি। এবং দ্রষ্টৃপুরুষমপলপদ্ভির্বৈনাশিকৈঃ সর্বম্—ইদং ন্যায়সঙ্গতং দর্শনমিত্যর্থঃ আকুলীকৃতং—বিপর্যস্তম্। যত্র ক্বচন—আলয়বিজ্ঞানরূপে বিজ্ঞানস্কন্ধে বা নৈবসংজ্ঞানাঽসংজ্ঞায়তনরূপে সংজ্ঞাস্কন্ধে বা সংজ্ঞাবেদয়িতা ইত্যাখ্যে বেদনাস্কন্ধে বা। কেচিদিতি। কেচিৎ শুদ্ধসন্তানবাদিনঃ সত্ত্বমাত্রং—দেহিসত্ত্বং পরিকল্প্য তং সত্ত্বমভ্যুপগম্য বদন্তি অস্তি কশ্চিৎ সত্ত্বো য এতান্ সাংসারিকান্ পঞ্চ স্কন্ধান্—বিজ্ঞান-সংজ্ঞা-বেদনা-সংস্কার-রূপ-সমূহান্ নিঃক্ষিপ্য—পরিত্যজ্য অন্যান্ শুদ্ধস্কন্ধান্ পরিগৃহ্লাতি। শূন্যরূপস্য অভ্যুপগতস্য নির্বাণস্য তদ্দৃষ্ট্যা অসঙ্গতিমুপলভ্য ততস্তে পুনস্ত্রস্যন্তি। তথেতি। তথা অপরে শূন্যবাদিনঃ স্কন্ধানাং শাশ্বতোপশমায় গুরোরন্তিকে তদর্থং ব্রহ্মচর্যাচরণস্য মহতীং প্রতিজ্ঞাং কুর্বন্তো যদর্থং সা প্রতিজ্ঞা কৃতা তস্য—স্বস্য সত্ত্বমপি অপলপন্তি। প্রবাদাঃ—প্রকৃষ্টা বাদাঃ, বাদঃ—স্বপক্ষস্থাপনাত্মকো ন্যায়ঃ।

২২। কথমিতি। কথং সাংখ্যাঃ স্বশব্দেন ভোক্তারং পুরুষমুপযন্তি—উপপাদয়ন্তীতি উত্তরং চিতেরিতি সূত্রম্। অপ্রতিসংক্রমায়াশ্চিতেঃ—চৈতন্যস্য তদাকারা-

অন্য বুদ্ধি বা জ্ঞান। অতিপ্রসঙ্গ অর্থে অনবস্থা বা বুদ্ধির অসংখ্যত্ব কল্পনারূপ যুক্তির দোষ। ঐ অনবস্থা বা একই কালে অসংখ্য পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের জ্ঞাতা একবুদ্ধি—এইরূপ হইলে স্মৃতিসঙ্কর হইবে (তাহাতে কোনও বিশেষ স্মৃতিকে পৃথক্ করিয়া জানার উপায় থাকিবে না)। পূর্ব চিত্তরূপ প্রত্যয় (=কারণ বা নিমিত্ত) হইতে পরের প্রতীত্য (=কার্য) চিত্তের উৎপত্তি হয়—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। বর্তমান চিত্ত যদি পূর্ব পূর্ব চিত্তের দ্রষ্টা হয় তাহা হইলে তাহা অসংখ্য পূর্ব-চিত্তগত স্মৃতিরও যুগপৎ দ্রষ্টা হইবে (সংস্কার ও প্রত্যয় এক হইয়া যাইবে)—এইরূপে স্মৃতিসঙ্কর হইবে, কোনও স্মৃতির বৈশিষ্ট্য থাকিবে না।

এইরূপে দ্রষ্টৃপুরুষের অপলাপকারী বৈনাশিকদের দ্বারা সমস্তই অর্থাৎ এই সব ন্যায়সঙ্গত দর্শন আকুলীকৃত বা বিপর্যস্ত হইয়াছে। যে-কোনও স্থানে অর্থাৎ দ্রষ্টা ব্যতীত যে-কোনও বস্তুতে, যেমন আলয়-বিজ্ঞানরূপ বা আমিত্ব-বিজ্ঞানরূপ বিজ্ঞানস্কন্ধে অথবা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনরূপ সংজ্ঞাস্কন্ধে অথবা সংজ্ঞাবেদয়িতা নামক বেদনাস্কন্ধে দ্রষ্টৃত্ব কল্পনা করেন। কোনও কোনও শুদ্ধসন্তানবাদী বৌদ্ধ সত্ত্বমাত্র বা দেহিসত্ত্ব কল্পনা করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রসাহায্যে দেহযুক্ত এক সত্ত্ব বা পুরুষের অস্তিত্ব স্থাপনা করিয়া, বলেন যে, কোনও এক মহাসত্ত্ব আছেন যিনি এই সাংসারিক পঞ্চ স্কন্ধ, যথা—বিজ্ঞান বা চিত্তবৃত্তি, সংজ্ঞা বা আলোচন নামক প্রাথমিক জ্ঞান, বেদনা বা সুখ-দুঃখ-মোহের বোধ, সংস্কার বা ঐ সকল ব্যতীত অন্য যেসব আধ্যাত্মিক ভাব, এবং রূপ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দস্পর্শাদি—এই যে কয় স্কন্ধ বা পদার্থসমূহ, তাহা নিক্ষেপ বা পরিত্যাগ করিয়া অন্য শুদ্ধ স্কন্ধ পরিগ্রহ করেন। কিন্তু তদ্দৃষ্টিতে তাঁহাদের স্বীকৃত শূন্যরূপ নির্বাণের অসঙ্গতি হয় দেখিয়া পুনরায় তাহা হইতেও ভীত হন। তদ্ব্যতীত অপর শূন্যবাদীরা ঐ স্কন্ধসকলের শাশ্বতী উপশান্তির নিমিত্ত গুরুর নিকট তজ্জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণের মহা প্রতিজ্ঞা করিয়া যদুদ্দেশে সেই প্রতিজ্ঞা কৃত তাহারই অর্থাৎ নিজের সত্তারই অপলাপ করেন। প্রবাদ অর্থে প্রকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বাদ, বাদ অর্থে স্বপক্ষস্থাপনার জন্য ন্যায়সঙ্গত কথা।

পত্তৌ—বুদ্ধ্যাকারাপত্তৌ তদনুপাতিত্বাৎ ন তু প্রতিসঞ্চারাৎ স্ববুদ্ধেঃ—অস্মীতিবুদ্ধেঃ সংবেদনম্—প্রতিসংবেদনম্ ইতি সূত্রার্থঃ। অপরিণামিনীতি প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্।

তথেতি। যস্যাং গুহায়াং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং শাশ্বতং ব্রহ্ম চিদ্রূপম্ আহিতং ন সা গুহা পাতালং গিরিবিবরম্ অন্ধকারং ন বা উদধীনাং কুক্ষয়ঃ কিন্তু সা অবিশিষ্টা—চিদিব প্রতীয়মানা বুদ্ধিবৃত্তিরেবেতি কবয়ো বেদয়ন্তে—দর্শয়ন্তীতি।

২৩। অত ইতি। অতশ্চ এতদ্ অভ্যুপগম্যতে—স্বীক্রিয়তে। চিত্তং সর্বার্থম্। দ্রষ্টৃপরক্তং—জ্ঞাতাহমিত্যাত্মিকা বুদ্ধিরেব দ্রষ্টৃপরক্তং চিত্তম্। তথা চ দৃশ্যোপরক্তত্বাৎ চিত্তং সর্বার্থম্। মন ইতি। মন্তব্যেন অর্থেন—শব্দাদ্যর্থেন। অপি চ মনঃ স্বয়ং বিষয়ত্বাৎ—প্রকাশ্যত্বাদ্ বিষয়িণা পুরুষেণ আত্মীয়যা বৃত্ত্যা—স্বকীয়য়া চিদ্রূপয়া বৃত্ত্যা অভিসম্বদ্ধম্ একপ্রত্যয়গতস্বরূপসান্নিধ্যাৎ। ন হি স্বরূপপুরুষশ্চিত্তস্য বিষয়ঃ কিন্তু চিত্তং স্বস্য হেতুভূতত্বাদ্ অভিসম্বদ্ধং বৃত্তিসরূপং দ্রষ্টারং গ্রহীতৃরূপত্বেন এব বিষয়ীকরোতীতি অসকৃদ্ দর্শিতম্। অতশ্চিত্তং দ্রষ্টৃদৃশ্যনির্ভাসম্। শব্দাদ্যাকারমচেতনং বিষয়াত্মকং তথা জ্ঞাতাহমিতি অবিষয়াত্মকং—বিষয়িসরূপং চেতনাকারঞ্চাপীতি সর্বার্থম্। তদিতি। চিত্তসারূপ্যেণ—পুরুষস্য চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ।

২২। সাংখ্যেরা কিরূপে 'স্ব'-শব্দের দ্বারা ভোক্তা পুরুষকে উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা স্থাপিত করেন? তাহার উত্তর এই সূত্র। অন্যত্র প্রতিসঞ্চারশূন্যা বা স্বপ্রতিষ্ঠ চিতির অর্থাৎ চৈতন্যের তদাকারাপত্তি বা বুদ্ধির আকারপ্রাপ্তি হইলে—বুদ্ধির প্রতিসংবেদনরূপ অনুপাতিত্বের দ্বারা (অনুপতন অর্থে পশ্চাতে অবস্থান), বুদ্ধিতে প্রতিসঞ্চারিত না হইয়া—স্ববুদ্ধির অর্থাৎ 'আমি' এই বুদ্ধির সংবেদন বা প্রতিসংবেদন হয়। সূত্রের ইহাই অর্থ। 'অপরিণামিনী· ' ইত্যাদি সূত্র পূর্বে (২।২০ টীকায়) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যে গুহাতে গুহাহিত, গহ্বরস্থ শাশ্বত চিদ্রূপ ব্রহ্ম আহিত আছেন (বা যাহার দ্বারা তিনি আবৃত বলিয়া প্রতীত হন) সেই গুহা—পাতাল বা গিরিবিবর বা অন্ধকার এইরূপ কোনও স্থান অথবা সমুদ্রগর্ভও নহে কিন্তু তাহা অবিশিষ্টা অর্থাৎ চিৎ বা দ্রষ্টার ন্যায় প্রতীয়মান বা 'আমি জ্ঞাতা' এই লক্ষণযুক্ত, বুদ্ধিবৃত্তি—ইহা কবিরা অর্থাৎ বিদ্বান্ জ্ঞানীরা খ্যাপিত করেন। অর্থাৎ পুরুষাকারা বুদ্ধিতেই পুরুষ নিহিত আছেন।

(পরের সূত্রেই আছে যে জ্ঞাতা দ্রষ্টার দ্বারা এবং জ্ঞেয় দৃশ্যের দ্বারা উপরঞ্জিত হওয়ার যোগ্যতা থাকায় চিত্ত বা বুদ্ধি সর্বার্থ। নিম্নস্থ দৃশ্যবর্গ হইতে উপরত হইয়া বুদ্ধি যখন 'আমি জ্ঞাতা' বা সোঽহম্ ভাবে স্থিতি করে, তখন সেই পুরুষাকারা বুদ্ধিতেই দ্রষ্টার বা শাশ্বত ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই কথাই ভাষ্যোদ্ধৃত এই সুপ্রাচীন গভীরার্থক শ্লোকটিতে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে)।

২৩। অতএব ইহা অভ্যুপগত বা স্বীকৃত হইল যে, চিত্ত সর্বার্থ অর্থাৎ সর্ব বস্তুকেই অর্থ বা বিষয় করিতে সমর্থ। তাহা দ্রষ্টাতেও উপরক্ত হয়, 'আমি জ্ঞাতা' ইত্যাকার বুদ্ধিই দ্রষ্টার দ্বারা উপরক্ত চিত্ত, পুনঃ তাহা দৃশ্যের দ্বারাও উপরক্ত হয় বলিয়া চিত্ত সর্বার্থ বা সর্ব বস্তুকে বিষয় করিতে

কস্মাদিতি। বিজ্ঞানবাদিনাং ভ্রান্তিবীজং সর্বরূপখ্যাপকং চিত্তমস্তি। সমাধিরপি তেষামস্তি। সমাধৌ চ প্রতিবিম্বীভূতঃ—আগন্তুক ইত্যর্থঃ প্রজ্ঞেয়ঃ—গ্রাহ্যোঽর্থঃ সমাহিতচিত্তস্যালম্বনীভূতঃ। স চেদর্থঃ চিত্তমাত্রঃ স্যাৎ তদা প্রজ্ঞৈব প্রজ্ঞারূপম্ অবধার্যেত ইতি কিঞ্চিৎ স্বাভাসং বস্তু অভ্যুপগন্তব্যং ভবতীত্যর্থঃ। চিত্তন্তু ন স্বাভাসং ততোঽস্তি স্বাভাসঃ পুরুষঃ, যেন চেতসি প্রতিবিম্বীভূতঃ অর্থঃ অবধার্যতে—প্রকাশ্যতে ইত্যর্থঃ। এবমিতি। গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যস্বরূপচিত্তভেদাৎ—গ্রহীতৃস্বরূপস্য গ্রহণস্বরূপস্য গ্রাহ্যস্বরূপস্য চেতি চিত্তভেদাৎ—জ্ঞানভেদাৎ, এতৎ ত্রয়মপি যে প্রেক্ষাবন্তো জাতিতঃ বস্তুত ইত্যর্থঃ প্রবিভজন্তে তে সম্যগ্‌দর্শিনঃ, তৈঃ পুরুষোঽধিগতঃ সম্যক্‌শ্রবণমননাভ্যামিত্যর্থঃ।

২৪। কুত ইতি। কুতঃ পুরুষস্য চিত্তাৎ পৃথক্ত্বং সিধ্যেৎ তদ্যুক্তিমাহ। তচ্চিত্তম্ অসংখ্যেয়বাসনাভির্বিচিত্রমপি ন তেন স্বার্থেন ভবিতব্যম্। সংহত্যকারিত্বাৎ তৎ পরার্থং

সমর্থ। গন্তব্য অর্থের দ্বারা অর্থাৎ শব্দাদি অর্থের দ্বারা। কিন্তু মন নিজেই বিষয় বা প্রকাশ্য বলিয়া বিষয়ী পুরুষের সহিত আত্মীয় বৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ স্বকীয় চিদ্রূপের ন্যায় যে বৃত্তি তদ্দ্বারা, 'আমি জ্ঞাতা' ইত্যাত্মক একপ্রত্যয়ের অন্তর্গতস্বরূপ সান্নিধ্যহেতু অভিসম্বদ্ধ বা সম্পর্কযুক্ত। স্বরূপ-পুরুষ সাক্ষাৎভাবে চিত্তের বিষয় নহেন কিন্তু দ্রষ্টা চিত্তের (নিমিত্ত) কারণ বলিয়া চিত্ত দ্রষ্টার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও তাহা বৃত্তির সহিত সমানাকার দ্রষ্টাকে অর্থাৎ পুরুষাকারা বুদ্ধিকে গ্রহীতৃরূপে বিষয় বা আলম্বন করে ইহা ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। তজ্জন্য চিত্ত দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-নির্ভাসক। তাহা শব্দাদি বিষয়রূপ অচেতন-বিষয়াত্মক এবং 'আমি জ্ঞাতা'-রূপ অবিষয়াত্মক অর্থাৎ বিষয়ের বিনি বিরুদ্ধ বা জ্ঞাতা তৎসদৃশ, ও চেতন আকার-যুক্ত বলিয়া অর্থাৎ বস্তুতঃ অচেতন হইলেও চেতনরূপে প্রতিভাত হয় বলিয়া, চিত্ত সর্বার্থ। চিত্তের সহিত সারূপ্য-হেতু অর্থাৎ পুরুষের চিত্তসারূপ্য-হেতু ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানীরা চিত্তকেই পুরুষ মনে করিয়া ভ্রান্ত।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের মতে ভ্রান্তিবীজ, সর্বরূপ-নির্ভাসক চিত্তমাত্রই আছে (বাহ্য বিষয় নাই)। তাঁহাদের মতে সমাধিও আছে। সমাধিতে প্রতিবিম্বীভূত অর্থাৎ যাহা চিত্তোৎপন্ন নহে কিন্তু আগন্তুক, সেই প্রজ্ঞেয় বা গ্রাহ্য বিষয় সমাহিত চিত্তের আলম্বনীভূত হয় (সমাধি থাকিলে তাহার আলম্বন-স্বরূপ পৃথক্ বিষয়ও থাকিবে)। কিন্তু সেই অর্থ বা বিষয় যদি কেবল চিত্তমাত্র হইত তাহা হইলে প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞারূপকে অবধারণ করিবে, ইহাতে কোনও এক স্বাভাস বস্তু আসিয়া পড়ে (কারণ একই কালে নিজেকে নিজে জানাই স্বাভাসের লক্ষণ)। কিন্তু চিত্ত স্বাভাস নহে অতএব তদ্ব্যতিরিক্ত এক স্বাভাস পুরুষ আছেন যদ্দ্বারা চিত্তে প্রতিবিম্বীভূত বিষয় অবধারিত বা প্রকাশিত হয়। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যরূপ চিত্তভেদ আছে বলিয়া অর্থাৎ গ্রহীতৃ-স্বরূপ (গ্রহীতৃরূপ বুদ্ধি এবং দ্রষ্টা উভয়ই ইহার অন্তর্গত), গ্রহণ-স্বরূপ এবং গ্রাহ্য-স্বরূপ (ঐ ঐ আলম্বনে উপরক্ত) চিত্তভেদ বা বিভিন্ন জ্ঞান আছে বলিয়া, যাঁহারা চিত্তকে এই তিন প্রকারে জানেন এবং জাতিতঃ অর্থাৎ চিত্তকে ঐ ঐ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত বস্তুরূপে, জানেন তাঁহারাই যথার্থদর্শী এবং তাঁহাদের দ্বারাই পুরুষ অধিগত হন বা যথাযথ শ্রবণ-মননের দ্বারা বিজ্ঞাত হন।

তস্মাদ্ অস্তি কশ্চিৎ পরো বিষয়ী যস্য তচ্চিত্তং বিষয় ইতি। তদেতদিতি। পরস্য ভোগাপবর্গার্থং—পরস্য চিত্তাতিরিক্তস্য চেতনস্য দ্রষ্টৃরূপদর্শনেন চিত্তস্য ভোগাপবর্গরূপ-ব্যাপারঃ সিধ্যতি, সংহত্যকারিত্বাৎ—নানাঙ্গসাধ্যত্বাৎ চিত্তকার্যস্য। যদা বহূনি অচেতনানি সাধনানি একপ্রযত্নেন মিলিত্বা সচেতনবৎ কার্যং কুর্বন্তি তদা তদ্ব্যতিরিক্তস্তৎপ্রয়োজকঃ কশ্চিৎ চেতনঃ পদার্থঃ স্যাৎ। কর্মাশয়বাসনাপ্রমাণাদীনি বহূনি সাধনানি মিলিত্বা সুখাদিপ্রত্যয়ং নির্বর্তয়ন্তি। কস্যচিদেকস্য চেতনস্য ভোক্তুরধিষ্ঠানাদেব তানি তৎ কুর্যুঃ।

যশ্চেতি। অর্থবান্—উপদর্শনবান্। পরঃ—অন্যঃ চিত্তাৎ। সামান্যমাত্রম্—অহং-শব্দবাচ্যানাং ক্ষণিকপ্রত্যয়ানাং সাধারণনামমাত্রম্। স্বরূপেণ উদাহরেৎ—ভোক্তেতি নাম্না প্রদর্শয়েৎ। যস্ত্বসৌ পরো বিশেষঃ—ভাবঃ, নামাদিবিয়োগেঽপি যস্য সত্তা অনুভূয়তে, তাদৃশশ্চিত্তাতিরিক্তঃ সৎপদার্থঃ। ন স সংহত্যকারী স হি পুরুষঃ। বৈনাশিকা বিজ্ঞানাদিস্কন্ধান্তর্গতং সামান্যমাত্রং যদ্ বদেযুস্তৎ সংহত্যকারি স্যাৎ পঞ্চ-স্কন্ধান্তর্গতত্বাৎ।

২৪। চিত্ত হইতে পুরুষের পার্থক্য কিরূপে সিদ্ধ হয়—তাহার যুক্তি বলিতেছেন। সেই চিত্ত অসংখ্য বাসনার দ্বারা বিচিত্র (এক মহান্ পদার্থ) হইলেও তাহা স্বার্থ হইতে পারে না অর্থাৎ চিত্তের ব্যাপার যে চিত্তেরই জন্য তাহা হইতে পারে না, কারণ তাহা সংহত্যকারী বলিয়া পরার্থ। তজ্জন্য তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোনও এক বিষয়ী বা দ্রষ্টা আছেন যাঁহার বিষয় বা দৃশ্য সেই চিত্ত। পরের ভোগাপবর্গার্থ অর্থাৎ পরের বা চিত্তের অতিরিক্ত চেতন দ্রষ্টার উপদর্শনের দ্বারা চিত্তের ভোগাপবর্গরূপ ব্যাপার সিদ্ধ হয়, যেহেতু চিত্ত সংহত্যকারী অর্থাৎ চিত্তকার্য নানা অঙ্গের দ্বারা সাধনীয় (প্রখ্যা, প্রবৃত্তি, বাসনা, কর্মাশয় ইত্যাদিই চিত্তের অঙ্গ)। যখন বহু অচেতন সাধন (=যদ্দ্বারা কর্ম সাধিত হয়) এক চেষ্টায় মিলিত হইয়া সচেতনবৎ কার্য করে তখন তাহাদের প্রযোজক বা প্রবর্তনার হেতুস্বরূপ তদ্ব্যতিরিক্ত কোনও এক চেতন পদার্থ থাকিবে ইহাই নিয়ম। কর্মাশয়, বাসনা প্রমাণাদি বৃত্তি ইত্যাদি বহু সাধন একত্র মিলিয়া (সমঞ্জসভাবে) সুখাদি প্রত্যয় নিষ্পাদিত করে, অতএব তাহারা কোনও এক চেতন ভোক্তার অধিষ্ঠানবশতঃই উহা করে (ইহা বুঝিতে হইবে)।

অর্থবান্—উপদর্শনবান্ (ভোগাপবর্গরূপ অর্থিতাকে বা চাওয়াকে যিনি প্রকাশ করেন, অতএব যাঁহার উপদর্শনের ফলেই চিত্তব্যাপার হয়)। পর অর্থে চিত্ত হইতে পর বা পৃথক্। সামান্যমাত্র অর্থে (এস্থলে) 'আমি' এই শব্দের দ্বারা লক্ষিত ক্ষণিক প্রত্যয়সকলের সাধারণ নামমাত্র। স্বরূপে উদাহৃত হয় অর্থাৎ 'ভোক্তা' এই নামে প্রদর্শিত হয়। এই যে পরম বিশেষ অর্থাৎ বিশেষ ভাব-পদার্থ, নামাদিবর্জিত হইলেও যাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয় তাহাই চিত্তাতিরিক্ত সৎ পদার্থ, তাহা সংহত্যকারী নহে (অবিভাজ্য এক বলিয়া), এবং তিনিই পুরুষ। বৈনাশিকেরা বিজ্ঞানাদি স্কন্ধের অন্তর্গত সামান্য-লক্ষণযুক্ত যাহা কিছু বলিবেন অর্থাৎ উদীয়মান ও লীয়মান বহু বিজ্ঞানের 'আমি'

২৫। চিত্তাৎ পুরুষস্য অন্যতাং সংস্থাপ্য অধুনা কৈবল্যভাগীয়ং চিত্তং বিবৃণোতি সূত্রকারঃ। বিশেষেতি। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োর্ভেদরূপো যো বিশেষস্তদ্দর্শিন আত্মভাবভাবনা বক্ষ্যমাণা বিনিবর্ত্ততেতি সূত্রার্থঃ। যথেতি। বিশেষদর্শনবীজং—বিবেকদর্শনবীজং—পূর্বপূর্বজন্মসু শ্রবণমননাদিভিরভিসংস্কৃতম্। স্বাভাবিকী—স্বরসতঃ, দৃষ্টাভ্যাসং বিনাপীত্যর্থঃ আত্মভাবভাবনা প্রবর্ত্তে। উক্তমাচার্য্যৈঃ। স্বভাবম্—আত্মভাবম্ আত্মসাক্ষাৎকারবিষয়মিতি যাবৎ, মুক্ত্বা—ত্যক্ত্বা, দোষাৎ—পূর্বসংস্কারদোষাৎ, যেষাং পূর্বপক্ষে—সংসৃতিহেতুভূতে কর্ম্মণি রুচির্ভবতি, নির্ণয়ে—তত্ত্বনির্ণয়ে চ অরুচির্ভবতীতি। আত্মভাবভাবনানিবৃত্তেঃ স্বরূপমাহ পুরুষস্থিতি।

২৬। তদেতি। তদা কৈবল্যপর্যন্তগামিনি বিবেকমার্গে নিম্নমার্গগজলবৎ চিত্তং প্রবহতি। বিবেকজজ্ঞাননিম্নং—প্রবলবিবেকজজ্ঞানবদিত্যর্থঃ।

২৭। তচ্ছিদ্রেষু—বিবেকান্তরালেষু। অস্মীতি—অহমহমিতি। সুগমমন্যৎ।

এই সামান্য বা জাতিবাচক সাধারণ নাম দিয়া যে সামান্যমাত্র বস্তুর উল্লেখ করেন তাহা পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গতত্বহেতু অর্থাৎ চিত্তাদি-স্বরূপ বলিয়া তাহা সংহত্যকারী পদার্থ হইবে (সুতরাং তাহাদের উপরে এক দ্রষ্টা বা ভোক্তা স্বীকার্য হইবে)।

২৫। চিত্ত হইতে পুরুষের ভিন্নতা স্থাপিত করিয়া সূত্রকার অধুনা কৈবল্যভাগীয় বা কৈবল্যের মুখ্য সাধক, চিত্তের বিবরণ দিতেছেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদরূপ যে বিশেষ সেই বিশেষদর্শীর বক্ষ্যমাণ আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয় ইহাই সূত্রের অর্থ। বিশেষদর্শন-বীজ অর্থে বিবেকদর্শন-বীজ, যাহা পূর্ব পূর্ব জন্মে শ্রবণ-মননাদির সঞ্চিত-সংস্কার-সম্পন্ন। তাঁহার ঐ বীজ স্বাভাবিক বা স্বতঃজাত অর্থাৎ দৃষ্টজন্মীয় অভ্যাসব্যতীত প্রবর্তিত হয়। (যাঁহাতে ঐ কৈবল্য-বীজ আছে তাঁহার আত্মভাবভাবনা প্রবর্তিত হয়, যাঁহার বিশেষদর্শন নিষ্পন্ন হইয়াছে তাঁহার উহা নিবর্তিত হয়)।

আচার্যদের দ্বারা এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে যথা, স্বভাব অর্থাৎ আত্মভাব বা আত্মসাক্ষাৎকাররূপ বিষয় ত্যাগ করিয়া, দোষবশতঃ অর্থাৎ পূর্বের বিরুদ্ধ সংস্কারের দোষবশতঃ যাহাদের পূর্বপক্ষে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ সংসৃতিমূলক কর্মে (ভোগে বা অবিবেকমূলক কর্মে) রুচি হয়, তাহাদের নির্ণয়বিষয়ে বা তত্ত্বনির্ণয়ে অরুচি হয়। আত্মভাবভাবনার নিবৃত্তির স্বরূপ বলিতেছেন অর্থাৎ উহা নিবৃত্ত হইলে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা বলিতেছেন—পুরুষ শুদ্ধ. চিত্তধর্মের দ্বারা অপরামৃষ্ট ইত্যাদি।

২৬। তখন কৈবল্য পর্যন্ত গামী অর্থাৎ তদবধি বিস্তৃত বিবেকমার্গে অধোগামী জলপ্রবাহবৎ স্বতঃই চিত্ত প্রবাহিত হয়। বিবেকজ-জ্ঞান-নিম্ন বা প্রবল বিবেকজ জ্ঞান-সম্পন্ন। (জলের গতি যেমন নিম্নাভিমুখে স্বতঃই প্রবল হয় তদ্রূপ চিত্ত তখন কৈবল্যাভিমুখেই প্রবাহিত হয়। বিবেকজ জ্ঞান অর্থে বিবেকসঞ্জাত প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি, ৩।৫৪ সূত্রোক্ত পারিভাষিক অর্থ নহে)।

২৭। তচ্ছিদ্রে অর্থাৎ বিবেকের অন্তরালে, (যখন বিবেকের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়, তখন) অস্মীতি বা 'আমি, আমি' এইরূপ বোধ হয় (যাহা বিবেকবিরোধী অস্মিতা-ক্লেশের ফল)।

২৮। এষাম্—অবিবেকপ্রত্যয়ানাং পূর্ববদ্ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামিত্যর্থঃ হানম্ ইত্যুক্তম্। ন প্রত্যয়প্রসূর্ভবতি—বিবেকপ্রত্যয়েনাধিকৃতত্বাৎ প্রত্যয়ান্তরস্য নাবকাশঃ। জ্ঞানসংস্কারাঃ—বিবেকসংস্কারাঃ, চিত্তাধিকারসমাপ্তিং—সর্বসংস্কারনাশাজ্জনিষ্যমাণং চিত্তস্য প্রতিপ্রসবম্ অনুশেরতে—তাবৎকালং স্থাস্যন্তশ্চিত্তেন সহ প্রবিলীয়ন্ত ইত্যর্থঃ, তস্মাৎ তেষাং হানং ন চিন্তনীয়মিতি।

২৯। প্রসংখ্যানে—বিবেকজসিদ্ধৌ অপি অকুসীদস্য—কুৎসিতং সীদতি অস্মিন্ ইতি কুসীদো রাগস্তদ্রহিতস্য বিরক্তস্য, অতো বাহ্যসঙ্গাবহীনত্বাৎ সর্বথা বিবেকখ্যাতিঃ। তদ্রূপো যঃ সমাধিঃ স ধর্মমেঘ ইত্যাখ্যায়তে যোগিভিঃ। কৈবল্যধর্মং স বর্ষতি, বর্ষালব্ধং বারীব ধর্মমেঘাদ্ অপ্রযত্নলভ্যং কৈবল্যং ভবতীতি সূত্রার্থঃ। যদায়মিতি। সুগমং ভাষ্যম্। শ্রূয়তেঽত্র "যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যন্ তানেবানু-বিধাবতি॥ যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম" ইতি। অস্যার্থঃ, যথা দুর্গমে পর্বতশিখরে বৃষ্টমুদকং পর্বতগাত্রেষু বিধাবতি এবং ধর্মান্—বুদ্ধিধর্মান্ পুরুষতঃ পৃথক্ পশ্যন্ তান্ এব অনুবিধাবতি, বুদ্ধি-

২৮। ইহাদের—অবিবেক প্রত্যয়সকলের, পূর্ববৎ অর্থাৎ অভ্যাস-বৈরাগ্যের দ্বারা অন্য বৃত্তিবৎ হান বা নাশ করা কর্তব্য ইহা উক্ত হইয়াছে। প্রত্যয়-প্রসূ হয় না অর্থাৎ বিবেকপ্রত্যয়ের দ্বারা চিত্ত অধিকৃত বা পূর্ণ থাকে বলিয়া তখন অন্য প্রত্যয়ের উদ্গিত হইবার অবকাশ থাকে না। জ্ঞান-সংস্কার—বিবেকের সংস্কার। তাহারা চিত্তের অধিকার সমাপ্তিকে অর্থাৎ সর্বসংস্কারনাশের ফলে অবশ্যম্ভাবী চিত্তলয়কে, অনুশয়ন করে বা তাবৎ কাল পর্যন্ত থাকিয়া চিত্তের সহিত তাহারা প্রলীন হয়। তজ্জন্য তাহাদের নাশ চিন্তনীয় নহে অর্থাৎ সেজন্য পৃথক্‌ভাবে করণীয় কিছু নাই।

২৯। প্রসংখ্যানেও অর্থাৎ বিবেকজ সিদ্ধিতেও অকুসীদের—কুৎসিতরূপে সংলগ্ন থাকে যাহাতে তাহাই কুসীদ বা রাগ, তদ্রূপ আসক্তিহীন বিরাগযুক্ত সাধকের চিত্ত, বাহ্যবিষয়ে সঙ্গাবহীন হওয়ায় তাঁহার সর্বকালস্থায়ী বিবেকখ্যাতি হয়। ঐরূপ বিবেকখ্যাতিযুক্ত যে সমাধি তাহাই ধর্মমেঘ-সমাধি নামে যোগীদের দ্বারা আখ্যাত হয়। তাহা কৈবল্য ধর্ম বর্ষণ করে। বর্ষালব্ধ বারির ন্যায়, ধর্মমেঘ সমাধি লাভ হইলে আর অধিক প্রযত্ন ব্যতীতও (অনায়াসেই) কৈবল্য লাভ হয়, ইহাই সূত্রের অর্থ।

এবিষয়ে শ্রুতি যথা, "যথোদকন্দুর্গে · গৌতম" (কঠ)। অর্থাৎ যেমন দুর্গম পর্বতশিখরে বৃষ্ট জল প্রবাহিত হইয়া পর্বতগাত্রকে আপ্লাবিত করে, তদ্রূপ ধর্মসকলকে অর্থাৎ বুদ্ধির বৃত্তিসকলকে, বিবেকজ্ঞানের দ্বারা দ্রষ্টা-পুরুষ হইতে ভিন্ন জানিলে সেই জ্ঞান বুদ্ধিধর্মসকলকে আপ্লাবিত করে। অর্থাৎ বুদ্ধিশিখরে বিবেক-বারিপাতে বিবেকরূপ জলপ্লাবনের দ্বারা বুদ্ধিধর্মসকল আপ্লাবিত হয় বা তাহারা বিবেকময় হইয়া যায়। আর, যেমন জল শুদ্ধ ও নির্মল হইলে তাহাতে বৃষ্ট বারিও শুদ্ধ জলই হয় তদ্রূপ বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন মুনির আত্মা বা বুদ্ধি বিবেকমাত্রে সমাহিত থাকে বলিয়া বিশুদ্ধ কেই পূর্ণ হয়।

শিখরে বিবেকাম্বুবৃষ্টিজাতো বিবেকৌঘো বুদ্ধিধর্মান্ আপ্লাবযতীত্যর্থঃ। যথা চ শুদ্ধে প্রসন্নে উদকে বৃষ্টমুদকং শুদ্ধোদকতামাপদ্যতে তথা বিজানতো বিবেকবতো মুনেবাত্মা—অন্তবাত্মা শুদ্ধো বিবেকাপ্যাযিতো ভবতি বিবেকমাত্রে সমাধানাদিতি।

৩০। তদিতি। সমূলকাষং কষিতাঃ—সমূলোৎপাটিতাঃ। জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তঃ—দুঃখত্রযাতীতো ভবতি। বিবেকপ্রত্যয-প্রতিষ্ঠায়া দুঃখপ্রত্যযা ন উৎপদ্যেরন্ অতো বিমুক্তো দেহবানপি। ন চ তস্য বিমুক্তস্য পুনবাবৃত্তিঃ, সমাধেঃ ক্ষীণবিপর্যয়স্য বিবেকপ্রতিষ্ঠস্য জন্মাসম্ভবাৎ। দেহেন্দ্রিযাদ্যভিমানবশাদেব জাতিস্তদভাবান্ন পুনরাবৃত্তিঃ। উক্তঞ্চ "বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্ম-চয়োঽচিরাদ্॥" ইতি।

৩১। তদা সর্বাবরণমলাপগমাজ্ জ্ঞানস্য আনন্ত্যং ভবতি ততশ্চ জ্ঞেযমল্পং ভবতি। সর্বৈবিতি। চিত্তসত্ত্বং প্রকাশস্বভাবকম্। তচ্চ সর্বং প্রকাশয়েদ্ অসতি বাধকে, বাধকশ্চ চিত্ততমঃ। আবরণশীলং চিত্ততমো যদা রজসা ক্রিয়াস্বভাবেন অপসার্যতে তদা উদ্‌ঘাটিতং সত্ত্বং প্রকাশযতি, তদেব জ্ঞানম্। অতস্তমসঃ সত্ত্বমলভূতস্য অপগমাৎ কার্যাভাবে বজসোঽপি স্বল্পীভাবাৎ সত্ত্বং নিরাবরণং ভূত্বা সর্বং সম্যক্ প্রকাশয়েদিতি জ্ঞানস্য আনন্ত্যম্। যত্রেদমিতি। অত্র—পবমজ্ঞানলাভাৎ পুনর্জাতের-সম্ভবিত্ববিষয়ে বক্ষ্যমাণায়াঃ শ্রুতেবর্থঃ প্রয়োজ্যঃ। তদ্ যথা অন্ধো মণিম্ অবিধ্যৎ—বেধনং

৩০। ক্লেশসকল তখন সমূলকাষ কষিত হয বা সমূলে উৎপাটিত হয। তদবস্থায জীবিত থাকা সত্ত্বেও সেই বিদ্বান্ বা ব্রহ্মবিৎ বিমুক্ত হন অর্থাৎ দুঃখত্রযের অতীত হন। বিবেকপ্রত্যয প্রতিষ্ঠিত হওযাতে অবিবেকমূলক দুঃখকব প্রত্যযসকল আব উৎপন্ন হয না, তজ্জন্য তখন তিনি দেহবান্ হইলেও তাঁহাকে মুক্ত বলা হয। সেইরূপ মুক্তপুরুষেব পুনর্জন্ম হয না, কাবণ সমাধিব দ্বাবা যাঁহাব বিপর্যয়বৃত্তিসকল ক্ষীণ বা দগ্ধবীজবৎ হইযাছে এবং যাঁহাতে বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইযাছে তাঁহাব পুনবায় জন্ম হওয়া সম্ভব নহে। দেহেন্দ্রিযাদিতে অভিমান (বা তাহাতে আত্মবোধ)-বশেই জন্ম হয় এবং তাহাব অভাব ঘটিলে পুনবাবর্তন হয না। এবিষযে উক্ত হইযাছে, যথা—"যোগাগ্নিব দ্বাবা সমুদায কর্ম অচিবাৎ দগ্ধ হওযায সমাধি-নিষ্পন্ন যোগী সেই জন্মেই মুক্তি লাভ কবেন"।

৩১। তখন (বুদ্ধিসত্ত্বেব) সমস্ত আববণমল অপগত হওয়াতে জ্ঞানেব আনন্ত্য হয, তজ্জন্য জ্ঞেয় বিষয অল্প বলিয়া অবভাত হয। চিত্তসত্ত্ব অর্থাৎ চিত্তেব সাত্ত্বিক অংশ বা প্রকাশশীল ভাব, সেই প্রকাশেব কোনও বাধক বা আববক না থাকায তাহা সমস্ত (অভীষ্ট বিষয) প্রকাশিত কবে। চিত্ত-তম—অর্থাৎ চিত্তেব তম-অংশই চিত্ত-সত্ত্বেব বাধক। জ্ঞানেব আববণশীল চিত্ত-তম যখন ক্রিয়াস্বভাব বজব দ্বাবা অপসাবিত হয তখন তামসাববণ হইতে উদ্‌ঘাটিত সত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই জ্ঞানেব স্বরূপ। অতএব সত্ত্বেব মল-স্বরূপ তমব অপগম হইলে এবং বজোগুণও কার্যাভাববশতঃ ক্ষীণ হওযায সত্ত্ব নিবাববণ হইয়া সর্ব বস্তুকে অর্থাৎ অভীষ্ট যে বস্তুব সহিত বুদ্ধিব সংযোগ ঘটিবে তাহাকে, সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত কবে, তজ্জন্য তখন জ্ঞানেব আনন্ত্য হয।

সচ্ছিদ্রং কৃতবান্, অনঙ্গুলিঃ কশ্চিৎ তান্ মণীন্ আবযৎ—গ্রথিতবান্, অগ্রীবস্তং মণিহারং প্রত্যমুঞ্চৎ—অপিনদ্ধবান্ কণ্ঠে, অজিহ্বস্তম্ অভ্যপূজযৎ—স্তুতবান্। ইমাঃ ক্রিয়া যথা অসম্ভবাস্তথা বিবেকিনো জাতিরিত্যর্থঃ।

৩২। তস্যেতি। ততঃ—ধর্মমেঘোদয়াৎ চরিতার্থানাং গুণানাং—গুণবৃত্তীনাং বুদ্ধ্যাদীনাং পরিণামক্রমঃ সমাপ্তো ভবতি তং কুশলং পুরুষং প্রতীত্যর্থঃ।

৩৩। অথেতি। ক্ষণপ্রতিযোগী—ক্ষণাবসরব্যাপীত্যর্থঃ। প্রত্যেকং ক্ষণ-প্রতিযোগিনঃ পরিণামস্য অবিরলপ্রবাহঃ ক্রম ইত্যর্থঃ। স চ অপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ—অপরান্তেন গৃহ্যতে। নবস্য বস্ত্রস্য পুরাণতা অপরান্তঃ, তেন তদ্বস্ত্রপরিণামক্রমো গ্রাহ্যঃ। তথা গুণবৃত্তীনাং বুদ্ধ্যাদীনাং পরিণামক্রমস্য অপরান্তো বুদ্ধেঃ প্রতিপ্রসবঃ। আ প্রতি-প্রসবাদ্ বুদ্ধ্যাদীনাং পরিণামক্রমো নির্গ্রাহ্যঃ—তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। ক্ষণেতি। ক্ষণানন্তর্যাত্মা—ক্ষণব্যাপিনাং পরিণামানাং নৈরন্তর্যমেব ক্রম ইত্যর্থঃ। অননুভূতক্রমক্ষণা—অননু-ভূতঃ—অলব্ধঃ ক্রমো যৈঃ ক্ষণৈস্তাদৃশাঃ ক্ষণা যস্যা নির্বর্তকাঃ সা অননুভূতক্রমক্ষণা, তাদৃশী পুরাণতা নাস্তি। ক্রমতঃ পরিণামানুভবাদেব পুরাণতা ভবতীত্যর্থঃ।

এই অবস্থায পরমজ্ঞান লাভ হয বলিযা যোগীর পুনর্জন্মের অসম্ভবত্ব-সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ শ্রুতির অর্থ প্রযোজ্য। তাহা যথা—অন্ধ মণিকে বেধন বা সচ্ছিদ্র করিযাছিল, কোনও অঙ্গুলীহীন ব্যক্তি সেই মণিসকলকে গ্রথিত করিযাছিল, গ্রীবাহীন ব্যক্তি সেই মণিহার কণ্ঠে পরিধান করিযাছিল এবং কোনও জিহ্বাহীন তাহাকে অভিপূজিত বা স্তুতি করিযাছিল—ইত্যাদি ক্রিযাসকল যেমন অসম্ভব তেমনি বিবেকী যোগীর পুনর্জন্মও অসম্ভব।

৩২। তাহা হইতে অর্থাৎ ধর্মমেঘ-সমাধির উদয হইতে, চরিতার্থ গুণসকলের অর্থাৎ ভোগাপবর্গরূপ অর্থ যাহাদের আচরিত বা নিষ্পন্ন হইযাছে এইরূপ যে বুদ্ধি আদি গুণবৃত্তি তাহাদের, পরিণামক্রম বা কার্যব্যাপাররূপ পরিণাম-প্রবাহ, সেই কুশল পুরুষের নিকট সমাপ্ত হয।

৩৩। ক্ষণ-প্রতিযোগী অর্থাৎ ক্ষণরূপ অবসরকে (ফাঁককে) যাহা আশ্রয করিযা থাকে। প্রত্যেক ক্ষণব্যাপী পরিণামের যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তাহাই ক্রম। তাহা অপরান্তের দ্বারা নির্গ্রাহ্য অর্থাৎ কোনও এক পরিণামের অবসান হইলে পর তখনই বুঝিবার যোগ্য। নব বস্ত্রের যে পুরাণতা তাহাই তাহার অপরান্ত, তাহার দ্বারাই সেই বস্ত্রের পরিণামক্রম (ক্রমিক সূক্ষ্ম পরিণাম) বুঝা যায। তদ্রূপ বুদ্ধি, অহংকার আদি গুণ-বৃত্তিসকলের প্রলযই তাহাদের পরিণামক্রমের অপর অন্ত বা সীমা অর্থাৎ তাহাই তাহাদের অনাদি পরিণাম-প্রবাহের সীমা। বুদ্ধি আদির প্রলয পর্যন্ত তাহাদের পরিণামক্রম নির্গ্রাহ্য হয অর্থাৎ সেই পর্যন্ত তাহারা থাকে। ক্ষণের আনন্তর্য-আত্মক অর্থাৎ ক্ষণব্যাপী পরিণামসকলের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই যাহার স্বরূপ তাহাকেই ক্রম বলা হয।*

* কোনও বস্তুর লক্ষ্য স্থূল পরিণাম দেখিলে জানা যায যে তাহা অলক্ষ্য বা সূক্ষ্মভাবে অবস্থান্তরতারূপ ক্রিযাপ্রবাহের সমষ্টি। লক্ষ্য পরিণামের অন্তর্ভূত সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য যে ক্রিযা তাহার আনন্তর্য বা অবিরল প্রবাহই ক্রম, এবং সেই ক্রিযা যে কাল ব্যাপিযা ঘটে সেই সূক্ষ্মতম কালই ক্ষণ।

অপরান্তস্তু কস্যাশ্চিদ্ বিবক্ষিতাবস্থায়া অপরান্তো যথা নবতায়াঃ পুরাণতা ব্যক্ততায়াশ্চাব্যক্ততা ইত্যাদ্যা। তত্র অনিত্যানাং ভাবানাং প্রতিপ্রসবরূপোঽপরান্তোঽস্তি যত্র ক্রমো লব্ধপর্যবসানঃ। ন চ তথা নিত্যানাম্। নিত্যানাং তু ভাবানাং কাঞ্চিদবস্থামপেক্ষ্য পরিণামাপরান্তো বক্তব্যঃ। নিত্যপদার্থানামপ্যস্তি পরিণামক্রম ইত্যাহ নিত্যেষু ইতি। প্রকৃতো বা কাল্পনিকো বা ক্রমঃ অস্তীত্যর্থঃ। কুটস্থনিত্যতা—নির্বিকারনিত্যতা। পরিণামিনিত্যতা—নিত্যং বিক্রিয়মাণতা। বিকারস্বভাবাচ্চ নিষ্কারণানাং গুণানাং পরিণামনিত্যতা। কুটস্থপদার্থোঽপি তস্থৌ তিষ্ঠতি স্থাস্যতীতি বক্তব্যং ভবতি ততস্তস্যাপি পরিণামো বাচ্যঃ। কিন্তু স পরিণামো বৈকল্পিকঃ। তস্মাৎ সাধূক্তমিদং নিত্যতালক্ষণং যদ্ যস্মিন্ পরিণম্যমানে তত্ত্বং—স্বভাবো ন বিহন্যতে—অন্যথা ভবতি তন্নিত্যমিতি। গুণস্য পুরুষস্য চোভয়স্য তত্ত্বানভিঘাতাৎ—তত্ত্বাব্যভিচারান্নিত্যত্বম্।

যে ক্ষণে কোনও ক্রমবাহী পরিণাম অনুভূত বা লব্ধ হয় নাই, সেইরূপ ক্ষণ যে পুরাণতার নির্বর্তক বা সাধক তাহাই অননুভূতক্রম-ক্ষণা। এইরূপ (ক্রমহীন) কোনও পুরাণতা হইতে পারে না, ক্রমে ক্রমে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াই পুরাণতা হয় (অক্রমে নহে)।

অপরান্ত অর্থে কোনও বিবক্ষিত বা নির্দিষ্ট অবস্থার অপর বা শেষ অন্ত, যেমন নবতার পুরাণতা, ব্যক্তাবস্থার অব্যক্ততা ইত্যাদি। তন্মধ্যে অনিত্য বস্তুসকলের প্রলয়রূপ অপরান্ত বা অবসান আছে—যেখানে ক্রমের পরিসমাপ্তি। কিন্তু নিত্য (পরিণামি)- বস্তুর তাহা হয় না। নিত্য ভাবপদার্থসকলের কোন এক খণ্ড অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া বা লক্ষ্য করিয়া পরিণামের অপরান্ত বক্তব্য হয়। নিত্য পদার্থেরও পরিণাম-ক্রম আছে তাহা বলিতেছেন। প্রকৃত এবং কাল্পনিক দুইরকম ক্রম আছে। কূটস্থ-নিত্যতা অর্থে নির্বিকার পরিণামহীন নিত্যতা। পরিণামি-নিত্যতা অর্থে নিত্য বিকারশীলতা বা বিকারশীলরূপে নিত্য অবস্থিতি। নিষ্কারণ (সুতরাং নিত্য) গুণসকলের বিকার-স্বভাব আছে বলিয়া তাহাদের পরিণাম-নিত্যতা। কূটস্থ পদার্থ সম্বন্ধেও (ব্যবহারতঃ) 'ছিল', 'আছে' ও 'থাকিবে' এইরূপ উক্ত হয় বলিয়া তাহাতে তাহার পরিণামও বক্তব্য হয়, কিন্তু এই পরিণাম বৈকল্পিক (কারণ, যাহার পরিণাম নাই তাহাতে কাল প্রয়োগ করিয়া যে পরিণামের জ্ঞান হয়, তাহা চিত্তেরই বিকল্পনা)। তজ্জন্য ভাষ্যে নিত্যতার এই লক্ষণ যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে, পরিণম্যমান হইলেও অর্থাৎ বিকার প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও, যাহার তত্ত্ব বা মৌলিক স্বভাব নষ্ট বা অন্যথাপ্রাপ্ত হয় না, তাহাই নিত্য। গুণ এবং পুরুষ উভয়েরই তত্ত্বের অনভিঘাত বা অব্যভিচার হেতু অর্থাৎ তাহাদের তত্ত্বের অন্যথাভাব সম্ভব নহে বলিয়া তাহারা নিত্য (ত্রিগুণের যেরূপ পরিণামই হউক তাহাদের প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরূপ গুণত্বের কোনও বিপর্যাস কল্পনীয় নহে)।

ক্রম লব্ধপর্যবসান অর্থাৎ তাহার অবসানপ্রাপ্তি হয়, প্রতিপ্রসবে বা বুদ্ধি আদির প্রলয়ে—ইহা উক্ত আছে। (কিন্তু ত্রিগুণে ক্রম) অলব্ধ-পর্যবসান—প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি স্বভাবের নিত্যত্বহেতু অর্থাৎ এই স্বভাবের কখনও লয় হয় না বলিয়া তাহার পরিসমাপ্তি নাই। কূটস্থ নিত্য বস্তু অনন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে—এইরূপ বক্তব্য হয় বলিয়া অসংখ্য ক্ষণক্রমে তাহার থাকারূপ ক্রিয়া বা পরিণাম

তত্রেতি। ক্রমঃ লব্ধপর্যবসানঃ—প্রতিপ্রসবে ইতি শেষঃ। অলব্ধপর্যবসানঃ—প্রকাশক্রিয়াস্থিতিস্বভাবানাং নিত্যত্বাৎ। কূটস্থনিত্যেষ্বিতি। অনন্তকালং যাবৎ স্থাস্যতীতি বক্তব্যত্বাদ্ অসংখ্যক্ষণক্রমেণ স্থিতিক্রিয়ারূপ-পরিণামো ব্যুত্থিতদর্শ নৈর্মন্তব্যো ভবতি। কিঞ্চ শব্দপৃষ্ঠেন—শব্দানুপাতিনা বিকল্পজ্ঞানেন। অস্তীতি শব্দানুপাতিনা বিকল্পেন অস্তিক্রিয়ামুপাদায় তৎক্রিয়াবান্ স পুরুষ ইতি তত্র স পরিণামো বিকল্পিত ইত্যর্থঃ। এবং বাঙ্মাত্রাদ্ বিকল্পিতপরিণামাদ্ ন চ পুরুষস্য কৌটস্থ্যহানিরিত্যর্থঃ।

অথেতি। লীয়মানস্য উদ্ভূয়মানস্য চ সংসারস্য গুণেষু তত্তদবস্থায়াং বর্তমানস্য ক্রমসমাপ্তির্ভবেদ্ ন বেতি প্রশ্নস্য উত্তরম্ অবচনীয়মেতদিতি। সুগমম্। কুশলস্যেতি। কুশলস্য সংসারক্রমসমাপ্তিরস্তি নেতরস্য ইত্যেবং ব্যাকৃত্যায়ং প্রশ্নো বচনীয়ঃ, অতঃ অত্র একতরস্য অবধারণং—কুশলস্য সমাপ্তিরিত্যবধারণম্ অদোষঃ ন দোষায় ইত্যর্থঃ। অসংখ্যত্বাদ্ দেহিনাং সংসারস্য অন্তবত্তা অস্তীতি বা নাস্তীতি বা প্রশ্নঃ অন্যায্যো যথা

হইতে থাকে, ইহা স্থূল দৃষ্টি-সম্পন্ন লোকেরা মনে করে অর্থাৎ তাহারা ঐরূপে কূটস্থ পদার্থে কাল্পনিক পরিণাম আরোপ করে। কিঞ্চ শব্দপৃষ্ঠের দ্বারা অর্থাৎ শব্দমাত্রই যাহার পৃষ্ঠ বা নির্ভর, তদ্রূপ শব্দানুপাতী বিকল্পজ্ঞানের দ্বারা (ঐরূপ ক্রিয়া কল্পিত হয়)। শব্দানুপাতী বিকল্পের দ্বারা 'অস্তি'-ক্রিয়া গ্রহণ করতঃ অর্থাৎ 'আছে' বা 'থাকামাত্র'-রূপ ক্রিয়াহীনতাকেই ক্রিয়া বা বাস্তব পরিণাম মনে করিয়া, পুরুষকে তৎক্রিয়াবান্ মনে করে, উক্ত কারণে এই পরিণাম-জ্ঞান বৈকল্পিক। এইরূপ বাঙ্মাত্র সুতরাং বিকল্পিত পরিণাম হইতে পুরুষের কৌটস্থ্য-হানি হয় না।

ত্রিগুণরূপ প্রকৃতিতে লীয়মান এবং তাহা হইতেই উদ্ভূয়মান অবস্থায় স্থিত সংসারের, বা লয় ও সৃষ্টির প্রবাহের, ক্রম-সমাপ্তি হইবে, কি হইবে না?—এই প্রশ্নের উত্তর অবচনীয় অর্থাৎ কোনও এক পক্ষের উত্তর নাই। কুশল বা বিবেকখ্যাতিমান্ পুরুষের নিকট সংসারক্রমের সমাপ্তি আছে, অন্যের নাই, এইরূপে বিশ্লেষ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর বলিতে হইবে। অতএব এস্থলে (উভয় প্রকার উত্তরের) কোনও একটির অবধারণ যথা, কুশল পুরুষের সংসার-ক্রমের সমাপ্তি আছে—এইরূপ অবধারণ বা মীমাংসা অদোষ অর্থাৎ দোষের নহে। দেহীরা অসংখ্য বলিয়া, সংসারের শেষ আছে, কি নাই?—এই প্রশ্ন ন্যায়ানুমত নহে। যেমন অসংখ্য ক্ষণের সমষ্টিরূপ কালের, অথবা অপরিমেয় দেশের অন্ত আছে, কি নাই?—এই প্রকার প্রশ্ন অন্যায্য বলিয়া অবচনীয় বা যথাযথ উত্তর দেওয়ার যোগ্য নহে (কোনও পদার্থকে অনন্ত সংজ্ঞা দিয়া পুনশ্চ তাহার অন্তসম্বন্ধীয় প্রশ্ন করাই অন্যায্য)। তদ্রূপ অসংখ্য সংসারীদের নিঃশেষতা কল্পনা এবং তদ্বিষয়ক প্রশ্ন অন্যায্য। অসংখ্য পদার্থ হইতে অসংখ্যক্রমে বিয়োগ করিতে থাকিলেও সদা অসংখ্য পদার্থই অবশিষ্ট থাকিবে। যথা উক্ত হইয়াছে, "যেমন ইদানীং তেমনি সর্বকালেই সংসারী পুরুষের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে না" (সাংখ্যসূত্র)। শ্রুতিতেও আছে. "পূর্ণ বা অসংখ্য পদার্থ হইতে পূর্ণ বিয়োগ করিলেও পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে"। স্মৃতিতেও আছে, "সর্বদা অসংখ্য বিদ্বান্ বা কুশল পুরুষ মুক্ত হইতে থাকিলেও, ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবলোক অসংখ্য বলিয়া তাহা কখনও শূন্য হইবে না"।

অসংখ্যক্ষণাত্মকস্য কালস্য, যথা বা অপরিমেয়স্য দেশস্য অন্তোঽস্তি ন বেতি প্রশ্নঃ অন্যায্যত্বাদ্ অবচনীযস্তথাঽসংখ্যানাং সংসারিণাং নিঃশেষতাকল্পনং তদ্বিষযকশ্চ প্রশ্নঃ অন্যায্যঃ। অসংখ্যেযেভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ অসংখ্যশো বিযোগে কৃতেঽপি সদৈবাসংখ্যাঃ পদার্থাস্তিষ্ঠেযুঃ। উক্তঞ্চ "ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদ" ইতি। শ্রূয়তে চ "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"। স্মর্যতে চ "অতএব হি বিদ্বৎসু মুচ্যমানেষু সর্বদা। ব্রহ্মাণ্ডজীবলোকানামনন্তত্বাদশূন্যতা" ইতি।

৩৪। গুণেতি। কৃতকৃত্যানাং গুণানাং—গুণকার্যাণাং প্রতিপ্রসবঃ—স্বকারণে শাশ্বতঃ প্রলযঃ কৈবল্যম্। কৃতেতি। কার্যকারণাত্মনাং গুণানাম্—মহদাদিপ্রকৃতিবিকৃতীনাং ত্রিগুণোপাদানানাম্। স্বরূপপ্রতিষ্ঠাপি চিতিশক্তিঃ বুদ্ধিসম্বন্ধাৎ সদ্বৈতা বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠেব প্রতিভাসতে, বুদ্ধিপ্রতিপ্রসবাদ্ যদাঽদ্বৈতা কেবলা বেতি বাচ্যা ভবতি ন পুনর্বুদ্ধ্যুত্থানাদকেবলেতি চ বাচ্যা স্যাৎ তদা কৈবল্যং পুরুষস্যেতি।

স্বপ্রসন্নপদাং টীকাং ভাস্বতীং শ্রদ্ধযাপ্লুতঃ।
হরিহরযতিশ্চক্রে সাংখ্যপ্রবচনস্য হি॥

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য-শ্রীহরিহরানন্দারণ্য-কৃতায়াং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জল-সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যস্য টীকায়াং ভাস্বত্যাং চতুর্থঃ পাদঃ।

৩৪। কৃতকৃত্য গুণসকলের অর্থাৎ ভোগাপবর্গ নিষ্পন্ন হইযাছে এইরূপ বুদ্ধি আদি গুণকার্যসকলের, যে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ শাশ্বত কালের জন্য স্বকারণ প্রকৃতিতে যে প্রলয তাহাই কৈবল্য। কার্যকারণাত্মক গুণসকলের অর্থাৎ ত্রিগুণরূপ উপাদান হইতে কারণ-কার্যরূপে উৎপন্ন মহদাদি প্রকৃতি-বিকৃতিসকলের। চিতিশক্তি সদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইলেও বুদ্ধির সহিত সংযোগহেতু সদ্বৈত বা অকেবল অর্থাৎ বুদ্ধিসহ তিনি আছেন এইরূপ প্রতিভাসিত হন, বুদ্ধির প্রলয ঘটিলে তখন চিতিশক্তি অদ্বৈত বা কৈবল্যপ্রাপ্ত এইরূপে বাচ্য বা বক্তব্য হন (বুদ্ধির বর্তমানতা এবং প্রলয এই দুই অবস্থাকে লক্ষ্য করিযাই চিতির অকেবলতা এবং কৈবল্য নাম দেওযা হয)। পুনরায বুদ্ধির উত্থানের সম্ভাবনা বিদূরিত হওযায তাঁহাকে যখন আর অকেবল বলার সম্ভাবনা না থাকে তখনই পুরুষের কৈবল্য বলা হয।

শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদযে শ্রীহরিহর যতি সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের সুস্পষ্ট-পদসমন্বিত এই 'ভাস্বতী' টীকা রচনা করিযাছেন।

শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্যের দ্বারা অনূদিত
চতুর্থ পাদ সমাপ্ত

ভাস্বতী সমাপ্ত

সাংখ্যীয় প্রকরণমালা

সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ

(প্রথম মুদ্রণ ঃ ১৯০৩)

বিষয়সূচী

উপক্রমণিকা

যাঁহারা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা দার্শনিক বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহাদের এই পুস্তকস্থ পদার্থ বুঝা কঠিন হইবে না। কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী শব্দের দ্বারা ভাল বুঝেন তাঁহাদের জন্য এই স্থলে আমরা প্রধান প্রধান পদার্থ ইংরাজী প্রণালীতে বুঝাইয়া দেখাইব। গুণত্রয় সাংখ্যের সর্বাপেক্ষা গুরু পদার্থ। তাহাদের স্বরূপসম্বন্ধে পাঠকের মনে স্ফুটরূপে ধারণা না হইলে সাংখ্যশাস্ত্রে প্রবেশলাভ করা দুরূহ হইবে, অতএব তাহাই প্রথমে ধরা যাউক। কোনপ্রকার ক্রিয়া না হইলে আমাদের কিছুই বোধগম্য হয় না। শব্দাদি সমস্ত এক এক প্রকার ক্রিয়া, তাহা হইতে আমাদের চিত্তে একপ্রকার ক্রিয়া হয়, তাহাতেই আমাদের বোধ হয়। এক অবস্থার পর আর এক অবস্থায় যাওয়ার নাম ক্রিয়া, এই লক্ষণে বাহ্য ও আন্তর সব ক্রিয়াই পড়িবে। Prof. Bigelow তাঁহার Popular Astronomy-তে বলিয়াছেন যে, Force, Mass, Surface, Electricity, Magnetism প্রভৃতি সমস্ত "are apprehended only during instantaneous *transfer of energy.*" তিনি আরও বলেন, "Energy is the great unknown entity, and its existence is recognised only during its *state of change.*" যোগভাষ্যকার ইহাকে বলেন, "রজসা উদ্‌ঘাটিতঃ" (৪।৩১)। রজঃ বা ক্রিয়াশীলতার দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইলে আমাদের বোধ হয়। পাঠক প্রথমতঃ 'জড়পদার্থ'কে 'unknown entity' বিবেচনা করিয়া তাহার সম্বন্ধে সমস্ত 'পূর্বসংস্কার' ত্যাগ করতঃ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হউন। প্রথমতঃ সর্ববোধের হেতুভূত বাহ্য ও আন্তর এক ক্রিয়াশীলতা পাওয়া গেল। উহাই সাংখ্যের রজঃ। ইংরাজীতে উহাকে mutative principle বলা যাইতে পারে। সমস্ত ক্রিয়ার একটি পূর্ব ও পর স্থিতিশীল ভাব থাকে, তাহাকে retentive বা potential state বলে। বোধের শেষ ক্রিয়া মস্তিষ্কের, সুতরাং মস্তিষ্কে (বা জড়পদার্থে) বোধহেতু ক্রিয়ার potential state বা স্থিতিশীল ভাব পাওয়া গেল, উহাই সাংখ্যের তমঃ (সাংখ্য-মতে মস্তিষ্ক ও মন মূলতঃ একজাতীয় অর্থাৎ ত্রৈগুণিক)। সুতরাং তমকে static বা retentive principle বলা উচিত। সেই মস্তিষ্কনামক বিশেষ প্রকারের potential energy বা static principle-এর যখন পরিণাম বা transference of energy বা change হয়, তখনই আমাদের বোধ হয়। অতএব retentiveness এবং mutation নামক অবস্থার শেষ ফল বোধ বা sentient state। জড়তা ক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত বা উদ্‌ঘাটিত হইলে পর এই যে বুদ্ধভাব হয়, তাহাই সাংখ্যের প্রকাশশীল সত্ত্ব। তাহাকে sentient principle বলা যাইতে পারে। অতএব যাহাকে 'জড়' পদার্থ বা দৃশ্যভাব বলা যায়, তাহাতে আমরা sentient, mutative ও retentive এই তিন প্রকার principle বা তত্ত্ব পাইলাম। অজ্ঞ অনুবাদকগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে good, indifferent, bad প্রভৃতি শব্দে অনুবাদ করাতে শাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদসকল হাস্যাস্পদ হয়। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তেই এই তিন তত্ত্ব পাওয়া যায়। রসায়নের element-এর ন্যায় উহা সাংখ্যের মূল অনাত্মসম্বন্ধীয় element। ঐ বিভাগ অতীব সরল এবং উহা খাটাইয়া সমস্ত অনাত্মভাব বিচার করিলে এইরূপ

সুন্দর সঙ্গতি হয় যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অবিচ্ছেদে মিলিত। কারণ, যাহা potential বা static state-এ থাকে, তাহাই mutative state-এ (kinetic বলিলে গতি বা বাহ্যক্রিয়া মাত্র বুঝায়, কালব্যাপী মানসক্রিয়া বুঝায় না, তাই mutative শব্দ প্রযোজ্য) আসিয়া sentient state-এ যায়। Potential state দুই প্রকার—সলিঙ্গ ও অলিঙ্গ বা differentiable ও indifferentiable। যাহা absolute object (বা তিন গুণ মাত্র ব্যতীত অন্যরূপে indifferentiable object) তাহাই সাংখ্যীয় অব্যক্ত প্রকৃতি। উহার নামান্তর অব্যক্ত বা indiscrete potential entity, তাহার ব্যক্তাবস্থা হইলে তাহা তিন প্রকারে উপলব্ধ হয়, যথা—sentient, mutable ও static বা retentive। পাশ্চাত্যগণ mutable ও static এই দুই অবস্থা বুঝেন, কিন্তু সাংখ্যগণ sentient অবস্থাও ধরেন। বিষয় বা knowable পদার্থ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে শব্দ, রূপ ও গন্ধ প্রধান জ্ঞেয় বিষয়। শব্দে জ্ঞেয়তা বা (perceivability রূপ) sentient principle প্রধান, রূপে mutative principle প্রধান এবং গন্ধে retentive principle প্রধান। স্পর্শ, শব্দ ও রূপের মধ্যস্থ, এবং রস, রূপ ও গন্ধের মধ্যস্থ। যেমন লাল, হরিদ্রা ও নীল এই তিন বর্ণ প্রধান এবং সবুজ ও কমলার রং মধ্যস্থ এবং মিলনজাত, তদ্রূপ। করণশক্তিবিভাগে দেখা যায় যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে sentient principle প্রধান, কর্মেন্দ্রিয়ে mutative principle প্রধান এবং প্রাণে retentive principle প্রধান। কারণ, শরীর বস্তুতঃ প্রাণিত্বের potential energy, যেহেতু স্নায়ুপেশ্যাদির বিশ্লেষণ বা mutation হইলে বোধ-চেষ্টাদি হয়। চিত্ত-বিচারে দেখা যায় প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি বা cognition, conation ও retention প্রধান এবং তাহারা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-প্রধান বৃত্তি। প্রখ্যার মধ্যে, প্রমাণ = প্রত্যক্ষ বা perception, অনুমান বা inference এবং আগম বা transference বা transferred cognition। স্মৃতি = recollection। প্রবৃত্তিবিজ্ঞান = চেষ্টাসমূহের অনুভব, ইহা conative, mutoæsthetic ও automatic activity-র বিজ্ঞান বা চৈতসিক জ্ঞান বা presentation ও representation। বিকল্প = বস্তুবিকল্প, ক্রিয়াবিকল্প ও অভাববিকল্প, positive, predicative ও negative terms হইতে যে অবস্তুবিষয়ক চিত্তভাব বা vague ideation হয় তাহাই ঐ তিন ('Conception on the strength of concepts representing nothing'—Carveth Read-এর এই লক্ষণ ঠিক সাংখ্যের বিকল্পকে লক্ষিত করে)। চিত্তের যে স্বভাব হইতে প্রমাণ বিপর্যস্ত হয় তাহাই বিপর্যয় বা defective cognition। প্রবৃত্তির মধ্যে সংকল্প = volition, কল্পন = imagination, কৃতি = conation of one's physical self, বিকল্পন = wandering, as in doubt ও বিপর্যস্ত চেষ্টা = misdirected wandering, স্থিতি = retention। জ্ঞানের imprint সকলই স্থিতি।

সুখাদিতেও ঐরূপ দেখা যায়। যে ঘটনায় স্ফুটবোধ বেশী কিন্তু বোধজনক ক্রিয়া বা stimulation বেশী নহে অর্থাৎ অসহজ নহে তাহাতে সুখ হয়। Overstimulation বা ক্রিয়াভার বেশী থাকিলে তাহাতে দুঃখ হয়। মনে কর শারীর পীড়া বা pain, শরীরের যে general sensibility আছে, তাহা কোন আগন্তুক কারণে (যেমন পেশীর মধ্যে uric acid অথবা microbe) overstimulated হইলে অর্থাৎ nerves of general sensibility সকলের অতিক্রিয়া বা অসহজ ক্রিয়া হইলে পীড়া হয়। সহজ stimulation পাইলে সুখ হয়। তজ্জন্য সুখে সত্ত্ব বা sentient principle প্রধান এবং mutative principle কম। আর দুঃখে mutative principle প্রধান এবং তত্তুলনায়

sentient principle কম। তমঃ বা retentive insentient বা static principle বেশী যে অবস্থায় তাহার নাম মোহ বা insentience।

মূলান্তঃকরণত্রয়ের মধ্যে বুদ্ধি বা মহৎ = pure I-sense। তাহাতে অবশ্য sentient principle বা সত্ত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে অহংকার = faculty which identifies Self with non-self—mutative ego or I-sense, জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতা আমিতে বা গ্রহীতার এক প্রকার ছাপ, যাহাতে জ্ঞাতা 'অনাত্মের জ্ঞাতা' হয়। এই অনাত্মের ছাপ আত্মাতে বা অন্তরে লওয়া afferent impulse নামক অন্তঃস্রোত ক্রিয়াশীলতার মূল। ইহা হইতে 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ অভিমান হয়। 'আমি কর্তা' এইরূপ অভিমানে আত্মভাব কোন potential অনাত্মভাবকে (যেমন ক্রিয়াসংস্কার, muscle প্রভৃতিকে) উদ্রিক্ত করে, তাহাই efferent impulse-এর মূল। তজ্জন্য অহংকারে রজঃ অধিক। হৃদয়াখ্য মন = অশেষ-সংস্কারাধার অর্থাৎ general conservator বা reservoir of all energies, অপরাপর সমস্ত জৈব শক্তি মনোনামক সামান্য শক্তির বিশেষ। সমস্ত চিত্তক্রিয়া আবার বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহারাও তিন জাতীয়, যথা—সদ্ব্যবসায় বা reception, অনুব্যবসায় বা reflection এবং রুদ্ধব্যবসায় বা retentive action। অনাত্মভাব দুই প্রকার; গ্রহণ (subjective) এবং গ্রাহ্য (objective)। তন্মধ্যে গ্রহণে তিন গুণ হইতে প্রখ্যা (sensibility), প্রবৃত্তি (activity) ও স্থিতি (retentiveness) হয় এবং গ্রাহ্যে বোধ্যত্ব (perceptibility), ক্রিয়াত্ব (mutability) ও জাড্য (inertia) হয়।

যখন পূর্বোক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সাম্য বা equilibrium হয়, তখন কোন জ্ঞানক্রিয়াদি থাকিতে পারে না, সুতরাং তখন বাহ্য-জ্ঞাতৃত্বভাব থাকে না, তখন জ্ঞাতা নিজেকেই নিজে জানেন বা স্বস্থ হন। তাদৃশ 'নিজেকেই নিজে জানা' ভাব বা pure Self বা metempiric consciousness সাংখ্যের পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষ আর বিশ্লেষ-যোগ্য নহে বলিয়া তাহারা নিষ্কারণ, অনাদিসিদ্ধ পদার্থ বা self-existent। স্থানাভাবে এই প্রণালীর দ্বারা বিস্তৃতভাবে বুঝান গেল না, কিন্তু ইহাতেই চিন্তাশীল পাঠকের গুণত্রয়সম্বন্ধে স্ফুট ধারণা হইবে, আশা করা যায়। রসায়নের element সকলের দ্বারা অঙ্কপ্রণালীতে যেরূপ রাসায়নিক দ্রব্যের তত্ত্ব বুঝান হয়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের দ্বারাও যাবতীয় অনাত্ম পদার্থ বুঝান যাইতে পারে। যথা—পুরুষ + স৩ + র১ + ত১ = বুদ্ধি, পু + স১ + র৩ + ত১ = অহংকার ইত্যাদি। অন্তঃকরণত্রয়কে base স্বরূপ লইয়া ইন্দ্রিয়সকলকেও ঐরূপে বুঝান যাইতে পারে।

অনাদিসিদ্ধ পুংপ্রকৃতির সংযোগজাত আমরাও (করণযুক্ত) অনাদিবর্তমান,—

"নিত্যান্যেতানি সৌক্ষ্ম্যেণ হীন্দ্রিয়াণি তু সর্বশঃ।
তেষাং ভূতৈরুপচয়ঃ সৃষ্টিকালে বিধীয়তে ॥"

অনাদিবর্তমান হইলেও রজঃ বা ক্রিয়াশীল ভাবের দ্বারা প্রতিনিয়ত আমাদের করণসকল পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। কর্মের দ্বারা আমাদের সেই পরিণাম আয়ত্ত করিবার সামর্থ্য আছে, তাহা করিয়া যদি আমরা সত্ত্বকে বাড়াই, তবে তদনুযায়ী সুখলাভ করিতে পারি। আর, যাহার সুখের জন্য সকল চেষ্টা, সেই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম 'আত্মভাব'কে যদি উপলব্ধি করিতে পারি, তবে তদ্দ্বারা চিত্তনিরোধ করিয়া বাহ্যনিরপেক্ষ শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারিব।

ওঁ নমঃ পরমর্ষয়ে

সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ

যথা কলাবশিষ্টোঽপি শশী রাহুত্যুপপ্লুতঃ। তারকাদখিলাৎ সম্যক্ প্রোজ্জ্বলশ্চ তমোঽপহঃ॥
কালরাহুসমাক্রান্তমপি তদ্বদ্ বিভাতি যৎ। সর্বতীর্থেষু শাস্ত্রস্য বক্তারং কপিলং নুমঃ॥
তত্ত্বানি কুসুমানীব ধীরধীমধুভৃন্মুদম্। দধন্তি পরিশোভন্তে সাংখ্যারামে হি কাপিলে॥
বিভক্তিযুক্তিশীলত্রিগুণসূত্রেণ যো ময়া। তত্ত্বপ্রসূনহারোঽয়ং গ্রথিতঃ সংযতাত্মনা॥
ললামকং স এবাস্তু বীর্যশীলস্য যোগিনঃ। মহামোহং বিজেতুং যঃ প্রস্থিতো যোগবর্ত্মনি॥
মাল্যন্যস্তপ্রবালা হি শোভাসংবৃদ্ধিহেতবঃ। ময়ান্তাবান্তরা ভেদা যেঽস্য তেষাং তথা গতিঃ॥

অসংবেদ্যশ্চক্ষুরাদিকরণৈরস্মৎপদার্থঃ। সোঽর্থঃ অস্মীতি ভাবেনৈবাববুধ্যতে। তাদৃগাত্মনৈবাত্মাববোধঃ স্বপ্রকাশস্য লিঙ্গম্। স্বপ্রকাশো বৈষয়িক-প্রকাশশ্চেতি দ্বিবিধঃ প্রকাশঃ। তত্র প্রকাশকযোগাৎ সিদ্ধো বৈষয়িকপ্রকাশো বুদ্ধিসমাহ্বয়ো জ্ঞাতাজ্ঞাত-বিষয়ঃ। স্বপ্রকাশস্তু স্বতঃসিদ্ধপ্রকাশঃ সদাজ্ঞাতবিষয়ো বুদ্ধেরপি প্রকাশকত্বাদ্ যথা-হুশ্চেতনাবদিব লিঙ্গমিতি॥ ১॥

যেমন তমোনাশক শশধর রাহুগ্রস্ত হইয়া কলামাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও সমস্ত তারকা অপেক্ষা সম্যক্ প্রোজ্জ্বলরূপে বিভাত হন, সেইরূপ কালরাহুর দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়াও যে শাস্ত্র অন্য সর্ব-শাস্ত্রাপেক্ষা বিশিষ্টরূপে প্রভাসিত হইতেছে, সেই সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা কপিল ঋষিকে স্তুতি করি।

ধীরগণের চিত্তরূপ মধুকরের আনন্দবিধানপূর্বক তত্ত্বরূপ কুসুমসকল কপিলর্ষিকৃত সাংখ্যোদ্যানে পরিশোভিত হইতেছে।

সংযোগবিভাগশীল ত্রিগুণ সূত্রের দ্বারা (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-গুণরূপ সূত্র, পক্ষে তিনতারযুক্ত সূত্র) আমি সংযতাত্মা হইয়া এই তত্ত্বপুষ্পহার গ্রথিত করিয়াছি।

মহামোহ জয় করিতে যে বীর্যশীল যোগী যোগপথে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার ইহা ললামক বা মস্তকভূষণ মাল্যস্বরূপ হউক।

মাল্যেতে বিন্যস্ত নবপল্লবসকল (পুষ্পহারের) শোভা বৃদ্ধি করে। তত্ত্বসকলের মধ্যে আমার দ্বারা যে অবান্তর (অন্তঃপাতী) ভেদসকল বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাদেরও সেইরূপ গতি হউক, অর্থাৎ তাহারাও তত্ত্বহারের শোভা বৃদ্ধি করুক।

অস্মৎ বা 'আমি' পদের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা চক্ষুরাদি করণবর্গের দ্বারা জানা যায় না। সেই অর্থ 'আমি' এইপ্রকার আন্তর ভাবের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। তাদৃশ নিজেকে নিজে

ব্যুত্থানে চিত্তস্য ক্ষিপ্রপরিণামিত্বাচ্চঞ্চলাম্ভোগতসূর্যবিম্বস্য স্বরূপাগ্রহণবৎ ন চ স্ব-প্রকাশোপলব্ধিঃ। একোঽহং জ্ঞাতাহং কর্তাহং সুখমহমস্বাপ্সমিত্যাদি-প্রত্যবমর্শাদ্ ব্যুত্থানে চাত্মাবগমঃ। নিরোধসমাধিবলাদ্বিলীনে করণবর্গে যস্মিন্ননাত্মভানশূন্যে স্বচৈতন্যেঽবস্থানস্তবতি তৎ পুরুষতত্ত্বম্। একাত্মপ্রত্যয়সারত্বাৎ সর্বদ্বৈতভানশূন্যত্বাচ্চ স্বচৈতন্যমবিমিশ্রমেকরসম্। অবিমিশ্রত্বাদ্ অপরিণামিনী চিৎ॥ ২॥

দ্বিবিধঃ খলু পরিণামঃ, ঔপাদানিকো লাক্ষণিকশ্চেতি। যত্রৈকাধিকোপাদান-সংযোগস্তস্যৈবৌপাদানিকপরিণামসম্ভবঃ। যস্যৈকমেবোপাদানং ন তস্যৌপাদানিক-পরিণামঃ, যথা কনককুণ্ডলাৎ কঙ্কণপরিণামে নাস্ত্যুপাদানপরিণামঃ, তত্র চ লাক্ষণিক-পরিণামঃ, স হি দেশকালাবস্থানভেদঃ। দ্রব্যাণাং দ্রব্যাবয়বানাং বা দেশাবস্থানভেদা-দাকারাদিভেদাখ্যঃ পরিণামস্তথা কালাবস্থানভেদশ্চ লাক্ষণিকঃ॥ ৩॥

জানার ভাবই স্বপ্রকাশের লক্ষণ। প্রকাশ দ্বিবিধ, স্বপ্রকাশ ও বৈষয়িক প্রকাশ। তন্মধ্যে বুদ্ধিনামক বৈষয়িক প্রকাশ, যাহা অন্য প্রকাশকযোগে সিদ্ধ হয়, তাহা জ্ঞাতাজ্ঞাত-বিষয়, আর, যাহা স্বপ্রকাশ বা অন্য-নিরপেক্ষ প্রকাশ তাহা সদাজ্ঞাত-বিষয় (যোগ দ. ২।২০ দ্রঃ), যেহেতু তাহা প্রকাশশীল বুদ্ধিরও সদাপ্রকাশক। যথা উক্ত হইয়াছে, "বুদ্ধি পৌরুষ-চৈতন্যের সম্পর্কে চেতনের ন্যায় হয়" (সাংখ্যকারিকা)॥ ১॥

ব্যুত্থানে বা বিক্ষেপাবস্থায় চিত্তের ক্ষিপ্রপরিণাম হইতে থাকে বলিয়া স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি হয় না; যেমন চঞ্চল বা তরঙ্গযুক্ত জলে সূর্যবিম্বের স্বরূপ লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ। অর্থাৎ এক বৃত্তির পর আর এক বৃত্তি অতি দ্রুত উঠিতে থাকে বলিয়া অবধানবৃত্তি তাহাতেই পর্যবসিত থাকে, আত্মপ্রকাশাভিমুখে যাইতে পারে না এবং স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি হইতে পারে না। ব্যুত্থানাবস্থায় 'আমি এক', 'আমি জ্ঞাতা', 'আমি কর্তা', 'আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম' এইরূপ প্রত্যবমর্শের বা অনুস্মরণের দ্বারা আত্মপ্রত্যয় হয় অর্থাৎ সমস্ত প্রত্যয়ের মধ্যেই যে 'আমিত্ব' বর্তমান তাহা জানা যায়। নিরোধসমাধিবলে করণবর্গ বিলীন হইলে, যে অনাত্মভানশূন্য স্বচৈতন্যভাবে অবস্থান হয় তাহাই পুরুষতত্ত্ব। কেবল একমাত্র আত্মপ্রত্যয়-গম্যত্বহেতু অর্থাৎ কেবল আমিত্ববোধের ভিতরেই তাঁহাকে জানা সম্ভব বলিয়া, এবং সর্বপ্রকার দ্বৈতবস্তুর ভান (বা অনাত্মজ্ঞান) -শূন্যত্ব-হেতু, সেই স্বচৈতন্য অবিমিশ্র একরসস্বরূপ বা অবিভাজ্য এক-ভাবস্বরূপ। অবিমিশ্র বা বহু ভাবের সংযোগজ নহে বলিয়া স্বচৈতন্য অপরিণামী॥ ২॥

(কেন?—তাহা কথিত হইতেছে) পরিণাম দ্বিবিধ—ঔপাদানিক ও লাক্ষণিক। যাহাতে একাধিক উপাদানের সংযোগ থাকে, তাহার ঔপাদানিক পরিণাম বা উপাদানের ভিন্নতা হয়। আর, যাহার উপাদান একমাত্র, তাহার ঔপাদানিক পরিণাম হয় না, যেমন কনককুণ্ডল হইতে কঙ্কণ-পরিণাম হইলে কোনও ঔপাদানিক পরিণাম হয় না, উপাদান স্বর্ণ একই থাকে। সেইস্থলে লাক্ষণিক পরিণাম হয়। লাক্ষণিক পরিণাম দৈশিক ও কালিক অবস্থানভেদ। দ্রব্য বা দ্রব্যের অবয়বসকল পূর্বাবস্থিতিস্থান হইতে ভিন্ন স্থানে স্থিতি করিলে আকারাদিভেদ-নামক যে পরিণাম হয়, তাহা

অসংযোগজত্বাৎ স্বচৈতন্যস্য নাস্ত্যৌপাদানিকপরিণামঃ। অসীমত্বাচ্চ নাস্তি লাক্ষণিকপরিণামো গত্যাকারাদিধর্মভেদরূপঃ। অদ্বৈতভানাত্মকত্বাৎ স্বচৈতন্যমসীমম্ যথাহুঃ "চিতিশক্তিরপরিণামিনী শুদ্ধা চানন্তা চ" ইতি। অপরিণামিত্বাৎ কালেনাব্যপদেশ্যঃ পুরুষঃ, বোধস্বরূপত্বাচ্চ নাসৌ দেশব্যাপী। দেশব্যাপিত্বং বাহ্যধর্মো ন ত্বধ্যাত্মধর্মঃ। দেশাশ্রয়পদার্থাঃ সাবয়বাঃ, চিতিশক্তির্নিরবয়বা। "ভূব আশা অজায়ন্ত" ইতি শ্রুতে-র্দিগ্‌জ্ঞানস্য ভূতজ্ঞানানুজত্বং প্রতীয়তে। ন চিন্মাত্রভাবেনাবস্থিতস্যাহমনন্তদেশং ব্যাপ্যা-স্মীতি প্রত্যয়ঃ সম্ভবেৎ। যতোঽদ্বৈতবোধাত্মকে ভানে কুতো দেশরূপদ্বৈতভানাবকাশঃ? তথা চ শ্রুতিঃ "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং ধ্রুবম্। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ" ॥ ইতি।

তস্মাৎ পুরুষ একঃ সর্বপ্রাণিসাধারণঃ সর্বদেশব্যাপী চেতি সিদ্ধান্তঃ পরমার্থদৃশি ব্যর্থো ন্যায়েন চাসঙ্গতঃ। তত্র দেশাশ্রয়রূপোঽপারমার্থিকত্বদোষঃ প্রসজ্যতে। ন্যায্যো হি শান্তব্রহ্মবাদিনাং সাংখ্যানাং পুরুষবহুত্ববাদঃ ॥ ৪ ॥

লাক্ষণিক। সেইরূপ কালাবস্থান-ভেদে (নব ও পুরাণ বলিয়া) যে পরিণামভেদ ব্যবহৃত হয়, তাহাও লাক্ষণিক ॥ ৩ ॥

অসংযোগজ বলিয়া স্বচৈতন্যের ঔপাদানিক পরিণাম নাই, আর, অসীমত্বহেতু গতি ও আকারাদি ধর্ম-ভেদ-রূপ লাক্ষণিক পরিণাম স্বচৈতন্যের নাই। (গতিও লাক্ষণিক পরিণাম, কারণ, তাহাতে পূর্বদেশ হইতে দেশান্তরে স্থিতি হইতে থাকে)। অদ্বৈতভান-স্বরূপ বলিয়া স্বচৈতন্য অসীম (একাধিক পদার্থের জ্ঞানকালে সেই জ্ঞেয় বিষয় সসীম বলিয়া প্রতীত হয়, স্বচৈতন্যভাবে অবস্থানকালে যখন আত্মাতিরিক্ত কোন পদার্থের বোধ থাকিতে পারে না, তখন সেই আত্মবোধ কিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে ?)। এ বিষয়ে (যোগভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে, "চিতিশক্তি অপরিণামিনী, শুদ্ধা ও অনন্তা"।

উক্ত দ্বিবিধপরিণামশূন্য বলিয়া পুরুষ কালের দ্বারা অব্যপদেশ্য অর্থাৎ কালের দ্বারা লক্ষিত করার যোগ্য নহে। আর, বোধ-স্বরূপ বলিয়া তাহা দেশব্যাপী নহে*। কারণ দেশব্যাপিত্ব বাহ্যপদার্থের ধর্ম, অধ্যাত্মভাবের ধর্ম নহে (সুতরাং তাহা আত্মপদার্থে থাকিতেই পারে না)। কিঞ্চ দেশাশ্রয় পদার্থমাত্রই সাবয়ব, চিতিশক্তি নিরবয়বা। শ্রুতিতে (ঋক্ ১০।৭২) আছে "ভূ বা ভূত হইতে দিক্ উৎপন্ন হইয়াছে", অর্থাৎ দিক্ বা দেশজ্ঞান যে ভূতজ্ঞানের অনুগামী তাহা জানা যায়।

* পরিণম্যমান অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা কালের জ্ঞান হয়। এইক্ষণে এক বৃত্তি আছে, পরক্ষণে আর এক বৃত্তি উঠিল, পরক্ষণে আর এক, এইরূপে ক্ষণসকলের আনন্তর্যরূপ কাল, চিত্তপরিণামের দ্বারা (সেই পরিণাম স্বগত হইতে পারে, বা বাহ্যকৃত হইতেও পারে) অনুভূত হয়। আত্মাবোধের কোন পরিণাম নাই বলিয়া তাহা কালব্যপদেশ্য নহে।

রূপাদি বাহ্য বিষয়ই দেশাশ্রিত বা বিস্তারাদিযুক্ত। ইচ্ছা-ক্রোধাদি আন্তর ভাব তাদৃশ নহে, অর্থাৎ তাহাদের দৈর্ঘ্যপ্রস্থাদি পরিমাণ নাই। আন্তরভাবানুসরণ করিয়া আত্মাবগম হয় বলিয়া আত্মবোধ দৈর্ঘ্যাদিপরিমাণশূন্য।

বহুত্বে সসীমত্বমিত্যুৎসর্গো নিরপবাদো দেশাশ্রিতে বাহ্যপদার্থে। অদেশাশ্রিতে জ্ঞপদার্থে তদুৎসর্গস্যাপবাদঃ। জ্ঞপদার্থশ্চোত্তরোত্তরকালভাবিভিঃ পরিণামৈঃ সসীমো ভবতি। অপরিণামিত্বাদ্দ্বৈতভানশূন্যত্বাচ্চ পৌরুষবোধস্য ব্যবচ্ছেদকহেত্বভাবঃ॥ ৫॥

এতস্মাদেতৎ সিধ্যতি। স্বরূপতো দেশব্যাপিত্বাভাবাদ্, ব্যবহারদৃশি চ ব্যাপীত্যুক্তে গ্রাহ্যবদ্দেশাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ, তথা চ বহুত্বেঽপি জ্ঞপদার্থস্য সসীমত্বদোষাভাবাৎ সর্বতন্ত্রস্যো বহুপুরুষ ইতি যুক্তঃ প্রবাদঃ পুরুষস্য জ্ঞমাত্রত্বাদিতি। শ্রুতিশ্চাত্র "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" ইতি॥ ৬॥

চিন্মাত্রভাবে অবস্থিত হইলে 'আমি অনন্তদেশ ব্যাপিয়া আছি' এইরূপ বোধ হইতে পারে না। কারণ, অদ্বৈতবোধাত্মক পৌরুষ-বোধে দেশরূপ দ্বৈতভান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে*? শ্রুতি (বৃহদারণ্যক) যথা, "এই অপ্রময় বা অপ্রমেয় (ইন্দ্রিয়াতীত), ধ্রুব বা অপরিণামী আত্মাকে একধা অর্থাৎ 'তাহা এক' এইরূপে, অনুদ্রষ্টব্য। অজ বা জন্ম-হীন, মহান্ ও ধ্রুব আত্মা বিরজ এবং আকাশ হইতে পর বা অতীত অর্থাৎ অদেশাশ্রিত।" অতএব পুরুষ এক, সর্বপ্রাণীতে ব্যাপ্ত, সুতরাং সর্বদেশব্যাপী, এই সিদ্ধান্ত পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্যর্থ ও অন্যায্য। কারণ, তাহা হইলে দেশব্যাপিত্বরূপ অপারমার্থিকত্ব-দোষ আসে। অতএব শান্তব্রহ্মবাদী সাংখ্যগণের পুরুষবহুত্ববাদ ন্যায্য॥ ৪।

(বলিতে পার, বহু বস্তু থাকিলে তাহারা সকলেই সসীম হইবে, সুতরাং বহু পুরুষ থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে কখনও অসীম হইতে পারে না। তাহার উত্তর যথা—) 'বহু হইলে সসীম হইবে' এই নিয়ম দেশাশ্রিত বাহ্যপদার্থের পক্ষে সর্বথা খাটে (কারণ, বাহ্যপদার্থ দেখিয়াই ঐ নিয়ম হয়)। দেশাশ্রয়শূন্য জ্ঞ বা জ্ঞান-স্বরূপ পদার্থে ঐ নিয়মের অপলাপ হয়, জ্ঞপদার্থ উত্তরোত্তরকালজাত পরিণামের দ্বারা সসীম হয় (বাহ্যপদার্থ যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকাতে সসীম হয়, বোধপদার্থ অদেশাশ্রিত বলিয়া সেরূপ হয় না, তাহা ভিন্ন ভিন্ন কালে অবস্থিত হইলে বা এক জ্ঞানের পর আর এক, তৎপরে আর এক, এইরূপ ক্রমশঃ পরিণম্যমান হইয়া উদিত হইলে সেই এক একটি জ্ঞানকে সসীম বলা যায়। তাদৃশ) পরিণাম নাই বলিয়া, এবং দ্বৈতভানশূন্যত্বহেতু ('আমি ও উহা' এই বোধশূন্যত্বহেতু), পৌরুষ-বোধে সীমাকারক কোন হেতু নাই॥ ৫॥

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে—স্বরূপতঃ বা কৈবল্যভাবে পুরুষের দেশব্যাপিত্ব নাই বলিয়া (কারণ, বোধপদার্থ অদেশাশ্রিত), আর ব্যাপী বলিলে ব্যবহার-দৃষ্টিতে পুরুষে রূপাদির ন্যায়

* সাধারণতঃ লোকে মনে করে, আত্মবোধের সময়ে আমি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া আছি, এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'আকাশ ব্যাপিয়া থাকা' রূপরসাদি বাহ্যপদার্থের ধর্ম। বাহ্যব্যবহারমুগ্ধ ব্যক্তিগণ আত্মাকে তাদৃশ কল্পনা করে। রূপাদি বিষয় ত্যাগ করিয়া যখন কোন আন্তরভাবে চিত্তাবধান করিবার সামর্থ্য হয়, তখন অদেশাশ্রিত বা পরিমাণশূন্য ভাবের উপলব্ধি হয়। মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সময় পর্যন্ত বাহ্যসম্পর্কনিবন্ধন 'অনন্ত-ব্যাপ্তিভাব' ও তজ্জনিত সার্বজ্ঞ্য থাকে। কৈবল্যভাবে দেশব্যাপ্তিভাব থাকিতে পারে না।

নন্বু "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিভিরাত্মন একসংখ্যকত্বমেবোদ্দিষ্টমিতি চেন্ন, তাস্বু আত্মনি দ্বৈতভানশূন্যত্বং পুরুষাণামেকজাতিপরত্বং বোক্তং ন সংখ্যৈকত্বম্। তথা চ সূত্রম্ "নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাদ্" ইতি। "একো ব্যাপী" ইত্যাদিশ্রুতিষীশ্বরো-পাধিকস্যাত্মনঃ প্রশংসা উপাসনার্থমেবোক্তা। ন তাঃ শ্রুতয় আত্মনঃ স্বরূপাবধারণপরাঃ। যথাহুঃ "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা হ্যুপাসা বা সিদ্ধস্য" ইতি। ঈশ্বরবিলক্ষণস্য পুরুষতত্ত্বস্য স্বরূপাবধারণপরা শ্রুতির্যথা "অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম-প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়" ইতি। তথা চ "বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্বীদং জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ। বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিংস্বিদ্বক্ষ্যামি কিমু নূ মনিষ্যে॥" ইতি। 'অনন্তরমবাহ্যম্' ইতি চ। অত আত্মনো বিস্তারাদিসর্বগ্রাহ্যধর্মশূন্যতা বহুতা চ সিদ্ধা॥ ৭॥

ব্যুত্থিতায়াং নিরুদ্ধায়াং বা চিত্তাবস্থায়াং পুরুষ একরূপেণাবতিষ্ঠতে। ইন্দ্রিয়গৃহীতা বিষয়জ্ঞানহেতুক্রিয়া পুরুষসন্নিধৌ বুদ্ধৌ প্রাকাশ্যপর্যবসানং লভতে। ভেদবিকারা-

দেশাশ্রয়দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া,* আর বহু হইলেও জ্ঞ-পদার্থের সসীমত্ব হয় না বলিয়া, 'সর্বথা তুল্য বহু পুরুষ বিদ্যমান আছে' এই প্রবাদ বা সুসিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত, যেহেতু পুরুষ জ্ঞ-মাত্র। এবিষয়ে শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতর) যথা—"নিজের সমানরূপা বহু প্রজা-সৃজনকারিণী (প্রজা ও প্রকৃতি উভয়ই ত্রৈগুণ্যগুণে সরূপ) রজঃ-সত্ত্ব-তমোময়ী† অজা বা অনাদি এক প্রকৃতিকে কোনও এক অজ বা অনাদি (অনুপশ্য বা প্রতিসংবেদী) পুরুষ ভোগ করিয়া অনুশয়ন করেন অর্থাৎ প্রকৃতিজাত সুখাদি-গুণের প্রকাশরূপ উপদর্শন করেন ("পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।" গীতা)। আর, অন্য কোনও পুরুষ ভোগ বা উপদর্শন শেষ করিয়া অর্থাৎ অপবর্গ-লাভে, তাহাকে (প্রকৃতিকে) ত্যাগ করেন"॥ ৬॥

যদি বল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রভৃতি শ্রুতিতে আত্মার এক-সংখ্যকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে। সেই সব শ্রুতিতে আত্মাতে দ্বৈতভানশূন্যত্ব অথবা পুরুষসকলের একজাতিপরত্ব (সর্বতঃ তুল্যতা) উক্ত হইয়াছে, এক-সংখ্যকত্ব উক্ত হয় নাই। সাংখ্যসূত্র যথা—"অদ্বৈত শ্রুতির সহিত বিরোধ নাই, যেহেতু তাহাতে পুরুষসকলের একজাতিপরত্ব উক্ত হইয়াছে।" 'এক ব্যাপী' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে একত্ব ও সর্বদেশব্যাপিত্ব আত্ম-স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরত্বোপাধিক আত্মার উপাসনার্থ প্রশংসা-স্বরূপে উক্ত হইয়াছে। সেই সব শ্রুতি আত্মার স্বরূপনির্ণয়পরা নহে (ঐশ্বর্য-

* দেশ বা বিস্তারজ্ঞান এবং রূপাদিবিষয়জ্ঞান অবিনাভাবী। রূপাদির সহিত ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যাপ্তির বা প্রসারজ্ঞানের সহিত রূপাদির জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। রূপাদি ত্যাগ করিলে প্রসারজ্ঞান থাকে না।

† লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ। স্মৃতি যথা—"তমসা তামসান্ ভাবান্ বিবিধান্ প্রতিপদ্যতে। রজসা রাজসাংশ্চৈব সাত্ত্বিকান্ সত্ত্বসংশ্রয়াৎ। শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি রূপাণ্যেতানি ত্রীণি তু। সর্বাণ্যেতানি রূপাণি যানীহ প্রাকৃতানি বৈ॥" মোক্ষধর্ম, ৩০২ অঃ।

বিন্দ্রিয়াদিস্থিতৌ, নাস্তি তয়োঃ পুরুষতত্ত্বাসাদনোপায়ঃ, যথাহুঃ "ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধ" ইতি। যথা বিভিন্নে বর্তিতৈলে দীপশিখামাসাদ্যৈকত্বং প্রাপ্নুতঃ তথেন্দ্রিয়েষু ভিন্নরূপেণাবস্থিতা বিষয়া বুদ্ধৌ নির্বিশেষং প্রাকাশ্যপর্যবসানরূপমৈক্যমাপ্নুয়ুঃ। জ্ঞেয়স্য জ্ঞাতাহমিত্যাত্মবুদ্ধিরেব প্রাকাশ্যপর্যবসানং সর্ববিষয়জ্ঞানসাধারণম্। তত্র দ্রষ্ট্রা সহ বুদ্ধেরবিশিষ্টপ্রত্যয়ঃ। তঞ্চ প্রত্যয়ং বিষয়া নাতিক্রামন্তি। তস্মাৎ পুরুষস্য সাক্ষিদ্রষ্টৃত্বং বৌদ্ধবিষয়স্য চ নির্বিশেষদৃশ্যত্বমিতি সম্বন্ধঃ সিদ্ধঃ ॥ ৮ ॥

প্রশংসাপরা মাত্র। বস্তুতঃ আত্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অতিরিক্ত বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে)। সাংখ্যসূত্রে যথা—"(তাদৃশী শ্রুতি) মুক্তাত্মার প্রশংসা বা সিদ্ধের উপাসনপরা"*। ঈশ্বরতাবর্জিত বা নির্গুণ পুরুষতত্ত্বের স্বরূপাবধারণপরা শ্রুতি যথা—"যিনি অদৃষ্ট (বুদ্ধীন্দ্রিয়াতীত), অব্যবহার্য (কর্মেন্দ্রিয়াতীত), অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য (দৈশিক ও কালিক ব্যপদেশশূন্য), একমাত্র আত্মপ্রত্যয়গম্য, প্রপঞ্চের বা ব্যক্তভাবের অতীত, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, চতুর্থ (বিশ্ব, বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞ বা ঈশ্বরতত্ত্ব এই তিনের, অথবা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত) বলিয়া সম্মত হন, তিনিই আত্মা বলিয়া বিজ্ঞেয়"। অন্যশ্রুতি (ঋগ্বেদ) যথা—"হৃদয়ে যে জ্যোতি আহিত রহিয়াছে, আমার কর্ণ ও চক্ষু (বা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ) তাঁহার বিপরীত, অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে পারে না। আমার মন বিষয়প্রবণ হইয়া তাঁহার বিপরীত দিকে দূরে বিচরণ করে, অতএব তদ্বিষয়ে কি বা বলিব, আর কি বা মনে করিব?" (ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে)। 'পুরুষ আন্তরও নহেন বাহ্যও নহেন' ইত্যাদি শ্রুতি। অতএব আত্মার বা পুরুষতত্ত্বের বিভ্বাদি সর্বপ্রকার গ্রাহ্যধর্মশূন্যতা এবং বহুতা সিদ্ধ হইল ॥ ৭ ॥

(পুরুষতত্ত্ব আরও সূক্ষ্মরূপে বিচারিত হইতেছে) ব্যুত্থিত কিংবা নিরুদ্ধ এই উভয় চিত্তাবস্থাতেই পুরুষ একভাবে অবস্থান করেন (মনে হইতে পারে, নিরোধাবস্থাতেই পুরুষ অপরিণামী থাকিতে পারেন, কিন্তু বিক্ষেপাবস্থায় পরিণামী হইবেন। তাহা নহে, কারণ) ইন্দ্রিয়বাহিত যে ক্রিয়া বা উদ্রেক বিষয়জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা পুরুষের সান্নিধ্যে বা বুদ্ধিতে যাইয়া প্রাকাশ্যপর্যবসান লাভ করে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে পৌঁছিলেই ঐন্দ্রিয়িক উদ্রেক জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইয়া শেষ হয়। ভেদ ও বিকার করণবর্গে সংস্থিত, তাহাদের পুরুষতত্ত্বে পৌঁছিবার উপায় নাই†। যথা উক্ত হইয়াছে,

* সাংখ্যসম্মত অনাদিমুক্ত, জগদ্ব্যাপারবর্জ ঈশ্বরের বা মোক্ষতত্ত্বের অথবা সাস্মিত সমাধিসিদ্ধ মহদাত্মসাক্ষাৎকারপরায়ণ, প্রকৃতিবশী, সর্বজ্ঞত্ব-সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব-যুক্ত, ব্রহ্মলোকস্থ সগুণ ঈশ্বরের উপাসনার্থ ব্যাপিত্বাদি ঐশ্বর্য যোগ করিয়া শ্রুতি প্রশংসা করিয়াছেন। তাদৃশ ঈশ্বরোপাসনা আশু সমাধিপ্রদ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত আছে, যথা—"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" (যোগসূত্র)।

† বুদ্ধিতত্ত্বে যাইয়া বিষয় প্রকাশিত হয়, বা যেখানে বিষয় প্রকাশিত হয় তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব, সেই পর্যন্তই বিকার বা পরিণাম থাকে। তদতিরিক্ত স্বচৈতন্য বুদ্ধিরও প্রকাশক, তাহাতে বৈষয়িক চাঞ্চল্য যাইতে পারে না। বুদ্ধিতে পরিণাম থাকিলেও তাহা একরূপ, অর্থাৎ অপ্রকাশিতকে প্রকাশ করার প্রবাহ-স্বরূপ। যাহা বুদ্ধিসমীপে যায় তাহাই প্রকাশিত হয়। সেই 'যাহা' তাহা বুদ্ধিতে থাকে না, তাহারা ইন্দ্রিয়াদিতে থাকে। মনে কর, হস্তে সূচী বিদ্ধ হইল, যদিচ সেই পীড়া মস্তিষ্কে যাইয়া প্রকাশিত হয় (কারণ, হস্ত ও মস্তিষ্কের স্নায়বিক সংযোগ ছিন্ন করিলে পীড়ার বোধ রহিত হয়), কিন্তু মস্তিষ্কে বা

নিরোধসমাধ্যভ্যাসাচ্চিত্তেন্দ্রিয়াণাং প্রবিলয়েঽস্মৎপ্রত্যয়গতস্য বোধস্য স্বচৈতন্য-ভাবেন নির্বিপ্লবাবস্থানদর্শনাত্তদেবাস্মৎপ্রত্যয়স্যাবিকারি নিমিত্তম্। তদা লীনানি চিত্তেন্দ্রিয়াণ্যব্যক্তভাবেনাবতিষ্ঠন্তে। সোঽব্যক্তভাবঃ প্রকৃতিঃ, যথাহুঃ "অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাং প্রভবাপ্যয়ম্। সদা পশ্যাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ ॥" ইতি। তথা চ "গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি" ইতি।

"নাশঃ কারণলয়" ইতি নিয়মাচ্চিত্তেন্দ্রিয়াণাঞ্চ তস্যামব্যক্তাবস্থায়াং বিলয়দর্শনাদ-ব্যক্তং ত্রিগুণস্তেষাং মূলকারণম্। সবিপ্লবে নিরোধে লীনানাং চিত্তাদীনাং পুনর্ব্যক্ত-তাপ্তিদর্শনাত্তত্ত্বদৃশি সৎস্বরূপমব্যক্তম্, নাসতঃ সজ্জায়ত ইতি নিয়মাৎ। পরমার্থে চ সিদ্ধে

"ফল অবিশিষ্ট পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তির বোধ," (১।৭ সূত্র) অর্থাৎ ফল বা মানস ব্যাপারের শেষ, চিত্তবৃত্তিসকলের সহিত পুরুষের বিশেষশূন্য বোধ বা পুরুষের সহিত একাত্মবৎ প্রকাশাবসায়। যেমন বর্তি ও তৈল বিভিন্ন হইলেও দীপশিখায় যাইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকলে ভিন্নরূপে অবস্থিত বিষয়সকল, বুদ্ধিতে নির্বিশেষ প্রাকাশ্যপর্যবসানরূপ ('আমি জ্ঞেয়ের জ্ঞাতা' ঈদৃশ পুরুষের সহিত যে নির্বিশেষে জ্ঞানরূপ অবসান বা পরিণাম, তদ্রূপ) একত্ব প্রাপ্ত হয়। 'আমি জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞাতা' এইরূপ আমিত্ব-বুদ্ধিই প্রাকাশ্যপর্যবসান এবং তাহা সমস্ত বিষয়জ্ঞানেই সাধারণ অর্থাৎ সমস্ত বিষয়জ্ঞানের মূলে 'আমি জ্ঞাতা' এই ভাব আছে। তাহাতে দ্রষ্টার সহিত বুদ্ধির অভিন্ন জ্ঞান হয়। কিন্তু বিষয়সকল সেই আমিত্ব-প্রত্যয়ের উপরে যাইতে পারে না (তাহার উপরে বিষয়ী)। অতএব পুরুষের সাক্ষিদ্রষ্টৃত্ব এবং বৌদ্ধবিষয়ের (জ্ঞাতাহং-বুদ্ধির) নির্বিশেষ দৃশ্যত্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল ॥ ৮ ॥

নিরোধসমাধির অভ্যাস হইতে (যোগসূত্র ১।১৮) চিত্তেন্দ্রিয় প্রবিলীন হইলে অস্মৎ-প্রত্যয়গত বোধ, অর্থাৎ 'আমি' এই প্রত্যয়ের যাহা স্বপ্রকাশরূপ মূল তাহা, স্বচৈতন্যভাবে নির্বিপ্লব বা অভগ্নরূপে অবস্থান করে বলিয়া, স্বচৈতন্যই অস্মৎ প্রত্যয়ের অবিকারী নিমিত্ত*। তখন চিত্তেন্দ্রিয়গণ লীন হইয়া অব্যক্তভাবে থাকে। সেই অব্যক্ত ভাবের নাম **প্রকৃতিতত্ত্ব**। যথা উক্ত হইয়াছে (অশ্বমেধপর্ব), "ক্ষেত্রের বা উপাধির চরম, গুণসকলের প্রভব ও লয়-স্বরূপ অব্যক্তকে আমি সর্বদা লীন বলিয়া দেখি,

বুদ্ধিস্থানে পীড়া হয় না, হস্তেই পীড়া হয়। সেইরূপ চক্ষু, বর্ণ ইত্যাদিতে রূপাদিজ্ঞানের ভেদ উপলব্ধি হয়, মস্তিষ্কস্থ বুদ্ধিতে বা প্রকাশের মূল-স্থানে তাহা উপলব্ধ হয় না। নানাপ্রকৃতির বৃত্তিভেদ বুদ্ধির নিম্নস্থ করণবর্গেই অবস্থিত। আমিত্বরূপ স্বরূপবুদ্ধিতে 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ একজাতীয় প্রকাশশীল বৃত্তিসকলই উঠে। সদাই আত্মবুদ্ধির প্রতিসংবেদী বলিয়া পুরুষ পরিণামী হন না। কিন্তু বিষয়াত্মচাঞ্চল্যের শেষাবস্থা বিষয়বোধরূপ প্রকাশ, সেই প্রকাশ বুদ্ধিতেই শেষ হয়, সুতরাং পুরুষে তাহা যাইতে পারে না। দীপ, আলোক ও আলোকিত দ্রব্যের উপমা (পাঠক মনে রাখিবেন ইহা উদাহরণ নহে, উপমামাত্র) এস্থলে দেওয়া যাইতে পারে। দীপ পুরুষসদৃশ, আলোক বুদ্ধিসদৃশ ও নীলপীতাদি দ্রব্য বিষয়স্বরূপ।

* অস্মৎ-প্রত্যয়ে বা বুদ্ধিতে দ্রষ্টার প্রতিসংবেদিত্ব থাকাতে তাহা (অস্মৎ-প্রত্যয়) বিরূপ দ্রষ্টা বা ব্যাবহারিক গ্রহীতা (অগ্রে ইহা উক্ত হইয়াছে), করণবর্গ বিলীন হইলে "দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়" (যোগসূত্র ১।৩), তাহাই স্বরূপগ্রহীতা। "পুরুষ বুদ্ধির সরূপ (সদৃশ) নহে এবং অত্যন্ত বিরূপও নহে" (যোগভাষ্য ২।২০)। বুদ্ধির পুরুষসারূপ্য অথবা দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্যই ব্যাবহারিক গ্রহীতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অস্মৎ-প্রত্যয়ের মধ্যে পুরুষও অন্তর্গত থাকেন। তিনি তাহার প্রতিসংবেদিরূপে বর্তমান আছেন।

চিদ্রূপেণাবস্থানকালেঽব্যক্ততানতিক্রান্তেবসদ্রূপেব প্রকৃতিঃ, যথাহুঃ "নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসৎ নিরসদব্যক্তম্" ইতি। তস্মাৎ তত্ত্বদৃশি ভাবরূপেণাব্যক্তং বিচার্যম্। প্রধান-বিষয়াঃ শ্রুতয়ো যথা "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পবা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পবা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পবঃ। মহতঃ পবমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পবঃ॥" ইতি। মহতঃ পরস্যাবক্তস্য স্বরূপং যথাহ শ্রুতিঃ "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাবসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পবং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" ইতি। তথা চ "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদ্" ইতি। "তমো বা ইদমগ্র আসীৎ তৎ পরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি" ইতি চ। পবেণ পুরুষার্থেনেত্যর্থঃ॥ ৯॥

ব্যুত্থানে সক্রিয়েষু চিত্তেন্দ্রিয়েষু অস্মিমূলস্য দ্রষ্টুর্যো বিকাবভাবঃ প্রতীযতে স তস্য বিরূপো ব্যাবহাবিকো গ্রহীতা। উক্তঞ্চ "সা চাত্মনা গ্রহীত্রা সহ বুদ্ধিবেকাত্মিকা

জানি ও শ্রবণ কবি"। পুনশ্চ "গুণসকলেব পবম রূপ কখনও দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হয না, অর্থাৎ লীনাবস্থাই চবম রূপ" (যোগভাষ্য)।

"নাশ অর্থে স্বকাবণে লীন হইযা থাকা" (সাংখ্যসূত্র) এই নিয়মে এবং অব্যক্তে চিত্তেন্দ্রিবাদিব বিলয দেখা যায বলিযা অব্যক্ত ত্রিগুণই চিত্তেন্দ্রিযাদিব মূল কারণ। সবিপ্লব নিবোধে, অর্থাৎ যে নিবোধ সমাধি ভগ্ন হয তাহাতে, লীন বা অব্যক্তাবস্থা হইতে চিত্তেন্দ্রিযাদিব পুনশ্চ ব্যক্ততাপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয বলিযা তত্ত্বদৃষ্টিতে অব্যক্তকে সৎ-স্বরূপ বলিতে হইবে, কাবণ, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পাবে না। আব চিত্তাদিব প্রলয হইলে দ্রষ্টাব সদা চিন্মাত্র-স্বরূপে অবস্থান হয, সুতবাং পবমার্থ-সিদ্ধি হইলে চিত্তাদি কখনও অব্যক্ততা অতিক্রম কবে না, তজ্জন্য পুনশ্চ ব্যক্তরূপে গ্রাহ্য না হওযাতে অব্যক্তকে অসতেব মত বলা যাইতে পাবে। যথা উক্ত হইযাছে, "অব্যক্ত সত্তা ও অসত্তাশূন্য, সদসৎ নহে, এবং অসৎ নহে," অর্থাৎ পবমার্থ-দৃষ্টিব দ্বাবা বুদ্ধি চবিতার্থ হইলে সৎ (অনুভাব্য) নহে, এবং তত্ত্বদৃষ্টিতে অসৎ নহে। অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে অব্যক্ত ভাবরূপে বিচার্য *। ২।১৯ (৬) দ্রষ্টব্য।

প্রধান-বিষযক শ্রুতি (কঠ) যথা—"অর্থসকল ইন্দ্রিযেব পব, মন অর্থেব পবস্থ, মনেব পব বুদ্ধি, বুদ্ধিব পব মহান্ আত্মা, মহতেব পব অব্যক্ত, অব্যক্তেব পব পুরুষ"। মহতেব পবস্থ অব্যক্ত পদার্থেব স্বরূপ সেই শ্রুতিই (কঠ) অগ্রে বলিযাছেন, যথা—"অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয, অবস, নিত্য, অগন্ধ, অনাদি, অনন্ত, ধ্রুব (অক্ষয), মহতেব পর পদার্থকে জানিযা মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয, অর্থাৎ পুরুষ-সাক্ষাৎকাব-লাভ হয" (ইহাব অর্থ আত্মপক্ষেও ব্যবহৃত হয)। অন্য শ্রুতি (বৃহদাবণ্যক) যথা—"এই সমস্ত অব্যক্ত ছিল"। "অগ্রে তমঃ ছিল, তাহা পবেব দ্বাবা ঈবিত বা উপদর্শিত হইযা বিষমত্ব প্রাপ্ত হয"। (মৈত্রাযণীয)। পবেব দ্বাবা অর্থাৎ পুরুষার্থেব দ্বাবা॥ ৯॥

ব্যুত্থানদশায যখন চিত্তেন্দ্রিয সক্রিয হয, তখন 'আমিত্ব' ভাবেব মূল দ্রষ্টাব যে সক্রিয বা পবিণামী ভাব প্রতীত হয, তাহা দ্রষ্টাব বিরূপ, ব্যাবহাবিক গ্রহীতা। যথা উক্ত হইযাছে (তত্ত্বৈ-

* এই বিষয় অনেকে ধারণা কবিতে না পারিয়া তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রকৃতিকে অসদ্রূপ বলিযা বাতুলতা প্রকাশ কবে।

সংবিদিতি তস্যাঞ্চ গ্রহীতুরন্তর্ভাবাদ্ ভবতি গ্রহীতৃবিষয়ঃ সম্প্রজ্ঞাত" ইতি, সাস্মিতেত্যর্থঃ। যেন বুদ্ধ্যন্তর্ভূতেন গ্রহীতৃভাবেন ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে স ব্যাবহারিকো গ্রহীতা ॥ ১০ ॥

বিক্রিয়মাণাস্মৎপ্রত্যয়ঃ ত্রয়াণাং ভাবানাং সমাহারঃ। তে যথা, অস্মীত্যেতদন্তর্গতঃ প্রকাশশীলো ভাবঃ, তস্য চ বিকারহেতুঃ ক্রিয়াশীলো ভাবঃ, প্রকাশস্যাবরকঃ স্থিতিশীল-ভাবশ্চেতি। ইমে ত্রয়ো মূলভাবাঃ সত্ত্বরজস্তমআখ্যাঃ সর্বেষাং বিকারাণাং মৌলিকাঃ। তত্র প্রকাশশীলং সত্ত্বং, ক্রিয়াশীলং রজঃ, স্থিতিশীলঞ্চ তম ইতি। কৈবল্যাবস্থায়াং বৈকারিকপ্রকাশাত্মকপ্রখ্যাশূন্যং পরবৈরাগ্যেণ প্রবৃত্তিশূন্যং সর্বসংস্কারহীননিরোধাৎ স্থিতিশূন্যঞ্চান্তঃকরণং প্রকৃতিলীনন্তবতি। অব্যক্তত্বাদমূঃ সত্ত্বরজস্তমআত্মিকাঃ প্রখ্যা-প্রবৃত্তিস্থিতয়ঃ সমত্বমাপদ্যন্তে। তস্মাদাহুঃ "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" ইতি ॥ ১১ ॥

১।১৭) "সেই অস্মিতা, গ্রহীতা আত্মার সহিত বুদ্ধির একাত্মবোধ। তাহার মধ্যে (অস্মিতার মধ্যে) গ্রহীতার অন্তর্ভাব হওয়াতে তদ্বিষয়ক সমাধি গ্রহীতৃ-বিষয়ক সম্প্রজ্ঞাত" অর্থাৎ সাস্মিত সমাধি। বুদ্ধির অন্তর্ভূত যে গ্রহীতৃভাবের দ্বারা জ্ঞাতৃত্বাদি বা 'আমি জ্ঞাতা' ইত্যাকার ব্যবহার হয়, তাহাই ব্যাবহারিক গ্রহীতা ॥ ১০ ॥

বিক্রিয়মাণ অস্মৎ-প্রত্যয় তিন প্রকার ভাবের সমাহার, অর্থাৎ তাহা বিশ্লেষ করিলে তিন প্রকার মূলভাব পাওয়া যায়। তাহারা যথা 'আমি' এই প্রকার প্রত্যয়ের অন্তর্গত প্রকাশশীল ভাব, তাহার পরিণামকারক ক্রিয়াশীলভাব এবং প্রকাশের আবরক স্থিতিশীল ভাব এই তিন প্রকার মূল ভাবের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, তাহারা সর্ববিকারের মৌলিক রূপ। তন্মধ্যে যাহা প্রকাশশীল তাহা সত্ত্ব, যাহা ক্রিয়াশীল তাহা রজঃ, এবং যাহা স্থিতিশীল তাহা তমঃ। বৈকারিক প্রকাশাত্মক বা বিকারের ফলস্বরূপ যে প্রখ্যা তদ্রহিত, পরবৈরাগ্যের দ্বারা সংকল্পাদিরূপ প্রবৃত্তিশূন্য এবং শাশ্বতিক নিরোধহেতু সংস্কাররূপস্থিতিশূন্য, কৈবল্যাবস্থায় এই ত্রিভাবশূন্য হওয়াতে অন্তঃকরণ প্রকৃতিতে লীন হয়। প্রকৃতি অব্যক্ত বলিয়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মক ঐ প্রখ্যা (সর্ব বিষয়বোধ), প্রবৃত্তি এবং স্থিতি (সংস্কার) তথায় (অব্যক্ততারূপ) সমতা প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য বলিয়াছেন (সাংখ্যসূত্র) "সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি"* ॥ ১১ ॥

* অন্তঃকরণের যে সাধনজন্য বা উপায়প্রত্যয় প্রলীনভাব, তাহাই কৈবল্যপদ। অন্তঃকরণ মূলকারণ প্রকৃতিতে লীন হয়। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। অতএব অন্তঃকরণগত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সাম্য করিতে পারিলে তবে অন্তঃকরণ লীন হইবে। তজ্জন্য সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বৃত্তির সাম্য করা প্রয়োজন। বিবেকখ্যাতি, পরবৈরাগ্য ও নিরোধ সমাধি এই তিন ভাবের দ্বারা গুণসাম্য হয়। কারণ, উহারা তিন সম বা এক, যথা—"জ্ঞানস্যৈব পরা কাষ্ঠা বৈরাগ্যম্" (যোগভাষ্য ১।১৬), তজ্জন্য বিবেকখ্যাতিরূপ চরমজ্ঞান ও চরমবৈরাগ্য একই হইল, আর চরমবৈরাগ্যে বিষয়োপশমে চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিবে। তজ্জন্য প্রকাশশীল সাত্ত্বিক বিবেকখ্যাতি, বিরামপ্রযত্ন-ফলস্বরূপ রাজস পরবৈরাগ্য এবং তত্তুল্যনার তামস নিরোধ সমাধি ফলতঃ একই হইল। এই প্রকার গুণসাম্যে অন্তঃকরণ প্রকৃতিতে লীন হয়।

ব্যক্তাবস্থায়াং চিত্তেন্দ্রিয়েষু গুণানাং বৈষম্যম্। একত্রৈকস্য প্রাধান্যমন্যয়োশ্চোপসর্জনীভাবঃ। তে হি গুণা নিত্যসহচরাঃ জাতিব্যক্ত্যোঃ প্রত্যেকং বর্তমানাঃ, যথাহুঃ "গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ সংযোগবিভাগধর্মাণ ইতরেতরোপাশ্রয়েণোপার্জিতমূর্তয়" ইতি। তথা চ "অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্বে সর্বে সর্বত্রগামিন" ইতি। সর্বত্র ত্রৈগুণ্যসদ্ভাবেঽপি একৈকস্যৈব গুণস্য প্রধানভাবাৎ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চেতি ব্যবহারঃ। তথা চোক্তং "গুণপ্রধানভাবকৃতস্ত্বেষাং বিশেষ" ইতি। তথা চ "সর্বমিদং গুণানাং সন্নিবেশবিশেষমাত্রম্" ইতি ॥ ১২ ॥

ভোগাপবর্গৌ দ্বাবেবার্থৌ পুরুষস্য। পৌরুষেয়মস্মিপ্রত্যয়মাশ্রিত্য দ্বাবেতাবর্থাবাচরিতৌ ভবতঃ। যথাহ "তত্রেষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণমবিভাগাপন্নং ভোগঃ ভোক্তুঃ স্বরূপাবধারণমপবর্গ ইতি দ্বযোরতিরিক্তমন্যদ্দর্শনং নাস্তি" ইতি। পুরুষার্থাচরণাত্মকত্বাদ্ ব্যক্তাবস্থায়াঃ পুরুষস্তস্যা নিমিত্তকারণম্। অব্যক্তঞ্চ ব্যক্তভাবস্যোপাদানং তস্যৈব ব্যক্তস্বপরিণতিদর্শনাৎ, যথাহ "লিঙ্গস্যান্বয়িকারণং পুরুষো ন ভবতি হেতুস্তু ভবতীতি। অতঃ প্রধানে সৌক্ষ্ম্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্" ইতি। বিকারজাতস্য নিমিত্তান্বয়িনোর্দ্বয়োঃ কারণয়োর্নিমিত্তং পুরুষঃ স্বচৈতন্যস্বরূপঃ সদা বুদ্ধঃ, প্রধানন্ত্বচেতনমব্যক্তস্বরূপম্। বিরুদ্ধকারণদ্বয়সদ্ভাবাদ্ ব্যক্তাবস্থায়া ব্যক্তভাবেষু ত্রয় এব ভাবা উপলভ্যন্তে। তে যথা—পুরুষাভিমুখশ্চেতনাবদ্ভাবঃ, অব্যক্তাভিমুখ আবরিতভাবস্তথা চ তয়োঃ সম্বন্ধ-

ব্যক্তাবস্থায় চিত্তেন্দ্রিয়াদিতে গুণের বৈষম্য অর্থাৎ এক ব্যক্তভাবে কোনও এক গুণের প্রাধান্য এবং অন্য গুণদ্বয়ের অপ্রধানভাবে থাকা। সেই গুণসকল নিত্যসহচর এবং জাতি ও ব্যক্তির প্রত্যেকে বর্তমান থাকে। যথা উক্ত হইয়াছে, "গুণসকল পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ, সংযোগবিভাগধর্মী, পরস্পরের আশ্রয়ে পরস্পর মূর্তি বা মহদাদিরূপ ব্যক্তিতা লাভ করে" (যোগভাষ্য)। অন্যত্র যথা—"গুণসকল অন্যোন্যমিথুন এবং সকলেই সর্বত্র বা সকল দ্রব্যে অবস্থিত।" সকল বস্তুতে গুণত্রয় বর্তমান থাকিলেও, এক এক গুণের প্রাধান্যহেতু সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এইরূপ ব্যবহার হয়। যোগভাষ্য (২।১৫) যথা "গুণপ্রধানভাব হইতে সাত্ত্বিকাদি বিশেষ হয়", অর্থাৎ সত্ত্বের আধিক্য থাকিলে তাহাকে সাত্ত্বিক বলা যায়, ইত্যাদি। অন্যত্র (যোগভাষ্যে ৪।১৩) উক্ত হইয়াছে "এই সমস্তই গুণসকলের সন্নিবেশ-বিশেষ বা সংস্থানভেদমাত্র" ॥ ১২ ॥

পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ-রূপ দুই অর্থ বা বিষয়। পৌরুষেয় অস্মৎ-প্রত্যয় আশ্রয় করিয়া এই দুই অর্থ আচরিত হয়। যথা উক্ত হইয়াছে, "তন্মধ্যে ইষ্ট ও অনিষ্ট গুণের স্বরূপাবধারণ —যাহাতে গুণবৃত্তির সহিত পুরুষের একতাপত্তি হয়—তাহা ভোগ, এবং ভোক্তার স্বরূপাবধারণ অপবর্গ; এই দুইয়ের অতিরিক্ত অন্য দর্শন নাই" (যোগভাষ্য ২।১৮)। ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থের আচরণের ফলেই ব্যক্তাবস্থা, তজ্জন্য পুরুষ ব্যক্তাবস্থার নিমিত্ত-কারণ। আর অব্যক্তা প্রকৃতি ব্যক্তভাবসকলের উপাদান-কারণ, যেহেতু তাহারই ব্যক্ততারূপ পরিণতি দৃষ্ট হয়। যথা উক্ত হইয়াছে, "লিঙ্গের বা বুদ্ধির উপাদান-কারণ পুরুষ নহেন, কিন্তু তিনি তাহার হেতু বা নিমিত্ত-কারণ।

ভূতশ্চঞ্চলভাবো যেনাবৃতঃ প্রকাশাভিমুখঃ ক্রিয়তে প্রকাশিতশ্চ ভাব আবরণাভিমুখঃ ক্রিয়ত ইতি। তে হি যথাক্রমং প্রকাশশীলাঃ সাত্ত্বিকাঃ স্থিতিশীলাস্তামসাঃ ক্রিয়াশীলাশ্চ রাজসা ভাবা ইতি॥ ১৩॥

ব্যক্তাবস্থায়ামাস্থা ব্যক্তিরস্মীতিবোধমাত্রাত্মকো মহান্, যমাশ্রিত্য সর্বে জ্ঞান-চেষ্টাদয়ঃ সিধ্যন্তি। কৈবল্যাবস্থায়াং প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিত্যভাবাৎ নাস্তি ব্যক্তসম্বন্ধিনো মহতঃ সদ্ভাবাবকাশঃ। স এব মহান্ ব্যাবহারিকো গ্রহীতা। ব্যক্তাবস্থায়ামস্মীতি-প্রত্যয়মাত্রমভিমুখীকৃত্য সমাহিতে চিত্তে যস্মিন্নান্তরভাবেঽবস্থানং ভবতি স এব মহান্। সবিকারপ্রকাশশীলো মহানাত্মা, পুরুষস্তু অবিকারী চিদ্রূপঃ॥ ১৪॥

বুদ্ধিশ্চ লিঙ্গমাত্রঞ্চেতি মহতঃ সংজ্ঞাভেদঃ। ক্বচিচ্চ স্বরূপেণাগৃহীতো মহান্ করণকার্যং কুর্বন্ বুদ্ধিরিত্যভিধীয়তে, যথোক্তম্ "বুদ্ধিরধ্যবসায়েন জ্ঞানেন চ মহাংস্তথা"

এইজন্য প্রকৃতিতেই ব্যক্তভাবের চরমসূক্ষ্মতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে"* (যোগভাষ্য ১।৪৫)। বিকারজাত ব্যক্তভাবসকলের নিমিত্ত এবং উপাদানরূপ কারণদ্বয়ের মধ্যে নিমিত্ত পুরুষ স্বচৈতন্যরূপে সদা ব্যক্ত বা সদা বুদ্ধ এবং প্রধান অচেতন ও অব্যক্ত-স্বরূপ। ব্যক্তাবস্থার এই বিরুদ্ধ কারণদ্বয় থাকাতে ব্যক্তভাবে তিন প্রকার ভাব উপলব্ধ হয়। তাহারা যথা (১ম) পুরুষাভিমুখ চেতনাবৎ ভাব, (২য়) অব্যক্তাভিমুখ আবরিত ভাব, (৩য়) ঐ দুই ভাবের সম্বন্ধভূত চঞ্চল ভাব—যাহা আবৃত ভাবকে প্রকাশাভিমুখ করে এবং প্রকাশিত ভাবকে আবরণের বা স্থিতির অভিমুখ করে। তাহারাই যথাক্রমে প্রকাশশীল সত্ত্ব, স্থিতিশীল তমঃ ও ক্রিয়াশীল রজঃ এই ত্রিগুণমূলক ত্রিবিধ ভাব॥ ১৩॥

ব্যক্তাবস্থায় আদি ব্যক্তি 'আমি' এইরূপ বোধ-সম্বন্ধীয় মহান্, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জ্ঞান-চেষ্টাদি সিদ্ধ হয়। কৈবল্যাবস্থাতে প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতির অভাবে ব্যক্তভাবের সম্বন্ধকারক মহত্তত্ত্বের তখন অবস্থিতি থাকিতে পারে না। সেই মহান্ই ব্যাবহারিক গ্রহীতা। ব্যক্তাবস্থায় 'আমি' এইরূপ প্রত্যয়মাত্রের অভিমুখে চিত্ত সমাহিত হইলে যে আন্তরভাববিশেষে অবস্থান হয়, তাহাই মহত্তত্ত্ব†। মহদাত্মা সবিকার প্রকাশশীল, আর পুরুষ অবিকারী চিদ্রূপ॥ ১৪॥

বুদ্ধি ও লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্বের সংজ্ঞাভেদ। কোথাও বুদ্ধি ও মহান্ ভিন্ন করিয়া উক্ত হইয়াছে, সেইস্থলে মহান্ যখন স্বরূপে গৃহীত না হইয়া করণকার্য করে, তখন তাহা বুদ্ধিনামে অভিহিত

* 'অচেতন প্রধান জগতের স্বতন্ত্র কর্তা' এইরূপ সিদ্ধান্ত সাংখ্যীয় বলিয়া যাঁহারা সাংখ্যপক্ষে দোষ দেন, তাঁহাদের ইহা দ্রষ্টব্য। সাংখ্যমতে মূল কর্তা কেহ নাই। কারণ, কর্তৃত্বভাব মৌলিক নহে, উহা চিজ্জড়-সংযোগমাত্র। প্রধান কর্তা নহে, কিন্তু একমাত্র মূল উপাদান। উপাদান হইলেও প্রধান জগদ্বিকাশের পক্ষে সমর্থ নহে। জগদ্বিকাশের জন্য পৌরুষচৈতন্যরূপ নিমিত্তের অপেক্ষা আছে। পুরুষসান্নিধ্য বা চিদবভাস্ বা অচেতনকে চেতনবৎ করা না হইলে কখনও গুণবৈষম্য হইতে পারে না। চিদবভাস হইতেই অর্থাচরণ বা জগদ্ব্যক্তি হয়।

† ইহাকে সাস্মিত সমাধি বলে। সাংখ্যীয় তত্ত্বসকল কেবল অনুমেয় নহে, তাহারা সাক্ষাৎকার্য। যোগশাস্ত্রে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায় ও স্বরূপ বর্ণিত আছে, তাহা অনুশীলন করিলে মহত্তত্ত্বের স্বরূপ যথার্থরূপ নিশ্চিত হয়। মুমুক্ষুগণের নিজের ভিতর তত্ত্বসকল কিরূপে আছে তাহা চিন্তা করা উচিত।

ইতি॥ জ্ঞানেনাস্মীতিপ্রত্যয়াবধানেনেত্যর্থঃ, যথাহ "তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যাস্মীতি এবং তাবৎ সম্প্রজানীতে" ইতি, অণুমাত্রং সূক্ষ্মম্। মহত্তত্ত্বং সাক্ষাৎকুর্বতো যোগিন এবংবিধা সংবিৎ সম্প্রজায়ত ইতি ভাবঃ। সর্বে প্রত্যযা বুদ্ধিবিত্যভিধীযন্তে মহানাত্মা পুনবাত্মবিষয়া শুদ্ধা বুদ্ধিবিতি বিবেচ্যম্॥ ১৫॥

পুরুষাভিমুখত্বাদ্ বুদ্ধিসত্ত্বমতিপ্রকাশশীলং সাত্ত্বিকম্, যথাহুঃ "দ্রব্যমাত্রমভূৎ সত্ত্বং পুরুষস্যেতি নিশ্চয়" ইতি। তথা চ "অব্যক্তাৎ সত্ত্বমুদ্রিক্তমমৃতত্বায কল্পতে। সত্ত্বাৎ পরতরং নান্যৎ প্রশংসন্তীহ পণ্ডিতাঃ। অনুমানাদ্বিজানীমঃ পুরুষং সত্ত্বসংশ্রয়ম্" ইতি॥ ১৬॥

অস্য মহদাত্মনো যঃ ক্রিয়াশীলো ভাবো যেনানাত্মভাবেন সহাত্মসম্বন্ধঃ প্রজায়তে সোঽহংকাবঃ। সোঽযমহংকাবোঽভিমানাত্মকো মমতাহন্তয়োর্মূলং, ক্রিযাশীলত্বাদ্রাজসিকঃ। স্মর্যতে চ "অহং কর্তেতি চাপ্যন্যো গুণস্তত্র চতুর্দশঃ। মমায়মিতি যেনায়ং মন্যতে ন মমেতি চ"॥ ইতি॥ ১৭॥

হইয়াছে*। যথা উক্ত হইযাছে (অশ্বমেধপর্ব), "বুদ্ধিকে অধ্যবসায-লক্ষণেব (অধ্যবসায—অধিকৃত বিষযেব অবসায বা প্রকাশ হওযা-রূপ অবসান) দ্বাবা এবং মহান্‌কে জ্ঞানেব দ্বাবা বিবেক্তব্য" (মহাভাবত)। এখানে জ্ঞান অর্থে 'আমি' এইরূপ প্রত্যযধাবা, তাহাব অবধানেব দ্বাবা মহান্ সাক্ষাৎকৃত হন। যথা উক্ত হইযাছে, "সেই অণুমাত্র আত্মাকে অনুবেদনপূর্বক কেবল 'আমি' এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হওযা যায", (যোগভাষ্য, পঞ্চশিখাচার্য-বচন)। অণুমাত্র অর্থে সূক্ষ্ম। মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাবী যোগীব ঐরূপ খ্যাতি হয। সমস্ত প্রত্যযই বুদ্ধি, আব আত্মবিষযা শুদ্ধা বুদ্ধিই মহান্, ইহা বিবেচ্য। (ইহাতে এই বুঝিতে হইবে—যেখানে বুদ্ধি ও মহান্ পৃথক্ উক্ত হইযাছে, তথায একই অস্মৎ-প্রত্যয়াত্মক মহান্ স্বরূপভাবে সাক্ষাৎকৃত হইলে মহান্, এবং যখন জাননরূপ কবণকার্য কবে, তখন বুদ্ধি)॥ ১৫॥

পুরুষাভিমুখ বলিযা বুদ্ধিসত্ত্ব অতি প্রকাশশীল, সাত্ত্বিক। যথা উক্ত হইযাছে, "বুদ্ধিসত্ত্ব পুরুষেব দ্রব্যমাত্র বা পুরুষাশ্রিত ভাব ইহা নিশ্চয হয" (মহাভাবত)। অন্যত্র (অশ্বমেধপর্ব) যথা "অব্যক্ত হইতে বুদ্ধিসত্ত্ব উদ্রিক্ত হয় ও তাহা অমৃত বলিয়া জানা যায। বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ (বিকাবেব মধ্যে) অন্য কিছু নাই বলিয়া পণ্ডিতেবা প্রশংসা কবেন। অনুমান হইতে জানা যায যে, পুরুষ সত্ত্বসংশ্রয বা বুদ্ধিতে উপহিত"॥ ১৬॥

সেই মহদাত্মাব যে ক্রিযাশীল ভাব, যাহাব দ্বারা অনাত্ম ভাবেব সহিত আত্মসম্বন্ধ হয়, তাহাব নাম অহংকার। সেই অহংকাব অভিমান-স্বরূপ, তাহা মমভাব ('ইহা আমাব' এইরূপ ভাব)

* একই জ্ঞাতৃস্বভাব যখন সার্বজ্ঞ্যের জ্ঞাতা হয় তখন মহৎ, এবং যখন অল্পজ্ঞানের জ্ঞাতা তখন বুদ্ধি। মহদ্ভাবে সার্বজ্ঞ্যহেতু তাহাকে বিভু বলা হইযাছে, শ্রুতি যথা "মহান্তং বিভুমাত্মানম্" ('তত্ত্বসাক্ষাৎকাবে' মহত্তত্ত্বসাক্ষাৎকাব দ্রষ্টব্য)। 'আমি'—মাত্র বুদ্ধিই মহান্।

যেনানাত্মভাবা আত্মনা সহ বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি তদেব স্থিতিশীলং হৃদয়াখ্যং মনঃ। তদ্ধি তামসমন্তঃকরণাঙ্গম্। প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতয় ইতি ত্রয়াণামন্তঃকরণধর্মাণাং মধ্যে যৎ স্থিতিধর্মাশ্রয়ভূতং তন্মনঃ। "তথাশেষসংস্কারাধারত্বাদ্" ইতি সূত্রেঽপি তৃতীয়ান্তঃকরণস্য মনসঃ স্থিতিশীলত্বমুক্তম্। নেদং পরিভাষিতং মনঃ ষষ্ঠমাভ্যন্তরমিন্দ্রিয়ম্। অন্তঃকরণেষু সাত্ত্বিকরাজসৌ বুদ্ধ্যহংকারৌ তত্র চ যৎ তামসং তন্মন ইতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৮॥

মহদহংকারমনাংসি সর্বকরণমূলমন্তঃকরণম্। পুরুষার্থাচরণক্রিয়ায়াঃ সাধকতমত্বাত্তানি করণমিত্যভিধীয়ন্তে। এষাং পরিণামভূতাঃ সর্বা অপ্যাত্মশক্তয়ঃ করণম্। মহদাদয়ো বক্ষ্যমাণবাহ্যকরণপুরুষয়োর্মধ্যস্থভূতত্বাদন্তঃকরণমিত্যভিধীয়ন্তে॥ ১৯॥

আত্মবাহ্যেন হেতুনা বৌদ্ধচেতনতায়া উদ্রেকে যস্তদুদ্রেকস্য প্রকাশভাবস্তদেব প্রাকাশ্যপর্যবসানং প্রখ্যাস্বরূপম্। যো বা প্রকাশশীলস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য বিষয়ভূত উদ্রেকস্তদেব জ্ঞানম্। অভিমানেনৈবাসাবুদ্রেকোঽস্মৎপ্রকাশমাপদ্যতে। স চাভিমান আত্মানাত্ম-

এবং অহম্ভাব ('আমি এইরূপ' এবম্প্রকার প্রত্যয়, অর্থাৎ আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদির) মূল। ইহা ক্রিয়াবহুলত্বহেতু রাজসিক। এ বিষয়ে স্মৃতি (শান্তিপর্ব) যথা—"আমি কর্তা বা অহংকার নামক তাহার চতুর্দশ গুণ। তাহার দ্বারা 'ইহা আমার বা ইহা আমার না' এইরূপ মনন হয়॥" (মহাভারত এস্থলে করণবর্গের মধ্যে অহংকারকে বিশেষ দৃষ্টিতে চতুর্দশ গুণ বলিয়াছেন)॥ ১৭॥

যে শক্তির দ্বারা অনাত্মভাবসকল আত্মভাবের সহিত বিধৃত হইয়া অবস্থান করে, তাহাই হৃদয় নামক স্থিতিশীল মন*। তাহা তামস অন্তঃকরণাঙ্গ। প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-রূপ তিন মূল অন্তঃকরণ-ধর্মের মধ্যে যাহা স্থিতিধর্মের আশ্রয় তাহাই মন। "অশেষসংস্কারাধারত্বহেতু মন বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রধান", এই সাংখ্যসূত্রেও তৃতীয়ান্তঃকরণ মনের স্থিতিশীলত্ব উক্ত হইয়াছে। এই পরিভাষিত মন ষষ্ঠ আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় নহে। অন্তঃকরণের মধ্যে যাহা সাত্ত্বিক তাহা বুদ্ধি, যাহা রাজস তাহা অহংকার, আর যাহা তামস তাহাই মন, ইহা দ্রষ্টব্য॥ ১৮॥

মহৎ, অহংকার ও মন ইহারা সর্বকরণের মূল অন্তঃকরণ। পুরুষার্থাচরণ-ক্রিয়া ইহাদের দ্বারা সম্যক্ নিষ্পন্ন হয় তাই ইহারা করণ বলিয়া অভিহিত হয়। ইহাদের পরিণামভূত অন্য সমস্ত আত্মশক্তিরাও করণ। মহদাদিরা বক্ষ্যমাণ বাহ্যকরণের এবং পুরুষের মধ্যস্থভূততাহেতু অন্তঃকরণ বলিয়া অভিহিত হয়॥ ১৯॥

(এক্ষণে প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি এই তিন মূল অন্তঃকরণ-ধর্মের স্বরূপ উক্ত হইতেছে)। আত্মবাহ্য কোন কারণের দ্বারা বুদ্ধিস্থ চেতনতা উদ্রিক্ত হইয়া যে প্রকাশভাব হয়, তাহাই প্রাকাশ্য-পর্যবসান বা জ্ঞানের স্বরূপতত্ত্ব। অথবা এইরূপও বলা যাইতে পারে যে, প্রকাশশীল বুদ্ধিসত্ত্বের যে

* মন শব্দ অনেক অর্থে প্রযুক্ত হয়, পাঠক এই প্রকরণে কেবল পরিভাষিত অর্থই গ্রহণ করিবেন। বুদ্ধি সাত্ত্বিক, অহং রাজস এবং অন্তঃকরণের মধ্যে যাহা তামস অঙ্গ তাহাই হৃদয়াখ্য মন। সাংখ্যশাস্ত্রে মন আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হয়, তাহা সংকল্পক মন। তদ্ব্যতীত হৃদয়াখ্য মন ও জ্ঞানবৃত্তিরূপ মন—মনঃশব্দের দ্বারা বুঝায়। পরে দ্রষ্টব্য।

নোর্ভাবযোঃ সম্বন্ধোপায়ঃ। অভিমানাদ্দ্বৌ প্রত্যয়ৌ সম্ভবতঃ, অহন্তা মমতা চেতি। ধনাদৌ মমতা, শরীরেন্দ্রিয়েষু চাহন্তা। যথা নষ্টে মমতাস্পদে ধনেঽহমুচ্চটিতো ভবামীতি প্রত্যয়ঃ, তথা চাহন্তাস্পদে ইন্দ্রিয়ে শব্দাদিবাহ্যক্রিয়যোদ্রিক্তে সতি উদ্রিক্তস্তদ্‌গতাভিমানঃ প্রকাশশীলমস্মদ্ভাবমুদ্রিক্তং করোতি। প্রকাশশীলভাবস্যোদ্রেকফলমেব জ্ঞানম্। যথাভিমানেনানাত্মভাব আত্মসন্নিধৌ নীযতে তথাত্মভাবোঽপি অনাত্মভাবেন সহ সম্বধ্যতে। অভিমানেনানাত্মভাবস্য স্বাত্মীকরণং প্রবৃত্তিস্বরূপম্। তথা চ তস্য স্বাত্মীকৃতভাবস্য সংসৃষ্টস্যাবস্থানং স্থিতিস্বরূপম্॥ ২০॥

উক্তং গুণানাং নিত্যসাহচর্যম্। তে সর্বত্রৈব পরস্পরমঙ্গাঙ্গিত্বেন বর্তন্তে। তস্মাত্ত্রিগুণাত্মকমন্তঃকরণাঙ্গত্রযমপি অন্যোন্যব্যতিষক্তং পরিণমতে। যত্রৈকং তত্রৈব ত্রীণি, একস্মিন্নুক্তে ইতরাবধ্যাহার্যৌ॥ ২১॥

জ্ঞানে স্থিতিক্রিয়াভ্যাং প্রকাশগুণস্যাধিক্যাজ্‌জ্ঞানং সাত্ত্বিকম্। চেষ্টায়ামুদ্রেকস্যৈব প্রাধান্যং ততঃ সা রাজসী। স্থিত্যাং যোঽপরিদৃষ্টো ভাবঃ স আবরিতস্বরূপঃ, ততঃ স্থিতিস্তামসী। জ্ঞানচেষ্টাস্থিতয়ঃ প্রখ্যাপ্রবৃত্তিসংস্কারা বেতি ত্রয়ঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বয়িনো মূলভাবা বক্ষ্যমাণাঃ প্রমাণাদিবৃত্তয়ো যেষাং ভেদাঃ॥ ২২॥

বিষযভূত উদ্রেক তাহাই জ্ঞান। ক্রিযাশীল অভিমানের দ্বারা সেই উদ্রেক অস্মৎপ্রকাশে পৌঁছায। সেই অভিমান আত্ম ও অনাত্ম-ভাবের সম্বন্ধোপায। অভিমান হইতে দুই প্রকার প্রত্যয উদ্ভূত হয— অহন্তা ও মমতা। ধনাদিতে মমতা ও শরীরেন্দ্রিযে অহন্তা। যেমন মমতাস্পদ ধন নষ্ট হইলে 'আমি উচ্চটিত হই' এইরূপ বোধ হয, সেইরূপ অহন্তাস্পদ ইন্দ্রিয, শব্দাদি বাহ্যক্রিযার দ্বারা উদ্রিক্ত হইলে সেই ইন্দ্রিযগত অভিমান উদ্রিক্ত হইযা প্রকাশশীল অস্মদ্ভাবকে উদ্রিক্ত করে। প্রকাশশীল পদার্থের উদ্রেক হইলেই তাহার ফলে প্রকাশস্বভাব ভাব বা জ্ঞান হয। যেমন অভিমানের দ্বারা অনাত্মভাব আত্মসান্নিধ্যে নীত হয, সেইরূপ আত্মভাবও অনাত্মভাবের সহিত সম্বন্ধ হয। অভিমানের দ্বারা অনাত্মভাবের স্বাত্মীকরণই প্রবৃত্তির বা চেষ্টার স্বরূপ। আর, সেই স্বাত্মীকৃতভাবের অবিভাগাপন্ন বা লীন হইযা অন্তঃকরণে অবস্থান করাই স্থিতির স্বরূপ॥ ২০॥

গুণসকলের নিত্য-সাহচর্য উক্ত হইযাছে। তাহারা সর্বত্র পরস্পর অঙ্গাঙ্গিরূপে বর্তমান থাকে। তজ্জন্য ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণের অঙ্গত্রয (বুদ্ধি, অহংকার ও মন) পরস্পর মিলিত হইয়া পরিণত হয। যথায এক, তথায তিন; এক উক্ত হইলে অপর দুই উহ্য থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তঃকরণ-পরিণামেই বুদ্ধি, অহং ও মন এই তিন থাকে বুঝিতে হইবে॥ ২১॥

জ্ঞানে স্থিতি ও ক্রিযা অপেক্ষা প্রকাশগুণের আধিক্যবশতঃ জ্ঞান সাত্ত্বিক। চেষ্টাতে উদ্রেকের আধিক্যবশতঃ তাহা রাজসী। আর, স্থিতিতে যে অপরিদৃষ্ট ভাব, তাহা আবরিত-স্বরূপ, তজ্জন্য স্থিতি তামসী। জ্ঞান, চেষ্টা ও স্থিতি, বা প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারী তিন মূলভাব; বক্ষ্যমাণ প্রমাণাদি-বৃত্তিরা উহাদেরই ভেদ॥ ২২॥

চিত্তেন্দ্রিয়রূপেণ পরিণতান্তঃকরণমস্মিতেত্যাখ্যায়তে, যথাহুঃ "দৃগ্দর্শনশক্ত্যো-রেকাত্মতেবাস্মিতা" ইতি। আত্মনা সহ করণশক্তেঃ অভিমানকৃতৈকাত্মকতাস্মিতেত্যর্থঃ। তয়ৈবাহং শ্রোতাহং দ্রষ্টেত্যাদিকরণাত্মপ্রত্যয়সম্ভবঃ। তথা চাহুঃ "ষষ্ঠশ্চাবিশেষোঽস্মিতা-মাত্র ইতি, এতে সত্তামাত্রস্যাত্মনো মহতঃ ষডবিশেষপরিণামা" ইতি। সোঽয়ং ষষ্ঠোঽ-বিশেষঃ চিত্তাদিকরণোপাদানমিত্যবগন্তব্যম্। শ্রূয়তে চ "অথ যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্" ইতি॥ ২৩॥

অস্মিতায়াঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাখ্যো দ্বিবিধঃ পরিণামপ্রবাহো জাত্যন্তরপরিণামকারী। অক্লিষ্টঃ প্রকাশাভিমুখ ঊর্ধ্বস্রোতো বিদ্যাপরিণামঃ, আবরণাভিমুখোঽর্বাক্স্রোতশ্চাবিদ্যা-পরিণামঃ ক্লিষ্টঃ। যত্রান্তরপ্রকাশগুণস্যোৎকর্ষঃ সাত্ত্বিককরণপ্রকৃত্যাপূরশ্চ স বিদ্যা-পরিণামঃ। যত্র চানাত্মভাবেন সহ সম্বন্ধঃ পুষ্কলো ভবতি সোঽবিদ্যাপরিণামঃ, যথাহুঃ "অর্বাক্স্রোতস ইত্যেতে মগ্নাস্তমসি তামসা" ইতি। তমসি অবিদ্যায়ামিত্যর্থঃ। অবিদ্যয়া উৎকৃষ্টে প্রকাশক্রিয়ে কথ্যমানে ভবতঃ॥ ২৪॥

চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-রূপে পরিণত অন্তঃকরণকে অস্মিতা বলা যায়, অর্থাৎ চিত্তেন্দ্রিয়ের উপাদানরূপ অন্তঃকরণই অস্মিতা। যথা, উক্ত হইয়াছে—"দৃক্-শক্তি ও দর্শন-শক্তির যে একাত্মতা, তাহা অস্মিতা" (যোগসূত্র ২।৬)। অর্থাৎ আত্মার সহিত করণ-শক্তির যে অভিমানকৃত একাত্মতা, তাহাই অস্মিতা। তাহার দ্বারাই 'আমি শ্রোতা', 'আমি দ্রষ্টা' ইত্যাদিপ্রকার করণের সহিত একাত্মতা-প্রত্যয় হয়। তথা উক্ত হইয়াছে, (যোগভাষ্য ২।১৯) "ষষ্ঠ অবিশেষ (প্রকৃতি-বিকৃতি) অস্মিতামাত্র, ইহারা (অপর পঞ্চ সহ) সত্তামাত্র মহদাত্মার ছয় অবিশেষ পরিণাম", সেই অস্মিতাখ্য ষষ্ঠ অবিশেষই চিত্তেন্দ্রিয়াদির উপাদান বলিয়া জ্ঞাতব্য। শ্রুতি (ছান্দোগ্য) যথা, "যিনি অনুভব করেন যে, আমি ইহা শ্রবণ করি, তিনিই অস্মিতারূপ আত্মা, তিনিই শ্রবণের জন্য শ্রোত্ররূপে পরিণত হন" ॥ ২৩॥

অস্মিতার জাত্যন্তর-পরিণামকারী ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট নামক দুই প্রকার পরিণাম-প্রবাহ আছে। অর্থাৎ চিত্তেন্দ্রিয়েরা সদাই পরিণম্যমান হইতেছে, সেই পরিণাম হইতে তাহাদের প্রকৃতির ভেদ হইয়া যায়। (সেই প্রকৃতির বা জাতির ভেদ দুই প্রকার—) যাহা প্রকাশাভিমুখ ঊর্ধ্বস্রোত ও বিদ্যা-পরিণাম, তাহা অক্লিষ্ট এবং যাহা আবরণাভিমুখ নিম্নস্রোত ও অবিদ্যা-পরিণাম তাহা ক্লিষ্ট। যাহাতে আন্তর প্রকাশগুণের উৎকর্ষ এবং তজ্জনিত সাত্ত্বিক করণ-প্রকৃতির আপূরণ হয়, তাহাই অক্লিষ্ট বিদ্যা-পরিণাম। আর যাহাতে অনাত্ম ভাবের সহিত সম্বন্ধ পুষ্কল (পুষ্ট) হয়, তাহাই ক্লিষ্ট অবিদ্যা-পরিণাম। যথা, উক্ত হইয়াছে, "এই তম-তে মগ্ন তামসেরা অধঃস্রোত"। তম-তে অর্থাৎ অবিদ্যাতে। অবিদ্যার দ্বারা উৎকর্ষযুক্ত প্রকাশ ও ক্রিয়া কথ্যমান হয় * ॥ ২৪॥

* একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, যোগসূত্রোক্ত অবিদ্যার সহিত অত্রোক্ত অবিদ্যার বস্তুগত পার্থক্য নাই। তথাকার লক্ষ্য সাধনের দিক্ হইতে, আর এখানকার লক্ষ্য অবিদ্যা-পরিণাম। অস্মিতা ও অভিমান শব্দ প্রায়ই নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়, তাহাও পাঠক স্মরণ রাখিবেন। অবিদ্যা—বিপরীত জ্ঞান। বিদ্যা—যথার্থ জ্ঞান। অনাত্মে আত্মখ্যাতি অবিদ্যা, আর বিদ্যা আত্মা ও অনাত্মার পৃথক্খ্যাতি। অবিদ্যার দ্বারা অনুলোম পরিণাম, বিদ্যার দ্বারা প্রতিলোম পরিণাম।

অবিষয়ীভূতবাহ্যসম্পর্কাদন্তঃকরণস্য ত্রিগুণানুসারী ত্রিবিধো বাহ্যকরণপরিণামঃ প্রজায়তে "রূপরাগাদভূচ্চক্ষু" রিত্যাদিবত্র স্মৃতিঃ। বাহ্যকরণানি যথা, প্রকাশপ্রধানং জ্ঞানেন্দ্রিয়ং ক্রিয়াপ্রধানং কর্মেন্দ্রিয়ং স্থিতিপ্রধানাঃ প্রাণাশ্চেতি। পঞ্চ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনি ॥ ২৫ ॥

বাহ্যকরণার্পিতবিষযোগাদন্তঃকরণস্য যাঃ পরিণামবৃত্তয়ো জায়ন্তে তাসাং সমষ্টিশ্চিত্তম্। তদ্ধি বাহ্যার্পিতবিষয়োপজীবি চিত্তং নিয়োগকর্তৃত্বাৎ প্রধানং বাহ্যানাং ভূপবৎ প্রকৃতীনাম্। দ্বিতয়ী চিত্তবৃত্তিঃ শক্তিবৃত্তিরবস্থাবৃত্তিশ্চেতি। যয়া চিন্তাদয়ঃ ক্রিয়ন্তে সা শক্তিবৃত্তিঃ। বোধচেষ্টাস্থিতিসহগতচিত্তাবস্থানবিশেষোঽবস্থাবৃত্তিঃ।

অন্তঃকরণন্তু প্রত্যয়সংস্কারধর্ম। তত্র প্রখ্যাপ্রবৃত্তী প্রত্যয়াঃ, তে চিত্তস্য বৃত্তয়ঃ। স্থিতিস্তু সংস্কারা যে হৃদযাখ্যমনসো বিষয়াঃ। উক্তঞ্চ "যতো নির্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব বিলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীযান্ মনসঃ স্থিতিকারণম্" ইতি ॥ ২৬ ॥

পঞ্চতয্যঃ প্রত্যেকং প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতয়ঃ। তত্র প্রখ্যারূপস্য চিত্তসত্ত্বস্য বিজ্ঞানাখ্যাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ প্রমাণ-স্মৃতি-প্রবৃত্তিবিজ্ঞান-বিকল্প-বিপর্যয়া ইতি। প্রবৃত্তিরূপস্য সংকল্পক-

অবিষয়ীভূত* বাহ্যসম্পর্ক হইতে অন্তঃকরণের ত্রিগুণানুসারী ত্রিবিধ বাহ্যকরণপরিণতি হয়। "রূপরাগ হইতে চক্ষু হইয়াছে" ইত্যাদি স্মৃতি এবিষয়ের সমর্থক। বাহ্যকরণ যথা—প্রকাশপ্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়, ক্রিয়াপ্রধান কর্মেন্দ্রিয় ও স্থিতিপ্রধান প্রাণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি সব পঞ্চ পঞ্চ ॥ ২৫ ॥

বাহ্যকরণার্পিত-বিষযোগে অন্তঃকরণের যে আভ্যন্তর পরিণামবৃত্তিসকল উৎপন্ন হয়, তাহাদের সমষ্টির নাম **চিত্ত**। বাহ্যকরণার্পিত-বিষয়োপজীবী সেই চিত্ত, বাহ্যেন্দ্রিয়গণের পরিচালনকর্তা বলিয়া তাহাদের প্রধান। যেমন প্রজাগণের মধ্যে রাজা প্রধান। চিত্তরূপ বৃত্তিগণ দ্বিবিধ, শক্তিবৃত্তি ও অবস্থাবৃত্তি। যাহার দ্বারা চিন্তাদি করা যায়, তাহা শক্তিবৃত্তি, আর বোধ, চেষ্টা ও স্থিতির সহগত চিত্তের অবস্থানভাব-বিশেষ অবস্থাবৃত্তি।

অন্তঃকরণ প্রত্যয় ও সংস্কার-ধর্মক। তন্মধ্যে প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি প্রত্যয়ের অন্তর্গত এবং তাহারা চিত্তের বৃত্তি। আর স্থিতিই সংস্কার, যাহা হৃদযাখ্য মনের বিষয়, যথা উক্ত হইয়াছে, "যাহা হইতে বিষয় নির্গত হয় এবং যাহাতে পুনঃ বিলীন হয়, তাহাকেই মনের স্থিতি-কারণ হৃদয় বলিয়া জানিবে" ॥ ২৬ ॥

প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি ইহারা প্রত্যেকে পঞ্চ প্রকার, তন্মধ্যে চিত্তসত্ত্বের প্রখ্যারূপ অংশের পাঁচটি বিজ্ঞানাখ্য বৃত্তি, যথা—প্রমাণ, স্মৃতি, প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান, বিকল্প ও বিপর্যয়। সংকল্পক মনের প্রবৃত্তিরূপ পাঁচটি বৃত্তি, যথা—সংকল্প, কল্পনা, কৃতি, বিকল্পন এবং বিপর্যস্তচেষ্টা। সংস্কারাধার

* বাহ্যকরণের অভিব্যক্তির পর বিষয় গৃহীত হয়, সুতরাং যে আত্মবাহ্যভাবের সহিত আদিতে অস্মিতার সংযোগ হইয়া ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্তি হয়, তাহাই অবিষয়ীভূত বাহ্য পদার্থ। উহা ভূতাদিনামক বিরাট্ পুরুষের অভিমান। প্রথমে তন্মাত্ররূপ উহা গ্রাহ্য হইয়া ইন্দ্রিয়শক্তিসকলকে সংগৃহীত বা ব্যক্ত করে। তাহাই অর্থাৎ তন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত করণশক্তিসকল লিঙ্গ-শরীর নামে অভিহিত হয়।

মনসো বৃত্তয়ঃ সংকল্প-কল্পন-কৃতি-বিকল্পন-বিপর্যস্তচেষ্টা ইতি। স্থিতিরূপস্য সংস্কারাধারস্য হৃদয়াখ্যমনসঃ সংস্কাররূপধার্যবিষয়াঃ প্রমাণসংস্কার-স্মৃতিসংস্কার-প্রবৃত্তিবিজ্ঞানসংস্কার-বিকল্পসংস্কার-বিপর্যাসসংস্কারা ইতি।

অথ কথং পঞ্চ ভেদাশ্চিত্তস্য সম্ভবন্তীতি উচ্যতে। ত্র্যঙ্গমন্তঃকরণম্। তস্য পরস্পর-বিরুদ্ধে সাত্ত্বিকতামসকোটী। তস্মাদন্তঃকরণং পরিণম্যমানং পঞ্চধা পরিণামনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি। তত্রাদ্যপরিণাম আদ্যঙ্গবুদ্ধেরনুগতঃ প্রকাশাধিকঃ, মধ্যস্ত্বভিমান-প্রধানঃ ক্রিয়াধিকঃ, অন্ত্যশ্চ মনোঽনুগতঃ স্থিতিপ্রধানঃ। আসাং পরিণামনিষ্ঠানাং মধ্যে দ্বে পরিণামনিষ্ঠে বর্তেযাতাম্। তযোরেকা আদ্যমধ্যযোঃ সম্বন্ধভূতা, অন্যা চ মধ্যান্ত্যযোঃ সম্বন্ধভূতা। এবং ত্র্যঙ্গত্বহেতোঃ পরিণম্যমানাদন্তঃকরণাৎ পঞ্চবিধাঃ পরিণতশক্তয়ঃ সম্ভবন্তীতি। ততস্তু চিত্তশক্তের্বাহ্যকরণশক্তীনাঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ ভেদা অভবন্॥ ২৭॥

প্রমাণাদীনি বিজ্ঞানানি। বিজ্ঞানং নাম চৈতসিকং জ্ঞানং মনআদীন্দ্রিয়ৈরা-লোচনানন্তরং সমবেত-জ্ঞান-শক্তিভির্যৎ সম্ভাব্যতে। অনধিগততত্ত্ববোধঃ প্রমা। প্রমায়াঃ করণং প্রমাণম্। চিত্তবৃত্তিষু প্রমাণং প্রকাশাধিক্যাৎ সাত্ত্বিকম্। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি। জ্ঞানেন্দ্রিয়প্রণাড়িকযা যশ্চৈত্তিকো বোধস্তৎ প্রত্যক্ষম্। জ্ঞানেন্দ্রিয়-মাত্রেণালোচনাখ্যং জ্ঞানং সিধ্যতি। উক্তঞ্চ "অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং

হৃদয়াখ্যমনের স্থিতিরূপ পঞ্চ ধার্যবিষয়, যথা—প্রমাণ-সংস্কার, স্মৃতির সংস্কার, প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের সংস্কার, বিকল্পবিজ্ঞানের সংস্কার এবং বিপর্যস্তবিজ্ঞানের সংস্কার।

চিত্তের কিরূপে পঞ্চবৃত্তি হয়, তাহা উক্ত হইতেছে। অন্তঃকরণের তিন অঙ্গ। সেই ত্র্যঙ্গ অন্তঃকরণের সাত্ত্বিক ও তামস কোটি পরস্পর বিরুদ্ধ। তজ্জন্য পরিণম্যমান অন্তঃকরণ পঞ্চধা পরিণামনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে আদ্যপরিণাম, আদ্যঙ্গ যে বুদ্ধি তাহার অনুগত, প্রকাশাধিক, মধ্য পরিণাম অভিমান-প্রধান, ক্রিয়াধিক, আর অন্ত্যপরিণাম মনের অনুগত, স্থিতিপ্রধান। এই তিন পরিণাম-নিষ্ঠার মধ্যে আরও দুই পরিণাম-নিষ্ঠা থাকিবে, তন্মধ্যে একটি আদ্য ও মধ্যের সম্বন্ধভূত এবং অন্যটি মধ্য ও অন্ত্যের সম্বন্ধভূত। এইরূপে ত্র্যঙ্গত্বহেতু পরিণম্যমান অন্তঃকরণ হইতে পঞ্চবিধ পরিণতশক্তি উৎপন্ন হয়। সেইজন্য চিত্তশক্তির এবং ত্রিবিধ বাহ্যকরণশক্তির পঞ্চ পঞ্চ ভেদ হইয়াছে॥ ২৭॥

প্রমাণাদি বিজ্ঞান। যে চৈতসিক (ঐন্দ্রিয়িক নহে) জ্ঞান, মন আদি আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের আলোচন (অগ্রে দ্রষ্টব্য)-জ্ঞানের পর সমবেত জ্ঞানশক্তির (প্রমাণস্মৃত্যাদির) দ্বারা উৎপাদিত হয়, তাহাই বিজ্ঞান। পূর্বে অনধিগত যে তত্ত্ব-বিষয়ক বোধ (যথার্থ বোধ) তাহা প্রমা। প্রমা যদ্দ্বারা সাধিত হয়, তাহা প্রমাণ। চিত্তবৃত্তিসকলের মধ্যে প্রমাণ প্রকাশাধিক্যহেতু সাত্ত্বিক। প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। জ্ঞানেন্দ্রিয়-প্রণালীর (সংকল্পক মনও ইহার অন্তর্ভুক্ত) দ্বারা যে চৈত্তিক বোধ, তাহা প্রত্যক্ষ। কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচন-নামক জ্ঞান সিদ্ধ হয়। যথা উক্ত হইয়াছে, "প্রথমে নির্বিকল্পক আলোচনজ্ঞান হয়। তাহা বালক বা মূক ব্যক্তির বা

নির্বিকল্পকম্। বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং মুগ্ধবস্তুজম্॥ ততঃ পরং পুনর্বস্তু ধর্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধ্যাবসীয়তে সা হি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা"॥ ইতি। আলোচনং হি একৈনৈবেন্দ্রিয়েণৈকদা গৃহ্যমাণবিষয়খ্যাত্যাত্মকম্। তদনন্তরভূতং জাতিধর্মাদিবিশিষ্টং জ্ঞানং চৈত্তিকপ্রত্যক্ষম্। যথা বৃক্ষদর্শনে অক্ষ্ণা হবিদ্বর্ণাকারবিশেষমাত্রং গৃহ্যতে, উত্তরক্ষণে চ ছায়াপ্রদত্বাদিগুণান্বিতো ন্যগ্রোধবৃক্ষোঽয়মিতি যদ্বিজ্ঞানং ভবতি তদেব চৈত্তিকপ্রত্যক্ষমিতি॥ ২৮॥

অসহভাবি-সহভাবি-সম্বন্ধগ্রহণ-পূর্বকমপ্রত্যক্ষ-পদার্থজ্ঞানমনুমানম্। আপ্তবচনাচ্ছ্রোতুর্যোঽবিচারসিদ্ধো নিশ্চয়ঃ স আগমঃ। যদ্বাক্যবাহিতশক্তিবিশেষাদভিভূতবিচারস্য শ্রোতুস্তদ্বাক্যার্থনিশ্চয়ো ভবতি স তস্য শ্রোতুরাপ্তঃ। পাঠজনিশ্চয়ো নাগমপ্রমাণম্। অনুমানজঃ শব্দার্থস্মরণজো বা তত্র নিশ্চয়ঃ। আগমপ্রমাণে তু স্ববোধসংক্রান্তিকামস্য শ্রোতৃবিচারাভিভবকৃচ্ছক্তিমতো বক্তুঃ শ্রোতুশ্চ সাধকত্বেন সম্ভাবোঽহার্যঃ। যথাহ

মোহকরবস্তুজাত জ্ঞানের সদৃশ। পরে জাত্যাদি-ধর্মের দ্বারা বস্তু যে বুদ্ধিকর্তৃক নিশ্চিত হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ"। একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক সময়ে গৃহ্যমাণ বিষয়ের প্রকাশরূপ জ্ঞানই আলোচন-জ্ঞান। তদনন্তর জাতিধর্মাদিবিশিষ্ট জ্ঞানই চৈত্তিক প্রত্যক্ষ। যেমন, বৃক্ষের দর্শনজ্ঞানে চক্ষুর দ্বারা হবিদ্বর্ণ আকারবিশেষমাত্র গৃহীত হয়, পরক্ষণেই যে 'ইহা ছায়াপ্রদত্বাদিগুণযুক্ত বটবৃক্ষ' এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহা চৈত্তিক প্রত্যক্ষ* ॥ ২৮॥

অসহভাবী (অসত্ত্বে সত্ত্ব ও সত্ত্বে অসত্ত্ব) এবং সহভাবী (সত্ত্বে সত্ত্ব ও অসত্ত্বে অসত্ত্ব)-রূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানপূর্বক অপ্রত্যক্ষ পদার্থ নিশ্চয় করা **অনুমান**। আপ্ত পুরুষের বচন হইতে শ্রোতার যে অবিচারসিদ্ধ নিশ্চয় হয়, তাহার নাম **আগম**। যাঁহার বাক্যবাহিত শক্তিবিশেষে শ্রোতার বিচার-

* আলোচন-জ্ঞানকে sensation এবং প্রত্যক্ষকে perception এইরূপ বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ইংরাজী প্রতিশব্দের দ্বারা ঠিক আলোচন-প্রত্যক্ষাদি পদার্থ বোধ্য নহে। জ্ঞানসকল এইরূপে হয়—প্রথমে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অল্পে অল্পে বা ক্রমশঃ আলোচন বা sensation হয় এবং তাহারা একীভূত হইয়া বড় আলোচন বা co-ordinated sensation হয়। যেমন 'রাম'-শব্দ-শ্রবণ বা বৃক্ষদর্শন। প্রথমে 'র' শব্দ পরে 'আ' পরে 'ম' এই সকলের শ্রবণরূপ sensation হইতে থাকে। পরে উহারা একীভূত হয়। ইহাকে perception বলা হয় এবং আমাদের আলোচনের লক্ষণে পড়ে। গৃহ্যমাণ আলোচন বা sensation-গুলি একীভূত হওয়ার পর পূর্বগৃহীত ও সংস্কাররূপে স্থিত 'রাম'-শব্দের অর্থজ্ঞানের সহিত উহা একীভূত হয়। উহা আমাদের প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান এবং এক প্রকার conception। গৃহ্যমাণ ও পূর্বগৃহীত বিষয়ের একীকরণ-পূর্বক জ্ঞানই প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান।

আবার এক প্রকার বিজ্ঞান আছে যাহার নাম 'তত্ত্বজ্ঞান'—যোগদর্শন ২।১৮ (৭) দ্রষ্টব্য। উহা পূর্বগৃহীত বিষয়মাত্র লইয়াই মানসিক বিজ্ঞান। ইহাও conception-বিশেষ। বৌদ্ধদের ইহা মনোবিজ্ঞান। গৃহ্যমাণ আলোচন, তাহার একীকরণ, তাহার সহিত পূর্বগৃহীত নাম-জাত্যাদিরও একীকরণ-পূর্বক বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান। বৃক্ষদর্শনে চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে অত্যল্পমাত্র গ্রহণ করে। পরে চিত্ত উহা সব (ঐ sensation-সকল) একীভূত করে, পরে পূর্বজ্ঞাত নাম ও জাতি (conception-বিশেষ) প্রভৃতির সহিত একীভূত করিয়া চিত্ত জানে ইহা 'বটবৃক্ষ'। ইহাই আমাদের প্রত্যক্ষ। ইহাতে sensation, perception ও conception তিনই আছে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ conception—যেমন 'ইহা সত্য' 'ইহা সাধু' ইত্যাদি কেবল পূর্বগৃহীত বিষয় লইয়াই হয়।

"আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বার্থঃ পবত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে শব্দাত্তদর্থ-বিষযা বৃত্তিঃ শ্রোতুবাগম" ইতি। তস্মাৎ প্রত্যক্ষানুমানবিলক্ষণং প্রমাযাঃ কবণম্ আগম ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২৯ ॥

প্রত্যক্ষজং বিশেষজ্ঞানম্। মূর্তির্গৃহ্যমাণব্যবধিধর্মযুক্তশ্চ বিশেষঃ। ঘটাদীনাং স্ববিশেষশব্দস্পর্শরূপাদয়ো মূর্তিঃ। ব্যবধির্বাকাবঃ। অনুমানাগমাভ্যাং সামান্যজ্ঞানম্, তদ্ধি সত্তামাত্রনিশ্চয়ঃ। জ্ঞাতমূর্ত্যাদিধর্মৈঃ সা সত্তা বিশিষ্যতে ॥ ৩০ ॥

অনুভূতবিষযাসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ। তত্র পূর্বানুভূতস্য সংস্কাবরূপেণাবস্থিতস্য বিষয়স্যানুভূতিঃ। স্মৃতেরপি বিষযানুসাবতস্ত্রযো ভেদাঃ, তদ্ যথা বিজ্ঞানস্মৃতিঃ প্রবৃত্তি-স্মৃতির্নিদ্রাদিরুদ্ধভাবস্মৃতিবিতি। প্রমাণতুলনযা প্রকাশাল্পত্বাৎ স্মৃতেঃ দ্বিতীযে সাত্ত্বিক-রাজসবর্গেঽন্তর্ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

শক্তি অভিভূত হইযা সেই বাক্যেব অর্থনিশ্চয হয, সেই পুরুষ সেই শ্রোতাব আপ্ত। পাঠজ-নিশ্চযেব নাম আগম নহে, তাহাতে অনুমানজাত অথবা শব্দার্থ স্মবণজাত নিশ্চয হয। আগম প্রমাণেব এই দুই সাধক থাকা চাই, যথা—(১) নিজবোধ শ্রোতাতে সংক্রান্ত হউক—এইরূপ ইচ্ছাকাবী ও শ্রোতাব বিচাবাভিভবকবীশক্তিশালী বক্তা এবং (২) শ্রোতা। যথা উক্ত হইযাছে, "আপ্ত পুরুষেব দ্বাবা দৃষ্ট বা অনুমিত যে বিষয, সেই বিষয অপব ব্যক্তিতে স্ববোধসংক্রান্তিব জন্য আপ্ত বক্তা শব্দেব দ্বাবা উপদেশ কবিলে সেই উপদিষ্ট শব্দ হইতে শ্রোতাব যে সেই শব্দার্থ-বিষযক বোধ হয, তাহা আগম" (যোগভাষ্য ১।৭)। তজ্জন্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে পৃথক্ আগম যে একপ্রকাব প্রমাব কবণ তাহা সিদ্ধ হইল ॥ ২৯ ॥

প্রত্যক্ষজ জ্ঞান বিশেষজ্ঞান। মূর্তি ও গৃহ্যমাণ-ব্যবধি-ধর্ম-যুক্ত দ্রব্যই বিশেষ। ঘটাদিব স্বকীয় যে বিশেষপ্রকাব শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি গুণ (যাহা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষেব দ্বাবাই ভেদ কবিযা জানা যায়) তাহাব নাম মূর্তি। ব্যবধি অর্থে আকাব (প্রত্যক্ষকালীন যেরূপ আকাব গৃহীত হয, তাহাই গৃহ্যমাণ ব্যবধি)। অনুমান ও আগম হইতে সামান্য জ্ঞান হয (যেহেতু তাহাবা শব্দজন্য। শব্দ দিয়া চিন্তা কবা যায বলিযা চিন্তাপূর্বক অনুমানও শব্দজন্য। শব্দেব দ্বাবা কখনও সমস্ত বিশেষ প্রকাশ কবা যায না। মনে কব, একখণ্ড ইটেব ডেলা, তাহাব যথার্থ আকাব যদি বর্ণনা কবিতে যাও, তবে শতসহস্র শব্দেব দ্বাবাও পাবিবে না। তেমনি যে কখনও ইটেব বর্ণ দেখে নাই, তাহাকে শব্দেব দ্বাবা ঠিক ইটেব বর্ণ জানাইতে পাবিবে না। তজ্জন্য শব্দজাত জ্ঞান সামান্যজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেষজ্ঞান। সামান্যজ্ঞানে পূর্বেব অজ্ঞাত কোন মূর্তিব জ্ঞান হয না)। সামান্যজ্ঞানে কেবল সত্তামাত্র-নিশ্চয হয। সেই সত্তা পূর্বজ্ঞাত মূর্ত্যাদি-ধর্মেব দ্বাবা বিশিষ্ট হয ॥ ৩০ ॥

অনুভূত বিষযেব যে অসম্প্রমোষ অর্থাৎ তাবন্মাত্রেবই গ্রহণ বা পুনবনুভূতি (নূতনেব অগ্রহণ) তাহাই স্মৃতি। স্মৃতিতে পূর্বানুভূত, সংস্কাবরূপে অবস্থিত বিষযেব অনুভূতি হয। বিষযানুসাবে স্মৃতিবও ত্রিভেদ, যথা—বিজ্ঞানস্মৃতি, প্রবৃত্তিস্মৃতি ও নিদ্রাদিরুদ্ধভাব-স্মৃতি। প্রমাণেব তুলনায প্রকাশেব অল্পত্বহেতু স্মৃতি সাত্ত্বিক-বাজসবর্গান্তর্গত দ্বিতীয় বিজ্ঞানবৃত্তি ॥ ৩১ ॥

তৃতীয়া বিজ্ঞানবৃত্তিঃ প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানম্, তচ্চ জ্ঞানবৃত্তিষু রাজসম্। তদ্ভেদা যথা, সংকল্পাদিমানসচেষ্টানাং বিজ্ঞানং কৃতিজন্য-কর্মণাং বিজ্ঞানং তথা প্রাণাদেরপরিদৃষ্টচেষ্টানামস্ফুটবিজ্ঞানঞ্চেতি ত্রীণি চেতসি অনুভূয়মানানাং ভাবানাং বিজ্ঞানানি ॥ ৩২ ॥

চতুর্থবৃত্তির্বিকল্পস্তল্লক্ষণং যথাহ "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্প" ইতি। "বস্তুশূন্যত্বেঽপি শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনো ব্যবহারো দৃশ্যত" ইতি চ। বাস্তবার্থশূন্যবাক্যস্য যজ্‌জ্ঞানং তদনুপাতিনী যা চিত্তপরিণতির্জায়তে সা বিকল্পঃ। ভাষায়াং বিকল্পবৃত্তেরুপকারিতা। ত্রিবিধো বিকল্পো যথা, বস্তুবিকল্পঃ ক্রিয়াবিকল্পস্তথা চাভাববিকল্পঃ। আদ্যস্যোদাহরণং যথা, 'চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্' ইতি 'রাহোঃ শির' ইতি চ। অত্র বস্তুনোরেকত্বেঽপি ব্যবহারার্থং তয়োর্ভেদবচনং বৈকল্পিকম্। অকর্তা যত্র ব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং কর্তৃবদ্ ব্যবহ্রিয়তে স ক্রিয়াবিকল্পঃ যথা, 'তিষ্ঠতি বাণঃ', ষ্ঠা গতিনিবৃত্তাবিতি ধাত্বর্থঃ। গতিনিবৃত্তিক্রিয়ায়াঃ কর্তৃরূপেণ বাণো ব্যবহ্রিয়তে, বস্তুতস্তু বাণে নাস্তি তৎক্রিয়াকর্তৃত্বমিতি। অভাবার্থপদাশ্রিতা চিত্তবৃত্তিরভাববিকল্পঃ, যথা, "অনুৎপত্তিধর্মা পুরুষ ইতি। উৎপত্তিধর্মস্যাভাবমাত্রমবগম্যতে ন পুরুষান্বয়ী ধর্মস্তস্মাদ্ বিকল্পিতঃ স ধর্মস্তেন চাস্তি ব্যবহার" ইতি।

প্রবৃত্তির বিজ্ঞান তৃতীয় বিজ্ঞানবৃত্তি। জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে তাহা রাজস। তাহার তিন প্রকার বিভাগ, যথা—সংকল্পাদি সমস্ত মানসচেষ্টার বিজ্ঞান, কৃতিজাত কর্মসকলের (কৃতির বিষয় পরে দ্রষ্টব্য) বিজ্ঞান ও যাহাদের অপরিদৃষ্টভাবে স্বতঃ চেষ্টা হইতে থাকে সেই প্রাণাদির অস্ফুট বিজ্ঞান। এই সব অনুভূয়মান ভাবের বিজ্ঞানই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ॥ ৩২ ॥

চতুর্থ-বৃত্তি বিকল্প। তাহার লক্ষণ যথা উক্ত হইয়াছে (যোগসূত্র ১।৯), "শব্দজ্ঞানের অনুপাতী বস্তুশূন্যবৃত্তি বিকল্প"। "বাস্তব বিষয় না থাকিলেও শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধন ব্যবহার বিকল্প হইতে হয়"। বাস্তবার্থশূন্য বাক্যের যে জ্ঞান তাহার অনুপাতী যে চিত্তপরিণতি হয় তাহাই বিকল্প। ভাষাতে বিকল্পবৃত্তির অনেক উপকারিতা আছে (যেহেতু ঐরূপ বাস্তবার্থশূন্য অনেক বাক্যের দ্বারা আমরা সদ্বিষয় বুঝি ও বুঝাইয়া থাকি)। বিকল্প ত্রিবিধ, যথা—বস্তুবিকল্প, ক্রিয়াবিকল্প ও অভাববিকল্প। আদ্যের উদাহরণ যথা, 'চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ', 'রাহুর শির'। এই সকল স্থলে বস্তুদ্বয়ের একতা থাকিলেও যে ভেদ করিয়া বলা হয় তাহা বৈকল্পিক। অকর্তা যে-স্থলে ব্যবহারসিদ্ধির জন্য কর্তার ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহা ক্রিয়াবিকল্প। যেমন 'বাণঃ তিষ্ঠতি', বা 'বাণ যাইতেছে না', স্থা ধাতুর অর্থ গতিনিবৃত্তি, তৎক্রিয়ার কর্তৃরূপে বাণ ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু বাণে কোন গতিনিবৃত্তির অনুকূল কর্তৃত্ব নাই। অভাবার্থ যে সব পদ ও বাক্য, তদাশ্রিত চিত্তবৃত্তি অভাববিকল্প, যেমন (যোগভাষ্য) "পুরুষ উৎপত্তি-ধর্ম-শূন্য। এস্থলে পুরুষান্বয়ী কোন ধর্মের জ্ঞান হয় না, কেবল উৎপত্তিধর্মের অভাবমাত্র জানা যায়, সেজন্য ঐ ধর্ম বিকল্পিত এবং বিকল্পের দ্বারাই উহার ব্যবহার হয়"। (শূন্যতা অবাস্তব পদার্থ, তাহার দ্বারা কোন ভাবপদার্থের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য ঐ বাক্যাশ্রিত চিত্তবৃত্তির বাস্তব-বিষয়তা নাই)।

বৈকল্পিকৌ নিত্যব্যবহার্যৌ দিক্কালৌ। যথাহ "স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধি-নির্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইবাবভাসত" ইতি। ভূতভাবিনৌ কালৌ শব্দমাত্রৌ অবর্তমানপদার্থৌ। তথা চ রূপাদিধর্মশূন্যো ন কশ্চিদ-বকাশাখ্যো বাহ্যঃ প্রমেয়ো ভাবপদার্থোঽবশিষ্যতে, রূপাদিশূন্যস্য বাহ্যস্যাকল্পনীয়ত্বাৎ। তস্মাৎ সাংখ্যনয়ে দিক্কালৌ বৈকল্পিকত্বেন সম্মতৌ। অবাস্তবত্বেঽপি বৈকল্পিকবিষয়স্য সিদ্ধবদসৌ ব্যবহ্রিয়তে। বক্ষ্যমাণবিপর্যয়বৃত্তিতুলনয়া প্রকাশাধিক্যাদ্ বিকল্পস্য চতুর্থে রাজসতামসবর্গেঽন্তর্ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চমী বিজ্ঞানবৃত্তিঃ বিপর্যয়ঃ। স চ মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্, প্রমাণবিরুদ্ধত্বাৎ তামসবর্গীয় ইতি। তস্যাপি বিষয়ানুসারতো ভেদঃ পূর্ববৎ। অনাত্মনি চিত্তেন্দ্রিয়-শরীরেষু আত্মখ্যাতিরেব মূলবিপর্যয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রবৃত্তিষু আদ্যঃ সংকল্পঃ সাত্ত্বিকো জ্ঞানসন্নিকৃষ্টত্বাৎ, উক্তঞ্চ "জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ। কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ" ইতি।

চেতস্যনুভাব্যমান-ক্রিয়ায়ামস্মিতাপ্রযোগঃ সংকল্পস্বরূপম্, যথা, গমিষ্যামীত্যত্র গমনক্রিয়া অনাগতা, তদনুভাবপূর্বকং তদ্বত আত্মনো ভাবনং সংকল্পস্বরূপম্। গমিষ্যাম্যনা-গতগমনক্রিয়াবান্ ভবিষ্যামীত্যর্থঃ। ক্রিয়ানুস্মৃত্যা সহাত্মসম্বন্ধোঽভিমানকৃতঃ।

নিত্য ব্যবহার্য দিক্ ও কাল বৈকল্পিক। যথা উক্ত হইয়াছে (যোগভাষ্য ৩।৫২), "সেই কাল বস্তুশূন্য, বুদ্ধিনির্মিত, শব্দজ্ঞানানুপাতী, ব্যুত্থিতদর্শন লৌকিকগণেরই নিকট তাহা বস্তুস্বরূপে অবভাসিত হয়"। ভূত ও ভাবী কাল কেবল শব্দমাত্র সুতরাং অবর্তমান পদার্থ (বর্তমান কালেরও অল্পতার ইয়ত্তা নাই)। সেইরূপ রূপাদিধর্মশূন্য করিলে অবকাশনামক কোন বাহ্য প্রত্যক্ষযোগ্য ভাবপদার্থ অবশিষ্ট থাকে না, কারণ রূপাদিশূন্য বাহ্যপদার্থ চিন্ত্য নহে। সেইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে দিক্ ও কাল বৈকল্পিক বলিয়া সম্মত হইয়াছে। বৈকল্পিক বিষয় অবাস্তব হইলেও তাহা সিদ্ধবৎ ব্যবহৃত হয়। বক্ষ্যমাণ বিপর্যয়বৃত্তির তুলনায় প্রকাশাধিক্য-হেতু বিকল্প চতুর্থ রাজস-তামসবর্গে স্থাপয়িতব্য ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চমী বিজ্ঞানবৃত্তি বিপর্যয়। তাহা অযথাভূত মিথ্যাজ্ঞান-স্বরূপ এবং প্রমাণের বিরুদ্ধ বলিয়া তামসবর্গান্তর্গত। পূর্ববৎ বিষয়ানুসারে তাহাও তিন প্রকার বিভাগে বিভাজ্য। অনাত্ম চিত্তে, ইন্দ্রিয়ে ও শরীরে (ইহারাই তিন বিভাগ) যে আত্মখ্যাতি তাহাই মূল বিপর্যয় ॥ ৩৪ ॥

প্রবৃত্তির মধ্যে সংকল্পই প্রথম। তাহা জ্ঞানসন্নিকৃষ্ট বলিয়া সাত্ত্বিক, যথা উক্ত হইয়াছে—"জ্ঞান হইতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হইতে কৃতি উৎপন্ন হয়। কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়া হয়।"

চিত্তে অনুভূত (কল্পিত বা স্মৃত) যে ক্রিয়া তাহাতে অস্মিতা (অভিমান)-প্রযোগ সংকল্পের স্বরূপ। যেমন 'যাইব' এই সংকল্পে গমনক্রিয়া অনাগত, তাহার অনুভাবপূর্বক নিজেকে তদ্যুক্তরূপে ভাবনই (হওয়ান) সংকল্পের স্বরূপ, অর্থাৎ 'যাইব' বা অনাগত-গমনক্রিয়াবান্ হইব। ক্রিয়ার অনুস্মৃতির সহিত যে আত্মসম্বন্ধ তাহা অভিমানকৃত।

কল্পনং দ্বিতীয়ং সাত্ত্বিকরাজসম্। যা চিত্তচেষ্টা আহিত-বিষয়ানিতরেতরেষ্বা-রোপয়তি তৎ কল্পনম্। যথাঽদৃষ্টহিমগিরিকল্পনম্, চিত্তাহিত-পর্বত-তুহিনানুস্মৃতিপূর্বকম্। পর্বতাগ্রে তুহিনমারোপ্য হিমাদ্রিঃ কল্প্যতে, যথোক্তং "নামজাত্যাদিযোজনাত্মিকা কল্পনা"।

তৃতীয়া প্রবৃত্তিঃ কৃতিঃ রাজসী। ইচ্ছাজন্যয়া যয়া চিত্তচেষ্টয়া প্রাণেন্দ্রিয়েষু চিত্তাবধানং ক্রিয়তে সা কৃতিঃ। সা হি প্রাণেন্দ্রিয়াণাং কার্যমূলা মনশ্চেষ্টা। ন হি গমিষ্যামীতি মনোরথমাত্রেণৈব গমনং ভবতি। তৎসংকল্পানন্তরং যয়া চিত্তচেষ্টয়া অবধানদ্বারেণ পাদৌ চলৌ ক্রিয়েতে সৈব কৃতিঃ শ্রূয়তে চ "মনো কৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে" ইতি। উক্তঞ্চ "পরিণামোঽথ জীবনম্। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্মা দর্শনবর্জিতা" ইতি।

বিকল্পনং চতুর্থী প্রবৃত্তিশ্চিত্তস্য রাজসতামসবর্গীয়া। তচ্চ সংশয়রূপমনেককোটিষু মুধা ধাবনং চিত্তস্য। কালাদি-বৈকল্পিক-বিষয়-ব্যবহরণঞ্চাপি যত্র বিকল্পবদবস্তুবিষয়-মুররীকৃত্য চিত্তং চেষ্টতে তদপি বিকল্পনম্। উক্তঞ্চ "সংশয় উভয়কোটিস্পৃগ্বিজ্ঞানং স্যাদিদমেবং নৈবং স্যাদ্" ইতি। অস্তি বা নাস্তি বেতি, কার্যমিদং ন বা কার্যমিত্যাদীনি বিকল্পনানি।

কল্পন দ্বিতীয় প্রবৃত্তি—তাহা সাত্ত্বিক-রাজস। যে চিত্তচেষ্টা আহিত বিষয়সকলকে পরস্পরের উপর আরোপিত করে, তাহা কল্পন। (সংকল্প ও কল্পন ইহাদের পরস্পরের যোগে কল্পিত-সংকল্প ও সংকল্পিত-কল্পনা হয়। স্বপ্ন ও তৎসদৃশ অবস্থায় স্বতঃকল্পন বা ভাবিত-স্মর্তব্য চেষ্টা হয়) কল্পনের উদাহরণ যথা, অদৃষ্ট 'হিমগিরি-কল্পনা', চিত্তস্থিত পর্বত ও তুহিনের অনুস্মৃতিপূর্বক পর্বতাগ্রে তুহিন আরোপিত করিয়া হিমাদ্রি কল্পনা করা হয়। যথা উক্ত হইয়াছে, "(প্রত্যক্ষের সহিত) নাম-জাত্যাদি-যোজনাই কল্পনার স্বরূপ" (সাংখ্যসূত্রবৃত্তি)।

কৃতিনামক মনের তৃতীয় প্রবৃত্তি রাজস। ইচ্ছা হইতে জাত যে চিত্তচেষ্টার দ্বারা প্রাণকর্মে-ন্দ্রিয়াদিতে চিত্তাবধান করা যায় তাহার নাম কৃতি। তাহা প্রাণের ও কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যের মূলভূত মনশ্চেষ্টা। শুধু 'যাইব' এইরূপ মনোরথের দ্বারাই গমন হয় না। সেইরূপ সংকল্পের পর যে-চিত্তচেষ্টার দ্বারা অবধানপূর্বক পাদদ্বয় সচল হয় তাহাই কৃতি। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা, "মনের কৃতের (কৃতির) বা কার্যের দ্বারা প্রাণ শরীরে আইসে" (প্রশ্ন)। যোগভাষ্যে যথা, "পরিণাম, জীবন বা প্রাণ, চেষ্টা ও শক্তি ইত্যাদিরা চিত্তের দর্শনবর্জিত ধর্ম"। (ইন্দ্রিয় ও প্রাণের যে প্রবৃত্তি তাহার উপর যে মানসচেষ্টার আধিপত্য তাহাই কৃতি)।

চিত্তের চতুর্থী প্রবৃত্তি বিকল্পন, ইহা রাজস-তামসবর্গীয় চেষ্টা। সংশয়রূপ যে চেষ্টায় চিত্ত বৃথা অনেক কোটিতে (দিকে) ধাবন করে তাহা বিকল্পনের উদাহরণ। কালাদি বৈকল্পিক বিষয়ের ব্যবহরণও বিকল্পন। বিকল্পের বিষয় শব্দজ্ঞানমাত্র অবস্তু ; তদ্রূপ বিকল্পিত বিষয়ের অভিমুখে যে চিত্তের চেষ্টা তাহাও বিকল্পন-চেষ্টা। যথা যোগভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, "সংশয় উভয়-কোটি-স্পর্শী বিজ্ঞান, ইহা এইরূপ হইবে কি ঐরূপ হইবে" এবম্প্রকার। আছে কি নাই, কর্তব্য কি অকর্তব্য

অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠা যা চিত্তচেষ্টা স্বপ্নাদিষু ভবতি সা বিপর্যস্তচেষ্টা চিত্তস্য তামসী পঞ্চমী প্রবৃত্তিরিতি। উক্তঞ্চ "নেয়ং (স্বপ্নকালীনা ভাবিতস্মর্তব্যা) স্মৃতিরপি তু বিপর্যয়স্তল্লক্ষণোপপন্নত্বাৎ, স্মৃত্যাভাসতযা তু স্মৃতিরুক্ত" ইতি।

চেষ্টায়ামভিমানোদ্রেকস্যাবকটপ্রবাহঃ। যতোঽসাবন্তঃ প্রজাযতে ততস্তু বহিঃ কর্মেন্দ্রিয়াদাবাগচ্ছতি। বোধে চান্তঃপ্রবাহাভিমানোদ্রেকো বৈষযিকবস্তুনো বাহ্যত্বাৎ।

সংস্কারাধারস্য হৃদযাখ্যমনসঃ অনুগুণাশ্চিত্তধর্মাঃ সংস্কাররূপা স্থিতিঃ। স্থিতিষু প্রমাণসংস্কারাঃ সাত্ত্বিকাঃ, স্মৃতীনাং সংস্কারাঃ সাত্ত্বিকরাজসাঃ, রাজসাঃ প্রবৃত্তিসংস্কারাঃ, রাজসতামসা বিকল্পসংস্কারাঃ, তথা তামসা বিপর্যাসসংস্কারা ইতি ॥ ৩৫ ॥

সুখাদ্যা নবধা চিত্তস্যাবস্থাবৃত্তয়ঃ সর্ববৃত্তিসাধারণ্যঃ। উক্তঞ্চ "সর্বাশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকা" ইতি। তাসাং তিস্রো বোধগতাস্তিস্রশ্চেষ্টাগতাস্তিস্রশ্চ ধার্যগতাঃ।

ইত্যাদি চেষ্টাই বিকল্পন। (দিক্‌-কালরূপ অকল্পনীয অবকাশমাত্র কল্পনের চেষ্টাই বৈকল্পিক বিষয-ব্যবহরণ, যথা—যেখানে শব্দাদি গুণ নাই তাহা অবকাশ, মানসক্রিযা যাহাতে হয তাহা কালাবকাশ ইত্যাদিরূপে অকল্পনীয পদার্থমাত্রের কল্পনের চেষ্টা বিকল্পন)।

অলীকবিষয়প্রতিষ্ঠা যে চিত্তচেষ্টা স্বপ্নাদিতে হয তাহাই চিত্তের পঞ্চমী তামসী প্রবৃত্তি বা বিপর্যস্ত চেষ্টা (জাগ্রদবস্থাতেও বিপর্যস্ত চেষ্টা হয কিন্তু স্বপ্নেই তাহার প্রাধান্য)। এ বিষযে উক্ত হইযাছে (তত্ত্ববৈ. ১।১১) যথা, "স্বপ্নকালীন যে এই ভাবিতস্মর্তব্যা (কল্পিতা) বৃত্তি হয তাহা স্মৃতি নহে কিন্তু বিপর্যয, যেহেতু উহা বিপর্যয-লক্ষণে পডে। তথাপি উহা (স্মৃত্যাভাসহেতু অর্থাৎ স্মৃতির সহিত উহার সাদৃশ্য আছে বলিযা, উহাকে স্মৃতিই বলা হয"। (স্বপ্নকালে যে অলীক অযথাভূত-ক্রিযাভিমানপ্রতিষ্ঠা চিত্তচেষ্টা হয, জাগ্রৎকালে যাহা অনেক সময়ে ধারণাও করা যায না, তাদৃশ চিত্তচেষ্টাই বিপর্যস্ত চেষ্টা)।

চেষ্টাতে আভিমানিক উদ্রেকের নিম্ন বা বাহ্যাভিমুখ প্রবাহ হয। যেহেতু অগ্রে উহা অন্তরে জন্মে তৎপরে বাহিরে কর্মেন্দ্রিযাদিতে আসে। বোধে অভিমানোদ্রেক অন্তঃপ্রবাহ, কারণ বোধোদ্রেক-জনক বিষয বাহ্যে অবস্থিত থাকে।

সংস্কারাধার হৃদযাখ্য মনের অনুরূপ চিত্তধর্মই সংস্কাররূপা স্থিতি। স্থিতিসকলের মধ্যে প্রমাণের সংস্কার সাত্ত্বিক, স্মৃতিসকলের সংস্কার সাত্ত্বিক-রাজস, প্রবৃত্তিসকলের সংস্কার রাজস, বিকল্পের সংস্কার রাজস-তামস ও বিপর্যযের সংস্কারসকল তামস স্থিতি।

(এই সকলই প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-ধর্মের পঞ্চ পঞ্চ ভেদ। সংস্কার ও প্রবৃত্তিসকলের প্রত্যেককে বিজ্ঞানবৃত্তিদের ন্যায বিভাগ করিযা দেখান যাইতে পারে) ॥ ৩৫ ॥

সুখাদি নব প্রকার চিত্তের অবস্থাবৃত্তি, তাহারা প্রমাণাদি সর্ব-বৃত্তি-সাধারণ, যথা উক্ত হইযাছে, "এই-সমস্ত বৃত্তি (প্রমাণাদি) সুখ, দুঃখ ও মোহ-আত্মক" (যোগভাষ্য ১।১১)। তাহাদের মধ্যে তিনটি বোধগত, তিনটি চেষ্টাগত ও তিনটি ধার্যগত। শক্তিবৃত্তির ন্যায অবস্থাবৃত্তির দ্বারা চিত্তের জ্ঞানাদি-কার্য সিদ্ধ হয না। জ্ঞানাদি-কার্যকালে চিত্তের যে যে ভাবে অবস্থান হয, তাহার

শক্তিবৃত্তিবদবস্থাবৃত্তিভিশ্চিত্তস্য ন জ্ঞানাদিক্রিয়াসিদ্ধিঃ। জ্ঞানাদিক্রিয়াকালে চিত্তস্য যদ্ যদ্ ভাবেনাবস্থানম্ভবতি তা এবাবস্থাবৃত্তয়ঃ। করণগতত্বাৎ সর্বা এতা অনুভূয়ন্তে অথবা অনুভবেন প্রত্যয়ত্বমাপদ্যন্তে ॥ ৩৬ ॥

তত্র সুখদুঃখমোহাঃ সত্ত্বরজস্তমঃপ্রধানা বোধগতা অবস্থাবৃত্তয়ঃ। সর্বে বোধাঃ সুখাবহা বা দুঃখাবহা বা মোহাবহাঃ সমুৎপদ্যন্তে। অনুকূলবিষয়কৃতোদ্রেকাৎ সুখং, প্রতিকূলবিষয়াচ্চ দুঃখম্। মোহঃ পুনঃ সুখস্য দুঃখস্য বাতিভোগাৎ সুখদুঃখবিবেকশূন্যোঽনিষ্টো জড়ভাবঃ, যথা ভয়ে। উক্তঞ্চ "অথ যন্মোহসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥" ইতি। তথা চ "তত্র বিজ্ঞানসংযুক্তা ত্রিবিধা চেতনা ধ্রুবা। সুখদুঃখেতি যামাহুরদুঃখামসুখেতি চ" ইতি। ধ্রুবা অবস্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

রাগদ্বেষাভিনিবেশাশ্চেষ্টাগতাবস্থাবৃত্তয়স্ত্রিগুণানুসারিণ্যঃ। রক্তং দ্বিষ্টং বাভিনিবিষ্টং হি চিত্তং চেষ্টতে। সুখানুশয়ী রাগঃ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ, স্বরসবাহিনী তথা মূঢ়া চেষ্টাবস্থাভিনিবেশঃ। ন মরণত্রাসমাত্রময়মভিনিবেশঃ। স্বারসিক্যাঃ প্রাণাদিবৃত্তিরূপায়া

নাম অবস্থাবৃত্তি। অবস্থাবৃত্তিসকল করণগত ভাব বলিয়া অর্থাৎ করণের অবস্থা-বিশেষ বলিয়া উহারা অনুভূত হয় অথবা অনুভববৃত্তির দ্বারা উহারা প্রত্যয়-স্বরূপ হয় ॥ ৩৬ ॥

তাহার মধ্যে সুখ, দুঃখ ও মোহ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-প্রধান বোধগত অবস্থাবৃত্তি। সমস্ত বোধই হয় সুখাবহ অথবা দুঃখাবহ অথবা মোহাবহ হইয়া উৎপন্ন হয়। অনুকূলবিষয়কৃত উদ্রেক হইতে সুখ ও প্রতিকূল বিষয় হইতে দুঃখ হয়। আর সুখ বা দুঃখের অতিভোগে সুখদুঃখভেদশূন্য অথচ অনিষ্ট যে জড়ভাব হয়, তাহা মোহ, যেমন ভয়কালে হয়। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, "শরীরে বা মনে যে অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় (সাক্ষাৎভাবে জ্ঞেয় নহে) ও মোহযুক্ত অবস্থা হয় তাহাই তম বলিয়া জানিবে" (শান্তিপর্ব)। পুনশ্চ, "তন্মধ্যে বিজ্ঞানসংযুক্ত ত্রিবিধ ধ্রুবা চেতনা বা বেদনা আছে, তাহারা সুখ, দুঃখ এবং অদুঃখাসুখ" (শান্তিপর্ব)। ধ্রুবা অর্থে অবস্থিতা বা অবস্থারূপা ॥ ৩৭ ॥

রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান চেষ্টাগত অবস্থাবৃত্তি। রাগযুক্ত, অথবা দ্বিষ্ট, অথবা অভিনিবিষ্ট হইয়া চিত্ত চেষ্টা করে। সুখানুস্মৃতিপূর্বক যে চেষ্টা হয়, তাহাই রক্ত চেষ্টা। সেইরূপ দুঃখানুশয়ী দ্বেষ। আর, যে চেষ্টাবস্থা স্বরসবাহিনী বা স্বাভাবিকের মত, সেই মূঢ়ভাবে সমাবদ্ধ চেষ্টাবস্থা অভিনিবেশ। মরণত্রাসমাত্র এই অভিনিবেশের স্বরূপ নহে। প্রাণাদিবৃত্তিরূপ স্বারসিক অভিনিবিষ্টচেষ্টার নাশাশঙ্কাই মরণত্রাসের স্বরূপ। অন্য যে সমস্ত ভয় ও বিক্ষিপ্তাদি অবস্থা যাহাতে সুখদুঃখশূন্য স্বতঃ চিত্তচেষ্টন হয়, তাহাও অভিনিবেশ * ॥ ৩৮ ॥

* অভিনিবেশ-ব্যাখ্যাকালে যোগভাষ্যকার মরণত্রাস-ব্যাখ্যা করাতে অভিনিবেশকে লোকে মরণত্রাসই মনে করে। কিন্তু ভাষ্যকার ক্লেশ-স্বরূপ অভিনিবেশের মুখ্যাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বরূপ-ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহার স্বরূপ সূত্রানুসারে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। বিশেষতঃ যোগের অভিনিবেশ একটি ক্লেশ বা পরমার্থ-সাধন-সম্বন্ধীয় পদার্থ। এখানে বস্তুদৃষ্টিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শাস্ত্রে অভিনিবেশ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অভিনিবিষ্টচেষ্টায়া নাশাশঙ্কৈব মরণভয়াত্মিকেতি। অন্যৎ সর্বং ভয়ং তথা ক্ষিপ্তাদ্যবস্থা যত্র সুখদুঃখশূন্যং স্বতশ্চিত্তচেষ্টনং স এবাভিনিবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ো ধার্যগতাবস্থাবৃত্তয়ঃ। ধার্যং শরীরং, তৎসম্পর্কাদ্ধার্যগতাবস্থা-বৃত্তয়শ্চিত্তস্য। জাগ্রদবস্থা সাত্ত্বিকী, স্বপ্নাবস্থা রাজসী, নিদ্রাবস্থা তামসী। তথা চ শাস্ত্রম্ "সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপনং তু তমসা তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥" ইতি। জাগরে চিত্তেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানান্যজড়ানি চেষ্টন্তে। জাড্যমাপন্নেষু জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়েষু তদনিয়তস্য অনুব্যবসায়াধিষ্ঠানস্য যদা চেষ্টা তদবস্থা স্বপ্নঃ। যথোক্তম্ "ইন্দ্রিয়াণাং ব্যুপরমে মনোঽব্যুপরতং যদি। সেবতে বিষয়ানেব তং বিদ্যাৎ স্বপ্নদর্শনম্॥" ইতি। উৎস্বপ্নে তু অজাড্যং কর্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানাম্। সুষুপ্তিলক্ষণং যথাহ "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা" ইতি। তদা চিত্তেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানাং সম্যগ্জড়ত্বম্। উক্তঞ্চ "সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি"॥ ইতি। গুণানামভিভাব্যাভিভাবকস্বভাবাদবস্থাবৃত্তীনামস্থৈর্যমাবর্তনঞ্চেতি ॥ ৩৯ ॥

ত্রিবিধশ্চিত্তব্যবসায়ঃ সদ্ব্যবসায়োঽনুব্যবসায়োঽপবিদৃষ্টব্যবসায়শ্চেতি। কতিপয়-শক্তীঃ অধিকৃত্যৈকদৈব যচ্চিত্তচেষ্টিতং স ব্যবসায়ঃ। সদ্ব্যবসায়ো গ্রহণমনুব্যবসায়-শ্চিন্তনমপবিদৃষ্টব্যবসায়ো ধারণম্। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনধিকৃত্য বর্তমানবিষয়ো ব্যবসায়ঃ

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ধার্যগত অবস্থাবৃত্তি। ধার্য শরীর, তাহার সম্পর্কে চিত্তের ধার্যগত অবস্থাবৃত্তি হয়। জাগ্রদবস্থা সাত্ত্বিকী, স্বপ্নাবস্থা রাজসী ও নিদ্রাবস্থা তামসী। শাস্ত্র যথা, "সত্ত্ব হইতে জাগরণ, রজোদ্বারা স্বপ্ন ও তমোগুণের দ্বারা সুষুপ্তি হয়, জানিবে। তুরীয় অবস্থা তিনেতে সদা বিদ্যমান।" জাগরণে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানসকল অজড়ভাবে চেষ্টা করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় জড়তা-প্রাপ্ত হইলে; তাহাদের দ্বারা অনিয়ত যে অনুব্যবসায়ের অধিষ্ঠান (অর্থাৎ চিন্তাস্থান) তাহার যে চেষ্টা সেই অবস্থার নাম স্বপ্ন। শাস্ত্র যথা—"ইন্দ্রিয়গণের উপরম হইলে অনুপরত মন যে বিষয় সেবন করে, তাহাই স্বপ্নদর্শন জানিবে" (মোক্ষধর্ম)। উৎস্বপ্ন অবস্থায় (ঘুমিয়ে চলা-ফেরা করা) কর্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানসকলের অজড়তা থাকে। সুষুপ্তিলক্ষণ যথা, "জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অভাবকারণ যে তম, তদবলম্বনা বৃত্তি নিদ্রা।" সেই সময়ে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের) অধিষ্ঠানের সম্যক্ জড়তা হয়, যথা উক্ত হইয়াছে, "সুষুপ্তিকালে সমস্ত বিলীন হইলে, তমোঽভিভূত সুখরূপতা প্রাপ্ত হয়।" (কৈবল্য উপ)। গুণসকলের অভিভাব্যাভিভাবক-স্বভাব-হেতু অবস্থাবৃত্তি-সকলের অস্থিরতা এবং যথাক্রমে আবর্তন হয় ॥ ৩৯ ॥

চিত্তের ব্যবসায় তিন প্রকার—সদ্ব্যবসায়, অনুব্যবসায় ও অপবিদৃষ্টব্যবসায়। কতকগুলি শক্তিকে অধিকার করিয়া যেন একই সময়ে যে চিত্তচেষ্টা হয় তাহার নাম ব্যবসায়। সদ্ব্যবসায় = গ্রহণ, অনুব্যবসায় = চিন্তন ও অপবিদৃষ্টব্যবসায় = ধারণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিকে অধিকার করিয়া যে বর্তমান-বিষয়ক ব্যবসায় হয় তাহাই সদ্ব্যবসায়। অনুব্যবসায় স্মৃতবিষয়ের আলোচনাত্মক, এবং তাহা অতীত ও অনাগত-বিষয়ক। যে অবিদিত ব্যবসায়ের দ্বারা নিদ্রাদিতেও চিত্তের পরিণাম হয়, আর যাহার

সদাখ্যঃ। অতীতানাগতবিষয়োঽনুব্যবসায়ঃ স্মৃতবিষয়ালোড়নাত্মকশ্চ। যেন চাবেক্ষ্যমানেন ব্যবসায়েন নিদ্রাদাবপি সদা চিত্তপরিণামো জায়তে সংস্কারাশ্চ যেনানুজীবন্তি সোঽপরিদৃষ্টব্যবসায়ঃ, যথাহু "নিরোধধর্মসংস্কারাঃ পরিণামোঽথ জীবনম্। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্মা দর্শনবর্জিতাঃ॥" ইতি। নিরোধঃ সমাধিবিশেষঃ, ধর্মঃ পুণ্যাপুণ্যে, সংস্কারা বাসনারূপা আহিতভাবাঃ, পরিণামোঽপরিদৃষ্টব্যবসায়ঃ, জীবনং প্রাণাঃ কার্যকারণযোরভেদবিবক্ষয়া জীবনং স্বকারণস্যান্তঃকরণস্য ধর্মত্বেনোক্তং, চেষ্টা অবধানরূপা, শক্তিশ্চেষ্টাজননী সর্বশক্ত্যাত্মকং তৃতীয়ান্তঃকরণং মন ইতি ভাবঃ। ইত্যেতে সর্বে ভাবাস্তামসা ইতি জ্ঞেয়াঃ॥ ৪০॥

ব্যাকৃতমাভ্যন্তরকরণম্, বাহ্যকরণান্যধুনোচ্যন্তে। তেষু কর্ণত্বক্‌চক্ষুরসনানাসা ইতি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি। এতানি প্রণালীভূতানি প্রত্যক্ষবৃত্তেঃ। ক্রিয়াত্মনো বাহ্যবিষয়স্য সম্পর্কাদুদ্রিক্তায়ামিন্দ্রিয়াত্মাস্মিতায়াং তৎসম্বন্ধিনা প্রকাশশীলেনাস্মিপ্রত্যয়াত্মকেন গ্রহীত্রা যো বিষয়প্রকাশঃ ক্রিয়তে তদিন্দ্রিয়জং জ্ঞানম্। তস্মাদ্ বুদ্ধীন্দ্রিয়ং গ্রাহকং বাহকঞ্চ ক্রিয়াত্মনো জ্ঞেয়বিষয়স্য॥ ৪১॥

শব্দগ্রাহকং শ্রোত্রম্। শীতোষ্ণমাত্রগ্রাহকং ত্বগ্‌বৃত্তিজ্ঞানেন্দ্রিয়ং ত্বগাখ্যম্। ত্বচি শীতোষ্ণবোধস্তথা তেজআখ্যঃ অন্যোঽপি বোধো বিদ্যতে, যথাম্নায়ঃ "তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ" ইতি। তত্র তেজআখ্যঃ ত্বক্‌স্থোপশ্লেষবোধো ন স্যাৎ ত্বগাখ্যজ্ঞানেন্দ্রিয়কার্যম্,

দ্বারা সংস্কারসকল অনুজীবিত থাকে, তাহা অপরিদৃষ্টব্যবসায। যথা উক্ত হইয়াছে, "নিরোধ, ধর্ম, সংস্কার, পরিণাম, জীবন, চেষ্টা ও শক্তি, ইহারা চিত্তের দর্শনবর্জিত ধর্ম।" নিরোধ — সমাধি-বিশেষ; ধর্ম — পুণ্য ও অপুণ্য; সংস্কার — বাসনারূপ আহিত ভাব, পরিণাম — অপরিদৃষ্ট ব্যবসায; জীবন = প্রাণ, কার্য ও কারণের অভেদবিবক্ষায় প্রাণ স্বকারণ অন্তঃকরণের ধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে; চেষ্টা = অবধানরূপা, শক্তি = চেষ্টার জননী, অর্থাৎ সর্ব-শক্ত্যাত্মক সংস্কারাধার তৃতীয়ান্তঃকরণ মন। এই সমস্ত ভাবই তামস, ইহা জ্ঞাতব্য (৩।১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য)॥ ৪০॥

আভ্যন্তর করণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে বাহ্য করণ উক্ত হইতেছে। বাহ্যকরণের মধ্যে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহারা প্রত্যক্ষবৃত্তির প্রণালীভূত। ক্রিয়াত্মক যে বাহ্যবিষয়, তাহার সম্পর্কে ইন্দ্রিয়গণের আত্মভূত অস্মিতা উদ্রিক্ত হইলে, সেই অস্মিতার সহিত সম্বদ্ধ 'আমি'-প্রত্যয়াত্মক প্রকাশশীল গ্রহীতার দ্বারা যে বিষয়প্রকাশ, তাহাই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। তজ্জন্য বুদ্ধীন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্রিয়া-স্বরূপ জ্ঞেয়বিষয়ের গ্রাহক ও বাহক হইল॥ ৪১॥

শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয় শ্রোত্র। শীত ও উষ্ণতার গ্রাহক ত্বক্‌স্থিত যে জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহা ত্বক্। ত্বগিন্দ্রিয়ে শীতোষ্ণ-বোধ এবং তেজ-নামক অন্যপ্রকার বোধও আছে। এবিষয়ে শাস্ত্র যথা—"যাহা তেজ বা শীতোষ্ণব্যতীত ত্বক্‌স্থিত অন্য বোধ, তাহার যে বিদ্যোতয়িতব্য বা প্রকাশ্য বিষয়" (প্রশ্ন উপ. ৪।৮)। তন্মধ্যে ত্বক্‌স্থিত তেজ-নামক উপশ্লেষবোধ ত্বক্-নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়-কার্য নহে, কারণ শীতোষ্ণ এবং আশ্লেষবোধ (কঠিন-কোমল-রূপ স্পর্শবোধ) বিসদৃশ। উপশ্লেষবোধ কর্মেন্দ্রিয়ের

শীতাদেবাশ্লেষবোধস্য চ বিসদৃশত্বাৎ। উপশ্লেষবোধস্তু কর্মেন্দ্রিয়প্রাণানাং সাত্ত্বিকবোধাংশঃ। শব্দরূপবৎ শীতোষ্ণজ্ঞানসিদ্ধির্ন তথা আশ্লেষবোধসিদ্ধিঃ। রূপগ্রাহকং চক্ষুঃ, রসগ্রাহকং রসনেন্দ্রিয়ং, নাসা চ গন্ধগ্রাহিণী। শ্রোত্রে ইতরতুলনয়া গ্রহণস্য পৌষ্কল্যমব্যাহতত্বঞ্চ ততস্তৎ সাত্ত্বিকম্। শব্দাত্তাপাদের্ব্যাহতত্বদর্শনাত্ত্বগিন্দ্রিয়ং সাত্ত্বিকরাজসম্। ত্বগ্বিষয়াদপি রূপস্য ব্যাহতিযোগ্যত্বদর্শনাৎ তথা চ তস্যাশুসঞ্চারাদ্রাজসং চক্ষুঃ। রস্যং তরলিতং সদ্রসনেন্দ্রিয়ং ভাবয়তি, তদ্ভাবনাবিশেষোদ্রেকাদ্রসজ্ঞানসিদ্ধিঃ, সূক্ষ্মকণব্যতিষঙ্গাদ্ গন্ধজ্ঞানোদ্রেকঃ। রসগন্ধৌ আত্যন্তিকরাদাবৃতৌ। তত্র সূক্ষ্মতরভাবনাবিশেষসাধ্যত্বাদ্রসনা রাজসতামসী। নাসা পুনস্তামসীতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয়ঃ প্রকাশ্যমিত্যাখ্যায়তে॥ ৪২॥

বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি। তেষাং সামান্যবিষয়ঃ স্বেচ্ছচালনম্। প্রত্যঙ্গানাং সমঞ্জসচালনেন কার্যবিষয়সিদ্ধিঃ। ধ্বন্যুৎপাদনং বাক্কার্যম্। শিল্পশক্তির্যত্রাধিষ্ঠিতা স পাণিঃ। ব্যবহার্যদ্রব্যাণাং তদবয়বানাং বাভীষ্টদেশস্থাপনং শিল্পম্। গমনক্রিয়াশক্তির্যত্রাধিষ্ঠিতা তৎ পদম্। মলমূত্রোৎসর্গঃ পায়ুকার্যম্। জননব্যাপার উপস্থকার্যম্, শ্রূয়তে চ "তস্যানন্দো রতিঃ প্রজাতিঃ।" বীজসেকপ্রসবৌ জননব্যাপারৌ। সর্বেষু চালনবিষয়সাম্যাদ্ একস্য কর্মেন্দ্রিয়স্য কার্যবিষয়ঃ অন্যেনাপি সিধ্যতি। যত্র যৎকার্যস্যোৎকর্ষস্তদেব তদিন্দ্রিয়ম্। উরসি শ্বাসযন্ত্রস্য স্বেচ্ছাধীনাংশে তন্তুষু চ জিহ্বোষ্ঠাদৌ চ বাগিন্দ্রিয়স্থানম্। "জিহ্বায়া অধস্তাত্তন্তু" রিত্যুপদেশাৎ তন্তুঃ কণ্ঠাগ্রস্থো ধ্বন্যুৎপাদকঃ।

ও প্রাণের সাত্ত্বিক বোধাংশ। শব্দ ও রূপের ন্যায় শীতোষ্ণ-জ্ঞান সিদ্ধ হয়, কিন্তু আশ্লেষবোধ সেরূপে হয় না। রূপের গ্রাহক-ইন্দ্রিয় চক্ষু, রসগ্রাহক রসনা, আর, নাসা গন্ধগ্রাহক। কর্ণের দ্বারা অপর সকলের তুলনায় পুষ্কল বা নিপুণরূপে বিষয়গ্রহণ হয়; আর, শব্দগ্রহণ সর্বাপেক্ষা অব্যাহত, তজ্জন্য শ্রোত্র সাত্ত্বিক। শব্দাপেক্ষা তাপাদি-জ্ঞানের ব্যাহতি-যোগ্যতা বা বাধাপ্রাপ্তি দেখা যায় বলিয়া ত্বক্ সাত্ত্বিক-রাজস। ত্বগ্বিষয় অপেক্ষা রূপের ব্যাহতত্ব দেখা যায় বলিয়া, এবং রূপের আশুসঞ্চারিত্ব-হেতু অতিক্রিয়াশীল বলিয়া, চক্ষু রাজস। রস্য দ্রব্য তরলিত হইয়া রসনেন্দ্রিয়কে ভাবিত করে, সেই (রাসায়নিক) ভাবনা-বিশেষের দ্বারা কৃত উদ্রেক হইতে রসজ্ঞান সিদ্ধ হয়। সূক্ষ্মকণার সম্পর্কে গন্ধজ্ঞানোদ্রেক সিদ্ধ হয়। আত্যন্তিক হইতে রস ও গন্ধ আবৃত, তন্মধ্যে সূক্ষ্মতর-ভাবনা-বিশেষ-সাধ্যত্ব-হেতু রসনা রাজস-তামস, আর নাসা তামস। জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের বিষয়ের নাম প্রকাশ্য (এসব বিষয়ে 'সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য)॥ ৪২॥

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ কর্মেন্দ্রিয়। স্বেচ্ছামূলক চালন তাহাদের সামান্য কার্য-বিষয়। প্রত্যঙ্গসকলের সমঞ্জস চালনের দ্বারা কার্যবিষয় সিদ্ধ হয়। ধ্বনি উৎপাদন করা বাক্-কার্য। যেখানে শিল্পশক্তি অধিষ্ঠিত, তাহার নাম পাণীন্দ্রিয়, ব্যবহার্য দ্রব্যসকলকে বা তাহাদের অবয়ব-সকলকে অভীষ্টদেশে স্থাপন করার নাম শিল্প, অর্থাৎ হস্তের কার্যকে বিশেষ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহা বাহ্যদ্রব্যকে অভীষ্টদেশে স্থাপন মাত্র। গমন-ক্রিয়ার শক্তি যেখানে অধিষ্ঠিত, তাহার নাম পদ। মল ও মূত্রের উৎসর্গ করা পায়ু-ইন্দ্রিয়ের কার্য। জননব্যাপার উপস্থের কার্য, শ্রুতি

করবদনচঞ্চ্বাদৌ পাণিস্থানম্। পদপক্ষাদৌ পাদেন্দ্রিয়স্থানম্। বস্ত্যাদৌ পায়ুস্থানং, জননেন্দ্রিয়ে চোপস্থবৃত্তিঃ। বাক্কার্যস্য সূক্ষ্মত্বাদুৎকর্ষাচ্চবাক্ সাত্ত্বিকী। ততঃ স্থৌল্যাৎ সাত্ত্বিকরাজসস্য পাণেঃ কার্যস্য। পদে ক্রিয়ায়া আধিক্যমতিস্থৌল্যঞ্চেতি পদং রাজসম্। রাজসতামসঃ পায়ুঃ। উপস্থশ্চ তামসঃ। সর্বেষু কর্মেন্দ্রিয়েষ্বাশ্লেষবোধাখ্যঃ প্রকাশ-গুণস্তেষাং চালনরূপমুখ্যকার্যস্যোপসর্জনীভূতো বর্ততে। তস্য চাশ্লেষবোধস্য বাগিন্দ্রিয়ে অত্যুৎকর্ষঃ, যৎসহায়া সূক্ষ্মা বাক্যক্রিয়া সিধ্যতি। ইতরেষু চ তদ্বোধস্য ক্রমশঃ অল্পাল্পত্ব-মিতি। কর্মেন্দ্রিয়কার্যবিষয়া স্মৃতির্যথা "হস্তৌ কর্মেন্দ্রিয়ং জ্ঞেয়মথ পাদৌ গতীন্দ্রিয়ম্। প্রজনানন্দয়োঃ শেফো নিসর্গে পায়ুরিন্দ্রিয়ম্" ইতি। তথা চ "বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম তেষাং হি কথ্যতে॥" ইতি॥ ৪৩॥

তৃতীয়ং বাহ্যকরণং প্রাণাঃ। "জীবস্য করণান্যাহুঃ প্রাণান্ হি তাংস্তু সর্বশ.। যস্মাত্তদ্বশগা এতে দৃশ্যন্তে সর্বজন্তুষু॥" ইতি সৌত্রায়ণশ্রুতৌ প্রাণানাং জীবকরণত্ব-মুক্তম্। প্রাণা দেহাত্মকধার্যবিষয়ত্বেন বাহ্যং ভৌতিকং ব্যবহরন্তি তস্মাৎ প্রাণা বাহ্য-

যথা—"আনন্দযুক্ত প্রজননই উপস্থের কার্য"। বীজ-সেক ও প্রসব জননব্যাপার *। চালনরূপ বিষয়সকল সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ে সাধারণ বলিয়া এক কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য অন্যের দ্বারাও সিদ্ধ হয়, যেমন হস্তের দ্বারা গমন ইত্যাদি। তাহা হইলেও যেখানে যাহার কার্যের উৎকর্ষ তাহাই সেই ইন্দ্রিয়। বক্ষে, শ্বাসযন্ত্রের স্বেচ্ছাধীনাংশে, তন্তুতে এবং জিহ্বা-ওষ্ঠাদিতে বাগিন্দ্রিয়-স্থান, "জিহ্বার অধোদেশে তন্তু" (যোগভাষ্য ৩।৩০) এই উপদেশ হইতে জানা যায় তন্তু কণ্ঠাগ্রস্থ ধ্বন্যুৎপাদক যন্ত্র। কর, বদন ও চঞ্চু-আদিতে পাণীন্দ্রিয়স্থান। পদ ও পক্ষাদিতে পাদেন্দ্রিয়স্থান। বস্তি প্রভৃতিতে পায়ুস্থান। আর জননেন্দ্রিয়ে উপস্থবৃত্তি। বাক্কার্যের সূক্ষ্মতমতা ও উৎকর্ষহেতু বাক্ সাত্ত্বিক। তদপেক্ষা পাণিকার্যের স্থৌল্যহেতু পাণি সাত্ত্বিক-রাজস। পাদে ক্রিয়ার আধিক্য ও অতি-স্থৌল্য, অতএব পাদ রাজস। পায়ু রাজস-তামস, আর উপস্থ-তামস। সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ে আশ্লেষ-বোধরূপ প্রকাশ-গুণ আছে, তাহা তাহাদের চালনরূপ মুখ্য কার্যের সহায়। বাগিন্দ্রিয়ে (জিহ্বাকণ্ঠাদিতে) সেই আশ্লেষবোধের অত্যুৎকর্ষ আছে (কারণ বাক্ সাত্ত্বিক), তাহার সাহায্যে সূক্ষ্ম বাক্যোচ্চারক ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয়ে সেই বোধের ক্রমশঃ অল্পাল্পত্ব। কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যবিষয়া স্মৃতি যথা—"কর্মেন্দ্রিয় হস্ত, পদ গতীন্দ্রিয়, আনন্দযুক্ত প্রজনন উপস্থকার্য, মলনিঃসারণ পায়ুর কার্য" (শান্তিপর্ব)। পুনশ্চ, "বিসর্গ (মল, মূত্র ও দেহবীজ-বহিষ্করণ), শিল্প, গতি ও উক্তি কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য-বলিয়া কথিত হয়" (বিষ্ণুপুরাণ)॥ ৪৩॥

প্রাণসকল তৃতীয় প্রকারের বাহ্যকরণ। "প্রাণসকল জীবের করণ, যেহেতু সর্বপ্রাণী তাহার বশগ দেখা যায়", এই সৌত্রায়ণশ্রুতিতে প্রাণের জীবকরণত্ব উক্ত হইয়াছে। প্রাণ দেহাত্মক ধার্যবিষয়-রূপে বাহ্যদ্রব্যকে (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের ন্যায়) ব্যবহার করে, তজ্জন্য প্রাণ বাহ্যকরণ। (প্রাণ বলিতেছেন) "আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভাগ করিয়া অবষ্টম্ভন বা সংগ্রহণপূর্বক এই শরীর

* এই উভয় কার্যই স্বেচ্ছামূলক। প্রসবকার্য মানব অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণীতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন দেখা যায়।

করণম্। "অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্ বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি" ইতি, "প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ" ইতি শ্রুতিভ্যাং দেহধারণং প্রাণানাং সামান্যকার্যমিত্যবগম্যতে। নির্মাণবর্ধনপোষণানীত্যেষাং ধারণকার্যেঽন্তর্ভাবঃ। তথা চ স্মৃতিঃ "তথা মাংসঞ্চ মেদশ্চ স্নায়স্থীনি চ পোষতি। কথমেতানি সর্বাণি শরীরাণি শরীরিণাম্। বর্ধন্তে বর্ধমানস্য বর্ধতে চ কথং বলম্।" ইতি। পোষণং শরীরনির্মাণং বর্ধনঞ্চেতি ত্রয়ং মূলং প্রাণকার্যমিত্যর্থঃ। পোষণাদীনামনুকূলক্রিয়া অপি প্রাণকার্যমিতি জ্ঞেয়ম্, যথা শ্বাসাদি। চিত্তেন্দ্রিয়বৎ সন্তি প্রাণানামপি পঞ্চ ভেদাঃ। তে যথা প্রাণোদানব্যানাপানসমানা ইতি। তাভ্য এব পঞ্চভ্যঃ শক্তিভ্যো দেহধারণসিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

তত্র বাহ্যোদ্ভববোধাধিষ্ঠানধারণং প্রাণকার্যম্। "চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে", "হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্ণানঃ" ইত্যাদিভ্যশ্চ শ্রুতিভ্যঃ, তথা চ "মনোবুদ্ধিরহংকারো ভূতানি বিষয়াশ্চ সঃ। এবং ত্বিহ স সর্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে॥" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিগতবাহ্যোদ্ভববিষয়বিজ্ঞানস্রোতঃসু প্রাণবৃত্তিরিত্যবগম্যতে। চত্বারঃ খলু বাহ্যোদ্ভববোধাঃ তে যথা চৈত্তিকপ্রমাণং, বুদ্ধীন্দ্রিয়সাধ্যালোচনং জ্ঞানং, কর্মেন্দ্রিয়স্থোপশ্লেষবোধঃ, তথা চাজিহীর্ষাবোধ ইতি। বাতপেয়ান্নরূপস্যাহার্যস্য ত্রৈবিধ্যাৎ ত্রিবিধ আজিহীর্ষাবোধঃ, শ্বাসেচ্ছাবোধঃ পিপাসা চ ক্ষুধা চেতি। আহার্যস্য বাহ্যত্বাদাজিহীর্ষাবোধো বাহ্যোদ্ভবঃ। তত্র শ্বাসেচ্ছাদিবোধাধিষ্ঠানে প্রাণস্য মুখ্যবৃত্তিঃ,

ধারণ করিয়া রহিয়াছি", "প্রাণ এবং বিধারণরূপ তাহার কার্যবিষয়" ইত্যাদি (প্রশ্ন) শ্রুতির দ্বারা দেহধারণ করা প্রাণসকলের সামান্য বা সাধারণ কার্য বলিয়া জানা যায়। নির্মাণ, বর্ধন ও পোষণ, এই তিন কার্যের নাম ধারণ। স্মৃতি যথা, "কিরূপে মাংস, অস্থি, স্নায়ু ও মেদ পোষণ করে, দেহীদের এই শরীর কিরূপে বর্ধিত ও নির্মিত হয়, এবং বর্ধমান প্রাণীর শরীর ও বল কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ?" অর্থাৎ প্রাণের দ্বারাই হয় (মহাভারত)। ফলতঃ পোষণ, নির্মাণ ও বর্ধন এই তিনটি প্রাণের মূল সাধারণ কার্য হইল। আর পোষণাদির অনুকূলক্রিয়াও প্রাণকার্য বলিয়া জ্ঞাতব্য, যেমন শ্বাসাদি। চিত্তেন্দ্রিয়বৎ প্রাণেরও পঞ্চ ভেদ আছে, তাহা যথা—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। সেই পঞ্চ শক্তি হইতেই দেহধারণ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ সমগ্র দেহধারণ-ক্রিয়া এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ॥ ৪৪ ॥

প্রাণসকলের মধ্যে আদ্য প্রাণের লক্ষণ যথা বাহ্যোদ্ভব যে সমস্ত বোধ, তাহাদের যে অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা আদ্য প্রাণের কার্য, "চক্ষুঃ শ্রোত্র মুখ নাসিকাতে প্রাণ স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত আছে", "(সূর্য উদিত হইয়া) চাক্ষুষ প্রাণকে (রূপজ্ঞানাত্মক) অনুগ্রহ করে" (প্রশ্ন) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে, এবং "মন, বুদ্ধি, অহংকার, ভূত ও বিষয়সকল প্রাণের দ্বারা সর্বত্র পরিচালিত হয়" (শান্তিপর্ব) ইত্যাদি স্মৃতি হইতে, জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিগত বাহ্যোদ্ভব বিষয়ের যে বিজ্ঞান, তাহার স্রোতঃ বা মার্গসকলে প্রাণের স্থান, ইহা জানা যায়। বাহ্যোদ্ভববোধ চারি প্রকার, যথা—(১) চৈত্তিকপ্রমাণ, (২) বুদ্ধীন্দ্রিয়সাধ্য আলোচনবোধ, (৩) কর্মেন্দ্রিয়স্থ উপশ্লেষবোধ, (৪) আজিহীর্ষা (আহরণেচ্ছা)-বোধ। আজিহীর্ষাবোধ পুনশ্চ ত্রিবিধ, যথা—শ্বাসেচ্ছাবোধ, পিপাসা ও ক্ষুধা, ইহাদের ত্রৈবিধ্যের কারণ এই যে,

যথাম্নায়াঃ "প্রাণো হৃদয়ম্", "হৃদি প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ", "প্রাণঃ অত্তা" ইত্যাদযঃ। উক্তঞ্চ "আস্যনাসিকযোর্মধ্যে হৃন্মধ্যে নাভিমধ্যগে। প্রাণালয় ইতি প্রোক্তঃ॥" ইতি। নাভি-মধ্যগে ক্ষুদ্বোধাধিষ্ঠান ইত্যর্থঃ। চিত্তেন্দ্রিয়শক্তিবশগঃ প্রাণস্তেষাং বাহ্যোদ্ভববোধা-ধিষ্ঠানাংশং বিধরতে॥ ৪৫॥

শারীরধাতুগতবোধাধিষ্ঠানধারণমুদানকার্যম্। "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপম্" ইতি শ্রুতেঃ "উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ" ইতি যোগ-সূত্রাদ্ "উদান উৎক্রান্তিহেতুঃ" ইতি বচনাচ্চ অপনীয়মানাদুদানান্মরণব্যাপারশেষ ইতি প্রাপ্তম্। মরণকালে আদৌ বাহ্যবোধচেষ্টানিবৃত্তিঃ। উক্তঞ্চ "মরণকালে ক্ষীণেন্দ্রিযবৃত্তিঃ সন্ মুখ্যয়া প্রাণবৃত্ত্যৈবাবতিষ্ঠতে।" তদা শারীর-ধাতুগতবোধ এবাবশিষ্যতে, যস্য ভাগশঃ শরীরাঙ্গত্যাগান্ মৃতিঃ। তস্মাদুদানঃ শারীর-ধাতুগতবোধঃ। স্মর্যতে চ "শরীরং ত্যজতে জন্তুশ্ছিদ্যমানেষু মর্মসু" ইতি। মর্মসু শারীর-ধাতুগতবোধাধিষ্ঠানেষ্বিত্যর্থঃ। "অথৈকযোর্ধ্ব উদানঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ "সুষুম্না চোর্ধ্বগামিনী" ইতি, "জ্ঞাননাড়ী ভবেদ্দেবি যোগিনাং সিদ্ধিদায়িনী" চেতি শাস্ত্রাভ্যামূর্ধ্বস্রোতস্বিন্যাং সুষুম্নানাড্যাং মেরুদণ্ডমধ্যগতায়ামান্তরবোধস্য মুখ্যস্রোতোভূতাযামুদানস্য মুখ্যা বৃত্তিঃ, সর্বত্র চ

আহার্য ত্রিবিধ, যথা—বাত, পেয ও অন্ন। আর আহার্য বাহ্য বলিয়া আজিহীর্ষাবোধ বাহ্যোদ্ভব-বোধ। (উপরিউক্ত চতুর্বিধ বাহ্যোদ্ভববোধের অধিষ্ঠানের মধ্যে) শ্বাসেচ্ছা-পিপাসা-ক্ষুধা-রূপ আজিহীর্ষাবোধের অধিষ্ঠানে প্রাণের মুখ্যবৃত্তি (অন্যত্র গৌণবৃত্তি)। শ্রুতি যথা, "প্রাণ হৃদয", "হৃদয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত", "প্রাণ আহারকর্তা" ইত্যাদি। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, "মুখ-নাসিকার মধ্যে, হৃদয়মধ্যে ও নাভিমধ্যে প্রাণের আলয় (যোগার্ণব)।" নাভিমধ্যে অর্থাৎ ক্ষুধাবোধের স্থানে। চিত্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রিয ও কর্মেন্দ্রিয শক্তির বশগ হইয়া প্রাণ তাহাদের বাহ্যোদ্ভব-বোধাধিষ্ঠানাংশ ধারণ করে॥ ৪৫॥

শারীর-ধাতুগত-বোধাধিষ্ঠানকে ধারণ করা উদানের কার্য। "পুণ্যের দ্বারা পুণ্যলোকে, পাপের দ্বারা পাপলোকে উদান নয়ন করে", এই শ্রুতি হইতে, আর "উদানজয়ে জল-পঙ্ক-কণ্টকাদির সহিত অসঙ্গ অর্থাৎ শরীর লঘু হয, এবং ইচ্ছামৃত্যু-ক্ষমতা হয", এই যোগসূত্র হইতে, এবং "উদান শরীরত্যাগের হেতু", এই শাস্ত্রবাক্য হইতে জানা গেল যে অপনীয়মান উদানের দ্বারা মরণব্যাপার শেষ হয়। মরণকালে অগ্রে বাহ্যজ্ঞান ও চেষ্টার নিবৃত্তি হয। যথা উক্ত হইয়াছে, "মরণকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া মুখ্য প্রাণবৃত্তি লইয়া অবস্থান করে" (প্রশ্ন উপ. শাঙ্করভাষ্য) তখন (বাহ্য-জ্ঞানের ও কর্মের নিবৃত্তি হইলে) শারীর-ধাতুগত বোধই অবশিষ্ট থাকে, যাহা ক্রমশঃ শরীরাঙ্গসকল ত্যাগ করিলে মৃত্যু হয। অতএব উদান শারীর-ধাতুগত বোধ হইল। স্মৃতি যথা, "মর্মসকল ছিদ্যমান হইলে জন্তু শরীর ত্যাগ করে" (অশ্বমেধপর্ব)। মর্ম অর্থাৎ শারীর-ধাতুগত-বোধাধিষ্ঠান। "তাহাদের (নাড়ীর) মধ্যে একের দ্বারা উদান ঊর্ধ্বগত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে, এবং "সুষুম্না ঊর্ধ্বগামিনী", "সুষুম্না জ্ঞাননাড়ী, তাহা যোগীদের সিদ্ধিদায়িনী" এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে,

সামান্যবৃত্তিরিতি। উক্তঞ্চ "তয়ৈকয়োর্ধ্বঃ সন্নুদানো বায়ুরাপাদতলমস্তকবৃত্তিঃ" ইতি। চিত্তেন্দ্রিয়শক্তিবশগা উদানশক্তিস্তেষাং ধাতুগতবোধাধিষ্ঠানাংশং বিধত্তে॥ ৪৬॥

চালনশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং ব্যানকার্যম্। "অতো যান্যন্যানি বীর্যবন্তি কর্মাণি যথা-গ্নের্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আয়মনম্" ইতি, "যো ব্যানঃ সা বাক্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ স্বেচ্ছচালনশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং ব্যানকার্যমিতি গম্যতে। "অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি" ইতি শ্রুতেঃ হৃদয়াৎ প্রস্থিতাসু নাড়ীষু ব্যানবৃত্তিরিত্যপি চ গম্যতে। তা হি হৃন্মূলা নাড্যো রসরক্তাদীন্ সঞ্চালয়ন্তি। তথা চ স্মৃতিঃ "প্রস্থিতা হৃদয়াৎ সর্বাস্তির্য-গূর্ধ্বমধস্তথা। বহন্ত্যন্নরসান্নাড্যো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ॥" ইতি। অতঃ স্বেচ্ছসঞ্চালকে স্বতঃসঞ্চালকে চ শরীরাংশে ব্যানবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্। এতয়োরন্ত্যে চ তস্য মুখ্যবৃত্তিঃ। ইতরকরণশক্তিবশগেন ব্যানেন তত্রত্য-সঞ্চালকাংশো বিধ্রিয়ত ইতি॥ ৪৭॥

মলাপনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানধারণমপানকার্যম্। "নিরোজসাং নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক্ পৃথগ্" ইতি স্মৃতেরোজোহীনানাং সর্বধাতুগতমলানাং পৃথক্করণমেবাপানকার্যম্। ন তু

মেরুদণ্ডের মধ্যগত ঊর্ধ্বস্রোতস্বিনী সুষুম্না নাড়ী, যাহা আন্তরবোধের মুখ্যস্রোতঃ, তাহাতে উদানের মুখ্যবৃত্তি, আর সর্বত্র সামান্যবৃত্তি, যথা উক্ত হইয়াছে, "ঊর্ধ্বগত উদান আপাদতল-মস্তকবৃত্তি" (প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্য)। চিত্ত ও ইন্দ্রিয়শক্তির বশগ হইয়া উদান তাহাদের ধাতুগত-বোধাধিষ্ঠানাংশ বিধারণ করে॥ ৪৬॥

চালনশক্তির যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা ব্যানের কার্য। "অগ্নিউৎপাদনার্থ অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণ, লক্ষ্য স্থানে ধাবন, দৃঢ়ধনুর আয়মন প্রভৃতি যে সকল অন্য বীর্যবৎ কার্য তাহারা ব্যানের", "যাহা ব্যান, তাহা বাগিন্দ্রিয়" ইত্যাদি শ্রুতি (ছান্দোগ্য) হইতে স্বেচ্ছচালন শক্তির যাহা অধিষ্ঠান তাহা ধারণ করা ব্যানের কার্য বলিয়া জানা যায়। "হৃদয়ে ১০১ নাড়ী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের ৭২০০০ প্রতিশাখা নাড়ী আছে, তাহাতে ব্যান সঞ্চরণ করে" এই শ্রুতির দ্বারা, হৃদয় হইতে প্রস্থিত নাড়ীসকলেও ব্যানের স্থান বলিয়া জানা যায়। সেই হৃদয়মূলা নাড়ীসকল রসরক্তাদিকে সঞ্চালিত করে, স্মৃতি যথা—"প্রাণসকল হৃদয় হইতে বক্রভাবে, ঊর্ধ্বে ও অধোদিকে প্রস্থিত হইয়াছে। নাড়ীগণ দশ-প্রাণ-প্রেরিত হইয়া অন্নের রসসকল বহন করে।" এই হেতু স্বেচ্ছসঞ্চালক এবং স্বতঃসঞ্চালক এই উভয় শরীরাংশেই ব্যানের স্থান, ইহা সিদ্ধ হইল। এতন্মধ্যে শেষেরটেই বা স্বতঃসঞ্চালক শরীরাংশেই ব্যানের মুখ্যবৃত্তি। অন্যান্য করণশক্তির বশগ হইয়া ব্যান তাহাদের সঞ্চালক অংশ বিধারণ করে (পৌরাণিক দশপ্রাণ যথা, প্রাণ-উদান-ব্যান-অপান-সমান, তদ্ব্যতীত নাগ-কূর্ম-কৃকর বা কৃকল-দেবদত্ত-ধনঞ্জয়)॥ ৪৭॥

মলাপনয়ন-শক্তির অধিষ্ঠান ধারণ করা অপানের কার্য। "নিরোজ (মৃতবৎ ত্যক্ত) মল-সকলের পৃথক্ পৃথক্ নির্গমন করা" (মহাভারত)। এই স্মৃতি হইতে সর্বধাতুগত জীবনহীন মলকে পৃথক্ করাই অপানের কার্য। বিণ্মূত্রোৎসর্গ অপানের কার্য নহে, কারণ তাহারা পায়ুনামক

বিণ্মূত্রোৎসর্গস্তৎকার্যং তস্য পায়ুকার্যত্বাৎ। "পায়ূপস্থেঽপানম্" ইতি শ্রুতেঃ মূত্রাদিমল-পৃথক্কারকে শরীরাংশে পায়্বাদৌ তস্য মুখ্যা বৃত্তিঃ, সর্বগাত্রেষু চ সামান্যবৃত্তিরিতি॥ ৪৮॥

দেহোপাদাননির্মাণশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং সমানকার্যম্। তথা চ শ্রুতিঃ "এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি" ইতি, "যদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতা-বাহুতী সমং নয়তীতি স সমান" ইতি চ। অতস্ত্রিবিধাহার্যস্য দেহোপাদানত্বেন পরিণমনং সমানকার্যমিতি সিদ্ধম্। উক্তঞ্চ "পীতং ভক্ষিতমাঘ্রাতং রক্তপিত্তকফানিলাৎ। সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মারুতঃ॥" ইতি। "মধ্যে তু সমান" ইতি শ্রুতের্নাভি-দেশস্থে আমাশয়পক্বাশয়াদৌ মুখ্যা সমানবৃত্তিঃ; সর্বগাত্রেষু চ তস্য সামান্যবৃত্তিরিতি। যথোক্তং যোগার্ণবে "সর্বগাত্রে ব্যবস্থিত" ইতি॥ ৪৯॥

বাহ্যোদ্ভববোধাধিষ্ঠানং ধাতুগতবোধাধিষ্ঠানং চালকশক্ত্যধিষ্ঠানং মলাপনয়নশক্ত্য-ধিষ্ঠানং দেহোপাদাননির্মাণশক্ত্যধিষ্ঠানঞ্চেতি পঞ্চৈতেষামধিষ্ঠানানাং সংঘাতঃ শরীরম্। এভ্যোঽতিরিক্তঃ নাস্ত্যন্যঃ শরীরাংশঃ। প্রকাশাধিক্যাৎ প্রাণঃ সাত্ত্বিকঃ, আবৃততরত্বাদু-দানঃ সাত্ত্বিকরাজসঃ, ক্রিয়াধিক্যাদ্ ব্যানো রাজসঃ, অপানো রাজসতামসঃ, স্থিত্যাধিক্যাৎ সমানশ্চ তামসঃ॥ ৫০॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়বৎ প্রাণা অপ্যস্মিতাত্মকাঃ, শ্রুতিশ্চাত্র "আত্মন এষ প্রাণো জায়ত" ইতি। অপরিণামিত্বাচ্চিদাত্মনঃ অত্র আত্মনোঽস্মিতায়া ইত্যর্থঃ। "সত্ত্বাৎ সমানো ব্যানশ্চ ইতি যজ্ঞবিদো বিদুঃ। প্রাণাপানাবাজ্যভাগৌ তযোর্মধ্যে হুতাশনঃ॥"

কর্মেন্দ্রিয়ের স্বেচ্ছামূলক কার্য। "পায়ু ও উপস্থে অপান" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, মূত্রাদি-মল-পৃথক্কারক পায়ু আদি শরীরাংশে অপানের মুখ্যবৃত্তি এবং সর্বশরীরে তাহার সামান্যবৃত্তি॥ ৪৮॥

দেহের উপাদান (রস-রক্ত-মাংসাদি) নির্মাণ করিবার যে শক্তি, তাহার যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা সমানের কার্য। শ্রুতি (প্রশ্ন) যথা—"এই সমান হুত অন্নকে সমনয়ন করে, তাহাতে অন্ন সপ্তার্চি হয়।" অন্য শ্রুতি যথা—"উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপ এই দুই আহুতিকে যে সমনয়ন করে, সে সমান।" অতএব ত্রিবিধ আহার্যকে (বায়ু, পেয় ও অন্নকে) দেহোপাদানরূপে পরিণত করাই সমানের কার্য ইহা সিদ্ধ হইল। যথা উক্ত হইয়াছে, "পীত, ভুক্ত ও আঘ্রাত আহারকে রক্ত, পিত্ত, কফ ও বায়ু হইতে (শরীররূপে) সমনয়ন করা সমান বায়ুর কার্য" (যোগার্ণব)। "মধ্যে সমান", এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, নাভিদেশস্থ আমাশয় ও পক্বাশয়াদিতে সমানের মুখ্যবৃত্তি, আর সর্বত্র তাহার সামান্যবৃত্তি। যথা যোগার্ণবে উক্ত হইয়াছে, "সমান সর্বগাত্রে ব্যবস্থিত"॥ ৪৯॥

বাহ্যোদ্ভব-বোধের অধিষ্ঠান, ধাতুগত-বোধের অধিষ্ঠান, চালক-শক্তির অধিষ্ঠান, মলাপনয়ন-শক্তির অধিষ্ঠান, আর দেহোপাদাননির্মাণ-শক্তির অধিষ্ঠান, এই পঞ্চ অধিষ্ঠানের সঙ্ঘাত শরীর। ইহাদের অতিরিক্ত আর শরীরাংশ নাই। প্রাণসকলের মধ্যে আদ্য প্রাণে প্রকাশাধিক্য-হেতু তাহা সাত্ত্বিক, তাহা হইতে আবৃততরত্ব-হেতু উদান সাত্ত্বিক-রাজস, ক্রিয়াধিক্য-হেতু ব্যান রাজস, অপান রাজস-তামস, আর স্থিতাধিক্য-হেতু সমান তামস॥ ৫০॥

ইতি স্মৃতেরপ্যন্তঃকরণাৎ প্রাণোৎপত্তিঃ সিদ্ধা। তথা চ সাংখ্যানুশিষ্টিঃ "সামান্যকরণ-বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বাযবঃ পঞ্চ" ইতি। অন্তঃকরণত্রযাণাং প্রাণো বৃত্তিঃ পরিণাম ইতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

বাহ্যকরণবিচারে জ্ঞানেন্দ্রিযেষু প্রকাশগুণস্যাধিক্যং ক্রিয়াস্থিত্যোশ্চাপ্রাধান্যং, ততঃ সাত্ত্বিকং জ্ঞানেন্দ্রিযম্। কর্মেন্দ্রিয়েষু ক্রিযাগুণস্য প্রাধান্যং প্রকাশস্থিত্যোরল্পতা, ততঃ রাজসং কর্মেন্দ্রিয়ম্। প্রাণেষু চ স্থিতিগুণস্য প্রাধান্যং প্রকাশগুণস্যাস্ফুটতা তথা স্বেচ্ছানধীনত্বাৎ কর্মেন্দ্রিযেভ্যঃ ক্রিযাগুণস্যাপ্যপকর্ষস্তস্মাৎ প্রাণাস্তামসাঃ ॥ ৫২ ॥

তন্মাত্রসংগৃহীতানি আবুদ্ধি-সমানান্তানি করণানি। বাহ্যাশ্রিতাস্তেষাং বিষয়াঃ। গ্রহণেন গ্রাহ্যো যথা ব্যবহ্রিয়তে স বিষযঃ। গ্রাহ্যগ্রহণযোর্ব্যতিষঙ্গফলং বিষযঃ। শ্রূযতে চ "এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশপ্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং, যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুর্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ।" গ্রাহ্যো বিষযদ্বারেণ গৃহ্যতে তস্মাদ্ বিষয়ঃ সম্পর্কফলোঽপি বাহ্যাশ্রিত ইবাবভাসতে। যথা শব্দবিষয়ঃ গ্রাহ্যাশ্রিত ইব প্রতীযতে, বস্তুতস্তু নাস্তি গ্রাহ্যদ্রব্যে শব্দঃ, তত্র ঘাতজন্যো বেপথুরেবাস্তি। বিষয়া

জ্ঞানেন্দ্রিয ও কর্মেন্দ্রিযের ন্যায প্রাণও অস্মিতাত্মক। এ বিষযে প্রশ্ন শ্রুতি যথা—"আত্মা হইতে এই প্রাণ প্রজাত হয", অর্থাৎ আত্মা হইতে যাহা হইবে, তাহা অভিমানাত্মক হইবে। চিদাত্মা অবিকারী, অতএব যে-আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয তাহা অহংকাররূপ বিকারী আত্মা। "যজ্ঞবিদেরা বলেন, বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে সমান, ব্যান এবং আজ্যভাগ (ঘৃত)-রূপ প্রাণ ও অপান এবং তাহাদের মধ্যস্থ হুতাশনরূপ উদান উৎপন্ন হয" (অশ্বমেধপর্ব)। এই স্মৃতির দ্বারাও অন্তঃকরণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি সিদ্ধ হয। সাংখ্যীয উপদেশ যথা—"অন্তঃকরণত্রযের সামান্যবৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু" অর্থাৎ অন্তঃকরণত্রযের এক প্রকার 'বৃত্তি' বা পরিণামই প্রাণ ॥ ৫১ ॥

(এক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রিয, কর্মেন্দ্রিয ও প্রাণ, এই তিন প্রকার বাহ্যকরণের একত্র তুলনা হইতেছে) বাহ্যকরণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিযে প্রকাশগুণের আধিক্য এবং ক্রিযা ও স্থিতিগুণের অপ্রাধান্য, তজ্জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয সাত্ত্বিক। কর্মেন্দ্রিযে ক্রিযাগুণের প্রাধান্য, প্রকাশ ও স্থিতির অল্পতা তজ্জন্য কর্মেন্দ্রিয রাজস। প্রাণসকলে স্থিতিগুণের প্রাধান্য, প্রকাশগুণের অস্ফুটতা, আর স্বেচ্ছার অনধীন বলিয়া কর্মেন্দ্রিযাপেক্ষা ক্রিযাগুণের অপকর্ষ, তজ্জন্য প্রাণ তামস ॥ ৫২ ॥

তন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত বুদ্ধি হইতে সমান পর্যন্ত সমস্ত শক্তিই করণ। তাহাদের বিষয বাহ্যদ্রব্যাশ্রিত। গ্রহণশক্তির দ্বারা গ্রাহ্য যেরূপে ব্যবহৃত হয, তাহাই বিষয। (বাহ্যবিষয ত্রিবিধ, জ্ঞানেন্দ্রিযের বিষয প্রকাশ্য, কর্মেন্দ্রিযের বিষয কার্য ও প্রাণের বিষয ধার্য)। বিষয গ্রাহ্য ও গ্রহণের সম্পর্কফল। শ্রুতি যথা—"শব্দাদি দশটি ভূতমাত্রা প্রজ্ঞা অর্থাৎ ইন্দ্রিযসমূহকে অধিকার করিযা অবস্থান করে বলিযা 'অধিপ্রজ্ঞ' নামে অভিহিত হয, এবং দশটি প্রজ্ঞামাত্রা বা বিজ্ঞান, অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিযভূত বিষযসমূহকে আশ্রয করিযা অবস্থান করে বলিযা 'অধিভূত' নামে কথিত হয়। যদি শব্দাদি বিষয না থাকে, তবে বাগাদি ইন্দ্রিয়ও থাকিবে না, পক্ষান্তরে বাগাদি ইন্দ্রিয না

গ্রাহ্যাশ্রিতধর্মরূপেণ গ্রাহ্যাশ্চ ধর্মাশ্রয়রূপেণ ব্যবহ্রিয়ন্তে তস্মান্নাস্তি গ্রাহ্যস্য বাস্তবমূল-স্বরূপসাক্ষাৎকারোপায়ঃ। গৌণেনানুমানাদিনা তৎস্বরূপমবগম্যতে। বিষয়াস্তু সাক্ষাৎ-কৃতস্বরূপাঃ। করণপ্রসাদবিশেষাদ্ বিষয়স্যৈব সূক্ষ্মাবস্থা সাক্ষাৎক্রিয়তে যোগিভির্ন মূল-গ্রাহ্যমিতি ॥ ৫৩ ॥

বাহ্যধর্মাশ্রয়ো গ্রাহ্যোঽধুনা বিচার্যতে। বোধ্যত্বং ক্রিয়াত্বং জাড্যঞ্চেতি গ্রাহ্যধর্মাঃ। তত্র সবিশেষাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা ইতি পঞ্চ প্রকাশ্যধর্মাঃ, অন্যে চ বোধ্যবিষয়া গ্রাহ্যাশ্রিতবোধ্যত্বধর্মাঃ। দেশান্তরগতির্বাহ্যস্য ক্রিয়াত্বধর্মলক্ষণম্। কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ শরীরং সঞ্চাল্য তথা প্রকাশ্যবিষয়পরিণতিং দেশান্তরগতিঞ্চাবলোক্য ক্রিয়াত্বধর্মা উপলভ্যন্তে। ক্রিয়াবোধকা জাড্যধর্মাঃ। শারীরবাধাং বুদ্ধা তথা জাড্যাপগমাত্মকে শরীরচালনে কর্মশক্তিব্যয়ঞ্চ বুদ্ধা, তথা চ প্রকাশ্যবিষয়াবরণমবলোক্য জাড্যধর্মা অবগম্যন্তে। কঠিনতা-তরলতা-বায়বীয়তা-রশ্মিতাদয়ঃ জাড্যমূলা বোধাঃ ॥ ৫৪ ॥

থাকিলে শব্দাদি বিষয়ও থাকিবে না।" (কৌষীতকী)। গ্রাহ্য বস্তু বিষয়রূপে গৃহীত হয়, তজ্জন্য (গ্রাহ্য-গ্রহণের) সম্পর্কফল হইলেও বিষয় বাহ্যাশ্রিতের ন্যায় প্রতীত হয়। যেমন শব্দবিষয় গ্রাহ্যাশ্রিত ধর্মরূপে প্রতীত হয়; বস্তুতঃ কিন্তু গ্রাহ্যদ্রব্যে শব্দ নাই, তাহাতে আঘাত-জন্য কম্পনমাত্র আছে। বিষয়সকল যেমন গ্রাহ্যাশ্রিত, গ্রাহ্যও তেমনি শব্দাদিবিষয়রূপ জ্ঞেয় ধর্মের আশ্রয়রূপে ব্যবহৃত হয়। তজ্জন্য বিষয়ের বাস্তব-মূল সাক্ষাৎকারের উপায় নাই, অনুমানাদি গৌণ হেতুর দ্বারা তাহার সেই মূল-স্বরূপ জানা যায়। বিষয় স্বয়ং সাক্ষাৎকৃত-স্বরূপ। করণের নৈর্মল্য-বিশেষ অর্থাৎ সমাধি হইতে বিষয়েরই সূক্ষ্মাবস্থা (ভূততন্মাত্ররূপ) সাক্ষাৎকৃত হয়, গ্রাহ্যমূলের সাক্ষাৎকার বাহ্যরূপে হয় না (কিন্তু গ্রহণরূপে হয়) ॥ ৫৩ ॥

বাহ্যধর্মের আশ্রয়-স্বরূপ গ্রাহ্য অধুনা বিচারিত হইতেছে। বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাড্য ইহারা গ্রাহ্যধর্ম, অর্থাৎ সমস্ত গ্রাহ্যধর্ম মূলতঃ এই ত্রিবিধ। তন্মধ্যে স্বগতবৈচিত্র্যের সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ প্রকাশ্যধর্ম এবং অন্য বোধ্যবিষয় গ্রাহ্যাশ্রিত বোধ্যত্বধর্ম অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণগত অনুভবশক্তির দ্বারা যাহা বোধগম্য হয়, তাহাই বোধ্যত্বধর্ম। দেশান্তরগতি বাহ্যের ক্রিয়াত্বধর্মের লক্ষণ। ক্রিয়াত্বধর্ম তিন প্রকারে উপলব্ধ হয়, যথা—(১) কর্মেন্দ্রিয়ের বা স্বকীয় চালনশক্তির দ্বারা (ইহাতে শরীরে গতির অনুভব হয়), (২) প্রকাশ্য-বিষয় বা শব্দাদির পরিণাম দেখিয়া জানা যায় যে, তাহারা ক্রিয়াযুক্ত, (৩) বাহ্য দ্রব্যের দেশান্তর-গতি দেখিয়াও ক্রিয়াত্বধর্ম জানা যায়। ক্রিয়ার বোধক ধর্মের নাম জাড্যধর্ম। জাড্যধর্মও তিন প্রকারে বোধগম্য হয়, যথা—(১) শরীরের বাধা বোধ করিয়া, অর্থাৎ শরীরে গতিশীল দ্রব্যের বাধা পাইয়া বোধ অথবা গতিশীল শরীরের কোন দ্রব্যের দ্বারা বোধ, এই ক্রিয়াবোধ বুঝিয়া, (২) শরীর-চালন জাড্যের অপগম-স্বরূপ, তাহাতে কর্মশক্তি ব্যয় হয় ইহা অনুভব করিয়া (ইহাতে শরীরের জাড্যমাত্র বোধগম্য হয়); এবং (৩) প্রকাশ্যবিষয় যে শব্দাদি, তাহার আবরণ গোচর করিয়া, অর্থাৎ

প্রত্যেকং বাহ্যদ্রব্যেষু বোধ্যত্বক্রিয়াত্বজাড্যধর্মাণাং কতিপয়বিশেষধর্মা বর্তন্তে। তাদৃংশি ত্রিবিশেষধর্মাশ্রয়দ্রব্যাণি ভৌতিকমিত্যুচ্যতে, যথা ঘটপটধাতুপাষাণাদয়ঃ। ক্রিয়াত্বজাড্যয়োরপি বোধ্যত্বাৎ তয়োর্বোধ্যত্বধর্মে উপসর্জনীভাবঃ। দ্বিবিধো হি বাহ্য-বোধ্যত্বধর্মঃ, প্রকাশ্যবিষয়ো বাহ্যোদ্ভবানুভাব্যবিষয়শ্চেতি। তত্র প্রকাশ্যধর্মাণামেব বাহ্যাভিবিধির্বিস্তারযুক্তো বাহ্যবস্তুপ্রতীতিরূপঃ। বাহ্যজন্যত্বেঽপি নানুভাব্যবিষয়স্য সুখকরত্বাদের্বাহ্যাভিবিধিঃ। তস্মাৎ সর্ববোধ্যত্বক্রিয়াত্বজাড্যধর্মেষু পুরোবর্তিনঃ প্রকাশ্য-ধর্মাঃ। তান্ পুরস্কৃত্যান্যে উপলভ্যন্তে। তস্মাৎ প্রকাশ্যধর্মানুসারত এব স্থূলবিষয়ান্ সূক্ষ্মবিষয়েষু বিভজ্য সাক্ষাৎকরণীয়ম্। প্রত্যক্ষবিষয়াণাং প্রকাশ্যধর্মাণাং শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধা ইতি পঞ্চ ভেদাঃ। তস্মাৎ পঞ্চ এব তত্তদ্ধর্মাশ্রয়াণি সাক্ষাৎকারযোগ্যানি ভৌতিকোপাদানানি ভূতাখ্যদ্রব্যাণি। ক্রিয়াত্বজাড্যে পরিণামকত্বতারূপাভ্যাং সামান্যতো ভূতেষু সমন্বাগতে॥ ৫৫॥

আকাশবায়ুতেজোঽপ্‌ক্ষিতয়ো ভূতানি। তত্র শব্দময়ং জড়পরিণামিদ্রব্যমাকাশম্। তথা স্পর্শাদিময়া যথাক্রমং বায়্বাদয়ঃ। প্রকাশ্যধর্মমূলবিভাগত্বান্ন ভূতানি হস্তাদিভিঃ

ব্যবধান-দূরতাদির দ্বারা জ্ঞানবোধ বোধ করিয়া। কঠিনতা, তরলতা, বায়বীয়তা, রশ্মিতা প্রভৃতি বোধসকল জাড্যধর্মমূলক॥ ৫৪॥

প্রত্যেক বাহ্যদ্রব্যে বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাড্যধর্মের কতিপয় বিশেষ ধর্ম বর্তমান থাকে। সেইরূপ ত্রিবিশেষ-ধর্মাশ্রয় দ্রব্যকে ভৌতিক দ্রব্য বলে। যেমন ঘট, পট, ধাতু, পাষাণ প্রভৃতি। (ত্রিবিশেষ ধর্মের উদাহরণ যথা—স্বর্ণ একটি ভৌতিক দ্রব্য, উহাতে স্ববিশেষ হরিদ্রাবর্ণরূপ বোধ্যত্ব-ধর্মের বিশেষ ধর্ম আছে, সেইরূপ স্ববিশেষ শব্দাদিও আছে। ভার বা পৃথিবীর অভিমুখে গমনরূপ বিশেষ ক্রিয়াধর্ম এবং অন্যান্য বিশেষ ক্রিয়াও আছে। সেইরূপ বিশেষ-প্রকারের কঠিনতা এবং অন্যান্য বিশেষপ্রকার জাড্যধর্ম আছে। এইরূপে সমস্ত ভৌতিক দ্রব্যই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাড্যধর্মের আশ্রয়)।

ক্রিয়াত্ব ও জাড্যধর্মও বোধ্য (নচেৎ কিরূপে গোচর হইবে?)। সেইজন্য বোধ্যত্বধর্মেই তাহাদের উপসর্জনভাব অর্থাৎ তাহারা গৌণভাবে থাকে। সেই বাহ্য বোধ্যত্বধর্ম দ্বিবিধ, প্রকাশ্য-বিষয় (শব্দ-স্পর্শাদি) এবং বাহ্যোদ্ভব অনুভবের বিষয়। তন্মধ্যে প্রকাশ্যধর্ম সকলেরই বাহ্যবস্তু-প্রতীতিরূপ বিস্তারযুক্ত বাহ্যব্যাপ্তি আছে। বাহ্যজন্য হইলেও অনুভাব্য বিষয়ের (সুখকরত্বাদি) বাহ্যব্যাপ্তি স্ফুট নহে। তজ্জন্য সমস্ত বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাড্যধর্মের মধ্যে পুরোবর্তী প্রকাশ্যধর্ম। প্রকাশ্য ধর্মসকলকে অগ্রবর্তী করিয়া অন্য সব ধর্ম উপলব্ধ হয়। তজ্জন্য প্রকাশ্যধর্মানুসারেই বাহ্য স্থূল বিষয়কে সূক্ষ্ম বিষয়ে বিভাগ করিয়া সাক্ষাৎকার করা কর্তব্য। প্রত্যক্ষবিষয় যে প্রকাশ্য ধর্ম-সকল তাহাদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-নামক পঞ্চ ভেদ আছে। তজ্জন্য সেই পঞ্চ প্রকার ধর্মের আশ্রয়-স্বরূপ সাক্ষাৎকারযোগ্য ভৌতিকের মূলীভূত পঞ্চ প্রকার দ্রব্য আছে, তাহাদের নাম ভূততত্ত্ব। ক্রিয়াত্ব ও জাড্যধর্ম, পরিণাম ও বোধকত্বরূপে ভূতেতে সামান্যভাবে অনুগত আছে॥ ৫৫॥

পৃথক্করণীয়ানি। হস্তাদিভির্বিভক্তস্য ভৌতিকস্য ভৌতিকান্তরেষু অতত্ত্বানুসারী বিভাগঃ স্যাৎ। নিরুদ্ধাপরেষু একৈকেন জ্ঞানেন্দ্রিয়েণ ভূতানি পৃথগুপলভ্যন্তে। বিতর্কানুগত-সমাধৌ নিরুদ্ধেষু ত্বগাদিষু অনিরুদ্ধেন শ্রোত্রমাত্রেণ যদ্বাহ্যং শব্দময়ং বস্তুস্তীতি প্রত্যক্ষী-ক্রিয়তে তদাকাশস্বরূপম্। এতেন বায়্বাদীনামপি স্বরূপমুক্তম্। কেচিদ্বদন্তি ন সন্তি শব্দাদ্যেকৈকগুণাশ্রয়াণি পৃথগ্ভূতানি দ্রব্যাণি, হস্তাদিভিঃ পৃথক্কৃতানাং তাদৃশামলা-ভাদিতি। লৌকিকানামর্বাগ্দৃশাং পক্ষে তৎ সত্যং, ন তু যোগিনাং সমাধিবলযুক্তানামিতি ব্যাখ্যাতম্। তৈঃ পুনরিদমুচ্যতে, একস্যৈব জড়বাহ্যদ্রব্যস্য ক্রিয়াভেদাঃ শব্দাদয়ঃ, কিং পঞ্চদ্রব্যকল্পনেনেতি। তত্রেদং বক্তব্যম্, শব্দাদীনাং ক্রিয়াজন্যত্বাৎ ন চ শব্দাদিমূলস্য বাহ্যদ্রব্যস্য যস্য ক্রিয়াভ্যঃ শব্দাদয় উৎপদ্যন্তে তস্যাস্তি প্রত্যক্ষযোগ্যতা। বাহ্যস্যানুমেয়ম-প্রত্যক্ষযোগ্যং মূলমস্মিতাত্মকমুপরিষ্টাৎ প্রতিপাদয়িষ্যামঃ। বাহ্যমূলায়া অস্যা অস্মিতায়াঃ পরিণামভেদা এব শব্দাদীনামাশ্রয়দ্রব্যাণি। গ্রাহ্যদৃশি গ্রাহ্যভূতপ্রকাশক্রিয়াস্থিত্যাত্মকং

আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি এই পাঁচটি পঞ্চভূতের নাম (সাধারণ জল, বাতাস, মাটি নহে)। তন্মধ্যে শব্দময় জড় পরিণামী দ্রব্য আকাশের লক্ষণ। সেইরূপ স্পর্শাদিময় জড় পরিণামী দ্রব্যসকল যথাক্রমে বায়ু, তেজ ইত্যাদি। প্রকাশ্য (প্রত্যক্ষ) ধর্মমূলক বিভাগ বলিয়া ভূতসকল হস্তাদির দ্বারা পৃথক্করণের যোগ্য নহে। হস্তাদির (অর্থাৎ হস্ত ও তৎসহায় যন্ত্রাদির) দ্বারা বিভাগ করিলে ভৌতিক দ্রব্যের অপর আর এক ভৌতিকে অতত্ত্বানুসারী বিভাগ হয়। (মনে কর, সিন্দুরকে পারদ ও গন্ধকে বিভাগ করিলে, তাহা ভৌতিককে ভৌতিকে বিভাগ করা হইল, তত্ত্বান্তরে বিভাগ হইল না। তবে ভূতসকল কিরূপে পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধ হয়?—) অপর সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া কেবল একটিমাত্র অনিরুদ্ধ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা এক একটি ভূত উপলব্ধ হয়। বিতর্কানুগত সমাধিতে ত্বগাদি নিরুদ্ধ করিয়া কেবল একমাত্র অনিরুদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বাহ্য 'শব্দময় বস্তু আছে' বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই আকাশের স্বরূপ ('তত্ত্বসাক্ষাৎকার' দ্রষ্টব্য)। ইহার দ্বারা বায়ু, তেজ প্রভৃতির স্বরূপও ঐ প্রকার বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, শব্দাদি এক একটি গুণের আশ্রয়-স্বরূপ পঞ্চ পৃথক্ দ্রব্য নাই, কারণ হস্তাদির দ্বারা পৃথক্ করিয়া তাদৃশ দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্থূলদৃষ্টি লৌকিক পুরুষের পক্ষে তাহা সত্য, কিন্তু সমাধিবলযুক্ত যোগীদের পক্ষে তাহা সত্য নহে, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ হস্তাদিদ্বারা পৃথক্ করণযোগ্য না হইলেও যোগীরা সমাধিস্থৈর্যবলে ঐ পাঁচটি ভাব পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহারা পুনরায় বলেন, একই জড় বাহ্য-দ্রব্যের ক্রিয়া-ভেদই শব্দস্পর্শাদি, অতএব পঞ্চ দ্রব্য কল্পনা করিয়া লাভ কি? তাঁহাদের শঙ্কার উত্তর এই—শব্দাদি ক্রিয়াজাত, অতএব শব্দাদির মূল যে বাহ্যদ্রব্য, যাহার ক্রিয়া হইতে শব্দাদিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার প্রত্যক্ষযোগ্যতা নাই। বাহ্যের অপ্রত্যক্ষযোগ্য কিন্তু অনুমেয় অস্মিতা-স্বরূপ মূল আমরা পরে প্রতিপাদিত করিব। সেই অস্মিতা-স্বরূপ বাহ্যমূলের পরিণাম-ভেদই শব্দাদির আশ্রয়দ্রব্য। গ্রাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হইবে যে গ্রাহ্যভূত প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিত্যাত্মক দ্রব্যই শব্দরূপাদির বাহ্যমূল। মূলদ্রব্যের অন্বেষণেচ্ছু পণ্ডিতদের দ্বারা তদ্ব্যতীত

দ্রব্যমেব শব্দরূপাদের্বাহ্যম্ মূলম্ ইতি বক্তব্যম্। নান্যদত্র কিঞ্চিদ্ বক্তব্যং স্যাৎ মূলং গবেষযতা প্রেক্ষাবতা। তস্যৈব মূলদ্রব্যস্য প্রকাশগুণস্য ভেদঃ স্থূলসূক্ষ্মশব্দাদয়ঃ। তথা ক্রিয়াস্থিত্যোর্ভেদাঃ শব্দাদিসহগতাঃ ক্রিযাজাড্যযোর্বিশেষাঃ। যেষামস্মিতাত্মকং বাহ্য-মূলমনভিমতং তেষাং শব্দাদ্যাশ্রয়দ্রব্যং সর্বথাঽপ্রমেয়ং স্যাৎ। অপ্রমেয়দ্রব্যমেকমনেকং বেতি ন বিচার্যম্। কিঞ্চ প্রত্যক্ষধর্মানুসারত এব ভূতবিভাগঃ। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মমপি বাহ্যভাবং সাক্ষাৎকুর্বতঃ পঞ্চধৈব বাহ্যোপলব্ধিঃ স্যাৎ॥ ৫৬॥

যথা লৌকিকৈরিন্দ্রিবিশেষধর্মাশ্রযাণি ভৌতিকদ্রব্যাণি সন্তীতি নিশ্চীযতে, তথা যোগিভিরপি ভূততত্ত্বং সাক্ষাৎকুর্বদ্ভিঃ শব্দাদ্যেকৈকধর্মাশ্রয়িণো বাহ্যভাবা-নিশ্চীযন্তে। যথা বা লৌকিকৈর্হাটকরূপকাদিষু ভৌতিকানি বিভজ্য শিল্পাদৌ প্রযুজ্যন্তে, তথা যোগিভিরপি সর্বভৌতিকেষু শব্দমযাদীনি ভূতাখ্যানি পঞ্চদ্রব্যাণি সাক্ষাৎকুর্বদ্ভিস্ত্রিকাল-দর্শনাদৌ তানি প্রযুজ্যন্তে। ভূতলক্ষণং যথাহ "শব্দলক্ষণমাকাশং বাযুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ। জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপমাপশ্চ রসলক্ষণাঃ। ধারিণী সর্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা॥" ইতি॥ ৫৭॥

ঘাতমন্থনাদিজন্যত্বাৎ ক্রিয়াত্মকাঃ শব্দাদয ইতি প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতম্। তত্র শব্দগুণস্যা-ব্যাহততা বিশ্বতঃ প্রসার্যতা তথেতরতুলনযা চ পুষ্কলগ্রাহ্যতা, ততঃ শব্দাশ্রযমাকাশং

এবিষয়ে অন্য কিছু বক্তব্য হইতে পারে না (গ্রাহ্য প্রকাশক্রিয়াস্থিতির অন্য দিক্ গ্রহণরূপ অস্মিতা)। সেই বাহ্যমূল দ্রব্যের প্রকাশগুণের ভেদ হইতেই নানাবিধ শব্দরূপাদি হয়। সেইরূপ তাহার ক্রিয়া ও স্থিতিধর্মের ভেদই শব্দাদিসহগত নানাবিধ ক্রিয়া ও জড়তা। যাঁহারা অস্মিতাত্মক বাহ্যমূল স্বীকার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে শব্দাদির আশ্রয়দ্রব্য সর্বথা অপ্রমেয় হইবে। সেই অপ্রমেয় দ্রব্য এক কি অনেক, তাহা বিচার্য নহে, অর্থাৎ তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, সেই বাহ্যমূল দ্রব্য একই হইবে, পঞ্চ হইবে না। কিঞ্চ প্রত্যক্ষীভূতধর্মানুসারে ভূতবিভাগ করা হয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাহ্যদ্রব্য-সাক্ষাৎকারকালেও পঞ্চ প্রকারেই বাহ্যের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ তাহা পঞ্চ ভাবেই প্রত্যক্ষ হয়, এক বলিয়া কখনও হয় না, তজ্জন্য ভূতরূপ প্রত্যক্ষতত্ত্ব পঞ্চ বলাই সঙ্গত॥ ৫৬॥

যেমন লৌকিকগণ বোধ্যত্বাদি তিন প্রকার ধর্মের কতকগুলি বিশেষ ধর্মের আশ্রয়-স্বরূপ ভৌতিক পদার্থ আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ নিশ্চয় করে, সেইরূপ যোগিগণ ভূততত্ত্ব-সাক্ষাৎকারকালে শব্দাদি এক একপ্রকার ধর্মের আশ্রয়ভূত বাহ্যভাব প্রত্যক্ষনিশ্চয় করেন। আর যেমন লৌকিকগণ স্বর্ণ-রৌপ্যাদিতে ভৌতিক পদার্থ বিভাগ করিয়া শিল্পাদিতে প্রয়োগ করে, সেইরূপ যোগিগণও ভৌতিকের ভিতর শব্দাদি এক এক গুণময় ভূতনামক পঞ্চ ভিন্ন দ্রব্য সাক্ষাৎ করিয়া তাহা ত্রিকালদর্শনাদিতে প্রয়োগ করেন ('তত্ত্বসাক্ষাৎকার' ৮ দ্রষ্টব্য)। ভূতলক্ষণ স্মৃতিতে (অশ্বমেধপর্ব) এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "আকাশ শব্দলক্ষণ, বায়ু স্পর্শলক্ষণ, তেজ রূপলক্ষণ, অপ্ রসলক্ষণ এবং সর্ব ভূতের ধারিণী পৃথ্বী গন্ধলক্ষণা"॥ ৫৭॥

সাত্ত্বিকম্। তাপাদেঃ শব্দাদপ্রসার্যতাদর্শনাদ্ বায়ুঃ সাত্ত্বিকরাজসঃ। তদুভয়াভ্যাং রূপস্য ব্যাহততরঃ প্রসারঃ তথাঽচিন্ত্যাশুসঞ্চারাচ্চ তস্য ক্রিয়াধিক্যং, ততস্তেজো রাজসম্। রসো গন্ধাৎ সূক্ষ্মক্রিয়াত্মকস্তস্মাদ্ অব্ভূতং রাজসতামসম্। স্থূলক্রিয়াত্মকত্বাদ্ গন্ধস্য ক্ষিতিভূতং তামসম্। স্মর্যতে চ "অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ ত্রিগুণাঃ পঞ্চ ধাতব" ইতি। পঞ্চ ধাতবঃ পঞ্চঃ ভূতানীত্যর্থঃ॥ ৫৮॥

ষড়্জর্ষভ-নীলপীত-মধুরাম্লাদয়ঃ শব্দাদিগুণানাং বিশেষাঃ। সৌক্ষ্ম্যাদ্ যত্র ষড়্জাদয়ো ভেদাঃ প্রত্যস্তমিতা ভবন্তি, তদবিশেষশব্দাদিভাবাশ্রয়ং বাহ্যদ্রব্যং তন্মাত্রম্। স্থূলস্য সূক্ষ্ম-সংঘাতজন্যত্বাৎ তন্মাত্রং ভূতকারণম্। ভূতবৎ তন্মাত্রমপি প্রত্যক্ষতত্ত্বং, নানুমেয়মাত্রম্। প্রত্যক্ষেণ যৎ তত্ত্বমুপলভ্যতে তৎ প্রত্যক্ষতত্ত্বম্। উক্তমিন্দ্রিয়াণাং বিষয়াত্মকক্রিয়া-বাহকত্বম্। সমাধিনা স্থৈর্যকাষ্ঠাপ্রাপ্তেষু ইন্দ্রিয়েষু তেষাং বিষয়াত্মচাঞ্চল্যগ্রাহকতাঽভাবে চ প্রত্যস্তময়তে বিষয়জ্ঞানম্। প্রাগস্তগমনাদতিস্থিরয়েন্দ্রিয়প্রণালিকয়া গৃহ্যমাণাতি-সূক্ষ্মবৈষয়িকোদ্রেকো যদ্বাহ্যজ্ঞানমুৎপাদয়তি তৎক্ষণপ্রতিযোগিনী ক্রিয়াপরিণতির্বা তন্মাত্রস্বরূপম্। তদাতিস্থৈর্যাদিন্দ্রিয়াণাং স্থূলক্রিয়াত্মানো বিশেষবিষয়াঃ সূক্ষ্ময়া একয়ৈব

ঘাত-মন্থনাদি-জাত বলিয়া শব্দাদি ক্রিয়াত্মক, ইহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে শব্দ-গুণের অব্যাহততা, চতুর্দিকে প্রসার, এবং অপর সকলের তুলনায় অধিকতম গ্রাহ্যতা ('সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য) দেখা যায়, তজ্জন্য শব্দাশ্রয় আকাশ সাত্ত্বিক। শব্দাপেক্ষা তাপাদির অপ্রসার্যতা দেখা যায় বলিয়া বায়ু সাত্ত্বিক-রাজস। তদুভয় হইতে রূপের প্রসার আরও বাধনযোগ্য (অর্থাৎ শব্দ ও তাপ যাহার দ্বারা বাধিত হয় না, রূপ তাহার দ্বারা বাধিত হয়) এবং তাহা অচিন্ত্যরূপে দ্রুতসঞ্চারী বা ক্রিয়াধিক বলিয়া তেজ রাজস। গন্ধ হইতে রস সূক্ষ্মক্রিয়াত্মক তজ্জন্য অপ্ রাজস-তামস। আর, গন্ধের স্থূলক্রিয়াত্মকত্বহেতু ক্ষিতিভূত তামস। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—"তিন গুণ পরস্পর মিলিত হইয়া পঞ্চধাতু উৎপাদন করে" (অশ্বমেধপর্ব)। পঞ্চধাতু অর্থে পঞ্চভূত॥ ৫৮॥

ষড়্জ, ঋষভ, নীল, পীত, মধুর, অম্ল প্রভৃতি শব্দাদি গুণসকলের বিশেষ। সূক্ষ্মতাবশতঃ যেখানে ষড়্জাদি-ভেদ একীভূত হইয়া যায়, সেই অবিশেষ শব্দাদিমাত্রের আশ্রয়ভূত বাহ্যদ্রব্য তন্মাত্র। স্থূলসকল সূক্ষ্মের সঙ্ঘাত-জন্য বা সমষ্টির ফল বলিয়া তন্মাত্র স্থূলভূতের কারণ। ভূতের ন্যায় তন্মাত্রও প্রত্যক্ষতত্ত্ব, অনুমেয়মাত্র নহে। প্রত্যক্ষের দ্বারা যাহার তত্ত্ব উপলব্ধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষতত্ত্ব। ইন্দ্রিয়গণ যে বিষয়াত্মক ক্রিয়ার গ্রাহক, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সমাধিদ্বারা ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণরূপে স্থির হইলে ও তাহাদের দ্বারা বৈষয়িক চাঞ্চল্য গৃহীত হইবার যোগ্যতা লোপ পাইলে বিষয়জ্ঞান প্রত্যস্তমিত হয়। বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে অতিস্থির ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালীর দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বৈষয়িক ক্রিয়া গৃহীত হইয়া তাহা যে বাহ্যজ্ঞান উৎপাদন করে, অথবা সেই ক্ষণব্যাপী ক্রিয়াজনিত যে পরিণাম, তাহাই তন্মাত্রের স্বরূপ। তখন ইন্দ্রিয়গণের অতিস্থৈর্যহেতু স্থূলচাঞ্চল্যাত্মক বিশেষবিষয়গণ, একইমাত্র সূক্ষ্মপ্রকারে গৃহীত হয়, তজ্জন্য তন্মাত্রগণকে অবিশেষ বলা যায়। যথা উক্ত হইয়াছে (বিষ্ণুপুরাণ), "সেই সেই গুণের মধ্যে তাহা-মাত্র বলিয়া

দিশা গৃহ্যন্তে। তস্মাৎ তন্মাত্রাণি অবিশেষা ইত্যুচ্যতে। যথোক্তম্ "তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতা-স্মৃতা। ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢাশ্চাবিশেষণাঃ॥" ইতি। বিশেষাঃ ষড়্জাদযস্তদ্রহিতা অবিশেষা ইত্যর্থঃ। যথোক্তম্ "বিশেষাঃ ষড়্জগান্ধারাদয়ঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ নীলপীতাদয়ঃ কষায়মধুরাদযঃ মৃদুকঠিনাদয়" ইতি। বিশেষরহিতত্বাত্তানি শান্তাদিশূন্যানি। শান্তঃ সুখকরঃ, ঘোরো দুঃখকরঃ, মূঢ়ো মোহকর ইতি। বাহ্যস্য নীলপীতাদিবিশেষগুণেভ্য এব সুখাদিকরত্বং, তদ্রহিতস্যাবিশেষস্যৈকরসস্য তন্মাত্রস্য নাস্তি সুখাদিকরত্বমিতি। তন্মাত্রাণি যথা—শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং, গন্ধতন্মাত্রমিতি। তানি যথাক্রমমাকাশাদীনাং কারণানি। শব্দাদিগুণানাং যাতি-সূক্ষ্মাবস্থা তদাশ্রয়ং দ্রব্যমেব তন্মাত্রম্। যথোক্তং ভাস্করাচার্যেণ বাসনাভাষ্যে "গুণ-স্যৈবাতিসূক্ষ্মরূপেণাবস্থানং তন্মাত্রশব্দেনোচ্যতে" ইতি। তথা চ "শব্দাদিবিশেষাণাং হি ক্ষোভাত্মনাং যদেকমক্ষোভাত্মকং প্রাগ্‌ভাবি সামান্যমবিশেষাত্মকং তচ্ছব্দতন্মাত্রম্ এবং গন্ধান্তেঽপি বাচ্যম্" ইত্যভিনবগুপ্তঃ। সূক্ষ্মগুণাশ্রয়স্য ক্ষণক্রমেণ গৃহ্যমাণস্য সূক্ষ্মৈকোঽবয়বঃ পরমাণুঃ। ভূতবৎ তন্মাত্রাণ্যপি জ্ঞানেন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্যাণি। নিরুদ্ধেষ্-পরেষ্বেকেনৈব জ্ঞানেন্দ্রিয়েণ বিচারানুগতসমাধিস্থিরেণ গৃহ্যমাণানি তানি পৃথগুপ-লভ্যন্তে॥ ৫৯॥

(অর্থাৎ শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র ইত্যাদি বলিয়া) তন্মাত্র নাম হইয়াছে। তাহারা শান্ত, ঘোর অথবা মূঢ় নহে কিন্তু অবিশেষ, অর্থাৎ স্বগত-ভেদ বা বিশেষ রহিত, বিশেষ অর্থে ষড়্জাদি। যথা উক্ত হইয়াছে, "বিশেষ ষড়্জগান্ধারাদি, শীতোষ্ণাদি, নীলপীতাদি, কষায়মধুরাদি, মৃদুকঠিনাদি"। বিশেষ-রহিতত্বহেতু তাহা শান্তাদিভাবশূন্য। শান্ত সুখকর, ঘোর দুঃখকর, মূঢ় মোহকর। বাহ্যদ্রব্যের নীলপীতাদি বিশেষ গুণ হইতে সুখদুঃখাদিকরত্ব হয়, নীলাদি-বিশেষ-রহিত একরস তন্মাত্র, তজ্জন্য তাহা সুখাদিকর নহে। তন্মাত্রগণ যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। তাহারা যথাক্রমে আকাশাদিস্থূলভূতের কারণ। শব্দাদি গুণসকলের যে অতিসূক্ষ্মাবস্থা, তাহার আশ্রয়দ্রব্যই তন্মাত্র। ভাস্করাচার্য-কর্তৃক বাসনাভাষ্যে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, "গুণের অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থানই তন্মাত্র শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে"। "ক্ষোভাত্মক বা স্থূল, ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত শব্দাদির যাহা অক্ষোভাত্মক সুতরাং অবিশেষ এবং (কারণরূপ) প্রাগ্‌ভাবী ও তাহাদের (উপাদান-স্বরূপ) সামান্য তাহাই যথাক্রমে শব্দ-স্পর্শাদির তন্মাত্র। গন্ধাদিবিষয়েও ইহা বক্তব্য" ইহা অভিনবগুপ্ত বলেন। তাদৃশ সূক্ষ্ম-গুণাশ্রয় ক্ষণক্রমে গৃহ্যমাণ দ্রব্যের সূক্ষ্ম একাবয়বই পরমাণু। ভূতের ন্যায় তন্মাত্রগণও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। চারিটি জ্ঞানেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া একটিমাত্র অনিরুদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বিচারানুগত সমাধির দ্বারা স্থির করিয়া গ্রহণ করিলে তন্মাত্রগণ পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধ হয়॥ ৫৯॥

তন্মাত্র হইতে পর সূক্ষ্ম বাহ্যভাব আর প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। ভূত ও তন্মাত্রের স্বরূপ-প্রত্যক্ষ কি প্রকার তাহা যোগে বিবৃত হইয়াছে। তন্মাত্রের কারণ-পদার্থ বাহ্যরূপে প্রত্যক্ষভূত হয় না,

তন্মাত্রেভ্যঃ পরঃ সূক্ষ্মো বাহ্যো ভাবো ন প্রত্যক্ষযোগ্যঃ। ভূততন্মাত্রয়োঃ স্বরূপ-প্রত্যক্ষং যোগে বিবৃতম্। তন্মাত্রকারণং ন বাহ্যত্বেন প্রত্যক্ষীভবতি। তত্তু অনুমানেন নিশ্চীয়তে। যোগিনাং পরমপ্রত্যক্ষপূর্বকং হি তদনুমানম্। তন্মাত্রসাক্ষাৎকারে বিষয়স্য সূক্ষ্মচাঞ্চল্যাত্মকত্বমনুভূয়তে, তত ইন্দ্রিয়াণামপি অভিমানাত্মকত্বমুপলভ্যতে। তস্য চাভিমানস্য গ্রাহ্যকৃতোদ্রেকাজ্জ্ঞানম্। যদভিমানং চালয়তি তদভিমানসজাতীয়ং স্যাদিতি। তস্মাদ্ গ্রাহ্যমভিমানাত্মকমিত্যনয়া দিশা গ্রাহ্যমূলগ্রহণয়োঃ সজাতীয়ত্বং নিশ্চীয়তে। কিং চ বিষয়মূলং বস্তু ক্রিয়াশীলম্। বাহ্যক্রিয়া দেশান্তরগতিঃ। দেশজ্ঞানঞ্চ শব্দাদেববিনাভাবি। গ্রাহ্যমূলে শব্দাদেবভাবাৎ ন তত্র দেশব্যাপিনী ক্রিয়া কল্পনীয়া। তস্মাদ্ বিষয়মূলবস্তুনঃ ক্রিয়া অদেশব্যাপিনী। তাদৃশী চ ক্রিয়া অভিমানস্যৈব। তস্মাদভিমানরূপং বাহ্যমূলমিতি ॥ ৬০ ॥

সতঃ বিষয়াশ্রয়দ্রব্যস্য বাহ্যমূলস্য গত্যন্তরাভাবাদপি অভিমানাত্মকত্বাভিকল্পনং যুক্তম্। সদ্‌বুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষে ভাবে গৃহ্যমাণধর্মৈর্বিশিষ্টা সম্প্রজায়তে, অপ্রত্যক্ষে চ ভাবে পূর্বজ্ঞাতধর্মৈর্বিশিষ্টা উৎপদ্যতে, নাঽবিশিষ্টা সদ্‌বুদ্ধিঃ স্থাতুমুৎসহতে। অত্যধ্যক্ষস্য বাহ্যমূলস্য সত্তা স্বমাহাত্ম্যেনৈবোপতিষ্ঠতে, সা চ সদ্‌বুদ্ধিঃ কৈর্বেব ধর্মৈর্বিশিষ্টাভিকল্পনীযা

তাহা অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত হয়। যোগীদের পরমপ্রত্যক্ষপূর্বক সেই অনুমান হয়। তন্মাত্র-সাক্ষাৎকারকালে বিষয়ের সূক্ষ্ম-চাঞ্চল্য-রূপতার উপলব্ধি হয় (সমাধির দ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তিকে সম্পূর্ণ স্থির করিলে বিষয়জ্ঞান লোপ হয়, কিন্তু স্থৈর্যকে কিঞ্চিৎ শ্লথ করিলে তন্মাত্রজ্ঞান হয়; এইরূপ অনুভব করিয়া বিষয়ের চাঞ্চল্যাত্মকত্ব অনুভূত হয়), আর, তন্মাত্র-সাক্ষাৎকারের পর ইন্দ্রিয়গণও যে অভিমানাত্মক, তাহার উপলব্ধি হয়। সেই অভিমানের গ্রাহ্যকৃত উদ্রেক হইতে বিষয়-জ্ঞান হয়। যাহা অভিমানকে চালিত করে, তাহা অভিমান-সজাতীয় হইবে অর্থাৎ কালিক ক্রিয়াযুক্ত এক মনই এক মনকে ভাবিত করিতে পারিবে। তজ্জন্য গ্রাহ্য বিষয় অভিমানাত্মক। এই প্রকারে গ্রাহ্য-মূল এবং তাহার গ্রাহক এই উভয়ই যে একজাতীয় বা অভিমানাত্মক, তাহা যোগিগণ পরমপ্রত্যক্ষপূর্বক অনুমান করেন (লৌকিকগণের পরমপ্রত্যক্ষ না থাকিলেও ঐ প্রকারের যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় হয়)। কিঞ্চ বিষয়মূল দ্রব্য যে ক্রিয়াযুক্ত তাহা সিদ্ধ (কারণ বিষয়-জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াত্মক)। বাহ্য ক্রিয়া দেশান্তর-প্রাপ্তি। দেশজ্ঞান কিন্তু শব্দাদিজ্ঞানের সহভাবী। বাহ্যমূলে শব্দাদি না থাকায় তাহার ক্রিয়া 'দেশান্তর-গতি' এইরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে, সুতরাং বাহ্যমূলের ক্রিয়া অদেশাশ্রিত। অদেশাশ্রিত ক্রিয়া অন্তঃকরণেরই হয়, সুতরাং বাহ্যমূল দ্রব্য অস্মিতা-স্বরূপ ॥ ৬০ ॥

সৎ, বিষয়াশ্রয় বাহ্যমূল দ্রব্যকে গত্যন্তরাভাবেও অভিমানাত্মক বলিয়া ধারণা করা যুক্তিযুক্ত, অর্থাৎ তাহা 'আছে' বলিয়া জানা যায়, কিন্তু অভিমান-স্বরূপ ব্যতীত অন্য কোনরূপে তাহা কল্পনা করা যুক্ত হয় না। তাহার কারণ এই—প্রত্যক্ষ দ্রব্যে গৃহ্যমাণ শব্দাদিধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া তাহাতে সদ্‌বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, (যেমন, 'কৃষ্ণবর্ণ শব্দকারী মেঘ আছে')। আর তাহা অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ অনুমান ও আগমের দ্বারা নিশ্চেয় বিষয়ে পূর্বজ্ঞাত ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয় (যেমন,

স্যাৎ ? ন রূপাদিধর্মাস্তত্র কল্পনীয়াঃ, বাহ্যমূলে তদভাবাৎ। তস্মাদ্ গত্যন্তরাভাবাদান্তর-দ্রব্যধর্মা এব তত্র কল্পনীয়াঃ। যতঃ বাহ্যস্য রূপাদেরান্তরস্য চাভিমানাদেরতিরিক্তো বস্তুধর্মো নাস্মাভির্জ্ঞায়তে। সর্বাঽপ্রত্যক্ষজ্ঞেয়পদার্থসত্তা বাহ্যৈর্বান্তরৈর্বধর্মৈরেব বিশিষ্টা কল্পনীয়া ॥ ৬১ ॥

অতঃ সিদ্ধং বাহ্যমূলস্যাভিমানাত্মকত্বম্। যস্য তদভিমানঃ স বিরাট্ পুরুষ ইত্যভিধীয়তে। অস্মত্তুলনয়া তস্য নিরতিশয়মহত্ত্বম্। তথা চ শাস্ত্রম্ "তস্মাদ্ বিরাডজায়ত বিরাজো অধিপূরুষ" ইতি। অন্যচ্চ "যদা প্রবুদ্ধো ভগবান্ প্রবুদ্ধমখিলং জগৎ। তস্মিন্ সুপ্তে জগৎ সুপ্তং তন্ময়ঞ্চ চরাচরম্॥" ইতি। প্রবুদ্ধো যোগৈশ্বর্যমনুভবন্ সুপ্তো নিরুদ্ধচিত্ত ইত্যর্থঃ।

সুপ্তিজাগরাভ্যাং চেজ্জগতো লয়াভিব্যক্তী, তদা তযোরাশ্রয়ভূতং বিরাজপুরুষ-স্যান্তঃকরণমেব জগদাত্মকমিতি সিদ্ধম্॥ ৬২ ॥

দূরস্থ ধূমদণ্ডের নীচে 'অগ্নি আছে'। এইরূপ সদ্বুদ্ধিতে পূর্বজ্ঞাত যে ধর্মসমষ্টি, তাহার দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া সে স্থলে অগ্নিরূপ সদ্বুদ্ধি উৎপন্ন হয়)। সদ্বুদ্ধি কখনও অবিশিষ্টা হইয়া উৎপন্ন হইতে পারে না (অর্থাৎ শুধু 'আছে' এইরূপ জ্ঞান হয় না, 'কিছু আছে' এইরূপই হয়, 'আছে' বলিলে তাহার সঙ্গে 'কিছু'ও কল্পনীয়)। অপ্রত্যক্ষ যে বাহ্যমূল (তন্মাত্রের কারণ), তাহার সত্তা স্বমাহাত্ম্যেই উপস্থিত হয়, অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়কে যাহা উদ্রিক্ত করিতেছে, সেইরূপ কিছু অবশ্যই বর্তমান আছে। সেই সদ্বুদ্ধিকে কোন্ ধর্মসকলের দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া ধারণা করা উচিত ? রূপাদি ধর্ম তাহাতে কল্পনীয় নহে, কারণ বাহ্যমূলে তাহা নাই। তজ্জন্য গত্যন্তরাভাবে তাহাকে আন্তর দ্রব্যের সধর্মক বলিয়া ধারণা করা উচিত, কারণ বাহ্য রূপাদি এবং আন্তর অভিমানাদির অতিরিক্ত বস্তুধর্ম আর আমরা জানি না। সমস্ত অপ্রত্যক্ষ জ্ঞেয় পদার্থের সত্তা হয় আন্তর অথবা বাহ্য, এই উভয়প্রকার ধর্মের একজাতীয় ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া কল্পনীয় (তন্মধ্যে যখন বাহ্যমূলে রূপাদি ধর্ম নাই ইহা নিশ্চয়, তখন তাহাকে আন্তর ধর্মযুক্ত বলিয়া ধারণা করাই যুক্তিযুক্ত) ॥ ৬১ ॥

এই সকল হেতুবশতঃ বাহ্যমূলের অভিমানাত্মকত্ব সিদ্ধ হইল। যে পুরুষের সেই অভিমান, তাঁহার নাম বিরাট্ পুরুষ। আমাদের তুলনায় তাঁহার নিরতিশয় মহত্ত্ব। শ্রুতি (ঋগ্বেদ) যথা—"তাঁহা হইতে বিরাট্ উৎপন্ন হইয়াছিল, বিরাটের উপরে অক্ষর পুরুষ।" অন্য শাস্ত্র যথা—"যখন ভগবান্ প্রবুদ্ধ হন, তখন অখিল জগৎ প্রবুদ্ধ হয়, আর যখন তিনি সুপ্ত হন তখন সমস্ত জগৎ সুপ্ত হয়, এই চরাচর তন্ময়।" প্রবুদ্ধ অর্থে যোগৈশ্বর্য-অনুভবকালের অবস্থা। সুপ্ত অর্থে চিত্তনিরোধে যোগনিদ্রাগত। সুপ্তি এবং জাগরণ হইতে যদি জগতের লয় ও অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে সেই দুই ব্যাপারের আশ্রয়ভূত বিরাট্ পুরুষের অন্তঃকরণ বা অস্মিতাই জগদাত্মক, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৬২ ॥

এই জগৎ কোনও পুরুষ-বিশেষের ইচ্ছা-সম্ভূত—এই মতেও জগতের অভিমানাত্মকত্ব সিদ্ধ হইবে। তাহার কারণ এই—ইচ্ছা যে অন্তঃকরণধর্ম, তাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা যদি

পুরুষবিশেষস্যেচ্ছাসম্ভূতমিদং জগদিত্যভ্যুপগমেঽপি জগতঃ অভিমানাত্মকত্বং স্যাৎ। ইচ্ছায়া অন্তঃকরণবৃত্তিতা প্রাগ্ব্যাখ্যাতা, সা চেজ্জগত একমেব কারণং তদা জগন্মূলতঃ অন্তঃকরণাত্মকং স্যাদিতি। গ্রাহ্যাত্মকো বৈরাজাভিমানো ভূতাদিরিতি আখ্যায়তে। গ্রহণে যঃ প্রকাশধর্মো গ্রাহ্যতাপন্নায়ামস্মিতায়াং স বোধ্যত্বধর্মত্বেন ভাসতে। তথা গ্রহণে যঃ প্রবৃত্তিধর্মো গ্রাহ্যে তৎ ক্রিয়াত্বম্। গ্রহণে চ যদাবরণং গ্রাহ্যে তজ্জাড্যম্। গ্রাহ্যরূপেণ বৈরাজাভিমানেন বিষয়াত্মক্রিয়াশীলেন সমুদ্রিক্তায়ামস্মদস্মিতায়াং গ্রহণ-গ্রাহ্যভাবা অভিব্যজ্যন্তে। গ্রহণভাবস্যাধিকরণং কালঃ, গ্রাহ্যভাবস্য দিক্। পরিণাম-স্যানন্ত্যাৎ কালাবকাশয়োরনন্ততা প্রতীয়তে। অতঃ সত্ত্বক্রিয়াধিকরণভূতৌ দিক্‌কালৌ অপরিমেয়ৌ। গ্রহণাত্মিকায়া অস্মিতায়া যাঃ পঞ্চধা পরিণতয়ো গ্রাহ্যতাপন্নাস্তা এব পঞ্চভূততন্মাত্ররূপা বাহ্যভাবাঃ। যথা গ্রহণে গুণবিভাগস্তথৈব গ্রাহ্যে ॥ ৬৩ ॥

জগতের একমাত্র কারণ হয় (নিমিত্ত ও উপাদান), তবে জগৎ মূলতঃ অন্তঃকরণাত্মক হইবে। গ্রাহ্যের আত্মভূত বৈরাজাভিমানকে ভূতাদি বলে। গ্রহণের দিকে যাহা প্রকাশ্যধর্ম, অস্মিতা বাহ্যবস্তুরূপে গ্রাহ্যতাপন্ন হইলে তাহা বোধ্যত্বধর্মরূপে প্রতিভাসিত হয়। সেইরূপ, গ্রহণে যাহা প্রবৃত্তি বা চেষ্টাধর্ম, গ্রাহ্যে তাহা ক্রিয়াত্বধর্ম। আর গ্রহণে যাহা আবরণ (সংস্কাররূপে থাকা), গ্রাহ্যে তাহা জাড্য। বিরাট্ পুরুষের গ্রাহ্যরূপ বিষয়াত্মক সক্রিয় অস্মিতার দ্বারা আমাদের অস্মিতা ক্রিয়াশীল হইলে গ্রাহ্য ও গ্রহণ অভিব্যক্ত হয় (বিরাটের অভিমানচাঞ্চল্যের মধ্যে যাহা প্রকাশাধিক, তাহা হইতে বোধ্যত্বধর্মপ্রতীতি হয় ; সেইরূপ ক্রিয়াধিক ও আবরণাধিক চাঞ্চল্য হইতে ক্রিয়াত্ব ও জাড্য ধর্মের প্রতীতি হয়। ফলে, বিরাটের ভূত-ভৌতিক জ্ঞানের দ্বারা ভাবিত হইয়া অস্মদাদিরও ভূত-ভৌতিক জ্ঞান হয়)। গ্রহণভাবের অধিকরণ কাল, এবং গ্রাহ্যভাবের অধিকরণ দিক্। পরিণামের অনন্ততাহেতু অর্থাৎ এতপরিমাণ পরিণাম হইবে, আর হইতে পারে না, এইরূপ নিয়ম বা সংকোচক হেতু না থাকাতে, দিক্ ও কালের অনন্ততার প্রতীতি হয়। তজ্জন্য সত্ত্বক্রিয়ার বা 'আছে'—এই ক্রিয়া-পদের, অধিকরণ দিক্ ও কাল অপরিমেয়। গ্রহণাত্মিকা অস্মিতার যে পঞ্চধা পরিণতি, গ্রাহ্যতাপন্ন হইয়া সেই পঞ্চপ্রকার পরিণতিই ভূত ও তন্মাত্র-স্বরূপ বাহ্যভাব হয়। যেমন গ্রহণে গুণের বিভাগ, তেমনি গ্রাহ্যেও সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপ গুণ-বিভাগ ॥ ৬৩ ॥

ভূত হইতে ভৌতিক তত্ত্বান্তর নহে অর্থাৎ ভূতেরও যেমন নীলপীতাদি গুণ, ভৌতিকেরও তদ্রূপ। প্রকাশ্য, কার্য এবং ধার্য ধর্মের সংকীর্ণ গ্রহণই ভৌতিকের স্বরূপ*। স্থূলেন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যহেতু

* সাধারণ চিত্তের চাঞ্চল্যহেতু বহুবিধ শব্দাদি বিষয় যথায় যুগপতের ন্যায় গৃহীত হয়, তাহাই ভৌতিক দ্রব্য। ভূত ও ঘটাদি ভৌতিকের ইহাই প্রভেদ, গুণের কোন পার্থক্য নাই। ঘট প্রকৃত প্রস্তাবে কতকগুলি বিশেষ শব্দাদি-ধর্মের সমষ্টি, কিন্তু সেই ধর্মসকল ঘট-জ্ঞান-কালে চিত্ত-চাঞ্চল্যহেতু সংকীর্ণ ভাবে উদিত হয়। তাহাই ঘট-নামক ভৌতিক। স্থির চিত্তের দ্বারা ঘটের রূপাদি ধর্ম পৃথক্ উপলব্ধি করিতে থাকিলে ঘটরূপ ভৌতিক ভাব অপগত হইয়া তথায় তেজ-আদি ভূতের প্রতীতি হয়। সাধারণ ঘট-জ্ঞান নানা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সমাহার-স্বরূপ। চিত্তের দ্বারা সেই সমাহার হয়। ঘটের রূপমাত্র বা শব্দস্পর্শাদিমাত্র পৃথক্ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হইলে সেই সমাহার বা সংকীর্ণ জ্ঞান বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহা কেবল রূপাদি তত্ত্বরূপে বিজ্ঞাত হয়।

ন ভূতাৎ তত্ত্বান্তরং ভৌতিকম্। প্রকাশ্যকার্যধার্যধর্মাণাং সংকীর্ণগ্রহণমেব ভৌতিকস্বরূপম্, চাঞ্চল্যাৎ স্থূলেন্দ্রিয়স্য তথা গ্রহণম্। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা ইতি পঞ্চ প্রকাশ্যবিষয়া বাক্যশিল্পগম্যসর্জ্যজন্যানীতি পঞ্চ কার্যবিষয়াঃ, তথা চ বাহ্যোদ্ভববোধাধিষ্ঠানং ধাতুগতবোধাধিষ্ঠানং চালনশক্ত্যধিষ্ঠানম্ অপনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানং সমনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানঞ্চেতি পঞ্চ ধার্যবিষয়াঃ, যেষাং সংঘাতঃ শরীরমিতি ॥ ৬৪ ॥

ব্যাখ্যাতানি তত্ত্বানি। লোকানাং সর্গপ্রতিসর্গাবুচ্যেতে। অনাদী প্রধানপুরুষৌ উপাদাননিমিত্তভূতৌ করণানাম্। বিদ্যমানে কারণে প্রতিবন্ধাভাবে চ কার্যস্যাপি বিদ্যমানতা স্যাদিতিনিয়মাৎ করণান্যনাদীনি। যথাহুঃ "ধর্মিণামনাদিসংযোগাদ্ধর্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগ" ইতি। তথা চ "অনাদিরর্থকৃতঃ সংযোগ" ইতি। তথা চ গৌপবনশ্রুতিঃ "নিত্যং মনোঽনাদিত্বাৎ, ন হ্যমনাঃ পুমাংস্তিষ্ঠতি" ইতি। অন্যা শ্রুতিশ্চাত্র "সোঽনাদিনা পুণ্যেন পাপেন চানুবদ্ধঃ পরেণ নির্মুক্ত আনন্ত্যায় কল্পত" ইতি। এবং জাতীয়কশাস্ত্রশতেভ্যোঽপি পুরুষস্যানাদিকরণবত্তা সিধ্যতি। তন্মাত্রসংগৃহীতানি করণানি লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে। লিঙ্গশরীরাণামসংখ্যত্বদর্শনাদসংখ্যাতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ। কস্মাদসংখ্যানি লিঙ্গশরীরাণি, স্বোপাদানস্যামেয়ত্বাদিতি। অপরিমেয়স্যোপাদানস্য পরিমিতকার্যাণ্যসংখ্যানি স্যুঃ। গুণসন্নিবেশভেদানামানন্ত্যাদসংখ্যাতাঃ করণপ্রকৃতয়ঃ।

সেইরূপ গ্রহণ হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ প্রকাশ্যবিষয়। বাক্য, শিল্প, গম্য, সর্জ্য ও জন্য এই পঞ্চ কার্যবিষয়। আর বাহ্যোদ্ভববোধ, ধাতুগতবোধ, চালনশক্তি, অপনয়নশক্তি ও সমনয়নশক্তি, এই পঞ্চ শক্তির অধিষ্ঠানই ধার্যবিষয়। তাহাদের সঙ্ঘাতই শরীর ॥ ৬৪ ॥

তত্ত্বসকল ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে লোকসকলের সর্গ ও প্রতিসর্গ কথিত হইতেছে। (ইহার বিশেষজ্ঞান অনুমেয় নহে বলিয়া শাস্ত্র হইতে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত কথিত হইতেছে)। অনাদি পুরুষ ও প্রধান করণসকলের নিমিত্ত ও উপাদানভূত। কারণ বিদ্যমান থাকিলে এবং কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে কার্যও বিদ্যমান থাকিবে, এই নিয়মহেতু করণসকলও অনাদি। (যখন পুরুষ ও প্রধান করণসকলের কেবলমাত্র কারণ, এবং তাহারা যখন অনাদি-বিদ্যমান আছে, আর কার্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ তৃতীয় পদার্থ যখন বর্তমান নাই, তখন তাহাদের কার্যসকলও অনাদি-বর্তমান বলিতে হইবে)। যথা উক্ত হইয়াছে—"ধর্মীসকলের অনাদি-সংযোগহেতু ধর্মসকলেরও অনাদি-সংযোগ দেখা যায়"। "পুম্প্রকৃতির অনাদি অর্থ ঘটিত সংযোগ" (যোগভাষ্য), গৌপবনশ্রুতি যথা—"মন নিত্য, অনাদিত্বহেতু পুরুষ (জীব) কখনও অমনা থাকেন না"। অন্য শ্রুতি যথা—"অনাদি পুণ্য ও পাপের দ্বারা অনুবদ্ধ সেই পুরুষ পরমজ্ঞানের দ্বারা নির্মুক্ত হইয়া অনন্তকাল থাকেন" (মাধ্বভাষ্য)। ইত্যাদি শত শত শাস্ত্র হইতে পুরুষের অনাদি-করণবত্তা সিদ্ধ হয়। তন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত করণসকলকে লিঙ্গ-শরীর বলা যায়। লিঙ্গ-শরীরসকল অসংখ্য বলিয়া দেহীরাও অসংখ্য। কেন লিঙ্গ-শরীরসকল অসংখ্য?—তাহাদের উপাদান অমেয় বলিয়া। অপরিমেয় উপাদানের পরিমিত কার্যসকল অসংখ্য হইবে (কারণ, পরিমিতের সমষ্টি পরিমিত হয়, অপরিমিত হয় না।

অতঃ অসংখ্যাঃ জীবযোনয়ঃ। উপাদানস্যামেয়ত্বাজ্জীবনিবাসা লোকা অপ্যনন্তাস্তথা চানন্তবৈচিত্র্যান্বিতাঃ। যথোক্তম্ "তে চাপ্যন্তং ন পশ্যন্তি নভসঃ প্রথিতৌজসঃ। দুর্গমত্বাদনন্তত্বাদিতি মে বিদ্ধি মানদ"। অতস্তে হ্যসংখ্যেয়াঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ কদাচিল্লীনকরণাঃ কদাচিদ্ ব্যক্তকরণা বাঽসংখ্যা যোনীঃ আপদ্যমানা বা ত্যজন্তো বাঽসংখ্যেষু লোকেষু বর্তন্তে॥ ৬৫॥

দ্বিবিধঃ করণলয়ঃ, সাধিতঃ সাংসিদ্ধিকশ্চ। তত্র যোগেন সাধিতো লিঙ্গশরীরলয়ঃ, গ্রাহ্যভাবলয়াচ্চ সাংসিদ্ধিকঃ। গ্রাহ্যাভাবে করণকার্যাভাবঃ, কার্যাভাবে ক্রিয়াত্মনাং করণানাং লয় ইতি নিয়মাদ্ গ্রাহ্যলয়ে লয়ঃ করণশক্তীনাম্। যথাহ "চিত্রং যথা-শ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথাচ্ছায়া। তদ্বদিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্" ইতি। লীনে গ্রাহ্যে করণানি লীনানি তিষ্ঠন্তি। ন চ তেষামত্যন্তনাশঃ, নাভাবো বিদ্যতে সত ইতি নিয়মাৎ। গ্রাহ্যাভিব্যক্তৌ তানি পুনরভিব্যজ্যন্তে, শ্রুতিশ্চাত্র "তেঽবিনষ্টা নিবিশন্তি, অবিনষ্টা এব উৎপদ্যন্ত" ইতি ; "ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়ত" ইতি চাত্র স্মৃতিঃ॥ ৬৬॥

এই অপরিমিত বিশ্বের উপাদান যে প্রধান তাহা অপরিমিত)। গুণের সন্নিবেশভেদ অনন্তপ্রকারের হইতে পারে, তজ্জন্য করণসকলের প্রকৃতিও অনন্ত, সুতরাং জীবের জাতিও অনন্তপ্রকারের। আর উপাদানের অমেয়ত্বহেতু জীবনিবাস লোকসকল অসংখ্য এবং অনন্ত বৈচিত্র্য-সম্পন্ন। শাস্ত্রে আছে—"হে মানদ (মানদাতা), ইহা জানিও যে দুর্গমত্ব ও অনন্তত্বহেতু দেবতারাও এই নভো-মণ্ডলের অন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন না" (মহাভারত)। অতএব সেই অসংখ্য জীবসকল কখনও লীনকরণ, কখনও বা ব্যক্তকরণ হইয়া অসংখ্য যোনিতে উৎপন্ন হইয়া অথবা তাহা ত্যাগ করিয়া অসংখ্য লোকেতে বর্তমান আছে॥ ৬৫॥

বুদ্ধ্যাদি-করণলয় দ্বিবিধ, সাধিত বা উপায়-প্রত্যয় এবং সাংসিদ্ধিক। তন্মধ্যে যোগের দ্বারা লিঙ্গ-শরীরে সাধিত-লয় হয়, আর গ্রাহ্যদ্রব্য লয় হইলে যে লিঙ্গদেহলয় হয়, তাহা সাংসিদ্ধিক। গ্রাহ্যের অভাবে করণের কার্যাভাব হয়, আর কার্যাভাবে ক্রিয়াস্বরূপ করণের লয় হয়, এই নিয়মে গ্রাহ্যাভাবে করণশক্তিসকলের লয় হয়। যথা উক্ত হইয়াছে—"চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে, অথবা ছায়া যেমন স্থাণ্বাদি ব্যতিরেকে, থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশেষ বা ভাবশরীর বিনা লিঙ্গ নিরাশ্রয় হইয়া থাকিতে পারে না।" (সাংখ্যকারিকা)। গ্রাহ্য লীন হইলে করণসকল লীনভাবে বর্তমান থাকে, তাহাদের অত্যন্ত নাশ হয় না, কারণ, বিদ্যমান পদার্থের অভাব অসম্ভব। গ্রাহ্যের অভিব্যক্তি হইলে তাহারা পুনরায় অভিব্যক্ত হয়। এবিষয়ে শ্রুতি যথা—"তাহারা (জীবগণ) অবিনষ্ট হইয়া লীন হয়, এবং অবিনষ্ট থাকিয়া উৎপন্ন হয়" (কাষায়ণ)। স্মৃতি যথা—"ভূতসকল যথাক্রমে উৎপন্ন ও বিলীন হইতে থাকে" (গীতা)॥ ৬৬॥

জগতের বৈরাজাভিমানাত্মকত্ব উক্ত হইয়াছে। স্মৃতিপ্রমাণ যথা—"ভূতকর্তা সর্বভূতের আত্ম-স্বরূপ মহাশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মা (বিরাট্ ব্রহ্মা) অভিমান বলিয়া খ্যাত। তাঁহাতেই পঞ্চভূত অবস্থিত।

উক্তং জগতো বৈরাজাভিমানাত্মকত্বম্। স্মৃতিরত্র যথা "অভিমান ইতি খ্যাতঃ সর্বভূতাত্মভূতকৃৎ। ব্রহ্মা বৈ স মহাতেজা য এতে পঞ্চ ধাতবঃ। শৈলাস্তস্যাস্থিসংজ্ঞাস্তু মেদো মাংসঞ্চ মেদিনী॥" ইতি। মেদমাংসে সংঘাতাভিমান ইত্যর্থঃ। তদন্তঃকরণস্য চ নিবোধানিবোধাভ্যাং সুপ্তিজাগরাভ্যাং বা জগতঃ লয়াভিব্যক্তী। সুপ্তৌ জড়তা ক্রিয়াশূন্যতা বা ভবতি। বিষয়াণাং ক্রিয়াত্মকত্বাজ্জাড্যমাপন্নে গ্রাহ্যমূলে বৈরাজাভিমানে বিষয়া লীয়ন্তে। ততোঽস্মদাদীনামপি লিঙ্গলয়ঃ। জাগরে চ ক্রিয়াশীলে বৈরাজাভিমানে বিষয়া অভিব্যজ্যন্তে। ততঃ সজাতীয়ত্বাত্তৈর্ভাবিতাঽস্মদাদীনাং করণানি ব্যক্ততামাপদ্যন্তে, যথা সুপ্তঃ পুরুষশ্চাল্যমান উন্নিদ্রো ভবতি। স্বমূলস্য বৈচিত্র্যাৎ শব্দাদীনাং বৈচিত্র্যম্। স্মর্যতে চ "অহংকারেণাহরতে গুণানিমান্ ভূতাদিরেবং সৃজতে স ভূতকৃৎ। বৈকারিকঃ সর্বমিদং বিচেষ্টতে স্বতেজসা রঞ্জয়তে জগত্তথা॥" ইতি। স ভূতকৃদ্ভূতাদির্বৈকারিকোঽহংকারঃ অভিমানেন ইমান্ শব্দাদিগুণানাহরতে বিচেষ্টতে চ বিচেষ্টমানঃ জগদিদং স্বতেজসা রঞ্জযতে বিষযানারোপয়তীত্যর্থঃ॥ ৬৭॥

সুপ্তৌ যোগনিদ্রাযাং নিষ্ক্রিযে বৈরাজাভিমানে তদ্গতাশেষক্রিয়াত্মানো যেঽশেষবিশেষাস্তৎপ্রতিষ্ঠবিষয়া নিস্তৈলদীপবৎ লীযন্তে। তদাঽপ্রতর্ক্যং স্তিমিতং বাহ্যম্ভবতি। যথাহ "পুরা স্তিমিতমাকাশমনন্তমচলোপমম্। নষ্টচন্দ্রার্কপবনং প্রসুপ্তমিব সম্বভৌ॥" ইতি। পূর্বাভিসংস্কারভাবিতা সূক্ষ্মভূতকল্পনা গ্রাহ্যতাপন্না আদৌ কারণসলিলাখ্যং

পর্বতসকল তাঁহার অস্থি-স্বরূপ এবং মেদিনী তাঁহার মেদ-মাংস-স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার সংঘাতাভিমানই সংহত পদার্থ" (মহাভারত)। সেই অন্তঃকরণের সুপ্তি বা নিরোধরূপ যোগনিদ্রা ও জাগরণ বা চিত্তের ব্যক্ততা হইতে জগতের লয় ও অভিব্যক্তি হয়। বোধে জাড্য বা ক্রিয়াশূন্যতা হয়। বিষয়সকল ক্রিয়াত্মক বলিয়া তাহাদের মূল বৈরাজাভিমান জাড্যাপন্ন হইলে বিষয়সকলও লীন হয়। তাহা হইতে অস্মদাদিরও করণসকল লীন হয়। আর, জাগ্রদবস্থায় বা অন্তঃকরণের অবোধে বৈরাজাভিমান ক্রিয়াপন্ন হইলে বিষয়গণ অভিব্যক্ত হয়, তখন সজাতীয়ত্বহেতু বিষয়াত্মক ক্রিয়ার দ্বারা ভাবিত হইয়া আমাদের করণসকলও অভিব্যক্ত হয়, যেমন সুপ্ত পুরুষ চাল্যমান হইলে জাগরিত হয় তদ্রূপ। স্বমূল বৈরাজাস্মিতার বৈচিত্র্য হইতে শব্দাদির বিচিত্রতা হয়। এবিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—"ভূতকৃৎ ভূতাদি অহংকাররূপ অভিমানের দ্বারা বিশেষরূপে চেষ্টা করে ও শব্দাদি ভূতগুণসকল সৃজন করে এবং নিজের তেজের দ্বারা জগৎ অনুরঞ্জিত করে, অর্থাৎ এই জগতের দ্রব্য, শব্দাদিগুণ এবং ক্রিয়া, সমস্তই ভূতাদিনামক বৈরাজাভিমানের ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত" (অশ্বমেধপর্ব)॥ ৬৭॥

যোগনিদ্রাকালে জাড্যহেতু বৈরাজাভিমান নিষ্ক্রিয় হইলে, সেই অস্মিতাগত অশেষপ্রকার ক্রিয়াত্মক যে অশেষপ্রকার বিশেষ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়সকল নিস্তৈল দীপের মত লীন হয়। তখন বাহ্য স্তিমিত ও অপ্রতর্ক্য বা অলক্ষ্য হয়। যথা উক্ত হইয়াছে, "পুরাকালে আকাশ স্তিমিত, অনন্ত, অচলবৎ, চন্দ্রসূর্যপবনশূন্য প্রসুপ্তের মত হইয়াছিল"। তখন পূর্বেকার তন্মাত্র-জ্ঞানের সংস্কার

তন্মাত্রসর্গমুৎপাদয়তি। তথা চ স্মৃতিঃ "ততঃ সলিলমুৎপন্নং তমসীবাপরং তম" ইতি। ততঃ প্রাগুক্তস্তিমিতাবস্থানানন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

বিরাজপুরুষাণাং স্থূলক্রিয়াশালিনোঽভিমানাদ্‌গ্রাহ্যতাপন্নাৎ কঠিনতা-কোমলতা-স্নিগ্ধতা-বায়বীযতা-রশ্মিতাদি-ধর্মাশ্রয়দ্রব্যাত্মকো ভৌতিকসর্গ আবির্ভবতি। তত্র কঠিনতাঽতিরুদ্ধতা ক্রিয়াযাঃ। বিপরীতক্রিয়য়ৈব ক্রিয়াবোধদর্শনাৎ কঠিনে দ্রব্যে স্বগতরুদ্ধক্রিয়াঽনুমীয়তে। রশ্মিতা চ অত্যরুদ্ধতা ক্রিয়াযাঃ, ন চ তত্র জড়তাভাবঃ, যোগিনাং রশ্মিষু বিহারসম্ভবাৎ। যথাহ "ততস্তূর্ণনাভিতন্তুমাত্রে বিহৃত্য রশ্মিষু বিহরতি" ইতি। কোমলতাদ্যা অল্পাল্পরুদ্ধক্রিয়াত্মিকাঃ। বৈরাজাভিমানস্ত প্রজাপতের-ন্যেষাঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়চিন্তকানাং দেবানামভিমান ইত্যবগন্তব্যম্। তদভিমানস্য বৈচিত্র্যাদ্‌ গ্রাহ্যে কাঠিন্যাদিভেদঃ। ভূতাদ্যাখ্যস্য তদভিমানস্য ক্রিয়াবিশেষো গ্রাহ্যস্য ব্যবধিজ্ঞান-মূলম্। তদভিমানস্য গ্রহণাত্মকস্য যৌগপদিকমিব পরিণামবাহুল্যং গ্রাহ্যতাপন্নং বিস্তারবোধমারোপয়তি, তস্য চ পরিণামপ্রবাহবিশেষো গ্রাহ্যভূতো দেশান্তরগতি-র্ভবতি ॥ ৬৯ ॥

হইতে সূক্ষ্মভূতের কল্পনা গ্রাহ্যতাপন্ন হইযা বাহ্য কারণসলিলরূপ তন্মাত্র-সর্গ প্রথমে উৎপাদন করে স্মৃতি যথা—"তৎপরে তমের ভিতর দ্বিতীয় তমের ন্যায় সলিল উৎপন্ন হইল।" 'তৎপরে' অর্থে প্রাগুক্ত স্তিমিত অবস্থানের পরে ॥ ৬৮ ॥

বিরাট্ পুরুষসকলের (প্রজাপতি ও অন্যান্য অভিমানী দেবতাদের) স্থূল ক্রিয়াশালী অভিমান গ্রাহ্যতাপন্ন হইযা কঠিনতা, কোমলতা, তরলতা, বাযবীযতা, রশ্মিতা প্রভৃতি ধর্মের আশ্রয়দ্রব্য-স্বরূপ ভৌতিক সর্গ আবির্ভূত হয়। তন্মধ্যে কঠিনতা ক্রিযার অতিরুদ্ধ ভাব। বিপরীত ক্রিয়াদ্বারা একটি ক্রিযা রুদ্ধ হয়, এই নিয়মবশতঃ (এবং কঠিন দ্রব্যের দ্বারা অধিক পরিমাণে গতিক্রিয়া রুদ্ধ হয দেখা যায় বলিযা), কঠিন দ্রব্যে স্বগত রুদ্ধক্রিযা আছে, ইহা অনুমিত হয। রশ্মিতা বাহ্যক্রিয়ার অতিমাত্র অরুদ্ধতা। তাহাতে যে জড়তার অভাব আছে এইরূপ নহে, যেহেতু যোগীরা রশ্মি অবলম্বন করিযা বিহার করেন, যথা উক্ত হইযাছে, "তাহার পর ঊর্ণনাভের তন্তুমাত্রে বিচরণ করিয়া শেষে রশ্মিতে বিহার করেন" (যোগভাষ্য ৩।৪২)। কাঠিন্যাপেক্ষা কোমলতাদি অল্পাল্প রুদ্ধক্রিযাত্মক জাড্য-সম্পন্ন। বৈরাজাভিমান অর্থাৎ প্রজাপতি ও অন্যান্য ভূতেন্দ্রিযচিন্তক দেবতাদের যে অভিমান, সেই অভিমানের বৈচিত্র্য হইতে গ্রাহ্যে কাঠিন্যাদি ভেদ হয। ভূতাদি-নামক সেই অভিমানের যে ক্রিযাবিশেষ তাহাই গ্রাহ্যের ব্যবধি (আকার) জ্ঞানের মূল। আর, গ্রহণাত্মক সেই অভিমানের যে এককালীন-ঘটার মত বহু পরিণাম তাহা গ্রাহ্যতাপ্রাপ্ত হইযা বিস্তার-জ্ঞান আরোপিত করে এবং তাহার বিশেষ প্রকার পরিণামপ্রবাহ গ্রাহ্যভূত হইযা বাহ্যের দেশান্তর গতি-বোধ জন্মায ॥ ৬৯ ॥

স্থূলোৎপত্তিবিষযে সাংখ্যসম্মত স্মৃতি যথা—"পুরাকালে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে চন্দ্রার্কপবনশূন্য স্তিমিত আকাশ অনন্ত, অচল ও প্রসুপ্তবৎ হইযাছিল *। তৎপরে তমের ভিতর আর এক তমের মত

* সেই সমযের বাহ্যভাবের কোন কল্পনা হইতে পারে না, এই বিবরণ হইতে বিকল্প-বৃত্তিমাত্র উঠে।

স্থূলোৎপত্তৌ সাংখ্যানুমতা স্মৃতির্যথা "পুরা স্তিমিতমাকাশমনন্তমচলোপমম্। নষ্ট-চন্দ্রার্কপবনং প্রসুপ্তমিব সম্বভৌ॥ ততঃ সলিলমুৎপন্নং তমসীবাপরং তমঃ। তস্মাচ্চ সলিলোৎপীডাদুদতিষ্ঠত মারুতঃ॥ যথা ভাজনমচ্ছিদ্রং নিঃশব্দমিব লক্ষ্যতে। তচ্চাম্ভসা পূর্য্যমাণং সশব্দং কুরুতেঽনিলঃ॥ তথা সলিলসংরুদ্ধে নভসোঽন্তে নিরন্তরে। ভিত্ত্বার্ণব-তলং বায়ুঃ সমুৎপততি ঘোষবান্॥ তস্মিন্ বায়্বম্বুসংঘর্ষে দীপ্ততেজা মহাবলঃ। প্রাদুর-ভূদূর্দ্ধশিখঃ কৃত্বা নিস্তিমিরং নভঃ॥ অগ্নিঃ পবনসংযুক্তঃ খং সমাক্ষিপতে জলম্। সোঽগ্নির্মারুতসংযোগাদ্ ঘনত্বমুপপদ্যতে॥ তস্যাকাশং নিপততঃ স্নেহস্তিষ্ঠতি যোঽপরঃ। স সংঘাতত্বমাপন্নো ভূমিত্বমনুগচ্ছতি॥ রসানাং সর্বগন্ধানাং স্নেহানাং প্রাণিনাং তথা। ভূমির্যোনিরিহ জ্ঞেয়া যস্যাং সর্বং প্রসূয়তে" ইতি।

নিরন্তরালস্য কারণসলিলস্য স্থৌল্যপরিণামে পরিচ্ছিন্নভৌতিকদ্রব্যপ্রকীর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং বভূব। তদা স্থূলসূক্ষ্মবায়ুকৃতান্তরালং জ্যোতিঃপিণ্ডময়ং জগদাসীৎ। ঘনত্বমাপদ্যমানে সংহতাৎ স্থৌল্যাত্মকাদ্ দ্রব্যাৎ সূক্ষ্মতরাণি বায়বীয়দ্রব্যাণি পৃথগ্‌বভূবুঃ, তস্মাদাহ 'ভিত্ত্বা' ইতি। ঘনত্বাপ্তিজনিতসংঘর্ষাচ্চ উত্তাপোদ্ভবো যেনোত্তপ্তানি স্থূলভৌতিকানি জ্যোতিঃ-পিণ্ডাকারাণি বভূবুঃ, তত আহ 'তস্মিন্ বায়্বম্বুসংঘর্ষে' ইতি। অথ তেষাং জ্যোতিঃ-পিণ্ডানাং খে বিচরতাং মধ্যে কেচিদ্ বায়ুযোগতঃ নিস্তাপত্বমাপদ্যমানাঃ স্নেহত্বমথ

সলিল উৎপন্ন হইল। সেই সলিলের উৎপীড় হইতে মারুত উৎপন্ন হইল। যেমন কোন ছিদ্রহীন পাত্র প্রথমে নিঃশব্দ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরে তাহা জলের দ্বারা পূর্ণ করিতে গেলে তন্মধ্যস্থ বায়ু সশব্দে বুদ্বুদাকারে নির্গত হয়, সেইরূপ সেই সর্বব্যাপী নিরন্তরাল সলিলরাশির মধ্য হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল। সেই বায়ু ও সলিলের সঙ্ঘর্ষ হইতে দীপ্ততেজা মহাবল অগ্নি আকাশকে নিস্তিমির করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। সেই অগ্নি, পবন-সংযুক্ত হইয়া জলকে আকাশে সমাক্ষিপ্ত করে। মারুত-সংযোগে সেই অগ্নি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই ঘনত্বপ্রাপ্ত অগ্নির যে স্নেহাংশ থাকে, তাহা সঙ্ঘাতত্ব প্রাপ্ত হইয়া শেষে ভূমিত্ব প্রাপ্ত হয়। ভূমি সমস্ত গন্ধ, রস, প্রাণী ও স্নেহের আশ্রয়, তাহাতে সমস্ত প্রসূত হয়" (শান্তিপর্ব)।

নিরন্তরাল বা একরস কারণসলিলের স্থৌল্যপরিণাম হইলে পরিচ্ছিন্ন-ভৌতিক দ্রব্যসমাকীর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছিল। তখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম (নভঃস্থিত সূক্ষ্ম জড়দ্রব্য) বায়ুর দ্বারা কৃত অন্তরাল-যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতিঃপিণ্ডময় হইয়াছিল। যখন ঘনত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন কাঠিন্যাদি-স্থূল-ধর্মযুক্ত পাষাণাদি দ্রব্য হইতে সূক্ষ্মতর বায়বীয় দ্রব্যসকল পৃথক্ হইতে লাগিল। সেইজন্য বলিয়াছেন, "জলরাশির মধ্য হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল"। আর ঘনত্ব-প্রাপ্তিজন্য সঙ্ঘর্ষ হইতে উত্তাপ উদ্ভূত হয়, যাহার দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া স্থূল ভৌতিক দ্রব্যসকল জ্যোতিঃপিণ্ডাকার হইয়াছিল। তজ্জন্য বলিয়াছেন, 'সেই বায়ু ও জলের সঙ্ঘর্ষে দীপ্ততেজা' ইত্যাদি। অনন্তর আকাশে বিচরণকারী সেই জ্যোতিঃ-পিণ্ডের মধ্যে কতকগুলি বায়ুযোগে নিস্তাপত্ব প্রাপ্ত হইয়া তরলতা এবং তৎপরে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। আর কেহ কেহ বৃহত্ত্বহেতু (বা অন্য কারণে) অদ্যাপি জ্যোতিঃপিণ্ডরূপে বর্তমান আছে। যথা উক্ত

সংঘাতত্বমাপদ্যন্তে, কেচিচ্চ বৃহত্ত্বাৎ স্বয়ংপ্রভজ্যোতিষ্করূপেণাদ্যাপি বর্তন্তে। উক্তঞ্চ "উপবিষ্টোপবিষ্টাস্তু প্রজ্বলদ্ভিঃ স্বয়ংপ্রভৈঃ। নিরুদ্ধমেতদাকাশমপ্রমেয়ং সুরৈরপি॥" ইতি। তস্মাচ্চাহুঃ "সোঽগ্নির্মারুতসংযোগাদ্" ইতি॥ ৭০॥

যদ্ গ্রহণদৃশি বিরাজঃ স্থূলজ্ঞানং গ্রাহ্যদৃশি সা যথোক্তা স্থূললোকসৃষ্টিঃ। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি শ্রুতের্দৃশ্যমানা লোকাঃ পাদমাত্রং, ভুবঃস্বরাদয়ঃ সূক্ষ্মাশ্চ লোকাস্ত্রিপাদঃ। তেষু শ্রেষ্ঠো মহত্তমশ্চ সত্যলোকঃ। স চ বৈরাজমহদাত্মপ্রতিষ্ঠিতঃ। গ্রহণদৃশি সর্বা গ্রহণক্রিয়া মহদাত্মনি নিবদ্ধাস্ততো গ্রাহ্যদৃশি সত্যলোকাভ্যন্তরে নিবদ্ধাঃ সর্বে স্থূলসূক্ষ্মলোকাঃ। গ্রহণে তামসাভিমানঃ স্থিতিহেতুঃ, গ্রাহ্যে তদভিমানপ্রতিষ্ঠা সঙ্কর্ষণাখ্যা তামসী শক্তির্লোকধারণহেতুঃ। উক্তঞ্চ "মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি। বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্" ইতি। তথা চ "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণম্" ইতি। অনয়া সঙ্কর্ষণাখ্য-ধারণশক্ত্যা সত্যলোকাভ্যন্তরে নিবদ্ধাঃ স্থূললোকা বিচরন্তি বর্তন্তে চ। শ্রুতিশ্চাত্র "সমাববর্তি পৃথিবী সমুষা সমু সূর্যঃ সমু বিশ্বমিদং জগৎ" ইতি॥ ৭১॥

হইয়াছে, "এই আকাশ উপর্যুপরি প্রজ্বলিত স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্কনিচয়ের দ্বারা নিরুদ্ধ, ইহা সুরগণেরও অপ্রতর্ক্য"। তজ্জন্য বলিয়াছেন, 'সেই অগ্নি পবনসংযোগে' ইত্যাদি *॥ ৭০॥

গ্রহণ-দৃষ্টিতে যাহা বিরাট্ পুরুষের স্থূলজ্ঞান গ্রাহ্য-দৃষ্টিতে তাহা পূর্বোক্ত স্থূললোক-সৃষ্টি। "এই বিশ্ব ও ভূতসকল তাঁহার চতুর্থাংশ মাত্র এবং অমৃত দিব্যলোক ত্রিচতুর্থাংশ"—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, দৃশ্যমান লোকসকল চতুর্থাংশ এবং ভুবঃস্বরাদি লোকসকল অবশিষ্ট ত্রিপাদ। তাহাদের (দিব্যলোকের) মধ্যে মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ লোকের নাম সত্যলোক। তাহা বিরাট্ পুরুষের বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত (কারণ বুদ্ধিতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারীরা সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকেন)। গ্রহণ-দৃষ্টিতে দেখা যায়, সমস্ত গ্রহণক্রিয়া বুদ্ধিতত্ত্বে নিবদ্ধ, অর্থাৎ তাহাই মূল আশ্রয়, তজ্জন্য গ্রাহ্য-দৃষ্টিতে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম লোকসকল নিশ্চল সত্যলোকাভ্যন্তরে নিবদ্ধ। গ্রহণে তামসাভিমানই স্থিতির হেতু, তজ্জন্য গ্রাহ্য-দৃষ্টিতে বিরাট্ পুরুষের তামসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত সঙ্কর্ষণ-নামক তামসী ধারণশক্তি লোকধারণের হেতু।

* ইহা লোকালোক-রূপ ভৌতিক সর্গ, ইহাতে 'আকাশাদ্ বায়ুর্বায়োস্তেজঃ' ইত্যাদিক্রমে ভূতোৎপত্তি বিবেচনা করিতে হইবে। ঐরূপ ক্রমের প্রমাণ যথা—শব্দ কম্পনাত্মক, তাহার শেষাবস্থা তাপ, তাপ অধিক হইলে রূপোৎপাদন করে, রূপ (তাপ-সহ) জলাদি রাসায়নিক মিলন উৎপাদন করে। কিঞ্চ সূর্যালোক সমস্ত রসদ্রব্যের উৎপাদয়িতা। সেই রাসায়নিক ক্রিয়া রসজ্ঞান উৎপাদন করে, এবং রাসায়নিক দ্রব্য গন্ধজ্ঞান উৎপাদন করে। অন্য কথায়, শব্দক্রিয়া রুদ্ধ হইলে তাপ হয়, তাপ রুদ্ধ বা পুঞ্জীকৃত হইলে রূপ হয়। রূপ বা আলোক রুদ্ধ হইলে রস হয় (এইজন্য উদ্ভিদ্‌কে রুদ্ধ সূর্যালোক বলা যাইতে পারে)। রস বা রাসায়নিক দ্রব্য নাসারন্ধ্রের দ্বারা রুদ্ধ হইলে গন্ধ হয়। উদ্ধৃত শাস্ত্র হইতেও এইরূপ ক্রম দেখা যায়, যথা—প্রথমে কারণসলিল হইতে সর্বব্যাপী প্রবল শব্দ, তৎপরে স্পর্শ বা তাপ-লক্ষণ বায়ু, তৎপরে তেজ, তৎপরে স্নেহ বা প্রস্তরাদি রাসায়নিক দ্রব্যের তরল অবস্থা, পরে তাহার সজ্ঘাত অবস্থা, যাহা অস্মদ্ ব্যবহার্য গন্ধাদির আশ্রয়। তত্ত্বের দিক্ হইতে—অভিমান হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ ভূত।

ভূতাদের্বিরাজোঽভিব্যক্তৌ সত্যাম্ প্রজাপতিঃ হিরণ্যগর্ভ আবিরাসীৎ। শ্রূয়তে চ "তস্মাদ্বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পূরুষ" ইতি। স এষ ভগবান্ প্রজাপতিঃ হিরণ্যগর্ভঃ পূর্বসিদ্ধঃ সর্গেঽস্মিন্ সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব সর্বজ্ঞাতৃত্ব-সংস্কারেণ সহাভিব্যক্তো বভূব। শ্রূয়তে চ "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥" ইতি। সর্বজ্ঞাতৃত্ব-সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব-সংস্কারমাহাত্ম্যেনোদ্ভূতেষু সপ্রজলোকেষু স সর্বজ্ঞোঽধীশো ভূত্বা বর্ততে। তস্য সর্বজ্ঞাতৃত্ব-স্বভাবো হিরণ্যগর্ভস্বরূপং সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বস্বভাবস্তু বিরাজস্বরূপম্। পূর্বে খলু সর্গে সপ্রজলোকেষু তস্য ঈশিতৃত্বাভিমানাৎ তচ্ছক্ত্যা সর্গেঽস্মিন্ প্রজাভিঃ সহ লোকা জায়েরন্। তথা চ সূত্রং "স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা" ইতি, "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" ইতি চ। শাশ্বতাঃ সংসারিণো জীবাঃ খল্বাদৌ বক্ষ্যমাণ-প্রণালিকয়া তদৈশ্বর্যমাহাত্ম্যাদ্ দেহিনো ভূত্বা আবিরাসন্। ততো বীজবৃক্ষন্যায়েন প্রাণিনাং সন্তানঃ। ভগবান্ হিরণ্য-গর্ভঃ সাস্মিতমহাসমাধিসিদ্ধো যদা যোগনিদ্রোত্থিত আত্মস্থোঽপি ঐশ্বর্যমনুভবতি তদা ব্রহ্মাণ্ডস্য ব্যক্তির্যদা পুনঃ স্বাত্মন্যেব তিষ্ঠন্ নিরোধসমাধিমধিগচ্ছতি তদা যোগনিদ্রাগত

যথা উক্ত হইয়াছে, "ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভূগোল ব্রহ্মের পরম ধারণশক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া আকাশে অবস্থান করিতেছে", অন্যত্র যথা—"দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সঙ্কর্ষণ—'আমি' এইরূপ অভিমান-লক্ষণ।" এই সঙ্কর্ষণ বা শেষ-নাগ বা অনন্ত-নামক তামস ধারণশক্তির দ্বারা সূক্ষ্ম সত্যলোকাভ্যন্তরে নিবদ্ধ হইয়া স্থূললোকসকল বর্তমান আছে ও বিচরণ করিতেছে। এবিষয়ে শ্রুতি যথা—"পৃথিবী সম্যক্ আবর্তন করিতেছে, ঊষা বা দিবস, সূর্য এবং সমস্ত জগৎও আবর্তন করিতেছে" (যজুর্বেদ)। ('সাংখ্যের ঈশ্বর' প্রকরণে 'লোকসংস্থান' দ্রষ্টব্য)॥ ৭১॥

ভূতাদি বিরাটের অভিব্যক্তি হইলে প্রজাপতি ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রুতি যথা—"তাহা হইতে বিরাট্ প্রজাত হইয়াছিলেন, বিরাটের অধি বা উপরিস্থ হিরণ্যগর্ভ" (ঋক্ মন্ত্র)। সেই পূর্বসিদ্ধ ভগবান্ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ * যখন ইহ সর্গে আবির্ভূত হন তখন স্বকীয় প্রাক্তন সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বরূপ ঐশ্বরিক সংস্কারের সহিত অভিব্যক্ত হন। এবিষয়ে শ্রুতি যথা—"হিরণ্যগর্ভ পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, এই সর্গের আদিতে তিনি জাত বা অভিব্যক্ত হইয়া বিশ্বের একমাত্র পতি হইয়াছিলেন, তিনি দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। সেই 'ক' নামক দেবতাকে আমরা হবির দ্বারা অর্চনা করি" (ঋক্ মন্ত্র)। তাঁহার সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব সংস্কারের মাহাত্ম্যে সমুদ্ভূত প্রাণিসমন্বিত লোকসকলে তিনি সর্বজ্ঞ সর্বাধীশ হইয়া অধিরাজমান আছেন। তাঁহার সর্বজ্ঞাতৃত্বস্বভাব হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপ এবং সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বস্বভাব বিরাজ-স্বরূপ। পূর্বসর্গে সপ্রজলোকে তাঁহার ঈশিতৃত্ব অভিমান থাকাতে সেই অভিমানশক্তির বশে এই সর্গে প্রজার সহিত

* বৈদিক যুগের এই সর্বেশ্বর হিরণ্যগর্ভদেবই উত্তরকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে পূজিত হন। "নমো হিরণ্যগর্ভায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপিণে" ইত্যাদি কাশীখণ্ডের সুন্দর স্তোত্র দ্রষ্টব্য।

ইত্যভিধীয়তে। তদা চ ব্রহ্মাণ্ডং বিলীয়ত ইতি। এবং প্রজাপতেরৈশ্বর্যবশাৎ স্থূল-সূক্ষ্মলোকসর্গানন্তরং ধার্যবিষয়প্রাপ্তৌ লীনকরণা জীবা ব্যক্তকরণাঃ সূক্ষ্মবীজরূপাঃ প্রাদুর্বভূবুঃ। কর্মাশয়বৈচিত্র্যাদ্দৈবমানুষতির্যগুদ্ভিৎপ্রকৃত্যাপূরিতৈর্বিচিত্রকরণৈঃ সমন্বিতাস্তে সূক্ষ্মবীজজীবা অভিব্যাপ্তিষত। তেষ্বসংখ্যেষু বীজজীবেষু যে ঔপপাদিকদেহবীজা ভূততন্মাত্রাভিমানিদেবতাখ্যা জীবাস্তে স্বতঃ প্রাদুর্ভবন্তি স্ম। অথ উদ্ভিজ্জদেহবাঞ্ছা জীবা শরীরাণি পরিজগৃহুঃ। স্মৃতিশ্চাত্রেয়ং ভবতি "ভিত্ত্বা তু পৃথিবীং যানি জায়ন্তে

লোকসকল জন্মাইবে। (কারণ ঐ অব্যর্থ ঐশ্বরিক সংস্কারের মধ্যে 'সর্ব' ভাব থাকিবে, এবং ঈশিতৃত্বভাবও থাকিবে, ঈশিতৃত্বাভিমানের অভিব্যক্তির সহিত তাহার অধিষ্ঠানভূত সর্বজগৎও অভিব্যক্ত হইবে)। সাংখ্যসূত্র বলেন, "তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তা", "ঈদৃশ ঈশ্বরসিদ্ধি অস্মন্মতেও সিদ্ধ"। শাশ্বত সংসারী জীবসকল (যাহারা প্রলয়ে লীনকরণ হইয়া বিদ্যমান ছিল) বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে তাঁহার ঐশ্বর্যের মাহাত্ম্যে দেহী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল (অর্থাৎ সূক্ষ্মবীজ-জীবসকলের দেহ-ধারণের উপযোগী নিমিত্তসকল তাঁহার ঐশ সংস্কারবশে ঘটাতে, তাহারা দেহধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল) তৎপরে বীজবৃক্ষন্যায়ে প্রাণীদের সন্তান চলিতেছে।

সাস্মিত-নামক মহাসমাধিসিদ্ধ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ যখন যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া মহদাত্মস্থ থাকিয়াও ঐশ্বর্য অনুভব করেন তখন ব্রহ্মাণ্ডের ব্যক্তি হয়, আর যখন কল্পান্তে নিরোধ সমাধির দ্বারা স্বস্বরূপমাত্রে স্থিত বা কৈবল্যপ্রাপ্ত হন, তখন যোগনিদ্রাগত হইয়াছেন বলা যায়। তখন ব্রহ্মাণ্ড লীন হয়। * এইরূপে প্রজাপতির ঐশ্বর্যবলে স্থূল ও সূক্ষ্ম লোকসকলের অভিব্যক্তির পর ধার্যবিষয়-

* এ বিষয় বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে। সিদ্ধ যোগীরা সার্বজ্ঞ্য ও সর্বশক্তিমত্তা লাভ করেন। তখন তাঁহারা "সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি" (গীতা) দেখেন। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্বসিদ্ধের ঈশিতৃত্বাধীন বলিয়া সর্বশক্ত সিদ্ধদের ইহাতে ঐশশক্তি প্রয়োগ করা ঘটে না। তাঁহারা, এক রাজার রাজ্যে অন্য রাজার ন্যায়, শক্তি প্রয়োগ না করিয়াই এই ব্রহ্মাণ্ডে থাকেন। প্রলয়ের পর ঐরূপ সিদ্ধপুরুষগণ (যাঁহারা কৈবল্য লাভ করেন নাই, কিন্তু জ্ঞানের ও শক্তির উৎকর্ষ লাভ করিয়া তৃপ্ত আছেন, সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত শাশ্বতকালের জন্য অব্যক্ত অবস্থায় যায় নাই) ব্যক্ত হইলে পূর্বার্জিত সেই জ্ঞান ও শক্তির উৎকর্ষসম্পন্ন চিত্তের সহিত প্রাদুর্ভূত হইবেন। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্ত চিত্ত ব্যক্ত হইলে সেই চিত্তের বিষয় যে 'সর্ব' বা লোকালোক, তাহাও সুতরাং ব্যক্ত হইবে। অর্থাৎ তাদৃশ পুরুষের সংকল্পনই এই ব্রহ্মাণ্ড। লোকালোক ব্যক্ত হইলে অন্য অসিদ্ধ প্রাণিগণ যাহাদের যেরূপ সংস্কার ছিল তদনুরূপ হইয়া ব্যক্ত হইবে এবং দেহধারণের জন্য উন্মুখ হইবে। পিতৃবীজ ব্যতীত স্থূল দেহধারণ হয় না, সুতরাং আদিম স্থূল শরীরীরা তাঁহার ঐশীশক্তির মাহাত্ম্যে দেহধারণ করিয়াছিল। পরে স্ব স্ব কর্মবশে প্রাণীদের সন্তান চলিতেছে।

ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থই প্রাণীদের কর্ম, তাহা প্রাণীদের স্বাধীন, অন্যের বশে তাহা হইবার নহে, অতএব দেহলাভ করিয়াই প্রাণীরা তাহার আচরণ করিতে থাকে। ইহা জগতের শাশ্বত স্বভাব বলিয়া এবং সর্বজীবের অনুকূল বলিয়া সিদ্ধদের ঐশীশক্তিও ঐরূপ সংস্কারযুক্ত হয়। অর্থাৎ পূর্বসর্গে যেরূপ স্ব স্ব কর্মকারী দেহীর দ্বারা পূর্ণ জগতে সিদ্ধদের ঐশভাবের সংস্কার ছিল, এই সর্গেও তদনুরূপ সংস্কার ব্যক্ত হইয়া স্ব স্ব কর্মকারী প্রাণীদের দ্বারা পূর্ণ লোকসকল অভিনির্বর্তিত করে। প্রাণীরা পূর্ব পূর্ব সর্গবৎ স্বকর্মে সুখদুঃখ ভোগ করে, কেহ বা অপবর্গ প্রাপ্ত হয়।

এই হিরণ্যগর্ভদেবই সগুণ ব্রহ্ম বা অক্ষর। কোন কোন মতে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ একেরই ভাবান্তর। অন্যমতে উভয়ে পৃথক্ পুরুষ।

কালপর্যযাৎ। উদ্ভিজ্জানি চ তান্যাহুর্ভূতানি দ্বিজসত্তমাঃ॥" ইতি। তথা চ "উদ্ভিজ্জা জন্তবো যদ্বচ্ শুক্রজীবা যথা যথা। অনিমিত্তাৎ সম্ভবন্তি॥" ইতি। অথান্যে প্রাণিনঃ সমজায়ন্ত। প্রাণিষু যেঽস্ফুটববকবণাস্তথা চাতিপ্রবলাঽববকবণাস্তেম্বেকাযতনস্থিতা জননীশক্তির্ভবতি। স্ফুটববকরণপ্রাণিষু প্রাণশক্তেবপ্রাবল্যাদ্দ্বিধা বিভক্তা জননী-শক্তির্বর্ততে। তস্মাৎ স্ত্রীপুংভেদ ইতি॥ ৭২॥

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য-শ্রীমদ্ হরিহবানন্দাবণ্য-বিরচিতঃ সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ সমাপ্তঃ।

প্রাপ্ত হওযাতে লীনকবণ জীবসকল ব্যক্তকবণ হইযা প্রথমে সূক্ষ্মবীজরূপ (দেহগ্রহণেব পূর্বাবস্থা) হইয়া প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সূক্ষ্মবীজ-জীবসকল কর্মাশযেব বৈচিত্র্য-হেতু দৈব, মানুষ, তির্যক্ ও উদ্ভিদ্ জাতীয প্রাণীব কবণপ্রকৃতিব দ্বাবা আপূবিত (সুতবাং বিচিত্র-কবণ-বীজযুক্ত) হইযা অভিব্যক্ত হইযাছিল। সেই অসংখ্য বীজজীবেব মধ্যে যাহাবা ঔপপাদিক-দেহবীজ (পিতামাতাব সংযোগ ব্যতিবেকে যাহাবা হঠাৎ প্রাদুর্ভূত হয তাহাবা ঔপপাদিক জীব, যেমন ভূততন্মাত্রাদিব অভিমানী দেবতা প্রভৃতি), সেই জীবসকল স্বতঃ প্রাদুর্ভূত হইযাছিল। কালক্রমে পৃথিব্যাদি লোকসকল উপযোগী হইলে উদ্ভিজ্জ-দেহেব বীজভূত জীবসকল শবীব পবিগ্রহ কবিযাছিল। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—"যাহাবা কালপর্যাযে পৃথিবী ভেদ কবিযা উত্থিত হয, হে দ্বিজসত্তমগণ। সেই প্রাণিগণেব নাম উদ্ভিদ্।" অন্যত্র যথা—"উদ্ভিজ্জগণ, শুক্রজীবগণ যেমন অকাবণে জন্মায় ইত্যাদি" (অর্থাৎ অকস্মাৎ যে প্রাণী প্রাদুর্ভূত হয এ মতও প্রাচীনকালে ছিল)। অনন্তব অন্য প্রাণিগণ উৎপন্ন হইযাছিল। প্রাণীসকলেব মধ্যে যাহাদেব ববকবণ বা সাত্ত্বিক দিকেব কবণ অস্ফুট এবং অববকবণ বা তামস দিকেব কবণ প্রবল, তাহাদেব জননীশক্তি একদেহস্থিতা। আব যাহাদেব ববকবণসকল স্ফুট তাহাদেব প্রাণশক্তিব অপ্রাবল্যহেতু জননীশক্তি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অবস্থান কবে। তাহা হইতে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ হয ('প্রাণতত্ত্ব' প্রকবণে 'প্রাণীব উৎপত্তি' দ্রষ্টব্য)॥ ৭২॥

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য-শ্রীমদ্ হবিহবানন্দ আবণ্য-কৃত সাংখ্যতত্ত্বালোক সমাপ্ত।

বররত্নমালা

(প্রথম মুদ্রণ ১৯০৩)

অথ মুমুক্ষূণামুপাদেয়েষু পদার্থেষু কতমা বরিষ্ঠা রত্নভূতা ইতি? উচ্যতে। আগমেষু শ্রুতিঃ। শ্রুতিষু—"যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি" ইতি সাধনপক্ষে।

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি সাধনযুক্তিপক্ষে। তত্ত্বপক্ষে তু—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ইতি।

মুমুক্ষুগণের উপাদেয় পদার্থের মধ্যে কোন্‌গুলি বরিষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ রত্ন-স্বরূপ, তাহা বলা হইতেছে। আগমসকলের মধ্যে শ্রুতি শ্রেষ্ঠ। সাধন-বিষয়ক শ্রুতির মধ্যে এই শ্রুতি শ্রেষ্ঠ—"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্‌কে (অর্থাৎ সংকল্পের ভাষাকে) মনে উপসংহৃত করিবেন, মনকে* জ্ঞানরূপ আত্মাতে অর্থাৎ 'জ্ঞাতাহম্' এই স্মৃতিপ্রবাহে উপসংহৃত করিবেন। সেই জ্ঞানাত্মাকে মহান্ আত্মায় বা অস্মীতিমাত্রে উপসংহৃত করিবেন এবং অস্মীতিমাত্রকে শান্ত আত্মায় অর্থাৎ উপাধি শান্ত বা বিলীন হইলে যে স্বরূপ আত্মা থাকেন, তদভিমুখে উপসংহৃত করিবেন।" সাধনের যুক্তি-বিষয়ে (কিরূপে সাধন করিতে হইবে তদ্‌বিষয়ে) এই শ্রুতি শ্রেষ্ঠ—আহারশুদ্ধি† অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রমত্তভাবে বিষয়-

* সংকল্প ত্যাগ করিলে মন স্বয়ং উপসংহৃত হইয়া জ্ঞান-আত্মায় যায়। মহাভারত বলেন, "তথৈবাপোহ্য সংকল্পান্ মনো হ্যাত্মনি ধারয়েৎ।" এ বিষয়ে যোগতারাবলীতে শঙ্করাচার্য অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তাহা যথা—"প্রসহ্য সংকল্পপরম্পরাণাং সংছেদনে সন্তত-সাবধানঃ।" "পশ্যন্নুদাসীনদৃশা প্রপঞ্চং সংকল্পমুন্মূলয় সাবধানঃ।" অর্থাৎ সাবধান বা সদা স্মৃতিমান্ হইয়া বীর্যসহকারে সংকল্পপরম্পরাকে ছিন্ন করতঃ প্রপঞ্চে বিরাগপূর্বক সংকল্পের মূলকে উৎপাটিত কর।

† বৌদ্ধ যোগিগণ ইহাকে আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞা বলেন। তন্মতে আহার চতুর্বিধ—কবলিঙ্কার বা অন্ন, স্পর্শ বা ঐন্দ্রিয়িক বিষয়, মনঃসঞ্চেতনা বা কর্ম এবং বিজ্ঞান। কবলিঙ্কার আহারকে পুত্রের মাংসভক্ষণবৎ বোধ করিবে। স্পর্শকে চর্মহীনগাত্র-স্পৃষ্ট বেদনাবৎ দেখিবে। মনঃসঞ্চেতনাকে অগ্নিময় স্থান বা তুন্দুলের মত দেখিবে এবং বিজ্ঞানকে বিদ্ধশেলের মত দেখিবে। এইরূপ দেখার নাম আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞা। এইরূপ দেখিতে শিক্ষা করিলে সাধকগণের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

মহাভারত বলেন, "কর্ণৌ ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী। দর্শনীয়েন্দ্রিয়োক্তানি দ্বারাণ্যাহার-সিদ্ধয়ে॥" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণই আহার।

সিদ্ধেষু আদিবিদ্বান্ পরমর্ষিঃ কপিলঃ। দর্শনেষু সাংখ্যম্। সাংখ্যগ্রন্থেষু যোগ-দর্শনম্। মহানুভাব-সাংখ্যেষু শাক্যমুনিঃ। বীজেষু ওঙ্কারঃ সোঽহমিতি চ। মন্ত্রেষু "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদিঃ। ধর্ম্যগাথাসু "শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যমুক্তোঽমৃতভোগভাগী" ইতি॥ আখ্যায়িকাসু মোক্ষধর্মপর্বীযা।

গ্রহণ ত্যাগ করিলে সত্ত্বশুদ্ধি বা চিত্তপ্রসাদ হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইতে ধ্রুবা স্মৃতি বা একাগ্রভূমিকা হয়। স্মৃতি লাভ হইলে সমস্ত অবিদ্যাগ্রন্থি হইতে বিমুক্তি হয়।

তত্ত্ব-বিষয়ক শ্রুতির মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ—অর্থ বা বিষয়সকল ইন্দ্রিয় হইতে পর (কারণ বিষয়ের বিষয়ত্ব ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা গ্রহণ হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা মনে প্রকাশিত হয়)। অর্থ হইতে মন পর। মন (সংকল্পক) হইতে বুদ্ধি বা (জ্ঞানাত্মা) অহংকার পর। বুদ্ধি (জ্ঞাতাহং বা অহংবুদ্ধি-রূপা) হইতে মহান্ আত্মা পর। মহান্ আত্মা বা মহত্তত্ত্ব (সমাধিগ্রাহ্য অস্মীতিমাত্রবোধ) হইতে অব্যক্ত পর (কারণ, মহত্তত্ত্ব লীন হইয়া অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়)। অব্যক্ত বা প্রকৃতি (স্বরূপতঃ সমস্ত অনাত্ম পদার্থের লীনভাব) হইতে পুরুষ পর। পুরুষ হইতে কিছু পর নাই। তাহাই চরমা গতি।

সিদ্ধের মধ্যে আদিবিদ্বান্ পরমর্ষি কপিল* শ্রেষ্ঠ। দর্শনের মধ্যে সাংখ্য শ্রেষ্ঠ। সাংখ্য-গ্রন্থের মধ্যে যোগদর্শন। মহানুভাব সাংখ্যের মধ্যে শাক্যমুনি†। বীজের মধ্যে ওঙ্কার ও সোঽহম্। মন্ত্রের মধ্যে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপ(ম)ন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্"। অর্থাৎ সেই বিষ্ণুর, বা আকাশে সূর্যরশ্মির ন্যায়

* প্রথমে এই পৃথিবীতে যাঁহা হইতে নির্গুণ মোক্ষধর্ম বা সাংখ্যযোগ প্রবর্তিত হয়, তিনিই কপিল। তাঁহার পূর্বে আর কেহ সম্যক্ উপদেষ্টা ছিলেন না। তিনিই স্বীয় পূর্বজন্মের সংস্কারবলে ইহজীবনে পরম পদ সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ করেন। মতান্তরে সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ভদেবই (বৈদিকযুগে ঋষিগণ জগতের অধীশ্বরকে বা সগুণ ঈশ্বরকে হিরণ্যগর্ভ নামে জানিতেন) তাঁহাকে যোগধর্মের আলোক দেন। শ্রুতি আছে, "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি" ইত্যাদি। স্মৃতি বলেন, "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।" সম্ভবতঃ এই মতভেদ লইয়া ঋষিযুগের ভারতে সাংখ্য ও যোগ নামে দুই সম্প্রদায় হয়। কিন্তু উভয়েরই আদি কপিল। জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি উপনিষদের ঋষিগণ সকলেই কপিলের পরে এবং কপিল-প্রবর্তিত সাংখ্যযোগের দ্বারা পারদর্শী ছিলেন, ইহা মহাভারত হইতে জানা যায়। বলাবাহুল্য যে ইঁহার সহিত পৌরাণিক আখ্যায়িকার সগরবংশ-ধ্বংসকারী কপিলের কোনও সম্বন্ধ নাই এবং ভাগবতেই (৯।৮।১২-১৩) তাহা স্পষ্ট বলা আছে, যথা (শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন) "ন সাধুবাদো মুনিকোপভর্জিতা নৃপেন্দ্রপুত্রা ইতি সত্ত্বধামনি। কথং তমো রোষময়ং বিভাব্যতে জগৎপবিত্রাত্মনি খে রজো ভুবঃ॥ যস্যেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহ নৌর্যয়া মুমুক্ষুস্তরতে দুরত্যযম্। ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ পরাত্মভূতস্য কথং পৃথঙ্মতিঃ॥" অর্থাৎ, সগররাজার পুত্রগণ কপিল মুনির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে—এই বাদ যথার্থ নহে। কারণ, পৃথিবীর ধূলি যেমন আকাশে স্থিতি করে না সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত, জগৎপবিত্রকারী পুরুষে তমোভাব কল্পনীয় নহে। মৃত্যুপথরূপ দুস্তর ভবার্ণব-উত্তরণকারী ও মুমুক্ষুর অবলম্বনীয় সাংখ্যরূপ দৃঢ় নৌকার যিনি স্রষ্টা এবং যিনি পরমাত্মস্থ ও সর্বজ্ঞ সেই কপিল মুনির অন্যরূপ (ক্রোধরূপ) বুদ্ধি কিরূপে সম্ভব? (অর্থাৎ উহা অসম্ভব কল্পনা)।

† শাক্যমুনির গুরুদ্বয় (অড়ার কালাম ও রুদ্রক রামপুত্র) সাংখ্য ও যোগী ছিলেন। সাংখ্যীয় মোক্ষগামী পথও শাক্যমুনি সম্যক্ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তিনি সাংখ্যবাদী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সাধনালম্বনেষু আত্মা, "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা" ইতি শ্রুত্যুদ্দিষ্টঃ। মোক্ষোপায়েষু শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাঃ। বাহ্যধ্যেয়েষু মুক্তপুরুষঃ। আধ্যাত্মিক-ধ্যেয়েষু বোধঃ। মিশ্রধ্যানেষু আত্মস্থ-মুক্তপুরুষধ্যানম্। স্থূলবন্ধনস্য প্রমাদস্য প্রহাণায় স্মৃতিঃ। সূক্ষ্ম-বন্ধনরূপায়া অস্মিতায়া নিরোধোপায়েষু বিবেকঃ। তপঃসু প্রাণায়ামঃ। ঐকাগ্র্য-সাধনেষু স্মৃতিঃ। স্মৃত্যা লক্ষণেষু দ্রষ্টৃভাবং স্মরাণি স্মরিষ্যন্নহঞ্চ তিষ্ঠানীতি। ধার্যবিষয়-স্মৃতি-সাধনেষু শিথিলপ্রযত্নশরীরস্য প্রাণক্রিয়ানুভবস্মৃতিঃ। কার্যবিষয়স্মৃতিসাধনেষু বাগ্‌বোধস্য বোধস্মৃতিঃ। জ্ঞেয়বিষয়-স্মৃতিসাধনেষু নাদবোধস্মৃতিঃ হার্দ-জ্যোতির্বোধ-স্মৃতিশ্চ। আনুব্যবসায়িকস্মৃতিসাধনেষু অতীতানাগতচিন্তানিরোধানুভব-স্মৃতিঃ। সা হি সংকল্পকল্পনপূর্বকৃত্যাদিস্মরণনিবোধাত্মিকা। স্মৃতিসাধনস্থানেষু মূর্ধজ্যোতিষি পশ্চাদ্-ভাগে যৎ।

সুখেষু শান্তিসুখম্। বাহ্যসুখেষু সন্তোষজং যৎ। সুখসাধনেষু বৈরাগ্যম্। বৈরাগ্য-সাধনেষু নিরিচ্ছতাজনিতো যো ভাববিশেষঃ চিত্তেন্দ্রিয়স্য, তৎ-স্মৃতিপ্রবাহভাবনম্। বৈরাগ্যসহায়েষু সন্তোষো হেয়তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ। সন্তোষসাধনেষু ইষ্টপ্রাপ্তৌ যস্তুষ্টনৈশ্চিন্ত্য-

ব্যাপনশীল দেবের, পরম পদ জ্ঞানী বেদবিদ্‌গণ সদা স্থিরমনে স্মৃতিমান্ হইয়া অবলোকন করেন। চক্ষুরিব আততম্ = সূর্যের মত ব্যাপ্ত। বিপন্যবঃ = উত্তম স্তুতিপরায়ণ (বিমন্যবঃ = মন্যুহীন)। "শয্যায় বা আসনে স্থিত বা পথে চলিতে চলিতে আত্মস্থ এবং ক্ষীণ-চিন্তাজাল হইয়া সংসার-বীজের ক্ষয় দর্শন করিতে করিতে নিত্য মুক্ত বা তৃপ্ত ও অমৃতভোগভাগী হইবে", যোগভাষ্যস্থ এই বৈয়াসিকী গাথা মোক্ষধর্মে বীর্যপ্রদায়িনী গাথার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আখ্যায়িকার মধ্যে মহাভারতের মোক্ষধর্মপর্বীয় শ্রেষ্ঠ, কারণ, উহাতে কেবল বিশুদ্ধ মোক্ষধর্মনীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সাধনের আলম্বনের মধ্যে আত্মভাব শ্রেষ্ঠ। 'প্রণব ধনু, শর আত্মা, ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য', ইত্যাদি শ্রুতিতে এই আত্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। মোক্ষের উপায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা। বাহ্য ধ্যেয় পদার্থের মধ্যে (অভিকল্পনা পূর্বক) মুক্তপুরুষ। আধ্যাত্মিক ধ্যেয়ের মধ্যে বোধ। মিশ্র (বাহ্য ও আধ্যাত্মিক) ধ্যানের মধ্যে আত্মস্থ (আমার হৃদয়ে স্থিত) মুক্তপুরুষের ধ্যান শ্রেষ্ঠ। বন্ধনের মধ্যে স্থূল বন্ধন যে প্রমাদ, তাহার নাশের জন্য স্মৃতি-সাধন শ্রেষ্ঠ। সূক্ষ্ম বন্ধন যে অস্মিতা, তাহার নিরোধের উপায়ের মধ্যে বিবেক এবং তপস্যার মধ্যে প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ। ঐকাগ্র্যের বা একাগ্রভূমিকার সাধনের মধ্যে স্মৃতি-সাধন শ্রেষ্ঠ। স্মৃতির লক্ষণের মধ্যে এই লক্ষণ শ্রেষ্ঠ—'আমি (করণ ব্যাপারের) দ্রষ্টা' এই ভাব স্মরণ করা এবং তাহা যে স্মরণ করিতেছি তাহাও স্মরণ করিতে থাকিব ও থাকিতেছি, এতাদৃশ ভাবই স্মৃতি। শিথিলপ্রযত্ন শরীরের যে প্রাণক্রিয়া, তাহার বোধের স্মৃতি শরীর-বিষয়ক স্মৃতি-সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়সম্বন্ধীয় স্মৃতি-সাধনের মধ্যে উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত বাক্যের যে নিরোধ, তদ্বিষয়ক স্মৃতি শ্রেষ্ঠ। জ্ঞেয়-বিষয়ক স্মৃতি-সাধনের মধ্যে অনাহত নাদের বোধস্মৃতি এবং হৃদয়স্থ জ্যোতির বোধস্মৃতি প্রধান। অতীত ও অনাগত চিন্তার যে নিরোধ তাহার যে অনুভব, তদ্বিষয়া স্মৃতি আনুব্যবসায়িক স্মৃতি-সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহা

ভাবস্তস্য স্মৃত্যা ভাবনম্। দমেষু বাগ্‌দমঃ। বাক্যেষু তত্ত্ববিষয়কং যৎ। কামদমনোপায়েষু গুপ্তেন্দ্রিয়ঃ সন্ কাম্যবিষয়াস্মরণম্। লোভদমনোপায়েষু তুষ্টঃ সন্ অর্থিতাসংকোচঃ। শারীরস্থৈর্যেষু চক্ষুঃস্থৈর্যম্।

ধারণাসু চিত্তবন্ধনীষু আধ্যাত্মিকদেশঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৌ চ। আধ্যাত্মিকদেশেষু হৃদয়াদ্ আব্রহ্মরন্ধ্রং জ্যোতির্ময়ো বোধব্যাপ্তো যঃ। শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্দ্দীর্ঘং সূক্ষ্মং প্রযত্নবিশেষপূর্বকং রেচনং সহজতঃ পূরণঞ্চ। প্রাণায়ামপ্রযত্নেষু-সর্বকরণানাং স্থিরশূন্যবদ্ভাবস্য স্মারকাণি রেচন-পূরণ-বিধারণানি। ধীপ্রসাদায় যুক্তজ্ঞানার্জনম্। জ্ঞানেষু কার্যকরং যৎ। জ্ঞানার্জনোপায়েষু শ্রদ্ধাসহিতা জিজ্ঞাসা। জ্ঞানার্জনপ্রতিপক্ষপ্রহাণায় মানস্তব্ধতাত্মগৌরবত্যাগঃ। ন্যায়েষু যো যথার্থ-লক্ষণস্য সাধকঃ। লক্ষণেষু যা প্রস্ফুটধারণায়া ভাবিনী সোক্তিঃ। ন্যায়প্রয়োগেষু দ্রষ্টৃবিকারিত্বসাধনম্। তত্রাপি মহদাত্মাধিগমপূর্বকো বিবেকখ্যাতিপর্যবসিতো বিচারঃ।

সংকল্প, কল্পন ও পূর্বকৃত্যাদি (পূর্ব কর্ম) স্মরণের নিরোধ-স্বরূপ। শিরঃস্থ জ্যোতির পশ্চাৎপ্রদেশ স্মৃতি-সাধন-স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ *।

সুখের মধ্যে শান্তিসুখ শ্রেষ্ঠ। বাহ্য-বিষয়ক সুখের মধ্যে সন্তোষজ সুখ। সুখসাধনের মধ্যে বৈরাগ্য। মনকে ইচ্ছাশূন্য করিতে শিখিয়া তখন চিত্তের ও ইন্দ্রিয়ের যে ভাব-বিশেষ অনুভূত হয়, স্মৃতির দ্বারা তাদৃশ ভাবপ্রবাহকে মনোমধ্যে উপস্থিত রাখা বৈরাগ্যসাধনের মধ্যে প্রধান। বৈরাগ্যের সহায়ের মধ্যে সন্তোষ এবং হেয়তত্ত্বের জ্ঞান (অনাগত দুঃখই হেয়, তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ দুঃখের কারণ, দুঃখের প্রহাণ ও দুঃখপ্রহাণের উপায়) শ্রেষ্ঠ। ইষ্টপ্রাপ্তি হইলে যে তুষ্টি নিশ্চিতভাব অনুভূত হয়, তাহার স্মৃতিপ্রবাহ ধারণা করা সন্তোষ-সাধনের মধ্যে প্রধান। দমের মধ্যে বাগ্দম। বাক্যের মধ্যে তত্ত্ব-বিষয়ক বাক্য। ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়-ভোগ হইতে নিরস্ত রাখিয়া কাম্য বিষয়কে স্মরণ না করা কামদমনোপায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। লোভদমনোপায়ের মধ্যে তুষ্ট হইয়া অভাব সংকোচ করা শ্রেষ্ঠ। শারীরস্থৈর্যের মধ্যে চক্ষুর স্থৈর্য শ্রেষ্ঠ।

ধারণার দ্বারা চিত্তবন্ধন করিবার জন্য আধ্যাত্মিকদেশ এবং শ্বাস ও প্রশ্বাস শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক দেশের মধ্যে—হৃদয় হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্যোতির্ময় বোধব্যাপ্ত দেশ শ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, প্রযত্নবিশেষসাধ্য রেচন এবং সহজতঃ পূরণ—ইহাই শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত করণের স্থির, শূন্যবৎ ভাবকে যাহা স্মরণ করাইয়া দেয় (অর্থাৎ স্মৃতি আনয়ন করে) তাদৃশ রেচন, পূরণ ও বিধারণ নামক প্রযত্ন প্রাণায়ামপ্রযত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ধীশক্তির প্রসন্নতার জন্য যুক্তি-যুক্ত জ্ঞানার্জন, জ্ঞানের মধ্যে কার্যকর জ্ঞান, এবং জ্ঞানার্জনের উপায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা-সহিতা জিজ্ঞাসা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানার্জনের প্রতিপক্ষ-

* কোন এক জ্ঞান হইলে তাহার যে সংস্কার হয়, সেই সংস্কারবশে তাহা বরণগত ভাবরূপে পুনরনুভূত হয়, তাদৃশ অনুভবই স্মৃতি। সাধনের জন্য চিত্ত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ বা শরীর এই সমস্তের স্থৈর্যমূলক অনুভব স্মৃতি-সাধনের বিষয়।

বাহ্যদুর্বোধপদার্থবোধেষু দিক্কালয়োর্মূলবোধঃ অনাদিসত্তাবোধশ্চ। বিকল্পেষু সবিতর্কাঙ্গো যঃ। কল্পনাসু ধ্যেয়কল্পনা। ধ্যেয়কল্পনাসু সূক্ষ্মতরা শুদ্ধতরাত্মকল্পনা যা। সংকল্পেষু সংকল্পং জহানীত্যাত্মকো যঃ। তত্ত্বাধিগমায় ধ্যানম্। সূক্ষ্মতরভাবাধিগমহেতুষু সবিচারং ধ্যানম্। জ্ঞানদীপ্তিকরেষু যোগিনঃ স্বজ্ঞানদোষপ্রেক্ষণং সর্বজ্ঞে পুরুষে নির্ভরশ্চ।

স্থূলকায়তত্ত্ববোধেষু প্রযত্নশৈথিল্যে সিদ্ধে অসংহতঃ প্রাণক্রিয়াপুঞ্জঃ কায়প্রদেশ ইত্যধিগমঃ। সূক্ষ্মকায়তত্ত্ববোধেষু মহদাত্মপ্রাণাধিষ্ঠানভূতোঽণুর্বা অনন্তো বা বোধাকাশঃ। সূক্ষ্মতমাসু স্থিতিষু নিরোধভূমিঃ। ঈশ্বরধ্যানালম্বনেষু হার্দাকাশঃ। সত্যসাধনেষু ঋজুচিত্তস্য স্বল্পভাষিতা। আর্জবসাধনেষু নিরীহস্য অদুষ্টচিন্তা।

পদার্থরত্নানি গৃহাণ যোগিন্ বিদ্যাসুধাব্ধের্হি সমুদ্ধৃতানি।
ত্রৈলোক্যরাজ্যাচ্চ পরং পদং যৎ প্রাপ্স্যসি ভূত্বা বররত্নমালী॥

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য-শ্রীমদ্ হরিহরানন্দারণ্যগ্রথিতা বররত্নমালা সমাপ্তা।

নাশের জন্য অভিমান, শুদ্ধতা (নিজের গুরুত্ব-বুদ্ধিহেতু অবিনেয়তা) ও আত্মগুরুত্ববোধ ত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ কল্প। ন্যায়ের মধ্যে যাহা পদার্থের যথার্থ লক্ষণ সাধিত করে, তাহা শ্রেষ্ঠ। লক্ষণের মধ্যে যাহা মনে প্রস্ফুট ধারণা উৎপাদন করে, তাদৃশ উক্তি শ্রেষ্ঠ। ন্যায়প্রয়োগ ও বিচারের মধ্যে যাহা দ্রষ্টার অবিকারিত্ব সিদ্ধ করে তাহা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সুখদুঃখে পীড্যমান আত্মা কিরূপে সুখদুঃখাতীত তাহা যে বিচারপূর্বক সিদ্ধ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিচার, মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকারপূর্বক যে বিচারের বিবেক-খ্যাতিতে পর্যবসান হয়, তাদৃশ সমাধিনির্মল বিচারই (অর্থাৎ সবিচার সম্প্রজ্ঞাত) বিচারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দিক্ (অবকাশ, আকাশ ভূত নহে) ও কালের মূল বুঝা এবং অনাদিসত্তা কিরূপে সম্ভব, তাহা বুঝা বাহ্যদুর্বোধ্য পদার্থ বুঝার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিকল্পের মধ্যে সবিতর্ক সমাধির অঙ্গভূত বিকল্প শ্রেষ্ঠ। কল্পনার মধ্যে ধ্যেয় কল্পনা। ধ্যেয়কল্পনার মধ্যে আপনাকে সূক্ষ্মতর ও শুদ্ধতর কল্পনা করা শ্রেষ্ঠ ('মুমুক্ষাচতুষ্ক'—কাপিলাশ্রমীয় স্তোত্রসংগ্রহে দ্রষ্টব্য)। সংকল্পকে ত্যাগ করিলাম এই সংকল্প—সংকল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তত্ত্বাধিগমের জন্য ধ্যান শ্রেষ্ঠ। উত্তরোত্তর সূক্ষ্মভাব সাক্ষাৎকারের জন্য সবিচার ধ্যান শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের দীপ্তিকর উপায়ের মধ্যে যোগযুক্ত হইয়া নিজের জ্ঞান-দোষ-চিন্তন ও সর্বজ্ঞ পুরুষে নির্ভর করা শ্রেষ্ঠ কল্প।

প্রযত্নশৈথিল্যের দ্বারা শরীর সম্যক্ স্থির শূন্যবৎ হইলে, কায়প্রদেশ অকঠিন, প্রাণ-ক্রিয়াপুঞ্জ-স্বরূপ, এইরূপ সাক্ষাৎকার স্থূলশরীর-তত্ত্ব-বোধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মহদাত্মার যে প্রাণ ('সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি' এই ভাবযুক্ত যে শরীর, তাহাকে বিধারণ করে যে প্রাণ)—যাহা প্রাণের সূক্ষ্মতম অবস্থা—তাহার অধিষ্ঠানভূত যে অণু বা অনন্ত বোধাকাশ, তাহাই সূক্ষ্মকায়তত্ত্ব-বোধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (কেবল 'অস্মি' মাত্র বলিয়া সেই বোধাকাশ অণু এবং তদ্দ্বারা সার্বজ্ঞ্য হয় বলিয়া তাহা অনন্ত)। সূক্ষ্মতম স্থিতির মধ্যে নিরোধভূমি (যোগদর্শনোক্ত) শ্রেষ্ঠ (প্রকৃতিলয়াদি সূক্ষ্মতম স্থিতিও আছে, কিন্তু তন্মধ্যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই শ্রেষ্ঠ)। ঈশ্বর-ধ্যানের যে যে আলম্বন আছে, তন্মধ্যে হৃদয়াকাশ

শ্রেষ্ঠ। সত্য-সাধনেব মধ্যে ঋজুচিত্ত হইয়া স্বল্পভাষণ শ্রেষ্ঠ। আর্জব বা সবলতা সাধনেব জন্য নিবীহ বা নিস্পৃহ হইবা অদুষ্ট চিন্তা কবা শ্রেষ্ঠ।

হে যোগিন্! মোক্ষবিদ্যারূপ সুধাব্ধি হইতে যাহা সমুদ্ভূত, সেই পদার্থবত্নসকল গ্রহণ কব। ববরত্নমালী হইয়া ত্রৈলোক্যবাজ্য অপেক্ষাও যাহা পবম পদ, তাহা প্রাপ্ত হইবে।

ববরত্নমালা সমাপ্ত

তত্ত্বসাক্ষাৎকার

(প্রথম মুদ্রণ ১৯০৩)

১। সাংখ্যীয় তত্ত্বসকল কিরূপে সাক্ষাৎকৃত বা উপলব্ধ হয়, তাহা এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়। চিত্তকে কোন এক অভীষ্ট বিষয়ে ধারণ করার নাম ধারণা। পুনঃ পুনঃ ধারণা করিতে করিতে চিত্তের এইরূপ স্বভাব হয় যে, তখন এক বৃত্তি একতানভাবে উদিত হয়। সাধারণ অবস্থায় এক ক্ষণে যে বৃত্তি উঠে পর ক্ষণে তাহা হইতে ভিন্ন আর এক বৃত্তি উঠে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির প্রবাহ চলে। ধারণা-অবস্থার ক্ষণস্থায়ী বৃত্তিসকলের প্রবাহ চলে বটে, কিন্তু সেই বৃত্তিগুলি একরূপ, পূর্বক্ষণে যে বৃত্তি, পরক্ষণে ঠিক তদ্রূপ আর এক বৃত্তি। ধ্যানাবস্থায় একই বৃত্তি বহুক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার নাম একতানতা। বিন্দু বিন্দু জলের ধারার ন্যায় ধারণা, আর তৈল বা মধুর ধারার ন্যায় ধ্যান। ইহার ভিতর অসম্ভব কিছুই নাই, সকলেই অভ্যাস করিলে বুঝিতে পারেন। প্রথমে অতি অল্প সময়ের জন্য চিত্ত একতান হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ যদি অভ্যাস করা যায়, তবে ক্রমশঃ অধিকাধিক কাল চিত্তকে একতান বা অভীষ্ট একমাত্র ভাবে নিবিষ্ট রাখা যায়। ইহা মনস্তত্ত্বের প্রসিদ্ধ নিয়ম। যত অধিক কাল চিত্ত একতান হয়, ততই তাহা (একতানতা) প্রগাঢ় হয়, অর্থাৎ অন্য সকল বিষয়ের বিস্মৃতি হইয়া কেবল ধ্যেয় বিষয় জাজ্বল্যমানরূপে অবভাত হইতে থাকে। অভ্যাস-বৃদ্ধি হইতে সেই একতানতা যখন এত প্রগাঢ় হয় যে, শরীরাদি-সহ নিজেকেও বিস্মৃত হইয়া সেই জাজ্বল্যমান ধ্যেয় বিষয়েই যেন তন্ময় হইয়া যাওয়া যায়, তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা যায়। সুবুদ্ধি পাঠক ইহাতে কিছুই অযুক্ততা দেখিতে পাইবেন না। এই সমাধিসিদ্ধি অতীব দুষ্কর, কদাচিৎ কোন মনুষ্য ইহাতে সিদ্ধ হন, কারণ সর্বপ্রকার বিষয়-কামনাশূন্যতা এবং অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রযত্ন সমাধিসিদ্ধির পক্ষে প্রয়োজন। বাহ্য বা আভ্যন্তর যে-কোন ভাবকে **সমাধি-বলে** অনুভব-গোচর করিয়া রাখার নাম **সাক্ষাৎকার**, ইহা পাঠক স্মরণ রাখিবেন। তবে পুরুষ ও প্রকৃতি সাক্ষাৎকার একরকম উপলব্ধি, তাহা ঠিক অনুভবগোচর রাখিয়া সাক্ষাৎকার নহে, তাহাতে অনুভব-বৃত্তির বোধের উপলব্ধি করিতে হয়।

২। সমাধির সময়ে ধ্যেয়াতিরিক্ত সর্ববিষয়ের সম্যক্ বিস্মৃতিহেতু সমস্ত শারীর ভাবেরও বিস্মৃতি হয়, তজ্জন্য শরীর জড়বৎ হইয়া অবস্থান করে। এই হেতু শরীরের প্রযত্নশূন্যতা (আসন-প্রাণায়ামাদির দ্বারা) সমাধিসিদ্ধির জন্য একান্ত আবশ্যক। শরীর সর্বপ্রকারে জড়বৎ হইলে, শরীরস্থ শক্তি বা করণসকল শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া কার্য করিতে সমর্থ হয়। সাধারণ আবিষ্ট দূরদর্শন বা ক্লেয়ারভয়ান্স্‌ অবস্থায় দেখা যায় যে, আবেশক ব্যক্তির শক্তি-বিশেষের দ্বারা আবিষ্ট ব্যক্তির চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জড়বৎ হইলে, দর্শনাদি-শক্তি স্থূলেন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইয়া বিষয় গ্রহণ করে। সমাধিসিদ্ধি হইলে যে সেই শরীর হইতে স্বতন্ত্রভাব সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ ব্যক্তির স্বায়ত্ত হইবে এবং তৎফল-স্বরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ যে অব্যভিচারী হইবে, তাহা আর অধিক না বলিলেও বুঝা যাইবে। সাধারণ

অবস্থায় কোন সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে গেলে আমরা মনকে স্থির করি, সূক্ষ্ম দ্রব্য দেখিতে গেলে সেইরূপ চক্ষু স্থির করি, তজ্জন্য সমাধি-নামক চরম স্থিরতা যখন হয়, তখন সেই স্থির চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়ের চরম জ্ঞান হয়। তজ্জন্য যোগসূত্রকার বলিয়াছেন—"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ"। শুধু যে রূপাদি বাহ্য বিষয়ে চিত্ত আহিত করিয়া রাখা যায়, তাহা নহে, চিত্তের যে-কোন ভাব বা (করণরূপ) যে-কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ও, অভীষ্ট কাল পর্যন্ত একভাবে অনুভব-গোচর করিয়া রাখা যায়। তাহাতে সেই বিষয় অন্য সকল হইতে পৃথক্ করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির তত্ত্ব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়াদির তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে, মূল হইতে তাহাদের প্রকৃতির পরিবর্তন করিয়া তাহাদের চরমোৎকর্ষ করা যায়। তাহাতে ক্রমশঃ সর্বজ্ঞতাও লাভ হয়।

৩। এক্ষণে সমাধি-বলে কিরূপে তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎকার হয়, দেখা যাউক, যেমন, ভূত-সাক্ষাৎকার। মনে কর, তেজোভূত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। কোন একটি দ্রব্যের রূপে (যেমন একটি ফুলের লালরূপে) দর্শন-শক্তি নিবিষ্ট করিতে হয়। সাধারণ অবস্থায় চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে পরিণত হইয়া যায়, তজ্জন্য সেই লাল রূপে চক্ষু থাকিলেও হয়ত পাঁচ মিনিটে পাঁচ শত বৃত্তি চিত্তে উঠিবে। তাহাতে রূপের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের অন্য গুণেরও জ্ঞান সংকীর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহাতে এইরূপ সংকীর্ণভাবে বহু ধর্ম একত্র জানা যায়, তাহাকে **ভৌতিক** দ্রব্য বলে। কিন্তু সমাধি-বলে কেবলমাত্র সেই লাল রূপে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে শব্দাদি সমস্ত ধর্ম বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র জগতে লালরূপ আছে, এইরূপ প্রত্যক্ষ হইবে। ফুল অর্থাৎ তদর্থভূত বহু ধর্মের সংকীর্ণ জ্ঞান তখন থাকিবে না, অর্থাৎ ভৌতিক জ্ঞান যাইয়া **তেজোভূততত্ত্ব-সাক্ষাৎকার** হইবে। শব্দসাক্ষাৎকারকালে বাহ্যে ধারাবাহিক শব্দ পাওয়া যায় না বলিয়া অনাহত নাদ নামক শব্দকে প্রথমতঃ বিষয় করিতে হয়। বাহ্য শব্দের দ্বারা কর্ণ যখন উদ্রিক্ত না হয়, তখন শরীরের স্বগতক্রিয়ামূলক যে বহুপ্রকার ধ্বনি স্থিরচিত্তে শুনিলে শুনা যায়, তাহাকে অনাহত নাদ বলে। অবশ্য সমাধি-সিদ্ধ হইলে আর ধারাবাহিক বাহ্য বিষয়ের প্রয়োজন হয় না, তখন ক্ষণমাত্র যে-বিষয় গোচর হয়, তদাকারা চিত্তবৃত্তিকে স্থির নিশ্চল রাখিয়া তাহাতে সমাহিত হওয়া যায়, যেমন, অনেক লোক একবার আলোকের দিকে চাহিলে, চক্ষু বুজিয়াও কিছুক্ষণ আলোক দেখিতে পায়, তদ্রূপ। বায়ু, অপ্‌ ও ক্ষিতি এই ভূত-সকলও এইপ্রকারে সাক্ষাৎকৃত হয়। যখন যেটা সাক্ষাৎ করা যায়, তখন বাহ্যজগৎ তন্ময় বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। সাধারণ বা ভৌতিক জ্ঞান অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট; কেননা সাধারণ জ্ঞান অস্থির চিত্তের, আর, তাহা স্থির চিত্তের। সাধারণ জ্ঞানে এক ধর্ম ক্ষণমাত্র জ্ঞানগোচর থাকে, আর, উহাতে তাহা দীর্ঘকাল অতিস্ফুটরূপে জ্ঞানগোচর থাকে।

৪। তৎপরে তন্মাত্র সাক্ষাৎ করিতে হয়, তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে। মনে কর, রূপ-তন্মাত্র সাক্ষাৎ করিতে হইবে। এক ক্ষুদ্র দ্রব্যও যদি স্থিরচিত্তে দেখা যায়, এবং অন্য সকল পদার্থ ছাড়িয়া কেবলমাত্র তাহাই যদি জ্ঞানে ভাসমান থাকে, তবে তাহা জগদ্ব্যাপী (অর্থাৎ field of vision-পূর্ণ) বলিয়া বোধ হইবে, কারণ, তখন অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান থাকে না। মেস্মেরাইজ করিবার সময়ে আবেশ্য ব্যক্তি যখন আবেশকের চক্ষুর দিকে চাহিয়া থাকে তখন যতই সে মুগ্ধ হয় ততই সে আবেশকের চক্ষু বড় দেখে, শেষে অতিমুগ্ধ হইলে প্রায়শঃ সেই চক্ষু যেন জগদ্ব্যাপী বলিয়া বোধ করে। সমাধিতেও তদ্রূপ। মনে কর, একটি সর্ষিপায় চিত্ত স্থির করা গেল। প্রথমতঃ তাহার আকৃতি

(ঈষৎ কৃষ্ণ) রূপময় তেজোভূত সাক্ষাৎকৃত হইবে। তখন অতিস্ফুটরূপে এবং জগদ্ব্যাপ্ত বলিয়া সেই সর্বপের রূপ জ্ঞানে ভাসমান হইবে। পরে পুনশ্চ চিত্তকে অধিকতর স্থির করিয়া সেই ব্যাপী রূপের ক্ষুদ্র একাংশমাত্রে দর্শন-শক্তিকে পর্যবসিত করিতে হইবে। তাহাতে সেই একাংশ পূর্ববৎ ব্যাপকরূপে অবভাত হইবে। এই প্রক্রিয়া যত বার করা যাইবে, ততই দর্শন-শক্তি অধিকতর স্থির হইতে থাকিবে। স্থিরতা সম্যক্ হইলে অর্থাৎ কিছুমাত্রও চাঞ্চল্য না থাকিলে, দর্শনজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কেননা, রূপ ক্রিয়াত্মক, সেই ক্রিয়া দর্শন-শক্তিকে ক্রিয়াবতী করিলে তবে রূপজ্ঞান হয়, আর, স্থৈর্যহেতু দর্শন-শক্তি যদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়ার দ্বারাও ক্রিয়াবতী হইতে না পারে, তবে কিরূপে দর্শনজ্ঞান হইবে? সুষুপ্তির বা স্বপ্নহীন নিদ্রার সময়ে ইন্দ্রিয়গণ জড় হওয়াতে, এইজন্য বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সমাধিকৃত স্থৈর্যের দ্বারা বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যখন ইন্দ্রিয়ের অতিমাত্র সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য-বাহকতা বা গ্রাহকতা থাকে, তৎকালীন যে বাহ্যজ্ঞান হয়, তাহাই তন্মাত্র। পূর্বোক্ত প্রণালীতে রূপজ্ঞান বিলুপ্ত হইবার পূর্বে অতিস্থির দর্শন-শক্তির দ্বারা যে সেই সর্বপরূপের সূক্ষ্মভাব গৃহীত হইবে, তাহাই রূপতন্মাত্র-সাক্ষাৎকার। সাধারণ আলোককে এইরূপে দেখিতে গেলে প্রথমেই নীলাদি সপ্ত বা ততোধিক দ্রষ্টব্য রশ্মিতে বিভক্ত হইবে। পরে নীল-পীতাদির আর ভেদ থাকিবে না, কারণ, তখন অতিস্থৈর্যহেতু নীল-পীতাদি-কৃত সমস্ত উদ্রেক এক ও সূক্ষ্মভাবে গৃহীত হইবে। নীল-পীতাদির মধ্যে যাহাতে অধিক ক্রিয়াভাব আছে, তাহা অধিকক্ষণব্যাপী তন্মাত্রজ্ঞান উৎপাদন করিবে মাত্র, কিন্তু সমস্ত হইতে সেই এক প্রকারের জ্ঞান হইবে। সূক্ষ্মক্রিয়ার সমাহার স্থূলক্রিয়া; তজ্জন্য তন্মাত্র নীল-পীতাদি-ধর্মাশ্রয় স্থূলভূতের কারণ। আর, নীল-পীতাদি-শূন্য বলিয়া তন্মাত্রের নাম অবিশেষ। শব্দাদি-তন্মাত্রও ঐরূপে সাক্ষাৎকৃত হয়। রূপাদিগুণের সেই সূক্ষ্মাবস্থাই সাংখ্যীয় পরমাণু। তন্মাত্রজ্ঞানে দৈশিক বিস্তারজ্ঞান তত থাকে না, কেবল কালিক ধারাক্রমে জ্ঞান হইতে থাকে।

৫। তন্মাত্রের পর ইন্দ্রিয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়। ভূততত্ত্ব-সাক্ষাৎ করিয়া পরে কৌশলক্রমে ইন্দ্রিয়গণকে অধিকতর স্থির করিলে যেমন তন্মাত্রতত্ত্বসাক্ষাৎ হয়, তেমনি তন্মাত্রসাক্ষাৎকালে ইন্দ্রিয়গণকে শ্লথ করিলে, তন্মাত্রের স্থূলভাব বা ভূততত্ত্ব পুনশ্চ গৃহ্যমাণ হয়। তন্মাত্রসাক্ষাৎকারকালীন যে অল্পমাত্র বাহ্যগ্রাহী ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য থাকে, তাহাও স্থির করিয়া গ্রহণে নিবিষ্ট করিলে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। যখন বাহ্যজ্ঞান বিলোপ করিবার ও ইন্দ্রিয়াভিমান শ্লথ করিয়া তন্মাত্র ও ভূতবিজ্ঞান উদিত করিবার কুশলতা হয়, তখন ইন্দ্রিয়তত্ত্বসাক্ষাৎ করিবার সামর্থ্য জন্মে।

ভূত-তন্মাত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিলে স্থূল-ব্যবহার-মূঢ় লৌকিকগণের ন্যায় গো-ঘট-পাষাণাদিরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান থাকে না, তখন বাহ্যজগৎ কেবল গ্রাহ্যমাত্রযোগ্য সর্ববিশেষশূন্য বলিয়া অবভাত হয়। বাহ্যের সেই গ্রাহ্যতা ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য বলিয়া বিজ্ঞাত হয়। তখন চিত্তকে অন্তর্মুখ বা আমিত্বাভিমুখ করিলে, বিষয়জ্ঞান যে প্রকাশশীল 'আমিত্বে'র উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমিত্বের সহিত সম্বদ্ধ—ইন্দ্রিয়স্থিতা অস্মিতা চাল্যমানা হইয়া যে বিষয়জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা প্রস্ফুটরূপে বিজ্ঞানারূঢ় হয়। ইন্দ্রিয়াদি যখন সম্যক্ ক্রিয়াশূন্য হয়, তখন তাহা হইতে অভিমান উঠিয়া যায়; সম্যক্ স্থৈর্য বা ক্রিয়াশূন্য রাখিবার প্রযত্ন শ্লথ করিলেই ইন্দ্রিয়াভিমান ও তৎসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান আসে, ইহা ধ্যায়িগণ যখন অনুভব করিতে পারেন, তখন ইন্দ্রিয়গণ যে অভিমানাত্মক এবং জ্ঞান যে অভিমানের চাঞ্চল্য-বিশেষ তাহা সাক্ষাৎ প্রজ্ঞাত হন। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া তাহা অনুধ্যান করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় যে

আমিত্ব-প্রতিষ্ঠিত ও অভিমানাত্মক সুতরাং একরূপ, আর, শব্দস্পর্শাদি-ভেদ যে কেবল অভিমানের চাঞ্চল্য-ভেদমাত্র, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সর্বেন্দ্রিয়-সাধারণ অভিমানের নাম ষষ্ঠ অবিশেষ বা অস্মিতা। কর্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণও যে অস্মিতাত্মক, তাহাও ঐ প্রণালীতে সাক্ষাৎকৃত হয়। অর্থাৎ (সমাধি-কালে) শরীরকে জড়বৎ করিলে তাহা হইতে অভিমান উঠিয়া যায় এবং জড়তা শ্লথ করিলে অভিমান আসে, ইহা অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ অনুভব করিলে কর্মেন্দ্রিয়ের ও প্রাণের অস্মিতাত্মকত্ব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারবান্ সমাধির নাম সানন্দ; তাহাতে অতীব আনন্দ লাভ হয়। কারণ, প্রকাশশীল নিরায়াস ভাব আনন্দের সহভাবী। কর্ণ-বাক্-প্রাণাদি সমস্ত করণগণ অস্মিতার এক এক প্রকার বিশেষ বিশেষ ব্যূহন বলিয়া সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়তত্ত্ব। যখন তাহাতে কুশলতাবশতঃ সকলের মধ্যে সামান্য এক অস্মিতার অবধারণ হয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের কারণ অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, সমাধি-বলে যেমন বাহ্যবিষয়জ্ঞান স্থির রাখিয়া বোধ করা যায়, সেইরূপ যে-কোন আন্তর ভাবও স্থির রাখা যায়। ইন্দ্রিয়তত্ত্বের পর যে আন্তর ভাব, তাহা স্থির রাখাই অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকার। ইহা বিবেচ্য, কারণ, মনে হইতে পারে অন্তঃকরণের দ্বারা কিরূপে অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকার হইতে পারে? সংকল্পআদিকে বোধ করিয়া ইন্দ্রিয়-কারণ সক্রিয় অস্মিতায় অবহিত হওয়াই অহংতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। তাহার উপবিষ্ট ভাবই বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহা জ্ঞাতা, কর্তা ও ধর্তা-রূপ। অহংকারের মূল অস্মীতিমাত্র স্বরূপ, বিষয়ব্যবহারের মূল ঐ গ্রহীতৃমাত্র যে আমিত্ব তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। সংকল্পআদি বোধ হওয়াতে মনস্তত্ত্বও সাক্ষাৎকৃত হয়। কেবলমাত্র 'আমি'-এইরূপ প্রত্যয়ানুসন্ধান করিলে বুদ্ধিতত্ত্বে যাওয়া যায়। ব্যাসোদ্ধৃত পঞ্চশিখাচার্যের বচন যথা—"সেই অণুমাত্র (ব্যাপ্তিহীন) আত্মাকে অনুচিন্তন করিয়া কেবল 'আমি' এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়।" (১।৩৬)। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ হইলে অনুভূতি হয় যে, আমিত্বের সহিত ইন্দ্রিয়গণ অভিমানের দ্বারা সম্বদ্ধ। ইন্দ্রিয়গত চাঞ্চল্য হইতে প্রতিনিয়ত জ্ঞান হইতেছে, অর্থাৎ 'আমি'কে প্রতিনিয়ত জ্ঞাতা করিতেছে। জ্ঞেয় হইতে অবধানকে উঠাইয়া সেই জ্ঞাতৃত্বে সমাহিত করিলেই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হয়। শুদ্ধ জ্ঞাতৃবদ্‌ভাব অতীব প্রকাশশীল, তাহা ইন্দ্রিয়াদিস্থ সর্ব-প্রকাশের মূল, সুতরাং সেইভাবে সমাহিত হইয়া তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে জ্ঞাতৃপ্রত্যয়ের অবধি থাকে না। সাধারণ অবস্থায় যেমন জ্ঞান সংকীর্ণ ইন্দ্রিয়পথমাত্র অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়, সে অবস্থায় তাহা হয় না। তজ্জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "তখন সমস্ত আবরক মল অপগত হইয়া জ্ঞানের অনন্ততা হয় বলিয়া জ্ঞেয় অল্পবৎ হইয়া যায়" (৪।৩১ সূত্র) অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় যেমন জ্ঞেয় অসীম এবং জ্ঞান অল্পবৎ প্রতীত হয়, তখন তাহার বিপরীত হয়। এই মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের স্বরূপ সম্যক্‌রূপে না জানিলে সাংখ্যীয় অনেক গুরু বিষয়ের যথাযথ জ্ঞান হইতে পারে না। মহদাত্মা যদিও আমিত্বভাবরূপ, তথাপি সেই আমিত্ব 'গ্রহীতা' অর্থাৎ জ্ঞেয়ভাবের আভাসের দ্বারা অনুবিদ্ধ। তাহা দ্বৈতভানশূন্য-বোধাত্মক নহে। সেইজন্য মহদাত্ম-সাক্ষাৎকারে সর্বব্যাপিত্বভাব থাকিতে পারে, যেহেতু উহা সার্বজ্ঞের সহিত অবিনাভাবী। ভাষ্যকার বেদব্যাস তাহার এইরূপ স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, যথা—"ভাস্বর, আকাশকল্প, নিস্তরঙ্গ মহার্ণববৎ শান্ত, অনন্ত, অস্মিতামাত্র" (১।৩৬)। এই মহদাত্ম-সাক্ষাৎকারিগণ সগুণ ঈশ্বরবৎ হন, প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভনামা লোকাধীশ এইরূপ। বৈদিক সর্বোচ্চ লোকের নাম সত্যলোক, মহদাত্ম-সাক্ষাৎকারিগণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। অনাত্মসম্পর্কীয় সর্বাবস্থার মধ্যে ইহাতে পরমানন্দ লাভ হয়, তাই ইহার নাম বিশোকা।

সাস্মিত সমাধিও ইহাকে বলে। সমাধিজন্য পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকারের পূর্বে, এই মহদাত্মভাবে ধারণা ও ধ্যান প্রবর্তিত করিলে, সেই পরিমাণ আনন্দের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে, যখন শরীরাদি রহিয়াছে তখন শরীরাদির অভিমানও ব্যক্ত রহিয়াছে, অতএব শরীরাদি সত্ত্বেও মহদাত্মাকে কিরূপে উপলব্ধি করা যায়, আর, অভিমান সম্যক্‌ ত্যক্ত হইলে আস্মিত্বও লীন হইবে, তখনই বা কিরূপে মহদাত্মার উপলব্ধি হইবে? উত্তরে বক্তব্য—শরীরাদির অভিমানসত্ত্বেও যদি সেই অভিমানকে অভিভূত করিয়া অর্থাৎ সেইদিকে অবহিত না হইয়া অস্মিতার দিকে অবহিত হওয়া যায় তাহা হইলেই অস্মিতার উপলব্ধি হয়, যেমন চক্ষুতে সামান্যভাবে অভিমান থাকিলেও যদি কর্ণে অবহিত হওয়া যায়, তাহা হইলে রূপজ্ঞান না হইয়া শব্দজ্ঞান হইতে থাকে, সেইরূপ।

৬। মহদাত্মভাবও পরিণামী, যেহেতু তাহাও অহংকার বা সাধারণ আস্মিত্বরূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ তদাত্মক প্রকাশ অনাত্মভাবকৃত উদ্রেকের দ্বারা অনুবিদ্ধ, সুতরাং পরিণামী। ব্যুত্থানে সেই পরিণাম অতীব স্থূল বা যেন যুগপৎ অনেকাত্মক। সমাধিদ্বারা মহদাত্মা সাক্ষাৎ করিলে, সেই পরিণাম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইলেও বর্তমান থাকে, অভাব হয় না। সেই পরিণামের দ্বারা স্বপ্রকাশে বা আত্মচেতনায় পরিচ্ছেদ আরোপিত হয়। যখন যোগী স্বাত্মভাবে সুসমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি-সম্পর্ক-জন্য, সার্বজ্ঞ্য-খ্যাতিহেতু উদ্রেককেও সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ করেন, তখন অনাত্মভানশূন্য, সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন, অতএব অপরিণামী, যে স্বাত্মচেতনায় অবস্থান হয়, তাহাই পুরুষতত্ত্ব এবং তাহার অনুস্মৃতিই অর্থাৎ বিবেকের দ্বারা অপরিণামী পুরুষতত্ত্ব জানিয়া এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া পরবৈরাগ্য-পূর্বক চিত্তলয়ের অনুস্মৃতিই ('পরবৈরাগ্যপূর্বক চিত্তকে রুদ্ধ করিয়াছিলাম, অতএব দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থান হইয়াছিল'—পরে এইরূপ স্মরণই, কারণ পুরুষ সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহেন) পুরুষ-সাক্ষাৎকার বা তাঁহার চরম জ্ঞান। আর, তাদৃশ নিরুদ্ধভাবে স্থিতিই **পুরুষতত্ত্বের উপলব্ধি**। অপরিণামী স্বপ্রকাশ, আর পরিণামী বুদ্ধিরূপ বৈষয়িক প্রকাশ, এই উভয়ের সমাধিজনিত ভেদ-জ্ঞানের নাম **বিবেক-খ্যাতি**, উহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণবৃত্তি বা জ্ঞানের চরম। সর্বপ্রকার অনাত্মসম্পর্ককে নিরুদ্ধ করার নাম পরবৈরাগ্য, উহা চেষ্টা বা রজোগুণবৃত্তির চরম, এবং করণবর্গের সম্যক্‌ নিরোধভাবে অবস্থানের নাম নিরোধ সমাধি, উহা স্থিতি বা তমোগুণবৃত্তির চরম। ঐ তিনের দ্বারাই গুণসাম্য সিদ্ধ হয়। সেই গুণসাম্যলক্ষিত অব্যক্তাবস্থাকে সূক্ষ্মদর্শী সাংখ্যগণ অনাত্মভাবের মূল উপাদান বা প্রকৃতি বলেন। করণবর্গকে প্রলীন করা বা দৃশ্য পদার্থকে না-জানার অনুস্মৃতিই, অর্থাৎ নিঃশেষ দৃশ্য রুদ্ধ ছিল এরূপ স্মৃতিই, **প্রকৃতিতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার**। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতি-সাক্ষাৎকার অবিনাভাবী হইল। প্রকৃতি অথবা পুরুষ গৃহ্যমাণভাবে সাক্ষাৎ করিবার যোগ্য নহে, ঐ ঐরূপে তাহারা উপলব্ধ হয়। এখানে সাক্ষাৎকার অর্থে উপলব্ধি ('তত্ত্বপ্রকরণ' §১ দ্রষ্টব্য)। অনুভবকে যখন পুনরায় ব্যবহার করা হয় তখন তাহা পুনঃ স্মরণ করিয়াই করা হয় তাই তাহা অনুস্মৃতি। ধারণামূলক চিন্তা (conceptual thought) যখন আসিবে তখন অনুস্মরণপূর্বক হইবে। এখন কেবল বাহ্য কারণ হইতে অনুমান করা হয়, তখন একটা অনুভব করিয়া তাহা হইতে পুনঃ অনুমান করা হয়, কাজেই সেই অনুভূত তথ্য (datum) কখনও বিপর্যস্ত হইবার নহে। সাধারণ অনুমান হইতে তখনকার অনুমানের এই ভেদ।

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্‌॥" যোগ-

ভাষ্যোক্ত এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত, এবং "অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাং প্রভবাপ্যযম্। সদা পশ্যাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ॥" ইত্যাদি সাংখ্যস্মৃতি হইতে জানা যায যে, প্রকৃতিব অব্যক্তাবস্থা সাক্ষাৎকাবযোগ্য নহে। প্রকৃতি-সাক্ষাৎকাব অর্থে জ্ঞান ও বৈবাগ্যেব দ্বাবা কবণ ও বিষয লয কবিযা কেবলী হওযা। অতএব সাম্প্রদাযিকগণ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-সাক্ষাতেব ভিন্ন অর্থ কবিযা সাংখ্যপক্ষে যে দোষাবোপ কবেন, তাহা সর্বথা ভিত্তিশূন্য।

৭। অন্তঃকবণেব লীনাবস্থা হইলেই যে কৈবল্য-মুক্তি হয, তাহা নহে। অন্য অবস্থাতেও অন্তঃকবণ লীন হইতে পাবে। তন্মধ্যে সাংসিদ্ধিক লযেব কাবণ 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' ৬৬ প্রকবণে উক্ত হইযাছে। তদ্ব্যতীত প্রকৃতিলয ও বিদেহ-নামক অবস্থাতেও ঐরূপ হয। যাঁহাবা সাস্মিত সমাধি-সিদ্ধ এবং মহদাত্মাকেই চবম তত্ত্ব বলিযা নিশ্চয কবিযা সেই আনন্দময আত্মভাবে পর্যবসিত-বুদ্ধি, তাঁহাবা পবে তাহাতে এবং বিষযে বিকাবরূপ দোষ দেখিযা বৈবাগ্য কবিলে যখন অনাত্ম-বিষয সম্যক্ লীন হয, তখন প্রলীনান্তঃকবণত্রয হইযা কৈবল্যবদবস্থায থাকেন। কাবণ, অনাত্ম-বিষযকৃত সূক্ষ্মতম উদ্রেক না থাকিলে মহত্তেব অভিব্যক্তি থাকিতে পাবে না, পুনঃসর্গকালে তাঁহাবা পূর্বরূপে অভিব্যক্ত হন, তাঁহাবাই প্রকৃতিলীন। বুদ্ধি ও পুরুষেব বিবেকখ্যাতি না থাকাতেই তাঁহাদেব পুনরুত্থান হয। কৈবল্য-মুক্তিতে বিবেকখ্যাতিপূর্বক লয হয বলিযা আব পুনরুত্থান হয না। যেমন তুল্যশক্তিব দ্বাবা বিপবীত দিকে আকৃষ্ট দ্রব্য স্থিব থাকে সেইরূপ এই ক্ষেত্রে চিত্তেব উত্থান বহিত হইযা যায। বস্তুতঃ বিবেকখ্যাতি ও পববৈবাগ্যেব দ্বাবা চিত্তেব উত্থান বোধ কবিতে কবিতে নিবোধ যখন চিত্তেব স্বভাব বা ভূমিকা হইযা দাঁডায সেই অবস্থাব নামই কৈবল্য-মুক্তি বা শাশ্বতী শান্তি। সাধাবণ লোকে ইহাব উৎকর্ষেব মর্ম মোটেই অবধাবণ কবিতে পাবে না। তাহাদেব ভাবা উচিত যে, সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বরূপ ঐশ্বর্য হইতেও উহা ইষ্ট অবস্থা। বিদেহগণও পূর্বোক্ত প্রকৃতিলীনেব ন্যায পুনবায উত্থিত হন। যাঁহাবা ইন্দ্রিযতত্ত্ব পর্যন্ত সাক্ষাৎ কবিযা শবীব ও ইন্দ্রিযকে বোধ কবতঃ বিদেহ অবস্থায যাইতে পাবেন, তাঁহাবা বিষযে ও দেহেন্দ্রিযে বৈবাগ্যপূর্বক যে নিরুদ্ধ অবস্থা লাভ কবেন তাহাব নাম বিদেহ। প্রলযে সাধাবণ অসিদ্ধ জীবগণেব, নিদ্রাব ন্যায মোহপূর্বক কবণলয হয। এইরূপ লয ঠিক কৈবল্যেব বিপবীত। পুনঃসর্গকালে বিদেহ ও প্রকৃতি-লীনগণ সকলেই উচ্চ লোকে অভিব্যক্ত হন। সমাধিসিদ্ধিহেতু (কাবণ সমাধি-বলেই শবীব-নিবপেক্ষ হওযা যায) তাঁহাদেব আব এই জড নির্মোক গ্রহণ কবিতে হয না। তাঁহাবা ক্রমশঃ বিবেকখ্যাতি ও ঐশ্বর্যবিবাগ লাভ কবিযা মুক্ত হন। বিদেহ ও প্রকৃতি-লীন হইবাব উপযোগী সমাধিযুক্তগণেব মধ্যে যাঁহাবা ইন্দ্রিযগণকে বৈবাগ্যেব দ্বাবা একেবাবে স্থিব কবিযা বাহ্যবিষযজ্ঞান বিলুপ্ত কবেন তাঁহাবা সর্গকালেই কৈবল্যবৎ অবস্থা লাভ কবেন, কিন্তু সম্যগ্‌দর্শনাভাবে তাঁহাদেবও পুনরুত্থান হয।

৮। ভূত-তন্মাত্র-সাক্ষাৎকাব হইতে মুমুক্ষুগণেব বাহ্য বিষযেব মাযিকতা প্রত্যক্ষীভূত হয, কাবণ, তদ্দাবা বাহ্য বিষয হইতে সুখ, দুঃখ ও মোহ অপনীত হয। বাহ্যেব দিকে ভূত-তন্মাত্র-সাক্ষাৎকাব হইতে ত্রিকালজ্ঞান প্রভৃতি হয। প্রথমেই অনেকে আপত্তি কবিবেন, মানুষেব পক্ষে কি ত্রিকালজ্ঞান সম্ভব? চিত্তেব যে ত্রিকালজ্ঞতা সম্ভব তাহা সহজেই নিশ্চয হইতে পাবে। শতকবা আশী জন লোকেবই জীবনে কোন না কোন স্বপ্ন আশ্চর্যরূপে মিলিযা যায। যাঁহাদেব না মিলিযাছে, তাঁহাবা বিশ্বস্ত বন্ধুদেব নিকট জিজ্ঞাসা কবিলে উহা নিশ্চয কবিতে পাবিবেন। এ বিষযেব প্রমাণ অনেক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। অনেকে কাবণ নির্দেশ কবিতে পাবে না বলিযা অনেক যথার্থ

ঘটনায় অবিশ্বাস করে। শুধু যে স্বপ্নাবস্থায় ভবিষ্যদ্‌ঘটনা কখন কখন প্রত্যক্ষ হয় তাহা নহে, জাগ্রদাবস্থায়ও উহা হইতে পারে।

কোন ঘটনাই নিষ্কারণে হয় না ; তজ্জন্য প্রথমে স্বীকার করিতে হইবে, মানব-চিত্তের-অবস্থা-বিশেষে ভবিষ্যৎ জানিবার ক্ষমতা আছে। ভগবান্ পতঞ্জলি এই বিষয়ে যুক্তির দ্বারা যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করিব। "পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে বা সমাহিত হইলে অতীতানাগতজ্ঞান হয়" (যোগসূত্র ৩।১৬)। ত্রিবিধ পরিণামের বিষয় উত্থাপন না করিয়া, প্রধান ধর্ম-পরিণাম লইয়া বিচার করিলেই আমাদের কার্যসিদ্ধি হইবে। প্রত্যেক দ্রব্যের এক ধর্মের পর যে আর এক ধর্ম উদিত হয়, তাহাকে ধর্ম-পরিণাম বলে। সকল দ্রব্যেরই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-রূপে নিয়ত পরিণাম হইতেছে। যেমন একটি বৃহৎ দ্রব্য সূক্ষ্ম অবয়বের সমষ্টি, সেইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী পরিণাম সূক্ষ্মকালব্যাপী পরিণামের সমষ্টি। তাদৃশ সূক্ষ্মতম কালের নাম ক্ষণ। যেমন তন্মাত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মভাব গোচর হয় না, সেইরূপ ক্ষণ অপেক্ষা সূক্ষ্মকাল বা ক্রিয়াধিকরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না। তন্মাত্র-সাক্ষাৎকার-কালে যত অল্প সময়ে একবার তন্মাত্রের জ্ঞান হয় তাহাই ক্ষণ। অথবা তন্মাত্ররূপ সূক্ষ্মক্রিয়া হইতে যেকালে একটিমাত্র চিত্ত-পরিণাম * হয়, তাহাই ক্ষণ। অন্য কথায়—"যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্বদেশং জহ্যাদুত্তরদেশমুপসম্পদ্যেত স কালঃ ক্ষণঃ" (৩।৫২ যোগভাষ্য)। তাদৃশ সূক্ষ্মকালে যে একটি পরিণাম হয়, তাহাদের সমষ্টিই স্থূল পরিণামরূপে আমাদের গোচর হয়। ধর্মসকল প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়ামাত্র, একরকম ক্রিয়ার পর অন্যরকম ক্রিয়া হইলেই ধর্ম-পরিণাম হয়। প্রতিক্ষণে সেইরূপ ক্রিয়া দ্রব্যকে পরিবর্তিত করিতেছে। সূক্ষ্মক্ষণাবলম্বী ক্রিয়ার আনন্তর্য সাক্ষাৎ করিতে পারিলে তাহাদের সমষ্টি কিরূপ হয়, তাহাও প্রজ্ঞাত হওয়া যায়। এ বিষয়ের এক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, একখণ্ড উজ্জ্বল লৌহ, তাহার কিছুকাল পরে কিরূপ পরিবর্তন হইবে, তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সমাধিবলে সেই লৌহের সূক্ষ্ম আকার (অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিতে তাহা মসৃণ উজ্জ্বল হইলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা যেরূপ দেখাইবে, তাহা) সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তখন জল-বায়ুর সংযোগের দ্বারা পূর্বোক্ত এক এক ক্ষণে যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পরে কতক ক্ষণ ব্যাপিয়া সেই ক্রিয়াপ্রবাহের প্রকৃতি সাক্ষাৎ বিজ্ঞাত হইয়া একটি বিশেষ কালে অর্থাৎ কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিণাম একত্রিত হইলে কিরূপ হইবে তাহার অনুধাবন করিলে, মানস-চিত্রে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে। এইরূপে দুই দিনে বা দশ বৎসর পরে সেই লৌহের কি পরিণাম হইবে, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা একটি সহজ ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের উদাহরণ।

* চিত্তের পরিণাম যে কত দ্রুত হইতে পারে, তাহা মৃত্যুকালীন সমস্ত জীবনের ঘটনা ক্ষণমাত্রেই মনে উঠাতে বুঝা যায়। ১৮৯৪ সালের British Medical Journal-এ পাঠক দেখিবেন, Admiral Beaufort প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি ২।৩ মিনিটের জন্য জলে ডুবিয়া মৃতবৎ হইলে উত্তোলিত হয়, ঐ ২।৩ মিনিটের অল্পাংশের মধ্যেই তাহাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা যেন যুগপৎ জ্ঞান-গোচর হয়। ইহাতে বুঝা যাইবে, চিত্ত কত দ্রুত ক্রিয়াশীল হইতে পারে ; অথবা কত অল্পকালে চিত্তের এক একটি বিবেক্তব্য পরিণাম হইতে পারে।

আলোক-জ্ঞানে প্রতি সেকেণ্ডে বহুকোটিবার চক্ষু কম্পিত হয় এবং তজ্জন্য ততবার চিত্তে ক্রিয়া হয়। সমাধিস্থৈর্যবলে সেই অত্যল্পকালব্যাপী এক এক ক্রিয়াও সাক্ষাৎ হইতে পারে। স্থূলচক্ষুতে তদপেক্ষা অনেক অধিক কালব্যাপী ক্রিয়া গৃহীত হয়। স্থূলতার স্বরূপও তাহাই। উজ্জ্বল আলোক এক সেকেণ্ডের আশীহাজার ভাগের একভাগ কালমাত্র স্থায়ী হইলেও গোচর হয় বলিয়া কথিত হয়, তবে চক্ষুর্যন্ত্রে উহা ⅛ সেকেণ্ড কাল ধরা থাকিয়া পরে লীন হয়।

মনে কর, দশ বৎসর পরে সেই লৌহখণ্ড লইয়া একজন লোক ছুরি নির্মাণ করিবে। বর্তমানে তাহা জানিতে হইলে বাহ্যতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সঙ্গে পরচিত্তের পরিণামও সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বাহ্যদ্রব্যের ন্যায় চিত্তও প্রতিনিয়ত পরিণত হইয়া যাইতেছে। এক একটি চিত্ত-পরিণামের নাম বৃত্তি। বৃত্তির মধ্যে যাহা সমুদ্রিক্ত বা প্রবলক্রিয়াবতী হয় তাহাই আমাদের অনুভব-গোচর হয়, আর যাহা সূক্ষ্মক্রিয়াবতী, তাহা চিত্তে অলক্ষিতভাবে বিধৃত হইয়া থাকে। সাধারণ পরচিত্তজ্ঞ (thought-reader) ব্যক্তিরা প্রায়ই তোমার জীবনের এমন অতীত ঘটনা বলিবে যে, হয় ত তোমার তাহা মনে নাই এবং তুমি মনে যাহা না ভাবিতেছ এইরূপ ঘটনাও অনেক বলিয়া দিবে। ইহাতে অতীত-বৃত্তিসকল যে সূক্ষ্মরূপে ক্রিয়াবতী হইয়া (কারণ ক্রিয়া-ব্যতীত বৃত্তি অনুজ্জীবিত থাকিতে পারে না) চিত্তে থাকে তাহা প্রমাণিত হয়। সমাধি-বলে জ্ঞানশক্তি অব্যাহত হইলে পরচিত্তের সমস্ত অতীতাদি ভাব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন চক্ষু কতকপরিমাণ দৃশ্যকে যুগপৎ দেখিতে পায়, অধিক পায় না, সমাধি-নির্মল জ্ঞানের জ্ঞেয় পদার্থের সেরূপ সংকীর্ণ পরিমিত বিস্তার নাই, তদ্দ্বারা যেন যুগপৎ জগৎস্থ যাবতীয় লোকের চিত্ত বিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। বাহ্যদ্রব্যের যেমন বর্তমান ধর্মের সূক্ষ্মাবস্থা সম্যক্ বিজ্ঞাত হইয়া ভবিষ্যদ্ধর্মের জ্ঞান হয়, সেইরূপ চিত্তেরও বর্তমান ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-পরম্পরা-ক্রমে ভবিষ্যৎ যে-কোন ধর্ম বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

এখন এই কয়টি নিয়ম খাটাইয়া দেখিলে পূর্বোক্ত উদাহরণ বুঝা যাইবে। মনে কর, সেই লৌহখণ্ড লইয়া দশ বৎসর পরে এক ব্যক্তি ছুরি গড়িবে। সাক্ষাৎকারেচ্ছুকে সেই ভবিষ্যদ্ঘটনাকে বর্তমানে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সর্বথা ও সর্বতঃ খ্যাতিমৎ প্রজ্ঞাচক্ষুর দ্বারা সেই লৌহের পরিণামক্রম এবং দশবর্ষব্যাপী সম্পর্কিত মানবের চিত্তপরিণাম-ক্রম সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তন্মধ্যে দেশ, কাল ও নিমিত্ত ব্যপদেশে যাহার সহিত সেই লৌহখণ্ডের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইবে, তাহাকে লক্ষ্য করিলেই সেই লৌহখণ্ডের ছুরিকা-পরিণাম-দৃশ্য চিত্তপটে উদিত হইবে।

পূর্বে দেখান হইয়াছে জড়তা অপগত হইলে চিত্তে অকল্পনীয়বেগে বৃত্তিপ্রবাহ উঠিতে পারে। আর, অন্তঃকরণের দিক্ হইতে দেশব্যাপ্তি না থাকাতে সর্বদ্রব্যের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেমন সৌরজগতে প্রত্যেক ধূলিকণা হইতে বৃহৎ গ্রহ পর্যন্ত সমস্ত পরস্পর সম্বদ্ধ, সেইরূপ। সেই সম্বন্ধসহ অজড়া জ্ঞানশক্তির অমেয় বেগে পরিণাম হইতে বা জ্ঞান হইতে থাকে। এদিকে ক্ষণব্যাপী পরিণামের বিশেষের সাক্ষাৎজ্ঞানের শক্তি থাকাতে তদবলম্বন করিয়াই ঐ অতিপ্রকাশশীল চিত্তের পরিণাম বা জ্ঞান হইতে থাকে। তাহাতে ঐ জ্ঞান সম্যক্ সদ্বিষয়ক হয়। একক্ষণের পরিণাম লইয়া চিত্তে যে জ্ঞান হইল তৎফলে পরক্ষণের বাহ্য পরিণামের (বাহ্য দৃষ্টিতে তাহা না ঘটিলেও) অবিকল অনুরূপ চিত্তপরিণাম বা জ্ঞান হইবে। এইরূপে অমেয়বেগে চিত্তে জ্ঞানের উৎপাদ হইতে থাকিবে এবং সেই জ্ঞান যথার্থ হইবে বা বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে যেরূপ হইত সেইরূপই হইবে। অমেয়বেগে জ্ঞান উঠাতে তাহা যুগপত্তের মত বোধ হইবে এবং তাহার সমগ্রের ও অংশের (whole and part-এর) জ্ঞান যেন যুগপত্তের ন্যায় হইবে। তাহাতে জানা যাইবে যে, কোন্ অংশ কত পরিণামের ফলীভূত বা কোন কালে হইয়াছে অর্থাৎ কোন কালের সহিত সম্বন্ধ। ঈদৃশ অজড়া জ্ঞানশক্তির বিষয় সূক্ষ্মতম এক পরিণামও হয় আবার অমেয়বৎ বহু পরিণামও হয়। সাধারণ জ্ঞান সেরূপ না হইয়া স্থূলত্ব-নামক কতক নির্দিষ্ট পরিণাম-বিষয়ক হয়। স্বপ্নে যেমন চিত্ত বাহ্যের দ্বারা অনিয়ত হওয়াতে সাংস্কারিক কারণকার্যবশে বেগে কল্পনাসকল বা ভাবিতস্মর্তব্য বিষয়সকল

উদ্ভাবিত করিতে থাকে, ত্রিকালজ্ঞানেও কতকপরিমাণে সেইরূপেই বৃত্তি হয়। কিন্তু তখন অজড় জ্ঞানশক্তির দ্বারা সহস্র সহস্র গুণ বেগে উহা হইবে এবং তখন কেবল সংস্কারকল্পিত কারণকার্যবশেই হইবে না, পরন্তু যথাভূত কারণকার্যবশেই হইবে। বর্তমান ক্ষণের সমস্ত নিমিত্ত সম্যক্ জানিলে পরক্ষণের নিমিত্তসকলেরও যথাভূত জ্ঞান বা তাহার যথাভূত স্বরূপ চিত্তে উঠিবে। এইরূপ বৃত্তির বা মানস-প্রত্যক্ষের স্রোত অমিত বেগে চলে। জড়ভাবে দেখিলে যাহা বহুকাল লাগিত তাহা ক্ষণমাত্রেই তখন দেখা যায়। প্রত্যেক জ্ঞানের বিষয় থাকে এবং সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় বর্তমান বলিয়াই বোধ হয়। সেইহেতু ঐসকল জ্ঞানের বিষয়ও বর্তমান বলিয়া বোধ হইবে। তজ্জন্য তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে কল্পনা-বিশেষ মনে হইলেও তাহাকে পরমপ্রত্যক্ষ বলিতে হইবে।

এইরূপ কারণকার্যের একমাত্র পথেই সমস্ত ঘটে। কেহ কেহ মনে করেন, যখন ভবিষ্যতের জ্ঞান হয় তখন তাহা আছে বা তাহা 'বাঁধা পথ' ও তাহাতে সকলকে যাইতেই হইবে। তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য, আমরা অদৃষ্ট ও পুরুষকারপূর্বক যাওয়াকেই একমাত্র পথ বলিলাম, তাহাকে যদি 'বাঁধা' পথ বল তবে 'অবাঁধা' পথ কি আছে বা হইতে পারে তাহা বল। সমস্ত কারণ ও তাহার গতিস্রোত সম্যক্ না জানিলে ভবিষ্যৎ জ্ঞানেও ভুল হইতে পারে (কতক মেলে এইরূপ স্বপ্ন তাহার উদাহরণ) ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় করি বা না করি ফল ঘটিবেই ঘটিবে এইরূপ শঙ্কারও মূল নাই। প্রবল প্রাক্তন কর্ম থাকিলে তাহা সম্ভব-বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাসাধ্য কর্মসম্বন্ধে সেরূপ নহে। স্বেচ্ছাসাধ্য কর্মে পুরুষকার বা স্বেচ্ছা না করিলে তাহার ভাগ্যে তৎফলপ্রাপ্তি যে নাই এবং তাহাই যে 'বাঁধা আছে' ইহা সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারে। প্রাক্তন ক্রোধাদির সংস্কার পুরুষকারের দ্বারা নষ্ট হয়। দৈবজ্ঞেরাও বলেন পুরুষকার-বিশেষের দ্বারা দৈব কুফল নষ্ট হয়। অতএব অনিষ্টকর প্রাক্তনকে দৃষ্টপুরুষকারের দ্বারা ক্ষয় করিতে করিতে চলাই একমাত্র পথ—যদি ইষ্টসিদ্ধি কেহ চাহে ('শঙ্কানিরাস' §১২ দ্রষ্টব্য)।

ইহা দার্শনিক-শিক্ষাশূন্য সাধারণ পাঠকের নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইবে, কিন্তু ইহা ব্যতীত চিত্তের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের আর যুক্তিযুক্ত উপায়-ব্যাখ্যা নাই। নিদ্রা সাত্ত্বিকাদি-ভেদে তিন প্রকার (১।১০ সূত্র যোগভাষ্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য); তন্মধ্যে সাত্ত্বিক নিদ্রার সময়ে অল্প কালের জন্য চিত্ত কখন কখন স্বচ্ছ হয়। স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ দ্রব্যের ন্যায় সমাধির ও নিদ্রার ভেদ। তমোগুণবৃত্তি নিদ্রা অস্বচ্ছ বটে, কিন্তু সমাধির ন্যায় স্থির, আর জাগ্রৎ স্বচ্ছ হইলেও অস্থির। অস্থৈর্য ও অস্বচ্ছতা-হেতু জাগ্রৎ ও নিদ্রাবস্থায় মহদাত্মভাবের যাহা প্রকাশ্য-বিষয় তাহা প্রকাশিত হয় না। তবে সাত্ত্বিক নিদ্রায় ক্বচিৎ অল্প সময়ের জন্য (এক বা দুই চিত্তবৃত্তি উঠিতে যে-সময় লাগে, ততক্ষণ যাবৎ) স্বচ্ছ, স্থির ও প্রকাশশীল ভাব আসিতে পারে। সেই চিত্তদ্বারা সেই কালেই ভবিষ্যৎ জ্ঞান হয়। পূর্বেই বুঝান হইয়াছে যে, চিত্তের এক স্থূলবৃত্তি হইতে যে-সময় লাগে, সেই সময়ে কোটি কোটি সূক্ষ্মবিষয়িণী বৃত্তি উঠিতে পারে। স্থূলস্বভাব-হেতু ভবিষ্যজ্জ্ঞানের পূর্বোক্ত ক্রম সাধারণ চিত্ত ধারণা করিতে পারে না, শেষ দৃশ্যটাই গোচর করিতে পারে। এইরূপে স্বপ্নকালে কখনও কখনও ভবিষ্যজ্জ্ঞান হয়, এবং সমস্ত ভবিষ্যজ্জ্ঞানই এই উপায়ে হয়।

৯। অতীতজ্ঞানের জন্যও ঐ প্রকার নির্মল চিত্তের প্রয়োজন। বিদ্যমান দ্রব্যের অভাব এবং অবিদ্যমান দ্রব্যের ভাব হয় না, এই নিয়ম প্রত্যেক অবক্রচেতা ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। ভবিষ্যদ্ধর্ম যেমন বর্তমানের অবস্থা-বিশেষ তেমনি বর্তমান ধর্মও অতীতের অবস্থা-বিশেষ। যেমন বর্তমানের পর

পর অবস্থা সাক্ষাৎ করিলে ভবিষ্যৎকে উদিতরূপে জানা যায়, সেইরূপ বর্তমানের পূর্ব পূর্ব পরিণাম-ক্রম সাক্ষাৎ করিলে অতীতে উপনীত হওয়া যায়। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিদ্যমান আছে, কেবল ধর্মসকলের কালভেদে ঐরূপ ব্যবহার হয়" (৪।১২ সূত্র)। সাধারণ অবস্থায় আমরা যেন ক্ষুদ্র গবাক্ষের সম্মুখে গম্যমান দ্রব্যের ন্যায় ধর্মকে দেখি। আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বিশদ হইতে পারে। নদীতীরে উপবিষ্ট ব্যক্তি যেমন একটি তরঙ্গ দেখিয়া তাহাতে আকৃষ্টদৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ আমরাও 'বর্তমান'-নামক এক স্থূল-ক্রিয়া-তরঙ্গের দ্বারা আকৃষ্টবুদ্ধি হইয়া রহিয়াছি তাহাতে আমাদের চিত্তে তৎসদৃশী এক 'বর্তমানা' স্থূলা বৃত্তি উদিত রহিয়াছে। সেই তরঙ্গের গতিতে যেমন জলের গতি হয় না, তেমনি অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানই আছে, যায় নাই। স্থূলের দ্বারা অনাকৃষ্টদৃষ্টি যোগিগণ অতরঙ্গিত বা সূক্ষ্ম উভয় পার্শ্বই (অতীতানাগত) বিজ্ঞাত হন। তজ্জন্য চরমজ্ঞানে অতীতানাগত-মোহ অনেক বিদূরিত হইয়া যায়। আমরা এমন অনেক ঘটনা জানি, যাহাতে কেহ কেহ দূরস্থ আত্মীয়ের মৃত্যু স্বপ্নে জ্ঞাত হইয়াছেন (ঘটনা অতীত হইলে)। তাহা পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রত্যক্ষ হয়। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ঐরূপ ঘটনার কিছু পরেই যে নিদ্রিত ব্যক্তির সাত্ত্বিক নিদ্রা হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? ইহা বুঝিতে হইলে আরও কয়েকটা নিয়ম বুঝা উচিত। আমাদের ভালবাসার পাত্রের সহিত বা যাহাকে চিন্তা করা যায়, তাহার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। উহাকে দূরসংবেদন (enrapport বা telepathy) বলে। ইহাতেই দূরস্থ পুত্র কষ্টে পড়িলে অথবা রুগ্ন হইলে মাতার দৌর্মনস্য অথবা নিঃসাড়ে অশ্রুপাত হয়। যেহেতু কোনপ্রকার সম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞানোদ্রেক কল্পনীয় নহে, অতএব বলিতে হইবে নিদ্রাকালে যখন অজ্ঞাত অতীত ঘটনা যথাবৎ প্রত্যক্ষ হয়, তখন ঐ সম্বন্ধের দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া নিদ্রাতে জড়তা যাইয়া সাত্ত্বিকতা আসে। নিজের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যও উদ্রিক্ত হইয়া কখনও কখনও সাত্ত্বিক স্বপ্ন হয়। যাঁহারা এইরূপ ঘটনা নিঃসংশয়ে জানিতে চান, তাঁহারা এই বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

বাহ্য বস্তুসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা যেমন বলেন যে, কোনও দ্রব্য যদি জড়তার (inertia-র) দ্বারা বাধিত না হয় তবে তাহা বিন্দুমাত্র গতি প্রাপ্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ (in no time) অনন্ত দূর দেশে চলিয়া যাইবে, তেমনি প্রকাশশীল বুদ্ধিতত্ত্ব যদি তামসিক স্থিতিশীলতার দ্বারা নিয়মিত না হয় তবে তাহা সর্ব বিষয় ও সর্বথা বিষয় অক্রমে প্রকাশ করিবে। বাহ্য বস্তুর ন্যায় বুদ্ধিতত্ত্বেরও সম্পূর্ণ স্থিতিহীনতা অর্থাৎ তমোবিযুক্ততা হইবার সম্ভাবনা নাই তবে উহা যতই ক্ষীণ হইবে ততই অক্রমবৎ সর্ব বিষয়কে প্রকাশ করিবে। ভবিষ্যৎ-বিষয়ক স্বপ্নে ঐরূপে বুদ্ধিতত্ত্বের ক্ষণিক স্বচ্ছতার ফলে অক্রমবৎ ভবিষ্যতের জ্ঞান হয়, সাধারণ চিত্তে শেষ চিত্রটাই কেবল স্মরণে থাকে।

১০। ত্রিকাল-জ্ঞানের কথায় কয়েকটি সমস্যা আসিয়া পড়ে। তাহা অনেকের মাথা ঘুরাইয়া দেয়। 'যদি ভবিষ্যতে আমি কি হইব তাহা স্থির আছে, তবে আমার কোন কর্মের জন্য আমি দায়ী নহি' এইরূপ ধাঁধা অনেকের হয়। অবশ্য সাংখ্যদের নিকট ইহা ধাঁধা নহে। যাঁহারা ঈশ্বরকে নিজের স্রষ্টিকর্তা এবং ভবিষ্যৎ-বিধাতা বলেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা গোলোকধাঁধা বটে। তাঁহারা ভবিষ্যৎ স্থির নাই এইরূপ বলিতেও পারেন না, কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের ঈশ্বর অসর্বজ্ঞ (ভবিষ্যৎ জ্ঞানাভাবে) হন। প্রায় সমস্ত আর্যশাস্ত্রের উহা মত নহে, তাঁহাদের মতে জীব সৃষ্ট নহে কিন্তু অনাদি, এবং অনাদিকর্মবশে জীবনের সমস্ত ঘটনা ঘটে। ইহাতে ঐ ধাঁধা অনেক কাটে বটে, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে কর্মফলবিধাতা ও করুণাময় বলেন, তাঁহাদের আপদ্ দূর হয় না। কারণ, যে জীব দুঃসহ

নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সে বলিবে, 'সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বহু পূর্ব হইতেই যদি জানিতেন যে, আমি এই কষ্ট ভোগ করিব, তবে এতদিন কণামাত্র করুণার দ্বারা স্বীয় সর্ব-শক্তি-প্রয়োগে কিছুই প্রতিবিধান করিলেন না কেন?' এতদুত্তরে কর্মফলদাতা ঈশ্বরকে হয় অশক্ত, নয় করুণাশূন্য বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য এই দোষ এইরূপে খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, 'ঈশ্বর মেঘের মত, মেঘ যেমন সর্বত্র সমভাবে বর্ষণ করে, ঈশ্বরও তেমনি যে যেমন কর্ম করিয়াছে, তাহাকে তেমনি ফল দেন। তাহা না করিয়া, যে ভাল করিয়াছে, তাহাকে মন্দ ফল দিলে অথবা যে মন্দ করিয়াছে, তাহাকে ভাল ফল দিলে তাঁহার বৈষম্য-দোষ হইত।' ইহা হইতেও করুণাময়ত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ, যে ভাল করিয়াছে, তাহার ভাল করিলে করুণা বলা যায় না, বরঞ্চ ভাল করিবার সামর্থ্য থাকিলেও যদি কাহারও ভাল না করা যায়, তবে নিষ্করুণ বলিতে হইবে। অতএব 'হয় নিষ্করুণ, নয় সামর্থ্যহীন' এ দোষ খণ্ডিত হইল না। তবে ঐ সিদ্ধান্ত হইতে ঈশ্বর যে ভাল ও মন্দ উভয়ের পক্ষপাতশূন্য, তাহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কর্মই প্রভু হইল, ঈশ্বর কর্মফলদানের ভৃত্য হইলেন। যিনি স্বতন্ত্র ইচ্ছাদ্বারা করুণা-প্রণোদিত হইয়া দুঃখীর কষ্ট দূর না করিলেন, তিনি কিরূপে করুণাময় প্রভু হইবেন? অতএব কর্মফল-বিধাতা ঈশ্বর-স্বীকারেও উক্ত ধাঁধা মেটে না। সাংখ্যগণের ঈশ্বর কর্মফলদাতা নহেন, "নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফল-নিষ্পত্তিঃ, কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ" (সাংখ্যসূত্র)। তিনি মুক্ত পুরুষবিশেষ। তাঁহার সার্বজ্ঞ্য ও সর্বশক্তি থাকিলেও নিষ্প্রয়োজনতা-বিধায় তিনি নিষ্ক্রিয়। কারণ-কার্য-পরম্পরায় জগতের সমস্ত ঘটিতেছে। পুংপ্রকৃতি মূলকারণ, তাহাদের সংযোগ হইতে অনাদি সংসার চলিতেছে। যেমন হাত-কাটা-রূপ কর্ম করিলে তাহার দুঃখরূপ-ফল-ভোগ কর, তেমনি সমুদায় ঘটনাই কর্ম ও সংস্কারের বিপাক হইতে হইতেছে। সেই বিপাকের জন্য তোমার আত্মগত কারণই যথেষ্ট, পুরুষান্তরের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। তোমার বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, সমস্তই কারণ-কার্য-পরম্পরার ফল। এই কারণ-কার্য-পরম্পরার জ্ঞানই ত্রিকালজ্ঞান। সাধারণ অবস্থায় আমরা কারণের অত্যল্পমাত্র জানি বলিয়া কার্য সম্যক্ জানিতে পারি না। সমাধিসিদ্ধিতে তাহার বিপরীত হয়। ইচ্ছা, পুরুষকার, সমস্তই সেই কার্য-কারণের অন্তর্গত।

চিত্তের বিজ্ঞান-প্রক্রিয়া ও সংকল্পন-প্রক্রিয়া পৃথক্। একে অন্তঃস্রোত অস্মিতা, অন্যে বহিঃ-স্রোত অস্মিতা। একে বাহ্যস্থ বিষয় গ্রহণ করিতে থাকা, অন্যে গ্রহণ ত্যাগ করিয়া অন্তঃস্থ বিষয় লইয়া চেষ্টা করা। ত্রিকালজ্ঞানের যে অবস্থায় কারণ-কার্য-পরম্পরার মধ্যে নিজের পুরুষকার বা সংকল্পন একটি কারণ হয় তখন সেই অবস্থায় উপনীত হইয়া বিজ্ঞান-প্রক্রিয়া অগত্যা স্থগিত রাখিয়া সংকল্পন-প্রক্রিয়া করিতে হয়, সুতরাং তখন ত্রিকালজ্ঞানরূপ বিজ্ঞান সেই অবস্থায় স্থগিত থাকে।

প্রাগুক্ত ধাঁধাসকল হইতে সাংখ্যগণের কর্তব্যমোহ বা সিদ্ধান্তহানির সম্ভাবনা মোটেই নাই। তাঁহারা ভূত-ভবিষ্যতের কারণ-কার্যতা জানিয়া, হয় সংসৃতিমূলক কর্মে নিরুদ্যম হইয়া নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন, না হয় গীতোক্ত নীতি অনুযায়ী অতীতানাগত ঘটনায় অনাসক্ত হন।

আর একটি ধাঁধা এই, এক ব্যক্তি কোন ত্রিকালজ্ঞকে ঠকাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, 'বল দেখি, আমি গৃহে প্রবেশ করিব কি না?' তাহার ইচ্ছা, ত্রিকালজ্ঞ যাহা বলিবে, তাহার বিপরীত করিবে। সেই ক্ষেত্রে ত্রিকালজ্ঞ কিরূপে ঘটনা-স্থির করিয়া বলিবেন? ত্রিকালজ্ঞ কার্য-কারণ-পরম্পরা প্রত্যক্ষ করিয়া জানিলেন যে, তাহাকে তাহা জ্ঞাত করাইলে সেই কারণ-বশে সে তাহার

বিপরীত করিবে, অতএব ত্রিকালজ্ঞকে সেস্থলে ঘটনা না বলিয়া বলিতে হইবে যে, 'আমি যাহা বলিব, তাহার বিপরীত করিবে'। সেস্থলে যে ত্রিকালজ্ঞ ঘটনা বলিতে পারিবেন না, তাহার কারণ এই যে, সেই কার্য-কারণের শেষ কারণ ত্রিকালজ্ঞের নিজ কর্ম অর্থাৎ 'যাবে' কি 'যাবে না' এইরূপ বলা। যে কর্ম আমি করিতে পারি অথবা ইচ্ছা করিলে না করিতে পারি, তাহা করিব কি না, ইহা কার্য-কারণ-জ্ঞান-সম্ভূত ভবিষ্য জ্ঞানের বিষয় নহে, অবশ্য নিজের পক্ষে। অতএব উপরোক্ত স্থলে ঘটনা যখন স্বেচ্ছকর্মের উপর নির্ভর করিতেছে, তখন তাহা ভবিষ্যদ্রূপে জ্ঞেয় নহে। অর্থাৎ 'আমি (পাঁচ মিনিট পরে) হাত তুলিব কি না' এইরূপ কর্ম ভবিষ্যৎ জ্ঞেয় বিষয় নয়, কিন্তু বর্তমানে স্থিরকর্তব্য বিষয়, অবশ্য নিজের কাছে। সুতরাং যে ঘটনা নিজকর্মের উপর নির্ভর করে, সে স্থলে সেই ব্যক্তির কাছে ঐ প্রকারে ত্রিকালজ্ঞানের নিয়মের ব্যত্যয় হয়। তজ্জন্য স্বেচ্ছসাধ্য কৈবল্য-মোক্ষ কোন পুরুষের নিজের কাছে ভবিষ্যদ্রূপে প্রমিত হইতে পারে না, অন্য পুরুষ অবশ্য নিশ্চয় করিতে পারে। ভাব-কারণ হইতে ভাবকার্য হইবে, তজ্জন্য কার্য-কারণ-পরম্পরা-ক্রমে অতীত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া যোগিগণ কখনও সংসারের অভাব অবস্থায় অথবা আদিতে যাইতে পারেন না, তজ্জন্য সংসার অনাদি। সাধারণ দৃষ্টিতেও 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' এই নিয়মমূলক যুক্তিতে সংসারের অনাদিত্ব প্রমিত হয়।

১১। সমাধিসিদ্ধির দ্বারা জ্ঞান যেমন অব্যাহত হয়, ক্রিয়াশক্তিও সেইরূপ অব্যাহত হয়। সাধারণ অবস্থায় দেখা যায়, তুমি ইচ্ছা করিলে আর অমনি তোমার হাত উঠিল। ইহা যদি স্থির-চিত্তে পর্যালোচনা কর তাহা হইলে আশ্চর্য হইবে যে, ইচ্ছা কিরূপে তোমার তিন সের ভারী হাতকে তুলিল। একটু সূক্ষ্মরূপে দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, হস্তস্থ উত্তোলক যন্ত্রের মর্মদেশে থাকিয়া ইচ্ছা কোন অজ্ঞাতপ্রকারে হস্তকে তোলে। যাহাদের জড়তত্ত্বজ্ঞান ভাববত্তাদি সাধারণ-ধর্ম-যুক্ত মাত্র অথবা অজ্ঞেয়, তাহাদের নিকট ইহা অসাধ্য সমস্যা। আমরা সাংখ্য-সিদ্ধান্তে দেখাইয়াছি যে, ইচ্ছা যে জাতীয়, বাহ্য 'জড়'ও সেই জাতীয়। ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' ৬০ প্রকরণ)। একই প্রকার দ্রব্যের একটি ভাব গ্রহণ ও একটি গ্রাহ্য। কঠিন কোমল প্রভৃতি সমস্ত জড়ধর্ম এক এক প্রকার বোধমাত্র, বোধগণ আমিত্বের এক এক প্রকার বাহ্যকৃত উদ্রেক মাত্র, অতএব বাহ্যে এক প্রকার উদ্রিক্ত অভিমান আছে, যাহা আমার অভিমানকে উদ্রিক্ত করে। সুতরাং সেই বাহ্য অভিমান-দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্রেক হইতে কঠিন-কোমলাদি ধর্ম উদ্ভূত হয়। বাহ্য বা ভূতাদি অভিমানের বৈচিত্র্যই নানাপ্রকার বাহ্যধর্মের স্বরূপ *। আমাদের করণশক্তিরূপ অভিমান সজাতীয়ত্ব-হেতু সেই বাহ্য বৈরাজাভিমানের ক্রিয়ার সহিত মিলিত বা প্রজাপতি ঈশ্বরের ঐশ মনের দ্বারা

* পরমাণুবাদের পর্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। সাংখ্যীয় পরমাণু ব্যতীত দুই প্রকার পরমাণুর দ্বারা দার্শনিকগণ জগত্তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের পরমাণুর লক্ষণ যথা—'জড়দ্রব্যের অবিভাজ্য সূক্ষ্ম অংশ পরমাণু।' বৈশেষিকগণ, প্রাচীন গ্রীকগণ ও কতকগুলি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এইপ্রকারের পরমাণু কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। অবিভাজ্য অংশ বা জ্যামিতির বিন্দু অকল্পনীয় পদার্থ। সেইরূপ তাদৃশ পরমাণুর মধ্যস্থ শূন্য বা অবকাশও অকল্পনীয়। বিস্তারযুক্ত ও বিভাগশীল দ্রব্য ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হইয়া যে কেন বা কিরূপে অবিভাজ্য ও বিস্তারশূন্য হইবে, তাহারও কোন্ যুক্তি নাই। আর এই সিদ্ধান্তের দ্বারা জাগতিক ঘটনা ব্যাখ্যানেরও অনেক জটিলতা দেখা দেয়। বস্তুতঃ এইরূপ পরমাণু বিকল্পমাত্র, দ্রব্যের বিভাগশীলতা দেখিয়া ইহা কল্পিত হইয়াছে। বিভাগের সীমা-নির্দেশ করিবার কোনও হেতু নাই, কারণ, মহত্ত্বের যেমন সীমা কল্পনীয় নহে, ক্ষুদ্রতারও তদ্রূপ। (রাসায়নিকদের পরমাণু ঠিক অবিভাজ্য দ্রব্য নহে, উহা নির্দিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ মাত্র)।

ভাবিত হইয়া ও স্বসংস্কারবশে ইন্দ্রিয়রূপে ব্যবস্থিত হইয়া বিষয় গ্রহণ করিতেছে। শরীরেন্দ্রিয়রূপে ব্যূহিত অভিমানচাঞ্চল্য দ্বিবিধ—গ্রাহক ও প্রবর্তক। যাহা গ্রাহক, তাহা বাহ্য চাঞ্চল্যের দ্বারা অভিহত হইয়া বোধ উৎপাদন করে, এবং যাহা প্রবর্তক, তাহা নিয়তই সেই বাহ্য চাঞ্চল্যে উপসংক্রান্ত বা মিলিত হইতেছে। সেই মিলিত বা উপসংক্রান্ত অবস্থাই **ধারক অভিমান**। সাধারণ অবস্থায় আমাদের শরীরেন্দ্রিয়াত্মক অভিমান সংকীর্ণ এক ভাবে বাহ্যের সহিত মিলিত। অর্থাৎ আমাদের শরীরকে ধারণ, চালন ও শরীর-সন্নিকৃষ্ট বিষয়ের গ্রহণ, এই কয় প্রকারের সংকীর্ণ ভাবমাত্রেই অবস্থিত। মেসমেরিজম্, ক্লেয়ার্ভয়ান্স, পরচিত্তজ্ঞতা (thought-reading)-নামক ক্ষুদ্র সিদ্ধিতে অপরের শরীর স্বেচ্ছাপূর্বক চালন ও অসাধারণরূপে বিষয়ের গ্রহণ প্রভৃতি হয়। মহাভারতের বিপুলোপাখ্যানে আছে, বিপুল স্বীয় গুরুপত্নীকে আবিষ্ট করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া নিজ কথা বলাইয়াছিলেন। পূর্বে দেখান হইয়াছে, সমাধি-বলে ইন্দ্রিয়-শক্তিসকলকে সম্পূর্ণরূপে স্থূল-শরীর-নিরপেক্ষ করা যায় এবং যথেচ্ছ নিয়োজিত করা যায়। এখন যেমন কেবলমাত্র শরীরের চালক যন্ত্রকে চালন করিতে পারা যায়, তখন সমস্ত দ্রব্যকেই সেইরূপে চালিত করা যাইবে। এই সিদ্ধি বাহ্য সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুই প্রকার—ভূতবশিত্ব ও তন্মাত্রবশিত্ব। নীল-পীতাদি ভূতগণের উপর আধিপত্য—যদ্দ্বারা দ্রব্যের আকারাদি ও কাঠিন্যাদি ধর্ম পরিবর্তিত করা যায়, তাহা মহাভূতবশিত্ব এবং ভৌতিকবশিত্ব। আর, যাহার দ্বারা নীলকে পীত বা পীতকে রক্ত ইত্যাদিরূপে পরিবর্তন করা যায়, তাহা তন্মাত্র-বশিত্ব। অলৌকিক শক্তির চরম প্রকৃতিবশিত্ব, তদ্দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়কে যথেচ্ছরূপ-প্রকৃতিক করিয়া নির্মাণ করা যায়। এক্ষণে একটা উদাহরণ প্রদর্শন করা যাউক। যোগসূত্রে আছে, (সমাধির দ্বারা) উদান জয় করিলে শরীর লঘু হয়। গ্রন্থমধ্যে ও 'সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে' প্রদর্শিত হইয়াছে যে, উদান শরীরের ধাতুমধ্যস্থ বোধজনক শক্তি-বিশেষ। বোধসকল শরীরের সর্বস্থান হইতে

সাংখ্যীয় পরমাণুর দ্বারা স্থূল দ্রব্যের বা substratum-এর স্বরূপ মীমাংসিত হয়। সাংখ্যীয় পরমাণু শব্দাদিগুণের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাব। শব্দাদি ক্রিয়াত্মক ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' ৫৪ প্রকরণ দ্রষ্টব্য), সুতরাং সেই পরমাণু সূক্ষ্ম-ক্রিয়া-স্বরূপ হইল। যতদূর পর্যন্ত সূক্ষ্ম ক্রিয়া কৌশল-বিশেষের দ্বারা গোচরীকৃত হয়, তাহাই সাংখ্যীয় পরমাণু বা তন্মাত্র। পাশ্চাত্য অণুও সূক্ষ্ম-ক্রিয়া-বিশেষ, সুতরাং উভয় বাদের স্থূলতঃ পার্থক্য নাই। সাংখ্যীয় যুক্তি অনুসারে তন্মাত্ররূপ ক্রিয়ার আধার অন্তঃকরণ দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত জগত্তত্ত্বের আর যুক্তিযুক্ত মীমাংসা নাই। এ বিষয়ে Plato বলেন, "The ether is the mother and reservoir of visible creation—an invisible and formless eidos, most difficult of comprehension and partaking somehow of the nature of mind." Julian Huxley বলেন, "There is only one fundamental substance which possesses not only material properties but also properties for which the word 'mental' is the nearest approach." 'ঘর, বাড়ি', 'মাটি, পাথর', যে মূলতঃ পুরুষ-বিশেষের অন্তঃকরণাত্মক, তাহা অনেকেই বুঝিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা যদি ঈশ্বরবাদী হন, অর্থাৎ ঈশ্বর ইচ্ছামাত্রদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—এইরূপ বিবেচনা করেন, তবে তাঁহারা নিজেদের কথা একটু তলাইয়া বুঝিলে আর গোল হইবে না। ইচ্ছা বলিলে তৎসঙ্গে কল্পনা-স্মৃত্যাদি আসিবে, অর্থাৎ অন্তঃকরণ আসিবে। সেই অন্তঃকরণ (ঈশ্বরের) জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ বলিতে হইবে, কারণ তাহা কেবল নিমিত্ত হইলে উপাদান কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং জগৎকে অন্তঃ-করণাত্মক সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। মায়াবাদ অবলম্বন করিয়া ইহা বিবেচনা করিলে এইরূপ হইবে—ঈশ্বর সংকল্প করিয়া রহিয়াছেন যে, সমস্ত জীব এই জগদ্রূপ ভ্রান্তি দেখুক, তাহাতে সেই ঐশ সংকল্পের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া আমাদের চিত্ত এই জগদ্ভ্রান্তি দেখিতেছে। ইহাতেও ঐশ সংকল্পের বা চিত্তের সহিত আমাদের চিত্তের নিয়ত সংযোগ এবং আমাদের বাহ্যজ্ঞানরূপ চৈত্তিক ক্রিয়া ঐশ চিত্তের ক্রিয়া-জনিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

উত্থিত হইয়া ঊর্ধ্বে মস্তিষ্কস্থ বোধ-স্থানে যাইতেছে। অতএব উদান ধ্যান করিতে হইলে সর্ব-শরীরের অন্তঃস্থল হইতে এক ধারা ঊর্ধ্বে যাইতেছে, এইরূপ বোধ করিতে হয়। সর্বশরীরব্যাপী সেই ঊর্ধ্বধারা-ভাবনাতে সমাহিত হইলে অভিমান-শক্তি শরীর-ধাতুতে উপসংক্রান্ত হইয়া তাহাদের (পূর্ব প্রকৃতি অভিভূত করিয়া) প্রকৃতি-পরিবর্তন করিয়া শরীরকে উত্থানশীল-প্রকৃতিক বা লঘু করে। অর্থাৎ শরীর-ধাতুর পৃথিবীর অভিমুখে গমনরূপ যে ক্রিয়া আছে, ঊর্ধ্বাভিমুখ-ক্রিয়াশীল অভিমানের উপসংক্রান্তির দ্বারা তাহা অভিভূত ও অধীনীকৃত হয়, তাহাতেই শরীর লঘু হয়।

জগতের সমস্ত ধর্মই অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতন ধর্মের ত কথাই নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রসারও অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শনে সাধিত হইয়াছিল। জটিল-কাশ্যপ, বিম্বিসার-রাজা প্রভৃতির পরিবর্তন অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন করিয়া সাধিত হইয়াছিল। খৃষ্টান-মুসলমানাদির ধর্মের প্রবর্তকগণও অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন করিয়া অনুচর সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে বিশেষ বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা বা সিদ্ধি নানা প্রকারে হইতে পারে। সব সিদ্ধিই সমাধিজ সিদ্ধি নহে, নিম্ন স্তরের সিদ্ধিও আছে এবং তাহাতেও লোকসংগ্রহ হইতে পারে। (যোগদর্শন ৪।১ ও ৪।৫ টীকা দ্রষ্টব্য)।

তত্ত্বসাধনের বিশ্লেষ ও সমবায়

বিলোম ও অনুলোম প্রণালীর যুক্তি—সাংখ্যতত্ত্বালোক গ্রন্থে এবং অন্যত্র তত্ত্বসকল প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাতে বিশ্লেষ ও সমবায়-প্রণালীর যুক্তি (analytical and synthetical methods) একত্র মিলাইয়া উপপাদিত হইয়াছে। পাঠকগণের বোধসৌকর্যার্থ এখানে সংক্ষেপে পৃথগ্‌রূপে ঐ দুই প্রণালীর দ্বারা তত্ত্বসকল উপপন্ন করিয়া দেখান যাইতেছে। এক প্রণালীতে কার্য হইতে কারণ সিদ্ধ করিতে হয়, অন্যতে সিদ্ধ কারণ হইতে কিরূপে কার্য হয় তাহা সাধন করিতে হয়।

১। **বিলোম বা বিশ্লেষ-প্রণালী**—ধাতু, পাষাণ, জল, বাতাস প্রভৃতির নাম ভৌতিক দ্রব্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি গুণপুরঃসর আমরা ভৌতিক দ্রব্য জ্ঞাত হই। যদিচ ক্রিয়া ও জাড্য নামক অপর দুই প্রকারের ধর্ম ভৌতিক দ্রব্যে পাওয়া যায়, তথাপি তাহারা শব্দাদি ধর্মের অনুগত ভাবেই বুদ্ধ হয়। শব্দাদি ধর্মের নাম প্রকাশ্য ধর্ম, তাহারা পঞ্চ প্রকার—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। অতএব শব্দাদি পঞ্চ ধর্ম বাহ্য প্রকাশ্য-ধর্মের মধ্যে মুখ্য, অপর সমস্ত তাহাদের বিশেষণীভূত। সেই শব্দাদি পঞ্চ ধর্মের আশ্রয়ীভূত পঞ্চ প্রকার দ্রব্যের বা বাহ্যসত্তার নাম পঞ্চভূত। শব্দযুক্ত সত্তার নাম আকাশভূত, স্পর্শযুক্ত সত্তার নাম বায়ুভূত, রূপযুক্ত সত্তা তেজোভূত, রসযুক্ত সত্তা অব্‌ভূত ও গন্ধযুক্ত সত্তা ক্ষিতিভূত। ইহারা জ্ঞেয়ত্ব-ধর্ম-মূলক বিভাগ বলিয়া কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়মাত্র-গ্রাহ্য, কর্মেন্দ্রিয়াদির ব্যবহার্য নহে। অর্থাৎ ভূতসকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাণ্ডজাত করিয়া ব্যবহার করিবার যোগ্য নহে। তাহা হইলে ভূততত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য সমাধির উপদেশ থাকিত না। কেবল এক একটিমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানিলে বাহ্য জগৎ যে-ভাবে জানা যায়, তাহাই ভূততত্ত্ব ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' ৫৬ প্রং ও 'তত্ত্বসাক্ষাৎকার' §৩ দ্রষ্টব্য)।

২। পঞ্চভূতের গুণ শব্দাদি প্রত্যেকে নানাবিধ। বিচিত্র বিচিত্র শব্দাদির নাম বিশেষ। শব্দাদি গুণসকল ক্রিয়াত্মক, অতএব বিশেষ বিশেষ শব্দাদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াত্মক। ক্রিয়ার যে সূক্ষ্মাবস্থায় শব্দাদিগুণের বিশেষসকল অপগত হইয়া একাকার হয়, অর্থাৎ ষড়্‌জর্ষভ, শীতোষ্ণ, নীলপীত আদি ভেদ অপগত হইয়া কেবল একাকার সূক্ষ্ম শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র, রূপমাত্র ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম অবিশেষ শব্দাদি গুণ। সেই অবিশেষ গুণের আশ্রয়ীভূত বাহ্যদ্রব্যসকলের নাম **তন্মাত্র**। ভূতের ন্যায় তন্মাত্রও পঞ্চ, যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। সূক্ষ্মের সমষ্টি স্থূল, তজ্জন্য তন্মাত্র স্থূলভূতের কারণ। তন্মাত্রগণ অতিস্থির ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে উপলব্ধ হয় ('তত্ত্বসাক্ষাৎকার' §৪ দ্রষ্টব্য)

শব্দাদি গুণসকলের নাম বিষয়। বাহ্যসম্পর্কে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ও ক্রিয়ার নাম বিষয় ('সাংখ্য-তত্ত্বালোক' ৫৩ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। বাহ্যক্রিয়া বিষয়জ্ঞানের হেতুমাত্র। তজ্জন্য বাহ্যে শব্দাদি ধর্ম আরোপিত বলিতে হইবে। বাহ্যে ক্রিয়ামাত্র আছে, সেই ক্রিয়া ও শব্দাদি জ্ঞান অতিমাত্র বিভিন্ন, ক্রিয়া ধারণা করিলে তাহার সহিত দ্রব্য (যাহার ক্রিয়া) ধারণাও অবশ্যম্ভাবী। সেই বাহ্য

দ্রব্য, যাহার ক্রিয়া হইতে শব্দাদি গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা কিরূপে বিভাব্য হইতে পারে? যখন রূপাদি বিষয় বাহ্য-ক্রিয়া-হেতুক ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-স্বরূপ, তখন সেই বাহ্যমূল-দ্রব্যে রূপাদি ধর্ম আরোপ করিয়া ধারণা করা নিতান্তই অযুক্ততা। আর, রূপাদি-ধর্মশূন্য কোন বাহ্যদ্রব্য কল্পনীয় হইতে পারে না। অতএব আপাততঃ বাহ্যক্রিয়ার আশ্রয়ীভূত পদার্থকে অজ্ঞেয় বা অকল্পনীয় বলিতে হইবে। পরে উহার স্বরূপ নিরূপণীয়।

৩। যাহার দ্বারা আমরা বাহ্যদ্রব্য ব্যবহার করি, তাহার নাম বাহ্যকরণ। তাহারা ত্রিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞেয়রূপে, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্যরূপে ও প্রাণ-সকলের দ্বারা ধার্যরূপে বাহ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ—কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষু, রসনা ও নাসা। কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ—বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। প্রাণও পঞ্চ, যথা—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়ের নাম জ্ঞেয়-বিষয়। বাক্যাদি বিষয়ের নাম কার্য-বিষয়। বাহ্যোদ্ভব-বোধাধিষ্ঠানাদি পঞ্চ শরীরাংশগণ প্রাণের ধার্য-বিষয় ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ৫০।৫১ দ্রষ্টব্য)।

৪। বাহ্যকরণ ব্যতীত আরও এক প্রকার করণ পাওয়া যায়, তাহা বাহ্যের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে সম্বন্ধ নহে। তাহা অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রধানতঃ বাহ্য-করণার্পিত বিষয় ব্যবহার করে, যেমন চিন্তা, উহা অন্তরেই কৃত হয়, কিন্তু বাহ্য-করণার্পিত গো-ঘটাদি বিষয় লইয়াই কৃত হয়। বাহ্য-বিষয়-ব্যবহারকারী সেই আন্তর করণের নাম চিত্ত। চিত্ত নিয়তই পরিণত হইয়া যাইতেছে। সেই এক একটি চিত্ত-পরিণামের নাম বৃত্তি। অতএব চিত্ত বৃত্তিসকলের সমষ্টি-স্বরূপ হইল। চিত্তের বৃত্তিসকল দুই প্রকার, শক্তি-বৃত্তি ও অবস্থা-বৃত্তি। যাহার দ্বারা ক্রিয়া হয়, তাহার নাম শক্তি-বৃত্তি; আর ক্রিয়াকালে যে ভাবে চিত্তের অবস্থান হয়, তাহার নাম অবস্থা-বৃত্তি। প্রখ্যাদির ভেদানুসারে পঞ্চ প্রকার মূল শক্তি-বৃত্তি আছে (তাহাদের ভেদ ও লক্ষণ 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ২৫-৩৫ দ্রষ্টব্য)। অপর সমস্ত বৃত্তিই তাহাদের অন্তর্গত। তাহারা যথা—প্রমাণ, স্মৃতি, প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, বিকল্প ও বিপর্যয় এই পঞ্চ বিজ্ঞানরূপ প্রখ্যা; সংকল্প, কল্পন, কৃতি, বিকল্পন ও বিপর্যস্তচেষ্টা এই পঞ্চ প্রবৃত্তিভেদ, প্রমাণাদির পঞ্চবিধ সংস্কার, যাহারা স্থিতির ভেদ। অবস্থা-বৃত্তি, যথা—সুখ, দুঃখ, মোহ, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, নিদ্রা ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ৩৬-৩৮ দ্রষ্টব্য)।

৫। চিত্ত ও সমস্ত বাহ্য-করণের মধ্যে প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি অথবা বোধ, ক্রিয়া ও ধৃতি (ধারণবৃত্তি) সাধারণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে-কোন করণবৃত্তি অথবা চিত্তবৃত্তি দেখ, তাহাতে একরকম-না-একরকম বোধ, ক্রিয়া ও ধৃতি পাইবে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন করণ ও চিত্তবৃত্তিসকল সেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সন্নিবেশ-মাত্র হইল। বোধ, ক্রিয়া ও ধৃতিশক্তিই চিত্তাদি সমস্ত করণের মূল হইল। সেই মূল শক্তিত্রয়ের যাহা শক্ত, তাহার নাম মূলান্তঃকরণ। অন্তঃকরণের ঐ তিন বৃত্তির মধ্যে আমিত্বভাব সাধারণ, অর্থাৎ 'আমি বোদ্ধা', 'আমি কর্তা' ও 'আমি ধর্তা'। অতএব অন্তঃকরণেরই এক অঙ্গ হইল আমিরূপ বুদ্ধি বা বুদ্ধিতত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ, বোধন, চেষ্টন ও ধারণরূপ ক্রিয়া-বিশেষ না হইলে বোধাদি হইতে পারে না। আত্মসম্পর্কীয় সেই ক্রিয়ার নামই অহংকার। তাহা হইতে 'আমি অমুকের বোধক, কারক বা ধারক'-রূপ অন্তঃকরণ-পরিণাম হইতে থাকে। সেই পরিণাম দ্বিবিধ—এক অবুদ্ধ ভাবকে বুদ্ধ করা, আর, এক বুদ্ধ ভাবকে অবুদ্ধ করা। তৃতীয়তঃ, আমিত্ব-সংলগ্ন এক আবরিত ভাব থাকে, যাহা ক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইলে বোধ উদ্ভূত হয়, তাহা বোধজনক ক্রিয়ার

শক্তিরূপ পূর্বাবস্থা। বুদ্ধভাবও অতীত হইলে পুনশ্চ সেই আবরিত অবস্থায় যায়, অর্থাৎ সেই আত্মসংলগ্ন জাড্যই বোধবৃত্তিকে অভিভূত করিয়া রাখে। বৃত্তিসকলের এই উদ্ভব ও লয়-স্থান-স্বরূপ এই আত্মসংলগ্ন, জাড্যপ্রধান বা স্থিতিশীল ভাবের নাম **হৃদয়াখ্য মন** বা তৃতীয়ান্তঃকরণ। অতএব বুদ্ধি, অহংকার ও মন সমস্ত করণের মূল স্বরূপ হইল। (বোধাদির স্বরূপ 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ২০ এবং বুদ্ধ্যাদির স্বরূপ § ১৬-১৮ দ্রষ্টব্য)। বোধ, চেষ্টা ও ধৃতি পৃথক্ হইলেও পরস্পরের সাহায্য-সাপেক্ষ। চেষ্টা ও ধৃতি সহায় না থাকিলে বোধ হয় না। চেষ্টা ও ধৃতির পক্ষেও সেইরূপ। তজ্জন্য বুদ্ধি বা 'আমি' বলিলে তাহাতে ক্রিয়া ও স্থিতিভাব অন্তর্গত থাকে। অহংকার এবং মনেও সেইরূপ অপর দুই ভাব অন্তর্গত থাকে। তন্মধ্যে বোধে প্রকাশগুণের (বোধহেতু গুণের নাম প্রকাশগুণ) আধিক্য থাকে এবং অপর দুইয়ের অল্পতা থাকে। সেইরূপ অহংকার ও করণ-চেষ্টাতে ক্রিয়াগুণের আধিক্য এবং মনে বা করণ-ধৃতিতে স্থিতিগুণের আধিক্য থাকে। অতএব প্রকাশশীল ভাব, ক্রিয়াশীল ভাব ও স্থিতিশীল ভাব বুদ্ধ্যাদি সমস্ত করণের মূল হইল। প্রকাশশীল ভাবের নাম **সত্ত্ব**, ক্রিয়াশীল **রজঃ** ও স্থিতিশীল **তমঃ**। বুদ্ধ্যাদি সবই অল্পাধিক পরিমাণে সন্নিবিষ্ট বা সংযুক্ত সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের এক এক প্রকার সমষ্টি হইল (গুণ-বিবরণ, 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ১১।১২ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে করণবর্গ বিশ্লেষ করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন মূলভাব প্রাপ্ত হওয়া গেল। করণবর্গের মধ্যে যাহাতে যাহা প্রকাশ আছে তাহা সত্ত্বগুণ হইতে আসে, যাহাতে যাহা ক্রিয়া আছে তাহা রজ হইতে হয় এবং তম হইতে করণস্থ ধারণশক্তি আসে। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ব্যতীত বুদ্ধি হইতে প্রাণ পর্যন্ত সমস্ত করণ-শক্তিতে আর কিছুই পাওয়া যায় না। (যোগদর্শন ২।১৮-১৯ দ্রষ্টব্য)।

৬। অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল দেশব্যাপী নহে, তাহারা কালব্যাপী। ইচ্ছা-ক্রোধাদির দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদি নাই, তাহারা কতককাল ব্যাপিয়া চিত্তে থাকে মাত্র। বাহ্যক্রিয়া যেমন দেশান্তর-প্রাপ্যমাণতা, আন্তর-ক্রিয়া সেইরূপ কালান্তর-প্রাপ্যমাণতা, অর্থাৎ অন্তঃকরণের ক্রিয়াকালে বৃত্তিসকল পর পর কালে অবস্থিত হয়, পর পর দেশে নহে, অতএব **কালব্যাপী ক্রিয়া অন্তঃকরণের ধর্ম হইল, দেশব্যাপী ক্রিয়া বাহ্যদ্রব্যের ধর্ম হইল।**

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, বাহ্যদ্রব্য (ভূত ও তন্মাত্র) বিশ্লেষ করিয়া রূপ-রসাদি-শূন্য এক মূলাধার পদার্থের ক্রিয়ামাত্র পাই, যে ক্রিয়া ইন্দ্রিয়গণকে উদ্রিক্ত করিলে রূপরসাদি জ্ঞান হয়। রূপ-রসাদি ব্যতীত বিস্তারজ্ঞান থাকিতে পারে না, বিস্তার ও রূপাদি-জ্ঞান অবিনাভাবী, অর্থাৎ একটি থাকিলে আর একটি থাকিবে, একটি না থাকিলে আর একটি থাকিবে না। বাহ্যদ্রব্যের মূলভাব রূপরসাদিশূন্য, সুতরাং বিস্তারশূন্য, কিন্তু তাহা ক্রিয়াশীল। অতএব বাহ্যমূল-দ্রব্য বিস্তারশূন্য অথচ ক্রিয়াযুক্ত পদার্থ হইল। উপরে সিদ্ধ হইয়াছে যে, অন্তঃকরণ-দ্রব্যেই বিস্তারশূন্য ক্রিয়া সম্ভব হয়। অতএব **বাহ্যের মূলভাব অন্তঃকরণ-জাতীয়** পদার্থ হইল। সেই বাহ্য জগতের মূলাধার অন্তঃকরণ যে পুরুষের, তাঁহার নাম **বিরাট্ পুরুষ**।

ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত অন্তঃকরণের ক্রিয়া হইতে জ্ঞান হয়। শব্দাদি বাহ্যক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া উদ্রিক্ত হয়। সজাতীয় বস্তুই পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, তজ্জন্যও বাহ্যমূল অন্তঃকরণজাতীয় হইল। মন দেশব্যাপ্তিহীন পদার্থ, তাহার ক্রিয়া কালধারা-ক্রমে হইয়া যাইতেছে। সেই মন যে স্ব-বাহ্যক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হয় এবং তাহাতেই যে বিষয়জ্ঞান হয় তাহা প্রমাণসিদ্ধ। সেই মনোবাহ্য ক্রিয়ার দ্বারা মনকে ভাবিত হইতে হইলে, ভাবক ক্রিয়াও মনের ক্রিয়ার ন্যায়

দেশব্যাপ্তিহীন ক্রিয়াযুক্ত হওয়া চাই। নচেৎ দেশব্যাপ্তিহীন মনের উপর দেশাশ্রিত বাহ্যক্রিয়া কিরূপে মিলিত হইবে তাহা ধারণাযোগ্য নহে। পরন্তু দেশও এক প্রকার জ্ঞান বা মনের সহিত বাহ্যের মিলনের ফল, সুতরাং মনের সহিত মনোবাহ্য দ্রব্যের মিলনকল্পনায় দেশব্যাপী দ্রব্যের সহিত মনের মিলন কল্পনা করা সম্যক্ অসঙ্গত কল্পনা। এক মন যে আর এক মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে তাহা ঐন্দ্রজালিকের উদাহরণে প্রসিদ্ধ আছে। ঐন্দ্রজালিক যাহা মনে করে তাহার পরিষদ্ তাহাই দেখিতে শুনিতে পায়। সেইরূপ প্রজাপতি ভগবানের ঐশ মনের দ্বারা ভাবিত হইয়া অস্মদাদির মন স্ব-সংস্কারবশে এই ভূত-ভৌতিক জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল দেখিতেছে।

গ্রাহ্য ভৌতিক দ্রব্যের মূল যখন বিস্তারহীন অন্তঃকরণ-দ্রব্য, তখন গ্রাহ্য পদার্থ প্রকৃতপক্ষে বড় বা ছোট নহে। বড় বা ছোট এইরূপ পরিমাণ বস্তুতঃ পরিণামের সংখ্যার উপর স্থাপিত। অলাতচক্রের ন্যায় যুগপতের মত কতকগুলি পরিণাম (রূপাদির ক্রিয়া-স্বরূপ) যদি গৃহীত হয় তবেই বিস্তার (বড়-ছোট) জ্ঞান হয়। কিন্তু প্রত্যেক দ্রব্যে (তাহা পরমাণুই হউক বা পরম মহৎই হউক) অসংখ্য পরিণাম হইতে পারে, সুতরাং পরমাণুর ও ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ বস্তুতঃ অভিন্ন। কারণ অমের ভাবের অংকানুসারে পরার্ধ × অসংখ্য = অসংখ্য, আর এক × অসংখ্য = অসংখ্য, সুতরাং এইরূপে দুই-ই এক। দৃষ্টি-ভেদ অনুসারে দেখিলে ব্রহ্মাণ্ডকে পরমাণুবৎ এবং পরমাণুকে ব্রহ্মাণ্ডবৎ দেখা যাইবে। কাল সম্বন্ধেও সেইরূপ, আমাদের যাহা এক কল্প কাহারও নিকট (যাঁহার এক কল্পের অক্রমে জ্ঞান হয়) তাহা ক্ষণমাত্র।

অন্তঃকরণ ত্রিগুণাত্মক, অতএব বাহ্যদ্রব্য (যাহা মূলতঃ গ্রাহ্যতাপন্ন বৈরাজান্তঃকরণের উপর বিবর্তিত) এবং আন্তর ভাবসকল, সমস্তই মূলতঃ **ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সিদ্ধ হইল।**

৭। বুদ্ধ্যাদিতে গুণসকলের বৈষম্য বা ন্যূনাধিকরূপে সংযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। বোধ অর্থে ক্রিয়ার দ্বারা অন্তঃকরণের জাড্য বা স্থিতির অভিভব করিয়া প্রকাশের প্রাদুর্ভাব। চেষ্টা অর্থে জাড্য ও প্রকাশের অভিভবে ক্রিয়ার প্রাদুর্ভাব। আর, ধৃতি অর্থে প্রকাশ ও ক্রিয়ার অভিভবে জড়তার প্রাদুর্ভাব। অতএব সর্বপ্রকার করণবৃত্তিতে এক গুণের প্রকর্ষ ও অপর দ্বয়ের অবকর্ষ দেখা যায়, এই গুণ-বৈষম্যাবস্থার নাম ব্যক্তাবস্থা। যখন প্রকাশ, ক্রিয়া ও জাড্য তুল্যবল হয়, তখন কোন বৃত্তি থাকিতে পারে না, কারণ, বৃত্তিরা বৈষম্যাত্মক। কিঞ্চ তুল্যবল জড়তার দ্বারা ক্রিয়া নিরস্ত হইলে করণ-চেষ্টা এবং তজ্জনিত বোধবৃত্তিও থাকিতে পারে না। অতএব গুণত্রয় তুল্যবল বা সম হইলে করণবৃত্তিসকল থাকে না, অথবা করণবৃত্তিসকল না থাকিলে গুণত্রয় সাম্য প্রাপ্ত হয়। বৃত্তির অভাবে করণসকল বিলীন হয়, কারণ, ক্রিয়ার সম্যক্ রোধ হইলে তাহার অব্যক্ত-শক্তিরূপ * অবস্থা হয়। গ্রহণ ও গ্রাহ্যের মূল-স্বরূপ যে অন্তঃকরণ তাহার এই অব্যক্তাবস্থার নাম **প্রকৃতি**। গুণের সাম্য ও তদাত্মক অন্তঃকরণ-লয় দুই প্রকারে হয় (১) নিরোধ সমাধি-বলে ও (২) গ্রাহ্য-লয়ে। ভাবপদার্থের অভাব অন্যায্য বলিয়া এই অব্যক্তা প্রকৃতি অভাব-স্বরূপ নহে। অতএব বাহ্য ও অধ্যাত্ম ভাবের অব্যক্তরূপ চরম সূক্ষ্ম অবস্থা সিদ্ধ হইল।

* ক্রিয়ার উদ্ভবের পূর্বাবস্থার ও লয়াবস্থার নাম ক্রিয়া-শক্তি অর্থাৎ শক্তি লক্ষ্য হইলে তাহা ক্রিয়া হয়, অথবা ক্রিয়ার অভিভূত হইয়া থাকার নাম শক্তি। শক্তির ক্রিয়াবস্থা হইলেই তাহা বুদ্ধ হয় অর্থাৎ সত্তানিশ্চয় হয় (বোধ ও সত্তা অবিনাভাবী)। বুদ্ধ সত্তার নাম দ্রব্য। অতএব দ্রব্য, ক্রিয়া ও শক্তি, সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা ও তামসিকতার ব্যবস্থাভেদ মাত্র হইল। শক্তির দ্বিবিধ অবস্থা—উন্মুখাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা। ব্যক্ত উন্মুখ অবস্থা, যেমন সংস্কার আদি, আর সম্যক্

৮। পূর্বে ব্যক্তভাবের মধ্যে অস্মিভাব যে প্রধান, তাহা উপপাদিত হইয়াছে। অন্তরে প্রতিনিয়ত যে পর পর বোধবৃত্তিসকল উঠিতেছে, তাহাদের সকলের সহিত এক-স্বরূপ বোদ্ধৃপ্রত্যয় সমন্বিত থাকে। কারণ, বোদ্ধা 'অস্মিত্ব' ব্যতীত বিষয়বোধ অসম্ভব। বোদ্ধৃত্বভাবের মধ্যে দুই প্রকার বোধ পাওয়া যায়; এক অনাত্মবোধ, আর এক আত্মবোধ। অনাত্মবিষয়ের ক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া বৃত্তিপ্রবাহরূপ যে পরিণম্যমান-বোধ বা জ্ঞানবৃত্তি হয়, তাহা অনাত্মবোধ। আর অনাত্মক্রিয়ার সহিত সংযোগ না থাকিলেও (গুণসাম্যে) যে স্বয়ংবোধ থাকে তাহাই স্বপ্রকাশ বা চৈতন্য বা চিতিশক্তি বা চিৎ। যদি বল বৈষয়িক বোধ-নিবৃত্তি হইলে যে স্বাত্মবোধ থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই—বিষয় ক্রিয়াত্মক, সেই ক্রিয়া বোধবৃত্তির বা প্রকাশের হেতু হইলেও বোধের উপাদান নহে, কারণ, ক্রিয়া অর্থে এক অবস্থার পর আর এক অবস্থা, তাহা কিরূপে বোধের উপাদান হইবে? ক্রিয়ার দ্বারা বোধের পরিচ্ছিন্ন বৃত্তি হয়, সেই বোধসকলও জ্ঞাতৃপ্রকাশ্য, যেমন 'আমি জ্ঞানের জ্ঞাতা'—এইরূপ। ঐরূপ পরিচ্ছিন্ন বোধবৃত্তিসকলের যাহা বোদ্ধা সেই অপরিচ্ছিন্ন স্ববোধই পুরুষতত্ত্ব।

দুই প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা করণ হইতে সাধারণ অস্মৎপ্রত্যয়ের ব্যতিরিক্ততা সিদ্ধ হয়;

অব্যক্ত শক্তি, যেমন গুণসাম্য। সলিঙ্গ শক্তি তামসিক ভাব, ইহাই তমোগুণ ও প্রকৃতির ভেদ। অতএব সমস্ত অনাত্মভাবের (গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপ) যে অব্যক্ত শক্তিরূপ অবস্থা তাহাই অব্যক্তা প্রকৃতি। (শক্তিসম্বন্ধে 'পারিভাষিক শব্দার্থ' দ্রষ্টব্য)। কৈবল্যে গুণসাম্য কিরূপে ঘটে তাহা নিম্ন তালিকায় বুঝা যাইবে। তখন সত্ত্ব রজ ও তম-গুণ সমবল হয়, অতএব :—

সত্ত্ব	=রজ	=তম	=গুণসাম্য।
॥	॥	॥	॥
বিবেকখ্যাতি	=পরবৈরাগ্য	=নিরোধ	=গুণবৃত্তিসাম্য।
॥	॥	॥	॥
সুখশূন্য	=দুঃখশূন্য	=মোহশূন্য	=শান্তি।
॥	॥	॥	॥
জাগ্রৎশূন্য	=স্বপ্নশূন্য	=নিদ্রাশূন্য	=তুরীয়

এই সমস্ত পদার্থই সম বা একটির উদয়ে অপর সকলই সূচিত হয়; অর্থাৎ সকলই অবিনাভাবী। ইহাতে অন্তঃকরণ ক্রিয়াশূন্য বা অব্যক্ত-শক্তি অবস্থায় যায়।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা সাংখ্যীয়-তত্ত্ব-বিভাগ-প্রণালী সুন্দররূপে বুঝা যাইবে। মনে কর একটি পুষ্প সুচিত্রিত বস্ত্র। তাহার তত্ত্ব এইরূপে বিশ্লেষণীয়, যথা—প্রথমতঃ তাহাতে যে নানাবিধ চিত্র রহিয়াছে, তাহা মূলতঃ ফল, পুষ্প, প্রবাল, পত্র ও লতা স্বরূপ; তন্মধ্যে কতকগুলিতে কৃষ্ণবর্ণের আধিক্য, কতকগুলিতে রক্তের, কতকে শ্বেতের আধিক্য। সেইরূপ আমাদের যতপ্রকার শক্তি আছে, তাহা প্রথমে বাহ্য হইতে বিভাগ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, তাহারা তিন প্রকার; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ—প্রকাশাধিক, ক্রিয়াধিক ও স্থিত্যধিক। আবার দেখি তাহারা ফলাদির ন্যায় প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ প্রকার। বস্ত্রের ফলপুষ্পাদিকে বিভাগ করিয়া দেখিলে দেখি যে, তাহারা কতকগুলি সূত্রের (টানা ও পড়েন) বিশেষবিশেষপ্রকার সংস্থানভেদ মাত্র। সূত্রগুলিকে বিভাগ করিলে দেখা যায়, তাহারা কতক বেশি শ্বেত, কতক বেশি রক্ত ও কতক বেশি কৃষ্ণ। পুনশ্চ তাহারা আবার তিন তার; সেই তিন তার আবার তিন বর্ণের—শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ। তত্ত্বের দিকে দেখিলে দেখা যায়, বাহ্য করণগণ সেইরূপ অন্তঃকরণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ পরিণাম বা সংস্থান-ভেদ মাত্র। অন্তঃকরণত্রয় আবার বুদ্ধি সত্ত্বাধিক, অহং রজোঽধিক এবং মন তমোঽধিক। কিন্তু বুদ্ধি, অহং ও মন এই তিনে শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ এই মূল ত্রিজাতীয় সূত্রের ন্যায়, মূলতঃ সত্ত্ব, রজ ও তম রহিয়াছে। শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ সূত্র যেমন সেই চিত্র-বিচিত্র বস্ত্রের মূল উপাদান, সেইরূপ গুণত্রয়ও সমস্ত করণের মূল উপাদান।

(১) একতত্ত্বতা, (২) ষষ্ঠীব্যপদেশ। প্রথম যথা—'আমি জ্ঞাতা', 'আমি কর্তা', 'আমি ধর্তা', এইরূপ আমিত্বভাব সর্বপ্রকার বোধ্যবৃত্তি, কার্যবৃত্তি ও ধার্যবৃত্তিতে সমন্বিত থাকে। বৃত্তিসকল অতীত হয়, কিন্তু আমিত্ব সদাই বর্তমান। বৃত্তির লয়ে তদন্বয়ী অস্মদ্ভাবের কিছুই ব্যাঘাত হয় না। অতএব যখন কোন একটি বৃত্তির লয়ে আমিত্বের ব্যভিচার দেখা যায় না, তখন সকলের লয়েও আমিত্বের লয় হইবে না, অর্থাৎ তখন আমার ব্যক্তবৃত্তিকতা থাকিবে না, লীনবৃত্তিক 'আমি' থাকিব। এইরূপে ভূত-ভবদ্-ভবিষ্যৎ সর্ববৃত্তিতে আমিত্বের অন্বয় দেখা যায় বলিয়া আমিত্বলক্ষ্য দ্রব্য সর্ববৃত্তি-ব্যতিরিক্ত হইল। দ্বিতীয় ষষ্ঠীব্যপদেশ, যথা—যে পদার্থে মমতা বা 'আমার' এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহা 'আমি' নহি, কারণ, সম্বন্ধভাবে সম্বধ্যমান দুই দ্রব্যের সত্তা অহার্য। তজ্জন্য আমার সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞানে 'আমি' ও 'আমার' অর্থাৎ 'আমি'-ব্যতিরিক্ত আর এক মমতাস্পদ দ্রব্য থাকে। এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন প্রভৃতি সমস্ত করণশক্তি, যাহাতে 'আমার শক্তি' এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহা 'আমি'-স্বরূপ নয়, আমার চক্ষু, আমার কর্ণ ইত্যাদি সম্বন্ধভাব থাকাতেই চক্ষুরাদি করণ হইতে পারে। কোনও অসম্বন্ধ ভাব 'আমার' কার্যের করণ হইতে পারে না, তজ্জন্য করণত্ব হইতেও সম্বন্ধভাব সিদ্ধ হয় এবং সম্বন্ধ-ভাবের জন্য করণসকল যে 'আমি' হইতে ব্যতিরিক্ত তাহা সিদ্ধ হইল। আমিত্বের প্রকৃত চেতন মূলই পুরুষ, তাহা হইতেই আমিত্বে ঐ গুণ আসে অর্থাৎ 'আমি' সর্বোচ্চ করণ হইলেও 'আমি' করণ-ব্যতিরিক্ত এইরূপ অনুভূতি হয় ('পুরুষ বা আত্মা' § ৯)।

এখানে সংশয় হইতে পারে যে,—পর্যঙ্কের 'পাদ-পৃষ্ঠাদি', এই স্থলে পাদপৃষ্ঠাদির সহিত যদিও পর্যঙ্কের সম্বন্ধভাব রহিয়াছে, তথাপি পর্যঙ্ক পাদ-পৃষ্ঠাদির অতিরিক্ত পদার্থ নহে, পাদ-পৃষ্ঠাদির নাশে পর্যঙ্কেরও নাশ হয়, সেইরূপ সম্বন্ধ থাকিলেও করণের অতিরিক্ত কোনও 'আমি'-ভাব না হইতে পারে। এই সংশয় নিঃসার, কারণ, 'খাটের পা ও পৃষ্ঠ' এইরূপ সম্বন্ধ বৈকল্পিক, বাস্তব নহে। যেমন আমাদের 'আমি' এবং 'আমার চক্ষু' এইরূপ প্রত্যয় হয়, খাটের সেইরূপ প্রত্যয় হয় না। খাটের যদি 'আমি খাট' 'আমার পা ও পৃষ্ঠ' এইরূপ প্রত্যয় হইত এবং সেই পা ও পৃষ্ঠের অভাবে যদি খাটের আমিত্ব-নাশ হইত, তাহা হইলে পূর্ব নিয়ম বাধিত হইত। কাল্পনিক উদাহরণের দ্বারা প্রমিত নিয়মের অপবাদ হইতে পারে না। এইরূপে বিশুদ্ধ অস্মৎপ্রত্যয় করণসকলের অতিরিক্ত, সুতরাং করণের লয়ে তাহার সত্তাহানি হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। সর্ব করণের লয়ে আমিত্বের যাহা থাকে তাহাই দ্রষ্টা।

এতদপেক্ষা সাধনের দিক্‌ হইতে পুরুষ সিদ্ধ করিয়া বুঝা সরল ও সুনিশ্চয়-কারক। চিত্তের স্থৈর্য হইলে যে-কোন আন্তর অথবা বাহ্য বোধ অবলম্বন করিয়া থাকা যায়। তখন লাল রূপ অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিলে কেবলমাত্র জাজ্বল্যমান লাল রূপ জগতে আছে বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে। সেইরূপ অন্তরে অন্তরে বিশেষরূপে স্থিরচিত্তের দ্বারা বিচার করিয়া 'আমিত্ব'-প্রত্যয়মাত্র অবলম্বন করিয়া সমাহিত হইলে কেবল যে জাজ্বল্যমান 'আমিত্ব'-প্রত্যয়মাত্র থাকিবে, তাহাই পৌরুষ (পুরুষ নহেন) প্রত্যয়। বলিতে পার না, তখন কিছুই থাকিবে না, কারণ, শূন্যাবলম্বন করিয়া ধ্যান প্রবর্তিত হয় নাই, আমিত্বাবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছিল। চিত্ত কথঞ্চিৎ স্থির করিতে শিখিয়া এইরূপ ভাবনা করিলে ইহা নিশ্চয় হয়। পৌরুষ প্রত্যয়ের যাহা মূল তাহাই যে পুরুষ ইহা অনেক স্থলে দেখান হইয়াছে।

মনে হইতে পারে, একই বোধ বাহ্যজ্ঞান-কালে পরিচ্ছিন্ন হয় ও বাহ্যজ্ঞানরহিত হইলে অপরিচ্ছিন্ন হয়, অতএব স্বাত্মবোধ জন্ম ও পরিণামী হইল। নিম্নদিক্ হইতে চিতিশক্তিকে দেখিতে গেলে ঐরূপ (অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্য) দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বৃত্তিরূপ বোধ ও স্বাত্মবোধ স্বতন্ত্র ভাব। স্বাত্মবোধ বা নিজেকেই নিজে জানা কখনও পর-প্রকাশ্য জানা হইতে পারে না, বা পর-প্রকাশ্য ভাব কখনও নিজেকে জানা হইতে পারে না। অতএব স্বাত্মবোধ বা পুরুষ এবং বৃত্তিবোধ বা বুদ্ধি একরূপে প্রতীয়মান বিভিন্ন পদার্থ (পুরুষতত্ত্বের বিশেষ বিবরণ 'পুরুষ বা আত্মা' প্রকরণে দ্রষ্টব্য)। এইরূপে বাহ্য ও আন্তর সমস্ত পদার্থ বিশ্লেষ করিয়া দুই চরম পদার্থে উপনীত হওয়া যায়; এক—**পুরুষ**, যাহা আমিত্বের প্রকৃত স্বরূপ, আর এক—**প্রকৃতি** বা অনাত্মভাবের চরম স্বরূপ। প্রকৃতি বা ত্রিগুণ পুনশ্চ বিশ্লেষযোগ্য নহে, এবং স্বাত্মবোধও বিশ্লেষযোগ্য নহে, অতএব তাহাদের আর কোন কারণ নাই। যাহার কারণ নাই, তাহা অনাদি ও নিত্য বর্তমান পদার্থ। বিশ্লেষ-প্রণালীর দ্বারা এইরূপে দুই নিষ্কারণ নিত্য পদার্থ সর্বভাবের মূল-স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধ হইল।

৯। **অনুলোম বা সমবায় প্রণালী**—অতঃপর সমবায় প্রণালীর দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোপপন্ন পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে কিরূপে সমস্ত আন্তর ও বাহ্য ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা বিচারিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিতে বা জীবে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযুক্ত ভাব দেখা যায়, কারণ, তদ্ব্যতীত জীবত্ব হইতে পারে না। পুরুষ ও প্রকৃতি (দ্রষ্টা ও দৃশ্য) অনাদি-বিদ্যমান পদার্থ বলিয়া সেই সংযোগভাবও অনাদি। পুরুষখ্যাতিপূর্বক স্বাত্মবোধভাবে অবস্থান করিলে সংযোগোৎপন্ন করণাদি বিলীন হয়। আর করণগণ ব্যক্তভাবে ক্রিয়াশীল থাকিলে (অর্থাৎ সংযোগাবস্থায়) পুরুষের বৃত্তিসারূপ্য প্রতীতি হয়। পুরুষখ্যাতি হইলে সংযোগের অভাব এবং পুরুষের অখ্যাতি অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্যরূপ অযথাখ্যাতি থাকিলে সংযোগ ও তৎক্রিয়া দেখা যায় বলিয়া সেই পুরুষের অযথাখ্যাতি বা বিপরীতজ্ঞান বা অবিদ্যাই সংযোগের হেতু বলিতে হইবে। সংযোগ যেমন অনাদি, সেইরূপ অবিদ্যাও * অনাদি। সংযোগ অনাদি বলিয়া তজ্জনিত জীবভাব (কর্মাদি উপসর্গের সহিত) অনাদি। "ধর্মীসকলের অনাদি-সংযোগ-হেতু ধর্মমাত্রেরও অনাদি-সংযোগ আছে", পঞ্চশিখাচার্য এ বিষয়ে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন (যোগদর্শন ২।২২)। অতএব অনাদিকরণসকলের লয় ও উৎপত্তি কেবল অভিভব ও প্রাদুর্ভাব মাত্র। কারায়ণ শ্রুতিতে আছে—"অবিনষ্টা নিবিশন্তি অবিনষ্টা এব উৎপদ্যন্তে"। স্মৃতি যথা—"ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে" ইত্যাদি (গীতা)।

১০। ব্যক্তাবস্থার **পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ** দুই কারণ। এক অবিকারী † নিমিত্তকারণ, আর এক বিকারী উপাদানকারণ। এই বিরুদ্ধ কারণদ্বয় থাকাতে ব্যক্তভাবে দ্বৈবিধ্য দেখা যায়,

* অবিদ্যা অর্থে অযথাজ্ঞান, জ্ঞানাভাব নহে। জ্ঞানসকল বৃত্তি-স্বরূপ, অতএব অযথাজ্ঞানবৃত্তি-সমূহের নাম অবিদ্যা হইল। অন্তঃকরণে যেরূপ অবিদ্যা আছে, সেইরূপ বিদ্যা বা স্বরূপখ্যাতির বীজও আছে। বদ্ধাবস্থায় অবিদ্যার প্রাবল্য-হেতু স্বরূপখ্যাতিভাব অতি অস্ফুট। দুই বৃত্তির অন্তরাল অবস্থায় স্বরূপস্থিতি হয়, কিন্তু অবিদ্যার প্রাবল্যে বৃত্তিসকল এত দ্রুত উঠিতে থাকে যে অন্তরাল অলক্ষ্যবৎ হয়।

† পুরুষার্থের দ্বারাই পুরুষ ব্যক্তাবস্থার নিমিত্তকারণ হয়। পুরুষার্থ কি, তাহা উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। সাংখ্যমতে—"পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতিঃ প্রবর্ততে।" সেই পুরুষাধিষ্ঠান হইতে যে প্রেরণা (উপদ্রষ্ট হওয়া-রূপ ব্যক্ততা, অন্য কোন প্রেরণা নহে) পাইয়া প্রকৃতি প্রবর্তিত হয় তাহাই পুরুষার্থ। পুরুষার্থ দুই প্রকার, ভোগ ও অপবর্গ, ঐ উভয়ের ভোক্তা পুরুষ।

যথা—পুরুষের প্রতিরূপ স্বপ্রকাশবৎ ভাব, অব্যক্তের মত আবরিত ভাব এবং উভয়সঞ্চারী ক্রিয়াশীল ভাব ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' ১৩ দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে প্রাথমিক ব্যক্তি কি হইবে তাহা দেখা যাক। অব্যক্ত অনাত্মভাব স্বপ্রকাশ চৈতন্যের সহিত যুক্ত হইলে অবশ্য প্রকাশিত বা ব্যক্ত হইবে। অনাত্মভাব ব্যক্ত হওয়া অর্থে তাহার বোধ হওয়া অর্থাৎ চেতনাবৎ হওয়া, অস্মৎচৈতন্য সেই বোধের অবিকারী হেতু, সুতরাং অনাত্মবোধ তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র। ইহাতে 'আমি' (বোদ্ধা-কর্তাদিযুক্ত) এইরূপ ভাব অর্থাৎ বুদ্ধি হয়। কার্যই কারণের লিঙ্গ, অতএব বুদ্ধিতেও স্বকীয় হেতু-উপাদান উভয়ের লিঙ্গ থাকিবে, তন্মধ্যে—পৌরুষ চৈতন্যরূপ হেতু যে জ্ঞাতা তাহার গ্রহীতৃ-রূপ লিঙ্গ তাহাতে পাওয়া যায় এবং বাহ্যবোধ বা 'অনাত্মের বুদ্ধভাব'-রূপ অব্যক্তের লিঙ্গও তাহাতে পাওয়া যায়। আদিম লিঙ্গ বলিয়া বুদ্ধির নাম লিঙ্গ বা লিঙ্গমাত্র। আর বোধ, এবং সত্তা অবিনাভূত বা অবিবেক্তব্য বলিয়া তাহার নাম সত্তামাত্র আত্মা বা সত্ত্ব। আত্মবোধে অনাত্মবোধের আরোপের নাম উপচার। চৈতন্যের দিক্ হইতে ইহা বুঝাইলে ইহাকে চিচ্ছায়া বা চিদাভাস বলে।* বাহ্যবোধ স্বপ্রকাশ আমিত্বে যাইয়া শেষ হয়। কিন্তু শেষ আমিত্ব স্বাত্মবোধ-স্বরূপ, সুতরাং তখন অনাত্মবোধের লয় হয় তজ্জন্য অনাত্মবোধ চঞ্চল বা পরিণামী। অর্থাৎ অনাত্মবোধ বৃত্তি-স্বরূপে বা পরিচ্ছিন্নভাবে উঠে †, স্বাত্মচৈতন্যের ন্যায় তাহা অপরিণামী প্রকাশ নহে। এই পরিণাম বা ক্রিয়াভাব হইতে আমিত্বের উপর নানা ভাবের উপচার হইতে থাকে। 'আমি ক-এর বোদ্ধা ছিলাম, খ-এর বোদ্ধা হইলাম', অর্থাৎ পূর্বে একরূপ ছিলাম, পরে আর একরূপ হইলাম, এইরূপ অভিমান হয়। এই অভিমানভাবের নাম অহংকার। ইহার দ্বারা প্রতিনিয়ত 'আমি এইরূপ ঐরূপ' ইত্যাদি অনাত্মভাবের সহিত সম্বন্ধের প্রতীতি হয়। বোধবৃত্তি উদয়ের পর লীন বা অভিভূত হয়।

"পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ" (সাংখ্যকারিকা)। পুরুষসিদ্ধির এই দুই হেতু বিচার করিলে এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। আমি চিত্তেন্দ্রিয় লীন করিলে 'কেবল আমি' হই। সেই চিত্তাদি লয়ের শেষ ফল 'আমার' কৈবল্য, সে ফল চিত্তাদিতে অর্শায় না, কারণ তাহারা লীন হয়। তাহা 'কেবল আমিত্বে' যাইয়া পর্যবসিত হয়। অতএব "স হি তৎফলস্য ভোক্তা" (১।২৪ যোগভাষ্য)। পুরুষকে মোক্ষফলের ভোক্তা স্বীকার না করিলে কে তাহার ভোক্তা হইবে? বুদ্ধ্যাদি হইতে পারে না, কারণ তাহারা লীন হয়। বুদ্ধ্যাদির লয়ই যখন মোক্ষ, তখন নিজেদের লয়ের মূলহেতু বুদ্ধ্যাদি হইতে পারে না। সুতরাং কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তির (এবং সেই কারণে ভোগের জন্য প্রবৃত্তির) মূলহেতু পুরুষার্থ। পুরুষকে ভোক্তা (বিজ্ঞাতা) না বলিলে কাহার মোক্ষ,—তাহারও কিছু ব্যবস্থা থাকে না, মুক্তির সাধনাদি সব বৃথা হয়। তজ্জন্য বদ্ধাবস্থায় পুরুষকে সুখদুঃখের ভোক্তা এবং কৈবল্যাবস্থায় শাশ্বতী শান্তির ভোক্তা স্বীকার না করিলে দার্শনিক দৃষ্টিতে বাতুলতা হয়।

* এ বিষয়ের বাহ্য উদাহরণ না থাকাতে উক্ত উপমার (উদাহরণ নহে) দ্বারা বুঝান হয়, যিনি উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহাকে নিজের ভিতর দেখা উচিত। মনে কর, আমি সমস্ত বাহ্যজ্ঞানবৃত্তি রোধ করিলাম। বৃত্তিরোধ হইলে অস্মৎ-স্বরূপের নাশ হয় না, কারণ কোনও দ্রব্য নিজেই নিজের নাশক হইতে পারে না, তজ্জন্য তখন আমি কর্তৃত্বাদিশূন্য হই। এই ভাবের ধারণা করিতে করিতে তবে উপলব্ধি হয়। বিপরীত আর এক প্রকারের উপমার দ্বারাও ইহা বুঝান যায়, যথা—জবাস্ফটিক বা 'সরসীব তটদ্রুমাঃ'। এই উপমার ভেদ লইয়া কেহ কেহ অনর্থক গোল করেন। তাঁহাদের উপমা ও উদাহরণের ভেদ বুঝা উচিত।

† ইহাই বৃত্তির সংকোচ-বিকাশিত্বের মূল কারণ। বাহ্য জগৎও মূলতঃ অন্তঃকরণাত্মক বলিয়া সমস্ত বাহ্যক্রিয়াও সংকোচ-বিকাশী (pulsative)। শব্দ তাপাদি সমস্তই ঐরূপ ক্রিয়াত্মক। কিঞ্চ সমস্ত বাহ্য ক্রিয়া বা গতিকে সংকোচ-বিকাশী প্রমাণ করা যায়। একতান ক্রিয়া নাই ও থাকা অসম্ভব। এক বন্দুকের গুলি যাহার গতি একতান বলিয়া বোধ হয়, তাহাও বাস্তবিক একতান নহে, তাহা পশ্চাৎস্থ 'শূন্য'কে (vacuum) অভিভব করিতে করিতে যাইতেছে। ক্রিয়ার পর যে সর্বত্র প্রতিক্রিয়া (reaction) দেখা যায়, তাহারও মূলকারণ ইহাই। আমরা যাহাকে একতান ক্রিয়া বলি তাহাতে সংকোচ ভাব

অভিভব অর্থে অভাব নহে, তাহার সূক্ষ্ম অলক্ষ্যভাবে থাকা, কারণ, ভাবপদার্থের অভাব হইতে পারে না। প্রত্যেক বোধবৃত্তি 'অবুদ্ধকে বুদ্ধ করা'-রূপ উদ্রেক বা ক্রিয়া-সাধ্য। ক্রিয়ার নাশ হয় না, তবে যখন জাড্য অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়, তখন সেই প্রবল জড়তাকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া স্বকীয় উদ্ভাচার ভাব হারায়, অর্থাৎ অলক্ষ্যভাবে থাকে, নষ্ট হয় না*। বোধবৃত্তি আমিত্বের উপর ছাপ-স্বরূপ, অতএব অভিভূত হইয়া তাহা সেইরূপ আমিত্ব-সংলগ্নভাবে সূক্ষ্মরূপে থাকে। বোধের পূর্বে জড়তার বা আবরণের অপগমরূপ যেমন এক ক্রিয়া হয়, বোধবৃত্তির পরেও তাহার জড়তাকর্তৃক অভিভবরূপ এক ক্রিয়া হয়। অতএব আমিত্বে যে ক্রিয়া বা পরিণামভাব পাওয়া যায়, তাহা দুই প্রকার, এক অপ্রকাশিতকে প্রকাশ করা, আর, এক প্রকাশিতকে অপ্রকাশ করা। বোধ ও ক্রিয়ার সহিত তমোগুণপ্রজাত জড়তা বা আবরণভাবও আমিত্বের সহিত সংলগ্ন থাকিবে। তাহা উদ্রিক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় ও তাহাতে প্রকাশিত ভাব অভিভূত হয়, তাহা অনাত্মভাবের স্থিতিহেতু নোঙ্গর-স্বরূপ। তাহাই আমিত্বসংলগ্ন স্থিতিশীলভাব, অনাত্মে আত্মখ্যাতি তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই আমিত্বলগ্ন স্থিতিশীল ভাবের নাম হৃদয় বা মন বা তৃতীয় অন্তঃকরণ। এইরূপে আত্মা ও অব্যক্তের সংযোগে বুদ্ধি, অহংকার ও মন উৎপন্ন হয়। ইহারা সব সংহত অর্থাৎ দুই অসংহত পদার্থের সংযোগ-জাত। ইহারাই পরিণামক্রমে অন্য সমস্ত করণরূপে উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি, অহং ও মনকে দ্রব্য, ক্রিয়া ও শক্তি-ভাবে দেখিতে গেলে, মন (উন্মুখ) শক্তি-স্বরূপ, যেহেতু তাহা ক্রিয়ার পূর্ব ও পর অবস্থা, অহং গ্রহণক্রিয়া-স্বরূপ, এবং বুদ্ধি দ্রব্য-স্বরূপ, কারণ, আমিত্ব সর্বাপেক্ষা সৎ বা স্থির। তাহাকে পুরুষের দ্রব্য বলা হয় ("দ্রব্যমাত্রমভূৎ সত্ত্বং পুরুষস্যেতি নিশ্চয়ঃ") যেহেতু আমিত্ব স্বাত্মচৈতন্যের প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ।

এক্ষণে ঐ তিন মূল করণ হইতে, কিরূপে অপর করণ হয় দেখা যাক। অন্তঃকরণত্রয় ত্রিগুণাত্মক বলিয়া গুণত্রয়ের ন্যায় তাহারা পরস্পর সদা মিলিত এবং পরস্পরের সহায়। অন্য দুইয়ের সহায়তা ব্যতীত কাহারও কার্য হয় না। মূল কারণত্রয় সংযুক্ত বলিয়া তাহাদের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ কার্যসকলও মিলিত হইয়া ক্রিয়া করে। এইজন্য প্রত্যেক করণেই গুণত্রয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু সর্বত্র ত্রিগুণ থাকিলেও কোন একটি গুণের আধিক্যানুসারে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস আখ্যা হয়। ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ১২ দ্রষ্টব্য)।

১১। অতঃপর অন্তঃকরণত্রয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ কিরূপে হয় দেখা যাক। অন্তঃকরণ উপাদান হইলেও বিষয়ের মূলীভূত যে বাহ্যক্রিয়া তাহা তাহাদের নিমিত্ত-কারণ। বাহ্যক্রিয়ার সহায়তায় জ্ঞেয়, কার্য ও ধার্য বিষয়, সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ উৎপন্ন হয়। অন্তঃকরণের

অলক্ষ্য মাত্র। "নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে।" অর্থাৎ সর্বদাই বস্তুর পরিণামক্রমসকল কালের দ্বারা অর্থাৎ কালেতে, অলক্ষ্যবেগে একবার উৎপন্ন হইতেছে ও একবার লয় পাইতেছে, সূক্ষ্মত্বহেতু তাহা লক্ষ্য হয় না। ক্রিয়াত্মক শব্দাদি এইরূপে একবার হইতেছে ও একবার নিভিতেছে বা ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়ার ধারা-স্বরূপ।

এতদিনে বৈজ্ঞানিকেরাও এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাকে Quantum Theory বলা হয়। "A rough conception of the Quantum is that energy in action is not continuous but in definite little jumps."

* যেমন একটি রজ্জু দুই বিপরীত সমশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইলে কোন ব্যক্ত ক্রিয়া দেখা যায় না, তদ্রূপ। অব্যক্তাবস্থা যে অভাব নহে, কিন্তু ঐরূপ সূক্ষ্ম অনুমেয় ক্রিয়া-শক্তি-স্বরূপ, তাহারও ইহা দৃষ্টান্ত।

মনোরূপ জড়তা বাহ্যক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হয়। আত্মলগ্ন জড়তার উদ্রেক বা অভিমান 'আমিত্বে'ই শেষ বা পর্যবসিত বা অধ্যবসিত হয়, তাহাই বোধবৃত্তি। প্রতিনিয়তই অন্তঃকরণ বাহ্যক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইতেছে। সেই বাহ্য ও আন্তর ক্রিয়ার যাহা সন্ধিস্থল তাহাই বাহ্যকরণ; অতএব তাহারা বাহ্য ক্রিয়ার গ্রাহক-স্বরূপ অন্তঃকরণ-পরিণাম হইল। প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি অন্তঃকরণের তিন মূল বৃত্তি আছে, তজ্জন্য অন্তঃকরণত্রয় বা অস্মিতার বাহ্যকরণ-পরিণামও ত্রিবিধ হয়, যথা—প্রখ্যা-প্রধান বা জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রবৃত্তিপ্রধান বা কর্মেন্দ্রিয় এবং স্থিতিপ্রধান বা প্রাণ। স্থিতিপ্রধান অস্মিতা বাহ্যক্রিয়াকে ধারণ করে, অর্থাৎ নিজে তদনুরূপে ক্রিয়াবতী হইয়া পরিণত হয়, তাহাই স্বরূপতঃ দেহ বা ধার্য বিষয় বা করণাধিষ্ঠান। 'আমি শরীর' এইরূপ অভিমানই স্থিতিপ্রধান এবং তাহাই দেহ-ধারণের মূল। প্রবৃত্তিপ্রধান অস্মিতা সেই ধৃত ক্রিয়াকে উত্তম্ভিত করে, তাহাই কার্যবিষয় এবং সেই ক্রিয়াপ্রধান অস্মিতার অনুগত যে ধৃতভাব, তাহাই **কর্মেন্দ্রিয়**। আর, প্রখ্যাপ্রধান অস্মিতা যে (বাহ্যোদ্রেকবশতঃ) ধৃত ক্রিয়াকে প্রকাশ করে, তাহাই জ্ঞেয় বিষয় এবং তদনুগত ধৃত ভাবই **জ্ঞানেন্দ্রিয়**। অঙ্গত্রয়যুক্ত অন্তঃকরণের দুই বিরুদ্ধ অঙ্গ আছে প্রকাশ ও আবরণরূপ, আর এক অঙ্গ তাহাদের মধ্যস্থভূত বা মিলনহেতু। অন্তঃকরণের যখন পরিণাম হয়, তখন তাহার তিন অঙ্গের অনুরূপ তিন পরিণাম হইবে, আর, সেই তিন পরিণামের দুই অন্তরালে আদ্য-মধ্য ও মধ্য-অন্ত্যের সম্বন্ধভূত দুই পরিণাম হইবে। দুই বিরুদ্ধ ভাব হইতে যেমন তিন, সেইরূপ তিন হইতে পঞ্চ, এই হেতু অন্তঃকরণের বাহ্যকরণরূপ পঞ্চ পরিণামনিষ্ঠা হয়। বাহ্যকরণ ত্রিবিধ, অতএব সর্বশুদ্ধ পঞ্চদশবিধ করণব্যক্তি হয়। শব্দাখ্য-ক্রিয়াসম্পৃক্ত অস্মিতার যে পরিণামনিষ্ঠা হয়, তাহার নাম কর্ণ। এইরূপ অপরাপর প্রকাশ্যধর্মমূলক তান্মাত্রিক ক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত অস্মিতার যে অপর চারি পরিণামনিষ্ঠা হয়, তাহারাই ত্বগাদি অপর চারি জ্ঞানেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল প্রখ্যাবৃত্তির অনুগত বা প্রকাশ-প্রধান। প্রাগুক্ত ধৃতক্রিয়া যে অস্মিতা-পরিণামের দ্বারা স্বাত্মীকৃত হইয়া উত্তম্ভিত হওয়ায় ধ্বনি উৎপাদন করে, সেই পরিণাম-নিষ্ঠার নাম বাগিন্দ্রিয়; অপরাপর কর্মেন্দ্রিয়েরাও এইরূপ। কর্মেন্দ্রিয় ক্রিয়াপ্রধান, তাহাতে বোধ অপ্রধান। সেই বোধ (উপশ্লেষাদি) ধৃতক্রিয়ার বিষয়কে বা কর্মশক্তির বিষয়কে প্রতিনিয়ত অনুভবের গোচর করে, তাহাতে অস্মিতা-পরিণাম-প্রবাহ অন্তর হইতে বাহ্যে আসে।

বাহ্যক্রিয়ার মধ্যে যাহা বোধোৎপাদক, তাহার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া অস্মিতা যে প্রতিনিয়ত তাদৃশী ক্রিয়াবতী হইতে থাকে, তাহাই বোধের অধিষ্ঠান-ধারক **প্রাণনশক্তি**। তন্মধ্যে যাহা বাহ্যোত্তর বোধের অধিষ্ঠানকে ধারণ করে তাহা প্রাণ, ও যাহা ধাতুগত বোধাধিষ্ঠান ধারণ করে তাহা উদান। যাহা স্বতঃ কার্যের হেতুভূত সেই শরীরাংশকে যন্ত্রিত করিয়া ধারণ করে তাদৃশ অভিমানই ব্যান। অপান ও সমান সেইরূপ যথাক্রমে মলাপনয়নকারী ও সমনয়নকারী শরীরাংশের যন্ত্রীকরণের হেতুভূত যথাযোগ্য সংস্কারযুক্ত অস্মিতার পরিণাম। এই পঞ্চপ্রাণ পুনরায় জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ শক্তির অধিষ্ঠানে তাহাদের যন্ত্রনির্মাণে সহায়তা করে।

এইরূপে বাহ্যক্রিয়া-সম্পর্কে পরিণত হইয়া অস্মিতা বাহ্যকরণ-স্বরূপ হয়।

১২। অতঃপর অস্মিতা হইতে **চিত্ত** নামক আভ্যন্তর করণ কিরূপে হয়, দেখা যাক। বাহ্যকরণের কোন ব্যাপার বা বিষয় হইলে তাহা বুদ্ধ হয়, কারণ বোধ সর্বকরণেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। সেই বুদ্ধভাব অন্তঃকরণের ধৃতিবৃত্তির দ্বারা বিধৃত হইবে, কারণ, ধারণ করাই স্থিতিবৃত্তির

কার্য। সেই সর্বধারক (করণের ও বিষয়ের ধারক) স্থিতিবৃত্তির বা তামস অস্মিতার (মনের) বাহ্যার্পিত বিষয়-ধারণরূপ যে পরিণাম হয়, তাহাই চৈত্তিক ধৃতিবৃত্তি। পূর্বধৃত ভাবের অনুভব-সহযোগে বাহ্যভাব (গৃহ্যমাণ অথবা গ্রহীষ্যমাণ)-নিশ্চয়-কারিকা-অস্মিতাপরিণামের নাম পঞ্চবিধ জ্ঞান-বৃত্তি ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ২)। পূর্বানুভবযোগে প্রকাশ্য-কার্যাদি বিষয়ের সহিত আত্মসম্বন্ধকারিণী যে অস্মিতা, যাহাতে শক্তি সক্রিয় হয়, তাহাই পঞ্চবিধ চেষ্টাবৃত্তি ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ৩৫)। ইহাও পূর্বধৃত (যেমন সংকল্পে ও কল্পনায়) এবং জনিষ্যমাণ (যেমন কৃতিচেষ্টায়) এই উভয়বিধ-বিষয়-ব্যবহারকারী। গৃহ্যমাণ (যাহা বর্তমানে গৃহীত হইতেছে), গৃহীত ও গ্রহীষ্যমাণ (যাহা অতীতে গৃহীত হইয়াছে ও যাহা ভবিষ্যতে গৃহীত হইবে) এবং অগৃহ্যমাণ (যাহা সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হয় না, যেমন সংস্কার), এইপ্রকারে বিষয় ত্রিবিধ বলিয়া চিত্তের ক্রিয়া বা ব্যবসায় মূলতঃ ত্রিবিধ, যথা— সদ্ব্যবসায় বা বর্তমান-বিষয়ক, অনুব্যবসায় বা অতীতানাগত-বিষয়ক এবং অপরিদৃষ্টব্যবসায়। প্রথম = গ্রহণ, দ্বিতীয় = চিন্তন, তৃতীয় = ধারণ।

১৩। প্রমাণাদি বৃত্তিসকলের বিষয় ত্রিবিধ, যথা—বোধ্য, প্রবর্তনীয় ও ধার্য। সেই বিষয়-ব্যাপার-কালে চিত্তে যে-গুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তদ্ভাবাবস্থিত চিত্তই অবস্থাবৃত্তি বা গুণবৃত্তি। ক্রিয়া ও জড়তার অল্পতা এবং প্রকাশের আধিক্য সাত্ত্বিকতার লক্ষণ। অতএব যে-বিষয়-ব্যাপার স্বল্পক্রিয়া বা স্বল্পায়াসসাধ্য অথচ খুব স্ফুট, তাহাই সাত্ত্বিক হইবে, এইরূপ বিষয়-ব্যাপার হইলেই সুখ হয়, অনুকূল বেদনার তাহাই অর্থ। সেইরূপ রাজস বা ক্রিয়াবহুল বিষয়-ব্যাপারে চিত্ত অবস্থিত হইলে দুঃখ বা প্রতিকূল বেদনা হয়। আর, যে-বিষয়-ব্যাপার অনায়াস-সাধ্য কিন্তু যাহাতে বোধ অস্ফুট, তাহা সুখ-দুঃখ-বিবেক-শূন্য **মোহাবস্থা**। এক্ষণে উদাহরণ দিয়া ইহা দেখা যাক। মনে কর, তোমার পৃষ্ঠে কেহ হাত বুলাইতেছে, প্রথমতঃ তাহাতে বেশ সুখবোধ হইতে লাগিল ; কিন্তু তাহা যদি অনেকক্ষণ ধরিয়া একভাবে করা হয়, তখন যন্ত্রণা হইতে থাকে। অর্থাৎ প্রথমতঃ বোধ-ব্যাপারে (শেষের তুলনায়) ক্রিয়া যখন অল্প ছিল, তখনকার স্ফুট-বোধ সুখময় ছিল। সেই ক্রিয়ার বৃদ্ধিতে অর্থাৎ বোধ-ব্যাপার যখন বহুল-ক্রিয়া-যুক্ত হইল, তখন দুঃখময় বেদনা হইতে লাগিল। পরে আরও হাত বুলাইতে থাকিলে যন্ত্রণা অত্যধিক হইয়া শেষে নিঃসাড় হইয়া আর যন্ত্রণা অনুভবেরও শক্তি থাকিবে না। তখন সেই বোধ-ব্যাপারে গ্রহণক্রিয়াধিক্য হইবে ও তজ্জনিত সুখ বা দুঃখের অনুভব থাকিবে না, (এজন্য অতিপীড়ার শেষে আর দুঃখবোধ থাকে না)। সেই ক্রিয়াধিক্য-শূন্য ও স্ফুটতা-শূন্য (সুখ-দুঃখের তুলনায়) বোধাবস্থার নাম মোহ। এই জন্য বলা হয়, সত্ত্ব হইতে সুখ, রজ হইতে দুঃখ এবং তম হইতে মোহ। সাধারণ বিষয়-ব্যাপারে (সাধারণ বিষয়-গ্রহণে), সুখ, দুঃখ ও মোহ অস্ফুটভাবে থাকে (যেমন সাধারণ খাওয়া শোয়া ইত্যাদিতে)। যখন অসাধারণ অর্থ সিদ্ধি বা মিষ্টান্নাদি-সংযোগ হয়, তখনই আমরা সুখ হইল বলি। সেইরূপ স্বার্থের সম্যক্ ব্যাঘাতে বা শরীরের স্বভাবতঃ (অল্পোদ্রেক-সাধ্য) যে অনুভব আছে, তাহার রোগোত্থ-অত্যুদ্রেকজনিত পীড়াপ্রাপ্তিতে আমরা দুঃখ হইল বলি, এবং অতি-দুঃখের শঙ্কাজাত ভয়ে অথবা গুরুতম-শারীর-পীড়ায় বোধ-চেষ্টা লোপ হইলে আমরা মোহ হইয়াছে বলি। সুখাদি বোধেরই এক একপ্রকার অবস্থা বলিয়া তাহাদের নাম বোধগত অবস্থাবৃত্তি। সুখ ইষ্ট বলিয়া তদনুস্মৃতিপূর্বক তল্লাভে চেষ্টা করি, সেইরূপ দুঃখ অনিষ্ট বলিয়া তদ্বিরুদ্ধে চেষ্টা করি, আর, মুগ্ধ হইয়া অস্বাধীনভাবে চেষ্টা করি। এই ত্রিবিধ চেষ্টাবস্থার নাম **রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ**। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকারের চিত্তাবস্থা হয়, তাহাদের নাম

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা। জাগ্রৎকালে প্রতিনিয়ত চিত্তে বাহ্যকরণজন্য বোধবৃত্তি হইতেছে। যদিচ আমাদের অঙ্গসকল যুগ্ম এবং তাহাদের এক একটিতে পর্যায়ক্রমে ব্যাপার হয়, কিন্তু চিত্তে নিয়তই ব্যাপার চলিয়াছে। গুণের অভিভাব্য-অভিভাবক-স্বভাবে এই গ্রহণ-ব্যাপারেরও অভিভব হয়, তখন ইন্দ্রিয়াভিমুখ অবধানবৃত্তি (যাহা গ্রহণের মূল) অভিভূত হইয়া যায়। ইহা হইয়া কেবল চিন্তন-ব্যাপার থাকিলে তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। পরে চিন্তন-ক্রিয়াও সমস্ত রুদ্ধ হইলে তাহাকে নিদ্রাবস্থা বলে। জাগ্রদবস্থায় সমস্ত করণাধিষ্ঠানই অজড় থাকিয়া চেষ্টা করে। স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কতক পরিমাণে কর্মেন্দ্রিয়ও জড় হয় এবং অবধানবৃত্তির অতিরিক্ত যে সকল চিত্তাধিষ্ঠান, তাহারা সক্রিয় থাকে, সুষুপ্তিকালে তাহারাও জড়তা পায়। সেই জাড্যাবলম্বী বৃত্তির নামই নিদ্রা। নিদ্রাকালেও এক প্রকার অস্ফুট বোধ থাকে, যাহাতে পরে 'আমি নিদ্রিত ছিলাম' এইরূপ স্মৃতি হয়, কারণ, অনুভব ব্যতীত স্মৃতি সম্ভব নহে। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির ন্যায় প্রাণের ঐরূপ দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রা নাই, যাহা আছে, তাহা তামসত্ববিধায় আমাদের গোচর হয় না। এক নাসায় এককালে শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয় দেখিয়া জানা যায় যে, শরীরের বাম ও দক্ষিণ অঙ্গদ্বয় পর্যায়ক্রমে কার্য করে। সেইজন্য সমানাদির অধিষ্ঠানভূত অংশসকল কতকক্ষণ কার্য করে ও কতক্ষণ স্থির বা জড় থাকে। হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের সেই জড়তা অল্পকালস্থায়ী, অর্থাৎ কতককালের জন্য ক্রিয়া ও পরে ক্ষণিক জড়তা—প্রতিনিয়ত পর্যায়ক্রমে চলে। প্রাণন-ক্রিয়া তামস বা জ্ঞান ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বলিয়া নিদ্রাকালে জ্ঞান ও ইচ্ছা রুদ্ধ হইলেও উহার কার্যের ব্যাঘাত হয় না। আদিম গুণসকলের অভিভাব্য-অভিভাবক-স্বভাব হইতেই শরীরাদির প্রত্যেক ক্রিয়াই সংকোচবিকাশী। চিত্তের সংকোচ-বিকাশ (বৃত্তিরূপ) অতিদ্রুত, সুতরাং জড়তাক্রান্ত স্থূলেন্দ্রিয়ের সংকোচ-বিকাশ-ক্রিয়ার সহিত তাহা অসমঞ্জস। কতকগুলি চিত্তক্রিয়া সম্পাদন করিতে করিতে স্থূলেন্দ্রিয়ের ক্লান্তির বা অভিভবের প্রয়োজন হয়, কিন্তু চিত্তের হয় না। তখন চিত্ত স্থূলেন্দ্রিয়ের একাংশ ত্যাগ করিয়া অন্যাংশের দ্বারা কার্য সম্পাদন করায়। এই নিমিত্তের দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সকল যুগ্ম যুগ্ম করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। চিত্তের সেই দ্রুতক্রিয়া যুগ্মাধিষ্ঠানসকলের দ্বারা কতকক্ষণ সুসম্পন্ন হইলেও, চিত্তাধিষ্ঠান-ধারণকারিণী স্থূলাভিমানিনী প্রাণনশক্তি ক্লান্ত বা অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাতেই স্বপ্ন ও নিদ্রা হয়। এইজন্য যাহারা বিষয়-জ্ঞানপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়া চিত্ত স্থির করিতে থাকেন, তাঁহাদের ক্রমশঃ অল্পাল্প পরিমাণ নিদ্রার প্রয়োজন হয়, অথবা মোটেই হয় না।

১৪। বুদ্ধি হইতে সমান পর্যন্ত সমস্ত করণশক্তির নাম লিঙ্গশরীর। এই শক্তিসকল তন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া তন্মাত্রও লিঙ্গের অন্তর্গত। তন্মাত্র গ্রাহ্যের ও গ্রহণের সন্ধিস্থল অর্থাৎ গ্রহণ অদেশাশ্রিত এবং স্থূলগ্রাহ্য দেশাশ্রিত, তন্মাত্র উহাদের মধ্যস্থ। সুতরাং সর্বপ্রথমে গ্রহণের সহিত তন্মাত্রের সংযোগ হইবে। তাই লিঙ্গশরীর তন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত বা বৃত্তিমৎ বলা হয়। অর্থাৎ বাহ্যকরণসকলের মূল অবস্থা তান্মাত্রিক ক্রিয়া-যোগে উপচিত হইয়া পরে স্থূলভাব ধারণ করে। তাহাদের অভিব্যক্তির জন্য বৈষয়িক উদ্রেকের আবশ্যক। বৈষয়িক উদ্রেকের অভাবে তাহাদের ক্রিয়া থাকে না; ক্রিয়া না থাকিলে শক্তি অলক্ষ্য বা লীনভাব ধারণ করে। তজ্জন্য বিষয়ের সহিত সংযোগ লিঙ্গশরীরের অভিব্যক্তির জন্য আহার্য-নিমিত্ত। লিঙ্গশরীরের অধিষ্ঠানভূত বৈষয়িক বা ভৌতিক শরীরের নাম ভাব বা বিশেষ শরীর। ভাবশরীর স্থূল বা পার্থিব এবং পারলৌকিক এই উভয়বিধ হইতে পারে। সাংখ্যকারিকায় আছে, "চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথাচ্ছায়া।

তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্ ॥" অর্থাৎ চিত্র যেমন পট ব্যতিরেকে অথবা ছায়া যেমন স্থাণু (খুঁটা) আদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশেষ (তান্মাত্রিক বা ভৌতিক অধিষ্ঠান) বিনা লিঙ্গ থাকিতে পারে না। অতএব করণশক্তির অভিব্যক্তির জন্য বৈষয়িক ক্রিয়ার যোগ থাকা চাই। আমাদের পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই বাহ্য বৈষয়িক ক্রিয়াকে পঞ্চভাবে গ্রহণ করে। তন্মধ্যে কর্ণ সর্বাপেক্ষা অব্যাহত ক্রিয়া গ্রহণ করে, অপরেরা ক্রমশঃ অধিকাধিক জড়তাক্রান্ত ক্রিয়া গ্রহণ করে। এ বিষয় গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাহ্যমূল বিরাট্‌নামক পুরুষবিশেষের অস্মিতাপ্রতিষ্ঠিত, তাহার ভেদভাবই পঞ্চ তন্মাত্র ও ভূতের স্বরূপতত্ত্ব, ইহাও গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে সমস্ত তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। কোন বিষয়ের প্রকৃত মননের জন্য বিশ্লেষ ও সমবায় এই উভয় প্রণালীর যুক্তির দ্বারা বুঝিতে হয়। এইরূপ মননের পর নিদিধ্যাসন করিলে তবে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া কৃতকৃত্যতা বা ত্রিতাপ হইতে একান্ততঃ ও অত্যন্ততঃ মুক্তি হয়।

তত্ত্বপ্রকরণ

১। তত্ত্ব কাহাকে বলে? ভাব পদার্থদিগের সাধারণতম উপাদান ও মূল নিমিত্তই সাংখ্যের তত্ত্ব। ইহারা বাস্তব পদার্থ, অতএব জ্ঞানশক্তির কোন-না-কোন অবস্থায় তত্ত্বসকল যে সাক্ষাৎ জ্ঞাত অথবা উপলব্ধ হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত। সাক্ষাৎ জানা অথবা অচিন্ত্য তত্ত্বের জন্য অচিন্ত্য অবস্থাপ্রাপ্তিই উপলব্ধি। উপলব্ধিও তিন প্রকার। উপলব্ধি অর্থে প্রাপ্তি (realisation)। গ্রাহ্য বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞানই উপলব্ধি। গ্রহণের এবং গ্রহীতার সাক্ষাৎ জ্ঞানে স্থিতিও উপলব্ধি। যাহা চিত্তের অতীত সেই প্রকৃতি-পুরুষের উপলব্ধি অন্যরূপ, তাহা এমন অবস্থায় যাওয়া যেখানে অন্য কিছুই থাকিবে না, কেবল তাহাই থাকিবে। সেইজন্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া উহাদের উপলব্ধি করিতে হয়। সুতরাং উল্লিখিত লক্ষণ অর্থাৎ উপলব্ধিযোগ্যতা, সাংখ্যীয় তত্ত্বসম্বন্ধে অনপলাপ্য। ফলে যে সকল নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ ও কার্য কেবল কথামাত্র বা অভাব পদার্থ, তাহারা সাংখ্যমতে তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

তত্ত্বগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—সাধারণতম কার্য, সাধারণতম উপাদান ও মূল নিমিত্ত। ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ সাধারণতম কার্য; মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র সাধারণতম উপাদানও বটে এবং সাধারণতম কার্যও বটে। প্রকৃতি সর্বসাধারণ মূল উপাদান এবং পুরুষগণ মূল নিমিত্ত।

ভূততত্ত্বগুলি সাধারণ ইন্দ্রিয়শক্তির অপেক্ষাকৃত স্থির অবস্থায় সাক্ষাৎকৃত হয়। এই স্থৈর্য সম্যক্ স্থৈর্য না হইলেও ইহা লাভ করিতে হইলে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ইন্দ্রিয়ের যে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি আছে তাহাকে সংযত করিতে হয়। তন্মাত্রতত্ত্ব ইন্দ্রিয়শক্তির অধিকতর স্থির অর্থাৎ অতিস্থির অবস্থার দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হয়।

ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতে হইলে যোগোক্ত কৌশলে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত করিতে হয়। এইরূপে চিত্তকে অন্তর্মুখ করিলে, তন্মাত্র-সাক্ষাৎকারেও যে ঈষৎ বাহ্যজ্ঞান থাকে তাহাও লোপ পায়।

অহংকার ও মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব) ধ্যান-বিশেষের দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হয়। প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব লিঙ্গের বা কার্যের দ্বারা জ্ঞাত হইলেও স্বরূপতঃ অচিন্ত্য, অতএব চিত্তনিরোধরূপ অচিন্ত্য অবস্থা-প্রাপ্তিই তাহাদের উপলব্ধি।

সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে, সাংখ্যের কোন তত্ত্বেরই নির্ধারণ কেবল অনুমান বা উপপত্তির উপর নির্ভর করে না। ব্যাবহারিক জীবনে তাহারা সহজে উপলব্ধ হয় না বটে, কিন্তু জড় বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বস্তুগুলিও ঐরূপে উপলব্ধ হয় না। বৈজ্ঞানিক তাহাদের পরিজ্ঞানের জন্য বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেন। সাংখ্যও তাহাই করেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, সাংখ্যের পরীক্ষা চৈত্তিক পরীক্ষাগারে হয়। এই পরীক্ষা সকলেই করিতে পারেন, তবে যোগ্যতা আবশ্যক, আর, বিশেষ সাধনার ফলেই এ যোগ্যতা লাভ করা যায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও চেষ্টালভ্য যোগ্যতার অপেক্ষা আছে। অতএব তত্ত্ব-নির্ধারণে সাংখ্যের ও বিজ্ঞানের প্রণালী প্রায় একই এবং এ প্রণালী অবলম্বন করিলে

সংশয়ের অবসর থাকে না। কিন্তু পদ্ধতি এক হইলেও বিজ্ঞান, বস্তুজগতের চরম বিশ্লেষণের পূর্বেই ক্ষান্ত হইয়াছে। সাংখ্য এই চরম বিশ্লেষণের ফলে যে পঞ্চবিংশতি ভাব-পদার্থ পাইয়াছেন তাহাদিগকেই তত্ত্ব বলে।

২। ভূততত্ত্ব। বাহ্য জগৎ আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়গত, কর্মেন্দ্রিয়গত ও শরীরগত বোধের বা প্রকাশগুণের ("প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্"—যোগসূত্র। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়েই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিগুণ আছে) দ্বারা জানি। জ্ঞানেন্দ্রিয়গত প্রকাশের দ্বারা প্রধানতঃ শব্দস্পর্শাদি পাঁচ ধর্ম জানি, কর্মেন্দ্রিয়গত প্রকাশগুণের দ্বারা বাহ্যের চলনধর্মের জ্ঞান প্রধানতঃ হয়, এবং শরীর বা প্রাণগত প্রকাশের দ্বারা কাঠিন্যাদি জাড্যধর্মের জ্ঞান প্রধানতঃ হয়। অতএব বাহ্যের জ্ঞেয় ধর্মসকল তিন ভাগে বিভাজ্য, যথা—প্রকাশ্য, কার্য বা হার্য ও জাড্য। প্রকাশ্যধর্ম যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় তাহারা যথা—শব্দ, স্পর্শ বা তাপ, রূপ, রস ও গন্ধ। সেইরূপ কর্মেন্দ্রিয়ের প্রকাশ্য আশ্লেষ-নামক ত্বাচ বোধ। আমাদের ত্বকে তাপবোধ ব্যতীত যে স্পর্শবোধ আছে তাহার নাম 'তেজঃ' আর তাহার বিষয় 'বিদ্যোতয়িতব্য'—"তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ"—শ্রুতি। তেজ অর্থে শীতোষ্ণ ব্যতীত অন্য ত্বাচ বোধ, ইহা ভাষ্যকার বলেন। ঐ স্পর্শবোধই জিহ্বা, পাণিতল প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ে স্থিত স্পর্শ-বোধ। প্রাণের প্রকাশ্য নানারূপ সঙ্ঘাত, স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য-বোধ।

৩। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়ক যে চালনযন্ত্র আছে, তদ্দ্বারা আমাদের রূপাদি বিষয়ের চলনের জ্ঞান হয়। যেমন একটি আলোক এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গেল—এই চলনজ্ঞান চক্ষুঃস্থ চালন-যন্ত্রের সাহায্যেই হয়। সেইরূপ কর্মেন্দ্রিয়ের চলননিষ্পাদ্য বাক্য, শিল্প, গমনাদি বিষয় হইতে বাহ্যের কার্যধর্মের জ্ঞান হয়। প্রাণের দ্বারাও সেইরূপ বাহ্যের চাল্যধর্মের কিছু জ্ঞান হয়, যথা—কাঠিন্য অত্যন্ত অচাল্য, কোমলতা তদপেক্ষা চাল্য বা ভেদ্য ইত্যাদি।

৪। জ্ঞানেন্দ্রিয়গত যে জড়তা আছে তদ্দ্বারা শব্দাদিপ্রকাশ্যধর্মের আবরণতা ও অনাবরণতারূপ জাড্যধর্মের জ্ঞান হয়। শব্দ-তাপ-রূপাদির প্রবল ক্রিয়াকে আমরা স্ফুটরূপে জানি আর অপ্রবল ক্রিয়াকে আবৃততররূপে জানি, ইহাই শব্দাদি বিষয়ের জাড্যের উদাহরণ। জ্ঞানের ও ক্রিয়ার বোধক ধর্মই যে জড়তা তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। কার্যবিষয়ের জড়তা সেইরূপ কর্মেন্দ্রিয়ের শক্তিব্যয় হইতে বুঝি। প্রাণের দ্বারাই জড়তা ভালরূপে বুঝি। যাহা শরীর ও প্রাণ-যন্ত্রকে বাধা দেয় সেই বাধার তারতম্য অনুসারেই কঠিন, তরল প্রভৃতি পদার্থ বুঝি।

৫। সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই নিয়ত কার্য হইতেছে এবং তাহার অনুভূতির সংস্কারও জন্মিতেছে। সেই সংস্কার হইতে স্মৃতিপূর্বক অনুমানের দ্বারা আমরা সংকীর্ণভাবে সাধারণতঃ বাহ্য বিষয় জানি, পাথর দেখিলেই তাহা কঠিন মনে করি। অবশ্য কাঠিন্য চক্ষুর্গ্রাহ্য নহে, পূর্বে ঐরূপ দ্রব্য যে কঠিন তাহা ছুঁইয়া জানিয়াছি, তাহা হইতে অব্যবহিত অনুমানের দ্বারা উহা কঠিন মনে করি। পাথর নামও চক্ষুর বিষয় নহে, শ্রবণের দ্বারা উহারও জ্ঞান হয়।

৬। অতএব সাধারণতঃ বা ব্যবহারতঃ আমরা প্রকাশ্য, কার্য ও ধার্য ধর্মকে মিশাইয়া বাহ্য-জগৎ জানি। এইরূপ জানার যাহা জ্ঞেয় দ্রব্য তাহার নাম ভৌতিক বা প্রভূত।

৭। ঐরূপ ভৌতিক দ্রব্য লইয়া তাহার মূল কি তাহা যদি বিচার করিতে যাই তবে 'অণু' পরিমাণের ঐ ত্রিবিধ ধর্মযুক্ত একদ্রব্যে আমরা উপনীত হইতে পারি। সেই অণু-পরিমাণ যে কত

তাহা বলার উপায় নাই বলিয়া উহা ঐ দৃষ্টিতে অনবস্থা-দোষযুক্ত। দ্বিতীয় দোষ, সেই অণুকে কল্পনা (উহা কল্পিত বা hypothetical) করিতে গেলে তাহাতে কোন-না-কোন রূপাদিগুণ, ক্রিয়াগুণ ও জাড্যগুণ কল্পনা করিতেই হইবে। উহাতে রূপাদি-ধর্মের মূল কি তাহা জানা যাইবে না, কেবল পরিমাণের ক্ষুদ্রতাই মাত্র কল্পিত হইবে।

৮। সাংখ্যের প্রণালী অন্যরূপ। ঐ দোষের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদের ঐরূপ কাল্পনিক পরমাণুবাদ সাংখ্য গ্রহণ করেন না। সাংখ্যকে বাহ্যের অকাল্পনিক মূলদ্রব্যের প্রমিতি করিতে হইবে বলিয়া সাংখ্য অন্যরূপে বাহ্য জগৎ বিশ্লেষ করেন।

৯। শব্দের মূল সাক্ষাৎ করিতে হইলে প্রথমতঃ শব্দগুণমাত্রে রূপাদি-জ্ঞানশূন্য হইয়া চিত্তকে সম্যক্ স্থির করিতে হইবে। তাহাতে বাহ্য জগৎ শব্দময়মাত্র বোধ হইবে। সুতরাং তাহাই আকাশভূত। বায়ু-প্রভৃতিও সেইরূপ। অতএব "শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শ-লক্ষণঃ। জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপম্ আপশ্চ রসলক্ষণাঃ। ধারিণী সর্বভূতানাম্ পৃথিবী গন্ধলক্ষণা॥" (মহাভারত)। এইরূপ ভূতলক্ষণই গ্রাহ্য এবং ইহারা প্রকৃত ভূততত্ত্ব। ভূততত্ত্ব সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎ করিতে হয়। অন্য বিষয় ভুলিয়া এক বিষয়ে চিত্তের স্থিতিই সমাধি। অতএব রূপাদি ভুলিয়া শব্দমাত্রে চিত্তের স্থিতি আকাশ-ভূতের সাক্ষাৎকার হইবে। ইহাতেও ভূতের প্রকৃত লক্ষণ বুঝা যাইবে।

১০। নৈয়ায়িকেরা বলেন, "কদম্বগোলকাকারশব্দারম্ভো হি সম্ভবেৎ * * * বীচি-সন্তানদৃষ্টান্তঃ কিঞ্চিৎ সাম্যাদুদাহৃতঃ। ন তু বেগাদিসামর্থ্যং শব্দানামপ্যপামিব॥" (ন্যায়মঞ্জরী ৩য় আঃ) অর্থাৎ কদম্বগোলকাকার বা কদম্ব-কেশরের ন্যায় শব্দ সর্বদিকে গতিশীল, বীচিসন্তানের সহিত কিছু সাম্য থাকাতে তাহাও এ বিষয়ে উদাহৃত হয়। জলের যেরূপ বেগসংস্কার আছে শব্দের সেইরূপ নাই*। আলোকের গতিও নৈয়ায়িকেরা অচিন্ত্য বলেন। উহা এবং সহচর তাপও যে কদম্ব-কেশরের ন্যায় বিসর্পিত হয় তাহা প্রত্যক্ষতঃ জানা যায়।

১১। প্রকাশ্য, ক্রিয়াত্ব ও জাড্য ধর্ম যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের দ্বারা যথাক্রমে জানা যায়, তাহাদের সমাহারপূর্বক যে বাহ্যজ্ঞান তাহা প্রভূত, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। উহার কাঠিন্য, তারল্য আদি অবস্থা অনুসারে এককপ ভূত-বিভাগ হয়। মাত্র শব্দজ্ঞানের সহিত অনাবরণ বা ফাঁক বা অবাধত্ব জ্ঞান হয়, শীতোষ্ণজ্ঞান ত্বক্‌শ্লিষ্ট বায়ু হইতে হয়, রূপ উষ্ণতা-বিশেষের সহভাবী, রসজ্ঞান তরলিত দ্রব্যের দ্বারা হয় এবং গন্ধজ্ঞান সূক্ষ্মচূর্ণের অভিঘাতে হয়। এইজন্য অনাবরণত্ব, প্রণামিত্ব (বায়বীয় দ্রব্য অত্যন্ত প্রণামী বা চঞ্চল), উষ্ণত্ব, তরলত্ব ও সংহতত্ব এই পঞ্চধর্মে বিশেষিত করিয়া সংযমের দ্বারা বাহ্যদ্রব্য আয়ত্ত করার জন্য ঐরূপ ভূত গৃহীত হয়। উহাকে যোগ-শাস্ত্রে (৩।৪৪) 'স্বরূপভূত' বলে ও বৈদান্তিকেরা পঞ্চীকৃত মহাভূত বলেন।

১২। তন্মাত্রতত্ত্ব। ভৌতিক দ্রব্যের মূল কি তাহা অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রাচীন ও আধুনিক সর্ববাদীরা পরমাণুবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সাধারণতঃ পুরাকালে পরমাণু কাঠিন্য-

* ইহা যথার্থ কথা। বেগ-সংস্কার (momentum) বীচিতরঙ্গের গতির (wave motion-এর) নাই। শব্দরূপাদি যাহারা তরঙ্গরূপে বিসৃত হয়, তাহারা একরূপ বাহক দ্রব্যে একরূপ বেগেই বিসর্পিত হয়, উদ্ভবকেন্দ্রের গতিতে সেই বেগের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না—কিন্তু তরঙ্গের উচ্চাবচতা ইত্যাদি পরিবর্তিত হয় মাত্র। একটা রেলগাড়ী দাঁড়াইয়া 'সিটি' দিলে বা তোমার দিকে বেগে আসিতে আসিতে 'সিটি' দিলে তুমি একই সময় তাহা শুনিতে পাইবে, কেবল 'সিটি'র সুরের তারতম্য হইবে।

যুক্ত ক্ষুদ্র দানা বলিয়া কল্পনা করা হইত এবং প্রাচীনেরা তাদৃশ উপপত্তিবাদের বা থিওরীর দ্বারা বাহ্য জগতের মূল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অধুনা পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন আদির সমষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু যে পরমাণুর ক্রিয়ায় শব্দরূপাদি জ্ঞান হয় তাহা শব্দাদি-হীন হইবে, সুতরাং তাদৃশ দ্রব্য বাহ্যরূপে অজ্ঞেয় হইবে। বিশেষতঃ পরমাণুর পরিমাণ অবিভাজ্য মনে করা ন্যায্য কল্পনা নহে। কেহ উহাতে পরিমাণের বীজ আছে মনে করেন, কেহ (বৌদ্ধ) উহাকে নিরংশ বলেন, অনেকে উহাদের নিত্য বলেন। বিদ্যুৎ যে বস্তুতঃ কি তাহা না জানাতে আধুনিক পরমাণুবাদও অজ্ঞেয়বাদ বিশেষ।

সাংখ্যের মত অন্যরূপ, কারণ, সাংখ্যীয় তত্ত্বসকল থিওরী বা উপপত্তিবাদ নহে কিন্তু অনুভূয়মান ভাব পদার্থ বা positive fact। শব্দাদি সবই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-আত্মক, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। ক্রিয়া স্বভাবতঃ স্থিতির বা জড়তার দ্বারা নিয়মিত হওয়াতে সভঙ্গরূপে হয় (ফলতঃ ভঙ্গতা ব্যতীত ক্রিয়া কল্পনীয় হয় না)। অতএব যে ক্রিয়ার দ্বারা শব্দাদি হয় তাহা সভঙ্গ বা তরঙ্গরূপ। সেই তরঙ্গিত ক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়াভিঘাত হইলেই বা "রজসা উদ্ঘাটিতম্" (যোগভাষ্য ৪।৩১) হইলে জ্ঞান হয়। কিন্তু ঐ ক্রিয়া এত দ্রুত হয় যে, সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা প্রত্যেকটি ধরিতে পারি না কিন্তু অনেকগুলি একসঙ্গে অনবচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করি, উহাই "অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা" (১।৪৩ ভাষ্য) স্থূল দ্রব্যের স্বরূপ। কিন্তু এক একটি ক্রিয়াজন্য অভিঘাত হইতে জ্ঞানের অণু অংশ উৎপন্ন হইবে, শব্দাদি-জ্ঞানের তাদৃশ অণু অংশই তন্মাত্র।

১৩। তন্মাত্র অর্থে 'সেইমাত্র' অর্থাৎ শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র, ইত্যাদি, অতএব উহা পূর্বোক্ত পরমাণুর ন্যায় অজ্ঞেয় বা অজ্ঞাত দ্রব্য নহে কিন্তু জ্ঞেয় বা জ্ঞাত শব্দাদিগুণের অণু অংশমাত্র, "গুণস্যৈবাতিসূক্ষ্মরূপেণাবস্থানং তন্মাত্রশব্দেনোচ্যতে" (ভাস্বরাচার্য)। তাদৃশ সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রচয় হইতে যখন ষড়্জাদি বা নীল-পীতাদি বিশেষ বা স্থূল গুণের জ্ঞান হয়, তখন অপ্রচিত সেই সূক্ষ্ম-জ্ঞানে নীলাদি বিশেষ থাকিবে না, তাই তন্মাত্রের নাম অবিশেষ। অন্য কারণেও উহাকে অবিশেষ বলা যাইতে পারে। নীল-পীতাদি বিশেষজ্ঞান আমাদের সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ বেদনার সহভাবী, অতএব তন্মাত্রজ্ঞানে সুখাদি বিশেষ (শান্ত, ঘোর ও মূঢ় ভাব নহ বাহ্যজ্ঞান) থাকিবে না।* ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ৫৯)।

১৪। শব্দাদি বিষয় ক্রিয়াত্মক। ক্রিয়া কাল ব্যাপিয়া হয় সুতরাং শব্দাদি জ্ঞান কাল ব্যাপিয়া হয়। শব্দ সম্বন্ধে ইহা স্পষ্ট অনুভব হয় যে, পূর্বক্ষণের শব্দ লয় হয় ও পরক্ষণের শব্দ গৃহীত হয়। তাপ ও রূপ জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকারেই হয়, যদিচ ভ্রান্তি হয় যে, উহা একইরূপ রহিয়াছে। বস্তুতপক্ষে প্রতিক্ষণে রূপাদি ক্রিয়া বিসর্পিত হইয়া চক্ষুরাদিকে সক্রিয় করিতেছে ও প্রবাহরূপে তাহার জ্ঞান চলিতেছে। তন্মাত্র বাহ্যজ্ঞানের ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া তাহা কালিক ধারাক্রমে (শব্দের ন্যায়) গৃহীত হইবে এবং তাহাতে বিস্তার বা দেশব্যাপিত্ব অভিভূত হইবে।

* প্রাচীন কাল হইতে পল্লবগ্রাহীরা মনে করেন যে, সাংখ্যমতে বাহ্যজগৎ সুখ, দুঃখ ও মোহ-আত্মক। ইহা অতীব ভ্রান্ত ধারণা। সুখাদি ত্রিগুণের শীল বা স্বভাব নহে কিন্তু উহারা গুণের বৃত্তি বা পরিণামবিশেষ। উহারা বিজ্ঞান বা চিত্তবৃত্তির সহভাবী মনোভাব এবং রাগদ্বেষাদির অপেক্ষায় হয় (যোগভাষ্য ২।২৮ দ্রষ্টব্য)। কোন বাহ্য বস্তুতে রাগ থাকিলে তাহার বিজ্ঞান সুখসংযুক্ত হইয়া হয় ইত্যাদি, ইহাই সাংখ্যমত। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিই গুণের স্বভাব ; তাহারাই বাহ্য ও আভ্যন্তর সমস্ত দৃশ্য বস্তুতে লভ্য এবং জগৎ যে ত্রয়ময় ইহাই প্রসিদ্ধ সাংখ্যমত।

"নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।" অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর পরিণামক্রিয়া বা তজ্জনিত জ্ঞান সর্বদাই হইতেছে ও যাইতেছে বা সভঙ্গরূপে চলিতেছে, এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ রাখিতে হইবে।

১৫। স্থূল শব্দাদি-জ্ঞানের মূল তন্মাত্র নামক জ্ঞান। পঞ্চ তন্মাত্ররূপ নানাত্বযুক্ত জ্ঞানের মূল হইবে আমিত্ব-নামক এক জ্ঞান, অতএব সেই আমিত্বজ্ঞান বা অহংকার বা জ্ঞানাত্মাই প্রপঞ্চিত জ্ঞানের মূল। উহারই অর্থাৎ ভূতরূপে বিকৃত অহংকারেরই নাম ভূতাদি। কিন্তু শব্দাদিজ্ঞান শুধু আমাদের আমিত্ব হইতে উৎপন্ন হয় না, তজ্জন্য বাহ্য উদ্রেকও চাই। যে বাহ্য উদ্রেকে আমাদের শব্দাদি জ্ঞান হয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা ভাবিত হইয়া আমাদের অন্তঃকরণে শব্দাদিজ্ঞান হয় সেই বাহ্য উদ্রেক অন্য এক সর্বব্যাপী বা সর্বসম্বন্ধ আমিত্বের বা ভূতাদি ব্রহ্মার শব্দাদিজ্ঞান হইবে। তাহাই সর্বসাধারণ ভূতাদি। প্রত্যেক প্রাণীর শব্দাদিজ্ঞানের উপাদান তাহাদের প্রত্যক্ ভূতাদি অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির শব্দাদি জ্ঞানের উপাদানভূত তাহার নিজের ভূতাদি অভিমান।

যাহা গ্রহণ তাহা তৈজস ও যাহা গ্রাহ্য তাহা ভূতাদি অভিমান। বিরাটের ভূতাদি তাঁহারও শব্দাদিজ্ঞানে পরিণত অভিমান। সেই শব্দাদিজ্ঞানে আমাদের শব্দাদি জ্ঞান হয়। আমাদের শব্দাদি জ্ঞানের উপাদান আমাদের অভিমান, বিরাটেরও সেইরূপ। বিরাটের উহা ভূতাদি হইলে আমাদেরও উহা ভূতাদি।

১৬। **ইন্দ্রিয়তত্ত্ব**। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও সর্বসাধারণ প্রাণ এই তিন প্রকার, বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ধরিলে দুই প্রকার বাহেন্দ্রিয় সাধারণতঃ গণিত হয়। মন অন্তরিন্দ্রিয়, তাহা ঐ ত্রিবিধ বাহেন্দ্রিয়ের অধীশ। মনঃসংযোগে শ্রবণাদি জ্ঞান, কর্ম ও প্রাণধারণ, (প্রাণঃ) "মনো কৃতেনায়াত্যস্মিন্ শরীরে"—(শ্রুতি), এই ত্রিবিধ বাহেন্দ্রিয়ের ব্যাপার সিদ্ধ হয়। মনের জ্ঞান-অংশের বা বুদ্ধির অধীন বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অপর নাম বুদ্ধীন্দ্রিয়। সেইরূপ কর্মেন্দ্রিয় মনের স্বেচ্ছ অংশের অধীন ও প্রাণ মনের অপরিদৃষ্ট চেষ্টার অধীন। বাহেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞেয়ের গ্রহণ ও চালন ব্যতীত আভ্যন্তর বিষয়ের গ্রহণ এবং চালনও মনের কার্য। অর্থাৎ সংকল্পন, কল্পন প্রভৃতি আভ্যন্তর কার্য এবং মনের মধ্যে যে সব ভাব আছে অথবা ঘটে তাহারও জ্ঞান মনের কার্য। ফলতঃ রূপরসাদি বাহ্য জ্ঞান, বচনগমনাদি ও প্রাণধারণরূপ বাহ্য কর্ম, বাহ্যকর্মেরও জ্ঞান, আর 'আমি আছি', 'আমি করি', সংকল্প আছে, কল্পনা আছে ইত্যাদি আভ্যন্তর ভাবের জ্ঞান এবং সংকল্পন, কল্পন আদি রূপ আভ্যন্তর কর্ম, এই সমস্তই মনের কার্য। যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ (যদ্দারা জ্ঞেয় গৃহীত হয়) সেইরূপ অন্তরের ভাবসকলের জ্ঞানের যে আভ্যন্তর দ্বার তাহাই মন। পরন্তু যাহা কেবল মানসিক চেষ্টা (যেমন কল্পন, উহনাদি) এবং তাদৃশ ক্রিয়ারও যাহা অন্তরস্থ করণ তাহাও মন।

ক্রিয়ার যাহা সাধকতম তাহাই করণ, অর্থাৎ যাহার দ্বারা জ্ঞানাদি প্রধানতঃ সাধিত হয় তাহাই করণ। উক্ত ত্রিবিধ বাহেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন আমিত্বের করণ। আমি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানি, করি ইত্যাদি অনুভূতি উহার প্রমাণ। বিজ্ঞাতা পুরুষের তুলনায় আমিত্ব নিজেও করণ। যেহেতু আমিত্বের দ্বারা দ্রষ্টৃপুরুষের সন্নিধিতে আমিত্ব স্বয়ং নীত হইয়া জ্ঞাত হয়, 'আমি আমাকে জানি' এই অনুভূতি উহার প্রমাণ। ইহার এক 'আমি' দ্রষ্টার মত এবং অন্য 'আমি' দৃশ্য। উক্ত বাহ্য করণ ছাড়া ত্রিবিধ অন্তঃকরণ আছে, তাহারা যথা—চিত্ত, অহংকার ও মহান্ আত্মা। সমস্ত করণশক্তির নাম লিঙ্গ।

১৭। চিত্ত ও মন অনেক স্থলে একার্থে ব্যবহৃত হয়। পৃথক্ করিয়া বুঝিলে বুঝিতে হইবে যে, চিত্তের দুই অংশ—এক মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয় অংশ, আর অন্যটি বিজ্ঞানরূপ বা চিত্তবৃত্তিরূপ অংশ। ইন্দ্রিয়-প্রণালীর দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা মিলাইয়া মিশাইয়া যে উচ্চ জ্ঞান হয় তাহাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে নাম, জাতি, ধর্ম-ধর্মী, হেয়-উপাদেয় প্রভৃতি জ্ঞান থাকে। নাম ও জাতি অবশ্য সাধারণতঃ শব্দপূর্বক বিজ্ঞাত হয়, কিন্তু কালা-বোবাদের অন্য সংকেতে উহার কতক হইতে পারে। ভাষা বা তাহার সমতুল্য সংকেতের দ্বারাই ভাষাবিদ্ মনুষ্যের প্রধানতঃ উত্তম বিজ্ঞান হয়। ভাষার অভাবেও পশুদের ও এডমুকদের বিজ্ঞান হয়, তবে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান নহে।

১৮। বিজ্ঞানের এবং অন্যান্য বোধের অপর নাম প্রত্যয় বা পরিদৃষ্ট ভাব, জ্ঞেয় ও কার্য বিষয় সবই পরিদৃষ্ট ভাব। উহা ছাড়া চিত্তের অপরিদৃষ্ট ভাব বা সংস্কার-নামক ধর্মও আছে। অতএব চিত্তকে প্রত্যয় ও সংস্কার-ধর্মক বলা হয় (অতএব ব্যাবহারিক সমগ্র অন্তঃকরণই চিত্ত)।

চিত্তের যেরূপ বাহ্য বিষয় আছে সেরূপ আন্তর বিষয়ও আছে। আমি বা 'আমি আছি' এইরূপ যে জ্ঞান হয় তাহা আন্তর বিষয়-জ্ঞানের উদাহরণ *। এই সাধারণ আমিত্বজ্ঞানের যাহা বিষয় তাহার নাম অহংকার বা সাধারণ 'আমি, আমি' ভাব। 'আমি এইরূপ' 'আমি ঐরূপ' বা 'আমি এই এই যুক্ত' এতাদৃশ 'আমি, আমার'-ভাবই (I-sense) বা অভিমানই অহংকার। অন্য কথায় আমি জ্ঞাতা, আমি কর্তা, আমি ধর্তা, এইরূপ জ্ঞান, কর্ম এবং ধারণেরও উপরিস্থ যে আমিত্বভাব যাহাতে ঐ সব নিবদ্ধ তাহাই অহংকার এবং তাহা নিম্নস্থ সর্বকরণশক্তির উপাদান—যে করণশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানসকল যন্ত্ররূপে উপচিত হয়।

১৯। মহান্ আত্মা। আমি জ্ঞাতা, কর্তা, ধর্তা—এইরূপ অভিমানের যে পূর্বভাব বা উহার যে মূল শুদ্ধ 'আমি'-ভাব তাহার নাম মহত্তত্ত্ব বা মহান্ আত্মা। অস্মীতিমাত্র বা শুদ্ধ আমিমাত্র আত্মা বা অহং-ভাবই মহান্ আত্মা। চিত্ত যখন স্বমূল এই শুদ্ধ অহম্ভাবের অনুবেদনপূর্বক জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি ভুলিয়া কেবল উহাতে অবহিত হয় তখনই মহত্তের বিজ্ঞান হয়। যথা, শরীরের যে জ্ঞাননাড়ী আছে—যদ্দ্বারা তদ্বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয়—তাহাতে কিছু বিকার ঘটিলে যেমন সেই জ্ঞাননাড়ী নিজ-মধ্যস্থ সেই বিকারকেও জানিতে পারে, সেইরূপ চিত্ত বাহ্য বিষয়ও জানে এবং স্বগত ভাবও (যাহা তাহার বৃত্তিভূত এবং উপাদানভূত অর্থাৎ মহৎ, অহংকার) জানে।

২০। ত্রিগুণ। ভূত, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, চিত্ত, অহং ও মহৎ এই তেইশটি তত্ত্বের বিষয় বিবৃত হইল। ইহারা সাক্ষাৎ অনুভবযোগ্য ভাবপদার্থ। ইহাদের উপাদান কি, ইহারা কিসে নির্মিত—এখন এই প্রশ্ন হইবে। নানাবিধ অলংকার বা নানা মৃৎপাত্র দেখিয়া যে উপায়ে স্থির করি যে, ইহাদের উপাদান স্বর্ণ বা মৃত্তিকা, ঠিক সেইরূপ উপায়ে এখানেও চলিতে হইবে। ইহার উত্তর প্রাচীন ও আধুনিক অনেক দার্শনিক দিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ বাদী উহা অজ্ঞেয়

* হৃৎপিণ্ড রক্ত চালায় এবং সেই রক্তের দ্বারা নিজেও পুষ্ট হয় এবং পোষণের তারতম্য অনুভব করে। সেইরূপ প্রত্যেক জৈব যন্ত্র স্বকার্যের দ্বারা নিজে নিজে চলে ও পুষ্ট হয় এবং অন্য যন্ত্রকেও চালায়। এইরূপে নিজের দ্বারা নিজেকে জানা, গড়া ও পোষণ করা (self determination) জৈব যন্ত্রসমূহের লক্ষণ এবং অজৈব হইতে বিশেষত্ব। জৈব যন্ত্র চিত্তও সেইরূপ স্বগতভাব জানে এবং স্বকর্মের দ্বারা নিজত্ব বজায় রাখে। ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহার মূল কারণ বা হেতু এক স্বপ্রকাশ পদার্থ। স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা বা 'নিজেকেই নিজে জানা' এইরূপ এক বস্তু জীবত্বের মূল হেতু বলিয়া জীবত্বও সেইরূপ। জীবত্বের উপাদান দৃশ্য বলিয়া জীবত্বে দৃশ্যত্বও আছে।

বলিয়াছেন (কোন কোন ঈশ্বরকারণবাদী ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় বলাতে তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞেয়-বাদী)। অধিকন্তু অনেকে নিজের বুদ্ধির উপমায় উহা মানবের পক্ষে অজ্ঞেয় বলেন। প্রণালী-বিশেষে চলিলে ঐ বিষয় অজ্ঞেয় হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাংখ্যের প্রণালী অন্যরূপ, তাহাতে জ্ঞেয়ত্বের চরম সীমায় যাওয়া যায় এবং জানা যায় যে তাহার পর আর জ্ঞেয় নাই। পরন্তু অজ্ঞেয় আছে বলিলে সম্যক্ অজ্ঞেয় বলা হয় না, কারণ কিছু জ্ঞেয় হইলেই তবে তাহাকে 'আছে' বলি। যাহা সম্যক্ অজ্ঞেয় তাহাকে 'আছে' বলা অসঙ্গত। অতএব ঐরূপ স্থলে ('অজ্ঞেয় আছে' বলিলে) 'কিছু জানি কিন্তু সব জানি না' ইহা বলা হয় মাত্র।

২১। এখন সাংখ্যের প্রণালীতে দেখা যাক ঐ তেইশ তত্ত্বের মূল উপাদান কি? মহান্ হইতে ভূত পর্যন্ত সমস্তের মধ্যে বিকার বা অবস্থান্তরতা দেখা যায়, অতএব ক্রিয়া তাহাদের সকলের শীল বা স্বভাব। ক্রিয়া হইলে তাহা প্রকাশিত হয়; যেমন বাহ্য ক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় হইয়া শব্দাদিরূপে প্রকাশিত বা জ্ঞাত হয়, অতএব প্রকাশ বা বুদ্ধ হওয়া তাহাদের আর এক স্বভাব। ক্রিয়া একতানে হয় না কিন্তু ভেঙ্গে ভেঙ্গে হয়, বস্তুতঃ ভঙ্গ হওয়া ও উদ্ভূত হওয়াই ক্রিয়া। অভঙ্গ ক্রিয়া ধারণারও অতীত। এখন বুঝিতে হইবে এই ভাঙ্গাটা কি? বলিতে হইবে ক্রিয়ার বিরুদ্ধ জড়তাই ক্রিয়ার ভঙ্গ, সুতরাং এই জড়তা বা স্থিতি প্রকাশ ও ক্রিয়ার অবিনাভাবী ভাব। অতএব প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন স্বভাব বাহ্য ও আন্তর সর্ব বস্তুতে সাধারণ স্বভাব, উহারা পরস্পর অবিনাভাবী। এক থাকিলে তিনই থাকিবে। যেমন স্বর্ণত্ব-স্বভাব দেখিয়া নানা অলংকারের উপাদান স্বর্ণ বলিয়া নিশ্চয় হয়, সেইরূপে ঐ তিন স্বভাব দেখিয়া আন্তর ও বাহ্য সব দ্রব্যই ঐ তিন স্বভাবের বস্তুর দ্বারা নির্মিত জানা যায়। ঐ তিন স্বভাবের বা তিন দ্রব্যের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম, ইহাদের ত্রিগুণও বলা যায়। প্রকৃতি বা উপাদান এবং প্রধান বা সর্বধারক কারণ ইহার নামান্তর। **গুণ অর্থে এখানে ধর্ম নহে কিন্তু রজ্জু। যেন উহারা পুরুষের বন্ধন-রজ্জু। এই অর্থ স্মরণ রাখিতে হইবে; নচেৎ সাংখ্য বুঝা যাইবে না।** ("সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি ন বৈশেষিকা গুণাঃ" বিজ্ঞানভিক্ষু, সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য)। যদি প্রশ্ন কর ঐ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি স্বভাবের কারণ কি? 'কারণ কি' এইরূপ প্রশ্ন করিলে এইরূপ বুঝাইবে যে, তুমি জান যে উহা এক সময় ছিল না কিন্তু উহার কারণ ছিল। উহারা কবে ছিল না তাহা যদি বলিতে পার তবেই তোমার প্রশ্ন সার্থক হইবে, আর তাহা যদি না পার তবে ঐরূপ প্রশ্নই করিতে পারিবে না। অতএব উহারা কবে ছিল না তাহা যখন বলিতে বা ধারণা করিতে পার না তখন বলিতে হইবে ঐ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি নিষ্কারণ বা নিত্য।

২২। শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি সামান্য (generalisation), অতএব সামান্যরূপে উহা নিত্য হইতে পারে কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া যাহা বস্তুতঃ দেখা যায় তাহা নিত্য নহে। একথা সত্য। কিন্তু উহা বস্তুহীন সামান্যমাত্র নহে (তাহা হইলে উহা অবাস্তব হইত); কিন্তু বিশেষেরই সাধারণ নাম, সুতরাং উহা সামান্য-বিশেষ-সমাহার—(যাহাকে সাংখ্যেরা 'দ্রব্য' বলেন। ৩।৪৪ ভাষ্য), সুতরাং তদ্রূপ অর্থে নিত্য। মানুষ এক সামান্য শব্দ, উহা চৈত্র-মৈত্রাদি অসংখ্য ব্যক্তির সাধারণ নাম। মানুষ বরাবর আছে বলিলে, চৈত্রাদি ব্যক্তিরা বরাবর আছে এইরূপই প্রকৃত অর্থ বুঝায় ('অসংখ্য' শব্দার্থ অবশ্য বিকল্প, কিন্তু যাহা অসংখ্য তাহা বিকল্প নহে)। বলিতে পার চৈত্র মৈত্র ছাড়া মানুষ নাই। সত্য, কিন্তু চৈত্র মৈত্র মানুষ ছাড়া আর কিছু নহে একথাও

সম্যক্‌ সত্য, এইরূপ সামান্য শব্দ ব্যতীত আমাদের ভাষা হয় না। যাহা সামান্যমাত্র (mere abstraction) অথবা নিষেধমাত্র, তাদৃশ অবস্তুবাচী শব্দই বিকল্পমাত্র ও অবাস্তব, যেমন সত্তা, ইহা চরম সামান্য, সুতরাং ইহার ভেদ করা অন্যায্য। আর ইহার অর্থ 'সতের ভাব' বা 'ভাবের ভাব'। 'সত্তা আছে' মানে 'থাকা আছে'। এইরূপ সামান্যই অবস্তু, নচেৎ বহু বস্তুর সাধারণ নাম করা সামান্যমাত্রের উল্লেখ নহে। যেমন বলিতে পার ঘট, ইট, ডেলা আদি ছাড়া মাটি নাই, তেমনি বলিতে পার মাটি ছাড়া ঘট, ইট, ডেলা আদি নাই। সেইরূপ খণ্ড খণ্ড ক্রিয়াও আছে ইহা যেমন ন্যায্য কথা, তেমনি 'ক্রিয়া আছে যাহার ভেদ খণ্ড খণ্ড ক্রিয়া' ইহাও সম্যক্‌ ন্যায়সঙ্গত বাক্য। এইরূপেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিমাত্র আছে বলা হয়।

২৩। ক্রিয়া ভঙ্গ হইলে কোথায় যায়?—তাহা সূক্ষ্ম ক্রিয়ারূপে যায়, তাহা হইতে পুনঃ ক্রিয়া হয়। এইরূপ কারণ-কার্য দৃষ্টিতেও উহারা নিত্য, কারণ "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" (গীতা)। (যাঁহারা পাশ্চাত্য Conservation of energy-বাদ বুঝেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা বুঝা কঠিন হইবে না)।

২৪। ত্রিগুণ ধর্ম নহে। ধর্ম অর্থে কোন দ্রব্যের একাংশের জ্ঞান। যেমন মাটি ধর্মী তাহার গোলাকারত্ব সাক্ষাৎ দেখিয়া বলি ইহা গোলত্বধর্মযুক্ত একতাল মাটি। যে অংশ সাক্ষাৎ জানি না কিন্তু ছিল ও থাকিবে মনে করিতে পারি তাহাদের অতীত ও অনাগত ধর্ম বলা হয়। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি সর্বকালেই প্রকাশ, ক্রিয়া, স্থিতিরূপে বুদ্ধ হইবার যোগ্য বলিয়া উহাতে অতীতানাগত ভেদ নাই, সুতরাং উহারা ধর্ম নহে। উহাতে ধর্ম ও ধর্মী-দৃষ্টির অভেদোপচার হয়। ধর্ম বৈকল্পিক ও বাস্তব হইতে পারে। অনন্তত্ব, অনাদিত্ব-আদি বৈকল্পিক অবাস্তব ধর্ম অবশ্য প্রকৃতিতে আরোপ হইতে পারে। তাহার ভাবার্থ এই যে, অন্তবত্ত্ব-সাদিত্বরূপে প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে না।

২৫। ত্রিগুণ ভূতেন্দ্রিয়ে কিরূপে আছে, ত্রিগুণানুসারে কিরূপে উহাদের জাতি ও ব্যক্তি বিভাগ করিতে হয় তাহা 'সাংখ্যতত্ত্বালোকে' ও অন্যত্র সবিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি যে উপপত্তির জন্য ধরিয়া লওয়া (hypothetical) পদার্থ নহে, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন। প্রকাশাদি যে আছে তাহা অনুভূয়মান তথ্য কিন্তু থিওরী বা বাঙ্‌মাত্র উপপত্তি নহে। থিওরী বা উপপত্তি-বাদ বা অপ্রতিষ্ঠ তর্ক বদলাইয়া যায় কিন্তু তথ্য (fact) বদলায় না।

২৬। এইরূপে সাংখ্য সব দৃশ্য দ্রব্যের মূল উপাদান-কারণ নির্ণয় করেন। উহা যে কারণ নহে এবং মূল কারণ নহে এবং উহারও যে মূল আছে ইহা এ পর্যন্ত কেহ দার্শনিক উপায়ে দেখান নাই। দেখাইবারও সম্ভাবনা নাই, কারণ আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ সহজে কল্পনা করিতে পার কিন্তু প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিনের মধ্যে পড়ে না এইরূপ কিছু কল্পনাও করিতে পারিবে না। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা মনে করে পঞ্চভূত ছাড়া আরও ভূত থাকিতে পারে। অবশ্য আমাদের এই বিশ্লেষে তাহার অসম্ভবতা বলা হয় নাই কিন্তু উহার উল্লেখ করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। আমরা বর্তমান ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যাহা জানি তাহাকেই পঞ্চভূত বলি, ইন্দ্রিয় অন্যরকম এবং অন্য সংখ্যক হইলে ভূতবিভাগও যে তদনুরূপ হইবে তাহা উহ্য আছে। আর এক শ্রেণীর অপরিপক্কমতি লোক আছে, তাহারা চরম বিশ্লেষ বুঝে না। তাহারা মনে করে ত্রিগুণ ছাড়া আরও উপাদান থাকিতে পারে। এই যে 'আরও' কথাটি, ইহা কিসের বিশেষণ? অবশ্য বলিতে হইবে 'আরও দ্রব্য' থাকিতে পারে। 'দ্রব্য' মানে কি? বলিতে হইবে যাহা গুণের দ্বারা জানি তাহাই দ্রব্য। সেই

'আরও' দ্রব্য এমন কোন্ স্বভাবের দ্বারা জানিবে যদ্দ্বারা সেই 'আরও' দ্রব্যকে কল্পনা করিবে? প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ছাড়া আর কোন্ মূল স্বভাব আছে যদ্দ্বারা তদ্‌গত 'আরও' মূল উপাদান দ্রব্য কল্পনা করিবে? বলিতে হইবে তাহা জানি না। যাহার কিছুই জান না, এমন কি ধারণা করিতেও পার না তাহার নাম অলক্ষণ বা শূন্য। অতএব এইরূপ শঙ্কার অর্থ হইবে ত্রিগুণ ছাড়া আর শূন্য আছে বা কিছু নাই। যখন উহা ছাড়া কিছু জানিবে তখন তাহার বিষয় বলিও। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি চরম বিশ্লেষ বলিয়া তদতিরিক্ত মৌলিক দ্রব্য থাকার সম্ভাব্যতাও নাই। নিষ্কারণ দ্রব্য বরাবর আছে ও থাকিবে ইহা ন্যায়তঃ সিদ্ধবাদ। যাহা কিছু বিশ্বে আছে তাহা যখন ত্রিগুণরূপ উপাদানে নির্মিত ইহা প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায়, তখন আর অতিরিক্ত কি দ্রব্য পাইবে যাহার অন্য উপাদান কল্পনা করিবে? গীতাও বলেন, "ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভিগুর্ণৈঃ।" অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ বা দেবতাদের মধ্যে এইরূপ কোন বস্তু (প্রাণী ও অপ্রাণী) নাই যাহা সত্ত্বাদি গুণের অতীত বা তন্মধ্যে পড়ে না।

পুরুষ বহু কিন্তু প্রকৃতি এক, কারণ প্রকৃতি সামান্য বা সর্বপুরুষের সাধারণ দৃশ্য, "সামান্যম-চেতনম্ প্রসবধর্মি" (সাংখ্যকারিকা), রূপরসাদি সমস্ত জ্ঞাতারই সাধারণ গ্রাহ্য। অন্তঃকরণ প্রতি-পুরুষের হইলেও গ্রাহ্যের সঙ্গে মিলিত, অতএব গ্রাহ্য ও গ্রহণ সবই দ্রষ্টার কাছে সামান্য ত্রিগুণাত্মক দ্রব্য। তাহাদের ভেদ করিতে হইলে একই জলে তরঙ্গভেদের ন্যায় কল্পনা করিতে হইবে, মৌলিক বহু ত্রিগুণ কল্পনা করার হেতু নাই তজ্জন্য ত্রিগুণা প্রকৃতি এক। ('পুরুষের বহুত্ব ও প্রকৃতির একত্ব' প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

২৭। **পুরুষ**। পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব যে পুরুষ তাহা 'পুরুষ বা আত্মা' প্রকরণে সাধিত হইয়াছে; এখানে সাধারণভাবে আবশ্যকীয় বিষয় বলা যাইতেছে। ত্রিগুণ, দৃশ্য বা জড় বা পরপ্রকাশ্য। জাড্য ও ক্রিয়া যে স্বপ্রকাশ নহে কিন্তু প্রকাশ্য তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হইবে। প্রকাশও তদ্রূপ। প্রকাশ অর্থে জ্ঞান, যথা—শব্দাদিজ্ঞান, আমিত্বজ্ঞান, ইচ্ছাদির জ্ঞান ইত্যাদি। শব্দাদিজ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে কিন্তু প্রকাশ্য-প্রকাশক যোগে প্রকাশ। অনুভবও হয় যে জানার মূল আমিত্বে আছে, শব্দাদিতে নাই, 'আমি শব্দ জানি' এইরূপই অনুভূতি হয়। ইচ্ছা, ভয়-আদির জ্ঞানও সেইরূপ অর্থাৎ উহারা জ্ঞেয়, কিন্তু জ্ঞাতা নহে, তবে জ্ঞাতা কে? অনুভব হয় 'আমি জ্ঞাতা'। কিন্তু 'আমি'র সর্বাংশ জ্ঞাতা নহে, অনেক জ্ঞেয় পদার্থেও অভিমান আছে এবং তাহাদের লইয়াই 'আমি' জ্ঞান হয়। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা যে পৃথক্ তাহাও আমাদের মৌলিক অনুভূতি, তদনুসারেই ঐ পদদ্বয় ব্যবহৃত হয়। উহাদের এক বলিলে যে তাহা বলিবে তাহাকেই একত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। তাহা যখন কেহ প্রমাণ করে নাই তখন সাক্ষাৎপ্রমাণ লইয়াই চলিতে হইবে। তাহাতে কি সিদ্ধ হয়? সিদ্ধ হয় যে আমিত্বে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই বিরুদ্ধ ভাবের সমাহার আছে। তন্মধ্যে যাহা সম্পূর্ণ জ্ঞাতা বা জ্ঞানের মূল তাহাই পুরুষ বা আত্মা।

২৮। পুরুষ সম্পূর্ণ জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞাতা ব্যতীত আর কিছু নহেন বলিয়া জ্ঞেয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, অতএব পুরুষ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির বিরুদ্ধ-স্বভাবের পদার্থ। অর্থাৎ তাহার প্রকাশ প্রকাশ্য-প্রকাশক-যোগে প্রকাশ নহে কিন্তু স্বপ্রকাশ, তাহাতে ক্রিয়া বা বিকার নাই, সুতরাং নির্বিকার, এবং স্থিতি বা জড়তা বা আবরণভাব বা আবরিত অংশ তাহাতে নাই।

২৯। কোনও বাদী শঙ্কা করেন, যাহা জানি তাহা দৃশ্য, পুরুষ দৃশ্য নহে অতএব তাহা জানি না, সম্পূর্ণরূপে যাহা জানি না তাহা শূন্য, অতএব দৃশ্য ছাড়া সব শূন্য। এখানে ন্যায়দোষ এইরূপ— 'দৃশ্য' বলিলেই 'দ্রষ্টা'কে বলা হয়, কারণ দ্রষ্টা ব্যতীত দৃশ্য বাচ্য নহে। দৃশ্যও যেমন জানি দ্রষ্টাকেও সেইরূপ জানি। পরন্তু জানে কে? 'জানি' বলিলে জ্ঞাতাও উহ্য থাকে। এখন শঙ্কা হইবে, যদি জ্ঞাতাকে জানি তবে জ্ঞাতাও জ্ঞেয়, কারণ যাহা জানি তাহাই জ্ঞেয়। ইহা সত্য বটে কিন্তু সম্পূর্ণ বা কেবল জ্ঞাতাকে 'সাক্ষাৎ' জানি না। 'আমি আমাকে জানি'—ইহা জ্ঞাতাকে জানার উদাহরণ, ইহা শুদ্ধ জ্ঞাতাকে সাক্ষাৎ জানা নহে, কিন্তু জ্ঞাতার দ্বারা প্রকাশিত জ্ঞেয়কে বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে এক করিয়া জানা। শ্রুতিও বলেন—আত্মা একাত্মপ্রত্যয়সার। বেদান্তীরাও বলেন—প্রত্যগাত্মা একান্ত অবিষয় নহেন কিন্তু অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় (শঙ্কর)। এইরূপেই জ্ঞাতা আছে তাহা জানি। 'জ্ঞাতা আছে' ইহা জানা এবং জ্ঞাতাকে 'সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ' জানা যে ভিন্ন কথা তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে জ্ঞেয় দুই প্রকার—সাক্ষাৎ ও অনুমেয়। তন্মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞাতা সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে। 'আমি আমাকে জানি' এই অনুভবে উহা অসম্পূর্ণভাবে বা জ্ঞেয়মিশ্রভাবে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয় এবং তৎপরে অনুমানের দ্বারা লক্ষিত করিয়া জ্ঞাত হয়। দ্রষ্টা অনুমেয়রূপে জ্ঞেয় হইতে দোষ নাই, সেই অনুমান উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমিত্ববোধে সকারণ ও অসম্যক্ (conditioned) দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব দেখিয়া তাহাদের নিষ্কারণ সম্পূর্ণ (absolute—'সম্পূর্ণতা'মাত্র অর্থেই এই শব্দ বুঝিতে হইবে) মূল আছে এইরূপ অনুমান যে অনপলাপ্য তাহা ন্যায়প্রবণ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। দ্রষ্টা অর্থে যাহা সর্বথা দৃশ্য নহে কিন্তু সম্পূর্ণ দ্রষ্টা, দৃশ্যও তদ্রূপ। অপূর্ণ থাকিলে যে সম্পূর্ণ আছে তাহার ব্যতিক্রম চিন্তা করা ন্যায়প্রবণ ধীর ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য, ইহা বলা বাহুল্য।

৩০। **প্রকৃতি ও পুরুষ দেশকালাতীত।** দেশ ও কাল দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—এক বাস্তব ও অন্য অর্থ বৈকল্পিক। দেশ যেখানে অবকাশ বা দিক্ অর্থে ব্যবহৃত হয় সেখানে তাহা অবস্তু বা শূন্য। শূন্য ব্যাপিয়া সব আছে, এইরূপ কথাও চলিত আছে। আর দেশ অর্থে যেখানে প্রদেশ বা অবয়ব সেখানে তাহা বাস্তব। সেখানে লম্বা, চওড়া, মোটা এইরূপ অবয়ব বা বাহ্য পরিমাণ বুঝায়। কালও সেইরূপ। যেখানে উহা আধারমাত্র বা অধিকরণমাত্র বুঝায় সেখানে উহা অবস্তু বা অবসরমাত্র। আর যেখানে ক্রিয়াপরম্পরা বুঝায় (যেমন গ্রহাদির গতি) সেখানে উহা যথার্থ বস্তু। ছিল, আছে, থাকিবে—ইহা বাস্তব-অর্থশূন্য কথা মাত্র, আর অবস্থান্তরতা বাস্তবিক পদার্থ।

৩১। অমুক দ্রব্য 'শূন্য ব্যাপিয়া আছে' এই কথার অর্থ কি হইবে? ইহার অর্থ হইবে যে, উহা কিছু ব্যাপিয়া নাই—নিজে নিজেই আছে। যেখানে দেশ ও কাল অর্থে বস্তু বুঝায় অর্থাৎ লম্বা, চওড়া, মোটা এবং ক্রিয়াপরম্পরা বুঝায় সেইখানেই 'কোনও বস্তু দেশকালান্তর্গত' এইরূপ বলিলে এক বাস্তব অর্থ বুঝায়।

৩২। লম্বা, চওড়া, মোটা—এইরূপ দেশব্যাপ্তি বাহ্যজ্ঞেয় দ্রব্যের স্বভাব বা শব্দাদির সহভাবী। আর স্থানান্তরে গমনরূপ বাহ্যক্রিয়াও উহাদের সহভাবী। অন্তরের বস্তু বা জ্ঞান, ইচ্ছা আদি লম্বা, চওড়া, মোটা বা ইতস্ততঃ গমনশীল নহে বলিয়া আন্তর বস্তু দেশব্যাপী বলিয়া কল্প্য নহে। সেখানেও ক্রিয়া বা অবস্থান্তরতা আছে কিন্তু তাহা কেবল কালব্যাপী ক্রিয়া। কাল অর্থে যেখানে পর পর

ক্রিয়া বুঝায় (এত কালে এত দেশ অতিক্রম করিল—এইরূপ) সেখানে বাহ্য বস্তুর ক্রিয়া দেশ ও কাল উভয় সংশ্লিষ্ট, আর আন্তর ক্রিয়া কেবল কালসংশ্লিষ্ট।

৩৩। অতএব দেশ ও কাল একপ্রকার অবাস্তব ও বৈকল্পিক জ্ঞান এবং একপ্রকার বাস্তব জ্ঞান—এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। জ্ঞানের জ্ঞাতা থাকে এবং জ্ঞানের উপাদান বা যাহার দ্বারা জ্ঞান নির্মিত তাহাও থাকে। জ্ঞানের জ্ঞাতা যখন জ্ঞান হইতে পৃথক্ তখন তাহাকে জ্ঞানের (সুতরাং দেশ ও কাল জ্ঞানের) আধেয় কল্পনা করা অন্যায্য। জ্ঞানের উপাদান ত্রিগুণকেও সেই জ্ঞানের আধেয় কল্পনা না করিয়া বরং জ্ঞানকেই ত্রিগুণের আধেয় কল্পনা করা সম্যক্ ন্যায্য। এই জন্য পুরুষ ও প্রকৃতি দেশকালাতীত, অর্থাৎ তাহাদের লম্বা, চওড়া, মোটা বা অনন্তদেশব্যাপী এইরূপ ধারণা করিলে নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা করা হইবে। আর পুরুষ যখন নির্বিকার তখন তাঁহাকে ক্রিয়াপরম্পরারূপ যে কাল, তৎসংশ্লিষ্ট ধারণা করাও নিতান্ত ভ্রান্তি। এক ধর্মের পর অন্য ধর্মের উদয়, তৎপরে অন্য—এইরূপ ধর্মের লয়োদয়ই বিকার পদের অর্থ। পুরুষের তাহা নাই বলিয়া তাহা দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াপরম্পরারূপ কালেরও অতীত।

পরন্তু ত্রিগুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ ক্রিয়াপরম্পরারূপ কালান্তর্গতত্ব ধারণা করা অন্যায্য। মনে হইতে পারে, ত্রিগুণের মধ্যে রজ তো ক্রিয়াশীল, অতএব রজ ক্রিয়াপরম্পরারূপ কালের অন্তর্গত হইবে না কেন? রজ ক্রিয়াশীল অর্থে ক্রিয়া-স্বভাব ছাড়া 'রজ'-তে আর কোন ধর্ম নাই। সুতরাং তাহা বিকারমাত্র, কিন্তু স্বয়ং বিকারী নহে। ক্রিয়া ছাড়া রজ-র অন্য ধর্ম নাই, তাহা কেবল অপরিচ্ছিন্ন ক্রিয়া। যাহা এককালে একরূপ ছিল, অন্যকালে অন্যরূপ বলিয়া জানা যায় তাহাই বিকারী। যাহা হইতে সমস্ত বিকার ঘটে সুতরাং যাহা সমস্ত পরিচ্ছিন্ন বিকারের কারণ তাহাকে অপরিচ্ছিন্ন ক্রিয়া বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। পরিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার বা বিকারের সহিত 'যাহা' (ব্যক্ত বস্তু) বিকৃত হয় তাদৃশ পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের ধারণা থাকে এবং সেই দ্রব্যকেই বিকারী বলা হয়। অতীত, অনাগত ও বর্তমান সমস্ত পরিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার যাহা মূল তাহাকেই অপরিচ্ছিন্ন ক্রিয়া বলাতে তাহাকে অতীতাদি কালের অন্তর্গত বলিয়া ধারণা করিতে হইবে না। ফলে ভাঙ্গা ও উঠা নিত্যস্বভাব বলিয়া নিত্যই ভাঙ্গা ও উঠা আছে, অতএব যাহা ভাঙ্গে ও উঠে তাহাদের মত উহা কালান্তর্গত নহে। তেমনি তম ও সত্ত্ব অপরিচ্ছিন্ন স্থিতি ও প্রকাশ। অপরিচ্ছিন্ন অর্থে সমস্ত পরিচ্ছিন্ন ভাবের সাধারণতম উপাদান। পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে মহদাদি গুণকার্যসকল ধর্মধর্মিরূপে (পরে দ্রষ্টব্য) কালান্তর্গত, কিন্তু মূল কারণ বলিয়া এবং উহাতে ধর্মধর্মীর অভেদোপচার হয় বলিয়া ত্রিগুণ কালাতীত।

৩৪। **ব্যাপী ও দেশকালাতীত কাহাকে বলে।** অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল ব্যাপিয়া থাকা দেশকালাতীত নহে, পরন্তু তাহারা অনন্ত দেশকালব্যাপী পদার্থ। ব্যাপী পদের দ্বিবিধ অর্থ হয়—(১) দেশকাল ব্যাপী ও (২) কারণ-রূপে বহু কার্যে অনুস্যূত অথবা নিমিত্তরূপে অনুপাতী। প্রথম অর্থে পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যাপী নহে, দ্বিতীয় অর্থে ব্যাপী বলিতে দোষ নাই। দেশাতীত বুঝিতে হইলে অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অস্থূল, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত লক্ষণে বুঝিতে হইবে। পুরুষ ও প্রকৃতি তাদৃশ পদার্থ। যাহার একমাত্র স্বভাব বা নিত্যধর্ম কোন কালে পরিবর্তিত হয় না তাহাই কালাতীত বলিয়া বুঝিতে হয়, পুরুষ ও প্রকৃতি তাদৃশ পদার্থ। মহদাদি বিকারের ধর্মসকল অনিত্য, তাই তাহারা কালাতীত নহে।

৩৫। 'আছে, ছিল, থাকিবে' এইরূপ শব্দ দিয়া আমরা সমস্ত বস্তুকে ও অবস্তুকে কালান্তর্গত

বলিয়া বিকল্প করিতে পারি, কিন্তু এইরূপ বাক্য বিকল্প বলিয়া বা প্রকৃত অর্থশূন্য বলিয়া উহার দ্বারা বস্তুর কালান্তর্গতত্ব বুঝায় না। নিত্য বস্তু 'ছিল, আছে ও থাকিবে' ইহা বলা হয় বটে, কিন্তু তাহার মানে কি? তাহার মানে অতীতকালে বর্তমান, বর্তমানে বর্তমান ও ভবিষ্যতে বর্তমান অর্থাৎ 'আছে' ছাড়া আর কিছুই নহে। অনিত্য বস্তুকে 'আছে, ছিল, থাকিবে' বলিলে তাহার ধর্মের তিরোভাব ও আবির্ভাবরূপ বিকার বুঝায়। নিত্য বস্তুর ঐরূপ কিছু বুঝায় না বলিয়া সেইস্থলে ঐরূপ বাক্য নিরর্থক। অতীত ও অনাগত কাল অবর্তমান পদার্থ বা নাই। বর্তমান কালও কত পরিমাণ তাহার অল্পতার ইয়ত্তা নাই বলিয়া তাহাও নাই। "বর্তমানঃ কিয়ান্ কাল এক এব ক্ষণস্ততঃ।" অর্থাৎ বর্তমান কাল কত? বলিতে হইবে, তাহা এক ক্ষণ মাত্র। কিন্তু সেই ক্ষণ কত পরিমাণ তাহা নির্ধার্য নহে। তাহা সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা বা ফলতঃ নাই। তেমনি "বর্তমানক্ষণো দীর্ঘ ইতি বালিশভাষিতম্। বর্তমানক্ষণস্যৈকো ন দীর্ঘত্বং প্রপদ্যতে॥" অর্থাৎ বর্তমান ক্ষণ দীর্ঘ হয় না, তাহা দীর্ঘ হয় এইরূপ কথা অজ্ঞেরাই বলে (যোগসূত্র ৩।৫২)।

৩৬। এই হেতু অর্থাৎ অধিকরণরূপ কাল বিকল্পমাত্র বলিয়া 'আছে, ছিল, থাকিবে' বলিলে কোন বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কালান্তর্গত হয় না। এইরূপে পুরুষ ও প্রকৃতি বিকল্পিত ও অবিকল্পিত সব অর্থেই দেশকালাতীত অর্থাৎ যদি বল যে নিত্য ও অমেয় হইলে দেশকালাতীত হয় তবে উহারা দেশকালাতীত, আর যদি বল দৈশিক অবয়বহীন ও অবিকারী বলিয়া দেশকালাতীত তবেও তাই। আর ত্রিকালের সঙ্গে ও অবকাশের সঙ্গে যোগ বৈকল্পিক বলিয়া ঐদিকেও অর্থাৎ 'আছে, ছিল, থাকিবে' বলিয়া কালান্তর্গত করিলেও, বস্তুতঃ দেশকালাতীত।

৩৭। **পুরুষ ও প্রকৃতি ধর্ম-ধর্মি-দৃষ্টির অতীত।** দ্রব্যকে আমরা ধর্মের দ্বারা লক্ষিত করিয়া জানি। যতটা বর্তমানে জানি তাহা বর্তমান বা ব্যক্ত ধর্ম, যাহা পূর্বে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা অতীত ধর্ম এবং যাহা পরে ব্যক্ত হইবে তাহা অনাগত ধর্ম। দ্রব্যের জাত, জায়মান ও জাবিষ্যমাণ ভাবই ধর্ম। ঐ ত্রিবিধ ধর্মের সমষ্টিই ধর্মিদ্রব্য। স্বভাব একরকম ধর্ম বটে, কিন্তু নিত্য স্বভাবকে ধর্ম বলা ব্যর্থ। কোন দ্রব্যের সহোৎপন্ন ও সহস্থায়ী ধর্মই স্বভাব (ভাস্বতী ৪।১০)। অনিত্য দ্রব্যের স্বভাবরূপ ধর্ম সেই দ্রব্যের উদ্ভবে উদ্ভূত এবং নাশে বিনষ্ট হয়। দ্রব্যের স্থিতিকালে যাহা নষ্ট ও উদ্ভূত হয় তাহা স্বভাব-নামক ধর্ম নহে কিন্তু সাধারণ ধর্ম। অনিত্য বস্তুর অনিত্য স্বভাব ও নিত্য বস্তুর নিত্য বা অনুৎপন্ন স্বভাব থাকে। ধর্ম-ধর্মি-দৃষ্টিতে দেখিলে বস্তুর কতক জায়মান এবং কতক (অতীতানাগত ধর্ম) অজায়মান বা সূক্ষ্মরূপে থাকে, যাহা পূর্বে জাত হইয়াছিল বা পরে জায়মান হইবে। ঐরূপ অতীতাদি ধর্মযুক্ত বস্তুকেই বিকারী বস্তু বা ধর্মিবস্তু বলা হয়। বিকারিত্বের তাহাই লক্ষণ।

নিত্য স্বপ্রকাশত্ব ব্যতীত অন্য বাস্তব ধর্ম বা ক্ষয়োদয়শীল ভাব না থাকাতে পুরুষ ধর্ম বা ধর্মী এই দৃষ্টির অতীত। 'চৈতন্য পুরুষের ধর্ম' এই বাক্য তাই বিকল্পের উদাহরণ, কারণ চৈতন্যই পুরুষ ("নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্মা" সাংখ্যসূত্র)।

৩৮। সত্ত্ব, রজ এবং তমও সেইরূপ সাধারণ ধর্ম-ধর্মি-দৃষ্টির অতীত, ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। প্রকাশ-স্বভাব নিত্য বলিয়া এবং অন্য কোন অনিত্য স্বভাবের বা ধর্মের দ্বারা লক্ষিত হয় না বলিয়া সত্ত্ব ধর্ম-সমষ্টিরূপ ধর্মী নহে। প্রকাশ-স্বভাব ছাড়া জাত ও জাবিষ্যমাণ কোনও ধর্মের দ্বারা লক্ষণীয় নহে বলিয়া সত্ত্ব ও প্রকাশ একই, এবং প্রকাশের ধর্মী সত্ত্ব, এইরূপ বক্তব্য নহে। রজ এবং তমও

সেইরূপ। তবে মূল উপাদান-কারণ বলিয়া গুণত্রয়কে সমস্তের ধর্মী বলা যাইতে পারে। কোন বস্তু স্বকার্যের ধর্মী ও স্বকারণের ধর্ম। ত্রিগুণ নিষ্কারণ বলিয়া তাহার কোনও ধর্মী নাই। তাহার ধর্মী নাই বলিয়া তাহা কিছুরও ধর্ম নহে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থার তাহারা মূল ধর্মী, এইরূপ মাত্র বক্তব্য। সাধারণ ধর্ম-ধর্মিভাব সেখানে নাই, সেখানে ধর্মধর্মী এক।

৩৯। **প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ**। সংযোগ প্রকৃতি-পুরুষেরও বলা হয় আবার বুদ্ধি-পুরুষের বা সত্ত্ব-পুরুষেরও বলা হয়, ইহার সামঞ্জস্য এইরূপ—

বুদ্ধি যখন সংযোগের ফল তখন প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগই মৌলিক সংযোগ বলিতে হইবে। শানের উপর ইট রহিয়াছে তাহাতে বলা হয় শানে ও ইটে সংযোগ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইটের তলার (surface-এর) সহিতই সংযোগ। তেমনি বুদ্ধির সহিত সংযোগ বলিলে বুদ্ধির একসীমার (surface-এর) সহিত বা বুদ্ধির উপবিষ্ট প্রকৃতির সহিত সংযোগ বুঝায়।

দৃশ্য অর্থে যাহা দৃষ্ট হইয়াছে ও হইতে পারে। প্রকৃতি বুদ্ধিরূপে দৃশ্য হয় বলিয়া দৃশ্য, আর, দৃশ্য হইলে বুদ্ধি হয় সুতরাং দুই কথাই বলা চলে।

প্রকৃতি ও পুরুষ দেশকালাতীত পদার্থ, তাহাদের প্রকৃত সংযোগ নাই (বিবিক্ত বলিয়া), সুতরাং দৈশিক ও কালিক সংযোগ তথায় কল্পনীয় নহে। ঐ দৃষ্টিতে কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ যে দেশকালাতীত ও পৃথক্ সত্তা এইরূপ বক্তব্য, সংযোগ বক্তব্যই নহে, সুতরাং ঐ দৃষ্টিতে দৈশিক কি কালিক এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বুদ্ধির সহিত সংযোগ কিন্তু কালিক সংযোগ, কারণ, বুদ্ধি কালিক সত্তা এবং পুরুষকে বুদ্ধি কালিক সত্তা মনে করে। তবে উহা পূর্বাপর ক্ষণের সান্নিধ্যজনিত সংযোগ নহে, কিন্তু একই ক্ষণে উভয়ের অবিবিক্ততারূপ সান্নিধ্য ও সংযোগ। বুদ্ধির সহিত সংযোগ বলিলে কিন্তু প্রকৃতির সহিত সংযোগই বলা হয়, সেখানেও প্রকৃতিকে কালিক সত্তা ধরিয়া লওয়া হয়।

অতএব সংযোগ যে দৈশিক নহে ইহাই প্রধানতঃ দ্রষ্টব্য, এবং উহা যে একপ্রত্যয়গতরূপ কালিক বা এক-ক্ষণাধিকরণক তাহাই দ্রষ্টব্য ও বক্তব্য। (২।১৭ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪০। **পুরুষ ও প্রকৃতির অভিকল্পনা**। পুরুষ ও প্রকৃতি দেশকালাতীত বলিয়া তাহাদের অভিকল্পনা করিতে হইলে এইরূপে করিতে হইবে। (অভিকল্পনার অর্থ ৪।৩৪ টীকায় দ্রষ্টব্য)। তাহারা 'অণোরণীয়ান্' এবং 'মহতো মহীয়ান্'। 'অণু হইতে অণু' অর্থে দৈশিক অবয়বহীন। আর মহত্ত্ব বলিলে ঐরূপ স্থলে দেশব্যাপী মহান্ বুঝাইবে না কিন্তু অসংখ্য পরিণাম-যোগ্যতা এবং তাহাদের দ্রষ্টৃত্ব বুঝাইবে, তাহাই অণু হইতে অণু পদার্থের মহান্ হইতে মহত্ত্ব। এই অনন্ত বিস্তৃত ও অনন্ত-দেশকালব্যাপী বিশ্বের মূল ভাবকে অভিকল্পনা করিতে হইলে বড় বা ছোট নহে এইরূপ অসংখ্য দ্রষ্টা এবং তাদৃশ কিন্তু সর্বসামান্য এক দৃশ্য সুযুক্তি সহকারে অভিকল্পনা করিতে হইবে। ব্যাপ্তি বা বিস্তার কল্পনা করিলে অন্যায্য চিন্তা হইবে। ত্রিগুণাত্মক সেই সামান্য দৃশ্য অসংখ্য বিকারযোগ্য, সেই সব বিকার দ্রষ্টাদের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে। দৃশ্য এক বলিয়া অসংখ্য দ্রষ্টার দ্বারা দৃষ্ট অসংখ্য বিকার পরস্পর সম্বদ্ধ। সেইজন্য দ্রষ্টারা প্রত্যক্-স্বরূপ হইলেও উপদৃষ্ট জ্ঞানবৃত্তিসকলের সাধারণ (empiric) জ্ঞাতা-স্বরূপ হওয়াতে পরস্পর বিজ্ঞাত হন। অর্থাৎ 'আমি' ছাড়া যে অন্য 'আমি' আছে তাহার জ্ঞান হইয়া আমিত্বদের দ্রষ্টারও জ্ঞান হয়। জ্ঞান ভঙ্গশীল, সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হয়, কিন্তু সব দ্রষ্টার দৃষ্ট জ্ঞানরূপ বিকার একই ক্ষণে ভঙ্গ হওয়া সম্ভব নহে। তাই এক ব্যক্ত জ্ঞান (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের

জ্ঞান) অন্য অব্যক্তীভূত জ্ঞানকে ব্যক্ত করে—যদি তাদৃশ সংস্কার থাকে। বিবেকজ্ঞানের দ্বারা দ্রষ্টা বিবিক্ত হইলে বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে আর অব্যক্তীভূত জ্ঞান (নিরুদ্ধ আমিত্বাদি) ব্যক্ত হয় না, তাহাই পুরুষের কৈবল্য।

৪১। কাল পরিণামের জ্ঞানমাত্র, আর পরিণাম অসংখ্য হইতে পারে তাই কাল অনন্ত বিস্তৃত বলিয়া কল্পিত হয়। বস্তুতঃ ক্ষণব্যাপী পরিণামই আছে; তাহার বিকল্পিত সমাহারই অনন্ত কাল। ক্ষণ ব্যাপ্তিহীন; সুতরাং মূল কারণও তাদৃশরূপে অভিকল্পনীয়। দিকও সেইরূপ অণুপরিমাণের সমাহার বলিয়া কল্পিত হয়। অণুর জ্ঞান বিস্তারহীন কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে জায়মান অণুজ্ঞানের যে বিকল্প-সংস্কারের দ্বারা সমাহার তাহাই অনন্ত বিস্তৃত দিক্ বা বাহ্য জ্ঞান। অণুরূপে ক্রমে ক্রমে দেখিলে দেশজ্ঞান বাহ্য বিস্তারহীন কালজ্ঞানে পরিণত হইবে। কালের অণু বা ক্ষণও ব্যাপ্তিহীন জ্ঞান, সুতরাং জ্ঞানের মূল পদার্থদ্বয় দেশকাল-ব্যাপ্তিহীন বলিয়া অভিকল্পনীয়।

যতদিন সাধারণ জ্ঞান আছে ততদিন দিঙ্‌মূঢ়ের মত আমাদের দেশকালাতীত পদার্থকেও দেশকালান্তর্গত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। কিন্তু সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিতে বা পরমার্থ-দৃষ্টিতে উহা অন্যায্য জানিয়া চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ পরমার্থ-সিদ্ধি করিতে হইবে। পরমার্থ-দৃষ্টির সহায়ে পরমার্থ-সিদ্ধি হইলে সমস্ত ভ্রান্তির সহিত বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হইবে, তখন যে পদে স্থিতি হইবে তাহাই প্রকৃত দেশকালাতীত।

পঞ্চভূত প্রকৃত কি

(প্রথম মুদ্রণ ইং ১৯১০)

১। কিছুদিন পূর্বে পঞ্চভূতের নাম শুনিলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপহাস করিতেন। তাঁহাদের তত দোষ ছিল না, কারণ সাধারণ পণ্ডিতগণ এবং অপ্রাচীন গ্রন্থকারগণ প্রায়ই পঞ্চভূত অর্থে মাটি, পেয় জল, আগুন প্রভৃতি বুঝিতেন। এ বিষয়ে অপ্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ প্রধান দোষী, তাঁহাদের ভূতলক্ষণ পাঠ করিলে, লেখক যে মাটিজলাদির গুণ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা সুস্পষ্টই অনুভূত হয়। নব্য তার্কিকদের বুদ্ধি কোন কোন দিকে উৎকর্ষ লাভ করিলেও তাঁহাদের অনেক বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান যে অল্প ছিল, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যায় আকাশ নীল কেন, তাহার বিচার আছে। তাহাতে কেহ বলিলেন, চক্ষু বহু দূরে গমনহেতু প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চক্ষুর নীলবর্ণ কনীনিকায় লয় হয়, তাহাতেই আকাশ নীল বোধ হয়। ইহাতে আপত্তি হইল, তবে যাহাদের চক্ষু পিঙ্গল তাহারা তো আকাশকে পিঙ্গল দেখিবে। অতএব উহা ত্যাগ করিয়া সিদ্ধান্ত হইল কি না—সুমেরু পর্বতস্থ ইন্দ্রনীল মণির প্রভায় আকাশ নীলবর্ণ দেখায়। যাহা হউক, স্কুলের ছাত্রগণও জল, মাটি প্রভৃতি ভূতগণকে সংযোগজ পদার্থ দেখাইয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বিপর্যস্ত করিতে পারে।

২। কেহ কেহ বলেন, দ্রব্যের কঠিন, তরল, আগ্নেয় (igneous), বায়বীয় এবং ঈথিরীয় অবস্থাই যথাক্রমে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত। অন্য কেহ আরও শুদ্ধ করিয়া বলেন যে, যাহা কঠিন তাহা ক্ষিতি, যাহা তরল তাহা অপ্, যাহা বায়বীয় (gaseous) তাহা তেজ, বায়ুই ঈথার, এবং আকাশ নবোদ্ভাবিত ঈথার অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর পদার্থবিশেষ। যাহা কঠিন তাহাই মাত্র যে ক্ষিতি, তাহা বলিলে কিন্তু শাস্ত্রসঙ্গতি হয় না *। গর্ভোপনিষদে (ইহা অপ্রাচীন ও অপ্রামাণিক ক্ষুদ্র গ্রন্থ) আছে বটে যে, "অস্মিন্ পঞ্চাত্মকে শরীরে যৎ কঠিনং সা পৃথিবী, যদ্দ্রবং তা আপঃ, যদুষ্ণং তত্তেজঃ, যৎ সঞ্চরতি স বায়ুঃ, যচ্ছুষিরং তদ্ আকাশম্"। কিন্তু উহা শরীরের উপাদানসম্বন্ধীয় উক্তি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আকাশাদি ভূতের যথাক্রমে যে এই সর্ববাদিসম্মত পঞ্চ গুণ আছে, তাহারা উপরে উক্ত মতের পোষক হয় না। মাত্র কঠিন পদার্থের গুণ গন্ধ নহে, তরল এবং বায়বীয় দ্রব্যের গন্ধগুণ দেখা যায়। সেইরূপ তরল দ্রব্যমাত্রের গুণ রস নহে, বা উষ্ণ দ্রব্যমাত্রের গুণ রূপ নহে। উক্ত

* বস্তুতঃ কাঠিন্যাদি গুণ কেবল তাপের তারতম্যঘটিত অবস্থামাত্র। উহাতে দ্রব্যের কিছু তাত্ত্বিক ভেদ হয় না। আমরা ভাবি জল স্বভাবতঃ তরল ও শৈত্যে কঠিন হয়, কিন্তু গ্রীনল্যাণ্ডের লোকেরা (যাহাদের বরফ গলাইয়া জল করিতে হয়) ভাবিতে পারে জল স্বভাবতঃ কঠিন, তাপযোগে তরল হয়। ফলতঃ কাঠিন্যাদি অবস্থা দার্শনিকদের ভূতবিভাগের জন্য যেরূপ তত গ্রাহ্য হয় না, রাসায়নিকদেরও সেইরূপ গ্রাহ্য হয় না।

Tilden বলেন—Elements might be divided into solids, liquids and gases but such an arrangement being based only upon accidental physical conditions would obviously be useless for all scientific purposes. (Chemical Philosophy, p. 148)

না হইলেও অনেক চক্ষুর্গ্রাহ্য দ্রব্য আছে। আলোক ও তাপ সব সময় সহভাবী নহে। পরন্তু পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যা করিবার সময় কঠিন-তরলাদি-বাদীদের কিছু বিপদে পড়িতে হইবে।

শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ।
জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপম্ আপশ্চ রসলক্ষণাঃ।
ধারিণী সর্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা।

এই ভারত-বাক্যের দ্বারা এবং অন্যান্য বহু শ্রুতি-স্মৃতির দ্বারা আকাশাদি ভূতের গুণ যে শব্দাদি, তাহা প্রসিদ্ধ আছে। আর এইরূপও উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষিতির শব্দাদি পঞ্চ গুণ, অপের রসাদি চারি গুণ, তেজের রূপাদি তিন গুণ, বায়ুর গুণ স্পর্শ ও শব্দ এবং আকাশের গুণ শব্দমাত্র। ভূতের এই দুই প্রকার লক্ষণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে শেষোক্ত মতেই বোধ হয় কোন কোন লেখক সাধারণ মাটি-জলাদিকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

কঠিন-তরলাদি বাহ্য দ্রব্যের অবস্থাসকলকে কোন গতিকে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও, তাহারা উপর্যুক্ত শাস্ত্রীয় ভূতলক্ষণের সহিত কিছুতেই মিলে না। তরল পদার্থমাত্রই যদি অব্ভূত হয়, তাহা হইলে তাহার গুণ কেবলমাত্র রস হইবে, অথবা তাহারা রসাদি চারিগুণযুক্ত হইবে, কিন্তু তাহাদের স্ফুট বা অস্ফুট পঞ্চগুণই দেখা যায়। অতএব কাঠিন্যাদিমাত্রই যে পঞ্চভূতের লক্ষণ তাহা কখনই আদিম শাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত নহে। তবে কাঠিন্যাদির সহিত পঞ্চভূতের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

৩। পঞ্চভূতের স্বরূপ-তত্ত্ব নিষ্কাশন করিতে হইলে কি প্রণালী অনুসারে ভূতবিভাগ করা হইয়াছে, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। পঞ্চভূত বিশ্বের উপাদানভূত তত্ত্বসকলের প্রথম স্তর। সমাধি-বিশেষের দ্বারা সেই ভূততত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হয়। সেই সমাধির সূক্ষ্ম বিচার করিলে তবে পঞ্চভূতের প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাইবে। ভূততত্ত্ব সাক্ষাৎ করিলে, তাহার কারণ তন্মাত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ করা যায়। এইরূপে ক্রমশঃ বিশ্বের মূল তত্ত্বের সাক্ষাৎ হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গভূত পঞ্চভূতের সহিত শিল্পীর ও রাসায়নিকের 'ভূত' মিলাইতে যাওয়া নিতান্ত অজ্ঞতা। যতই তাপ এবং তড়িৎ-বল প্রয়োগ কর না কেন, কখনই রূপরসাদির কারণপদার্থে দ্রব্যকে বিশ্লেষ করিতে পারিবে না, বিশ্লিষ্ট দ্রব্য সদাই পঞ্চগুণযুক্ত দ্রব্যের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু তত্ত্ববিভাগ বিশ্বের মূলতত্ত্ব-জ্ঞানের অঙ্গভূত। অতএব রাসায়নিকের 'ভূতের' সহিত তাত্ত্বিক 'ভূতের' সম্বন্ধ নাই, রাসায়নিক ভূত শিল্পাদির জন্য প্রয়োজন, আর তাত্ত্বিক ভূত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন, তদ্দ্বারা রূপরসাদিরও কারণ কি, তাহা সাক্ষাৎ করা যায়।

৪। ভূতসকলের প্রকৃত লক্ষণ যথা, আকাশ—শব্দময় জড় পরিণামী দ্রব্য, তদ্রূপ বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি যথাক্রমে স্পর্শময়, রূপময়, রসময় ও গন্ধময় জড় পরিণামী দ্রব্য। জড়ত্ব ও পরিণামিত্ব শব্দাদির সহচর বুঝিতে হইবে, বাহ্য জগৎ শব্দস্পর্শাদি পঞ্চগুণময় *। সেই এক এক গুণের যাহা

* সর্বপ্রকার বাহ্য দ্রব্যেই পঞ্চগুণ আছে; তবে ঐ গুণসকল কোনও দ্রব্যে স্ফুট এবং কোন দ্রব্যে অস্ফুট। অনেকে মনে করেন যে, কঠিন, তরল ও বায়বীয় দ্রব্যেই শব্দগুণ আছে ঈথিরীয় দ্রব্যে নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শব্দ যখন নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট সংখ্যক কম্পনমাত্র, তখন তাহা ঈথারেও অবশ্য সম্ভব হইবে। ঈথার কল্পনা করিলে তাহাতে শব্দের মূলীভূত কম্পনও অবশ্য কল্পনীয় হইবে। আমরা বায়ুসমুদ্রে নিমজ্জিত থাকাতে আমাদের কর্ণ স্থূল বায়বীয় কম্পনই সহজে গ্রহণ করিতে পারে। কোন স্থান বায়ুশূন্য করিতে থাকিলে যে তাহাতে শব্দ কমিতে থাকে, তাহার কারণ বায়ুর বিরলতাহেতু

গুণী, তাহাই ভূত। ভূতবিভাগ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, কর্মেন্দ্রিয়ের নহে, অর্থাৎ এক 'ভাঁড়' আকাশভূত অথবা বায়ুভূত পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করিবার অযোগ্য। তাহারা যেরূপে পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধ হয় তাহা বুঝিবার জন্য ভূততত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের স্বরূপ এবং প্রণালী জানা আবশ্যক। ('তত্ত্বসাক্ষাৎকার' দ্রষ্টব্য)।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সমাধির দ্বারা কোন বিষয় বিজ্ঞাত হওয়ার নাম 'সাক্ষাৎকার' বা 'চরম জ্ঞান'; অতএব রূপ-বিষয়ক সমাধি করিলে, তাহাকে 'তেজস্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার' বলা যাইবে। সুতরাং তেজোভূতের প্রকৃত স্বরূপ 'রূপময়' বাহ্য সত্তা হইল। অন্যান্য ভূত সম্বন্ধেও ঐরূপ।

৫। এইরূপে ইন্দ্রিয়ের কৌশলের দ্বারা ভূতসকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিজ্ঞাত হইতে হয়। হস্তাদির দ্বারা তাত্ত্বিক ভূতগণ পৃথক্ করিবার যোগ্য নহে। হস্তাদির যাহা ব্যবহার্য তাহার নাম ভৌতিক। বৈদান্তিকগণের পঞ্চীকৃত মহাভূত ইহার কতকাংশে তুল্য। ভৌতিক দ্রব্যে ক্রিয়া ও জড়তা সহ শব্দাদি পঞ্চগুণ সংকীর্ণভাবে মিলিত।

কঠিন-তরলাদি অবস্থা শীতোষ্ণের ন্যায় আপেক্ষিক। উত্তাপ ও চাপের তারতম্যই কঠিনতাদির কারণ। অনেক কঠিন দ্রব্য হাইড্রলিক প্রেসের চাপে তরলের ন্যায় ব্যবহার করে, সেইজন্য বৃহৎ তুষার-স্তূপের নিম্ন ভাগও তরলের ন্যায় ব্যবহার করে। যাহা সাধারণ উত্তাপে অথবা চাপে আকার পরিবর্তন করে না তাহাকেই আমরা কঠিন বলি; আর যাহা আকার পরিবর্তন করে তাহাকে তরলাদি বলি, শরীরাপেক্ষা অধিক তাপ হইলে যেমন উষ্ণ এবং কম তাপ হইলে যেমন শীত বলি, কিন্তু উহাদের মধ্যে যেমন তাত্ত্বিক প্রভেদ নাই, কঠিন-তরলাদির পক্ষেও তদ্রূপ।

৬। যদিচ ভূততত্ত্ব স্বরূপতঃ কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তথাপি ভৌতিক-ভাবে গৃহীত হইলে (ভূতজয় নামক যোগোক্ত সংযমে ভৌতিকভাবে গৃহীত হয়), কাঠিন্য-তারল্যাদির সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকে। গন্ধজ্ঞানের স্বরূপ এই যে—নাসার গন্ধগ্রাহী অংশে ঘ্রেয় দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশের মিলন। যদিও নাসার গ্রাহকাংশ তরলদ্রব্যে অবসিক্ত থাকে ও ঘ্রেয় কণা তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া যায়, কিন্তু সাধারণ উপঘাতজনিত ক্রিয়াব্যতীত তথায় অন্য কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না বা সামান্যই হয় ('প্রাণতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য) কিন্তু রসজ্ঞানের সময় প্রত্যেক রস্য দ্রব্যই তরলিত হইয়া রাসনযন্ত্রে রাসায়নিক

শব্দতরঙ্গের উচ্চাবচতা (amplitude) কমিয়া যাওয়া। তাদৃশ বিরল বায়ুতে শ্রবণ-যোগ্য কম্পন উৎপাদন করিতে হইলে শব্দোৎপাদক দ্রব্যেরও বৃহৎ বৃহৎ কম্পন আবশ্যক। Radiophone বা Telephotophone-নামক যন্ত্রের দ্বারা প্রকারান্তরে আলোক-রশ্মির কম্পনে শব্দ শ্রুত হয়। তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক ও তাড়িত তরঙ্গসকলকে কৌশলে শব্দতরঙ্গে পরিণামিত করা হয়। এখন ইহা সাধারণ ব্যাপার হইয়াছে।

অনেক প্রকার বায়বীয় দ্রব্যও স্বচ্ছতাহেতু সাধারণতঃ নয়নগোচর হয় না। তাহারা ঘনীভূত হইলে (যেমন তরলিত বায়ু) বা উত্তপ্ত হইলে স্ফুট-রূপবান্ হয়। বস্তুতঃ সাধারণ বায়ু আলোক-রোধক বলিয়া তাহারও এক প্রকার রূপ (দর্শন-যোগ্যতা) আছে, যেমন মঙ্গল গ্রহের বায়ু। সেইরূপ বহু প্রকার বায়বীয় দ্রব্যের স্বাদ-গন্ধও স্ফুট জানা যায়। তবে কতকগুলি বায়বীয় দ্রব্যের স্বাদ-গন্ধ আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অনুসারে স্ফুট নহে, যেমন সাধারণ বাতাস। নিরন্তর সম্পর্কেই উহার বিশেষ গন্ধ অনুভূত হয় না, যেমন নিরন্তর তীব্র গন্ধ বোধ করিলে কিছুক্ষণ পরে তাহার আর বোধ হয় না, সেইরূপ।

জিহ্বাতে রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদন করা যখন রসজ্ঞানের হেতু এবং নাসাতে সূক্ষ্ম কণার সংযোগ যখন গন্ধজ্ঞানের হেতু, তখন সমস্ত বাহ্য দ্রব্যে গন্ধ ও রস-যোগ্যতা অনুমিত হইতে পারে। তবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ করিবার সামর্থ্য সর্বক্ষেত্রে না থাকিতে পারে। অতএব বাহ্য দ্রব্যসকলের সমস্তই পঞ্চীকরণে পঞ্চগুণশালী হইল। সুতরাং কেবল শব্দময় দ্রব্য বা স্পর্শময় দ্রব্য বা রূপাদিময় দ্রব্য পৃথক্ ভাগুগত করিয়া ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা নাই।

ক্রিয়া উৎপাদন করে। কঠিনকণোচিত-উপঘাত-সাধ্য বলিয়া প্রায়শঃ কঠিন দ্রব্যেই গন্ধ গ্রাহ্য। সেইরূপ তরলিত দ্রব্যই বস্তু হয় বলিয়া প্রায়শঃ তরলেই রসগুণ অন্বেষ্য। আর উষ্ণতা বহুশঃ আলোকের উদ্ভাবক বলিয়া অত্যুষ্ণ দ্রব্যেই রূপ অন্বেষ্য। শীতোষ্ণরূপ স্পর্শগুণ প্রণামিত্ব বা চলনে অন্বেষ্য এবং সর্বতোগতি বা অনাবৃতত্বভাবেই বিশ্বতঃ-প্রসারী শব্দগুণ অন্বেষ্য। ভূতজয়ী যোগিগণ দ্রব্যের ঐ সকল গুণের দ্বারা ভৌতিক দ্রব্যকে আয়ত্ত করেন। এইরূপে কাঠিন্যাদির সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকাতেই সাধারণ লোকে মাটি-জলাদিকেই ভূততত্ত্ব মনে করে।

৭। কোন কোন ব্যক্তি মনে করিবেন 'শব্দাদিরূপ' পঞ্চবিধ ক্রিয়াকেই ভূত বলা হইল, পাঁচ রকমের 'জড় পদার্থ' বা 'ম্যাটার' কোথায়? তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য 'ম্যাটার' কি? যদি বল, যাহার ভার আছে, তাহাই 'ম্যাটার', কিন্তু ভারও 'পৃথিবীর দিকে গতি'-নামক ক্রিয়া। যদি বল, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে (acts simultaneously upon our senses) তাহাই 'জড় দ্রব্য'; কিন্তু কাহার ক্রিয়া হয়? ক্রিয়ার পূর্বে তাহা কিরূপ? অবশ্যই বলিতে হইবে, তাহা অচিন্তনীয়। অতএব এই অচিন্তনীয় পদার্থ এক কি পাঁচ তাহা বক্তব্য নহে।

৮। বাহ্য দ্রব্য, যাহার গুণ শব্দাদি, তাহা স্বরূপতঃ যে কি তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। পূর্বে দেখান হইয়াছে যে ভূতসকল শব্দাদি-গুণক, ক্রিয়া বা পরিণাম-ধর্মক ও কাঠিন্যাদি জাড্যধর্মক দ্রব্য। ভূতসকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানরূপে ও ইন্দ্রিয়-বাহ্যে আছে। ইন্দ্রিয়বাহ্য ভৌতিক ক্রিয়া হইতে অথবা ইন্দ্রিয়ের স্বগত ক্রিয়া হইতে ইন্দ্রিয়-মধ্যে শব্দাদি জ্ঞান, শব্দাদির পরিণাম জ্ঞান ও জাড্যের জ্ঞান হয় এবং ঐ ত্রিবিধ ভাব অবিনাভাবী, সুতরাং জ্ঞান, ক্রিয়া ও জাড্য অবিনাভাবী। অতএব গ্রাহ্যভূত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাবের দ্রব্যই সামান্যতঃ স্থূল ও সূক্ষ্মভূত হইল। ম্যাটার বা জড় পদার্থ বলিলে তাহার যদি কিছু অর্থ থাকে তবে বলিতে হইবে ম্যাটার প্রকাশ্য, কার্য ও ধার্য-গুণক দ্রব্য, ইহা ছাড়া অন্য অর্থ হইতে পারে না। 'অজ্ঞেয়' বলিলেও ঐ তিন জ্ঞেয় ভাবকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, এবং উহা ছাড়া আর কিছু জ্ঞেয় কখনও পাইবে না। অতএব গ্রাহ্যভূত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাবের দ্রব্যই যে স্থূল ও সূক্ষ্মভূত ইহা সম্যক্ দর্শন। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির এক দিক্ গ্রাহ্য এবং অন্য দিক্ গ্রহণ। গ্রহণের দিকে ভূততন্মাত্রের কারণরূপ ধর্মী অস্মিতা * আর গ্রাহ্যের দিকে দেখিলে প্রকাশাদি-স্বভাবের গ্রাহ্য দ্রব্যই ভূত ও তন্মাত্রের বাহ্যমূল। জাড্য-বিশেষের দ্বারা নিয়মিত ক্রিয়া-বিশেষ হইতে উদ্ঘাটিত প্রকাশই শব্দাদিজ্ঞান।

প্রকাশ হইতে প্রকাশ, ক্রিয়া হইতে ক্রিয়া এবং জাড্য হইতে জাড্য হয় এবং তাহারা পরস্পরকে প্রকাশিত অথবা উদ্ঘাটিত অথবা নিয়মিত করে, এ বিষয়ে ইহাই সার সত্য ও সম্যক্ দর্শন। ইহা ছাড়া অন্য কিছু বলিলে অসম্যক্ কথা বা জ্ঞেয়কে অজ্ঞেয় বলা-রূপ ও অবক্তব্যকে বক্তব্য করা-রূপ অযুক্ততা আসিবে।

৯। শব্দরূপাদি বাহ্য দ্রব্যের 'ক্রিয়া' এইরূপ বলিলেও সেই দ্রব্যের একটা ধারণা করা অপরিহার্য হইবে, কিন্তু কোন্ গুণের দ্বারা তাহার ধারণা করিবে? কঠিন-তরলাদি জড়তা-ধর্মক কোন দ্রব্য বলিলে সেই দ্রব্যকেও শব্দরূপাদিযুক্ত এইরূপ ভাবে ধারণা করিতে হইবে। এইরূপে শুধু ক্রিয়ার বা

* আমাদের শব্দাদিজ্ঞান আমাদের মনের পরিণাম, সুতরাং তাহা আমাদের অস্মিতামূলক, আর শব্দাদি জ্ঞানের যে বাহ্য হেতু আছে তাহাও বিরাট্ পুরুষের শব্দাদি জ্ঞান বা অভিমান। অতএব ভূতাদি পদার্থ দুই দিকেই অভিমান।

শুধু শব্দ-রূপাদির বা শুধু তারল্য-বায়বীয়তাদি-জড়তার ধারণা হয় না বলিয়া উহারা (ক্রিয়াধর্ম, শব্দাদিধর্ম ও জাড্যধর্ম) অন্যোন্যাশ্রয়। উহাদের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে সুতরাং ঐ ত্রিবিধ ধর্মক দ্রব্যেরই মূল অন্বেষ্য হইবে। তাহা গ্রাহ্য-ভূত প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নাই। সেই সর্বসামান্য প্রকাশের ভেদ নানা শব্দাদিজ্ঞান ও শব্দতন্মাত্রাদিজ্ঞান। সেইরূপ সেই সামান্য ক্রিয়ার ভেদে শব্দরূপাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ উদ্‌ঘাটিত হয় ও তাদৃশ স্থিতির ভেদ হইতে কাঠিন্যাদি নানাবিধ জড়তা হয়।

অতএব প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিই দ্রব্য, যাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থা শব্দাদিজ্ঞান বা ক্রিয়া বা কাঠিন্যাদি জাড্য। এই সাংখ্যীয় ভূত-বিভাগে যে কোন কাল্পনিক বা 'ধরে লওয়া' (hypothetical) বা 'অজ্ঞেয়' মূল স্বীকার করিতে হয় না তাহা দ্রষ্টব্য।

মস্তিষ্ক ও স্বতন্ত্র জীব

১। মন, বুদ্ধি, আমিত্ব প্রভৃতি আন্তর ভাবসকলকে যাঁহারা কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র বলেন, যাঁহাদের মতে মস্তিষ্ক বা শরীর হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্র জীবের সত্তা নাই, তাঁহাদের পক্ষ কতদূর সঙ্গত এবং সমগ্র আন্তরিক ক্রিয়াকে বুঝাইতে সমর্থ কি না, তাহা এই প্রকরণে বিচার্য। তজ্জন্য প্রথমে মস্তিষ্কবাদীদের সিদ্ধান্ত উপনিবদ্ধ করা যাইতেছে।

সমস্ত শারীর ক্রিয়ার মূলশক্তি স্নায়ুধাতুতে (nerve-এ) অধিষ্ঠিত। স্নায়ুসকল দুই প্রকার, কোষরূপ (cells) ও তন্তুরূপ। তন্মধ্যে কোষসকলই স্নায়বিক শক্তির মূল অধিষ্ঠান, তন্তুসকল কোষোদ্ভূত ক্রিয়ার পরিচালক মাত্র। কসেরুকা মজ্জা (spinal cord) ও মস্তিষ্ক সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলের কেন্দ্র-স্বরূপ (central nervous system)। এই প্রবন্ধে চিত্ত লইয়াই বিচার সাধিত হইবে বলিয়া অন্যান্য শারীর শক্তির অধিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া চিত্তের অধিষ্ঠান-স্বরূপ মস্তিষ্কের যথা-প্রয়োজনীয় বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

মস্তিষ্ক প্রধানতঃ স্নায়ুতন্তু ও স্নায়ুকোষের সমষ্টি। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষসকল দুই ভাগে স্থিত, এক ভাগ মস্তিষ্কের নিম্নে অবস্থিত (basal ganglia) এবং আর এক ভাগ বাহিরের চতুর্দিকে খোসার মত স্থিত (cortical cells)। স্নায়ুতন্তুসকলের ক্রিয়া দুই প্রকার, অন্তঃস্রোত ও বহিঃস্রোত (afferent ও efferent)। অন্তঃস্রোত স্নায়ুসকল বোধবাহী, আর বহিঃস্রোত স্নায়ুগণ ইচ্ছা বা ক্রিয়াবাহী। সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে অন্তঃস্রোত স্নায়ুসকল প্রথমে মস্তিষ্কের নিম্নস্থ কোষস্তরে মিলিয়াছে, পরে তাহা হইতে অন্য স্নায়ুতন্তু পুনশ্চ উপরের কোষস্তরে গিয়াছে। ইচ্ছাবাহী স্নায়ুতন্তুসকল সেইরূপ উপরের কোষস্তর হইতে আসিয়া নিম্নের কোন (স্থলবিশেষে একাধিক) কোষস্তরে মিলিয়া পরে চালকযন্ত্রে গিয়াছে। কুক্কুর, বানরাদি প্রাণীর শিরঃকপাল খুলিয়া মস্তিষ্কের উপরিস্থ কোষস্তরে বৈদ্যুতিক উদ্রেক-বিশেষ প্রদান করিলে হস্তাদির ক্রিয়া হয় দেখিয়া, এবং মনুষ্যের রুগ্ন মস্তিষ্কের ক্রিয়া দেখিয়া, উক্ত কোষস্তরকে জ্ঞান-চেষ্টাদির প্রধান কেন্দ্র বলিয়া জানা যায়। ('প্রাণতত্ত্ব' ২য় চিত্র দ্রষ্টব্য)।

মস্তিষ্কের উপরিস্থ কোষস্তর চিত্তস্থান এবং নিম্নের কোষস্তর আলোচন জ্ঞান ও অসমঞ্জস (inco-ordinated বা co-ordinated-এর পূর্বের) ক্রিয়ার কেন্দ্র। শুধু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে নাম-জাতি-গুণশূন্য জ্ঞান হয়, তাহাই আলোচন জ্ঞান (sensation)। মনে কর তুমি এক পুষ্প দেখিতেছ, চক্ষুর দ্বারা তুমি কেবল তাহার লাল রূপ ও আকারমাত্র জানিতে পার; তাহাই আলোচন জ্ঞান। পরে 'ইহা গোলাপ ফুল' এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ (perception)। ঐরূপ অনুমানও এক প্রকার প্রমাণ। প্রমাণ (perception ও apperception), চেষ্টা (= সংকল্প বা conation + কল্পনা বা imagination + অবধান বা attention), ধৃতি (retention) প্রভৃতির নাম চিত্ত। এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত বিষয়সমূহকে অভ্যন্তরে মিলাইয়া মিশাইয়া ব্যবহার করাই চিত্তের স্বরূপ হইল, চিত্তের এবং আলোচন জ্ঞানের স্থান প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা জানা

যায়। যদি মস্তিষ্কের উভয় স্তরের স্নায়বিক সংযোগ (intracentral fibres) বিকৃত হয়, অথবা উপরের কোষস্তর অপহৃত করা যায়, তবে এক প্রকার রূপরসাদির জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ (apperception) হয় না। সেইজন্য এক প্রকার aphasia বা অবাক্যবোধ-রোগে রোগী কথা শুনিতে পায়, কিন্তু বুঝিতে পারে না। M Foster বলেন…, "We may speak of two kinds of centres of vision, the primary or lower visual centre—and the secondary or higher visual centre supplied by the cortex of the occipital region of the cerebrum" (Physiology, Vol. iii, p. 1168)। মস্তিষ্কের উপরিস্থ কোষস্তর বা চিত্তস্থান নানা অংশে (areas) বিভক্ত। এক এক অংশ এক এক ইন্দ্রিয়ের বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্তৃ-স্বরূপ। উচ্চ প্রাণীতে সেই অংশ (area)-সকল পরস্পর অসাড় অংশের দ্বারা ব্যবহিত। "The several areas are more sharply defined and what is important to note, the respective areas tend to be separated from each other…" (Foster's Physiology, Vol iii, p. 1128)।

২। যখন মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রয়োগে হস্তপদাদি চলে এবং রূপাদি জ্ঞানোদ্রেক দৃষ্ট হয়, তখন তাহাতে জড়বাদীরা বলেন যে, আমাদের সমগ্র আমিত্ব মস্তিষ্কের জড়শক্তিসম্ভূত ক্রিয়ামাত্র, মস্তিষ্কের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র জীব নাই। এই বাদ যে অসঙ্গত, তাহা আমরা নিম্নে দেখাইতেছি।

(১ম) মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে হস্ত-পদাদি সঞ্চালিত হয় দেখিয়া এই মাত্র জানা যায় যে, স্নায়ুকোষে কোনরূপ উত্তেজনা (impulse) হওয়ার প্রয়োজন ; তড়িৎ-শক্তির দ্বারা তাহা ঘটে, কিন্তু ইচ্ছা-শক্তির দ্বারাও কোষে সেই উদ্রেক উদ্ভূত হয়। স্নায়ুকোষে তড়িৎপ্রয়োগে হস্ত উঠে বটে, কিন্তু ইচ্ছা না উঠিতে পারে। কোন কোন উচ্চ শ্রেণীর বানরের শিরঃকপালে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া তাড়িত উদ্রেক প্রদান করিলে, বানরের হস্ত তাহার অজ্ঞাতসারে উঠে। বানর আশ্চর্যান্বিত হইয়া যায় , কেন হস্ত উঠিতেছে, তাহা স্থির করিতে পারে না।

কিঞ্চ প্রকার-বিশেষের আবিষ্ট অন্ধতা, বাধির্য প্রভৃতিতে এবং মেসমেরাইজ করিয়া negative hallucination * উৎপাদন করিলে (এক কথায় suggestion-দ্বারা) আবিষ্ট ব্যক্তির আন্ধ্য-বাধির্যাদি আসিতে পারে। ইন্দ্রিয়াদির কোন বিকার অবশ্য এক কথায় হয় না, কিন্তু তাহা না হইলেও মানসিক ধারণাবশতঃ আবিষ্ট ব্যক্তি রূপাদি বাহ্য উদ্রেক (stimulation) পাইলেও তাহার তদনুগুণ মানসিক ভাব জন্মায় না। মনে কর, এক ব্যক্তিকে আবিষ্ট করিয়া বলিলে, 'তুমি এই তাস দেখিতে পাইবে না', তাহাতে তাসের যে পিঠ তখন তাহার দিকে থাকিবে, সে সেই পিঠ-মাত্র দেখিতে পাইবে না, অন্য পিঠ দেখিতে পাইবে। তাহার হাতে তাস দিয়া ঘুরাইতে বল, সে ঘুরাইতে ঘুরাইতে একবার দেখিতে পাইবে, একবার দেখিতে পাইবে না। এইরূপ স্থলে আলোকিত উদ্রেক থাকিলেও কেবল মানসিক ধারণাবশতঃ দৃষ্টি ঘটে না। অতএব দর্শন-শক্তি যে কেবল দার্শনিক স্নায়ুগত নহে, কিন্তু তন্নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মনোগত, তাহা স্বীকার্য হইয়া পড়ে। অন্যান্য শক্তি সম্বন্ধেও এই যুক্তি প্রযোজ্য।

* আবিষ্ট ব্যক্তি আবেশকের আজ্ঞায় যখন বিদ্যমান দ্রব্য জানিতে পারে না, তখন তাহাকে negative hallucination বলে , আর যখন অবিদ্যমান কোন শব্দরূপাদি জানিতে পারে তখন তাহাকে positive hallucination বলে।

(২য) জড়বাদীদের সিদ্ধান্তে মস্তিষ্কের যে অংশে ক্রিয়া হয়, তন্নিয়ন্ত্রিত অঙ্গাদি সক্রিয় হয়। মনে কর, হস্ত চালনা করিবার সময়ে মস্তিষ্কের এক অংশ সক্রিয় হইতেছে, পরক্ষণে পদ চালনা করিবার ইচ্ছা করিলে পদনিয়ামক অংশে ক্রিয়া হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মস্তিষ্ক (মস্তিষ্ক কেন, সমস্ত শরীরই) পৃথক্ পৃথক্ কোষসমষ্টি, এক্ষণে বিচার্য এই যে, হস্ত চালনার কেন্দ্র হইতে পদকেন্দ্রের কোষে কিরূপে ক্রিয়া হয়? যদি বল, ক্রিয়া পরিচালিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যবহিত অংশসকলেও ক্রিয়া হইবে, (যেমন দুই অংশে দুই electrode দিলে ব্যবহিত অংশসকলও সক্রিয় হইয়া শরীরে epileptic fit-এর মত ক্রিয়া উৎপাদন করে), কিন্তু সেইরূপ ক্রিয়া দেখা যায় না।

যদি বল, এক অংশের ক্রিয়া থামিয়া যাইয়া ভিন্ন অংশে নূতন ক্রিয়া উদ্ভূত হয়, তাহাতে শঙ্কা আসিবে এক কোষের ক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়া বিনা হেতুতে অথবা সংক্রমণে কিরূপে অন্য এক কোষে ক্রিয়া হইবে? যদি বল, সর্বত্র যে অস্ফুট বোধ আছে তৎপূর্বক এক কোষ হইতে ভিন্নক্রিয়াকারী আর এক কোষে ক্রিয়া সংক্রমিত হয়। তাহাতে এক কোষের ক্রিয়া নিবৃত্ত করিয়া দূরস্থ আর এক কোষের ক্রিয়া উত্তম্ভিত করিতে পারে—এইরূপ সর্বকোষব্যাপী এক উপরিস্থিত শক্তির (অর্থাৎ জীবের) সত্তা স্বীকার করা ব্যতীত কিছুতেই সুসঙ্গতি হয় না। যেমন টাইপ-রাইটার যন্ত্রের key-board হইতে স্বতন্ত্র হাতরূপ শক্তি থাকাতে যথাভীষ্ট লিখন-ক্রিয়া সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ।

কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন ভেকের) হৃৎপিণ্ডকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াও তাহার ক্রিয়া চালান যায় এই উদাহরণে কেহ কেহ স্বতন্ত্র জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এ বিষয়ের মীমাংসা 'প্রাণতত্ত্বে' দ্রষ্টব্য।

(৩য) স্মৃতিবোধ কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়াবাদের দ্বারা কোনক্রমেই সঙ্গত হয় না। কোন এক জ্ঞান যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়া বা আণবিক প্রচলনমাত্র হয় তবে সময়ান্তরে তাদৃশ এক ক্রিয়ার পুনরুৎপত্তি হওয়া স্মৃতিবোধের স্বরূপ হইবে। কিন্তু কি হেতুতে কালান্তরে বর্তমানের অনুরূপ এক ক্রিয়া উঠিবে তাহা কেহই নির্দেশ করিতে পারেন না। যে হেতু হইতে বর্তমানে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা না থাকিলেও ভবিষ্যতে তদনুরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন হইবার উদাহরণ সমগ্র বাহ্য জড় জগতে কোথাও দেখা যায় না, কিন্তু স্মৃতিতে তাহা হয়। যদি বল অস্ফুটিত (undeveloped) ফটোগ্রাফের মত উহা মস্তিষ্কে থাকে, পরে চেষ্টা-বিশেষের দ্বারা উদ্ভূত হয়, তাহাতে জিজ্ঞাস্য—সেই অস্ফুট চিত্র থাকে কোথায়? অবশ্য বলিতে হইবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে। তাহাতে জিজ্ঞাস্য হইবে—প্রত্যেক জ্ঞানের চিত্র কি পৃথক্ পৃথক্ কোষে থাকে অথবা একই কোষে বহু বহু চিত্র ধৃত থাকে? তদুত্তরে যদি বল পৃথক্ পৃথক্ কোষে থাকে, তাহাতে এত স্নায়ুকোষ কল্পনা করিতে হয় যে, তাহা বস্তুতঃ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কিঞ্চ তাহাতে নিত্য নূতন বহু বহু কোষের উৎপাদ এবং যাহার পরমায়ু অধিক তাহার মস্তিষ্কের কোষবহুলতা প্রভৃতি নানা দোষ আসে।

আর যদি বল একই কোষে বহু বহু স্মৃতিচিত্র নিহিত থাকে, তাহাতে অনেক দোষ হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়া অর্থে, জড়বাদ অনুসারে, আণবিক চলন বা ইতস্ততঃ স্থান পরিবর্তন বলিতে হইবে, প্রত্যেক জ্ঞান যদি তাহাই হয়, তবে এক কোষে (বা কোষপুঞ্জে) ঐরূপ বহু বহু আণবিক ক্রিয়া হইতে থাকিলে তাহার এইরূপ সাংকর্য সংঘটিত হইবে যে, কোন এক জ্ঞানের স্মৃতি একেবারেই দুর্ঘট হইয়া পড়িবে। একটি ফটোপ্লেটের উপর যদি অনবরত বহু চিত্র ফেলা (exposure দেওয়া) যায় তবে তাহার ফল যাহা হয় ইহারও তদ্রূপ পরিণাম হইবে।

এই জন্য পৃথক্ ও স্বতন্ত্র মনে স্মৃতি উপচিত থাকে, এবং স্মরণ-কালে তাদৃশ অভৌতিক-স্বভাব মনের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহার যন্ত্রভূত মস্তিষ্কে অনুরূপ ক্রিয়া উৎপাদন করে, এই মত স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না।

(৪র্থ) স্মৃতি হইতে মস্তিষ্কের পৃথক্তার আরও বিশেষ প্রমাণ আছে। মস্তিষ্কবিকৃতি ও স্মৃতি-বিকৃতি যে সমঞ্জস নহে, তাহা রোগবিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়াও প্রমিত হইতে পারে। Amnesia বা স্মৃতিনাশ রোগে কখন কখন জীবনের কোন এক ব্যবচ্ছিন্ন কালের স্মৃতি লোপ হইতে দেখা যায়। নিম্নে তাহার এক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। Myer's Human Personality গ্রন্থের ১ম খণ্ড ১৩০পৃ সবিশেষ দ্রষ্টব্য। মাদাম ডি নাম্নী একটি স্ত্রীলোককে কোন দুষ্ট লোক মিথ্যা করিয়া তাহার স্বামী মরিয়া গিয়াছে বলিয়া ভয় দেখায়। ভয়ে ও শোকে তাহার এইরূপ গুরু মনঃপীড়া হইয়াছিল যে, তৎফলে তাহার স্মৃতির বিকৃতি সংঘটিত হয়। সে সেই ঘটনার ছয় সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত কোন ঘটনা স্মরণ করিতে পারিত না, কিন্তু সেই ঘটনার ছয় সপ্তাহের পূর্বে যাহা অনুভব করিয়াছিল তাহা সমস্ত স্মরণ করিতে পারিত। অর্থাৎ ২৮শে আগষ্ট তারিখে তাহার মনঃপীড়া ঘটে, কিন্তু সে ১৪ই জুলাই তারিখ পর্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিত না, ১৪ই জুলাইয়ের পূর্বকার ঘটনা স্মরণ করিতে পারিত। ইহা 'জড়বাদের' দ্বারা কিরূপে মীমাংসিত হইতে পারে? গুরু পীড়ায় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া সেই ঘটনার পর হইতে তাহার স্মৃতি যে বিকৃত হইতে পারে, ইহা কোন ক্রমে জড়বাদের দ্বারা বুঝা যায়, কিন্তু ছয় সপ্তাহ পূর্বকার পর্যন্ত স্মৃতি কেন লোপ হইবে, এবং তৎপূর্বকার স্মৃতিই বা কেন থাকিবে? এই পূর্বস্মৃতি মস্তিষ্কের কোন্ কোষে উদিত হয়? বর্তমান-বিষয়ক স্মৃতি যাহাদের উদিত করিবার সামর্থ্য নাই তাহারা অতীত-বিষয়ক স্মৃতি কিরূপে উদিত করিবে? যদি বল, মস্তিষ্কের পৃথক্ অবিকৃত অংশে সেই পূর্ব স্মৃতি আছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক এক কালে মস্তিষ্কের এক এক অংশে স্মৃতি উপচিত হয়, তাহাতে প্রতিমুহূর্তে এক এক অভিনব কোষপুঞ্জে স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া যাইতেছে বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা যে অসঙ্গত তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহাতে সিদ্ধ হয়—ঐ রোগ চিত্তের, শুধু মস্তিষ্কের নহে। চিত্তের সত্তা কালিক, দৈশিক নহে। মনোবৃত্তি ও মানসক্রিয়া অদেশব্যাপী অর্থাৎ চিত্ত ক্ষণের পর ক্ষণ ব্যাপিয়া আছে, তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থৌল্য নাই। সেই কালব্যাপী চিত্তের কতক-কালিক সত্তা উক্তরোগে বিপর্যস্ত হইয়াছিল, তাহাতে ঘটনার পূর্ববর্তী কতক সময় পর্যন্ত স্মৃতি বিকৃত হওয়া সঙ্গত হয়। উক্ত রোগ hypnotic suggestion বা মনোদত্ত মন্ত্রণ-বিশেষের দ্বারা ক্রমশঃ আরোগ্য হইতেছিল। এতদ্দ্বারা জানা গেল, চিত্ত ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া-অসমঞ্জস, সুতরাং উভয়ে পৃথক্।

(৫ম) পরচিত্তজ্ঞতা (thought-reading) এখন আর 'অতি-প্রাকৃতিক' (supernatural) ঘটনা বা অসম্ভব ঘটনা বলিয়া কেহ (নিতান্ত অজ্ঞ ব্যতীত) মনে করে না। বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানের পাঠককে উহা সিদ্ধসত্য-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া বিচার করিতে হয়। 'জড়বাদ' অনুসারে উহার ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হইবে যে, চিন্তার সময় মস্তিষ্কে তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি জাতীয় কোনরূপ ক্রিয়া চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাতে প্রকৃতি-বিশেষের মস্তিষ্কে তাহা গৃহীত হয়। কিন্তু পরচিত্তজ্ঞতায় বর্তমান চিন্তার ন্যায় অনেক সময় অতীত চিন্তাও গৃহীত হয়। এমনকি, যে ঘটনা কেহ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, বা যাহা অতি পূর্বে ঘটিয়াছে, যাহা কাহারও চিন্তা করিবার সম্ভাবনা নাই, কেবল তাদৃশ ঘটনাই অনেক সময় পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি জানিতে পারে।

চিন্তার সময়ে যে মস্তিষ্কে তড়িৎ আদির ন্যায় ক্রিয়া বিকীর্ণ হয়, তাহা অস্বীকার্য নহে, এবং তদ্দ্বারা যে অপর মস্তিষ্কে অনুরূপ ক্রিয়া ও তৎপূর্বক চৈত্তিক ভাব উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও অস্বীকার্য নহে; কিন্তু উক্ত রূপ অতীত চিন্তার জ্ঞান মস্তিষ্কে মস্তিষ্কে মিলনের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নহে। মস্তিষ্কের অতিরিক্ত কালব্যাপী চিত্তে চিত্তে মিলন (enrapport) হইয়া ঐরূপ চিত্তসঞ্চিত অনষ্ট বিষয়ের জ্ঞান হয়, এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত।

(৬ষ্ঠ) অলৌকিক দর্শন (clairvoyance)-* শ্রবণাদির সত্তা অধুনা বৈজ্ঞানিক জগতে ক্রমশঃ স্বীকৃত হইতেছে, উহা কিরূপে ঘটে তাহা জড়বাদীর বুঝাইবার সামর্থ্য নাই। তাঁহারা অনেক সময়ে বুঝাইতে না পারিয়া, সত্য ঘটনাকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন, উহাও এক প্রকার দূষণীয় অন্ধবিশ্বাস। স্থূল চক্ষুর নির্মাণতত্ত্ব ও ক্রিয়াতত্ত্ব দেখিয়া দর্শনজ্ঞানের যে স্বরূপ নির্ণীত হয় তাহার কিছুই অলৌকিক দৃষ্টিতে পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন X-rays-এর মত সূক্ষ্ম কোন প্রকার রশ্মি একবারে মস্তিষ্কের দর্শন-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ অলৌকিক দৃষ্টি উৎপাদন করে। কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে, ক্লেয়ারভয়ান্স বিশেষতঃ travelling clairvoyance অবস্থায় জ্ঞাতা যে-প্রকার দৃষ্টি অনুভব করে তাহা ঠিক চক্ষুঃস্থ স্নায়ুজালের বা retinal দৃষ্টির অনুরূপ। Retinal দৃষ্টিই field of vision এবং অগ্র, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব-রূপ দর্শনভেদের কারণ, ক্লেয়ারভয়ান্স অবস্থাতেও দ্রষ্টা ঠিক সেইরূপ সাধারণ দৃষ্টির মত বোধ করে। অলৌকিক শ্রবণাদিতেও এইরূপ। ইহা হইতে জানা যায় চক্ষুরাদির গোলক হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি অতিরিক্ত ও স্বতন্ত্র।

(৭ম) স্বপ্ন, crystal-gazing এবং তজ্জাতীয় 'নখ-দর্পণ' 'জল-দর্পণ' প্রভৃতিতে কোন কোন সময়ে ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে দেখা যায়। Psychical Research Society এইরূপ অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহাতে স্বপ্ন ভবিষ্যতে ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। Human Personality গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠায় Prof. Thoulet-এর ঐরূপ স্বপ্নবিবরণ দ্রষ্টব্য। Matter and motion দিয়া ঐরূপ ভবিষ্যৎ জ্ঞান কেহই সিদ্ধ করিতে পারেন না, তজ্জন্য স্বতন্ত্র উপাদানে নির্মিত চিত্ত স্বীকার্য হইয়া পড়ে। আরও স্বীকার্য হয় যে, অবস্থাবিশেষে চিত্তের অলৌকিক জ্ঞানের সামর্থ্য আছে।

(৮ম) শরীরের উৎপত্তি বিচার করিয়া দেখিলেও, শরীরের উপরিস্থিত এক শক্তি আছে, তাহা স্বীকার করা সমধিক সঙ্গত হয়। শারীরবিদ্যা (Anatomy) ও প্রাণবিদ্যা (Biology) অনুসারে শরীর যে কোষসমষ্টি (স্নায়ু, পেশী, রক্ত সমস্তই কোষসমষ্টি) এবং আদৌ স্ত্রীবীজ ও পুংবীজের মিলনীভূত এক কোষ হইতে বিভাগক্রমে (karyokinesis ক্রমে) বহু হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানা যায়। এই নানাযন্ত্রযুক্ত শরীর প্রথমে একটি ক্ষুদ্র কোষ-স্বরূপ ছিল, তাহা বিভক্ত হইয়া দুই হয়, সেই দুই পুনশ্চ চারি হয়; এইরূপে কোটী কোটী কোষ উৎপন্ন হইয়া এই শরীর হইয়াছে। কিন্তু

* Clairvoyance-এর সহিত thought-transference-এর অনেক সময় গোল হয়। যাহা উপস্থিত বা সংলগ্ন কেহ জানে না, তাদৃশ বিষয় দেখাই clairvoyance। একটি টাকা ঘড়ির escapement অংশে খুলিয়া দম দিলে, তাহার কাঁটা ঘুরিয়া কোথায় থামিবে তাহার ঠিক নাই। তাদৃশ ঘড়িতে কাঁটা বাজিয়াছে তাহা বলা (অবশ্য স্থূল চক্ষুতে না দেখিয়া) প্রকৃত clairvoyance। আমরা দেখিয়াছি একজন আবিষ্ট ব্যক্তি মনের কথা, এমনকি খামের মধ্যস্থ লিখিত বিষয় (লেখক তথায় উপস্থিত ছিল) বলিয়া দিল। কিন্তু আমরা উক্তরূপ এক ঘড়িতে কত বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে, তাহা বলিতে পারিল না। প্রকৃত clairvoyance কিছু দুর্ঘট।

কোষসকল শুধু বিভক্ত হইয়া বহু হইলেই শরীর হয় না, সেই কোষসকল বিশেষপ্রকারে ব্যূহিত হইলে তবে শরীর হয়। প্রথমে দেখা যায়, কোষসকল ত্রিধা সজ্জিত (epiblast, mesoblast and hypoblast) হয়। তাহাই জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অধিষ্ঠানের মূল। তাহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সজ্জিত হইয়া, পিতৃজাতীয় শরীরের উপযোগী যন্ত্ররূপে (viscera রূপে) ব্যূহিত হইতে থাকে। এই যে মূল হইতেই বিশেষপ্রকারে ব্যূহিত হওয়া, ইহার শক্তি কোথায় থাকে ? যদি বল প্রত্যেক কোষে ঐ শক্তি থাকে, তাহা হইলে কোষকে সপ্রজ্ঞ বলিতে হয়, কারণ, ভবিষ্যতে যাহা কশেরুকা মজ্জা বা মস্তিষ্ক অথবা জঠর বা বাতাশয় কোষ্ঠ হইবে তজ্জন্য মূল হইতে শত সহস্র কোষের একযোগে সজ্জীভূত হওয়া স্ফুট প্রজ্ঞা ব্যতীত কিরূপে ঘটিতে পারে ? সেইজন্য বলিতে হয়, সেই কোষসকলের উপবিষ্ঠিত এক শক্তি আছে, যে শক্তির বশে তাহারা যথাযোগ্যভাবে ব্যূহিত হইয়া থাকে। এইরূপ এক উপবিষ্ট শক্তি বা স্বতন্ত্র জীব স্বীকার করা সমধিক ন্যায্য। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, "Life is directive force upon matter"; এই directive force-কে 'স্বতন্ত্র জীব' অর্থ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। Sir Oliver Lodge অধুনা এবিষয়ে বলেন, "there was an individual organising power which put the matter together and here was our machine made of matter, a beautiful machine wonderfully designed and constructed unconsciously by us; but that was not the individual, the soul of the thing any more than the canvas and pigments are the soul of the picture".

(২য়) দার্শনিক (metaphysical) দৃষ্টিতে দেখিলেও 'জড়বাদের' কোন ভিত্তি থাকে না। 'জড়বাদ' হইতে কেবল পরমাণু ও তাহার ইতস্ততঃ স্থান-পরিবর্তন মাত্র পাওয়া যায়। ইচ্ছা, প্রেম বোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি এবং 'ইতস্ততঃ প্রচলন' যে কত ভিন্ন পদার্থ, তাহা সহজেই বোধ হয়। 'ইতস্ততঃ প্রচলন' কিরূপে 'ইচ্ছা-প্রেমাদি' হয়, তাহার ক্রম যতদিন না 'জড়বাদী' দেখাইতে পারিবে, ততদিন তাহার বাক্য বালপ্রলাপবৎ অন্যায্য। যদি কেহ বাক্সের মধ্যে কয়েকটা টাকা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করে যে বাক্সই টাকার জনয়িতা, তাহার পক্ষ যেরূপ অন্যায্য 'জড়বাদীর' উক্ত পক্ষও সেইরূপ।

৩। 'জড়বাদীরা' বলেন—'The universe is composed of atoms, there is no room for Ghosts', ইহাতে বোধ হয় যেন 'এটম্' হস্তামলকের ন্যায় কতই প্রবিজ্ঞাত পদার্থ। শব্দরূপাদি যখন এটমের প্রচলন, তখন স্থির বা স্বরূপ অণুতে শব্দরূপাদি নাই। শব্দশূন্য, শ্বেতকৃষ্ণাদিরূপশূন্য বা আলোক ও অন্ধকার-শূন্য, তাপ ও শৈত্য-শূন্য, রসশূন্য ও গন্ধশূন্য বাহ্যদ্রব্য ধারণা করা সম্যক্ অসম্ভব। কারণ, বাহ্যদ্রব্য ঐ পঞ্চ প্রকার গুণের দ্বারাই গৃহীত হয়, অতএব যে-পরমাণুর প্রচলন হইতে শব্দস্পর্শ-রূপাদি গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা অবিজ্ঞেয় পদার্থ।

এখন যদি বল পরমাণু হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ন্যায়ানুসারে যাহা সিদ্ধ হইবে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

পরমাণু = অবিজ্ঞেয় পদার্থ।

যদি বল পরমাণু হইতে চৈতন্য হয়, তাহা হইলে হইবে—অবিজ্ঞেয় দ্রব্য হইতে চৈতন্য হয়। কিন্তু কারণ কার্যের সধর্মক হইবে। অতএব সেই 'অবিজ্ঞেয় দ্রব্য' চৈতন্য-সধর্মক হইবে। এইরূপে জড়বাদের মূল নিতান্তই অসার দেখা যায়।

৪। য়ুরোপে স্বতন্ত্র জীব সম্বন্ধে যে মত আস্তিকদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা অস্ফুট ও অযুক্ত (খৃষ্টানেরা বলেন God is the great mystery of the Bible এবং মৃত্যুর পর যে God-এর নিকটস্থ Soul থাকে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কিছু ধারণা করিবার উপায় নাই) এজন্য তথাকার বিচারশীল লোকদের ঐ মত ত্যাগ করিয়া, হয় 'জড়বাদী' হইতে হয়, অথবা 'অজ্ঞেয়বাদী' হইতে হয়। কিন্তু অস্মদ্দর্শনে জীবের স্বরূপ ও কার্য সম্বন্ধে যে গবেষণা ও সিদ্ধান্ত আছে তাহা স্বতন্ত্র জীবের সত্তা যুক্তিযুক্তভাবে বুঝাইতে সম্যক্ সমর্থ। 'আত্মাকে' ঈশ্বর সৃজন করিলেন, আর তাহা অনন্ত কাল থাকিবে, এইরূপ অদার্শনিক ও অযৌক্তিক মতের দ্বারা কিছুই মীমাংসিত হয় না। আমাদের দর্শনের মতে জীব সৃষ্ট পদার্থ নহে। জড়বাদিগণ যে-কারণে জড় পরমাণুকে অনাদি-বিদ্যমান ও অধ্বংসনীয় (indestructible) বলেন ঠিক সেই কারণেই জীব অনাদি ও অধ্বংসনীয়। জড় পরমাণু হইতে যে বোধপদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার যখন বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নাই তখন বোধ ও জড় পৃথক্ বস্তু বলাই ন্যায়সঙ্গত। যেমন, জড়দ্রব্যের ধর্মসকল ক্রমান্বয়ে উদিত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া এবং তাহার পূর্ব ও পরের অভাব কল্পনা করা যায় না বলিয়া তাহা অনাদি ও অনন্ত সত্তা-স্বরূপে স্বীকৃত হয়, সেইরূপ মন ও তদঙ্গ ইন্দ্রিয়শক্তিসকলের ধর্মান্তর দেখিতে পাই কিন্তু অভাব কল্পনা করিতে পারি না। অভাব কল্পনা করিতে না পারিলেও তাহার লয় বা স্বকারণে অব্যক্তভাব কল্পনা করা যায়। 'আমরা' বোধ ও অবোধের সমষ্টিভূত বলিয়া অবোধের কারণানুসন্ধান করিয়া এক অব্যক্ত, দৃশ্য, চরম সত্তা পাই, এবং বোধের মূল উৎস-স্বরূপ এক স্ববোধরূপ পদার্থ পাই। ইহারাই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ। বিশ্লেষ করিয়া এই কারণদ্বয়ের আর অন্য কারণ পাওয়া যায় না বলিয়া ইহাদিগকে অসংযোগজ সুতরাং স্বতঃ বা অনাদি-বর্তমান পদার্থ বলা যায়। এই কারণদ্বয় অনাদি-বর্তমান বলিয়া তাহাদের সংযোগভূত জীবও অনাদি-বর্তমান। কার্যদ্রব্যের বিকারশীলতাহেতু, জীবের চিত্তাদিশক্তির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ক্রমান্বয়ে উদিত হইয়া যাইতেছে। যখন যে-প্রকৃতির শক্তি উদিত থাকে তখন তদ্দ্বারা ব্যূহিত জড় দ্রব্যই শরীররূপে উদ্ভূত হয়। সেই শরীর শব্দাদি ভৌতিক গুণের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা * অনুসারে নানাবিধ হইতে পারে, মৃত্যুর পর যে পারলৌকিক শরীর হয় তাহা ঐরূপ অতি সূক্ষ্ম ভৌতিক শরীর ইত্যাদি প্রকার দার্শনিক উৎসর্গসকল প্রয়োগ করিয়া দেখিলে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যসকল স্বতন্ত্র জীবের অস্তিত্বের বিরোধী না হইয়া বরং তাহা সুপ্রমাণিত ও সম্যক্ বোধগম্য করে।

৫। কিঞ্চ অজ্ঞেয় ম্যাটার এবং গতি (motion) এই দুই পদার্থে বিশ্বকে বিভাগ করা অতি অদার্শনিক বিভাগ। ম্যাটারের আরোপিত শব্দস্পর্শাদি গুণসকল বস্তুতঃ মানসিক ধর্ম। মন না থাকিলে শব্দাদি থাকে না, ম্যাটারও জ্ঞেয় হয় না। যাহাকে জড় পদার্থ বল বস্তুতঃ তাহা মনের জ্ঞেয় পদার্থমাত্র। জ্ঞেয় পদার্থের দ্বারা জ্ঞান নির্মিত এইরূপ বলা নিতান্ত অযুক্ত। জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ ও জ্ঞেয় এই তিন ভাব না থাকিলে ম্যাটার ও গতি কিছুই জ্ঞেয় হয় না। জ্ঞেয় পদার্থকে

* যখন নির্দিষ্ট কালের নির্দিষ্ট সংখ্যক কম্পন (period of vibration) এবং কম্পনের উচ্চাবচতা (amplitude) শব্দাদির স্বরূপ তখন amplitude অল্প হইয়া কত যে সূক্ষ্ম-শব্দরূপাদি হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরিমাণের মহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রতা অসীম, কারণ সীমা নির্দেশ করিবার কোন যুক্তি নাই। সেই হেতু amplitude 'সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম' ও 'মহতোহপি মহৎ' হইতে পারে।

জ্ঞানের কারণ বলিলে বস্তুতপক্ষে মনের অংশকেই মনের কারণ বলা হয়। তজ্জন্য গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বা জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ ও জ্ঞেয় এইরূপ বিভাগই প্রকৃত দার্শনিক বিভাগ। সাংখ্যশাস্ত্রে বিশ্বের সেইরূপ বৈজ্ঞানিক বিভাগই দৃষ্ট হয়।

পুরুষ বা আত্মা

(প্রথম মুদ্রণ ইং ১৯০৮)

১। সংজ্ঞা। আত্মা বা আমি শব্দের দ্বারা সাধারণতঃ শরীরাদি আমাদের সমস্তই বুঝায়, কিন্তু মোক্ষ-শাস্ত্রের পরিভাষায় কেবল বিশুদ্ধ বা সর্বোচ্চ আত্মভাবকে মাত্র বুঝায়। পুরুষ শব্দও ঐ প্রকার অর্থযুক্ত।

২। অহং শব্দ শুদ্ধ ও মিশ্র এই উভয় প্রকার আত্মভাববাচী।

শঙ্কা—অহং শব্দ তো শরীরাদি মিশ্র আত্মভাববাচিরূপে ব্যবহার হইতে অনুভূত হয়, অতএব উহা কেবল মিশ্র আত্মভাববাচী। উহাকে শুদ্ধাত্মভাববাচী কিরূপে বলা যায় ?

উত্তর—অহং শব্দ নিম্নলিখিত অর্থে বা ভাবে ব্যবহৃত হয়।

(ক) অনধ্যাত্মভূত বাহ্য পদার্থের আভিমানিকভাবে ; যথা—'আমি ধনী', 'আমি দরিদ্র' ইত্যাদি।

(খ) শরীরাভিমানভাবে ; যথা—'আমি কৃশ', 'আমি গৌর' ইত্যাদি শারীর অবস্থার অভিমানমূলকভাবে।

শরীর বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়সমষ্টি। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের যন্ত্র লইয়াই শরীর (চিন্তাযন্ত্রও শরীরের ক্ষুদ্র একাংশ), সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে 'আমি হস্তপদ-চক্ষুরাদি-সত্তাবান্' এইরূপ অভিমান-ভাবই শরীরাভিমান-ভাবে অহং শব্দের প্রয়োগস্থল।

(গ) মানসাভিমান-ভাবে ; যথা—'আমি বুদ্ধিমান্', 'আমি চিন্তাকারী' ইত্যাদি। শঙ্কা হইতে পারে—ইহা শুদ্ধ মানস অভিমান নহে ; ইহাতে শারীরাভিমান-ভাবকেও অন্তর্গত করিয়া 'আমি' বলা হয়। সত্য বটে, এতাদৃশ ক্ষেত্রে কখন কখন শারীরাভিমানকে অন্তর্গত করা হয়, কিন্তু অনেক স্থলে শরীর তাহার অন্তর্গত না হইতেও পারে, যেমন স্বপ্নাবস্থার আমিত্ব ভাব ; স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ থাকিলেও 'চক্ষুরাদিসত্তাবান্ আমি' এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহা 'চক্ষুরাদিসত্তাবান্' ভাবের সংস্কার হইতে হয়। সংস্কার মনে থাকে, সুতরাং তখন মানসাভিমান-ভাবেই 'আমি'-শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(ঘ) মনঃশূন্যভাবে। অর্থাৎ চিন্তাদি ব্যক্ত-মানসক্রিয়াশূন্য-ভাবে ; যথা—'আমি সুখে সুষুপ্ত ছিলাম' (সুষুপ্তি=স্বপ্নহীন নিদ্রা) এইরূপ জ্ঞানে কতকটা মনঃশূন্যভাবে আমিত্ব-প্রয়োগ হয়। প্রত্যেক বৃত্তির উদয় ও লয় দেখা যায়, তাহাতে আমরা কল্পনা করিতে পারি সর্ববৃত্তির লয় করিয়া আমি থাকিব। ইহাই মনঃশূন্যভাবে আমিত্বপ্রয়োগের উদাহরণ। কিঞ্চ নাস্তিকরা যে বলে 'মরিয়া গেলে আমি থাকিব না' তাহাও উহার উদাহরণ।

'আমি থাকি না' এইরূপ বলিলেও মনঃশূন্যভাবে অহং শব্দ প্রয়োগ করা হয়। কেন—তাহা আলোচিত হইতেছে।

অভাব অর্থে আমরা কেবল অবস্থাভেদ বা অবস্থানভেদ বুঝি। 'ঐ স্থানে ঘটাভাব' অর্থে ঘট অন্য স্থানে অবস্থান করিতেছে বা ঘট নামে অবয়বসমষ্টি ভাঙ্গিয়া অন্য স্থানে অন্যভাবে অবস্থান করিতেছে। "ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া" অর্থাৎ বস্তুতঃ একের অভাব অর্থে অন্যের ভাব। যাহাদের অবস্থান্তর হয়, তাহাদের সম্বন্ধেই অভাব-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। আন্তর এবং বাহ্য সমস্ত পদার্থেই ঐরূপ 'ভাবান্তর' অর্থেই অভাব-শব্দ প্রযুক্ত হয়।

কিন্তু ক্রিয়ারূপ যে চিত্তবৃত্তি তৎসম্বন্ধীয় অভাব অর্থে কালিক অবস্থান-ভেদ। 'ক্রোধকালে রাগাভাব' অর্থে রাগ অতীত বা অনাগত কালে আছে। এইরূপে আমরা চিত্তবৃত্তির অভাব বা 'না থাকা' বুঝি, নচেৎ ভাব পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব কল্পনারও যোগ্য নহে।

কিন্তু যেমন বর্তমান বা জ্ঞায়মান ঘটের তৎকালে ও তৎস্থানে অভাব ধারণা করিতে পারি না, সেইরূপ প্রত্যেক চিন্তায় 'আমি' থাকে বলিয়া আমির অভাবও কখনও ধারণা করিতে পারি না। অতএব 'আমি থাকিব না' অর্থে আমার চিত্তবৃত্তির 'অভাব'মাত্র কল্পনা করি, অর্থাৎ 'আমি থাকিব না' অর্থে চিত্তবৃত্তিশূন্য আমি হইব। কারণ, আমার অন্তর্গত চিত্তবৃত্তিসমূহেরই 'অভাব' আমরা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু 'আমি'র সম্পূর্ণ অভাব ধারণা করিতে পারি না। যখন 'আমি'র সম্পূর্ণ অভাব ধারণার অযোগ্য তখন 'আমি থাকিব না' এইরূপ বাক্য যথার্থতঃ নিরর্থক। তবে মনোবৃত্তির লয় ধারণার যোগ্য সুতরাং 'আমি থাকিব না' অর্থে 'মনোবৃত্তিশূন্য আমি থাকিব' এইরূপ ভাবার্থই কেবলমাত্র সঙ্গত হইতে পারে।

(ঙ) 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ অর্থেও অহং শব্দের প্রযোগ হয়। জ্ঞাতা অর্থে যাহা জ্ঞেয় নহে।

৩। অতএব বাহ্যাভিমান, শারীরাভিমান, মানসাভিমান, মনঃশূন্যভাব ও জ্ঞাতৃভাব এই পাঁচ ভাবে আমরা অহং শব্দ প্রয়োগ করি। এতন্মধ্যে বাহ্য দ্রব্য এবং শরীরাদি হইতে ভিন্ন মানসাভিমান-ভাবে যখন স্পষ্টতঃ আমি শব্দ প্রযুক্ত হয় তখন প্রায় সকলেই আমি পদার্থকে মানস ভাববিশেষবাচি-রূপে ব্যবহার করে, অতএব ইহাই মুখ্য আমি বা অহং শব্দের মুখ্যার্থ।

৪। **আমি কিসে নির্মিত?** অহং শব্দের বাচ্য পদার্থসমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদির গোলক যে স্পষ্টতঃ ভৌতিক তাহা দেখা যায়, মনেরও অধিষ্ঠান মস্তিষ্ক, অতএব আমি কিসে নির্মিত, এই প্রশ্ন প্রথমেই লোকায়তের (জড়বাদীর) উপপত্তি (theory) এবম্প্রকারে সমাধানের চেষ্টা করে। যথা—

লোকায়ত বলে আমির সমস্তই ভূতনির্মিত। ভূতের সংযোগ-বিশেষ ও ক্রিয়া-বিশেষ হইতে 'আমি'র সমস্তই উৎপন্ন হয়।

প্রাচীন স্থূলপ্রজ্ঞ লোকায়ত বলিত, "যখন ভৌতিক সুরা হইতে মত্ততা-নামক মানস গুণ উৎপন্ন হয়, তখন, 'আমি'র সমস্তই ভৌতিক।" ইহার উত্তরে উল্টাইয়া বলা যাইতে পারে, "যখন ভৌতিক সুরা হইতে মানসিক মত্ততা হয়, তখন ভূতই মনোময়।" বস্তুতঃ মনের কারণ ভূত—কি ভূতের কারণ মন, তাহা লোকায়তের স্থির করিবার উপায় নাই। কিন্তু সুরার দ্বারা মনের কিছুই উৎপন্ন হয় না, মনের যন্ত্রটা তদ্দ্বারা চঞ্চল হওয়াতে মন কিছু চঞ্চল হয় মাত্র। যেমন সূচীবিদ্ধ করিলে পীড়া (overstimulation) হয় দেখিয়া কেহ সূচীকে মনের কারণ বলে না, তদ্রূপ।

অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মপ্রজ্ঞ আধুনিক লোকায়ত ঐরূপ স্থূল উপমা ছাড়িয়া মস্তিষ্কের তত্ত্ব গবেষণাপূর্বক সমাহার করিয়া বলেন—যখন মস্তিষ্ক ব্যতীত মনের সত্তা উপলব্ধ হয় না, তখন মন অর্থাৎ 'আমি'র প্রকৃত অংশ মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র।

লোকায়তকে জিজ্ঞাস্য—মস্তিষ্ক কি ?

লোকা। Nerve-cell এবং nerve-fibre-এর সমষ্টি।—তাহারা কি ?

লোকা। Lecithin, proteid প্রভৃতি দ্রব্যনির্মিত।—Lecithin আদি কি ?

লোকা। Carbon, hydrogen, nitrogen আদি দ্রব্যের সংযোগ-বিশেষ।—Carbon আদি কি ?

লোকা। বিশেষ বিশেষ শব্দ-স্পর্শাদি-গুণবিশিষ্ট দ্রব্য।—শব্দাদি কি ?

লোকা। ম্যাটারের প্রচলন-বিশেষ।—ম্যাটার কি ?

লোকা। যাহা দেশ ব্যাপিয়া থাকে ও যাহার প্রচলনে শব্দাদি হয়।—দেশব্যাপী দ্রব্য যাহার প্রচলনে শব্দাদি হয়, তাহা কি ?

লোকা। (অগত্যা) তাহা অজ্ঞেয়।

অতএব লোকায়ত-মতের পরিণামে মস্তিষ্কের কারণ প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞেয় ম্যাটার-নামক দ্রব্য এবং তাহারই ক্রিয়া মন (অর্থাৎ আমি), এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

ম্যাটারের ক্রিয়া অর্থে স্থানপরিবর্তন বা ইতস্ততঃ গমন। ইতস্ততঃ গমন হইতে কিরূপে ইচ্ছা, প্রেম, বোধ আদি হয়, তাহা লোকায়ত! বলিতে পার ?

লোকা। না।—কল্পনা করিতে পার ?

লোকা। তাহাও পারি না।

অতএব লোকায়ত-মতে অজ্ঞেয় কারণপদার্থ ও তাহার অজ্ঞেয় অকল্পনীয় প্রক্রিয়ার (process-এর) দ্বারা মন নির্মিত। সুতরাং লোকায়তের উপপত্তিবাদ (theory) 'আমি কিসে নির্মিত' তাহা বুঝাইতে সক্ষম নহে।

লোকায়তের প্রথম হইতেই বলা উচিত 'আমি উহা জানি না'। লোকায়ত হয়ত বলিবে—মূল কারণ অজ্ঞেয় হইলেও, আমি ম্যাটারের জ্ঞাত ভাবকেই কারণ বলিয়াছি।

ম্যাটারের জ্ঞাত ভাব শব্দাদি, কিন্তু তাহাও মনঃসাপেক্ষ অর্থাৎ তাহারা মনোভাব বা মনের অঙ্গ। শুধু ম্যাটারের ক্রিয়া (ইতস্ততঃ চলন) কল্পনীয় বটে কিন্তু ইতস্ততঃ চলন ও নীল-রূপ পৃথক্ পদার্থ। অতএব ম্যাটারের জ্ঞাত ভাবকে মনের কারণ বলিলে, মনের অঙ্গ-বিশেষকেই মনের কারণের অন্তর্গত করা হয়।

আর, যখন ক্রিয়া (বা স্পন্দন-বিশেষ) এবং নীলজ্ঞান ইহাদের জনক-জন্য ভাবের প্রক্রিয়া (process) জান না, তখন 'ম্যাটারের ক্রিয়াই মন' এইরূপ বলা অঙ্গহীন ন্যায় (jumping into a conclusion)।

ঈদৃশ সিদ্ধান্ত নিম্নস্থ উদাহরণের ন্যায় অন্যায্য :—একটি লোক পশ্চিমে যাইতেছে, কাশী পশ্চিমে ; অতএব ঐ লোক কাশী যাইতেছে। আর, লোকায়ত ঐ সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়া যে বলে, 'মস্তিষ্কের সহিত মনের উৎপত্তি', 'মস্তিষ্কের ধ্বংসে মনের ধ্বংস', তাহাও সুতরাং আস্থেয় নহে। মনের কারণই যখন বস্তুগত্যা অজ্ঞেয় তখন তাহার উৎপত্তি ও লয়ের বিষয়ও অজ্ঞেয় বলাই যুক্তিযুক্ত। নাশ অর্থে কারণে লয়, কারণ না জানিলে নাশ কল্পনা করা অযুক্ত। কারণ না জানিলে নাশকে অগোচর অবস্থা বলাই যুক্ত। অর্থাৎ যে দ্রব্য হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাতেই তাহার লয় হয় ; দ্রব্য অজ্ঞেয় হইলে, উৎপত্তি ও লয়কে কেবল গোচর ও অগোচর 'ভাব' বলা উচিত, ধ্বংস-অভাবাদি

শব্দ তদ্বিষয়ে প্রযোজ্য নহে। ফলতঃ যখন তাহা না দেখিতে পাই তখন তাহা থাকে না, এইরূপ বলা অন্যায্য।

প্রত্যুত, অজ্ঞেয় ম্যাটার হইতে মন উদ্ভূত, এইরূপ বলিলে ন্যায়ানুসারে ম্যাটার আর অজ্ঞেয় থাকে না। যেহেতু সর্বত্রই কারণ কার্যের সধর্মক এবং মন বোধ-ইচ্ছাদিরূপ, অতএব তাহার কারণও বোধজাতীয়। ম্যাটার মনের কারণ হইলে ম্যাটারও বোধজাতীয় বলিতে হইবে, সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্তই ন্যায্য হয়।

৫। লোকায়ত অপেক্ষা ধর্মবাদীর (phenomenalist-এর) পক্ষ অধিকতর যুক্ত। তন্মতে, মনের ও ম্যাটারের জন্য-জনকতা সম্বন্ধ যখন অপ্রমেয় তখন উভয়কে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া স্বীকার করা ন্যায্য। আধুনিক ধর্মবাদী আমিত্বকে কতকগুলি বিক্রিয়মাণ ধর্ম-স্বরূপ স্বীকার করেন। আমিত্বকে মস্তিষ্কের সহভাবী ও সহবিলয়ী বলা যায় কি না তাহা বক্তব্য নহে। উহা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, এইরূপ চিন্তাই তাঁহাদের দৃষ্টি অনুসারে ন্যায্য হইবে।

প্রকৃত ধর্মবাদে ম্যাটার * শব্দ বস্তুতঃ কতকগুলি জ্ঞাতধর্মবাচী, আর আমিত্ব-নামক ধর্মসমূহের মূলে কি আছে, তাহারা কাহার ধর্ম, সে বিষয় অজ্ঞেয়। 'মূল অজ্ঞেয়' এইরূপ বলিলে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় হয় না, তাহার অর্থ—'জ্ঞায়মান ধর্মের মূল আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞেয় নহে। মূলের অস্তিতা ও মানসক্রিয়ার হেতুতা জ্ঞেয়, কিন্তু তৎসম্বন্ধে অপর কোন বিষয় জ্ঞেয় নহে'। পরন্তু ক্রিয়া দেখিলে তাহার শক্তিরূপ অব্যক্ত অবস্থা কল্পনা না করিলে গত্যন্তর নাই। তাহা না হইলে সম্পূর্ণ অভাব হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, এইরূপ অযুক্ত চিন্তা করিতে হয়। অতএব ধর্মবাদীর অজ্ঞেয় শব্দের অর্থ—ধারণার অযোগ্য। তাঁহারা যে সম্পূর্ণ (ন্যায়ের ভাষায়—distributed) অজ্ঞেয় বলেন, তাহা ভ্রম। আর জ্ঞায়মান মানস-ধর্মসমূহের মধ্যেও দুইটি ভেদ আছে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষ করিয়া সেই ভিন্ন পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ যেরূপে নির্ণীত হয় তাহা পরে বক্তব্য।

৬। প্রাচীন ধর্মবাদী (বৌদ্ধ) ম্যাটারের পরিবর্তে 'রূপধর্ম' এই সংজ্ঞা সুযুক্তিসহকারে ব্যবহার করেন। তন্মতে 'আমি'=কতকগুলি অধ্যাত্মভূত রূপধর্ম + সংজ্ঞাধর্ম + সংস্কারধর্ম + বেদনা-ধর্ম + বিজ্ঞানধর্ম। তন্মধ্যে সংজ্ঞাদি চারি অরূপ ধর্মই মুখ্যতঃ 'আমি'পদবাচ্য। ঐ ধর্মসকল প্রতিক্ষণে উদীয়মান ও লীয়মান হইয়া প্রবাহ বা সন্তানভাবে চলিতেছে।

সেই ধর্মসন্তানের কোনটি অন্য কোনটির প্রত্যয় বা হেতু। যেমন, অবিদ্যা হইতে তৃষ্ণা ; তৃষ্ণা হইতে স্পর্শ ইত্যাদি। সম্প্রদায়-প্রবর্তকদের সেই ধর্মসন্তানের নিরোধ অনুভূত থাকাতে এই মতে ধর্মসমূহের নিরোধ বা উপশমও স্বীকৃত আছে। ধর্মের উপশম হইলে শূন্য হয়, সুতরাং ধর্ম মূলতঃ শূন্য। ধর্মসকলের সন্তান যে এক সময়ে আরব্ধ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না ; কারণ, ঐ ধর্মসমূহ ব্যতীত 'আরম্ভের হেতু' নামক কোন হেতু পাওয়া যায় না, অতএব ধর্মসন্তান অনাদি। তন্মতে এই ধর্মসন্তানই 'আমি'।

* বস্তুতঃ ম্যাটার শব্দ জ্যামিতির বিন্দুর ন্যায় কাল্পনিক পদার্থ, উহার বাস্তব লক্ষণ নাই। অস্মদ্দর্শনের জড় পদার্থ ও ম্যাটার পৃথক্ পদার্থ। জড় অর্থে যাহা চৈতন্য বা দ্রষ্টা নহে, কিন্তু যাহা দৃশ্য।

যাহার ক্রিয়া হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি হয় তাহা ম্যাটার, এইরূপ লক্ষণে ম্যাটার ধারণার অযোগ্য পদার্থ হয়। তাহার বিশেষ জ্ঞাতব্য নহে, কিন্তু তাহাকে বিশেষিত কল্পনা করা সম্পূর্ণ অন্যায়।

ধর্মসকল উদীয়মান ও লীযমান পৃথক্ পৃথক্ সত্তা ; সুতবাং 'আমি' পৃথক্ পৃথক্ ধর্মপ্রবাহেব সাধাবণ নামমাত্র হইবে। আব "প্রদীপস্যেব নির্বাণং বিমোক্ষস্তস্য তাযিনঃ"। অর্থাৎ প্রদীপেব নির্বাণের ন্যায় সেই ধর্মসন্তান যখন শূন্য হয, তখন 'আমি' বস্তুতঃ শূন্য অর্থাৎ আত্মাই অনাত্মা।

শঙ্কা—প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা যে 'আমি' এক বলিযা অনুভূত হয, তাহা কিরূপে সম্ভব ? কাবণ, প্রকৃতপক্ষে তোমাব মতে 'আমি' বহুব সাধাবণ নামমাত্র।

বৈনাশিক ধর্মবাদী তদুত্তবে বলেন 'আমি' এক প্রকাব ভ্রান্তিমাত্র।

শঙ্কক—ভ্রান্তি সর্বত্রই এক পদার্থকে অন্যরূপে জ্ঞান, ভ্রান্তিব অন্য উদাহরণ নাই। অতএব আমিত্ব-জ্ঞান যদি ভ্রান্তি হয, তবে তাহা কোন্ পদার্থকে কোন্ পদার্থ জ্ঞান হইবে ? অনাত্মা ও আত্মা থাকিলে তবেই পবস্পবের উপব ভ্রান্তি হইতে পারে। অতএব বৈনাশিকের দৃষ্টিতে অগত্যা সম্যক্ জ্ঞানে 'আমি বহু' এইরূপ সম্যক্ জ্ঞান হওযা উচিত। *

কিন্তু আমি বহু, এইরূপ অনুভব অসাধ্য। তাহা কিরূপে সাধ্য, তাহাও কেহ বলিতে পাবে না। কাবণ, সদাই আমি এক, এইরূপ অনুভব হয। তবে কল্পনা করিতে পাব, আমি বহু, কিন্তু তাহাতে কল্পক 'আমি' এক থাকিবে। আব, তাহা হইলে সম্যক্ জ্ঞান কল্পনামাত্র হইবে। কিঞ্চ যদি বল—আমি যখন বস্তুতঃ শূন্য তখন আমিকে সত্তা ভাবাই ভ্রান্তি, 'আমি শূন্য' ইহাই প্রকৃত জ্ঞান।

তাহাও বলা সঙ্গত নহে ; কাবণ, ধর্মসকলই তোমার মতে সত্তা, সেই সত্তাব নামই 'আমি' বলিযা ব্যবহৃত হয সুতবাং 'আমি সত্তা' ইহাই সম্যক্ জ্ঞান এবং 'আমি শূন্য' ইহাই ভ্রান্তিজ্ঞান। অতএব যাঁহারা বলেন, 'আমি শূন্য' ইহাই যথার্থ জ্ঞান তাঁহাদেব পক্ষ নিতান্ত অযুক্ত। এতদ্ব্যতীত অসৎ হইতে সৎ হওযা এবং সতেব অসৎ হওযারূপ অন্যায্য চিন্তা এই বাদেব সহায বলিযা এই বাদ ন্যায্য নহে। আব, ধর্মসন্তানেব নিরোধ হইবে কেন তাহাবও ইঁহাবা নিজেদের আগম ব্যতীত অন্য কোন যুক্তি দিতে পাবেন না।

৭। লোকাযত ও ধর্মবাদী ব্যতীত আত্মবাদীবাও 'আমি কিসে নির্মিত' এই প্রশ্নেব উত্তব দেন। আত্মবাদীদেব অনেক ভেদ আছে। কেবলমাত্র আপ্ত বচন ও শাস্ত্রানুসাবে অনেক আত্মবাদী উহাব উত্তর দেন, তাহা ত্যাগ কবিযা যুক্ততম আত্মবাদীব (সাংখ্যেব) উত্তব ন্যস্ত হইতেছে।

সাংখ্য বলেন—মুখ্য বা মানস 'আমি'কে বিশ্লেষ কবিযা দুই পদার্থ পাওযা যায—দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয। 'আমি নীল জানিতেছি' এই প্রত্যক্ষেব মধ্যে আমি জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা এবং নীল জ্ঞেয বা দৃশ্য। দৃশ্যভাবকেও বিশ্লেষ করিয়া ত্রিবিধ ভাব পাওযা যায—প্রখ্যা বা জ্ঞান, প্রবৃত্তি বা চেষ্টাভাব, স্থিতি বা ধৃতিভাব। প্রখ্যা বা প্রকাশশীল ভাবের উদাহবণ ইন্দ্রিযজ জ্ঞান, সুখাদিব বোধ এবং ঐরূপ জ্ঞানেব পুনর্জ্ঞান (মনে মনে উত্তোলন বা উহনপূর্বক)। নীল, পীত আদি জ্ঞেয় মনোভাবসকল অর্থাৎ জ্ঞানসকল যে আমি নহি, তাহা অনুভব বা মানস প্রত্যক্ষেব দ্বারা প্রমিত হয। এইরূপে জানা যায যে, জ্ঞানরূপ দৃশ্য আমি নহি।

* অথবা 'আমি উৎপন্ন ও লয প্রাপ্ত হইলাম এবং আমি পূর্বক্ষণিক আমিব সহিত অসম্বদ্ধ' ইহাই সম্যক্ জ্ঞান হইবে। আমার উৎপত্তিব ও লযের দ্রষ্টা 'আমি' হইতে পাবে না ; কারণ উৎপন্ন ও স্থিত অবস্থাই 'আমি'। উৎপত্তি ও লয় অনুমেয় অর্থাৎ অনুমানপূর্বক কল্পনা কবা, সুতবাং তাদৃশ কল্পনাই তাহা হইলে সম্যক্ জ্ঞান হয়।

ইচ্ছা, চেষ্টা আদি বৃত্তি ক্রিয়াশীল দৃশ্য। 'আমি ইচ্ছা করি' আর, 'আমি ইচ্ছা নহি', ইহাও স্পষ্ট অনুভূত হয়, অতএব চেষ্টারূপ দৃশ্যও আমি নাহি। বস্তুতঃ ক্রিয়াশীল দৃশ্যও বোধের বিষয় বলিয়াই দৃশ্য। ধৃতিরূপ দৃশ্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার শক্তিরূপ * অবস্থা অর্থাৎ যাবতীয় করণের শক্তি-স্বরূপ অবস্থাই স্থিতি বা সংস্কার। ইহাতেই দৃঢ় আমিত্বপ্রতীতি হয়।

কিন্তু যখন নীলজ্ঞান আমি নহি, তখন নীলজ্ঞানের শক্তি-অবস্থা অর্থাৎ যে শক্তিরূপ অবস্থা পরিণত হইয়া নীল জ্ঞান হয়, তাহাও 'আমি' হইব না, ক্রিয়ার শক্তি-অবস্থা সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। প্রত্যুত শক্তিসমূহকে 'আমার' বলিয়া অনুভূত হয়। যাহা 'আমার'—তাহা 'আমি' নহি, কারণ, 'আমি'র বাহ্যপদার্থ হইলেই তাহাতে 'আমার' এইরূপ ভাব অনুভূত হয়। সুতরাং আমার শক্তি বলিয়া যে দর্শনাদি শক্তি অনুভূত হয়, তাহা আমি নহি।

এইরূপে দেখা গেল যে, জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতি-রূপ যাবতীয় দৃশ্য † 'দ্রষ্টা আমি' হইতে পৃথক্ পদার্থ।

৮। শঙ্কা হইতে পারে—'শিলাপুত্রের শরীর' এখানে ষষ্ঠীব্যপদেশ হইলেও যেমন উভয় পদার্থ এক, আমি এবং আমার শক্তিও সেইরূপ।

উঃ। শিলাপুত্র (নোড়া) ও তাহার শরীর বস্তুতঃ একই দ্রব্য, কিন্তু অভিন্নকে ভিন্নরূপে কল্পনা করিয়া বলিতেছ 'শিলাপুত্রের শরীর'। আর সেই কাল্পনিক উদাহরণ দিয়া অনুভূত বিষয়কে খণ্ডিত করিতে যাইতেছ। যদি প্রমাণ করিতে পারিতে যে, শিলাপুত্রের 'আমি শিলাপুত্র' ও 'আমার শরীর' এইরূপ অনুভব হয়, এবং তাহার শরীরনাশে তাহার 'আমি'রও নাশ হয়, তবে তোমার পক্ষ যুক্ত হইত।

এইরূপে দেখা যায়, ধৃতিরূপ দৃশ্যও আমি নহে। করণশক্তির সত্তা অস্ফুটরূপে সদা অনুভূত হয় বলিয়া স্থিতিশীল শক্তিসমূহও অনুভবের বিষয় বা দৃশ্য।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, মূলতঃ 'আমি' যাবতীয় জ্ঞান, ক্রিয়া এবং ধৃতি বা সংস্কার (জ্ঞান ও ক্রিয়ার আহিত ভাব) হইতে ব্যতিরিক্ত দ্রষ্টা, সুতরাং তাহাই প্রকৃত আমি-পদবাচ্য পদার্থ।

শঙ্কা হইতে পারে, যখন, 'আমি আছি' ইহাও একপ্রকার জ্ঞেয় বিষয়, তখন 'আমি'ও দৃশ্য। ইহাতে জিজ্ঞাস্য—আমি কাহার দৃশ্য? উত্তর হইবে—পূর্ব অহং, উত্তর অহং-প্রত্যয়ের দৃশ্য। পূর্বোক্ত ক্ষণিকবাদ আশ্রয় করিয়াই এই উত্তর হইবে, কারণ তন্মতে পূর্ব এবং উত্তর প্রত্যয় বিভিন্ন। উত্তর ও পূর্ব 'অহং'কে অভিন্ন স্বীকার করিলে এই শঙ্কা হইতে পারে না।

* শক্তি ক্রিয়ার পূর্বাবস্থা। ক্রিয়ার যাহা কারণ, তাহাই শক্তি। অন্তঃকরণাদি যাবতীয় করণের যে ক্রিয়া হয় সেই ক্রিয়ার যাহা শক্তি সেই শক্তিসমূহই ধৃতি বা স্থিতিরূপ দৃশ্য। বস্তুতঃ এক এক জাতীয় ধৃত ভাবই এক এক করণ। পাশ্চাত্যদের মতে স্নায়ুপেশী আদিই সর্ব শারীরক্রিয়ার শক্তি (energy)। প্রত্যেক জৈব ক্রিয়াতে স্নায়ুপেশী আদির আংশিক বিশ্লেষ ও তৎসহভাবী শক্তির উন্মোচন হয়। সাংখ্যপক্ষে স্নায়ুপেশী আদি প্রাণ-নামক সর্বকরণগত শক্তির দ্বারা বিধৃত ভাবমাত্র। যাহার দ্বারা স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি নির্মিত, পুষ্ট ও বর্ধিত হয়, তাহা অবশ্য স্নায়ু প্রভৃতির অতিরিক্ত শক্তি। শক্তি সম্বন্ধে 'পারিভাষিক পদার্থ' দ্রষ্টব্য।

† বলা বাহুল্য অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তিই ঐ তিন জাতির অন্তর্গত। ঐ তিন জাতিতে পড়ে না, এইরূপ বৃত্তি নাই, সুতরাং সমস্ত বৃত্তিই দৃশ্য।

কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাস্য পূর্বপ্রত্যয় লয় হইলে উত্তরপ্রত্যয় হয়, অতএব লীন অহং কিরূপে দৃশ্য হইবে? ফলতঃ 'আমি আছি' ইহা এক অনুভবের ভাষা, যখন উহা বলি তখন সে অনুভব থাকে না। যেমন ইচ্ছা করিয়া পরে 'আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম' এইরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করি, উহাও সেইরূপ।

৯। বস্তুতঃ 'অহং' এই শব্দময় নাম এবং তদর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্যান্য স্থলের ন্যায় পৃথক্ শব্দ ও পৃথক্ অর্থকে একের ন্যায় বিকল্প করিয়া 'আমি আছি' এইরূপ কল্পনা করি। সেই চিন্তা প্রকৃত 'আমি'-নামক বোধ নহে বলিয়া তাহাও দৃশ্যের অন্তর্গত *, সুতরাং তাহা দৃশ্য হইলেও ক্ষতি নাই। সেই চিন্তার ফলে এইরূপ ন্যায্য নিশ্চয় হয় যে—প্রকৃত আমি পদার্থ দ্রষ্টা, অন্য সমস্ত দৃশ্য †। ঈদৃশ চিন্তা না করাই অন্যায্য চিন্তা।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সত্তা সমকালিক হওয়া চাই। নীলজ্ঞান ও নীলবিজ্ঞাতা এককালেই থাকে। 'আমি' মাত্র যদি অন্য আমির দৃশ্য হয়, তবে এককালে দুই 'আমি' থাকা চাই। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে ‡।

পুনঃ শঙ্কা হইতে পারে, যখন বলি—'আমি দ্রষ্টা' তখন এক দৃশ্যকেন্দ্রকেই লক্ষ্য করিয়া 'আমি' শব্দ প্রয়োগ করি। কখনও দৃশ্যাতীত পদার্থ সাক্ষাৎ করিয়া 'আমি' শব্দ প্রয়োগ করি না। অতএব আমি প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যের একতম কেন্দ্র।

উত্তর—সত্য বটে সাধারণ অবস্থায় আমরা একতম দৃশ্যকেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া 'অহং' শব্দ প্রয়োগ করি। কিন্তু এই প্রয়োগ যে অন্যায্য বা ভ্রান্তি, তাহাই পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। দৃশ্য ধরিয়াই যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়—'আমি' দৃশ্য নহে। যেমন 'পরিমাণ অনন্ত' ইহা যুক্ত চিন্তা, কিন্তু অনন্তের চিন্তা অন্ত পদার্থের দ্বারাই (ন + অন্ত) করিতে হয়, উহাও সেইরূপ। কিঞ্চ দৃশ্যাতীত ভাব উপলব্ধি করিয়াও 'আমি' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, তদ্বিষয় পরে বক্তব্য।

১০। একপ্রকার বাদী আছে, তাহাদের প্রতীতিবাদী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তন্মতে সমস্তই প্রতীতি। শব্দ-স্পর্শাদি আন্তর ও বাহ্য সমস্ত পদার্থই আমাদের প্রতীতি। প্রতীতি মনের ধর্ম; মন আমিত্বের অন্তর্গত, সুতরাং আমিই জগৎ। আমা ছাড়া আর কিছুই নাই, সবই আমার সৃষ্টি, এই বাদ প্রাচীন কাল হইতে আছে। অধুনা কেহ কেহ উহা মায়াবাদের ভিত্তি করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, প্রতীতিসমূহের মধ্যে এক অংশ 'জ্ঞেয় আমি' ও অন্য অংশ 'জ্ঞাতা আমি'। উভয় আমিই এক। অতএব সোঽহম্ বা জীবই ব্রহ্ম।

প্রতীতিবাদের ন্যায্য অংশ সাংখ্যসম্মত বটে, কিন্তু উহার দ্বারা সোঽহম্ প্রমাণ করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অন্যায্য। সাংখ্যমতে করণসকল আভিমানিক। জ্ঞানসকল করণের পরিণামবিশেষ, সুতরাং

* 'আমি আছি', 'আমি জানিতেছি' ইত্যাদি ভাব দৃশ্যের চরম বা বুদ্ধি। 'আমি আছি তাহা আমি জানি' ঈদৃশ প্রত্যয়ের দ্বিতীয় আমিই দ্রষ্টার লিঙ্গ।

† অর্থাৎ 'আমি আছি, তাহা আমি জানি' এইরূপ চিন্তাকে বিশ্লেষ করিলে, দ্রষ্টা ও দৃশ্য নামক দুই ভাব ন্যায়ানুসারে লব্ধ হয়। কিরূপে হয় তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

‡ বলিতে পার—স্মার্ত বিষয় দৃশ্য, কিন্তু তাহা তো স্মরণকালে থাকে না। ইহা ঠিক নহে। স্মার্ত বিষয় বস্তুতঃ সংস্কার বা অনুভূত বিষয়ের ছাপ, তাহা চিত্তে বর্তমানই থাকে।

তাহারাও আভিমানিক অর্থাৎ আমিত্বের বিকার-বিশেষ। কিন্তু প্রতীতিসমূহের মধ্যে এক দ্রষ্টা বা বিজ্ঞাতা এবং অন্য কিছু দৃশ্য থাকে, তাহারা ভিন্ন বলিয়াই প্রতীতি হয়, তজ্জন্য তাহারা পৃথক্। জ্ঞেয় 'আমি' ও জ্ঞাতা 'আমি' কেন যে এক, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এক 'আমি' নামের সাদৃশ্য ধরিয়া উভয়কে এক বলা সম্পূর্ণ অন্যায্য। আমও টক, আমড়াও টক, তাই আম = আমড়া—এই যুক্ত্যাভাসের ন্যায় উহা অযুক্ত। ভিন্নরূপে অনুভূয়মান দ্রষ্টা ও দৃশ্য কেন এক—আর এক হইলেও তাহাদের ভিন্নবৎ প্রতীতির কারণ কি, তাহা না দেখানতে উক্ত বাদ সারশূন্য।

১১। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ সাংখ্যগণ অন্যান্য যুক্তির দ্বারাও প্রমাণিত করেন। সেই যুক্তিগুলি সাংখ্যকারিকায় সংগৃহীত হইয়াছে, যথা :—সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যযাদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ ('সরল সাংখ্যযোগ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ সংহতের পরার্থত্বহেতু, ত্রৈগুণ্যাদি দৃশ্য ধর্মের সহিত বিসদৃশতা-হেতু, অধিষ্ঠান-হেতু, ভোক্তৃত্ব-হেতু এবং কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি-হেতু, স্বতন্ত্র পুরুষ আছেন।

এই যুক্তিগুলি পরস্পর সংযুক্ত। একটির দ্বারা অন্যগুলিও সূচিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম যুক্তি 'সংঘাতপরার্থত্বাৎ', অর্থাৎ যাহারা সংহত, তাহারা পরার্থ। সাঙ্গ অন্তঃকরণ সংহত ; সুতরাং তাহা পরার্থ। যিনি সেই পর, যদর্থে অন্তঃকরণাদি সংহত হইয়া আছে, তিনিই পুরুষ। ইহা বিশদ করিয়া দেখান যাইতেছে।

সর্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায় যে, কতকগুলি পদার্থ যদি মিলিত হয়, তবে তাহারা কোন উপরিস্থিত বা অতিরিক্ত প্রযোজক শক্তির দ্বারা মিলিত হয়, আর সেই মিলনের ফল সেই প্রযোজকের প্রযোজন (প্র + যোজন) সিদ্ধি।

প্রযোজন দ্বিবিধ হইতে পারে, এক চেতন-সম্বন্ধীয় ও অন্য অচেতন-সম্বন্ধীয়। সংকল্পপূর্বক প্রযোজন প্রথম, চৌম্বক শক্তি আদির প্রযোজন দ্বিতীয়। কিন্তু উভয়েতেই এক উপরিস্থিত শক্তির দ্বারা সংহনন অথবা বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

বাসের সংকল্পপূর্বক হস্তাদি শক্তির দ্বারা ইষ্টক-কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহ নির্মাণ করা হয়। ইষ্টকাদি উপরিস্থিত এক শক্তির দ্বারা প্রযোজিত হইয়া মিলিত হয়, সেই মিলনের ফল (গৃহবাস) ইষ্টকাদি পায় না, তাহা সেই প্রযোজক শক্তির প্রযোজন সিদ্ধি অর্থাৎ সংকল্পসিদ্ধি।

দুই চুম্বক নিকটবর্তী হইলে মিলিত হয়। ব্যাপী এক চৌম্বক শক্তি আছে, যদ্দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া দুই চুম্বকখণ্ড মিলিত হয়, সেই মিলনের ফল উভয়বিধ চৌম্বক শক্তির (positive and negative-এর) মিলনজাত সাম্যরূপ প্রযোজনসিদ্ধি।

মনুষ্যেরা মিলিত হইয়া ভারবহন করিলে, সেই ভারই বাহিত হয়, মনুষ্যেরা বাহিত হয় না। সেস্থলে ভারের বহন-অর্থেতে মনুষ্যেরা সংহত্যকারী। সেইরূপ যৌথ কারবার করিলে লাভ নামক বহুর মিলনজনিত ফল মহাজনেরা পায়, প্রয়োজিত কর্মচারীরা পায় না।

এইরূপে দেখা যায় যে, কতকগুলি পদার্থ যদি মিলিত হইয়া কার্য করে, তবে তাহারা এক অতিরিক্ত শক্তির দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া মিলিত হয় এবং সেই মিলনের ফল সেই প্রযোক্তার প্রয়োজনসিদ্ধি।

আমাদের চিত্ত (এবং সমস্ত করণ) সংহত্যকারী। একটি জ্ঞানবৃত্তি ধর, দেখিবে তাহা নানা চিত্তাঙ্গের মিলন ফল। জ্ঞান হইল 'ইহা বৃক্ষ', তাহাতে চক্ষুঃশক্তি এবং স্মৃতি, সংস্কার, বাক্

প্রভৃতি শক্তিসকল এক প্রয়োজনে প্রযোজিত বা মিলিত হইয়া ঐরূপ জ্ঞান উৎপাদন করে। চেষ্টাদি বৃত্তিতেও ঐরূপ নিয়ম। সেই চিত্তাঙ্গসকলের মিলনের হেতু তদুপরিস্থিত এক দ্রষ্টৃ-শক্তি। ইহারই নাম চিতিশক্তি বা পুরুষ। আর সেই মিলনের ফল যে জ্ঞানাদি, তাহা পুরুষের জ্ঞাতৃত্বাদিরূপ অর্থসিদ্ধি। এইরূপে বলা যাইতে পারে, সুখ সুখের জন্য (অর্থে) নহে, কিন্তু সুখের অনুভাবয়িতার অর্থে। অর্থাৎ, চক্ষুরাদিজ্ঞানের সাধক অংশসকল বৃক্ষ জানে না, কারণ, বৃক্ষ-জানা তাহাদের কাহারও এক অংশের কার্য নহে, কিন্তু মিলিত কার্যের ফল। কিন্তু তাহাদের অতিরিক্ত এক জ্ঞাতার দ্বারাই বৃক্ষ জানা হয় বা শাস্ত্রীয় ভাষায় 'পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ' হয়। (যোগভাষ্য ১।৭)।

এইরূপে চিত্তের সংহত্যকারিত্বহেতু চিত্তের অতিরিক্ত এক চেতয়িতা পুরুষ সিদ্ধ হয়।

১২। দ্বিতীয় যুক্তি 'ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ'। ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এই—দৃশ্য ত্রিগুণ অর্থাৎ তাহার এক অংশ তামস বা অপ্রকাশিত, এক অংশ রাজস বা পরিণম্যমান এবং এক অংশ সাত্ত্বিক বা প্রকাশিত। কিন্তু দ্রষ্টা ত্রিগুণ হইতে পারে না, কারণ তাহা সদাই দ্রষ্টা বলিয়া তাহার কোন অপ্রকাশিত অংশ নাই বা তাহার পরিণাম নাই এবং তাহা কোনও প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত নহে। দৃশ্য থাকিলে তাহার বিপরীত-গুণসম্পন্ন দ্রষ্টাও থাকিবে।

এইরূপে দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের স্বাভাবিক ভেদ আছে বলিয়া দ্রষ্টৃ-পুরুষ দৃশ্য হইতে পৃথক্।

১৩। তৃতীয় 'অধিষ্ঠানাৎ'। দৃশ্য অন্তঃকরণ অচেতন ; চিদ্রূপ পুরুষের অধিষ্ঠানেই তাহা চেতনের মত হয়। মনে কর—বীণার ধ্বনি, তাহা একদিকে ক্রিয়া বা ইতস্ততঃ প্রচলন। চিদ্রূপ পুরুষের অধিষ্ঠানহেতু তাহা 'আমি মধুর শব্দ জানিলাম' এইরূপে বিজ্ঞাত হয়। জ্ঞানসকল হইতে চেষ্টা ও স্থিতি হয় অর্থাৎ শরীর, প্রাণ, মন আদি চৈতন্যের অধিষ্ঠানহেতুই স্ব স্ব ব্যাপারে আরূঢ় থাকিয়া ভোগাপবর্গ সাধন করে, এইজন্য শ্রুতি বলেন 'প্রাণস্য প্রাণঃ' ইত্যাদি। যেমন সূর্যের আলোকে আমরা দেখিতে পাই, ক্রিয়াশক্তি পাই ও প্রাণধারণের উপাদান অন্ন পাই, সেইরূপ পুরুষের অধিষ্ঠানেই চিত্তের প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি সাধিত হয়। পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হওয়াতেই ত্রিগুণনির্মিত আমাদের এই জৈব উপাধিসকল ব্যক্তরূপে সত্তাবান্ রহিয়াছে।

১৪। চতুর্থ যুক্তি 'ভোক্তৃভাবাৎ'। ভোক্তা = ভোগকর্তা। যোগভাষ্যে ভোগের এইরূপ লক্ষণ আছে যথা—'দৃশ্যস্যোপলব্ধির্ভোগঃ', 'ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণং ভোগঃ'। এই দুই লক্ষণ মিলাইলে এইরূপ হয়—ইষ্ট ও অনিষ্ট স্বরূপে দৃশ্যের উপলব্ধিই ভোগ। ইষ্ট অর্থে ইচ্ছার অনুকূল বা ইচ্ছার বিষয়, ইষ্টের দিকে করণের প্রবৃত্তি হয় এবং অনিষ্টের বিপরীতে করণের প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং ভোগ অর্থে করণের প্রবৃত্তির উপলব্ধি হইল *।

* পুরুষ সাংখ্যমতে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাতা, ভোক্তা ও অধিষ্ঠাতা, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে কর্তা ও ধর্তা নহেন। কারণ পুরুষ জ্ঞ-স্বরূপ। তাঁহার নিকট সমস্তই জ্ঞাত বা দৃষ্ট। কার্য এবং ধার্যও তাঁহার দৃশ্য। সুতরাং তাঁহার নিকট সাক্ষাৎসম্বন্ধে কার্য ও ধার্য নাই। তজ্জন্য পুরুষ—

জ্ঞানের প্রকাশয়িতা বা প্রতিসংবেদী জ্ঞাতা।
প্রবৃত্তির প্রকাশয়িতা বা ভোক্তা।
স্থিতির প্রকাশয়িতা বা অধিষ্ঠাতা।

অতএব তিনি জ্ঞানেরই সাক্ষাৎ জ্ঞাতা, কিন্তু প্রবৃত্তি ও স্থিতির সহিত জ্ঞাতৃত্বের দ্বারা সম্বন্ধ। তন্মধ্যে প্রবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ-ভাবের নাম ভোক্তৃত্ব এবং স্থিতির সহিত সম্বন্ধভাবের নাম অধিষ্ঠাতৃত্ব। বুদ্ধির উপরে এক দ্রষ্টা থাকাতে জ্ঞান সমগ্রস-ভাবে জ্ঞাত হয় তাহাই জ্ঞাতৃত্ব, প্রবৃত্তি সমঞ্জসভাবে সিদ্ধ হয় তাহা ভোক্তৃত্ব ও সংস্কার বা ধার্য বিষয় সমঞ্জসভাবে ধৃত হয়

অতএব ভোক্তা অর্থে প্রবৃত্তির উপলব্ধিকারী। নানা করণশক্তির দ্বারা ইষ্টানিষ্টের উপলব্ধি-করণে, কেন্দ্রভূত এক চেতন অনুভাবয়িতার সত্তা অবিনাভাবী। আর ইষ্টানিষ্ট অবধারণপূর্বক নানাকরণের একদিকে সমঞ্জসভাবে প্রবৃত্তির জন্যও উপরিস্থিত সাধারণ এক চেতয়িতার সত্তা স্বীকার্য হয়, অতএব ভোক্তৃভাবের জন্যও চিত্তের প্রবৃত্তির মূলহেতু-স্বরূপ অতিরিক্ত এক চিদ্রূপ সত্তা স্বীকার্য হয়।

১৫। পঞ্চম যুক্তি 'কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ'। কৈবল্য চিত্তবৃত্তির সম্যক্ (অর্থাৎ নিঃশেষ ও সর্বকালীন) নিরোধ। যদি চিত্তের অতিরিক্ত এক চেতয়িতা না থাকিত, তবে চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধে প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। যাহাকে 'আমি' বলি, তাহার একাংশ (অবিকৃতাংশ) চিত্তাতিরিক্ত সত্তা বলিয়াই আমি চিত্তবৃত্তি বোধ করিয়া শান্তবৃত্তিরূপ 'আমি' হইবার জন্য প্রবৃত্ত হই।

অবশ্য যাহারা কৈবল্যের কিছুই বুঝে না, বা যাহাদের মতে চিত্তবৃত্তিনিরোধ নাই, তাহাদের নিকট এই যুক্তি কার্যকরী নহে। এই প্রকরণে কৈবল্য বুঝান অপ্রাসঙ্গিক হইবে। যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি, তাহার নিরোধ এবং নিরোধের উপায় বৈজ্ঞানিক ন্যায্য পন্থায় প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার অযুক্ততা বা অসম্ভবতা ন্যায্য প্রথায় প্রদর্শন করা এ পর্যন্ত কাহারও সাধ্য হয় নাই। তাহা কেহ করিলে তবে এই যুক্তির সারবত্তার লাঘব হইবে।

১৬। পূর্বোক্ত বিচার হইতে 'আমি কিসে নির্মিত' এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ হয়—সাধারণতঃ যাহাকে 'আমি' বলি, তাহা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের দ্বারা নির্মিত, অর্থাৎ এই দুই পদার্থকে এক করিয়া 'আমি' নাম দিই। কিন্তু দ্রষ্টা ও দৃশ্য যখন সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাব—আমি দৃশ্যের দ্রষ্টা, এইরূপ প্রত্যয় যখন হয়—তখন 'আমি'র অন্তর্গত যে সম্পূর্ণ চেতন ভাব তাহাই দ্রষ্টা। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের একত্বখ্যাতির বা 'প্রত্যয়াবিশেষের' নাম অবিদ্যা বা অনাত্মে আত্মখ্যাতি।

১৭। 'আমি'র স্বরূপ। দ্রষ্টার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে প্রধানতঃ দৃশ্য-ধর্মের প্রতিষেধ করিয়া করিতে হয়। কারণ, আমাদের ব্যবহার্য সমস্তই দৃশ্য, আর দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্, সুতরাং দৃশ্যধর্মসকলের প্রতিষেধ করিয়াই দ্রষ্টার স্বরূপ অবধারণ করিতে হয়।

কিন্তু কেবল নিষেধবাচক শব্দ দিয়া কোন পদার্থের লক্ষণ করিলে তাহা অভাব পদার্থ হয়। অশব্দ, অরূপ, অরস ইত্যাদি কেবল শত শত নিষেধবাচী শব্দের দ্বারা কোন ভাব পদার্থ লক্ষিত হয় না। নিষেধবাচীর সহিত ভাববাচী শব্দও থাকা চাই। সেই ভাববাচী শব্দও আমরা দৃশ্য হইতে পাই। কারণ দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও সম্পূর্ণ বিসদৃশ নহেন, "স বুদ্ধের্ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি" (যোগভাষ্য ২।২০)।

দ্রষ্টার ও দৃশ্যের 'অস্তি' এই পদার্থ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। দ্রষ্টাও অস্তি, দৃশ্যও অস্তি। শ্রুতি বলেন, "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে" (কঠ)।

তাহাই অধিষ্ঠাতৃত্ব। গীতায় আছে, "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।" আধুনিক বৈদান্তিকেরা ভোক্তৃত্বের তাৎপর্য না বুঝিয়া প্রাচীন মহর্ষিগণের বাক্যে দোষ দিয়া থাকেন।

ফলে, দ্রষ্টা = আত্মবুদ্ধির প্রতিসংবেদী, বিজ্ঞাতা = শব্দাদি বুদ্ধির প্রতিসংবেদী, ভোক্তা = ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধির প্রতিসংবেদী ও অধিষ্ঠাতা = ধার্যবিষয়ের প্রতিসংবেদী।

স্বপ্রতিষ্ঠ হন ইত্যাকার বোধও বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠ, তদ্দ্বারাও পুরুষের অবস্থান্তর হয় না ; কারণ অ-স্বপ্রতিষ্ঠ যখন মিথ্যা, তখন স্বপ্রতিষ্ঠীভূততাও ভ্রান্তি (বৈদান্তিকের ভাষায় সংবাদী ভ্রম)। বস্তুতঃ স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষকে স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া জানাই বিদ্যা। ইহাই যোগদর্শনোক্ত পুরুষ-সিদ্ধির চূর্ণক।

এতাবতা পুরুষের স্বরূপলক্ষণ বিচারিত হইল। এতদ্ব্যতীত নিষেধবাচী পদের দ্বারাও দ্রষ্টার লক্ষণ কার্য। একমাত্র অ-দৃশ্য বা নির্গুণ পদদ্বয়ের অন্যতরের দ্বারা সমস্তের নিষেধ বুঝায়। অ-দৃশ্য অর্থে দৃশ্য নহে। দৃশ্য ত্রিগুণ, সুতরাং দ্রষ্টা নির্গুণ। গুণ অর্থে যেখানে ধর্ম সেখানেও পুরুষ নির্গুণ অর্থাৎ তিনি ধর্ম-ধর্মি-দৃষ্টির অতীত ('তত্ত্বপ্রকরণ' দ্রষ্টব্য)। তাই সাংখ্যসূত্রে আছে—"নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্মা" অর্থাৎ 'পুরুষের ধর্ম চৈতন্য' এইরূপ বাক্য ঠিক নহে, কিন্তু পুরুষই চিৎ।

এই অ-দৃশ্য বা নির্গুণ পদার্থকে শ্রুতি বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। 'অমনা', 'অচক্ষু', 'অপাণিপাদ', 'অপ্রাণ' ইত্যাদি পদের দ্বারা অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ-রূপ দৃশ্য পদার্থ (করণবর্গ) হইতে পৃথকত্ব দর্শিত হইয়াছে। আর অচিন্ত্য (মনের অগ্রাহ্য), অদৃষ্ট (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য), অব্যবহার্য (কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অবিষয়) ইত্যাদি পদের দ্বারা (করণের) বিষয়রূপ দৃশ্য হইতে পৃথকত্ব দর্শিত হইয়াছে। এই জন্য চিৎ অব্যপদেশ্য বা দেশ ও কালের দ্বারা ব্যপদেশ করিবার যোগ্য পদার্থ নহে। অর্থাৎ তাহা ছোট, বড, মোটা, পাতলা বা সর্বদেশব্যাপী ভাব নহে এবং কালব্যাপী ভাবও নহে। সর্বব্যাপী আদি শব্দ বাহিরের দিক্ হইতে বলা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে সর্বও নাই, ব্যাপিত্বও নাই। 'অনন্ত' ও 'নিত্য' শব্দের দ্বারা দেশকালাতীততা বুঝান হয় ('তত্ত্বপ্রকরণ' দ্রষ্টব্য)। অনন্ত ও নিত্য শব্দ দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয়। যথা—পারিণামিক ও কৌটস্থ্য। যাহার অন্ত জানিতে জানিতে শেষ পাওয়া যায় না, বা যাহার অন্তরেখা সদাই সুদূরে চলিয়া যায়, অর্থাৎ যাহাকে যতই জানি না কেন কখনও জানিয়া শেষ করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা পারিণামিক অনন্ততা, যেমন দেশ অনন্ত ইত্যাদি। তেমনি যাহা একরূপ না একরূপ অবস্থায় সদাই থাকে ও থাকিবে তাহারও নিত্যতা পারিণামিক, যেমন ত্রিগুণের নিত্যতা।

দৈশিক বা কালিক পরিচ্ছেদের যাহাতে ব্যপদেশ বা আরোপণযোগ্যতা নাই, অন্ত পদার্থ বা পরিণাম পদার্থের গন্ধমাত্রও থাকিলে যাহাতে স্থিতির সম্ভাবনা নাই, যে যে ভাবে পরিচ্ছেদ আসে, যাহা তত্তদ্ভাবের বিরুদ্ধ, তাহাই কূটস্থ অনন্ত ও কূটস্থ নিত্য। চিৎ দেশ ও কালের দ্বারা অব্যপদিষ্ট ; এস্থলে অব্যপদিষ্ট পদের নঞের অর্থ—যেভাবে দৈশিক ও কালিক পরিচ্ছেদ থাকে তাহা 'ছাড়িলে' চিদ্রূপে স্থিতি বা চিতের উপলব্ধি হয়। ফলকথা, দৃশ্যসম্বন্ধীয় অনন্ততা ও নিত্যতা হইতে ভিন্ন পদার্থের নাম কূটস্থ অনন্ততা ও কূটস্থ নিত্যতা। পরিচ্ছেদের অত্যন্তাভাব কূটস্থ অনন্ততা। "আসীনঃ দূরং ব্রজতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে চৈতন্যের দেশব্যাপিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। (যোগদর্শনের ৪।৩৩ সূত্রে নিত্যতার বিষয় দ্রষ্টব্য)। দূর ও নিকট দেশব্যাপী-পদার্থ-সম্বন্ধীয় ভাব। সুতরাং যাহাতে দূর ও নিকট নাই তাহা দেশাতীত ভাব। সমস্ত দৃশ্য 'স-কল' বা সাবয়ব অর্থাৎ অংশের সমষ্টি, তজ্জন্য চিৎ নিষ্কল বা নিরবয়ব।

১৯। চিৎসম্বন্ধীয় কতকগুলি বিশেষণ-পদার্থ আরও উত্তমরূপে পরীক্ষণীয়। চিৎ সর্বদেশ ও সর্বকালব্যাপী এইরূপ পদের অর্থে যদি বুঝ যে চিতের আধার দেশ ও কাল, তাহা হইলে চৈতন্য বুঝা হইবে না, কিন্তু চৈতন্য-নামক জড়পদার্থ-বিশেষ বুঝা হইবে। দেশ ও কাল জ্ঞেয় পদার্থ সম্বন্ধীয় ভাববিশেষ। তাহাদিগকে তাহাদেরই জ্ঞাতার অধিকরণ মনে করা অন্যায্যতার পরাকাষ্ঠা।

লৌকিক মোহে মুগ্ধবুদ্ধির শঙ্কা হয় 'চৈতন্য যদি অনন্ত হয়, তবে সর্বস্থানে থাকিবে, সর্বস্থানে না থাকিলে তাহা সান্ত হইয়া যাইবে।'

চৈতন্যকে জ্ঞেয় বা জড় পদার্থ কল্পনা করিয়াই ঐরূপ শঙ্কা হয়। চৈতন্য জ্ঞাতা। জ্ঞাতার অনন্ততা কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইলে এইরূপে বুঝিতে হয়:—আমি যদি আমা ছাড়া কোন বিষয় না জানি (জানন-শক্তিকে বোধ করিয়া), তাহা হইলে কেবল 'আমাকেই আমার জানা'-মাত্র থাকিবে অর্থাৎ জ্ঞ-মাত্র থাকিবে। জানার সীমা হয় কিরূপে? —কতক জানা ও কতক অজানা থাকিলে। কিন্তু যাহা কেবল জানা-মাত্র তাহার সীমাকারক হেতু কিছু নাই, সেই জন্য চিৎ অনন্ত। জ্ঞাতা সর্বব্যাপী বলিলে এইরূপ বুঝাইবে না যে জ্ঞাতা সর্ব জ্ঞেয়ের মধ্যে আছে, কারণ জ্ঞেয় ভাবের মধ্যে কুত্রাপি জ্ঞাতা লভ্য নহেন, আর জ্ঞাতাতেও জ্ঞেয় লভ্য নহে। জ্ঞাতার স্বরূপ অবধারণ করিলে তৎসহ এইরূপ 'সর্বও' প্রতীতি হইবে না যে, সর্বে জ্ঞাতা ব্যাপিয়া থাকিবে। অতএব জ্ঞাতাকে সর্বব্যাপী বলিলে, সেস্থলে সর্বব্যাপিত্বের অর্থ সমস্ত দৃশ্যের বা বুদ্ধির পরিণামের জ্ঞাতা। বস্তুতঃ যদি সর্বব্যাপী বলা যায় তবে তাহা জ্ঞাতার গৌণ বিশেষণ হইতে পারে, মুখ্য বিশেষণ নহে।

চিৎ সর্বদেশকালব্যাপী নহে, কিন্তু ঈশ্বর তাদৃশ। চিৎ ও ঈশ্বর-এক নহে কারণ চিৎ (পুরুষ) ও ঐশ্বরিক উপাধির সমষ্টির নাম ঈশ্বর। অতএব ঈশ্বর মায়ী, কিন্তু চিৎ মায়ী নহে। স্বপ্রকাশ চিতে মিথ্যা মায়ার বা ইচ্ছার অবকাশ নাই। 'অঘটনঘটনপটীয়সী' হইলেও মায়া নির্গুণ চৈতন্যের গুণ বা শক্তি নহে।

ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ, সুতরাং চিন্মাত্ররূপে স্থিত, তাই মহিমাকীর্তনকালে শ্রুতি তাঁহাকে চিন্মাত্র, নির্গুণ (ত্রিগুণের সহিত অসম্বদ্ধ) ইত্যাদি বলিয়াছেন। আর ঐশ্বরিক উপাধিকে সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। অনেকে ঈদৃশরূপে স্তুত ঈশ্বরকে চিন্মাত্র আত্মার সহিত অভিন্ন মনে করিয়া আত্মপদার্থকে বিপর্যস্ত করেন। আত্মশব্দ শ্রুতিতে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। লক্ষণ ও বিবক্ষা দেখিয়া আত্মার অর্থ স্থির করা উচিত।

২০। পরিশেষে **চিতের একত্ব-নিষেধ** কার্য। চেতন 'আমি' যেমন বস্তুতঃ চিদ্রূপ, সেইরূপ অন্য ব্যক্তির 'আমি'ও চিদ্রূপ, ইহা প্রমেয় সত্য। কিন্তু সেই দুই চিদ্রূপ আমি যে এক, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ব্যবহার দশায় বোধ হয় না যে 'আমি' এবং অন্য 'আমি' এক, আর পারমার্থিক দশাতেও তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তৎকালে কেবল 'আমিকেই জানিতে হয়' অন্য আমিকে জানা ছাড়িতে হইবে। সুতরাং অন্য সব 'আমি'তে আমি মিশিয়া এক হইলাম বা সেইরূপ 'এক' আছি, এইরূপ জ্ঞান অসম্ভব। তজ্জন্য চিৎকে এক-সংখ্যক বলিবার কোন হেতু নাই *।

* আত্মার একত্ব বুঝাইবার জন্য বৈদান্তিকদের দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত একটি প্রিয় উপমা আছে। তাহা যথা— 'ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া একই আকাশ বহুবৎ প্রতীত হয়, সেইরূপ বহু উপাধিযোগে একই আত্মা বহুবৎ প্রতীত হন'। যদিও ইহা উপমামাত্র, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ইহা প্রমাণ-স্বরূপেই ব্যবহৃত হয়।

যাহা বুঝাইবার জন্য এই দৃষ্টান্ত তাহা কিন্তু ইহার দ্বারা বুঝিবার নহে। ইহা এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। ইহাতে কল্পনা করা হইয়াছে যে, আকাশ নামে এমন পদার্থ আছে যাহা ঘটের অন্তরে বাহিরে ও অবয়বমধ্যে একরূপে রহিয়াছে এবং সেই আকাশ ও ঘটাবয়ব একস্থানে থাকিলে পরস্পরকে বাধা দেয় না। কিন্তু বস্তুতঃ তাদৃশ আকাশ কাল্পনিক, শব্দলক্ষণ আকাশভূত ঘটের দ্বারা কতক বাধিত হয়, কারণ দেখা যায় যে শব্দ ঘটাদি দ্রব্যের দ্বারা রুদ্ধ হয়। আকাশের উপাধি তুমি দেখিতেছ কিন্তু আত্মার উপাধি দেখে কে?

'বহু পদার্থ থাকিলে সকলেই সান্ত হইবে, সুতরাং বহু চিৎ থাকিলে সকলেই সান্ত হইবে, চিৎ অনন্ত হইবে না'—এই যুক্তির খাতিরে চিৎকে এক বলা সঙ্গত, ইহা অনেকের মনে আসে। কিন্তু ইহাও দেশব্যাপিত্বরূপ জ্ঞেয় ধর্ম আশ্রয় করিয়া বিচার। দেশব্যাপী পদার্থ এইরূপ বটে, কিন্তু জ্ঞাতা বহু হইলে, সকলে সান্ত হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ৫)। জ্ঞাতার অনন্তত্ব যেজন্য তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম হইলেই জ্ঞাতা সান্ত হইবে, বহু হইলে নহে। পাঁচ জন লোক চন্দ্র দেখিলে কি প্রত্যেকে চন্দ্রের পঞ্চমাংশ দেখিবে? দর্শন-জ্ঞান পঞ্চ সংখ্যক হইলেও তাহা যেমন বহুত্বের জন্য সান্ত হয় না, জ্ঞাতাও তদ্রূপ। স্বরূপজ্ঞাতা স্ববোধমাত্র, তাই তাহা অনন্ত। বহু অনন্ত স্ববোধ থাকিতে পারে, পরস্পরের সহিত তাহাদের কিছু সম্বন্ধ নাই।

২১। উপসংহারে দ্রষ্টা আত্মার লক্ষণসকল একত্র সজ্জিত করিয়া দেখান হইতেছে :—

(১) ভাবার্থ পদের দ্বারা স্বরূপ লক্ষণ—

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। (যোগসূত্র)।

বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী। (ভাষ্য)।

সাক্ষী, চেতা (শ্রুত্যুক্ত)।

(২) নিষেধার্থ পদের দ্বারা লক্ষণ = অ-দৃশ্য বা নির্গুণ।

(ক) করণসাধর্ম্য-নিষেধ—শ্রুত্যুক্ত।

অন্তঃকরণ-সাধর্ম্যহীন = অমনা।
জ্ঞানেন্দ্রিয় „ = অচক্ষু, অকর্ণ ইত্যাদি।
কর্মেন্দ্রিয় „ = অপাণিপাদ ইত্যাদি।
প্রাণ „ = অপ্রাণ।

(খ) বিষয়সাধর্ম্য-নিষেধ—

অন্তঃকরণের (সাক্ষাৎ) অবিষয় = অচিন্ত্য।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াবিষয় = অদৃষ্ট, অশব্দ, অস্পর্শ ইত্যাদি।

কর্মেন্দ্রিয়াবিষয় = অব্যবহার্য ইত্যাদি।

প্রাণাবিষয় = অব্যবহার্য ইত্যাদি।

(গ) বিষয় ও করণের অন্যান্য সাধর্ম্য নিষেধ—

দেশকালব্যাপিত্বহীন = অব্যপদেশ্য।

অবয়বহীন = নিরবয়ব, নিষ্কল।

মায়াদি দ্বৈত পদার্থের সম্পর্কহীন = নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ।

ঐশ্বর্যহীন = 'ন প্রজ্ঞানঘন' ইত্যাদি।

ক্রিয়াহীন = অপ্রতিসংক্রম, নিষ্ক্রিয়।

পরিণামানন্ত্যহীন = কূটস্থানন্ত।

বৃদ্ধি-ক্ষয়হীন = অব্যয়, অবিনাশী ইত্যাদি।

ফলতঃ ঐ আকাশ দিক্ (space)-নামক বৈকল্পিক (অবাস্তব) পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত হয়।

'যদি ঐ ইষ্টক হইতে তৎপরিমাণ অবকাশ লওয়া যায়, তবে ইষ্টক থাকিতে পারে না, অতএব ঐ ইষ্টকই অবকাশ বা শূন্য'—এতাদৃশ ন্যায়ের মত উক্ত উপমারূপ দৃষ্টান্তে কাল্পনিক পদার্থ স্বীকার করিয়া প্রমাণের ভিত্তি করার চেষ্টা মাত্র।

(ঘ) একত্বের প্রমাণাভাবে ও সাবয়ববাদি দোষ আসে বলিয়া=অনেক।

২২। প্রাচীন কাল হইতে অনেক বাদী অনেক যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ চরম পদার্থকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। সাংখ্যেরাও বলেন, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" (শ্রুতি)। ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে।

যিনিই যাহা উদ্ভাবন করুন না কেন, তাহা দ্রষ্টার অথবা দৃশ্যের অন্তর্গত হইবে। দ্রষ্টা হইতে পর কিছু হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। যাহারা পুরুষ অপেক্ষা উচ্চ পদার্থ আছে বলে তাহাদের, দ্রষ্টা অপেক্ষা উচ্চ পদার্থ যে হইতে পারে তাহা দেখান আবশ্যক। 'অনন্ত হইতে বড়' বলা যেমন প্রলাপমাত্র, দ্রষ্টা হইতে পর পদার্থ বলাও তদ্রূপ।

পুরুষের বহুত্ব এবং প্রকৃতির একত্ব

১। প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য 'এক' ও 'বহু' কয় রকম অর্থে আমরা ব্যবহার করি বা বুঝি। 'এক' এই শব্দের অর্থ এই এইরূপ হয়।—(১) অবিভাজ্য নিরবয়ব এক। (২) সমষ্টিভূত বা বিভাজ্য এক। (৩) বহুর সাধারণ নাম বা জাতি। (৪) অনেক অঙ্গের অঙ্গী-রূপ এক।

প্রথম 'এক' পদার্থের উদাহরণ কেবল অস্মৎ পদার্থ বা 'আমি'। আমি অবিভাজ্য এক (individual) বলিয়াই অনুভূত হয়। 'আমি বহু' বা আমি বহু 'আমি'র সমষ্টি এইরূপ কখনও অনুভূত বা কল্পিত হইতে পারে না বা ধারণার অযোগ্য *। বহু দ্রব্যে আমি অভিমান করিয়া 'আমি অমুক, অমুক' বলিতে পারি কিন্তু সেই সব স্থলেও অভিমন্তা আমি একই থাকে। তাহাতে জানা যায় যে আমিত্বের মধ্যে এমন এক ভাব অন্তর্গত আছে যাহা অবিভাজ্য এক, সুতরাং যাহা নিরবয়ব বা অবয়বের সমষ্টি নহে। ইহাকে অখণ্ড্য বা অখণ্ডৈক রস একও বলে। আমিত্বের এইরূপ এক কেন্দ্র আছে যাহা এতাদৃশ অবিভাজ্য এক। অন্য কোন ব্যক্ত দৃশ্য ভাব এইরূপ 'এক' নহে। পাঠক অনাত্ম দ্রব্যে ঐরূপ অবিভাজ্য এক আবিষ্কার করিতে গেলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। এইরূপ 'এক' অবিকারী ও প্রত্যক্ হইবে। কারণ যাহার ভিতর একাধিক ভাব নাই তাহা একাধিকভাবে জ্ঞাত অর্থাৎ বিকৃত হইতে পারে না।

প্রত্যক্ পদার্থ উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যে অবিভাজ্য নিজত্ববোধ (personality) আছে তাহাই বা তাহার মূলই প্রত্যক্ত্ব বা অ-সামান্যত্ব। যাহা সামান্য বা বহুর মধ্যে সাধারণ, বা বহু বিষয়ীর বিষয় নহে তাহাই অ-সামান্য বা প্রত্যক্। 'আমি নিজে' এইরূপ যে বাক্য বলি তাহা যাহা অনুভব করিয়া বলি তাহাই প্রত্যক্ত্বের অনুভূতি। এই বোধের মূল কেন্দ্রের নামই প্রত্যক্ চেতন বা প্রত্যগাত্মা। তাহা নিজবোধ ব্যতীত অন্য কিছু বোধ নহে, সুতরাং তাহা অবিভাজ্য এক।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের এক-এ অনেক পদার্থ অন্তর্গত থাকে। যেমন, এক স্তূপ অনেক বালুকার সমষ্টিমাত্র, মনুষ্য, গো আদি একবচনান্ত শব্দ অনেক ব্যক্তির সাধারণ নামমাত্র।

চতুর্থ প্রকারের অঙ্গী 'এক'। অঙ্গ দুই প্রকার, স্বাভাবিক বা অবিনাভাবী অঙ্গ এবং অবয়ব বা আগন্তুক অঙ্গ (যাহা অবয়বন করিয়া বা মিলিত হইয়া 'এক' দ্রব্য হয়)। তন্মধ্যে শেষোক্তটি সমষ্টিভূত একের অন্তর্গত। আর, অবিনাভাবী অঙ্গের অঙ্গী যে 'এক' তাহার অঙ্গভেদ থাকিলেও

* গ্রীক দার্শনিক Plutarch এই একত্বের সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন, যথা:—I mean not in the aggregate sense, as we say one army, or one body of men composed of many individuals, but that which exists distinctly must necessarily be one, the very idea of Being implies individuality. One is that which is simple Being, free from mixture and composition. To be one, therefore, in this sense, is consistent only with a nature entire in its first principle and incapable of alteration or decay.—*Life of Plutarch*, by J. & W. Langhorne.

অঙ্গসকল বিযোজ্য নহে বলিয়া তাহাই প্রকৃত চতুর্থ প্রকারের অঙ্গী এক। কোন এক বাহ্য দ্রব্যকে অনেক ভাগে বা অবয়বে বিশ্লিষ্ট করিতে পার কিন্তু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থৌল্য হইতে বিযুক্ত করিতে পার না। ত্র্যঙ্গ প্রকৃতি এইরূপ অঙ্গী এক। তাহার অঙ্গত্রয় অবিনাভাবী হইলেও ত্রিত্বহেতু তাহাতে নানাত্বের বীজ আছে।

২। ঐ চতুর্বিধ 'এক' পদার্থ যদি একাধিক সংখ্যক থাকে তবেই তাহাদিগকে অনেক বলা যায়। উপর্যুক্ত বিভাগ অনুসারে অবিভাজ্য 'এক' পদার্থ যদি অনেক সংখ্যক থাকে তবে তাহাদের অনেক বলা যায়, যেমন জড়বাদীদের 'অবিভাজ্য' অসংখ্য পরমাণু। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের 'এক' পদার্থও ঐরূপে বহু হইতে পারে।

৩। পুরুষ বা বিজ্ঞাতা যে আছেন ও অবিকারী চিদ্রূপ-সত্তা তাহা বহুস্থলে ন্যায়সিদ্ধ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার সংখ্যার বিষয় বিচার্য।

আমরা অনুভব করি যে অনেক আমার মতো দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা আছে, তাহারা যে সব এক এ কথার বিন্দুমাত্র প্রমাণ নাই, তাই বলি মনুষ্যস্থ জ্ঞাতার ন্যায় বহু জ্ঞাতা আছে। জ্ঞাতারা সর্বতস্তুল্য সুতরাং তাহাদের একজাতীয় বস্তু বলিতে পার কিন্তু একসংখ্যক বলার হেতু নাই। যদি শঙ্কা কর একই জ্ঞাতা বহু বুদ্ধির দ্রষ্টা, তাহাতে জিজ্ঞাস্য—এইরূপ শঙ্কা কর কোন্ যুক্তিতে? ইহাতে যদি বল 'অমুক বলিয়া গিয়াছে—দ্রষ্টা একসংখ্যক' তবে তাহা দার্শনিক বিচারে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। উহা অন্ধবিশ্বাসের বিষয়। আর যদি বল যে এইরূপ তো সম্ভব হইতে পারে। ইহা গ্রাহ্য শঙ্কা বটে, কিন্তু তোমাকে দেখাইতে হইবে যে ইহা কেন সম্ভব, দুই চারিটা উপমা (যাহা উদাহরণ নহে) দিলেই চলিবে না। পরন্তু ঐ মত যে অসম্ভব তাহা আমাদের অনুভবসিদ্ধ। আমরা অনুভব করি যে আমি এক কালে একই জ্ঞানের জ্ঞাতা, যুগপৎ আমি বহুজ্ঞানের জ্ঞাতা এইরূপ কখনও অনুভব হয় না। আমি এক কালে নীলও জান্‌ছি পীতও জান্‌ছি, মৃত্যুও জান্‌ছি জন্মও জান্‌ছি—এইরূপ অনুভব অসম্ভব ও অনুভূতিবিরুদ্ধ সুতরাং অচিন্তনীয় বাঙ্‌মাত্র। অতএব ঐ শঙ্কার অবকাশ নাই।

৪। যদি বল আমরা যত ভেদ করি সব দেশকাল দিয়া ভেদ করি, দেশকালাতীত দ্রষ্টাদের কি দিয়া ভেদ করিব? ইহা নিতান্ত অযুক্ত কথা কারণ দৈশিক দ্রব্যকে দেশ দিয়া এবং কালিক দ্রব্যকে কাল দিয়া ভেদ করি, যদি তাহাদের ভেদক গুণ থাকে। দেশকালাতীত দ্রব্যদের যে দেশকাল দিয়া ভেদ করিতে হইবে তাহা তোমাকে কে বলিল? ব্যাবহারিক পদার্থ সব দেশকালাশ্রিত, তাই কি দেশকালাতীত বস্তু নাই? যদি থাকে তবে তাহাকে দেশভেদে ভিন্ন বা কালভেদে ভিন্ন এইরূপ অযুক্ত কথা বলিতে যাইবে কেন? দেশকালাতীত হইলেই যে তাহারা একসংখ্যক হইবে তাহা ধরিয়া লও কেন? উহার বিন্দুমাত্র যুক্তি নাই। মন দেশাতীত দ্রব্য, তাই বলিয়া কি বহুসংখ্যক মন নাই? কালাতীত অর্থে বিকারহীন, বিকারহীন হইলেই যে একসংখ্যক হইবে তাহা তোমাকে কে বলিল? উহা বলার কিছুমাত্র যুক্তি নাই। সুতরাং দেশকালাতীতত্বের সহিত সংখ্যার একত্ব-বহুত্বের কিছুই সম্বন্ধ নাই। প্রমাণহীন ধরিয়া-লওয়া কথার উপরেই ঐ শঙ্কা নির্ভর করে। দ্রষ্টা অল্পদেশব্যাপী বা সর্বদেশব্যাপী এইরূপ কল্পনা করিলে যে চিদ্রূপ দ্রষ্টাকে কল্পনা করা হয় না, কিন্তু এক জড় দ্রব্য কল্পনা করা হয় তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

তবে কোন্ ভেদক গুণের দ্বারা দ্রষ্টাদের ভেদ স্থাপন করিতে হইবে, সব দ্রষ্টাই তো সর্বতস্তুল্য?—

দ্রষ্টাদের প্রত্যকৃত্ব বা নিজত্ব স্বভাবের দ্বারাই তাহাদের ভেদ খ্যাপ্য। দ্রষ্টারা স্বভাবতঃ প্রত্যক্‌ বা এক অবিভাজ্য নিজবোধ-স্বরূপ। নিজ অর্থে যাহা অন্য সব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিবিক্ত এইরূপ 'জ্ঞ'-মাত্র দ্রব্য। যে বোধে অন্যের জ্ঞান নাই তাহাই প্রত্যক্‌ চেতন বা নিজবোধমাত্র, তাহা ছোট বড় নহে এবং বিকারী নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিতে এইরূপ স্বভাবের এক কেন্দ্র পাই বলিয়া এবং সেই সব নিজবোধ যে একসংখ্যক তাহার বিন্দুমাত্রও যুক্তি নাই বলিয়া দ্রষ্টারা পৃথক্‌ এবং অসংখ্য, তাহাদের ভেদ সুতরাং স্বাভাবিক। তথাপি যদি তাহাদের একসংখ্যক বল তবে তোমাকেই দেখাইতে হইবে যে তাহাদের অভেদক গুণ কি? গুণ-গুণিদৃষ্টির অতীত দ্রষ্টাদের গুণ দেখাইতে যাওয়া অতীব অন্যায্যতা, স্বভাব দেখাইতেও পার না কারণ দ্রষ্টার স্বভাবই প্রত্যকৃত্ব।

প্রত্যেক বুদ্ধির দ্রষ্টারা এক হইয়া যায় এইরূপ যদি দেখাইতে পারিতে তবে বলিতে পারিতে দ্রষ্টারা এক। কিন্তু তাহারও সম্ভাবনা নাই কারণ দ্রষ্টার বহুত্ব ও একত্ব উভয় মতেই সমস্ত অনাত্মবোধ ছাড়িয়া নিজবোধমাত্রে স্থিতিই মোক্ষ। অতএব কখনও এইরূপ বোধ হইবে না যে, জ্ঞাতা আমি অন্য সব জ্ঞাতা হইয়া গেলাম।

৫। বহু হইলে তাহারা সসীম হইবে এই স্থূল আপত্তি 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' ৫-৬ প্রকরণে নিরসিত হইয়াছে এবং 'জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্‌' এইরূপ বাক্যেরও প্রকৃত অর্থ 'জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাৎ...' এই কারিকার ব্যাখ্যায় 'সরল সাংখ্যযোগে' বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে তাহা সংক্ষেপে বলা হইল।

'জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্‌' এই সাংখ্যসূত্রের গভীর তাৎপর্য না বুঝিয়া সাধারণ লোকে মনে করে যে, পুরুষের যখন জন্মাদি হয় না, তখন ইহার দ্বারা কিরূপে পুরুষবহুত্ব সিদ্ধ হয়? অবশ্য সাংখ্যাচার্যেরা এই স্থূল আপত্তি উত্তমরূপেই জানিতেন। এখানে পুরুষের জন্ম বক্তব্য নহে কিন্তু তিনি জন্মের জ্ঞাতা ইহাই বক্তব্য, কারণ পুরুষ জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা ইহা সাংখ্যসিদ্ধান্ত, সুতরাং পুরুষের জন্ম বলিলে 'জন্মের জ্ঞাতা' এইরূপ হইবে। একই ক্ষণে বহু জন্মাদির জ্ঞাতা হইলে সেই জ্ঞাতা বহু হইবেন, সুতরাং এক পুরুষ বলিলে একদা বহু দ্রষ্টৃত্বের সমষ্টিভূত এক পুরুষ হইবেন এবং তাদৃশ পুরুষ তাহা হইলে যে স্বগতভেদযুক্ত হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

'জ্ঞাতা আমি' এইরূপ বুদ্ধির অবিভাজ্য একত্ব ও প্রত্যকৃত্ব-স্বভাব অনুভব করিয়া তন্মূল প্রকৃত চেতন জ্ঞাতার সম্পূর্ণ নিজবোধরূপত্ব স্বভাব জানা যায় এবং দেখান হইয়াছে যে যুগপৎ বহু জ্ঞানের একই জ্ঞাতা থাকা অননুভাব্য, অচিন্ত্য ও অকল্পনীয় বাক্য। প্রকৃতি এক এবং সামান্য (অগ্রে দ্রষ্টব্য), অতএব বহু আমিত্ব বুদ্ধি যাহা দেখা যায় তাহার কারণ কি? বহুর কারণ বহু হইবে, সুতরাং এক বিভাজ্য প্রকৃতির বহু বিভাগের কারণ বহু পুরুষ বা দ্রষ্টা হইবেন।

৬। পরমার্থের বা ত্রিতাপমুক্তির জন্য দর্শন বা যুক্তিযুক্ত মনন চাই। তাহার আলোকে সাধন করিয়া পরমার্থ-সিদ্ধি ('ন সিদ্ধিঃ সাধনং বিনা') হইলে বাক্য মন নিবৃত্ত বা নিরুদ্ধ হয় সুতরাং তখন পরমার্থ-দৃষ্টি থাকে না। অতএব পরমার্থ-সিদ্ধিতে একত্ব-বহুত্ব আদি বুদ্ধি ও তাহার ভাষা থাকে না, ভাষা দিয়া বলিতে হইলেই এক বা অনেক বলিতেই হইবে, এস্থলে বহু বলাই যে যুক্তিযুক্ত তাহাই দেখান হইল।

অজ্ঞলোকে পরমার্থ-সিদ্ধির ও পরমার্থ-দৃষ্টির ভেদ না বুঝিয়া একে অন্যের বিপর্যাস করতঃ গোল করে। পরমার্থ-সিদ্ধিতে যাহা হইবে পরমার্থ-দৃষ্টিতেই তাহা আনিয়া ফেলে। চৈত্র যখন

মোক্ষসাধন করিবেন তখন তাঁহাকে মৈত্রাদি অন্য সব অনাত্ম পদার্থ বিস্মৃত হইয়া কেবল নিজবোধ-মাত্রে যাইতে হইবে। চৈত্র এইরূপ ধ্যান করিবেন না যে আমি মৈত্রের 'আমি' হইয়া গেলাম, কারণ অন্য আমিত্ব অনুমেয়মাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে সুতরাং তাহা ধ্যেয় নহে। 'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি' এইরূপ ভাব মোক্ষাবস্থা নহে কিন্তু সগুণ ঐশ্বর্যযুক্ত ভাববিশেষ। কারণ উহাতে উপাধি থাকে, সর্ব-নামক অনাত্মবোধও থাকে, বিশুদ্ধ নিজবোধমাত্র থাকে না। 'আমি শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছি' ইহা যেমন সাবিচ্ছ উপাধি, 'আমি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছি' ইহাও সেইরূপ। অসংখ্য ব্যক্তি মনে করিতে পারে, 'আমি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছি' তাহাতে তাহাদের সকলের 'আমি' যে এক হইয়া যাইবে তাহা অসম্ভব কল্পনা মাত্র। ঐরূপ উপাধিযুক্ত বহু 'আমি'ই বা দ্রষ্টাই তখন থাকিবে। তুমি যদি মনে কর রাম-শ্যামাদির ভিতর আমি আছি তবে তাহাদের 'আমি' তোমার আমি হইবে না। অতএব স্বভাবতঃ ভিন্ন দ্রষ্টারা নিত্যই বহু, তাহাদের সংখ্যার একত্ব সর্বথা অপ্রমেয়। এক মায়াবাদী ছাড়া সমস্ত দার্শনিকেরা ইহা স্বীকার করেন এবং এই মত শ্রুতির অবিরুদ্ধ মনে করেন।

অবশ্য, পরমার্থ-সিদ্ধিতে কোন মুক্ত পুরুষ অন্য বহু মুক্ত পুরুষের সত্তা উপলব্ধি করিবে না বটে (কারণ সাংখ্যমতে সেই অবস্থা কেবল শুদ্ধ, বুদ্ধ, চিন্মাত্র, বাক্যমনের অতীত) তবে ব্যবহার-দৃষ্টিতে যে বহুত্বের বিশেষ কারণ আছে এবং বহু না বলিলে যে বিশেষ দোষ হয়, তাহা 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' §৬ প্রকরণেও প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ বলিবেন শ্রুতিই প্রমাণ। কিন্তু শ্রুত্যর্থ যে সাংখ্যপক্ষেও সুসঙ্গত, তাহা 'শ্রুতিসার' এবং 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ৭ দ্রষ্টব্য। অনেকে 'বহু অনাদি সত্তা' অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু কেন অসম্ভব তাহার কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন না। কেহ কেহ উপমা দেন যে, 'এক সূর্য যেমন বহু জলে প্রতিবিম্বিত হয়, এক পুরুষও তদ্রূপ'। ইহা উপমা মাত্র, সুতরাং প্রমাণ নহে। সূর্যের উপমা সাংখ্যেরাও বহুত্ব-বিষয়ে দেন। তাঁহারা বলেন, যেমন সূর্যমণ্ডল বহুরশ্মি, অথচ একরূপে প্রতীয়মান, পুরুষগণও তদ্রূপ। সূর্য একরূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ বহু বিম্বের সমাবেশমাত্র। প্রত্যেক স্থান হইতে সেই এক এক বিম্ব দেখা যায়। আর প্রত্যেক স্থান হইতে এক একটি দর্পণ দিয়া যদি এক স্থানে সমস্ত সূর্যপ্রতিবিম্বকে উপর্যুপরি ফেলা যায়, তাহা হইলে তথায় এক সূর্য (ভূশদীপ্তিরূপ) হইবে। অতএব সূর্যকে একত্র সমাবিষ্ট বহু বহু একরূপ বিম্বসমষ্টি বলা যাইতে পারে, পুরুষও তদ্রূপ। অনেকের পক্ষে উপমা-ব্যতীত বুঝিবার আর উপায় নাই বটে, কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মরূপে তত্ত্ব অবগত হইতে চান তাদৃশ পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা যেন এই প্রকার সূক্ষ্ম বিষয়ে বাহ্য উপমাকে প্রমাণ-স্বরূপ না জানিয়া ও তাহা ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য। সম্যগ্‌দর্শনের পক্ষে অর্থাৎ মোক্ষসাধনের পক্ষে পুরুষের বহুত্ববাদ বা একত্ববাদ ইহার মধ্যে যে কোন বাদই তুল্য উপযোগী। উহার কোনটিতে মোক্ষের কোন ক্ষতি হয় না, কারণ মোক্ষসাধনে কেবল নিজেকে 'চিন্মাত্র' বলিয়া জানিতে হয় এবং পর বা সমস্ত অনাত্মের জ্ঞান ছাড়িতে হয়। উভয় মতেই প্রত্যেক জীব 'চিন্মাত্র ও শুদ্ধ', সুতরাং মোক্ষবিষয়ে কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু জগৎ-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য পুরুষবহুত্ববাদ সমধিক ন্যায্য।

৭। প্রকৃতি এক হইলেও ত্র্যঙ্গ। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন অঙ্গ থাকাতে বহু উপদর্শনে তাহার অসংখ্য বিভাগ হইতে পারে। রজ ও তমের দ্বারা সত্ত্বের অসংখ্য প্রকার অভিভব, সেইরূপ

সত্ত্ব ও তমের দ্বারা রজর অসংখ্য প্রকার অভিভব, তদ্রূপ রজ ও সত্ত্বের দ্বারা তমের অসংখ্য প্রকার অভিভব হইতে পারে, অতএব প্রকৃতি বিভাজ্য। কিন্তু এই বিভাগের জন্য অসংখ্য হেতু চাই— সাম্যাবস্থ ত্রিগুণের অহেতুতে বিভাগ হইতে পারে না। সেই হেতুই পুরুষ। তাহাতে অবিভাজ্য পুরুষ হয় বহু হেতুর সমষ্টি হইবেন, না হয় বহু অবিভাজ্য-এক হইবেন। অবিভাজ্য পদার্থ কখনও সমষ্টিভূত হইতে পারে না, অতএব পুরুষ বহু।

প্রধানের একত্ব কিরূপে জানা যায়? —সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের দ্বারা বাহ্য ও আন্তর সমস্ত ভাবপদার্থ নির্মিত, তাই বলিতে হইবে গুণত্রয়াত্মক এক প্রকৃতি এই সমস্তের উপাদান।

৮। প্রশ্ন হইতে পারে বহু বুদ্ধির উপাদান একজাতীয় হইতে পারে কিন্তু সত্ত্ব, রজ ও তম-রূপ পৃথক্ পৃথক্ বহু প্রকৃতিসকল সেই বহু বুদ্ধি আদির যে কারণ নহে তাহা কিরূপে জানা যাইবে? তদুত্তরে বক্তব্য যে 'একজাতীয়' দ্রব্য যদি মিলিত থাকে তবে তাহাদের একই বলিতে হইবে, ভিন্ন বলিবে কিরূপে? তাহা বলার উদাহরণ নাই। সমস্ত বুদ্ধির উপাদানভূত ত্রৈগুণ্য (যাহাদের কথায় পৃথক্ বলিতেছ) তাহারা যে সব সম্বন্ধ তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেখা যায় যে, সাধারণ বা সর্বসামান্য গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সব বুদ্ধি সম্বন্ধ, অতএব বহু দ্রষ্টার দ্বারা সামান্যভাবে গৃহীত গ্রাহ্যের সহিত প্রতিপৌরুষিক গ্রহণের বা করণের উপাদানভূত ত্রৈগুণ্য সম্বন্ধই রহিয়াছে, অসম্বদ্ধ নহে। তাই বলিতে হইবে যে, প্রত্যেকের উপাদানভূত ত্রৈগুণ্য এক সর্বসামান্য ত্রৈগুণ্যেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশিত ভাব। যদি অঙ্গসকল সম্বন্ধ থাকে তবেই সেই জিনিসকে এক বলা যায়, এস্থলেও সেইজন্য প্রকৃতিকে এক বলা হয়।

প্রতিপৌরুষিক বুদ্ধিসকল, যাহারা অন্য হইতে বিবিক্ত, তাহাদের পরস্পরের বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ মনোভাবের আদান-প্রদান হইতে গেলে এমন সাধারণ বিষয় চাই যাহা সব বুদ্ধিরই গ্রাহ্য সুতরাং সব বুদ্ধির সহিত মিলিত। গ্রাহ্য দ্রব্যই সেই মেলন-হেতু। এইরূপে সমস্ত ত্রৈগুণিক দ্রব্য সম্বন্ধ বলিয়া তাহাদের কারণভূত ত্রৈগুণ্য বা প্রকৃতি এক।

৯। আরও শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রত্যেক বুদ্ধি বরাবর আছে ও থাকিবে, অতএব উপাদানভূত ত্রৈগুণ্যসহ তাহারা বরাবরই পৃথক্ হইবে। ইহা অস্পষ্ট কথা। প্রত্যেক বুদ্ধি একভাবেই বরাবর অবস্থিতি করে না; তাহারা প্রতিমুহূর্তে লীন হইতেছে ও উঠিতেছে। লয় পাওয়া অর্থে সমপরিমাণ ত্রিগুণরূপ অবস্থায় যাওয়া, অতএব প্রত্যেক বুদ্ধি বরাবর অভঙ্গ একইরূপে আছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া ন্যায্য নহে সুতরাং ঐ শঙ্কা নিঃসার। প্রত্যেক বুদ্ধি প্রতিক্ষণে সাম্যপ্রাপ্ত ত্রিগুণ হইতে ব্যক্ত হইতেছে, এইরূপভাবে বা সভঙ্গ প্রবাহরূপে তাহারা বরাবর আছে—ইহাই প্রকৃত কথা এবং ইহাতে ঐ শঙ্কার অবকাশ থাকে না। প্রত্যক্ষ বিষয়ের দৃষ্টান্ত লইয়া বলা যাইতে পারে যে একই সমুদ্রে বহু বায়ুবেগরূপ তরঙ্গ-উৎপাদক হেতুর দ্বারা যেমন বহু তরঙ্গ হয়, সেইরূপ বহু পৌরুষেয় উপদর্শনরূপ হেতুর দ্বারা একই ত্রিগুণ সমুদ্রে বহু বুদ্ধিরূপ তরঙ্গ হয়। অপ্রত্যক্ষ অনুমেয় বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিলে বলা যায় যে, যেমন একস্থান হইতে স্তোকে স্তোকে ধূম উঠিতেছে দেখিলে অনুমান করিয়া বলি যে, একই অপ্রত্যক্ষ অগ্নি হইতে ঐ বহু ধূম-স্তোক উঠিতেছে, সেইরূপ অব্যক্তীভূত একই ত্রিগুণ হইতে বহু বুদ্ধিরূপ ব্যক্তি বা (ভিন্ন ভিন্ন ত্রিগুণ-সমষ্টিরূপ) স্তোকসকল প্রতি মুহূর্তে উঠিতেছে।

ব্যক্তভাবসকল উপলব্ধিযোগ্য, উপলব্ধি হইলেই তাহার পৃথক্ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধ হয়। উপলব্ধ

হওয়া ও ব্যক্তিভেদ অবিনাভাবী। যে অব্যক্তীভূত অনুপলব্ধ ত্রিগুণ হইতে প্রতিক্ষণে বুদ্ধিরূপ ব্যক্তিসকল উঠিতেছে তাহার ভিতরে পৃথক্‌ত্ব কল্পনা করার কোন হেতু নাই। তাহা তদতিরিক্ত পুরুষরূপ হেতুবশেই পৃথক্ ব্যক্তিরূপে উঠে বলিয়া তাহাতে বিভাগযোগ্যতামাত্র অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ দৃশ্যরূপে উপলব্ধ হওয়ার যোগ্যতামাত্র, অনুমান করা যায়, কিন্তু তাহা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ কল্পনা করা ন্যায়সঙ্গত নহে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতি বা অব্যক্ত ত্রিগুণ দেশাতীত পদার্থ, সুতরাং তাহাতে পৃথক্ অবয়ব কল্পনা করিলে তাহা দৈশিক অবয়বরূপে কল্পনীয় নহে। কিঞ্চ তাহা কালাতীত পদার্থ, অতএব তাহাতে কালিক অবয়বও কল্পনীয় নহে। দৈশিক ও কালিক অবয়ব যাহাতে কল্পনীয় নহে এইরূপ অথচ যাহা সাধারণ (বহু দ্রষ্টার) বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য পদার্থ তাহাকে 'এক' বলিতে হইবে।

এক দ্রষ্টা 'খানিক' প্রকৃতিকে উপদর্শন করিতেছেন, অন্য এক দ্রষ্টা প্রকৃতির আর এক অংশকে উপদর্শন করিতেছেন—এইরূপ কল্পনা করিতে গেলে প্রকৃতির যথার্থ ধারণা করা হইবে না, দেশকালান্তর্গত পদার্থেরই কল্পনা করা হইবে ('শঙ্কানিরাস' § ৮ দ্রষ্টব্য)।

শান্তি-সম্ভব

অধ্যাত্মযোগসম্বন্ধীয় পারমার্থিক রূপক

(প্রথম মুদ্রণ ইং ১৯০৬)

নিত্য কাল হইতে সম্রাট্ পুরুষদেব স্বপুরে অধিরাজমান আছেন। সেই পুরী অনন্ত স্বয়ংপ্রকাশ বোধ-জ্যোতিতে পরিপূরিত, তদ্বিষয়ে এইরূপ শ্রবণ করা যায় যে, "তথায় সূর্য-চন্দ্র বা তারকা প্রকাশ পায় না , তথায় বিদ্যুৎও প্রভাহীন, অতএব অগ্নির আর কথা কি ? তথাকার প্রকাশ আশ্রয় করিয়া বিশ্ব প্রকাশমান হয়" *। অনাত্মপ্রদেশে বুদ্ধি নামে যে প্রোত্তুঙ্গ অধিত্যকা আছে, পুরুষদেবের পুরী তাহারও উপরিস্থিত।

বুদ্ধি-অধিত্যকার নিম্নে অহংকার-ক্ষেত্রে অনাদি কাল হইতে চিত্তনগরী স্থাপিত আছে। উহা কালনদীর তীরে স্থিত। কালনদী নিরত অনাগতের দিক্ হইতে অতীতের দিকে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

চিত্তনগরে অভিমান-কুল-সম্ভূতা ইচ্ছাদেবী অধীশ্বরী। ইচ্ছাদেবী চিরনবীনা। যদিও উচ্চ-কুলজ 'বিচার' নামে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধুনা বিচারের কিছুই ক্ষমতা নাই। কারণ, অবিদ্যা-নাম্নী এক নিশাচরী আত্মজ 'প্রমাদ'কে এইরূপ মোহনসাজে সাজাইয়া চিত্তনগরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে যে, প্রায় সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া গিয়াছে। সে মন্ত্রিবর বিচারকে মোহময়ী প্রমোদ-মদিরা পান করাইয়া এইরূপ মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, বিচার তাহার সমস্ত কুকার্যেই অধুনা সম্মতি দেন। আর স্বভাবতঃ চঞ্চলা ইচ্ছাদেবী প্রমাদের কুমন্ত্রণায় এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলা হইয়াছেন যে, চিত্তরাজ্যে মহা বিপ্লবের আশঙ্কা অধুনা প্রকটিত হইতেছে। প্রমাদের মন্ত্রণায় ইচ্ছা নিরতই স্বীয় 'ইন্দ্রিয়' নামে দুর্দান্ত অনুচরগণের দ্বারা বিষয়-প্রজাগণকে বড়ই নিষ্পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্মতঃ প্রজাদের নিকট 'সুখ' নামে যে কর প্রাপ্য † ইচ্ছার তাহাতে আর মন উঠে না, ব্যয়ও কুলায় না। কারণ, প্রমাদ তাহার অনেক সুখ-রাজস্ব হরণ করিয়া স্বীয় অনুচর কাম, ক্রোধ ও লোভকে দেয়। তাহারা মাৎসর্য-শৌণ্ডিকের নিকট হইতে মদ্য ক্রয়েই উহা উড়াইয়া দেয়।

শেষে এমনি হইয়া উঠিল যে, বিষয়-প্রজারা আর সুখ-রাজস্ব যোগাইতে অক্ষম হইল। ইন্দ্রিয়গণ তথাপি উৎপীড়ন করিতে থাকাতে তাহারা দুঃখ-শর মারিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে জর্জরিত করিতে লাগিল ও ইচ্ছা-রাজ্ঞীকে 'প্রবৃত্তি-রাক্ষসী' নামে গালি দিতে লাগিল। বস্তুতঃই ইচ্ছা প্রমাদ-রাক্ষসের সাহচর্যে রাক্ষসীর মত হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুতেই আর তাঁহার ক্ষুধার শান্তি হয় না। এতদিন

* ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ (শ্রুতি)।

† ধর্মাৎ সুখম্।

হযত ইচ্ছাদেবী প্রমাদ-বাক্ষসকে আত্মসমর্পণ কবিতেন, কিন্তু কেবল স্বীয উচ্চ পৌরুষেয় কুলেব অভিমানেব অনুবোধে তাহা পাবেন নাই।

যাহা হউক, পবিশেষে এইরূপ সময আসিল যে, ইন্দ্রিয-অনুচবগণ আব ইচ্ছাদেবীব কথা শুনে না, তাহাবা অশক্ত হইযা আব বিষযদেব মধ্যে সুখ-আহবণে যাইতে চাহে না। সুতবাং ইচ্ছাকে প্রতিকাবে অসমর্থা ও মন্যুতে ক্লিশ্যমানা হইযা কালযাপন কবিতে হইল। তিনি সদাই 'অনীশা' নামে অন্ধকাব-গৃহে শোকে মুহ্যমানা হইযা থাকিতেন *। বাহ্য বিষযগণ বাহ্য দুঃখ ও আন্তব বিষযগণ আধ্যাত্মিক দুঃখরূপ শব নিযত চিত্তনগবে বর্ষণ কবিতে লাগিল।

এদিকে প্রমাদেবও বিষয-সুখরূপ ধনাগম বন্ধ হওযায প্রতিপত্তি কমিযা গেল। সে অনেক চেষ্টায কামেব ও লোভেব দ্বাবা মৃদু এবং ক্রোধেব দ্বাবা উগ্র মদিবা প্রেবণপূর্বক অশক্ত ইন্দ্রিযগণকে মত্ত কবিযা বিষয-মধ্যে প্রেবণ কবিল , কিন্তু শক্তিহীন প্রমত্ত যোদ্ধাবা প্রবল শত্রুব সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ কবিতে পাবে ? ইন্দ্রিযগণ দুঃখশবে জর্জবীভূত হইযা আর্তনাদ কবিতে কবিতে ফিবিযা আসিল।

সেই আর্তনাদে বিচাবেব মোহভঙ্গ হইল। বিশেষতঃ প্রমাদও আব অধুনা সুখাভাবে বিচাব-মন্ত্রীকে প্রমোদ-মদিবা যোগাইতে পাবে না। বিচাব প্রবুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাদেবীকে প্রমাদেব সম্বন্ধে যথার্থ কথা বলিলেন, তাহাতে ইচ্ছা ক্ষুব্ধা হইযা প্রমাদকে অতিশয ভর্ৎসনা কবিলেন, বলিলেন— "বে দুর্বৃত্ত বাক্ষস। তোব জন্যই আমাব এই দুর্দশা , তুই আমাব বাজ্য হইতে দূব হ"। এইরূপে চাবিদিক্ হইতে ক্লিষ্ট হওযাতে প্রমাদেব বাক্ষসরূপ বাহিব হইযা পডিল। মাযা-নিপুণা অবিদ্যা-নিশাচবী—যথা-বস্তুকে অযথা কবা যাহাব প্রধান ব্যবসায—সেও আব প্রমাদেব বাক্ষসরূপ ঢাকিতে সম্যক্ সক্ষম হইল না। প্রমাদেব বাক্ষসরূপ দেখিযা ইচ্ছাদেবী আবও বিবক্ত হইলেন।

প্রমাদেব অভ্যুত্থান দেখিযা বিচাবেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'তত্ত্ব-বিচাব', স্বীয ভার্যা প্রজ্ঞা, পুত্র বিবেক ও অনুচব শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বৈবাগ্য প্রভৃতিব সহিত অতি সংগোপনে বাস কবিতেছিলেন। চিত্ত-বাজ্যেব দুর্দশা উপস্থিত হইলে, তত্ত্ব-বিচাব আসিযা স্বীয অনুজ বিচাব-মন্ত্রীকে অনেক তত্ত্ব-কথা শুনাইলেন। পবে প্রস্তাব কবিলেন যে, "ইচ্ছাদেবী চঞ্চলা হইলেও স্বভাবতঃ দুঃশীলা নহেন। সন্মার্গে চালাইলে তিনি সহজেই যাইতে পাবেন, আমাব পুত্র বিবেক অতি স্থিববুদ্ধি, তাহাব সহিত যদি ইচ্ছাদেবীকে পবিণীতা কবিতে পাব তবেই চিত্তবাজ্যেব সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে। বিশেষতঃ আমি আমাদেব হিতৈষী পুবোহিত অভ্যাসেব নিকট হইতে জানিযাছি যে, আমাদেব কুলে 'শান্তি' নাম্নী কন্যা উদ্ভূতা হইবে। তাহাবই বাজ্যকালে অবিদ্যা-নিশাচবী সবান্ধবে নিহত হইবে। অতএব তুমি ইচ্ছাদেবীকে সম্মতা কব।" বিচাব অনীশাগৃহে শোককাতবা ইচ্ছাব সহিত সাক্ষাৎ কবিযা বহু প্রকাবে প্রবোধ দিযা ঐ প্রস্তাবে সম্মতা কবাইলেন। এই সংবাদে চিত্ত-বাজ্যেব বিপ্লব অনেক পবিমাণে শান্ত হইল, তবে মধ্যে মধ্যে প্রমাদেব অনুচবেবা অলক্ষিতে আসিযা উপদ্রব কবিত। আব, বিবেকদেব ইচ্ছাদেবীব আচবণেব জন্য যে সব নিযম সুস্থিব কবিযা দিযাছিলেন ইচ্ছা তাহাব আচবণ না কবাতে মধ্যে মধ্যে মহা গোল উপস্থিত হইত। প্রমাদ ছদ্মবেশে আসিযা বিবেকেব কুল ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে নানা নিন্দা কবিযা বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গাইযা দিবাব চেষ্টা কবিত। কখনও বলিত যে, "বিবেক 'শূন্য' কুলে উৎপন্ন, তোমাকে অভাব-দেশে লইযা কষ্ট দিবে।" কখনও বলিত, "তুমি স্বাধীনতা হাবাইযা কিরূপে জডবৎ থাকিবে ?"

* অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ (শ্রুতি)।

ইহাতে বিচার ইচ্ছাদেবীকে প্রবোধ দিয়া সুস্থির করিয়া যোগ-দুর্গে লইয়া রাখিলেন। তথায় প্রমাদের সহজে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য ছিল না, কারণ, তথায় প্রতিহারিরূপে স্মৃতি সদাই জাগরিতা বা সাবধানা থাকিয়া ইচ্ছাদেবীকে রক্ষা করিত। পাছে নিশাচরী অবিদ্যা সানুচরে আসিয়া যোগ-দুর্গ আক্রমণ করে তজ্জন্য বীর্য ও বৈরাগ্য সশস্ত্রভাবে প্রহরীর কার্য করিতে লাগিলেন। বীর্য জ্ঞানাসিহস্তে প্রমাদকে তাড়া করিতেন, আর, বৈরাগ্য 'সংস্কার' নামে যে আবর্জনালোষ্ট্র ছিল তাহা শত্রুর অভিমুখে ত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রাণায়াম তথা হইতে হুংকার করিয়া প্রমাদকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। রাজপুরুষ ইন্দ্রিয়গণের নেতৃত্ব প্রত্যাহারের উপর অর্পিত হইল। তাহারা পূর্বকার অবাধ্যতা ত্যাগ করিয়া প্রত্যাহারের সম্যক্ বশীভূত হইল *।

শ্রদ্ধা জননীর ন্যায় কল্যাণী হইয়া যোগ-দুর্গের সকলকে আহারদানে সঞ্জীবিত রাখিলেন। সমুদ্রমন্থনকালে মোহিনী যেরূপ দিবৌকসগণকে সুধাদানে সুতৃপ্ত করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাও সেইরূপ সত্যামৃত দিয়া সকলকে সুতৃপ্ত করিতে লাগিলেন †।

স্বাধ্যায় প্রণব-ভেরী বাজাইয়া সকলকে সজাগ করিয়া দিতে থাকিতেন। অতএব যোগ-দুর্গস্থ সুশীলা ইচ্ছাদেবী বিষয়-প্রজাদের আর অপ্রিয়া রহিলেন না, তাহারা রাজ্ঞীর ধর্মতঃ প্রাপ্য সংযমসুখ-নামক কর প্রদান করিতে এবং ভক্তিসহকারে তাঁহাকে 'নিবৃত্তিদেবী' নাম দিয়া পূজা করিতে লাগিল। আমরাও অতঃপর ঐ নামেই তাঁহাকে অভিহিত করিব।

ইহাতেও প্রমাদ-নিশাচর ক্ষান্ত ছিল না, সে ইচ্ছাদেবীকে যোগ-দুর্গ হইতে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে সাধুবেশে ইচ্ছাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 'স্ময়'‡ নামে মোহকর বাষ্পের দ্বারা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া বলিল, "দেবি, আপনি ধন্যভাগ্যা! যেহেতু আপনি অচিরাৎ বিবেকদেবের সহিত পরিণীতা হইবেন। আপনার এই যোগ-দুর্গের মত সুরক্ষিত দুর্গ বিশ্বে আর কোথায়? এখানকার যিনি অধীশ্বরী তিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিমতী; আর, আপনার শ্বশুর তত্ত্ব-বিচার অপেক্ষা জ্ঞানী আর কে আছে §? অন্যান্য চিত্তনগরের অধীশ্বরী আপনার যে সব মিত্র-রাণী আছেন, তাঁহাদের নিকট আপনার এই মহিমা প্রচার হওয়া উচিত। তাহাতে আপনার কিছু লাভ না হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের মহা উপকার হইবে; অতএব আপনি যদি তাঁহাদের দেখা দিয়া সব বুঝাইয়া তাঁহাদের শ্রেয়োমার্গ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে বড়ই উত্তম হয়।"

ছদ্মবেশী প্রমাদের কুমন্ত্রণায় ইচ্ছাদেবী স্ময়ে স্ফীতা হইয়া যোগ-দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে উদ্যতা হইলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না। শেষে তত্ত্ব-বিচার আসিয়া এইরূপে প্রবোধ দিলেন, "বৎসে নিবৃত্তিদেবি! কেন তুমি যোগ-দুর্গ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতেছ? এখনও তুমি বিবেকের সহিত পরিণীতা হও নাই। এখন যদি তুমি বাহিরে যাও তবে পুনশ্চ প্রমাদ-নিশাচরের কবলে পতিতা হইবে। সে-ই সাধুবেশে আসিয়া তোমাকে এই কুমন্ত্রণা দিয়াছে। দেখ, ঐ কালনদীতে যে মৃত্যু নামে ক্ষুদ্র ও প্রলয় নামে বৃহৎ বন্যা আসে, চিত্তনগর তাহাতে মধ্যে মধ্যে নিমগ্ন

* ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ (যোগসূত্র)।

† শ্রৎ সত্যং ধীয়তে অস্যাম্ ইতি শ্রদ্ধা (যাস্ক নিরুক্ত)। "সা (শ্রদ্ধা) হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি" (যোগভাষ্য)।

‡ স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ (যোগসূত্র)।

§ নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্ (মহাভারত)।

হওয়াতে এবং প্রমাদের সাহচর্যে তুমি কতই দুঃখ পাইয়াছ। এখন যদি বাহিরে 'প্রচার' করিতে যাও তাহা হইলে কেবল 'সম্প্রদায়' নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণক্ষেত্র সৃজন করিয়া আসিবে। আর, বিবেকের সহিত পরিণীতা হইয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া যদি নির্মাণ-চিত্ত-নির্মিত উত্তুঙ্গ প্রজ্ঞামঞ্চে আরোহণ-পূর্বক পরমার্থগীতি প্রচার কর তবেই যথার্থ ভক্তির সহিত শ্রুত ও স্তুত হইবে।"

ইহাতে ইচ্ছাদেবীর চৈতন্যোদয় হইল, তিনি আর বাহির হইলেন না। পরে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল, সেই দিনের নাম 'সাধন', তাহা অতি কষ্টযাপ্য গ্রীষ্মের দিন। বিবাহের দিনে উপোষিত থাকিতে হয়, কিন্তু চঞ্চলা ইচ্ছা তত বড় দীর্ঘ দিন উপবাস করিতে বড়ই গোল উঠাইতে লাগিলেন। তাহাতে পুরোহিত 'অভ্যাস' কিছু জ্ঞান-গঙ্গার জল, ভক্তি-দুগ্ধ ও সন্তোষ-ফল ('সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ') তাঁহাকে খাইতে দিলেন। নিবৃত্তিদেবী তাহাতেই গতক্লমা ও স্ফূর্তিমতী হইয়া রহিলেন।

পরে সাধন-দিবসের অবসানে যখন 'জ্ঞান-দীপ্তি' * নামক চন্দ্রিকায় উৎফুল্লা শান্তিময়ী ত্রিযামা আসিল তখন বিবেকদেব 'তীব্র সংবেগ' নামে ঘোটকে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। 'অনাহত' শঙ্খধ্বনি করিলেন ও পরে নাদরূপে গম্ভীর তালে বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। পুরোহিত অভ্যাস তখন বিবেকদেবের সহিত ইচ্ছাদেবীর মিলন ঘটাইয়া দিলেন।

ইহার পর, ইচ্ছা বা নিবৃত্তিদেবী স্থিরবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী বিবেকের সম্যক্ অনুবর্তিনী হইয়া চলিতে লাগিলেন ও স্বীয় চাঞ্চল্য ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন বিবেক যাহা স্থির করিতেন, ইচ্ছা তাহাই সম্পাদন করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের শান্তিনাম্নী কন্যা জন্মিল। তাহার সুমধুর মুখচ্ছবি দেখিয়া নিবৃত্তির সমস্ত দুঃখ ঘুচিয়া গেল। নিত্য ও পরম সুখের যাহা উৎস তাহা নিবৃত্তি-দেবী ক্রোড়স্থ শান্তির মুখেই দেখিতে লাগিলেন। পূর্বে তাঁহার সুখ পরাধীন ছিল, কিন্তু এখন করতলগত হইল। নিবৃত্তিদেবী যখন শান্তির মুখ দেখেন তখনই একেবারে আত্মহারা ও কৃতকৃত্যা হইয়া যান, এবং তাঁহার জীবনতন্ত্রী যেন বিশ্লথ হইয়া যায়।

শান্তির উদ্ভবে অবিদ্যাকুল একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল, এবং শেষচেষ্টাস্বরূপ 'লয়' (১।১৯), 'অনবস্থিতত্ব' প্রভৃতি প্রধান প্রধান অন্তরায়কে শৈশবেই শান্তির প্রাণনাশের চেষ্টায় পাঠাইতে লাগিল। তত্ত্ব-বিচার উহা জ্ঞাত হইয়া নিবৃত্তিসহ শান্তিকে লইয়া নিরোধ-দুর্গে যাইতে বিবেককে বলিলেন এবং অবিদ্যা-নিশাচরীকে সম্যক্ দমনের উপায়ও বলিয়া দিলেন। নিরোধ-দুর্গ যোগ-দুর্গেরই কেন্দ্রভূত, উহা বুদ্ধি অধিত্যকার অগ্রভাগে † স্থিত। সম্প্রজ্ঞাত-সোপান দিয়া মধুমতী, প্রজ্ঞাজ্যোতি প্রভৃতি চত্বর পার হইয়া তথায় উঠিতে হয়। নিরোধ-দুর্গের চতুর্দিকে বিশোকা-জ্যোতিষ্মতী নামে বিস্তৃত মাঠ আছে। তাহা পার হইয়া অবিদ্যাকুলের পক্ষে দুর্গ আক্রমণ করা সুসাধ্য নহে।

অতঃপর নিবৃত্তি প্রাণ-প্রতিমা তনয়া শান্তিকে লইয়া নিরোধ-দুর্গে প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। স্বীয় স্বামীর হস্তে পরবৈরাগ্য নামে ব্রহ্মাস্ত্র তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এতদ্দ্বারা সেই শান্তিবিদ্বেষী নিশাচরী অবিদ্যাকে সবান্ধবে হনন করুন।" অবিদ্যা-নিশাচরী আলোক মোটেই সহ্য করিতে পারে

* যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ (যোগসূত্র)।

† দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (শ্রুতি)।

না; তজ্জন্য বিবেকদেব 'বিবেক-খ্যাতি' নামে এক অপূর্ব দীপ নির্মাণ করিলেন। উহা পুরুষ-পুরীর বিমল জ্যোতি প্রতিফলিত করিয়া অব্যাহত আলোকে সমস্তই আলোকিত করিতে সমর্থ। বিবেকদেব সেই খ্যাতি-আলোক-সহকারে পরবৈরাগ্য-ব্রহ্মাস্ত্র অবিদ্যা-নিশাচরীর দিকে নিক্ষেপ করাতে সে সাহুচরে 'অব্যক্ত-কুহরে' লুকাইয়া গেল, আর তাহার বাহিরে আসিবার সামর্থ্য রহিল না।

অতঃপর শান্তি প্রবর্ধিতা (নিরন্তরা) হইলেন। তখন তাঁহারেই রাজ্যের একাধিপত্য দিয়া বিবেক ও নিবৃত্তি চির বিশ্রাম লইবার মানস করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, আমরা স্বীয় শরীরের দ্বারা অব্যক্ত-কুহরের মুখ চিররুদ্ধ করিয়া উপরত হইব। কিন্তু নিবৃত্তির যে মিত্র-রাণীদের নিকট স্বীয় প্রাণ-প্রতিমা তনয়ার মহামহিমা প্রচারের বাসনা ছিল তাহা একবার জাগরুক হওয়াতে, তিনি বিবেকের অনুমতি লইয়া, একবার বিশ্বে 'শান্তি-গীতি' গাহিতে মনস্থ করিলেন। তখন বিবেক একবার খ্যাতি-দীপকে ঈষৎ ঢাকিলেন। কারণ, সেই উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাদিগকে জগতের কেহই দেখিতে সক্ষম নহেন। খ্যাতি-আলোক ঈষৎ আবৃত হইলে অবিদ্যা অমনি অব্যক্ত-কুহর হইতে অস্মিতা-মৃত্তিকায় * আবৃত হইয়া উত্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তিদেবী তদুপরি নির্মাণ-চিত্তরূপ গৃহ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রজ্ঞানামে মহামঞ্চ স্থাপন করিয়া তাহার উপর হইতে 'উপনিষদ্' নামে শান্তি-গীতি গাহিলেন; জগৎ মুগ্ধ হইয়া শুনিল। সেই গীতাবসানে নিবৃত্তিদেবী সম্যক্ কৃত-কৃত্যা হইয়া শাশ্বত-উপরামের কামনায় সেই মঞ্চমধ্যস্থ অবিদ্যার মস্তকে পরবৈরাগ্য-নামক ব্রহ্মাস্ত্র মারিলেন। তাহাতে অবিদ্যা পুনশ্চ শাশ্বতকালের জন্য অব্যক্ত-কুহরে বিলীন হইল। নিবৃত্তিদেবী ও বিবেকদেব সেই কুহরের মুখ নিজেদের শরীরের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া চির উপরাম লাভ করিলেন।

শান্তিদেবী অনাত্মদেশের 'প্রান্ত-ভূমিতে' † অধিরাজমানা থাকিয়া পুরুষদেবকে 'শাশ্বতশান্তি-সুখ' উপঢৌকন দিলেন। তখন দুঃখের উপচার একান্ততঃ ও অত্যন্ততঃ নিরসিত হইয়া শাশ্বত পরমেষ্ট শান্তিসুখই পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হইয়া চিত্তরাজ্য প্রশান্ত হইল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

---

* নির্মাণ-চিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ (যোগসূত্র)।

† তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা (যোগসূত্র)।

সাংখ্যের ঈশ্বর্

(প্রথম মুদ্রণ, ইং ১৯০৩)

১। সনাতন আর্য ধর্মের মতে, জীব অসৃষ্ট এবং অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান সুতরাং আমাদের আত্মভাবকে কেহ সৃষ্টি করেন নাই। আন্তর ও বাহ্য জগতের উপাদান যে প্রকৃতি তাহাও অসৃষ্ট, অনাদি-বর্তমান পদার্থ। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত যাহা দেখা শুনা যায় তাহা সবই দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্য প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত।

ঈশ্বর আছেন ইহা আমরা শুনিয়া ও অনুমান করিয়া জানি। অনুমান সম্যক্ না করিতে পারিলে অর্থাৎ সদোষ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চয় করিলে তাহাকে 'বিশ্বাস' করা বলা যায়। ঈশ্বর কেন আছেন জিজ্ঞাসা করিলে সব লোকই কয়েকটা যুক্তি দিবে ও পরে নিরুত্তর হইলেও তাহা 'বিশ্বাস করি' বলিবে। শুনিয়া ও অনুমান করিয়া কোন বিষয় নিশ্চয় করিলে সে বিষয়টি অপ্রত্যক্ষ বলিয়া, তাহা মনে কল্পনা করিয়াই ধারণা করিতে হয়। কল্পনা করিতে হইলে পূর্বজ্ঞাত বিষয় লইয়াই করিতে হয়। অতএব ঈশ্বর কল্পনা করিলে পূর্বজ্ঞাত বিষয় লইয়াই আমরা কল্পনা করি। কর্তা বলিলে হাত, পা আদির বা মন, ইচ্ছা আদির দ্বারা যিনি করেন এইরূপ কল্পনা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতএব ঈশ্বর কল্পনা করিলে তাঁহার হাত, পা কল্পনা না করিলেও মন, বুদ্ধি আদি কল্পনা করিতে হইবেই হইবে। লোকে 'অনির্বচনীয়', 'অচিন্তনীয়' প্রভৃতি নানা কথা বলিলেও বস্তুতঃ মন-বুদ্ধি দিয়াই ঈশ্বর সম্বন্ধে কল্পনা করিয়া থাকে। 'যিনি সর্বজ্ঞ', 'ইচ্ছামাত্রে যিনি সব করিতে পারেন' ইত্যাদি কথাই (যাহা সর্ববাদীরা বলিয়া থাকেন) উহার প্রমাণ। মন, বুদ্ধি আদি কি তাহা দার্শনিক বিশ্লেষ করিয়া বহুস্থলে দেখান হইয়াছে—উহারা দ্রষ্টার ও দৃশ্যের বা জ্ঞাতার ও জ্ঞেয়ের বা পুরুষ-প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত। অতএব ঈশ্বর কল্পনা করিলে (তাহা শুনিয়াই কর, বা বিশ্বাস করিয়াই কর, বা অনুমান করিয়াই কর) তাহা ঐ দুই মূল তত্ত্ব দিয়া কল্পনা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

উক্ত পুরুষ বা আত্মাই পরা গতি, ইহা বেদাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই সব বিষয়ে সাংখ্য-দর্শনের সহিত ঔপনিষদ সিদ্ধান্ত অবিকল এক। যোগদর্শন ১।২৫ (২) দ্রষ্টব্য। মূল উপাদান প্রকৃতি যে নিত্য, তাহা সিদ্ধ হইলেও এই ব্রহ্মাণ্ড রচনার জন্য কোন মহাপুরুষের সংকল্প আবশ্যক, ইহাও সাংখ্যাদি সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সেই মহাপুরুষের বৈদিক নাম হিরণ্যগর্ভ। তিনি সর্বাধীশ ও সর্বজ্ঞ হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলেন, ইহা ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়, যথা—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥" উপনিষদ্ও বলেন, "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা", "তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (মুণ্ডক), "স (আত্মা) ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (ঐতরেয়) ইত্যাদি। এই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা অক্ষর ব্রহ্মই বেদ, পুরাণ আদির মতে বিশ্বের স্রষ্টা (স্রষ্টা অর্থে creator নহে, রচয়িতা) ও অধীশ্বর। পুরাণও বলেন, "শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ"। "সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিকান্। স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব পরেশ্বরঃ"। সাংখ্যেরও অবিকল ঐ মত। "স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা", "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা"—এই সাংখ্যসূত্রদ্বয়ে উহাই উক্ত হইয়াছে (ইহাদের অর্থ পরে দ্রষ্টব্য)। পরন্তু শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভসম্বন্ধে "ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" এইরূপ উক্তি থাকাতে সাংখ্য সগুণ ব্রহ্মকে জন্য-ঈশ্বর বলেন। তিনি পূর্বসর্গে সার্বজ্ঞ্যাদি সিদ্ধিযুক্ত ছিলেন, সেই ঐশ সংস্কারে এই সর্গে সর্বাধীশ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন এবং তাঁহারই ভূতাদি-নামক অভিমানে এই ভৌতিক জগৎ প্রতিষ্ঠিত ; ইহাও পুরাণ, সাংখ্য আদি সর্বশাস্ত্রের মত। ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রশ্নের ইহাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত উত্তর। ইহা পরে আরও বিশদ করিয়া দেখান হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, অক্ষর আত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি নামে তিনি বেদে কথিত হইয়াছেন, ঈশ্বর শব্দ প্রাচীন বেদসংহিতায় ও দশখানি উপনিষদে সাধারণ অর্থে পাওয়া যায় না, কেবল অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন শ্বেতাশ্বতরে দেখা যায়। সুতরাং প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রে পুরুষকে বা আত্মাকে 'পরমা গতি' বলা হইয়াছে এবং হিরণ্যগর্ভ যে ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা, এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে। হিরণ্যগর্ভ সগুণ বা সত্ত্বগুণপ্রধান-উপাধিযুক্ত পুরুষবিশেষ, তিনি মুক্ত পুরুষ নহেন, কিন্তু কল্পান্তে বিবেকজ্ঞান আশ্রয় করিয়া মুক্ত হন ("ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥" নীলকণ্ঠ, শান্তিপর্ব ২৭১।৪৯), এই সিদ্ধান্তও সাংখ্যাদি আর্ষশাস্ত্র-সমূহের সম্মত। তিনি মুক্ত পুরুষ না হইলেও তাঁহার মাহাত্ম্য সাধারণ মানব কল্পনা করিতে পারে না। স্রষ্টা ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ যতদূর যুক্ত কল্পনা করিতে পারে তাহা সমস্তও ঐ অক্ষর ব্রহ্মের মাহাত্ম্যের সম্যক্ বোধক হয় না। (যোগদর্শন ১।২৯ সূত্রের টীকায় সাংখ্যানুমত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার বিষয় দ্রষ্টব্য)।

২। সগুণ ঈশ্বর ব্যতীত সাংখ্যযোগে নির্গুণ বা অনাদিমুক্ত জগদ্ব্যাপারবর্জ ঈশ্বর সম্মত আছেন। নির্গুণ শব্দ দুই অর্থে প্রযুক্ত হয়, (১) তিন গুণের (সুখ, দুঃখ ও মোহের) অবশীভূত, প্রত্যেক মুক্তপুরুষই এই হেতু নির্গুণ ; আর (২) যাহাতে গুণত্রয় নাই, এইরূপ স্বচৈতন্যও নির্গুণ। এ বিষয় পরে বিবৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত মত সাংখ্যাদি সমস্ত আর্ষশাস্ত্রের প্রকৃত মত। প্রাচীন কালে ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বর-বাদ ছিল না *। তখন ব্রহ্ম-শব্দের দ্বারাই এই জগতের মূল কারণ অভিহিত হইত। তজ্জন্য তখনকার বাদীরা ব্রহ্মবাদী নামে কথিত হইতেন, সাংখ্যদের নাম ছিল শান্ত-ব্রহ্মবাদী, কারণ, তাঁহারা শান্ত আত্মা বা শান্তোপাধিক আত্মা বা নির্গুণ ব্রহ্মকে পরা গতি বলিতেন। নির্গুণ চিদ্রূপ আত্মাই শাশ্বত ব্রহ্ম. যোগভাষ্যে যথা—"গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং, বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো

* অনেকে মনে করেন যে 'নিরীশ্বর' মানে 'নাস্তিক', ইহা ভ্রান্তি। শাস্ত্রকারেরা নাস্তিক শব্দ দুই অর্থে ব্যবহার করেন, (১) 'নাস্তি পরলোকঃ' যাহাদের মত তাহারা, যেমন চার্বাকেরা। (২) বেদের প্রামাণ্য যাহারা স্বীকার করে না, এতদর্থে জৈন, খৃষ্টান আদি পরলোকবাদীরাও নাস্তিক। যাহাতে ঈশ্বর পদার্থ নাই তাহা নিরীশ্বর। নির্গুণ ব্রহ্ম বা পুরুষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র এবং পূর্বমীমাংসা যাহাতে বায়ু, অগ্নি ও সূর্য এই তিন দেবতার স্তুতিমাত্রের প্রয়োজন আছে, তাহারাও নিরীশ্বর। সাংখ্যাদি ছয় দর্শনকে আস্তিক দর্শন এবং জৈনগণ পরলোক-দেবতাদি স্বীকার করিলেও তাহাদের দর্শনকেও এইজন্য নাস্তিক দর্শন বলা হয়। পাণিনির টীকাকার কৈয়ট বলেন "(পরলোকঃ) অস্তীত্যস্য মতিঃ আস্তিকঃ, নাস্তীত্যস্য মতিঃ নাস্তিকঃ"। মনুসংহিতার টীকায় (৩।১৫০) কুল্লূক ভট্ট বলেন, "নাস্তিকবৃত্তিঃ নাস্তি পরলোকঃ ইত্যেবং বুদ্ধিঃ প্রবর্তনং যস্য"। সাংখ্য ও পাতঞ্জল নির্গুণ ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর দুই-এরই প্রতিপাদক।

বেদযন্তে।" কিন্তু পরবর্তী কালে স্রষ্টা ঈশ্বর ও মুক্ত-ঈশ্বর এবং চিদ্রূপ আত্মা এই ত্রিবিধকে এক অভিন্ন করিয়া অনেক বাদী নানা শঙ্কা উত্থাপিত করিয়াছেন।

৩। শঙ্করাচার্য উপনিষদ্-ভাষ্যে চারি প্রকার ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন, যথা—(১) নিরুপাধিক পুরুষ, (২) নিত্যসত্ত্বোপাধিক ঈশ্বর, (৩) অক্ষর ব্রহ্ম (কারণরূপ) ও (৪) ব্রহ্মাণ্ডশরীর বিরাট্ ব্রহ্মা। কিন্তু তন্মতে ইঁহারা সব এক কিনা, ইঁহাদের সম্বন্ধই বা কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া উক্ত হয় নাই। তবে অদ্বৈতবাদ নাম অনুসারে ইঁহাদের এক বলিতে হইবে। ঈদৃশ মত অর্থাৎ একজন মুক্ত (এবং বদ্ধও বটে) পুরুষ নিত্যকাল হইতে এই দুঃখবহুল সংসার সৃষ্টি করিতেছেন এবং প্রাণীদের সুখদুঃখ বিধান করিতেছেন, এই প্রকার মত (যাহা প্রকৃত আর্যশাস্ত্রের বিরুদ্ধমত) উদ্ভাবিত হইবার পর সাংখ্যাচার্যেরা তাহার খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের কয়েকটি সূত্রে এই নিতান্ত অযুক্ত মতের খণ্ডন দেখা যায়। উক্ত মতে যে দোষ আসে, তাহা সাংখ্যসূত্রে এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাদৃশ অযুক্ত ঈশ্বরবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। পূর্বোক্ত সাংখ্যসূত্রে ঐরূপ অনাদিমুক্ত অথচ জগতের স্রষ্টা ঈশ্বর যে অসিদ্ধ তাহা উক্ত হইয়াছে। কারণ—"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" (১।৯৩) অর্থাৎ জগতের স্রষ্টা ঈশ্বর মুক্ত কি বদ্ধ? যদি বল মুক্ত, তবে তাঁহার জ্ঞান, কার্যের ইচ্ছা, প্রযত্ন ইত্যাদি থাকিবে না (কারণ, মুক্তপুরুষেরা চিত্ত নিরোধ করেন), সুতরাং স্রষ্টৃত্ব, পাতৃত্ব ও সংহর্তৃত্ব তাঁহাতে কল্পনা করা 'গোল চৌকা', 'সসীম অনন্ত' আদির ন্যায় অযুক্ততম কল্পনা। আর যদি তাঁহাকে বদ্ধ পুরুষ বল, তবে অনাদি কাল হইতে তাঁহার ঐশ্বর্যযোগ সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ জগতের কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য। ঐশ্বর্যসম্পন্ন পুরুষগণ কেবল প্রকৃতিবশিত্বরূপ সিদ্ধির দ্বারা পূর্বসিদ্ধ উপাদান লইয়া রচনা করিতে পারেন, কিন্তু উপাদান উদ্ভাবন করিতে পারেন না। (সৃষ্টি অর্থে কারণ হইতে কার্যের পৃথক্ হওয়া)—প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের ইহাই মত, যথা—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ পূর্বে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, তিনি জাত হইয়া বিশ্বের একমাত্র পতি হইলেন। পূর্ব কল্পের সিদ্ধ (মোক্ষের একপদ নিম্নস্থ সাস্মিত সমাধিতে সিদ্ধ) হিরণ্যগর্ভ (যাঁহার গর্ভ বা অন্তর হিরণ্ময় বা মহদাত্মজ্ঞানময়) এই কল্পে সঞ্জাত হইয়া বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছেন, এই শ্রৌত মত ও সাংখ্যমত অবিকল এক। শ্রুতিতে যে হিরণ্যগর্ভ বা জন্য-ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে তাহা সাংখ্যসম্মত কি না? এতদুত্তরে সাংখ্যসূত্রকার বলিয়াছেন, "স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা" (৩।৫৬) অর্থাৎ তিনি সর্ববিৎ ও সর্বকর্তা। "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" (৩।৫৭) অর্থাৎ ঐ প্রকার ঈশ্বরসিদ্ধি আমাদের মতে সিদ্ধ। ইনিই সগুণ ঈশ্বর। সাংখ্য-ভাষ্যকার বলেন, "নিত্যেশ্বরস্য বিবাদাস্পদত্বাৎ" অর্থাৎ একজন মুক্তপুরুষ নিত্যকাল হইতে কেবল এই জগদ্রূপ ভাঙ্গাগড়া-নামক খেলা (লীলা) করিতেছেন এইরূপ অযুক্ততম মতই সাংখ্যের অমত।

৪। পূর্বোক্ত অনাদিমুক্ত, জগদ্ব্যাপারবর্জ ঈশ্বর সাংখ্য ও যোগ এই উভয় শাস্ত্র-সম্মত। কারণ, সাংখ্য তাদৃশ ঈশ্বর নিরাস করেন নাই। পরন্তু উক্তবিধ অনাদিমুক্ত পুরুষের সত্তা স্বীকার করা সাংখ্যীয় সিদ্ধান্তের অবশ্যম্ভাবী বিনিগমনা (corollary)। এ বিষয় লইয়া পল্লবগ্রাহী ব্যক্তিগণই (সাংখ্যের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী) 'সেশ্বর সাংখ্য' ও 'নিরীশ্বর সাংখ্য' এইরূপে যোগের ও সাংখ্যের ভেদ করেন, গীতাকার তাদৃশ মতাবলম্বীদের মূর্খ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন, যথা—"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ", "একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"। অর্থাৎ মূর্খেরাই

সাংখ্যকে ও যোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। যাঁহারা সাংখ্যকে ও যোগকে একই দেখেন তাঁহারাই যথার্থদর্শী। কেহ কেহ "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রটিমাত্র শিখিয়া সাংখ্যকে নিরীশ্বর বলিয়া অর্বাচীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের ঐ সঙ্গে পূর্বোক্ত "স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা", "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" এই দুই সূত্রও শেখা উচিত। সাংখ্যের ন্যায় প্রাচীন দশ উপনিষদ্‌ও নিরীশ্বর, কারণ, সাংখ্যের ন্যায় তাহাতে পুরুষ বা আত্মাকেই পরা গতি বলা হইয়াছে, ঈশ্বর শব্দের ঐ অর্থে উল্লেখ নাই, 'সর্বেশ্বর' শব্দ আছে বটে কিন্তু তাহার অর্থ সর্বপ্রভু। পূর্বে বলা হইয়াছে ঈশ্বরাদি সমস্ত পদার্থ, যাহা মানব কল্পনা করিয়াছে ও করিতে পারে, তাহাতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্ব ব্যাপ্ত। তজ্জন্য সাংখ্যগণ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্বকেই মূল বলেন। ঈশ্বর ধারণা করিতে হইলে তাঁহার আমিত্ব, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি ধারণা করিতে হয়। ঐ সকল বস্তু প্রকৃতি ও পুরুষ বা দৃশ্য ও দ্রষ্টা এই দুই পদার্থের দ্বারা নির্মিত। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম দেহী পর্যন্ত সমস্ততেই প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতিরিক্ত আর কিছু কল্পনা করার সামর্থ্য কাহারও থাকিতে পারে না। (ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥ গীতা ১৮।৪০)।

ঈশ্বর আমাদের সৃজন করিয়াছেন ও আহার দিতেছেন ইত্যাদি বালোচিত কল্পনা যদি প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাদৃশ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, কৃতজ্ঞতা আদি কিছুই হওয়া উচিত নহে। কারণ, এই দুঃখবহুল সংসারে কষ্টে জীবন ধারণ করিবার জন্য যিনি মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন তাঁহার প্রতি কিরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি হইবে? যোগিগণের মতে ঈশ্বর দুঃখময় সংসারে জীবের স্রষ্টা নহেন, কিন্তু তাঁহাকে ধ্যান করিলে প্রাণীরা তাঁহার ন্যায় ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, সুতরাং ঈদৃশ ঈশ্বরই অকপট শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র হইতে পারেন।

৫। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ বা অক্ষর ব্রহ্মের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি, তাহা 'সাংখ্যতত্ত্বালোকে'র ১২ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ ঐশ সংস্কারসহ আবির্ভূত হইলে, ("সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ"—ঋগ্বেদ) তাঁহার প্রকৃতিবশিত্বরূপ ঐশ্বর্যের দ্বারা ভৌতিক জগৎ ব্যক্ত হইয়াছিল। তাহাতে অস্মদাদির নানাবিধ সংস্কারযুক্ত মন ধার্য বিষয় পাইয়া ব্যক্ত হইয়াছিল। মন মনের উপরই কার্য করে। ঈশ্বরের মন আমাদের মনকে ভাবিত করাতে, আমরা এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল (কারণ জগৎ অভিমান বা ঐশ মনোমাত্র হইলেও তাহাকে মাটি-পাথরাদিরূপে দেখা ইন্দ্রজালের মতো) দেখিতেছি। এই দৃষ্টিতেই "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥" গীতার এই শ্লোক সঙ্গত হয়।

ঐশ সংকল্পে ভাবিত হইয়া আমরা এই জগৎ দেখিতেছি, ইহা মাত্র ঐ শ্লোকের তাৎপর্য। নচেৎ উহাতে যে কেহ কেহ বুঝেন যে ঈশ্বর আমাদিগকে হাতে ধরিয়া পাপপুণ্য করাইতেছেন, তাহা নিতান্ত অসার ও অযুক্ত। শাস্ত্রোপদেশ দুই দিক্ হইতে কৃত হয়—তত্ত্বের দিক্ হইতে ও সাধনের দিক্ হইতে। সাধনের দিক্ হইতে স্তুতি, মাহাত্ম্য-কীর্তনাদি যাহা কৃত হয় তাহার ভাষা শ্লথ হওয়াতে তত্ত্বের সহিত ঠিক সর্বস্থলে মিলে না। উপর্যুক্ত ('ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্') শ্লোকের তত্ত্বের দিক্ হইতে কিরূপ সঙ্গতি হয় তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। সাধনের দিক্ হইতে উহাকে প্রয়োগ করিয়া, সাধক যদি তাঁহার অন্তরস্থ অনাগত ঈশ্বরতাকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া, নিজের মধ্যে ঈশ্বর-প্রকৃতির আপূরণ করিতে চেষ্টা করেন এবং যাবতীয় কর্মের অভিমান-শূন্যতা ভাবনা

করেন, তবে কতই মঙ্গল হয়। যেমন রাজা ভূমি দিলে প্রজা তাহাতে নিজ ইচ্ছানুসারে চাষবাস করিয়া আপনার অর্থ সাধন করে, সেইরূপ ঈশ্বরের সংকল্পে স্থিত এই জগতে আমরা স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে ভোগের অথবা অপবর্গের সাধন করিতেছি এবং স্বাভাবিক নিয়মে কৃতকর্মের ফলভোগ করিয়া যাইতেছি। প্রতি কর্মে, প্রতি ঘটনায় ঈশ্বরের ব্যাপৃত থাকা (যাহা অজ্ঞ ব্যক্তিরা কল্পনা করে) নিতান্ত অযুক্ত কল্পনা। আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি, ক্ষুদ্র বিবাদ ও বিসংবাদ বিষয়ে ঈশ্বরকে লিপ্ত মনে করা বালকতা মাত্র, এবং তাঁহার অসীম মাহাত্ম্য না বুঝা মাত্র, কিঞ্চ কর্মবাদ যাহা আর্ষ ও বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তি তৎসম্বন্ধে অজ্ঞতা।

ফলতঃ যতই আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় ততই আমরা জগদ্ব্যাপারে কোন পুরুষের ক্রিয়াশীলতা দেখিতে পাই না। কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম (ঐশ সংকল্পের দ্বারা বিশ্বরচনাও প্রাকৃতিক নিয়ম) দেখিতে পাই। সাংখ্যগণ বিশ্বের মূল পর্যন্ত সমস্ত নিয়ম আবিষ্কার করাতে করামলকবৎ এই বিশ্বকে কেবল কার্যকারণপরম্পরা দেখেন, কোথাও না বুঝিয়া ঈশ্বরেচ্ছার উপর চাপাইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার পাইতে হয় না। লোকে যেখানে নিজের বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠিতে না পারে সেইখানে ঈশ্বরেচ্ছা বলিয়া কাটাইয়া দেয়, উহা অজ্ঞতারই তুল্যার্থক। গীতাও বলেন, "ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফল-সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥" অর্থাৎ প্রভু বা ঈশ্বর আমাদিগকে কর্তা করিয়া সৃষ্টি করেন না, কর্মও তিনি সৃষ্টি করেন না, অথবা কর্মের ফলও তিনি দেন না। স্বভাবতঃই ইহা সব হইয়া থাকে *।

ক্রোধ, প্রতিহিংসা, অক্ষমা প্রভৃতি যাহা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে দোষ বলিয়া গণিত হয় তাহাও অজ্ঞ লোকেরা ঈশ্বরে আরোপ করিয়া থাকে।

লোকে মনে করে, ঈশ্বর আমাদের কত উপকার করিবার উদ্দেশ্যে এই নদী সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু পর্বতস্থ জল প্রবাহিত হইয়া যখন নদীতে পরিণত হয় তখন যে সকল প্রাণীরা প্রাণ হারাইয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই বলিয়াছিল 'কোন্ অসুর আমাদিগকে এই বিষম দুঃখ দিতেছে'। যাহা হউক, এইরূপে সাংখ্যযোগিগণ ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব সুমার্জিত যুক্তি-বলে অবধারণ করিয়া বাহ্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই অনন্যচেতা হইয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। সর্ব-দোষরহিত, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্—এইরূপ বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক আদর্শই মুমুক্ষুদের উপাস্য ঈশ্বরের আদর্শ। নির্গুণ (গুণত্রয়ের অবশীভূত) ঐশ্বরিক আদর্শের বিষয় সাধারণে তত বুঝে না। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সগুণ বা সত্ত্বগুণময় ঈশ্বরকেই সাধারণতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গড্ আদি নামে কতক কতক বুঝিয়া লোকে উপাসনা করে।

৬। শতপথ ব্রাহ্মণে এই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ভগবানেরই মৎস্য, কূর্মাদি অবতার হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণিত আছে। সুতরাং পুরাণে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইলেও শ্রুতির এক প্রজাপতিই পৌরাণিক

* আধুনিক বিজ্ঞানেও জগতের মূল কারণ যে এক বিশ্বমন তাহা স্বীকৃত হইতেছে, Sir A Eddington বলেন—The idea of a universal Mind or Logos would be, I think, a fairly plausible inference from the present state of scientific theory, at least it is in harmony with it. But if so, all that our inquiry justifies us in asserting is a purely colourless pantheism. .. To put the conclusion crudely—the stuff of the world is mind-stuff ('The Nature of the Physical World')। শেষোক্ত সিদ্ধান্তে সেই বিশ্বমনকে আমাদের ইষ্টানিষ্টে নির্লিপ্তই স্বীকার করা হইল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। বরাহ ও কূর্ম বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে আছে "যং কূর্মো নাম এতদ্বা রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজৎ।" অর্থাৎ প্রজাপতি কূর্মরূপ ধারণ করিয়া প্রজা বা সন্তান সৃজন করিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা যথা, "আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। তস্মিন্ প্রজাপতিঃ বায়ুর্ভূত্বাচরৎ * * * তাং বরাহো ভূত্বাহহরৎ।" অর্থাৎ এই জগৎ প্রথমে সলিলরূপে ছিল, প্রজাপতি তাহাতে বায়ুস্বরূপে বিচরণ করিলেন · বরাহরূপ ধারণ করিয়া আহরণ বা উদ্ধার করিলেন। কূর্মাদি রূপকমাত্র। শ্রুতিতে আছে, "স চ কূর্মোঽসৌ স আদিত্যঃ" (শতপথ ব্রাহ্মণ)। অর্থাৎ কারণ-সলিল হইতে জগদ্বিকাশের সময়ে তন্মধ্যে যে আদিত্যগণ বা পৃথক্ পৃথক্ জ্যোতিষ্কগণ হইয়াছিল, তাহাই কূর্ম। বরাহও তৎকালভব শক্তিবিশেষ। সম্ভবতঃ যে আভ্যন্তরীণ শক্তিবশে পৃথ্বীপৃষ্ঠ উচ্চনীচতা প্রাপ্ত হয় তাহাই বরাহ। নৃসিংহ-তাপনীতেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের একত্ব উক্ত হইয়াছে। রামায়ণে আছে, "ততঃ সমভবদ্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্দৈবতৈঃ সহ। স বরাহস্ততো ভূত্বা" ইত্যাদি। লিঙ্গপুরাণেও আছে ব্রহ্মাই নারায়ণ, তিনি বরাহরূপে পৃথ্বী উদ্ধার করিয়াছিলেন। ফলতঃ সত্যলোকস্থিত হিরণ্যগর্ভপুরুষই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। তিনিই সাংখ্যসিদ্ধ জন্য-ঈশ্বর এবং তাঁহারই এই ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠাতৃত্ব।

৭। সৃষ্টি ও স্রষ্টা-সম্বন্ধে সকলের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এবিষয়ে গ্রন্থের বহুস্থলে উহা যুক্তিসহ বলা হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহা উক্ত হইতেছে। এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড এক নির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পূর্বে পূর্বেও এইরূপ পঞ্চভূতময় ও প্রাণিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ছিল। "ভূত্বা ভূত্বা বিলীয়তে"—গীতা। পঞ্চভূত যে আমাদের একরকম মনোভাব বা জ্ঞান এবং মন ছাড়া যে আর 'জড' পদার্থ (matter) কিছু নাই তাহাও দেখান হইয়াছে। ('পঞ্চভূত প্রকৃত কি' দ্রষ্টব্য)।

কোন বাহ্যজ্ঞান হইতে গেলে আমাদের মনোবাহ্য এক উদ্রেক চাই, তাহা অনুভূয়মান তথ্য। সেই উদ্রেক হইতে আমাদের সকলের শব্দাদি জ্ঞান হয়। সেই উদ্রেক কি?—বলিতে হইবে অন্য এক মনের শব্দাদি জ্ঞান, যাহার দ্বারা আমাদের মন ভাবিত হইয়া শব্দাদি জানে। সেই সর্বসাধারণ, সর্বমনের উপর কার্যকারী মন যাঁহার, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা সগুণ ব্রহ্ম। তাঁহার মনের শব্দাদিজ্ঞান কোথা হইতে আসিল?—যখন অনাদি কাল হইতে শব্দাদি বর্তমান রহিয়াছে তখন বলিতে হইবে যে, পূর্ব সৃষ্টিতে তাঁহার শব্দাদিজ্ঞান ছিল, যেরূপ আমাদের এখন হইতেছে। এবং পূর্ব সৃষ্টিতে যিনি স্রষ্টা ছিলেন তাঁহার শব্দাদিজ্ঞানও তৎপূর্ব সৃষ্টি হইতে লব্ধ শব্দাদিজ্ঞান হইতে আগত। বেদেরও যে এই মত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আর, "সূর্য ও চন্দ্রমাকে পূর্বের মত ইহ সর্গের ধাতা কল্পিত করিয়াছেন।" পূর্বোক্ত এই সব শ্রুতিবাক্য এই মতের পোষক।

৮। হিরণ্যগর্ভের এক নাম পূর্বসিদ্ধ (যোগদর্শন, ৩।৪৫ সূত্র দ্রষ্টব্য)। তিনি পূর্বসর্গে 'আমি হিরণ্যগর্ভ' (সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ)—এইরূপে পরমেশ্বরোপাসনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন ("যেন পূর্বজন্মনি হিরণ্যগর্ভোঽহমস্মীতি * * * পরমেশ্বরোপাসনা কৃতা * * * হিরণ্যগর্ভরূপতয়া প্রাদুর্ভূতঃ"।—মনুসংহিতার টীকায় কুল্লূক ভট্ট)। হিরণ্যগর্ভ বিশ্বের ধর্তা অতএব তাঁহার উপাসনা হইবে 'আমি সর্বভূতস্থ ও সর্বাধিষ্ঠাতা'—এইরূপ ধ্যান। তদ্দ্বারা কি হইবে?—ইহাতে তাঁহার 'সর্ব' বা এই সপ্রজ ব্রহ্মাণ্ড বা ভূতভৌতিক সমস্ত তাঁহার মনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং তিনি সেই সকলের ধর্তা এবং সকলের মনের উপরে আধিপত্যসম্পন্ন এইরূপ অব্যর্থ ধ্যানযুক্ত হইবেন। ইহার

ফলে তাঁহার মনের ভাবনার দ্বারা ভাবিত হইয়া দেবমনুষ্যাদি ব্যবহারজগৎ পাইবে এবং স্বসংস্কারানুসারে দেহধারণ করিয়া কর্ম করিতে থাকিবে। অতএব হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি স্বাভাবিক বা ঐশ সংস্কার-মূলক (যথা, মাণ্ডুক্যকারিকায়—"দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়ম্ আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"), ইহা কোন উদ্দেশ্যে নহে।

সর্গপরম্পরা অনাদি হইলেও কিরূপে এই বর্তমান ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হইল তাহার যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রীয় বিবরণ দেওয়া যাইতেছে *। স্মৃতিতে (মহাভারতে) আছে—"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" "হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ এষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ। মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাপ্যজঃ॥ সাংখ্যে চ পঠ্যতে শাস্ত্রে নামভির্বহুধাত্মকঃ। বিচিত্ররূপো বিশ্বাত্মা একাক্ষর ইতি স্মৃতঃ॥" অর্থাৎ "সর্বত্র তাঁহার পাণিপাদ, সর্বত্র অক্ষি, শির ও মুখ, সর্বত্র তাঁহার শ্রুতি, তিনি সমস্ত আবরণ করিয়া আছেন।" "ইনিই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, বুদ্ধি (বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎকারী), মহান্ (মহত্তত্ত্ব বা মহান্ আত্মার সাক্ষাৎকারী), বিরিঞ্চি, অজ ইত্যাদি বহুনামে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে পঠিত হন। তিনি বিচিত্ররূপ, বিশ্বাত্মা (অর্থাৎ বিশ্ব তাঁহার ইচ্ছাদিরূপ অভিমানে স্থিত), একাক্ষর (অক্ষর ব্রহ্ম) এইরূপে স্মৃতিতে উক্ত হন।"

যেহেতু হিরণ্যগর্ভ পূর্বে ছিলেন আর (ইহ সর্গে) জাত হইয়া বিশ্বের একমাত্র পতি হইয়াছিলেন, অতএব হিরণ্যগর্ভরূপ অবস্থাও একটি জন্ম এবং তাহাতেও জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ ত্রিবিধ কর্মফল আছে। পূর্বসৃষ্টিতে যাঁহারা সাস্মিত সমাধিসিদ্ধ হইয়া 'আমি সর্বভূতস্থ' এবং 'সর্বভূত আমাতে প্রতিষ্ঠিত' এইরূপ সংস্কার লইয়া যান তাঁহারা প্রলয়ের পর ঐরূপ জ্ঞান লইয়া আবির্ভূত হন। জ্ঞান বলিলেই লিঙ্গ বা করণশক্তি বুঝায়। লিঙ্গ বা করণশক্তিসকল বিশেষ বা দেহরূপ আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, "ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্" (৪১ সংখ্যক সাংখ্যকারিকা দ্রষ্টব্য)। অতএব হিরণ্যগর্ভদেবেরও বিশেষ বা শরীর থাকিবে। তবে তাঁহার স্থূলশরীরগ্রহণের সংস্কার না থাকাতে সাধারণ প্রাণীর ন্যায় স্থূলশরীরগ্রহণ বা ক্ষুদ্র দেবতাদের মতো সাকার শরীরগ্রহণ হয় না, কিন্তু অস্মিতামাত্রের অধিষ্ঠান-স্বরূপ সর্বভূতস্থ, সর্বব্যাপী, অসীমবৎ সূক্ষ্মশরীর হয় ও তাহাতে অব্যাহত দিব্যদর্শনশ্রবণাদি (সাধারণ চক্ষুরাদির মতো নহে অর্থাৎ পূর্বোক্ত 'সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্' ইত্যাদিরূপ) করণশক্তি ইচ্ছামাত্রেই বিকাশের উপযোগী হইয়া থাকে এবং তৎসহ সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বের জন্য উপযোগী প্রাণেরও বিকাশ থাকে। ইহাই সগুণ ব্রহ্মভাব, কারণ, ইহাতে সর্বব্যাপিত্ব থাকে। এ বিষয়ে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, "সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। যদা পশ্যতি ভূতাত্মা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।" টীকাকার নীলকণ্ঠও বলেন, "সম্প্রজ্ঞাতে সোপাধিকাবস্থায়াং সর্বভূতেষ্বাত্মানম্ অনুস্যূতং পশ্যতি, অহম্ এবেদং সর্বোঽস্মীতীত্যনুভবতীত্যর্থঃ।" আমি সর্বভূতস্থ এইরূপ জ্ঞান হইতে এবং পূর্বার্জিত যোগজ সার্বজ্ঞ্য ও অব্যর্থশক্তিবলে সেই চিত্তের বিষয় যে সর্ব বা লোকালোক তাহার প্রাথমিক বিকাশ হয়। তাহাই অস্মিতাময় শরীর। হিরণ্যগর্ভের অপর আখ্যা পূর্বসিদ্ধ, অতএব যোগরূপ কর্মের দ্বারা নিষ্পন্ন ঐশ সংস্কার তাঁহার থাকে সুতরাং তিনিও কর্মযুক্ত, সেই কর্ম এই ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তিরূপ কর্ম।

৯। যেসকল প্রাণীর শরীরধারণের সংস্কার আছে তাহাদের লিঙ্গ বা করণশক্তিসকল

* এই অংশ গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা হইতে প্রধানতঃ সংগৃহীত।

প্রলয়কালে গ্রাহ্যভাবে লীন হইয়া থাকিলেও উপযুক্ত শরীরগ্রহণের জন্য উন্মুখ থাকে। সাস্মিত সমাধিসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভের পূর্বোক্ত 'সর্বভূতস্থমাত্মানম্' এইরূপ সংস্কার ব্যক্ত হইলে তদ্দ্বারা ভাবিত হইয়া ঐ সকল প্রাণীরও অস্মিতা এবং অস্মিতাবোধের অধিষ্ঠানরূপ হৃদয়ও ব্যক্ত হয়।

অস্মিতারূপ সূক্ষ্মভাবের অধিষ্ঠান বলিয়া এই ব্যক্ততাও অতি সূক্ষ্ম। যাঁহাদের ঐরূপ অস্মিতামাত্রে অবস্থান করিবার সংস্কার আছে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকে বা ব্রহ্মলোকে অভিব্যক্ত হন। আর যেসকল সত্ত্বের ঐরূপ ভাবে থাকিবার সংস্কার নাই, তাঁহারা স্ব স্ব সংস্কার অনুসারে যথোপযোগী লোকে নামিয়া আসেন।

এ বিষয়ে বৃহদারণ্যকে আছে—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেব অবেদ্ অহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" * * * অর্থাৎ "ব্রহ্ম ও এই জগৎ অগ্রে (পূর্বসৃষ্টিতে) ছিল, ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) নিজেকে (ব্রহ্মাত্মজ্ঞানলাভে) জানিয়াছিলেন বা জানিতেন 'আমি ব্রহ্ম', তাহাতেই তিনি ব্রহ্মরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আর তাহাতে দেবতাদের মধ্যে যিনি প্রতিবুদ্ধ (যেরূপে প্রাদুর্ভূত হইবেন সেইরূপ) হইয়াছিলেন তিনি সেইরূপ অর্থাৎ ভূত-তন্মাত্রাদির অভিমানী দেবতা হইয়াছিলেন (দৈবশরীর ধারণ করিয়াছিলেন), সেইরূপে ঋষিরা এবং মনুষ্যেরাও হইয়াছিলেন।" এই শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভব্রহ্মের পূর্বেকার ঐশ্বর্যসংস্কারের স্বভাবে যে এই জগৎ ও প্রজা হইয়াছে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যেমন সাধারণ দেব-মনুষ্যেরা কর্মসংস্কারবশে শরীরধারণ করিয়া কর্ম করিতেছে অক্ষর ব্রহ্মেরও (Demiurge-এরও) সেইরূপ ঐশ সংস্কারের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাতে অন্য প্রাণীরা শরীরধারণ করিয়া ও আবাস পাইয়া ভোগাপবর্গসাধনরূপ কর্ম করিতেছে। যেমন শক্তির তারতম্যে এখানে রাজা, বড় ও ছোট রাজপুরুষ এবং প্রজারা আছে সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের রাজা অক্ষরব্রহ্ম, ভূত, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়-শক্তিজয়ী মহাসত্ত্বগণ রাজপুরুষ এবং অন্যে প্রজা। এইরূপে কর্মবাদে 'ঈশ্বর কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন' ঈদৃশ প্রশ্নের অবকাশই হয় না। ঈশ্বর কোনও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নাই। "সত্তামাত্রেণ দেবেন তথা চেবং জগজ্জনিঃ" অর্থাৎ দেবের সত্তামাত্রেই (ঐশ সংস্কারে) এই জগৎ জন্মাইয়াছে।

১০। কোন একটি মহদাদিক্রমের উৎপত্তি ধরিয়াও গ্রাহ্যের উৎপত্তি নির্দেশিত করা যায়। দ্রষ্টার দ্বারা দৃশ্য ত্রিগুণের উপদর্শন-ফল কি হইবে?—সত্ত্বগুণের প্রকাশের দ্বারা 'আমি মাত্র' এইরূপ প্রকাশ হইবে। রজোগুণের ক্রিয়ার দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া স্থিতিতে যাইবে। অর্থাৎ 'আমি'র ভাঙ্গা বা অহংকার হইবে (যেহেতু অহংকার আমির ভিন্নতা ভাব) এবং সেই ভাব ধৃত হওয়াই সংস্কারাধার মন। ইহাই মহৎ, অহং এবং মনের বিশ্লিষ্ট একটি মূল ভাব। ঐরূপ আমিত্ব-সংস্কার প্রচিত হইলে আমিত্বের কালিক সত্তা বা অবয়ব অনুভূত হইবে। তাহাতেই 'আমি এতকাল ব্যাপিয়া আছি' এইরূপ সাধারণ মনোভাব হয়। কিন্তু ইহাতে দৈশিক অবয়বযুক্ত কোন ভাব আসিবে না কারণ ইহা সম্পূর্ণ গ্রহণ। সংস্কারাধার মন হইলেই অন্তঃকরণের মিলিত ইচ্ছা-ক্রিয়াদির ও বিজ্ঞানের যোগ্যতা হইবে। কিন্তু ঐসব মানসক্রিয়ার জন্য গ্রহণ হইতে বাহ্য কোন্ এক গ্রাহ্য বস্তুর আবশ্যক। গ্রাহ্যের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে?—ইহা অনুভূয়মান সত্য যে, গ্রহণের বাহ্য কোন ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের গ্রাহ্য-জ্ঞান উদ্ভূত হয়। সেই ক্রিয়া যে অন্য এক মন ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না, তাহা অন্যত্র দেখান হইয়াছে। কিন্তু সেই মন অস্মদাদির মনের উপর কার্য করিবার বা অস্মদাদির মনকে নিজভাবে ভাবিত করিবার শক্তিসম্পন্ন হইবে। ব্যবহারতঃও দেখা যায় যে, ঐন্দ্রজালিকের

মন বহু মনকে স্বীয়ভাবে ভাবিত্ করিয়া মনোভাবকে বাহ্য বিষয়রূপে প্রদর্শন করায়। যে মহামন বিশ্বস্থ সর্বদেহীর মনকে ভাবিত করিয়া জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল দেখাইতেছেন, সেই মহামনোযুক্ত পুরুষ সগুণ ব্রহ্ম। তাঁহারই সর্বসামান্য গ্রাহ্যরূপ (শব্দস্পর্শাদিরূপে যাহা সর্ব প্রাণীর গ্রাহ্য, এইরূপ) মনোভাব যাহা প্রকৃতিবশিত্বের শক্তির দ্বারা ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বের দ্বারা গ্রাহ্যরূপে তাঁহার চিত্তে উপস্থিত্ হয়, তাহাই গ্রাহ্যের মূল বা তাহা হইতে গ্রাহ্য উৎপন্ন হয়।

১১। হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পরে, যাঁহারা পূর্বসর্গে তন্মাত্র সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন তাঁহারা তন্মাত্রাভিমানী দেবতা হইয়া পঞ্চতন্মাত্রকে ব্যক্ত করেন। যাঁহারা ভূততত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া ভূতাভিমানী হইয়াছিলেন তাঁহারা জড় দ্রব্য এবং তাহাদের গতি ও পরিণতি আদির বিশেষ সহ (অর্থাৎ physical objects এবং physical laws সহ) শব্দস্পর্শাদি পঞ্চমহাভূতময় লোককে প্রকাশ করেন। ঐ সকল দেবতারা ঔপপাদিক জীব বা স্বয়ং শরীর গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হন। এইরূপে তাঁহাদের নিয়ম্য অন্যান্য ঔপপাদিক প্রাণীরাও যথোপযোগী লোকসমূহে অভিব্যক্ত হন। পরে কোনও প্রজাপতির ইচ্ছাতে অথবা স্থূলশরীরধারণের উপযোগী কোন নিমিত্ত পাইয়া স্থূলশরীরী জীবগণ অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে বিশ্বজগৎ সেই অক্ষরব্রহ্মের ভূতাদি অভিমান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনি সেই অভিমানকে প্রলীন করিলে ইহাও লয় পাইবে। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—

"স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ।
সংহৃত্য সর্বং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা॥" (মহাভারত)

অর্থ যথা, তিনি সৃষ্টিকালে সৃষ্টি করেন ও সংহারকালে তাহা পুনঃ গ্রাস করেন অর্থাৎ কৈবল্য-পদে গেলে তাঁহার অস্মিতা ব্যক্ত না থাকাতে সপ্রজ জগৎ লীন হয়। সংহরণপূর্বক নিজদেহ (নিজ অন্তঃকরণরূপ)-সংস্থ করিয়া জগতের অন্তরাত্মা (যাঁহার অন্তঃকরণে জগৎ স্থিত) অপে, অর্থাৎ জল যেমন একাকার স্বগতভেদহীন সেইরূপ একাকার স্বগতভেদহীন অব্যক্তে, শয়ন করেন বা জগতের উপাদানভূত তাঁহার অন্তঃকরণকে লীন করিয়া কৈবল্যপদে যান। এইরূপে দেখা গেল ব্রহ্মা বা স্রষ্টা ঈশ্বর হইতে সাধারণ প্রাণী পর্যন্ত সকলে কর্মবশে জাত হইয়া কর্ম করেন, কর্মের স্বাভাবিক নিয়মেই উহা সব হয়। শক্তিবিকাশের অসংখ্য তারতম্য থাকিতে পারে, তদ্দ্বারা অসংখ্য কর্মক্ষেত্র বা আবাসলোক হইতে পারে। তন্মধ্যে অক্ষরব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রাপ্ত ("ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি") যোগীরা বিশ্বাবাস হইবেন।

নিম্নোক্ত শ্রুতিতেও স্বাভাবিক সৃষ্টির কথাই বলা হইয়াছে —

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥" (মুণ্ডক)

অর্থাৎ ঊর্ণনাভি যেমন সূত্র সৃষ্টি করে ও গ্রহণ করে, পৃথিবী হইতে যেরূপ ওষধিসকল উৎপন্ন হয়, জীবিত ব্যক্তির যেরূপ কেশ লোম হয়, অক্ষর হইতেও সেইরূপ এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

প্রথম উপমায় বলা হইয়াছে যে, স্রষ্টার ভিতর হইতে সৃজ্য বিশ্বের সর্জন হয় (তাঁহা হইতে evolved হয়) বা তাহা বহির্গত হয় অর্থাৎ তাঁহার মনোগত সর্বজ্ঞ ঐশ সংস্কার হইতে—যাহাতে সর্ব

বা ব্রহ্মাণ্ড অব্যাকৃতভাবে আছে—উদ্ভূত হয় এবং তাহাতেই যায় বা লীন হয়। ইহাতে পুরুষকারহীন স্বাভাবিক সৃষ্টির কথা স্পষ্ট বলা হইল।

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥" (মুণ্ডক)

এখানেও বলা হইতেছে যে, প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসকল যেমন বাহির হয়, তেমনি অক্ষর ব্রহ্ম হইতে প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয় ও তাঁহাতে লয় হয়। ইহাতেও স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে।

এই অনন্তবৎ প্রতীয়মান ব্রহ্মাণ্ড মনের ভাব বলিয়া সেদিক্ হইতে পরিমাণহীন, অতএব অসংখ্য হিরণ্যগর্ভ থাকিতে পারেন এবং তাহা থাকিলেও এক মনোময় জগতের সহিত অন্য মনোময় জগতের কোন সংঘর্ষ নাই। আর, আমরা এক সৃষ্টির প্রলয়ে অন্য এক মনোময় ব্রহ্মাণ্ডে প্রাদুর্ভূত হইবই হইব—যদি এই সাংসারিক সংস্কার থাকে। যেমন আমরা সংস্কারবশে কর্ম করি তেমনি হিরণ্যগর্ভও ঐশ সংস্কারে সর্বাধীশ "বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা" হন এবং যাহার দ্বারা আমাদের শাশ্বতী শান্তি হয় সেই জ্ঞানধর্ম প্রকাশ করাতে কারুণিক ঈশ্বর বলিয়া উপাস্য হন।

অতএব 'হিরণ্যগর্ভদেব কেন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন' ইত্যাদি শঙ্কার কোন অবকাশই নাই [যোগদর্শন ১।২৯ (২) দ্রষ্টব্য]।

আমাদিগের মূল কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য হইলেও, আমাদের শরীরধারণ ও কর্মাচরণের জন্য এই লোক আবশ্যক, উহা এবং আদিম প্রাণিশরীর সেই অক্ষর পুরুষের সংকল্পজাত বলিয়া তাঁহাকে জগতের ও প্রাণীর স্রষ্টা বা পিতামহ বলা যায়।

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মে যাইতে হয়। তিনি (সগুণ ব্রহ্ম) অস্মদাদির তুলনায় নিরতিশয় জ্ঞানসম্পন্ন, সর্বব্যাপী, পরমানন্দে সমাহিত, বিবেকরূপ বিদ্যাবান্, আত্মাতে বা বুদ্ধিতে পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকারী ও সর্বজগতের আশ্রয়-স্বরূপ মহাপুরুষ।

১২। অতঃপর নির্গুণ ঈশ্বরের প্রণিধান ও পুরুষতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

যোগসিদ্ধির অন্যতম প্রধান উপায় ঈশ্বর-প্রণিধান। প্রথমে ঈশ্বরের প্রণিধানযোগ্য স্বরূপ ও তাঁহার অস্তিত্ব নির্ণয় হওয়া আবশ্যক। "ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ"—সাংখ্যসূত্র। অতএব বদ্ধপুরুষ যেমন অনাদিকাল হইতে আছে, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে মুক্ত পুরুষও আছেন। মুক্ত পুরুষ বলিলেই চিত্ত কল্পনা করিয়া তাহার সহিত অসম্বদ্ধতা কল্পনা বা ধারণা বা চিন্তা করিতে হইবে, নচেৎ শুধু পুরুষতত্ত্বের অভিকল্পনা করা হইবে, মুক্ত পুরুষের অভিকল্পনা করা হইবে না। মুক্ত পুরুষের চিত্ত কিরূপ হইবে? তাহা সর্বজ্ঞতা-সিদ্ধ চিত্ত হইবে। কারণ, মুক্তির আগে সর্বজ্ঞতা-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, আর সেই সার্বজ্ঞ্য নিরতিশয় হইবে। সার্বজ্ঞ্য হইতে হইলেই ক্লেশাদি-চিত্তমল-শূন্য হইবে। সুতরাং সেই চিত্ত ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় এই সব মালিন্যশূন্য বা অনাদিকাল হইতে ইহাদের দ্বারা অপরামৃষ্ট (অসম্পর্কিত) এইরূপ অভিকল্পনার দ্বারা প্রণিধান করিতে হইবে এবং তাদৃশ চিন্তাই সাধকের পক্ষে প্রয়োজন। অবিদ্যাদি চিন্তা করিতে হইলে নিজের চিত্তস্থ অবিদ্যাদি ধারণা করিয়া চিন্তা করিতে হইবে এবং নিজের সেই অবিদ্যাদি বিদ্যাদির দ্বারা নিবৃত্ত এইরূপ কল্পনা করিয়া ঈশ্বরকেও তাদৃশরূপে অভিকল্পনা করিয়া প্রণিধান করিতে হইবে। তাহাতে শেষে

"ঈশৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলোঽনুপসর্গস্তথাবমপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমধিগচ্ছতি" (যোগভাষ্য ১।২৯) এইরূপে ঈশ্বর-প্রণিধানের ফল হয়। ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তৎপ্রণিধান ও তাহার ফল সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ যুক্তিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত।

কল্পপ্রলয় ও মহাপ্রলয় কালে নির্মাণচিত্ত অবলম্বন করিয়া জ্ঞানধর্ম প্রকাশদ্বারা ঈশ্বরের পুরুষবিশেষত্ব কল্পনা করা—এই বাদও যোগসম্প্রদায়ে ছিল। "জ্ঞানধর্মোপদেশেন কল্প-প্রলয়-মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষানুদ্ধরিষ্যামীতি" (যোগভাষ্য ১।২৫)। এই বাদে শঙ্কা হইতে পারে যে, এক ব্যক্তির পক্ষে অনাদিকাল হইতে সংখ্যাতীতবার নির্মাণচিত্ত উত্থাপিত করিয়া কার্য করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উত্তরে বক্তব্য, স্বেচ্ছাপূর্বক কেহ যদি ইহা করেন তাহা হইলে ইহা অসম্ভব নহে। পরন্তু অনাদিমুক্ত পুরুষ বহু এইরূপ ধারণা করা শক্য নহে। কারণ, যেরূপ মুক্ত চিত্তের দ্বারা ধারণা করিতে হইবে তাহা অনাদিত্বহেতু ও ক্লেশ-কর্মশূন্যত্বহেতু সর্বথা তুল্য। আর, ইহাও সত্য যে, অনাদি কাল হইতে মোক্ষবিদ্যা প্রচলিত আছে এবং মোক্ষবিদ্যা প্রকাশের জন্য কোন মুক্ত পুরুষেরও তাহা করা অবশ্যম্ভাবী। অতএব 'অনাদিকাল হইতে মুক্ত পুরুষের দ্বারা মোক্ষবিদ্যা প্রচলিত আছে' এতাবন্মাত্র প্রতিজ্ঞা ন্যায্য, যেহেতু অনাদিমুক্ত পুরুষদের বৈশিষ্ট্যকারক ভেদ অচিন্তনীয়। (অধিক যোগদর্শনের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

পুরুষতত্ত্ব অর্থে বিশেষণের দ্বারা অস্পৃষ্ট চিতিশক্তি বা চৈতন্য (যোগভাষ্য)। তাহা লক্ষিত করিতে মুক্ত বদ্ধ আদি বিশেষণের প্রয়োজন নাই। মুক্ত বদ্ধ আদি বিশেষণে বিশেষিত করিলে তাহা পুরুষবিশেষ হইয়া যাইবে।

ঈশ্বর পুরুষবিশেষ। বদ্ধ পুরুষবিশেষগণ সাধারণ দেহী, যিনি অনাদিমুক্ত পুরুষবিশেষ তিনি ঈশ্বর। মুক্ত পুরুষের মধ্যে বিশেষ আছে—সাদিমুক্ত ও অনাদিমুক্ত। সাদিমুক্তদের পূর্ব উপাধির দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া লক্ষিত করা যাইতে পারে। অনাদিমুক্ত পুরুষ এক না হইয়া বহু হইতে পারেন—এই শঙ্কা সর্ব প্রকারে নিঃসার। বহু হইলেও যে ফল, এক হইলেও সাধকের পক্ষে সেই ফল। আর মুক্তপুরুষকে পূর্ব বদ্ধচিত্তের দ্বারা ভেদ করিতে হয়। নচেৎ দুই মুক্তপুরুষকে ভেদ করার কোন উপায় নাই। তজ্জন্য অনাদিমুক্ত পুরুষ এক-স্বরূপ। পুরুষতত্ত্বকে অনাদিমুক্ত বলিলে দোষ হয়, কারণ, ঐরূপ বিশেষণ পুরুষতত্ত্বে প্রয়োগ করিবার কিছুমাত্র অবকাশ নাই। মুক্ত বদ্ধ আদি বিশেষণ পদ ত্যাগ করিয়াই পুরুষতত্ত্ব লক্ষিত করিতে হয়। কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরকে লক্ষিত করিতে হইলে 'মুক্ত' এই পদার্থের অভিকল্পনা অবশ্যম্ভাবী। মুক্ত বলিলে মুক্ত চিত্ত বা দুঃখহীন চিত্ত বা অবিদ্যাদি ক্লেশ-কর্মহীন চিত্ত এইরূপ বুঝাইবে এবং ঐরূপে অভিকল্পনা করিতে হইবে। ঐরূপ অভিকল্পনাই সাধনের জন্য বা ঈশ্বর-প্রণিধানের জন্য প্রয়োজন।

১৩। 'জীব অনাদি' এইরূপ বলিলে কি বুঝায়? যতকাল চিন্তা করিতে পারি বা পারিব তাদৃশ সর্বকালেই জীব-নামক পুরুষবিশেষগণ একটা-না-একটা উপাধি লইয়া থাকে—এইরূপ বুঝাইবে বা চিন্তা করিতে হইবে। সেইরূপ ঈশ্বরকে অনাদিমুক্ত বলিলে তাদৃশ ঈশ্বর সর্বদাই চিত্তাদি উপাধিমুক্ত পুরুষবিশেষ এইরূপ মাত্র বিশেষণে বিশেষিত করিয়া অভিকল্পনা করিতে হইবে (যাহা সাধনের জন্য প্রয়োজন)। মুক্ত উপাধির অনাদিত্বহেতু পূর্ববন্ধ-কোটি কল্পনীয় হইবে না। কারণ, সেইরূপ কল্পনা করিলে অনাদিমুক্ত এই অভিকল্পনার বিরুদ্ধ কথা বলিতে হইবে। যেমন অনাদিবদ্ধ পুরুষ আছে তেমনি অনাদিমুক্ত পুরুষও আছেন। এই অনাদিমুক্ত পুরুষ এক বলিয়াই

অভিকল্পনীয়, কারণ, তাঁহাকে কেবল অনাদিমুক্ত এই মাত্র বিশেষণে বিশেষিত করা ন্যায্য, সুতরাং তাহাতে ভেদ কল্পনা অন্যায্য। বস্তুতঃ অনাদি বলিলে বলা হয় যাহার আদি কল্পনীয় নহে। অনাদিমুক্ত বলিলে বুঝাইবে যাঁহার পূর্ববন্ধন কল্পনীয় নহে।

মুক্ত বলিলেই যে পূর্ববন্ধন কল্পনীয় হইবে এইরূপ কথা নাই। অনাদিমুক্ত বলিলে অভিকল্পনা করিতে হইবে যে, ক্লেশকর্মাদি যাঁহাতে বর্তমানে যেমন নাই তেমনি অতীত কোন কালেও ছিল না। মুক্ত শব্দের অর্থ দুই রকম হয়, যথা—(১) বন্ধন হইতে মুক্ত এবং (২) যে চিত্ত ক্লেশকর্মাদিশূন্য। প্রথম অর্থে বন্ধনকারী উপাধির জ্ঞান থাকিবে, দ্বিতীয় অর্থে তাহা থাকিবে না। অতএব অনাদিমুক্ত ঈশ্বরকে সর্বদাই ক্লেশকর্মাদিহীন এইরূপ ভাবের দ্বারা অভিকল্পনা করিয়া প্রণিধান করিতে হইবে।

লোকসংস্থান

শাস্ত্রমতে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান আছে। সাংখ্যতত্ত্বালোকে উক্ত হইয়াছে যে, সত্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের মূলাশ্রয়-স্বরূপ বিরাট্ পুরুষের বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠিত। এইজন্য বুদ্ধিতত্ত্বসাক্ষাৎকারিগণ সত্যলোকে অধিষ্ঠিত থাকেন। বুদ্ধি যেমন সর্বকরণের আধার, সত্যলোক সেইরূপ সর্বলোকের আধার। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায়, চন্দ্র পৃথিবীতে নিবদ্ধ, পৃথিবী সূর্যে নিবদ্ধ (সূর্য যে পৃথিব্যাদির ধারক তাহা যজুর্বেদ ২০।২৩, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২, প্রভৃতি শ্রুতির দ্বারা জানা যায়)। যে শক্তির দ্বারা গ্রহতারকাদি বিধৃত রহিয়াছে, তাহার নাম শেষনাগ বা অনন্ত। নাগ বন্ধনরজ্জুর রূপকমাত্র, যেমন নাগপাশ।

"নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে চান্তরীক্ষে যে দিবি" (নীলরুদ্র উপনিষদ্) ইত্যাদি শ্রুতিতেও সর্প কি, তাহা জানা যায়। শেষনাগ সেইরূপ ব্রহ্মের ধারণশক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "মণিভ্রাজৎ-ফণাসহস্র-বিধৃত-বিশ্বম্ভরমণ্ডলায়ানন্তায় নাগরাজায় নমঃ" অনন্তের এই নমস্কার হইতেও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়। বস্তুতঃ তাঁহার সহস্র সহস্র ফণায় যে ভ্রাজৎ মণিসকল রহিয়াছে, তাহাই পূর্বোক্ত স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্কনিচয়, যাহার দ্বারা এই আকাশ পূর্ণ। নৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে আছে, নৃকেশরী অর্থাৎ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ক্ষীরোদার্ণবে বা সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "যোগিবদাসীনং শেষভোগমস্তকপরিবৃতম্।" অতএব সত্যলোকাশ্রয় করিয়া যে শক্তি এই সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাই অনন্ত। সত্যলোক হইতে তরঙ্গায়িত ক্রিয়া নিয়ত প্রবাহিত হইয়া সর্বলোক বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে, এইজন্য সর্প তাহার সুন্দর রূপক। যাহা হউক, সত্যলোকের নিম্নশ্রেণীতে যথাক্রমে তপঃ, জন, মহঃ, স্বঃ, ভুবঃ ও ভূঃ। শুধু পৃথিবীটা ভূর্লোক নহে, এতৎসংলগ্ন এক মহান্ সূক্ষ্মলোকও ভূর্লোক এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য লোকও ভূর্লোক। দিব্যলোক বিরাটের সাত্ত্বিকাভিমানে এবং স্থূললোক রাজসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত, আর তামসাভিমানে নিরয়লোক প্রতিষ্ঠিত। পৃথিব্যাদির অভ্যন্তরে অথবা যেখানে জড়তা অধিক, তথায় অন্ধতামিস্রাদি নিরয়লোক *।

*নীর ও শরীর সম্বন্ধীয় ভাবের প্রাবল্য থাকিলে নিরয়যোনি হয়। তাহাতে প্রেতশরীর গুরুবৎ বোধ হয়, কিন্তু সূক্ষ্মত্বহেতু পার্থিব ধাতুর দ্বারা বাধিত না হইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিমজ্জিত বা পতিত হইতে থাকে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে একপ্রকার সূক্ষ্ম নিম্নলোক আছে বলিয়া উক্ত হয়, তাহা অযুক্ত নহে। ধর্মকর্মের লক্ষণ শরীর ও

বস্তুতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বব্যাপী যে অতি সূক্ষ্মতম মূলভাব তাহাই সত্যলোক, তন্নিবাস দেবগণের নিকট তজ্জন্য অপর সমস্ত লোকই অনাবৃত। তদপেক্ষা স্থূলতর ব্যাপী লোক তপঃ। অন্যান্য লোকও সেইরূপ। নিম্ন-লোক-নিবাসিগণের উচ্চলোক আবৃত থাকে এবং তত্তদপেক্ষা নিম্নলোকগণ অনাবৃত থাকে। আমাদের এই দৃশ্যমান গ্রহ-তারকাদি ও তাহাদের রশ্ম্যাদিপূর্ণ স্থূললোক অতিস্থূল বৈরাজাভিমানে অর্থাৎ ভূতাভিমানে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ তদনুরূপ স্থূলক্রিয়াত্মক বলিয়া আমাদের সূক্ষ্মলোকসকল অগোচর থাকে। যে অবস্থায় জড়তা অধিক তাহাই নিরয় লোকের অধিষ্ঠান। নিম্নস্থ দেবগণ ইন্দ্রিয়ের যথাভিলষিত তর্পণ প্রাপ্তে সুখী, আর উচ্চস্থ দেবগণ ধ্যানাহার-পরায়ণ এবং তাঁহারা অতি মহৎ আধ্যাত্মিক সুখে সুখী। (৩।২৬ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)।

তৎসম্বন্ধীয় অভিমানের বিরোধি-কর্ম এবং অধর্মের লক্ষণ সেই অভিমানের বর্ধক কর্ম। তাহা হইতে প্রেতশরীরের গুরুত্ব, ইন্দ্রিয়ের রুদ্ধভাব এবং অত্যধিক অপূরণীয় কামনাবশতঃ মানসিক চাঞ্চল্যজনিত মহান্ বিষাদ আসে।

যোগ কি ও কি নহে

এই দর্শনের দৃষ্টিতে যোগের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যপূর্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাই প্রকৃত অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক যোগ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থে একটি মাত্র জ্ঞানকে মনে উদিত রাখিয়া অন্য সকলের নিরোধ (সম্প্রজ্ঞাত), অথবা সর্ব ব্যাবহারিক জ্ঞানের (নিদ্রা-জ্ঞানেরও) নিরোধ (অসম্প্রজ্ঞাত)। অভ্যাস অর্থে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা। অতএব পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা ইচ্ছা করিয়া যে স্বেচ্ছাধীন চিত্তবৃত্তিনিরোধ তাহাই যোগ হইল। চেষ্টা না করিয়া বা স্বতঃ বা ইচ্ছার অনধীনরূপে যদি কখন কখন চিত্তের স্তব্ধভাব হয় তাহা সুতরাং যোগ নহে। দেখাও যায় যে, কোন কোন লোকের অকস্মাৎ চিত্তের স্তব্ধভাব আসে। তাহারা মনে করে 'ঐ সময়ে আমার কোন জ্ঞান ছিল না', শারীরিক লক্ষণে, যথা সোজা হইয়া বসিয়াও অল্পাধিক নিদ্রার মতো শ্বাস-প্রশ্বাস হওয়া প্রভৃতি হইতে বুঝা যায় যে তাহা নিদ্রার মতো অবস্থা। অতএব উক্ত লক্ষণে উহা যোগ নহে। তাহা ছাড়া মূর্চ্ছা, সংজ্ঞাহীন আড়ষ্টতা (catalepsy), হিস্টিরিয়া প্রভৃতিতেও ঐরূপ স্তব্ধভাব হয়। আবার কাহারও কাহারও স্বভাবতঃ অল্পাধিক দিন রক্ত-চলাচল বন্ধ করার এবং নিরাহারে থাকার শক্তিও থাকে, তাহাও যোগ নহে। আসন-মুদ্রাদির দ্বারা প্রাণকে প্রকারবিশেষে রুদ্ধ করিয়া অল্পাধিক দিন রাখাও প্রকৃত যোগ নহে, কারণ তাদৃশ ব্যক্তিদের অভীষ্ট কোনও একটি মাত্র বিষয়ে স্বেচ্ছাপূর্বক চিত্ত স্থির করার ক্ষমতাও দেখা যায় না।

একটি মাত্র জ্ঞান রাখিয়া অন্য জ্ঞান রুদ্ধ করা রূপ যোগের তারতম্য আছে। যখন একতান-ভাবে কিছুক্ষণ একই জ্ঞানবৃত্তি স্থির রাখা যাইতে পারে তখন তাহাকে ধ্যানরূপ যোগাঙ্গ বলে, আর যখন সেই একতানতা এতদূর প্রগাঢ় হয় যে অপর সমস্ত ভুলিয়া, এমনকি নিজেকেও ভুলিয়া, কেবল ধ্যেয়বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখিতে পারা যায় তখন স্বেচ্ছাধীন তাদৃশ স্থৈর্যকে সমাধি বলা যায়। সমাধির এই লক্ষণ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইবে। অজ্ঞ লোকে অনেক রকম স্তব্ধ ভাবকে বা আবিষ্ট ভাবকে বা বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবকে কিংবা তাদৃশ অন্য কোনও ভাবকে যে সমাধি মনে করে তাহার সহিত যোগের কোনও সম্বন্ধ নাই।

সমাধিও বিষয়ভেদে অনেক রকম আছে, যথা—রূপ-রসাদি গ্রাহ্য বিষয় লইয়া সমাধি, অহংকারাদি গ্রহণ-বিষয় লইয়া সমাধি, আমিত্বমাত্র গ্রহীতৃ-বিষয় লইয়া সমাধি। এই সকলের নাম সবীজ সমাধি। সবীজ সমাধির সর্বোচ্চ ভাব অস্মিতামাত্রে বা আমিত্বমাত্রে সমাহিত হওয়া। অবশ্য প্রথমে ধ্যেয় বিষয়ের ধারণা অভ্যাস করিতে হয়, পরে তাহা ধ্যানে পরিণত হইয়া সেই ধ্যানাভ্যাস করিতে করিতে যখন প্রগাঢ়তম ধ্যান হয় তখনই সেই বিষয়ে সমাধি হয়, যেমন, আমিত্ব-মাত্রে সমাধি করিতে হইলে প্রথমে বিচারের ও মানসিক প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা আমিত্বের ধারণা করিতে হয়, পরে তাহা একতান করিয়া ধ্যান করিতে হয়, তৎপরে তাহা প্রগাঢ় হইলে আমিত্ববোধ-মাত্রে সমাহিত হওয়া যায়। তখন কেবল আমিত্বরূপ বোধমাত্রই নির্ভাসিত থাকে, শরীরাদির গুরুতম পীড়াতেও যোগী বিচলিত হন না ("যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—

গীতা)। অবশ্য ইহা দীর্ঘকাল, নিরন্তর, যথার্থ জ্ঞানপূর্বক এবং শ্রদ্ধাপূর্বক অভ্যাসসাপেক্ষ এবং বাহ্য সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য না হইলে ইহা সাধ্য নহে। সমাধি-শক্তি চিত্তে আবির্ভূত হইলে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা ইহাদের যে কোনও বিষয়ে সমাহিত হওয়া যায়। কিন্তু অভ্যাসের সময়ে সাধকেরা, যাহাতে শীঘ্র আনন্দ লাভ হয়—এইরূপ বিষয় লইয়াই ধ্যান করিতে বিজ্ঞ উপদেষ্টার দ্বারা আদিষ্ট হন, কারণ, শব্দ-রূপাদি গ্রাহ্য বিষয়ে ধ্যান করিয়া শীঘ্র আনন্দ লাভ হয় না এবং সূক্ষ্ম গ্রহীতা আদি বিষয়ের উপলব্ধিও দূর হইয়া পড়ে।

সাধন করিতে করিতে বা কাহারও কাহারও স্বতঃই (কবি টেনিসনেরও হইত) অল্পাধিক আনন্দ লাভ হয় বা 'আমি ব্যাপী' ইত্যাদি অনেক প্রকার অনুভূতি হইয়া থাকে। সাধকদের সাধনের ফলস্বরূপ ঐরূপ কিছু অনুভূতি হইলে তাহা লইয়া ধারণা করা যাইতে পারে এবং দীর্ঘকালে তাহা ধ্যানে পরিণত হইতে পারে। আর, যাহাদের স্বতঃই কদাচিৎ ঐরূপ কোনও অনুভূতি আসে, ইচ্ছা করিয়া আনিতে পারে না, তাহাদের উহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আর, ঐরূপ ভাব আসিলেই যে ধারণা-ধ্যান-সমাধি হইয়াছে তাহাও নহে, কারণ ঐরূপ আনন্দ, ব্যাপিত্ব ইত্যাদি ভাব আসিলে পরেও ঐ প্রকৃতির চিত্তে বৃত্তিপ্রবাহ চলিতে থাকে এক-বৃত্তিতা হয় না, অতএব উহা যোগের লক্ষণে পড়ে না। উহা অনুভূতি-বিশেষ হইতে পারে এবং সেই অনুভূতি লইয়া ধারণা করিলে তবেই যোগাভ্যাস হইতে পারে।

সমাধিসিদ্ধ হইলে জ্ঞানের ও ইচ্ছাশক্তির সম্যক্ উৎকর্ষ হয়, যাহার তাহা নাই তাহার সুতরাং সমাধিসিদ্ধি নাই বুঝিতে হইবে। মনে হইতে পারে যে, কোনও সমাধিসিদ্ধ যোগী যদি জ্ঞানের ইচ্ছা অথবা শক্তি-প্রয়োগের ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষ না দেখিলেও তিনিও তো সমাধিসিদ্ধ হইতে পারেন?—সত্য, কিন্তু জ্ঞানের ও শক্তির বহুস্থলে প্রয়োগ করিতে যাইয়া যাহারা অকৃতকার্য হইতেছে দেখা যায় তাহারা নিজেদের সমাধিসিদ্ধ বলিলে মিথ্যা অথবা ভ্রান্ত কথা বলে বুঝিতে হইবে।

যোগের ফল ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি। সম্যক্‌রূপে চিত্ত স্থির করিয়া বাহ্যাভিমান, শরীরাভিমান ও ইন্দ্রিয়াভিমান হইতে ইচ্ছামাত্রই উপরে উঠিতে পারিলে তবেই দুঃখের উপরে উঠা যায়। অতএব ঐরূপে চিত্তস্থির করিয়া সূক্ষ্মতম বিষয়ে না যাইতে পারিলে এবং 'মাত্রাস্পর্শ' (ইন্দ্রিয়াভিমান) ত্যাগ করিতে না পারিলে দুঃখাতীত অবস্থায় যাইতে পারা যায় না। অতএব যাহারা ইচ্ছামাত্র ঐরূপ অবস্থায় যাইতে না পারে অথচ নিজেদের জীবন্মুক্তাদি বলে তাহাদের কথা মিথ্যা অথবা ভ্রান্ত। হিষ্টিরিয়া আদি প্রকৃতিরও কখন কখন স্পর্শাদি বোধ থাকে না, কিন্তু তাহা যে যোগলক্ষণ নহে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

প্রকৃত যোগ দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। পূর্বোক্ত লক্ষণে সমাধিসিদ্ধ না হইলে সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত কোনও যোগই হইতে পারে না। সম্প্রজ্ঞাত যোগের জন্য চিত্তের একাগ্র-ভূমিকা দরকার। সর্বদা গ্রহীতা আদির ধ্যান, ঈশ্বর-প্রণিধান, বিশোকা প্রভৃতির ধ্যান করিয়া যখন চিত্ত অনায়াসে এক বিষয়ে রাখা যাইতে পারে, আর অন্য ভাব আসে না, সেইরূপ চিত্তাবস্থার নাম একাগ্রভূমি। বিক্ষিপ্ত ভূমিকায় সময়ে সময়ে চিত্ত স্থির হইলেও অন্য সময়ে অবশ হইয়া মন কার্য করে, সুতরাং এইরূপ বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সাময়িক সমাধি করিতে পারিলেও শাশ্বতী চিত্তশান্তি হয় না, তজ্জন্য একাগ্রভূমিকা আবশ্যক। একাগ্রভূমিক চিত্তে যদি সমাধি হয় এবং সেই সমাধির

যাবা পূর্ণ প্রজ্ঞা হয় তখন সেই প্রজ্ঞা চিত্তে সর্বদাই থাকিবে বা বসিযা যাইবে। তাহাকে সমাপত্তি বলে। এইরূপে সমাপন্ন হইবাব শক্তিলাভ হইলে পবে যদি সর্বোচ্চ ব্যাবহাবিক আত্মভাব যে গ্রহীতা বা মহান্ আত্মা তাহাব উপলব্ধি কবিয়া তাহাতে সমাপন্ন হওযা যায তবেই ব্যবহাবজগতেব সর্বোচ্চ অবস্থায উপনীত হইতে পাবা যায। তৎপবে বিবেকজ্ঞানপূর্বক পরবৈবাগ্যবলে যখন সে ভাবকেও বোধ কবা যায তখন চিত্তেন্দ্রিযেব সম্যক্ শান্তি হয এবং কেবল পবমপুরুষ থাকেন। তাহাই যোগেব পবম ফল শাশ্বতী শান্তি বা কৈবল্যমোক্ষ।

চিত্তেব সাত্ত্বিক, বাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অবস্থা হইতে পাবে। সুতবাং বাজস চাঞ্চল্য কমিলেই যে তাহা সাত্ত্বিক হইবে তাহা নহে, উহা তামসও হইতে পাবে। শুব্ধতা ঐরূপ চাঞ্চল্যহীন কিন্তু তামস অবস্থা। কেবল বৃত্তিবোধই যোগ নহে, কথিত গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রহীতা আদি কোনও তত্ত্বে ইচ্ছাপূর্বক স্থিতি কবতঃ যে বৃত্তিবোধ তাহাই যোগ। শুব্ধতায ইচ্ছাপূর্বক চিত্ত কোনও তত্ত্বে স্থিতি কবে না। ক্লোবোফর্ম আদিব ফলেও চিত্তেব রুদ্ধবৎ ভাব হয কিন্তু তাহাকে লোকে অজ্ঞান অবস্থাই বলে। হিষ্টিবিযা শুব্ধভাব আদিও (ইহা সব মানস বোগবিশেষ) ঐ জাতীয। ইহাবা অবশ ও জড অবস্থা, আব, যোগ স্ববশ ও পূর্ণ চেতন অবস্থা। বাহ্যদৃষ্টিতে উভযেব কতক সাদৃশ্য আছে বলিযা লোকে বিভ্রান্ত হয, কিন্তু উভযেব চিত্তাবস্থা ও পবিণাম অন্ধকাব ও আলোকেব ন্যায বিভিন্ন ও বিপবীত।

শাঙ্কর দর্শন ও সাংখ্য

(প্রথম মুদ্রণ ইং ১৯০৯)

পুরাকালে ঋষিযুগের মুমুক্ষু ঋষিগণ সাংখ্য ও যোগের দ্বারা শ্রুত্যর্থ মনন করিতেন। বস্তুতঃ সাংখ্যই মোক্ষদর্শন, 'সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনম্' ইহা মহাভারতে প্রসিদ্ধ আছে, অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হইল আচার্যবর শঙ্কর বৌদ্ধাদি মতের দ্বারা হীনপ্রভ আর্যধর্মের সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাংখ্যযোগের সহিত অনেকাংশে বিরুদ্ধ এক অভিনব দর্শন সৃজন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদ আচার্যও সাংখ্যের ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন এবং সাংখ্যকে মোক্ষদর্শনরূপে মান্য করিয়া শিষ্যদের তাহার অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর সাংখ্যের বিরূপ। অসাধারণ মেধা ও ব্যাখ্যাকুশলতার দ্বারা তিনি তৎকালীন পণ্ডিতগণের নেতা হইয়াছিলেন, সর্বোপরি আগমের দোহাই তাঁহার মতপ্রচারের প্রধান সহায় ছিল *।

শঙ্কর ব্যাখ্যানকৌশলের দ্বারা শ্রুতির যে সব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই সম্যগ্‌দর্শন আর, পরমর্ষি কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতির মোক্ষদর্শন অসম্যগ্‌ দর্শন ইহা প্রতিপন্ন করিবার অনেক চেষ্টা তাঁহার দর্শনে আছে। কিন্তু তাঁহার বাগাড়ম্বর ভেদ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে তিনিই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝেন নাই, পরন্তু উক্ত ঋষিগণ ভ্রান্ত নহেন। বস্তুতঃ যোগভাষ্যের তথ্যবাদ জয়ঢক্কার গভীর নিনাদ-স্বরূপ, আর, মীমাংসকদের অর্থবাদ (পরোক্ষ বক্তার বাক্যের অর্থ এইরূপ কি ঐরূপ—ইত্যাকার বাদ) কাংস্যধ্বনির স্বরূপ, ঐ তথ্যবাদ জাম্বূনদ স্বর্ণ-স্বরূপ আর ঐরূপ অর্থবাদ স্বর্ণমাক্ষিক-স্বরূপ।

* দর্শনশাস্ত্র বা ন্যায়কথা ত্রিবিধ হয় যথা—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। বাদ—স্বপক্ষ স্থাপন, জল্প—স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন এবং বিতণ্ডা—কেবল পরপক্ষ খণ্ডন। কোনও বাদ স্থাপন করিতে গেলে এই তিন প্রকার কথারই আবশ্যকতা হয়। সব দার্শনিককেই ইহা করিতে হইয়াছে। বিতণ্ডা—পরদুর্গ ভেদ, জল্প—দুর্গ অধিকার এবং বাদ—রাজ্য স্থাপন।

বেদান্তীরা যে সব বিতণ্ডা করিয়া সাংখ্য খণ্ডন করিতে চাহেন এই প্রকরণে তাহাই নিরাস করা হইয়াছে। অন্যত্র বাদ ও জল্পের দ্বারা সাংখ্যপক্ষ বহুশঃ স্থাপন করা হইয়াছে। স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষনির্জয় ইহারা দর্শনের প্রধান দুই অঙ্গ, ইহা পণ্ডিতদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে কিন্তু অনেক অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি ইহা না বুঝিয়া অযথা গোল করে। দার্শনিকদের বলিতে হয়, "যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। অশ্রদ্ধেয়মযুক্তন্তু অপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥" অতএব কোনও দার্শনিক যতবড় বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করুন-না-কেন অন্য দার্শনিকেরা তাঁহার ন্যায়দোষ দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই, এই প্রকরণ পাঠকালে পাঠক ইহা স্মরণ রাখিবেন।

শঙ্করাচার্য তার্কিকদিগকে বৃহদারণ্যক ভাষ্যে ২।১ (২০) বলিয়াছেন, "অহো অনুমানকৌশলং দর্শিতমপুচ্ছশৃঙ্গৈস্তার্কিক-বলীবর্দৈঃ" (অহো, পুচ্ছশৃঙ্গহীন তার্কিক বলীবর্দ কর্তৃক কি যুক্তিকৌশলই প্রদর্শিত হইয়াছে।)। রামানুজেরাও বলেন, "মায়াবাদো মহাপিশাচঃ" (যামুনস্তোত্রম্), জয়ন্তভট্ট ন্যায-মঞ্জরীতে প্রতিপক্ষদের 'রে মূঢ়' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ঈদৃশ বাক্যে কেহ আপত্তি করিতে পারেন বটে, কিন্তু এই প্রকরণস্থিত ন্যায়কথাতে আপত্তি করিলে নিশ্চয়ই ন্যায়ের অমর্যাদা করা হইবে। অর্থবাদ ('ইহার অর্থ এইরূপ' ও 'এইরূপ নহে' ইত্যাদি বিচার) অপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে অতএব তাহা লইয়া বিবাদ করা ব্যর্থ। অত্রত্য ন্যায়ের দোষই পরীক্ষার্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করা যাইতেছে।

যাহা হউক, উভয় দর্শন সমালোচনাপূর্বক বিচার করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ আমরা সাংখ্যমত উপন্যস্ত করিতেছি। সাংখ্যমতে জগতের মূল কারণ দুই—

(১) চিদ্রূপ দ্রষ্টা পুরুষ। (২) ত্রিগুণাত্মিকা দৃশ্যা প্রকৃতি।

পুরুষ নিমিত্তকারণ, আর প্রকৃতি উপাদান বা অন্বয়িকারণ। পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্টা প্রকৃতি অশেষ প্রকারে বিকারপ্রাপ্ত হয়, সেই বিকারসমূহের মধ্যে এই তত্ত্বগুলি সাধারণ, যথা—

(৩) মহান্ আত্মা বা বুদ্ধিতত্ত্ব, ইহা 'আমি' এইরূপ প্রত্যয়মাত্র।

(৪) অহং, ইহা অভিমানমাত্র। (৫) চিত্ত, ইহার ধর্ম প্রত্যয় ও সংস্কার স্বরূপ। অহংতত্ত্বের বিকার-অবস্থার নাম চিত্ত, তাহার মূল ধর্ম-বিভাগ যথা—প্রখ্যা বা জ্ঞান, প্রবৃত্তি বা চেষ্টা এবং স্থিতি বা ধারণ। প্রাচীন শাস্ত্রে চিত্ত প্রায়ই 'বিজ্ঞান' অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি = প্রত্যয়, এবং স্থিতি = সংস্কার। যাবতীয় চিন্তা বা পর্যালোচনা সমস্তই চিত্তের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, চিত্ত ছাড়া পর্যালোচনাদি হইতে পারে না। (মনও অনেক স্থলে চিত্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়)।

তদ্ব্যতীত (৬) জ্ঞানেন্দ্রিয়তত্ত্ব, (৭) কর্মেন্দ্রিয়তত্ত্ব, (৮) তন্মাত্রতত্ত্ব ও (৯) ভূততত্ত্ব এই তত্ত্বসকল আছে, তত্ত্বসকলের দ্বারাই বিশ্ব নির্মিত। যাহা কিছু কল্পনা বা ধারণা করিবার অথবা বুঝিবার যোগ্য তাহারা সমস্তই এই তত্ত্বসকলের দ্বারা রচিত। এই তত্ত্বসকলের সমস্তের ব্যভিচার কোনও পদার্থে দেখিতে পাইবে না। শ্রুতি বলেন—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" সাংখ্যের সহিত এই তত্ত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতি সম্পূর্ণ একমত। গীতাও বলেন, "ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎত্রিভির্গুণৈঃ॥"

অতএব সাংখ্যদৃষ্টিতে বিশ্বের মূলভূত উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বরকল্পনা করিলে অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষবিশেষ কল্পনা করা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষের মিশ্রণ-বিশেষ হইবেন। বস্তুতঃ ক্রিমি হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত সমস্তই প্রকৃতি ও পুরুষের মিশ্রণ, তজ্জন্য সাংখ্যেরা তত্ত্বদৃষ্টিতে ঈশ্বরকে মূলকারণ বলেন না, প্রকৃতি ও পুরুষকেই বলেন। ঈশ্বর শব্দের অর্থই প্রকৃতিযুক্ত পুরুষবিশেষ, শ্রুতি যথা—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেতাশ্বতর)। মৌলিক উপাদান ও নিমিত্ত না হইলেও প্রজাপতি ঈশ্বর যে জগতের রচয়িতা তাহা সাংখ্য (এবং সমস্ত আর্যশাস্ত্র) বলেন।

ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এবং অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য এই বুদ্ধিধর্মসমূহের ন্যূনাতিরেক অনুসারে পুরুষসকল অশেষভেদসম্পন্ন। বিবেকখ্যাতির দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে তাদৃশ পুরুষকে মুক্ত বলা যায়। মুক্ত পুরুষের মধ্যে যিনি অনাদিমুক্ত সুতরাং যাঁহার উপাধি নিরতিশয়জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়। তিনি জগদ্ব্যাপারবর্জ, কারণ, মুক্ত পুরুষ এই নিঃসার জগদ্ব্যাপার লইয়া ব্যাপৃত আছেন এইরূপ মনে করা সম্পূর্ণ অন্যায্য।

বিবেকখ্যাতিহীন কিন্তু সমাধি-বিশেষের দ্বারা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন এইরূপ পুরুষও সাংখ্য-সম্মত। সাংখ্য তাঁহাদের জন্য-ঈশ্বর বলেন, "স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা" "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" এই সাংখ্যসূত্রদ্বয়ে ঐরূপ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ বা নারায়ণ-নামক ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ঈশ্বর স্বীকৃত আছে।

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" ইত্যাদি ঋঙ্মন্ত্র উক্ত সাংখ্যীয় রাদ্ধান্তের সম্যক্ পোষক। তদ্ব্যতীত সমস্ত স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রও (শঙ্কর-মতাশ্রম করিয়া যে সব পুরাণাদি রচিত হইয়াছে তাহা অবশ্য ধর্তব্য নহে) ঐ মতাবলম্বী। যেমন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, তেমনি অসংখ্য প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভও আছেন, যম নামক দেবতা স্বর্গ ও নিরয়ের নিয়ন্তা, ইন্দ্র দেবতাদের রাজা ইত্যাদি আর্যশাস্ত্রোক্ত মতসমূহের সহিত সাংখ্যের কোন বিরোধ নাই বরং উহারা সাংখ্যের সম্যক্ পোষক।

অতএব সাংখ্যমতে তত্ত্বদৃষ্টিতে তত্ত্বসকল জগতের মূল উপাদান ও নিমিত্ত। ঈশ্বরাদি সমস্তই সেই উপাদানে ও নিমিত্তে নির্মিত। শুদ্ধ-চৈতন্যের নাম আত্মা বা পুরুষ, ঈশ্বর নহে। তিনি জগতের স্রষ্টা, পাতা ও কর্মফলদাতা নহেন, কিন্তু হিরণ্যগর্ভ, যম প্রভৃতি দেবগণ জগৎকার্যে ব্যাপৃত।

উপনিষদের 'অক্ষর' পুরুষই সাংখ্যের হিরণ্যগর্ভ নামক জন্য-ঈশ্বর। তাঁহার অভিমানে ব্রহ্মাণ্ড ব্যবস্থিত বলিয়া তিনি ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। "দিবি ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি শ্রুতির ব্রহ্মলোকস্থ আত্মাই এই ব্রহ্মলোকস্থ জন্য-ঈশ্বর। আর, শ্রুতির "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ", "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ", তুরীয় আত্মাই সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ। এই সকল বিষয় স্মরণপূর্বক সাংখ্যপক্ষে শ্রুতিসকল ব্যাখ্যাত হয় এবং সুসঙ্গত ব্যাখ্যাও হয়। (কাপিল মঠ প্রকাশিত 'শ্রুতিসার' দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর শাঙ্কর মত উপন্যস্ত হইতেছে। তন্মতে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম জগতের কারণ, তিনি ঈক্ষা বা পর্যালোচনা করিয়া জগৎ সৃজন করেন। সৃষ্টি তাঁহার লীলা, তিনি কেন সৃষ্টি করেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই, যেহেতু তাহা সিদ্ধ মহর্ষিদেরও দুর্বোধ্য।

"ব্রহ্ম দ্বিরূপ। বিদ্যা ও অবিদ্যা-বিষয়-ভেদে দ্বিরূপতা হয়, তন্মধ্যে অবিদ্যাবস্থায় ব্রহ্মের উপাস্য-উপাসক-লক্ষণ সর্ব ব্যবহার হয়" (শারীরক ভাষ্য, ১।১।১১ সূ)।

ব্রহ্মই একমাত্র আত্মা অর্থাৎ সর্ব প্রাণীর আত্মা। "আত্মা এক হইলেও চিত্তোপাধি-বিশেষের তারতম্যে আত্মার কূটস্থ নিত্য এক-স্বরূপের উত্তরোত্তর প্রকৃষ্টরূপে আবিষ্কারের তারতম্য হয়।" (১।১।১ সূ)।

অধুনাতন মায়াবাদিগণ ঈশ্বরকে মায়োপহিত চৈতন্য এবং জীবকে অবিদ্যোপহিত চৈতন্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

পরমাত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রচুর আনন্দ-স্বরূপ বা আনন্দময়, সংসারী জীব আনন্দময় নহে। (অথচ শঙ্কর তৈত্তিরীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মানন্দ তাহা নিরুপাধিক পুরুষের নহে, কিন্তু প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের)। ঈশ্বর ভোক্তার অর্থাৎ জীবের আত্মা ("আত্মা স ভোক্তুরিত্যপরে")। ঈশ্বর মহামায় (মহামায়াবী)। যেমন ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল বিদ্যার দ্বারা অসৎ পদার্থকে সৎস্বরূপে প্রদর্শন করে, ঈশ্বরও তদ্রূপ মায়ার দ্বারা এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করিতেছেন, যথা ভাষ্যে "পরমেশ্বর অবিদ্যা-কল্পিত-শরীর, কর্তা, ভোক্তা ও বিজ্ঞানরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন। যেমন সূত্রের দ্বারা আকাশে আরোহণকারী খড়্গচর্মধৃক্ মায়াবী এবং ভূমিষ্ঠ মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) ভিন্ন, সেইরূপ।"

"জীব ঘটরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন, ঈশ্বর অনুপাধি-পরিচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায়।"

"জীব আনন্দময় নহে, কিন্তু যখন ঈশ্বরের সহিত নিরন্তর তাদাত্ম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহার আনন্দযোগ হয় (অথচ বেদান্তীরা বলেন মোক্ষে জীবত্ব থাকে না, তখন জীবত্ব-ভ্রান্তি যাইয়া 'আমি ঈশ্বর' এইরূপ সত্য জ্ঞান হয়। অতএব জীবের আনন্দযোগ হয় ইহা যোক্তি-বিরোধ। জীবই থাকে না, আনন্দ কাহার হইবে ? ঈশ্বর তো আনন্দযুক্ত আছেনই)। ঈশ্বর কর্মানুসারে সৃজন করেন, কর্ম অনাদি।"

সংক্ষেপতঃ জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে ইহাই শাঙ্কর দর্শনের মত। এক্ষণে দেখা যাক সাংখ্য ও শাঙ্কর মতের মধ্যে কোন্‌টা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

১। মায়াবাদীরা নিজেদের বেদান্তী বলেন। কিন্তু বেদান্তী নাম তাঁহাদের নিজস্ব হইবার কিছুই কারণ নাই। ছয় আস্তিক দর্শনই নিজ নিজ দৃষ্টি অনুসারে শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন, মায়াবাদীরা মায়াবাদ অনুসারে করেন। মায়াবাদ শঙ্করের প্রতিষ্ঠাপিত, প্রাচীন ঋষিরা উপনিষদের যেরূপ অর্থ বুঝিতেন তাহা শঙ্করের সময়ে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ যেরূপ চলিয়া আসিতেছিল তাহা শঙ্করের পূর্বতন সাংখ্যদের সম্প্রদায়ে ছিল, শঙ্কর সেই পূর্বপ্রচলিত ব্যাখ্যা অনেক স্থলে খণ্ডন করিয়া স্বকপোল-কল্পিত অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং মায়াবাদী অপেক্ষা সাংখ্যদের সহিত বেদান্তের প্রাচীনতর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; মহাভারত বলেন, "জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে, সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র" ইত্যাদি *।

২। শঙ্কর নিজের মতকে অদ্বৈতবাদ বলেন আর সাংখ্যদের দ্বৈতবাদী বলেন, শাঙ্কর মতে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, দ্বিরূপ (অবিদ্যাবস্থ ও বিদ্যাবস্থ), মায়াবী এক পরমেশ্বর জগতের কারণ, সুতরাং শাঙ্কর মত অদ্বৈতবাদ। আর, সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রধান জগতের মূলকারণ বলিয়া তাহা দ্বৈতবাদ।

উপরে উক্ত শাঙ্করভাষ্যোদ্ধৃত ঈশ্বরের লক্ষণ হইতে বিজ্ঞ পাঠকেরা বুঝিবেন যে, কোন 'খিচুড় বালির পাহাড়' যেমন 'এক', শঙ্করের ঈশ্বরও সেইরূপ 'এক'। একখানি গালিচার কারণ

* শঙ্করের পরে যে সমস্ত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটাতে শাঙ্কর মত, কোনটায় প্রাচীন সাংখ্যমত গৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্য "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।" ইত্যাদি বচনও যেমন পাওয়া যায়, সাংখ্যেরও সেইরূপ নিন্দা পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে যে মায়াবাদ ছিল না তাহা সম্পূর্ণ সত্য। শঙ্করের কিছু পূর্ব হইতে উহার অঙ্কুর উদ্ভূত হইয়াছিল। মাধ্যমিক বৌদ্ধদের ভিতর ঠিক শঙ্করের মত মায়াবাদ ছিল তবে তাহার মূল পদার্থ 'শূন্য', শঙ্করের মূল পদার্থ ঈশ্বর। মাধ্যমিকদের ও বৈদান্তিকদের মায়ার লক্ষণ প্রায় একরূপ, তাই মায়াবাদীদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া খ্যাতি আছে। বৈদান্তিকেরা বলেন, "ন সতী নাসতী মায়া ন চৈবোভয়াত্মিকা। সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী॥" মাধ্যমিকেরা বলেন, "ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চাপ্যুভয়াত্মকম্। চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ॥" গৌড়পাদাচার্য (যিনি শঙ্করের পরমগুরু) মাণ্ডুক্য কারিকায় অনেক স্থলে বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দসকল ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—সংবৃতি, বুদ্ধ, নায়ক, তায়ী ইত্যাদি। কারিকাস্থিত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে সহসা তাঁহাকে বৌদ্ধ মনে হইতে পারে। "জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্মান্ যো গগনোপমান্। জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাংবরম্॥ ৪।১। এবং হি সর্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা॥ ৪।১৯। সংবৃত্যা জায়তে সর্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ॥ ৪।৫৭। বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎসাম্যমজমদ্বয়ম্॥ ৪।৮০। অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তীতি নাস্তি বা পুনঃ। কোট্যশ্চতস্র এতাস্তু গ্রহৈর্যাসাং সদাবৃতঃ। ভগবানাভিরস্পৃষ্টো যেন দৃষ্টঃ স সর্বদৃক্॥ ৪।৮৩-৮৪। অলব্ধাবরণাঃ সর্বে ধর্মাঃ প্রকৃতি-নির্মলাঃ। আদৌ বুদ্ধাস্তথা মুক্তা বুধ্যন্ত ইতি নায়কাঃ॥ ৪।৯৮। ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্মেষু তায়িনঃ (তাযিনঃ)। সর্বে ধর্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্॥ ৪।৯৯'। যাঁহারা বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সাদৃশ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

(উপাদান) কি ইহা জিজ্ঞাসা কবাতে, একজন বলিল 'পাট এবং তুলা', আব একজন বলিল 'সুতা'। প্রথম বাদী যেরূপ দ্বৈতবাদী, সাংখ্য সেইরূপ দ্বৈতবাদী, আব মাযাবাদী শেষোক্তেব ন্যায অদ্বৈতবাদী। এই গৃহ কিসেব দ্বাবা নির্মিত ?—এই প্রশ্নেব উত্তবে একজন বলিল 'উহা মাটি, পাথব ও কাঠেব দ্বাবা নির্মিত', আব একজন 'অদ্বৈতবাদী' বলিল উহা 'পদার্থেব' দ্বাবা নির্মিত। এই 'পদার্থবাদী'ব ন্যায শঙ্কব অদ্বৈতবাদী *।

৩। বস্তুতঃ বেদান্তীবা সাংখ্যীয় তত্ত্বদৃষ্টি ভাল কবিবা না বুঝিযাই সাংখ্যেব উপব মন্তব্য প্রকাশ কবিবা থাকেন। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ পুরুষবিশেষ এই ব্রহ্মাণ্ড বচনা কবিযাছেন তাহা সাংখ্যেব অমত নহে। কিন্তু সেই ঈশ্বব কতকগুলি তত্ত্বেব সমষ্টি। অর্থ, ইন্দ্রিয, মন, অহং ও মহৎ, ইহাদেব দ্বাবা ঈশ্বব কল্পনা কবা ব্যতীত গত্যন্তব নাই। মহতেব কাবণ অব্যক্ত আব চিদ্রূপ পুরুষ, অতএব এই দুইটি মূলতত্ত্ব ঈশ্ববেবও নিমিত্তোপাদানভূত হইল। অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বব কল্পনা কবিলে তাঁহাব মনোবুদ্ধ্যাদি কল্পনা কবিতেই হইবে। বুদ্ধিব কাবণ অব্যক্ত ও পুরুষ, সুতবাং ঈশ্বব অব্যক্ত ও পুরুষেব দ্বাবা নির্মিত। শ্রুতিও জগতেব স্রষ্টাব বুদ্ধি স্বীকাব কবেন, 'বহু স্যাম্' ইত্যাদি তাহাব প্রমাণ।

৪। সাংখ্যসম্বন্ধে শঙ্কব যাহা যাহা আপত্তি কবিযাছেন তাহা এবং তাহাব অন্যায্যতা অতঃপব প্রদর্শিত হইতেছে।

শঙ্কব বলেন, "সাংখ্যেবা পবিনিষ্ঠিত বা সিদ্ধ বস্তুকে প্রমাণান্তবগম্য মনে কবেন।" কিন্তু আগমসিদ্ধ বস্তুকে অনুমানসিদ্ধ কবাতে কিছুই দোষ নাই। শঙ্কবও তাহাই কবিযাছেন, তবে তিনি মূল পর্যন্ত অনুমান প্রমাণ যোজনা কবিতে পাবেন নাই, সাংখ্যেবা তাহা কবিযাছেন। সাংখ্যমতে তিন প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। প্রত্যক্ষ ও অনুমানেব দ্বাবা যাহা সিদ্ধ না হয তাহা আগমেব দ্বাবা সিদ্ধ হয। আত্মসাক্ষাৎকাবী ঋষিগণ নিজেদেব উপলব্ধ পদার্থ যে ন্যায্য লক্ষণেব দ্বাবা উপদেশ কবিযাছেন, তাহাব সিদ্ধিব ন্যাযসমূহই সাংখ্যদর্শন। উপনিষদেব যাজ্ঞবল্ক্য, অজাতশত্রু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি ও বাজর্ষিবাও ঐরূপে যুক্তিব দ্বাবা আত্মাব স্বরূপ শিক্ষার্থীব কাছে বিবৃত কবিযাছেন, সাংখ্যও অবিকল তদ্রূপ, অতএব শঙ্কবেব উক্ত দোষোল্লেখ নিঃসাব। বস্তুতঃ সাংখ্যেবা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মার্গেব দ্বাবাই যাইযা থাকেন। 'সাংখ্যেবা আগম মানেন না, শঙ্কবেব তাহা বিলক্ষণতা' ইহা সত্য নহে। বস্তুতঃ বিবাদ দর্শন এবং শ্রুতির দর্শন-মূলক অর্থ লইযা, শঙ্কব যাহা বুঝিযাছেন ও ব্যাখ্যা কবিতে চাহেন তাহাই ঠিক, আব সাংখ্যেব বুঝা ও ব্যাখ্যা ঠিক নহে ইহা প্রতিপন্ন কবিবাব জন্যই শঙ্কব বাশি বাশি তর্কেব অবতাবণা কবিযাছেন। সাংখ্যেবাও তাহাব উত্তব দিযা থাকেন। অতএব দর্শন লইযাই বিবাদ। শ্রুতিকে নিজস্ব কবিবাব অধিকাব কাহাবও

* অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে জযন্ত ভট্ট বলেন, "যদি তাবদ অদ্বৈতসিদ্ধৌ প্রমাণমস্তি তর্হি তদেব দ্বিতীযমিতি নাদ্বৈতম্। অথ নাস্তি প্রমাণং তথাপি নতবামদ্বৈতমপ্রামাণিকাযাঃ সিদ্ধেঃ অভাবাদিতি। মন্ত্রার্থবাদোত্থবিকল্প-মূলম অদ্বৈতবাদং পবিহৃত্য তস্মাদ। উপেযতাম্যেষ পদার্থভেদঃ প্রত্যক্ষলিঙ্গাগমগম্যমানঃ"। (ন্যাযমঞ্জবী আঃ ৯)। অর্থাৎ যদি অদ্বৈতসিদ্ধি বিষযে প্রমাণ থাকে তাহা হইলে সেই প্রমাণই দ্বিতীয বস্তু অতএব অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে পাবে না। আব যদি বল প্রমাণ নাই তাহা হইলে নিতান্তই অদ্বৈত অসিদ্ধ, কাবণ, অপ্রামাণিক বিষযেব সিদ্ধি নাই। অতএব মন্ত্রার্থবাদজনিত অলীক কল্পনামূলক অদ্বৈতবাদ ত্যাগ কবিযা এই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম-সিদ্ধ পদার্থ-ভেদ গ্রহণ করুন। (নতবাম্ =অত্যন্তই নাহ)।

নাই। (ইংলণ্ডের কন্সারভেটিব ও লিবারেল দলে বিবাদ থাকিলেও কেহই রাজদ্রোহী নহে অথবা রাজ্য কাহারও নিজস্ব নহে)।

শঙ্কর বলেন, তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, তদ্দ্বারা মূল জগৎকারণ নির্ণয় করিতে যাওয়া উচিত নহে। কারণ, তুমি যাহা তর্কের দ্বারা স্থির করিলে অধিকতর তর্ককুশল ব্যক্তি তাহা বিপর্যস্ত করিতে পারে, এইরূপে কখনও কিছু স্থির হইবার উপায় নাই। ইহা সত্য হইলে সেই কারণেই শঙ্করের তর্কের দ্বারা শ্রুত্যর্থ নির্ণয় করিতে যাওয়া অন্যায় হইয়াছে। তাঁহা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার তর্কজাল ছিন্ন করিয়া শ্রুতির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অতএব শ্রুতির ব্যাখ্যাও অপ্রতিষ্ঠ। ফলতঃ রামানুজাদি অনেকেই স্ব স্ব দর্শন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে শ্রুত্যর্থ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, অতএব শঙ্কর যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা লইয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত ছিল। সাংখ্যের যুক্তির সদুত্তর দিতে না পারিয়া শঙ্কর একস্থানে (২।১।৬) অজ্ঞেয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" * অতএব জগৎ-কারণ যাহা সিদ্ধাদিরও দুর্বোধ্য, তদ্বিষয়ে তর্কযোজনা করা উচিত নহে, তাহা আগমের দ্বারাই গম্য। তাহা হইলে কিন্তু কথা হইতেছে কোন্ আগম কাহার ব্যাখ্যা সমেত গ্রাহ্য? সাংখ্যই প্রাচীনতম ঋষিদের দর্শন অতএব তাহাই গ্রাহ্য, শঙ্করের ব্যাখ্যা সুতরাং হেয়। বস্তুতঃ সাংখ্যেরা অচিন্ত্যভাবকে তর্কযুক্ত করিতে যান না। অচিন্ত্য পদার্থ আছে, এই সত্তা-সামান্য সর্বথা চিন্ত্য, সাংখ্যেরা সেই সত্তাই অনুমানের দ্বারা স্থির করেন, আর যাহা অচিন্ত্য তাহাও তর্কের দ্বারা স্থির করেন, যেমন প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ। পুরুষের স্বরূপ অচিন্ত্য কিন্তু তিনি আছেন ইহা চিন্ত্য। অনুমান প্রমাণের দ্বারা সাংখ্যেরা এইরূপ সামান্যমাত্রের উপসংহার করিয়া আগমের মনন করেন। উহা মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় উপাদেয়, শঙ্কর তাহা সম্পূর্ণ পারেন নাই বলিয়া তাহা হেয় নহে।

পরন্তু 'ঈশ্বর জগৎকারণ' ইহা চিন্ত্য বিষয়, তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা তর্কের দ্বারা পরীক্ষণীয়। কিন্তু সাংখ্যদের পুরুষ, মোক্ষ ও মহদাদি-তত্ত্ববিষয়ক তর্কপূর্ণ মননসকলের মূল আগম, তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ উহার শ্রবণ ও যুক্তিময় মনন উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন। সাধারণ মনীষী ব্যক্তির তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু পারদর্শী কপিলাদি ঋষিদের উপদিষ্ট তর্ক অপ্রতিষ্ঠ নহে। পরোক্ষ বক্তার বাক্যের অর্থাবিষ্কাররূপ তর্ক (বা interpretation) যাহা শঙ্কর করিয়াছেন তাহা সর্বথা অপ্রতিষ্ঠ, সাংখ্যের তর্ক জ্যামিতির তর্কের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

৫। শঙ্কর বলেন, "সাংখ্যেরা ত্রিগুণ, অচেতন, প্রধানকে জগতের কারণ মনে করেন।" ইহা কতক সত্য, যেহেতু সাংখ্যমতে ত্রিগুণ উপাদানকারণ, তদ্ব্যতীত চেতন পুরুষ নিমিত্তকারণ। কিন্তু

* শঙ্করের উদ্ধৃত এই প্রামাণ্য শ্লোক হইতে সাংখ্যের বহু পুরুষ এবং অষ্ট প্রকৃতি সিদ্ধ হয়। 'প্রকৃতিভ্যঃ' (=প্রকৃতিগণ হইতে) বলাতে এখানে অষ্ট প্রকৃতি বুঝাইয়াছে, আর তাহাদের 'পর' বস্তু পুরুষ। যথা শ্রুতি—"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ", আর 'অচিন্ত্যাঃ' 'ভাবাঃ' এইরূপ বহুবচন থাকাতে বহুপুরুষ সিদ্ধ হইল। নির্গুণ পুরুষই প্রকৃতি হইতে 'পর'। শঙ্করের ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে পর নহেন। শ্রুতি বলেন, "মায়িনন্তু মহেশ্বরম্", পঞ্চদশী বলেন, "মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।"

'প্রকৃতিগণ' অর্থে অব্যক্ত মহদাদি অষ্ট প্রকৃতি, অতএব 'অব্যক্ত, মহৎ আদি নাই' শঙ্করের এই উক্তি তাঁহার নিজের ধৃত শাস্ত্র হইতেই খণ্ডিত হইল।

শঙ্কর যে বলেন, "সাংখ্যেরা প্রধানকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমৎ মনে করেন" ইহা সত্য নহে। শঙ্করকে কোনও সাংখ্য উহা বলিয়াছিলেন, কি শঙ্করের উহা কল্পিত, তাহা স্থির নাই, কিন্তু সাংখ্যের যে উহা মত নহে তাহা নিশ্চয়। সাংখ্যমতে উপাধিযুক্ত পুরুষই সর্বজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ হইতে পারে। কোনও তত্ত্ব 'সর্বজ্ঞ' বা 'অল্পজ্ঞ' হইতে পারে না। জ্ঞান ও শক্তি প্রধান-পুরুষের সংযোগজাত পদার্থ সুতরাং উহা প্রধান-তত্ত্বের ব্যবচ্ছেদক গুণ হইতে পারে না, জ্ঞানমাত্রই বিষয়তত্ত্ব ও করণতত্ত্ব সাপেক্ষ। সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা প্রধান, তাহা সর্বজ্ঞ নহে। সত্য বটে, জ্ঞানে সত্ত্বগুণ প্রধান এবং রজস্তম সহকারী কিন্তু তাহাতেও প্রধান সর্বজ্ঞ হইবে না।

অতএব শঙ্কর যে বলেন সাংখ্যমতে 'অচেতন প্রধান স্বতঃ সর্বজ্ঞ' তাহা অলীক। সুতরাং শঙ্কর ঐ মতের খণ্ডনবিষয়ে যে সব যুক্তি দিয়াছেন তাহা 'বহ্বারম্ভযুক্ত লঘুক্রিয়া' হইয়াছে। তাহাতে শঙ্কর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন বটে কিন্তু সাংখ্যের কিছুই ক্ষতি হয় নাই।

সোপাধিক পুরুষবিশেষই সর্বজ্ঞ হইতে পারেন। সাংখ্য হিরণ্যগর্ভ নামক তাদৃশ পুরুষকে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বলেন, শ্রুতি তাঁহারই প্রশংসা করিয়াছেন *। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে সোপাধিক পুরুষমাত্রই যে চিৎ ও প্রধানের সংযোগ তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৬। শঙ্কর সর্বজ্ঞের এইরূপ অর্থ করেন, "যস্য হি সর্ববিষয়াবভাসনক্ষমং জ্ঞানং নিত্যমস্তি সোঽসর্বজ্ঞ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্।" (১।১।৫)। ইহা সত্য। কিন্তু তাহা হইলে নিত্য জ্ঞান ও নিত্য জ্ঞেয় বিষয় স্বীকার করিতে হয়। নিত্য দ্রষ্টা ও নিত্য দৃশ্য থাকা যদি 'অদ্বৈতবাদ' হয় তবে দ্বৈতবাদ কি হইবে?

৭। ঈশ্বর সোপাধিক (প্রাকৃত-উপাধিযুক্ত), যেহেতু করণ ব্যতীত জ্ঞান ও শক্তি থাকা সিদ্ধ হয় না, ইহা সাংখ্যেরা বলেন। শঙ্কর তাহার উত্তরে কোনও যুক্তি দিতে পারেন নাই, কেবল স্বদৃষ্টির অনুযায়ী ব্যাখ্যাসহ শ্রুতির দোহাই দিয়াছেন।

"ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে * * * স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥" শঙ্কর মনে করেন যে, এই দুই শ্রুতিতে 'শরীরাদি (করণ)-নিরপেক্ষ অনাবরণ জ্ঞান আছে' তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ঐ শ্রুতির অর্থ তাহা নহে (কারণ সাংখ্যপক্ষে উহার অন্য যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হয়)। কিন্তু শঙ্করের ব্যাখ্যা যথার্থ কি সাংখ্যদের ব্যাখ্যা প্রকৃত তাহা কে বলিবে? ঐ শ্রুতিদ্বয় সাংখ্যযোগ অনুসারে ব্যাখ্যা করিলে উহার সুন্দর ও সঙ্গত অর্থ প্রকটিত হয় এবং শাঙ্কর মতের দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। যোগীরা বলেন, ঈশ্বর "সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বরঃ" (যোগভাষ্য), অতএব তাঁহার জ্ঞান-বল-ক্রিয়া বা ঐশ্বর্য স্বাভাবিক, অর্থাৎ আগন্তুক নহে। যাঁহারা যোগ-সিদ্ধি করিয়া অলৌকিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া লাভ করেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য আগন্তুক। উহার এইরূপ অর্থও হয় যে, চৈতন্যের ভিতর জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া নাই, উহারা অর্থাৎ সত্ত্ব, তম ও রজ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক।

* স্তুতিতে প্রশংসামূলক অনেক আরোপিত গুণ থাকে। ঈশ্বরের স্তুতিপরা শ্রুতিতেও সেইরূপ আছে। শঙ্কর তৎ-সমূহকে তত্ত্বস্বরূপ মনে করিয়া অনেক ভ্রান্তির সৃজন করিয়াছেন।

আর 'তাঁহার কার্য ও করণ নাই' এই অংশের যথার্থাণিক অর্থ গ্রহণ করিলে শঙ্করের জগৎকর্তা ঈশ্বরই নিরস্ত হয়। বস্তুতঃ এই অংশ যোগোক্ত সর্বজ্ঞ অথচ নিষ্ক্রিয়, মুক্ত পুরুষবিশেষ-রূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে অধিকতর যুক্ত হয়। মুক্ত পুরুষেরা কার্য ও করণের বশ নহেন সুতরাং ঈশ্বরও সেরূপ নহেন।

শঙ্করের মতে কার্য অর্থে শরীর, আর করণ ইন্দ্রিয়। তাহা হইলেও সাংখ্যপক্ষের ক্ষতি নাই; কারণ, সিদ্ধপুরুষেরা শরীর ও ইন্দ্রিয় লইয়া বসিয়া থাকেন না, তাঁহারা নির্মাণচিত্ত দিয়া ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন, ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া সেই নির্মাণচিত্ত সংহরণ করেন, ইহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সেই নির্মাণচিত্ত অস্মিতার দ্বারা হয়—"নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ" (যোগসূত্র)।

ঈশ্বর তো দূরের কথা, সিদ্ধ যোগীরাও হস্তপদাদির দ্বারা ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন না। তাঁহারা উক্ত নির্মাণচিত্তের দ্বারাই কার্য করেন, অতএব দেহেন্দ্রিয় ঈশ্বরের না থাকিলেও তিনি নির্মাণচিত্তের দ্বারা ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। সর্বকরণ-ব্যতিরেকেও তিনি 'করণকার্য' করেন এইরূপ অসঙ্গত ব্যাখ্যা কখনই গ্রাহ্য নহে, বস্তুতঃ জ্ঞান, ক্রিয়া ও বল অর্থেই করণধর্ম।

দ্বিতীয় শ্রুতির অর্থ এই—তিনি অপাণিপাদ হইলেও বেগবান্ ও গ্রহীতা, অচক্ষু হইলেও তিনি দেখেন, অকর্ণ হইলেও তিনি শ্রবণ করেন। তিনি বেদ্যকে জানেন, তাঁহার কেহ বেত্তা নাই। তাঁহাকেই অগ্র্য মহান্ পুরুষ বলা হইয়াছে।

শঙ্কর নির্গুণ পুরুষ, সদামুক্ত ঈশ্বর ও প্রথমজ পূর্বসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভ এই তিনকে 'আত্মা' নামের সাদৃশ্যহেতু এক মনে করিয়া সেই দর্শন (বা theory) অনুসারে শ্রুতিব্যাখ্যা করিয়াছেন ('সাংখ্যের ঈশ্বর' § ৩)। বস্তুতঃ ঐ শ্রুতির লক্ষ্য ঈশ্বর নহেন, কিন্তু নির্গুণ পুরুষ। পুরুষ দ্রষ্টা বা বেত্তা, অতএব তাঁহার আর কে বেত্তা হইবে? তজ্জন্য তাঁহার বেত্তা নাই, তিনি আত্মার (বুদ্ধির) আত্মা; অর্থাৎ বুদ্ধিতে উপারূঢ় বিষয়সকলের সাক্ষী, অতএব বুদ্ধিস্থ বিষয়সকল (গমন-শ্রবণ-দর্শনাদি) পুরুষের সান্নিধ্যের দ্বারাই জ্ঞাত হয়। দ্রষ্টা প্রত্যয়ানুপশ্য, তাই জ্ঞান ও কার্যসকল বিজ্ঞাত হয়, নচেৎ তাহারা অচেতন অব্যক্ত-স্বরূপ; অতএব পুরুষই উপদর্শনের দ্বারা জ্ঞান ও কার্যের ব্যক্ততার হেতু, তাই তিনি অপাণিপাদ হইলেও জবন ও গ্রহীতা; অচক্ষু হইলেও দ্রষ্টা ইত্যাদি।

অতএব উক্ত শ্রুতিদ্বয় করণব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তির উপদেশ করেন নাই। যোগসিদ্ধদের ক্বচিৎ স্থূল শরীর ও স্থূল ইন্দ্রিয় ব্যক্ত না থাকিলেও সূক্ষ্ম করণের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয়। জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ ও জ্ঞেয় এই তিন জ্ঞানসাধন পদার্থ ব্যতিরেকে জ্ঞান-পদার্থ বুঝিবার বা ধারণা করিবার যোগ্য নহে, সুতরাং করণ-শূন্য-জ্ঞানশালী কোন পদার্থ বলিলে তাহা বুঝিবার পদার্থ হইবে না, কিন্তু অসম্ভব প্রলাপমাত্র হইবে। 'সসীম অনন্ত' যেমন অসম্বদ্ধ প্রলাপ শঙ্করের করণশূন্য-জ্ঞানশালী ঈশ্বরও তদ্রূপ। *

অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের ক্লিষ্ট জ্ঞান শরীরাদি-করণের দ্বারা হয়, আর বিদ্যাযুক্ত পুরুষের অক্লিষ্ট জ্ঞানও করণের দ্বারা হয়। ঈশ্বর হইতে ক্রিমি পর্যন্ত সমস্তেরই জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে এই নিয়ম। অতএব শঙ্করের সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অসংহত পদার্থ নহেন কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি-রূপ সাংখ্যীয় মূল তত্ত্বদ্বয়ের

* কেহ কেহ বলিবেন, মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বর কিসে নির্মিত তাহা স্থির করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। ইহা সত্য হইলে যাহারা ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা 'ঈশ্বর' পদার্থ উদ্ভাবিত করিয়াছে তাহারাই ধৃষ্টের একশেষ। ঈশ্বরও মানবের 'উদ্ভাবিত' পদার্থ-বিশেষ। সকল সম্প্রদায়ই নিজেদের ধারণানুযায়ী ঈশ্বর কল্পনা করেন।

সংঘাত-বিশেষ হইলেন। ঈশ্বরের আত্মা অসংহত চিদ্রূপ পুরুষতত্ত্ব এবং ঈশ্বর যদ্দ্বারা ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন সেই ঐশ্বরিক অন্তঃকরণ মূলতঃ প্রকৃতিতত্ত্বের অন্তর্গত।

৮। শঙ্কর বলেন (১।১।৫ সূত্রের ভাষ্যে), "সংসারী জীবেরই শরীরাদির অপেক্ষা করিয়া জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ঈশ্বরের সেরূপ হয় না।" আবার তিনিই বলেন, ঈশ্বর ছাড়া অন্য সংসারী নাই। এই বিরুদ্ধ কথার মীমাংসা শঙ্কর এইরূপে করেন—"সত্য বটে ঈশ্বর হইতে অন্য সংসারী কেহ নাই, তথাপি দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধিসংযোগ (সম্বন্ধ) আমাদের অভিপ্রেত, যেমন ঘট, শরীর, গিরি-গুহাদির সহিত আকাশের সম্বন্ধ এবং তজ্জনিত 'ঘট-ছিদ্র' 'করক-ছিদ্র' প্রভৃতি মিথ্যা শব্দপ্রত্যয়-ব্যবহার লোকে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এস্থলে দেহাদিসংঘাতোপাধির সম্বন্ধজনিত অবিবেক হইতে ঈশ্বর ও সংসারিরূপ মিথ্যা ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়।" ইহা শাঙ্কর দর্শনের অন্যতম স্তম্ভ-স্বরূপ। ইহাতে যে যে শঙ্কা হয় তাহার উত্তর কিন্তু মায়াবাদীরা দিতে পারেন না। ইহাতে শঙ্কা হইবে—উপাধিসম্বন্ধ সংসারিত্বের কারণ ইহা স্বীকার্য, কিন্তু সংযোগ হইলে দুই বস্তুর প্রয়োজন। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যদি আছেন তবে উপাধি আসিবে কোথা হইতে? শঙ্করও বলেন, "দ্বিষ্ঠো হি সম্বন্ধঃ।"

ঘটও আছে আকাশও আছে, তাই উপাধিসম্বন্ধ হয়; কিন্তু ঈশ্বরের দেহাদি উপাধি আসে কোথা হইতে? তিনি কি লীলাবশতঃ 'অনাদি' উপাধি 'সৃজন' করিয়াছেন? লোকে অজ্ঞানবশতঃ ঘটছিদ্র করকছিদ্র বলে, কিন্তু ঈশ্বরের উপাধিসম্বন্ধ হইলে কে অজ্ঞানবশতঃ সংসারী বলে ও দেখে? উপাধিসংযোগ ও ভ্রান্তি একই কথা। যখন অভ্রান্ত ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই তখন ঐ ভ্রান্তি কাহার ও কেন হয় তাহাই প্রশ্ন। শঙ্কর উহার কিছুই উত্তর দিতে পারেন নাই।

আবার শঙ্কর বলেন, অধ্যাস অনাদি। দুই পদার্থ থাকিলেই সর্বত্র অধ্যাস হইতে পারে। শঙ্করও বলেন, দেহাদি উপাধি ও ঈশ্বর এই দুই পদার্থেরই অধ্যাস হয়, সুতরাং এই দুই পদার্থই অনাদি সত্তা। অর্থাৎ, অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরও আছেন উপাধিও আছে, কখনও এইরূপ ছিল না যে, কেবল ঈশ্বর ছিলেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদ নিঃসার বাচারম্ভণ মাত্র, দ্বৈতবাদই সত্য। মায়াবাদীরা বলিবেন, উপাধি ঈশ্বরে অনির্বচনীয়ভাবে থাকে। কিন্তু অনির্বচনীয়ভাবেই থাকুক বা নির্বচনীয়ভাবেই থাকুক, ব্যাকৃতভাবেই থাকুক বা অব্যাকৃতভাবেই থাকুক, তাহা যে থাকে বা আছে তাহা বলিতেই হইবে।

সাংখ্যেরা সেইরূপই অর্থাৎ প্রপঞ্চ যে আছে (ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে) এইরূপই বলেন, তাহাই প্রকৃতি। অতএব এ সম্বন্ধে সাংখ্যের অসম্মত কোন কথা বলিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ সাংখ্যের সর্বব্যাপী তত্ত্বদর্শন অতিক্রম করা মানববুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে। অদ্যাবধি জগত্তত্ত্ব সম্বন্ধে যে যাহা বলিয়াছে, আর মানব-মনের দ্বারা যাহা তদ্বিষয়ে বলা যাইতে পারে, তাহা সমস্তই সিদ্ধেশ্বর আদিবিদ্বান্ পরমর্ষি কপিলের সর্বব্যাপী তত্ত্বদর্শনের অন্তর্গত হইবে, "ন তদস্তি পৃথিব্যাং" ইত্যাদি গীতার বচন স্মর্তব্য।

৯। উপমা এবং উদাহরণের ভেদ অনেকেই তত বুঝেন না। 'ঘটাকাশ' ও 'মহাকাশ' মায়াবাদীরা উপমা-স্বরূপে ব্যবহার করেন না কিন্তু উদাহরণ-স্বরূপে করেন। উপমা প্রমাণ নহে, উহার দ্বারা বুঝিবার কথঞ্চিৎ সাহায্য হয় মাত্র। উদাহরণ হইতে উৎসর্গ বা নিয়ম সিদ্ধ হয়, তাহা যুক্তির হেতুস্বরূপ অঙ্গ হয়। ('ভাস্বতী' ৪।১৯ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

'আত্মা আকাশবৎ' এইরূপ উপমা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু উহা উপমারূপে ব্যবহার না করিয়া

মায়াবাদীরা উহাকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন, আকাশের ঘটকৃত উপাধি হয়, কিন্তু তাহাতে আকাশ লিপ্ত বা স্বরূপচ্যুত হয় না। ইহাতে এই নিয়ম সিদ্ধ হয় যে, পদার্থ-বিশেষের উপাধির দ্বারা স্বরূপচ্যুতি হয় না। পরমাত্মাও সেই জাতীয় পদার্থ, অতএব উপাধির দ্বারা তাঁহারও স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না।

যখন মায়াবাদী আচার্য বলেন 'উপাধিযোগে পরমাত্মার স্বরূপহানি হয় না', তখন যদি বুভুৎসু জিজ্ঞাসা করেন 'তাহা কিরূপে সম্ভব', আচার্য তদুত্তরে ঘটাকাশ ও মহাকাশ উদাহৃত করিয়া উহা সিদ্ধ করিয়া দিয়া থাকেন। শঙ্করকেও তাঁহার দর্শনের নাভিস্থানে আকাশপদার্থকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ঘটাকাশ ও মহাকাশ পদার্থ না থাকিলে মায়াবাদ থাকিত কি না সন্দেহ।

বলা বাহুল্য উদাহরণ বাস্তব হওয়া চাই। কিন্তু মায়াবাদীর আকাশরূপ উদাহরণ বাস্তব পদার্থ নহে, উহা বৈকল্পিক পদার্থ, অর্থাৎ তাহা শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য পদার্থ-বিশেষ। আকাশ নামক যে ভূত, যাহার গুণ শব্দ, তাহা ঐ 'ঘটাকাশের' আকাশ নহে, কারণ, ঘটের মধ্যে শব্দ করিলে তাহা অনেক পরিমাণে ঘটের দ্বারা রুদ্ধ হয়, অতএব ঘটমধ্যস্থ শব্দগুণক আকাশভূত বস্তুতঃই ঘটের দ্বারা সংচ্ছিন্ন হয়, তাহার দ্বারা মায়াবাদীর ব্রহ্মের নির্লিপ্ততা ও অপরিচ্ছিন্নতাস্বভাব সিদ্ধ হইবার নহে।

আর এক বৈকল্পিক আকাশ আছে, তাহার অপর সংজ্ঞা অবকাশ ও দিক্। তাহা পঞ্চভূতের নিষেধমাত্র। নিষেধ বা অভাব পদার্থ শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য পদার্থ। মায়াবাদীর আকাশও এই বৈকল্পিক আকাশ।

বিশ্বের ঊর্ধ্ব অধঃ যেখানে দেখিবে সেইখানেই পঞ্চভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহাদের একতম গুণ নাই এইরূপ স্থান নাই। পৃথ্বী ও অন্তরীক্ষ বায়ু-আলোকাদিতে পূর্ণ। ঘটের মধ্যও বায়ু-আলোকাদি পাঞ্চভৌতিক পদার্থে পূর্ণ থাকে, অভৌতিক আকাশ কুত্রাপি থাকে না। বস্তুতঃ শব্দাদি-গুণ-বিযুক্ত স্থান কল্পনা করাও অসাধ্য। তবে বলিতে পার 'কোন স্থানে যদি শব্দস্পর্শরূপাদি না থাকে, সেই স্থানকে আকাশ বলি' তাহার লক্ষণ হইবে শব্দাদিশূন্য স্থান। কিন্তু শব্দাদিশূন্য স্থান ধারণাযোগ্য নহে; সুতরাং তাদৃশ আকাশকে শব্দাদিশূন্য বিকল্পনীয় পদার্থ বলিতে হইবে, অর্থাৎ নাম আছে বস্তু নাই এইরূপ পদার্থ। অতএব ঐ বাঙ্মাত্র আকাশের গুণকে উদাহরণ-স্বরূপ করিয়া কিছু প্রমাণ করিতে যাইলে সেই প্রমাণের মূল বিকল্পমাত্র হইবে।

'ঘটরূপ উপাধির দ্বারা আকাশ পরিচ্ছিন্ন বা লিপ্ত হয় না' এইরূপ বলিলে অর্থ হইবে ঘটোপাধির দ্বারা আকাশ নামে বিকল্পনীয় অবস্তু লিপ্ত বা পরিচ্ছিন্ন হয় না। অতএব এতন্মূলক যুক্তির দ্বারা আত্মার অপরিচ্ছিন্নতা অবধারণ করা কিরূপ তাহা পাঠক বিচার করুন। *

ঐ বৈকল্পিক আকাশকে শঙ্কর অধ্যাসবাদেরও নাভি-স্বরূপ করিয়াছেন। ভাষ্যের প্রারম্ভে যে অদ্বৈতদৃষ্টির অনুযায়ী অধ্যাসবাদ শঙ্কর বিবৃত করিয়াছেন, তাহার যুক্তিগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :—

* কাল্পনিক পদার্থ উপমা-স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়ায় দোষ নাই। ঐরূপ ব্যবহার করিয়া আমরা ভূরি ভূরি দুরূহ বিষয়ের কথঞ্চিৎ ধারণা করি। কাল্পনিক আকাশও তদ্রূপে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়, উহাকে উদাহরণ-স্বরূপ লইয়া যুক্তির ভিত্তি করাই দোষ। 'আত্মা আকাশবৎ' ইহার অর্থ—আকাশ যেমন রূপরসাদির নিষেধপদার্থ আত্মাও তদ্বৎ রূপাদিহীন। উপমার একাংশ গ্রাহ্য, অতএব কাল্পনিক আকাশের ঐ অংশমাত্র গ্রাহ্য, 'চন্দ্রমুখের' মতো।

(ক) যুষ্মৎপ্রত্যয়ের গোচর বিষয় এবং অস্মৎপ্রত্যয়ের গোচর বিষয়ী অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ।

(খ) সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর ধর্ম অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ।

(গ) অতএব বিষয়ীতে বিষয়-ধর্মের এবং বিষয়ে বিষয়ীর ধর্মের যে অধ্যাস হয় তাহা যে মিথ্যা, ইহা যুক্তিযুক্ত।

(ঘ) ঐ অধ্যাস নৈসর্গিক। পূর্বদৃষ্ট পদার্থের অন্য পদার্থে যে অবভাস, তাদৃশ স্মৃতিরূপ পদার্থই অধ্যাস। অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট পদার্থ স্মরণারূঢ় হইয়া অন্য পদার্থে আরোপিত হইলে শেষের পদার্থ যে পূর্ব পদার্থ বলিয়া অবভাস হয় সেই ভ্রান্তিই অধ্যাস।

আত্মায় অনাত্মার অধ্যাসের নাম অবিদ্যা।

(ঙ) অধ্যাস হইলে দুই পদার্থের কোনটির অণুমাত্রও ব্যভিচার বা অন্যথাভাব হয় না।

(চ) শঙ্কা হইতে পারে যে, 'পুরোঽবস্থিত বা প্রত্যক্ষ বিষয়েই সর্বত্র অধ্যাস হইতে দেখা যায়, অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে কিরূপে অধ্যাস হইবে?'

(ছ) উত্তরে বক্তব্য যে, বিষয়ী আত্মা নিতান্ত অবিষয় নহে, তাহা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়রূপে অপরোক্ষ বা সাক্ষাদ্বুদ্ধ হয়। তদ্ধেতু চিদাত্মার অধ্যাস হইতে পারে।

(জ) কিঞ্চ এইরূপ নিয়ম নাই যে কেবল প্রত্যক্ষ বিষয়েই অধ্যাস হইবে, অপ্রত্যক্ষ আকাশেও অজ্ঞেরা তলমলিনতা অধ্যাস করে।

(ক) হইতে (ছ) পর্যন্ত সমস্ত বিষয় সাংখ্যসম্মত। শঙ্কর তাহাতে নূতন কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদ কোন ক্রমেই সিদ্ধ হয় না। দুই পদার্থ ব্যতীত কখনও অধ্যাস কল্পিত হইতেও পারে না। চিদাত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়, অতএব অস্মৎপ্রত্যয়, চিদাত্মা ও যুষ্মৎপ্রত্যয় অনাদিকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধ থাকিলে তবে পরস্পরের উপর নৈসর্গিক অধ্যাস হইতে পারে।

আর অস্মৎপ্রত্যয়ও এক প্রকার অধ্যাস, তাহা চিদাত্মার উপর ত্রিগুণের অধ্যাস, অতএব এই অস্মৎপ্রত্যয় বা বুদ্ধিতত্ত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য চিদাত্মা বা দ্রষ্টা এবং দৃশ্য প্রধান স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

তাহা ব্যতীত উহা বুঝিবার উপায় নাই, উহা ছাড়া যাঁহারা ঐ বিষয় বুঝিতে যান তাঁহাদের মনে ঐ বিষয় সম্বন্ধে অস্ফুট, অযুক্ত ধারণা হয়, আর তাঁহারা উহা বুঝাইতে গেলে অযুক্ত প্রলাপ বলেন, অথবা বলেন উহা অনির্বচনীয়। অদ্বৈতবাদ উহাতে সিদ্ধ হয় না বলিয়াই শঙ্কর (জ) চিহ্নিত যুক্তি দিয়াছেন। ঐ যুক্তিস্থ উদাহরণ 'অপ্রত্যক্ষ আকাশ' পদার্থ। পূর্বে দেখান হইয়াছে অপ্রত্যক্ষ আকাশ * অবাস্তব বৈকল্পিক পদার্থ, সুতরাং তাহাই অদ্বৈতবাদের নাভি-স্বরূপ হইল।

আর ইহাও সত্য নহে যে, অপ্রত্যক্ষ আকাশে তলমলিনতার অধ্যাস হয়। যে আকাশে বা অন্তরীক্ষে (sky-তে) তলমলিনতার অধ্যাস হয় তাহা তেজোভূতাদির দ্বারা পূর্ণ, তেজেরই গুণ নীলিমা। অন্তরীক্ষ হইতে আগত নীলরশ্মি চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইয়া নীলজ্ঞান উৎপাদন করে, অতএব উহা অধ্যাস নহে, অন্তরীক্ষস্থ নীলরূপের দর্শনমাত্র। আর অন্তরীক্ষে অন্য কোনরূপ অধ্যাস হইলেও (যেমন গন্ধর্বনগর) তাহা অপ্রত্যক্ষ কোন পদার্থে হয় না, কিন্তু তত্রত্য প্রত্যক্ষ তেজোভূতেই হইয়া

* আকাশভূত অপ্রত্যক্ষ নহে তাহা শব্দগুণের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, যেমন রূপগুণের দ্বারা তেজোভূত প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ।

থাকে *। সুতরাং কেবলমাত্র 'অদ্বৈত শুদ্ধ চৈতন্য'-রূপ পদার্থের দ্বারা অধ্যাসবাদ সঙ্গত করিবার সম্ভাবনা নাই। বলা বাহুল্য অধ্যাসবাদ দর্শন-বিশেষ ; তাহা যুক্তিযুক্ত হওয়া চাই ; তাহাকে অনির্বচনীয় বলিলে চলিবে না।

১০। আরও কতকগুলি শারীরক সূত্রকে শঙ্কর প্রধান-কারণ-বাদের প্রতিকূলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাদের পরীক্ষা করা যাইতেছে।

শঙ্করের এক যুক্তি 'শ্রুতিতে আত্মা জগৎকারণ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে অতএব প্রধান জগতের কারণ নহে।' সাংখ্যেরাও কেবলমাত্র প্রধানকে জগতের কারণ বলেন না, আত্মা ও প্রধানকেই জগৎকারণ বলেন। সাংখ্যের আত্মা শুদ্ধচৈতন্যমাত্র, কিন্তু শঙ্করের আত্মা ঈশ্বর ও চৈতন্য দু-ই, শঙ্করের তাদৃশ আত্মাই জগতের কারণ। ঈশ্বর যে প্রকৃতি ও পুরুষ এই তত্ত্বদ্বয়াত্মক পদার্থ তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং শঙ্কর সাংখ্যের কথাই ঘুরাইয়া বলিয়াছেন অথবা অতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বলিয়াছেন। কিঞ্চ যে আত্মা জগতের স্রষ্টা তাহা শুদ্ধচৈতন্যমাত্র নহেন, কিন্তু বিশ্বপতি হিরণ্যগর্ভই যে সেই আত্মা তাহা সাংখ্যসম্মত। হিরণ্যগর্ভদেবও ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা নামে অভিহিত হন। আর যে আত্মা হইতে প্রাণ-মন আদি উৎপন্ন হয় তাহাও শুদ্ধচৈতন্যমাত্র নহে, কিন্তু তাহা মহান্ আত্মা বা বুদ্ধিতত্ত্ব।

শঙ্করমতে শুদ্ধচৈতন্যরূপ আত্মা হইতে অনির্বচনীয় ('অনির্বচনীয়' নহে কিন্তু অবচনীয়) প্রণালীক্রমে প্রাণ-মন আদি উৎপন্ন হয়। সাংখ্য তাদৃশ মতকে অসম্বদ্ধ-প্রলাপ বলেন, কারণ, পূর্বক্ষণে যাহাকে 'অবিকারী এক' পদার্থ বলিলাম, পরক্ষণে তাহার বহু বিকারের কথা বলিলে অসম্বদ্ধ-প্রলাপ ব্যতীত কি হইবে ?

শ্রুতিতে আছে পুরুষ যখন নিদ্রা যায় (স্বপিতি) তখন 'স্বমপীতো ভবতীতি', 'স্ব' অর্থে আত্মা, অতএব জীব সুষুপ্তিকালে আত্মায় যায় সুতরাং আত্মাই সর্বকারণ। ইহা শঙ্করের এক যুক্তি।

'স্ব' শব্দের অর্থ আত্মা বটে, কিন্তু শুদ্ধচৈতন্যরূপ আত্মা নহে, ব্যাবহারিক আত্মা। নিদ্রা চিত্তবৃত্তি-বিশেষ। নিদ্রাকালে জীব জীবই থাকে, কেবল শুদ্ধচৈতন্যরূপে স্থিত হয় না। নিদ্রা তামসবৃত্তি, তমোগুণের প্রাবল্যে চিত্তের সঞ্চার রুদ্ধ হইলে তাহাকে নিদ্রাবৃত্তি বলা যায়। শ্রুতিতে আছে, "সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি" (কৈবল্য উপনিষদ্)। স্মৃতিও বলেন, "সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপনং তু তমসা তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্।" (যোগবার্তিকে উদ্ধৃত)। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা।" যোগভাষ্যকারও নিদ্রার তমঃপ্রাধান্য ও ত্রিগুণাত্মকত্ব সম্যক্ বুঝাইয়াছেন।

কৌষীতকী শ্রুতিতে আছে, নিদ্রাকালে মন আদিরা প্রাণরূপ আত্মায় একীভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ বিষয়াভিমুখে ইন্দ্রিয় ও মনের সঞ্চরণ রুদ্ধ হইয়া, নিজেতে বা অন্তঃকরণে থাকাই

* বাচস্পতি মিশ্র তলমলিনতার অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন, তিনি বলেন, "কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপ্য, কদাচিৎ তৈজসং শুক্লত্বমারোপ্য, * * নির্বর্ণয়ন্তি। তত্রাপি পূর্বদৃষ্টস্য তৈজসস্য বা তামসস্য বা রূপস্য পরত্র নভসি স্মৃতিরূপোঽধ্যাস ইতি" (ভামতী)।

তাহা যাহাই হউক অধ্যাস কিন্তু প্রত্যক্ষ অন্তরীক্ষেই হয়। অন্তরীক্ষের যে রূপ দেখা যায় তাহা তত্রত্য তেজোভূতের গুণ, আর তাহাতে কল্পিত কোনও রূপ (hallucination) দেখিলেও তাহা প্রত্যক্ষ দ্রব্যেই অধ্যস্ত হয়, অপ্রত্যক্ষ আকাশে হয় না।

'স্বমপীতো ভবতীতি' শ্রুতির প্রকৃত অর্থ। নচেৎ নিদ্রারূপ ঘোর তামসবৃত্তির সমুদাচারকালে পুরুষের কৈবল্যের ন্যায় স্বরূপস্থিতি বলা অসম্ভব কল্পনা, তাহা হইলে সমাধি ও আত্মজ্ঞান সবই ব্যর্থ হয়।

নিদ্রাতে যে চিত্তের লয় হয় তাহা সাংখ্যেরা স্বীকার করেন না। কৌষীতকী শ্রুতিতেও আছে, চিত্ত তখন পুরীতৎনাড়ীতে (অন্ত্রে) থাকে, লয় হয় না। লয় হইলে জাগ্রৎ ও স্বপ্নের লয় হয়। অতএব 'স্বপ্নকালে চিত্ত স্ব-শব্দবাচ্য প্রধানে লয় হয় না কিন্তু চেতন আত্মায় লয় হয়' শঙ্করের এই আপত্তি ও সিদ্ধান্ত উভয়ই অলীক। চেতন আত্মা অর্থে চেতনাযুক্ত অন্তঃকরণ হইলে উহা কথঞ্চিৎ সাংখ্যসম্মত হয়। "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।২১) এই শ্রুতির অর্থ যথা—নিদ্রাকালে প্রাজ্ঞ বা প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ (নৈশ অন্ধকারে রুদ্ধদৃষ্টির ন্যায়) আত্মভাবের দ্বারা পরিষক্ত হইয়া বাহ্য বা আন্তর কিছুর জ্ঞান হয় না। এই প্রাজ্ঞ আত্মা শ্রুত্যন্তরোক্ত তমোঽভিভূত নিদ্রা অবস্থা।

১১। শাঙ্কর মতে আত্মা দ্বিরূপ—বিদ্যাবস্থ এবং অবিদ্যাবস্থ। সাংখ্যমতেও পুরুষ মুক্ত ও বদ্ধ দ্বিরূপ। সেই দ্বৈরূপ্য ঔপচারিক, বাস্তবিক নহে। অন্তঃকরণস্থ বিদ্যা-অবিদ্যার অপেক্ষাতেই পুরুষকে মুক্ত ও বদ্ধ বা স্বস্থ ও অস্বস্থ বলা যায়। মায়াবাদের সহিত ঐ বিষয়ে প্রভেদ এই যে, মায়াবাদী বলেন, পুরুষ বিদ্যাস্বভাব অর্থাৎ নির্গুণ পুরুষ ও ঈশ্বরতা এক অভিন্ন, সাংখ্য বলেন, তাহা নহে, বিদ্যা অন্তঃকরণধর্ম, ঈশ্বরতাও অন্তঃকরণধর্ম।

'অবিদ্যা কাহার' এ প্রশ্নের উত্তর মায়াবাদীরা দিতে পারেন না। শঙ্কর গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ভাষ্যে কূট তর্কের দ্বারা উহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রশ্নোত্তররূপে শঙ্কর তথায় তর্ক করিয়াছেন। এস্থলে তাহা অনূদিত করিয়া দেখান যাইতেছে।

"সেই অবিদ্যা কাহার ?—যাহার দেখা যায় তাহার। কাহার অবিদ্যা দেখা যায় ? এতদুত্তরে বলি 'কাহার অবিদ্যা' এই প্রশ্ন নিরর্থক। কেন নিরর্থক ? যদি অবিদ্যাকে দেখা যায় তবে অবিদ্যাবান্‌কেও দেখা যাইবে। অতএব যাহার অবিদ্যা তাহাকে দেখা গেলে বৃথা ঐরূপ প্রশ্ন যুক্ত নহে। যেমন গো এবং গো-স্বামীকে দেখা গেলে 'কাহার গো' এইরূপ প্রশ্ন যুক্ত হয় না, তদ্বৎ।

"তোমার ঐ দৃষ্টান্ত বিষম, কারণ গো এবং গো-স্বামী উভয়েই প্রত্যক্ষ, তাই সে স্থলে ঐরূপ প্রশ্ন যুক্ত হয় না। কিন্তু অবিদ্যা এবং অবিদ্যাবান্ অপ্রত্যক্ষ, তাই ঐ প্রশ্ন যুক্ত।

"অপ্রত্যক্ষ অবিদ্যাবানের সহিত অবিদ্যাসম্বন্ধ জানিয়া তোমার কি হইবে ? অনর্থহেতু বলিয়া তাহা আমার পরিহর্তব্য হইবে। (এস্থলে যদি শঙ্কাকারী উত্তর দিতেন যে মায়াবাদ যে অযুক্ত দর্শন তাহা প্রমাণ করাই আমার প্রয়োজন, তাহা হইলে শঙ্করকে আর অগ্রসর হইতে হইত না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলিলে অজ্ঞানী যে কে তাহাও বলা আবশ্যক, কিন্তু মায়াবাদে তাহা নাই—আছেন একমাত্র জ্ঞানী বিদ্যাবস্থ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর)।

"যাহার অবিদ্যা সে-ই তাহার পরিহার করিবে—অবিদ্যাকে এবং অবিদ্যাবান্ বলিয়া নিজেকে জান ?—হাঁ জানি, কিন্তু প্রত্যক্ষের দ্বারা জানি না।

"অনুমানের দ্বারা যদি জান তবে সম্বন্ধগ্রহণ কিরূপে হইয়াছে ? তুমি জ্ঞাতা আর অবিদ্যা জ্ঞেয়ভূতা, অতএব সেইকালে তোমার ও অবিদ্যার সম্বন্ধগ্রহণ (জানা) শক্য নহে। অবিদ্যা বিষয়রূপে জ্ঞাতার উপযুক্ত (সম্বন্ধীভূত) হয় বলিয়া জ্ঞাতার এবং অবিদ্যার সম্বন্ধ জানার জন্য

অন্য জ্ঞাতার আবশ্যক। তাহাতে অসংখ্য জ্ঞাতা কল্পনা করিতে হয় বা অনবস্থা দোষ হয়।" ইত্যাদি।

অতএব শঙ্করের মতে কে অবিদ্যাবান্ তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জানিবার উপায় নাই। শ্রুতিতেও নাই যে 'অবিদ্যা কাহার', অন্ততঃ শঙ্কর তাদৃশ শ্রুতিপ্রমাণ দিতে পারেন নাই। সুতরাং শঙ্করের মতে 'অবিদ্যা কাহার' তাহা সর্বথা অপ্রমেয়।

জ্ঞানের সহিত যাহার অবিনাভাবি-সম্বন্ধ সে-ই জ্ঞাতা। 'আমি বিষয় জানি' এইরূপ অনুভব বিশ্লেষ করিয়াই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-রূপ সম্বন্ধভাবদ্বা লব্ধ হয়। তাহা অনুমান হইতে পারে, কিন্তু সেই অনুমানের জন্য অসংখ্য জ্ঞাতা কল্পনা করার প্রয়োজন নাই। বর্তমান জ্ঞাতা পূর্বানুভবকে বিশ্লেষ করিয়া ঐরূপ আনুমানিক নিশ্চয় করে। 'আমার ইচ্ছা আছে', 'আমি ইচ্ছা করি' ইত্যাদিও যেরূপে জানি 'আমার অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান আছে' তাহাও সেইরূপে জানি।

সেই 'আমি' কে ?—আমি জ্ঞাতা। এ বিষয়ে সাংখ্য ও শঙ্কর একমত। সাংখ্যমতে জ্ঞাতা চিদ্রূপমাত্র, তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েরই সমান জ্ঞাতা। জ্ঞাতা যে অবিকারী তদ্বিষয়েও শঙ্কর ও সাংখ্যের মত এক। অবিদ্যাবৃত্তিক অন্তঃকরণের জ্ঞাতা সংসারী, আর বিদ্যানিবৃত্ত অন্তঃকরণের জ্ঞাতা মুক্ত, চিদ্রূপ জ্ঞাতার তাহাতে বিকার নাই। এইরূপে 'অবিদ্যা কাহার' তাহা সাংখ্যমতে সুসঙ্গত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান যেমন আমার সেইরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যাও আমার বা জ্ঞাতার।

শঙ্কর জ্ঞাতা 'আমি'কে শুদ্ধ চিদ্রূপ বলেন না, কিন্তু সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরও বলেন। তাই তন্মতে 'অবিদ্যা কাহার' তাহা সঙ্গত হয় না। ঈশ্বর অর্থে বিদ্যাবস্থ পুরুষ, তিনি যুগপৎ কিরূপে বিদ্যাবস্থ ও অবিদ্যাবস্থ হইবেন, তাহা শঙ্কর বুঝাইতে পারেন নাই। ঐশ্বর্য অন্তঃকরণ-ধর্ম ; আমার অন্তরে ঐশ্বর্য নাই তাই আমি অনীশ্বর, আমার সার্বজ্ঞ্য নাই তাই আমি অল্পজ্ঞ। শঙ্করের মতে আমি যুগপৎ ঈশ্বর-অনীশ্বর, সর্বজ্ঞ-অল্পজ্ঞ এইরূপ বৈষম্য আসে বলিয়া তাহা অন্যায্য। সাংখ্যমতে পুরুষের অন্তর শুদ্ধ হইলে তবে সে ঈশ্বর হয়, বর্তমানে তাহার ঈশ্বরতা অনাগতভাবে আছে। সোঽহং ভাবের দ্বারা সেই অনাগত ঈশ্বরতাকে অভিমুখ করিতে হয়।

আত্মার সংখ্যা সম্বন্ধে সাংখ্য ও মায়াবাদের ভেদ আছে। সাংখ্যমতে আত্মা বহু, শঙ্করমতে আত্মা এক। এ বিষয়ে সাংখ্যের যুক্ততা 'পুরুষের বহুত্ব এবং প্রকৃতির একত্ব' এবং 'পুরুষ বা আত্মা' এই প্রকরণদ্বয়ে দ্রষ্টব্য, এস্থলে সেই সমস্ত বিচারের পুনরুল্লেখ করা হইল না।

১২। প্রাচীন ও অপ্রাচীন মায়াবাদীর দুর্গ 'অনির্বচনীয়' শব্দ। মায়াকে তাঁহারা অনির্বচনীয় বলেন, কিন্তু সর্বস্থলে অনির্বচনীয় বলেন না ; যখন প্রশ্ন উঠে, মায়া ও ব্রহ্ম দুই পদার্থ জগৎকারণ হইলে কিরূপে অদ্বৈতসিদ্ধি হয়, অথবা মায়াযুক্ত শুদ্ধচৈতন্য কিরূপে এক অদ্বিতীয় ভেদশূন্য পদার্থ হয়, তখনই মায়াকে অনির্বাচ্যা বলেন, নচেৎ মায়ার ভূরি ভূরি নির্বচন করেন। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, তৃণাদপি লঘীয়সী, ব্রহ্মাণ্ডাদপি গরীয়সী ইত্যাদি অনেক নির্বচন হয়, কেবল অদ্বৈতবাদ টিকাইবার সময় অনির্বাচ্যা হইয়া যায়।

যাহা হউক, অনির্বচনীয় শব্দের অর্থ পরীক্ষা করিলে প্রতিপন্ন হইবে কোন্ কোন্ স্থলে তাহা প্রযোজ্য। নিরুক্তি বা নির্বচন অর্থে বিশেষগুণবাচক শব্দোল্লেখ, যদ্দ্বারা নিরুচ্যমান পদার্থ অন্য পদার্থ হইতে বিলক্ষণরূপে বোধগম্য হয়। কোন বিষয় না জানিলে তাঁহা ঠিক করিয়া না বলিতে পারার নাম অনির্বচনীয়।

সত্তা-পদার্থ কখনও অনির্বচনীয় হইতে পারে না, কারণ তাহা চরম সামান্য, তাহাই নির্বচন, তাহার অধিক নির্বচনের প্রয়োজন নাই। অমুক দ্রব্য আছে কি না ইহার উত্তরে অনির্বচনীয় বলিলে ব্যর্থ কথা বলা হইবে, অথবা, তাহার ফলিতার্থ হইবে—'আছে কি না তাহা জানি না।' সুতরাং মায়া আছে কি না তদুত্তরে বলিতে হইবে 'আছে'। আধুনিক মায়াবাদী প্রায়ই বিচারকালে বলেন 'মায়া নেহি হ্যায়'।

যে প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' বা 'না' তাহার উত্তরে 'অনির্বাচ্য' বলিলে বুঝাইবে 'হাঁ কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারি না।' চৈতন্য ও মায়া কি এক, অথবা তাহারা বিভিন্ন—এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে 'অনির্বচনীয়' বলিলে বুঝাইবে 'এক কি না অথবা ভিন্ন কি না তাহা জানি না'। কিন্তু শুদ্ধচৈতন্যের ও মায়ার যেরূপ লক্ষণ করা হয় তাহাতে এক বলিবার উপায় নাই, অগত্যা তাহাদিগকে বিভিন্ন বলিতে হইবে। মায়া নামক ইন্দ্রজাল ও শুদ্ধচৈতন্যকে এক বলা বুদ্ধির বিপর্যয় মাত্র।

অতএব বলিতে হইবে মায়া আছে ও তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ। অনির্বচনীয় বলিয়া উহার উত্তর দিলে চলিবে না।

'অনির্বচনীয়' ও 'মিথ্যা' শব্দদ্বয়ের অর্থ অনির্বাচ্য করা হয় যথা, 'সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী' অর্থাৎ যাহাকে সৎও বলিতে পারি না অসৎও বলিতে পারি না —মায়া এইরূপ মিথ্যা ও সনাতনী। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যেমন, তাহাতে সর্প পূর্বেও ছিল না, বর্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, অথচ যেমন 'সর্প নাই' এইরূপও বলা যায় না অর্থাৎ সর্প আছে বা নাই তাহা ঠিক বা নির্বচন করিয়া বলা যায় না তাহাই অনির্বচনীয় বা মিথ্যা।

মিথ্যা শব্দের অর্থ এককে অন্য জ্ঞান, রজ্জুকে সর্পজ্ঞান মিথ্যা। অতএব মিথ্যা অর্থে দুই বাস্তব পদার্থের মানসিক আরোপ-বিশেষ হইল—এই নির্বচনই মিথ্যা শব্দের নির্বচন। ইহাতে অনির্বচনীয় কি আছে?

এস্থলে মায়ার অর্থ পর্যালোচনা করা যাক। সাধারণ মায়া অর্থে ঐন্দ্রজালিক (ইন্দ্রজাল দেখাইবার শক্তিসম্পন্ন পুরুষ) যাহা দেখায় অর্থাৎ ইন্দ্রজালমাত্র মায়া, যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রজাল দেখান যায় তাহা মায়া নহে। শঙ্করও ভাষ্যে মায়ার অর্থ ঐরূপই করিয়াছেন। জগদ্রূপ ইন্দ্রজালই, ব্রহ্মের মায়া।* ব্রহ্ম সেই ইন্দ্রজাল দেখাইবার শক্তিসম্পন্ন। ইন্দ্রজালকে ঐন্দ্রজালিক

* শঙ্করের প্রকৃত মত জগৎটাই মায়া, জগতের কারণ মায়া নহে যেহেতু শঙ্কর জগৎকে ঈশ্বর-প্রকৃতিক বলেন, আর ইন্দ্রজালের উদাহরণ দিয়া মায়া শব্দের অর্থও বুঝাইয়াছেন।

শ্রুতি কিন্তু মায়াকে প্রকৃতি বা জগৎ কারণ বলেন, যথা—'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ'। আর এক কথা, মায়াবাদের মায়া শব্দ প্রাচীন দশ উপনিষদে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। দশের বহির্ভূত শ্বেতাশ্বতরে কেবল কয়েক স্থানে মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অর্থ মায়াবাদীর মায়ার অর্থের সহিত এক না হইতেও পারে।

"অপি চ চৈতন্যাতিরিক্তস্য সর্বস্যাত্যন্তাসত্ত্বং যেন প্রমাণেন সাধনীয়ং তৎ সদ্ অসদ্ বা? আদ্যে তেনৈব সর্বমিথ্যাত্ববাধঃ, অন্ত্যে অসতোঽপ্যর্থসাধকত্বে অসত্য প্রমাণেন সর্বসত্যত্বমপি সিধ্যতু।" (ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য ১।১।৪) অর্থাৎ চৈতন্যাতিরিক্ত অন্য সব অসৎ ইহা যে প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় সেই প্রমাণটা সৎ কি অসৎ? যদি বল সৎ, তাহা হইলে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য সব বস্তুরই মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না (কারণ তাহাতে ব্রহ্ম এবং প্রমাণ অন্ততঃ এই দুইটা পদার্থ সৎ হয়)। আর যদি বল ঐ প্রমাণও অসৎ, তাহা হইলে অসৎ প্রমাণের দ্বারাও সত্যার্থ সিদ্ধ হয় বলিতে হইবে। অতএব অসৎ প্রমাণের দ্বারা সর্বসত্যত্ব সিদ্ধ হইতেও বাধা নাই। অর্থাৎ প্রমাণই যখন মিথ্যা তখন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বা 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ সত্য' এই দুই মতই তুল্যমূল্য। ফলে প্রমাণকে অসৎ বা নাই বলিলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই বলিতে হইবে।

হইতে অতিরিক্ত কিছু সৎপদার্থ বলা যায না, এবং ঐন্দ্রজালিকের অন্তর্গত পদার্থও বলা যায় না, কারণ তাহা ঐন্দ্রজালিকেব বাহ্যরূপে প্রতীত হয। তজ্জন্য মাযাবী হইতে মাযাব ভেদ অনির্বচনীয়। ব্রহ্ম এবং জগদ্রূপ ইন্দ্রজালও ঠিক তদ্রূপ, ব্রহ্ম হইতে জগৎ-নামক মাযা ভিন্ন, কি অভিন্ন তাহা অনির্বচনীয, অতএব এক ব্রহ্মই নির্বচনীয সত্তা। ইহাই শাঙ্কব দর্শনের সাব মর্ম।

সাংখ্যেব দর্শন অন্যরূপ। মাযাবী ব্রহ্মকে জগতেব স্রষ্টা বলিতে সাংখ্যেব আপত্তি নাই, কিন্তু 'মায়াবী ব্রহ্ম' এক তত্ত্ব নহে। ঐন্দ্রজালিক যে শক্তিব দ্বাবা মাযা দেখায, তাহা তাহার করণের শক্তি। করণ ব্যতীত কার্য হয না, ব্রহ্মও সেইরূপ স্বীয অন্তঃকরণের শক্তিব দ্বাবা জগদ্রূপ মায়া দেখান। ঐন্দ্রজালিক মনুষ্য যেমন ইন্দ্রিযমনোযুক্ত 'আত্মা', ব্রহ্মও তদ্রূপ ব্রহ্মকরণযুক্ত 'আত্মা'। শ্রুতিও ব্রহ্মেব করণপূর্বক জগৎসৃষ্টিব বিষয বলেন। 'বহু স্যাম্ প্রজাযেয়' (ছান্দোগ্য ৬।২) ইত্যাদি শ্রুতিতে অহংকারপূর্বক পর্যালোচনা বা অন্তঃকরণকার্য স্পষ্ট উক্ত হইযাছে, সুতবাং ব্রহ্ম অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষবিশেষ। অন্তঃকরণ প্রাকৃত পদার্থ, সুতবাং জগতেব মূল কাবণ হইল—প্রকৃতি ও উপদ্রষ্টা পুরুষ।

আবও বক্তব্য এই যে, মাযাবী মাযা দেখে না, কিন্তু অন্য ভ্রান্ত পুরুষ মাযা দেখে। স্বযং যদি কেহ মাযা দেখে, তবে সে ভ্রান্ত বলিয়া কথিত হয, অনেক লোকে যেমন মনোভাবকে বাহিরেব সত্তাজ্ঞানে ভ্রান্ত হয, তদ্রূপ। ব্রহ্মেব দ্বাবা প্রদর্শিত মাযাব দ্রষ্টা কে? ব্রহ্মই স্বযং দ্রষ্টা হইলে তিনি ভ্রান্ত। অতএব ব্রহ্ম ছাড়া অন্য ভ্রান্ত দ্রষ্টৃপুরুষ আছে, তাহা স্বীকাব করিতে হইবে, অর্থাৎ সাংখ্যের পুরুষবহুত্ববাদ গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তব নাই।

মাযা মিথ্যা বটে, কিন্তু তাহা যখন আছে তখন অসৎ নহে। পূর্বেই বলা হইযাছে, মিথ্যা অর্থে 'এককে আর এক জানা', মায়া তদ্রূপে মিথ্যা।

ঐন্দ্রজালিক সূত্র ধবিযা আকাশে গেল, তথায যুদ্ধ কবিয়া ছিন্নশবীবে ভূপতিত হইল, পবে সঞ্জীবিত হইল, ইত্যাদি ভানুমতীব বাজী অতি প্রাচীন, এবং ভাবতবর্ষের নিজস্ব। শঙ্করও ইহাব উদাহরণ দিযাছেন (কিন্তু আজকাল উহা আছে কি না বলা যায না)।

যাহা হউক, উহা হয কিরূপে তাহা বিচার্য। ঐন্দ্রজালিক মনে মনে ঐ সব চিন্তা কবে, তাহাব চিন্তাক্ষেপ (thought-transference) নামক শক্তিবিশেষেব দ্বাবা কতক দূব পর্যন্ত সমস্ত দর্শকেব মনে ঐরূপ চিন্তা উঠে, তাহাবা সেই চিন্তাকে বাহ্যভাব মনে করিযা ভ্রান্ত হয়। (প্রাচীন উৎকর্ষপ্রাপ্ত ঐ ইন্দ্রজালবিদ্যা অধুনা লুপ্তপ্রায হইলেও মেস্‌মেরিজম্ দ্বাবাও ঐরূপে অনেক ইন্দ্রজাল দেখান যায়)।

অতএব ইন্দ্রজালেব মধ্যে মনোভাব বাহ্যে আছে বলিযা যে জ্ঞান হয, তাহাই ভ্রান্তি বা মিথ্যা, কিন্তু মনে যে ঐরূপ ভাব হয এবং তাহাব উৎপাদক এক ভাব যে মায়াবীর মনে হয়, তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য। ব্রহ্ম-মাযাসম্বন্ধেও সেইরূপ। বস্তুতঃ ইচ্ছার দ্বারাই মাযা দেখান যায়, তাই মায়াকে ব্রহ্মেব ইচ্ছাও বলা হয, কিন্তু ইচ্ছা অসৎ পদার্থ নহে।

আপত্তি হইতে পারে, ব্রহ্মেব মাযা অলৌকিক, আর মাযাবীব মাযা লৌকিক। ভ্রান্তি বিষয়ে তাহাদেব সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ভ্রান্তির দর্শকবিষয়ে তাহাদেব সাদৃশ্য নাই। ব্রহ্ম-মায়া দেখিবাব দর্শক কে তাহা অনির্বচনীয; শ্রুতি বলেন 'এক অদ্বিতীয ব্রহ্ম আছেন' অতএব আর অন্য কেহ দর্শক নাই। তবে কি ব্রহ্ম স্বমাযাব দর্শক? না না তাহাও নহে। উহা অনির্বচনীয! অনির্বচনীয়!!

ইহাই মায়াবাদের দৌড়, ভ্রান্তিজ্ঞান স্বীকার করিবে, কিন্তু ভ্রান্তিজ্ঞানের জ্ঞাতা স্বীকার করিবে না। জ্ঞাতৃহীন জ্ঞান, কারণহীন কার্য, ভ্রান্তিযুক্ত অভ্রান্ত ব্রহ্ম, অনেক অদ্বিতীয় সত্তা, ইত্যাদি 'সত্য'-সকল স্বীকার না করিলে মায়াবাদ নামক 'অনির্বচনীয়' দর্শনের দ্বারা প্রত্যর্থের ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না।

মায়া যদি জ্ঞাতৃহীন ভ্রান্তিজ্ঞান হয়, তবে তাহার উদাহরণ দেখান চাই, অর্থাৎ দেখান চাই যে, জ্ঞাতৃহীন জ্ঞান হইতে পারে। নচেৎ তাদৃশ মায়া অর্থশূন্য বা 'সসীম অনন্তের' ন্যায় বাঙ্‌মাত্র হইবে।

১৩। মায়াবাদের ব্রহ্ম বা আত্মা আনন্দময় অর্থাৎ প্রচুর-আনন্দ-স্বভাব, কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ আনন্দময় নহেন, পরন্তু চিদ্রূপ। ভোজরাজ যোগসূত্রের বৃত্তিতে শঙ্করের এই মত যেরূপে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আমরা এস্থলে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"বেদান্তবাদিগণ, যাঁহারা আত্মার চিদানন্দময়ত্বই মোক্ষ মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষ যুক্ত নহে। যেহেতু আনন্দ সুখরূপ, সুখ সর্বদা সংবেদ্যমানতার দ্বারা প্রতিভাসিত হয়, আর সংবেদ্যমানত্ব সংবেদন ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় না, অতএব সংবেদ্য ও সংবেদন এই দুই তত্ত্ব স্বীকার (অভ্যুপগম) করিতে হয় বলিয়া অদ্বৈতহানি ঘটে।

"যদি বল 'আত্মা সুখাত্মক'— তবে তাহাও যুক্ত হয় না, কারণ তাহাতে সংবেদ্যরূপ আত্ম-বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস করিয়া আত্মস্বরূপের নির্বচন করা হয়। সংবেদন ও সংবেদ্য কখনও এক হইতে পারে না।

"কিঞ্চ অদ্বৈতবাদীরা কর্মাত্মা ও পরমাত্মা-ভেদে দ্বিবিধ আত্মা স্বীকার করেন, তাহাতে যেরূপে কর্মাত্মার সুখদুঃখভোক্তৃত্ব হয়, পরমাত্মারও যদি সেইরূপ হয়, তবে পরমাত্মার অবিদ্যা-স্বভাবত্ব ও পরিণামিত্ব ঘটে, আর পরমাত্মার সাক্ষাৎভোক্তৃত্ব (সুতরাং কর্তৃত্ব) নাই, কিন্তু বুদ্ধিসত্ত্বের দ্বারা উপঢৌকিত বিষয়ই তাঁহার ভোক্তৃত্ব এইরূপ স্বীকার করিলে আমাদের দর্শনেই তাহাদের (বেদান্তীদের) অনুপ্রবেশ হয়।

"কিঞ্চ কর্মাত্মার অবিদ্যা-স্বভাবত্বহেতু শাস্ত্রের অধিকারী কে? নিত্যমুক্তত্বহেতু পরমাত্মা অধিকারী নহেন, আর অবিদ্যাহেতু কর্মাত্মাও শাস্ত্রাধিকারী হইতে পারে না। অতএব সকল শাস্ত্রের বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ হয়। আর জগতের অবিদ্যাময়ত্ব অঙ্গীকার করিলে 'কাহার অবিদ্যা' তাহা বিচার্য। উহা পরমাত্মার নহে, কারণ তিনি নিত্যমুক্ত ও বিদ্যাস্বরূপ, আর কর্মাত্মাও নিঃস্বভাবহেতু শশবিষাণ-কল্প বলিয়া কিরূপে তাহার অবিদ্যাসম্বন্ধ হইতে পারে?

"বেদান্তীরা বলেন, তাহাই অবিদ্যা যাহা বিচারাসহ। যাহা বিচারের দ্বারা দিনকরস্পৃষ্ট নীহারের মতো বিলয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই অবিদ্যা। ইহাও সত্য নহে। যে বস্তু কিছু কার্য করে, তাহা কিছু হইতে ভিন্ন ও কিছু হইতে অভিন্ন এইরূপ অবশ্য বলিতে হইবে। সংসারলক্ষণ প্রপঞ্চরূপ কার্যের কর্তা অবিদ্যা, এইরূপ অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহা হইলেও যদি অবিদ্যা অনির্বাচ্য হয়, তবে কোন বস্তুরই বাচ্যত্ব ঘটে না। ব্রহ্মও অবাচ্য হয়।" রাজমার্তণ্ড বৃত্তি ৪।৩৩ সূত্র।

সাংখ্যমতে নির্গুণ পুরুষ আনন্দময় নহেন কিন্তু সগুণ বা অতিমাত্র সত্ত্বগুণপ্রধান মহদাত্মভাবই আনন্দময়, তাহার নাম বিশোকা জ্যোতিষ্মতী। তদ্ভাবে সম্যক্ অধিষ্ঠিত হইলে সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও সর্বাধিষ্ঠাতা হওয়া-রূপ ঐশ্বর্য লাভ হয়, শঙ্কর ইহাকে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত এক মনে করিয়া

গিয়াছেন। উক্ত প্রকার মহদাত্মভাব লক্ষ্য করিয়াই স্মৃতি বলেন, "সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি॥" ইহা সগুণ ভাব, ইহার উপরে নির্গুণ ব্রহ্মভাব যথা—"সোপাধির্নিরুপাধিশ্চ দ্বেধা ব্রহ্মবিদুচ্যতে। সোপাধিকশ্চ সর্বাত্মা নিরুপাখ্যোঽনুপাধিকঃ।" (নীলকণ্ঠধৃত শান্তিপর্ব ৩৮।২১)।

নচেৎ চিন্মাত্র দৃষ্টিতে 'সর্ব'ও থাকে না, 'ভূত'ও ভাবনা করিতে হয় না। সমস্ত প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া আত্মপ্রত্যয়লক্ষ্য চিতি শক্তিতে অবস্থান করিতে হয়।

শঙ্কর বৃহদারণ্যকভাষ্যে 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (৩।৯।২৮) এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আনন্দ সংবেদ্য হইলেও ব্রহ্মানন্দ সংবেদ্য নহে। তাহা "প্রসন্নং শিবম্-তুলমনায়াসং নিত্যতৃপ্তমেকরসম্"—এইরূপ অসংবেদ্য আনন্দ, এবং ব্রহ্মই সেই আনন্দ-স্বরূপ। আবার তৈত্তিরীয়ভাষ্যে সর্বোচ্চ আনন্দ যে ব্রহ্মানন্দ তাহাকে হিরণ্যগর্ভের আনন্দ বলিয়াছেন। অতএব 'অসংবেদ্য আনন্দ' অলীক পদার্থ, বিজ্ঞানযুক্ত হিরণ্যগর্ভের আনন্দই যথার্থ পদার্থ এবং সাংখ্যসম্মত। বলা বাহুল্য 'প্রসন্নং' 'শিবং' ইত্যাদি চিত্তেরই ধর্ম।

১৪। শঙ্কর বলেন, 'মহদাদি' নাই, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থের ন্যায় তাহারা অলীক (২।১।২)। 'মহদাদি নাই কেন' তদুত্তরে শঙ্কর বলেন, লোকে ও বেদে অপ্রসিদ্ধ বলিয়া। ইহা উচ্চৈঃস্বরন্যায মাত্র। বস্তুতঃ মহদাদি বেদেও আছে লোকেও আছে। শঙ্কর তাহা ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ শঙ্কর নিজেই তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'মহঃ পুচ্ছম্' ইহার ভাষ্যে "মহ ইতি মহত্তত্ত্বং প্রথমজং 'মহদ্ যক্ষং প্রথমজম্' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।…সর্ববিজ্ঞানানাং চ মহত্তত্ত্বং কারণম্" ইত্যাদি ব্যাখ্যার দ্বারা মহত্তত্ত্ব যে শ্রুতিসম্মত তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গীতা ৭।৪ শ্লোকের ভাষ্যে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'মনসঃ কারণম্ অহংকারঃ গৃহ্যতে। বুদ্ধিরিত্যহংকারকারণং মহত্তত্ত্বম্'। ইহাই তো সাংখ্যীয় তত্ত্ব। বস্তুতঃ মহদাদিরা প্রমেয় পদার্থ এবং যোগীদের ধ্যেয় বিষয়; তাহা যোগশাস্ত্রকার ঋষিগণ সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রিয় ও অর্থ আছে, তাহা শঙ্কর স্বীকার করেন। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, স্মৃতি ও নিদ্রা এই কয় বৃত্তিস্বরূপ চিত্তও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশিষ্ট অহংকার ও বুদ্ধিতত্ত্ব। শঙ্করের মহদাদি অর্থে সুতরাং ঐ দুই তত্ত্ব হইতেছে। অহং অভিমান-স্বরূপ, তাহাও প্রসিদ্ধ পদার্থ। বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব অস্মীতিপ্রত্যয়মাত্র, ইহা অধ্যবসায়ের স্বরূপাবস্থা, ইহাকে 'অস্মিতামাত্র'ও বলা যায়। ইহা সমাপত্তির বিষয়, যথা যোগভাষ্যে 'তথা অস্মিতায়াং সমাপন্নং চিত্তং নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং শান্তমনন্তমস্মিতামাত্রং ভবতি'। অতএব শঙ্করের ভাষায় বলি, মহদাদি যে আছে এবং যোগীদের ধ্যেয় হয় তাহা 'যোগবিদো বিদুঃ'। অযোগবিদের * বাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। আর শ্রুতিও অবশ্য মহদাদির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর তাহা ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দিতে চান। শ্রুতি আছে :

* শঙ্কর নিজেই ২।৪৪ যোগসূত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন (শারীরক ভাষ্য ১।৩।৩৩) "যোগোঽপ্যণিমাদ্যৈশ্বর্যপ্রাপ্তিফলকঃ স্মর্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুম্। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি।…ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেনোপমাতুং যুক্তম্"। অর্থাৎ, যোগের দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্যলাভ হয় এই শাস্ত্রোপদেশ স্মরণে রাখিয়া কেবল সাহস বা হঠকারিতাপূর্বক যোগের প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নহে। শ্রুতিও যোগের মাহাত্ম্যখ্যাপন করিয়া থাকেন।… বেদমন্ত্রব্রাহ্মণ-দ্রষ্টা ঋষিদের শক্তির সহিত আমাদের শক্তির তুলনা হইতে পারে না। অতএব তাঁহার পক্ষে যোগের প্রবর্তয়িতা কপিল-পঞ্চশিখাদি ঋষির বাক্য প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করা যুক্ত হয় নাই।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ॥"
"যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥"

শঙ্কর বলেন, এস্থলে মহান্ আত্মা অর্থে সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব নহে কিন্তু "তাহা প্রথমজ হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি সর্ব বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা"।

বস্তুতঃ ঐ শ্রুতি প্রত্যেক প্রাণীর (অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্ত ভোক্তার) ভিতর যে যে তত্ত্ব আছে তাহাই প্রখ্যাপন করিয়াছেন। অর্থ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা সর্বপ্রাণিসাধারণ, তাহা বলিতে বলিতে ঐ শ্রুতি হঠাৎ কেন হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির কথা মধ্যস্থলে বলিলেন তাহা শঙ্করই জানেন। মহাভারতের টীকায় (শান্তিপর্ব ২০৪।১০) নীলকণ্ঠ ঐ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যায় 'মহতি নিযচ্ছেৎ' ইহার অর্থে 'অস্মীত্যেতাবন্মাত্রেণ অবতিষ্ঠেত' লিখিয়া সঙ্গত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির অবতারণা করেন নাই। 'যচ্ছেদ্বাঙ্' ইত্যাদি শ্রুতিও যোগসাধন-বিষয়ক, তাহা প্রাণিমাত্রেরই প্রতি প্রযোজ্য, অতএব তন্মধ্যস্থ 'মহদাত্মা'ও অবশ্য প্রাণীর আত্মা-বিশেষ হইবে, হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে *। মহান্ আত্মার অন্য অর্থও শঙ্কর বলেন। 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা' এই শ্রুতির অগ্র্যাবুদ্ধিই মহান্ আত্মা, ইহাও ভ্রান্তি। বিবেকখ্যাতিই অগ্র্যাবুদ্ধি। তদ্দ্বারা পুরুষ-স্বরূপের উপলব্ধি হয়। তাহাই পরা বিদ্যা ও বুদ্ধির উৎকৃষ্ট বৃত্তিবিশেষ, কিন্তু তাহা বুদ্ধিদ্রব্যমাত্র নহে। মহান্ আত্মার আরও এক প্রকার অর্থ হইতে পারে তাহাও শঙ্কর বলেন 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি' ইত্যাদি শ্রুতির রথী আত্মাই মহান্ আত্মা এবং তিনিই ভোক্তা। পরম পুরুষ ছাড়া ভোক্তা আর কিছু নাই ইহা আমরা নিম্নে দেখাইতেছি, অতএব রথী আর কেহই নহেন স্বয়ং পুরুষই রথী। আর পুরুষতত্ত্বের নিম্নস্থ ব্যক্ত বুদ্ধিতত্ত্বই মহান আত্মা। এইরূপে অন্ধকারে ঢিল মারার ন্যায় সকলেই স্ব স্ব মতের পোষক ব্যাখ্যা করিতে পারেন (ব্রহ্মসূত্রের তাদৃশ বহু ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে), কিন্তু ঐ শ্রুতি যে সাংখ্যীয় তত্ত্বের সহিত অবিকল এক তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। শ্রুতি অবশ্য মহান্ আত্মা শব্দ এক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। শঙ্কর বহুবিধ অর্থ করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি উহার অর্থ বুঝেন নাই বা সঠিক জানিতেন না।

এতদ্ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (১।৪।৫) সাংখ্যের সমস্ত পদার্থ, যথা ত্রিগুণ বা প্রধান, প্রত্যয়সর্গ প্রভৃতি সবই কথিত হইয়াছে এবং তাহার ভাষ্যেও ঐ সব পদার্থের উল্লেখ আছে। শারীরক ভাষ্যে "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" (১।৪।৮-১০) এই শ্রুতির অর্থে শঙ্কর অজ মানে ছাগ ও অজা মানে ছাগী করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য শ্রুতিতে

* সাংখ্যযোগমতে হিরণ্যগর্ভ অস্মিতায় সমাপন্ন পুরুষবিশেষ। তবলে সর্বজ্ঞ সর্বাধিষ্ঠাতা হইয়া তিনি সর্গাদিতে প্রাদুর্ভূত হন। যে যোগীরা সাস্মিত সমাধি পরিনিষ্পন্ন করিতে পারেন তাঁহারাও হিরণ্যগর্ভের সালোক্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোকে অবস্থিত থাকিয়া কল্পান্তে বিবেকখ্যাতি লাভ করিয়া হিরণ্যগর্ভের সহিত মুক্ত হন। ইহা আর্ষ শাস্ত্রসমূহের মত। শঙ্কর ঐ নামসকল লইয়া ভিন্ন মত সৃজন করিয়া গিয়াছেন।

আছে, তেজ, অপ্ ও অন্ন লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণের, তাহা এ স্থানে খাটাইয়া পূর্বপ্রচলিত শ্রুত্যর্থ বিপর্যস্ত করার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই অনেক স্থলে 'অজ' ও 'অজা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সেই স্থলের ভাষ্যে উহা প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যথা "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।" (১।৯)।

এস্থলে 'অজা একা' এই বাক্যের অর্থ ভাষ্যে বলিয়াছেন, "অজা প্রকৃতির্ন জায়ত ইত্যাদিনা।" অন্য যে যে স্থলে 'অজ' শব্দ ঐ উপনিষদে আছে, সব স্থলেই জন্মহীন অর্থে পুরুষ-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে নিরপেক্ষ বিচারকমাত্রেই বুঝিবেন, শঙ্করের 'অজা অর্থে ছাগী' এইরূপ ব্যাখ্যা নিতান্তই অসঙ্গত। বাচস্পতি মিশ্রও তত্ত্ববৈশারদীতে (২।১৮ ও ২।২২) ঐ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া 'অজা' ও 'অজ' শব্দদ্বয় প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থে যথার্থ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

'যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী' ইত্যাদি শ্রুতিতে মহান্ আত্মাকে অব্যক্তে নিয়ত করিতে উপদেশ না থাকাতে—একেবারেই শান্ত আত্মায় নিয়ত করিতে উপদেশ থাকাতে শঙ্কর বলেন (১।৪।১ শারীরক ভাষ্যে) যে 'পরপরিকল্পিত অব্যক্ত প্রধান নাই'। ইহার পূর্বেই তিনি 'অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ' প্রভৃতি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অন্য সমস্তের ব্যাখ্যা করিয়া অব্যক্তের কিছুই উল্লেখ করেন নাই। যোগধর্ম সম্যক্ না বুঝিলেই ঐরূপ ভ্রান্তি হয়। যোগশাস্ত্রে বিবেককে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকও বলা হয় এবং বুদ্ধি-পুরুষের বিবেকও বলা হয়, যথা—"সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য…" (৩।৪৯ যোগসূত্র)। সাধনের জন্য বুদ্ধিতত্ত্বের বা মহান্ আত্মার উপলব্ধি করিয়া ও পরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে যাইতে হয়, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে নিয়ত করিয়া যাইতে হয় না।

যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন, "স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি" (১।২)। অতএব বিবেক প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক হইলেও কার্যতঃ বুদ্ধিসত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব ও পুরুষের বিবেক। কিঞ্চ বুদ্ধিও প্রাকৃত পদার্থ। যেমন 'দুই শত ক্রোশ রেলপথ অতিক্রম করিয়া কাশী যাইতে হয়' ইহা সত্য হইলেও 'কাশী স্টেশন অতিক্রম করিয়া কাশী যাইতে হয়' এই কথা কার্যকর জ্ঞান, সেইরূপ শ্রুতির 'মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মায় নিয়ত করার' উপদেশ কার্যকর যোগের উপদেশ এবং যোগশাস্ত্রের সম্যক্ ও গূঢ় রহস্য বিষয়ক উপদেশ। বাহিরের 'অপ্রতিষ্ঠ তর্কের' দ্বারা উহা বুঝার জিনিস নহে। মহত্তের পর যখন অব্যক্ত, তখন মহৎ নিয়ত হইয়া অব্যক্তে যাইবে এবং নির্বিকার পুরুষ কেবল হইবেন।

শুধু উপনিষদে নহে ঋগ্বেদেও সাংখ্যীয় পুরুষ, প্রকৃতি এবং মহত্তত্ত্ব আদি সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতির উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—"সপ্তার্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্মণি। তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পরিভুবঃ পরি ভবন্তি বিশ্বতঃ॥" (১।১৬৪।৩৬)। সায়ন-ভাষ্যানুযায়ী ইহার অর্থ, যথা—সপ্ত যে প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, ইহারা ভুবনের সার বা কারণ-স্বরূপ, এবং ইহারা অর্ধগর্ভ অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই মূল কারণের মধ্যে (পুরুষের নির্বিকারত্ব হেতু) কেবল অর্ধকারণ বা উপাদান-কারণ যে প্রকৃতি তাহারই ইহারা গর্ভ বা শিশু অর্থাৎ সেই প্রকৃতিরই বিকার হইতে জাত। ঐ সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতিসকল সর্বব্যাপী বিষ্ণুর বা হিরণ্যগর্ভের জগদ্ধারণরূপ কার্যের জন্য সর্বস্থানে বর্তমান রহিয়াছে এবং তাহারা ধীতি বা যোগজপ্রজ্ঞা ও মন বা সংকল্প ঐ উভয়ের দ্বারা (অপবর্গের ও ভোগের দ্বারা) বিশ্বকে পরিভাবিত করিতেছে, অতএব তাহারা বিপশ্চিৎ বা ঐশ চিত্তযুক্ত এবং পরিভূ বা সর্বব্যাপী। সপ্তবিধ প্রকৃতি-বিকৃতি

(প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত—সাংখ্যকারিকা) এবং স্রষ্টার ঐশ সংকল্পই যে জগৎসৃষ্টির মূল তাহাই ইহাতে বলা হইয়াছে।

১৫। শঙ্কর নিজ মতকে সাংখ্য হইতে ভিন্ন করিয়া বলেন যে, "ভোক্তৈব কেবলং ন কর্তৈত্যেকে, আত্মা স ভোক্তুরিত্যপরে।" অর্থাৎ সাংখ্যমতে পুরুষ ভোক্তা আর শাঙ্কর মতে ভোক্তার যিনি আত্মা তিনিই সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর-স্বরূপ আত্মা। সাংখ্যের পুরুষ চিদ্রূপমাত্র কিন্তু সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ নহেন, তাহা পূর্বে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। শঙ্করের পুরুষ সর্বশক্তিমান্ আবার চিদ্রূপও বটে, সার্বজ্ঞ্যাদি ও চিদ্রূপত্ব সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থ। একটি পরিণামী ত্রিপুটী-ভাবযুক্ত, দৃশ্য-স্বরূপ, আর একটি অপরিণামী অখণ্ডৈকরস দ্রষ্টৃ-স্বরূপ, সুতরাং উহাদের একাত্মকতা স্বীকার করা অন্যায্যতার পরাকাষ্ঠা।

কিন্তু শঙ্কর সাংখ্যের ভোক্তা শব্দের অর্থ আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। নচেৎ 'ভোক্তার আত্মা' এইরূপ শব্দ কখনও প্রয়োগ করিতেন না। সাংখ্যের যাহা ভোক্তা তাহা সাক্ষিমাত্র সুতরাং তাহার আত্মা থাকা অসম্ভব, তাহাই আত্মা। ('পুরুষ বা আত্মা' § ১৪ দ্রষ্টব্য)।

ভোগ অর্থে সাংখ্যমতে জ্ঞান বা প্রত্যয়-বিশেষ। ভগবান্ যোগসূত্রকার বলিয়াছেন, "সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ।" ভাষ্যকার বলেন, "দৃশ্যস্যোপলব্ধির্যা স ভোগঃ" "ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণং ভোগঃ।" অতএব ভোগ প্রত্যয় বা জ্ঞানবিশেষ হইল, ভোক্তা অর্থে সেই জ্ঞানের জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা। সুতরাং 'ভোক্তার আত্মা' আর 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা' বলা অথবা 'আত্মার আত্মা' বলা একই কথা। গীতাও বলেন, "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে"।

সম্ভবতঃ ভোগ অর্থে সুখদুঃখরূপ চিত্তবিকার এবং ভোক্তা অর্থে যাহা তদ্দ্বারা বিকৃত হয় এইরূপ অর্থে মায়াবাদীরা ভোক্তা (জীব) শব্দ ব্যবহার করেন। 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি লোকব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং 'আমিই ভোক্তা' (জীব) এইরূপ সিদ্ধান্ত মায়াবাদীর দৃষ্টি অনুসারে হইবে। কিন্তু 'আমি সুখী' ইত্যাদ্যাকার অস্মৎপ্রত্যয় সাংখ্যের বুদ্ধি। 'আমি সুখী' এই অস্মৎপ্রত্যয়ও যদ্দ্বারা বিজ্ঞাত হয় সেই বিজ্ঞাতাই সাংখ্যের ভোক্তা। অতএব 'আমি সুখী' এই জ্ঞান বা ভোগ যে সাক্ষীর দ্বারা বিজ্ঞাত বা দৃষ্ট হয় তাহাই ভোক্তা।

১৬। মায়াবাদীর 'জীব' যদি সাংখ্যীয় তত্ত্বাবলীর অতিরিক্ত হয় তবে তাহা অলীক পদার্থ। তাঁহারা জীবাখ্যা বুদ্ধি বলিয়া জীবকে কোন কোন স্থলে বুদ্ধি বলেন। 'পশ্যেদাত্মানমাত্মনি' এস্থলে 'আত্মনি' শব্দের অর্থ 'বুদ্ধৌ' (শঙ্করও ভাষ্যে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন)। পুরুষ বুদ্ধির আত্মা, এইরূপ বলিলে সাংখ্যের কথাই বলা হয়। কিন্তু বুদ্ধির আত্মা জীব, জীবের আত্মা ঈশ্বর, এইরূপ কথা বলিলে ঐ জীব অলীক পদার্থ হইবে। অন্ততঃ সাংখ্যেরা যাহাকে বুদ্ধিতত্ত্ব বলেন তাহার আত্মাই 'শুদ্ধ চৈতন্য', তন্মধ্যে আর জীব নামক কোন পদার্থ নাই।

মায়াবাদীর জীবের এক লক্ষণ 'চৈতন্যের প্রতিবিম্ব'। উহা স্বরূপলক্ষণ নহে কিন্তু আলোকের উপমামাত্র। সেই চৈতন্য-প্রতিবিম্ব সাংখ্যের বুদ্ধির অন্তর্গত সুতরাং জীব বুদ্ধির-অতীত কোন পদার্থ নহে।

১৭। 'এক অদ্বিতীয় চিদ্রূপ পুরুষই এই জড় জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না' ইহা সাংখ্যেরা বলেন, কারণ, যাহাকে তুমি চিন্মাত্র বলিতেছ তাহাকে কিরূপে জড়ের

উপাদান বলিবে? শঙ্কব ইহাব উত্তব দানেব বৃথা চেষ্টা কবিবা শেষে অজ্ঞেয়বাদের আশ্রয় লইযাছেন।

দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা চিৎ ও জড এই দুই ভাব যে আছে তাহা প্রসিদ্ধ। চিৎ ও জড তমঃ-প্রকাশের ন্যায সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থ। জগতের কাবণ বা 'নিয়ত পূর্ববর্তী ভাব' যদি অবিকাবী, চিন্মাত্র পদার্থ হয, তবে সেই চিদাত্মা হইতে জড উৎপন্ন হইযাছে বলিতে হইবে। এক পদার্থ হইতে তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধস্বভাব পদার্থ উৎপন্ন হয, ইহা বলা ন্যাযসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ কেবল অবিকাবী ভাবমাত্র বর্তমান থাকিলে, বিকাবশব্দার্থ ষষ্ঠ ইন্দ্রিযার্থের ন্যায অসৎ হইত। তাহাতে বজ্জুতে সর্পভ্রান্তিব ন্যায ভ্রান্তিরূপ চিত্তবিকাবও হইত না, এমনকি, চিত্তও হইত না।

এতদুত্তবে শঙ্কব বলেন, "এইরূপ নিয়ম নহে যে, কোন কারণ হইতে অনুরূপ কার্যই উৎপন্ন হইবে। অর্থাৎ চেতন হইতে চেতন এবং অচেতন হইতে যে অচেতন উৎপন্ন হইবে তাহা নিয়ম নহে, যেহেতু দেখা যায় যে, চেতন শবীব হইতে অচেতন নখ-কেশাদি উৎপন্ন হয, আব অচেতন গোময হইতে বৃশ্চিকাদি উৎপন্ন হয।"

বিজ্ঞ পাঠক বুঝিতেছেন এই উদাহবণ ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রথমতঃ ইহাতে দ্ব্যর্থ শব্দ (ambiguous term) প্রযোগরূপ ন্যাযদোষ আছে, তাহাই শঙ্কবেব ঐ যুক্ত্যাভাসেব মূল ভিত্তি। চেতন শব্দ দ্ব্যর্থক। চেতন শবীব অর্থে 'চৈতন্যাধিষ্ঠিত শবীব'। 'চিদাত্মা' সেরূপ চেতন নহেন, 'চেতন পুরুষ' অর্থে চিদ্রূপ পুরুষ। শবীব চেতনাযুক্ত জডসংঘাত, চেতনাযুক্ত * বলিযা শবীবেব নাম চেতন। আব, নির্গুণ পুরুষ সম্বন্ধে যে চেতন শব্দ ব্যবহৃত হয তাহা চৈতন্য অর্থে। অতএব চেতন শব্দের 'চিদ্রূপতা' অর্থ ও 'চেতনাযুক্ত' অর্থ এই অর্থদ্বয কৌশলে বিপর্যস্ত কবিযা শঙ্কব ঐ যুক্ত্যাভাসেব সৃজন কবিযাছেন।

চেতন বা চেতনাযুক্ত শবীব হইতে উৎপন্ন হইলেও কেশ ও নখরূপ শবীবেব জডাংশের সহিত চেতনাব সম্বন্ধ থাকে না, অথবা তাহারা শবীবেব চেতনাবিযুক্ত জডাংশ (যেমন বর্ধিত নখ)। ইহা হইতে 'চিদ্রূপ আত্মা হইতে জড অনাত্মা উৎপন্ন হয' এইরূপ প্রতিজ্ঞাব কিছুই প্রমাণিত হয না। আব, অচেতন গোময হইতে চেতন বৃশ্চিক হয, ইহাও ঐরূপ ন্যাযদোষ ও দর্শনদোষ-যুক্ত। বৃশ্চিকও আমাদেব ন্যায এক চেতন অনাদি জীব, তাহাব শবীবই জড; অতএব জড হইতে চেতন উৎপন্ন হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত উহা হইতে হয না। পবন্তু বৃশ্চিকেব ডিম্ব হইতেই বৃশ্চিক হয, গোমযে বৃশ্চিক ডিম্ব স্থাপন কবে, শঙ্কবেব ইহাতে দর্শনদোষ। বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্যন্ত অপ্রাণী হইতে প্রাণীব উৎপত্তির উদাহবণ পান নাই। তাহা যদি পাওযাও যায, তবে সিদ্ধ হইবে যে—পিতা ও মাতা ব্যতিবেকেও জীব শবীব গ্রহণ কবিতে পাবে। অতএব শঙ্কর যে নিযম কবিতে চান (অচেতন হইতে চেতন হয) তাহাব সিদ্ধির আশা নাই।

শঙ্কব পুনশ্চ বলেন, "পুরুষে ও গোময়াদিতে যে পার্থিব স্বভাব আছে তাহাই কেশ-নখ

* "চেতনা চেতসো ব্যাপ্তিঃ" অথবা 'প্রযত্ন' এইরূপ অর্থেও চেতনা শব্দের প্রয়োগ হয। 'চেতনাযুক্ত চেতন' নহে বলিযা, শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ বলিযা পুরুষকে সাংখ্যশাস্ত্রে উপাধিও বলা হয, যথা বিন্ধ্যবাসী-বচন—"পুরুষোঽবিকৃতাত্মৈব স্বনির্ভাসমচেতনম্। মনঃ কবোতি সান্নিধ্যাদ্ উপাধিঃ স্ফটিকং যথা"॥ (হেমচন্দ্র-কৃত স্যাদ্বাদমঞ্জরীর টীকায় উদ্ধৃত)। পুরুষঃ অবিকৃতাত্মা, (সান্নিধ্যাৎ) সঃ পুরুষঃ অচেতনং মনঃ স্বনির্ভাসং করোতি যথা উপাধিঃ সান্নিধ্যাৎ স্ফাটিকং করোতি। (ইহাতে পুরুষকে উপাধিরূপে তুলনা করা হইযাছে, যাহা প্রায়ই করা হয় না)।

বৃশ্চিকাদিতে অনুবর্তমান থাকে, এইরূপ বলিলে আমরাও (শঙ্করও) বলিব, ব্রহ্মের যে সত্তাস্বভাব আছে তাহা আকাশাদিতে অনুবর্তমান দেখা যায়।" (২।১।৬ সূত্র ভাষ্য)।

ইহাও প্রকৃত কথা ঢাকিয়া দেওয়া *। শঙ্করের ঐ বাগ্‌জাল ছিন্ন করিলে তাঁহার কথার অর্থ হইবে 'ব্রহ্ম সত্তাস্বভাব বা আছে তাই তৎকার্য আকাশাদিও সত্তাস্বভাব বা আছে'। (ইহাকে ইংরাজী ন্যায়ে বলে petitio principii বা begging the question-রূপ যুক্ত্যাভাস)। সত্তাস্বভাব আদি বাগ্‌জালের দ্বারা শঙ্কর উহা সৃজন করিয়াছেন।

মূল আপত্তিই উহা। অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম সত্তাস্বভাব বা 'আছে এইরূপ বলিলে অব্রহ্ম আকাশাদি সত্তাস্বভাব হইবে কিরূপে? অবিকারী, অদ্বিতীয়, চিদ্রূপ, সত্তাস্বভাব পদার্থ থাকিলে, দ্বিতীয় আর কিছু সত্তাস্বভাব হইবে না। যখন আরও কিছু (বা অনাত্মভাব) সত্তাস্বভাব দেখা যায়, তখন সত্তাস্বভাব সকারণ বিষয় ও সত্তাস্বভাব বিষয়ী এই দুই পদার্থ আছে অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতিই জগৎকারণ।

স্ব-যুক্তির অসারতা বুঝিয়া শেষে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, জগৎ-কারণ ব্রহ্ম সিদ্ধদেরও দুর্বোধ্য, অতএব তাহা তর্কগোচর নহে অর্থাৎ তাহার লিঙ্গ নাই বলিয়া অনুমান করিবার যোগ্য নহে, তাহা কেবল আগমের বিষয়, অন্য প্রমাণের বিষয় নহে।

ইহা সত্য হইলে শঙ্করই প্রধান দোষী, কারণ, শঙ্করই বহুশঃ জগৎ-কারণকে 'তর্কেণ যোজয়েৎ' করিয়াছেন। এস্থলে অর্থাৎ 'দৃশ্যতে তু' (২।১।৬ সূত্র) এই সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যের তর্কাবষ্টম্ভ ভাঙ্গিতে তর্কদ্বারা যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া শঙ্কর শেষে 'দ্রাক্ষা ফল টক' এই ন্যায়ে আগমৈকপরায়ণ হইয়াছেন।

স্বপক্ষে শঙ্কর "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে শঙ্করের পক্ষ যেমন সিদ্ধ হইয়াছে, সাংখ্যপক্ষও সেইরূপ সিদ্ধ করে। শুধু স্ববুদ্ধিসাধ্য তর্কের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না—ইহাও যদি ঐ শ্রুতির অর্থ ধরা যায়, তবে সাংখ্য সে বিষয়ে একমত। সাংখ্যরূপ মোক্ষদর্শন পরমর্ষির দ্বারা দৃষ্ট। শঙ্করই বরং স্ববুদ্ধিবলে বহুতর্ক সৃজন করিয়া শ্রুতি বুঝিতে গিয়াছেন। আরও, শঙ্কর স্বপক্ষে স্মৃতি দেখান —"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

ইহার বিষয় পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। ইহার মতে প্রকৃতিগণ হইতে পর যে পুরুষ তাহা অচিন্ত্য। সাংখ্যেরও তাহাই মত। পুরুষ-স্বরূপ অচিন্ত্য (তজ্জন্য তর্কশূন্য নিরোধ সমাধি সিদ্ধ করিয়া সাংখ্যেরা পুরুষে স্থিতি করেন)। কিন্তু 'পুরুষ আছে' ইহা অচিন্ত্য নহে, ইহা বুদ্ধির বিষয়। আর, 'পুরুষ প্রকৃতি হইতে পর' তাহাও অচিন্ত্য নহে, এবং 'পুরুষ অচিন্ত্য' ইহাও অচিন্ত্য নহে। এই সব বিষয় সাংখ্যেরা যথাযোগ্য অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আগমার্থ মনন করেন। আর, প্রকৃতি যে জগতের উপাদান, ঈশ্বরাদি যে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের অন্তর্গত, এবং মুক্ত পুরুষবিশেষ ঈশ্বর যে জগৎসৃজন-বিষয়ে লিপ্ত হইতে পারেন না, সগুণ ঈশ্বর যে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, এই সমস্ত চিন্তা বা তর্কণীয় বিষয় সাংখ্যেরা যুক্তির দ্বারা অবধারণ করিয়া আগমার্থকে সুস্পষ্ট করেন।

* শঙ্করের কথাতেই প্রমাণ হইল যে অচেতন হইতে চেতন হয় না। অতএব ঐ নিয়মের উপর শঙ্কর যাহা স্থাপন করিতেছিলেন তাহা অসিদ্ধ হইল। 'ব্রহ্মের সত্তাস্বভাব' আদি অন্ধ কথা।

১৮। সাংখ্য সৎকার্যবাদী, মায়াবাদী অসৎকার্যবাদী। পরিণামশীল উপাদান-কারণের অবস্থান্তরই কার্য। সুতরাং কার্য সৎ বা উৎপত্তির পূর্বে কারণে বিদ্যমান থাকে, কোন যোগ্য নিমিত্তের দ্বারা তাহা কার্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। এক তাল মৃত্তিকার অবয়বসকল যদি প্রকার-বিশেষে অবস্থাপিত করা যায়, তবেই তাহা ঘট হয়। ঘটের মৃত্তিকাও পূর্বে ছিল, এবং অবয়বও পূর্বে ছিল। তবে ভিন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল। অবস্থান দৈশিক ও কালিক, অতএব বিকার বা পরিণাম দৈশিক বা কালিক অবস্থানভেদমাত্র। 'অসৎহইতে সৎ হয় না' এই প্রসিদ্ধ সত্য সৎকার্য-বাদের অবিনাভাবী দর্শন।

শঙ্করের মত অন্যরূপ। তন্মতে সৎ হইতে অসৎ উৎপন্ন হইতে পারে।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইত্যাদি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রসিদ্ধ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্কর স্বীয় যুক্তিসহকারে অসৎকার্যবাদ স্পষ্ট বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহার সেই যুক্তিজাল এইরূপ :—

(ক) সর্বত্র বুদ্ধিদ্বয়োপলব্ধেঃ। সদ্বুদ্ধিরসদ্বুদ্ধিরিতি।
অর্থাৎ সর্বত্র দুই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সদ্বুদ্ধি ও অসদ্বুদ্ধি।

(খ) যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ব্যভিচরতি তদসৎ যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ।

অর্থাৎ যদ্বিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার হয় তাহা অসৎ। আর যদ্বিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না তাহা সৎ।

(গ) সামানাধিকরণ্যেন নীলোৎপলবৎ।

অর্থাৎ নীল বর্ণ ও উৎপল বা পদ্ম ইহাদের যেমন সামানাধিকরণ্য, সেইরূপ ঐ দুই বুদ্ধি একাধিকরণে উৎপন্ন হয়।

(ঘ) সন্ ঘটঃ, সন্ পটঃ, সন্ হস্তীত্যেবম্।

অর্থ :—সদ্বুদ্ধির সামানাধিকরণ্যের উদাহরণ যথা—ঘট আছে, পট আছে, হস্তী আছে ইত্যাদি।

(ঙ) সর্বত্র তয়োর্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি। ন তু সদ্বুদ্ধিঃ। তস্মাদ্ ঘটাদিবুদ্ধি-বিষয়োঽসন্। অর্থাৎ ঘটাদি নষ্ট হইলে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, অতএব ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় অসৎ—(খ) অনুসারে।

(চ) ন তু সদ্বুদ্ধিবিষয়োঽব্যভিচারাৎ।

অর্থ :—কিন্তু ঘটে যে সদ্বুদ্ধি আছে তাহার বিষয়ের ব্যভিচার হয় না বলিয়াই তাহা সদ্বুদ্ধি।

(ছ) ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতীতি চেৎ।

অর্থ :—শঙ্কা হইতে পারে, ঘট নষ্ট হইলে ঘটস্থ সদ্বুদ্ধিও নষ্ট হয়, অতএব সদ্বুদ্ধিও ব্যভিচারী সুতরাং অসৎ।

(জ) ন, পটাদৌ অপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ।

অর্থ :—না তাহা নহে ; ঘট নষ্ট হইলে সদ্বুদ্ধি পটাদিতে থাকে, কখনও যায় না। বিশেষণ-বিষয়া সেই সদ্বুদ্ধি পট হইতেও (বা ঘট হইতেও) যায় না।

(ঝ) সদ্বুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যতে ইতি চেৎ।

অর্থ :—যদি বল নষ্ট ঘটে তো সদ্বুদ্ধি থাকে না অতএব সদ্বুদ্ধির বিনাশ হয়।

(ঞ) ন, বিশেষ্যাভাবাৎ সদ্বুদ্ধিঃ বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যাভাবে বিশেষণানুপপত্তৌ কিংবিষয়া স্যাৎ।

অর্থ।—না, তাহাও বলিতে পার না। তখন ঘটরূপ বিশেষ্য নষ্ট হওয়াতে সদ্বুদ্ধি বিশেষণ (অস্তি ইতি)-বিষয়া হইয়া থাকে। বিশেষ্যাভাবে বিশেষণের অনুপপত্তি হয় বলিয়া সদ্বুদ্ধি তখন কি বিষয়া হইবে?

(ট) ন তু পুনঃ সদ্বুদ্ধেরবিষয়াভাবাদ্ একাধিকরণত্বং ঘটাদি-বিশেষ্যাভাবেন যুক্তম্ ইতি চেৎ।

অর্থ।—যদি বল যে, ঘটাদি বিশেষ্যের যখন অভাব, তখন সেই অভাবের সহিত সদ্বুদ্ধির একাধিকরণত্ব যুক্ত হইতে পারে না।

(ঠ) ন, সদিদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেঽপি সামানাধিকরণ্য-দর্শনাৎ।

অর্থ।—না, এ আপত্তি গ্রাহ্য নহে, কারণ, অসত্যের সহিত সত্যের একাধিকরণত্ব যুক্ত হইতে পারে। উদাহরণ যথা—মরীচি আদিতে যে 'এই জল সৎ' এইরূপ সদ্বুদ্ধি হয়, সেস্থলে জলের সত্তা না থাকিলেও অসত্যের সহিত সত্যের সামানাধিকরণ্য দেখা যায়।

(ড) এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শঙ্কর ঐ শ্লোকের স্বপক্ষীয় অর্থ করিয়াছেন যে, 'সত্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের অসত্তা নাই এবং অসত্যের বা দেহাদির সত্তা বা বিদ্যমানতা নাই'।

এই সমস্তের উত্তরে প্রথমেই বক্তব্য যে, গীতার ঐ শ্লোকে একটি সাধারণ নিয়ম বলা হইয়াছে। সত্যের অভাব নাই, অসত্যের ভাব নাই, এই সাধারণ নিয়ম বলিয়া পরে গীতাকার উহার বিশেষ স্থল নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্" ইত্যাদি। কিন্তু শঙ্কর উহা একেবারেই বিশেষ পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাতে 'ব্রহ্মের বিনাশ নাই' ইত্যাদি কথা থাকাতে লোকে সহসা শঙ্করের ব্যাখ্যার দোষ ধরিতে বা কৌশল ভেদ করিতে পারে না।

'সত্যের অভাব নাই এবং অসত্যের ভাব নাই' এই সাধারণ নিয়ম প্রসিদ্ধ, এবং প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দার্শনিকদের দ্বারা স্বীকৃত। 'ব্রহ্ম আছেন, দেহাদি নাই' এইরূপ উহার অর্থ নহে। যাহারা ব্রহ্মের বিষয় জানে না, তাহারাও উহা স্বীকার করে।

অতঃপর শঙ্করের যুক্তিগুলি পরীক্ষা করা যাক। শঙ্কর সৎ ও অসত্যের যাহা লক্ষণ করিয়াছেন তাহা মনগড়া, ঐরূপ লক্ষণ না করিলে অসৎকার্যবাদ সিদ্ধ হয় না। 'যে-বিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা অসৎ' অসত্যের ইহা অর্থ নহে। অসত্যের অর্থ অবিদ্যমান। যে-বিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার বা অন্যথা হয়, তাহার নাম পরিণামী বা বিকারী বিষয়। যাহা বুদ্ধির বিষয় হয় না, তাহাই অসৎ। বুদ্ধির বিষয় হইবার যোগ্যতা এবং বিদ্যমানতা একই কথা, বুদ্ধির বিষয় হইলেই তাহা বিদ্যমানরূপে বুদ্ধ হয়। তাহার পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু অসত্তা হয় না। পরিবর্তন অর্থে অবস্থান্তর মাত্র, ঘটের নাশ অর্থে ঘট-নামক অবয়ব-সমষ্টি পূর্বে যেরূপ ভাবে যে-স্থানে ছিল, সেইরূপ ভাবে অবস্থিত না থাকা। বাতিটা পুড়িয়া নাশ হইয়া গেল, ইহার অর্থ তাহা ধূমাদির আকারে পরিণত হইল অর্থাৎ তাহার অণু অবয়বসকলের অবস্থান্তর হইল।

সদ্বুদ্ধি শব্দের অর্থ 'আছে' এইরূপ জ্ঞান। 'আছে' অর্থে কেবল ধাত্বর্থমাত্র জানা যায়। তদ্ব্যতীত তাহার সত্তা নাই অর্থাৎ 'আছে আছে' এইরূপ বলা বা 'সদ্বুদ্ধি আছে' এইরূপ বলা বিকল্পমাত্র। আছে ক্রিয়ার অর্থকেই আমরা 'সৎ' ও 'সত্তা' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা বিশেষণ ও বিশেষ্য কল্পনা করিয়া বলি কিন্তু উহার বাস্তব অর্থ—'আছে'। বিশেষণ ও বিশেষ্য করাতে 'সদ্বস্তু' বা 'সত্তা অস্তি' এইরূপ বাক্য ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু উহার অর্থ যথাক্রমে 'যাহা থাকে (বস্তু) তাহা

আছে' এবং 'থাকা (সত্তা) আছে' অর্থাৎ 'আছে' এই শব্দেরই উহা নামান্তর। সৎ-শব্দকে প্রত্যয়-বিশেষের দ্বারা ভাষায় বিশেষ্য করিতে পারা যায় বলিয়া উহা বাস্তব বিশেষ্য নহে।

অতএব ঘটে দুই বুদ্ধি আছে, ঘটবুদ্ধি ও সদ্বুদ্ধি—ইহা বিকল্পমাত্র। ঘটবুদ্ধি আছে তাহা সত্য, কিন্তু সদ্বুদ্ধি আছে তাহার অর্থ 'আছে আছে', 'থাকা আছে' বা 'সত্তা আছে' ইত্যাদি বাক্য 'রাহুর শির' এইরূপ বাক্যের ন্যায় বাস্তব অর্থশূন্য বিকল্পমাত্র বা শব্দজ্ঞানানুপাতী জ্ঞানমাত্র। বস্তুতঃ শঙ্কর বৈকল্পিক সামান্যের ও বাস্তব বিশেষের (abstract এবং concrete পদার্থের) ভেদ করিতে পারেন নাই, উভয়কে বাস্তব পদার্থ ধরিয়া লইয়া, বাস্তব পদার্থের সামানাধিকরণ্যাদি ধর্মের বিচারের ন্যায় বিচার করিয়াছেন।

'নীল উৎপল' এস্থলে যেরূপ উৎপলের সহিত নীল বর্ণের সামানাধিকরণ্য, অলক্তরঞ্জিত উৎপলের সহিত যেমন রক্ত বর্ণের সামানাধিকরণ্য, ঘটের ও সত্তার সেরূপ বাস্তব সামানাধিকরণ্য নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে 'ঘটে সত্তা আছে' ('উৎপলে নীলিমা আছে' তদ্বৎ) অর্থাৎ 'ঘটে থাকা আছে' এইরূপ কাল্পনিক কথা বলা হয় *।

প্রকৃত পক্ষে সত্তা একটি শব্দমূলক (abstract) চিন্তা। শব্দব্যতীত সত্তা পদার্থের জ্ঞান হয় না। কিন্তু 'ঘট'-রূপ অর্থ শব্দব্যতিরেকেও জ্ঞানগোচর হয়। তাদৃশ জ্ঞান নির্বিকল্প বা নির্বিতর্ক জ্ঞান। তাহাই শব্দাদি-বিকল্পশূন্য চরম সত্যজ্ঞান বলিয়া যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে।

অতএব শঙ্কর ঐ তর্কোপষ্টম্ভে বাস্তব পদার্থকে এবং শব্দময় চিন্তামাত্রগ্রাহ্য পদার্থকে—যথার্থ গুণকে এবং আরোপিত গুণকে—মনোভাবকে ও বাহ্যভাবকে সমান বা বাহ্যভাবমাত্র বিবেচনা করিয়া বিচার করিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল যে, তাঁহার লক্ষণ এবং হেতু (major premiss) উভয়ই সদোষ। অতএব তদুপরি ন্যস্ত অসৎকার্যবাদরূপ স্তম্ভেরও ভিত্তি নাই।

পরন্তু (ট) চিহ্নিত আপত্তির তিনি যে উদাহরণ দিয়া (ঞ) খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাও ভ্রান্ত উদাহরণ। মরীচিকায় যে 'সদিদমুদকম্‌' এইরূপ 'সদ্বুদ্ধি' হয়, তাহা অসতের সহিত সতের সামানাধিকরণ্যের উদাহরণ নহে। মরীচিকায় জলের দর্শন হয় না কিন্তু অনুমান হয়। তাপজনিত বায়ুর বিরলতা ঘটাতে মরুস্থলে (এবং অন্যস্থলেও) বোধ হয় যেন বৃক্ষাদিরা ভূতলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সেই প্রতিবিম্ব ঠিক সরোবরের জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষাদির ন্যায়। তাহা দেখিয়া বা বালুকায় প্রতিবিম্বিত (জলগত প্রতিবিম্বের ন্যায়) সূর্যালোক দেখিয়া লোকে আনুমানিক নিশ্চয় করে যে, ঐখানে জল আছে। বাষ্প দেখিয়া বহ্নি অনুমান করার ন্যায় উহা এক প্রকার ভ্রান্ত অনুমানমাত্র। বস্তুতঃ উহাতে সৎ পদার্থ বালুকাতে স্মৃতির দ্বারা পূর্বদৃষ্ট জলের অধ্যাস হয়। জলের স্মৃতিও সৎ পদার্থ, বালুকাও সৎ পদার্থ, সুতরাং সতেই সতের সামানাধিকরণ্য হয়। অতএব সৎ ও অসতের সামানাধিকরণ্য হয় এইরূপ বলা কেবল বাঙ্মাত্র। সৎ অর্থে 'যাহা আছে', অসৎ অর্থে 'যাহা নাই', তাহাদের সামানাধিকরণ্য অর্থে 'থাকাতে নাথাকা আছে' এইরূপ প্রলাপমাত্র।

শঙ্কর প্রথমে অসৎ অর্থে 'যাহার ব্যভিচার হয়' এইরূপ (অর্থাৎ 'বিকারী') করিয়াছেন, তদ্বলে ঘটপটাদি যে অসৎ তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন। পরে অসতের অর্থ বদলাইয়া 'অবিদ্যমানতা'

* সাধারণ শ্লথ ভাষায় 'ঘটে সত্তা আছে' ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু তাহার অর্থ 'ঘট আছে'। তাহা হইতে ঘট ছাড়া ঘটবৎ সত্তা নামে এক বাহ্য পদার্থ আছে এইরূপ মত স্থাপন করা ন্যায্য নহে। সত্তা পদার্থ বটে, কিন্তু দ্রব্য নহে বা নীলাদির ন্যায় বাস্তব গুণ নহে।

করিয়াছেন। তৎপরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেহাদি অসৎ অতএব তাহাদের বিদ্যমানতা নাই। অতঃপর শঙ্করের যুক্তিগুলির প্রত্যেকের দোষ দেখান যাইতেছে :—

(ক) সর্বত্র শুধু সদ্বুদ্ধি ও অসদ্বুদ্ধি হয় না, 'সর্বত্র'-বুদ্ধিও হয়। 'সর্বত্রের' বা ঘটাদি-বিষয়ক জ্ঞানের বিষয় বাস্তব, আর সত্তা-অসত্তার জ্ঞান বুদ্ধিনির্মাণ মনোভাবমাত্র।

(খ) যে-বিষয়া বুদ্ধির ব্যভিচার হয় তাহা অসৎ নহে কিন্তু বিকারী। আর যাহার ব্যভিচার হয় না তাহা সৎ নহে কিন্তু অবিকারী।

(গ, ঘ) নীলোৎপলের সামানাধিকরণ্য বাস্তব। আর ঘটের সহিত সদ্বুদ্ধির ও অসদ্বুদ্ধির সামানাধিকরণ্য কাল্পনিক।

(ঙ) ঘট নষ্ট হইলে জ্ঞান হয় যে 'যাহা ঘট ছিল তাহা খর্পর হইল' তাহার নামই ব্যভিচার বা পরিণাম জ্ঞান, তাহা অসদ্বুদ্ধি নহে। ঘট নষ্ট হইল অর্থে—যে দ্রব্য ঘট ছিল তাহার অভাব হইল এইরূপ কেহ মনে করে না। আর ঘট প্রকৃতপক্ষে মৃৎপিণ্ডের সংস্থান-বিশেষ অর্থাৎ ঘট পদার্থ ব্যাবহারিক 'বাচারম্ভণ মাত্র', মৃত্তিকাই উহাতে সত্য। সুতরাং ঘট নাশ হইল অর্থে বাচারম্ভণ-মাত্রের নাশ হইল, কোন বাস্তব পদার্থের নাশ হইল না, এইরূপও বলা যাইতে পারে। বাস্তব পদার্থ মৃত্তিকার অবস্থানভেদ হইল মাত্র।

(চ) সদ্বুদ্ধি অস্তি এই ক্রিয়াপদের অর্থ জ্ঞান, তাহা ঘটদ্রব্যে নাই, কিন্তু মনে আছে। যাহা যখন জ্ঞায়মান হয় তাহাতেই অস্তীতি শব্দার্থ আমরা যোগ করি, তাই অস্তির ব্যভিচার নাই। কিন্তু 'অস্তি' এই শব্দের জ্ঞান না থাকিলেও বিষয়জ্ঞান হইতে পারে ও হয়। বস্তুতঃ সর্বভাবপদার্থে যোগ হইতে পারে এমত সামান্যরূপ অস্‌-ধাতুর অর্থবোধই সদ্বুদ্ধি।

(ছ, জ, ঝ) নষ্ট ঘট অর্থে শঙ্কর ঘটাভাব করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। নষ্ট ঘট অর্থে খর্পর বা চূর্ণরূপ সৎ পদার্থ। অতএব শঙ্করের প্রদর্শিত আপত্তি ও আপত্তির উত্তর উভয়ই অলীক।

(ঞ) বিশেষণ-বিষয়া সদ্বুদ্ধি বাঙ্মাত্র। সদ্বুদ্ধি বা সৎশব্দের জ্ঞান নিজেই বিশেষণ। তাহা পুনশ্চ বিশেষণ-বিষয়া বা অস্তীতি-শব্দার্থ-বিষয়া হইতে পারে না। তাহা হইলে 'সদস্তি' বা 'থাকা আছে' এইরূপ ব্যর্থ কথা বলা হয়।

(ট, ঠ) এই দুই অংশের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অসৎকার্যবাদীরা সৎকার্যবাদে আরও এক আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, ঘট নষ্ট হইলে ঘটের কিছু থাকে বটে, কিন্তু কিছু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, যেমন 'জলাহরণত্ব ধর্ম'। ভগ্ন ঘটের বা ঘটকারণ মৃত্তিকার 'জলাহরণত্ব' গুণ তো দেখা যায় না, অতএব অসতের উৎপাদ ও সতের অভাব সিদ্ধ হয়।

এ যুক্তিতেও কল্পিত গুণের বিধ্বংস কথিত হইয়াছে। জলাহরণত্ব প্রকৃত পক্ষে ঘটাবয়ব ও জলাবয়বের সংযোগমাত্র। কোন ধ্যায়ী যদি শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প ত্যাগ করিয়া জলপূর্ণ ঘট দেখেন তবে তিনি দেখিবেন যে, ঘটাবয়ব ও জলাবয়বের সংযোগ-বিশেষ রহিয়াছে। ঘট ভাঙ্গিয়া দিলে তাহার অবয়ব স্থানান্তরে থাকিবে কিন্তু তখনও প্রত্যেক অবয়বের সহিত জলাবয়বের সংযোগ হইবার যোগ্যতা থাকিবে (সংযোগ অর্থে অবিরলভাবে বা একত্র অবস্থান, অথবা অভেদে অবস্থান)। ফলে ঘট ভাঙ্গিলে বাস্তব কোন গুণের অভাব হইবে না, কেবল অবস্থানভেদ হইবে। অবস্থানভেদকে অভাব বলা যায় না। অসৎকার্যবাদীদের উক্ত যুক্তি নিম্নস্থ যুক্ত্যাভাসের ন্যায় নিঃসার :—

আলোকের সাহায্যে চোখ ধরা যায়, অতএব আলোকের 'চোখ-ধরাত্ব' গুণ আছে। দেশে চোখ না থাকিলে আলোকের ঐ গুণ থাকিবে না, সুতরাং আলোক ক্ষীণ হইয়া যাইবে।

(বলা বাহুল্য সৎকার্যবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। তবে বৈজ্ঞানিক সৎকার্যবাদ জড় জগতের Conservation of energy পর্যন্ত উঠিয়াছে, আর সাংখ্যীয় সৎকার্যবাদ বাহ্য ও আন্তর জগতের প্রকৃতি-নামক অমূল মূল কারণ দেখাইয়া তৎপরস্থিত পুরুষ-নামক কূটস্থ সৎপদার্থকে দেখাইয়াছে)।

১৯। সাংখ্যদর্শন যে শ্রুতিবিরুদ্ধ তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়া পরে শঙ্কর সাংখ্যের যুক্তি-সকলের দোষ দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

সাংখ্যমতে জড় (চিতের বিপরীত), ত্রিগুণ, চিদধিষ্ঠিত প্রধানই জগতের কারণ। শঙ্কর অনেক স্থলে বিকৃতভাবে সাংখ্য মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; তজ্জন্য আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। উপর্যুক্ত মতই প্রকৃত সাংখ্যমত।

শঙ্কর বলেন, যত 'রচনা' সবই চেতনের দ্বারা রচিত হইতে দেখা যায়; ঘট, গৃহ আদি তাহার উদাহরণ, অতএব 'অচেতন' প্রধান কিরূপে জগতের কারণ হইবে? ইহা সত্য। সাংখ্য ইহাতে আপত্তি করেন না, কিন্তু সেই চেতন রচয়িতৃসকল, যাঁহারা ঘট, গৃহ, ব্রহ্মাণ্ড আদি রচনা করিয়াছেন, সেই চেতন পুরুষগণ এবং গৃহাদি সৃষ্ট দ্রব্যসকল যে কি, তাহাই সাংখ্য তত্ত্বদৃষ্টিতে বলেন। তুমি যাহাকে চেতন রচয়িতা বলিতেছ অথবা গৃহ বলিতেছ তাহাই ত্রিগুণ, চিদধিষ্ঠিত প্রধান। তাহা চিৎ-স্বরূপ পুরুষ ও জড়া প্রকৃতির সংযোগ। সুতরাং শঙ্করের আপত্তি দিনকর-করস্পৃষ্ট নীহারের মতো বিলয়প্রাপ্ত হইল।

শঙ্কর বলেন, 'সাংখ্যেরা শব্দাদি বিষয়কে সুখ, দুঃখ ও মোহের দ্বারা অন্বিত (নির্মিত) বলেন'। ইহা সাংখ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সাংখ্যেরা সুখ-দুঃখ-মোহকে গুণবৃত্তি বলেন, শব্দাদিরা ত্রিগুণাত্মক ইহা সত্য, কিন্তু তাহারা সুখাদি নহে কিন্তু সুখকর, দুঃখকর ও মোহকর। সুখাদি জ্ঞান ব্যবসায়রূপ, আর সুখকরত্বাদি ধর্ম ব্যবসেয়রূপ।

এখানে বলা উচিত যে, রচনা চেতন বা চেতনাযুক্ত পুরুষেই করিতে পারে। রচনা এক প্রকার বিকার বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য বিকারও আছে যাহা চেতন পুরুষে করে না। শঙ্কর বলেন, চেতন ব্যতীত কুত্রাপি রচনা দেখা যায় না। তাহা সত্য। কিন্তু অচেতন (রচ্য) ব্যতীত কুত্রাপি রচনা দেখা যায় না। অতএব রচনাবাদে চেতন ঈশ্বর ও অচেতন উপাদান এই দুই সৎ পদার্থের দ্বারা অদ্বৈতহানি ঘটে।

শঙ্কর বলেন, 'রচনার কথা থাক, প্রধানের যে রচনার জন্য প্রবৃত্তি বা সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতি, তাহা অচেতনের পক্ষে কিরূপে সম্ভবে'? উত্তরে বক্তব্য যে, প্রধানের ক্রিয়াশীলতা আছে বটে, কিন্তু 'রচনার জন্য প্রবৃত্তি' নাই। উহা সোপাধিক পুরুষেরই হয়। প্রধান রচনা করে (ইচ্ছাপূর্বক) না, কিন্তু বিকারশীল বলিয়া বিকৃত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাও এক পুরুষাধিষ্ঠিত প্রধানের বিকার। বিকার প্রধানের শীল। বিকারশীল প্রধান যখন চিদ্রূপ পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হয় তখনই তাহা অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিরূপে পরিণত হয়, তাদৃশ অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিদ্বারাই 'রচনা' কৃত হয়। জগতের মৌলিক স্বভাব যখন বিকারশীলতা তখন তাহার বিকারশীল কারণ অবশ্য স্বীকার্য।

সাংখ্যেরা ইচ্ছাশূন্য প্রবৃত্তির উদাহরণে স্তনে ক্ষীরের প্রবৃত্তি অথবা জলের নিম্নাভিমুখে প্রবৃত্তির

কথা বলেন। শঙ্কর তদুত্তরে বলেন, 'তাহাও চেতনাধিষ্ঠিত প্রবৃত্তি'। ইহাও কথার মারপ্যাঁচ। সাংখ্যেরাও চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত যে প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ স্বীকারই করেন না। এই বিশ্বটাই সাংখ্যমতে চেতনপুরুষাধিষ্ঠিত প্রধানের প্রবৃত্তি, কিন্তু তাহা গৃহাদি-নির্মাণের জন্য যেমন ইচ্ছাপূর্বক প্রবৃত্তি, সেইরূপ প্রবৃত্তি নহে। ইচ্ছারূপ প্রবর্তক নিজেই চিদধিষ্ঠিত অচেতনের প্রবৃত্তি। সর্বত্রই শঙ্কর দ্ব্যর্থক 'চেতন' শব্দের অর্থভেদ না করিয়া গোল বাধাইয়াছেন।

সাংখ্যেরা যে প্রধানের সাম্য ও বৈষম্য অবস্থা বলেন, তৎসম্বন্ধে শঙ্করের আপত্তি এই যে, পুরুষ যখন উদাসীন অর্থাৎ প্রবর্তক বা নিবর্তক নহেন, তখন প্রধানের কদাচিৎ মহদাদিরূপে পরিণাম ও কদাচিৎ সাম্যাবস্থায় স্থিতি এই দুই অবস্থা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

প্রধানের সাম্যাবস্থার অর্থ অন্তঃকরণের নিরোধ বা লয়। তাহার জন্য বাহ্য কারণের প্রয়োজন নাই। বিবেকখ্যাতি ও বৈরাগ্য-বিশেষের দ্বারা বিষয়গ্রহণ নিরুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ লীন হয়, তাহাই প্রধানের সাম্যাবস্থা। প্রধান সর্বদাই কচিৎ গতিতে, কচিৎ স্থিতিতে বর্তমান (যোগদর্শন ২।২৩)। মুক্ত অথবা প্রকৃতিলীন পুরুষের চিত্ত সাম্যাবস্থাপন্ন, অন্যের নহে। আর, যে বিরাট্ পুরুষের অভিমানে ব্রহ্মাণ্ড (শব্দাদি বিষয়) অবস্থিত, সেই অভিমান লীন হইলে (অর্থাৎ প্রলয়ে) শব্দাদি লীন হয়, তখনও বিষয়াভাবে সংসারী প্রাণীর চিত্ত লীন হয়, তাহাও সাম্যাবস্থা। বিষয়ের অভিব্যক্তিতে তাদৃশ চিত্তের পুনরভিব্যক্তি হয়। একটি প্রস্তরের দ্বারা যেমন অন্য প্রস্তর চূর্ণ করা যায়, সেইরূপ একটি বিকারব্যক্তির দ্বারা অন্য বিকারব্যক্তি লীন হইতে পারে। বিরাট্ পুরুষ এক বিকারব্যক্তি, অস্মদাদির বিষয়গ্রহণ তন্নিমিত্তক, তাই তদভাবে বিষয়গ্রহণাভাব ও চিত্তলয় হয়। অন্তঃকরণ-সম্বন্ধেও একটি অবিদ্যাজন্য বৃত্তি পরবর্তী বৃত্তির নিমিত্ত। অবিদ্যা নাশ হইলে তজ্জন্য বৃত্তিপ্রবাহ ছিন্ন হইয়া অন্তঃকরণের সাম্যাবস্থা হয়। বস্তুতঃ অবিদ্যা অনাদি সুতরাং অন্তঃকরণাদি (মহৎ, অহং, মন ও ইন্দ্রিয়) অনাদি। অতএব এইরূপ কখনও ছিল না যখন শুধু মহৎ ছিল পরে তাহা অহং হইল ইত্যাদি। আত্মভাবকে বিশ্লেষ করিলে পর পর মহদাদি তত্ত্ব পাওয়া যায়, ইহাই সাংখ্য মত।

অতএব, শঙ্কর যে কল্পনা করিয়াছেন—আগে প্রধান ছিল পরে তাহা পরিণত হইয়া মহৎ হইল ইত্যাদি—তাহা ভ্রান্ত ধারণা। অনাদি প্রবৃত্তির 'আগে' নাই।

শঙ্কর বলেন, প্রবৃত্তি অচেতনের হয় সত্য, কিন্তু চেতনাধিষ্ঠিত হইলেই তবে হয়। 'চেতনাধিষ্ঠিত' অর্থে শঙ্করের মতে কোন চেতন পুরুষের ইচ্ছার দ্বারা প্রেরিত। ইহাতে জিজ্ঞাস্য যে 'ইচ্ছা' স্বয়ং অচেতন, তাহা কিসের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়? যদি বল, চিদ্রূপ আত্মার দ্বারাই ইচ্ছা-নামক জড় দ্রব্যের প্রবর্তনা ঘটে, তবে সাংখ্যের কথাই বলা হইল। নচেৎ 'ইচ্ছার' প্রবর্তনার জন্য অন্য ইচ্ছা, তাহারও প্রবর্তনার জন্য অন্য ইচ্ছা ইত্যাদি অনবস্থা দোষ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতির ক্রিয়াশীল স্বভাবের উপদর্শনার্থ প্রবৃত্তি। পুরুষের তাহাতে উপদর্শনমাত্রের অপেক্ষা আছে, অন্য কোন প্রবর্তক কারণের অপেক্ষা নাই; ইহাই সাংখ্য মত।

সাংখ্যেরা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ বুঝাইবার জন্য পঙ্গু-অন্ধের এবং অয়স্কান্ত ও লৌহের উপমা দেন। শঙ্কর তাহাতেও আপত্তি করেন। আপত্তি করিতে যাইয়া স্বয়ং উপমার সর্বাংশ গ্রহণরূপ ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছেন। শঙ্কর বলেন, অন্ধের স্কন্ধস্থিত পঙ্গু তাহাকে বাক্যাদির দ্বারা প্রবর্তিত করে, উদাসীন পুরুষের পক্ষে সেরূপ প্রবর্তক-নিমিত্ত কি হইতে পারে?

চন্দ্রমুখ গোল হইবে, তাহাতে শশাঙ্ক থাকিবে ইত্যাদি ন্যায়-দোষের ন্যায় শঙ্করের আপত্তি

দূষিত। পঙ্গু ও অন্ধের উপমা দিয়া সাংখ্যেরা অচেতন দৃশ্যের বিকারযোগ্যতা এবং দ্রষ্টার অবিকারিত্ব-স্বভাব বুঝান মাত্র, সেই অংশেই উহা গ্রাহ্য। অয়স্কান্ত-সম্বন্ধীয় উপমার দ্বারা সন্নিধিমাত্রে উপকারিত্ব বুঝান হয়। শঙ্কর তাহাতে 'পরিমার্জনাদির অপেক্ষা আছে' ইত্যাদি যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা বালকতামাত্র। পরিমৃষ্ট অয়স্কান্তের কথাই সাংখ্যেরা বলিয়াছেন ধরিতে হইবে।

ঐরূপ অসার আপত্তি তুলিয়া শঙ্কর বলিয়াছেন—অচৈতন্য প্রধান ও উদাসীন পুরুষ, এই দুইয়ের সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধয়িতার অভাবে প্রধান-পুরুষের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না।

শঙ্করের উত্থাপিত আপত্তি সত্য হইলে ইহা সত্য হইত। সাংখ্যেরা অয়স্কান্তের ন্যায় প্রধানের সন্নিধিমাত্রে উপকারিত্ব স্বীকার করেন। শঙ্কর তাহাতে বলেন যে, যদি সন্নিধিমাত্রেই প্রবৃত্তি হয়, তবে প্রবৃত্তির নিত্যতা আসিয়া পড়িবে অর্থাৎ কখনও নিবৃত্তি আসিবে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য—সাংখ্যেরা উপকারিত্ব অর্থে কেবল প্রবৃত্তি বলেন না, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়কেই পুরুষের সান্নিধ্যজনিত উপকার বা উপকরণের কার্য বলেন। ভোগ ও অপবর্গ উভয়ই পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট প্রধানের কার্য। প্রধানের যোগ্যতা-বিশেষ পুরুষের সহিত সম্বন্ধের হেতু। যোগ্যতা দ্বিবিধ, অবিদ্যাবস্থা ও বিদ্যাবস্থা। অবিদ্যাবস্থ প্রধান পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয়। বিদ্যাবস্থ প্রধান (বিবেকখ্যাতিযুক্ত অন্তঃকরণ) পুরুষ হইতে বিযুক্ত হইয়া অব্যক্তস্বরূপ হয়।

অতএব শঙ্কর যে বলেন 'যোগ্যতার দ্বারা সম্বন্ধ হইলে সদাই সম্বন্ধ থাকিবে, নির্মোক্ষ হইবে না'—তাহা অসার।

অন্তঃকরণে সদাই বিদ্যা ও অবিদ্যা বা প্রমাণ ও বিপর্যয় এই দুই ভাব পরিণম্যমান (ক্ষয়োদয়-শালিনী) বৃত্তিরূপে বর্তমান আছে, সংসারদশায় অবিদ্যার প্রাবল্যে বিদ্যা অলক্ষ্যবৎ হয়। অবিদ্যা ক্ষীণ হইলে বিদ্যা অবিপ্লবা হইয়া মোক্ষ সাধন করে। বস্তুতঃ পুরুষের সহিত গুণের সংযোগ অলাতচক্রের ন্যায় অচ্ছিন্ন বোধ হইলেও তাহা সম্পূর্ণ একতান নহে, কারণ, বৃত্তিসকল লয়োদয়-শালিনী সুতরাং সংযোগও তদ্রূপ সবিপ্লব। বৃত্তির লয়াবস্থাই স্বরূপস্থিতি। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই পুরুষসাক্ষিকা বৃত্তি সুতরাং সংযোগ ও বিয়োগের অবিকারী গৌণ হেতু চৈতন্যের সাক্ষিতা।

শারীরক ২।২।৮ ও ৯ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর প্রধানের সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থায় যাইয়া মহদাদি উৎপাদন করার কোন হেতু না পাইয়া, উহা অসঙ্গত মনে করিয়াছেন। সাম্য ও বৈষম্যের হেতু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, অতএব শঙ্করের আপত্তি ছিন্নমূল।

সাংখ্যেরা বলেন—সত্ত্ব তপ্য, রজ তাপক। সত্ত্ব-তপ্যতার দ্বারা পুরুষ অনুতপ্তের মতো বোধ হন। ইহা যোগভাষ্যে (২।১৭) সম্যক্ বিবৃত আছে। শঙ্কর ২।২।১০ সূত্রের ভাষ্যে ইহার দোষাবিষ্কারের বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, 'এই তপ্য-তাপক ভাব যদি অবিদ্যাকৃত হয়, পারমার্থিক না হয়, তবে আমাদের পক্ষে কিছু দোষ হয় না'। সাংখ্যেরা তো অবিদ্যাকেই দুঃখমূল বলেন, সুতরাং শঙ্করের এ সম্বন্ধে বাগ্‌জাল বিস্তার করা বৃথা হইয়াছে।

সাংখ্যমতে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ অবিদ্যারূপ নিমিত্ত হইতে হয়। তাহাতে শঙ্কর বলেন যে, অদর্শনরূপ অবিদ্যার নিত্যত্ব স্বীকার করাতে, সাংখ্যের মোক্ষ উৎপন্ন হয় না। কোন একজনের অবিদ্যা নিত্য ইহা অবশ্য সাংখ্যের মত নহে, সুতরাং এই অজ্ঞতামূলক যুক্তি ছিন্ন হইল। সাংখ্যমতে অবিদ্যা বা ভ্রান্তি-জ্ঞান নিত্য নহে কিন্তু অনাদি বৃত্তিপরম্পরাক্রমে প্রবহমাণ (শঙ্করের অবিদ্যাও অনাদি) ও তাহা বিদ্যার দ্বারা নাশ্য। সাংখ্যমতে অবিদ্যা একজাতীয় বৃত্তির সাধারণ নাম, তাদৃশ

বিপর্যয়বৃত্তি প্রত্যেকব্যক্তিগত। এক সর্বব্যাপী অবিদ্যা-নামক কোন দ্রব্য নাই। তাদৃশ অবিদ্যা মায়াবাদীদের অভ্যুপগম, সাংখ্যের নহে। এক মানুষ মরিলে যেমন সব মানুষ মরে না, এক ব্যক্তির অবিদ্যা নাশ হইলে সেইরূপ সমাজের অবিদ্যা নষ্ট হয় না।

এস্থলে শঙ্কর এক কৌশলে বিপক্ষ জয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি ভাষ্যে বলিয়াছেন, "অদর্শনস্য তমসো নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ"। তম শব্দের অর্থ অবিদ্যাও হয় তমোগুণও হয়। তমোগুণ নিত্য (কূটস্থ নিত্য নহে) বটে, কিন্তু অবিদ্যা নিত্য নহে। সুতরাং অন্যান্য স্থলের ন্যায় দ্ব্যর্থক শব্দপ্রয়োগই এখানে শঙ্করের সহায় হইয়াছে।

২।২।৬ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর সাংখ্যের পুরুষার্থ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। সাংখ্যেরা বলেন প্রধানের প্রবৃত্তি পুরুষার্থের জন্য। তন্মতে ভোগ ও অপবর্গ পুরুষার্থ। বস্তুতঃ শব্দাদিবিষয়ভোগ এবং অপবর্গ (বা ভোগের অবসানরূপ বিবেকখ্যাতি) এই দুই প্রকার কার্য ছাড়া অন্তঃকরণের আর কার্য নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সাক্ষি-স্বরূপ পুরুষের দ্বারা ভোগ ও অপবর্গ দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য তাহারাই পুরুষার্থ। ভোগ অনাদি সুতরাং প্রধানের প্রবৃত্তির আদি নাই। শঙ্করও তৈত্তিরীয়ভাষ্যে ভোগাপবর্গকে পুরুষার্থ বলিয়াছেন।

এই সাংখ্যমতে শঙ্কর এইরূপ আপত্তি করিয়াছেন, 'প্রধানপ্রবৃত্তির প্রয়োজন বিবেচ্য। সেই প্রয়োজন কি ভোগ? বা অপবর্গ? বা উভয়?' সাংখ্যেরা স্পষ্টই উভয়কে পুরুষার্থ বলেন, সুতরাং শঙ্করের প্রথম দুই পক্ষ অলীক, অতএব তাহাদের উত্তরও অলীক। যদি ভোগ ও অপবর্গ উভয়ের জন্য প্রবৃত্তি হয় এইরূপ বলা যায়, তবে তাহাতে শঙ্কর আপত্তি করেন, "ভোক্তব্যানাং প্রধান-মাত্রাণামানন্ত্যাদনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব" (২।২।৬) অর্থাৎ ভোক্তব্য (ভোগ করিতেই হইবে) প্রধান-স্বরূপ বিষয়ের আনন্ত্যহেতু কখনও মোক্ষ হইবে না। এখানেও শব্দবিন্যাসের কৌশল আছে। প্রাকৃত ভোগ্য বিষয় অনন্ত হইলেও তাহা যে সমস্তই 'ভোক্তব্য' তাহা সাংখ্যেরা বলেন না। সমস্ত বিষয় ভোগ্য বা ভোগযোগ্য বটে, কিন্তু 'ভোক্তব্য' নহে। যখন ভোগ ও অপবর্গ দুই অর্থ, তখন দুয়েরই যোগ্যতা প্রাকৃত পদার্থে আছে—"ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্" (যোগসূত্র ২।১৮)। বস্তুতঃ সাংখ্যেরা বলেন না যে অনন্ত ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু বলেন যদি কেহ ভোগে বিরাগ করিয়া ভোগ রুদ্ধ করে তবে তাহার অপবর্গ বা মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়। 'ভোক্তব্য' কথাটাই এস্থলে শঙ্করের সম্বল, কিন্তু তাহা 'ভোগ্য' হইবে।

২০। উপনিষদ্ ভাষ্যে অনেক স্থলে শঙ্কর এই প্রিয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া মিথ্যা পদার্থের উদাহরণ দিয়াছেন—"মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গ-ধনুর্ধরঃ॥" অর্থাৎ মরীচিকার জলে স্নান করিয়া, আকাশকুসুমের মাল্য মস্তকে ধারণপূর্বক শশশৃঙ্গের ধনুর্ধারী এই বন্ধ্যাসুত যাইতেছে।

ইহার মধ্যে মিথ্যা কি? মরু, জল, স্নান, আকাশ, পুষ্প, শশক, শৃঙ্গ, ধনু, বন্ধ্যানারী ও পুত্র—এই সবই সত্য বা কোথাও না কোথাও বর্তমান বা পূর্বদৃষ্ট ভাব পদার্থ। কেবল একের উপর অন্যের আরোপ করাই মনের কল্পনা-বিশেষ। কল্পনা-শক্তিও ভাব পদার্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উক্ত উদাহরণ 'সতী' কল্পনা-শক্তির দ্বারা কতকগুলি সৎপদার্থকে ব্যবহার করা মাত্র। শাঙ্কর মতে ব্রহ্মেই এই জগৎ আরোপিত, সুতরাং বলিতে হইবে, ব্রহ্ম স্বীয় কল্পনা-শক্তির দ্বারা পূর্বদৃষ্ট আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চ নিজেতেই কল্পনা করিলেন এবং নিজেই ভ্রান্ত হইয়া গেলেন। ইহাতে

শঙ্কা হইবে অপ্রাণ, অমনা (সুতরাং কল্পনা-শক্তিশূন্য) বা নিরুপাধিক, অদ্বৈত, অখণ্ড চৈতন্যরূপ, স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদহীন ব্রহ্ম কিরূপে পূর্বদৃষ্ট অথচ ত্রৈকালিক সত্তাহীন আকাশাদি প্রপঞ্চসকল নিজে কল্পনা করিয়া স্বয়ং নিত্যবুদ্ধ হইয়াও ভ্রান্ত হইয়া দেখিতে লাগিলেন? গৌড়পাদাচার্য মাণ্ডূক্যকারিকায় বলিয়াছেন, "মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্"। শঙ্কর কিন্তু বলেন, "যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষ্বপি কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে অবস্তুত্বাৎ"। ভ্রান্ত হওয়া কি মায়ার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হওয়া নহে? উভয়ের মধ্যে কাহার কথা এ বিষয়ে গ্রাহ্য?

বৈদান্তিক মত একটি দার্শনিক মত, তাহার মূল বিষয়ের উপপত্তি চাই। কিন্তু তাহার কুত্রাপি উপপত্তি দেখা যায় না। তদ্বিষয়ক শঙ্কার তিন উত্তর পাওয়া যায় (১) অজ্ঞেয়, (২) অনির্বচনীয়, (৩) অবচনীয়।

শঙ্কর বলেন, "মনোবিকল্পনামাত্রং দ্বৈতমিতি সিদ্ধম্", অতএব বলিতে হইবে তাঁহার মতে ব্রহ্মের মন আছে, কল্পনা-শক্তি আছে, পূর্বস্মৃতি আছে সুতরাং পূর্বস্মৃতির বিষয় আকাশাদি আছে ইত্যাদি, অর্থাৎ বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় পদার্থযুক্ত ব্রহ্ম। এইরূপ ত্রিভেদযুক্ত ব্রহ্ম যে আছেন তদ্বিষয়ে সাংখ্যও একমত। কিন্তু উহাতে শঙ্কা হয় যে স্বগতাদি ভেদশূন্য চিদ্রূপ ব্রহ্মমাত্রই যখন আছেন—আর কিছুই যখন নাই—তখন এই অদ্বৈতবাদ সঙ্গত হয় কিরূপে? এক অখণ্ডৈকরস চৈতন্য থাকিলে দ্বৈতসংব্যবহারের (তাহা সত্যই হউক বা কাল্পনিকই হউক) অবকাশ কোথায়?

২১। মায়াবাদের বিপরিণাম দেখাইয়া আমরা এই নিবন্ধের উপসংহার করিব। ভারতের অধঃপতন যখন আরম্ভ হইয়াছে, যখন নানা সম্প্রদায়ের নানা আগমে ভারতীয় ধর্মজগৎ বিপ্লুত, যখন অধিকাংশ ব্যক্তির প্রামাণ্যভূত মহাপুরুষের অভাব হইয়াছিল, যখন সাংখ্য ও যোগ সম্প্রদায় প্রতিভাশালী নেতার অভাবে নিষ্প্রতিভ হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় শঙ্কর উদ্ভূত হন। শ্রুতিরূপ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ আগম তিনি গ্রহণ করিয়া, স্বীয় প্রতিভাবলে তাহার প্রসার করিয়া ও প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া যান। যদিও সেই সময়ে অনেক প্রাচীন শ্রুতি লুপ্ত হইয়াছিল এবং শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ বিপর্যস্ত হইয়াছিল এবং শঙ্করকে সাময়িক কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া শ্রুতিব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল, এবং যদিও শঙ্কর মায়াবাদরূপ অসম্যক্ দর্শন অনুসারে শ্রুতিব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তথাপি তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মশক্তির বলে ভারতে শুদ্ধতর ধর্মভাবের উন্নতি হইয়াছিল ও অধঃপতনস্রোত কথঞ্চিৎ রুদ্ধ হইয়াছিল। শঙ্করের পর অনেক সাধনশীল, ত্যাগবৈরাগ্যসম্পন্ন মহাত্মা ভারতে জন্মিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালক্রমে শাঙ্কর মত অনেকাংশে বিপরিণত হইয়াছে। আধুনিক মায়াবাদে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্ত ব্রহ্ম অপেক্ষা শুদ্ধ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এক-জীব-বাদ (তন্মতে এ পর্যন্ত কোন জীবের মুক্তি হয় নাই) প্রভৃতির দ্বারাও মায়াবাদ অধুনা বিপর্যস্ত।

প্রাচীন মায়াবাদে মায়া ঈশ্বরের ইচ্ছা, আধুনিক মায়াবাদে মায়া কতকটা সাংখ্যের প্রকৃতির মতো। যদি বলা যায় যে মায়া ও ব্রহ্ম থাকিলে অদ্বৈতবাদ কিরূপে সিদ্ধ হয়, তদুত্তরে মায়াবাদীরা অধুনা বলেন যে, মায়া মিথ্যা—তাহা 'নেহি হ্যায়'। মায়াবাদীদের সম্প্রদায়ে বহুশঃ আমরা অদ্বৈত-সিদ্ধির বিচার শুনিয়াছি। সকলেই শেষে উহা অবোধ্য বলে, অর্থাৎ এক অদ্বৈত চৈতন্য হইতে কিরূপে প্রপঞ্চ হয় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া শেষে অনির্বাচ্য বা 'জানি না' বলে। যদি বলা যায়, "মায়া যদি 'নেহি হ্যায়' তবে প্রপঞ্চ হইল কিরূপে?" তাহাতে মায়াবাদীরা বলেন, "প্রপঞ্চও নেহি হ্যায়"।

যদি উহারা সব 'নেহি হ্যায' তবে উহাদের নাম ও গুণের বিষয় বল কেন ? তদুত্তরে অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া গোলযোগ করে।

আবার কেহ কেহ ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করিয়া উহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সত্তা ত্রিবিধ— পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক। চৈতন্যের পারমার্থিক সত্তা, জগতের ব্যাবহারিক সত্তা আর স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের প্রাতিভাসিক সত্তা। পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্যাবহারিক সত্তা থাকে না, অতএব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎ।

অজ্ঞ মায়াবাদীরা (শিক্ষিতেরা নহে) মিথ্যা শব্দের অর্থ বুঝে না, মিথ্যা অর্থে অভাব নহে, কিন্তু এক পদার্থকে অন্যরূপ মনে করা। শঙ্করও ভাষ্যে অধ্যাসকেই মিথ্যা বলিয়াছেন। অতএব প্রপঞ্চ মিথ্যা অর্থে 'প্রপঞ্চ নাই' এইরূপ নহে, কিন্তু প্রপঞ্চ যাহা নহে তদ্রূপে প্রতীয়মান পদার্থ। কিন্তু সেইরূপ অধ্যাসের জন্য দুই পদার্থের প্রয়োজন, যাহাতে অধ্যাস হইবে এবং যাহার গুণ অধ্যস্ত হইবে। যাহাতে অধ্যাস হয় তাহা বিবর্ত উপাদান ব্রহ্ম, কিন্তু যাহার ধর্ম অধ্যস্ত হয় তাহা কি ? সুতরাং দ্বৈতবাদব্যতীত গত্যন্তর নাই।

আর, আধুনিক মায়াবাদীরা যে সত্তার বিভাগ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি করিতে যান তাহাও ন্যায্য ও সম্পূর্ণ নহে, পূর্বেই বলা হইয়াছে সত্তা পদার্থ বৈকল্পিক (বা abstract)। তাহাকে বাস্তব (বা concrete)-রূপে ব্যবহার করা (ঘটাদির ন্যায় 'সত্তা আছে' বস্তুতপক্ষে এইরূপ ব্যবহার করা) অন্যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে 'রাহুর শিরের' ন্যায় 'সত্তা আছে' এইরূপ বাক্য বিকল্পমাত্র। কিঞ্চ সত্তা চরম সামান্য, তাহার ভেদ নাই ও হইতে পারে না। সত্তা ত্রিবিধ নহে কিন্তু সৎ পদার্থ ত্রিবিধ বলিতে পার। তাহাতে অবশ্য অদ্বৈতবাদের কিছুই উপকার নাই, কারণ সৎপদার্থ ত্রিবিধ— পারমার্থিক সৎপদার্থ, ব্যাবহারিক সৎপদার্থ এবং প্রাতিভাসিক সৎপদার্থ, তাহাতে পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্যাবহারিক পদার্থ থাকে না, সেইরূপ ব্যবহার-দৃষ্টিতে পারমার্থিক পদার্থ থাকে না, বিশেষতঃ উহা দৃষ্টিভেদ মাত্র। এক দৃষ্টিতে একরূপ দেখিতে পাই, অন্য দৃষ্টিতে তাহা পাই না বলিয়া যে শেষোক্ত পদার্থ নাই, এইরূপ বলা নিতান্ত অন্যায়। সাংখ্যেরাও ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক দৃষ্টি স্বীকার করেন। তন্মতে (বিবেকখ্যাতিরূপ) বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ বুঝাই পারমার্থিক দৃষ্টি বা অগ্র্যা বুদ্ধি। তদ্দ্বারা প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধ চিন্মাত্র পুরুষ উপলব্ধ হন, আর, তখন বাহ্য-বুদ্ধির নিরোধ হয় বলিয়া ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ বুদ্ধিগোচর হয় না। ইহাই এ বিষয়ে ন্যায্য দর্শন, নচেৎ ব্যাবহারিক জগৎ নাই এইরূপ বলা আর 'আমি বন্ধ্যার পুত্র' এইরূপ বলা একইপ্রকার অন্যায্যতা। মায়াবাদীরা বলেন, মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, অবিদ্যোপহিত চৈতন্য জীব, আর সমষ্টিজীব হিরণ্যগর্ভ, অথবা বলেন সমষ্টি বুদ্ধি ঈশ্বরের ও ব্যষ্টি বুদ্ধি জীবের।

অবিদ্যা অর্থে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, আত্মাতে অনাত্মার ও অনাত্মাতে যে আত্মার অধ্যাস তাহাই অবিদ্যা। ইহা সাংখ্যের অবিরুদ্ধ লক্ষণ। কিন্তু আধুনিক মায়াবাদের অবিদ্যা ঠিক এইরূপ নহে, তন্মতে জীব ক্ষুদ্র ও অস্বচ্ছ উপাধিগত চৈতন্য। অতএব অবিদ্যা ক্ষুদ্র মলিন অন্তঃকরণ হইল, আর মায়া বৃহৎ স্বচ্ছ অন্তঃকরণ হইল।

কিঞ্চ অবিদ্যার বা জীবের সমষ্টি ও ব্যষ্টি কল্পনা করা বহুমনুষ্যের বহুজ্ঞানের সমষ্টি কল্পনা করার ন্যায় নিঃসার। মনে কর দশজন মনুষ্য আছে, তাহাদের দশপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইল। কেহ যদি বলে যে সেই দশবিধ জ্ঞানের সমষ্টি দশগুণ বৃহৎ এক 'মহাজ্ঞান', তাহা হইলে সেই 'মহাজ্ঞান' যেরূপ

পদার্থ হইবে, সমষ্টি অবিদ্যা বা সমষ্টি জীবও সেইরূপ নিঃসার পদার্থ। বস্তুতঃ অবিদ্যা অর্থে আমি শরীরী ইত্যাকার ভ্রান্তি, আমি শরীরী এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানের 'সমষ্টি' যে কিরূপ, তাহা আধুনিক মায়াবাদীই জানেন।

আধুনিক অনেকানেক মায়াবাদী চৈতন্যকে সর্বব্যাপী (অর্থাৎ অসংখ্য ঘন যোজন) দ্রব্য মনে করেন। এমন কি, তাঁহারা চৈতন্যের প্রদেশবিভাগও করেন; যেমন স্বর্গস্থ চৈতন্যপ্রদেশ, মর্ত্যস্থ চৈতন্যপ্রদেশ ইত্যাদি ('বেদান্ত পরিভাষা')। সর্বব্যাপী চৈতন্য জ্যোতির্ময়, চৈতন্যে অনির্বচনীয় মায়া আছে, তদ্দ্বারা সমুদ্রে যেরূপ তরঙ্গ হয় সেইরূপ প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়। তরঙ্গ যেমন জলমাত্র, প্রপঞ্চও সেইরূপ চৈতন্যমাত্র। দুই এক জনকে দেখিয়াছি, তাহারা তরঙ্গের দৃষ্টান্ত ঠিক ধারণা করিতে পারে না, কারণ তরঙ্গ সমুদ্রের উপরে হয়। যখন চৈতন্য সর্বব্যাপী, তখন জলের অভ্যন্তরস্থ কোন প্রকার তরঙ্গের ন্যায় ঐ চৈতন্যতরঙ্গ হইবে বলিয়া তাহারা কথঞ্চিৎ সমাধান করে। বলা বাহুল্য, ইহা সব চৈতন্য-নামক এক জড় দৃশ্যপদার্থ কল্পনা করা মাত্র। অস্মৎ-প্রত্যয়লক্ষ্য চিৎ পদার্থ ঐরূপ কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

২২। মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে যে আপত্তি উত্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার প্রধানগুলির সংক্ষিপ্ত সার এস্থলে নিবদ্ধ হইতেছে :—

(১) মায়াবাদ শঙ্করাচার্যের বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত দর্শন-বিশেষ, সুতরাং শ্রুতি বা বেদান্ত মায়াবাদীর নিজস্ব নহে। শ্রুতি সাধারণসম্পত্তি, শ্রুতির অর্থ লইয়াই বিবাদ, অপ্রাচীন মায়াবাদী অপেক্ষা প্রাচীন সাংখ্যের ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য।

(২) অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত নাম কথামাত্র। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, স্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদশূন্য অখণ্ডৈকরস 'এক' পদার্থ নহে। উহা মূলতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ-রূপ তত্ত্বদ্বয়ের মেলন-স্বরূপ। আর, উহা বস্তুতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-স্বরূপ বহু ভাবের সমষ্টি।

(৩) অধ্যাস বা ভ্রান্তিজ্ঞানকে ভারতীয় প্রায় সর্ব দার্শনিক সম্প্রদায় (বৌদ্ধাদিও) সংসারের মূল বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু দুই সৎপদার্থ ব্যতীত অধ্যাস হইবার উদাহরণ বিশ্বে নাই অর্থাৎ যাহাতে অধ্যাস হয় তাহা এবং যাহার গুণ অধ্যস্ত হয় তাহা স্মৃতির দ্বারা অধ্যস্ত হয়। স্মৃতি নিজেই মনোভাব বা সৎপদার্থ; আর স্মৃতির বিষয়ও সৎপদার্থ। শঙ্কর যে আকাশের উদাহরণ দিয়াছেন তাহা অলীক উদাহরণ, সুতরাং একাধিক সৎপদার্থ জগতের কারণ।

(৪) সগুণ ঈশ্বর জগৎকারণ তাহা সত্য কিন্তু তাহা অতাত্ত্বিক দৃষ্টি। তত্ত্বদৃষ্টিতে ঈশ্বরও প্রাকৃত উপাধিযুক্ত পুরুষবিশেষ, সুতরাং তত্ত্বতঃ প্রকৃতি ও নির্গুণ পুরুষ জগৎকারণ। ঈশ্বরও যে প্রাকৃত উপাধিযুক্ত তাহা শ্রুতিও বলেন, যথা—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, মহেশ্বর মায়ী বা প্রকৃতিযুক্ত। ("মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ"—চিত্রদীপ ২৩৬, পঞ্চদশী। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়ার বৎস। ইহা শুনিলে ঈশ্বরবাদী শঙ্কর নিশ্চয়ই সাংখ্যমিশ্রিত পঞ্চদশীকে স্বদল হইতে বহিষ্কৃত করিতেন)।

(৫) সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্, মহামায় (মহামায়াবী), লীলাকারী, জগৎকর্তা, অকর্তা, শুদ্ধ, অখণ্ডৈকরস, সজাতীয় স্বগত-বিজাতীয়-ভেদ-হীন, এক, অদ্বিতীয়, ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্মই জগৎকারণ; মায়াবাদীদের এইরূপ উক্তি স্বোক্তিবিরোধ। বিরুদ্ধ পদার্থের একাত্মকতা-কথনরূপ দোষহেতু উহা অন্যায্য।

(৬) অদ্বৈতবাদীদের অনাদি অচেতন কর্ম, অনাদি অবিদ্যা, অনাদি অস্মৎ-প্রত্যয় ও যুষ্মৎ-প্রত্যয় প্রভৃতি অনাদি চৈতন্যাতিরিক্ত সৎ পদার্থ স্বীকার করিতে হয়, অতএব অদ্বৈতবাদ বাঙ্মাত্র।

(৭) অদ্বৈতবাদের দর্শন অসৎ-কার্যবাদ, তাহা সর্বথা অন্যায্য। সদ্রূপে জ্ঞায়মান পদার্থ কখনও অসৎ হয় না, তবে তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে। সতের অসৎ হওয়ার উদাহরণ নাই। রাম কাশীতে ছিল, পরে গয়ায় গেল, তাহাতে রাম অভাবপ্রাপ্ত হইল বলা যায় না, স্থানান্তরপ্রাপ্ত হইল বলা যায়। বাহ্য জগতের যাবতীয় পরিণাম সেইরূপ (অণু বা মহৎ) অবয়বের সংস্থানভেদমাত্র, মানস-পরিণামও অধ্বভেদ (কালাবস্থান-ভেদ)-মাত্র। অতএব অসৎকার্যবাদের উদাহরণ নাই বলিয়া উহা অন্যায্য।

(৮) ঈশ্বরতা অন্তঃকরণের ধর্ম, চৈতন্যের ধর্ম নহে। তথাপি মায়াবাদীরা ঈশ্বর ও চৈতন্যকে একাত্মক বলেন। আত্মা চিদ্রূপ বটে, কিন্তু তিনি ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বর নিরতিশয়-উৎকর্ষ-সম্পন্ন চিত্তসত্ত্ব-যুক্ত পুরুষবিশেষ, আর জীব বা গ্রহীতা মলিন-অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষ, অতএব 'জীব ও ঈশ্বর এক' মায়াবাদীর এইরূপ প্রতিজ্ঞা ভ্রান্ত ও তাহা স্বোক্তিবিরোধ। জীব স্বরূপতঃ চিন্মাত্র এইরূপ সাংখ্যপক্ষই ন্যায্য। *

* অদ্বৈতসিদ্ধির দুইটি যুক্তিরূপ প্রসিদ্ধ উপমাও পরীক্ষণীয়। যথা—এক সূর্য যেমন বহু সরাবস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হয় তেমনি একই আত্মা বহু জীবে প্রতিফলিত। কিন্তু ইহাতে বহু অনাদি সরারূপ জীব, পৃথক্ সূর্য এবং সূর্য যে বহু রশ্মির সমষ্টি সুতরাং বিভাজ্য ইত্যাদি স্বীকৃত হইল। 'এক' বৃষ্টি বহু সরাকে পূর্ণ করে—ইহাও ঐ জাতীয় কথা। ইহাতে অদ্বৈত-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, ইহা সগুণ ব্রহ্মকে বুঝিবার উপমা হইতে পারে।

আর এক উপমা—দৃষ্টির দোষে দ্বিচন্দ্র দর্শন ঘটে, সে দোষ কাটিয়া গেলে চন্দ্র একই পরিদৃষ্ট হয়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দৃষ্টির দোষে বহু ক্ষেত্রে সন্নিকটবর্তী অথবা পশ্চাদ্‌বর্তী দুই বস্তুকে, যেমন দুই নক্ষত্রকে, এক বলিয়া প্রতীত হয়, পরে দৃষ্টিবিভ্রম কাটিয়া গেলে উহারা পৃথক্‌ই দৃষ্ট হয়। অতএব যুক্তিব্যতীত শুধু এইজাতীয় উপমায় অদ্বৈত ও দ্বৈত দুই-ই সিদ্ধ হইতে পারে অর্থাৎ কিছুই সিদ্ধ হয় না।

সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব

(প্রথম মুদ্রণ ১৯০২)

১। প্রাণসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রকারগণ ও ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই প্রাণের কার্য ও স্থানের বিষয় পরস্পর হইতে ভিন্নরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, এ বিষয় সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, অতএব বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া দেখান নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে বোধ হয়, যিনি যতটা বুঝিয়াছিলেন, তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মোক্ষমূলর সাহেবও ইহা দেখিয়া একস্থলে বলিয়াছেন যে, আদিম উপদেষ্টৃগণের প্রাণসম্বন্ধে কি অভিমত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যাহা হউক "প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥" মনুপ্রোক্ত এই বিধানানুসারে, আমরা এ প্রবন্ধে প্রাণসম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় বচনাবলী আছে তন্মধ্যে যাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান-সম্মত, তাহা গ্রহণ করিয়া প্রাণের লক্ষণ ও কার্যাদি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য শারীরবিদ্যা (Anatomy) ও প্রাণবিদ্যা (Biology) প্রত্যক্ষ-স্বরূপ। আর শ্রুতিই অবশ্য প্রধান-উপজীব্য শাস্ত্রপ্রমাণ। এক্ষণে দেখা যাউক—

২। **প্রাণের সাধারণ লক্ষণ কি?** প্রশ্ন শ্রুতিতে আছে—"অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি" ইতি—অর্থাৎ প্রাণ বলিতেছেন যে, আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া অবষ্টম্ভনপূর্বক এই শরীর ধারণ করিবা রহিয়াছি। অন্যত্র "প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ" অর্থাৎ প্রাণ এবং বিধারয়িতব্যরূপ তাহার কার্যবিষয়। এই দুই শ্রুতির দ্বারা জানা যায় যে, দেহধারণ-শক্তির নাম প্রাণ। যে শক্তির দ্বারা বাহ্য দ্রব্য বা আহার্য শরীররূপে পরিণত হয়, তাহার নাম প্রাণ। অনেকে মনে করেন 'প্রাণ একরকম বাতাস' ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। "ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ"—এই বেদান্তসূত্রের দ্বারা প্রাণ বায়ু নয় বলিয়া জানা যায়। বায়ুশব্দ শক্তিবাচী, সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে (২।৩১) আছে, "প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুবৎ সঞ্চারাদ্ বায়বো যে প্রসিদ্ধাঃ"—অর্থাৎ প্রাণ-অপানাদি পাঁচটি বায়ুর মতো সঞ্চরণ করে বলিয়া বায়ু নামে খ্যাত।

"স্রোতোভির্যৈর্বিজানাতি ইন্দ্রিয়ার্থান্ শরীরভৃৎ। তৈরেব চ বিজানাতি প্রাণান্ আহার-সম্ভবান্॥" (অশ্বমেধপর্ব। ১৭)। এই বাক্যের দ্বারাও আহার্য হইতে সমগ্র জ্ঞানবাহী স্রোত নির্মাণ করা প্রাণসকলের কার্য বলিয়া জানা যায়। "বহন্ত্যন্নরসান্নাড্যো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ।" (শান্তিপর্ব। ১৮৫)। প্রাণাদি দশ প্রাণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া নাড়ীসকল অন্নের রসসকলকে বহন করে। ইহার দ্বারা এবং নিম্নোদ্ধৃত ভারতবাক্যের দ্বারাও প্রাণসকলের কার্য স্পষ্ট বুঝা যায়।

"ভুক্তং ভুক্তমিদং কোষ্ঠে কথমন্নং বিপচ্যতে। কথং রসত্বং ব্রজতি শোণিতত্বং কথং পুনঃ॥ তথা মাংসঞ্চ মেদশ্চ স্নায়্বস্থীনি চ পোষতি। কথমেতানি সর্বাণি শরীরাণি শরীরিণাম্॥ বর্ধন্তে বর্ধমানস্য বর্ধতে চ কথং বলম্। নিরোজসাং নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। কুতো বায়ং নিশ্বসিতি উচ্ছ্বসিত্যপি বা পুনঃ॥" (অশ্বমেধপর্ব। ১৯)।

অর্থাৎ অন্ন ভুক্ত হইয়া কিরূপে রসত্ব (lymph) ও শোণিতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কিরূপে মাংস, অস্থি, মেদ ও স্নায়ুকে পোষণ করে ? আর এই শরীর কিরূপে নির্মিত হয় ? বলবৃদ্ধি, বর্ধমান প্রাণীর বৃদ্ধি এবং নির্জীব মলসকলের পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নির্গম, আর শ্বাস ও প্রশ্বাস কিরূপে হয় ? অর্থাৎ ইহা সমস্তই প্রাণের দ্বারা হয়। এই সকলের দ্বারা প্রাণ যে বাতাস নহে কিন্তু প্রেরণাদিকারিকা দেহধারণ-শক্তি তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

৩। **সেই প্রাণ কোন্ জাতীয় শক্তি ?** প্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায় একপ্রকার করণশক্তি। যাহার দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধ হয়, তাহার নাম করণ যেমন, ছেদনক্রিয়ার করণ কুঠার, সেইহেতু ইন্দ্রিয়গণকে করণ বলা যায়। কর্ণের দ্বারা শব্দজ্ঞান সিদ্ধ হয়, অতএব উহা জীবের করণ, চক্ষু-হস্তাদিরাও সেইরূপ। তদ্বৎ যে শক্তিদ্বারা জীবের দেহধারণ সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রাণ-নামক করণশক্তি। এইরূপ করণ-লক্ষণে প্রাণ করণশক্তি হইবে। নিম্নস্থ শ্রুতিতেও প্রাণ করণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—"করণত্বং প্রাণানামুক্তম্—জীবস্য করণান্যাহুঃ প্রাণান্ হি তাংস্তু সর্বশঃ। যস্মাত্তদ্বশগা এতে দৃশ্যন্তে সর্বদেহিষু॥ ইতি সৌত্রায়ণশ্রুতৌ সযুক্তিকং জীবকরণত্বং প্রতীয়তে" (মাধ্বভাষ্য ২।৪।১৫)। অর্থাৎ সৌত্রায়ণশ্রুতিতে প্রাণের করণত্ব উক্ত হইয়াছে, যথা—"সেই প্রাণসকলকে জীবের করণ বলিয়াছেন, যেহেতু সর্বদেহীতে প্রাণসকল জীবের বশগ দেখা যায়।" সাংখ্যকারিকায় আছে, "সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ"—অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বা পরিণাম। বিজ্ঞানভিক্ষু ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২।৪।১৬) লিখিয়াছেন, "স (মহান্) চ ক্রিয়াশক্ত্যা প্রাণঃ নিশ্চয়শক্ত্যা চ বুদ্ধিস্তয়োর্মধ্যে প্রথমং প্রাণবৃত্তিরুৎপদ্যতে।" মহত্তত্ত্বের ক্রিয়াবৃত্তি (দেহধারণরূপ) প্রাণ ও নিশ্চয়বৃত্তি বুদ্ধি, তাহাদের মধ্যে প্রাণবৃত্তি প্রথমে উৎপন্ন হয়। এই সব প্রমাণে প্রাণকে অন্তঃকরণের পরিণামবৃত্তি বলিয়া জানা যায়। মহাভারতে আছে, "সত্ত্বাৎ সমানো ব্যানশ্চ ইতি যজ্ঞবিদো বিদুঃ। প্রাণাপানাবাজ্যভাগৌ তয়োর্মধ্যে হুতাশনঃ॥" (অশ্বমেধ পর্ব। ২৪)। অর্থাৎ যজ্ঞবিদেরা বলেন, বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে সমান ও ব্যান, এবং আজ্যভাগরূপ প্রাণ ও অপান আর তাহাদের মধ্যস্থ হুতাশনরূপ উদান উৎপন্ন হয়। চক্ষুরাদি অন্তঃকরণের (অস্মিতাখ্য) পরিণাম, প্রাণও সেইরূপ। শ্রুতিতেও আছে, "আত্মন এষ প্রাণঃ প্রজায়তে"—আত্মা হইতে এই প্রাণ প্রজাত হয়। আত্মা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা যে আত্মত্ব-লক্ষণ বা অভিমানাত্মক হইবে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অভিমান কিরূপে সমস্ত করণশক্তির উপাদান তাহার সংক্ষেপে আলোচনা করা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। করণের দুই অংশ, তাহার শক্তিরূপ অংশ অভিমানাত্মক এবং অধিষ্ঠানাংশ ভূতাত্মক। আত্মসকাশে বিষয়-নয়ন বা তথা হইতে শক্তি আনয়ন করিবার একমাত্র সাধনই অভিমান। পাশ্চাত্যগণ বিষয়-বিষয়ীর মধ্যে যে অনুত্তার্য অজ্ঞেয় ব্যবধান আছে বলেন, প্রাচীন সাংখ্যগণ অভিমানের দ্বারা সেই ব্যবধানের উপর আলোকময় সেতু নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। অভিমানের দ্বারা বিষয় ও বিষয়ী সম্বদ্ধ। ইন্দ্রিয়াত্মক অভিমান রূপাদি-ক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া সেই উদ্রেককে স্বপ্রকাশস্বভাব বিষয়িসকাশে নয়ন করিলে যে প্রাকাশ্যপর্যবসান হয়, তাহাই জ্ঞান। সেইরূপ বিষয়ী হইতে যে আভিমানিক ক্রিয়া আসিয়া গ্রাহ্যকে স্বাত্মীকৃত করে, তাহাই কার্য। (বাহ্যদৃষ্টি হইতে afferent ও efferent impulse পর্যালোচনা করিলে ইহা কতক বুঝা যাইবে)। যাহা হউক, "চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ"—এই বেদান্তসূত্রের দ্বারাও জানা যায় যে, প্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায়, যেহেতু তাহাদের সহিত একত্র শিষ্ট হইয়াছে। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও

কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত করণত্বজাতিতে প্রাণকে পাতিত করিবার জন্য আরও বলবতী যুক্তি আছে। সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের এক একপ্রকার যন্ত্র আছে, যদ্দ্বারা তাহাদের কার্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু তদ্ব্যতীত আরও ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রকোষ প্রভৃতি অনেক যন্ত্র আছে, যাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা কর্মেন্দ্রিয় কাহারও নহে। সেই সকল যে করণশক্তির যন্ত্র, তাহাই প্রাণ, আর তাহাদের ক্রিয়া যে কেবল দেহধারণকার্যে ব্যাপৃত তাহা স্পষ্টই দেখা যায়।

শুধু জ্ঞেয়বিষয়ের গ্রহণই যে করণমাত্রের লক্ষণ, তাহা নহে। তাহা হইলে কর্মেন্দ্রিয়গণ করণ হয় না। অতএব যেমন জ্ঞেয় বিষয় আছে, তেমনি কার্যবিষয়ও আছে, আর তেমনি ধার্যবিষয়ও আছে। সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকাশ্য, কার্য ও ধার্যরূপ ত্রিবিধ বিষয় উক্ত হইয়াছে। ধার্যবিষয় প্রাণের। যেমন চক্ষুরাদিকরণের দ্বারা রূপাদিবিষয় গৃহীত হয়, তেমনি প্রাণশক্তির দ্বারা অদেহভূত বাহ্যবিষয় দেহভূতবিষয়ে ব্যবচ্ছিন্ন হয়। এ বিষয়ে 'নানা মুনির নানা মত' বলিয়া এত বলিতে হইল। এক্ষণে দেখা যাউক—

৪। **প্রাণ কোন্ গুণীয় করণশক্তি?** "প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্" (যোগসূত্র) অর্থাৎ দৃশ্য ভোগাপবর্গ-হেতু, ভূত ও ইন্দ্রিয়-আত্মক এবং প্রকাশশীল, ক্রিয়াশীল ও স্থিতিশীল। যাহা প্রকাশশীল তাহা সাত্ত্বিক, যাহা ক্রিয়াশীল তাহা রাজসিক; এবং স্থিতিশীল ভাব তামসিক। সাত্ত্বিকাদি সমস্তই আপেক্ষিক, তিন পদার্থের তুলনায় যাহা অধিক প্রকাশশীল, তাহা সাত্ত্বিক; যাহা অধিক ক্রিয়াশীল তাহা রাজসিক এবং যাহা অধিক স্থিতিশীল তাহা তামসিক। আমরা দেখাইয়াছি, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় করণশক্তি। উহাদের সহিত প্রাণের আরও সাদৃশ্য আছে, যাহাতে তাহাদের তিনের একত্র তুলনা ন্যায্য হইবে। জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্মেন্দ্রিয়কে বাহ্য করণ বলা যায়, যেহেতু তাহারা বাহ্য দ্রব্যকে বিষয়রূপে ব্যবহার করে। সেই লক্ষণে প্রাণও বাহ্যকরণ, কারণ প্রাণও বাহ্য আহার্য দ্রব্যকে দেহরূপ ধার্যবিষয়ে ব্যবহার করে। চক্ষুরাদির যেমন পঞ্চভূতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, প্রাণেরও তদ্রূপ। অতএব জানা গেল যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহারা সকলেই 'বাহ্য করণশক্তি' এই সাধারণ জাতির অন্তর্গত। অন্তঃকরণ এই বাহ্য করণত্রয়ের ও দ্রষ্টার মধ্যবর্তী, তাহা বাহ্যকরণার্পিত বিষয় ব্যবহার করে এবং ঐদিকে আত্মচৈতন্যেরও অবভাসক। কোন কোন গ্রন্থকার অন্তঃকরণের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের তুলনা করিয়াছেন। উহা ভিন্নজাতীয় অশ্বসকল তুলনা করিতে যাইয়া তৎসঙ্গে হস্তীরও তুলনা করার ন্যায় অন্যায্য। বস্তুতঃ প্রাণসম্বন্ধে সূক্ষ্ম পর্যালোচনা না করাই উহার কারণ। এক্ষণে পূর্বোক্ত যোগসূত্রানুসারে দেখিব ঐ তিন প্রকার করণশক্তির মধ্যে কোন্‌টা কোন্ গুণীয়। স্পষ্টই দেখা যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রকাশগুণ অধিক, অতএব উহা সাত্ত্বিক। যে-সমস্ত ক্রিয়া স্বেচ্ছার অধীন, তাহার জননী-শক্তিই কর্মেন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয়সকলে ক্রিয়ার আধিক্য এবং প্রকাশের * ও ধৃতির

* কর্মেন্দ্রিয়ে স্পর্শানুভব বা আশ্লেষ-বোধরূপ প্রকাশগুণ আছে। (প্রশ্নশ্রুতিতে আছে, "তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ" ৪।৮, ভাষ্যকার বলেন, তেজঃ অর্থে ত্বগিন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত প্রকাশবিশিষ্ট যে ত্বক্ তাহাই এই তেজ। অতএব ত্বকে একাধিক জ্ঞানহেতু করণ আছে)। তাহা তাহাদের চালনরূপ মুখ্য কার্যের সহায়। প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয়ে অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ে (জিহ্বা ওষ্ঠ প্রভৃতিতে), করতলে, পদতলে, পায়ুমুখে ও উপস্থে ঐ 'স্পর্শানুভব'-গুণের স্ফুটতা দেখা যায়। উহা 'স্পর্শজ্ঞান' বা ত্বগাখ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়-কার্য হইতে পৃথক্। শীতোষ্ণগ্রহণ ত্বগিন্দ্রিয়ের কার্য। তাহা সজাতীয় শব্দজ্ঞানের ও রূপজ্ঞানের ন্যায় দূর হইতেও সিদ্ধ হয়। 'স্পর্শানুভবের' ন্যায় তাহাতে আশ্লেষের প্রয়োজন হয় না। Physiologist-রা যাহাকে sense of

অল্পতা, অতএব কর্মেন্দ্রিয় রাজসিক। প্রাণের ক্রিয়া স্ববশবাহী, স্বেচ্ছার অনধীন, সুতরাং স্ফুট প্রকাশ হইতে বহুদূর। তদ্‌গত প্রকাশ ইতরতুলনায় অতি অস্ফুট, আর তাহার কার্য ধারণ বা স্থিতি, সুতরাং প্রাণ তামসিক। যোগভাষ্যেও (৩।১৫) প্রাণকে অপরিদৃষ্ট (তামসিক) অন্তঃকরণ-শক্তি বলা হইয়াছে। অতএব জানা গেল, প্রাণ তামসিক বাহ্যকরণ-শক্তি।

অন্তঃকরণের বোধ, চেষ্টা ও সংস্কার বা ধৃতিরূপ যে ত্রিবিধ মূল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শক্তি আছে, তন্মধ্যে বোধবৃত্তির সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎসম্বন্ধ এবং চেষ্টার ও ধৃতির সহিত যথাক্রমে কর্মেন্দ্রিয়ের ও প্রাণের সাক্ষাৎসম্বন্ধ। বোধশক্তি, কার্যশক্তি ও ধারণশক্তি, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস, এই মূল ত্রিজাতীয় শক্তি সর্বপ্রাণিসাধারণ *। পুরুভুজ বা হাইড্রা (hydra)-নামক একটি নিম্নশ্রেণীর জলচর প্রাণীর উদাহরণে উহা বেশ বুঝা যাইবে। হাইড্রার শরীর স্থূলতঃ একটি নল-স্বরূপ। উহা দুই প্রস্থ ত্বকের দ্বারা নির্মিত। অন্তস্ত্বক্ (endoderm) এবং বহিস্ত্বক্ (ectoderm) এই উভয়ের মধ্যে ত্রিজাতীয় কোষ (cell) দেখা যায়। হাইড্রা ভোজনের জন্য তাহার নলরূপ শরীরের অভ্যন্তরে জল প্রবাহিত করে। Endoderm-সম্বন্ধীয় কোষসমুদায় সেই জলস্থ আহার্যকে সমনয়ন (assimilate) করে, মধ্যশ্রেণীর কোষসকল চালনকর্ম সাধন করে এবং ectoderm-সম্বন্ধীয় কোষসকল তাহার যাহা কিছু অস্ফুট বোধ আছে তাহা সাধন করে। অতএব সেই বোধহেতু, কর্মহেতু ও ধারণহেতু এই ত্রিবিধ করণই হাইড্রার শরীরভূত হইল। উচ্চপ্রাণীতে ঐ তিন শক্তি অনেক বিকশিত ও জটিল, কিন্তু মূলতঃ সেই ত্রিবিধ। গর্ভের আদ্যাবস্থার শরীরোপাদান-কোষসকলের প্রাথমিক যে শ্রেণীবিভাগ হয়, তাহাও ঐরূপ ত্রিবিধ, যথা—epiblast, mesoblast ও hypoblast। উহারাই পরিণত হইয়া যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহাদের মুখ্য অধিষ্ঠানসকল নির্মাণ করে। Amœba-নামক এককোষিক জীবেও তিন প্রকার শক্তি দেখা যায়।

পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, শাস্ত্রের আদিম উপদেশসকল ধ্যায়ীদের অলৌকিক প্রত্যক্ষের ফল। ধ্যানসিদ্ধ পুরুষগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন সেইসকল বাক্য অবলম্বন করিয়া প্রচলিত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—"ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে" অর্থাৎ ইহা ধীরদের নিকট শুনিয়াছি, যাঁহারা আমাদিগকে তাহা বলিয়াছেন। সেই প্রাচীন ধীরদের উপদেশ যে অলৌকিকদৃষ্টিশূন্য অপ্রাচীন গ্রন্থকারদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া অনেক বিকৃত হইবে তাহা আশ্চর্য নহে। তজ্জন্য প্রাণসম্বন্ধে সমস্ত বচন সমন্বয় করিবার উপায় নাই। মেস্‌মেরাইজ করিয়া clair-

temperature বলেন, কপোলপ্রদেশে যাহা সম্যক্ বিকশিত, তাহাই ত্বগাখ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর তদ্ব্যতীত করতলাদিতে যে tactile sense আছে, তাহা touch-corpuscles দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই 'স্পর্শানুভব' বলিয়া জ্ঞাতব্য। উহা 'স্পর্শজ্ঞান' হইতে ভিন্ন। ত্বক্-দ্বারা তিন প্রকার বোধ হয়, (১) 'স্পর্শজ্ঞান', (২) 'স্পর্শানুভব' বা আশ্লেষবোধ ও (৩) চাপবোধ বা sense of pressure। শেষটি বায়ের সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বদ্ধ নহে। উহা শারীরধাতুগত প্রাণবিশেষের কার্যবিশেষ। ত্বকে চাপ দিলে তদ্দ্বারা আভ্যন্তরিক শারীরধাতু (tissues) ব্যাহত হইয়া উহা উৎপাদন করে। এ বিষয় সম্যক্ বুঝাইতে গেলে প্রবন্ধান্তরের প্রয়োজন হয়।

* মহাভারতে (অশ্বমেধপর্ব ৩৬) আছে—"এই তিনটি সেই পুরস্থিত চিত্তনদীর স্রোত, এই স্রোতসকল ত্রিগুণাত্মক সংস্কাররূপ তিনটি নাড়ীর দ্বারা পুনঃ পুনঃ আপ্যায়িত এবং নাড়ীসকল পুনঃ পুনঃ বর্ধিত হইয়া থাকে।" "ত্রীণি স্রোতাংসি যান্যস্মিন্নাপ্যায়ন্তে পুনঃ পুনঃ। প্রণাড্যস্তিস্র এবৈতাঃ প্রবর্তন্তে গুণাত্মিকাঃ॥"

voyance-নামক অবস্থায় লইয়া গেলে, সাধারণ ব্যক্তিগণেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। আমরা অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, সেই অবস্থায় কাষ্ঠাদির মধ্য দিয়া বা মস্তকের পশ্চাৎ দিয়া যথাবৎ প্রত্যক্ষ হয়। * অতএব সংযমসিদ্ধ মহাত্মাগণ যে অলৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা শরীরের ব্যূহতত্ত্ব ("নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্" যোগসূত্র) জানিবেন তাহা বিচিত্র কি? অলৌকিক দর্শনের বিবরণ এবং মাইক্রোস্কোপ দিয়া দর্শনের বিবরণ যে পৃথগ্‌রূপ হইবে তাহা পাঠক মনে রাখিবেন। একজন সংযমসিদ্ধ হয়তো একটি জ্ঞাননাড়ীকে—'বিদ্যুৎপাকসমপ্রভা' বা 'মৃণালতন্তুপমেয়া' বা 'বিদ্যুন্মালাবিলাসা মুনিমনসি লসত্তন্তুরূপা সুসূক্ষ্মা' দেখিবেন, আর অণুবীক্ষণ দিয়া হয়তো তাহা শ্বেততন্তুরূপ দেখা যাইবে। অতএব শাস্ত্রোক্ত প্রাণের যথার্থ তত্ত্ব-নিষ্কারণ করিতে হইলে ধ্যায়ীদের দিক্ হইতেও দেখিতে হইবে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

৫। এক্ষণে **প্রাণের অবান্তর ভেদ** বিচার্য। মহর্ষিগণ যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্মেন্দ্রিয়কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রাণকেও সেইরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। জ্ঞানাদিকরণ-সকলের পঞ্চত্বের বিশেষ কারণ আছে, তাহা 'সাংখ্যতত্ত্বালোকে' দ্রষ্টব্য। যে পঞ্চ প্রকার মূলশক্তির দ্বারা দেহধারণ সুসম্পন্ন হয় তাহারাই পঞ্চ প্রাণ। তাহাদের নাম এই—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। প্রাণসকলের দ্বারা সমস্ত দেহ বিধৃত হয়, সুতরাং সর্বশরীরেই সকল প্রাণ বর্তমান থাকিবে। অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই সকল শক্তির বশে প্রাণসকল তাহাদের উপযোগী অধিষ্ঠান নির্মাণ করিয়া দেয়। তদ্ব্যতীত প্রাণাদির নিজের নিজের বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠান আছে। যদিও একের অধিষ্ঠানে অন্যের সহায়তা দেখা যায়, তথাপি যাহাতে যাহার কার্যের উৎকর্ষ তাহাই তাহার মুখ্য অধিষ্ঠান বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব আমরা প্রাণসকলের স্ব স্ব মুখ্য অধিষ্ঠানের কথাও যেমন বলিব, অন্যান্যকরণগত হইয়া তাহাদের কি কার্য তাহাও বলিব। তন্মধ্যে দেখা যাউক—

৬। **আত্ম প্রাণ কি?** প্রশ্ন শ্রুতিতে আছে—"চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে" অর্থাৎ চক্ষু, শ্রোত্র, মুখ, নাসিকায় প্রাণ স্বয়ং আছেন। "মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে" মনের কার্যের দ্বারা প্রাণ এই শরীরে আসে।

"মনো বুদ্ধিরহংকারো ভূতানি বিষয়শ্চ সঃ। এবং ত্বিহ স সর্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে॥" (শান্তিপর্ব। ১৮৫) মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং ভূত ও রূপাদি বিষয় প্রাণের দ্বারা সর্বদেহে পরিচালিত হয়। "হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্লানঃ", অর্থাৎ সূর্য উদিত হইয়া চাক্ষুষ প্রাণকে (রূপ-জ্ঞানরূপ) অনুগ্রহ করে। "প্রাণো মূর্ধনি চাগ্নৌ চ বর্তমানো বিচেষ্টতে" (মোক্ষধর্ম), প্রাণ মস্তকে এবং তত্রত্য অগ্নিতে বর্তমান থাকিয়া চেষ্টা করে। "প্রাণো হৃদয়ম্" (শ্রুতি) "হৃদি প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ"। "প্রাণঃ প্রাগ্‌বৃত্তিকচ্ছ্বাসাদিকর্মা" (শারীরকভাষ্য ২।৪।১২)—প্রাণ প্রাক্-বৃত্তি, তাহা শ্বাসাদিকর্মা। এই সমস্ত বচন হইতে নিম্নলিখিত বিষয় জানা যায়, যথা—

* ইহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ হয়তো নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। তাঁহাদের নিম্নে উদ্ধৃত বাক্য দ্রষ্টব্য '—However astonishing, it is now proved beyond all rational doubt, that in certain abnormal states of the nervous organism, perceptions are possible through other than the ordinary channels of the senses.

—*Note by Sir William Hamilton in his edition of Dr. Reid's Works.*

(১) প্রাণ চক্ষুঃশ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বর্তমান আছে ও তাহা বিষয়জ্ঞান-বহন-যন্ত্রে অধিষ্ঠিত এবং তাহা মস্তিষ্কেও বর্তমান আছে। (২) প্রাণ হৃদয়ে থাকে ও তাহা শ্বাসাদিকর্মা।

এই দুই সিদ্ধান্ত সহসা পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে সুন্দর সাম্য দেখা যায়। শ্বাসক্রিয়া নিম্নপ্রকারে নিষ্পন্ন হয়। প্রশ্বাসের সময় ফুসফুসকুক্ষিস্থ বায়ুকোষসকল সংকুচিত হয়, তাহাতে তত্রত্য বোধনাড়ী * (sensory nerves) মস্তিষ্কের অংশবিশেষকে জানাইয়া দেয়। তাহাতে নিঃশ্বাস লইবার প্রযত্ন হয়। সেইরূপ নিঃশ্বাসান্তে বায়ুকোষসকলের স্ফীতিতে সেই বোধনাড়ীসকল মস্তিষ্কে উদ্রেগ-বিশেষ বহন করিয়া, শ্বাস ফেলিবার প্রযত্ন আনয়ন করে। অতএব শ্বাসক্রিয়ার মূল ফুসফুস-ত্বগ্‌গত সেই বোধনাড়ী † সুতরাং চক্ষুরাদিস্থ যেপ্রকার নাড়ীতে (বোধবহা) প্রাণ-স্থান, শ্বাসযন্ত্রেও সেই প্রকার নাড়ীতে প্রাণবৃত্তি হইবে। তজ্জাতীয় অন্তস্থ বোধনাড়ীতেও প্রাণস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অন্ননালীর যে ত্বক্‌ তত্রত্য ক্ষুধাতৃষ্ণা-বোধকারী নাড়ীতে এবং করতলাদিগত আশ্লেষবোধক নাড়ীতেও প্রাণালয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। যোগার্ণবে আছে—"আস্যনাসিকয়োর্মধ্যে হৃন্মধ্যে নাভিমধ্যগে। প্রাণালয় ইতি প্রোক্তঃ পাদাঙ্গুষ্ঠেঽপি কেচন॥" অর্থাৎ মুখ, নাসিকা, হৃদয়, নাভি ও কাহারও মতে পাদাঙ্গুষ্ঠের মধ্যেও প্রাণের আলয়। ঐ সকল বোধনাড়ী বাহ্য কারণে বুদ্ধ হয়, যেহেতু রূপাদি বোধ্য বিষয়, শ্বাসবায়ু, পেয় ও অন্ন সমস্তই বাহ্য। আমাদের আহার্য ত্রিবিধ—বায়ু, পেয় ও অন্ন। ঐ তিনের অভাবে শ্বাসেচ্ছা, পিপাসা ও ক্ষুধা হয় এবং উহাদের সম্পর্কে ক্ষুধাদিনিবৃত্তি হয়। মুখের পশ্চাৎ ভাগ বা pharynx প্রভৃতির ত্বক্‌ শুষ্ক হইলে (শরীরস্থ জলাভাবে) তৃষ্ণাবোধ হয়, আর সেই ত্বক্‌ ভিজাইয়া দিলে তৃষ্ণা-শান্তি হয়, অতএব তৃষ্ণা স্বাচ বোধ হইল। সেইরূপ ক্ষুধা পাকস্থলীর ত্বকে স্থিত, আহার্যের সহিত ঐ ত্বকের সম্পর্ক হইলে ক্ষুধা-শান্তি হয়। অন্ননালী ও ভুক্তান্ন প্রকৃত প্রস্তাবে শরীরবাহ্য, আর ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ স্বাচ বোধও বাহ্যোদ্ভব বোধ। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া আদ্য প্রাণের এই লক্ষণ হয় "তত্র বাহ্যোদ্ভববোধাধিষ্ঠানধারণং প্রাণকার্যম্‌", অর্থাৎ বাহ্যোদ্ভব যে বোধসকল, তাহাদের যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ (নির্মাণ, বর্ধন ও পোষণ—ধারণশব্দের এই অর্থত্রয় পাঠক স্মরণ রাখিবেন) করা আদ্য প্রাণের কার্য। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের বোধাংশের অতিরিক্ত, আভ্যন্তর-ত্বগ্‌গত শ্বাসেচ্ছা, ক্ষুধা ও পিপাসা এই সকল বোধের অধিষ্ঠানই প্রাণের স্বকীয় মুখ্যস্থান। ক্ষুধাদি দেহধারণের অপরিহার্য কারণ। অতএব তত্তদ্‌বোধ সমগ্রদেহধারণশক্তির একাঙ্গ হইল। অতঃপর—

৭। উদান কি? তাহা বিচার করা যাউক। "অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্‌।" (প্রশ্ন উপনিষদ্‌ ৩।৭), অর্থাৎ হৃদয় হইতে

* বাংলা ভাষায় যাহাকে স্নায়ু বলে, এখানে সেই অর্থে নাড়ী শব্দ ব্যবহৃত হইল। প্রকৃত পক্ষে বৈদ্যক গ্রন্থের স্নায়ু ইংরাজী সিনিউ (sinew) শব্দের তুল্যার্থক। যোগাদিশাস্ত্রে নাড়ী শব্দ nerve অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন মেরুমধ্যস্থ সুষুম্না নাড়ী বা spinal cord ইত্যাদি। নাড়ী শব্দের অর্থ—নল, যাহাতে কোন পদার্থ (শক্তিপদার্থ বা দ্রব্যপদার্থ) বাহিত হয়। সে হিসাবে nerve, muscle, artery, vein প্রভৃতি সমস্তই নাড়ী। তজ্জন্য মনোবহা-নাড়ীও বলা যায় আর রক্তবহা-নাড়ীও বলা যায়। যথা—"ইয়ং চিত্তবহা নাড়ী, অনয়া চিত্তং বহতি। ইয়ঞ্চ প্রাণাদিবহাভ্যো নাড়ীভ্যো বিলক্ষণেতি" (ভোজবৃত্তি)। যোগিগণ এ বিষয়ে anatomical distinction অল্পই করিয়াছেন, যেহেতু তাহাতে তাঁহাদের তত প্রয়োজন ছিল না।

† "A Sensation, the need of breathing, * * is normally connected with the performance of respiration."—*The Cornhill Magazine*, Vol. V, p. 164.

উর্ধ্বগামী সুষুম্না নাড়ী উদানের স্থান, উদান, মরণকালে পাপের দ্বারা পাপলোক, পুণ্যের দ্বারা পুণ্যলোক ও উভয়ের দ্বারা মনুষ্যলোকে নয়ন করে। পুনশ্চ "তেজো হ বাব উদানস্তস্মাদুপশান্ত-তেজাঃ" অর্থাৎ উদানই তেজ বা উষ্মা, যেহেতু মৃত্যুকালে (অর্থাৎ উদানত্যাগে) পুরুষ উপশান্ততেজা হয়। "উদ্বেজয়তি মর্মাণি উদানো নাম মারুতঃ" (যোগার্ণব) অর্থাৎ উদান-নামে প্রাণ মর্মসকলকে উদ্বেজিত করে। "উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ" (যোগসূত্র) অর্থাৎ উদান জয় করিলে শরীর লঘু হয় ও ইচ্ছা-মৃত্যুর ক্ষমতা হয়। "উর্ধ্বারোহণাদুদানঃ" উর্ধ্বারোহণ-হেতু উদান। "উদানঃ হৃৎকণ্ঠতালুমূর্ধভ্রূমধ্যবৃত্তিঃ" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী) উদান হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও ভ্রূমধ্যে থাকে। এই সমস্ত বচন পর্যালোচনা করিলে উদানসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সকল জানা যায় যথা—

(১) উদান সুষুম্না নাড়ীস্থিত শক্তি। (২) উদান উর্ধ্ববাহিনী শক্তি। (৩) উদান শারীরোষ্মার নিয়ন্তা। (৪) উদান মৃত্যুর সাধক অর্থাৎ অপনীয়মান উদানের দ্বারা মরণব্যাপার শেষ হয়।

প্রথমতঃ, দেখা যাউক, সুষুম্না নাড়ী কোন্‌টি। "মেরোর্মধ্যে নাড়ী সুষুম্না" (ষট্‌চক্র), অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না। মেরুদণ্ডের মধ্যে spinal cord বা nerve-নামক নাড়ীসকলের এক রজ্জু দেখা যায়। শাস্ত্রে মেরুগত নাড়ীসকলের মধ্যে নাড়ী-বিশেষকে সুষুম্না বলা হইয়াছে, যদ্দ্বারা প্রাণায়ামিগণ শরীর হইতে প্রাণকে সংহৃত করিয়া মস্তিষ্কনিম্নে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। সুষুম্নার অপর নাম ব্রহ্মনাড়ী—"দীর্ঘাস্থিমূর্ধপর্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে। তস্যান্তে শুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ॥" (উত্তরগীতা ২ অঃ)। প্রাণায়ামের অপর নাম স্পর্শযোগ যথা—"কুম্ভকাবস্থিতোঽভ্যাসঃ স্পর্শযোগঃ প্রকীর্তিতঃ" (লিঙ্গপুরাণ)। উদ্‌ঘাতের সময় যখন উপসংহৃত হইয়া প্রাণ মস্তকাভিমুখে যায়, তখন সুষুম্নাতে একপ্রকার স্পর্শানুভব উত্থিত হইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

"যেনাসৌ পশ্যতে মার্গং প্রাণস্তেন হি গচ্ছতি" (অমৃতবিন্দুপনিষদ্) অর্থাৎ মন বা অনুভববৃত্তির দ্বারা যে মার্গ দেখা যায়, প্রাণও সেই মার্গে গমন করে (প্রাণায়ামকালে)। ফলতঃ মেরুগত বোধবহা নাড়ীই সুষুম্না, যদ্দ্বারা শারীরধাতুগত বোধ বাহিত হইয়া সহস্রারস্থ (মস্তিষ্কস্থ) বোধস্থানে নীত হয়। কশেরুকামজ্জা বা spinal cord-এর মধ্যস্থ যে ধূসর স্রোত মস্তকস্থ ধূসর স্নায়ুকোষ-সঙ্ঘাতের সহিত মিলিত, তাহা দিয়া প্রধানতঃ বোধ বাহিত হইয়া যায়। "The grey matter which is continuous from spinal cord to the optic thalamus, and through this certain afferent impulses, such as those of pain, travel upwards."—*Kirke's Physiology*, p. 636.

বস্তুতঃ পীড়াবাহক কোনপ্রকার ভিন্ন বোধনাড়ী নাই, সাধারণ বোধনাড়ীসকল অত্যুদ্রিক্ত হইলে পীড়াবোধ হয়। "These (nerves of pain) do not appear to be anatomically distinct from the others, but any excessive stimulation of a sensory nerve, whether of the special or general kind, will cause pain."—*Kirke's Physiology*, p. 161.

শরীরের প্রায় সর্বত্রই বেদনাবোধ হইতে পারে, তাহা তত্রত্য বোধনাড়ীর অত্যুদ্রেকে হয়। যেসব বোধনাড়ী শারীরধাতুগত, তাহাই উদানের স্থান। এবং মেরুদণ্ডমধ্যস্থ যে অংশে তাহাদের প্রধান স্রোত ও উপকেন্দ্র তাহাই সুষুম্না। অন্য কোন কোন উর্ধ্বস্রোত নাড়ীর নামও সুষুম্না।

দ্বিতীয়তঃ, বোধবহা নাড়ীসকল অন্তঃস্রোত (afferent), যেহেতু বোধ্য বিষয়সকল বাহির হইতে নীত হইলে তবে অন্তঃকরণে বোধোদ্রেক হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে শরীর শাস্ত্রোক্ত উর্ধ্বমূল অশ্বত্থবৃক্ষ "উর্ধ্বমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরম্।" (জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্র, ৬৮)। "উর্ধ্বমূলমধঃশাখং বায়ুমার্গেণ সর্বগম্।" (উত্তর গীতা, ২।১৮)। তাহার উর্ধ্বস্থ মস্তিষ্করূপ মূলে বোধবহা নাড়ীর দ্বারা বোধসকল বাহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু উদানের ধ্যানের সময়ে সর্বশরীর হইতে উর্ধ্বে মস্তকাভিমুখে এক ধারা চলিতেছে এইরূপ অনুভব করিতে হয়। এইজন্য—"সুষুম্না চোর্ধ্বগামিনী"। (জ্ঞানসংকলিনী, ৭৫)। "জ্ঞাননাড়ী ভবেদ্দেবি যোগিনাং সিদ্ধিদায়িনী" (জ্ঞানসংকলিনী ৭৮)। অতএব মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বোধবাহিস্রোত সুষুম্না নাড়ী হইল, আর উদানও তত্রত্য শক্তি হইল।

তৃতীয়তঃ, উদান শারীরোষ্মার সহিত সম্বন্ধ। "শ্রিতো মূর্ধানমগ্নিস্তু শরীরং পরিপালয়ন্। প্রাণো মূর্ধনি চাগ্নৌ চ বর্তমানো বিচেষ্টতে॥" (মোক্ষধর্ম, ১৮৫ অঃ)। অর্থাৎ অগ্নি মস্তক আশ্রয় করিয়া শরীর পরিপালন করিতেছে। ইহাতে শারীরোষ্মার মূলস্থান মস্তক বলিয়া জানা গেল। পাশ্চাত্য physiologist-গণও মস্তিষ্কের অংশবিশেষকে* শারীরোষ্মনিয়মনের কেন্দ্রস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। আরও বলেন, শরীরগত অনুভবের দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া সেই মস্তিষ্কাংশ যথোপযোগ্যভাবে শারীরোষ্মা নিয়মিত করে। ইহাতেও দেখা গেল, অনুভবনাড়ী ও তাহাদের কেন্দ্ররূপ মর্মস্থানে উদান।

চতুর্থতঃ, উদানের সহিত উৎক্রান্তি বা মরণ-ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অবশ্য শরীরাঙ্গসকল ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়াই উদান মরণের সাধক। মরণকালে কিরূপ ঘটে, তাহা জানিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। "মরণকালে ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যয়া প্রাণবৃত্ত্যৈবাবতিষ্ঠতে" (প্রশ্ন উপনিষদ্ ভাষ্যে শঙ্করাচার্য)। অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষীণ হইলে বা বাহ্যজ্ঞান ও চেষ্টাবৃত্তি রহিত হইলে, মুখ্যপ্রাণবৃত্তিতে (অর্থাৎ উদানে, যেহেতু শাস্ত্রে উদানকে উৎক্রান্তিহেতু বলে) অবস্থান হয়। সেই প্রাণবৃত্তি কিরূপ দেখা যাউক। কোন কোন ব্যক্তি রোগাদিকারণে মৃতবৎ হইয়া থাকিয়া পুনর্জীবিত হইয়াছে, ইহা সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। সেইরূপ একজন প্রসিদ্ধ ও শিক্ষিত ব্যক্তির মরণানুভবের কিয়দংশ আমরা এস্থলে বলিব। Society for Psychical Research-নামক প্রসিদ্ধ সমিতির দ্বারা উহা প্রকাশিত হয়। Dr. Wiltse-নামক একজন খ্যাতনামা ডাক্তারের উহা ঘটিয়াছিল। তিনি জ্বররোগে অর্ধঘণ্টাকাল একেবারে মৃতের ন্যায় হইয়াছিলেন, পরে সজীব হন। সেই সময়

* অর্থাৎ thermotaxic centre যাহা optic thalamus-এর নিকট অবস্থিত। উষ্মাধান একটি প্রতিফলিত ক্রিয়া বা reflex action সমস্ত উষ্ণশোণিত-প্রাণীতে ইহার দ্বারা শারীরোষ্মা নিয়মিত হয়। সেই প্রতিফলনযন্ত্রের এক দিকে শীতোষ্ণ-বোধনাড়ী ও অন্য দিকে vasomotor প্রভৃতি efferent নাড়ী। শুধু শীতোষ্ণরূপ ত্বাচবোধ-উষ্মাধানের উদ্রেক জন্মায় না। পরন্তু প্রধানতঃ শারীর ধাতুর অভ্যন্তরস্থিত তাপ, যাহা পরিচালিত (conducted) হইয়া যায় অথবা আসে তাহার বোধ (অর্থাৎ উদানকার্য) উষ্মনিয়মনের হেতু। ত্বাচবোধ আমাদের প্রাণলক্ষণের এবং ধাতুগত বোধ আমাদের উদানলক্ষণের অন্তর্গত। "** That afferent impulses arising in the *skin or elsewhere* may, through the central nervous system, ** and by that means increase or diminish, the amount of heat there generated."—*Kirke's Physiology*, p. 585.

তাঁহার যে অপূর্ব অনুভূতি হইয়াছিল, তন্মধ্যে আমাদের এই প্রবন্ধে যেটুকু আবশ্যক তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "After a little time the lateral motion ceased, and along the soles of the feet beginning at the toes, passing rapidly to the heels, I felt and heard, as it seemed, the snapping of innumerable small chords. When this was accomplished I began slowly to retreat from the feet, towards the head, as a rubber chord shortens." অর্থাৎ কিছুক্ষণ পরে সেই পাশাপাশি দোলনভাব থামিল, পরে পদাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া পদতল দিয়া গোড়ালির দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র তন্তু ছিঁড়িয়া আসিতেছে, ইহা আমি অনুভব করিতে লাগিলাম এবং যেন শুনিতে পাইলাম। যখন ইহা শেষ হইল তখন, যেমন একটি রবারের রজ্জু সংকুচিত হয়, তেমনি আমি ধীরে ধীরে মস্তকের দিকে গুটাইয়া আসিতে লাগিলাম। ইহাতে জানা গেল মৃত্যুকালে জ্ঞান-চেষ্টা রহিত হইবার পর শারীরধাতুসকলের (tissue-র) সহিত সম্পর্কচ্ছেদরূপ একপ্রকার অনুভব মস্তকাভিমুখে আসে। মহাভারতেও আছে—"শরীরং ত্যজতে জন্তুশ্ছিদ্যমানেষু মর্মসু। বেদনাভিঃ পরীতাত্মা তদ্বিদ্ধি দ্বিজসত্তম॥" (অশ্বমেধপর্ব ১৭)। সেই অনুভবে সমস্ত শারীর-কর্মসংস্কার মিলিত হইয়া যথাযোগ্য আতিবাহিক শরীর উৎপাদন করে, তাহাও জ্ঞাতব্য। অতএব সেই শারীরধাতুগত অনুভবনাড়ীজালই উদানের স্থান হইল। আর তাহার দ্বারা পুণ্য ও পাপলোকে নয়ন বা দৈব ও নারক শরীর-সঙ্ঘটন হয়।

এই চারি প্রণালীর বিচারের দ্বারা অনুভবনাড়ীতে উদানের স্থান সিদ্ধ হইল সুতরাং "শারীর-ধাতুগতবোধাধিষ্ঠানধারণমুদানকার্যম্", অর্থাৎ শারীরধাতুগত যে আভ্যন্তরিক বোধ, তাহার যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা উদানকার্য। তাহার দ্বারা সাধারণ অবস্থায় স্বাস্থ্যরূপ অস্ফুট বোধ হয় * এবং অসাধারণ অবস্থায় পীড়ার বোধ হয়। তজ্জন্য উদান 'মর্মসকলের উদ্বেজক'। তাহার মেরুগত সুষুম্নাতে মুখ্যবৃত্তি, যেহেতু উহাই ঐরূপ অনুভবের প্রধান পথ।

প্রাণ ও উদান উভয়ই বোধনাড়ীস্থিত। তন্মধ্যে প্রাণ বাহ্যবোধ্যসম্বন্ধী এবং উদান শারীর-ধাতুগতবোধ্যসম্বন্ধী। উদানরূপ অস্ফুট আলোকের দ্বারা শারীরকার্য নির্বাহিত হয়; এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাঘাত উহাই জানাইয়া দেয়। অতএব উদান সমগ্র দেহধারণশক্তির, প্রাণের ন্যায়, এক অঙ্গ হইল। অতঃপর বিচার করা যাউক—

৮। **ব্যান কি?** "অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যা দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি" (প্রশ্ন উপনিষদ্ ৩।৬), অর্থাৎ হৃদয়ে ১০১ নাড়ী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের ৭২০০০ প্রতিশাখা নাড়ী আছে, তাহাতে ব্যান চরণ করে। "অতো যান্যন্যানি বীর্যবন্তি কর্মাণি যথাগ্নের্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢস্য ধনুষ আয়মনং··· তানি করোতি" (ছান্দোগ্য ১।৩।৫), এজন্য, অন্য যেসব বীর্যবৎ কর্ম, যেমন অগ্নি উৎপাদনার্থ কাষ্ঠ ঘর্ষণ, লক্ষ্যস্থানে ধাবন, দৃঢধনুর

* "The nerves of general sensibility, that is, of a vague kind of sensation not referable to any of the five special senses; as instances we may take the vague feelings of comfort or discomfort in the interior of the body".—*Kirke's Physiology*, p. 161.

Many sensory nerves doubtless terminate in fine ends among the tissues. *Biology by G. W. Wells*, p. 45. এতদ্ব্যতীত muscular sense-ও উদানের কার্য। "The discovery of sensory nerve-endings in muscle and tendon points in the same direction".—*Kirke's Physiology*, p. 688.

নমন, তাহাও ব্যান করে। "বীর্যবৎকর্মহেতুত্বাদখিলশরীরবর্তী ব্যানঃ" (বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী), অর্থাৎ বীর্যবৎ কর্মহেতু সমস্ত শরীরবর্তী ব্যান। ইহাতে জানা যায় যে—

(১) ব্যান হৃদয় হইতে সর্বশরীরে বিস্তৃত নাড়ীজালে সঞ্চরণ করে।

(২) ব্যান সমস্ত বীর্যবৎ কর্মযন্ত্রে অবস্থিত।

শ্রুত্যুক্ত হৃদয় হইতে প্রস্থিত নাড়ীসম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ আছে—

"প্রস্থিতা হৃদয়াৎ সর্বাস্তির্যগূর্ধ্বমধস্তথা। বহন্ত্যন্নরসান্নাড্যো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ॥"

অর্থাৎ হৃদয় হইতে প্রাণসকল ঊর্ধ্ব, অধঃ ও বক্রভাবে প্রস্থিত হইয়াছে, নাড়ীসকল দশ প্রাণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অন্নের রসসকলকে বহন করে। অতএব অন্নের রসসকলের বা শোণিতের বাহিনী, হৃৎপিণ্ডমূলা নাড়ীসকল, যাহারা শ্রুত্যুক্ত লক্ষণানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় সর্বশরীরব্যাপী, সেই নাড়ীগণে ব্যানের স্থান। যদিও তাহাতে অন্য প্রাণের সহায়তা আছে তথাপি তাহাই প্রধানতঃ ব্যানের অধীন। সুতরাং ব্যান ধমনীর (artery) ও শিরার (veins) গাত্রস্থ পেশীস্থিত চালিকাশক্তি হইল। অর্থাৎ অস্বেচ্ছ পেশীসমূহে (involuntary muscles) এবং তাহাদের (motor nerves বা) চালক-স্নায়ুতে ব্যানের স্থান।

আর দ্বিতীয়তঃ, বীর্যবৎ কর্মাদি-লক্ষণের দ্বারা ব্যানের কর্মেন্দ্রিয়ে বা স্বেচ্ছচালনযন্ত্রেও অবস্থান সূচিত হয়। "যঃ ব্যানঃ সা বাক্" (শ্রুতি), "স্পন্দয়ত্যধরং বক্ত্রং" (যোগার্ণব) ইত্যাদি ব্যানসম্বন্ধীয় বচনের দ্বারাও উহা জানা যায়। অতএব ব্যান voluntary motor nerves and muscles-সকলেও আছে সিদ্ধ হইল। ঐ দুই সিদ্ধান্ত সমন্বিত করিলে ব্যানের এই লক্ষণ হয়—"চালনশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং ব্যানকার্যম্", অর্থাৎ সর্বপ্রকার চালনশক্তির যে অধিষ্ঠান তাহা ধারণ (নির্মাণ, পোষণ ও বর্ধন) করা ব্যানের কার্য। চালনকার্য পেশীসংকোচনের দ্বারা সিদ্ধ হয়, অতএব "সর্বকুঞ্চনহেতুমার্গেষু ব্যানবৃত্তিঃ" অর্থাৎ সংকোচনের হেতুভূত সমস্ত মার্গেই (স্নায়ুতে ও পেশীতে) ব্যানের স্থান। কর্মেন্দ্রিয়-শক্তির বশে ব্যান স্বেচ্ছচালনযন্ত্র striped muscle ও তাহাদের nerve নির্মান করে। আর তাহার স্বকীয় বা মুখ্যবৃত্তি কোথায় ?—"বিশেষেণ হৃদয়াৎ প্রস্থিতাসু রসাদিবহনাড়ীষু" অর্থাৎ হৃদয় হইতে প্রস্থিত রক্তাদিবহা নাড়ীর গাত্রে ব্যানের মুখ্যবৃত্তি। আর তজ্জন্য ব্যানকে "হানোপাদানকারকঃ" (যোগার্ণব) বলা হইয়াছে। অন্ননালীর গাত্র প্রভৃতি যে যে স্থানে চালনযন্ত্র আছে, তাহাতে ব্যানের স্থান বুঝিতে হইবে। তৎপরে বিচার্য—

৯। অপান কি ? "পায়ূপস্থেঽপানম্" (শ্রুতি)। পায়ু ও উপস্থে অপান।

"নিরোজসাং নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্" (মহাভারত)। নির্জীব মলসকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্গমন করা। "অপনযত্যপানোঽয়ম্", এই অপান মূত্রাদি অপনয়ন করে।

"স চ মেঢ্রে চ পায়ৌ চ ঊরুবঙ্ক্ষণজানুষু। জঙ্ঘোদরে কৃকাট্যাঞ্চ নাভিমূলে চ তিষ্ঠতি।"

সে (অপান) মেঢ্র, পায়ু, ঊরু, কুচ্‌কি, জানু, জঙ্ঘা, উদর, গলা ও নাভিমূলে থাকে। ইহাতে জানা যায়—

(১) অপান মল-অপনয়নকারিণী শক্তি। (২) পায়ু ও উপস্থে অপানের প্রধান স্থান। (৩) অন্যান্য স্থানেও অপান আছে।

অতএব "মলাপনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানধারণমপানকার্যম্" অর্থাৎ মলাপনয়নশক্তির যাহা অধিষ্ঠান তাহা ধারণ করা অপানের কার্য। অনেক আধুনিক গ্রন্থকার মলমূত্রোৎসর্গই অপানের কার্য

বিবেচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, মলাদি ত্যাগ পায়ুনামক কর্মেন্দ্রিয়ের স্বেচ্ছামূলক কর্ম। শরীর হইতে মলকে পৃথক্ করাই অপানের কার্য, তাহা বহিষ্কৃত করা তৎকার্য নহে। পায়ুপস্থই অপানের মুখ্যস্থান। অন্ননালীর গাত্রস্থ কোষসকল (epithelium) হইতে নিষ্যন্দিত মল পায়ুর দ্বারা, পক্বাবশিষ্ট আহার্যের সহিত বহিষ্কৃত হয়, এবং মূত্রকোষস্যন্দিত মল মেঢ্রাদির দ্বারা বহিষ্কৃত হয়। তদ্ব্যতীত ত্বকের মলাদিও অপানের দ্বারা পৃথক্কৃত হইয়া পরে ত্যক্ত হয়। সর্ব শরীরযন্ত্রস্থ সমস্ত নিষ্যন্দক কোষে (excretory cells) এবং অন্তঃকরণাধিষ্ঠানের সহিত সম্বদ্ধ সেই কোষসকলের স্নায়ুতে অপানের স্থান। অবশেষে বিচার্য—

১০। **সমান কি?** "এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি" (প্রশ্ন শ্রুতি)। এই সমান ভুক্ত অন্নকে সমনয়ন করে, তাহা হইতে এই সপ্তশিখা হয়। অর্থাৎ সমনয়নীকৃত অন্ন, করণশক্তিরূপ অগ্নির দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তপ্রকার শিখাসম্পন্ন হয়, যথা মহাভারত—"ঘ্রাণং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ ত্বক্ শ্রোত্রঞ্চৈব পঞ্চমম্। মনো বুদ্ধিশ্চ সপ্তৈতে জিহ্বা বৈশ্বানরার্চিষঃ॥" অথবা সপ্তধাতুরূপে পরিণত হয়। "যদুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ" (প্রশ্ন উপনিষদ্ ৪।৪)। উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসরূপ আহুতি যে সমনয়ন করে সে সমান।

"সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মারুতঃ * * সর্বগাত্রে ব্যবস্থিতঃ॥" (যোগার্ণব) গাত্র বা সমস্ত শরীরাংশকে সমান সমনয়ন করে, তাহা সর্বগাত্রে অবস্থিত। "সমানঃ সমং সর্বেষু গাত্রেষু যোহন্নরসান্নয়তি" (শারীরকভাষ্য, ২।৪।১২)। সমান অন্নরসসকলকে সর্বগাত্রে সমনয়ন করে, অর্থাৎ তাহাদের উপযোগী উপাদানরূপে পরিণত করে। "নাভিদেশং পরিবেষ্ট্য আসমন্তান্নয়নাৎ সমানঃ" (ভোজবৃত্তি), নাভিদেশ বেষ্টন করিয়া সর্বস্থানে সমনয়ন করা-হেতু সমান। "সমানো হৃন্নাভিসন্ধি-বৃত্তিঃ" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)। সমান হৃদয়, নাভি ও সর্বসন্ধিতে অবস্থিত। "পীতং ভক্ষিতমাঘ্রাতং রক্তপিত্তকফানিলাৎ। সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মারুতঃ॥" (যোগার্ণব)।

এতদ্দ্বারা নিষ্পন্ন হয় যে—

(১) ত্রিবিধ আহার্যকে সমনয়ন (assimilate) করা বা শরীরোপাদানরূপে পরিণত করা সমানের কার্য। (২) হৃদয় ও নাভি-প্রদেশে তাহার মুখ্যবৃত্তি। (৩) তদ্ব্যতীত সর্বগাত্রে তাহার বৃত্তিতা আছে।

বায়ু, পেয় ও অন্নরূপ ত্রিবিধ আহার্যের উপাদেয় ভাগ সমান গ্রহণ করিয়া রসরক্তাদিরূপে পরিণামিত করে, সুতরাং সমানের প্রধান স্থান নাভিপ্রদেশস্থ আমাশয় ও পক্বাশয় এবং হৃদয়স্থ শ্বাসযন্ত্র। অতএব "আহার্যাদ্দেহোপাদাননির্মাণশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং সমানকার্যম্"। অর্থাৎ আহার্য হইতে দেহোপাদান-নির্মাণের যে শক্তি, তাহার যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা সমানের কার্য।

অন্ননালীর গাত্রস্থ কৌষিক ঝিল্লীর (epithelium) মধ্যে যেসব কোষ (cells) আহার্য হইতে পরম্পরাক্রমে শোণিতোৎপাদন-কার্যে ব্যাপৃত, তাহাতে, এবং সমস্ত শরীরোপাদানস্যন্দক কোষে (secretory cells-এ), আর রস ও রক্তবহা-নাড়ী-গাত্রস্থ যেসব কোষ সর্ব ধাতুকে যথাযোগ্য উপাদান প্রদান করে, সেই সমস্ত কোষে এবং অস্থিমজ্জাদিগত কোষে এবং তত্তৎকোষের প্রাণকেন্দ্রসম্বন্ধী স্নায়ুতে * সমান-প্রাণের স্থান।

* Medulla oblongata ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান প্রাণের (organic life-এর) [illegible]

১১। এক্ষণে শরীরধারণের এই পঞ্চশক্তিকে একত্র পর্যালোচনা করা হউক। শরীর-ধাতুগত অস্ফুটানুভবরূপ উদানের সাহায্যে ক্ষুধাদিবোধক প্রাণ আহার্য গ্রহণ করায়। চালক ব্যানের সাহায্যে উহা কুক্ষিগত হইয়া ও সমানের দ্বারা দেহোপাদানরূপে পরিণত হইয়া তাহা অপানের দ্বারা পৃথক্‌কৃত মলরূপ ক্ষয়াংশকে পূরণ করিবার উপযোগী হয়। আহার্য সমানাধিষ্ঠান কোষবিশেষের দ্বারা ক্রমশঃ রক্তাদিরূপে পরিণত হইয়া পুনশ্চ চালক ব্যানের দ্বারা সর্বাঙ্গে পরিচালিত হয়। তাহাতে সমস্ত দেহধাতু স্ব স্ব উপাদান প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পরস্পরের সাহায্যে প্রাণশক্তিগণ দেহ ধারণ করিতেছে। শ্রুতির আখ্যায়িকায় আছে, একদা প্রাণের সহিত অন্যান্য করণসকলের বিবাদ হইয়াছিল—কে শ্রেষ্ঠ? তাহাতে প্রাণ উৎক্রমণ করাতে সমস্ত করণ উৎক্রমণ করিল। এইরূপে প্রাণের সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিতা দেখান হইয়াছে।

যোগভাষ্যে (৩।৩৯) আছে—"সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ প্রাণাদিলক্ষণা জীবনম্"। গৌড়পাদাচার্যও কারিকাভাষ্যে বুঝাইয়াছেন যে, প্রাণ-ব্যানাদির যে স্পন্দন (ক্রিয়া বা ক্রিয়ামূলক নিষ্যন্দ দ্রব্য) তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিস্বরূপ। প্রাগুক্ত প্রাণাদির বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এখানেও সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

প্রাণ কর্মেন্দ্রিয়গত হইয়া স্পর্শানুভবাংশ নির্মাণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গত হইয়া জ্ঞানবাহী নাড্যংশ নির্মাণ করে এবং অন্তঃকরণের অধিষ্ঠান নির্মাণ করে। উদান সেইরূপ ঐ ঐ করণগত হইয়া তত্তদ্ধাতুগত অনুভবরূপে তাহাদের পোষণাদির সাধক হয়। ব্যানও উপাদান চালিত করিয়া, তাহাদের বৃত্তিস্বরূপ হয়। অপান এবং সমানও তত্তদ্‌গত মলাপনয়ন ও তত্তদুপযোগী উপাদান প্রদান করিয়া তাহাদের বৃত্তির সাধক হয়। নিম্ন তালিকায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

	প্রাণ	উদান	ব্যান	অপান	সমান
ক্রিয়া-লক্ষণ	বাহ্যোদ্ভব-বোধাধিষ্ঠানধারণ	শারীরধাতু-গত-বোধাধিষ্ঠানধারণ	চালকশক্ত্যধিষ্ঠানধারণ	মলাপনয়ন-শক্ত্যধিষ্ঠান-ধারণ	দেহোপাদান-নির্মাণ-শক্ত্যধিষ্ঠানধারণ
স্বকীয় মুখ্যবৃত্তি কোথায়?	শ্বাসযন্ত্রস্থ ও ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধনাড়ী আদি	সুষুম্নাখ্য মেরু-মধ্যস্থ বোধ-নাড়ী ও তৎ-সম্বন্ধী নাড়ীগণ	হৃৎপিণ্ড ও ধমনী প্রভৃতি	মূত্রকোষ, অন্ত্রনালী প্রভৃতি	সমগ্র পাক-যন্ত্র
কর্মেন্দ্রিয়-বশে	স্পর্শানুভব-নাড়ী ও তদগ্র	স্বেচ্ছাধীন পেশীগত আভ্যন্তর বোধনাড়ী	স্বেচ্ছাধীন পেশী	কর্মেন্দ্রিয়ের মলাপনয়ন যন্ত্র	কর্মেন্দ্রিয়ের উপাদান-নির্মাণ-যন্ত্র

ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, আর জ্ঞানকেন্দ্র মস্তিষ্কের মধ্যস্থ স্নায়ুকোষস্তর বা basal ganglion, আর মস্তিষ্কের আবরক cortical grey matter চিত্তস্থান।

জ্ঞানেন্দ্রিয়-বশে	প্রত্যক্ষ জ্ঞান-নাড়ী, তৎ-কেন্দ্র ও তদগ্র	জ্ঞানেন্দ্রিয়-গত আভ্যন্তর অনুভব-নাড়ী	জ্ঞানেন্দ্রিয়স্থ চালন-যন্ত্র	জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মলাপনয়ন-যন্ত্র	জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপাদান-নির্মাণ-যন্ত্র
অন্তঃকরণ-বশে	চিত্তাধিষ্ঠান-রূপ মস্তিষ্কাংশ-বিশেষ	চিত্তাধিষ্ঠান-গত আভ্যন্তর অনুভব-নাড়ী	চিত্তাধি-ষ্ঠানস্থ চালন-যন্ত্র	চিত্তাধি-ষ্ঠানের মলাপনয়ন-যন্ত্র	চিত্তাধি-ষ্ঠানের উপাদান-নির্মাণ-যন্ত্র

সর্বপ্রকার দেহধারণ-শক্তি যে ঐ পঞ্চ মূলশক্তির অন্তর্গত, উহার বহির্ভূত যে আর শক্তি নাই, তাহা একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতেও বিশদীকৃত হইবে :—

"To the conception of the body as an assemblage of molecular thrills—some started by an agent outside the body, by light, heat, sound, touch or the like; others begun within the body spontaneously as it were, without external cause, thrills which travelling to and fro, mingling with and commuting each other, either end in muscular movements or die within the body—to this conception we must add a chemical one, that of the dead food being continually changed and raised into the living substance and of the living substance continually breaking down into the waste matters of the body, by processes of oxidation and thus supplying the energy needed both for the unseen molecular thrills and the visible muscular movements."

Encyclopædia Britannica, 10th Ed., Vol. 19, p. 9.

ইহার ভাবার্থ এই যে, যদি এই শরীরকে আণবিক ক্রিয়াপ্রবাহের (নাড়ীস্থিত) সমষ্টি বলিয়া ধারণা করা যায়, তাহা হইলে সেই ক্রিয়াগুলি নিম্ন প্রকারের হইবে :—

(১) কতকগুলি ক্রিয়া—রূপ, তাপ, শব্দ, স্পর্শ বা তদ্রূপ কোন শরীর-বাহ্য কারকের দ্বারা উদ্রিক্ত হয়।

(২) অন্য কতকগুলি ক্রিয়া যেন স্বতঃই কোন বাহ্যকারণ-নিরপেক্ষ হইয়া উদ্ভূত হয়। সেই ক্রিয়াপ্রবাহগুলি শরীরমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে পরিবর্তিত করিয়া, হয় পৈশিক গতি উৎপাদন করে, না হয় শরীরেই মিলাইয়া যায়। ঐ ধারণার সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ধারণাও যোগ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে একটি :—

(৩) অজীবিত আহার্যকে সর্বদা জীবিত শারীরদ্রব্যে পরিণত করা, ও অন্যটি—

(৪) জীবিত শারীরদ্রব্যকে সর্বদা শরীরের অব্যবহার্য মলরূপে পরিণত করা। ঐ রাসায়নিক বিশ্লেষের দ্বারা অদৃশ্য ক্রিয়ার বা দৃশ্যমান পৈশিক ক্রিয়ার শক্তি উদ্ভূত হয়।

এই চারি প্রকার মূল ক্রিয়া-শক্তির মধ্যে প্রথমটির সহিত আমাদের প্রাণ একলক্ষণাক্রান্ত। দ্বিতীয়টির মধ্যে দুইটি বিভিন্ন শক্তি আছে, একটি অন্তঃস্রোত, আর একটি বহিঃস্রোত। তন্মধ্যে

প্রথমটি শরীরগতানুভবাত্মক উদান ও দ্বিতীয়টি চালক ব্যান। তৃতীয়টি আমাদের সমান ও চতুর্থটি অপান।

১২। সত্ত্বাদি গুণসকল যেমন জাতিতে বর্তমান, তেমনি ব্যক্তিতেও বর্তমান, অর্থাৎ গুণানুসারে যেমন জাতিবিভাগও হয় তেমনি ব্যক্তিবিভাগও হয়। পূর্বোক্ত যোগসূত্রানুসারে যাহাতে প্রকাশের উৎকর্ষ তাহা সাত্ত্বিক এবং ক্রিয়ার ও স্থিতির উৎকর্ষযুক্ত ভাব যথাক্রমে রাজস ও তামস। আর গুণসকল সর্বদা মিলিত হইয়া কার্য করে, যাহা সাত্ত্বিক, তাহাতে সত্ত্বের বা প্রকাশগুণের আধিক্যমাত্র, ক্রিয়া-স্থিতিও তাহাতে অপ্রধানভাবে থাকিবে। রাজস এবং তামস সম্বন্ধেও সেইরূপ। তজ্জন্য গুণসকল "ইতরেতরাশ্রয়েণোপার্জিতমূর্তয়ঃ" (যোগভাষ্য ২।১৮)। নিম্ন তালিকায় করণ-ব্যক্তি-সকলের সাত্ত্বিকাদি শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

ব্যক্তি-বিভাগ

		সাত্ত্বিক	সাত্ত্বিক-রাজস	রাজস	রাজস-তামস	তামস
জাতি	সাত্ত্বিক	শ্রোত্র	ত্বক্	চক্ষুঃ	রসনা	নাসা
বিভাগ	রাজস	বাক্	পাণি	পাদ	পায়ু	উপস্থ
	তামস	প্রাণ	উদান	ব্যান	অপান	সমান
বিজ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তি—		প্রমাণ	স্মৃতি	প্রবৃত্তিবিজ্ঞান	বিকল্প	বিপর্যয়

এতন্মধ্যে কর্ণ সাত্ত্বিক, যেহেতু কর্ণ যত উৎকৃষ্টরূপে বিষয় প্রকাশ করে চক্ষুরাদি তত নহে। শব্দের দশাধিক গ্রাম (octave) সহজে শ্রুত হয়, রূপের এক ব্যতীত নহে। তত্তুলনায় ঘ্রাণ সর্বাপেক্ষা আবৃত। রূপক্রিয়া সর্বাপেক্ষা চঞ্চল। শব্দজ্ঞান সর্বাপেক্ষা অব্যাহত। তাপ তদপেক্ষা কম, রূপ তদপেক্ষাও কম।

বাগাদিও তদ্রূপ। পূর্বে লিখিত হইয়াছে, কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় স্বেচ্ছামূলক কর্ম। সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় চালিত হইয়া স্ব স্ব ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। বাগিন্দ্রিয়ে সেই চলনক্রিয়ার আধিক্য না থাকিলেও অত্যন্ত উৎকর্ষ বা সূক্ষ্মতা ও জটিলতা আছে, আর কর্মেন্দ্রিয়গত স্পর্শানুভবও বাগধিষ্ঠান জিহ্বাদিতে অতি উৎকৃষ্ট, তাই বাক্ সাত্ত্বিক। সেইরূপ চলনক্রিয়া পাদে অত্যন্ত অধিক কিন্তু স্থূলজাতীয়, তাই পাদ রাজস। উপস্থ উভয়তঃ আবৃত, তাই তামস। পাণি ও পায়ু ঐ তিনের মধ্যবর্তী।

প্রাণবর্গে দেখা যায়, আদ্য প্রাণে ইতরতুলনায় প্রকাশাধিক্য। ব্যানে ক্রিয়াধিক্য। সমানে স্থিত্যাধিক্য। উদান ও অপান মধ্যবর্তী। এ বিষয় প্রবন্ধ-বাহুল্য-ভয়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইল কিন্তু ইহার দ্বারা পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, প্রাণের তত্ত্বনিষ্কাশন করিতে হইলে গুণবিভাগপ্রণালী প্রধান সহায়।

আরও ঐ তালিকা হইতে একটি সামঞ্জস্য দেখা যাইবে। সাত্ত্বিকবর্গের মধ্যে কর্ণ, বাক্ ও প্রাণের (শ্বাসযন্ত্রগত) অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেইরূপ সাত্ত্বিক-রাজসবর্গের ত্বকের, পাণির ও উদানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পাণিতে উদানকার্য ভারানুভব (sense of pressure) সর্বাধিক এবং শীতোষ্ণ-বোধও (অগাখ্য-জ্ঞানেন্দ্রিয়-কার্য) কম নহে। চক্ষু, গমনকারী পাদ এবং ব্যানেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ব্যানকে পাদের জন্য যত চালক যন্ত্র (পেশী) নির্মাণ করিতে হয় তত আর কিছুর জন্য নহে। আর গমনক্রিয়া চক্ষুর অনেক অধীন। সেইরূপ রসনা, পায়ু (মল-মূত্র নিঃসারক) ও অপান ঘনিষ্ঠ। এবং ঘ্রাণ, উপস্থ ও সমানের * (দেহবীজনির্মাণকারী) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পশুজাতিতে ঘ্রাণ ও উপস্থের সম্বন্ধ স্পষ্ট দেখা যায়।

প্রাণীসকলের মধ্যে, উদ্ভিজ্জে প্রাণসকলের অতিপ্রাবল্য, যেহেতু তাহারা প্রাণের দ্বারা অজৈব দ্রব্যকে জৈব দ্রব্যে পরিণত করে। তাহাতে প্রকাশ ও কার্য-শক্তি অতি অবিকশিত কিন্তু তাহা যে নাই এইরূপ নহে। একটি লতা, যাহার বাহিয়া উঠা অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, তাহার একপার্শ্বে আমরা একটি যষ্টি রাখিয়া দিয়া দেখিয়াছিলাম যে ঐ লতা আস্তে আস্তে ঐ যষ্টির দিকে সরিয়া আসিতে লাগিল। পরে অতি নিকটবর্তী হইলে আমরা ঐ যষ্টি লতাটির অপর পার্শ্বে রাখিয়া দিলাম। লতাটি আরও খানিক সেইদিকে অগ্রসর হইয়া পরে যষ্টির দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ইহাতে লতার যে এক প্রকার জ্ঞান ও চেষ্টা আছে, তাহা নিঃসংশয়ে নিশ্চয় হয়।

পশুজাতিতে কর্মেন্দ্রিয়ের অতিবিকাশ প্রায় দেখা যায়, এবং নিম্নশ্রেণীর জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও (তামসদিকের, যেমন ঘ্রাণ) প্রবিকাশ দেখা যায়। আর দৈবজাতিতে মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতিবিকাশ, যথা "ঊর্ধ্বং সত্ত্ববিশালঃ" (সাংখ্যসূত্র)।

ঐ তিনজাতীয় জীবের নাম উপভোগশরীরী। তাহারা স্বেচ্ছামূলক কর্মের দ্বারা অত্যল্প পরিমাণে নিজেদের উন্নতি বা অবনতি করিতে পারে, এমনকি, পারে না বলিলেও হয়। তাহারা কেবল অস্বাধীন আবদ্ধ শক্তির দ্বারা চেষ্টা বা ক্রিয়াফল ভোগ করিয়া যায় এবং স্বাভাবিক পরিণাম-ক্রমে, আত্মগত, উৎকর্ষাভিমুখ বা অবকর্ষাভিমুখ বিকাশের যথাযোগ্য নিমিত্তবশে উদ্রিক্ত হইয়া তাহাদের উন্নতি বা অবনতি হয়।

মানবেরা কর্মশরীরী, তাহারা স্বেচ্ছার দ্বারা কর্ম করিয়া নিজদিগকে অনেক উন্নত বা অবনত করিতে পারে, তজ্জন্য মানবজাতি অতি পরিণামপ্রবণ। পশুরা মানবসহবাসে কখনও মানবত্ব পায় না; কিন্তু মানব-শিশুর পশুসহবাসে পশুত্বপ্রাপ্তি অবিরল ঘটনা নহে। মানবজাতিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ তুল্যরূপে বিকশিত—অবশ্য প্রাগুক্ত তিন জাতির তুলনায়।

"রাজসৈস্তামসৈঃ সত্ত্বৈর্যুক্তো মানুষ্যমাপ্নুয়াৎ" (মহাভারত)। অর্থাৎ রাজস, তামস ও সাত্ত্বিক-ভাবযুক্ত হইয়া (কোন একটির আধিক্য না হইয়া) মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের তিন জাতীয় করণশক্তি তুল্যবল বলিয়া, মনুষ্য কোন একজাতীয় প্রবল করণের (পশ্বাদির ন্যায়) সম্যগধীন নয় বলিয়া, মনুষ্যের স্বাধীন কর্মে অধিকার। অতএব—"প্রকাশলক্ষণা দেবা মনুষ্যাঃ কর্মলক্ষণাঃ" (অশ্বমেধপর্ব, ৪৩)।

যদিচ প্রাণশক্তি স্বেচ্ছার অনধীন তথাপি প্রাণায়াম-নামক প্রযত্নের দ্বারা উহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আয়ত্ত করা যায়। আসনের দ্বারা শারীর প্রযত্ন যখন অতিস্থির হয় তখন শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রযত্নও স্থির করিয়া, সেই সর্বপ্রযত্ন-শূন্যভাব ('শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ') অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিলে সমস্ত প্রাণপ্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করা যায়। প্রাণরূপ বন্ধন অভিনিবেশ-নামক ক্লেশের বা মৃত্যুভয়ের মূল কারণ,

* শুক্রাদিনির্মাণ সমানের কার্য, অপানের নহে, যেহেতু শুক্রাদি মল নহে। অর্থাৎ উহা secretion, excretion নহে। "সমানব্যানজনিতে সামান্যে শুক্রশোণিতে" (মহাভারত, অশ্বমেধ ২৪, অঃ)।

উহার অপর নাম অন্ধতামিস্র। প্রাণায়াম-সিদ্ধির দ্বারা উহা সম্যক্ বিদূরিত হয়। তজ্জন্য বলিয়াছেন, "তপো ন পরং প্রাণায়ামাত্ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্য" (যোগভাষ্য)।

১৩। প্রাণায়াম-সিদ্ধির এবং অধ্যাত্মধ্যানের প্রধান সহায় ষট্‌চক্রধ্যান। ধ্যায়ীরা সৌষুম্ন-কেন্দ্র ছয়টিকে প্রধান মর্মস্থান নিরূপণ করিয়াছেন, তাহারাই ষট্‌চক্র। মেরুদণ্ডের বাহিরে দুই পাশে, বামে ইড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলা-নাম্নী নাড়ী আছে, উহারাই দুই পার্শ্বস্থ sympathetic chain, আর মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না-নাম্নী জ্ঞাননাড়ী এবং বজ্রাদিসংজ্ঞ অন্য নাড়ীও আছে। মেরুমধ্যে 'কুণ্ডলিনী শক্তি' নামে শক্তিপ্রবাহ নিরন্তর অধোমুখে চলিতেছে। উহাই মেরুরজ্জু-প্রবাহিত efferent impulse বা বহিঃস্রোতঃশক্তিপ্রবাহ, যদ্দ্বারা বহুবিধ শারীর ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়।

ধ্যায়ীদের মতে (এবং পাশ্চাত্যমতেও) মেরুগত নাড়ী, যাহার ঊর্ধ্বস্থ সহস্রার বা মস্তিষ্করূপ মূল, তাহা সমস্ত জীবনী-শক্তির মূল কেন্দ্র। এবিষয় পূর্বে (৭ প্রকরণে) উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রমতে ঊর্ধ্বমূল হইতে উত্থিত হইয়া মেরুনাড়ী অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ বৃক্ষের ন্যায় হইয়াছে। মেরুমধ্যে অনেক ক্রিয়ার উপকেন্দ্র এবং মস্তিষ্কের নিম্নস্থ কোষসংঘাতে (basal ganglia) কেন্দ্র এবং উপরিভাগে (cortical cells-এ) চৈত্তিক কেন্দ্র অবস্থিত। চক্র বা পদ্মসকল কেবল মর্মস্থান মাত্র, কিন্তু মাংসাদি নির্মিত পদ্মাকার দ্রব্য নহে, কেবল ধ্যানসৌকর্যার্থ উপযুক্ত আকারাদি বর্ণিত হইয়াছে। মেরুনিম্নে সুষুম্না নাড়ীতে যেখানে উপস্থ-ইন্দ্রিয়ের উপকেন্দ্র, সেই স্থান মূলাধার-নামক প্রথম চক্রের কর্ণিকা। ঐ স্থানকে কেন্দ্র করিয়া তৎপ্রদেশস্থ মর্মস্থানকে চিন্তা করতঃ মূলাধারের ধ্যান করিতে হয়। ধ্যানের উদ্দেশ্য অধঃপ্রবাহিত সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে সংহৃত করিয়া ঊর্ধ্বে মস্তিষ্কে লইয়া যাইয়া শারীরাভিমানশূন্য হইয়া পরমাত্মধ্যান করা। তজ্জন্য চক্রধ্যানকালে ঊর্ধ্বাভিমুখ ভাবিয়া চিন্তা করিতে হয়। দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠান চক্রের কেন্দ্র উহার কিছু উপরে। নাভিদেশে মেরুমধ্যে মণিপুর চক্রের কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রে এবং solar plexus বা নাভিদেশস্থ মর্মস্থান ধ্যান করিয়া তৃতীয় চক্রের চিন্তা করিতে হয়। হঠাৎ ভয় পাইলে নাভিদেশে ও হৃদয়ে যে প্রতিফলিত ক্রিয়ামূলক এক প্রকার অনুভব হয়, তাহাই সেই সেই স্থানের মর্মস্থান। স্নেহাদি বৃত্তির সহিত সেই হার্দ মর্মে একপ্রকার সুখানুভব হয়। মেরুমধ্যে কেন্দ্র ভাবিয়া সেই হৃদয়স্থ মর্মপ্রদেশ ধ্যান করতঃ চতুর্থ অনাহত চক্রের ধ্যান করিতে হয়। শ্রুতি এই স্থানকে দহর-পুণ্ডরীক বা ব্রহ্মবেশ্ম বলিয়াছেন। মহত্তত্ত্বরূপ বিষ্ণুর পরম পদ বা ব্যাপনশীল উপাধিযুক্ত ব্রহ্মাত্মভাব এইস্থানে চিন্তা করিলে সিদ্ধ হয়। যোগদর্শনেও ইহা উক্ত হইয়াছে ৩।১ (১)। এখানে ধ্যান করিলে 'বিশোকা জ্যোতিষ্মতী' প্রবৃত্তি-নামক পরম সুখময় বুদ্ধিতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। মস্তিষ্ক যেমন চিত্তসম্বন্ধীয় অন্তরাত্মস্থান, হৃৎপুণ্ডরীক তেমনি দেহাভিমানের মূলস্বরূপ আত্মস্থান।

পঞ্চম চক্র কণ্ঠদেশে। তত্রত্য সুষুম্না এবং তাহার শাখাদির দ্বারা যে মর্ম রচিত হইয়াছে, তাহাই কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ চক্র। তদূর্ধ্বে সুষুম্না নাড়ী যেখানে স্থূল হইয়া মস্তিষ্কের সহিত মিলিত, তাহাকে গ্রন্থিস্থান (medulla oblongata) বলে।

"গ্রন্থিস্থানং তদেতদ্ বদনমিতি সুষুম্নাখ্যনাড্যা লপন্তি" (ষট্‌চক্র), অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রের নিকট সুষুম্নার মুখস্বরূপ স্থানকে গ্রন্থিস্থান বলা যায়। উহাই প্রাণকেন্দ্র "তালুমূলে বসেচ্চন্দ্রঃ * * * চন্দ্রাগ্রে জীবিতং প্রিয়ে" (জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্র)। তদূর্ধ্বে দ্বিদলপদ্ম, উহা মন বা জ্ঞানস্থান (sensorium)। মস্তিষ্কের নিম্নস্থ basal ganglia অর্থাৎ corpus striatum ও optic

thalamus * রূপ প্রধান কেন্দ্রদ্বয় তাহাব দুই দলরূপে কল্পিত হইযাছে বলিতে হইবে। তদূর্ধ্বস্থ মস্তিষ্কাংশ সহস্রদল। সমস্ত শবীবেব প্রাণন-ক্রিযা রুদ্ধ কবিযা সুষুম্নারূপ জ্ঞাননাডী দিযা অনুভবকে তুলিযা আনিযা সহস্রাবে কেন্দ্রীকৃত কবাই এই প্রণালীব চবম উদ্দেশ্য। পবে সমাধি অভ্যাস কবিযা পবমাত্মসাক্ষাৎকাব হয। উক্ত মর্মস্থানেব চিন্তা এবং সুষুম্না নাডীব মধ্যে উর্ধ্বে প্রবহমাণ শক্তিধাবার অনুভব কবিতে কবিতে ইহাতে নৈপুণ্য হয। ষট্চক্রেব দিক্ দিযা যে শবীব-তত্ত্বের বিববণ আছে তাহাতে anatomical বা physiological কোন দোষ নাই ববং উহাতে ঐ দুই শাস্ত্রেব গভীব তত্ত্ব নিহিত আছে। ঐ বিদ্যা শাবীব ও মানস স্বাস্থ্য-হেতু পবমকল্যাণকাবী। স্নাযুকেন্দ্র স্থিবচিত্তে ধ্যান কবিলে তাহাতে উৎফুল্লতা ও দৃঢতা (tone) আসে। ইহা সকলেই অভ্যাস কবিযা উপলব্ধি কবিতে পাবেন।

১৪। এক্ষণে আমবা প্রাণাগ্নিহোত্রের বিষয কিছু বলিযা এই প্রবন্ধেব উপসংহাব করিব। সনাতনধর্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেবই, তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, প্রাণাগ্নিহোত্র কবিবাব বিধি আছে। শুধু জিহ্বা-তৃপ্তি চিন্তা কবিযা ভোজন না কবিযা প্রাণসকলেব সাত্ত্বিকপ্রবৃত্তিব চিন্তা কবিযা এই প্রাণযজ্ঞ কবিতে হয। কোন অভীষ্টোদ্দেশে কোন শক্তিব দ্বাবা কোন দ্রব্যকে পবিণত কবাব নাম যজ্ঞ। সাধকগণ ধ্যানকালে প্রাণের যে সাত্ত্বিক (আত্মাভিমুখে সংকুচিত) প্রবৃত্তি অনুভব কবেন, অন্নসকল প্রাণশক্তিতে আহুত হইযা তাদৃশ প্রবৃত্তিকেই পবিপুষ্ট করুক, এইরূপ ধ্যানপূর্বক "প্রাণায় স্বাহা" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্ত্রেব দ্বাবা প্রাণাহুতি প্রদান কবিয়া থাকেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণও যথাশক্তি সেইরূপ কবিলে যে তাহাদেব অন্ধতামিস্রক্লেশ ক্ষীণ হইবে তাহাতে সংশয নাই।

প্রাণেব বিজ্ঞানেব বা সম্যক্ জ্ঞানেব ফল শ্রুতিতে (প্রশ্ন) এইরূপ আছে—"উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা। অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞাযামৃতমশ্নুতে॥" অর্থাৎ আত্মা হইতে প্রাণেব উৎপত্তি, অন্তঃকবণেব কার্য-সাধনেব জন্য প্রাণেব প্রবৃত্তি, প্রাণেব স্থান বা অধিষ্ঠান, প্রাণেব বিভুত্ব † ও প্রাণেব অধ্যাত্ম বা আত্মকবণত্ব এই পঞ্চ বিষয় বিজ্ঞাত হইলে অমৃতত্বলাভ হয়। এই ফলশ্রুতিতে অর্থবাদেব গন্ধমাত্রও নাই, ইহা জ্ঞাতব্য।

* (২) চিত্রে মস্তিষ্কনিম্নে যে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার স্থানদ্বয় প্রদর্শিত হইযাছে, তাহাই ইহারা।

† "প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্" (প্রশ্ন উপনিষদ্) এইরূপ শ্রুত্যাদিতে প্রাণেব বিভুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থ এই যে, ত্রিলোকে যাহা কিছু আছে, তাহাই প্রাণেব বশ। ভৌতিক দ্রব্যে নিহিতশক্তিও একপ্রকার প্রাণ। জৈবপ্রাণ-শক্তি সেই ভৌতিক শক্তির সাহায্যেই শরীরোৎপাদন কবে, যেহেতু তাপাদির অভাবে শরীরধারণ অসম্ভব। জৈবপ্রাণের সহায় বলিয়া ভৌতিক শক্তিও প্রাণ। তজ্জন্য প্রাণ বিভু বা ব্যাপী। তির্যগ্জাতি ও উদ্ভিদ্জাতি অভেদে মিলিত—অর্থাৎ এমন অনেক প্রাণী আছে, যাহারা তির্যক্ বা উদ্ভিদ্ উভয়ই হয়। সেইরূপ উদ্ভিদ্ এবং ভৌতিক দ্রব্যও অভেদে মিলিত। একপ্রকার শর্করা আছে, যাহাকে সজীব শর্করা (living crystals) বলা যাইতে পারে। উহাই এ বিষয়ে উদাহরণ। শ্রুত্যন্তবে সমস্ত জাগতিক পদার্থকে রযি ও প্রাণ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে অবশ্য প্রাণ শক্তিপদার্থ এবং রযি দ্রব্যপদার্থ। বিভু অর্থে প্রধান কবিলেও প্রাণ বিভু, যেহেতু "প্রাণো ভূতানাং জ্যেষ্ঠঃ" অর্থাৎ সমস্ত কবণশক্তির মধ্যে প্রাণই প্রথমে প্রকাশিত হয। যেহেতু গর্ভেব আদ্যাবস্থায প্রাণমাত্রই বিকশিত থাকে। তাহা পবিণামক্রমে বীজভূত, অস্ফুট, চক্ষুবাদিরূপ যে কবণশক্তি, তদ্বশে তাহাদের অধিষ্ঠান নির্মাণ কবিতে কবিতে কালে পূর্ণাঙ্গ শরীর উৎপাদন করে। অতএব প্রাণ জ্যেষ্ঠত্বহেতু বিভু বা প্রধান।

পাশ্চাত্য প্রাণবিদ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৫। প্রাচীন দার্শনিকগণ শরীরধারণের শক্তিকে পাঁচ প্রকার মূলভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার দ্বারাই তাঁহাদের কার্য সিদ্ধ হইয়াছিল। সেই শক্তিসকল শরীরে কোন্ কোন্ স্থানে বা অংশে অবস্থিত, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে গেলে পাশ্চাত্যগণের শরীরবিদ্যা ও প্রাণবিদ্যার আশ্রয় লইতে হইবে। আমরা মূল-প্রবন্ধমধ্যে উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের অনেক পারিভাষিক শব্দাদি ব্যবহার করিয়াছি। তাহা সাধারণ পাঠকের দুর্বোধ হইতে পারে। তজ্জন্য আমরা এস্থলে পাশ্চাত্য শাস্ত্রানুমত শরীর ও তাহার ধারণ-শক্তির বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

অস্থি, মাংস, পেশী, স্নায়ু প্রভৃতি যে-সমস্ত দ্রব্যের দ্বারা শারীর-যন্ত্র (শরীর প্রকৃত প্রস্তাবে যন্ত্রের সমষ্টিমাত্র)-সকল বিরচিত সেই নির্মাপক দ্রব্যের নাম 'টিস্যু' (tissue), উহার পরিবর্তে আমরা 'ধাতু' শব্দ প্রয়োগ করিব। আর সেই ধাতুসকল যে জল, বসা প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যে নির্মিত, তাহার নাম উপাদান। টিস্যুকে সাধারণতঃ বিধান বলা হয়।

সমস্ত দেহধাতু বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহারা একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি। ঐ ক্ষুদ্রাংশকে cell অর্থাৎ দেহাণু বা কোষ বলে। রস-রক্তাদি তরল ধাতুতেও যেমন কোষ দেখা যায়, স্নায়ু, অস্থি, পেশী আদিও সেই রকম কোষরচিত দেখা যায়। কোষসকল অতি ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণের দ্বারা তাহা দেখিতে হয়। কোষের অধিকাংশ একপ্রকার স্বচ্ছ উপাদানের দ্বারা নির্মিত, উহা নিয়ত চঞ্চল, উহার নাম প্রোটোপ্লাজ্‌ম্। প্রোটোপ্লাজ্‌মের চাঞ্চল্য হইতে কোষের আকার পরিবর্তিত হয়, তদ্দ্বারা যাহারা গতিশীল কোষ তাহাদের গতি সিদ্ধ হয়। প্রোটোপ্লাজ্‌মের ক্রিয়ার দ্বারা উপাদেয় দ্রব্য সমনয়ন (assimilation) হয়, এবং ক্রিয়োত্থ ক্লেদদ্রব্য (katasteses) ত্যক্ত হয়। এই সমনয়ন-ক্রিয়া (anabolism), যাহার দ্বারা উপাদেয় দ্রব্য হইতে কোষদেহ নির্মিত হয়, এবং অপনয়ন-ক্রিয়া (katabolism), যাহার দ্বারা কোষদেহ ক্লিন্ন হইয়া মলরূপে ত্যক্ত হয়, উভয়ই প্রাণন-ক্রিয়া (metabolism), প্রত্যেক ক্রিয়াদ্বারা কোষদেহের কিয়দংশ ক্লিন্ন বা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। অথবা ক্রিয়া বা চেষ্টা দেহোপাদানের বিশ্লেষসমুখ এইরূপ বলাও সঙ্গত। ক্ষয়ের জন্য পূরণ, পূরণের জন্য ক্রিয়া, ক্রিয়ার জন্য ক্ষয়—এইরূপ চক্রবৎ প্রাণন-ক্রিয়া চলিতেছে। উহা একটি কোষের পক্ষে যেমন খাটে, একটি বৃহৎ প্রাণীর পক্ষেও তেমনি খাটে।

সেই কোষাঙ্গ প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে একস্থান কিছু ঘন দেখা যায়, তাহার নাম নিউক্লিয়স্ (nucleus) বা কেন্দ্র। ঐ নিউক্লিয়স্‌ই কোষের মর্মস্থান, যেহেতু নিউক্লিয়স্ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কোষ নির্জীব হইয়া যায়। নিউক্লিয়সের মধ্যে আবার আর একটু বিশিষ্ট অংশ আছে, যাহার নাম নিউক্লিয়োলস্। এতাদৃশ কোষসকলের দ্বারা সমস্ত দেহধাতু নির্মিত। যদিচ ভিন্নধাতুস্থ কোষের উপাদান, আকার ও ক্রিয়ার ভেদ দেখা যায়, কিন্তু সমস্ত কোষের ব্যবস্থা ও কার্যপ্রণালী একরূপ। শরীরের ঝিল্লী প্রভৃতিতে কোষসকল পাশাপাশি মধুচক্রের ন্যায় অবস্থিত, কোনটা বা ঐরূপ স্তরের দ্বারা নির্মিত। তন্তুসকলও (স্নায়বিক, পৈশিক বা অন্যপ্রকার) লম্বীভূত কোষের দ্বারা নির্মিত। শরীরের সংহত ধাতুসকলে কোষসকল কোষনিস্যন্দিত পদার্থের দ্বারা সম্বদ্ধ, যেমন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী মিউসিন (mucin)-নামক নিস্যন্দের দ্বারা সম্বদ্ধ। তরল ধাতুতে কোষসকল ভাসমান। কোষসংখ্যা নিম্নপ্রকারে বর্ধিত হয়—পরিপুষ্ট কোষের নিউক্লিয়স্ প্রথমে দ্বিধা বিভক্ত হয়, পরে তাহাদের

প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যভাগ সংকুচিত বা ক্ষীণ হইয়া দ্বিধা হইয়া যায়। এইরূপে এক কোষ দুই হয়। তন্মধ্যে কোন্‌টা জনক ও কোন্‌টা জন্য তাহা স্থির করিবার উপায় নাই, যেহেতু বিভাগের সময় উভয়েই একরূপ।

এইরূপ বিশেষপ্রকারের এককোষযুক্ত প্রাণীর নাম এমিবা (amœba)। মানবাদি তাদৃশ এককোষিক (unicellular) নহে, তাহারা বহুকোষিক (multicellular বা metazoa)। এক আত্মকোষ বিভক্ত হইয়া বহুকোষিক শরীর উৎপন্ন হয়। পুংবীজ ও স্ত্রীবীজ এক এক প্রকার কোষ মাত্র। পুংবীজ (spermatozoon)-কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মের কতক অংশ পুচ্ছাকারে অবস্থিত, তাহার চাঞ্চল্যে উহার গতি হয়। স্ত্রীবীজকোষ অতি ক্ষুদ্র (প্রায় ১/১২৫ ইঞ্চ) ও গোলাকার। গতিশীল পুংবীজকোষ স্ত্রীবীজকোষের সহিত মিলিত হইয়া একত্বে পরিণত হয়। সেই একীভূত কোষ বিভাগক্রমে বহু কোষে পরিণত হইতে থাকে। একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা উচিত। সেই বর্ধমান কোষসকলের উপরে এক শক্তি বর্তমান দেখা যায়, যদ্দ্বারা তাহারা বিশেষ বিশেষ প্রকারে সজ্জিত হইয়া বিশেষ বিশেষ শারীরধাতু ও শারীরযন্ত্রের নির্মাপক হয়। * সেই শারীরধাতু (tissue)-সকল মূলতঃ ত্রিপ্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। আমরা এস্থলে কেবল তাহাদের সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ বিবরণ দিব; বিশেষ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

একজাতীয় ধাতু আছে, যাহারা কেবলমাত্র কোষের দ্বারাই নির্মিত বলিলেই হয়। সেই কোষ-সকলের মধ্যস্থ সংযোজক পদার্থ অতি অল্প। ইহাকে epithelium বলে। মুখ হইতে গুহ্য পর্যন্ত যে নল আছে, তাহার ত্বক্‌ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী-নামক এপিথেলিয়ম্‌। এই জাতীয় এপিথেলিয়ম্‌ বা কোষবহুলধাতুস্থিত একপ্রকারের কোষ দেহোপাদানের সমনয়ন করে ও অপরজাতীয় কোষ অপনয়নকার্যে ব্যাপৃত।

আর একপ্রকার ধাতু আছে, যাহাদিগকে connective tissue বা যোজক ধাতু বলা যায়। তাহাদের দ্বারা স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি সম্বদ্ধ হয়। এই ধাতুমধ্যস্থ কোষসংখ্যা অল্প ও তাহারা বহুপরিমাণ সংযোজক পদার্থে নিবিষ্ট। ইহার উদাহরণ অস্থি, fibrous tissue, neuroglia-নামক স্নায়ুযোজক ধাতু প্রভৃতি। এই ধাতুস্থ কোষসকল স্বপার্শ্বস্থ সংযোজক পদার্থ নিস্যন্দিত করে বা তাহা অপনীত করে (যেমন অস্থিমধ্যস্থ osteoblast বা অস্থি-নির্মাপক কোষ ও osteoclast বা তদপসারক কোষ)।

তৃতীয় প্রকারের ধাতু, পেশী (muscle) ও স্নায়ু (nerve)। প্রায় সমস্ত চেষ্টা পেশীর দ্বারা

* এই উপরিস্থিত শক্তিই জীব। সুশ্রুত বলিয়াছেন, "ক্ষেত্রজ্ঞাঃ * * চেতনাবন্তঃ শাশ্বতা লোহিতরেতসোঃ সন্নিপাতেষ্বভিব্যজ্যন্তে"। জীবের সেই দেহনির্মাপক শক্তি সূক্ষ্মবীজভাবে থাকে। তদ্দ্বারা প্রেরিত বা উদ্রিক্ত হইয়া তদধিষ্ঠানভূত দেহাঙ্গসকল নির্মিত হইতে থাকে। সেই বীজভূত শক্তির পূর্ণ বিকাশাবস্থার অধিষ্ঠান যতদিন না নির্মিত হয়, ততদিন তৎকর্তৃক বিকাশাভিমুখে প্রেরিত হইয়া দেহকোষসকল বৃংহিত হইয়া যথাযোগ্য দেহধাতু ও দেহযন্ত্র নির্মাণ করিতে থাকে। মহাভারতে আছে, "স জীবঃ সর্বগাত্রাণি গর্ভস্যাবিশ্য ভাগশঃ। দধাতি চেতসা সদ্যঃ প্রাণস্থানেষ্ববস্থিতঃ॥" (অশ্বমেধ ১৮) অর্থাৎ সেই জীব চিত্তের দ্বারা প্রাণস্থানে অবস্থান করতঃ গর্ভের সমস্ত অঙ্গে বিভাগক্রমে প্রবেশ করিয়া ধারণ প্রাণন করে। আর ঐ উপরিস্থিত জৈবশক্তি থাকা যে যুক্তিযুক্ত, তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন, "On Physiological grounds some power which operates from above may be reasonably postulated." *The Brain and its use. Cornhill Magazine, Vol. V.* p. 42, 'মস্তিষ্ক ও স্বতন্ত্র জীব' দ্রষ্টব্য।

নিষ্পন্ন হয়। পেশী দুই প্রকার—striped বা এড়ো দাগযুক্ত এবং unstriped বা ঐ-দাগশূন্য। সমস্ত রেখাযুক্ত পেশীই স্বেচ্ছাধীন (হৃৎপিণ্ডস্থ অল্প পেশী সবেখের ন্যায় হইলেও স্বেচ্ছাধীন নহে)। আর অরেখ পেশী স্বতঃই চালিত হয়। পেশীসকল সংকুচিত হইয়া চেষ্টা সম্পাদন করে। পৈশিক তন্তুসকল ক্ষুদ্র ও লম্বাকৃতি-কোষ-নির্মিত।

স্নায়ুধাতু জ্ঞানের এবং দৃশ্য চেষ্টার ও অদৃশ্য ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠান। পৈশিক ক্রিয়া বা পূর্বোক্ত কোষবহুল ধাতুর ক্রিয়া বা যোজক ধাতুর ক্রিয়া—সমস্ত ক্রিয়ার স্নায়ুধাতুই মূল অথবা নিয়ামক। স্নায়ু দুই প্রকার—কোষরূপ ও তন্তুরূপ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্নায়ুতন্তুসকল লম্বাকৃতি-কোষ-নির্মিত। স্নায়বিক কোষসকল জ্ঞানাদি শক্তির উদ্ভব-স্থান এবং তন্তুসকল তাহার বাহকমাত্র, যেমন তড়িৎ-যন্ত্রের cell ও তার, সেইরূপ। স্নায়ুতন্তুসকলের ক্রিয়া দুই প্রকার—অন্তঃস্রোত এবং বহিঃস্রোত, জ্ঞানবাহী স্নায়ু সব অন্তঃস্রোত এবং চেষ্টাবাহী স্নায়ু বহিঃস্রোত। যেহেতু জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে অভ্যন্তরে নীত হয়, এবং ইচ্ছা (চেষ্টাহেতু) অন্তরে উত্থিত হয়, পরে বাহিরে হস্তাদিতে আসে। এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহাতে স্ফুটজ্ঞান না হইলেও তাহা অন্তঃস্রোত। সেইরূপ কতকগুলি ক্রিয়াতে দৃশ্যমান চেষ্টা না থাকিলেও তাহারা বহিঃস্রোত। এই শেষজাতীয় স্নায়ু সমনয়নকারী ও অপনয়নকারী কোষের নিয়ামক। মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুই (spinal chord) স্নায়ুসকলের মূলস্থান। তথা হইতে শাখা-প্রশাখাসকল নির্গত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় আদিতে গিয়াছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, স্নায়ুকোষসকল স্নায়বিক শক্তির উদ্ভব ও বিলয় স্থান। স্নায়ুকোষসকল তিন প্রধান কেন্দ্র-স্থানে অবস্থিত। মস্তিষ্কের উপরিভাগ আচ্ছাদিত করিয়া যে ধূসর স্তর আছে তাহা প্রথম, উহা চিত্তস্থান বা চিন্তাকেন্দ্র। দ্বিতীয় কেন্দ্র মস্তিষ্কনিম্নে, ইহাকে basal ganglion বলে, এখান হইতে জ্ঞাননাড়ীগণ উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাকেই জ্ঞানকেন্দ্র বা sensorium বলা যায়।

তৃতীয় কেন্দ্র মেরুরজ্জুর অভ্যন্তরে আগাগোড়া লম্বিত কোষস্তর। স্নায়ুকোষের ও স্নায়ুতন্তুর তিন প্রকার প্রধান মিলন-ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা—

১ম। মধ্যে কোষ এবং তাহা দুই প্রকার তন্তুর সহিত মিলিত, একটি অন্তঃস্রোত ও একটি বহিঃস্রোত।

(১) চিত্রের ১ এইরূপ। ইহার দ্বারা সহজ প্রতিফলিত ক্রিয়া (reflex action) সিদ্ধ হয়। প্রতিফলিত ক্রিয়াতে একটি অন্তঃ-স্রোত ও একটি বহিঃস্রোত স্নায়বিক ক্রিয়ার প্রয়োজন। স্পৃষ্ট হইলে অঙ্গ সরাইয়া লওয়া একটি প্রতিফলিত ক্রিয়া।

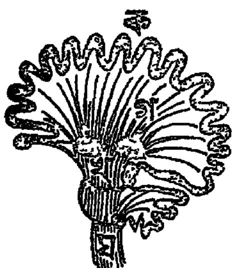


(১) চিত্র
(Dr Draper's Physiology হইতে উদ্ধৃত)

২য়। এই প্রকারেতে একটি কেন্দ্রের সহিত আর একটি কেন্দ্র সংযুক্ত থাকে। (১) চিত্রের ২ এইরূপ। ইহাতে প্রথম কোষে সমাগত ক্রিয়ার কতক অংশ দ্বিতীয় কেন্দ্রে যাইয়া সঞ্চিত হয়। জ্ঞানকেন্দ্র ও চিত্তকেন্দ্র ইহার উদাহরণ। মনে কর, একটি বৃক্ষ দেখিলে। চক্ষু হইতে রূপজ

ক্রিয়া বাহিত হইয়া জ্ঞানস্থানে গেল, তথা হইতে আবার চিত্তস্থানে গেল, যাহাতে তুমি চক্ষু বুজিয়াও সেই বৃক্ষ চিন্তা করিতে পার। মেরুকেন্দ্র ও জ্ঞানকেন্দ্র মিলিয়াও এইরূপ হয়।*

৩য়। এই মিলন প্রকারে মেরুকেন্দ্র, জ্ঞানকেন্দ্র ও চিত্তকেন্দ্রের একত্র মিলন দেখা যায়। ইহার মধ্যস্থ কেন্দ্র দুইটি করিয়া দেখান হইয়াছে, একটি জ্ঞানের ও একটি চেষ্টার। (১) চিত্রের ৩ এইরূপ মিলন। ক চিত্তকেন্দ্র, খ জ্ঞান ও কর্মকেন্দ্র, গ মেরুরজ্জুস্থিত উপকেন্দ্র। মস্তিষ্কের উপরিভাগে চিত্তকেন্দ্র এবং নিম্নে জ্ঞানকেন্দ্র বলা হইয়াছে, তেমনি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (cerebellum) কর্মের প্রধানকেন্দ্র এবং গ্রন্থিস্থান বা medulla প্রাণের প্রধান কেন্দ্র। "It (M. oblongata) contains centres which regulate deglutition, vomiting, the secrétion of saliva, sweat etc., respiration, the heart's movements and the vasomotor nerves" (*Kirke's physiology, p. 615*). অর্থাৎ গ্রন্থিস্থান গেলা, বমন, লালা-ঘর্মাদিনিস্যন্দন, শ্বাস, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া—ইহাদের এবং ধমনীর ও শিরার স্নায়ুসকলের কেন্দ্র-স্বরূপ। (২) চিত্রে ইহা বেশ বুঝা যাইবে, ইহা মস্তিষ্কের পরিলেখ। কৃষ্ণাংশসকল স্নায়ুকোষের সংঘাত বা grey matter, রেখাসকল স্নায়ুতন্তু। ক মস্তিষ্কের আচ্ছাদক কোষস্তর বা cortical grey matter, খ নিম্নস্থ কোষ-সংঘাত (basal ganglia), একটি corpus striatum ও অন্যটি (পশ্চাৎস্থ) optic thalamus, গ উভয় কেন্দ্রের সংযোজক স্নায়ুতন্তু (corona radiata-fibres); ঘ গ্রন্থিস্থান বা medulla, ক চিত্তকেন্দ্র, খ জ্ঞানকেন্দ্র (জ্ঞান-স্নায়ুসকলের উদ্ভবস্থান)। গ ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দক্ষিণ পার্শ্বে নিম্নে বহির্গত রহিয়াছে। তাহা প্রধানতঃ কর্মকেন্দ্র। ঘ প্রাণকেন্দ্র। মস্তিষ্কের নিম্নস্থ কোষসংঘাতে কতক কতক চেষ্টাকেন্দ্রও অবস্থিত আছে।



(২) চিত্র
The Brain and its use Cornhill Magazine Vol V, p 411)

মধ্যে কেন্দ্ররূপ ধূসর কোষপুঞ্জ এবং বাহিরে অন্তঃস্রোত ও বহিঃস্রোত স্নায়ুতন্তুর দ্বারা মেরুরজ্জু নির্মিত। সেই স্নায়ুতন্তুসকল গুচ্ছাকারে পৃষ্ঠবংশের ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া শারীর যন্ত্রসকলে গিয়াছে। তাহার অভ্যন্তরস্থ ধূসরাংশ কোষ এবং কোষযোজক স্নায়ুতন্তুর (intracentral fibres) দ্বারা নির্মিত।

জ্ঞান ও চেষ্টা ব্যতীত যে সকল স্নায়ু-দ্বারা শরীরযন্ত্রসকলের ক্রিয়া স্বতঃ অথবা অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হয় তাহাদের মূলকেন্দ্র medulla oblongata বলা হইয়াছে। মেরুরজ্জু মস্তিষ্কনিম্নে যে স্থূল হইয়া মিশিয়াছে সেই স্থূল ভাগের নামই মেডালা অবলংগেটা, (২) চিত্রে ঘ চিহ্নিত অংশ।

শরীরের স্বতঃক্রিয়ার তিন প্রকার প্রধান যন্ত্র আছে: (১) আহার্য যন্ত্র; (২) মলাপনয়ন যন্ত্র, (৩) রসরক্ত-সঞ্চালন যন্ত্র। অন্ননালীই (মুখ হইতে গুহ্য পর্যন্ত) প্রধানতঃ আহার্য যন্ত্র। উহার ত্বকে যে এপিথেলিয়ম-নামক কোষস্তর আছে, তত্রত্য কোষসকলের অধিকাংশের ক্রিয়াই

* ইহা পরিলেখমাত্র (diagram)। এই চিত্রে যে স্নায়ুকেন্দ্র দেখান হইয়াছে প্রকৃত স্থলে তাহাতে এক কোষ না থাকিয়া বহুকোষ থাকিতে পারে।

আহার্যকে সমনয়ন করা। যকৃতাদি নানাপ্রকার গ্রন্থি (gland)-যুক্ত যন্ত্র, যাহারা অন্ননালীর সহিত সম্বন্ধ, সমনয়ন করাই প্রধানতঃ তাহাদের কার্য। শ্বাসযন্ত্রও একপ্রকার আহার্য-যন্ত্র।

মূত্রকোষ ও ঘর্মগ্রন্থিসকল মলাপনয়ন যন্ত্রের প্রধান। উহাদের এপিথেলিয়মস্থ কোষের প্রধান কার্য দেহক্লেদ অপনয়ন করা। এই জাতীয় কোষসকল (excretory) প্রায়শঃ দ্রব্যকে পরিবর্তিত না করিয়া পৃথক্ করে।

সঞ্চালন-যন্ত্রের মধ্যে হৃৎপিণ্ড প্রধান। তাহার সংকোচ (systole) এবং প্রসার (diastole) দ্বারা ধমনীতে ও শিরামার্গে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া সর্ব শরীরে যায়। রসমার্গসকল (lymphatic system) শোণিতমার্গের সহিত সম্বদ্ধ। শরীরের প্রত্যেক ধাতু রসের (lymph) দ্বারা পুষ্ট হয়। রস শোণিত হইতে নাড়ীগাত্রস্থ কোষের দ্বারা নিস্যন্দিত হয়। রসবহা নাড়ীর গাত্রস্থ কোষসকল স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি সকল ধাতুকে স্ব স্ব উপাদান প্রদান করে, আবার তাহাদের ক্লেদও বিশেষ প্রকার কোষের দ্বারা রসে ত্যক্ত হয়। রস হইতে তাহা রক্তে আসে, পরে মূত্রাদিরূপে পৃথক্ হয়। অতএব সঞ্চালন-যন্ত্রের চালনক্রিয়ার সহিত সমনয়ন ও অপনয়ন ক্রিয়াও হয়। চালনক্রিয়া পূর্বোক্ত অবেশ পেশীর দ্বারা সিদ্ধ হয়, এবং সমনয়ন ও অপনয়ন নাড়ীগাত্রস্থ যথাযোগ্য কোষের দ্বারা সিদ্ধ হয়। আভ্যন্তরিক এই নাড়ীগাত্রস্থ কোষময় ঝিল্লীকে endothelium বলে।

অতঃপর সমস্ত শরীর-ক্রিয়া একত্র করিয়া দেখা যাক। প্রথমতঃ দেখা যায়, শরীরের সর্বযন্ত্রস্থ একজাতীয় কোষ ও তাহাদের প্রেরক স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্র আছে, যাহাদের কার্য দেহোপাদান নির্মাণ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, আর একজাতীয় কোষ ও তাহাদের স্নায়ু এবং স্নায়ুকেন্দ্র আছে যাহাদের কার্য দেহের ক্লেদ অপনয়ন করা। তৃতীয়তঃ, একজাতীয় সকেন্দ্র স্নায়ু ও তাহাদের অগ্রস্থ পেশী (পেশীও এক প্রকার কোষ) আছে, যাহাদের কার্য চালন করা, ইহারা দুই প্রকার—স্বেচ্ছাধীন ও স্বতঃচালনশীল।

চতুর্থতঃ, একপ্রকার সকেন্দ্র স্নায়ু ও তাহাদের গ্রাহকাগ্র * আছে, যাহারা বোধ উৎপাদন করে। ইহাও দুই প্রকার—একপ্রকার বোধ আছে, যাহা বাহ্য কোন হেতুতে (শব্দ-স্পর্শাদিতে) উদ্ভূত হয়। আর একপ্রকার সাধারণতঃ অস্ফুট বোধ আছে, যাহা শারীর ধাতু সম্বন্ধীয়। তাহার স্নায়ু সকল শারীর ধাতুর অভ্যন্তরে নিবিষ্ট (§ ৭ দ্রষ্টব্য)। ইহার দ্বারা পৈশিক ক্লান্তিবোধ, পূর্বোক্ত চাপবোধ প্রভৃতি হয়, এবং অত্যুদ্রিক্ত (overstimulated) হইলে পীড়াবোধ হয়। পূর্বোক্ত বাহ্যোদ্ভব বোধের তিন অঙ্গ :—

১। শব্দ, তাপ, রূপ, রস ও গন্ধ-বোধ (জ্ঞানেন্দ্রিয়স্থ)।

২। আশ্লেষবোধ বা tactile sense (কর্মেন্দ্রিয়স্থ)।

৩। ক্ষুধা, তৃষ্ণা (কণ্ঠ ও পাকাশয়ের স্বাচবোধ), শ্বাসেচ্ছা প্রভৃতি বোধ যাহা দেহধারণকার্যের (organic life-এর) সহায় হয়।

অন্ননালী ও শ্বাসবায়ুর মার্গ প্রকৃত প্রস্তাবে শরীরের বাহ্য। তাহাদের গাত্রস্থ অন্তস্ত্বক্ হইতে উদ্ভূত, বাহ্য আহার্য-সম্বন্ধীয় বোধও বাহ্যোদ্ভব বলিয়া গণিত হইল।

* চক্ষুরাদিগত জ্ঞানবাহক স্নায়ুতন্তুসকল কেবল জ্ঞানহেতু স্নায়বিক ক্রিয়াবিশেষকে (impulse) বহন করে মাত্র; তাহা উদ্ভাবিত করিতে পারে না। যাহাতে বাহ্য কারণে সেই ক্রিয়াবিশেষ উদ্ভূত হয়, তাহাই গ্রাহকাগ্র বা receiving nerve-ending. চক্ষুস্থ রেটিনার rods and cones ইহার উদাহরণ।

পঞ্চমতঃ, কতকগুলি স্নায়ুকোষ ও তন্তু আছে, যাহারা চিত্তের অধিষ্ঠান এবং ইচ্ছাদি চিত্ত-ক্রিয়ার বাহক। অন্যান্য সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্র চিত্তালয়-কোষসকলের সহিত সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মানসিক দুশ্চিন্তার পরিপাক শক্তির গোলযোগ ইহার উদাহরণ।

মস্তিষ্কের আচ্ছাদক কোষস্তরই চিত্তের অধিষ্ঠান। তদুত্থিত মানস ক্রিয়া পূর্বোক্ত corona radiata স্নায়ুতন্তুর দ্বারা বাহিত হইয়া নিম্নস্থ জ্ঞানকেন্দ্রে (sensorium-এ), কর্মকেন্দ্রে (cerebellum, যাহার অভাবে কর্মসকলের সামঞ্জস্য বা co-ordination থাকে না) ও প্রাণকেন্দ্রে (M. oblongata ও তৎসংলগ্ন স্থান, যেখান হইতে nerves of organic life উঠিয়াছে) আসে। তেমনি ঐ ঐ কেন্দ্রস্থ ক্রিয়াও বাহিত হইয়া তথায় যায়।

আরও একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। পূর্বে বলা হইয়াছে, স্নায়ুতন্তুসকল জ্ঞানাদি-ক্রিয়ার বাহকমাত্র, ক্রিয়ার উদ্ভাবক নহে। রূপাদি বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য জ্ঞান-স্নায়ুতন্তুসকলের এক এক প্রকার গ্রাহকাগ্র (nerve-ending) আছে। তাহা কোথাও কোষের ন্যায়, কোথাও বা সূক্ষ্ম তন্তুজালের ন্যায়। তথায় বাহ্য বিষয়ের দ্বারা বোধহেতু স্নায়বিক ক্রিয়াবিশেষ (impulse) উদ্ভূত হইয়া স্নায়ুতন্তু দিয়া বাহিত হইয়া জ্ঞানস্থানে যায়। সেইরূপ অভ্যন্তরের চেষ্টাকেন্দ্র-স্নায়ুকোষেও চেষ্টামূল ক্রিয়া উদ্ভূত হইয়া চালক স্নায়ুতন্তুদ্বারা বাহিত হইয়া পেশীর ভিতরে আসে। তথায়ও স্নায়ুসকলের বিশেষ একপ্রকার অগ্রভাগ (end plates) দেখা যায়, যদ্দ্বারা স্নায়বিক ক্রিয়া পেশীতে সংক্রান্ত হয়।

বাহ্যজ্ঞানের পঞ্চ প্রধান প্রণালী জ্ঞানেন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসা)। শব্দ, শীতোষ্ণ, রূপ, রস ও গন্ধ তাহাদের বিষয়। তন্মধ্যে আদ্যত্রয় প্রধানতঃ physical action বা প্রাকৃতিক ক্রিয়া হইতে হয়, রস রাসায়নিক ক্রিয়া (chemical action) এবং গন্ধ সূক্ষ্ম চূর্ণের সম্পর্ক বা mechanical action হইতে উদ্ভূত হয়। "* * the substances acting in some way or other by virtue of their chemical constitution on the endings of the gustatory fibres." *Foster's Physiology, p. 1514.* "We may assume the sensory impulses are originated by the contact of odoriferous particles with the free endings of the rod cells." *Ibid., p 1504.*

আমরা পূর্ব প্রকরণে দর্শনশাস্ত্রোক্ত জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণশক্তি (অর্থাৎ animal life and organic life) বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছি। সেই প্রবন্ধ হইতে এবং পশ্চাৎস্থ পরিলেখ (diagram) হইতে উহাদের স্থান ও বিভাগ-জ্ঞান সুস্পষ্ট হইবে।

শরীরের সংহতধাতুস্থিত প্রত্যেক কোষের বা দেহাণুর সহিত প্রাণীর বা জীবের সম্বন্ধ। কোষসকলের মর্মস্থান অধিকারপূর্বক জৈবশক্তি তাহাদিগকে জ্ঞানাদির আয়তনরূপে সন্নিবেশিত করে। কোষসকল স্বতন্ত্র প্রাণী, কিন্তু তাহারা দেহীর শক্তিবশে সজ্জিত হইয়া দেহ ও দেহকার্য করে। তাহারা স্বতন্ত্র প্রাণী বলিয়া দেহীর সহিত বিযুক্ত হইলেও কোন কোন স্থলে জীবিত থাকিতে পারে। প্রত্যেকজাতীয় কোষ নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে জৈবশক্তির দ্বারা প্রযোজিত হইয়া আপনার যথাযোগ্য কার্য সাধন করে। অবশ্য শরীরে স্বতন্ত্র এমন অনেক এককোষিক প্রাণী আছে, যাহারা শরীরী জীবের অধীন নহে। যেমন অন্ত্রস্থ ব্যাক্টিরিয়া (bacteria) প্রভৃতি। সেইজাতীয় কোন কোন প্রাণী শরীরের উপকার সাধন করে, আর কোন কোন প্রাণী অপকার করে। তাহারা শরীরের অংশ নহে, অতিথিমাত্র।

শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হৃৎপিণ্ডের (যেমন ভেকের) চলন প্রভৃতি উপরি উক্ত কারণেই ঘটে। তবে হৃৎপিণ্ডের যে ক্রিয়া তাহা যান্ত্রিক ক্রিয়া, শুধু কোষের নহে, সুতরাং উহার উপরিস্থ এক নিয়ন্ত্রয়িতা আবশ্যক। জীবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ হয়, অতএব কর্মবাদ অনুসারে ('কর্মপ্রকরণ' দ্রষ্টব্য) যতদিন ভেকের হৃৎপিণ্ড কৃত্রিম উপায়ে চালান যাইবে ততদিন ভেকের সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটিবে না। লবণ ও অন্য পোষক দ্রব্যমিশ্রিত জল তখন রক্তের কার্য আংশিকভাবে করে, তদ্দ্বারাই পেশী আদির ক্ষয়ের কথঞ্চিৎ পূরণ হইতে থাকে। ফলতঃ তখন ভেকের অন্য শক্তি অভিভূত হইয়া যায় এবং কেবল হৃৎপিণ্ডের চালনশক্তি ব্যক্ত থাকে।

অনেক জন্তু যথা—শৈত্যে ভেক, hedgehog, marmot প্রভৃতি এবং গ্রীষ্মে শুষ্ক পঙ্কে মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতি দীর্ঘকাল শ্বাস-প্রশ্বাসশূন্য রুদ্ধপ্রাণ হইয়া (hibernation অথবা aestivation অবস্থায়) থাকে। সে ক্ষেত্রেও তাহাদের দেহের যন্ত্রসকল নিষ্ক্রিয় থাকে এবং শরীরের কোষসকল স্তম্ভিতপ্রাণ হইয়া জীবিত থাকে। ইহাতে এবং হঠযোগের দ্বারা মনুষ্যের দীর্ঘকাল রুদ্ধপ্রাণ হইয়া থাকার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতেও শরীরের যন্ত্র এবং কোষসকল উক্তরূপ অবস্থায় থাকে বুঝিতে হইবে।

(৩) চিত্র

শ্বেতস্থান=সাত্ত্বিক, কৃষ্ণস্থান=তামস ও তরঙ্গায়িত রেখা=রাজস। এই নিদর্শনত্রয়ের যথাযোগ্য মিলন করিয়া পঞ্চবিধ চৈত্তিক ক্রিয়া বা চিত্তের জ্ঞানবৃত্তি দর্শিত হইয়াছে। চিত্তের প্রবৃত্তি ও স্থিতি বৃত্তিসকলও ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' দ্রষ্টব্য) ঐরূপ বুঝিতে হইবে। উহাদেরও অধিষ্ঠান মস্তিষ্কের উপরিস্থ ধূসর অংশ বা cerebral cortex।

(৩) চিত্রের ব্যাখ্যা:—১। বিজ্ঞানরূপ চিত্তের অধিষ্ঠান (মস্তিষ্কের উপরিস্থ ধূসরাংশ) এখানে পঞ্চ প্রকার চৈত্তিক ক্রিয়া হয়, তাহারা যথা—(১) প্রমাণ, চিত্রে ইহা অল্পচাঞ্চল্যব্যঞ্জক তরঙ্গায়িত-রেখাপুটিত শ্বেতস্থানের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, যেহেতু ইহা সাত্ত্বিক। (২) স্মৃতি সাত্ত্বিক-রাজস, ইহা অধিকতর চাঞ্চল্যব্যঞ্জক তরঙ্গায়িত-রেখানিবদ্ধ শ্বেতস্থানের দ্বারা প্রদর্শিত। (৩) প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান রাজস, ইহা অত্যধিক চাঞ্চল্যব্যঞ্জক রেখার দ্বারা প্রদর্শিত। (৪) বিকল্প রাজস-তামস, কৃষ্ণস্থান ও বৃহৎতরঙ্গযুক্ত রেখার দ্বারা প্রদর্শিত। (৫) বিপর্যয় তামস, ইহা কৃষ্ণস্থান ও অত্যল্পচাঞ্চল্য-ব্যঞ্জক রেখার দ্বারা প্রদর্শিত। চিত্তাধিষ্ঠান-স্নায়ুকোষসকল পরস্পর সম্বদ্ধ, তাহা শৃঙ্খলাকার রেখার

দ্বারা প্রদর্শিত। চিত্তবৃত্তিসকলের প্রত্যেকের অধিষ্ঠানভূত পৃথক্ পৃথক্ স্নায়ুকোষপুঞ্জ না থাকিতে পারে, তবে পঞ্চবৃত্তিরূপ পঞ্চক্রিয়ার উহা অধিষ্ঠান বুঝিতে হইবে।

২। চিত্তবহা স্নায়ু (পূর্বোক্ত corona radiata nerves), ইহারা চিত্তালয় ও ৩।৪।৫ বা যথাক্রমে জ্ঞানকেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র ও প্রাণকেন্দ্র এই তিন কেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধকারক। কেন্দ্রত্রয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

৬। জ্ঞানকেন্দ্র হইতে পঞ্চ প্রকার বাহ্যজ্ঞানবাহক (auditory, thermal, optic, gustatory, olfactory) স্নায়ু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে গিয়াছে।

৭। কর্মকেন্দ্র হইতে (প্রকৃত স্থলে প্রায়শঃ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সবেগ পেশীতে প্রধানতঃ চালক স্নায়ু গিয়াছে।

৮। ইহাতে প্রাণকেন্দ্র হইতে পঞ্চপ্রাণের মুখ্যস্থানে যে স্নায়ুসকল গিয়াছে, তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহারা পঞ্চ প্রকার। এই পঞ্চ প্রকার স্নায়ু ও তাহাদের গন্তব্য যন্ত্র যথা :—

(১) বাহ্যসম্বন্ধী শরীরধারণানুকূল বোধ-স্নায়ুসকল অর্থাৎ sensory nerves in the lining of the lungs, pharynx, stomach etc. that respond to outside influence and are connected with organic life.

(২) শারীরধাতুগত-বোধবাহক স্নায়ু অর্থাৎ sensory nerves that end among the tissues and help organic life in various ways.

(৩) স্বতঃসঞ্চালনশীল স্নায়ু ও পেশী অর্থাৎ involuntary motor nerves and plain muscles.

(৪) অপনয়ন-কোষ ও তাহাদের স্নায়ু অর্থাৎ excretory organs and their nerves.

(৫) সমনয়ন কোষসকল ও তাহাদের স্নায়ু অর্থাৎ secretory cells (in the widest sense) and their nerves.

চিত্রে কর্মেন্দ্রিয়ের ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রধানাংশমাত্র দর্শিত হইয়াছে। কর্মেন্দ্রিয়গত বোধাংশ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গত চেষ্টাংশ জটিলতাভয়ে প্রদর্শিত হয় নাই।

পঞ্চপ্রাণ হইতে এক একটি রেখা একত্র মিলিত হইয়া কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চিত্তাধিষ্ঠান মস্তিষ্কে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহার দ্বারা প্রাণসকল ঐ ঐ শক্তির বশগ হইয়া তাহাদের অধিষ্ঠান নির্মাণ করে, তাহা দেখান হইয়াছে। এই পঞ্চ প্রকারের দেহধারণ-শক্তিই প্রাণশক্তি, আর ইহাদের অধিষ্ঠানদ্রব্যের দ্বারাই সমস্ত শরীর রচিত।

প্রাণীর উৎপত্তি

স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ-গ্রহণের পূর্বে জীব যে ভাবে থাকে, তাহাই সূক্ষ্মবীজভাব। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম আতিবাহিক শরীর-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ অবস্থা হয়, তাহা বুঝিলে এ বিষয়ের ধারণা হইতে পারে। যোগভাষ্যে আছে (২।১৩), যে এক জীবনে কৃত কর্মের অধিকাংশ সংস্কার পূর্ব-পূর্ব-জন্মার্জিত উপযুক্ত কর্মসংস্কারের সহিত মিলিত হইয়া ঠিক মৃত্যুকালে 'যেন যুগপৎ এক প্রযত্নে মিলিত হইয়া' উদিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারের নাম কর্মাশয়, তাহা হইতে যথোপযুক্ত শরীর-গ্রহণ হয়, অর্থাৎ

করণসকল বিকশিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারভাবই সূক্ষ্মবীজ-জীব। স্থূলশরীর-গ্রহণের সময়ও সেইরূপ সূক্ষ্মবীজরূপ পূর্বাবস্থা হয়। প্রেতশরীরসকল চিত্তপ্রধান, তাহাদের ভোগকাল জাগরণ-স্বরূপ, তজ্জন্য দেবগণের একনাম অস্বপ্ন, সেই জাগরণের পর গুণবৃত্তির পর্যায়ক্রমে নিদ্রা আসে, তখন চিত্তের জাড্যসহ তাহাদের শরীরও লীন হয়, (কারণ, তাহাদের শরীর চিত্তপ্রধান) নিদ্রার পূর্বে তাহাদেরও কর্মসংস্কার পিণ্ডীভূত হইয়া উদিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কার-পূর্বক তমোভিভূত, লীনকরণ প্রেতশরীরিগণ যে ভাবে থাকে তাহাও গ্রন্থোক্ত সূক্ষ্মবীজ-ভাব। তাদৃশ তমোভিভূত, সূক্ষ্মবীজ-জীবগণ স্বপ্রকৃতি-অনুসারে আকৃষ্ট হইয়া যথোপযোগী লোকে যায়। তথায় পুনশ্চ আকৃষ্ট হইয়া প্রধান জনকের হৃদয়ে (আধ্যাত্মিক মর্মে) যায়, পরে স্বোপযোগী ক্ষেত্র (জনক বা জননীর শরীরাংশভূত) -কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার মর্মাধিকার করতঃ পূর্ণ স্থূলশরীররূপে বিকশিত হয়। সেই সূক্ষ্মবীজ-জীবগণ স্বকীয় বিপাকোন্মুখ কর্মসংস্কারের বৈচিত্র্যহেতু বিচিত্র প্রকৃতির, সুতরাং বিচিত্র-শরীর-গ্রহণোপযোগী হয়। সর্গাদিতে জীবগণ প্রথমে উক্ত প্রকার সূক্ষ্মবীজভাবে অভিব্যক্ত হয়। পরে সূক্ষ্ম লোকে ঔপপাদিক শরীরিগণ প্রাদুর্ভূত হয়। স্থূল লোকের উদ্ভিজ্জাদি প্রাণিগণ যদিচ সাধারণতঃ ঔপপাদিক নহে, তথাচ আদিম নিমিত্ত (উপাদানের প্রাচুর্য ও তাপাদি-হেতু সকলের অত্যুপ-যোগিতা)-হেতু ঔপপাদিকরূপে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। পরে আদিম নিমিত্তসকলের উপযোগিতা হ্রাস হইলে তাহারা কেবলমাত্র জনক-সৃষ্ট বীজ হইতে উৎপন্ন হইতে থাকে, কেহ কেহ বা প্রতিকূল নিমিত্ত-বশে লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডের আত্মভূত হিরণ্যগর্ভদেবের বা সগুণ ব্রহ্মের ঐশ্বর্যসংস্কার আদিম জীবাভিব্যক্তির অন্যতর নিমিত্ত।

'সাংখ্যতত্ত্বালোকে' উদ্ধৃত (§ ৭০) সৃষ্টিবিষয়ক সাংখ্যস্মৃতি হইতে পাঠক দেখিবেন যে, পূর্বে আগ্নেয় ভাব, পরে তারল্য ও পরে কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া ভূর্লোক স্থূলপ্রাণীর নিবাসস্থল হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভূবিদ্যারও মত ইহার অনুরূপ। ভূর্লোকের প্রাণিধারণের উপযোগিতা হইলে আদিতে ঔপপাদিক-জন্মক্রমে প্রাণীসকল প্রাদুর্ভূত হয়। (এ বিষয়ে 'কর্মতত্ত্ব'-নামক পৃথক্ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। পাশ্চাত্যগণের (evolution) অভিব্যক্তিবাদের সহিত এ বিষয়ের যে ভেদ ও সাম্য আছে, তাহার বিচার করিয়া দেখান যাইতেছে। শাস্ত্রমতে যেমন প্রাণীর জন্ম দুই প্রকার অর্থাৎ ঔপপাদিক ও মাতাপিতৃজ বা প্রাণিজ, পাশ্চাত্য মতেও তাহা স্বীকৃত। প্রথমের নাম abiogenesis ও দ্বিতীয়ের নাম biogenesis। যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন বর্তমানে ঔপপাদিক জন্ম বা abiogenesis-এর উদাহরণ পাওয়া যায় না, [অধুনা এ মত পরিবর্তিত হইতেছে। প্রকাশক] তথাপি আদিতে তাহা স্বীকার্য বলেন। Huxley বলিয়াছেন—"If the hypothesis of evolution is true, living matter must have arisen from non-living matter, for by the hypothesis the condition of the globe was at one time such that living matter could not have existed in it * * But living matter once originated, there is no necessity for further origination" প্রাণিসম্ভব জন্ম বা biogenesis পুনশ্চ দুই প্রকার, agamogenesis বা একজনকসম্ভব জন্ম এবং gamogenesis বা উভয়জনক (পুং-স্ত্রী)-সম্ভব জন্ম। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিজ্জাদি প্রাণীতে agamogenesis সাধারণ নিয়ম এবং উচ্চশ্রেণীর প্রাণীতে gamogenesis সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের মতে আদিতে ঔপপাদিক-জন্মক্রমে বা এককোষাত্মক বা protozoa শ্রেণীর প্রাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া কোটি কোটি বৎসরে বিকাশক্রমে মানবজাতি উৎপাদন

করে। ডারউইন-প্রবর্তিত এই মতের প্রমাণ-স্বরূপ পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর লুপ্ত ও অলুপ্ত প্রাণিগণের যে ক্রম দেখা যায়, তাহা নিম্ন হইতে উচ্চ পর্যন্ত পর পর অল্পাল্প-ভেদ-সম্পন্ন অর্থাৎ সর্বনিম্ন প্রাণী প্রথমে উদ্ভূত হইয়া বাহ্যনিমিত্তবশে কিছু পরিবর্তিত এক উন্নত জাতিতে উপনীত হয়, এইরূপে ক্রমশঃ সর্বোচ্চ মানবজাতি হইয়াছে। প্রাণিগণের ঐ প্রকার ক্রম দেখিয়া ঐ বাদিগণ ঐ নিয়ম গ্রহণ করেন। শুধু পৃথিবীর স্থিতিকাল লইয়া বিচার করিলে ঐ বাদ কতক সঙ্গত বোধ হয় বটে, কিন্তু দার্শনিকগণ, যাঁহারা অনাদিসিদ্ধ কার্য-কারণ লইয়া বিচার করেন, তাঁহাদিগকে আরও উচ্চ দিকের বিচার করিতে হয়। বস্তুতঃ অভিব্যক্তিবাদের এ পর্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, অর্থাৎ একজাতীয় প্রাণী যে বাহ্যনিমিত্তবশে অন্যজাতীয় হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

বস্তুতঃ প্রাণীর জাতিসকল স্বকারণের অনাদি-সংযোগে অনাদি-বর্তমান পদার্থ। গুণবিকাশের তারতম্যানুসারে প্রাণীসকলের অসংখ্য ভেদ ও ক্রম হয়। শরীরধারণের মূল হেতু শরীর নহে, জীবেই শরীর-গ্রহণের মূলবীজ বর্তমান। জৈবকরণস্থ গুণবিকাশের তারতম্যানুসারে জীবের সমস্তপ্রকার শরীরগ্রহণ হইতে পারে। উচ্চবিকাশের হেতু থাকিলে, উপভোগশরীরী জীব ('কর্মতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য) ভোগক্ষয়ে উচ্চজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। সেইরূপ শরীর অবনতও হইতে পারে। ইহাই কর্মতত্ত্বের 'অভিব্যক্তিবাদ'। একজাতীয় প্রাণীর শরীর পরিবর্তিত হইয়া অন্যজাতীয় শরীরের উৎপাদন কোন কোন স্থলে সম্ভব হইলেও তাহা সাধারণ নহে। ঔপপাদিকজন্ম-ক্রমে সর্বনিম্নের ন্যায় উচ্চজাতীয় শরীরও আদিতে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। তাহাতে অবশ্য আদৌ উদ্ভিজ্জাতি, পরে উদ্ভিজ্জীবী ও পরে আমিষাশী জাতির উদ্ভব স্বীকার্য। প্রজাপতির মানস-সম্বন্ধীয় জন্মও শাস্ত্র এবং যুক্তিসঙ্গত, তদ্দ্বারা মানবজাতির আদিম অংশ উৎপন্ন হইয়াছে ইহা শাস্ত্রসম্মত। পৃথিবীর প্রাচীন অবস্থায় এইরূপ উপযোগিতা ছিল, যাহাতে মৃত্তিকাদি অজৈব পদার্থ হইতে উদ্ভিজ্জ প্রাণী সম্ভূত হইয়াছিল। তাহা সম্ভবপর হইলে, তদ্বীজ গ্রহণ করিয়া নানাজাতীয় উচ্চপ্রাণী যে একদা উদ্ভূত হইতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে।

পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, উদ্ভিদে প্রাণের অতিপ্রাবল্য, পশু জাতিতে নিম্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কোন কোন কর্মেন্দ্রিয়ের প্রবল বিকাশ। আরও, উপভোগশরীরী জাতির এক লক্ষণ এই যে, তাহাদের কতকগুলি করণের অতিবিকাশ এবং কতকগুলির মোটেই বিকাশ থাকে না। প্রাণীদের মধ্যে যাহাদের প্রাণ ও নিম্নদিকের কর্মেন্দ্রিয়ের (জননেন্দ্রিয়ের) অতিবিকাশ, তাহারা একাকীই সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। যেমন gemmiparous, fissiparous প্রভৃতি জাতি। মধুমক্ষিকার রাজ্ঞী প্রতি ঘণ্টায় বহু অণ্ড প্রসব করে, অতএব তাহার জননেন্দ্রিয় খুব বিকশিত বলিতে হইবে। তজ্জন্য মধুকর-রাজ্ঞী পুংবীজ ব্যতিরেকেও সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। এই জননকে parthenogenesis বলে। এইরূপ অনেক নিম্নপ্রাণী আছে, যাহাদের সমুদায় করণশক্তি দেহধারণাদি নিম্নকার্যেই পর্যবসিত, তাহারা একাকী বা সঙ্গত হইয়া উভয় প্রকারে সন্তান উৎপাদন করে। উচ্চপ্রাণি-জাতিতে উচ্চ উচ্চ করণসকল অনেক বিকশিত, তাহাদের সমস্ত শক্তি দেহধারণমাত্রে পর্যবসিত নহে, তজ্জন্য তাহারা একাকী সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না, দুই ব্যক্তির (জনক-জননীর) প্রয়োজন হয়।

সত্য ও তাহার অবধারণ

লক্ষণাদি

১। পদার্থ বা নিয়ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বাক্য যথার্থ হইলে তাহাকে সত্য বলা যায়। পদার্থ-সম্বন্ধীয় বাক্য, যথা—ঘট আছে, আকাশ নীল, নিয়ম-সম্বন্ধীয় বাক্য, যথা—অগ্নি দহন করে।

যথার্থ অর্থে 'যাহা জ্ঞাত বা কথিত রূপে আছে' অথবা 'যাহা জ্ঞাত বা কথিত রূপে হইয়া থাকে'। 'সত্য পদার্থ', 'সত্য নিয়ম', 'ইহা সত্য' ইত্যাদি ব্যবহার হইতে জানা যায় যে, সত্য-শব্দ গুণবাচী বা বিশেষণ। উহার দ্বারা 'কথিতের অথবা জ্ঞাতভাবের সমানরূপে থাকা অথবা হওয়া' এই গুণ বুঝায়।

যোগভাষ্যকার সত্যের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—'সত্যং যথার্থে বাঙ্মনসে' অর্থাৎ মনের বিষয় ও বাক্যের বিষয় (অর্থ) যদি যথাভূত হয় তবে তাহা সত্য। এই লক্ষণই কিছু ভিন্নভাবে উপরে উক্ত হইয়াছে, কারণ, সত্য-সাধন ও অভিধেয় সত্য (বা উদ্দেশ্য-বিধেয়যুক্ত যথার্থ বাক্য) ঠিক এক নহে। প্রমাণসঙ্গত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।

বাক্য ও মনকে দৃষ্ট, অনুমিত অথবা শ্রুত বিষয়ের অনুরূপ করা এবং বঞ্চিত, ভ্রান্ত ও নিরর্থক (প্রতিপত্তিবন্ধ্য) বাক্য প্রয়োগ না করার নাম সত্য-সাধন। আর প্রমিত বিষয় এবং তাহার যথাবৎ অভিধান করা অভিধেয় সত্য। প্রমাণের উৎকর্ষে সত্যের উৎকর্ষ হয়।

বস্তুতঃ সত্য পদার্থ সাধারণতঃ শব্দময়-চিন্তাসাধ্য এবং তাদৃশ চিন্তার সহিত অবিনাভাবী। 'ঘট', 'নীল' প্রভৃতি পদার্থ শব্দ (নাম)-ব্যতীতও মনের দ্বারা চিন্তিত হইতে পারে, কিন্তু 'সত্য বলিতেছি যে অমুকত্র ঘট আছে' বা 'ঘট নাই' এইরূপ সত্য পদার্থ ঐ বাক্যব্যতীত (বা তাদৃশ সংকেতব্যতীত) চিন্তিত হয় না। সত্যের অভিধেয় বিষয় কেবল পদার্থ নহে, কিন্তু জ্ঞান ও বাক্যার্থ—সত্যশব্দ এই দুয়েরই বিশেষণ হইতে পারে।

সত্য পদার্থ বাক্যময় চিন্তা বলিয়া সত্য ও বোধ এক নহে। বোধ বাক্যশূন্যও হইতে পারে, যোগশাস্ত্রে তাহাকে নির্বিতর্ক ও নির্বিচার ধ্যান বলে। কিন্তু বাক্যশূন্য বোধ হইলে, তৎকালে তাহা সত্য বা মিথ্যা পদার্থের (পদের অর্থের) দ্বারা অনুবিদ্ধ হইবার যোগ্য হয় না, অর্থাৎ 'ইহা সত্য' এইরূপ ভাব হইলেই বাক্য আসিবে। আর বোধ বা জ্ঞান মিথ্যাও হইতে পারে। যথার্থ বোধকেই সত্যজ্ঞান বলা যায়, অর্থাৎ পদার্থ ও নিয়ম-সম্বন্ধীয় যথার্থ বোধ ও তাহার ভাষাই সত্য-শব্দবাচ্য। 'ব্রহ্ম সত্য' ইত্যাদি বাক্য বস্তুতঃ নিরর্থক, উহার অর্থ 'ব্রহ্ম আছেন' বা 'ব্রহ্ম নির্বিকার' এইরূপ কোন বাক্য সত্য। সত্য ও বোধ্য এক নহে, সত্য বলিলে বোধ্যের গুণ-বিশেষ বুঝায়। অযথার্থ জ্ঞান (এক বস্তুকে অন্য জ্ঞান)-বিষয়ক বাক্যের অর্থ মিথ্যা। চক্ষুর দোষে একজন দুইটা চন্দ্র দেখিল, দেখিয়া বলিল 'চন্দ্র দুইটা', ইহা মিথ্যা জ্ঞান। কিন্তু সে যদি বলিত 'দুইটা চন্দ্র দেখিতেছি' তবে তাহার বাক্য সত্য হইত। সমস্ত জ্ঞানই গ্রহণ ও গ্রাহ্য সাপেক্ষ, কিন্তু আমরা প্রায়ই গ্রহণশক্তিকে লক্ষ্য না করিয়া গ্রাহ্যবিষয়ক সত্যতা ভাষণ করি। 'ঘট আছে' ইহা সত্য হইলে 'আমি গ্রহণ ও গ্রাহ্যের অবস্থা-

বিশেষে ঘট আছে জানিয়াছি' এই বাক্যার্থই প্রকৃতপক্ষে সত্য-শব্দবাচ্য, তাহা সংক্ষেপ করিবা 'ঘট আছে' বলা যায়। একাধিক ইন্দ্রিয়েব বিষযরূপে অধিকাংশ ব্যক্তিব দ্বাবা যাহা প্রত্যক্ষ হয ও বিশুদ্ধ অনুমানেব দ্বাবা যাহা প্রমাণিত হব তাহাই সাধাবণতঃ অদুষ্ট প্রমাণ বলিবা গৃহীত হয়। তাদৃশ প্রমেয ও তদ্বিবরক বাক্য সত্যনামে অভিহিত হয়।

সত্য ও সত্তা (বা ভাব) এক নহে, কাবণ, সত্তা ও অসত্তা উভয় পদার্থই সত্যেব বিষয হইতে পাবে। 'ঘট নাই' এইরূপ বাক্যও সত্য হইতে পাবে। 'যাহার অভাব কল্পনা করিতে পারি না' তাহার নাম ভাব। ভাব ও সত্য এক পদার্থ নহে। 'যাহাব অন্যথা কল্পনা করিতে পারি না তাহা সত্য' ইহাও সত্যেব সম্যক্ লক্ষণ নহে। যাহাব অন্যথা হয না তাহার নাম অবিকাবী।

সত্যেব আব এক লক্ষণ আছে, যথা—"যদ্রূপেণ যন্ নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচবতি তৎ সত্যম্" অর্থাৎ যেরূপে যাহা নিশ্চিত হইযাছে সেইরূপেব অন্যথাভাব না হইলে তাহা সত্য। ইহাও সত্যেব সম্যক্ লক্ষণ নহে। এখানে পদার্থকে সত্য বলা হইযাছে কিন্তু জ্ঞান অথবা বাক্যই সত্য-বিশেষণেব বিশেষ্য হয। কোন দ্রব্যেব ব্যভিচাব না হইলে তাহা নির্বিকাব হইবে, সত্য হইবে না। একজনকে অন্ধ দেখিলাম, পবে দুই বৎসবান্তে তাহাব অন্যথাভাব দেখিলাম, তাহাতে কি বলিব যে সে মিথ্যা? বলিতে পাবি সে পবিণামী, নির্বিকাবতা অর্থে সত্য নহে। "বৎসাপেক্ষো যো নিশ্চযস্তৎসাপেক্ষোঽপি চেৎ স ন ব্যভিচবতি তদা স সত্যনিশ্চযঃ" এইরূপ লক্ষণ হওযা উচিত।

সাধাবণ মনুষ্যেবা বাগিন্দ্রিযেব কার্য বাক্যেব দ্বাবা চিন্তা কবিযা থাকে, কিন্তু মূক অথবা পশুবা তাহা না কবিতে পাবে, তাহাবা অন্য কর্মেন্দ্রিযেব কার্য এবং কার্যেব সংস্কাবপূর্বক চিন্তা করিতে পাবে। সাধাবণ ব্যক্তি যেরূপ বাক্যেব দ্বাবা সত্য বিষয জ্ঞাপন কবে, মূকেবা হস্তাদি চালন কবিযা সেইরূপ জ্ঞাপন কবে। শব্দ যেরূপ অর্থেব সংকেত, হস্তাদিব কার্যও সেইরূপ অর্থেব সংকেত হইতে পাবে। ঐরূপ সংকেতেব স্মৃতিব দ্বাবাও তাহাদেব চিন্তা হইতে পাবে। 'আছে' এই শব্দ এবং হস্তাদির চালনা-বিশেষ একই ভাব বুঝায। অতএব বাক্-কার্যেব ন্যায় অন্য কর্মেন্দ্রিযেব কার্যেব দ্বাবাও সত্য বুঝা সম্ভব। 'আছে' এই শব্দেব দ্বাবা আমাদেব যে অর্থবোধ হয, এড-মূকেব হস্ত-চালনাব দ্বাবা সেই অর্থবোধ হয। আমাদেব মনে যেরূপ শব্দার্থের সংকেত-সকলেব সংস্কাব আছে, এড-মূকেব হস্তাদি চালন এবং তাহাব সংকেতরূপ অর্থের সংস্কাবসকল আছে। অতএব, শব্দব্যতীত সত্য-চিন্তা হয না—ইহা সাপবাদ মুখ্য নিযম বুঝিতে হইবে।

২। যথার্থতা দ্বিবিধ—আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক, অতএব সত্যও দ্বিবিধ, আপেক্ষিক সত্য ও অনাপেক্ষিক সত্য। ('ভাস্বতী' ১।৪৩ দ্রষ্টব্য)।

সত্যেব ভেদ

৩। যাহাব অবস্থান্তব হয তদ্বিষযক সত্যে (সত্যের জ্ঞানে) কোনও বিশেষ অবস্থাব অপেক্ষা থাকে বলিবা তাহা আপেক্ষিক সত্য। 'চন্দ্র রূপাব থালার মতো' ইহা এক আপেক্ষিক সত্য। এই সত্যজ্ঞানেব জন্য দর্শক ও চন্দ্রেব নওয়া লক্ষ ক্রোশ দূবে অবস্থানরূপ অবস্থাব অপেক্ষা আছে। অন্য অবস্থায (নিকট বা দূব হইতে বা যন্ত্রাদিব দ্বাবা কিংবা অন্য কোন অবস্থায) চন্দ্র দেখিলে চন্দ্র অন্যরূপ দৃষ্ট হইবে। তাদৃশ বহুপ্রকাব চন্দ্রজ্ঞানেব কোনটাও অসত্য নহে। ঠিক যেরূপ অবস্থায যাহা জ্ঞাত হয, তাহা তাদৃশ অবস্থায সেইরূপই জ্ঞাত হইবে। অতএব 'চন্দ্র রূপাব থালাব মতো', 'চন্দ্র পর্বতময', 'চন্দ্র পবমাণু-সমষ্টি'—ইহাবা সবই সত্য। এইরূপ এক এক প্রকাব জ্ঞানেব

জন্য এক এক প্রকার অবস্থার অপেক্ষা থাকে বলিয়া উহাদের নাম আপেক্ষিক সত্য। আপেক্ষিক সত্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ বহুরূপে অর্থাৎ বিকারশীলভাবে প্রতীত হয়।

জ্ঞানের অপেক্ষা দ্বিবিধ—(১) বস্তুর পরিণামের (উৎপত্তি আদির) অপেক্ষা এবং (২) জ্ঞানশক্তির অপেক্ষা। সুতরাং উৎপন্ন বস্তুমাত্রই এবং জ্ঞানশক্তির কোন এক বিশেষ অবস্থায় যাহা জ্ঞাত হওয়া যায় তাদৃশ বস্তুমাত্রই আপেক্ষিক সত্যের বিষয়।

সাংখ্যীয় সৎকার্যবাদ অনুসারে অসতের ভাব ও সতের অভাব নাই। আর, অতীত, অনাগত ও বর্তমান বস্তু সমস্তই আছে এবং উপযুক্ত অবস্থা ঘটিলে তাহাদের সর্বকালে উপলব্ধি হয়। সুতরাং সাংখ্যীয় দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যক্ত (জ্ঞান, চেষ্টা ও শক্তিরূপে ব্যবহার্য) ভাবপদার্থই আপেক্ষিক সত্যরূপে সৎ বলিয়া ব্যবহার্য হইতে পারে।

৪। আপেক্ষিকতার নিষেধ করিয়া যে সত্যের বোধ ও ভাষণ হয় তাহা অনাপেক্ষিক সত্য। বিষয়ভেদে অনাপেক্ষিক সত্য দ্বিবিধ—পরিণামী ও কূটস্থ।

প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-নামক নিত্য ও মূল স্বভাব, যাহারা কোন অবস্থাসাপেক্ষ নহে, তদ্বিষয়ক সত্য অনাপেক্ষিক পরিণামী। আর, নির্বিকার পদার্থ সম্বন্ধীয় সত্য, যাহা বিকারের (ও বিকারশীল দ্রব্যের) সম্যক্ নিষেধ করিয়া ভাষণ করিতে হয় তাহা অনাপেক্ষিক কূটস্থ সত্য। 'ত্রিগুণ আছে' ইহা অনাপেক্ষিক পরিণামী সত্যের উদাহরণ। আর, 'নির্গুণ আত্মা আছে', 'দ্রষ্টা দৃশিমাত্র' ইত্যাদি কূটস্থ সত্যের উদাহরণ।

সত্ত্ব, রজ ও তম ইহারা নিষ্কারণ বা কারণের অপেক্ষায় উৎপন্ন নহে বলিয়া এবং জ্ঞানশক্তির যতপ্রকার অবস্থা হইতে পারে তাহার সব অবস্থাতেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া ('প্রলয়েও উহাদের সাম্য হয়' এইরূপ নিশ্চয় ন্যায্য বলিয়াও) ত্রিগুণ অনাপেক্ষিক সত্যের বিষয়।

৫। অসংখ্য বাক্যকে সত্য বলা যাইতে পারে তজ্জন্য সত্য অসংখ্য। যদিচ সত্য পদার্থ নহে কিন্তু বাক্যার্থ-বিশেষ, তথাপি পদার্থমাত্রকে সত্য বলিলে বুঝিতে হইবে যে, উহ্য বাক্যবৃত্তি অনুসারে তাহাকে সত্য বলা হইয়াছে। 'ঘট একটি সত্য' এইরূপ বলিলে 'ঘট আছে' বা তাদৃশ কিছু বাক্যবৃত্তি উহ্য থাকে (অর্থাৎ যেরূপ বিবক্ষা সেরূপ বাক্যবৃত্তি উহ্য থাকে)।

আপেক্ষিক সত্য

৬। যাহাকে 'বিষয়ের বা জ্ঞানশক্তির অবস্থাবিশেষে সত্য' এইরূপে নিয়ত করিয়া বা নিয়তভাব উহ্য করিয়া সত্য বলা হয় তাহাই আপেক্ষিক সত্য। সমস্ত ব্যাবহারিক জ্ঞেয় পদার্থকে ঐরূপেই সত্য বলা যায়। যেমন 'রূপ আছে' ইহা সত্য, কিন্তু চক্ষুষ্মানের নিকটই উহা সত্য, 'চন্দ্র শশধর' ইহা দূরতাবিশেষে সত্য। 'মৈত্র সুকুমার'—মৈত্রের বাল্য অবস্থায় তাহা সত্য। অতএব সমস্ত ব্যাবহারিক জ্ঞেয় পদার্থই আপেক্ষিক সত্য। "ইহ পুনর্ব্যবহারবিষয়মাপেক্ষিকং সত্যম্"—তৈত্তিরীয়ভাষ্যম্ ৬।৩।

জ্ঞেয়ভাবের অবস্থা দ্বিবিধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ধারণার যোগ্য বা ব্যবহার্য অবস্থা ব্যক্ত, এবং

অনুমেয় অব্যবহার্য অবস্থা অব্যক্ত, ক্রিয়া ব্যক্ত অবস্থার এবং শক্তি অব্যক্ত অবস্থার উদাহরণ। সমস্ত ব্যাবহারিক জ্ঞেয় পদার্থ বিকারশীল অর্থাৎ অবস্থান্তরতা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য তাহারা ভিন্ন ভিন্নরূপে বোধগম্য হয়। আর ইন্দ্রিয়ের (জ্ঞানশক্তির) অবস্থাভেদেও তাহারা ভিন্নরূপে বোধগম্য হয়, অর্থাৎ স্বগত অবস্থাভেদে অথবা জ্ঞানশক্তির অবস্থাভেদে সমস্ত ব্যবহার্য জ্ঞেয় পদার্থ ভিন্ন ভিন্নরূপে বোধগম্য হয়। অতএব তাহাদের সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের কোনটিকে সম্পূর্ণ বা নিরপেক্ষ সত্য বলা যাইতে পারে না। তাহারা (জ্ঞেয় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাবসকল) অবস্থা-সাপেক্ষ বা আপেক্ষিক সত্যরূপেই ব্যবহার্য।

ব্যাপক বা তাত্ত্বিক সত্য

৭। আপেক্ষিক সত্যের ব্যাপকতার তারতম্য আছে। অধিকতর ব্যাপী যে অবস্থা, তৎসাপেক্ষ যে সত্য তাহাই অধিকতর ব্যাপী সত্য। উদাহরণ যথা : প্রঃ—পৃথিবীতে কে বাস করিয়া থাকে ? উঃ—চৈত্র-মৈত্র আদি। ইহা সত্য বটে, কিন্তু 'মনুষ্য, গো, অশ্ব ইত্যাদি পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকে'—ইহা অধিকতর ব্যাপী সত্য। আর, 'প্রাণীরা পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকে' ইহা আরও ব্যাপী সত্য। প্রথম উদাহরণ কেবল বর্তমান ব্যক্তিসমবেত। দ্বিতীয়টি বর্তমান জাতি (সুতরাং সর্বব্যক্তি)-সমবেত। তৃতীয় উদাহরণ ভূত, বর্তমান ও ভাবী সমস্ত জাতি (সুতরাং নিঃশেষ ব্যক্তি)-সমবেত।

বস্তু-বিষয়ক ব্যাপকতম সত্যসকলের দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থ বুঝার নাম তত্ত্বতঃ বা তাত্ত্বিক সত্যানুসারে বুঝা, তাহাই বোধের উৎকর্ষ। (বৈশেষিকদের সামান্য বা জাতি এবং সাংখ্যের তত্ত্ব এক নহে। কারণ, জাতি অবস্তু-বিষয়কও হইতে পারে কিন্তু সাংখ্যের তত্ত্ব সাক্ষাৎকারযোগ্য ভাবপদার্থ)।

৮। ব্যাবহারিক সমস্ত বস্তু-বিষয়ক সত্যই আপেক্ষিক। বাহ্য ব্যাবহারিক বস্তুর তিন প্রকার মূল ধর্ম আছে ; যথা—শব্দাদি প্রকাশ্য ধর্ম, চলনরূপ ক্রিয়াধর্ম এবং কঠিনতা-কোমলতাদিরূপ জাড্য ধর্ম। ইন্দ্রিয়ের অবস্থাভেদে ও দেশাবস্থান আদি ভেদে শব্দাদি ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সুতরাং উহাদের কোনও অবস্থাসাপেক্ষ জ্ঞান এবং তাহার ভাষণ অনাপেক্ষিক হইতে পারে না। চলন-ধর্মও সেইরূপ *। স্থিতি বা জড়তাও (যে গুণে দ্রব্য যেরূপে আছে, সেইরূপে না থাকাকে বাধা দেয়। কাঠিন্যাদি অবস্থা প্রকৃতপক্ষে ঐ ধর্মের অনুভবমূলক নাম) আপেক্ষিক। অঙ্গুলির নিকট কাদা কোমল, লৌহের নিকট আঙ্গুল কোমল, হীরকের নিকট লৌহ কোমল, ইত্যাদি। বায়ু খুব মৃদু, কিন্তু উহা যদি প্রবল গতিমান্ হয় তবে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন হয়, যেমন প্রবল ঝঞ্ঝা।

এইরূপে বাহ্যের সমস্ত অবস্থাই সাপেক্ষ বলিয়া তদ্বিষয়ক সত্য আপেক্ষিক। অন্তরের ব্যাবহারিক বস্তু মানস ধর্ম, তাহারা যথা—জ্ঞান, ইচ্ছা আদি চেষ্টা ও সংস্কাররূপ জড়তা। উহারা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ধর্মের ন্যূনাধিক ভাগে নির্মিত বলিয়া প্রত্যেক জ্ঞান আপেক্ষিক প্রকাশ, প্রত্যেক চেষ্টা আপেক্ষিক ক্রিয়া এবং প্রত্যেক সংস্কার আপেক্ষিক স্থিতি। সুতরাং উহাদের কোনটি কোন বিষয়ে অনাপেক্ষিক বলিয়া জ্ঞেয় নহে। এইরূপে অন্তরের ও বাহ্যের সমস্ত ব্যক্ত বা সকারণ বস্তু সম্বন্ধীয় সত্যসকল আপেক্ষিক সত্য।

* গতিসম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে অনাপেক্ষিক গতি (absolute motion) বলিয়া কিছু নাই। তুমি এখান হইতে ওখানে যাইবে, কিন্তু সেই সময়ে পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্তনে, বার্ষিক আবর্তনে, সৌরজগতের গতিতে তোমার যে নানা দিকে কত প্রকার গতি হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে কোন দ্রব্যেরই অনাপেক্ষিক গতি নাই।

প্রায় সমস্ত উৎসর্গ বা নিয়মই সাপবাদ, তজ্জন্য তত্তাবৎ আপেক্ষিক সত্য। অর্থাৎ সেই সেই অপবাদ ব্যতীত ঐ নিয়ম সত্য। কিন্তু অনাপেক্ষিক সত্য-বিষয়ক নিয়ম নিরপবাদ হইতে পারে, সেজন্য তাহারা অনাপেক্ষিক সত্য। তবে ঐরূপ নিয়ম প্রকৃত প্রস্তাবে বৈকল্পিক। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—এই নিয়মের অপবাদ নাই, কিন্তু উহাতে অভাব ও অসৎ পদার্থ গ্রহণ করাতে উহা বৈকল্পিক *।

অনাপেক্ষিক সত্য

৯। যাহা নিষ্কারণ বা অনুৎপন্ন বা নিত্য, তাহাই অনাপেক্ষিক সত্যের বিষয়। ব্যাপকতম অবস্থায় বা সর্বাবস্থায় তাদৃশ পদার্থ লভ্য বলিয়া তাহা কোন বিশেষ অবস্থার সাপেক্ষ নহে, সেজন্য তাদৃশ পদার্থ অনাপেক্ষিক সত্যের বিষয়। তাদৃশ সত্য দ্বিবিধ—(১) অকূটস্থ বা পরিণামি-নিত্যবস্তু-বিষয়ক এবং (২) কূটস্থ-নিত্যবস্তু-বিষয়ক। ইহারা অবস্থাবিশেষ-সাপেক্ষ নহে বলিয়া বা ব্যাপকতম অবস্থা-সাপেক্ষ বলিয়া অনাপেক্ষিক সত্য।

১০। যাহা পরিণামী অথচ নিত্য তাহাই এক অকূটস্থ সত্যের বিষয়। যেমন—'পরিণাম আছে' ইহা অনাপেক্ষিক অকূটস্থ সত্য, কারণ, সর্ববিধ আপেক্ষিকতার মূল মৌলিক নিষ্কারণ পরিণাম-স্বভাব। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা প্রকৃতি নিষ্কারণ বিক্রিয়মাণ নিত্য বস্তু, তদ্বিষয়ক সত্য সেজন্য অনাপেক্ষিক অকূটস্থ সত্য।

১১। কূটস্থ সত্যের বিষয় (বিশেষ্য) অবস্থাভেদশূন্য বা অবিকারী। অতএব সমস্ত বিকার-বাচক বিশেষণের নিষেধ করিয়া কূটস্থ সত্য উক্ত হয়। আর কূটস্থ সত্যের বিষয় উপলব্ধি করিতে হইলে বিকারশীল জ্ঞানশক্তিকে নিরোধ করিতে হয় (জ্ঞানশক্তির নিরোধের নাম এখানে উপলব্ধি অর্থাৎ নিরোধ সমাধির অধিগম)।

কূটস্থ সত্যের বিষয় কেবল নির্গুণ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা পুরুষ। সুতরাং পুরুষ-বিষয়ক সত্যসকল কূটস্থ সত্য। পুরুষ বহু হইলেও সকলেই সর্বতস্তুল্য, সুতরাং একই কূটস্থ সত্য-লক্ষণ সর্বপুরুষব্যাপী।

স্মরণ রাখা উচিত যে, শুধু 'পুরুষ পদার্থ' কূটস্থ সত্য নহে, কিন্তু 'পুরুষ আছেন' ইত্যাদিরূপ বাক্যার্থই কূটস্থ সত্য। পুরুষের অস্তিত্ব, শুদ্ধত্ব আদি প্রজ্ঞার বিষয়, সুতরাং সত্য, কিন্তু স্বরূপ পুরুষ প্রজ্ঞার বিষয় নহেন, তিনি প্রজ্ঞাতা, বিষয়ী। স্বরূপ পুরুষ প্রমেয় নহেন, কিন্তু 'শুদ্ধ নিত্য পুরুষ আছেন' ইহা প্রমেয়। প্রমাণের নিরোধের দ্বারা পুরুষে স্থিতি হয়। পুরুষস্থিতি বা স্বরূপ পুরুষ এই পদার্থমাত্র সত্য-নামক বিশেষণের বিশেষ্য নহে। কেবল তদ্বিষয়ক নিশ্চয় ও বক্তব্য বিষয়ই সত্য হইতে পারে, কারণ, সত্য বাক্যার্থ বিশেষ।

* তেমনি 'Conservation of energy'-নামক উৎসর্গ নিরপবাদ। "And this is the law of conservation of energy which seems to hold without exception." (Sir O. Lodge)। কিন্তু ইহা মাত্র বাহ্যবস্তু-সাপেক্ষ বলিয়া সেদিকে আপেক্ষিক। প্রকৃতি-রূপ বাহ্য ও অন্তরের energy অনাপেক্ষিক বটে।

সত্যের অবধারণ

১২। প্রমাণের দ্বারা (প্রত্যক্ষাদির দ্বারা) প্রমিত বিষয়ই সত্য বলিয়া অবধারিত হয়। সমাধি-নির্মল প্রমাণই সর্বোৎকৃষ্ট—তজ্জন্য যোগজ প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা বা সত্যপূর্ণা।

১৩। গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ ও অভিনিবেশ (যোগদর্শন ২।১৮ সূত্রে দ্রষ্টব্য) এই পঞ্চ প্রকার মানস ক্রিয়ার দ্বারা প্রমাণ সিদ্ধ হয় ও তৎপূর্বক সত্য অবধারিত হয়। সত্যাবধারণপূর্বক ইষ্টানিষ্ট কর্তব্যাবধারণ হয়।

১৪। বহুর মধ্যে যাহা সাধারণ ভাব, তদ্বিষয়ক সত্যের নাম তাত্ত্বিক সত্য বা তত্ত্ব। সাংখ্যীয় তত্ত্ব জাতিমাত্র বা সামান্যমাত্র নহে, কারণ, জাতি বৈকল্পিক পদার্থও হয়; যথা, 'কাল ত্রিজাতীয়'। কিন্তু মূল নিমিত্ত এবং সামান্য উপাদান-স্বরূপ ভাবপদার্থই তত্ত্ব।

তাত্ত্বিক সত্য অতাত্ত্বিক অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপী অর্থাৎ দীর্ঘতর কাল এবং বৃহত্তর দেশ অথবা অধিক সংখ্যক মানসিক ভাব ব্যাপিয়া স্থিতিশীল। 'অমুক অমুক বর্ণ আছে' ইহা অতাত্ত্বিক সত্য, 'রূপধর্মক তেজোভূত আছে' ইহা তত্তুলনায় তাত্ত্বিক সত্য।

আর্থিক ও পারমার্থিক সত্য

১৫। আমাদের অর্থসিদ্ধি অনুসারে সত্যকে বিভাগ করিলে আপেক্ষিক অনাপেক্ষিক সব সত্যই পুনঃ দ্বিবিধ হয়, যথা—(১) আর্থিক ও (২) পারমার্থিক। আর্থিক সত্য সাধারণতঃ ব্যবহার-সত্য নামে অভিহিত হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি-বিষয়ে প্রয়োজনীয় সত্য আর্থিক। আর পরমার্থ বা কৈবল্য-মোক্ষের জন্য যে সত্য প্রযুক্ত হয়, তাহা পারমার্থিক সত্য।

আর্থিকের মধ্যে অনাপেক্ষিক সত্যের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা নাই, তবে লোকে ঐসব সত্য জানিয়া অর্থ সিদ্ধি-বিষয়েও প্রয়োগ করিতে পারে। পরমার্থের জন্য তাত্ত্বিক সত্যের এবং অনাপেক্ষিক সত্যের সম্যক্ প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে তাত্ত্বিক সত্যসকল স্থির করার জন্য অতাত্ত্বিক সত্যসকলের প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে। সেইরূপ অহিংসা-সত্যাদি যম-নিয়মরূপ শীলসকলের দ্বারা আর্থিক অভ্যুদয়ও হইতে পারে, তেমনি পরমার্থ-সিদ্ধিও হইতে পারে, অতএব তত্তদ্-বিষয়ক সত্যসকল আর্থিক ও পারমার্থিক দুই-ই হইতে পারে।

সত্যের উদাহরণ

১৬। অতঃপর অবধারিত সত্যসকল উদাহৃত হইতেছে। আপেক্ষিক (ক) বস্তুবিষয়ক—

আর্থিক বা ব্যাবহারিক সত্য — 'ঘটপটাদি আছে' (অতাত্ত্বিক)। 'মৃত্তিকাদি ঘটাদির উপাদান' (তাত্ত্বিক)। 'শক্তি আছে' ইহা অপেক্ষাকৃত অব্যক্তপদার্থ-বিষয়ক তাত্ত্বিক সত্য।

(খ) নিয়ম-বিষয়ক—'অগ্নি দহন করে', 'জলে পিপাসা বারণ হয়' (অতাত্ত্বিক)। 'শব্দাদি স্পন্দন হইতে হয়'। 'শক্তি হইতে ক্রিয়া হয়' (তাত্ত্বিক)।

আর্থিকের মধ্যে এই কয়টি সার সত্য :—ঘটপটাদি ও তাহার অমুক অমুক উপাদান আছে। তাহারা সুখ ও দুঃখ প্রদান করে। তন্মধ্যে দুঃখপ্রদ বিষয় হেয় ও দুঃখ প্রতিকার্য এবং সুখপ্রদ বিষয় উপাদেয় ও সুখ সাধনীয় *। এই কয়েকটি মূল আর্থিক সত্য অবধারণপূর্বক মানবগণ অর্থ-সাধনে ব্যাপৃত আছে।

আপেক্ষিক পদার্থ-বিষয়ক। ব্যক্ত :—

পারমার্থিক সত্য

(ক) অতাত্ত্বিক — ঘট, পট, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি আছে।

(খ) তাত্ত্বিক :—

(১) ঘট, পট, স্বর্ণ, রৌপ্য আদি অসংখ্য বাহ্য দ্রব্যের (ভৌতিকের) মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ ভাব সাধারণ। অতএব তাহাদের উপাদান শব্দলক্ষণ দ্রব্য (আকাশ), স্পর্শ-লক্ষণ দ্রব্য (বায়ু), রূপলক্ষণ দ্রব্য (তেজ), রসলক্ষণ দ্রব্য (অপ্) ও গন্ধলক্ষণ দ্রব্য (ক্ষিতি)। ইহারা ভূততত্ত্ব। ভূততত্ত্ব-বিষয়ক এই সত্য পারমার্থিকের প্রথম সত্য।

(২) শব্দ-স্পর্শাদি গুণের যাহা অতি সূক্ষ্ম অবস্থা, যাহাতে উপনীত হইলে শব্দাদির নানাত্ব অপগত হইয়া কেবল শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র, রূপমাত্র, রসমাত্র ও গন্ধমাত্র জ্ঞানগম্য হয় অথবা হইবে, তাহার নাম তন্মাত্র। তন্মাত্র-বিষয়ক সত্য দ্বিতীয় তাত্ত্বিক সত্য।

যতদিন চক্ষুরাদি থাকিবে, ততদিন এই (ভূত ও তন্মাত্ররূপ) বাহ্য সত্যদ্বয় অবধারিত হইবে। চক্ষুরাদি থাকারূপ ব্যাপী অবস্থাসাপেক্ষ বলিয়া এই তত্ত্বদ্বয় বাহ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী বা ব্যাপক বাহ্য সত্য। অপর সমস্ত বাহ্য সত্য এতদপেক্ষা সংকীর্ণ অচিরস্থায়ী-অবস্থাসাপেক্ষ, সুতরাং ঐ তত্ত্বদ্বয় প্রতীয়মান গ্রাহ্য-বিষয়ক চরম সত্য।

(৩) যে সকল শক্তির দ্বারা বাহ্যপদার্থ ব্যবহার করা যায় তাহাদের নাম বাহ্য-করণশক্তি। তাহারা ত্রিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয় জানা যায়, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা চালন করা যায় ও প্রাণের দ্বারা ধারণ করা যায়। ইহা গ্রহণ-বিষয়ক প্রথম সত্য।

(৪) জ্ঞান, ইচ্ছা আদি গুণযুক্ত পদার্থের নাম অন্তঃকরণ। 'অন্তঃকরণ আছে' ইহা গ্রহণ-বিষয়ক দ্বিতীয় সত্য। অন্তঃকরণ বিশ্লেষ করিলে এই ত্রিবিধ মৌলিক পদার্থের সত্তা সত্য বলিয়া নিশ্চিত হয়, যথা—মন বা ইচ্ছা-অনুভবাদির শক্তি, অহংকার বা অহংবোধ যাহা সমস্ত জ্ঞান চেষ্টাদির উপরে সদা থাকে এবং অহংমাত্র বোধ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, যাহা উক্ত বিকৃত আমিত্বের মূল বোধ। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

শব্দস্পর্শাদি-জ্ঞানের বাহ্যহেতু যাহাই হউক, বস্তুতঃ তাহারা অন্তঃকরণের একপ্রকার ভাব বা বিকার-স্বরূপ। ইন্দ্রিয়-শক্তির দ্বারা অন্তঃকরণ শব্দাদি গ্রহণ করে, অতএব ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের দ্বার বা বহিরঙ্গ-স্বরূপ, সুতরাং জ্ঞানরূপ বিষয় ও ইন্দ্রিয় বস্তুতঃ অন্তঃকরণেরই বিকার অর্থাৎ অন্তঃকরণই তাহাদের উপাদান।

বিষয় ও ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের অন্তর্গত বলিয়া অন্তঃকরণতত্ত্ব তদপেক্ষা ব্যাপকতর সত্য।

(৫) অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল মূলতঃ ত্রিবিধ। জ্ঞানবৃত্তি, চেষ্টাবৃত্তি ও ধারণবৃত্তি। ইহার বহির্ভূত কোন বৃত্তি হইতে পারে না। জ্ঞানবৃত্তিসকলে প্রকাশ অধিক, তাহাতে ক্রিয়া (পরিণাম-

* দুঃখ হেয় কিন্তু দুঃখের সাধন সব সময়ে হেয় হয় না এবং সুখ উপাদেয় হইলেও সুখের সাধন সব সময়ে উপাদেয় হয় না বলিয়া এবং বিপর্যয়বশতঃ অর্থলিপ্সু মানবের অশেষবিধ দুঃখ হয়।

রূপ) এবং স্থিতি (অস্ফুটতা) অপেক্ষাকৃত অল্প পাওয়া যায়। চেষ্টাবৃত্তিতে ক্রিয়া অধিক এবং প্রকাশ (চেষ্টার অনুভবরূপ) ও নিয়মনরূপ স্থিতি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধারণবৃত্তিতে স্থিতিগুণ প্রধান, এবং প্রকাশ (সংস্কারের বোধ) ও অস্ফুট ক্রিয়া (অপরিদৃষ্ট পরিণাম) অল্পতর। অতএব সর্বজাতীয় বৃত্তিতে এক প্রকাশশীল পদার্থ, এক ক্রিয়াশীল পদার্থ এবং এক স্থিতিশীল পদার্থ এই তিন পদার্থ পাওয়া যায়। প্রকাশশীল পদার্থের নাম সত্ত্ব, ক্রিয়াশীলের নাম রজ ও স্থিতিশীলের নাম তম। অতএব সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন পদার্থ (ত্রিগুণ) অন্তঃকরণের (সুতরাং গ্রাহ্যের ও গ্রহণের) মূলতত্ত্ব।

অনাপেক্ষিক পরিণামী

ত্রিগুণতত্ত্বই গ্রাহ্য ও গ্রহণ-বিষয়ক চরম সত্য। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন আদির উপাদান ত্রিগুণতত্ত্ব নিত্য থাকিবে। সর্ব জ্ঞেয় পদার্থের সামান্য বা মূল অবস্থা বলিয়া ত্রিগুণের জ্ঞান ব্যাপকতম অবস্থা বা সর্বাবস্থা সাপেক্ষ। সুতরাং ত্রিগুণের অপলাপ কল্পনীয় নহে। তজ্জন্য ত্রিগুণ নিত্য সত্য। নিষ্কারণ বলিয়াও (অর্থাৎ কোন কারণের অপেক্ষায় উৎপন্ন হয় না বলিয়াও) ইহা অনাপেক্ষিক।

ত্রিগুণের দ্বিবিধ অবস্থা—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অন্তঃকরণাদি ব্যাবহারিক অবস্থা ব্যক্ত। সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ বিকারশীল, বিকার অর্থে একভাবের লয় ও অন্যভাবের উৎপত্তি। যাহার কারণ ব্যক্ত তাহার লয় কতক ধারণাযোগ্য হয়, কিন্তু অন্তঃকরণ আমাদের ব্যাবহারিক ব্যক্তির চরমসীমা, সুতরাং বিকারশীল অন্তঃকরণের লয় হইলে তল্লক্ষিত ত্রিগুণের অবস্থা সম্যক্ অব্যবহার্যতা বা অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। তাহা ত্রিগুণের সাম্য বলিয়াই কেবল বোধ্য। ত্রিগুণের সাম্য পূর্ণরূপে অব্যক্ত, আপেক্ষিক অব্যক্ত নহে—"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি"।

উপর্যুক্ত সত্যসকল পারমার্থিক পদার্থ-বিষয়ক। পারমার্থিক নিয়ম-বিষয়ক সত্যের মধ্যে এইগুলি প্রধান ও তাত্ত্বিক— ১। অনাগত দুঃখ হেয়, সমস্ত জ্ঞেয়ই অনাগত দুঃখকর। ২। অবিদ্যা দুঃখের মূলহেতু। ৩। অবিদ্যার অভাবে দুঃখের অভাব হয়। ৪। বিবেকখ্যাতিরূপ বিদ্যা অবিদ্যাকে অভাবকরণের উপায়।

অনাপেক্ষিক কূটস্থ

অনাপেক্ষিক কূটস্থ সত্য প্রকৃতপক্ষে কেবল পারমার্থিক। পরমার্থ (দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তি)-সিদ্ধি ও কূটস্থের উপলব্ধি একই কথা। কূটস্থ পদার্থ আছে কিন্তু প্রকৃত কূটস্থ নিয়ম নাই (বৈকল্পিক বা নিষেধবাচক ঐরূপ নিয়ম হইতে পারে, যথা—দ্রষ্টা বিকৃত হন না)। কূটস্থ পদার্থ-বিষয়ক এই সত্যগুলি প্রধান :—

১। জ্ঞেয়ের বা দৃশ্যের অতীত জ্ঞাতৃপুরুষ আছেন।

২। তিনি সর্ব চিন্তার সদাই দ্রষ্টা বলিয়া একরূপ বা কূটস্থ।

৩। তাঁহার কোনও উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণ প্রমেয় নহে বলিয়া তাঁহার উৎপত্তি ও লয় কল্পনীয় নহে, সুতরাং তাঁহার সত্তা অনাপেক্ষিক।

৪। তাঁহার একত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া—তাঁহার সংখ্যার অবধি প্রমিত হয় না বলিয়া, তাঁহারা যে অসংখ্য ইহা সত্য।

[নিয়ম অর্থে একই রকমের ঘটনা যাহা পুনঃ পুনঃ ঘটে, সেজন্য কূটস্থ বা নির্বিকার কোনও নিয়ম হয় না]।

———

জ্ঞানযোগ *

সাধনসংকেত

প্রকৃতি অনুসারে কোন কোন সাধক প্রথম হইতেই গ্রাহ্যবিষয়ে সাধারণভাবে বিরক্ত হইয়া কার্যতঃ আমিত্ব-অভিমুখে ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারাই শাস্ত্রোক্ত সাংখ্য বা জ্ঞানযোগী। আর যাঁহারা তত্ত্বনির্মিত ঈশ্বরাদিবিষয়ে চিত্তস্থৈর্য অভ্যাস করিয়া পরে আত্মতত্ত্বে উপনীত হন তাঁহারাই যোগী—"জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্" (গীতা)। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সকল সাধকই নির্বিশেষে উভয় পথ মিলাইয়া সাধন করেন। তন্মধ্যে যাঁহারা প্রথম দিকের পক্ষপাতী তাঁহারাই সাংখ্য ও যাঁহারা দ্বিতীয় দিকের অধিক পক্ষপাতী তাঁহারা যোগী। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নাই বলিলেই হয়, যথা—"একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" (গীতা)। সাংখ্যনিষ্ঠগণ আত্মভাবে ধারণা ও ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ অভ্যন্তর হইতে প্রবর্তিত স্থৈর্যবলে বাহ্যকরণেরও স্থৈর্যলাভ করিয়া সমাহিত হন। যোগনিষ্ঠগণ স্থৈর্যকে বাহ্য হইতে প্রবর্তিত করেন। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার উভয়ের পক্ষেই সমতুল্য। যোগনিষ্ঠগণ বাহ্য হইতে পূর্বোক্ত তত্ত্বসাক্ষাৎ করিয়া যান, আর সাংখ্যগণ আন্তরভাবে সমাহিত হইলে বাহ্যকে যেরূপ দেখেন তাহাই সুখ, দুঃখ ও মোহ-শূন্য, বাহ্যের চরম-স্বরূপ তন্মাত্রতত্ত্ব। বাস্তবিক পক্ষে ঐ দুই প্রকার নিষ্ঠার মধ্যে কোন বিশেষ ব্যবচ্ছেদ নাই। যিনি যে পথেই যান না কেন, 'তত্ত্বসাক্ষাৎকার'-পন্থাকে কাহারও অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই।

এ স্থলে জ্ঞানযোগের বিবরণ করা হইতেছে। তত্ত্বসকল শ্রবণ-মনন করিয়া নিশ্চয় হইলে তাহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য সর্বদা নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করাই জ্ঞানযোগ। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" এই শ্রুতিতে তত্ত্বসকল উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যীয় যুক্তির দ্বারা তাহার মননপূর্বক নিশ্চয় করিলে নিঃসংশয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাহার ধ্যান করিতে হয়। তত্ত্বধ্যানের, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়, মন ও অস্মিতারূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্বধ্যানের, সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উত্তম কার্যকর প্রণালী নিম্নস্থ শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী (সি) প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত-আত্মনি॥

অর্থাৎ প্রাজ্ঞ (শ্রবণ-মনন-জ্ঞানশালী স্মৃতিমান্) ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞান-আত্মায় সংযত করিবেন, জ্ঞান-আত্মাকে মহদাত্মার এবং মহদাত্মাকে শান্ত আত্মায় সংযত করিবেন।

* গ্রন্থকার-কর্তৃক লিখিত জ্ঞানযোগ সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পত্র হইতেই প্রধানতঃ সংকলিত। ঈশ্বর-প্রণিধান সম্বন্ধে গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে এবং 'কাপিলাশ্রমীয় স্তোত্রসংগ্রহে' দ্রষ্টব্য।

সর্বদা বাক্যময় যে চিন্তা চলিতেছে তাহাতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে বাগ্‌যন্ত্র সক্রিয় হইতেছে। কণ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতি অর্থাৎ মস্তকের ঠিক নিম্নভাগস্থিত অংশই বাগ্‌যন্ত্র। সেই বাক্যসকল সংকল্পের ভাষা, অর্থাৎ চিত্তে যে সংকল্প-কল্পনাদি উঠে তাহা বাক্য অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ উঠে, আর সেই বাক্যের দ্বারাই বাগ্‌যন্ত্র স্পন্দিত হইতে থাকে। (মূক-বধিরদের আকার-ইঙ্গিতমূলক সংকল্প উঠিবে)।

বাগ্‌যন্ত্রকে নিয়ত করিতে হইলে মনে মনেও বাক্য বলা রোধ করিতে হয়। তাহা হইলে তাহা ইন্দ্রিয়াধীশ মনে যাইয়া রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ সংকল্পক ইন্দ্রিয় যে মন তাহাতে, 'আমি সংকল্প করিব না' এইরূপ ইচ্ছা করিয়া বাগ্‌যন্ত্রের স্পন্দন নিবৃত্ত বা রোধ করার নামই বাক্যকে মনে নিয়ত করা। 'আমি বাহ্য বিষয় কিছু চাই না, কোনও কর্ম করিতে চাই না, প্রমাদবশতঃ যে বৃথা চিন্তা করিতেছি তাহা করিব না'—এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিলে তবেই বাক্যময় চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইবে। সংকল্প অর্থে কর্মের মানস, সংকল্পের রোধ করিতে হইলে স্থূল সূক্ষ্ম বাক্যকে রোধ করিতে হইবে, এবং তৎসঙ্গে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় হইতে কর্মাভিমান উঠিয়া যাওয়াতে হস্তাদি কর্মেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে প্রযত্নশূন্য শিথিলভাব বোধ হইবে। এইরূপে বাক্যকে মনে নিয়ত করিতে হয়। ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধ্যানমূলক রোধও কথিত হইল। জ্ঞানযোগের ইহা প্রথম সোপান।

বাক্য সম্যক্ (মনে মনে বলাও) রোধ করিতে পারিলে তবেই বস্তুতঃ বাক্ মনে যায়। তাহাতে সামর্থ্য না জন্মিলে অন্য বাক্য ত্যাগ করিয়া একতান প্রণব (অর্ধমাত্রা)-মাত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়া প্রথম প্রথম সেই ভাব আনিতে হয়। ইহাতে বাক্যের স্থান চুয়াল যেন স্থির জড়বৎ হয়।

মনকে জ্ঞান-আত্মায় (আত্মা = আমি, জ্ঞান = জানছি) নিয়ত করিতে হইবে। জ্ঞান-আত্মা অর্থাৎ 'আমি আমাকে এবং চিত্তের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়া হইতেছে তাহা জানিতেছি'—এইরূপ স্মৃতির প্রবাহ। ইন্দ্রিয়াগত শব্দাদি বিষয়ও সেই স্মৃতিকে জাগরূক করিয়া দিতে থাকিবে এবং তাহাতেই স্থিতি করিতে হইবে। এইরূপে জ্ঞান-আত্মাতে স্থিতি করার নামই মনকে জ্ঞান-আত্মায় নিয়ত করা। কারণ বাক্যমূলক সংকল্পের রোধ হইলে ক্রিয়ার অভাবে মন সেই আত্ম-স্মৃতিরই অন্তর্গত হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে শাস্ত্র যথা—"তথৈবাপোহ্য সংকল্পাৎ মনো হ্যাত্মনি ধারয়েৎ" অর্থাৎ সংকল্প হইতে উপরত হইয়া বা সংকল্পকে রোধ করিয়া মনকে আত্মাতে (জ্ঞান-আত্মাতে) ধারণ করিতে হয়।

যেমন এক ররাবের দড়ির নীচে ভার ঝুলাইলে দড়ি লম্বা হইয়া যায়, এবং ভার বিযুক্ত করিলে দড়ি গুটাইয়া যায়, সেইরূপ বাগ্‌যন্ত্রের বাক্যরূপ ও মনের সংকল্পরূপ কার্য (কার্যই ভার-স্বরূপ) রুদ্ধ হইলে বাগ্‌যন্ত্রস্থ অস্মিতা গুটাইয়া মনে যায় ও মন গুটাইয়া জ্ঞান-আত্মায় যায়।

জ্ঞান-আত্মার স্মৃতি, প্রথম প্রথম একতান মন্ত্রসহায়ে উঠাইয়া অভ্যাস করিতে হইবে। পরে তাহাতে স্থিতিলাভ হইলে অশব্দ (উচ্চারিত বাক্যহীন) চিন্তার দ্বারা আত্মবোধকে স্মরণ করিয়া যাইতে হইবে, সেই বোধের স্থান জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক দেশ, যাহা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অনুভূত হয়।

প্রথম প্রথম সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র-স্বরূপ আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময় (বা অন্যরূপ) দেশ ধ্যানের আলম্বন হইলেও, ধ্যানকালে কেবল অভ্যন্তরের দিকে বোধপদার্থকেই লক্ষ্য করিয়া অবহিত হইতে হইবে। ইন্দ্রিয়াগত শব্দাদিবিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হইয়া তাহাও যেন ঐ আত্মবোধ-স্মরণের সংকেত—এইরূপ স্থির করিয়া আত্মবোধমাত্রের দিকেই অবহিত হইতে হইবে। অল্পে অল্পে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের

কেন্দ্র-স্বরূপ মস্তিষ্কের পশ্চাতে প্রদীপকল্প জ্যোতির মধ্যস্থ বোধকে অশব্দ চিন্তার দ্বারা অনুভবগোচর করিয়া রাখিতে হইবে। প্রদীপকল্প অর্থে দীপশিখার মতো নহে, কিন্তু প্রদীপের আলো যেমন ঘরকে প্রকাশ করে সেইরূপ অভ্যন্তরস্থ আত্মস্মৃতিরূপ জ্ঞানালোকই এই প্রদীপ-স্বরূপ বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানাত্মাতে নিঃসংকল্পভাবে থাকিলে অস্মিতা হৃদয়ে নামিয়া আসিতেছে বোধ হয় *। ক্রমশঃ উহা অভ্যস্ত হইলে হৃদয়ব্যাপী অস্মিতা অবলম্বন করিয়া ঐ বোধ উদিত হইতে থাকিবে। এই বোধে স্থিতি করিতে করিতে সত্ত্বগুণের প্রাবল্যবশতঃ অতীব সুখময় অস্মিজ্ঞান ক্রমশঃ প্রকটিত হইতে থাকিবে, এবং তৎসহ হার্দজ্যোতিও প্রকটিত (অর্থাৎ বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ ও প্রসৃত) হইতে থাকিবে। ইহাতে সম্যক্ স্থিতিই বিশোকা জ্যোতিষ্মতী। সেই জ্যোতির্ময়বৎ অসীম আত্মবোধই মহদাত্মা। তাহাতে স্থিতি করিয়া পূর্বোক্ত জ্ঞান-আত্মার যেরকম আত্ম-স্মৃতি করিতে হয় সেইরূপ আত্ম-স্মৃতির প্রবাহ রাখাই জ্ঞান-আত্মাকে মহদাত্মায় নিযত করা।

মহদাত্মা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশব্যাপ্তিহীন সুতরাং অণু, অতএব তাহার অসীমত্ব অর্থে বৃহত্ত্ব নহে কিন্তু অবাধত্ব, অর্থাৎ সেই জ্ঞানের বাধক কোন সীমা না থাকা। অস্মীতিমাত্র মহদাত্মার স্বরূপে স্থিতি হইলে অণুমাত্র বা দেশব্যাপ্তিহীন বা স্থানমানহীন (কোথায় আছে ও কতখানি এইরূপ বোধহীন) জ্ঞান হয়। তাহাই তাহার স্বরূপ, অনন্ত জ্যোতির্ময় ভাব তাহার বাহ্য দিক্ বা বাহ্য অধিষ্ঠানমাত্র। এই বাহ্যের দিক্ হইতে ক্রমশঃ অবধান অপসারিত করিয়া ভিতরের প্রকৃত অণু-স্বরূপে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি করিতে হয়।

বিশোকা জ্যোতিষ্মতী ধ্যানে নির্মল স্থির সাত্ত্বিক আনন্দ হয়। আনন্দ অনেক রকম আছে। সাত্ত্বিকতাও অনেক রকম আছে। বৈষয়িক আনন্দেও বুক ভরিয়া উঠে। সাধন করিতে করিতে নানা প্রকারে আনন্দ লাভ হয় , কিন্তু তাহা সব বিশোকা নহে। নিঃসংকল্পতাজনিত যে আনন্দ ও যাহা সূক্ষ্ম আত্মভাবমাত্রের বা অস্মিতামাত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, যাহাতে সমস্ত চাঞ্চল্য আত্ম-জ্ঞানমাত্রে ডুবিয়া অভিভূত হইয়া যায়, যে আনন্দের লাভে স্থিরতাই মাত্র ভাল লাগে, যাহাকে বাহিরে প্রকাশ করার উদ্বেগ আসে না—সেই হৃদয়পূর্ণ, স্থির, সাত্ত্বিক, বিষয়গ্রহণবিরোধী আনন্দই বিশোকার আনন্দ।

সর্বপ্রকার দ্বেষ—যাহাতে হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়, সর্বপ্রকার শোক—যাহাতে হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যায়, ভয়াদি সর্বপ্রকার মলিন ভাব—যাহাতে হৃদয় মূঢ় ও বিষণ্ণ হয়, তাহা সমস্তই ঐ সাত্ত্বিক বিশোকার আনন্দে অভিভূত হইয়া যায় এবং দ্বেষ্য, শোচ্য এবং ভয়ের ও বিষাদের বিষয় হইতেও কেবল ঐ সাত্ত্বিক প্রীতি হয় এবং হৃদয়ের সেই পূর্ণ নির্মল সাত্ত্বিক প্রীতি সমস্ত অপ্রীতিকর বিষয়কেও প্রীতিরসে অবসিক্ত করে। সেজন্য ইহার নাম বিশোকা।

প্রথম অভ্যাসের সময় অবশ্য ঐরূপ ক্রমে বাক্যকে মনে, মনকে জ্ঞান-আত্মায়, জ্ঞান-আত্মাকে মহদাত্মায় যে নিযত করা, তাহা ঐ ক্রমানুসারেই করিতে হইবে। মহদাত্মা অধিগত না হইলে, মনকেই জ্ঞান-আত্মায় নিয়ত করার অভ্যাস করিতে হইবে। জ্ঞান-আত্মা অধিগত না হইলে কেবল সংকল্পহীনতা অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাসের দ্বারা মনের, জ্ঞান-আত্মার ও মহদাত্মার উপলব্ধি

* এই সময়ে অনেকের প্রথম প্রথম হৃদয়ে একরূপ সুখময় উদ্বেল ভাব আসে, যেন বোধ হয় যে, হৃদয় হইতে সুখময় স্পর্শবোধ উথলিয়া উঠিতেছে। তাহাতে 'আমি' ভাবকে মিলাইয়া 'আমি তন্ময় হইয়া স্থির শান্ত হইয়া রহিয়াছি' এইরূপ চিন্তা করতঃ ঐ প্রকার চাঞ্চল্যহীন স্থির সুখময় শান্ত আমিত্ব-বোধে স্থিতি করিতে অভ্যাস করিতে হইবে।

হইলে একবারে অক্রমেই মহদাত্মায় স্থিতি করা যাইবে, তাহাতে অন্য সকলও সেই মহদাত্মাতে নিয়ত হইয়া যাইবে (অধিগত হইলে, অর্থাৎ ধারণার ভিতর আসিয়া যাইলে)।

অপর সকল বাক্য ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র স্মারক মন্ত্র (একতান অর্ধমাত্রাই উত্তম) মনে মনে উচ্চারণ করিলেও বাক্য মনে নিরত হয়, এবং উহার দ্বারা মনকে এবং জ্ঞান-আত্মাকেও মহদাত্মাতে নিয়ত করা যায়। অভ্যাস দৃঢ় হইলে তবেই সম্যক্ বাক্যশূন্যভাবে নিরত করা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রযত্নের বা ইন্দ্রিয়াগত বিষয়ের দ্বারাও আত্ম-স্মৃতি উত্থাপিত করিয়া বাক্যহীনভাবে ঐ সমস্ত সাধন হইতে পারে। শব্দাদি জ্ঞান যাহা স্বতঃ আসিয়া ইন্দ্রিয়ে লাগিতেছে তাহা মনে যাইয়া মহদাত্মায় বা গ্রহীতায় উপস্থিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, মহদাত্মাও দ্রষ্টার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, বিষয়-গ্রহণের এই প্রক্রিয়া সংকল্পশূন্য মনে ভাবনা করা ও আত্ম-স্মৃতি রক্ষা করাই এই অভ্যাসের লক্ষ্য।

মহদাত্মা-মাত্রতেই যখন ধ্রুবা স্থিতি হইবে তখন তাহাও দৃশ্যরূপে জানিয়া পরবৈরাগ্যের দ্বারা ত্যাগ করতঃ স্বরূপ দ্রষ্টা বা শান্তোপাধিক আত্মাতে যাওয়াই মহদাত্মাকে শান্ত আত্মার নিরত করা।

পরমানন্দময় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ মহদাত্মাও যে প্রকৃত দ্রষ্টা নহে—নির্বিকার দ্রষ্টা যে মহত্তেরও পর, মহদাত্মা যে দ্রষ্টার প্রতিচ্ছায়া, ইহা সূক্ষ্ম বিচারবলে নিশ্চয় করিয়া, 'ন মে, নাহং, নাস্মি' নিরন্তর এইরূপ বিবেক-অভ্যাসই জ্ঞানযোগের শেষ অভ্যাস। যাহা 'আমার' বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা পুরুষ নহেন, যাহা 'আমি আমি' (অহংকার) বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাও পুরুষ নহেন, এবং যাহা অস্মিমাত্র বা মহান্ আত্মা বা ব্যক্ত আত্মভাবের শেষ এবং যাহা পরা গতি বলিয়া বিবেকহীন দৃষ্টিতে প্রতিভাত (ভ্রান্তিজ্ঞান) হয় তাহাও পুরুষ নহেন, এইরূপ বিবেক-জ্ঞানের অপরিশেষ (চরম) জ্ঞানময় অভ্যাসের দ্বারাই ক্লেশকর্মের নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্য হয়।

প্রণিধান করিতে হইলে ইহা এইরূপে করিতে হইবে। 'মে' বলিয়া বিষয়, ইন্দ্রিয়গত অভিমান ও হৃদয়স্থ শারীর অভিমান চিন্তা করিতে হইবে। হৃদয় হইতে শারীরাভিমান ও ইন্দ্রিয়াভিমান (বিশেষতঃ বাগিন্দ্রিয়গত) উপসংহৃত করিয়া জ্ঞানাত্মা-স্থানে লইয়া স্থাপিত করিতে হইবে। তথাকার অহং-মাত্র বোধে (যাহাতে সংহৃত করার প্রযত্ন থাকিবে) নির্ভর করিয়া বাক্যাদিশূন্যভাবে কেবল বোধ লইয়া যতক্ষণ সাধ্য অহংভাবের (যাহার স্বরূপ—আমাকে আমি জান্‌ছি) চিন্তা করিতে হইবে। অহংভাবে থাকাতে 'মে' সমস্ত থাকিবে না, তাহাই 'ন মে' কিন্তু অহং। এইরূপ অহংভাবে সাধ্যমত কাল থাকিয়া 'নাহং' কিন্তু 'অস্মি' বলিয়া জানামাত্র প্রযত্নহীন 'অস্মি'কে অনুভব করিতে হইবে। জানামাত্র হওয়াতে উহাতে 'অস্মি' অন্তর্গত থাকিবে এবং প্রযত্নহীন হওয়াতে উহা অহংভাবের অতীত হইবে, অতএব উহা 'নাহং' চিন্তা। এই অস্মিভাবে যথাসাধ্য কাল থাকিয়া 'অস্মি'র লয়ের দিকে চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতে বাহিরের দিক্ যথা সম্ভব ঢাকিয়া যাইয়া কেবল 'অস্মি'র স্মৃতিমাত্র থাকিবে। সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা তাহাও যাইলে কেবল দ্রষ্টা পুরুষ থাকিবেন। এইরূপ দ্রষ্টার অভিমুখে চিন্তাই 'নাস্মি'র চিন্তা। "যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঠিক এই সাধন উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ সাধনের জন্য বুদ্ধিতত্ত্ব ও অহংকারের ভেদ উত্তমরূপে জ্ঞাতব্য। বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহান্ বিশুদ্ধ আমিত্বজ্ঞান বা অস্মীতি-প্রত্যয়, আর অহংকার অভিমান। অভিমান অর্থে অহংভাবের নানাভাবে সংক্রান্ত হইয়া অহন্তা ও মমতারূপে পরিণত হওয়া। মমতার দ্বারা 'আমার আমার' জ্ঞান হয়, অহন্তার দ্বারা 'আমি এইরূপ ঐরূপ' ইত্যাকার প্রত্যয় হয়। অহন্তারূপ অভিমানে 'আমি

দেশব্যাপী' (শরীরাভিমান), 'আমি কর্তা' (শারীর কর্মের ও মানস কর্মের), 'আমি জ্ঞাতা' (জ্ঞেয়ের), এইরূপ ভাবসকল থাকে।

আমিত্ববোধ দেশব্যাপ্তিহীন, কিন্তু তাহা শরীরাদি ধারণের অভিমানযুক্ত হইয়া দেশব্যাপী বলিয়া বোধ হয়। ইহা এক প্রকার অভিমানের উদাহরণ, সেইরূপ, আমিত্ববোধ শারীর কর্মের ও সংকল্পাদি মানস কর্মের সহিত একীভূত হইয়া তত্তদভিমানী হয়।

সংকল্পবোধ এবং শারীর-কর্ম-বোধ করিয়া জ্ঞানাত্মার স্থিতি করিলে তখন ইন্দ্রিয়াধীশ জ্ঞাতাহং অভিমান থাকে। এই সব অভিমান না থাকিলে অর্থাৎ এই সব ভাব বিস্মৃত হইলে যে শুদ্ধ আমিত্ববোধ থাকে, যাহা নিজেকেই-নিজে-জানার মতো, তাহাই অস্মিতামাত্র বুদ্ধিতত্ত্ব। সেই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহান্‌ই 'আত্মবুদ্ধি', কারণ তখন অনাত্মবুদ্ধিরূপ অভিমানসকল থাকে না বা অভিভূত হইয়া থাকে, কেবল আত্মবুদ্ধিই প্রখ্যাত থাকে। যে আত্মা বা দ্রষ্টাকে আশ্রয় করিয়া সেই আত্মবুদ্ধি হয় তাহাই প্রকৃত আত্মা বা পুরুষ।

আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য। অভিমানহীন আত্মবুদ্ধিকে মহান্ আত্মা বলা হইল। কিন্তু সম্যক্ অভিমানহীন হইলে আত্মবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ অব্যক্তে লীন হইবে। বিলোম-ক্রমে লয়ের সময়ই মন অহংকারে যায়, অহং মহত্তত্ত্বে যায়, ও মহান্ অব্যক্তে যায়। ক্ষণমাত্রেই উহা সাধিত হয়। এইরূপে এই তত্ত্বসকলের স্বরূপে যাওয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকার নহে। উহা নিরোধকালে ক্ষণমাত্রেই সংঘটিত হয়।

সাক্ষাৎকারের সময় চিত্ত থাকে এবং চিত্তের দ্বারাই সাক্ষাৎকার হয়। অন্য সব অভিমান ছাড়িয়া (অবশ্য মনের দ্বারা) কেবল আমিত্ব-জ্ঞানরূপ ভাব লক্ষ্য করিতে থাকিলে—অন্য সব ভাব ভুলিয়া যাইলে—চিত্তের অন্তঃস্থ ঐ প্রকার অনুভূতিতে স্থিতি করিতে থাকিলে—চিত্তের যে আমিমাত্র-জ্ঞান হয় তাহাই মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার। এ সময়ে চিত্ত ও তাহার কার্য সূক্ষ্মরূপে ব্যক্ত থাকে কিন্তু কেবলমাত্র স্বমধ্যস্থ মহদাত্মার স্বরূপানুভবের ক্রিয়ামাত্রেই পর্যবসিত হয়। এইরূপ চিত্তকার্যই মহদাত্মার সাক্ষাৎকার। নিরোধের সময় সমস্ত চিত্তকার্য রুদ্ধ হয় ও ক্ষণমাত্রেই বিলোম-ক্রমে মহদাদি সমস্তেরই লয় হয়। অহংতত্ত্ব সাক্ষাৎকারেও এইরূপ চিত্তকার্য থাকে। সম্যক্ অহং-স্বরূপে গমন বা অহংকার সাক্ষাৎকার বলিলে মন যে একেবারেই থাকিবে না এইরূপ বুঝায় না।

বলা বাহুল্য আচার্যের নিকট এ সব বিষয়ের সাক্ষাৎ উপদেশ না পাইলে প্রস্ফুট ধারণা ও কার্যকর জ্ঞান হয় না।

'আমি আমাকে জান্‌ছি'—এই আমি কে?

সাধারণতঃ দেখিতে পাই আমাদের ভিতর 'নিজেকে নিজে জানা' বা 'আমি আমাকে জান্‌ছি' এইরূপ ভাব আছে। উহার অর্থ কি?—উহার অর্থ অনেক রকম হইতে পারে। যাহার জ্ঞান শরীরমাত্রই 'আমি', সে মনে করিবে 'আমি শরীরকে জান্‌ছি'। যে মনকে 'আমি' মনে করে, সে 'মনকে জান্‌ছি' মনে করিবে। যে জ্ঞানাত্মা অহংকে 'আমি' মনে করে বা ততদূর উপলব্ধি করিয়াছে সে তাহাকেই 'আমি জান্‌ছি' মনে করিবে। যে অস্মীতিমাত্রকে 'আমি' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে সে তাহাকে 'আমি' মনে করিবে।

ইহার মধ্যে গ্রাহ্যভাবকে বা স্বদেহকে 'আমি' মনে করিলে তাহাকে সাক্ষাৎ জান্‌ছি এইরূপ ভাব আসিতে পারে। কিন্তু গ্রহণ বা গ্রহীতাকে 'আমি' মনে করিলে অন্যরূপ ভাব হইবে। নীচের অবস্থায় গ্রহণ সাক্ষাৎ জ্ঞেযরূপে উপলভ্য হইতে পারে কিন্তু উহা যখন গ্রহীতৃরূপে উপনীত হয় তখন স্মরণমাত্রের দ্বারাই সেই জ্ঞানের প্রবাহ চলে। স্মরণজ্ঞানে পূর্বানুভূতির উদয় হয় সুতরাং তখন পূর্ব গ্রহীতাকে বর্তমান গ্রহীতা স্মরণ করে।

ইহা সব আপেক্ষিক 'নিজেকে নিজে জানা', কিন্তু পূর্ণ নহে। এইরূপ ব্যাবহারিক জানার যাহা মূল তাহা কিরূপ জানা হইবে?—তাহা পূর্ণ 'নিজেকে নিজে জানা' হইবে। ব্যাবহারিক 'নিজেকে নিজে জানা'তে 'নিজে' ও 'নিজেকে' ভিন্ন কিন্তু একবৎ মনে হয়। পূর্ণ স্বপ্রকাশে সুতরাং তাহা হইবে না, দুই-ই এক হইবে। সাধারণ ভাষা যখন ব্যাবহারিক অনুভূতির ব্যঞ্জক তখন তাহাতে ঐ পূর্ণ স্বপ্রকাশের বাচক পাওয়া যাইবে না, তাই দার্শনিক দৃষ্টিতে সেখানে বৈকল্পিক পদবিন্যাসের দ্বারা তাহা অভিকল্পনীয় হইবে। অর্থাৎ সেখানে বলিতে হইবে তাহা স্বপ্রকাশ (ইহার ব্যাবহারিক উদাহরণ নাই) বা যে 'আমি' সে-ই 'আমাকে' ও তাহাই 'জান্‌ছি'। ন্যায়ানুবোধে ঐরূপ বিকল্প করিয়া বুঝিতে হইবে।

ধ্যানের বিষয়

১। বিশুদ্ধ 'আমি'-রূপ জ্ঞানের যাহা জ্ঞাতা তাহা দ্রষ্টা বা পুরুষ, তাহা ধ্যানের বিষয় নহে, কেবল স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাহা আমিত্ব-জ্ঞানেরও পশ্চাতে আছে। এই আমিত্ব-জ্ঞান বিষয়-সম্বন্ধের অভাবে রোধ হইলে দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থান বা কৈবল্য হয়।

২। 'আমি আমাকে জান্‌ছি'—এইরূপ ধ্যানই গ্রহীতার ধ্যান, সুতরাং ইহা একরকম 'জান্‌ছি'র জ্ঞাতা হইল। ইহা দ্রষ্টার মতো গ্রহণ, দ্রষ্টার মতো গ্রহণের নামই গ্রহীতা। জানার ধারার মধ্যে এই 'আমি'কে স্মরণারূঢ় রাখিতে হইবে। এই 'আমি'ও যাহা, ধ্যেয় জ্ঞাতাও তাহা, গ্রহীতাও তাহাই। কর্তা-ধর্তা 'আমি'কে ছাড়িয়া নিষ্ক্রিয় প্রকাশক 'আমি'কে স্মরণই গ্রহীতার বিবেকাভিমুখ ধ্যান।

৩। 'আমি জ্ঞাতা' ইহা স্মরণ না করিয়া কেবল 'জান্‌ছি'-স্মরণই গ্রহণের ধ্যান।

৪। গ্রাহ্য-গ্রহণের স্মরণের সময় গ্রহীতার স্মরণ সুকর নহে। গ্রহীতার ধ্যানেও গ্রাহ্য-গ্রহণ লক্ষ্য করিতে নাই। এই দুইযেতে প্রথমে গোল হইতে পারে।

৫। 'মন নিঃসংকল্প থাকুক'—ইহা গ্রাহ্যাভিমুখ ধ্যান, এ সময়ে গ্রহীতাকে বা 'আমি আমাকে জান্‌ছি' এইরূপ ভাবকে স্মরণ করিতে যাইলে গোল হইবে। এ সময়ে কেবল পুনঃ পুনঃ ঐ নিঃসংকল্প-ভাবকেই স্মরণ করিতে হইবে। সেইরূপ, গ্রহণের ধ্যানের সময় গ্রহণকে ও গ্রহীতার ধ্যানের সময় গ্রহীতাকে মাত্র স্মরণ করিতে হইবে।

গ্রাহ্য-ধ্যানে গ্রহীতা ও গ্রহণ থাকিলেও তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হইবে না। গ্রহীতা-ধ্যানেও জ্যোতি আদি গ্রাহ্য এবং 'জান্‌ছি জান্‌ছি' এইরূপ গ্রহণ থাকিলেও তাহা লক্ষ্য না করিয়া কেবল স্থির জ্ঞাতাহং—জ্যোতি আদি হীন, ব্যাপ্তিহীন অহং—এইরূপ ভাব স্মরণ করিতে হইবে। তবে উপরের ভাব আয়ত্ত হইলে নীচের ধ্যানেও সেই ভাবের অনুভাব থাকে।

অস্মীতিমাত্রের উপলব্ধি

১। অস্মিমাত্রে সাধারণতঃ তিন প্রকার বৈকল্পিক রূপ থাকে যথা, (১) জ্যোতির্ময়, (২) শব্দ বা নাদ-ধারা, (৩) হৃদয-মস্তিষ্কাদি কেন্দ্রস্থ স্পর্শ। প্রথমটিতে বিস্তারবোধ, দ্বিতীয়ে কালব্যাপি-ক্রিয়ারূপ ধারাবোধ ও তৃতীয়ে কেন্দ্রস্থতাবোধ। এই তিন প্রকার বৈকল্পিক বোধের সহিত অস্মিভাব সংকীর্ণ থাকে। সেই সংকীর্ণতা হইতে আমিত্বকে শুদ্ধ করা অতি কঠিন সাধন। সহস্র সহস্র বার উপযুক্ত বিচারসহ বোধরূপ অস্মিমাত্রের অভিকল্পনা করার চেষ্টা করিতে করিতে চুলে চুলে উহার অধিগম হয়।

ঐ তিন বিকল্পকে ঢিলা দিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, ভুলিয়া বা অনবহিত হইয়া, অস্মির দিকে অবধানের প্রযত্ন করিয়া নিরোধ করিতে হইবে, অন্যরূপে তাড়ান যাইবে না। তজ্জন্য অনুকূল নিম্নের সাধন (§ ২) একাগ্রতার অভ্যাস করিতে হইবে। জ্যোতির্ময় বিকল্প হইতে অস্মির অরূদ্ধতা ও সর্বব্যাপিত্ব ভাব হয়, কিন্তু অস্মির উহা স্বরূপ নহে। নাদ-ধারার দ্বারা ব্যাপ্তিভাব কমিলেও উহাতে ধারারূপ ক্রিয়া থাকে, উহাও ত্যাজ্য। স্পর্শ-বিকল্পের দ্বারা (অভ্যাস সহজ হইলে আনন্দ, সুখবোধ আদি হয়, তাহাও ঐ স্পর্শ) কেন্দ্রভাব থাকে, যদিচ তদ্দ্বারা অরূপ, অশব্দ অবস্থার অনুভাব হয়। এই তিন ভাব লইয়া (যখন যেটা অনুকূল) উহাদের জ্ঞাতার দিকে অবহিত হইয়া উপলব্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। তিনেরই ঐ স্থানে একত্ব অর্থাৎ তিনেরই জ্ঞাতা এক। ঐ তিন মিশ্রভাবেও থাকে।

২। **নিম্নের সাধন ঃ—**"স্বান্তং প্রসন্নঞ্চ সদেক্ষমাণঃ" ('স্তোত্রসংগ্রহ') অর্থাৎ বিতর্কজাল ছিন্ন করিয়া নির্বাক্ মনকে দেখিয়া যাওয়া। ইহাই একাগ্রভূমিকার প্রধান সাধন। পশ্চাৎ দিকে অশেষ সংস্কাররূপ পথ রহিয়াছে—ভাবিতে হইবে। তন্মধ্যে জ্ঞানশক্তি বিচরণ করিয়া ভূত ও ভবিষ্যতের রাগ, দ্বেষ অথবা মোহমূলক জ্ঞান (বা সংকল্প-কল্পনাদি, বিতর্ক-স্বরূপ) হইতেছে। তাহা বোধ করিয়া (স্মৃতি, সম্প্রজন্য ও সাবধানতার দ্বারা অজস্র চেষ্টা করিতে করিতে) কেবল বর্তমান চিত্তপ্রসাদ দেখিয়া যাইতে হইবে।

সংস্কার সমস্তই আছে ও থাকিবে, তাহার সম্যক্ বিনাশ নাই, কেবল তৎপথে জ্ঞানশক্তির না-চলা, 'বর্তমান' শান্ত ভাবমাত্রেই চলা,—বিতর্ক-সংস্কারের ক্ষয়। যত এই একাগ্রতা বাড়িবে ততই অস্মির প্রস্ফুটতা বাড়িবে ও তাহাতে স্থিতি করার সামর্থ্য বাড়িবে। সেই জ্ঞানের স্মৃতি রাখিয়া অন্য জ্ঞান ভোলা বা না-আসিতে দেওয়াই উদ্দেশ্য করিয়া চলিতে হইবে।

সংস্কারক্ষয়ের জন্য বিতর্কবোধ করিতে হইলে সেদিকে সাবধানতা যেরূপ আবশ্যক সেইরূপ 'শান্ত আমি'-বোধে স্থিতি আবশ্যক। ইহাতে জ্ঞানবৃত্তি রাখিলে আর সংস্কারের ঘাটে ঘুরিবে না।

৩। আমি নিজেকে ভুলিয়া বিতর্কণ করি—এই ভোলা বা আত্মহারা 'আমি'কে যদি ধরা যাইত তবে উহাকে তাড়ান সহজ হইত, কিন্তু তাহা ধরা যায় না, কারণ যখন ধরিতে যাই তখন স্মৃতিমান্ বা স্বস্থ 'আমি' হয়, তাহা থাকিতে আত্মহারা 'আমি'কে পাইবার উপায় নাই। তবে আত্মহারা হইয়া যে কার্য বা চিন্তা করিয়াছিলাম—স্মরণ করিবা তাহা পাওয়া যাইতে পারে। 'সেই রকম চিন্তা আর করিব না, স্বস্থ থাকিব'—এই প্রকার বীর্যের দ্বারা আত্মস্মৃতি বর্ধিত করিতে হইবে। সর্ব কর্ম ছাড়িয়া যখন ঐ এক কর্ম দাঁড়াইবে তখনই শান্তি আসন্ন হইবে।

৪। দ্রষ্টার উপদর্শনে কিরূপে জ্ঞান ও কর্ম হয় তাহা নিজের ভিতরে সাক্ষাৎ (কথায় নহে) উপলব্ধি করিতে হইবে। কোনও জ্ঞানকে দেখিয়া দেখিতে হইবে তাহার উপরে দ্রষ্টা। জ্ঞানের নীচে সংকল্প, সংকল্পের নীচে কৃতি, কৃতির নীচে শারীর কর্ম। এই সব অনুভব করিতে হইবে। ইহার এইরূপ অভ্যাস চাই যাহাতে প্রত্যেক কর্মে ঐ ভাব স্মরণ করিতে পারি। সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিতেই কর্মক্ষয় হয়। দ্রষ্টার ও কর্মের মধ্যে ঐ যে মোহ আছে যাহাতে কর্ম স্বপ্রধান হইয়া দ্রষ্টাকে অন্তর্গত করে ও দ্রষ্টার ভাবকে ভুলাইয়া দেয় তাহা ঐ উপায়ে ক্ষীণ করিতে হইবে। অবশ্য দ্রষ্টার খ্যাতি হইলে উহা আপনি আসিবে কিন্তু ঐরূপ দ্রষ্টৃত্বের অনুভূতির দ্বারা দ্রষ্টার খ্যাতির অন্তরায় শীঘ্র কাটিয়া খ্যাতির আনুকূল্য করিবে। শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কর্মের দ্বারা দ্রষ্টার ঐ স্মরণ একধারাক্রমে হয়।

৫। প্রাণায়ামে যে হার্দকেন্দ্রে স্থিতি হয় (শারীরাভিমান গুটাইয়া) সেই অভিমান-কেন্দ্রকে তুলিয়া বা লইয়া তাহাকে অস্মীতিমাত্রে স্থাপিত করতঃ তাহাতে নিশ্চলস্থিতির অভ্যাস করিতে হইবে। অস্মির বিশুদ্ধতর অনুভূতি না হইলে অগ্রগতি হইবে না, তজ্জন্য উহাও প্রত্যবেক্ষার (প্রতি = ফিরে, অব = ভিতরে, ঈক্ষা = দেখা) দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে। প্রত্যবেক্ষার দ্বারা ধ্রুবা স্মৃতিও আনিতে হইবে।

সাধনের জন্য পুরুষতত্ত্বের অভিকল্পনা

"হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌প্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" (কঠ) এই শ্রুতি-বাক্যোক্ত ভাবের অনুশীলন করিলে এ বিষয়ের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। সাধনের চরম স্তর-সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা গভীর, সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত বাক্য আর নাই। এই বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দ উত্তমরূপে বুঝা উচিত।

'হৃদা' বা হৃদয়ের দ্বারা। হৃদয় অর্থে বক্ষের অভ্যন্তর প্রদেশ, যত্রস্থ বোধ শারীরিক আমিত্বের কেন্দ্র। 'আমি শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া আছি'—এইরূপ শরীরে অধিষ্ঠান-ভাবের তাহা মূল কেন্দ্রস্থল যথা—"প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়" (মুণ্ডক)। 'আমি অধিষ্ঠাতা' এইরূপ বোধ অনুসরণ করিয়া সেই বোধে স্থিতির চেষ্টা করতঃ বোধ-স্বরূপ অধিষ্ঠাতা আমিত্বভাবের উপলব্ধি করিতে হয়।

'মনীষা' ('মনীষ্' শব্দ) ইহার অর্থ মনীষের দ্বারা বা বশীকৃত সমাহিত মনের দ্বারা (শঙ্কর)।

'মনসা' অর্থাৎ মনের দ্বারা। মনের কার্য সংকল্পন বা বাক্যময় চিন্তন অর্থাৎ সবিচার ধ্যান-পূর্বক। 'হৃদা' পদের অর্থভূত যে অস্মীতিবোধ তাহা কিছু স্থিরভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে পরে যে বিচারের দ্বারা তাহার শুদ্ধি-সাধন করিতে হয় সেই বিবেকরূপ বিচার যাহার কার্য তাহাই এই মন। তখন বাক্যহীন স্থির মন ছাড়িয়া পুনশ্চ সক্রিয় মনের বা বিচারের দ্বারা পুরুষসম্বন্ধে শুদ্ধতর, গভীরতর ও সূক্ষ্মতর ভাবের উপলব্ধির চেষ্টা করিতে হয়। বলা বাহুল্য মন সম্যক্ নিরুদ্ধ হইলেই দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয় বলা যায়। কিন্তু সেই চিত্ত-নিরোধ বিবেকপূর্বক হওয়া চাই। ইহাই শেষ বিচার বা বিবেক।

'অমৃত' অর্থে যাহার নাশ নাই অর্থাৎ নির্বিকার পদার্থ। যে সব ভাবের উদয় ও লয় হয় তাহা অমৃত নহে। দেশকালব্যাপী পদার্থেরই ঐরূপ বিকার সম্ভব। দ্রষ্টা পুরুষ অমৃত বা নির্বিকার

বলিয়া দেশকালাতীত। ঐ সব উপায়ের দ্বারা সাধন করিলে তবেই অমৃত হওয়া যায় বা দ্রষ্টার বিকারবিভ্রমরূপ ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইয়া তাঁহার স্বরূপোপলব্ধিরূপ কৈবল্য হয় [পুরুষের অভিকল্পনা সম্বন্ধে যোগদর্শন ৪।৩৪ (১) এবং 'তত্ত্ব-প্রকরণ' § ৩৯ দ্রষ্টব্য]।

অতঃপর ইহার সাধনপ্রণালী বলা যাইতেছে। হৃদয়স্থ আমিত্ববোধ ধরিয়া প্রথম প্রথম তাহাতে স্থিতি করার চেষ্টা করিতে হয়। 'আমি শরীরব্যাপী বা শরীরের অধিষ্ঠাতা ও শরীরের জ্ঞাতা' এইরূপ অধিষ্ঠাতৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব ভাব ধরিয়া প্রথমে উহা আয়ত্ত করিতে হয়। কিছু আয়ত্ত হইলে আমিত্ব-সংশ্লিষ্ট সুখময় স্পর্শবোধ যেন বুকে উথলিয়া উঠে (একজন সাধকের ভাষায় 'বুক ফুলিয়া উঠে') ইহা অধিক প্রকাশ করিয়া বুঝান যায় না। এই পথে চলিলে ইহা অনুভূত হইবে ও বুঝা যাইবে।

দ্বিতীয় আমিত্বের কেন্দ্র মস্তকের অভ্যন্তর, তাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কেন্দ্র ও মনের স্থান। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে শব্দাদি-জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের জ্ঞাতা যে 'আমি' তাহাই এই আমিত্ব। এই উচ্চস্তরের 'আমি' সংকল্পনেরও সংকল্পয়িতা। সেই অস্মিতাকে উপলব্ধি করিতে হইলে মনের সংকল্পকে বা মানসিক বাক্যকে জ্ঞানপূর্বক রোধ করতঃ ("যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞঃ"—কঠ) ও আত্মস্মৃতি রক্ষা করিয়া সাধনের অভ্যাসের দ্বারা অতি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতে হয়। পরে ক্রমশঃ ঐ দুই ভাব অর্থাৎ হৃদয়ে উপলব্ধ ও মস্তকে উপলব্ধ 'আমি' বা অস্মিতা এক হইয়া যায়, তখন মনে হয় যেন মস্তকের আমিত্বে স্থিতিবোধ নীচে নামিয়া আসে এবং হৃদয়ের ঐরূপ স্থিতিবোধ উপরে যায়। সে সময়ে আর হৃদয়-মস্তক আদি অধিষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল অস্মিতার দিকে লক্ষ্য করার অভ্যাস করিলে অস্মিতার উপলব্ধি বিশুদ্ধতর হইতে থাকে।

অস্মিতাতে স্থিতি করিতে হইলে প্রথমে 'আমি-আমি' বোধকে স্মরণ করার অভ্যাস করিয়া তাহাকে একতান করিতে হয়। সেজন্য প্রণবের শেষ বা অর্ধমাত্রা 'ম্-ম্-ম্'কার ভিতরে একতান-ভাবে উত্থাপিত করিয়া (উচ্চারণ নহে, মনে মনে) তাহাতে খুব দৃঢ়ভাবে স্থিতি করিতে হয়। কিছু শ্বাসবোধ করিয়া বুক হইতে মাথা পর্যন্ত বোধের সহিত উহাকে মিলাইয়া ও দৃঢ়প্রযত্নে ধরিয়া রাখিয়া তাহাতে স্থিতি করার অভ্যাস করিতে হইবে। শ্বাসগ্রহণেও ঐ বোধ যেন একভাবে রহিয়াছে এইরূপ অনুভব-গোচর রাখিতে হইবে। মানসিক প্রযত্ন এবং আভ্যন্তর ঐ শারীরিক প্রযত্ন একত্র মিলাইয়া ইহার সাধন করিতে হয়। এই সাধন সর্বসময়ে যথা—শয্যায়, আসনে অথবা চলিতে চলিতে ("শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা") করা যায় এবং সেইরূপেই করা উচিত। তবে কিছু সময় বিশেষ করিয়া করাও দরকার, তখন স্থির হইয়া আসনে বসিয়া করা কর্তব্য।

বিশুদ্ধ অস্মিতাও চরম পদ বা পরা গতি নহে, কারণ উহার ভিতরেও বিকারের বীজ আছে, যদ্দ্বারা উহা বিকৃত হইয়া সাধারণ অস্মিতা হয়। ইহা যুক্তির দ্বারা অনুশীলন করিতে থাকাই বিবেকাভ্যাস এবং ইহার দ্বারা পুরুষতত্ত্বের অভিকল্পনা ক্রমশঃ শুদ্ধতর হইতে থাকে।

বিবেকরূপ অগ্র্যা বুদ্ধির দ্বারা ("দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"—কঠ) বিচার করিতে করিতে এমন অবস্থা আসে যেখানে সত্ত্বপ্রসাদ বা সত্ত্বশুদ্ধি-হেতু নির্মল পরমানন্দের অনুভূতি হয়। প্রথমে উহা ক্ষণিক হয়, পরে অভ্যাসের দ্বারা সেই আনন্দ বর্ধিত হয়। ইহা প্রাগুক্ত নিম্নস্তরের 'বুক ফোলা' আনন্দ অপেক্ষা অন্যরূপ। বলা বাহুল্য, যম ও নিয়মরূপ (হিংসাদি দুঃশীলতা ত্যাগ ও শৌচাদি সুশীলতা গ্রহণ) যোগাঙ্গদ্বয় নিরন্তর সসংকারে অভ্যাস করিলে তবেই

ধারণা-ধ্যান-সমাধি-ক্রমে বিবেক নিষ্পন্ন হয় ("যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ্‌ অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরা-বিবেকখ্যাতেঃ"—যোগসূত্র)।

সমস্ত বিক্ষেপনাশের জন্য বৈরাগ্য আবশ্যক। বৈরাগ্য দুই প্রকার। 'আমি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় চাই না' এইরূপ নিঃসংকল্প-মনোভাব এবং তাহাতে স্থিতি করার অভ্যাস। আর, 'মন বুদ্ধি আদির দ্বারা যাহা কিছু হইতে পারে (সার্বজ্ঞ্যাদি) তাহাও চাই না' এইরূপ মনে করিয়া যে চিত্তের বিরাম করিতে থাকা, তাহা। এই শেষোক্ত বৈরাগ্যের নাম পরবৈরাগ্য। ইহার দ্বারা চিত্ত লয় হইলে তবেই পুরুষতত্ত্বের সম্যক্‌ উপলব্ধি বা তাহাতে স্থিতি হয়। সাধকেরা ইহাকে লক্ষ্য করিয়া সাধন করিতে থাকিলেই সম্যক্‌ সত্যপথে অগ্রসর হইয়া "যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্‌" (মুণ্ডক) তাহা লাভ করেন।

সমনস্কতা বা সম্প্রজন্য সাধন

চিত্তস্থৈর্যের প্রথম ও প্রধান অন্তরায় প্রমাদ, দ্বিতীয় অন্তরায় অপ্রত্যাহার। প্রমাদ ক্ষীণ হইলে প্রত্যাহারের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, উহা আপনিই আসে। আত্মবিস্মৃত হইয়া চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই প্রমাদ। কল্পনা ও সংকল্প-পূর্বক অতীত ও অনাগত বিষয় লইয়া চিন্তা হয়। অতএব অভীষ্ট-বিষয়ক স্মৃতির দ্বারা ঐ ধ্যেয়-বিস্মৃতিকে ক্ষীণ করাই প্রমাদনাশের প্রধান সাধন।

স্মৃতির জন্য সমনস্কতা-সাধন আবশ্যক। সমনস্কতা (বৌদ্ধদের ভাষায় সম্প্রজন্য) একপ্রকার চেষ্টা-বৃত্তি, যদ্দ্বারা অভীষ্ট কোন স্থির সাত্ত্বিক ভাবকে বা বিষয়কে চিত্তে উদিত রাখার প্রযত্ন বা বীর্য করা হয়। শ্রুতি বলেন, "সমনস্কঃ সদা শুচিঃ"—(কঠ), "সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (ছান্দোগ্য) অর্থাৎ সমনস্ক হইয়া শুচিতা বা সাত্ত্বিক ভাব মনের মধ্যে উদিত রাখার চেষ্টা করিতে হয়। চিত্তের শুদ্ধি হইলে স্মৃতি নিশ্চল হয় এবং তদ্রূপ স্মৃতিলাভ হইলে সমস্ত অবিদ্যা-গ্রন্থি হইতে মুক্তি হয়। সেই অভীষ্ট সাত্ত্বিক ভাব যাহাতে চিত্ত হইতে বিচ্যুত না হয় তজ্জন্য মুহুর্মুহুঃ সাবধানতাই সমনস্কতার স্বরূপ। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যখন অভীষ্ট ভাব নিরায়াসে চিত্তে উদিত থাকে বা ভাসিয়া থাকে, তখনই স্মৃতিরূপ বিজ্ঞান-বৃত্তির (বিজ্ঞানের পুনর্বিজ্ঞানরূপ) উপস্থান হয়। অভীষ্ট বৃত্তি সর্বদা উদিত থাকাই স্মৃতি। স্মৃতি = বিজ্ঞান-বৃত্তি, আর সমনস্কতা = চেষ্টা-বৃত্তি। সাবধানতারূপ সাধনের ফলে স্মৃতির উপস্থান হয়।

'যোগতারাবলী'তে আছে—"প্রসহ্য সংকল্পপরম্পরাণাং সংছেদনে সন্ততসাবধানঃ", "পশ্যন্নু-দাসীনদৃশা প্রপঞ্চং সংকল্পমুন্মূলয় সাবধানঃ" অর্থাৎ অবধানযুক্ত হইয়া বলপূর্বক সংকল্পের পরম্পরাকে বা ধারাকে সংছেদন করিবে। উদাসীন-দৃষ্টিতে সমস্ত প্রপঞ্চকে দেখিতে দেখিতে অবধানযুক্ত হইয়া সংকল্পকে উন্মূলিত করিবে। অবহিততার নিরন্তর প্রয়াস বা চেষ্টা যখন নিরায়াস হইয়া স্বাভাবিকের মতো হয় তখনই স্মৃতির উপস্থান হয়, অথবা ইচ্ছাকৃত (voluntary) অবধান যখন স্বতঃস্ফূর্ত (automatic) জ্ঞানরূপে পরিণত হয় তখনই স্মৃতির উপস্থান হইয়াছে বলা হয়। সমনস্কতার বা সাবধানতার চেষ্টা-জাত অভীষ্ট জ্ঞানোদয় তখন স্মৃতিরূপ নিরায়াস জ্ঞান-বৃত্তিতে সমাপ্ত হয়। সাবধানতার বা সমনস্কতার এবং স্মৃতির মধ্যে ইহাই ভেদ।

এ বিষয়ে প্রাথমিক সহজ সাধন এইরূপ—শরীরটা (শরীরের স্থিতির অন্তর্বোধ) কিভাবে আছে, মনটা কিভাবে আছে ইত্যাদি বর্তমান বিষয়ে অবধান রাখা এবং অতীত ও অনাগত বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান বিষয়মাত্রে মন রাখা এবং যাহাতে কোন অবাঞ্ছিত বিষয় মনে না আসে তাহাতে লক্ষ্য রাখা। যাহার পক্ষে যখন যেরকম সুবিধা সেইরূপ করিয়া কৌশলে স্মৃতিরক্ষার অভ্যাস করিতে হইবে, যেমন, পথে চলার সময়ে প্রতিপদক্ষেপরূপ দেহের ক্রিয়াকে প্রতিনিয়ত দৃষ্টি করিতে থাকা এবং তাহাও আবার 'আমি জানছি' এইরূপ বোধমাত্র উদিত রাখা। ইহা বাহ্য-বিষয়ক সমনস্কতার উদাহরণ এবং শারীর প্রত্যবেক্ষা (=ফিরে ফিরে ভিতরে দেখা)। সেইরূপ শব্দাদি-বিষয় যাহা আসিতেছে এবং মনে যে সব ভাব আসিতেছে তাহার প্রতি অবধান রাখা আভ্যন্তর-বিষয়ক সমনস্কতা বা করণ-প্রত্যবেক্ষা। এই সাবধানতার বা সমনস্কতার অভ্যাসের ফলে মনের নিঃসংকল্পতা অভ্যস্ত হয়—কারণ অতীত ও অনাগত বিষয় লইয়াই সংকল্প হয়।

নিঃসংকল্পতা কিছু অনুভূত হইলে তখন প্রত্যবেক্ষার দ্বারা তাহা মনে রাখিতে হইবে। ইহা মানস প্রত্যবেক্ষার প্রথম অবস্থা। জ্ঞানাত্মা অধিগত হইলে তাহাও প্রত্যবেক্ষার দ্বারা স্মৃতিগোচর রাখিতে হইবে। তদূর্ধ্ব বিষয়েও ঐরূপ সম্প্রজন্যের দ্বারা স্থিতি বা ধ্রুবা স্মৃতি সাধন করিতে হইবে। ইহারা মানস প্রত্যবেক্ষার উপরের অবস্থা।

এইরূপে মহদাদি-বিষয়ে ধ্রুবা স্মৃতি লাভ করিয়া যে প্রত্যাহৃত ধ্যান হয় তাহাই প্রকৃত চিত্তস্থৈর্য। চিত্তস্থৈর্য না থাকিলেও শরীরের প্রকৃতি-বিশেষের দ্বারা অথবা বলপূর্বক প্রত্যাহার হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে দুই প্রকার দোষ হইতে পারে। স্বপ্নাবস্থার ন্যায় অনিয়ত মন বিষয়ব্যাপার করিতে পারে অথবা মন স্তব্ধবৎ আত্ম-স্মৃতিহীন-ভাবেও থাকিতে পারে। উহা প্রকৃত চিত্তস্থৈর্যের অন্তরায়। শ্রদ্ধা-বীর্যের দ্বারা উপর্যুক্ত উপায়ে মহদাদি তত্ত্ব-বিষয়ে ধ্রুবা স্মৃতি সাধন করাই চিত্তনিরোধের প্রকৃত পথ।

সংক্ষেপে এইগুলি মনে রাখিতে হইবে—১। একভাবে স্থির থাকিতে না পারিলে মনকে বর্তমান অনেক বিষয়ে (অতীতানাগত বিষয়ে নহে) মুহুর্মুহুঃ ঘুরাইতে হইবে, যেমন, পা হইতে মাথা পর্যন্ত শরীরের অন্তর্বোধে বা সমাগত শব্দে বা স্পর্শে বা অন্য বিষয়ে ঘুরাইতে হইবে। যাহাদের অনুভূতি হইয়াছে তাহারা বাক্‌স্থানে, মনে ও আত্মভাবে মনকে ঘুরাইতে পারিবে অর্থাৎ ঐ সব স্থানে জপের দ্বারা মনকে রাখিতে হইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একবিষয়েই সম্প্রজন্য করা শ্রেয়।

২। আত্মবিস্মৃতি বা প্রমাদ আসিলে সতর্কতাপূর্বক তাহা ধরিতে হইবে এবং তাহা 'আর যেন না আসে' এইরূপ সংকল্প করিতে হইবে। অতীত ও অনাগত বিষয়ের সংকল্পই ত্যাজ্য। 'বর্তমান বিষয় জানিতে থাকিলাম' এইরূপ সংকল্প এই সাধনে গ্রাহ্য। আর এক সংকেত এই যে, আমার মনের ভিতর কখন্ অন্য ভাব আসিল বা তাহা আসিল কি না ইহা দেখিতে থাকা।

৩। গ্রহীতায় বা আমিত্বে সম্প্রজন্য করিলে প্রত্যবেক্ষক ও প্রত্যবেক্ষা এক মনে হইবে। আমিত্ব-জ্ঞান এবং তাহার স্মরণ অবিরল ধারায় চলিবে।

৪। অস্মিতার অধিগম দুই প্রকার (১) শরীরগত অস্মিতা, (২) উপরের অস্মিতা। শরীরগত অস্মিতা—হৃদয় হইতে মস্তক পর্যন্ত যে নাড়ীমার্গ বা মর্মস্থান (সুষুম্না) তাহার অভ্যন্তরস্থ যে বোধ, যাহা শারীরাভিমানের কেন্দ্রভূত, তাহাই শারীর অস্মিতা। আর, জ্ঞানাত্মা অধিগম

করিয়া তদুপরি যে অস্মীতিমাত্রের অনুভাব তাহাই সর্বোচ্চ অস্মিতামাত্র বা ব্রহ্মাস্মি ভাব। এই উভয় প্রকার অস্মিতার অধিগম হইলে শারীর অস্মিতাকে সেই উপরের অস্মিতাতে মিলাইয়া 'আমার সমস্ত আমিত্বই তাদৃশ ব্রহ্মাস্মিভাব' এইরূপ অনুভব করিতে হইবে। ইহা কিছু আয়ত্ত ও স্বচ্ছ হইলে তখন সমনস্কতার দ্বারা উহাই একতান করিতে হইবে। এই সময়ে ভাবিতে হইবে যে, মনোগত ও শরীরগত যে চঞ্চল আমিত্বভাব যাহা বিক্ষেপ-সংস্কার হইতে হয়, তাহা যেন এই স্বচ্ছ আমিত্ববোধ-স্বরূপ ব্রহ্মাস্মিভাবকে ঢাকিয়া কলুষিত করিতে না পারে। এই অবস্থাতেও ঐরূপ সমনস্কতা-সাধন করিয়া উহা বাড়াইয়া উহাতে স্থিতি করিতে হইবে। তাহাই সম্প্রজ্ঞানের বিরোধী সংস্কারসমূহের ক্ষয় করার প্রকৃষ্ট উপায়।

উদ্দেশ্য রাখিতে হইবে যে, আমি ঐরূপ অস্মীতিমাত্র ব্রহ্মবৎ হইয়া গিয়াছি ও হইব, আর তদন্য মলিন কিছু হইব না। কোন ভয়সংকুল বনে চলিতে চলিতে পশ্চাৎ হইতে শ্বাপদাদির আক্রমণের ভয়ে পথিক যেমন সতর্ক থাকে এখানেও সেইরূপ হেয় সংস্কারের আক্রমণের ভয়ে অতিমাত্র সতর্ক হইতে হইবে।

শঙ্কানিরাস *

১। **মুক্তি কাহার?**—যাহার দুঃখ তাহারই দুঃখমুক্তি। 'আমার দুঃখ' ইহা অনুভব করি, অতএব আমারই মুক্তি।

আমিত্ব বা অহংকার এবং বুদ্ধি আদি 'প্রাকৃত বা জড', অতএব তাহাদের মুক্তি হইবে কিরূপে? আর পুরুষ 'মুক্ত-স্বভাব' অতএব তাঁহারও মুক্তি হইতে পারে না। —কে বলিল অহং শুধু জড বা দৃশ্য পদার্থ? আমি জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা এইরূপ বোধও তো হয়, অতএব অহং শুধু জড নহে, কিন্তু চেতনাধিষ্ঠিত জড, সুতরাং আমি শুধুই জড এইরূপ ধরিয়া লওয়া ভুল। জ্ঞাতা আমি যখন জ্ঞেয় দুঃখকে প্রকাশ করে তখনই দুঃখ-বোধ হয়। চিত্তনিরোধে যখন জ্ঞেয় দুঃখ অব্যক্ত হয় তখন জ্ঞাতার দ্বারা প্রকাশিত হয় না, তাহাই মুক্তি। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের মুক্তি বলা হয় না, কিন্তু কৈবল্য বলা হয়, তাহা রুদ্ধ-দৃশ্য হইয়া কেবল শান্তোপাধিক আত্মা এইরূপ ভাবে থাকা।

'মুক্তপুরুষ' এইরূপ কথাও তো ব্যবহৃত হয়। তাহাতে দুঃখ হইতে মুক্ত বা পুরুষের দুঃখহীনতা বুঝায় না কি? অতএব বলিতে হইবে না কি যে 'পুরুষেরই দুঃখ, পুরুষেরই মুক্তি?'—উহা বলিলে দোষ নাই, কারণ আমরা সম্বন্ধবাচক 'র' শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহার করি। 'র' বিভক্তির চতুর্বিধ অর্থ, যথা—(১) অলীক অর্থ, যেমন—নোড়ার শরীর, (২) অঙ্গ ও ধর্মাদি, যেমন—শরীরের অঙ্গ, অগ্নির উষ্ণতা, (৩) অর্থ বা বিষয় বা প্রকাশ্য-কার্যরূপ বিকারাদি অর্থে, যেমন—চক্ষুর বিষয় রূপ, পদের কার্য গমন, (৪) নির্বিকার সাক্ষিত্বাদি অর্থে, যেমন—দ্রষ্টার দৃশ্য। এই শেষোক্ত সাক্ষিত্ব অর্থে 'পুরুষের দুঃখ' বলিতে পার, তাহার অর্থ হইবে পুরুষরূপ জ্ঞাতার সহিত যুক্ত হইয়া দুঃখরূপ জ্ঞেয় জ্ঞাত হয়, বিযোগে জ্ঞাত হয় না। "দুঃখ-সংযোগ-বিযোগং যোগসংজ্ঞিতম্" (গীতা)।

আমিত্ব শুধু জড নহে, তাহাতে জ্ঞাতাও অন্তর্গত থাকে। অন্তর্গত সেই জ্ঞাতার কেবলতার জন্যই 'কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তিঃ' হয়, অসম্বদ্ধ কোন পদার্থের জন্য নহে। সেজন্য 'দুঃখী আমি দুঃখহীন রুদ্ধচিত্ত কেবল জ্ঞাতা হইব' এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়।

সংক্ষেপতঃ—দুঃখ আছে বলিলেই 'কাহার দুঃখ' ও 'কাহার মুক্তি' তাহা বলিতেই হইবে। অনুভব হয় 'আমার' দুঃখ, সুতরাং 'আমারই' মুক্তি। 'র' বিভক্তি সংযোগ করিয়া বলিতে পার পুরুষের দুঃখ ও পুরুষের মুক্তি, অথবা প্রকৃতির দুঃখ ও প্রকৃতির মুক্তি। কিন্তু তাহার অর্থ হইবে দুঃখ পুরুষের প্রকাশ্য, আর মুক্তি দুঃখের অদৃশ্যতা। সেইরূপ, প্রকৃতির দুঃখ বলিলে তাহার অর্থ হইবে বুদ্ধিরূপে পরিণত প্রকৃতির দুঃখ (যেমন, মাটির কলসী), এবং তাদৃশ বুদ্ধির স্বকারণ প্রকৃতিতে লয়ই মুক্তি।

২। **মুক্তপুরুষদের নির্মাণচিত্ত।** শাশ্বতকালের জন্য দুঃখমুক্তি বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধই তো মুক্তি, যদি তাহাই হয় তবে মুক্তপুরুষেরা উপদেশ করেন কিরূপে?—মুক্তির উহা অব্যাপ্ত লক্ষণ,

* জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মীমাংসা সংক্ষেপেই করা হইয়াছে, বিশদভাবে জানিতে হইলে গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

যোগশাস্ত্রে মুক্তির লক্ষণ এইরূপ :—যাঁহারা স্বেচ্ছায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া দুঃখের অতীত অবস্থায় যাইতে পারেন তাঁহারাই মুক্ত। তন্মধ্যে যাঁহারা শাশ্বতকালের জন্য নিরোধের ইচ্ছায় চিত্তরোধ করেন তাঁহারা আর পুনরুত্থিত হন না ; আর, যাঁহারা ভূতানুগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট কাল যাবৎ চিত্তরোধ করেন তাঁহারা সেই কালের পর পুনরুত্থিত হইতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছামাত্রেই দুঃখাতীত অবস্থায় যাইবার শক্তি থাকাতে তাঁহাদিগকেও মুক্ত বলা হয়। মুক্ত পুরুষগণ এইরূপেই ভূতানুগ্রহ করেন, তখন তাঁহারা যে-চিত্তের দ্বারা কাজ করেন সেই চিত্তকে নির্মাণচিত্ত বলে। 'পুনরুত্থিত হইব' এই সংকল্পের সংস্কার হইতে পুনরুত্থান হয় এবং পুনরুত্থিত সংস্কারহীন অস্মিতা হইতে স্বেচ্ছায় যোগীরা যে চিত্ত নির্মাণ করেন তাহার নাম নির্মাণচিত্ত। স্বেচ্ছার উহাকে শাশ্বত কালের জন্য নিরোধ করা যায় বলিয়া ঐরূপ চিত্তযুক্ত যোগীদিগকেও মুক্ত বলা যায় ; কারণ, তাঁহাদিগকে দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না (যোগদর্শন ৪।৪ নির্মাণচিত্ত দ্রষ্টব্য)।

সংস্কারহীন অস্মিতা কিরূপ ?—সংস্কার ও প্রত্যয় দুই-ই অস্মিতার বিকার। সংস্কার হইতে প্রত্যয় হয়, প্রত্যয় হইতে পুনরায় সংস্কার হয়। ব্যুত্থান-সংস্কার ক্ষয় হইলে নিরোধ-সংস্কার সম্পূর্ণ হয়। সম্পূর্ণ নিরোধ-সংস্কার অর্থে প্রত্যয়রূপে চিত্তের বিকার না হওয়া, যখন ঐরূপ সম্পূর্ণতা আয়ত্ত হয় তখন যোগীর চিত্ত চরম সংস্কারহীন অস্মিতায় উপনীত হয়। ইচ্ছা করিলে যোগী তখন শাশ্বত-কালের জন্য নিবৃত্ত হইতে পারেন অথবা ইচ্ছা করিলে সেই ইচ্ছামাত্রের সংস্কার হইতে নির্দিষ্ট কাল পরে ঐরূপ অস্মিতাকে উত্থাপিত করিতে পারেন। যিনি শাশ্বতকালের জন্য রোধ করেন তাঁহার অস্মিতা গুণসাম্য প্রাপ্ত হয়, যিনি তাহা পুনরুত্থিত করেন, তিনি তদ্দ্বারা চিত্ত নির্মাণ করিতে পারেন। ঐরূপ অস্মিতামাত্র ব্যতীত (নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ—যোগসূত্র ৪।৪) চিত্তের সংকল্পাদি প্রত্যয় উঠে না বলিয়া প্রত্যয়ের মূল যে সংস্কার তাহা উহাতে নাই বলিতে হইবে, সেজন্য উহা সংস্কারহীন। পুনরুত্থানের সংকল্প করিয়া রুদ্ধ করিলে সেই সংস্কারমাত্রযুক্ত অস্মিতা থাকে।

৩। **পুরুষ কি ব্যাপারবান্ ?** কুলাল ব্যাপারবান্ হইলে ঘট হয়, কুলাল ঘটের নিমিত্ত-কারণ। অতএব ব্যক্তভাবসমূহের নিমিত্ত-কারণ পুরুষও ব্যাপারবান্ হওয়া যুক্ত নহে কি ?—না, ব্যাপারযুক্ত নিমিত্ত আছে বটে, নির্ব্যাপার নিমিত্তও আছে। একস্থানে আলোক রহিয়াছে, এক দ্রব্য স্বীয় ব্যাপারে তথায় যাইলে প্রকাশিত হয়, ইহাতে আলোকের ব্যাপারের বিবক্ষা নাই, অথচ তাহা প্রকাশের নিমিত্ত-কারণ। একস্থানে একজন স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, অন্য একজন তাহাকে দেখিতে গেল, আসীন ব্যক্তি অন্যের যাওয়ার নিমিত্ত-কারণ হইলেও ব্যাপারবান্ নহে। পুরুষ নির্ব্যাপার হইলেও প্রকাশশীল সত্ত্ব স্বব্যাপারে 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ হয়, তাহাই ব্যক্তভাবের মূল।

৪। **অনির্বচনীয়, অজ্ঞেয় ও অব্যক্ত।** সাংখ্যেরা বলেন, সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্ত, অন্যেরা মূলকে অজ্ঞেয় বলেন, আর বেদান্তীরা মায়াকে অনির্বচনীয় বলেন—এই তিনটাই কি এক কথা হইল না ?

না, অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। অব্যক্ত অর্থে সূক্ষ্মরূপে থাকা, তাহা ব্যক্তরূপে জ্ঞেয় নহে বটে, কিন্তু তাহা 'সমান তিন গুণ' এইরূপে জ্ঞেয় ও নির্বচনীয়। অনির্বচনীয় অর্থে যাহা 'আছে কি নাই' বা 'সৎ কি অসৎ' বা 'এইরূপ কি ঐরূপ' এবম্প্রকারে নির্বচন না করা অর্থাৎ ঠিক করিয়া না বলা। অতএব ঐ তিন শব্দ সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থে প্রযুক্ত হয়। একের অর্থ 'আছে', অন্যের অর্থ 'আছে কি না ঠিক করিয়া বলিতে পারি না', আর অজ্ঞেয়-অর্থে যাহা জানা যায় না।

নির্বচন অর্থে নিশ্চয় করিয়া বলা। 'সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যা মায়া' অর্থে মায়া আছে কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলিলে তাহা 'নাই' এইরূপ বলা হয়। 'আছে' বলিলেই তাহার কিছু-না-কিছু জ্ঞেয় এইরূপ বলা হয় ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

৫। **ত্রৈগুণ্যের অংশভেদ নাই।** যে ত্রিগুণের দ্বারা কোনও এক উপাধি বা মহদাদি নির্মিত সেই ত্রিগুণটুকু কৈবল্যাবস্থায় কি হয়?

ইহাতে ত্রিগুণের 'খানিক' ধরা হইয়াছে। খানিক অর্থে যদি দেশতঃ ও কালতঃ 'অংশ' বুঝিয়া থাক তবে ভুল করিয়াছ। কিন্তু নিরবয়ব বস্তুর অংশ কল্পনীয় নহে। 'খানিক' বলিতে গেলে দেশতঃ পরিচ্ছিন্নতা বুঝায়, অথবা কোন পরিণামী বস্তুর বা ধর্মীর বা ধর্মের মধ্যে কতক ধর্ম বুঝায়। ত্রিগুণ যখন দেশব্যাপী নহে এবং ধর্ম-সমাহার নহে, তখন উহার 'অংশ' নাই। যাহার অংশ কল্পনীয় নহে তাহার 'খানিক' কল্পনা করিয়া প্রশ্ন করাই অসমীচীন। প্রকৃতপক্ষে সত্ত্ব মানে প্রকাশ, রজ মানে ক্রিয়া ও তম মানে স্থিতি। খানিক প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি সত্ত্বাদিগুণ নহে। 'খানিক' হইলেই তাহা বিকার-বর্গে আসে। বিকারে নানা ধর্ম থাকে বলিয়া তাহার কিয়দংশ দৃশ্য ও কিয়দংশ অদৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু যাহাকে ধর্ম-ধর্মীর অতীত বলিতেছ তাহার 'অংশ' কিরূপে কল্পনা করিবে? সত্ত্ব পূর্ণ প্রকাশ-স্বভাব, তাহা পুরুষোপদৃষ্ট হইলে অংস্মাত্র জ্ঞান বা মহৎ হয়। সেই মহৎ কিরূপ প্রকাশ? তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ যদি না থাকে (মহৎ অপেক্ষা প্রকাশ-গুণক দ্রব্য নাই) তবে তাহা বিকারী প্রকাশের পূর্ণতা। অতএব বলিতে হইবে সব মহান্ আত্মায় পূর্ণ প্রকাশ বা পূর্ণ সত্ত্ব আছে। সেইরূপ রজ-র স্বভাব ক্রিয়া বা ভঙ্গ। ভঙ্গ-মাত্রের ছোট বড় নাই বলিয়া সব ভঙ্গই পূর্ণ ভঙ্গ বা পূর্ণ রজ। ভঙ্গের কিছু ভেদ নাই কিন্তু যাহা ভঙ্গ হয় তাহারই ভেদ। অতএব সব মহত্তের ভঙ্গ পূর্ণ ভঙ্গ। স্থিতিতেও সেইরূপ অর্থাৎ পূর্ণ ভঙ্গের পরে অথবা পশ্চাতে পূর্ণ স্থিতি আছে। এইরূপে অসংখ্য মহত্ত্বে সত্ত্ব, রজ ও তম বা প্রকৃতি পূর্ণরূপে আছে। কোনও মহৎ লীন হইলে কি হয়? তাহার উপাদানভূত ত্রিগুণের সাম্য হয়, এতন্মাত্র ন্যায্য কথা বক্তব্য। নচেৎ ত্রিগুণের অংশ কল্পনা করিয়া, তাহার কি হয় তাহা খুঁজিতে গেলে দৈশিক ও কালিক অবয়বহীন পদার্থের তাদৃশ অবয়ব কল্পনা করিয়া বন্ধ্যাপুত্রের অন্বেষণ করা হয়। প্রকৃতির বিভাজ্যতা অর্থে বহু পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হইয়া বহু মহৎ হওয়া ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন স্বভাবমাত্রকেই তিন গুণ বলা হয়। উহাদের সাধারণ অবয়বভেদ নাই কিন্তু বিরুদ্ধতা থাকাতে পুরুষোপদর্শনসাপেক্ষ ব্যক্তিভেদ আছে। প্রকাশ পুরুষোপদৃষ্ট হইলে ক্রিয়া ও স্থিতির অভিভব হয়। পরস্পরের অভিভব-প্রাদুর্ভাব হইতে এইরূপে ব্যক্তিভেদ হয়, ইহাই বক্তব্য। ঐরূপ ব্যক্তি-সকলকে সাধারণতঃ অবয়ব বলা যাইতে পারে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহা দৈশিক ও কালিক অবয়ব নহে। উহা অভিভব ও প্রাদুর্ভাবের তারতম্য মাত্র। অভিভব ও প্রাদুর্ভাব প্রকৃত অবয়ব নহে।

সংক্ষেপে, অল্প সত্ত্ব বা প্রকাশ মানে রজ অথবা তম-গুণের প্রাধান্য ও সত্ত্বের অপ্রাধান্য। প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য অবয়বভেদ নহে, সুতরাং 'খানিক' সত্ত্বাদি গুণ লইয়া এক মহদাদিরূপ উপাধি সৃষ্ট হয় এইরূপ কল্পনা করা অন্যায্য। একই প্রধান বহুপুরুষের উপদর্শনে বহু বিষম ব্যক্তিরূপে দৃষ্ট হয়, কোনও এক পুরুষের কৈবল্যে তাঁহার সেই উপাধিরূপ বিষম ভাব উপদৃষ্ট বা প্রকাশিত হয় না—ইহাই এ বিষয়ে ন্যায্য কথা।

৬। **স্থির ও নির্বিকার।** আমাদের মধ্যে সবই বদলাইয়া যাইতেছে, দেখাও কোন্‌টা স্থির?—স্থির কাহাকে বল?—যাহা সর্বদাই একরূপ তাহাকে স্থির বলি।—তাহার নাম তো নির্বিকার, নির্বিকারকে কি স্থির বল? তাহা হইলে বিকার হইলেও যাহা বরাবর আছে বা নিত্য-বিকার-স্বরূপ তাহাকে কি বল? তোমার কথা অনুসারে তাহাকেও 'স্থির বিকার' বলিতে হইবে, কারণ, তাহা সর্বদাই কেবলমাত্র বিকাররূপ।

বদলাইয়া গেলে বলিতে হইবে 'কিছু' বদলাইয়া যায়, সেই কিছুটা অবশ্যই স্থির হইবে, আর বদলানো বা বিকারমাত্রও স্থির হইবে। যাহা বিকৃত হয় তাহা কি? বলিতে হইবে তাহা বস্তু বা কোনও সত্তা, সত্তা ও জ্ঞান একই কথা (knowing is being) অতএব জ্ঞান বা 'জানা' আছে ইহা স্থির। জ্ঞান বা প্রকাশ থাকিলে তাহার আগে ও পরে যে অপ্রকাশ আছে তাহাও নিশ্চয়, ক্রিয়ার পশ্চাতে সেইরূপ জড়তা থাকে। এইরূপে প্রকাশ বা সত্ত্ব, বিকার বা ক্রিয়া বা রজ, এবং অপ্রকাশ বা জড়তা বা তম, এই তিন বস্তু আমাদের মধ্যে সদাই আছে তাহা নিশ্চয়। ইহারা সব জ্ঞেয়। জ্ঞেয় থাকিলে জ্ঞাতাও থাকিবে, তাহা আমাদের মধ্যে নির্বিকার স্থির সত্তা। নির্বিকার জ্ঞাতা আছে বলিয়াই আমাদের অনেক বিকার থাকিলেও 'সেই আমিই এই'—এইরূপ অবিকারিত্বের প্রত্যভিজ্ঞা হয় এবং আমি 'অবিভাজ্য এক' এইরূপ সদাতন একরূপত্ববোধ হয়। এইরূপে মৌলিক দৃষ্টিতে দেখিলে সত্ত্ব, রজ ও তম-রূপ মূল দৃশ্য স্থির এবং দ্রষ্টাও স্থির। ঐ ঐ কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য-পদার্থ যাহা আছে তাহাই অস্থির, যেমন কঙ্কণ, হার আদিতে সোনা বদলায় না কিন্তু আকার বদলায় সেইরূপ।

৭। **গুণবৈষম্য।** গুণের বৈষম্য কাহাকে বলা যায় এবং সমান তিনগুণ থাকিলে বিষমতার অবকাশ কোথায়?

গুণবৈষম্য অর্থে কোনও এক গুণের সমুদাচার বা প্রাধান্যরূপ অবস্থা। গুণত্রয়ের স্বভাব হইতেই উহা (এবং সাম্যও) অবশ্যম্ভাবী। ক্রিয়া অর্থে স্থিতি হইতে প্রকাশের দিকে যাওয়া এবং প্রকাশ হইতে স্থিতির দিকে যাওয়া। তাহাই যখন স্বভাবতঃ হয় তখন বলিতে হইবে যে, যাওয়ার অবস্থাটায় ক্রিয়ার প্রাধান্য অর্থাৎ তখন দ্রষ্টার দ্বারা ক্রিয়াই প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, আর, যখন প্রকাশরূপ অবস্থায় উপনীত হয় তখন বলিতে হইবে সেই অবস্থাটা প্রকাশ-প্রধান অর্থাৎ ক্রিয়ার ও জড়তার অভিভব বা অলক্ষ্যতা, প্রকাশ হইতে পুনরায় স্থিতিতে যাওয়ার সময়ে ক্রিয়া-প্রধান। স্থিতিতে উপনীত হইলে ক্রিয়া অভিভূত হইয়া যায় এবং প্রকাশেরও অত্যস্ফুটতা হয়। অতএব স্বভাবতঃই এইরূপে গুণবৈষম্য অবশ্যম্ভাবী (পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হইয়া বৈষম্য হইলেই ব্যক্ততা হয়)।

স্থিতি হইতে প্রকাশে অথবা প্রকাশ হইতে স্থিতিতে যাইতে হইলে এমন একটি অবস্থা আসিবে যেখানে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি তিনই সমান, তাহাই ব্যক্তভাবের ভঙ্গ, সেই ভঙ্গটাই গুণসাম্য। যখন সাধনের কৌশলের দ্বারা গুণসাম্য সদাতন হয় তখন শাশ্বত গুণসাম্যরূপ কৈবল্য হইবে।

৮। **মূলে এক কি বহু?** দেখা যায় যে, এক মাটি বহু মাটির জিনিষের কারণ, এক স্বর্ণ বহু অলংকারের কারণ, সেইরূপ এক দ্রব্য যথা—ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম, পরমাণুবাদীর পরমাণু জগতের কারণ—এই হেতু মূল কারণকে এক বলিব না কেন?

'এক' শব্দ সংক্ষেপতঃ দুই রূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়—বহুর সমষ্টি-স্বরূপ এক এবং অবিভাজ্য এক। অবিভাজ্য এক হইতে বহু হইতে পারে না। সমষ্টিভূত এক হইতেই বহু হইতে পারে। অবিভাজ্য

এক কাবণ হইতে বহু হইয়াছে এইরূপ বলা অচিন্তনীয় চিন্তা ও স্বোক্তিবিবোধ। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম এবং অনাদি কর্ম হইতে প্রপঞ্চ হইযাছে এইরূপ বলিলে বহুকে বহুব কাবণ বলা হয। এক অখণ্ডৈকবস শুদ্ধ চৈতন্য হইতে বহু কিরূপে হয দেখাও। শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আববণ-বিক্ষেপ-শক্তিযুক্ত অথবা ত্রিগুণময়ী মাযা কল্পনা কবিলে বহুকে বহুব কাবণ বলা হয। এক মাটি হইতে বহু বহু পাত্রাদি হয বলিলে বহু অবযবেব সমষ্টিভূত উপাদান এবং বহু কুম্ভকাব অথবা কুম্ভকাবেব বহু ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত হইতে বহু পাত্রাদি হয এইরূপ বলা হয। সেইরূপ এক ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও বহু পুরুষেব উপদর্শন হইতে প্রপঞ্চ হইযাছে এইরূপ বলা ব্যতীত গত্যন্তব নাই।

উপসংহাবে নিম্নলিখিত বিষযগুলি বিচাব কবিযা দেখিতে হইবে:—(১) অবিভাজ্য পদার্থ বর্তমান থাকিলে তাহা নিত্যকাল একই থাকিবে, কখনও বহু হইবে না। (২) বহু হইতেই বহু পদার্থ উৎপন্ন হইতে পাবে। (৩) যে 'এক' পদার্থ হইতে বহু পদার্থ উৎপন্ন হয তাহা বিভাজ্য বা স্বগতভেদযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে বহুই হইবে। (৪) যাঁহাবা সমনা ঈশ্বব স্বীকাব কবেন, তাঁহাদেব মূলতঃ বহু কাবণ-পদার্থ স্বীকাব কবা হয। (৫) যাঁহাবা অমনা চৈতন্যময আত্মাকে একমাত্র কাবণ স্বীকাব কবেন, তাঁহাদেব বলিতে হইবে যে, এই বহুত্বজ্ঞান ভ্রান্তি, কিন্তু ভ্রান্তি সিদ্ধ কবিবাব জন্য তিন প্রকাব বিভিন্ন সত্তা স্বীকার্য, যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি, বজ্জু ও সর্প। অতএব একমাত্র অমনা চৈতন্যময আত্মাব দ্বাবা কখনই ভ্রান্তি সিদ্ধ হয না। (৬) পুরুষ ও প্রকৃতিকে ঈশ্ববাদিব মূল কাবণ বলিলে সেখানেও বহু অবিভাজ্য পুরুষ ও এক বিভাজ্য প্রকৃতিকে জগতেব কাবণ বলা হয। (পুরুষেব বহুত্ব অন্যত্র সাধিত কবা হইযাছে)।

৯। **সাধনেই সিদ্ধি।** অভ্যাস-বৈবাগ্যেব দ্বাবা যোগসিদ্ধ হয বটে কিন্তু শুনা যায ঈশ্বব বা মহাপুরুষেব উপব নির্ভব কবিযা থাকিলে বিনা সাধনেই তাঁহাবা যোগক্ষেম বহন কবেন ও মুক্ত কবিযা দেন, ইহা কি সত্য নহে?—উত্তবে জিজ্ঞাস্য, নির্ভব কাহাকে বল? তাঁহাব উপব সমস্ত ভাব দিযা নিজে কিছু চেষ্টা না কবা যদি নির্ভব হয তবে তাহা কবিতে গেলেই বুঝিতে পাবিবে যে তাহা কত দুষ্কব। অনববত আহাব-বিহাবাদি চেষ্টায ব্যাপৃত থাকা অন্যেব উপব নির্ভব নহে, কিন্তু নিজের জন্য প্রকৃষ্ট চেষ্টা। সব ব্যাপাবে নিজে চেষ্টা কব আব মোক্ষেব বেলা কিছু কবিবে না, অন্যে কবাইযা দিবে। গীতাও বলেন, "ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥" (৫।১৪)। প্রভু ঈশ্বব কর্ম সৃষ্টি কবেন না আমাদিগকে কর্তাও কবেন না এবং কর্মেব ফলও দেন না, স্বভাবতঃ এই সব হয। "অনন্যাশ্চিন্তযন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" (গীতা ৯।২২)। অর্থাৎ যে জনেবা আমাকে অনন্যচিত্তে চিন্তা কবতঃ পর্যুপাসনা কবেন সেই নিত্য মদ্গতচিত্ত ব্যক্তিদেব যোগক্ষেম আমি বহন কবি। ভগবানে অনন্যচিত্ত (=অপৃথগ্‌ভূত—শঙ্কব) হইলে এবং নিত্য তাদৃশ থাকিলে তবেই যোগক্ষেম তিনি সিদ্ধ কবেন, কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তিব ঈশ্ববে স্থিতিই যোগক্ষেম এবং তাহা ঐ সাধনেব দ্বাবা স্বভাবতঃই হয। অনন্যচিত্ত হওযা যে কত দুষ্কব ও দীর্ঘকালিক সাধনসাধ্য তাহা কবিতে গেলেই বুঝিতে পাবিবে। "সমস্ত ধর্ম ছাড়িযা একমাত্র আমাব শবণ লইলে আমি সর্ব পাপ হইতে মুক্ত কবিব।" (গীতা ১৮।৬৬)। সব ছাড়িযা ভগবানে শবণ লইলে (কত কষ্টে কত কালে তাহা ঘটাব সম্ভাবনা, এক মিনিট চেষ্টা কবিলেই বুঝিতে পাবিবে) স্বভাবতঃই দুঃখমুক্তি হয়। "অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যাযন্ত উপাসতে। তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ॥"

(গীতা ১২।৭)। এখানেও সাধনের দ্বারা সিদ্ধি বলা হইয়াছে, বিনা সাধনে সিদ্ধি কুত্রাপি বলা হয় নাই, সম্ভবও নহে।

যদি বল তাঁহাকে ডাকিলে পরে তিনি কৃপা করিয়া মুক্ত করিয়া দিবেন, তাহা হইলেও সাধন আসে, কারণ, 'ডাকার মতো ডাকা' মহা সাধনসাধ্য। আর যদি বল অহৈতুকী কৃপাতে তিনি মুক্ত করিয়া দিবেন (কৃপাযোগ্য হই বা না হই) তবে যখন অনাদিকালে তাহা লাভ কর নাই তখন অনন্তকাল তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। পরন্তু তাহাতে ভগবান্‌কে খামখেয়ালী করা হয়, এবং এই মত সত্য হইলে কুশল কর্ম কেহ করিবে না। যদি বল যোগ্য হইলেই তিনি কৃপা করিবেন তাহা হইলেও সাধন আসিতেছে, কারণ, সাধন ব্যতীত কিরূপে যোগ্য হইবে?

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥" (গীতা ১২।৮)। ইহাতেও সাধনের দ্বারা স্বভাবতঃই সিদ্ধি হয় বলা হইল।

১০। **চরম বিশ্লেষ কাহাকে বলে?** পুরুষ ও ত্রিগুণ এই তত্ত্বদ্বয়ে বিশ্বকে বিশ্লেষ করা যে চরম বিশ্লেষ বা ultimate analysis এইরূপ বলা হয়, উহা মনুষ্যের বর্তমান জ্ঞানের চরম হইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হইতে পারেন যিনি উহা অপেক্ষাও উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর বিশ্লেষ করিতে পারিবেন, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। কখনও যে উহা অপেক্ষা উচ্চ বিশ্লেষ আবিষ্কৃত হইবে না তাহার প্রমাণ কি?

তোমার কথাই তাহার প্রমাণ। সব জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চ জ্ঞান আবিষ্কৃত হইতে পারে, এইরূপ নিয়ম নাই। অনন্ত অপেক্ষা বড, অসংখ্য অপেক্ষা অধিক কি কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে? সতের অভাব নাই, অসতের ভাব হয় না, এই নিয়ম কি কেহ কখনও অপলাপিত করিতে পারিবে? ইহা যেমন কোন ভবিষ্যৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আবিষ্কার করিতে পারিবে না বলিতে হইবে, উহাও সেইরূপ। বুদ্ধি বলিলেই প্রকাশ বা সত্ত্বগুণ আসে, আবিষ্কার বলিলেই ক্রিয়া বা রজোগুণ আসিবে, আর, ক্রিয়া থাকিলেই তাহার পশ্চাতে ও পরে জডতা বা তমোগুণ থাকিবে, আর আবিষ্কর্তা ব্যক্তিও থাকিবে। অতএব তোমারই কথায় তখন সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ এবং জ্ঞাতা পুরুষ থাকিবে, তাহাদিগকে এখনও যেমন বিশ্লেষ করিতে পার না তখনও সেইরূপ পারিবে না। যদি পারিবার সম্ভাবনা আছে বল, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে কিরূপ দ্রব্যে বিশ্লেষ করা সম্ভবপর। যদি তাহা না দেখাইতে পার অথচ যদি বল অন্য কিছুতে বিশ্লেষ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই 'অন্য কিছু' একটা সত্তা হইবে, সত্তা অর্থে জ্ঞান এবং জ্ঞানের সহভাবী ক্রিয়া ও জডতা। অতএব প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন গুণ এবং তাহাদের দ্রষ্টাকে কদাপি অতিক্রম করিতে পারিবে না। যদি বল 'আমাদের ভাষা নাই বলিয়া আমরা সেই বিষয় বলিতে পারি না' তাহা হইলে তোমার চুপ করিয়া থাকাই উচিত। ভাষা নাই অথচ ভাষা প্রয়োগ করা যে কিরূপ অন্যায় আচরণ তাহা বুঝিয়া দেখ, অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে, পুরুষ ও প্রকৃতি অপেক্ষা বিশ্বের উচ্চ বিশ্লেষ এ পর্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই এবং ভবিষ্যতে কাহারও করিতে পারার সম্ভাবনা নাই।

১১। **ভাল ও মন্দ।** ঈশ্বরকে শুধু ভাল বলি কেন? তিনি ভাল-মন্দ এই দুইতেই তো আছেন। ভাল-মন্দের মানদণ্ড কি?

উত্তরে জিজ্ঞাস্য, ভাল-মন্দ কাহাকে বল?—বলিতে হইবে আমরা যাহা চাই তাহাই ভাল; আর যাহা চাই না, তাহাই মন্দ। আমরা সুখ-শান্তি চাই, অতএব সুখ-শান্তি ভাল এবং অসুখ

ও অশান্তি মন্দ। একই দ্রব্য ও আচরণ কাহারও কাছে ভাল হইতে পারে ও কাহারও নিকটে মন্দ হইতে পারে, অতএব দ্রব্য ও আচরণের ভিতর ভাল-মন্দ নাই। যে দ্রব্য ও আচরণ হইতে যাহার সুখ হয় তাহাই তাহার কাছে ভাল এবং যাহা হইতে দুঃখ হয়, তাহাই তাহার কাছে মন্দ। আবার কোনও দ্রব্য ও আচরণ হইতে যদি দুঃখ অপেক্ষা বেশী সুখ হয় তবেই তাহার কাছে তাহা অধিকতর ভাল এবং বিপরীত হইলে অধিকতর মন্দ। এই জন্য আমরা যে-সব আচরণ ও দ্রব্য হইতে অধিকতর সুখ হয় তাহাকে ভাল আচরণ ও ভাল দ্রব্য বলি, আর, যাহা হইতে অধিকতর দুঃখ হয় তাহাকে মন্দ আচরণ ও মন্দ দ্রব্য বলি। ঈশ্বর সর্বব্যাপী অতএব তিনি ভাল ও মন্দ দুই-ই—এ কথা বলিতে পার না, কারণ, তোমার চাওয়া ও না চাওয়া অনুসারেই ভাল-মন্দ। অমৃত ভাল কি মন্দ তাহা ঠিক নাই, কথায় বলে 'অধিক অমৃতে বিষ হয়'। ঈশ্বর হইতে আমাদের সম্যক্ সুখ-শান্তি হয় সেজন্য আমরা তাঁহাকে চাই, এবং তজ্জন্যই তাঁহাকে সম্যক্ ভাল বলি। যদি বল মন্দেও তো তিনি আছেন, তবে তাঁহাকে শুধু ভাল বলি কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য—সুখ-শান্তি যাহাদের নিকট মন্দ, তাহাদের নিকট ঈশ্বরও মন্দ; ঈশ্বরই সর্বপ্রধান সুখ-শান্তির হেতু। যে তাহা না চায় সে ঈশ্বরকে মন্দ বলিতে পারে, কিন্তু এমন প্রাণী কেহই নাই। অতএব গভীর অজ্ঞানাচ্ছন্ন কেহ মুখে যাহাই বলুক, সকলের নিকট ঈশ্বর সম্যক্ ভাল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দ্রব্যের ভিতর ভাল-মন্দ নাই, অতএব সর্বব্যাপী ঈশ্বর সর্ব দ্রব্যেতে আছেন, 'ভাল-মন্দে' নাই, তোমার দৃষ্টি অনুসারে কেবল ভাল-মন্দ মনে কর। যতদিন তোমার সুখ-শান্তির চাওয়া আছে, ততদিন ঈশ্বর সুখ-শান্তির হেতু এইরূপ বুঝিলে তাঁহাকে সর্বদিকেই ভাল মনে করিতেই হয়, আর সুখ-শান্তির অতীত হইয়া গেলে ভাল বা মন্দ কিছুই থাকিবে না, কেবল ঈশ্বর থাকিবেন এবং ঈশ্বরবৎ তুমি থাকিবে। ভাল ও মন্দ রাগ-দ্বেষাদি অজ্ঞানমূলক। যতদিন অজ্ঞান ছিল, আছে ও থাকিবে, ততদিন অর্থাৎ অনাদিকাল যাবৎ, ভাল-মন্দর দৃষ্টি আছে, কেহ উহার স্রষ্টা নাই, তন্মধ্যে ভাল আচরণ বা ধর্মকে সম্যক্ গ্রহণ করিলে ও মন্দাচরণ ত্যাগ করিলে আমরা সম্যক্ সুখ-শান্তি পাই, সেজন্যই আমাদের ধর্মাচরণ কর্তব্য। শান্তিলাভ করিয়া সুখ-দুঃখের উপরে উঠিলে তখন কেবল নির্বিকার পরমাত্ম-স্বরূপেই আমরা থাকিব ও সুখ-দুঃখরূপ অজ্ঞানদৃষ্টি তখন নষ্ট হইবে।

১২। **পুরুষকার কি আছে? পূর্বসংস্কার হইতেই যখন সব কর্ম হয় তখন পুরুষকারের অবকাশ কোথায়?**

উত্তরে জিজ্ঞাস্য 'সব কর্ম হয়' মানে কি? যদি বল, কর্ম করিবার প্রবৃত্তি হয় তাহা হইতে আমরা কর্ম করি—তবে বলি প্রবৃত্তি হইলে কি ঠিক পূর্বের মতই কার্য করি? আর, ইহজীবনের নূতন ঘটনা দেখিয়াও তো প্রবৃত্তি হয় এবং তাহা হইতেও কার্য করি। অতএব পূর্বসংস্কার হইতেই যে সব কার্য হয় অথবা কার্যের সমস্তটা হয় তাহা ঠিক নহে। কর্মের অনুভূতির সংস্কার হয় এবং স্মৃতির দ্বারা সেই অনুভূতি উঠে। কর্মের অনুভূতি যথা, 'আমি ইচ্ছাপূর্বক হাত নাড়িলাম'—এই বাক্যের যাহা অর্থ, যাহা শরীরে ও মনে হয়, তাহার অনুভব হইতে ঠিক তাদৃশ ভাবের স্মরণ হয়। কিন্তু সেই স্মরণের ফলেই যে আমরা সব সময়ে হাত নাড়ি তাহা নহে, অন্যান্য জ্ঞানসহায়ে অথবা আগন্তুক ঘটনার জ্ঞানে বিচারপূর্বক হাত নাড়িতেও পারি, না-ও নাড়িতে পারি। যদি ঐ স্মরণের বশেই হাত-নাড়া হয় তবে তাহা ভোগভূত কর্ম। আর, যদি স্মরণের পর বিচারাদি করিয়া হাত নাড়া অথবা না-নাড়া হয়, তবে তাহা পুরুষকাররূপ কর্ম। নিয়মও আছে "জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা"

অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা দুই রকম, স্বাধীন ইচ্ছা এবং পূর্বসংস্কারের জ্ঞানবশে অস্বাধীন ইচ্ছা। অতএব পুরুষকার যে আছে তাহা একটি সিদ্ধ সত্য।

পূর্ব কর্ম হইতে ঠিক ততখানি যদি পরের কর্ম হয় তাহা হইলে জগতে কিছু বৈচিত্র্য থাকিত না। কিন্তু যখন বৈচিত্র্য দেখা যায় তখন বলিতে হইবে যে, পূর্ব কর্ম ছাড়া আরও কিছু নূতন কারণ ঘটে যাহাতে নূতন কর্ম হয় ও এই বৈচিত্র্য হয়। বলিতে পার পারিপার্শ্বিক ঘটনারূপ কারণ হইতে এই বৈচিত্র্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার অর্থ কি ?—পারিপার্শ্বিক ঘটনার জ্ঞান হইতে ভাল-মন্দ জ্ঞান হয়, পরে বিচারাদি করিয়া ভালর দিকে প্রবৃত্তি ও মন্দ হইতে নিবৃত্তির ইচ্ছা হয়। তাদৃশ ইচ্ছার নামই পুরুষকার। অতএব পুরুষকার-কৃত এবং পূর্ব-সংস্কারাধীন এই দুই প্রকার কর্মই আছে।

কোনও এক বিষয়ে পুরুষকার করিলে তাহার অনুভূতি হয় এবং সেই অনুভূতির সংস্কার হয়। সেই সংস্কারের দ্বারা ঐ পুরুষকারের বিরোধী সংস্কার ক্ষীণ হয় তাহাতে সেই বিষয়ক পরবর্তী পুরুষকার অধিকতর স্বাধীনভাব ধারণ করে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা সংকল্পিত বিষয় অধিকতর সিদ্ধ হয়। এইরূপে ক্রমশঃ পুরুষকার বর্ধিত হইয়া আমাদের অভীষ্টসাধন করে। যেমন, একজনের সংকল্প দশ ঘণ্টা আসনে বসিব। প্রথম দিন সে দুই ঘণ্টা আসন করিল, পরে বসার অভ্যাসরূপ পুরুষকার করিতে করিতে সে সংকল্পিত দশ ঘণ্টা সময় একাসনে বসিতে পারিল, তখন বলিতে হইবে তাহার পুরুষকার পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন বা নিজের অধীন বা সংকল্পানুরূপ হইয়াছে। পরমার্থ-বিষয়ে পুরুষকারই প্রধান পুরুষকার। চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের দ্বারা পরমার্থ সিদ্ধ হয়, অতএব ইচ্ছামাত্রই যখন চিত্ত সম্যক্ রোধ করা যায়, তখনই পুরুষকার সমাপ্ত হয়।

আবার যদি এইরূপ শঙ্কা করা যায় যে, ভবিষ্যতের কোন কোন ঘটনা যখন ঠিক ঠিক জানা যায় তখন ভবিষ্যৎটা অবশ্যম্ভাবী বা বাঁধা আছে, স্বাধীন ইচ্ছা বা পুরুষকার বলিয়া কিছু নাই।

এই শঙ্কা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভবিষ্যৎটা যদি জানা না যাইত তাহা হইলে তাহা বাঁধা হইত না, অথবা স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা কোন ঘটনা ঘটিলে তাহা পূর্ব হইতে বাঁধা আছে এইরূপ বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে স্বাধীন ইচ্ছার কি কোনও কারণ নাই ? উহা যদি নিষ্কারণে হইত তাহা হইলে ঐ শঙ্কা সঙ্গত হইত। কিন্তু কোনও ঘটনা কারণ ব্যতীত ঘটে না, স্বাধীন ইচ্ছারও কারণ আছে—তাহা বিচারাদিপূর্বক হয়। সংস্কারবশে না করিয়া বিচারপূর্বক করাই স্বাধীন ইচ্ছা বা পুরুষকার। সবই কারণ-কার্য-নিয়মেই ঘটে। অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কিছু থাকিলে তাহা যথাযোগ্য কারণেরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পুরুষকারকে অপলাপ করার বাদ আছে। শ্রামণ্যফল-সূত্রে আছে যে, বুদ্ধের সমসাময়িক আজীবিক গোশাল বলিতেন, "নত্থি অত্তকারে, নত্থি পরকারে, নত্থি পুরিসকারে, নত্থি বলং, নত্থি বীরিয়ং, নত্থি পুরিসথামো, নত্থি পুরিস পরক্কমো। সব্বে সত্তা, সব্বে পাণা, সব্বে ভূতা, সব্বে জীবা অবসা, অবলা, অবীরিয়া; নিয়তি-সংগতিভাবপরিণতা…" অর্থাৎ আত্মকার পরকার নাই, (নিজের দ্বারা বা পরের দ্বারা কিছু হয় না), পুরুষকার নাই, বলবীর্য নাই, প্রাণীর ধৈর্যশক্তি ও পরাক্রম নাই। সর্বপ্রাণী, সর্বজীব অবশ, অবল, বীর্যহীন এবং নিয়তি ও সংগতি (হেতুর মিলন) এই ভাবের দ্বারা পরিণত হইয়া চলিতেছে। জৈন পুস্তক হইতে জানা যায় যে, আজীবিকদের (ইহাদের মত এখন অল্পই জানা যায়) সাধন এইরূপ ছিল, যথা—ছয় মাস মাটিতে শুইয়া থাকিবে,

পরে ছয় মাস কাঠের উপর শুইয়া থাকিবে, পরে ছয় মাস কঙ্করযুক্ত স্থানে শুইয়া থাকিবে, ময়লা জল পান করিবে ইত্যাদি। গোশাল এক কুম্ভকার স্ত্রীলোকের বাড়ীতে থাকিয়া ঐসব সাধন করিয়াছিলেন। এখন বিচার্য— কেহ ছয় মাস শুইয়া থাকিলে তাহার উঠিবার প্রবৃত্তি হয় কি না, এবং সেই প্রবৃত্তিকে ধৈর্যবীর্যের দ্বারা দমন না করিলে কেহ ছয় মাস বা দীর্ঘকাল শুইয়া থাকিতে পারে কি না—অতএব ইহাতেই প্রমাণ হয় যে আমাদের লক্ষিত ঐ পুরুষকার আছে।

কোন কোন ঈশ্বরবাদীও নিজেদের উপপত্তিবাদের জন্য জীবের পুরুষকার স্বীকার করেন না। তন্মধ্যে যাঁহাদের মতে জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে, ঈশ্বরের পুরুষকার যদি থাকে (নচেৎ ঈশ্বরকে অদৃষ্টের বশ হইতে হয়) তাহা হইলে জীব ও ঈশ্বর যখন এক তখন জীবেরও পুরুষকার আছে এবং পুরুষকার ছাড়া আর অদৃষ্ট বলিয়া কিছু নাই।

আর, যাঁহারা জীবেশ্বরের ভেদবাদী এবং ঈশ্বরের প্রসন্নতার ও কৃপার জন্য প্রার্থনা করেন তাঁহাদেরও ঐ কর্ম পুরুষকার ছাড়া আর কি হইবে ? (ভাষ্যকারণেও কর্ম ও কর্মফল নিয়ন্ত্রিত হয়, তদ্বিষয়ে 'কর্মপ্রকরণ' দ্রষ্টব্য)।

১৩। **ঐশ অনুগ্রহ কিরূপ ?** যোগসূত্রে না থাকিলেও যোগভাষ্যে (১।২৫) আছে যে, অনাদিমুক্ত ঈশ্বর কল্পান্তে সংসারী জীবদের অনুগ্রহ করিয়া উদ্ধার করেন, অতএব অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহার মন ও সংকল্প ছিল এবং থাকিবে ইহা বলিতে হইবে না কি ?

অনাদি-অনন্ত কালসম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিলে সাবধানে করিতে হয়, কারণ চিত্তের এমন এক অবস্থা আছে যেখানে অতীত-অনাগত কালরূপ বৈকল্পিক জ্ঞান থাকে না, যেখানে সবই বর্তমান, অনাদি-অনন্ত কাল যেখানে একই ক্ষণমাত্র (৩।৫৪)।

মুক্তি অন্যের নিকট হইতে পাইবার জিনিষ নহে, নিজেকেই তাহা অর্জন করিতে হয়। মুক্তি-প্রাপক জ্ঞানই অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্তব্য। যিনি সর্বোৎকর্ষযুক্ত তাঁহার নিকট হইতে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানই পাওয়া যাইবে—তাহাই বিবেক জ্ঞান (২।২৬), যদ্দ্বারা সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। আর, যিনি সেই মহাজ্ঞান ধারণ করিবার উপযোগী হইবেন তিনিও অবশ্যই তদনুযায়ী চিত্তোৎকর্ষ-যুক্ত সাধক হইবেন। অতএব ভাষ্যোক্ত 'সংসারী' অর্থে কেবলমাত্র বিবেকখ্যাতি যাঁহার অবশিষ্ট আছে এইরূপ সাধক। বিবেকের দ্বারা চিত্তনিরোধ না হইলে সংসরণ বা জন্ম-মৃত্যু হইবেই সেজন্য ঐ মহাসাধকও সংসারী।

যোগভাষ্যেই (১।২৯) ঈশ্বরের লক্ষণে তাঁহাকে 'কেবল', অর্থাৎ চিত্ত হইতে মুক্ত, পুরুষ বলা হইয়াছে। অতএব সূত্রকারের ও ভাষ্যকারের অভিমত একই। ঈশ্বরানুগ্রহ কিরূপে প্রাপ্তব্য তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। বিবেকখ্যাতির অব্যবহিত পূর্ব অবস্থায় সাধকের অক্রম বা ত্রিকাল-জ্ঞান হয় (৩।৫২ ও ৩।৫৪)। তাঁহার নিকট অতীতানাগত ভেদ থাকে না, তাঁহার কাছে সবই বর্তমান। ঐ অবস্থা লাভ করিলেই সাধক অনাদিকাল হইতে প্রচলিত ঈশ্বরানুগ্রহরূপ বিবেকজ্ঞান সাক্ষাৎ বর্তমানরূপেই পাইবেন। একজন রুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, পরে চিত্তযুক্ত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞান-দান করিলেন—এইরূপ তাঁহার মনে হইবে না। মনের যে স্তরে অতীতানাগতরূপ ভেদজ্ঞান থাকে সেখানেই ঐরূপ ধাঁধা দেখা দেয়। যেমন স্বপ্নে ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইলে তাহা অক্রমেই হয়, অন্তর্বর্তী ক্রম লক্ষ্য হয় না ঐ অবস্থাতেও সেইরূপে জ্ঞান হয়।

আরও বুঝিতে হইবে যে, 'মুক্ত ঈশ্বরে প্রণিধিপরায়ণ সর্বোৎকর্ষযুক্ত সাধকের বিবেকজ্ঞান লাভ

হউক' এইরূপ সংকল্পাত্মক ঐশ নিযমন সর্বকালেই ছিল এবং থাকিবে। যে নিয়ম সর্বকালেই ঘটে তাহা প্রাকৃতিক নিযমেরই সমতুল্য অর্থাৎ ঐরূপ ঈশ্বরপরাযণ সাধকের ঐরূপ নিযমে পরিশেষে বিবেকলাভ হইযা মুক্তি ঘটিবেই, যেমন তত্ত্বধ্যাযীদের হইয়া থাকে। ১।২৯ ভাষ্যে সেই কথাই আছে।

যখন জগদন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভদেবের ঐশ সংকল্পে ভাবিত হইযা ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয জীবের চিত্তের উত্থান হয তখন প্রলযকালে বাহ্য বিষয সংহৃত হওযাতে তাহারা মোক্ষবৎ লীনচিত্ত অবস্থায় থাকিবে, যথা—"স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ। সংহৃত্য সর্বং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা॥" (মহাভারত শান্তিপর্ব)। কিন্তু বিবেকজ্ঞান না হওয়াতে উহা শাশ্বত হইবে না, সেইজন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট বিবেকজ্ঞান-লাভের অপেক্ষা আছে বলিযা মুক্ত কারুণিক ঈশ্বরের প্রভাবে বিবেকলাভ করতঃ তাঁহারা (অর্থাৎ যে সাধকেরা ঈশ্বরের নিকট হইতে বিবেকলাভ করিতে পর্যবসিতবুদ্ধি) তদ্দ্বারা "প্রবিশন্তি পরং পদম্"।

কর্মপ্রকরণ

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ গীতা।
নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ, কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ। সাংখ্যসূত্রম্।
ফলং কর্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥ শান্তিশতকম্।

অনুক্রমণিকা

শরীরধারণ, তাহার স্থিতিকাল, অবস্থান্তরতা ও মৃত্যু এবং অন্তঃকরণের সংকল্প-কল্পনা, রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিক্রিয়া যে সর্বদা ঘটিতেছে তাহা আমরা প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাই। শুধু জাগতিক বাহ্য কারণেই যদি ঐ সব ঘটিত তাহা হইলে প্রাকৃত বিজ্ঞানেই সব মীমাংসিত হইতে পারিত, কিন্তু দেহের ও অন্তঃকরণের পরিণাম বাহ্য কারণেও যেমন ঘটে আন্তর কারণেও তেমনি ঘটে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত তথ্য। এইসব কারণ কয় প্রকার, তাহারা কোথায় কিরূপে থাকে এবং কিরূপেই বা কার্য উৎপাদন করে, উহাদের উপর আমাদের কর্তৃত্ব আছে কি না, থাকিলে তাহা কিরূপে প্রযোজ্য—এই সকল অত্যাবশ্যক প্রশ্নের মীমাংসাই কর্মতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়।

শুধু ঘটনাকে জানিলে, কিন্তু ঘটনার কারণ না জানিলে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। জ্বর-বিকার সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভবযোগ্য ঘটনা, কিন্তু তাহার কারণ না জানিলে জ্বরের প্রতিষেধের ব্যবস্থা হইতে পারে না। কর্মতত্ত্ব হইতে আমরা আমাদের শারীর ও আন্তর বিকারের মূল কারণের সন্ধান পাই, নিরয়ভোগ হইতে নির্বাণলাভ পর্যন্ত সবই যে জীবের কর্মসাপেক্ষ তাহারও প্রমাণ পাই।

কারণ-কার্য-নিয়ম যেমন প্রাকৃত বিজ্ঞানের ভিত্তি, কর্মবিজ্ঞানের মূলেও যে ঠিক সেই নিয়ম, তাহা অকাট্য যুক্তির দ্বারা সংস্থাপিত করাই কর্মবাদের বিশেষত্ব। সেজন্য ইহাতে অন্ধবিশ্বাস, নাস্তিকতা অথবা ভাগ্যবাদের স্থান নাই।

স্মরণ রাখিতে হইবে সব বিজ্ঞানেই যেমন সাধারণ নিয়ম স্থাপিত করা হয়, কর্মবিজ্ঞানেও তেমনি কর্ম ও তাহার বিপাকের সাধারণ নিয়মই বলা হয়। জলীয় বাষ্প হইতে মেঘ হয় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়—এই সাধারণ নিয়মই বিজ্ঞান হইতে প্রাপ্তব্য। কিন্তু ঠিক কোন্‌খানে, কোন্ সময়ে ও কত পরিমাণ বর্ষণ হইবে তাহা বলা অসাধ্য—অর্থাৎ সেজন্য এত বেশি কারণ জানিতে হইবে যাহা জানিতে যাওয়া সময়ের অপব্যবহার মাত্র। তেমনি কর্মতত্ত্বেও সাধারণ নিয়মই নির্দেশিত হয়, তবে জীবনপথে চলিবার জন্য তদ্বিষয়ে যতটা জ্ঞান আবশ্যক তাহা আমরা উহা হইতে যথেষ্টই পাইতে পারি।

যে মুমুক্ষুর হৃদয়ে এই অধ্যাত্ম কর্মবিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত তিনিই যথার্থ আত্মনিবন্তা বা উপনিষদের ভাষায় স্বরাট্‌ হইবার উপযোগিতা লাভ করেন।

১। লক্ষণ

১। অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহাদের যে নিয়ত ক্রিয়া হইতেছে (জ্ঞান, ইচ্ছা, স্থিতি বা দেহধারণাদিই এই করণক্রিয়া), যাহা হইতে তাহাদের অবস্থান্তরতা হয় তাহা কর্ম। এই ক্রিয়া দুই প্রকার—(১) প্রাণী যে চেষ্টা স্বতন্ত্র ইচ্ছাপূর্বক করে, অথবা কোন করণবৃত্তির প্ররোচনায় করে। (২) যে ক্রিয়া অবিদিতভাবে হয় অথবা প্রাণী যাহা কোন প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া করে অথবা ইচ্ছার অনধীন বাহ্য কারণের দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া প্রাণীর যে করণ-ক্রিয়া হয়। প্ররোচনায় করা অর্থে তথায় প্রবৃত্তিকে দমন করার কিছু চেষ্টা থাকে।

২। প্রথমজাতীয় ক্রিয়ার নাম পুরুষকার। দ্বিতীয়জাতীয় ক্রিয়ার নাম অদৃষ্ট-ফল কর্ম বা আবদ্ধ কর্ম এবং যদৃচ্ছা (১০ প্রকঃ দ্রষ্টব্য)। যাহা করিলেও করিতে পারি, না করিলেও না করিতে পারি, তাহা পুরুষকার; আর যে চেষ্টা স্ববশবাহী বা যাহা করিতেই হইবে তাহার নাম আরব্ধ বা অদৃষ্টফল কর্ম। মানবের অনেক মানসিক চেষ্টা পুরুষকার এবং পশুদের অনেক চেষ্টা আবদ্ধ কর্ম বা ভোগ। সহজ প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করিবা যে চেষ্টা তাহাই পুরুষকার।

ইচ্ছাই প্রধান কর্ম। "জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা" অর্থাৎ ইচ্ছা হইতে গেলে ইচ্ছার বিষয় এক জ্ঞেয় ভাবের জ্ঞান (স্মরণজ জ্ঞান অথবা নূতন জ্ঞান) চাই, সেই মানস বিষয়া (কল্পনা)-যুক্ত ইচ্ছার নাম সংকল্প। ইচ্ছার দ্বারাও আবার জ্ঞান ও সংকল্প উঠিতে পারে। অন্য দিকে ইচ্ছার দ্বারাও সমস্ত শরীরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হয়। তন্মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগের নাম অবধান। কর্মেন্দ্রিয়ের ও প্রাণের সহিত মনঃসংযোগের নাম কৃতি। প্রাণের অপরিদৃষ্ট চেষ্টাও মনঃসংযোগে হয়, শ্রুতিও বলেন "মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে।"

মনে স্বতঃ যে চিন্তাপ্রবাহ (জ্ঞানকল্পনাদি) চলিতেছে তাহাও যখন যোগজ ইচ্ছার দ্বারা রোধ করা যায় তখন বলিতে হইবে উহারাও ইচ্ছামূলক। কোনও ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে তাহা অস্বাধীন ইচ্ছায় পরিণত হয়। কর্মেন্দ্রিয়ের ও প্রাণের স্বতঃ চেষ্টাসকলও হঠযোগের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক রোধ করা যায়, অতএব উহারা অস্বাধীন চেষ্টা হইলেও মূলতঃ ইচ্ছার অনধীন নহে। এইরূপে ইচ্ছাই প্রধান কর্ম। সেই ইচ্ছা পূর্ব সংস্কারবিশেষে যখন বা যতখানি আমাদের অনধীন হইয়া কার্য করিতে থাকে তখন তাহাই অদৃষ্ট বা ভোগভূত কর্ম। আর, সেই ইচ্ছা যখন অথবা যতখানি আমাদের অধীন হইয়া অর্থাৎ সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া কার্য করে, তাহাই পুরুষকাররূপ কর্ম।

ফলতঃ ইচ্ছাই কর্মের উপাদান বা কর্মস্বরূপ, যেমন, মাটি ঘটাদির উপাদান, সেইরূপ। ইচ্ছা নিয়ত কর্মরূপে পরিবর্তিত হইলেও প্রাণীর ন্যায় অনাদি কাল হইতে আছে। ('শঙ্কানিরাস' প্রকরণে § ১২ পুরুষকার দ্রষ্টব্য)।

ভোগ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়; এক—অস্বাধীন চেষ্টাসমূহ, আর—সুখ ও দুঃখভোগ। পূর্ব সংস্কারের সম্যক্‌ অধীন চেষ্টাই ভোগরূপ কর্ম, তাহার নামও কর্ম কিন্তু পুরুষকারই মুখ্য কর্ম বলিয়া

গৃহীত হয়। ভোগরূপ এই ক্রিয়াসকল (হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির ক্রিয়া) জাতিনামক আবদ্ধ কর্মফলের অন্তর্গত, সুতরাং তাহারা কর্মফলের ভোগ-বিশেষের সহভাবী চেষ্টা।

৩। গুণত্রয়ের চলত্বহেতু ভূত ও করণ সমস্তই নিয়ত পরিণত হইয়া যাইতেছে, ইহাই পরিণামের মূল কারণ। করণসকল গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ সংযোগমাত্র, পরিণাম অর্থে সেই সংযোগের পরিবর্তন। তন্মধ্যে অস্বাধীন স্বারসিক পরিণামই ভোগ বা অদৃষ্টফলা চেষ্টা বা পূর্বাধীন আবদ্ধ কর্ম।

দেহধারণের বশে যে ইচ্ছাপূর্বক অবশ্যকার্য চেষ্টাসকল করিতে হয়, তাহা এই ভোগভূত আবদ্ধ কর্মের উদাহরণ। হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়ার ন্যায় স্বতঃ, ইচ্ছার অনধীন, শারীর ক্রিয়াসকল জাতিরূপ কর্মফলের অন্তর্গত কর্ম।

৪। পুরুষকারের দ্বারা সেই সাহজিক পরিণাম দ্রুত, নিয়মিত অথবা ভিন্ন পথে চালিত হয়। যেমন আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিস্থল নির্বিশেষে মিলিত, সেইরূপ পুরুষকার এবং স্বারসিক কর্মেরও মধ্যের ব্যবধান অনির্দেশ্য, তবে উভয় পার্শ্ব বিভিন্ন বটে।

৫। ঐ ঐ কর্ম পুনশ্চ দুই প্রকার, দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। এই বিভাগ ফলের সময়ানুযায়ী। যাহা বর্তমান জন্মে কৃত এবং যাহার ফল বর্তমান জন্মে আরূঢ় হয়, তাহা দৃষ্টজন্ম-বেদনীয়। যাহার ফল ভবিষ্যৎ জন্মে আরূঢ় হইবে, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়, এতাদৃশ কর্ম বর্তমান জন্মের অথবা পূর্ব জন্মের হইতে পারে।

৬। সুখ-দুঃখ-রূপ ফলানুসারে কর্ম চতুর্ধা বিভক্ত, যথা—শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্ল-কৃষ্ণ এবং অশুক্লা-কৃষ্ণ। সুখফল কর্ম শুক্ল, দুঃখফল কর্ম কৃষ্ণ, মিশ্রফল কর্ম শুক্ল-কৃষ্ণ এবং অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম সুখ-দুঃখ-শূন্য শান্তিফল।

প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত, এই তিন প্রকারেও কর্ম বিভক্ত হয়। যাহার ফল আরব্ধ হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ, যাহা বর্তমান জন্মে কৃত হইতেছে তাহা ক্রিয়মাণ এবং যাহার ফল বর্তমানে আরব্ধ হয় নাই তাহা সঞ্চিত।

২। কর্মসংস্কার

৭। প্রত্যেক কর্মের অনুভূতির ছাপ অন্তঃকরণের ধারিণী শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া থাকে। কর্মের এই আহিত অবস্থার নাম সংস্কার। মনে কর একটি বৃক্ষ দেখিলে, পরে চক্ষু মুদিয়া সেই বৃক্ষ চিন্তা করিতে লাগিলে, ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বৃক্ষ দেখিবার পর অন্তরে সেই বৃক্ষের অনুরূপ ভাব ধৃত হইয়া থাকে। হস্তাদির চেষ্টারও সেইরূপ আহিত ভাব থাকে। সাধারণতঃ কর্মের সংস্কারও কর্ম নামে অভিহিত হয়।

৮। অন্তর্নিহিত এই সূক্ষ্ম ভাবই সংস্কার। সমস্ত অনুভূত বিষয়ই সংস্কাররূপে থাকে, তাহাতেই তাহাদের স্মরণ হয়। যদি বল, কোন কোন বিষয়ের স্মরণ হয় না দেখা যায়, ইহা ঐ নিয়মের অপবাদ মাত্র। চিত্তের ধৃতিশক্তির দ্বারা সমস্ত বিষয়ই ধৃত হয়, বিস্মৃতির কারণ থাকিলে কোন কোন স্থলে সেই ধৃত বিষয়ের স্মরণ হয় না। বিস্মৃতির কারণ যথা—(১) অনুভবের অতীব্রতা (২) দীর্ঘকাল (৩) অবস্থান্তর-পরিণাম (৪) বোধের অনির্মলতা (৫) উপলক্ষণাভাব। বিস্মৃতির

কারণ না থাকিলে, অর্থাৎ তীব্র অনুভব, স্বল্প কাল, সদৃশ চিত্তাবস্থা *, নির্মল বিশেষতঃ সমাধি-নির্মল বোধ এবং উপলক্ষণ, এই সকলের এক অথবা বহু কারণ বিদ্যমান থাকিলে সমস্ত অন্তর্নিহিত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে (পরে দ্রষ্টব্য)।

৯। জীব যেমন অনাদি তেমনি এই সংস্কারও অনাদি। সংস্কার দ্বিবিধ—শুধু স্মৃতিফল বা স্মৃতিহেতু এবং জাতি, আয়ু ও ভোগফল বা ত্রিবিপাক। যে সংস্কারের দ্বারা জাতি, আয়ু ও ভোগের স্মৃতি কোনও এক বিশেষ আকার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা আকারিত হইয়া বিশেষ প্রকার জাতি, আয়ু ও ভোগ হয় তাহা স্মৃতিহেতু। আর, যাহা অভিসংস্কৃত করণশক্তি-স্বরূপ হইয়া বহু চেষ্টার কারণ-স্বরূপ হয় এবং করণবর্গের প্রকৃতির অল্পাধিক পরিবর্তন করে তাহাই ত্রিবিপাক।

স্মৃতিমাত্রফল ঐ সংস্কারের নাম বাসনা। তাহা জাতি, আয়ু ও ভোগ এই ত্রিবিধ কর্মফলের অনুভব হইতে হয়। ত্রিবিপাক সংস্কারের নাম কর্মাশয়। পুরুষকার ও ভোগভূত অস্বাধীন কর্ম, এই উভয়ই ত্রিবিপাক। (যোগদর্শন ২।১৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

৩। কর্মাশয়

১০। কর্মশক্তি সমস্ত করণের স্বাভাবিক ধর্ম। পূর্ব কর্ম হইতে যে সংস্কার হয় তদ্দ্বারা পরের কর্ম কিছু পরিবর্তিত ভাবে হয়, এই সংস্কারযুক্ত কর্মশক্তিই কর্মাশয়। তাহা ত্রিবিধ—জাতিহেতু, আয়ুর্হেতু ও ভোগহেতু। যেমন এক মানবশরীর, উহার সমস্ত যন্ত্রের কর্ম হইতে শরীরধারণ হয়। কোন এক জন্মে পূর্বানুরূপ অথবা নূতন কিছু কর্ম করিলে তদ্দ্বারা যে কর্মসংস্কার হয় তাহা হইতে পরে তদনুরূপ কর্ম হইতে থাকে। অতএব শুধু কর্মশক্তি কর্মাশয় নহে, উহা স্বাভাবিক আছে। প্রত্যেক জন্মে আচরিত নূতন সংস্কারের দ্বারা অভিসংস্কৃত কর্মশক্তিই কর্মাশয়। ইহার দৃষ্টান্ত যথা—জল কর্মশক্তি, তাহা বাটি, ঘটি, কলস আদিতে রাখিলে যে তদাকার হয় সেইরূপ ঘটাকার, কলসাকার জলই কর্মাশয়। আর, ঘটি, কলস আদি যাহার দ্বারা জল আকারিত হয় তাহা বাসনা।

১১। অনাদিকাল হইতে জন্মকাল পর্যন্ত প্রচিত বাসনার মধ্যে, কতকগুলি বাসনার সহায়ে যে ত্রিবিপাক কর্মসংস্কারসকল কোন একটি জন্মের কারণ হয় তাহা সেই জন্মের কর্মাশয়। কর্মাশয় একভবিক অর্থাৎ প্রধানতঃ একজন্মে, বিশেষতঃ অব্যবহিত পূর্ব জন্মে, সঞ্চিত। কোন একটি জন্মের আচরিত কর্মের সংস্কারসমূহ পূর্ব-পূর্ব-জন্মীয় সংস্কারাপেক্ষা স্ফুটতা-নিবন্ধন প্রধানতঃ প্রায়ই তৎপরবর্তী জন্মের বীজ-স্বরূপ হয়, ঐ বীজই কর্মাশয়। কর্মাশয় একভবিক, ইহা প্রধান নিয়ম। বস্তুতঃ পূর্ব-সঞ্চিত সংস্কারের কিছু কিছু কর্মাশয়ের অন্তর্ভূত হয়। যেমন পূর্ব-পূর্ব জন্মীয় সংস্কার কর্মাশয় হয়, তেমনি যে জন্ম কর্মাশয়ের প্রধান জনক, সেই জন্মেরও কিছু কিছু সংস্কার কর্মাশয়ে প্রবেশ করে না, তাহা সঞ্চিত থাকিয়া যায়।

* উৎস্বপ্ন বা somnambulistic অবস্থায় লোকে যাহা কাজ করে পরে ঐরূপ অবস্থায় অনেক সময়ে ঠিক সেই রকম কাজ করে। ইহা সদৃশ চিত্তাবস্থায় স্মৃতি উঠার উদাহরণ। হঠাৎ বহু পূর্বের কোন ঘটনার স্মরণ হওয়াও এইরূপ সদৃশ চিত্তাবস্থা হইতে হয়, কারণ, উপলক্ষণাদি না থাকিলে কেন হঠাৎ স্মৃতি উঠিবে?

যাহারা শৈশবে মৃত হয় তাহাদের পূর্ব বয়সোচিত কর্মের সংস্কার কর্মাশয়রূপে থাকিয়া যায়। তাহা সুতরাং পরজন্মের বীজভূত কর্মাশয় হয়। ইহাতেও একভবিকত্ব নিয়মের অপবাদ হয়।

১২। কর্মাশয় পুণ্য, অপুণ্য ও মিশ্র-জাতীয় বহুসংখ্যক সংস্কারের সমষ্টি। সেই বহুসংখ্যক কর্মের মধ্যে কতকগুলি প্রধান ও কতকগুলি অপ্রধান বা সহকারী। যে বলবান্ কর্মাশয় প্রথমে ও প্রকৃষ্টরূপে ফলবান্ হয়, তাহা প্রধান। যে কর্মাশয় স্বীয় অনুরূপ এক প্রধান কর্মাশয়ের সহকারি-রূপে ফলবান্ হয়, তাহা অপ্রধান। পুনঃ পুনঃ কৃত কর্ম হইতে বা তীব্ররূপে অনুভূত ভাব হইতেই প্রধান কর্মাশয় হয়, অন্যথা অপ্রধান কর্মাশয় হয়। ধর্মাধর্ম বলিলে সাধারণতঃ কর্মাশয় বুঝায়।

১৩। সমগ্র কর্মাশয় মৃত্যুর সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়। মরণের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে সেই জন্মে আচরিত কর্মের সংস্কারসকল চিত্তে যেন যুগপৎ উদিত হয়। তখন প্রধান ও অপ্রধান সংস্কারসকল যথাযোগ্যভাবে সজ্জিত হইয়া উঠে, আর পূর্ব পূর্ব জন্মের কোন কোন অনুরূপ সংস্কার আসিয়া যোগ দেয়, এবং তজ্জন্মের কোন কোন বিসদৃশ সংস্কার অভিভূত হইয়া থাকে। বহু সংস্কার যেন যুগপৎ এককালে উদিত হওয়াতে তাহা যেন পিণ্ডীভূত হইয়া যায়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারসমষ্টি বা কর্মাশয় মরণের অব্যবহিত পূর্বে উদিত হইয়া মরণ-সাধনপূর্বক অনুরূপ শরীর উৎপাদন করে; ইহা একটি জন্ম। এইরূপে কর্মাশয় জন্মের কারণ হয়।

১৪। মরণকালে জ্ঞানবৃত্তি বহির্বিষয় হইতে অপসৃত হওয়াহেতু কেবলমাত্র অন্তর্বিষয়ালম্বিনী হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তি বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আন্তর বিষয়ালম্বিনী হইলে সেই বিষয়ের অতি স্ফুটজ্ঞান হয়। সুতরাং মরণকালে অন্তর্বিষয়সকলের স্ফুট জ্ঞান হয়। অন্তর্বিষয়ের জ্ঞান অর্থে সংস্কারাহিত বিষয়ের অনুভব বা পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ। অর্থাৎ জীবনকালে জ্ঞানশক্তি দেহাভিমানের দ্বারা নিয়মিত থাকে, কিন্তু মরণের সময়ে দেহাভিমানের দ্বারা অসংকীর্ণ হওয়াতে জ্ঞানশক্তি অতীব বিশদ হয়। সেই বিশদ জ্ঞানশক্তি তখন বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য হওয়াতে তদ্দ্বারা অন্তর্বিষয়সকল স্ফুটরূপে অনুভূত হয়। মরণকালে আজীবনের ঘটনার স্মরণ হইবার ইহাই কারণ।

মরণকালে যাহা হয়, তদ্বিষয়ে যোগভাষ্যকার বলিয়াছেন (২।১৩) "তস্মাৎ জন্মপ্রায়ণান্তরে কৃতঃ পুণ্যাপুণ্যকর্মাশয়প্রচয়ঃ প্রায়ণাভিব্যক্ত একপ্রঘট্টকেন মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সংমূর্চ্ছিত একমেব জন্ম করোতি।" প্রাচীন এই আর্ষ বাক্যের ঘটনা-প্রমাণ De Quincey তাঁহার Confessions of an English Opium Eater গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, তাঁহার এক আত্মীয়া জলে ডুবিয়া উত্তোলিত হন। জলমধ্যে মৃতবৎ হইলে তাঁহার আজীবনের সমস্ত কার্য অল্পকালের মধ্যে যেন যুগপৎ স্মরণ হয় ("She saw in a moment her whole life, clothed in its forgotten incidents, not successively *but simultaneously*")। Night Side of Nature পুস্তকে Seeress of Prevorst-নামক এক অতি উচ্চদরের ক্লেয়ারভয়ান্ট, যিনি লোকের মৃত্যুকালেও সকল লোকের চৈত্তিক ঘটনা যথাযথ দেখিতে পাইতেন, তাঁহার দর্শনসম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে, যথা—"And this renders comprehensible to us what is said by the Seeress of Prevorst, and other somnambules of the highest order, namely, that the instant the soul is freed from the body, it sees its whole earthly career *in a single*

sign ... and pronounces its own sentence" (Chap. X). কর্মতত্ত্বে অজ্ঞ খৃষ্টান দর্শকগণের উক্তির দ্বারা উক্ত আর্ষ বাক্যের এইরূপ সম্যক্ পোষণ পাঠকের দ্রষ্টব্য। সকলের মনে রাখা উচিত, তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা মরণকালে যথাযথ উদিত হইবে, এবং যদি পাশব কর্মের বাহুল্য সেই কর্মাশয়ে থাকে, তবে পশুপ্রকৃতির আপূরণ হইয়া তিনি পরে পশু হইবেন। যদি দেবপ্রকৃতির উপযোগী কর্মের বাহুল্য থাকে তবে দৈব, এবং নারক কর্মে নারক শরীর হইবে। অতএব গীতার 'যং যং বাপি' ইত্যাদি উপদেশ স্মরণ করিয়া 'সদা তদ্ভাবভাবিতঃ' থাকিতে চেষ্টা করা উচিত, যেন মৃত্যুকালে কোন পরমভাব প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়। শ্রুতিতেও আছে—"তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য" (বৃহদারণ্যক)।

৪। বাসনা

১৫। যেমন চেষ্টারূপ কর্ম করিলে তাহার সংস্কার হয়, সেইরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব করিলে তাহারও সংস্কার হয়, অথবা দেহধারণ করিলে সেই দেহের প্রকৃতির এবং দেহের আয়ুর প্রকৃতিরও সংস্কার হয়—তাহারাই বাসনা।

১৬। সুখ-দুঃখের স্মরণ হয়। যে সংস্কার-বিশেষের দ্বারা আকারিত বোধ সুখাকার বা দুঃখাকার হয় তাহা তাহাদের বাসনা। শারীর ক্রিয়াসকলের দ্বারাও (অর্থাৎ প্রত্যেক শারীর যন্ত্রের ক্রিয়াসকলের দ্বারাও) যন্ত্রসকলের আকৃতি-প্রকৃতির যে অস্ফুট বোধ হয় তাহা হইতেও সংস্কার হয়। আর, শরীরধারণের যে কাল তদ্ব্যাপী বোধেরও সংস্কার হয়। এই ত্রিবিধ সংস্কারই বাসনা।

১৭। বাসনা হইতে কেবল তদ্দ্বারা আকারিত স্মৃতি উৎপন্ন হয়। সেই স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া কর্মানুষ্ঠান ও কর্মফলাভিব্যক্তি হয়, যেমন, সুখভোগ হইতে সুখবাসনা। তাহা হইতে নূতন কোন সুখ-দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তাহা হইতে নূতন বোধ যাহা হয় তাহা পূর্বানুভূত সুখের অনুরূপ হয়। সেই সুখস্মৃতি হইতে রাগপূর্বক কর্মানুষ্ঠান হয়। আর সেই সুখময় চিত্তপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া নূতন সুখরূপ কর্মফলও অভিব্যক্ত হয়। অতএব বাসনা কেবল স্মৃতিফল , তাহা জাতি, আয়ু ও ভোগ এই ত্রিফল নহে।

১৮। বাসনা ত্রিবিধ—ভোগবাসনা, জাতিবাসনা ও আয়ুর্বাসনা। ভোগবাসনা দ্বিবিধ—সুখবাসনা ও দুঃখবাসনা। সুখ ও দুঃখশূন্য একপ্রকার বেদনা বা অনুভব আছে, তাহা ইষ্ট হইলে সুখের অন্তর্গত ও অনিষ্ট হইলে দুঃখের অন্তর্গত, যেমন—স্বাস্থ্য ও মোহ। সাধারণ সুস্থ অবস্থার স্ফুট সুখ-দুঃখ-বোধ হয় না, কিন্তু তাহা ইষ্ট। মোহে সুখ-দুঃখ-বোধ না হইলেও তাহা অনিষ্ট। শরীরের সমস্ত বিশেষের বা অণু অংশের সমাবেশের যে ছাঁচরূপ ছাপ তাহাই জাতিবাসনা। প্রত্যেক জাতিতে যে-দেহের যতদিন স্থিতি হইয়াছে তাহার ছাঁচরূপ ছাপ আয়ুর বাসনা। সুখ-দুঃখরূপ ভোগবাসনা যথা—সুখ-দুঃখ আমাদের শরীরের ও মনের বিশেষপ্রকার ক্রিয়া হইতে হয়, সেই ক্রিয়া যেখানে যাইয়া মনোগত যে ছাঁচরূপ সংস্কারে পড়িয়া সুখ বা দুঃখরূপ বেদনাতে পরিণত হয় বা অনুভবত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাই সুখ-দুঃখ বাসনা। (ছাপ দুই রকম—ছাঁচরূপ ছাপ হইতে পারে এবং সাধারণ ছাপ হইতে পারে। বাসনা যে ছাঁচরূপ ছাপ তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে)।

১৯। জাতিবাসনা স্থূলতঃ পঞ্চবিধ—দৈব, নারক, মানব, তৈর্যক্ ও ঔদ্ভিদ। ঐ সকল

দেহধারণ হইলে সেই দেহের সমস্ত করণ-প্রকৃতিগত সর্বপ্রকার বিশেষের যে অনুভব হয়, তাহার সংস্কারই জাতিবাসনা।

২০। আয়ুর্বাসনা কল্লায়ু হইতে ক্ষণমাত্র শরীরধারণের অনুভূতিজাত অসংখ্যপ্রকার। বাসনা-সকল অনাদি, কারণ মন অনাদি, তাহারা সেই কারণে অসংখ্য। সুতরাং সর্বপ্রকার জন্মের (অতএব আয়ুর এবং ভোগেরও) বাসনা সদাই সর্বব্যক্তিতে বিদ্যমান আছে।

২১। বাসনা কর্মাশয়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। সেই উদ্বুদ্ধ বাসনাকে আশ্রয় করিয়া তখন কর্মাশয় ফলবান্ হয়। বাসনা যেন ছাঁচের মত, আর কর্মাশয় দ্রবধাতুর মত। বাসনা যেন খাত, আর কর্মাশয় যেন তাহাতে প্রবহমাণ জল।

মনে কর, কোন মানুষ কুকর্মবশে পশু হইল, পশুশরীরের সমস্ত কার্য মানবশরীরের দ্বারা হইবার নহে, তবে প্রধান প্রধান পাশবিক কর্ম মানব করিতে পারে। তাদৃশ কর্মের সংস্কার হইতে আত্মগত পশুবাসনা উদ্বুদ্ধ হয়। সেই পাশব বাসনাকে আশ্রয় করিয়া পশুজন্ম হয়। নচেৎ মানব-শরীর-ধারণের সংস্কার হইতে কদাপি পশুশরীর হওয়া সম্ভব নহে। পশুবাসনা থাকাতেই তাহা সম্ভব হয়। (যোগদর্শন ৪।৮ টীকা দ্রষ্টব্য)।

৫। কর্মফল

২২। কোন কর্মের সংস্কার যদি অলক্ষ্য অবস্থা হইতে লক্ষ্যাবস্থায় আবদ্ধ হয়, তজ্জন্য শরীরের যে বৈশিষ্ট্য হয় এবং শরীরাদিতে যাহা ঘটে, তাহাকে সেই কর্মের ফল বলা যায়, তন্মধ্যে স্মৃতিফল বাসনার দ্বারা স্মরণবোধ তদনুরূপে আকারিত হয়, আর, ত্রিবিপাক কর্মের সংস্কার আরূঢ় অবস্থায় আসিলে সেই কর্মের যেরূপ প্রকৃতি, তদনুগুণ জাতি বা দেহ, আয়ু ও ভোগ উৎপাদন করে। স্মৃতিহেতু ও ত্রিবিপাক, এই উভয়বিধ সংস্কারের মধ্যে যাহা দৃষ্টজন্মেই আবদ্ধ হয়, তাহা দৃষ্টজন্মবেদনীয়, আর যাহা ভবিষ্য জন্মে আরূঢ় হইবে, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। চর্মকে অত্যধিক ঘষিলে কড়া হয়, বা ঘর্ষণকর্মের দ্বারা চর্মের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, এতাদৃশ কর্মফল দৃষ্টজন্মবেদনীয়ের উদাহরণ হইতে পারে। আর, বর্তমান আবদ্ধ কর্মফলের দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হওয়াতে যে কর্মের ফল ইহজন্মে আরূঢ় হইতে পারে না, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়।

২৩। ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে ইন্দ্রিয় হয়, বোধ হইতে বোধান্তর হয় ও সর্বকরণগত প্রাণশক্তি হইতে দেহধারণ হয়। কর্মের দ্বারা সেই উদ্ভূয়মান ইন্দ্রিয়, বোধ ও শরীর বিভিন্ন আকার-প্রকার প্রাপ্ত হয় মাত্র, মূলতঃ সৃষ্ট হয় না। যেমন এক মেঘখণ্ড বায়ুর দ্বারা মূলতঃ সৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার আকার বায়ুর দ্বারা নিয়ত পরিবর্তিত হয়, কর্মরূপ বায়ুর দ্বারাও সেইরূপ জনিষ্যমাণ দেহেন্দ্রিয়াদির পরিবর্তন হয় মাত্র।

২৪। কর্মের ফল বা সংস্কারের ব্যক্ততাজনিত ঘটনা তিন প্রকার—জাতি, আয়ু ও ভোগ। সংস্কার হইতে করণসকলের যে যে বিশেষ বিশেষ প্রকার বিকাশ হয়, এবং তৎসঙ্গে তদ্দ্বারা আকৃতির ও প্রকৃতির যে ভেদ হইয়া দেহলাভ হয় সেই দেহই জাতিফল। সংস্কারের বলানুসারে বা অন্য (বাহ্য) কারণে যত কাল জাতি ও ভোগ আরূঢ় থাকে, তাহার নাম আয়ু। আর, সংস্কারের প্রকৃতি-বিশেষ অনুসারে যে সুখ, দুঃখ বা মোহরূপ বোধ হয়, তাহার নাম ভোগ।

২৫। পুরুষকার ও ভোগভূত এই উভয়বিধ কর্ম হইতেই কর্মাশয় হয়। প্রাণধারণকর্ম, সাধারণ অবশ চিন্তা, স্বপ্নাবস্থার চিন্তা এবং সূক্ষ্মশরীরের কার্য ভোগভূত কর্মের উদাহরণ। ঐ সব কর্মেরও কর্মাশয় হয় এবং তদ্দ্বারা ঐ সব কর্ম চলিতে থাকে অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার কর্মাশয়ে পুনঃ স্বপ্নাবস্থা চলে, সূক্ষ্ম শরীরের কর্মাশয়ে পুনঃ সূক্ষ্ম শরীরে কর্ম চলে, ইত্যাদি।

৬। জাতি বা শরীর

২৬। জাতি বা দেহ প্রধানতঃ শরীরধারণরূপ ভোগভূত অপরিদৃষ্ট কর্ম হইতেই হয়। যদি সেই কর্ম সেই জাতির সমগুণক হয় তবে সেই জাতীয় দেহ হয়। আর, পুরুষকার অথবা পারিপার্শ্বিক ঘটনায় যদি সেই কর্ম অন্যরূপ হয়, তবে তৎসংস্কারে অন্যরূপ দেহ হয়।

২৭। জাতির অসংখ্যেয়ত্বের এক হেতু এই যে, জীবনিবাস লোকসকল অসংখ্য এবং তাহাদের ভৌতিক প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। সেই অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন লোকসকলে অসংখ্যপ্রকার প্রাণী থাকাই সম্ভবপর।

জাতি স্থূলতঃ দ্বিবিধ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। উদ্ভিজ্জ হইতে মানব পর্যন্ত প্রাণিগণ ইহলৌকিক। স্বর্গ ও নিরয়-বাসিগণ পারলৌকিক জাতি। পার্থিব জাতি তিন প্রকার, উদ্ভিদ্‌জাতি, পশুজাতি ও মানবজাতি। উদ্ভিদ্‌জাতিতে তামসিকতার ও মানবজাতিতে সাত্ত্বিকতার সমধিক প্রাদুর্ভাব। পশুজাতি উদ্ভিদ্-সদৃশ অবনত যোনি হইতে মানবসদৃশ উন্নত যোনি পর্যন্ত বিস্তৃত।

কোনও জাতীয় স্ত্রী বা পুরুষ-শরীর হওয়া বিশেষ কর্মের ফল নহে, কারণ, উহা জাতিভেদ নহে। উহা পিতৃবীজের বৈশিষ্ট্যে বা পারিপার্শ্বিক সংঘটন হইতে জনিত হয়।

২৮। অন্তঃকরণ ও ত্রিবিধ বাহ্যকরণ-শক্তির বিকাশের ভেদানুসারে জাতিভেদ হয়। তন্মধ্যে উদ্ভিদ্‌জাতিতে প্রাণশক্তির সমধিক প্রাবল্য। পশুজাতিতে কোন কোন কর্মেন্দ্রিয়ের ও নিম্নজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমধিক বিকাশ। মনুষ্যজাতিতে অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ-শক্তিসকল প্রায় তুল্য-বিকশিত অর্থাৎ তুল্যবল। পারলৌকিক জাতিতে অন্তঃকরণের ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমধিক প্রাবল্য।

২৯। কর্মাশয়ের দ্বারা করণ-শক্তিসকল যেরূপ প্রকৃতির হইয়া বিকাশোন্মুখ হয়, জীব তখন সেইরূপ জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। বিশেষ বিশেষ কর্ম কর্মাশয় হইয়া বিশেষ বিশেষ করণশক্তিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে বিকাশ করিবার হেতু। এইরূপে কর্ম জাত্যন্তরগ্রহণের হেতু।

অনাদিকাল হইতে আমাদের অন্তঃকরণের অসংখ্য পরিণাম হইয়াছে, তেমনি তাহার অসংখ্য অনাগত পরিণাম বা অভিনব ধর্মোদয়ের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তঃকরণেই অসংখ্য প্রকার করণ-প্রকৃতি বা বাসনা নিহিত আছে। সেই এক এক প্রকার করণ-প্রকৃতির আপূরণ বা অনুপ্রবেশ হইলে তদনুরূপ জাতির অভিব্যক্তি হয়। যেমন এক প্রস্তরপিণ্ডে অসংখ্য প্রকার মূর্তি নিহিত আছে এবং উপযোগী নিমিত্তের (অর্থাৎ বাহুল্যাংশের কর্তনের) দ্বারা তাহা হইতে যে-কোন মূর্তি অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ উপযোগী কর্মরূপ নিমিত্তবশে আমাদের আত্মগত যে-কোন করণ-প্রকৃতি আপূরিত হইয়া জাতিরূপে অভিব্যক্ত হয়। "জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ", "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"—৪র্থ পাদের এই দুই যোগসূত্র সভাষ্য দ্রষ্টব্য। আমাদের মধ্যে অসংখ্য-প্রকারের করণ-প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে-কোন প্রকৃতি উপযুক্ত নিমিত্ত পাইলেই

(প্রস্তরস্থ মূর্তির ন্যায়) অভিব্যক্ত হইতে পারে। প্রস্তরস্থ মূর্তির দৃষ্টান্ত অননুভূত প্রকৃতির (যেমন সমাধিসিদ্ধ প্রকৃতির বা ঐশ প্রকৃতির) পক্ষে ঠিক খাটে, কিন্তু বাসনার পক্ষে ঠিক খাটে না। বাসনার সুন্দর দৃষ্টান্ত এক গ্রন্থ। মনে কর উহাতে সহস্র পৃষ্ঠা আছে, কিন্তু যখন উহা বদ্ধ থাকে তখন সমস্ত একত্র পিণ্ডীভূত হইয়া নিবেট দ্রব্য থাকে। আর, যখন উহা কোনও স্থানে খোলা যায় তখন বিচিত্র লেখাযুক্ত পৃষ্ঠদ্বয় বিবৃত হয়, এ স্থলে খোলা-রূপ ক্রিয়া নিমিত্ত। অসংখ্য বাসনাও ঐরূপ পিণ্ডীভূত (কিন্তু পৃথগ্‌ভাবে) আছে ও তাহারা কোনও একটি উপযোগী কর্মাশয়ের দ্বারা বিবৃত হয়। বিবৃত বাসনাতে কর্মাশয় আপূরিত হইয়া সেই বাসনা যে জাতিতে অনুভূত হইয়াছিল সেই জাতিকে নির্বর্তিত করে। সমাধিসিদ্ধ প্রকৃতি অননুভূতপূর্ব (যোগদর্শন ৪।৬ সূত্র), তাহা প্রস্তরের বাহুল্যাংশ-কর্তনের ন্যায় ক্লেশকর্তন করিয়া সাধিত করিতে হয়। গো-মনুষ্যাদি প্রকৃতিতে যেরূপ অসংখ্য বিশেষ আছে উহাতে তাহা নাই। চিত্তের নির্মলতামাত্রই উহার বিশেষ, তজ্জন্য উহার সাধনে উপাদান নাই, কেবলই হান। অতএব উহা অননুভূতপূর্ব হইলেও অনুভূয়মান ভাবের (ক্লেশের) হানের দ্বারাই উহা সাধিত হইতে পারে, অন্যথা পারে না।

৩০। যদি কোন এক কর্মাশয়ের আধার-স্বরূপ করণশক্তিসকল পূর্বজাতির সহিত এক প্রকৃতির হয়, তবে জীব সেই জাতিতে পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করে। পশুদের যে যে ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল, মনুষ্য যদি সেই সেই ইন্দ্রিয়শক্তির অধিক পরিমাণে পরিচালনা করে, আর পশুদের যে যে ইন্দ্রিয় অবিকশিত, মানব যদি সেই সেই ইন্দ্রিয়শক্তির অত্যল্প পরিমাণে পরিচালনা করে, তাহা হইলে মানব পশুজাতিতে জন্মগ্রহণ করে।

যেমন, যদি কোন মানব জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক কর্ম করে ও আকাঙ্ক্ষা করে, তবে মানবশরীরের অসাধ্যতা-নিবন্ধন তাহার মনোদুঃখ হয়। পরে মৃত্যুকালে জননেন্দ্রিয়-বিষয়ক প্রবল ভাব উদিত হইয়া কর্মাশয়কে অনুরঞ্জিত করে, তাহাতে আত্মগত অনুরূপ পাশব বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়। অর্থাৎ, যে পাশব জাতিতে জননেন্দ্রিয়ের অতিপ্রাবল্য, তাদৃশ প্রকৃতির আপূরণ হইয়া তদনুরূপ করণাভিব্যক্তি হইয়া মানবের পশুজন্ম হয় (সূক্ষ্মশরীরে ভোগের পর)।

৩১। স্থূলশরীর-ত্যাগের পর প্রায়শঃ জীব এক সূক্ষ্ম উপভোগ-দেহ ধারণ করে। তাহার কারণ এই—আমাদের চিত্ত শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে অনেক চেষ্টা করে। ঐ সংকল্পনরূপ চেষ্টা এবং শরীরচালনের চেষ্টা পৃথক্, কারণ, শরীর নিশ্চেষ্ট থাকিলেও চিত্তচেষ্টা চলিতে থাকে। মৃত্যুকালে ঐ সংকল্পনরূপ চেষ্টা হইতেই মনঃপ্রধান সূক্ষ্মদেহ হয়, কারণ, সংকল্পন মনঃপ্রধান ক্রিয়া। মৃত্যুকালীন শরীর-নিরপেক্ষ মনের ঐ সংকল্পনস্বভাব হইতে সংকল্পপ্রধান সূক্ষ্মশরীর হয়, যেমন স্বপ্নে স্বেচ্ছ শারীর ক্রিয়া না থাকিলেও পৃথক্ মানস ক্রিয়া হয়, উহাও তাদৃশ মানস কার্যদ্বয়ের পৃথগ্‌ভাব।

এই উপভোগ-দেহ দৈব ও নারক-ভেদে দ্বিবিধ। কর্মাশয়ে যদি সাত্ত্বিক সংস্কারের প্রাবল্য থাকে, তবে জীব যে সুখময়, সূক্ষ্ম ভোগ-দেহ ধারণ করে, তাহা দৈব, আর তমোগুণের প্রাবল্য থাকিলে যে কষ্টময় দেহ ধারণ করে, তাহা নারক। সূক্ষ্মদেহের ভোগক্ষয়ে জীব পুনরায় স্থূলদেহে জন্মগ্রহণ করে। সেইকালে সেই স্থূলদেহের কর্মাশয় যাহা উপযোগী দেহেন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত হয় তাহাই স্থূল জন্মের পূর্বতন 'বীজজীব'।

৩২। দেহসকল ঔপপাদিক ও সাধারণ-ভেদে দ্বিবিধ। ঔপপাদিক দেহ মাতা-পিতার

সংযোগ ব্যতীত অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়। আর সাধারণ দেহ মাতা-পিতার সংযোগে অথবা একই জনকের দ্বারা উৎপন্ন হয়। পিতৃদেহের অংশে 'বীজপ্রাণী' অধিষ্ঠান করিয়া স্বসংস্কারানুরূপ দেহ নির্মাণ করে। সাধারণতঃ জঙ্গম প্রাণীরা পিতৃদেহ হইতে ক্ষুদ্র এক বীজ প্রাপ্ত হয়, আর স্থাবর প্রাণীরা তাদৃশ ক্ষুদ্র বীজও পায় এবং বৃহত্তর শরীরাংশও পাইয়া দেহ ধারণ করে। বীজ হইতে ও শাখা হইতে উদ্ভিদের প্রজনন এ বিষয়ের উদাহরণ। উদ্ভিদের ন্যায় জঙ্গম প্রাণীদের কোন কোন জাতি পিতৃদেহের বৃহৎ অংশ লইয়া স্বদেহ নির্মাণ করে, যেমন অন্ত্রস্থ মহীলতা (কেঁচো), পুরুভুজ (hydra) প্রভৃতি।

৩৩। উদ্ভিদ্‌জাতি, পশুজাতি ও পারলৌকিক জাতি ইহারা সব উপভোগ-শরীরী-জাতি, মানবজাতি কর্ম-শরীরী-জাতি। উপভোগ-শরীরী-জাতিসকলে অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ—এই শ্রেণী-চতুষ্টয়ের কোন এক বা দুই শ্রেণী অতিবিকশিত অথবা প্রবল থাকে এবং অপর এক বা দুই শ্রেণী অবিকশিত থাকে। অথবা উক্ত শ্রেণীস্থ পঞ্চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কতকগুলি অতিবিকশিত থাকে এবং অবশিষ্টগুলি অবিকশিত থাকে।

ইহার এক অপবাদ আছে। পারলৌকিক জাতির মধ্যে সমাধিসিদ্ধ উচ্চশ্রেণীর দেবগণ, যাঁহাদের সমাধি-বল থাকাতে পুনরায় স্থূলশরীর-গ্রহণ সম্ভবপর হয় না, তাঁহারা অবশিষ্ট চিত্তপরিকর্ম শেষ করিয়া বিমুক্ত হন বলিয়া তাঁহাদিগকে শুধু উপভোগ-শরীরী না বলিয়া, ভোগ ও কর্ম (বা পুরুষকার) উভয়-শরীরী বলা সঙ্গত।

৩৪। ঐরূপ করণ-বিকাশের অসামঞ্জস্যই জাতির উপভোগ-শরীরত্বের কারণ। যেহেতু কোন শ্রেণীর কতকগুলি ইন্দ্রিয় যদি অন্যান্যাপেক্ষা অতি প্রবল হয়, তবে জীবের করণ-চেষ্টা সেই প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীনভাবে নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং সেই চেষ্টা ভোগভূত-কর্মমাত্র হইবে। অতএব তাদৃশ অসমঞ্জস-করণ-বিকাশযুক্ত শরীর উপভোগ-শরীর হইবে।

৩৫। দেবগণ অর্থাৎ স্বর্বাসিগণ ও নারকগণ অন্তঃকরণপ্রধান। শাস্ত্রে আছে, দেবগণের ইচ্ছামাত্রেই তৎক্ষণাৎ কার্য সিদ্ধ হয়, শ্রুতিও আছে, "যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।" অর্থাৎ, তাঁহারা যদি মনে করেন শত ক্রোশ দূরে যাইব, অমনি তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর তথায় উপস্থিত হইবে (যেহেতু তাঁহাদের অন্তঃকরণ—সুতরাং ইচ্ছা—অতি প্রবল)। কিন্তু মানবের সেরূপ হয় না, তাহাদের ইচ্ছামাত্রেই গমন সিদ্ধ হয় না, কারণ, তাহাদের গমন-শক্তি ইচ্ছার মত তুল্যবিকশিত বলিয়া ইচ্ছার তত অধীন নহে, দেবতাদের গমন-শক্তি তাঁহাদের প্রবলবিকশিত ইচ্ছার যত অধীন। সুতরাং মানব মনোরথের পরও সে কার্য করা উচিত কি অনুচিত, তাহা বিচার করিয়া প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু দেবগণের মনোরথ মাত্রেই কার্য সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ক্ষমতা থাকে না, সেজন্য তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা পূর্বনিয়মানুসারে ভোগ হইবে, স্বাধীন কর্ম হইবে না। সেহেতু তাঁহারা উপভোগ-শরীরী। তির্যক্ জাতিদের কাহারও হয়ত গমন-শক্তি অতিবিকশিত, কাহারও জননশক্তি অতিবিকশিত (যেমন পুত্তিকাদির রাজ্ঞী), তজ্জন্য ঐ প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া তাহাদের কার্য (অর্থাৎ ভোগভূত কর্ম) হয়, আর তজ্জন্য তাহাদের স্বাধীন কর্ম অত্যল্প বা তাহারা উপভোগ-শরীরী। দেবগণের ন্যায় নারকগণও পূর্বের (দুঃখহেতু) সংস্কারের সম্যক্ অধীন।

৩৬। সর্বশ্রেণীর ও শ্রেণীস্থ সকল করণের বিকাশের সামঞ্জস্যহেতু মানবশরীর কর্মশরীর।

মানব-করণসকলের বিকাশের সামঞ্জস্য দৈব ও তৈর্যক্ জাতীয় করণ-বিকাশের সহিত তুলনায় জানা যায়। "প্রকাশলক্ষণা দেবা মনুষ্যাঃ কর্মলক্ষণাঃ" (মহাভারত অশ্বমেধ ৪৩)।

৭। আয়ু

৩৭। ভোগসহ দেহরূপ কর্মফলের অবস্থিতিকালের নাম আয়ু। ফলের কাল যদি আয়ু হইল, তবে উক্ত ফলদ্বয়ের উল্লেখে আয়ুও উক্ত হইবে, অতএব তাহা স্বতন্ত্র ফলরূপে গণনা করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, জাতি ও ভোগের অবস্থিতির সময়ের হেতুভূত উপযুক্ত শারীরিক উপাদান জন্মের সঙ্গেই উদ্ভূত হইবার অবশ্য কারণ থাকিবে।

যেমন, কর্মবিশেষে মানবজাতি ও তদনুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ প্রাপ্ত হওয়া গেল, কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল থাকিবার হেতুভূত স্বল্পজীবী বা চিরজীবী শরীর যে সংস্কার-বিশেষ হইতে হয়, তাহাই আয়ু।

কর্মের দ্বারা সংস্কার সঞ্চিত হয়, আর সঞ্চিত সংস্কার হইতে কর্মফল হয়। তাহাতে জাতিহেতু কর্মের ফল জাতি হইবে এবং ভোগহেতু কর্মের ফল ভোগ-মাত্র হইবে। কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ দীর্ঘকাল বা অল্পকাল থাকিবার যাহা কারণ সেই বিশেষ সংস্কারই আয়ুরূপ কর্মফলের হেতু। ইহা জন্মকালেই প্রাদুর্ভূত হয়।

৩৮। সূক্ষ্মদেহের আয়ু স্থূলদেহের আয়ু অপেক্ষা অনেক বেশী হইতে পারে। নিদ্রাসংস্কারের উদ্ভবই তাহার পতন। শীঘ্র জন্মগ্রহণের ইচ্ছাদি থাকিলে শীঘ্র জন্ম হইতে পারে, যেমন নিদ্রা আনয়নের চেষ্টা করিলে অসময়েও নিদ্রা আনয়ন করা যায়।

৩৯। জন্মকালে আয়ুর প্রাদুর্ভাব সাধারণ উৎসর্গ বা নিয়ম। ফলতঃ দৃষ্টজন্মার্জিত কর্মের দ্বারা আয়ুরও পরিবর্তন হইতে পারে। সেইরূপ জাতির এবং ভোগেরও ভেদ হইতে পারে।

প্রাণায়ামাদি কর্ম করিলে দৃষ্টজন্মবেদনীয় আয়ুর্বৃদ্ধিরূপ ফল হয়। সেইরূপ আয়ুঃক্ষয়কর কর্মের ফলও ইহজীবনে দেখা যায়। চিররুগ্ন ব্যক্তিরা দুঃখে পড়িয়া অনেক আয়ুষ্কর কর্ম করে, তাহা ইহজীবনে ফলীভূত হইতে না পারিলে পরজীবনে ফলীভূত হয়। স্বাস্থ্যবিষয়ে বুদ্ধিমোহ অনেক স্থলে চিররুগ্নতার কারণ।

৪০। অনেক প্রাণীর একই সময়ে একই রূপে মৃত্যু হয় দেখিয়া শঙ্কা হয় যে, কিরূপে এত প্রাণীর একই প্রকার ঘটনায় একই কালে আয়ুঃক্ষয় ঘটিল। যেমন ভূমিকম্পে হঠাৎ বিশ হাজার বা জাহাজ-ডুবিতে দুই হাজার মরিল। পরন্তু প্রলয়কালে (পৃথিবীর পৃষ্ঠ বহু বার বিধ্বস্ত হইয়া পূর্ব পূর্ব যুগে বহু প্রাণী একই কালে মৃত হইয়াছে) সব প্রাণী মৃত হয়।

ইহা বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়সকল বুঝা আবশ্যক। কর্মের ফল প্রবল হইলে তাহা প্রাণীকে ঘটনার, অর্থাৎ যাহা বিপাকের সাধক তাহার দিকে লইয়া যায়, কিন্তু বাহ্য ঘটনা প্রবল হইলে তাহা আমাদের অপ্রবল কর্মকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বিপক্ব করায় (বৌদ্ধদের অপরাপরীয় কর্ম কতকটা এইরূপ)। আমরা সকলে ব্রহ্মাণ্ডবাসী সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মেরও অধীন। আমাদের কর্মও সুতরাং কতক পরিমাণে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মে নিয়মিত। আমাদের মধ্যে সর্বপ্রকার পীড়াভোগকে ও সর্বপ্রকারে মৃত্যুকে ঘটাইবার কারণ সর্বদা অপ্রবলভাবে বর্তমান আছে। বিশেষতঃ শরীরাদিতে

অস্মিতা, বাগ, দ্বেষ আদি বহিযাছে, তাহাতে সর্ববিধ দুঃখ ঘটাব কারণ সর্বদা বর্তমান আছে। যেমন পুত্র নিজেব কর্মেব ফলে নষ্টায়ু হইযা মবে, কিন্তু তাহাতে বাগজনিত কর্মসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইযা মাতা-পিতাব দুঃখভোগ ঘটায। এতাদৃশ স্থলে প্রবল বাহ্য ঘটনায় অপ্রবল কর্মকে উদ্বুদ্ধ কবিয়া তাহাব ফল ঘটায। সেরূপ ক্ষেত্রেও সুখ-দুঃখ ভোগ স্বকর্মেব ফলেই হয, কেবল সেই কর্ম অপ্রবল বলিযা তাহা স্বতঃ উদ্বুদ্ধ হয না, প্রবল বাহ্য ঘটনাব দ্বাবাই উদ্বুদ্ধ হয।

মৃত্যুব হেতু বাহ্য ঘটনা (যেমন ভূকম্পাদি) যদি প্রবল না হয তবেই কর্মের নিযত বিপাকে মৃত্যু ঘটায়, আব বাহ্য ঘটনা প্রবল হইলে সেই উপলক্ষণেব দ্বাবা অনুরূপ কর্ম ব্যক্ত হইযা বিপক্ক হয়। বাহ্য ঘটনা আমাদেব কর্মেব দ্বাবা হয না, তাহা প্রবল হইলে আমাদেব মধ্যস্থ অপ্রবল কর্মকেও উদ্বুদ্ধ কবে। আব অত্যন্ত প্রবল কর্ম থাকিলে তাহা প্রাণীকেই বাহ্য ঘটনাব (নিজেব বিপাকেব অনুকূল) দিকে লইযা যায বা স্বতঃই বিপক্ক হইযা আযুঃক্ষযাদি ঘটায।

পুরুষকাব বা জ্ঞানেব দ্বাবা সর্বকর্ম ক্ষয হয। ব্রহ্মাণ্ডেব অধীনতাও সেইরূপ তাহাব দ্বাবা অতিক্রম করা যায। সমাধিব দ্বাবা চিত্ত-নিবোধ কবিলে ব্রহ্মাণ্ডেবই জ্ঞান থাকে না সুতবাং তখন ব্রহ্মাণ্ডেব অধীনতাও থাকে না, তখন "মাযামেতাং তবন্তি তে"।

অনেকে মনে কবে কর্মেব ফলভোগ হইযা গেলেই কর্ম ক্ষয হইযা গেল, কিন্তু তাহাবা বুঝে না যে, কর্মভোগকালে পুনবায অনেক নূতন কর্ম হয, তাহাতে কর্মাশয ও বাসনা হইযা পুনবায কর্মপ্রবাহ চলিতে থাকে। কেবলমাত্র যোগ ও চিত্তেন্দ্রিযেব স্থৈর্যেব দ্বাবাই কর্মক্ষয সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে— "মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্মচযোঽচিবাৎ॥"

৮। ভোগফল

৪১। সুখ ও দুঃখ-ভোগ, কর্মসংস্কাবেব ভোগফল। যাহা অভিমত বিষয়েব অনুকূল, সেইরূপ ঘটনায সুখবোধ হয, যাহা তাদৃশ বিষযেব প্রতিকূল, তাহা হইতে দুঃখবোধ হয।

সুখই জীবেব ইষ্ট, অতএব ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টেব অপ্রাপ্তি সুখেব হেতু। সেইরূপ ইষ্টেব অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টেব প্রাপ্তি দুঃখেব হেতু। প্রাপ্তি অর্থে সংযোগ। ইষ্টেব ও অনিষ্টের প্রাপ্তি দুই প্রকাব, (১) সাংসিদ্ধিক (২) আভিব্যক্তিক। যাহা জন্মকাল হইতে আবির্ভূত থাকে, তাহা সাংসিদ্ধিক, আব যাহা পবে অভিব্যক্ত হয, তাহা আভিব্যক্তিক।

৪২। উক্ত দ্বিবিধ ইষ্ট ও অনিষ্ট-প্রাপ্তি পুনশ্চ দ্বিবিধ, স্বতঃ ও পবতঃ। যাহা নিজেব বুদ্ধি, বিবেচনা, উদ্যম প্রভৃতিব বৈশাবদ্য এবং অবৈশাবদ্য হইতে হয, তাহা স্বতঃ। যাহা নিজেব প্রকৃতিগত ঈশ্ববতা (যে গুণেব দ্বাবা ইষ্ট বিষয়েব প্রাপ্তি ঘটে), নির্মৎসবতা, অহিংস্রতা প্রভৃতিব দ্বাবা,—অথবা অনীশ্ববতা, মৎসবতা, হিংস্রতা প্রভৃতিব দ্বাবা, অপব ব্যক্তিব মৈত্রী, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি অথবা দ্বেষ, অপচিকীর্ষা প্রভৃতি উৎপাদন কবিযা সজ্ঘটিত হয, তাহা পবতঃ। কোন কোন লোককে সকলেই ভালবাসে আব কেহ কেহকে কেহই দেখিতে পাবে না। এইরূপ প্রিয ও অপ্রিয হওযা মৈত্র্যাদি কর্মেব ফল।

৪৩। ইষ্টপ্রাপ্তিব প্রধান হেতু উপযুক্ত শক্তি, অতএব শক্তিব বৃদ্ধিতে ইষ্টপ্রাপ্তিরও বৃদ্ধি, সুতবাং সুখেবও বৃদ্ধি হয়। শক্তি অর্থে সমস্ত কবণশক্তি, যথা—অন্তঃকরণশক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিযশক্তি,

কর্মেন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণশক্তি। শক্তির বৃদ্ধি অর্থে প্রকৃতি ও পরিণাম উভয়তঃ উৎকর্ষ, যেমন গৃধ্রের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও মনুষ্যের মত উৎকৃষ্ট নহে।

৪৪। কর্মকে করণ-চেষ্টা বলা হইয়াছে। করণ-চেষ্টা হইলে তাহার সংস্কার হয়। চেষ্টা পুনঃ পুনঃ হইলে সেই সঞ্চিত সংস্কার শক্তি-স্বরূপ হইয়া, তাদৃশ চেষ্টাকে কুশলতার সহিত নিষ্পন্ন করে, যেমন পুনঃ পুনঃ বর্ণমালা-লিখন-চেষ্টার সংস্কার সঞ্চিত হইয়া লিখনশক্তি জন্মে, অর্থাৎ তাহাতে হস্তশক্তি লিখনরূপ অধিক গুণবিশিষ্ট হইয়া পরিণত হয়। কর্মজনিত এই করণশক্তির পরিণাম সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে তিন প্রকার। সাত্ত্বিক-পরিণামকারী চেষ্টার নাম সাত্ত্বিক কর্ম, রাজসিক ও তামসিক কর্মও তত্তদ্রূপ পরিণামজনক।

৪৫। বাহ্যকরণসকলের নিয়ন্তৃত্বহেতু অন্তঃকরণ বাহ্যকরণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। বাহ্যকরণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় অপেক্ষা ও কর্মেন্দ্রিয় প্রাণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

যে জাতিতে যত শ্রেষ্ঠ করণসকলের অধিক বিকাশ, সেই জাতি তত উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট জাতিতে উৎকৃষ্ট শক্তির সংযোগ হয়, সুতরাং তাহাই জীবের সমধিক উৎকৃষ্ট-সুখকর ও অভীষ্ট।

৪৬। প্রত্যেক জাতিতে করণশক্তি-বিকাশের একটি সীমা আছে। সুতরাং সেই সকল শক্তি সুখসাধনে প্রযুক্ত হইয়া নির্দিষ্ট পরিমাণে সুখোৎপাদন করিতে পারে। অতএব যদি সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সুখ ইষ্ট হয়, তবে সেইজাতীয় করণশক্তির অত্যধিক চেষ্টাতেও (বা কর্মের দ্বারা) ইষ্টপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নাই। প্রচলিত প্রবাদও আছে, অভীষ্ট বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত কল্পনা করিতে নাই। সাত্ত্বিকতার লক্ষণ "ইষ্টানিষ্টবিয়োগানাং কৃতানামবিকত্থনা" (মহাভারত) অর্থাৎ ইষ্ট-বিষয়ের বা অনিষ্ট-বিষয়ের বা বিযুক্ত ও পূর্বকৃত বিষয়ের অবিকল্পনা অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের অতিচিন্তারাহিত্য। এইরূপ অতিচিন্তা রাজসিক ও তাহা ইষ্টপ্রাপ্তির ব্যাঘাতকারী।

আমাদের জীবন প্রধানতঃ আকাঙ্ক্ষা-বহুল। সেই আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিলে সেই সংযম-দ্বারা শক্তি সঞ্চিত হইয়া আকাঙ্ক্ষাসিদ্ধি করায়। তজ্জন্য আমাদের প্রবৃত্তি-বহুল জীবনে সংযম (দানাদিও একপ্রকার সংযম) কামনাসিদ্ধিকর বা সুখকর।

৪৭। প্রকাশের ও সত্তার অনুগত কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। অতএব যে যুক্তকল্পনাবতী ইচ্ছার প্রাপ্তি ঘটে বা যাহা ফলীভূত হয়, তাহা সাত্ত্বিক, সেইরূপ যে বিবেচনা যথার্থ হয়, তাহাও সাত্ত্বিক। প্রকাশের অনুগত অর্থে যথার্থ-জ্ঞানপূর্বক, সত্তার অনুগত অর্থে ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত। সমস্ত চেষ্টা-সম্বন্ধে এই নিয়ম। যে ইচ্ছা কল্পনা-বহুল এবং স্বল্পপ্রাপ্তিকরী, তাহা রাজসিক। যে ইচ্ছা অযুক্ত-কল্পনাবতী, সুতরাং সফল হয় না, তাহা তামসিক। বিবেচনাদি-সম্বন্ধেও সেইরূপ।

৪৮। সুখ ও দুঃখ ত্রিবিধ : (১) সদ্ব্যবসায়জাত, (২) অনুব্যবসায়জাত, (৩) রুদ্ধ-ব্যবসায়জাত। যে সুখ বা দুঃখ প্রত্যক্ষ ও শারীরানুভব-সহগত, তাহা সদ্ব্যবসায়জাত। যাহা অতীতানাগত বিষয়ের চিন্তা-সহগত (শঙ্কা-আশাদিজনিত) তাহা আনুব্যবসায়িক। আর যাহা নিদ্রাদি রুদ্ধাবস্থার অনুগত এবং অস্ফুট ভাবে অনুভূত হয়, তাহা রুদ্ধব্যবসায়িক, যেমন সাত্ত্বিক নিদ্রাজাত সুখ। সাত্ত্বিক সংস্কারজাত স্বচ্ছন্দতাদিও রুদ্ধব্যবসায়িক সুখ। প্রত্যুত সমস্ত বোধই হয় সুখকর, নয় দুঃখকর, নয় মোহকর (মোহও দুঃখের অন্তর্গত)।

৪৯। সদ্ব্যবসায়িক সুখ যাহা শারীর ও ঐন্দ্রিয়িক বোধসহগত, তাহা ঐ ঐ করণের সাত্ত্বিক ক্রিয়া হইতে হয়। সত্ত্বগুণ প্রকাশাধিক, অতএব যে শারীরাদি ক্রিয়ার ফল খুব স্ফুটবোধ অথচ যাহা

অল্পক্রিয়াসাধ্য ও অল্পজড়তাসম্পন্ন, তাহাই সাত্ত্বিক শারীরাদি কর্ম হইবে। সুখকর ঘটনা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উক্ত লক্ষণযুক্ত কর্ম হইতেই আমাদের সমস্ত সুখ হয়। সকলেই জানেন যে, সহজ ক্রিয়া অর্থাৎ যে ক্রিয়া করিতে আমাদের অধিক শক্তিচালনা করিতে না হয়, তাহা হইতেই সুখ হয়। যে ব্যাপারে ক্রিয়া অধিক, অর্থাৎ যাহাতে জড়তার অত্যধিক অভিভব করিতে হয়, তাদৃশ রাজস, বা জাড্য ও প্রকাশের অল্পতা-যুক্ত, করণ-কার্যের বোধ হইতে দুঃখ হয়। আর যে ক্রিয়াতে জাড্যের আধিক্য, প্রকাশ ও ক্রিয়ার অল্পতা, তাদৃশ তামস করণ-কার্যের বোধ হইতে মোহ হয়।

ব্যায়াম করিলে যতক্ষণ সহজতঃ করা যায় ততক্ষণ সুখবোধ হয়, পরে ক্রিয়ার আধিক্যে কষ্টবোধ হইতে থাকে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে তবে সুখ হয়। আর অত্যধিক ক্রিয়া করিলে যে জড়তার আবির্ভাব হয়, তাহা মোহ।

৫০। যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজ ও তম-গুণের অপর বৃত্তিসকলও প্রতিনিয়ত পর্যায়ক্রমে আসে যায়। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সাত্ত্বিকতা, তৎপরে রাজসিকতা ও তৎপরে তামসিকতা, তৎপরে পুনশ্চ রাজসিকতা ও সাত্ত্বিকতা ইত্যাদিক্রমে আবর্তন হইতেছে। তজ্জন্য কোন সময়ে চিত্তের প্রসাদাদি, কোন সময়ে বা বিক্ষেপাদি আসে, কথায়ও বলে—'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'। সাত্ত্বিক কর্মের বহুল আচরণে সাত্ত্বিকতার ভোগকাল বাড়াইয়া অধিকতর সুখলাভ হইতে পারে। রাজস ও তামস কর্মেরও তদ্রূপ নিয়ম। শুধু সদ্ব্যবসায়িক নহে, আনুব্যবসায়িক ও রুদ্ধব্যবসায়িক সুখ-দুঃখেও উপরি-উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য। সাত্ত্বিকাদির বৃদ্ধি নিয়মিত চেষ্টার দ্বারা করিতে হয়, একেবারে উহা সাধ্য নহে।

৫১। দৃষ্টজন্মবেদনীয় ক্রিয়মাণ কর্ম হইতে সর্বদাই শরীরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াজনিত সুখ-দুঃখ হয়। পূর্বার্জিত কর্ম হইতেও তাদৃশ সুখ-দুঃখ হয়; তবে পূর্বসংস্কার হইতে প্রায়শঃ গৌণ উপায়ে সুখ-দুঃখ হয়। অর্থাৎ পূর্ব সংস্কার হইতে ঐশ্বর্য (যে শক্তির দ্বারা ইচ্ছার প্রাপ্তি ঘটে তাহা ঐশ্বর্য) বা অনৈশ্বর্য প্রাবদ্ধ (বা উদিত) হইয়া তন্মূলক ক্রিয়মাণ কর্ম হইতে সুখ-দুঃখ সজ্ঘটিত করায়।

৫২। কোন ঘটনা হইতে যদি কাহারও সুখ ও দুঃখ-বেদনা হয় তবেই তাহাতে কর্মফল ভোগ হইল বলা যায়। কোন বাহ্য ঘটনায় যদি সুখ-দুঃখ-বেদনা না ঘটে তবে তাহাতে কর্মফল ভোগ হয় না। মনে কর তোমাকে কেহ গালি দিল, তাহাতে তুমি যদি নির্বিকার থাক তবে তোমার কর্মফল ভোগ হইল না। গালিদাতার কুকর্মমাত্র আচরিত হইল। সুখ-দুঃখের উপরে উঠিতে পারিলে এইরূপে কর্মক্ষয় বা কর্মফলের ভোগাভাব হয়। জাতি এবং আয়ুর ফলও ঐরূপে অতিক্রম করা যায়। সমাধির দ্বারা শরীরেন্দ্রিয় সম্যক্ নিশ্চল করিতে পারিলে আর জন্ম হয় না। কারণ, সম্যক্ নিশ্চলপ্রাণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপে জন্ম এবং আয়ু-ফলও অতিক্রম করা যায়।

৯। ধর্মাধর্ম-কর্ম

৫৩। কৃষ্ণ, শুক্ল, শুক্ল-কৃষ্ণ এবং অশুক্লাকৃষ্ণ, দুঃখ-সুখ-ফলানুসারে কর্ম এই চতুর্ধা বিভক্ত করা হইয়াছে। কৃষ্ণ কর্মের নাম পাপ বা অধর্মকর্ম এবং শুক্লাদি ত্রিবিধ কর্ম সাধারণতঃ ধর্ম বা পুণ্যকর্ম বলিয়া আখ্যাত হয়।

যাহার ফল অধিক দুঃখ, তাহা কৃষ্ণ কর্ম। যাহার ফল সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত, তাহার নাম শুক্ল-কৃষ্ণ ; যেমন হিংসাসাধ্য যজ্ঞাদি। আর যাহার ফল অধিক পরিমাণে সুখ, তাহা শুক্ল কর্ম। যাহার ফল সুখ-দুঃখশূন্য শান্তি, যাহা গুণাধিকারবিরোধী, তাহাই অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম।

৫৪। "যাহার দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়, তাহা ধর্ম", ধর্মের এই লক্ষণ গ্রাহ্য। তন্মধ্যে যাদৃশ কর্মের দ্বারা অভ্যুদয় বা ইহপরলোকের সুখলাভ হয়, তাহা অপর-ধর্ম (শুক্ল ও শুক্ল-কৃষ্ণ), এবং যাহার দ্বারা নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়, তাহা পরম-ধর্ম (অশুক্লাকৃষ্ণ)—"অয়ন্তু পরমো ধর্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্" (মহাভারত)।

৫৫। পঞ্চপর্বা অবিদ্যা (অবিদ্যা, অস্মিতা বা করণে আত্মতাখ্যাতি, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ) সমস্ত দুঃখের মূল কারণ (যোগদর্শন দ্রষ্টব্য), অতএব অবিদ্যার বিরোধি-কর্ম দুঃখনাশক বা ধর্মকর্ম হইবে, আর অবিদ্যার পোষক কর্ম অধর্মকর্ম হইবে।

সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের প্রশংসনীয় ধর্মকর্মসকল বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহারা সকলই এই মূল লক্ষণের অন্তর্গত। সর্বধর্মেই এই কয় প্রকার কর্মকে প্রধানতঃ ধর্মকর্ম বলা হয়, যথা—(১) ঈশ্বর বা মহাত্মার উপাসনা (২) পরদুঃখমোচন (৩) আত্মসংযম (৪) ক্রোধাদির ত্যাগ।

উপাসনার ফল চিত্তস্থৈর্য ও সদ্ধর্মোৎপাদন। চিত্তস্থৈর্য=চাঞ্চল্য বা রাজসিকতানাশক= বিষয়গ্রহণবিরোধী=আত্মপ্রকাশকারক=অনাত্মাভিমানের (সুতরাং অবিদ্যার) বিরোধী। সদ্ধর্মোৎপাদন=ঈশ্বর বা মহাত্মাকে সদ্‌গুণের আধার-স্বরূপে অনুক্ষণ চিন্তা করাতে চিন্তাকারীতেও সদ্‌গুণ বা অবিদ্যাবিরোধী গুণ বর্তায়। অতএব উপাসনা ধর্মোৎপাদক কর্ম হইল। পরদুঃখমোচন=অবিদ্যাজনিত আত্মসুখাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ=(১) দান বা ধনগত মমতাত্যাগ, সুতরাং অবিদ্যাবিরোধী ও (২) সেবা বা শ্রমদান, সুতরাং অবিদ্যাবিরোধী। দানে ও সেবায় কিরূপে সুখ হয়, তাহা §৪৬ দ্রষ্টব্য। আত্মসংযম= বিষয়-ব্যবহারবিরোধী সুতরাং অবিদ্যাবিরোধী। ক্রোধাদি অবিদ্যাঙ্গ সুতরাং তদ্বিরোধী ক্ষমা-অহিংসাদি ধর্মকর্ম হইল।

এইরূপে সমস্ত ধর্মকর্মেই 'অবিদ্যার বিরোধিত্ব' লক্ষণ পাওয়া যায়। ভগবান্ মনু মূলধর্মসকল এইরূপ গণনা করিয়াছেন, যথা—ধৃতি, ক্ষমা, দম (বাক্, কায় ও মনের দ্বারা হিংসা না করা প্রধান দম), অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ। এই ধর্ম যাঁহাতে আছে তিনি ধার্মিক এবং ঐ সকল যিনি নিজেতে আনিবার চেষ্টা করেন, তিনি ধর্মচারী। ধার্মিক বর্তমানে সুখী হন, কিন্তু ধর্মচারী সর্বক্ষেত্রে বর্তমানে সুখী হন না। ঈশ্বরোপাসনা সাক্ষাৎ ধর্ম নহে, তবে উহা ধর্মসকলকে আত্মস্থ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, সেজন্য মনু উহা গণনা করেন নাই। অথবা বিদ্যার ভিতর উহা উক্ত হইয়াছে। যম, নিয়ম, দয়া, দান এই কয়টিও ধর্মের লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (গৌড়পাদ আচার্যের দ্বারা)।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান, দয়া ও দান এই দ্বাদশ প্রকার ধর্মকর্ম আচরণে যে ইহপরলোকে সুখী হওয়া যায় তাহা অতি স্পষ্ট। তাই উহারা ধর্ম, এবং উহাদের বিপরীত কর্ম দুঃখকর বলিয়া অধর্ম, তদ্দ্বারা অবিদ্যা পরিপুষ্ট হয়। হিংসা, ক্রোধ, বিষয়চিন্তা ইত্যাদি সমস্ত দুঃখকর কর্মই ঐ লক্ষণাক্রান্ত।

৫৬। তপঃ, ধ্যান, অহিংসা, মৈত্রী প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম বাহ্যোপকরণনিরপেক্ষ বা যাহাতে

পরের অপকারাদির অপেক্ষা নাই তাহা শুক্ল কর্ম, তাহার ফল অবিমিশ্র সুখ। আর যজ্ঞাদি যে-সমস্ত কর্মে পরাপকার অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে দুঃখ-ফলও মিশ্রিত থাকে। যজ্ঞাদিতে যে সংযম-দানাদি অঙ্গ থাকে তাহা হইতে ধর্ম হয়।

শাস্ত্রে সামান্য সামান্য কর্মের অসাধারণ ফলশ্রুতি আছে (যেমন 'ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ')। তাদৃশ ফল কার্যকারণঘটিত হইতে পারে না, তজ্জন্য কেহ কেহ ঈশ্বরকে কর্মফলদাতা স্বীকার করেন। কিন্তু ঐরূপ ফলশ্রুতি অর্থবাদমাত্র বলিয়া বিজ্ঞগণ গ্রহণ করেন, কারণ, উহা যথাযথ গ্রহণ করিলে সকল শাস্ত্র ব্যর্থ হয়। যেমন তীর্থ-বিশেষে স্নান করিলে পুনর্জন্ম হয় না, ইহা যদি অর্থবাদ বলিয়া না ধরা যায়, তবে ঔপনিষদ ধর্ম ব্যর্থ হয়। তজ্জন্য ঐ প্রকার ফলশ্রুতির উদাহরণ লইয়া ঈশ্বরের স্বরূপনির্ণয় বা কোন তত্ত্ববিচার করা যাইতে পারে না। (বৈদিক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি-সম্বন্ধে গীতার অভিমত ২।৪২-৪৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

৫৭। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং তাহাদের সাধক কর্মসকল অশুক্লাকৃষ্ণ। তদ্দ্বারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল শাশ্বতী শান্তি লাভ হয় বলিয়া তাহার নাম পরম ধর্ম বা কর্মের নিবৃত্তি।

শুক্লাদি ত্রিবিধ কর্মের সংস্কার করণবর্গের পরিস্পন্দকারক, আর অশুক্লাকৃষ্ণ কর্মের সংস্কার চিত্তেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তিকারক। মুমুক্ষু যোগিগণের কর্মই অশুক্লাকৃষ্ণ। যোগ দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সাধারণতঃ চিত্ত ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত-ভূমিক। কিন্তু যদি প্রতিনিয়ত ('শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা') এক বিষয়ের স্মরণ অভ্যাস করা যায়, তবে চিত্তের যে একবিষয়প্রবণতা-স্বভাব হয়, তাহাকে একাগ্রভূমিকা বলে। বিক্ষিপ্তাদি ভূমিকাতে অনুমান বা সাক্ষাৎকার করিয়া যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা চিত্তের বিক্ষেপস্বভাবহেতু সর্বকালস্থায়ী হইতে পারে না। যখন জ্ঞান উদিত থাকে তখন জীব জ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করে, পরে অজ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করে। কিন্তু একাগ্রভূমিকায় যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা চিত্তে সর্বকালস্থায়ী হয়, কারণ, তখন চিত্তের এইরূপ স্বভাব হয় যে, তাহা যাহা ধরিবে তাহাতেই অহরহঃ অনুক্ষণ থাকিতে পারিবে। এইরূপ ধ্রুব-স্মৃতি-যুক্ত চিত্তের তত্ত্বজ্ঞানের নাম **সম্প্রজ্ঞাত যোগ**। তাহাই ক্লেশমূলক কর্ম-সংস্কার-নাশকারী প্রজ্ঞা বা 'জ্ঞান' ("জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা")। কিরূপে সেই জ্ঞান অনাদি-কর্ম-সংস্কার নাশ করে তাহা বলা যাইতেছে। মনে কর, তোমার ক্রোধের সংস্কার আছে, সাধারণ অবস্থায় তুমি ক্রোধ হেয় বলিয়া বুঝিলেও, সেই সংস্কারবশে সময়ে সময়ে ক্রোধের উদয় হয়; কিন্তু একাগ্রভূমিকায় যদি তুমি ক্রোধ হেয় 'জ্ঞান' করিয়া অক্রোধভাবকে উপাদেয় 'জ্ঞান' কর, তবে তাহা তোমার চিত্তে নিয়তই থাকিবে, অথবা ক্রোধের হেতু হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ স্মরণারূঢ় হইয়া ক্রোধকে আসিতে দিবে না। অতএব ক্রোধ যদি কখনও না উঠিতে পারে, তবে বলিতে হইবে, সেই প্রজ্ঞার বা 'জ্ঞানের' দ্বারা ক্রোধ-সংস্কারের ক্ষয় হইল। এইরূপে সমস্ত দুষ্ট ও অনিষ্ট কর্ম-সংস্কার সম্প্রজ্ঞাত যোগের দ্বারা নষ্ট হয়। সমস্ত প্রকারের সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারও বিবেকখ্যাতির দ্বারা নষ্ট হইলে নিরোধ সমাধি যখন প্রতিনিয়ত চিত্তে উদিত থাকে, তাহাকে নিরোধভূমিকা বা **অসম্প্রজ্ঞাত যোগ** বলে। তদ্দ্বারা চিত্ত প্রলীন হইলে তাহাকে কৈবল্যমুক্তি বলা যায়।

চিত্ত যখন পরবৈরাগ্যের দ্বারা সম্যক্ নিরুদ্ধ বা প্রত্যয়হীন হয়, তখন তাহাকে নিরোধ সমাধি বলে। একবার নিরোধ হইলেই যে তাহা সর্বকালের জন্য থাকিবে, তাহা নহে। নিরোধেরও সংস্কার প্রচিত হইয়া পরে সদাস্থায়ী বা নিরোধভূমিকা হয়। সম্প্রজ্ঞাত-সিদ্ধগণ যদি একবার নিরোধের দ্বারা

প্রকৃত আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন তবে তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। "যস্মিন্ কালে স্বমাত্মানং যোগী জানাতি কেবলম্। তস্মাৎ কালাৎ সমারভ্য জীবন্মুক্তো ভবত্যসৌ॥" পরে নিরোধ-ভূমিকা আয়ত্ত হইয়া তাঁহাদের বিদেহ-কৈবল্য হয়। যখন চিত্তনিরোধ সম্যক্ আয়ত্ত হয়, তখন সঞ্চিত কর্মবাসনার ন্যায় ক্রিয়মাণ কর্মের সংস্কারও আর ফলবান্ হইতে পারে না। যেমন চক্র ঘুরাইয়া দিলে তাহা কতকক্ষণ নিজবেগে ঘুরে, সেইরূপ যে কর্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে, তাহারা ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইয়া শেষ হয়। ইহাকে 'ভোগের দ্বারা কর্মক্ষয়' বলে। একাগ্রভূমিক ও নিরোধানুভবকারী যোগী-দেরই এইরূপ হয়, সাধারণ মানবের হয় না।

একাগ্রভূমিক চিত্ত হইলেই তবে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় নচেৎ হয় না। একাগ্রভূমিতে তত্ত্বজ্ঞানসকল সর্বদা উদিত থাকে। তাদৃশ যোগীর কখনও আত্মবিস্মৃতিরূপ অজ্ঞান হয় না সুতরাং নিদ্রারূপ মহতী আত্মবিস্মৃতির উপরে তাঁহারা থাকেন। স্বপ্নও আত্মবিস্মৃত অবশ চিন্তা, তাহাও তাঁহাদের হয় না। দেহধারণ করিলে কতরূ সময় শরীরের বিশ্রাম চাই। একাগ্রভূমিক যোগীরা একতান আত্মস্মৃতিরূপ স্বপ্ন (যে বিষয়ের সংস্কার প্রবল তাহারই স্বপ্ন হয়) স্থির রাখিয়া দেহকে বিশ্রাম দেন (বুদ্ধদেব ঐরূপ ভাবে ঘণ্টাখানেক থাকিতেন বলিয়া কথিত হয়) এবং ইচ্ছা করিলে বিনিদ্র হইয়া অনেক দিন নিরোধ সমাধিতেও থাকিতে পারেন।

এই কয়টি সাধারণতম নিয়মের দ্বারা কর্মতত্ত্ব উদ্দিষ্ট হইল। স্থানাভাবে বিস্তৃত বিচার ও প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইল না। কেবল কর্মের দ্বারা কিরূপে মানবের জীবনের ঘটনাসকল ঘটে, তাহা এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া সাধারণভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। বিশেষ জ্ঞানের জন্য যোগজ প্রজ্ঞা আবশ্যক।

১০। স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক কর্মফল

৫৮। জীব কেন কর্ম করে ও কিরূপে তাহা ফলীভূত হয় তাহা একটু বিস্তৃতভাবে বলা আবশ্যক।

কর্মের ফল দ্বিবিধ—স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক। করণ-কার্যই কর্ম, তাহার ফলে জাতি, আয়ু ও ভোগ হয়। সেই করণ-কার্য প্রাণী করে কেন এবং তাহা হয় কেন ?—উহা করে এবং হয় আধ্যাত্মিক কারণে ও বাহ্য কারণে। হিতাহিত বিবেচনাপূর্বক এবং স্বগত (করণগত) সংস্কার হইতে প্রবর্তন-নিবর্তন ও দেহধারণরূপ কর্মই স্বাভাবিক কর্ম এবং তাহার ফল স্বাভাবিক কর্মফল। আর, অনুকূল-প্রতিকূল বাহ্য ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রাণীর যে কর্ম হয় এবং তাহার পরিণামে সুখ-দুঃখাদি যে ফল হয় তাহাকে আমরা বাহ্য নিমিত্তের ফল মনে করি বলিয়া উহারা নৈমিত্তিক কর্মফল। প্রায় সমস্ত কর্মের মূলেই স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক কারণ থাকে।

উপরোক্ত নিয়ম উদাহরণ দিয়া বুঝান যাইতেছে। যেমন একজনের ক্রোধ হইল, পূর্বসংস্কার হইতে মনের ভিতর ক্রুদ্ধভাব উদিত হওয়া স্বাভাবিক কর্মফল। তাহাতে সে অপরের অনিষ্ট করিল ইহাও স্বাভাবিক কর্মফল, কিন্তু সে অনিষ্ট করার ফলে অপরে যে তাহাকে গালি দিল, মারিল, তাহা নৈমিত্তিক ফল। নৈমিত্তিক ফল বাহ্য হইতে হয় বলিয়া তাহা কর্মের সাক্ষাৎ-ফল নহে এবং উহা অনিয়মিত। সামাজিক নিয়ম হইতেও ঐরূপ নৈমিত্তিক ফল হয়। সামাজিক নিয়ম নানা দেশে ও

নানা কালে নানা প্রকাব, যেমন, চুবি কবিলে কাবাগাব, হস্ত-ছেদন প্রভৃতি বিভিন্নরূপ শাস্তিব বিধান দেখা যায, সুতবাং ঐরূপ কর্মফল অনিযমিত, উহা কর্মেব স্বাভাবিক ফল নহে। ক্রোধবশে এক ব্যক্তির অনিষ্ট কবিলে সে লাঠিও মাবিতে পাবে, গালিও দিতে পাবে, অস্ত্রদ্বাবা হনন কবিতেও পাবে, ক্ষমাও করিতে পাবে। অতএব ইহা স্বগত কর্মসংস্কাবেব স্বাভাবিক ফল নহে, কিন্তু বাহ্যসম্ভব অনিযমিত ফল। কর্মবাদে প্রধানতঃ স্বাভাবিক ফলই বিচার্য। সেই স্বাভাবিক ফলেব মূল কর্মসংস্কার বা অদৃষ্ট এবং শবীবেন্দ্রিযেব দৃষ্ট ক্রিয়া। সংস্কাব হইতে যে প্রত্যয উঠে তাহা দেখা যায। আব, সেই প্রত্যয় সুখকব, দুঃখকব বা সুখ-দুঃখেব গৌণহেতু, হইযা থাকে, তাহাও দেখা যায। দৃষ্টকর্মও সেইরূপ তৎক্ষণাৎ ফল দেয অথবা সংস্কাবভূত হইযা পবে ঐরূপ ফল দেব। স্বগত সংস্কাব ও দেহেন্দ্রিযাদিব ক্রিযা স্বতঃ অথবা বাহ্যকাবণে উদ্বুদ্ধ ও উদ্রিক্ত হয। তাহাতে প্রাণীব জাতি, আয়ু ও সুখ-দুঃখ সংঘটিত হয। বাহ্যকাবণে শবীবেন্দ্রিযেব ক্রিযা উদ্বুদ্ধ ও উদ্রিক্ত হওযা অনিযত, তাহাব উপব প্রাণীব কর্তৃত্ব না থাকিতে পাবে, যেমন ঝটিকা, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি। ঝটিকা বা বাযুব প্রাবল্য হইতে আঘাতাদিরূপ শাবীবিক কর্ম উত্থিত হইযা আমাদিগকে দুঃখ প্রদান কবে।

কথিত হয কাল, স্বভাব, নিযতি, যদৃচ্ছা ও (আজীবিকদেব) সঙ্গতি এই সকল হইতেই সব ঘটে। ইহাতে কতক সত্য আছে। তন্মধ্যে কাল অর্থে পবিণামেব সংখ্যা, উহা প্রকৃত কাবণ নহে, যেহেতু পবিণামরূপ কর্ম কিসে হয তাহাই বিচার্য। স্বভাব হইতে যে কর্ম হয (যাহাব ফল 'স্বাভাবিক') তাহা খুব সত্য। বিশ্বকাবণেব অন্যতম মূল স্বভাব বজ বা ক্রিযাশীলতা, প্রাণিগত সেই ক্রিযাব বিশ্লেষণ কবিযা দেখানই কর্মতত্ত্ব। নিযতি অর্থে অন্তর্গত যে সকল হেতুব বশীভূত হইযা আমাদিগকে কর্ম কবিতে হয তাহা, অর্থাৎ প্রবল সংস্কাব। যদৃচ্ছা অর্থে কর্ম কবাব অথবা কর্ম হওযাব কতকগুলি বাহ্য হেতুব স্ব স্ব মার্গে সমাবেশ (chance বা fortuitous assemblage of causes)। সঙ্গতি অর্থেও তাহাই। ইহাব মধ্যে স্বভাব ও নিযতি ছাডা যদৃচ্ছা বা সঙ্গতিরূপ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক (বাহ্য) নিমিত্ত হইতে শবীবেন্দ্রিযে যে কর্ম হইযা থাকে তাহার যে ফল তাহা নৈমিত্তিক কর্মফল। নিযতি ও সঙ্গতি কর্মতত্ত্বেব 'অদৃষ্ট' জাতীয কাবণেব অন্তর্গত (যেহেতু উহারা 'দৃষ্ট' কর্মেব দ্বাবা সংঘটিত হয না)।

৫৯। কাবণ-কার্য-নিযমে শবীবেব কর্ম হইতে যে জাতি, আয়ু ও ভোগ ঘটে, তাহা বাস্তব ও সুস্পষ্ট কর্মফল। আব, বাহ্যকাবণ হইতে শবীরেন্দ্রিযেব ক্রিযা হইযা যে সেই ক্রিযাব ফল হয তাহাও সুস্পষ্ট প্রমিত সত্য। কোন কোন ক্ষেত্রে বাহ্যকাবণ আমাদেব কর্মরূপ নিমিত্তে আমাদেব দেহেন্দ্রিযের উপব ক্রিযা কবিযা ফল দেয, তাহাও সত্য নিযম। কিন্তু সমস্ত বাহ্য ঘটনা যে আমাদেব কর্মরূপ নিমিত্ত হইতে সংঘটিত হইযা আমাদিগকে ফল দেয এবং ফল দিবাব জন্যই যে তাহাবা সংঘটিত হয তাহা কর্মবাদেব অপব্যবহার। ইহাব কোন দার্শনিক ভিত্তি নাই। কর্মবাদ বুঝিতে এই মত গ্রহণেব আবশ্যকতা নাই।

কর্মেব 'ফল' কথাটা গভীবভাবে না বুঝিলে ভুল হয। গাছেব ফল যেমন স্বগত শক্তি হইতে হয, সেইরূপ অদৃষ্ট বা শক্তিরূপ সংস্কাব হইতে যাহা ঘটে তাহাই কর্মতত্ত্বেব বিপাক নামক পবিভাষিত ফল। 'ফল' অর্থে (১) হেতু বা নিমিত্ত হয, এবং (২) স্বগত শক্তি হইতে কিছুব বিকাশ এইরূপ অর্থও হয, যেমন বৃক্ষেব ফল, অদৃষ্ট সংস্কাবেব জাতি, আয়ু ও ভোগ ফল।

একটি আমগাছেব গোডায় জল দিলে তাহাব 'ফলে' আম 'ফলে'। গোডায জল দেওয়ারূপ

হেতুতে (প্রথম 'ফল' শব্দের অর্থ) আমগাছের স্বগত শক্তিতে আম ফলীভূত হয়। এই শেষোক্ত 'ফলা'ই কর্মের ফলীভাব।

৬০। কর্মের নৈমিত্তিক ফল কেন অনিয়মিত তাহা বিশ্লেষ করিয়া দেখান যাইতেছে। সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ করে 'আমি', এই 'আমি'র এক অংশ দেহাত্মবোধমূলক শরীর, অন্য অংশ আভ্যন্তরিক অন্তঃকরণ। 'আমি রোগা, মোটা' এইরূপও বলিয়া থাকি, আবার, 'আমি রাগ-দ্বেষ-যুক্ত, শান্ত-অশান্ত' এইরূপও বোধ করি এবং বলি।

শরীর নির্মাণ করে যথাযোগ্য সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ, কিন্তু তাহার উপাদান বাহ্যবস্তু পঞ্চভূত। এই কারণে অধিষ্ঠাতা মন যেমন শরীরের উপর কর্তৃত্ব করিয়া তাহাকে কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিতে পারে, তেমনি শরীর ভূতনির্মিত বলিয়া বাহ্য ভৌতিক পদার্থসকলও উহার উপর ক্রিয়া করিয়া পরিণত করিতে সমর্থ, এবং দেহাত্মবোধের ফলে এই বাহ্যোদ্ভূত ক্রিয়াও দেহের অধিষ্ঠাতা অন্তঃকরণকে তদনুযায়ী সক্রিয় করিবে। সংস্কারগত আচরণের বা চরিত্রের দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ নিয়মিত নহে বলিয়া কর্মের এই নৈমিত্তিক ফলকে অনিয়মিত বলা হয়।

এস্থলে 'অনিয়মিত' অর্থে কর্মসংস্কারের দিক্ হইতেই অনিয়মিত, অর্থাৎ ইহা স্বগত সংস্কারের সম্যক্ অভিব্যক্তিরূপ ফল নহে, কিন্তু যে বাহ্য ক্রিয়া হইতে উহা ঘটে তাহা যথাযথ কারণ-কার্য নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। জলে মাটি ধুইয়া যাওয়াতে পাহাড়ের একটা পাথর আলগা হইয়া খসিয়া পড়িল, ইহা যথাযথ নিয়মে ও কারণেই ঘটিল। কিন্তু একজন ঠিক ঐ সময়ে ঐ পাথরের নীচে যাওয়ায় সে চাপা পড়িল, এই ফল-ভোগ কর্ম-সংস্কারের দিক্ হইতে অনিয়মিত। ঐ আঘাতের ফলে হয়ত তাহাকে আজীবন শয্যাগত থাকিতে হইতে পারে এবং ক্রমশঃ চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। দীর্ঘকালস্থায়ী দুরারোগ্য ব্যাধিতেও এইরূপ হওয়া সম্ভব। এইরূপ বাহ্য কারণে যে ফল হয় তাহা অনিয়মিত।

রোগাদিজনিত ভোগও ঐ কারণে অনেক পরিমাণে অনিয়মিত। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন না-করাতে শরীরে যাহা ঘটে তাহা কর্মের স্বাভাবিক ফল, কিন্তু এমন অনেক রোগ আছে যাহা সাক্ষাৎভাবে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত বাহ্য কারণে ঘটে। ধর্মিষ্ঠ লোকদের শরীরেও এইরূপে নানাপ্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে। শরীরমাত্রই জরাব্যাধিপ্রবণ এবং শরীরধারণ অস্মিতা-ক্লেশের ফল, অহিংসা-সত্যাদি পালন করিলেও কোনও শরীরী উহা হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইবেন না, তবে সাত্ত্বিক মনোবলযুক্ত ধর্মিষ্ঠ ব্যক্তি সাধারণের ন্যায় বিচলিত হইবেন না।

বাহ্য কারণ হইতে উপক্রত না হওয়ার জন্য বিচারপূর্বক যে চেষ্টা তাহাও সতর্কতারূপ একপ্রকার কর্ম, সেই কর্মে বাহ্য নৈমিত্তিক ফল কতকটা নিয়মিত হইতে পারে। আমরা সর্বদাই অল্পবিস্তর তাহা করিয়া থাকি।

৬১। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে কর্মের ফলত্যাগ ও ফলদান-সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। পূর্বেই বুঝান হইয়াছে যে, দুই রকম কারণে কর্ম ফলীভূত হইতে পারে—বাহ্য ও আন্তর। কেহ অর্থোপার্জনরূপ কর্মের ফলে বহুলোকের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে অথবা ভোগের জন্য পণ্য ক্রয় আদি করিতে পারে। এইরূপ যে বাহ্যফল তাহাই ত্যাগ করা অথবা দান করা সম্ভব, অর্থাৎ লোকের নিকট হইতে সেবা, পণ্য ইত্যাদি না লইয়াও অর্থ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কর্মের যে আন্তর ফল, যেমন নিঃস্বার্থ অর্থদানের ফলে প্রভুত্ব করার ও ভোগের লিপ্সার ক্ষয়, চিত্তের উদারতা,

বিশুদ্ধিতা ইত্যাদি, তাহাব ত্যাগ বা দান সম্ভব নহে। বেশী দানেব ফলে উহা বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে। পাপকর্মেব ফল যে ত্যাগ বা দান কবা যায় না তাহা সকলেই বুঝে, কিন্তু অনেকে মনে কবে পুণ্য কর্মেব ফলটা অনুগ্রহ কবিয়া অন্যকে দিলেই হইল, কিন্তু ইহা কেবল পুণ্যেব বাহ্য ফল সম্বন্ধেই সম্ভব। পাপেরও বাহ্য ফল (সামাজিক ও বাষ্ট্রীয শাসন আদি) হইতে নিষ্কৃতি পাওযা বা তাহা ফাঁকি দেওযা সম্ভব, ইহাও অনিযমিত।

সমুদ্রে তুফান তবঙ্গ কাহাবও কর্মেব ফলে হয না, কিন্তু সমুদ্রপথেব যাত্রী হওযা বা না-হওযা যেমন নিজেব কর্ম, তেমনি বাহ্য-কাবণোদ্ভূত নৈমিত্তিক ফল কাহাবও কর্মেব দ্বাবা নিযমিত না হইলেও দেহধাবণ কবিযা ঐরূপ 'অনিযত' জগতে আসা বা না-আসা আমাদের স্বকীয কর্মেব উপব নির্ভব কবে। এই দৃষ্টিতে বলা যাইতে পাবে যে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অর্থাৎ বাহ্য ও আন্তব সব ভোগই সাক্ষাৎ ভাবে অথবা গৌণভাবে নিজেবই কর্মেব ফল এবং তাহা হইতে চিব-নিষ্কৃতিলাভও স্বকর্মেবই ফল , অতি-প্রবল পুরুষকাবপূর্বক আধ্যাত্মিক সাধনই সেই কর্ম।

১১। কর্মফলে নিয়মের প্রয়োগ

৬২। প্রাগুক্ত নিযমসকলেব প্রযোগেব বিষযে আবও অনেক জ্ঞাতব্য আছে। সাধাবণতঃ অনেকে মনে কবেন যে, 'যেমন কর্ম ঠিক সেইরূপ ফল হয' অর্থাৎ প্রাণনাশ, চুবি আদি কবিলে কর্মকর্তাব প্রাণনাশ, দ্রব্যচুবি ইত্যাদি ফল ঘটে। তাহা কর্মেব স্বাভাবিক নিযমেব ফল নহে। ধর্ম ও অধর্ম-কর্মেব প্রত্যেকটিব আচবণ ও ফল-সম্বন্ধে বিচাব কবিয়া দেখিলে ইহা বোধগম্য হইবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয, ব্রহ্মচর্য, অপবিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায, ঈশ্বব-প্রণিধান, দযা ও দান এই দ্বাদশ প্রকাব কর্ম ধর্মকর্ম। উহাদেব বিপবীত কর্ম অধর্মকর্ম, তাহাবা যথা—হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য, পবিগ্রহ, অশুচিতা, অসন্তোষ, অতপস্যা, অস্বাধ্যায, অনীশ্ববগুণেব ভাবনা, নির্দযতা ও কার্পণ্য। এখন প্রত্যেকটিব আচবণ ও ফল কি তাহা দেখা যাউক। প্রথমতঃ অহিংসা ও হিংসা। অহিংসা অর্থে কোন প্রাণীকে পীড়া না দেওযা। পরকে পীড়া না দেওযা কোন কর্ম নহে কিন্তু কর্মবিশেষ না কবা। ঐরূপ না কবাব মূলে যে ভাব থাকে তদ্দ্বাবাই ফল হয। অহিংসাব মূলে কি থাকে ? থাকে অক্রোধ, অলোভ ও অমোহ অর্থাৎ মৈত্রী, সমবেদন, আত্মসংযম প্রভৃতি উন্নতজ্ঞানেব কার্য, তাহাদেব ফলই অহিংসাব ফল। মৈত্র্যাদিব আচবণে অহিংসকেব ভিতব ঐ ঐ সদ্গুণের সংস্কাব হইবে ও তাহাতে পবেব মৈত্র্যাদি তাহাব প্রতি উদ্বুদ্ধ হইযা সে শুভফল পাইবে।

৬৩। নিহত, হিংসিত, অপকৃত আদি হওযাব জন্য ঠিক অনুরূপ পূর্ব কর্মই যে একমাত্র কাবণ তাহা নহে। কপোত শ্যেনেব দ্বাবা নিহত হয, সেখানে কপোত যে পূর্বজন্মে হনন কবিযাছে এইরূপ নহে, তাহাব দুর্বলতা ও আত্মবক্ষাব অসামর্থ্যই উহাব প্রধান কাবণ। কাহারও বাড়ী ডাকাতি হইলে সে যে পূর্বজন্মে ডাকাতি কবিযাছে এইরূপ নহে, সেখানে অর্থসঞ্চয, আত্মবক্ষাব অসামর্থ্য প্রভৃতিই কাবণ। চুবিও অনেক ক্ষেত্রে অসাবধানতা হইতে ঘটে, পূর্বচুবিব ফলে নহে। অনেক 'ভালমানুষ' লোক যাহাবা নিজেব পক্ষ ভাল কবিযা সমর্থন কবিতে পাবে না, তাহাবা অনেকস্থলে অন্যেব দ্বাবা অপমানিত ও অসৎকৃত হইযা কষ্ট পায। উক্ত অসামর্থ্যই তাহাব প্রধান কারণ। বুদ্ধদেব বলিযাছেন, "লজ্জাহীন, কাকশূর (ডানপিটে), ধ্বংসী (পরগুণধ্বংসী),

প্রস্কন্দী (দুর্বৃত্ত) ও প্রগল্‌ভ ব্যক্তিবা সুখে থাকে, আব হ্রীযুক্ত, অনাসক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তিবা দুঃখে থাকেন" (ধর্মপদ ১৮।১০-১১)। এখানে শঙ্কা হইতে পাবে, পাপীবা সুখে থাকে আব পুণ্যকাবীবা দুঃখে থাকে কেন? ইহা বুঝিতে হইলে অনেক কথা বুঝিতে হইবে। ধর্ম বলিলে তৎসহ জ্ঞান, ঐশ্বর্য এবং বৈবাগ্যও বুঝায। অধর্ম বলিলে সেইরূপ অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য ও অবৈবাগ্য বুঝায। ধর্ম = অহিংসাদি বাবটি। জ্ঞান = সত্য বিষযেব ও সত্য নিযমেব জ্ঞান। ঐশ্বর্য = যাহাতে ইচ্ছাব সিদ্ধি ঘটে এইরূপ উপযুক্ত শক্তি। বৈবাগ্য = অনাসক্তি। এই সমস্ত হইতে যে সুখ হয তাহা সহজবোধ্য। কিন্তু সমস্ত ব্যক্তিতে উহাব সমস্ত থাকে না। চোবেব শাবীবিক বলরূপ ঐশ্বর্য ও চৌর্য-বিষযেব সম্যক্‌ জ্ঞান থাকে। গৃহস্থেব দুর্বলতারূপ অনৈশ্বর্য ও অসাবধানতারূপ অজ্ঞান থাকে, তাই চোব গৃহস্থকে পবাভূত কবিতে পাবে। মনে হিংসা আছে, তাহা যে তাড়াইবাব চেষ্টা কবিতেছে সে সেই হিংসাব ফলভোগ কবিবে, হিংসা ক্ষয হইয়া গেলে তবে সে সুখী হইবে।

ধর্মচাবী ও ধর্মস্থ পৃথক্‌ অবস্থা। যে ধন উপার্জন কবিতেছে সে, এবং ধনী যেমন ভিন্নাবস্থা—প্রথম ধনজনিত সুখে সুখী নহে কিন্তু শেষ যেমন সুখী, তদ্রূপ। জ্ঞান-ঐশ্বর্যাদি সর্বতোমুখী হইতে পাবে। কিন্তু সকলেব সর্বদিকে উহাবা উৎকৃষ্টরূপে থাকে না। যাহাব যেদিকে থাকে সেদিকেই সে ফললাভ কবে। কাহাবও মানস বল আছে শাবীব বল নাই, কাহাবও একদিকে কোন গুণেব ও শক্তিব উৎকর্ষ আছে অন্যদিকে নাই। এইজন্য সকলে সর্বদিকে সুখী হয না।

৬৪। উপবে বলা হইযাছে যে, কর্মেব নৈমিত্তিক বা বাহ্য ফলে ধর্মচাবীবা অনেক স্থলে দুঃখী হয এবং কোন কোন অধার্মিক হযত সুখী হয, তথাপি 'ধর্মেব জয' এই প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে, এস্থলে তাহা পবীক্ষণীয। 'ধর্মেব জয' অর্থে আধ্যাত্মিক জয অর্থাৎ দুঃখমূলক অধর্মকে বা অবিদ্যাকে জয, কিন্তু বাহ্য অনেক বিষযে (স্থূলদৃষ্টিতে) পবাজয। ধর্মচাবীব পক্ষে শত্রুহনন কবিযা বাহ্যিক জয সম্ভব নহে। তিনি পৈতৃক বাজ্য লাভ করিলেও অন্যেবা তাহা অধিকাব কবিতে পাবে, কিন্তু ধর্মিষ্ঠ তাহাতে অবিচলিতই থাকিবেন, কাবণ, ঐশ্বর্যলাভ কবা বা অন্যেব উপব প্রভুত্ব কবা তাঁহাব আদর্শেব প্রতিকূল, ঐশ্বর্য-ত্যাগই তাঁহাব অভীষ্ট। অতএব সাধাবণেব দৃষ্টিতে ঐ বিযযে তাঁহাব পবাজয বলিযা মনে হইলেও তিনি বস্তুতঃ অজেযই থাকিবেন, কাবণ, জয অর্থে কাহাবও অভীষ্টেব উপব প্রভুত্ব কবা, এ-ক্ষেত্রে তাহা ঘটিতেছে না।

যথাযোগ্য জ্ঞান, শক্তি, কর্তব্যনিষ্ঠা, নির্ভযতা ইত্যাদি ধর্মেব সহিত ভোগলিপ্সা, যশোলিপ্সা, ক্ষুদ্র অথবা ব্যাপক স্বার্থপবতা (যেমন স্বজাতিব জন্য অথবা স্বদেশেব জন্য) ইত্যাদি অধর্মেব মিশ্রণ থাকিলেই ব্যাবহাবিক জগতে জযলাভ হয এবং জাগতিক ভোগসুখও সামযিক ভাবে হইতে পাবে, যেমন পূর্বোক্ত কাকশৃবদেব হয। বিশুদ্ধ শুক্লধর্মেব দ্বাবা ঐরূপ জয সম্ভব নহে, কিন্তু তাহাতে ত্রিবিধ দুঃখেব মূল কাবণেব উপব জয়লাভ হয, যাহাব ফল শাশ্বতিক দুঃখনিবৃত্তি এবং যাহা ধার্মিক-অধার্মিক সকলেবই চবম অভীষ্ট। অতএব ধর্মেবই যথার্থ জয।

(কর্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাঁহাবা বিশদরূপে জানিতে চান তাঁহাদেব 'কাপিল মঠ' হইতে প্রকাশিত 'কর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

———

কাল ও দিক্ বা অবকাশ

সাংখ্যীয় দৃষ্টি

"স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইব অবভাসতে।"—যোগভাষ্য ৩।৫২।

"দিক্কালৌ আকাশাদিভ্যঃ"—সাংখ্যসূত্র ২।১২।

১। কাল ও দিক্ বা অবকাশ এই দুই পদার্থের বিষয় বিশেষরূপে বিচার্য, কারণ, এই দুই লইয়া অনেক বাদ উত্থিত হইয়াছে (যোগদর্শন ৩।৫২ টীকা দ্রষ্টব্য)। কাল ও অবকাশ কাহাকে বলা যায়? **যেখানে কোন বাহ্যবস্তু নাই সেই স্থানমাত্রের নাম অবকাশ**—সকলকেই এইরূপে অবকাশের লক্ষণ করিতে হয়। অন্য কথায়, যাহা ব্যাপিয়া কোন বাহ্যবস্তু (দ্রব্য ও ক্রিয়া) থাকে ও হয় তাহা অবকাশ। সেইরূপ, যাহা ব্যাপিয়া কোন মানস ক্রিয়া হয় তাহা কাল। অবকাশের লক্ষণের মত কালের লক্ষণ করিতে হইলে বলিতে হইবে—**যে অবসরে কোন মানস ক্রিয়া বা মনোভাব নাই সেই অবসর মাত্রই কাল**। বাহ্যবস্তু-সম্বন্ধে যে মনোভাব হয় তদ্দ্বারাই আমরা বাহ্যবস্তু জানি অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর জ্ঞান মনেই হয়। সুতরাং বাহ্যবস্তু, অবকাশ ও কাল এই দুই পদার্থ ব্যাপিয়া আছে মনে করি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থৌল্য এই তিন পরিমাণের সহিত কালাবস্থানরূপ চতুর্থ পরিমাণও কল্পনা করি।

কাল ও দিক্ শব্দ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সংহার-শক্তির নাম কাল, যথা—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"। জাগতিক ক্রিয়াসমূহ কালক্রমে প্রলয়ের দিকে চলিতেছে বলিয়া সংহারকে কাল, মহাকাল আদি বলা হয়। আবার উদ্ভব-শক্তিকেও কাল বলা হয়। 'কালে সব হয়', এইরূপ বাক্যের উহাই অর্থ। ঘড়ির কাঁটা নড়া বা সূর্যাদির গতিকেও লোকে কাল মনে করে। এই সব কাল ক্রিয়া ও শক্তিরূপ ভাবপদার্থ, উহা শূন্য নহে।

দেশকেও তেমনি লোকে অবকাশ মনে করে। দ্রব্যের অবয়বের সম্বন্ধবিশেষ দেশ অর্থাৎ দ্রব্যের 'এখান-ওখান'ই দেশ। ইহাও ভাব পদার্থ, কারণ, দ্রব্য লইয়াই ঐ দেশজ্ঞান হয়। দ্রব্যের অবয়ব শূন্য-পদার্থ নহে। লাইব্‌নিট্‌স্ (Leibnitz) বলেন, "Space is the order of co-existences"। এইরূপ existent space = বিস্তৃত দ্রব্য, শুধু বিস্তার মাত্র (দ্রব্য ছাড়া) নহে। কালকেও বলেন, "Time is the order of successions"।

মনে কর একজন এক অত্যন্ধকারময় গুহাতে আছে। বাহ্য কোন ক্রিয়া লক্ষ্য করার সম্ভাবনা তাহার নাই। তাহার কালজ্ঞান কিরূপে হয়? চিন্তারূপ মানস ক্রিয়ার দ্বারাই তাহা হয়। স্বপ্নেও এইরূপে একক্ষণে বহু বৎসরের জ্ঞান হয়। মনে এতগুলি চিন্তা উঠিল এইরূপ চিন্তার সংখ্যার দ্বারা কাল অনুভূত হয়। চিন্তার সংখ্যা ছাড়া কাল আর কিছু নহে। Silberstein বলেন, "Our consciousness moves along time"।

মনোভাবের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থৌল্য নাই ["A monad (মন) has no dimensions, one monad does not occupy more or less space than another"] সুতরাং মনের বাহ্যবৎ দৈশিক বিস্তার নাই। অতএব মনের কেবল কালিক বিস্তারই আছে সেইজন্য বলা হয় কালব্যাপী দ্রব্য মন, অথবা মনোভাব যাহা ব্যাপিয়া হয় তাহা কাল।

দিক্ ও কালের লক্ষণে যে 'যাহা' ব্যাপিয়া বলা হইল, সেই 'যাহা' কি ? অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা বাহ্যভাব (বাহ্য দ্রব্য ও ক্রিয়া) নহে এবং মনোভাবও নহে এইরূপ পদার্থ (পদের অর্থ)। যদি তাহা বাহ্যভাব এবং মনোভাবও না হয় তবে কি হইবে ? অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা অভাবমাত্র বা শূন্য। অতএব দিক্ ও কাল আছে বলিলে বলা হইবে ঐ ঐ নামের অভাব বা শূন্য আছে। অভাব অর্থে 'যাহা নাই', অতএব ঐ কথার অর্থ হইবে 'যাহা নাই তাহা আছে'।

দিক্ বা অবকাশ অর্থে শুধু বাহ্য বিস্তার। কিন্তু 'শুধু বিস্তার' কোথায় আছে ? বলিতে হইবে কোথাও না, কারণ, সর্বস্থানেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণক (যদ্দ্বারা আমাদের বাহ্যজ্ঞান হয়) দ্রব্যের দ্বারা পূর্ণ। ঐ দ্রব্যশূন্য বিস্তার থাকিলে তবে 'শুধু বিস্তার' আছে বলিতে পারিতে। সুতরাং 'শুধু বিস্তার' নাই বা তাহা অভাব পদার্থ। কাল সম্বন্ধেও সেইরূপ। এমন অবসর যদি দেখাইতে পারিতে যখন তোমার কোন মনোভাব হয় না তবে তাহা 'শুদ্ধ অবসর' নামক কাল হইত। কিন্তু 'শুদ্ধ অবসর'কে জানিতে গেলে সেই জানারূপ মনোভাব তখন হইবে, সুতরাং 'শুধু অবসর' পাইবে কোথায় ?

এইরূপে 'শুধু বিস্তার'ও পাইবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু উহার কল্পনা বা মানস ধারণা (imagery) করারও সম্ভাবনা নাই। কারণ, পূর্বানুভূত কোন বাহ্যবস্তু ব্যতীত বাহ্য স্মৃতি হয় না, স্মৃতি না হইলে বাহ্য কল্পনাও হয় না, কারণ, কল্পনা অর্থে উত্তোলিত ও সজ্জিত স্মৃতি মাত্র। তেমনি, মনোভাব নাই ইহা কল্পনা করিতে গেলে তখনও সেই কল্পনারূপ মনোভাব থাকিবে। অতএব মনোভাবহীন অবসর কিরূপে কল্পনা করিবে * ?

২। যদি বল কাল ও দিক্ একরূপ জ্ঞান, জ্ঞান থাকিলে জ্ঞেয় বস্তুও থাকিবে, অতএব দিক্ ও কাল বস্তু। ইহা কতক সত্য। কাল ও দিক্ জ্ঞান বটে, কিন্তু জ্ঞান হইলেই যে তাহার বাস্তব বিষয় থাকিবে এইরূপ কথা নাই। জ্ঞান অনেক রকম আছে। সব প্রকার জ্ঞানের বাস্তব বিষয় থাকে না। 'অভাব' এই কথা শুনিয়া এক প্রকার জ্ঞান হয়, কিন্তু অভাব-নামক কোন বস্তু কি

* Physicistরাও এইরূপ কথা বলেন। তাঁহাদের ব্যবহার্য কাল অন্য কিছু নহে, কেবল পৃথিবীর গতিমাত্র। "Time and space and many other quantities such as number, velocity, position, temperature etc. are not things "—Watson's Physics.

Einsteinও বলেন, "According to the general theory of relativity, the geometrical properties of space are not independent, but they are determined by matter. Thus we can draw conclusions about the geometrical structure of the universe only if we base our considerations on the state of the matter as being something that is known." "In the first place we entirely shun the vague word 'space', of which, we must honestly acknowledge, we cannot form the slightest conception, and we replace it by 'motion relative to a practically rigid body of reference'." অন্যত্রও—"Space without ether is unthinkable."—Relativity, Chap. 3 and 32 ইঁহারই ইঁহাদের space, অন্য কিছু ('শূন্য') space নহে। Herbert Spencer কালকে 'Sequence of events' মাত্র বলেন।

আছে ? সর্ব বস্তুর অভাবই শুদ্ধ অভাব। অভাব এই শব্দের শ্রবণ-জ্ঞান বাস্তব, কিন্তু তাহার যে অর্থ সম্বন্ধে একরূপ জ্ঞান হয় তাহাও বাস্তব এক মনোভাব। কিন্তু যেমন ঘটী, বাটী আদি বিষয় বাহিরে পাও বা ইচ্ছা, দ্বেষ আদি বিষয় মনে পাও সেরূপ 'অভাব' নামক বিষয় কুত্রাপি পাইবে না। উহা বিকল্প জ্ঞানের উদাহরণ।

৩। দিক্ ও কাল এই দুই পদার্থও ঐরূপ ব্যাপী বিকল্পজ্ঞান মাত্র। সাধারণ বাহ্যদ্রব্যের জ্ঞানের সহিত বিস্তার-ধর্মের জ্ঞান সহভাবী। বিস্তার-পদার্থকে বিস্তার নাম দিয়া বিজ্ঞাত হইয়া পরে কল্পনায় পৃথক্ করিয়া বলি যেখানে বিস্তারমাত্র আছে ও বাহ্যদ্রব্য নাই তাহাই 'শুধু বিস্তার' বা অবকাশ। এইরূপে অসাধ্যকে সাধ্য মনে করিয়া, অবিনাভাবীকে বিনাভাবী মনে করিয়া, অকল্পনীয়কে কল্পনীয় মনে করিয়া বাক্যমাত্রের দ্বারা লক্ষণ করি যে 'যেখানে কিছু নাই তাহা অবকাশ'। সুতরাং উহা অবস্তুবাচী বিকল্পন বা ঐ অবকাশ বিকল্পজ্ঞান। কালও ঐরূপ। মানস ক্রিয়ার অভাব বিকল্পন করিয়া মনে করি যাহা ক্রিয়াহীন অবসরমাত্র তাহাই কাল। ক্রিয়াবিযুক্ত অবসর অকল্পনীয় অসম্ভব পদার্থ। কোনও ক্রিয়া বা জ্ঞান হইতেছে না এইরূপ অবসর ধারণা করা সম্ভব ও সাধ্য নহে। এইরূপে কাল ও দিক্ এই দুই পদার্থজ্ঞান শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য বিকল্পজ্ঞান হইল। (বিকল্পের বিষয় যোগদর্শন ১।৯ দ্রষ্টব্য)।

৪। কাল এবং অবকাশ অভাব পদার্থ হইলেও অনেক স্থলে আমরা উহা ভাবাস্তবরূপে ব্যবহার করি। 'আমাকে একটু বসিবার অবকাশ করিয়া দাও' বলিলে ঐ স্থলে 'অবকাশ' এক চৌকি আদিরূপ ভাব পদার্থ বুঝায়, সম্পূর্ণ অভাব পদার্থ বুঝায় না। 'একটু অবসর পাইলে'-অর্থেও সেইরূপ বিশেষ কর্মের নিবৃত্তি বুঝায়, সর্বকর্মের নিবৃত্তি বুঝায় না। খালি চৌকি আদি ও ঘড়ির কাঁটা নড়া আদি যেখানে অবকাশ ও কালের অর্থ করা হয় সেখানে উহারা ভাব পদার্থ। কাল ও অবকাশ এইরূপ দ্ব্যর্থক হয় বলিয়া উহাতে অনেক স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়। তাহারা একবার ভাবার্থক ও একবার অভাবার্থক কাল ও অবকাশ ধরিয়া বিভ্রান্ত হয়।

৫। আমরা ভাষাব্যবহারে এই কাল ও অবকাশ-রূপ বিকল্পজ্ঞান সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। বাস্তব ও অবাস্তব ক্রিয়াপদকে তিন কালের সহিত যোগ করিয়া ব্যবহার করি। কালকেও তিন কালে—আছে, ছিল ও থাকিবে এইরূপ ব্যবহার করি। স্থানমাত্রও বা অবকাশও একস্থানে বা সবস্থানে আছে বলি। অধিকরণ-কারক এই অবকাশ ও কাল ধরিয়াই কল্পিত হয়। 'আছে' বলিলে কোথায় ও কোন্ কালে আছে তাহা বক্তব্য হয়। 'কোথা ও কোন্ কালে' এই দুই পদার্থ অন্য সব অভাব পদার্থের ন্যায় বাস্তবও হয় অবাস্তবও হয়। 'এই দেশে আছে' বলিলে যখন অন্য ভাব পদার্থের সহিত পূর্বপরতা সম্বন্ধ বুঝায় তখন তাহা বাস্তবজ্ঞান—বিকল্প নহে। 'এই কালে আছে বা ছিল বা থাকিবে' বলিলেও সেইরূপ বাস্তব পদার্থের পূর্বপরতা যদি বক্তব্য হয় তবে সেই জ্ঞান বাস্তবজ্ঞান—বিকল্প নহে। যেখানে অবাস্তব অধিকরণ বা অধিকরণমাত্র বক্তব্য হয় সেখানেই উহা বিকল্পজ্ঞান। সর্বদ্রব্যই নিজেতে নিজে আছে কেহ কাহারও আধার নহে *। জল ও পাত্রের

* কাল এবং দিক্‌ও বাস্তব আধার নহে, বিকল্পিত আধারমাত্র। "Time and space are not containers, nor are they contents, they are variants."—Dr. W Carr's Relativity. অর্থাৎ কাল ও দিক্ আধারও নহে, আধেয়ও নহে, তাহারা দ্রব্যের পৃথক্ অবধারণ মাত্র।

সংযোগবিশেষ থাকিলে তাহাকেই আধার-আধেয়সম্বন্ধ বলা যায়। শূন্যরূপ দেশাধার ও কালাধারই বিকল্পজ্ঞান। দ্রব্যের পরিমাণের সহিত ঐ আধারের পরিমাণ সমান বলিয়া মনে করা হয়, সুতরাং দ্রব্য থাকিলে উহা নাই বা শূন্য। অর্থাৎ ক-পরিমাণ দ্রব্য থাকিলে সেখানে যদি ক-পরিমাণ অবকাশ আছে বল তবে দ্রব্য ছাড়া ক-পরিমাণ শূন্য আছে বা ক-পরিমাণ অন্য কিছু নাই এইরূপ বলা হইবে।

৬। দ্রব্যের পরিমাণের নাম অবকাশ বা space নহে, তাহা অবয়বের সংখ্যা মাত্র। দ্রব্যের আকার অবকাশ বা অবসর নহে। আকার অর্থে যেখানে জায়মান দ্রব্য অথবা অন্য দ্রব্য আছে, তাহার সহিত অবকাশের বা কালের সম্পর্ক নাই। আকারের উক্ত প্রথম লক্ষণ গুণের নিষেধ, দ্বিতীয় লক্ষণও তাহাই, কারণ, তাহা অন্য দ্রব্যসম্বন্ধীয় কথা। যে বস্তুসম্বন্ধে তাহা বলা হইতেছে তাহাতে তাহা নাই বলা হইল এবং অন্য দ্রব্যের ঐ স্থানে থাকার নিষেধ করা মাত্র হইল।*

অধিকরণ-কারক করিয়া ভাষা ব্যবহার করাতে অনেক বিকল্প ব্যবহার করিতে হয়। অতএব ভাষাযুক্ত জ্ঞান সবিকল্প জ্ঞান, সুতরাং তাহা মিথ্যামিশ্রিত জ্ঞান। যতদিন ভাষায় চিন্তা ততদিন বিকল্প থাকিবেই, নির্বিকল্প জ্ঞান হইলে তবেই সত্যজ্ঞান হয়, তাহাকে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলে। তাহা কিরূপে হয় যোগশাস্ত্রে তাহা বিবৃত আছে (১।৪৮)।

৭। এখানে জ্ঞানের তত্ত্ব কিছু বলা আবশ্যক, নচেৎ দিক্ ও কাল কিরূপ জ্ঞান তাহা বুঝা যাইবে না। আমরা চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা বাহ্য রূপাদি বিষয় জানি এবং আভ্যন্তর প্রত্যক্ষেন্দ্রিয় যে মন, তাহার দ্বারা মনোভাব যে আছে বা হইতেছে তাহা জানি। কেবলমাত্র এক একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে

Minkowski বলেন, "Henceforward space in itself and time in itself as independent things must sink into mere shadows"। জড় বিজ্ঞানের উচ্চ সিদ্ধান্তের খাতিরে এইরূপ নূতন করিয়া বলিতে হইলেও ইহা প্রাচীন দার্শনিক সিদ্ধান্ত। Zeno of Elea যে কয়েকটি paradox বা সমস্যা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি এই—যদি সমস্ত দ্রব্য অবকাশে থাকে এইরূপ বল, তবে অবকাশও অবকাশে থাকিবে, তাহাও অন্য অবকাশে থাকিবে এইরূপ অনবস্থা আসিবে। (If all that is, is in space, space must be in space and so on ad infinitum)। আধারভূত শূন্যরূপ বিকল্পজ্ঞানের বিষয়কে সৎ মান করার অসঙ্গততা এই সমস্যার দ্বারা দেখান হইয়াছে।

* অনুচ্ছেদটি এইরূপে ব্যাখ্যেয়—

আকার অর্থে যেখানে (=যে ক্ষেত্রে) (ক) জায়মান দ্রব্য, অথবা (খ) অন্য দ্রব্য আছে, তাহার (=এই অর্থযুক্ত আকারের) সহিত অবকাশের বা কালের সম্বন্ধ নাই (কারণ, আকার কোনও এক দ্রব্য সম্পৃক্ত, কিন্তু অবকাশ তাহা নহে এবং কালজ্ঞান-দ্যোতক পরিণাম প্রবাহও আকারে প্রযোক্তব্য নহে)।

আকারের উক্ত প্রথম (ক) লক্ষণ গুণের (=ধর্মের বা propertyর) নিষেধ (যেহেতু ধর্ম বা গুণ বা লক্ষণ দ্রব্যতেই থাকে তাহার আকারে নহে)।

দ্বিতীয় (খ) লক্ষণও তাহাই (অর্থাৎ গুণের বা লক্ষণের নিষেধ), কারণ তাহা (=ঐ দ্বিতীয় লক্ষণ) অন্য দ্রব্যসম্বন্ধীয় কথা। যে বস্তু (=দ্বিতীয় লক্ষণক 'অন্য দ্রব্য') সম্বন্ধে তাহা (=আকার) বলা হইতেছে তাহাতে তাহা (=গুণ বা লক্ষণ) নাই (অর্থাৎ এস্থলেও 'গুণের নিষেধ') বলা হইল এবং অন্য দ্রব্যের (=পূর্বোক্ত 'অন্য দ্রব্য' হইতে পৃথক আর এক দ্রব্যের) ঐ স্থানে (=ঐ আকারে আকারিত স্থানে) আকার নিষেধ করা মাত্র হইল (আকারের কোনও অন্বয়মুখ বা positive লক্ষণ দেওয়া হইল না)।

আকার—যে জ্ঞানের দ্বারা কোনও বস্তুকে তৎপার্শ্বস্থ অন্যান্য দ্রব্য হইতে পৃথক্ করিয়া জানা যায় এবং তৎফলে তাহার দৈশিক পরিমাণের জ্ঞান হয় তাহাই সেই বস্তুর আকার জ্ঞান। কাল এবং অবকাশ যে জাতীয় বৈকল্পিক পদার্থ আকার সেই জাতীয় না হইলেও তাহা আকারযুক্ত বস্তু হইতে পৃথক্ অন্য এক বস্তু নহে।

শুধু কোন রূপের বা শুধু কোন শব্দের বা শুধু এক মনোভাবের জ্ঞান হয়, তাহাকে আলোচন জ্ঞান (প্রাথমিক percept) বলে। মনে কর নীলরূপ দেখিলে, চক্ষুর দ্বারা তাহার নীল-নাম ও অন্যগুণ দেখিতে পাও না, মাত্র নামজাতির জ্ঞানহীন নীল জ্ঞানই চক্ষুর দ্বারা হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ। নীল দেখার পর উহার নাম নীল, উহা রূপজাতীয় ইত্যাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান অভিকল্পনরূপ মানস ব্যাপারের (conception-এর) দ্বারা একত্র করিয়া জ্ঞান হয় যে 'উহা নীল-নামক রূপ' ইত্যাদি। তাদৃশ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান বা চিত্তবৃত্তি। বিজ্ঞান দ্বিবিধ—এক, সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান (perception and consciousness)*, আর এক, চৈত্তিক বিজ্ঞান (conception), সাধারণ মনুষ্যের শেষোক্ত এই বিজ্ঞান শব্দ পদার্থের (concept-এর) দ্বারা হয়। বধিরদের এই বিজ্ঞান অন্যরূপে এবং অল্প রকম হইতে পারে। পদের অর্থ মাত্রই যে পদার্থ তাহা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। চিত্তের নানা শক্তির দ্বারা যে মিলিত জ্ঞান হয় তাহাই বিজ্ঞান। শব্দজ্ঞানহীন বধিরদের ইহা কিছু হইতে পারিলেও নাম-জাতিবাচী শব্দযুক্তপদের সাহায্যে ইহা ভাষাবিৎ মনুষ্যের প্রকৃষ্টরূপে হয়। তন্মধ্যে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ের যে যথার্থ জ্ঞান হয় তাহার নাম প্রমাণ। ঐরূপ বিষয়ের অযথার্থ জ্ঞান বা এককে আর এক জানা বিপর্যয় বা ভ্রান্ত জ্ঞান। যখন আমরা জ্ঞানকে ভ্রান্ত মনে করি তখন তাহা ছাড়িয়া দিই আর ব্যবহার করি না, সেইজন্য সত্যজ্ঞান হইলে আর বিপর্যয়ের ব্যবহার্যতা থাকে না। আর একপ্রকার বিজ্ঞান আছে তাহার নাম বিকল্প, দিক্ ও কাল পদের অর্থজ্ঞান এই বিকল্পজ্ঞানের উদাহরণ। সুতরাং ঐ দুই পদার্থ বুঝিতে হইলে বিকল্প-বিজ্ঞান উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" (যোগসূত্র) অর্থাৎ কেবল শব্দ (নাম অথবা বাক্য) আছে কিন্তু যাহার বাস্তব কোন বিষয় নাই এইরূপ শব্দ শুনিয়া যে বিজ্ঞান হয়, তাহার নাম বিকল্প। (Carveth Read বলেন, "We have concepts representing nothing which have perhaps been generated by the mere force of grammatical negation." Logic, p. 306। এইরূপ concept হইতে যে empty conception হয় তাহাই এই বিকল্প-বিজ্ঞান)। উদাহরণ যথা—অভাববাচী শব্দ শুনিয়া যে বিজ্ঞান হয় তাহা বিকল্প। ইহা এক রকম ভ্রান্তিজ্ঞান বটে কিন্তু সাধারণ ভ্রান্তি-বিজ্ঞানের মত নহে। সাধারণ ভ্রান্তি-বিজ্ঞানের উদাহরণ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, ভুল বুঝিলে উহা আর ব্যবহার করি না। কিন্তু অভাব কথাটা 'কিছু না' হইলেও ভাষায় সর্বদা ব্যবহার করি ও তদ্দ্বারা অনেক তথ্য বুঝি। ফলে বিকল্প-বিজ্ঞান না হইলে ভাষাব্যবহারই চলে না।

৮। ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে ভাষার তত্ত্বও কিছু বুঝা আবশ্যক। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বারা গো, মানুষ আদি পদ রচিত হয়। পদসকল দ্বিবিধ—কারকার্থ (term) ও ক্রিয়ার্থ (verb)†। (বিশেষণসহ) বিশেষ্য পদ কারকার্থ। তাহা কর্তা, কর্ম, অধিকরণ আদি কারক বা

* বাহ্য প্রত্যক্ষ ও অন্তরের অনুভব দুইই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান। উহা perception। External perception এবং internal perception এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ আছে। তন্মধ্যে consciousness-কে internal perception বলে।

† বলা বাহুল্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ মূল হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত, তাই এই পদের নাম 'ক্রিয়া' রাখা হইয়াছে। পাশ্চাত্য verb শব্দের ধাতুগত অর্থ 'ক্রিয়া' না হইলেও বস্তুতঃ বৈয়াকরণদের সকর্ম অকর্ম, (transitive ও intransitive) যে বিভাগ করিত হয় তাহাতে ক্রিয়া ও অক্রিয়া বুঝায়। অতএব verb-ও অর্থতঃ ক্রিয়াবাচক শব্দ হইল।

ক্রিয়ান্বয়ী বা কোন কর্মের নিষ্পাদকরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়াপদের দ্বারা কারক কোনরূপে কোন ক্রিয়া (বা অক্রিয়া) করিতেছে এইরূপ বুঝায়। কারকার্থ ও ক্রিয়ার্থ পদ যোগ করিয়া বাক্য হয়, যেমন 'রাম আছে' ইহা বাক্য। তন্মধ্যে 'রাম' কারক ও 'আছে' ক্রিয়া। এইরূপ বাক্যই আমাদের ভাষা।

পদসকল ভাবার্থ ও অভাবার্থ হয়। 'অন্ত' ভাবার্থ পদ ও 'অনন্ত' অভাবার্থ, 'আছে' ভাবার্থ, 'নাই' অভাবার্থ। অভাবার্থ পদ নঞ্ বা 'অ' যোগে করা হয়। কিন্তু নঞের অর্থ সর্বস্থলে সম্পূর্ণ অভাব নহে। অজ্ঞান অর্থে জ্ঞানের অভাব নহে কিন্তু বিপরীত জ্ঞান। 'এখানে ঘটাভাব' ইহার অর্থ সম্পূর্ণ অভাব নহে, কিন্তু ঐ স্থানে ঘট ছাড়া বায়ু আদি আছে এইরূপ অর্থ উহ্য থাকে। এইরূপে আমরা অভাব অর্থে অনেক স্থলে অন্য এক ভাবপদার্থ বুঝি। "ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া"। 'নঞ্' অর্থে যেখানে অল্প, মন্দ আদি বস্তুধর্ম বুঝায় সেখানে নঞ্-যুক্ত পদ সর্বধর্মের অভাবার্থ নহে মনে রাখিতে হইবে। যেখানে সর্বধর্মের নিষেধ বুঝায় সেখানেই নঞ্ প্রকৃত বা সম্পূর্ণ অভাবার্থক।

সম্পূর্ণ অভাবার্থক পদের বা বাক্যের দ্বারা মনে যে বিজ্ঞান হয় তাহাই বিকল্প। বুঝিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হইবে যে, ভাষায় কত বিকল্পজ্ঞান ব্যবহার করিতে হয়। 'পর্বত আছে' বলা হইল। 'পর্বত' কর্তৃকারক, 'আছে' তাহার ক্রিয়া, কিন্তু পর্বত 'আছে' নামক কিছু ক্রিয়া করে না। প্রকৃতপক্ষে 'পর্বত জানিতেছি বা জানিয়াছি বা জানিতে পারি' এই কথাকে ঐ অর্থহীন বাক্যের দ্বারা বলা হয়। 'পর্বত যাইতেছে না' এই বাক্যার্থও অভাববাচী বা বিকল্প। ক্রিয়াকেও কারকার্থ করা হয়, যথা—'অস্তি' এই ক্রিয়াপদকে 'সৎ' করা হয়। আবার 'সৎ' এই বিশেষণকে 'সত্তা' এই বিশেষ্যপদ করা হয়। 'সত্তা' অর্থে 'সতের ভাব' বা 'ভাবের ভাব' এইরূপ বাস্তব অর্থহীন বাক্য, সুতরাং উহার জ্ঞান বিকল্প। এইরূপ সামান্যমাত্র পদের (abstract terms)—যাহার বাস্তব কিছু অর্থ নাই তাহার জ্ঞানই বিকল্প-বিজ্ঞান। আর সামান্য পদেরও (common terms) এক অর্থ যাহা ব্যক্তিসমাহার (denotation) তাহা বিকল্প। 'মনুষ্য' শব্দ সামান্যার্থ, তাহার অর্থ মনুষ্যের গুণসমূহ বা মানবত্ব ইহাও হয় এবং অসংখ্য মনুষ্যও হয়। এই শেষের অর্থজ্ঞান বিকল্প, কারণ, অসংখ্য মনুষ্যের জ্ঞান সম্ভব নহে। এইরূপে পদার্থ লইয়া ভাষা ব্যবহারে সর্বদাই বিকল্প ব্যবহার্য হয়।

৯। আমরা বর্তমান কালকে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যস্থ বলিয়া মনে করি। অতীত ও ভবিষ্যৎ যখন অবর্তমান পদার্থ বা নাই তখন তাহাদের 'মধ্যে' আসিবে কোথা হইতে? অতীত ও অনাগত কাল আছে বলিলে (তাহা হইলে 'বর্তমান' বলা হইল) বলিতে হইবে অনাগতের অব্যবহিত পরেই অতীত। দুইয়ের মধ্যে যদি ব্যবধান না থাকে তবে বর্তমান থাকিবে কোথায়? বিশেষতঃ বর্তমান কাল কত পরিমাণ? যদি বল ক্ষণ-পরিমাণ, তাহাতে বক্তব্য—ক্ষণ কত পরিমাণ? উত্তরে বলিতে হইবে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ, এত অল্প যে তাহার আর বিভাগ করা যায় না। কিন্তু অবিভাজ্য পরিমাণ নাই ও কল্পনীয় নহে। সুতরাং বলিতে হইবে তাহা অনন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণ। পরিমাণকে যদি অনন্ত সূক্ষ্ম বলা যায় তবে তাহা শূন্য বা নাই। অতএব বর্তমান, অতীত ও অনাগত কাল নাই। উহা কেবল ঐ ঐ শব্দের দ্বারা বিকল্প-জ্ঞান মাত্র। তাই যোগভাষ্যকার বলেন, "স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইব অবভাসতে", (যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্য, ৩।৫২), অর্থাৎ এই কাল বস্তুশূন্য, বুদ্ধিনির্মাণ, শব্দজ্ঞানানুপাতী, তাহা ব্যুত্থিত-দৃষ্টি লৌকিক ব্যক্তিদের নিকট বস্তু-স্বরূপ বলিয়া অবভাসিত হয়।

১০। আমরা কালের ও অবকাশের পরিমাণ অনন্ত মনে করি। ইহার প্রকৃত অর্থ 'বাহ্য বস্তু কোন স্থানে নাই' এইরূপ বাক্যের এবং 'মনোভাব ছিল না ও থাকিবে না' এইরূপ বাক্যের যাহা অর্থ তাহার অচিন্তনীয়তা। বাহ্যজ্ঞান হইতেছে অথচ তাহা শব্দস্পর্শাদি পঞ্চজ্ঞানের দ্বারা হইতেছে না, এইরূপ চিন্তা সম্ভব নহে। যতই দূর, যতই ফাঁক, যতই শূন্য চিন্তা কর না কেন, তাহাতে যে মানস ধ্যেয়ভাব আসিবে তাহাতে আর কিছু না থাক এক রকম রূপ (অন্ততঃ অন্ধকার) থাকিবেই থাকিবে, সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞানও থাকিবে। বাস্তব ধর্মের অভাব কুত্রাপি নাই বলিয়া অর্থাৎ তাহা অচিন্তনীয় বলিয়া বাহ্যগুণক দ্রব্যকে অসীম বলি এবং তাহার সহগতরূপে বিকল্পিত বিস্তারমাত্রকে বা অবকাশকেও অসীম বলি। অসীম অর্থে সীমার অভাব। তন্মধ্যে সীমা চিন্তনীয় পদার্থ আর অভাব অচিন্তনীয় পদার্থ। অতএব অসীম পদের অর্থ এক বিকল্প-জ্ঞান, তাহার বাস্তব বাহ্য বিষয় নাই।

এইরূপে কালকেও অনাদি ও অনন্ত বলি। কোন ক্রিয়া বা পরিবর্তন যদি না হইত তাহা হইলে কোন জ্ঞানেরও পরিবর্তন হইত না। তাহাতে, যে সব পদের দ্বারা কালের বিকল্প-জ্ঞান হয় সেই সব পদ থাকিত না। সুতরাং কাল-নামক বিকল্প-জ্ঞানও হইত না কিন্তু ক্রিয়া আছে, এবং যাহা থাকে তাহার কখনও অভাব হয় না, সুতরাং ক্রিয়ার অভাব চিন্তনীয় নহে। বুদ্ধির বা জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া বা পরিবর্তন অর্থে এক এক একটি খণ্ড খণ্ড জ্ঞান। আর জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী, তজ্জন্য আমাদের চিন্তা করিতে ও বলিতে হয় জ্ঞান বা সত্তা পরিবর্তমানভাবে বা অবস্থান্তরতা-প্রাপ্যমাণ-রূপে আছে। অর্থাৎ সৎপদার্থ ছিল ও থাকিবে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া চিন্তা করিতে হয়। মানস সত্ত্বের বা স্থির মানস দ্রব্যের * এবং মানস ক্রিয়ার অভাব কল্পনীয় হইতে পারে না বলিয়া আমাদের বলিতে হয় ক্রিয়ার দ্বারা অবস্থান্তরতা-প্রাপ্যমাণ মানস দ্রব্য 'ছিল' ও 'থাকিবে'। ক্রিয়া ও স্থির দ্রব্য-সম্বন্ধীয় এই দুই পদের (ছিল ও থাকিবে) অর্থকে পরিমিত করার হেতু নাই বলিয়া (অর্থাৎ কত দিন ছিল ও থাকিবে তাহা নির্ধার্য নহে বলিয়া) বলি কাল অনাদি ও অনন্ত। অন্য কথায় মনোদ্রব্যের ও মনঃক্রিয়ার অভাব অচিন্তনীয় বলিয়া তাহার অধিকরণরূপ বৈকল্পিক পদার্থ যে কাল তাহারও অভাব চিন্তা করিতে না পারিয়া বলি কাল অনাদি ও অনন্ত। ফলে কাল অভাব-পদার্থ হইলেও তাহাকে বিকল্পের দ্বারা এক ভাব-পদার্থরূপে কল্পনা করি বলিয়া বলি তাহা অন্য ভাব-পদার্থের ন্যায় বরাবর 'ছিল' ও 'থাকিবে'।

১১। যেমন জ্যামিতির বিন্দু, রেখা আদি পদার্থ বৈকল্পিক, কিন্তু তাহা লইয়া যে যুক্তি করা হয় তাহা যথার্থ এবং তাহা হইতে ক্ষেত্রপরিমাণ আদি যথার্থ ব্যবহার সিদ্ধ হয়, বৈকল্পিক দিক্‌ ও কাল-পদার্থের দ্বারাও সেইরূপ অনেক যথার্থ বিষয়ের জ্ঞান সিদ্ধ হয়। আমরা উৎপত্তি ও লয় সর্বদা দেখি কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে অনুৎপন্ন ভাব আছে বা থাকিবে তাহা দিক্‌কালযুক্ত অভিকল্পনার দ্বারা বুঝি। শাব্দ পদের ও বাক্যের দ্বারাই পদার্থ-বিজ্ঞানরূপ অভিকল্পনা করি, সেজন্য তাহাতে বিকল্প মিশ্রিত থাকে। অনুৎপন্ন, নির্বিকার, নিরাধার, অনাদি, অনন্ত, অমেয় প্রভৃতি পদের অর্থজ্ঞান বৈকল্পিক, কিন্তু তদ্দ্বারা আমরা সত্য পদার্থসকলের অভিকল্পনা করি। অতএব ভাষাযুক্ত সব সত্যজ্ঞান বিকল্পমিশ্রিত বা ব্যাবহারিক অর্থাৎ তুলনায় সত্য। দিক্‌ ও কাল যখন শূন্য ও বাচ্যমাত্র তখন তাহাদের ধরিয়া যে সব সত্য প্রতিজ্ঞাত হয় তাহারা অগত্যা ব্যাবহারিক সত্য হইবেই।

* এই শব্দার্থগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। পদার্থ=পদের অর্থমাত্র=ভাব ও অভাব। ভাব=বস্তু=দ্রব্য। দ্রব্য দুই প্রকার—স্থির দ্রব্য বা সত্ত্ব এবং ক্রিয়া বা প্রবহমাণ সত্তা।

১২। আমরা নিজেদের অবস্থান পরিমাণ আদি জ্ঞান অনুসারে অন্য দ্রব্যের অবস্থান পরিমাণাদি জানি। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাদি-সাপেক্ষ জ্ঞান ভিন্ন। এক অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির জ্ঞান তাহার নিকট সত্য বোধ হইলেও ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির নিকট তাহা সত্য না হইতে পারে। তুমি এক জনের পূর্বে অবস্থিত ইহা সত্য আবার আর এক জনের পশ্চিমে অবস্থিত ইহাও সত্য। এইরূপ আপেক্ষিক সত্য লইয়া ব্যবহার চলিতেছে। দিক্ ও কাল লইয়া যে সব সত্যভাষণ করা যায় তাহা এইরূপ ব্যবহার-সত্য। দার্শনিকদের নিকট পরিদৃশ্যমান ও অনুভূয়মান সমস্তই আপেক্ষিক সত্য।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিস্তার-নামক যথার্থ জ্ঞানকে মূল করিয়া দিক্ ও কাল-পদার্থ স্থাপিত করা হয় সুতরাং বিস্তারজ্ঞানের তত্ত্ব বিচার্য। ভাব বা বস্তু বা দ্রব্য দুই রকম :—(১) স্থির সত্তা ও (২) ক্রিয়া বা প্রবহমাণ সত্তা। যে সকল দ্রব্যের পরিণাম বা অবস্থান্তরতা লক্ষ্য হয় না তাহারা স্থির সত্তা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকাশ্য বিষয় শব্দাদি যদি ঐরূপ (অর্থাৎ একই রকম) বোধ হয় তবে তাহাকে স্থির সত্তা মনে হয়। গবাক্ষাগত গোল একখণ্ড আলোককে স্থির সত্তা মনে করি। সেইরূপ শব্দাদিকেও মনে করি। কর্মেন্দ্রিয়ের চাল্য দ্রব্যকেও ঐরূপ স্থির সত্তা মনে করি। চালন করিতে হইলে শক্তিব্যয় করিতে হয়। হস্তাদি কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে বোধ আছে তদ্দ্বারা ঐ শক্তিব্যয় জানিতে পারি। কোন দ্রব্যকে চালন করিতে যদি শক্তিব্যয়ের সম্ভাবনা থাকে তবে তাহাকে অর্থাৎ চাল্য দ্রব্যকে স্থির সত্তা মনে করি। প্রাণ বা শরীরগত যে বোধশক্তি আছে তাহার দ্বারা যে উপশ্লেষ-বোধ হয় (কঠিন তরল আদি জড়ত্বের) তাদৃশ বোধ্য দ্রব্যকেও স্থির সত্তা মনে করি। ঐ ত্রিবিধ বোধশক্তির মিলিত কার্য হয় বলিয়া ঐ প্রকাশ্য, চাল্য ও জাড্য গুণ যে দ্রব্যে মিলিতভাবে বুদ্ধ হয় তাহাকে উত্তম স্থিরসত্তা মনে করি। এই বাহ্য স্থির সত্তা ছাড়া মানসিক স্থির সত্তাও আছে। সুখ, দুঃখ ও মোহ-নামক মনের যে অবস্থাবৃত্তি আছে—যাহা শব্দাদিজ্ঞানের সহিত মিলিত ও অপেক্ষাকৃত স্থায়িভাবে থাকে তাহাদেরও স্থির সত্তা মনে করি। সর্বাপেক্ষা স্থির সত্তা আমিত্ব। আমিত্বজ্ঞান (সমস্ত জ্ঞানক্রিয়াদি শক্তি লইয়া যে আমিত্ববোধ) অন্য সর্বজ্ঞানে এক বলিয়া বোধ হয় ও তাহাদের জ্ঞাতা বলিয়া বোধ হয়, সেজন্য উহা অতি স্থিরসত্তা।

দ্বিতীয় জাতীয় দ্রব্য—ক্রিয়া। যাহাতে অবস্থার পরিবর্তনের অতি স্ফুট জ্ঞান হয় এবং যাহার পরিবর্তন তাহা তত লক্ষ্য হয় না তাহাই ক্রিয়া-দ্রব্য। মূলতঃ বাহ্য ক্রিয়া দেশ ব্যাপিয়া হয় অর্থাৎ 'এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রাপ্যমাণতাই' বাহ্য ক্রিয়া। কিন্তু 'এক স্থান হইতে অন্য স্থান' এই স্থানপরিমাণ যদি অলক্ষ্য হয়, তবে একই স্থানে পূর্ব শব্দাদি গুণের নিবৃত্তি হইয়া অন্য শব্দাদি গুণ আবির্ভূত হওয়াকেও বাহ্য ক্রিয়া বলি। যেমন এক স্থানে নীল গুণ ছিল পরে লাল হইল, এস্থলে স্থানপরিবর্তন না হইয়া গুণপরিবর্তন হইল। মূলতঃ কিন্তু স্থানপরিবর্তন হইতে উহা ঘটে। সাধারণ ক্রিয়ার ন্যায় শব্দাদির মূলীভূত ক্রিয়া এবং রাসায়নিক ক্রিয়াও যে মূলতঃ অঙ্গভূত দ্রব্যের 'স্থানপরির্তন' তাহা বাহ্য বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ কথা।

১৩। স্থিরসত্তা যাহাকে মনে করি তাহাও অলক্ষ্য ক্রিয়া। গবাক্ষাগত গোল আলোকখণ্ড যাহাকে এক স্থিরসত্তা মনে কর বস্তুতঃ তাহা আলোক-নামক ক্রিয়া। ঐ ক্রিয়া এত দ্রুত ও সূক্ষ্ম যে উহার স্থানপরিবর্তন লক্ষ্য হয় না। শাস্ত্র বলেন, "নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে॥" অর্থাৎ, ওহে (উদ্ধব)। সর্বদাই সমস্ত দ্রব্যের পরিণামরূপ

সূক্ষ্ম অংশ অলক্ষ্যবেগে কালের বা ক্রিয়াশক্তির দ্বারা, অথবা অতি সূক্ষ্মকালে, একবার হইতেছে ও একবার লয় পাইতেছে, সূক্ষ্মত্বহেতু উহা দৃষ্ট হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এইরূপ বক্তব্য। কারণ, রূপাদি দ্রব্য ক্রিয়া বা কম্পন-স্বরূপ। কম্পন অর্থে একবার ক্রিয়ার মান্দ্য ও একবার প্রাবল্য, একবার ধাক্কা একবার অধাক্কা। তন্মধ্যে ধাক্কার সময়ে ইন্দ্রিয়ের উদ্রেক, পরেই অনুদ্রেক। উদ্রেকে জ্ঞান, অনুদ্রেকে জ্ঞানাভাব। সুতরাং একবার উৎপন্ন হইতেছে ও একবার লীন হইতেছে। রূপজ্ঞানে এক মুহূর্তে বহু কোটি বার ঐরূপ হওয়াতে তাহা লক্ষ্য না হইয়া রূপকে স্থিরসত্তা মনে হয়। অলাতচক্র অর্থাৎ এক জ্বলন্ত অঙ্গারকে ঘুরাইলে যে চক্রাকার স্থিরসত্তা দৃষ্ট হয় তাহাও ঐরূপ। কাঠিন্য, ভাররত্তা আদি যে সব গুণের দ্বারা দ্রব্যকে স্থিরসত্তা মনে হয়, তাহারাও ক্রিয়া বা গতি-বিশেষ মাত্র *, দ্রব্যের আণবিক আকর্ষণ-বিশেষ বা ক্রিয়াবর্ত কাঠিন্য। ভাররত্তাও পৃথিবীর সহিত মিলনের গতি ইত্যাদি।

এইরূপে দেখা গেল যে, যাহাকে স্থিরসত্তা মনে করি তাহাও উদীয়মান ও লীয়মান ক্রিয়াপ্রবাহ। সাধারণ দৃষ্ট ক্রিয়া বা স্থানপরিবর্তন কতকগুলি স্থিরসত্তার তুলনায় অনুভব করি। এই পুস্তকের এই পৃষ্ঠের উপর হইতে নীচ পর্যন্ত কাগজময় দেশ এক স্থিরসত্তা। তাহার অবয়বসকলও (যত পরিমাণের যত সংখ্যক অবয়ব বিভাগ কর না কেন) স্থিরসত্তা, তোমার অঙ্গুলিও স্থিরসত্তা। অঙ্গুলিকে পুস্তক-পৃষ্ঠের উপর হইতে নীচে টানিয়া আনিতে যে ক্রিয়া হইল তাহা ঐ সব স্থিরসত্তার পূর্বাপরক্রমে সংযোগ-বিয়োগ মাত্র। পূর্বাপর অবয়বের সংযোগ ধরিয়া দেশব্যাপী ক্রিয়া, আর পূর্বাপর ক্ষণব্যাপী ধরিয়া ক্রিয়াকে কালব্যাপী ক্রিয়া বলি।

১৪। এইরূপে স্থিরসত্তার তুলনায় আমরা দৃষ্ট ক্রিয়া বুঝি। কিন্তু ঐ সব স্থিরসত্তাও যখন ক্রিয়া-বিশেষ, তখন মূল ক্রিয়াকে কিরূপে লক্ষিত করা যুক্তিযুক্ত? তাহাকে এ স্থান হইতে ঐ স্থানে গতি বলিয়া লক্ষিত করিতে পার না, কারণ, 'এ স্থান' এবং 'ঐ স্থান' এই দুই-ই স্থিরসত্তা। স্থিরসত্তারও যখন ঘনীভূত ক্রিয়ারই লক্ষণ করিতে হইবে তখন তাহা কোনও স্থিরসত্তার দ্বারা লক্ষিত করা যুক্ত নহে। অতএব জাগতিক মূল ক্রিয়া যে 'এখানে ঐখানে' গতি নহে ইহা ন্যায়ানুসারে বক্তব্য হইবে। তবে তাহা কিরূপ ক্রিয়া? 'এখানে ঐখানে' গতিরূপ ক্রিয়া ছাড়া যদি অন্য ক্রিয়া থাকে তবে তাহা তাহাই হইবে। সেরূপ ক্রিয়াও আছে, তাহা মনের। এই দুই প্রকার ক্রিয়া ছাড়া অন্য ক্রিয়া ব্যবহার-জগতে নাই। সুতরাং দৈশিক ক্রিয়া না হইলে মূল বাহ্যক্রিয়া মানস ক্রিয়া হইবে। মনের ক্রিয়ায় যেমন স্থানের জ্ঞান হয় না কিন্তু কালক্রমে পরিবর্তনের জ্ঞান হয়, মূল বাহ্যক্রিয়াকেও ন্যায়ানুসারে সেই জাতীয় ক্রিয়া বলিতে হইবে †।

* "We have found that electrons are constituents of all atoms and that mass is a property of electrical charge."—Millikan's Electron। তবে বিদ্যুৎকেও আণবিক অবয়বযুক্ত দ্রব্য বা ক্রিয়া (atomic nature) বলা হয় কিন্তু কিসের ক্রিয়া বা কি দ্রব্য তাহা অজ্ঞেয় বলা হয়।

† রূপাদি বাহ্য পদার্থ যে অন্তঃকরণজাতীয় তাহা সাংখ্যীয় সিদ্ধান্ত। প্রজাপতির অভিমান-বিশেষই সাংখ্যমতে রূপাদি-বিষয়ের বাহ্যমূল। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে রূপাদি হইয়াছে ইহা যাঁহারা বলেন তাহাতেও ঐ কথা বলা হয়, কারণ, ইচ্ছা অভিমান-বিশেষ। তাহা হইতে বাহ্যবিষয় হইলে বিষয়ের উপাদান অভিমান। Plato বলেন, বাহ্যের মূল 'ether is the mother and reservoir of visible creation and partaking somehow of the nature of mind'। আপেক্ষিকতাবাদেও এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। "But that there exists in nature an inpalpable entity

১৫। বাহ্যজ্ঞানের মূলীভূত পদার্থ এইরূপে বিস্তারহীন বলিয়া ন্যায় অনুসারে সিদ্ধ হয়। তবে বিস্তারজ্ঞান আসে কোথা হইতে? প্রাগুক্ত অলাতচক্রের উদাহরণে দেখা গিয়াছে ক্ষুদ্র এক অঙ্গারখণ্ডকে এক বৃহৎ চক্ররূপ স্থিরসত্তা বোধ হয়। কেন এইরূপ হয়? উত্তরে বলিতে হইবে একস্থানে একবস্তুর রূপজ্ঞান হইতে গেলে তথায় তাহার এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত থাকা আবশ্যক। কিন্তু যদি তদপেক্ষা কম কাল থাকে তবে চক্ষু তাহাকে সেই স্থানে স্থিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। তাহাতে পূর্বের ও পরের জ্ঞান মিশাইয়া যাইয়া এক চক্রাকার জ্ঞান হয়। ইহাতে সিদ্ধ হয় যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যে সময়ের আবশ্যক কোন জ্ঞানহেতু ক্রিয়া যদি তদপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী ক্রিয়াসকলের প্রবাহভূত হয়, তবে কাজে কাজেই আমরা সেই খণ্ড খণ্ড প্রবাহাংশভূত ক্রিয়াকে বিবিক্ত করিয়া জানিতে পারি না, কিন্তু বহু ক্রিয়াকে একবৎ জানি। এইরূপ বহু বাহ্যজ্ঞানহেতু ক্রিয়াকে অবিবিক্তভাবে গ্রহণ করাই বিস্তারজ্ঞানের স্বরূপ। অলাতচক্রের উদাহরণে বিন্দুমাত্র আলোক (স্থিরসত্তা) বৃহৎ চক্রে বিবর্তিত হয় ও তাহার পশ্চাতেও তুলনা করার বাহ্য স্থিরসত্তা থাকে। কিন্তু মূল বাহ্য-বিস্তারজ্ঞানের (যাহা বিস্তারজ্ঞানের মূল) জন্য ঐরূপ স্থিরসত্তা কিরূপে লভ্য?

উহা যে লভ্য নহে তাহা খুব সত্য। মূল বাহ্য জ্ঞেয় দ্রব্যের তুলনামূলক জ্ঞানের জন্য আর এক বাহ্য জ্ঞেয় দ্রব্যকে স্থিরসত্তারূপে গ্রহণ করার কল্পনা করিতে পার না। অতএব তখন আমিত্বরূপ অভ্যন্তরের স্থিরসত্তাকেই গ্রহণ করিয়া তত্তুলনায় মূল বাহ্যবিস্তার জ্ঞেয় হইবে। আমিত্ব সর্বজ্ঞানের জ্ঞাতা, তাহারই উপমায় সমস্ত জ্ঞাত বা সত্তাবান্ বোধ হয়। আমিত্বের ধর্ম অভিমান বা 'আমি এইরূপ ঐরূপ' ইত্যাকার বোধ। আমির সহিত (জ্ঞানের দ্বারা) কিছু যোগ হইলে আমি তদ্বান্, আর বিয়োগ হইলে আমি তদ্‌হীন এইরূপ বোধ যাহা হয় তাহাই অভিমান। অভিমানের দ্বারা আমিত্ব লক্ষিত হয়। আমিত্ব অভিমানের সমষ্টি। অভিমান ত্রিবিধ—আমি জ্ঞাতা, আমি কর্তা ও আমি (শরীরাদির) ধর্তা। জ্ঞানই সর্বপ্রধান বলিয়া 'আমি কর্তা, আমি ধর্তা' এইভাবেরও আমি জ্ঞাতা। জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতি বা সংস্কার অন্তঃকরণের এই তিন মৌলিক ভাব। আমার ক্রিয়াশক্তি আছে, ক্রিয়াশক্তির আধার শরীর ও ইন্দ্রিয় আছে, আমার স্মার্যবিষয় মনেই ধরা আছে, এই সব বোধের বা অভিমানের নামই 'ধর্তা আমি'। আমিত্ব বস্তুতঃ মনোভাব সুতরাং বিস্তারহীন। কিন্তু তাহা হইলেও অভিমানের দ্বারা তাহা বিস্তারযুক্ত বা আমি বিস্তৃত এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইতে পারে, কারণ, যেরূপ অভিমান কর তুমিও যে সেইরূপ—ঈদৃশ জ্ঞান সর্বদাই হইয়া থাকে। আমাদের বিস্তারজ্ঞানের মূল অবস্থা শরীরাভিমান। সর্বশরীরব্যাপী যে বোধ আছে তাহার বোদ্ধা আমি সুতরাং আমি শরীরী এইরূপ ধর্তৃত্বাভিমান স্থিরসত্তারূপে অবভাত আছে।

১৬। পূর্বে বলা হইয়াছে স্থিরসত্তাসকলও অলক্ষ্য ক্রিয়া। আর কোন বোধ হইলে বোধহেতু ক্রিয়া চাই, পরন্তু সেই ক্রিয়া বোদ্ধা আমিত্বে লাগা চাই। অতএব শরীররূপ স্থিরসত্তা বা

which is not matter but which plays a part at least as real and prominent is a necessary implication of the theory." Relativity by L. Bolton, p 175। বাহ্যজগতের এই অস্পর্শমূল যদি matter না হয় তবে mind ছাড়া আর কি হইবে? ঐ দুই ছাড়া আর কিছু কল্পনীয় নহে বা নাই।

Julian Huxley বলেন, "There is only one fundamental substance which possesses not only material properties but also properties for which the word 'mental' is the nearest approach"।

যাহা অলক্ষ্য ক্রিয়াপুঞ্জ সেই ক্রিয়াসকল বোদ্ধা আমিত্বে লাগাতে শরীরের বোধ হইতেছে। শরীর বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যন্ত্রের সমষ্টি, তাহারা সমস্তই ক্রিয়া করিতেছে। বোদ্ধা সেই ক্রিয়া গ্রহণ করিতেছে।

কিন্তু জ্ঞানের স্বভাব একক্ষণে একজ্ঞান হওয়া। যুগপৎ আমি দুই বা বহু জ্ঞানের জ্ঞাতা এইরূপ হওয়া অসম্ভব ও অচিন্তনীয় *। অতএব শরীররূপ যুগপৎ বহু (বোধহেতু) ক্রিয়াজনিত জ্ঞান কিরূপে হয়? অবশ্যই বলিতে হইবে ক্রমে ক্রমে হয় (শতপত্রভেদের ন্যায়)। কিন্তু তাহা এত দ্রুত হয় যে আমরা তাহা আমাদের অপেক্ষাকৃত জড় পরিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তির দ্বারা পৃথক্ জানিতে পারি না †। আমাদের মনঃক্রিয়া যে পরিদৃষ্ট বা লক্ষ্য (supraliminal) এবং অপরিদৃষ্ট বা অলক্ষ্য (subliminal) তাহা প্রসিদ্ধ আছে। অশেষ জমা সংস্কার, যাহা বোধের সূক্ষ্ম অলক্ষ্য অবস্থা ও যাহা আমিত্বের সহিত সংসৃষ্ট আছে তাহা সব অপরিদৃষ্ট চিত্তকার্য ‡। বোধ অবশ্য বোদ্ধার সহিত সংযোগ ব্যতীত থাকিতে পারে না, অতএব ঐ সংস্কাররূপ সূক্ষ্ম বোধও বোদ্ধার সহিত সংযোগে বর্তমান আছে। অর্থাৎ অমেয় সংস্কাররূপ বিশেষের দ্বারা অভিসংস্কৃত বোধরূপ আমিত্বের ধৃত অংশ অলক্ষ্য বেগে বোদ্ধার দ্বারা বুদ্ধ হইতেছে, তাহাতেই আমাদের অস্ফুট অভিমানজ্ঞান হয় যে আমি সংস্কারবান্ ধর্তা। সংস্কারসকল কিরূপ ভাবে আছে তাহার উত্তম ধারণা থাকা আবশ্যক। মন যেহেতু দৈশিক বিস্তারহীন সেহেতু সংস্কারসকল পাশাপাশি নাই। সংস্কারসকল যখন আছে বা বর্তমান তখন একক্ষণেই সব আছে। পরিদৃষ্ট আমিত্বজ্ঞানে (চিত্তবৃত্তির সহিত আমি-জ্ঞানে) সব সংস্কার অন্তর্গত আছে। একতাল মাটিতে যদি বহু বহুবার খোঁচান যায় সেইরূপ খোঁচযুক্ত মাটির তালের সহিত সংস্কারযুক্ত আমিত্বের তুলনা করিতে পার। মাটিকে তরল ও খোঁচসকলকে অসংখ্য অথচ বিশদ (আকারবান্) কল্পনা করিলে তুলনা আরও ভাল হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমিত্ব-নামক 'তাল' ক্ষণস্থায়ী এক বিস্তারহীন বিন্দু। আর তাহাতে স্থিত সংস্কারসকল আমিত্বের জ্ঞান-ক্রিয়ারূপে পরিণত হওয়ার সহজ পথমাত্র। পূর্বে অনুভূতি ঘটাতে ঐ সহজ পথ হয়, তাহাই সংস্কার। ঐরূপ অশেষ অন্তর্গত-বিশেষযুক্ত এক বিদ্যুৎ বিন্দু কল্পনা করিলে মনের উপমা আরও ভাল হয়। বিদ্যুতের প্রভা মনের জ্ঞানের উপমা কল্পিত হইতে পারে। ঐরূপ আমিত্ব বোদ্ধা পুরুষের সংযোগে (আমি বোদ্ধা এইরূপ) প্রকাশিত হইতেছে। আমিত্বের-বা অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল একে একে হয়। এক সময়ে দুইটি জ্ঞান হয় না। সুতরাং সংস্কারসকলও ঐরূপ হয় অর্থাৎ এক সময়ে এক জ্ঞান—এইরূপ ভাবেই সংস্কারের স্মরণ-জ্ঞান হয়। সেইরূপ সংস্কার-স্মৃতি অসংখ্য হইতে পারে বলিয়া তৎক্রমে স্মরণ করিতে থাকিলে কখনও স্মরণ করা ফুরাইবে না। তাই কালের যোগে বলিতে হইলে

* কোনও মনস্তত্ত্ববিৎ বোধ হয় একই চিত্তে একই কালে একাধিক চিত্তবৃত্তির অস্তিত্ব (two coexistent thoughts in the same subject or knower) স্বীকার করেন না। উহা অনুভূতিবিরুদ্ধ।

† যেমন আলোকজ্ঞানে সেকেণ্ডে বহু কোটি বার চক্ষুতে ক্রিয়া হয়, কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়াজনিত যে অণুবোধ হয় তাহা আমরা পৃথক্ জানিতে পারি না। বহু কোটি ক্রিয়ানির্মিত খানিক আলোককে স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানিতে পারি। এইরূপ পরিদৃষ্ট এক জ্ঞানের স্থিতিকালই আমাদের সাধারণ জ্ঞানে অবিভাজ্য ক্ষণ বলিয়া প্রতীত হয়।

‡ অপরিদৃষ্ট চিত্তকার্যের উদাহরণ যথা—প্রাণকার্যের উপর আধিপত্য, সংস্কারের অস্ফুটবোধ, মিডিয়মদের অজ্ঞাত লেখা (automatic writing) প্রভৃতি কার্য। শেষোক্ত অবস্থায় সেই ব্যক্তি হয়ত পরিদৃষ্টভাবে এক রকম কার্য করে আর অপরিদৃষ্টভাবে তাহার দ্বারা অন্য কার্য (যেন অন্য এক আমিত্ব করিতেছে) হয়। এক আমিত্বের যুগপৎ বহুজ্ঞান সম্ভব না হওয়াতে ইহাতেও এক বার পরিদৃষ্ট ভাব এক বার অপরিদৃষ্ট ভাব এইরূপ বোদ্ধার সহিত সংযোগ অলক্ষ্য বেগে হইতে থাকে তাহাতেই বোধ হয় যেন দুইটি আমিত্ব যুগপৎ কার্য করিতেছে।

'আমি অনাদিকাল হইতে আছি' এইরূপ বলিতে হয়। সেইরূপ আমিত্ব একরূপ না একরূপ ভাবে থাকিবে এই চিন্তা অপরিহার্য বলিয়া 'আমি অনন্তকাল থাকিব' বলিতে হয়। বিজ্ঞাতার বা দ্রষ্টার দিক্ হইতে কাল নাই (কারণ, তাহা কাল-জ্ঞানেরও জ্ঞাতা) এবং সংস্কারও সব বর্তমান সুতরাং দ্রষ্টার সহিত সংযোগ রহিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকটির বোধকালে পরম্পরাক্রমে এক একটি এক ক্ষণে বুদ্ধ হইতেছে এইরূপ হইবে। অসংখ্য সংস্কারসকল প্রত্যেকে পৃথক্ হইলেও সংহত্যকারী এক এক সমষ্টি শক্তির (দর্শনাদির) দ্বারা নিষ্পন্ন বলিয়া অসংখ্য জাতীয় নহে। এক এক জাতীয় সংস্কার এক এক সংহত্যকারী মনঃশক্তির অনুগতভাবে থাকে ও দ্রষ্টার সহিত সংযুক্ত হইয়া বুদ্ধ হয়। তাদৃশ—সংখ্যশক্তির সহিত দ্রষ্টার সংযোগ হইতে (ক্রমে ক্রমে হইলেও) অমেয় কাল লাগে না, মেয় কালেই হয়। বিদ্যুৎবেগে হওয়াতে যুগপতের মত বোধ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুগপৎ বহুজ্ঞান অর্থাৎ যুগপতের মত বহুজ্ঞান বিস্তারজ্ঞানের স্বরূপ। এক বোদ্ধার যুগপৎ বহুবোধ অসম্ভব হইলেও পরিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তির মন্দবেগ ও অপরিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তির ভৃশবেগ এই দুই বেগের পার্থক্য থাকাতে পরিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তির নিকট বহু অপরিদৃষ্ট জ্ঞানহেতু ক্রিয়া যুগপতের মত অবিভক্ত জ্ঞান উৎপাদন করিবে, তাদৃশ বোধের নামই শরীরাভিমান বোধ। তাহাতেই আমি শরীরী বা শরীরব্যাপী এই ব্যাপী শরীরগতবোধরূপে স্থির সত্তার বোধ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে শরীর প্রবহমাণ সত্তা বা ক্রিয়াপুঞ্জ। অলাতচক্রের ন্যায় তাহা ঐরূপে স্থিরসত্তারূপ ধাঁধা বা বিপর্যয় (বা illusion) হয়, যদি সুসূক্ষ্ম জ্ঞানশক্তির দ্বারা শরীর-নামক ক্রিয়াপুঞ্জের প্রত্যেকটিকে বিবিক্ত করিয়া জানা যায় তবে তাহা প্রবহমাণ ব্যাপ্তিহীন ক্রিয়াজন্য সত্তা বলিয়াই অনুভূত হইবে। যেমন অত্যল্পকালব্যাপী উদ্‌ঘাটন (exposure) দিয়া অলাতচক্রের ফোটো তুলিলে তাহা চক্রাকার হয় না, ক্ষুদ্র অঙ্গারখণ্ডেরই ফোটো হয়, ইহা ঐ বিষয়ে উপমা। অথবা একটি দ্রুতগামী চক্র যাহার অরসকল একাকার বোধ হয়, তাহাকে ক্ষণপ্রভার আলোকে দেখিলে প্রত্যেক অর স্পষ্ট দেখা যাইবে যেন চক্র স্থির আছে।

১৭। এইরূপে জানা গেল আমাদের বিস্তারজ্ঞানের মূল বা মৌলিক অবস্থা শারীর বোধ বা প্রাণন ক্রিয়ার বোধ। এই বিস্তারজ্ঞান অতীব অস্ফুট। ইহাতে আকারজ্ঞান অতি অল্পই থাকে। যদি কেবল শরীরমধ্যে অবহিত হইয়া স্বাস্থ্য বা পীড়ার বোধ অনুভব করিতে থাক তাহা হইলে ইহা বোধগম্য হইবে। তখন একটা ব্যাপ্তিবোধ থাকিবে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের বা পীড়ার আকারবোধ থাকিবে না। উহা শব্দ-রূপাদিজ্ঞানের তত সাপেক্ষ নহে, কারণ, শরীরমধ্যস্থ বোধমাত্রই উহার স্বরূপ। কাহারও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদ না থাকিলেও প্রাণনবোধের দ্বারা তাহার ঐরূপ বিস্তারবোধ হয়। শরীর বাহ্যদ্রব্য হইতে বাধা পাইলে যে বোধ হয় তাহা কাঠিন্য। তারতম্য অনুসারে তাহা কোমল বায়বীয় আদি হয়। উহারও সহিত এই ব্যাপ্তিবোধ মিলিত হইয়া ব্যাপী বাহ্যবোধ জন্মায়।

১৮। এই মৌলিক বিস্তারবোধকে অন্তর্গত করিয়া কর্মেন্দ্রিয়গণের মধ্যস্থ ব্যাপ্তিবোধ হয় ও তাহাদের দ্বারা শরীর বা শরীরস্থ দ্রব্য চালিত হইয়া বাহ্য বিস্তারবোধ হয়। তন্মধ্যে গমনেন্দ্রিয়ের দ্বারা উত্তমরূপ বাহ্য বিস্তারবোধ হয় ও হস্তের দ্বারা আকারবোধ অনেকটা হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় না থাকিলে শুধু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। প্রাণনবোধজনিত স্বগত বিস্তারবোধকে অন্তর্গত করাতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে অস্ফুট বিস্তারবোধ থাকে। তাহাকে তুলনা করার স্থিরসত্তা পাইয়া রূপাদি বিষয় পূর্বোক্ত কারণে বিস্তারযুক্ত ভাবে বা বহু রূপক্রিয়া যুগপতের

মত গৃহীত হয়। যেমন প্রাণদের মধ্যে ব্যানের বা রক্ত-রসসঞ্চালনকারী প্রাণশক্তির দ্বারা সর্বোত্তম শারীর বিস্তারবোধ হয়, কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে গমনেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্বোত্তম চলনজনিত বিস্তারজ্ঞান হয়, তেমনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুর দ্বারা সর্বাপেক্ষা উত্তম বিস্তার ও আকার জ্ঞান হয়। বাগিন্দ্রিয় ও কর্ণের দ্বারা অনেকটা কালিক বিস্তারজ্ঞান হয় (শব্দে দেশব্যাপ্তি অপেক্ষা ক্রিয়াজ্ঞানের প্রাবল্য আছে বলিয়া)।

বাহ্য বিস্তারজ্ঞান এইরূপে ধাঁধা বা বিপর্যয় হইলেও উহা অভাব নহে। উহা শব্দাদিরূপ ভাবপদার্থের ক্রমভাবী অবয়বকে যুগপদ্ভাবী জানা মাত্র। তাহাই মাত্র উহাতে বিপর্যয়, নচেৎ অবয়বজ্ঞান বিপর্যয় নহে, অভাবও নহে। বিপর্যয়জ্ঞানেও এক ভাবপদার্থের অধ্যাস অন্য ভাবপদার্থে হয়, সেই অধ্যাসটুকু মিথ্যা, কিন্তু দুই ভাবপদার্থ সত্য। রজ্জুও সৎ পদার্থ সর্পও সৎ পদার্থ, একে অন্যের অধ্যাস মিথ্যা। এ ক্ষেত্রেও অবয়বজ্ঞান সত্যজ্ঞান। সুতরাং বিস্তার বা দেশ অর্থে যেখানে অবয়বজ্ঞান সেখানে তাহা বাস্তব, অথবা যেখানে উহা বহু অবয়বের উল্লেখ সেখানেও উহা সত্যজ্ঞান, কিন্তু যেখানে উহা ক্রমভাবী জ্ঞানকে সহভাবী বোধ করায় সেখানে উহা ঐটুকুমাত্র অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান বা এককে অন্য জ্ঞান (যদিও ঐ 'এক' ও 'অন্য' ভাবপদার্থ)।

১৯। কিন্তু যেখানে বিস্তার শব্দের অর্থ শিখিয়া মনে কর গ্রাহ্য বস্তু ছাড়া এক বিস্তার আছে, বা গ্রাহ্যবস্তু অভাব করিলে যাহা থাকে তাহাই বিস্তার বা অবকাশ, সেখানে ঐ বিস্তার 'শূন্য' এবং ঐ শব্দ বা বাক্য-জনিত জ্ঞান বিকল্পজ্ঞান। কালসম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। যাহা জানিতেছি তাহাকেই বর্তমান মনে করি। যাহা জানিয়াছিলাম ও জানিব তাহাকে যথাক্রমে অতীত ও অনাগত মনে করি। কিন্তু ভাবপদার্থের অভাব নাই এবং অভাবেরও ভাব নাই, সুতরাং যাহাকে অতীতানাগত বলি তাহাও আছে ('অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্তি'—যোগসূত্র) বা বর্তমান *। ভাবপদার্থসকল অবস্থান্তরে বর্তমান থাকে, সুতরাং সবই বর্তমান। বর্তমান থাকিলেও যাহা জানিতেছি না তাহাকে অতীত ও অনাগত কালস্থ মনে করি, কারণ, সৎকে অসৎ মনে করিতে পারি না। স্মৃতি ও কল্পনার দ্বারা ছিলাম ও থাকিব মনে করিয়া আমিত্বকে ত্রিকালব্যাপী স্থিরসত্তা মনে করি। বোধ হইতে সংস্কার হয় ও সংস্কার হইতে স্মৃতি হয় ও স্মৃতি লইয়া কল্পনা হয়। বোধসকল পর পর কালে হয় (কারণ, একই আমিত্বের কাছে একই ক্ষণে দুইটি বোধ হয় না), সুতরাং তজ্জনিত সংস্কারও কালব্যাপী। তবে তাহা সূক্ষ্মরূপে থাকাতে অলক্ষ্যবৎ থাকে। যেমন এক শাব্দিক কম্পন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া অলক্ষ্য হয় কিন্তু তাহা সেই বিশেষ শব্দেরই সূক্ষ্মাবস্থা (ঘণ্টাধ্বনির সূক্ষ্মাবস্থা ঘণ্টাধ্বনির মতই হইবে মৃদঙ্গের ধ্বনির মত হইবে না) তেমনি যে স্বভাবের বোধ হয়, তাহার সংস্কার সেইরূপ হয়। সুতরাং কালব্যাপী প্রবহমাণ সত্তারূপেই অলক্ষ্যবদ্ভাবে সংস্কার আছে। সংস্কার কিন্তু সম্পূর্ণ অলক্ষ্য নহে। শরীরগত অস্ফুট বোধের ন্যায় তাহারও স্মৃতিবোধ সামান্যভাবে আছে। তাহা অলক্ষ্য বলিয়া 'ছিল' মনে করি আর অস্ফুট ভাবে জাগিতেছে বলিয়া 'আছে' মনে করিতে হয়। সুতরাং তাহা 'ছিল' ও 'আছে' এই দুইয়ের মিশ্রণ। কিন্তু সংস্কারের যে স্মৃতিবোধ তাহা বাহ্য বিস্তারবোধের

* Maurice Maeterlinck নিজের এক ভবিষ্যৎ স্বপ্ন (যাহা তিন দিন পরে অসন্দিগ্ধভাবে সবিশেষে মিলিয়া গিয়াছিল) সম্বন্ধে বিচার করিয়া বলেন, "We shall before long be convinced by our personal experience that the future already exists in the present, that what we have not yet done, is to some extent accomplished" ইত্যাদি। The Life of Space, p, 126.

ন্যায় বহু ক্রিয়ার সংকীর্ণ গ্রহণ। কারণ, পর পর সংঘটিত বোধের অনুরূপ সংস্কার পর পর ভাবেই থাকিবে কিন্তু তাহাদের যে স্মৃতি উঠিয়া পরিদৃষ্ট বর্তমান জ্ঞানের পশ্চাতে ধাক্কা দিতেছে, তাহাতে বহু সংস্কার (যাহারা ক্রমশঃ উৎপন্ন সুতরাং ক্রমিক মনোভাবরূপে স্থিত *) যেন যুগপৎ বা অক্রমে বর্তমান এইরূপ বোধ করাইয়া দিতেছে। এইরূপ, যাহাকে 'ছিল' মনে করি তাহাকে আবার 'আছে' এইরূপ মনে করিতে হয়। তাহাই অতীত হইতে বর্তমান পর্যন্ত কালিক বিস্তার। পরন্তু স্মৃতিমূলক যুক্তিযুক্ত স্বাভাবিক কল্পনার দ্বারা আমিত্বের অলক্ষ্য ভাবী অবস্থারও নিশ্চয় হয়। অর্থাৎ যাহা হইবে বা 'আমি এক রকমে থাকিব' ইহাও বর্তমানে জানি। বর্তমানে জানা বা বর্তমান বলিয়া জানা অর্থে থাকা, অতএব যাহা হইবে তাহাও আছে মনে করিয়া বর্তমান ও ভবিষ্য কালকে সমাহৃত করি। এইরূপে লক্ষ্য ও অলক্ষ্য—বস্তুর এই দুই অবস্থা অনুসারেই কালভেদ করি। যে পুরুষের ভূত ও ভবিষ্য জ্ঞান অবাধ তাঁহার বা ঈশ্বরের নিকট সবই বর্তমান। তজ্জন্য যোগভাষ্যকার বলিয়াছেন, "বর্তমান একক্ষণে বিশ্ব পরিণাম অনুভব করিতেছে" (৩।৫২)। সেই অশেষ বিশ্ব-পরিণামের যে যতটুকু গ্রহণ করিতেছে সে তাহাকে বর্তমান মনে করে অন্য অজ্ঞেয় অংশকে অতীতানাগত মনে করে। আমার অসংখ্য পরিণাম হইয়াছে † ও অসংখ্য পরিণাম হইতে পারে, আমিত্ব সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক নিশ্চয়ই কালিক বিস্তারজ্ঞান। দৈশিক বিস্তারজ্ঞানে যেরূপ অবয়বের সংখ্যা (জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয়) প্রকৃত পদার্থ, কালিক বিস্তারজ্ঞানেও সেইরূপ মানস ঘটনার সংখ্যা (জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়) প্রকৃত পদার্থ। অর্থাৎ অসংখ্য পরিণাম হইয়াছে ও হইবে বলিয়া 'আমি' (বা যে কোন বস্তু) ছিল ও থাকিবে বলি। এই মানসিক ঘটনা-পরম্পরারূপ বিস্তার প্রকৃত পদার্থ। তাহা হইতে বাক্যবিন্যাসের দ্বারা যে বলি যাহাতে ঐ মানস ঘটনা আছে, থাকিবে, ছিল—তাহাই কাল, এইরূপ কাল শূন্য এবং ঐরূপ বাক্যজ অবাস্তব পদার্থের জ্ঞান কাল-নামক বিকল্পজ্ঞান।

২০। অতঃপর বাহ্য গতি কি পদার্থ তাহা বিচার্য। কোন স্থিরসত্তারূপ দ্রব্যের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অর্থাৎ অন্য এক স্থির সত্তার এক অবয়ব হইতে অন্য অবয়বে সংযোগ হওয়াই গতি।

গতির তত্ত্ব নৈয়ায়িকেরা এইরূপ বলেন, "য এব দেবদত্তাত্মা তিষ্ঠৎ-প্রত্যয়গোচরঃ চলতীত্যপি সংবিত্তৌ স এব প্রতিভাসতে॥ নিরন্তরং চ সংযোগবিভাগ-শ্রেণি-দর্শনাৎ। ভূম্যাবপি ভবেদ্বুদ্ধি-শ্চলতীতি মনুষ্যবৎ॥ ...অবিরলসমুল্লসৎ-সংযোগবিভাগপ্রবন্ধবিষয়ত্বাচ্চলতীতি প্রত্যয়স্য ন সর্বদা তদুৎপাদঃ।" (ন্যায়মঞ্জরী ২ আঃ)। অর্থাৎ নিশ্চলজ্ঞানের গোচর যে দেবদত্ত সে-ই চলিতেছে—এই জ্ঞানগোচর হয়। নিরন্তর সংযোগ ও বিভাগের (স্থানবিশেষের সহিত সংযোগ ও বিয়োগের) শ্রেণি-দর্শন করিয়া 'চলিতেছে' এইরূপ বুদ্ধি হয়। মনুষ্যবৎ ভূমিতেও এইরূপ বুদ্ধি হয়।

* ইহা কল্পনা করা কঠিন। বহু মনোভাব পাশাপাশি আছে এইরূপ দৈশিক ভেদ কল্পনা করা অযুক্ত। পর পর হওয়াই তাহাদের অবস্থানভেদ কিন্তু যখন সব বর্তমান বা আছে বল তখন 'পর পর' বলাও অযুক্ত। অতএব বলিতে হইবে তাহারা বর্তমান কিন্তু 'একক্ষণে একটি জ্ঞেয়' এইরূপ ক্রমজ্ঞেয়রূপে ও ক্রমোত্থাপ্যরূপ বর্তমান। দেশাবস্থিতিহীনতা, বহুতা এবং যুগপৎ বর্তমানতা কল্পনা করা দুষ্কর।

† আমিত্বকে যাহারা ভৌতিক দ্রব্য মনে করে তাহাদের পক্ষেও এই কথার ব্যতিক্রম নাই। তাহারা মনে করে, আমি ভূতনির্মিত ও ভূতে মিশাইয়া যাইব। যে ভূতের পরিণাম 'আমিত্ব' সেই ভূত অনাদিকাল হইতে অসংখ্য পরিণাম পাইয়াছে ভবিষ্যতেও পাইবে এইরূপ বলিতেও তাহারা বাধ্য হয়। কাজে কাজেই তাহাদেরও বলিতে হইবে 'আমি' পূর্বেও একরূপে-না-একরূপে ছিলাম পরেও থাকিব।

'চলিতেছে' এই জ্ঞানের জন্য অবিরলভাবে সংযোগবিভাগের সমুল্লাস বা জ্ঞানের স্ফুরণ হইতে থাকে বলিয়া সব কালে (অর্থাৎ উহা না হইলে অন্য কালে) 'চলিতেছে' এই প্রত্যয় হয় না।

প্রথমেই আপত্তি হইতে পারে জগৎ যখন মূলতঃ মনঃপদার্থ, আর মন যখন বাহ্যবিস্তারহীন, তখন গতি কিরূপে সম্ভবে। আর বাহিরের দিক্ হইতে দেখিলে যখন বলিতে হয় যে সমস্তই বস্তুপূর্ণ তখনই বা বলি কিরূপে যে এক বস্তু এক স্থান ফাঁক করিয়া সেই ফাঁক স্থানে যায়। কেহ কেহ মনে করেন দ্রব্য তরঙ্গের ন্যায় বা ক্রিয়াবর্ত, তরঙ্গ যেমন চলিয়া যায়, কিন্তু জল যায় না, দ্রব্যের গতিও সেইরূপ। ইহাতেও কিছু মীমাংসা হয় না, কারণ, তরঙ্গ হইতে হইলে সংকোচ-প্রসার চাই, তজ্জন্য ফাঁক চাই। শুধু দার্শনিক দৃষ্টিতে যে ফাঁক বা শূন্য নাই এইরূপ নহে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও উহা অসিদ্ধ, কারণ, বিশুদ্ধ ফাঁকের মধ্য দিয়া দ্রব্যসকল পরস্পরের উপর আকর্ষণাদি ক্রিয়া করে ইহা কল্পনীয় নহে (অসম্ভব বলিয়া)। এইরূপে সাধারণ ভাবে বুঝিতে গেলে গতি কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝা যায় না।

গ্রীক দার্শনিক Zeno কয়েকটি যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছেন যে গতি অসম্ভব। যথা—'একমুহূর্তে একদ্রব্য যদি একস্থানে থাকে তবে তাহাকে স্থির বলা যায়। এক চলন্ত শর প্রতিমুহূর্তে একস্থানে থাকে, অতএব শর গতিহীন'। ইহা ন্যায়াভাস। কোনও দ্রব্য পর পর মুহূর্তে যদি ভিন্ন স্থানে থাকে তবে তাহা গতিশীল, শর তাহা থাকে, অতএব শর গতিশীল। ইহাই প্রকৃত ন্যায়। Zeno-র 'প্রতি মুহূর্ত' পর পর মুহূর্ত হইবে। আর এক যুক্তি এই—এক শরকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে প্রথমে তাহা অর্ধেক দূর যাইবে, পরে তাহারও অর্ধেক, পরে তাহারও অর্ধেক এইরূপে অনন্ত অর্ধেক যাইতে হইবে সুতরাং কখনও যাইতে পারিবে না। একটি সসীম পরিমাণকে অসংখ্য ভাগ করা যায় বলিয়া তাহা অসীম (সুতরাং অনতিক্রম্য) এই ন্যায়াভাস ইহাতে আছে। ইহার মতো এ দেশেও প্রবাদ আছে এক টাকা ধার দিয়া, আট আনা, চার আনা ইত্যাদি অর্ধেকক্রমে যদি শোধ করিতে চাও তবে কখনও শোধ হইবে না। ইহা সত্য বটে কিন্তু এইরূপক্রমে ধার শোধ কেহ দেয় না, বাণও যায় না। একিলিস্ ও কচ্ছপের সমস্যাও এইরূপ। বিস্তারের ন্যায় গতি এক ধাঁধা হইলেও ঐ সত্যটি Zeno যে উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ন্যায্য, বা বুঝার যোগ্য, নহে।

২১। যাঁহারা বলেন নিজের বিজ্ঞান হইতেই আন্তর্বাহ্য সমস্ত ঘটনা হয়, তাদৃশ বিজ্ঞানবাদীরা বলিবেন স্বপ্নে যেমন একস্থানে থাকিলেও গতির জ্ঞান হয় সব গতিজ্ঞানই সেইরূপ। ইহাতে আসল কথা বুঝা যায় না, কারণ, স্বপ্ন স্মৃতি হইতে (গতিজ্ঞানের স্মৃতি হইতে) হয়, স্মৃতি অনুভূত বিষয়ের সংস্কার হইতে হয়। বিষয়জ্ঞান নিজের বিজ্ঞানমাত্রের দ্বারা সাধ্য নহে, তাহাতে স্ববিজ্ঞানবাহ্য অন্য উদ্রেক চাই। সেই বাহ্য উদ্রেকের গতি কিরূপে সম্ভব তাহাই বিচার্য। বিস্তারজ্ঞান নিজের করণগত বটে তবে তজ্জন্য করণবাহ্য এক উদ্রেকও স্বীকার্য হয়। গতির তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সেই উদ্রেকের (যাহা বাহ্য সত্তারূপে প্রতিভাত হয়) তত্ত্ব সম্যক্ বিচার্য। আমরা যেমন ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত দেহী, সেইরূপ অসংখ্য স্থাবর জঙ্গম দেহী আছে তাহা আমরা জানি। আরও দেখান হইয়াছে যে বাহ্যসত্তা—যাহা দিয়া আমাদের দেহ গঠিত, তাহাও মূলতঃ মন (ইহা ছাড়া দর্শনশাস্ত্রে আর যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নাই)। রূপাদি বাহ্যসত্তা বহু দেহীর সাধারণ বলিয়া বাহ্যমূল সেই মন বহু দেহীর মনের সহিত মিলিত। আকার, ইঙ্গিত আদির দ্বারা সাধারণতঃ এক মনের সহিত অন্য মনের মিলন

হয় কিন্তু ভূতাদি-নামক (বাহ্যসত্তার মূল) মনের মিলন সেরূপ হইতে পারে না। কারণ, যাহার দ্বারা আকার, ইঙ্গিত আদি সংঘটিত হয় সেই শব্দাদি জ্ঞান হইবার পূর্বেকার সেই মিলন, যেহেতু সেই মিলনের ফলে শব্দাদি জ্ঞান হয়। সুতরাং তাহা মনে মনে ভিতর দিক্ হইতে মিলন। ঐন্দ্রজালিক মনে মনে বিবর্ধমান আম্রবৃক্ষাদি যাহা ভাবে পার্শ্বস্থ লোকে তাদৃশ আম্রবৃক্ষাদি দেখিতে পায়, ইহা ভিতর দিক্ হইতে মিলনের উদাহরণ (যদিচ বাহ্যের দিক্ হইতে ঐন্দ্রজালিক ও দর্শকের কতকটা মিলন থাকে)। যে ভূতাদি মনের দ্বারা আমরা এই ভৌতিক ইন্দ্রজাল দেখিতেছি তাহা অব্যর্থ শক্তিযুক্ত। সাধারণ ঐন্দ্রজালিকের শক্তি যাহা দেখিতে পাই তাহার সেখানে পরম উৎকর্ষ, সুতরাং তাহা অব্যর্থভাবে বহু বহু মনের উপর ক্রিয়া করিতে সমর্থ। সেই ভূতাদি মনের আরও এক (সাধারণ মন হইতে) বিশেষত্ব থাকিবে যে তাহা বাহ্য উদ্রেক ব্যতিরেকে ভূত-ভৌতিক জগৎ কল্পনার দ্বারা উদ্ভাবিত করিতে পারিবে। অবশ্য জগৎ কল্পরূপেই সম্ভাবান্ হইবে। সাধারণ মনসকলের এইরূপ সংস্কার আছে যে তাহারা আলম্বন পাইলে তাহা গ্রহণ করতঃ শরীরেন্দ্রিয় ধারণ ও বিষয়গ্রহণ করিতে পারে (ইহা দেখাই যায়)। ভূতাদি মনের ভূতরূপ জ্ঞানের (যাহা তাহার স্বতঃই হয়) দ্বারা ভাবিত সাধারণ মনসকলে ঐ বাহ্য উদ্রেকরূপ আলম্বন পাইয়া স্বসংস্কারে দেহেন্দ্রিয় ধারণ করিয়া থাকে। আলম্বন সাধারণ হওয়াতে তাহারা পরস্পর সেই আলম্বনের দ্বারা বিজ্ঞপ্তি করিতে পারে। ভূতাদি-নামক ঐশ মনের কল্পনা পূর্বসংস্কার হইতে হয়, তাহাতে পূর্ববৎ শব্দস্পর্শাদিযুক্ত ও কঠিন-তরল-বায়বীয়াদি ধর্মযুক্ত গতিশীল জগৎ কল্পিত বা সম্ভাবিত হয় ('সাংখ্যের ঈশ্বর' দ্রষ্টব্য)। জগৎ যখন মূলতঃ মনোময় তখন গতি স্বপ্নের মত, অর্থাৎ তাহা বিস্তারজ্ঞানমূলক পার্শ্বস্থ বস্তুজ্ঞানের পরিবর্তন-বিশেষ মাত্র হইবে *। ভূতাদির তাদৃশ মৌলিক কল্পনের (পার্শ্বস্থ বস্তুজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা-কল্পনের) দ্বারা ভাবিত সাধারণ মনসকল গতিমান্ রূপাদি বস্তু জানে এবং তাহাতে অভিমান করিয়া দেহাদি গঠন করে ও কাঠিন্যাদির অভিমানী হয়। সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রবেশ্যতার অভিমানই কাঠিন্যাভিমান। তারল্য, বায়বীয়ত্ব, রশ্মিত্ব প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত প্রবেশ্যতার অভিমান। তাপ আলোকাদির যেরূপ সঞ্চার ও যেরূপ ক্রিয়া, ভূতাদির রূপ-তাপাদি-কম্পনে মুহূর্তে মুহূর্তে ততবার পার্শ্বস্থ সত্তাজ্ঞানের পরিবর্তনজ্ঞানরূপ মানস ক্রিয়া হয়। 'পার্শ্ব' বা বিস্তারজ্ঞানও ভূতাদির প্রাণাভিমান হইতে হয়, কারণ, প্রাণ ব্যতীত মন ক্রিয়া করিতে পারে না। মনের অধিষ্ঠান তদঙ্গ প্রাণের দ্বারা নির্মিত হয়। স্থূল শরীর সম্বন্ধেও যেমন, সূক্ষ্ম অথবা বিশ্বব্যাপী

* দার্শনিক দৃষ্টিতে মূল বিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত ব্যতীত যে গতি নাই তাহা নিম্নোক্তি হইতেও বুঝা যাইবে :—

"We can reduce matter to motion, and what do we know of motion save that it is a complex perception or a mode of thought? ...For of motion we know nothing except that it represents a continuous change of certain perceptions in their relations with those of space and time Hence one form of thought—our own minds—runs parallel to and is concomitant with another form of thought, perhaps more permanent—though that we cannot say—which we call matter, electricity or ether. And it resolves itself into mind perceiving mind."—J. B. Burke's *Origin of Life*, p 337 et seq.। আমাদের চিন্তা ছাড়া যে another form of thought-কে স্বীকার করিতে হয় তাহাই সাংখ্যের ভূতাদি অভিমান, তাহা যাঁহার তিনিই প্রজাপতি। Julian Huxley বলেন, "There is only one fundamental substance which possesses not only material properties but also properties for which the word 'mental' is the nearest approach",

বিরাট্ শরীরের পক্ষেও সেইরূপ, অধিষ্ঠান (সুতরাং তৎপ্রাণ) ব্যতীত মনের কার্য কল্পনীয় নহে। এইরূপে গতির বা স্থান পরিবর্তনের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

২২। প্রাণাভিমানই বিশ্বপ্রাণ, যদ্দ্বারা সমস্ত বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। প্রশ্ন-শ্রুতি বলেন, "প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।" উদ্ভিজ্জাদি স্থাবর প্রাণীর ন্যায় ধাতুপাষাণাদির প্রাণ আছে। ইহা কেবল বৈদিক মত নহে, পাশ্চাত্যদের মধ্যেও যাঁহারা মূল চিন্তা করেন তাঁহারাও ইহা বলেন। প্রাণী ও অপ্রাণীদের ভেদ কোথা তাহাও তাঁহারা অনির্দেশ্য বলেন। ধাতুসকলের অবসাদ, শর্করাবন্ধন (crystallization) প্রভৃতি হইতেই ঐ বিশ্বপ্রাণ সিদ্ধ হয়।

২৩। যে শক্তির দ্বারা সমস্ত বিধৃত রহিয়াছে তাহা সঙ্কর্ষণ-নামক ব্রহ্মশক্তি। সঙ্কর্ষণের লক্ষণ যথা—"দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণম্ অহমিত্যভিমান-লক্ষণম্" অর্থাৎ গ্রহীতার ও গ্রাহ্যের যে আভিমানিক আকর্ষণ তাহাই সঙ্কর্ষণ। বাহ্যের দিক্ হইতে পৃথিব্যাদির আকর্ষণশক্তি স্বীকার করিতে হয়। ভাস্করাচার্য দ্রব্যের পতনকে পৃথিবী 'স্বশক্ত্যা স্বাভিমুখমাকর্ষতি' বলেন। পাশ্চাত্য দেশে ও গ্রীক আদিদের মধ্যে কেহ কেহ এই আকর্ষণের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু নিউটনই উহার নিয়ম ও সার্বভৌমতা বিষয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মতে বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যই নিয়মবিশেষে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এই আকর্ষণশক্তি যে কি তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা কিছু বলিতে পারেন না, পরন্তু উহা অজ্ঞেয় বলেন। কেন যে বাহ্যের সমস্ত বস্তু পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট তাহা বাহ্যের দিক্ হইতে অসাধ্য সমস্যা। দার্শনিক যুক্তির দ্বারা যখন পুরুষবিশেষের মনই জগতের মূল বলিয়া স্বীকার্য হয় তখন মাধ্যাকর্ষণের মূল মনেই আছে। দেখাও যায় অভিমান পদার্থের দ্বারা তাহার সুন্দর সঙ্গতি হয়।

প্রাণশক্তি স্থিতি বা ধারণশীল তামস অভিমান, তাহার দ্বারা দেহ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। ভূতাদির যে বিশ্বপ্রাণ সেই শক্তির দ্বারাও সেইরূপ বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে। বিধৃত থাকা অর্থে সমস্ত অবয়ব এক নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত বা আবদ্ধ থাকা। অভিমানের দ্বারা আমিত্বের সহিত যে সমস্ত মানস ও শরীরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আবদ্ধ (চক্রনাভিতে অরের মতো) তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। অতএব বিশ্বধৃক্ ব্রহ্মশক্তি মূলতঃ প্রজাপতির ভূতাদিরূপ অভিমান, তদ্দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের আমিত্ব-কেন্দ্রে সমস্ত আবদ্ধ রহিয়াছে। বাহ্যের দিক্ হইতে তাই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দ্রব্য সম্বদ্ধ বোধ হয়। যেমন মনে কল্পনরূপ বিক্ষেপশক্তির দ্বারা সংস্কারাদি মানস বস্তুসকল বিবিক্ত হইয়া উঠে ও পরে পুনশ্চ আমিত্বে মিশাইয়া যায়, বাহ্যেও সেইরূপ বিক্ষেপশক্তির দ্বারা দ্রব্য পৃথগ্ভূত হয় (যাহা পৃথিব্যাদির উৎপত্তির কারণ) ও পরে পুনশ্চ মিশাইয়া এক হয়। ইহাই সৃষ্টি ও লয়। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-নামক বাহ্য গতিও এইরূপে ভূতাদির মানস ক্রিয়ার গ্রাহ্যের দিকের ভাব।

বৈজ্ঞানিকদের মতে বাহ্যশক্তি (energy) অক্ষয় বটে কিন্তু তাহার বিশ্লেষণ (degradation) হইলে আর তাহা ব্যবহার্য হয় না। উত্তাপে পরিণত হওয়াই বিশ্লিষ্ট হওয়া বা degradation, তাহা ক্রমশঃই ঘটিতেছে। যখন সমস্ত একরূপ তাপে পরিণত হইবে, শীতোষ্ণের ভেদ থাকিবে না, তখন আর শক্তির ব্যবহার্যতা থাকিবে না বা কোন প্রাণী থাকিবে না, তখন শাস্ত্রোক্ত অপ্রতর্ক্য অবিজ্ঞেয় হইবে। কিরূপে পুনশ্চ জগৎ উঠিবে তদ্বিষয়ে সাংখ্যের উত্তর—পুনশ্চ প্রজাপতির সংকল্প-হইতে ব্যক্ততা হইবে।

২৪। বড ও ছোট জ্ঞান আপেক্ষিক। আমাদের নিজেদের তুলনায় বড ও ছোট পরিমাণ স্থির

করি। তোমার কাছে যেমন হিমালয় তুমিও এক জীবাণুর নিকট হিমালয়, তোমার নিকট যেমন এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড তুমিও এক বোদ্ধার নিকট সেইরূপ। কাল সম্বন্ধেও এই কথা। বিরাট্ পুরুষের নিকট যাহা এক মনোবৃত্তির উদয়লয়ের ক্ষণ তোমার নিকট তাহা কোটি কোটি কল্প হইতে পারে। শাস্ত্র এইরূপে ব্রহ্মার দিন-বৎসরাদির মহা পরিমাণ দেখাইয়া এ বিষয়ের সংকীর্ণ ধারণা প্রসার করিয়া দিয়াছেন। তোমার শরীর যদি শত গুণ বড় হয় এবং সেই অবস্থায় তুমি যদি এমন এক বনে নীত হও যেখানের বৃক্ষাদিরা তোমার পূর্বদৃষ্ট বৃক্ষাদি হইতে শতগুণ বৃহৎ, তবে তুমি কখনও স্থির করিতে পারিবে না তোমার শরীর শতগুণ বড় হইয়াছে।

কারণহীন বস্তুই প্রকৃত অনাদি-অনন্ত, নিমিত্তজাত বস্তু তাদৃশ নহে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকিয়া অনাদি-অনন্ত অর্থাৎ অসংখ্য অবস্থান্তরতা প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে এই সত্যই বক্তব্য। সমস্তের যাহা মূল নিমিত্ত ও মূল উপাদান তাহাই কারণহীন। মূল উপাদান প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা সত্ত্ব, রজ ও তম এবং মূল নিমিত্ত উহার দ্রষ্টা। ক্রিয়া ক্রিয়া হইতেই হয়, অতএব বলিতে হইবে ক্রিয়া বরাবর আছে ও থাকিবে, প্রকাশ ও জড়তাও তদ্রূপ। প্রকাশের প্রকাশয়িতাও ঐ কারণে নিত্য। ক্রিয়া নিত্য হইলেও কোনও এক অবচ্ছিন্ন ক্রিয়া নিত্য নহে, সুতরাং ক্রিয়াদিরা প্রবাহরূপে নিত্য। এইরূপ নিত্যতার অন্য নাম পরিণামি-নিত্যতা। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এইরূপ পরিণামি-নিত্য। উহাদের যাহা দ্রষ্টা তাহা সদাই দ্রষ্টা বলিয়া পরিণামী নহে, তাই তাহা কূটস্থ নিত্য বা অপরিণামি-নিত্য।

দ্রষ্টৃরূপ নিমিত্ত ও প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরূপ দৃশ্য উপাদান, ইহাদের সংযোগ হইতে এই জ্ঞান-চেষ্টা-সংস্কারময় আত্মভাব নির্মিত। আত্মভাব বা প্রাণী কতকাল আছে? উত্তরে বলিতে হইবে যতকাল দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ আছে। কতকাল সংযোগ ('আমি জ্ঞাতা' এইভাব) আছে? —যতকাল সংযোগের কারণ আছে। সংযোগের কারণ কি?—'আমি দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা' এইরূপ দ্রষ্টার ও দৃশ্যের একতা-ভ্রান্তিরূপ অবিদ্যা (কারণ, আমি ও দ্রষ্টা পৃথক্ এইরূপ অনুভূতি সিদ্ধ হইলে আর কোন জ্ঞান থাকিতে পারে না)। ঐ ভ্রান্তিজ্ঞান কতকাল আছে?—অনাদিকাল, যেহেতু এক ভ্রান্তিজ্ঞানের কারণ পূর্বের ভ্রান্তিজ্ঞানের সংস্কার। এইরূপ পূর্ব পূর্ব ভ্রান্তিজ্ঞান প্রবাহরূপে আদিহীন বলিতে হইবে। অর্থাৎ আমার ভ্রান্তিজ্ঞানের আদি খুঁজিতে খুঁজিতে চলিলে কখনও তাহার আদিতে যাইতে পারিব না (অন্যান্য অসীমের ন্যায়)। প্রাণিত্বের বা সংসৃতির কি কখনও শেষ হইবে?—ভ্রান্তির হেতুভূত যে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগ তাহার বিরোধী অবিরল বিবেকপ্রজ্ঞার দ্বারা ঐ সংযোগ অভাবপ্রাপ্ত হইলেই জীবত্ব শেষ হইবে। বস্তুর অভাব হয় না, অতএব সংযোগের কিরূপে অভাব হইবে?—সংযোগ বস্তু নহে (দ্রষ্টা ও দৃশ্যই বস্তু), তাই তাহার অভাব হইতে দোষ নাই। প্রাণী কত সংখ্যক?—অসংখ্য। সব প্রাণীরই কি সংসৃতি শেষ হইবে?—এ প্রশ্ন সদোষ; কারণ, 'সব' অর্থে অসংখ্য, অতএব প্রশ্নটা হইবে 'অসংখ্যের কি শেষ হইবে অর্থাৎ অসংখ্য কি সংখ্য হইবে?'—ইহা তোমার নিজের বিরুদ্ধোক্তি, কারণ, বলিয়া থাক যে অসংখ্য অর্থে 'যাহার শেষ হয় না'। সুতরাং তোমার প্রশ্নটা হইতেছে—'যাহার শেষ হয় না তাহা কি শেষ হইবে?' কাজেই ইহা বিরুদ্ধোক্তি। এখানেও 'সব' বা অসংখ্য-নামক এক বস্তুহীন বৈকল্পিক পদার্থকে বস্তু ধরাতে প্রশ্ন প্রকৃতার্থহীন হইয়াছে। এ বিষয়ে ন্যায্য কথা এই—অগণ্য জীবের মধ্যে যাহার বিবেকপ্রজ্ঞা হইবে সেই জীবের সংসৃতি শেষ হইবে।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে 'আমি অনন্তকাল থাকিব' এইরূপ মনে করে, কিন্তু 'আমি অনাদিকাল হইতে আছি' এইরূপ সহজে মনে করিতে পারে না, কিন্তু জন্মান্তরবাদীদের ঐরূপ সিদ্ধান্ত। একজন্মবাদীরা একজন সৃষ্টিকর্তার উপর নিজেদের সৃজন করার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করেন।

২৫। এক দ্রব্যের কত ভাগ হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্ষুদ্র এক দ্রব্যের অতি ক্ষুদ্র অংশ যদি উপযুক্ত জ্ঞানশক্তির দ্বারা জানিতে থাকা যায় তবে তাহা ব্রহ্মাণ্ডের মতো বৃহৎ মনে হইবে। তাদৃশ জানার কালরূপ ক্ষণও বহু বহু হওয়াতে তাহা অতি দীর্ঘকাল বলিয়া বোধ হইবে। এইরূপে পরিমাণের কিছু স্থিরতা নাই, সবই আপেক্ষিক। ইহা বাস্তব বা দ্রব্যের অবয়বক্রমের পরিমাণ। তাহা ছাড়া যে অনাদি, অনন্ত, অসংখ্য আদি বৈকল্পিক পরিমাণ আছে তাহা কেবল ভাষানির্মিত অবাস্তব পদার্থ। এইজন্য অনন্তের অঙ্কসকল সমস্যারূপ হয়, মীমাংস্য হয় না। ৩ × অসংখ্য = অসংখ্য, সেইরূপ ৪ × অসংখ্য = অসংখ্য, অতএব ৪ = ৩ এইরূপ বিরুদ্ধ ফল হয়। বিকল্প ছাড়িয়া বাস্তবভাবে দেখিলে কি দেখিবে? দেখিবে এক তিন-হাত কাঠির ও এক চারি-হাত কাঠির দ্বারা যদি মাপিতে থাক তবে যতদিন মাপ না কেন, প্রত্যেক মাপই সান্ত হইবে ও দুইটি মাপ বড় ছোট হইবে। ব্যাকরণের নঞ্ উপসর্গই ওখানে ন্যায়াভাস সৃষ্টি করিয়াছে। কোন সংখ্যাকে তত সংখ্যা হইতে বিয়োগ করিলে বা তাহার সহিত গুণ বা ভাগ বা যোগ করিলে যাহা ফল হয় অনন্ত সম্বন্ধে তাহা খাটে না, কারণ, উহাতে সব ফলই অনন্ত হইবে। বৈকল্পিক সংখ্যা লইয়া অসাধ্যকে সাধ্য মনে করিয়া ভাবণ করাতে ঐরূপ বিরুদ্ধ ফল হয়। অনন্ত অর্থে যাহার অন্ত খুঁজিতে গেলে পাই না, কিন্তু সব সময়েই যে জ্ঞান থাকিবে তাহার একটা অন্ত থাকে। অসংখ্যও সেইরূপ। সুতরাং অসংখ্যের সহিত প্রকৃত বা সাধ্য যোগবিয়োগাদি করার সম্ভাবনা নাই। যাহারা বলে এক হাত জমিতে অসংখ্য অণুভাগ আছে, সুতরাং অসংখ্য × অণুপরিমাণ = অনন্ত পরিমাণ, অতএব তাহা পার হওয়া সাধ্য নহে, তাহাদিগকে বক্তব্য যে এক পদক্ষেপেও অসংখ্য ভাগ আছে (একিলিস্ ও কচ্ছপ-সমস্যা) সুতরাং অসংখ্যের দ্বারাই অসংখ্য কাটিয়া পার হওয়া যাইবে। বৈকল্পিক পদার্থ অবস্তু হইলেও ব্যবহার্য *। যেমন জ্যামিতির বিন্দু ও রেখা কাল্পনিক হইলেও তদ্দ্বারা অনেক যুক্তিযুক্ত বিষয় নিশ্চিত হয়, সেইরূপ অসংখ্য, অনন্ত আদি বৈকল্পিক পদার্থ লইয়া অঙ্কাদি বিদ্যায় অনেক যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত হয়। কাল ও অবকাশ সম্বন্ধীয় পরিমাণতত্ত্ব এইরূপে মীমাংস্য।

পরিমাণতত্ত্ব লইয়া আরও অনেক জটিল প্রশ্ন উঠে। এই বিশ্ব সান্ত কি অনন্ত? ইহার সাধারণভাবে উত্তর দিতে হইলে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান যুক্তি দেওয়া যায় (Kant-এর বিচার দ্রষ্টব্য)। সংক্ষেপতঃ—আমরা বিশ্বের অন্ত কল্পনা করিতে পারি না বলিয়া বলিতে হয় বিশ্ব অন্তহীন। আবার বলিতে হয় যত দেখিতে দেখিতে যাইবে তত অন্তই দেখিবে। সর্বদাই যদি অন্ত দেখ তবে বিশ্ব সান্ত, অনন্ত নহে। ভাষার দ্বারা বৈকল্পিক 'অনন্ত' পদ সৃষ্টি করিয়া তাহার অর্থকে এক বাস্তব পদার্থ মনে করিয়া বিচার করিতে যাওয়াতেই এইরূপ স্থলে বিচার অপ্রতিষ্ঠ হয়।

* Kant-কেও ব্যবহার করিতে হইয়াছে 'The eternal present' অর্থাৎ শাশ্বত বর্তমান কাল। ইহা বিকল্পজ্ঞানের ব্যবহার্যতার উদাহরণ। শাশ্বত বা eternal অর্থে ত্রিকালস্থায়ী। অতএব ইহার অর্থ ত্রিকালস্থায়ী 'বর্তমান' কাল। এইরূপে এই বাক্যের অর্থ অবাস্তব হইলেও উহা সত্য নিরূপণের জন্য ব্যবহার্য হয়।

যোগভাষ্যকার এইরূপ স্থলে সুমীমাংসা করিয়া বিচারদোষ দেখাইয়াছেন (৪।৩৩)। তিনি বলেন, ঐরূপ প্রশ্ন ঠিক নহে। ঐরূপ প্রশ্ন ব্যাকরণীয় অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে। তুমি ভাত খাও নাই তথাপি যদি কেহ প্রশ্ন করে 'কি চাউলের ভাত খাইয়াছ' তাহাতে যেমন ঐ প্রশ্নের উত্তর হয় না, এস্থলেও সেইরূপ। 'বিশ্ব অনন্ত কি সান্ত'—এইরূপ প্রশ্নে প্রশ্নকৃৎকে জিজ্ঞাস্য—'অনন্ত' মানে কি? তাহাতে বলিতে হইবে 'যাহার অন্ত খুঁজিতে গেলে কখনও স্থির অন্ত পাই না, যত দেখি ততই অন্ত সরিয়া যায় (কিন্তু সর্বদাই অন্ত থাকে) তাহাই অনন্ত'। সান্ত কাহাকে বল? সেক্ষেত্রেও বলিতে হইবে—যাহার অন্ত বরাবরই আছে বলিয়া জানি তাহাই সান্ত। অতএব উভয় পক্ষই এক হইল। প্রকৃত প্রশ্ন হইবে 'যদি বিশ্বের অন্ত দেখিতে দেখিতে চলি তবে কি কখনও স্থির অন্ত পাইব?' উত্তর—না। 'অনন্ত' নামক অবাস্তব বৈকল্পিক পদ না জানিয়া যদি কেহ প্রত্যক্ষতঃ বিশ্বের অন্ত খুঁজিতে খুঁজিতে চলে তবে তাহার ঐরূপ কল্পনাহীন যথার্থ অনুভব হইবে। বাক্যব্যবহারের সুবিধার জন্য আমরা 'অনন্ত' আদি অবাস্তব শব্দ রচনা করিয়া ব্যবহার করি এবং উহার ঐরূপ স্থলে অপব্যবহার করি।

২৬। আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য। বিশ্বের সমস্ত দ্রব্য ও ক্রিয়া সসীম। অণু, অণু-প্রচয়, পৃথিবী, সৌর জগৎ প্রভৃতি সবই সসীম। কিন্তু শাস্ত্রমতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ডও সসীম। এইরূপ অসংখ্য (গুণিয়া শেষ করার নহে) ব্রহ্মাণ্ড আছে। আলোকাদির ক্রিয়াও সসীম বা স্তোকে স্তোকে (by quanta) হয়। ব্রহ্মাণ্ড সসীম হইলে তন্মধ্যস্থ সসীম ক্রিয়ার সমষ্টিও সসীম। একটি সকেন্দ্র অসীম বিশ্বজগৎ আছে এইরূপ কল্পনা ন্যায়সঙ্গত নহে। মাধ্যাকর্ষণের থিওরি অনুসারে দেখিলে ঐরূপ সকেন্দ্র অসীম জগৎ যে অসম্ভব হয় তাহা গণিতজ্ঞেরা দেখান। দৃশ্যমান নাক্ষত্রিক জগৎ যে সসীম তাহাও স্বীকার্য হয়। শাস্ত্রমতে এই ভৌতিক জগৎ সসীম এবং ইহা অব্যক্তের দ্বারা আবৃত। ইহা সর্বথা ন্যায্য, কারণ, তাপ-আলোকাদি ক্রিয়া প্রসারিত হইয়া অব্যক্ততা প্রাপ্ত হইবে। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের যাহা আবরণ তাহা শব্দ ও অশব্দ (অল্প শব্দ), তাপ বা অতাপ (অল্প তাপ বা শীত), আলোক বা অন্ধকার (অল্প কৃষ্ণবর্ণ আলোক) এই সব তাহাতে কল্পনা না করিয়া ('অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ম্', 'নাসদাসীদ্ নো সদাসীৎ' ইত্যাদিরূপ) অব্যক্ত বলিয়া দার্শনিক ভাষায় সত্যভাষণ করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের পরিধিতে গেলে কোনও জ্ঞানই থাকিবে না এইমাত্র বলা সঙ্গত, সুতরাং তখন দিকেরও জ্ঞান থাকিবে না। অতএব সাধারণতঃ যে কল্পনা আসে 'তাহার পর কি' এবং সেই সঙ্গে দিক্ বা দেশের কল্পনাও আসে তাহা 'ন্যায়ানুসারে কর্তব্য নহে' তদ্বিষয়ে ইহামাত্র বলাই ন্যায্য।

কিন্তু যদি প্রশ্ন হয় ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা কত তাহাতেও বলিতে হইবে তাহা গুণিয়া শেষ করা অসাধ্য। তাহারা কোথায় আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পার না পর পর স্থানে আছে, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির পরস্থ স্থান ধারণাযোগ্য নহে। যখন আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড এক মহামনের রচনা, তখন ইহা বলা ন্যায্য হইবে যে, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য মহামনসকলে আছে। মনসকল দেশব্যাপ্তিহীন বলিয়া 'পাশাপাশি থাকে' এইরূপ কল্পনা অন্যায্য। শাস্ত্রও বলেন অসংখ্য ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড আছে, যথা—"কোটি-কোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু। তত্র তত্র চতুর্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ॥" প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড একটি একটি স্বগত (unit) জগৎ। তাহা অন্য এক বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গভূত বলিয়া ন্যায়ানুসারে কল্পনীয় নহে। তাহাতে অনবস্থা-দোষও আসিয়া পড়ে।

ইহার দ্বারা দৈশিক ব্যাপ্তির কথা বলা হইল। কালিক ব্যাপ্তি-সম্বন্ধেও ঐরূপ বিচার। যখন মানস ও বাহ্য সমস্ত ক্রিয়াই স্তোকে স্তোকে বা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া হয়—একতানে হয় না, এবং তাদৃশ ক্রিয়াই যখন কাল-পরিমাণের হেতু, তখন সমস্ত কালব্যাপী পদার্থ উদয়লয়শীল। উদয়লয়শীল কাল-ব্যাপী পদার্থ কি অনাদি অনন্ত? এই প্রশ্নও দিগ্ব্যাপী পদার্থের ন্যায় সমাধেয়। কালব্যাপী পদার্থের পূর্ব পূর্ব বা পর পর অবস্থা দেখিতে থাকিলে কখনও সে জানার শেষ হইবে না—মাত্র এইরূপ সত্যই ভাষণ করা যাইতে পারে। অনাদি অনন্ত মানেই তাহা। নচেৎ অনাদি-অনন্তকে এক বাস্তব নির্দিষ্ট পরিমাণ ধরিয়া চিন্তা করিলে পূর্ববৎ সমস্যাগর অঙ্ক আসিয়া পড়ে (যথা—সাদি সান্তের সমষ্টি সাদি সান্তই হইবে, কিরূপে অনাদি অনন্ত হইবে)।

যে বস্তু (ব্যাবহারিক) আছে তাহা কোন না কোন অবস্থায় অনাদি কাল হইতে আছে ও অনন্তকাল থাকিবে ইহা ন্যায়সঙ্গত চিন্তা। এই তথ্য অনুসারে ম্যাটারবাদীরা ম্যাটারকে অনাদি-অনন্ত-কাল স্থায়ী মনে করেন। মনকেও সেই কারণে অনাদি অনন্ত বলা ন্যায্য।

২৭। দৈশিক ও কালিক দূরত্ব ও নিকটত্ব-জ্ঞান কিরূপে হয় তাহাও এস্থলে বিচার্য। দূরত্ব অর্থে ব্যবধান। ব্যবধান অর্থে ব্যবধানীভূত অন্য পদার্থের জ্ঞান। কোনও দুইটি ঘটনার মধ্যে অন্য ঘটনার জ্ঞান থাকাই কালিক দূরতার জ্ঞান। তেমনি দুইটি বাহ্য দ্রব্যের মধ্যে অন্য দ্রব্য থাকিলে বা তাহার জ্ঞান থাকিলে, মনে হয় দুই দ্রব্য দেশ-ব্যবহিত। যদি কোনও এক ঘটনামূলক বৃত্তির পর ব্যবধানভূত-ঘটনা থাকিলেও তন্মূলক জ্ঞান না হইয়া অর্থাৎ তাহা লক্ষ্যভূত না হইয়া, অন্য ঘটনা জানা যায় তাহা হইলে সেই দুই ঘটনা অব্যবহিত কালে ঘটিল এইরূপ মনে হইবে। তেমনি একস্থানস্থিত দ্রব্য দেখিবার পর ব্যবহিত অন্য দ্রব্য না দেখিয়া, পরস্থিত দ্রব্য দেখিলে মনে হইবে দুই দ্রব্য অব্যবহিত। সর্বজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞের পক্ষে ব্যবহিত ঘটনার ও দ্রব্যের জ্ঞান অক্রমে হয় সুতরাং তাঁহার দূর-নিকট জ্ঞান থাকিবে না।

২৮। পরিশেষে কাল ও অবকাশরূপ বিকল্পজ্ঞানের নিবৃত্তি কিরূপে হয় তাহা বিচার্য। যোগ বা চিত্তস্থৈর্যের দ্বারাই নির্বিকল্প জ্ঞান হয়। অভ্যাসের দ্বারা কোন এক বিষয়ের জ্ঞান যদি মনে উদিত রাখিতে পারা যায় ও অন্য সব ভুলিতে পারা যায় তবে তাদৃশ স্থৈর্যকে সমাধি বলে। ঐ ধ্যেয় বিষয় বাহিরের শব্দাদিও হয়, অভ্যন্তরের আনন্দাদিও হয়। ধ্যান আবার দ্বিবিধ—'ভাষাসহিত' ও 'ভাষাহীন', 'নীল, নীল, নীল', এইরূপ নামের সহিত নীলরূপের যে ধ্যান হয় তাহা সবিকল্প। কিন্তু 'নীল' নাম ছাড়িয়া কেবল নীলরূপমাত্র যখন জ্ঞানে ভাসে তাদৃশ ভাষাহীন জ্ঞানই, ভাষাশ্রিত-বিকল্পজ্ঞানবর্জিত নির্বিকল্প জ্ঞান। কর্তা, কর্ম আদি কারক ও অভাবাদি পদার্থ—যাহা ভাষার দ্বারা বিকল্প করা যায়—তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়াতে উহা সাক্ষাৎ সত্য বা ঋতম্ভর জ্ঞান। তখন নীলমাত্রের জ্ঞান হয়, 'আছে-ছিল-থাকিবে' বা 'শূন্য ভরিয়া আছে' ইত্যাদি কাল ও অবকাশের বিকল্প থাকিবে না। (Plato বলেন, "The past and future are created species of time which we unconsciously but wrongly transfer to the eternal essence. We say 'was' 'is' 'will be', but the truth is that 'is' can alone properly be used"—Timæus. কিন্তু যেখানে 'ছিল' ও 'থাকিবে' এইরূপ ব্যবহার চলে না সেখানে 'আছে' ব্যবহারও চলে না। মূল ভাব তাই ত্রিকালাতীত, ব্যবহারে অবশ্য কাল যোগ করিয়া বলিতে হয়)।

উপযুক্ত কোন মানসভাবে (যেমন আনন্দে) যদি ঐরূপ সমাহিত হওয়া যায় তবে বাহ্য বিস্তার

বা দেশজ্ঞান থাকে না কেবল কালিক ধারাক্রমে জ্ঞান হইতেছে বোধ হয়। সেই কালিক জ্ঞানেরও যাহা জ্ঞাতা তদভিমুখে লক্ষ্য করিয়া যদি সর্বজ্ঞানকে নিরোধ করা যায়, তবে দিক্‌কালাতীত বা দিক্ ও কালের দ্বারা ব্যপদিষ্ট হইবার অযোগ্য এইরূপ যে পদার্থ তাহাতেই স্থিতি হয়। ইহাই সাংখ্যযোগের (এবং অন্য নির্বাণ-মোক্ষবাদীদের) লক্ষ্য। শ্রুতি বলেন, "কালঃ পচতি ভূতানি সর্বাণ্যেব মহাত্মনি। যস্মিংস্তু পচ্যতে কালো যস্তং বেদ স বেদবিৎ" (মৈত্রায়ণ) অর্থাৎ কাল সমস্ত সত্ত্বকে মহান্ আত্মা বা মহত্তত্ত্বরূপ অস্মিমাত্র আত্মবোধে পাক করে, আর যাঁহাতে সেই কালও পাক হয় যিনি তাঁহাকে জানেন তিনিই বেদবিৎ। অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব পর্যন্তই বিকার তাহার উপরিস্থ পুরুষতত্ত্ব নির্বিকার, "যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতম্" (মাণ্ডুক্য শ্রুতি)—এই বস্তুই চরম লক্ষ্য।

সম্পাদকীয় প্রকরণ

শ্রীমৎ স্বামী ধর্মমেঘ আরণ্য

ত্রিগুণ ও ত্রৈগুণিক

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ॥ গীতা ১৮।৪০

সাংখ্যমতে আন্তর এবং বাহ্য সমস্ত ব্যক্ত ভাবের দুই কারণ—উপাদান ও নিমিত্ত। যাহা মূল নিমিত্ত কারণ তাহা চিৎস্বরূপ পুরুষ বা দ্রষ্টা, আর যাহা মূল উপাদান কারণ তাহা চিদ্বিপরীত জড়া প্রকৃতি বা সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ। সত্ত্বগুণের লক্ষণ প্রকাশ, রজোগুণের ক্রিয়া এবং তমোগুণের লক্ষণ স্থিতি।

গুণ শব্দের অর্থ। উপাদানরূপ মৌলিক ত্রিগুণ বলিলেই জানিতে হইবে গুণ অর্থে রজ্জু। যে রজ্জুর দ্বারা দ্রষ্টা পুরুষ সুখ-দুঃখাদিতে বদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হন, তাহাই এই মূল উপাদান ত্রিগুণ—'মূল' কথাটা যেন স্মরণ থাকে ("সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি ন বৈশেষিকা গুণাঃ" ইত্যাদি—বিজ্ঞানভিক্ষু। আচার্য শঙ্করও গীতাভাষ্যে এই কথা বলিয়াছেন—"সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবংনামানো গুণা ইতি পারিভাষিকশব্দঃ ন রূপাদিবদ্ দ্রব্যাশ্রিতাঃ...ক্ষেত্রজ্ঞং নিবধ্নন্তীব প্রতিলভন্তে।" ১৪।৫)। গুণ শব্দের যে অন্য অর্থ যেমন, ধর্ম বা লক্ষণ (property, attribute) তাহা এখানে প্রযোজ্য নহে। ধর্ম বা লক্ষণ অর্থ করিলেই প্রশ্ন উঠিবে কাহার লক্ষণ? যাহাকে মূল বলা হইল তাহা ত আর বিশ্লেষ্য নহে অতএব মূল পদার্থ কাহারও লক্ষণ হইতে পারে না, এবং যাহা লক্ষণ বা ধর্ম তাহা কখনও মূল বস্তু হইতে পারে না। তবে রজ্জু শব্দ ত্রিগুণের অর্থ বা প্রতিশব্দ নহে উহা উপমা, তদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ত্রিগুণ বস্তুবিশেষ তাহারা অন্য কোনও বস্তুর ধর্ম বা লক্ষণ নহে যেজন্য ত্রিগুণ-সমষ্টি প্রকৃতিকে অলিঙ্গ বলা হয় (২।১৯ সূত্র)। উপমানের সহিত উপমেয়র ঐ পর্যন্তই সাদৃশ্য। ত্রিগুণের অর্থ সত্ত্ব-রজ-তম যাহারা যথাক্রমে প্রকাশশীল, ক্রিয়াশীল ও স্থিতিশীল (২।১৮ সূত্র)।

কিন্তু ঐ মৌলিক দৃষ্টির পরেই ব্যবহার-দৃষ্টিতে যখন মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিগুণের সংমিশ্রণজাত সমস্ত ব্যক্ত পদার্থকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-রূপ বিশেষণে বিশেষিত করা হয় তখন গুণ শব্দের অর্থ লক্ষণ বা ধর্ম (attribute), তখন রজ্জু অর্থ করিলে ভুল বুঝা হইবে। কোনও বস্তুকে সাত্ত্বিক বলিলে সত্ত্বের বা প্রকাশের আধিক্যযুক্ত, রাজসিক বলিলে ক্রিয়ার আধিক্যযুক্ত ও তামসিক বলিলে স্থিতির আধিক্যরূপ লক্ষণযুক্ত বুঝিতে হইবে, ইহাই গুণ-বৈষম্য। গুণ শব্দের এই দুই অর্থ সর্বদা স্মরণে রাখা আবশ্যক।

প্রকৃতি বা ত্রৈগুণ্য। সত্ত্ব-রজ-তম এই তিন গুণের সমষ্টিভূত নামই প্রকৃতি, বিশেষ করিয়া ত্রিগুণের সাম্য অবস্থাই প্রকৃতি-নামে অভিহিত হয়। গীতার ৩।২৭ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য [সাংখ্যোক্ত লক্ষণেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন "প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা"। সাম্য অর্থে তিনই সমবলসম্পন্ন, বৈষম্য অর্থে কোন একটি গুণের প্রাদুর্ভাব এবং অন্য দুই-এর অভিভব। গুণসাম্যরূপ প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে জানার যোগ্য নহে, কিন্তু পুরুষোপদর্শনে

তাহা ব্যক্ততা লাভ করে বলিয়া অব্যক্ত অবস্থাও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা জ্ঞেয়। অভাব বা অবস্তু হইতে কখনও ভাব বা বস্তু উৎপন্ন হয় না, গীতাও সেই কথা বলেন "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" (২।১৬)। এই কারণে অব্যক্ত অবস্থাতেও প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

মূল ত্রিগুণ কাহারও লক্ষণ নহে কিন্তু উহাদের লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণগুলি দেখা দেয় যখন গুণবৈষম্যের ফলে তাহারা ত্রৈগুণিক ব্যক্ত পদার্থে পরিণত হয়। সত্ত্ব-রজ-তমর সেই লক্ষণগুলি যথাক্রমে প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলতা এবং তাহারা যে সমস্ত ব্যক্ত ভাবের উপাদান তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে, এখন দেখা যাক তাহারা আন্তর ও বাহ্য-বস্তুতে কিরূপে বর্তমান। 'বস্তু' অর্থে যাহা 'অভাব', 'অনন্ত' আদির ন্যায় শুধু শব্দাশ্রিত বৈকল্পিক পদার্থ নহে। 'অভাব', 'অনন্ত' আদি 'পদার্থ' বটে কিন্তু 'বস্তু' নহে।

আন্তর ভাবের ত্রিগুণত্ব। আমাদের অন্তঃকরণকে বিশ্লেষ করিলে প্রত্যক্ষতঃ জানিতে পারি যে তাহা সংকল্প-কল্পনারূপ অন্তরস্থ ক্রিয়ার দ্বারা, অথবা বাহ্যোদ্ভূত ক্রিয়ার দ্বারা, উদ্রিক্ত বা ক্রিয়াশীল হওয়াতেই এক একটি জ্ঞানে পরিণত হয়, আবার সেই জ্ঞান পরক্ষণেই অন্য এক জ্ঞানের বা বৃত্তির দ্বারা অভিভূত হয়, অর্থাৎ কোনও এক জ্ঞানের আবির্ভাবেও ক্রিয়া এবং তাহার অভিভবেও ক্রিয়া। অতএব চিত্তের তিন অবস্থা পাওয়া যাইতেছে যথা—জ্ঞান (প্রখ্যা) ও ক্রিয়া (প্রবৃত্তি)-রূপ দুই লক্ষিত অবস্থা, এবং জ্ঞানের অভিভূততারূপ অলক্ষিত অবস্থা যাহাকে সংস্কাররূপ স্থিতি বলা হয় এবং যাহা হইতে পরে সেই জ্ঞানের স্মরণ ও তাহাতে কুশলতা হয়। অন্তরে সর্বদাই এই প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতির আবর্তন চলিতেছে, স্থূলরূপেই হউক অথবা সূক্ষ্মরূপেই হউক অন্তঃকরণে এই তিনের আবর্তনের অন্যথা কখনও হয় না, কারণ উহাতেই চিত্তের ব্যক্ততা, নচেৎ চিত্তের অস্তিত্বই বুঝা যাইবে না অর্থাৎ চিত্ত অব্যক্তে লীন হইবে।

দ্রষ্টা পুরুষকে স্বপ্রকাশ বলা হয়, তাহা হইতে সত্ত্বগুণের প্রকাশের ভিন্নতা জানা আবশ্যক। সত্ত্বগুণের যে প্রকাশ তাহা ক্রিয়ার বা উদ্রেকের ফলে প্রকাশ ও তাহা ক্রিয়ার দ্বারা অভিভূত হওয়ার যোগ্য, এবং সেই প্রকাশও দ্রষ্টার উপদর্শনসাপেক্ষ গুণবৈষম্যের ফল। আর, দ্রষ্টা পুরুষের যে প্রকাশ তাহা নিজেকে-নিজে-জানারূপ অপরিণামী, চিৎস্বরূপ, অন্য-নিরপেক্ষ স্বপ্রকাশ, এবং তাহা ব্যক্তের অথবা অব্যক্তের (প্রকৃতির) অন্তর্গত নহে সুতরাং ত্রিগুণাতীত।

ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ। উপরে উক্ত গুণাতীতের বা নির্গুণ তত্ত্বের লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কারণ নির্গুণ দ্রষ্টার প্রতিসংবেদনেই ত্রিগুণের ব্যক্ততা, এবং পুরুষকে গুণাতীত বলিলে প্রথমে গুণের বা লক্ষণের ধারণা আনিয়া পরে তাহার নিষেধ করিয়াই সেই পুরুষতত্ত্বকে বুঝিতে হয়।

নির্গুণ অর্থে যাহার গুণ বা ধর্ম বা লক্ষণ নাই ("নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্মা"—সাংখ্যসূত্র), অতএব 'নির্গুণের লক্ষণ' অর্থে যাহার লক্ষণ নাই তাহার লক্ষণ। ইহা যেন স্বোক্তিবিরোধ মনে হইবে। ফলে নির্গুণ তত্ত্বের অন্বয়মুখ বাস্তব লক্ষণ হইতেই পারে না, তাহার বৈকল্পিক লক্ষণই হইতে পারে। তন্মধ্যে কোন্ বৈকল্পিক লক্ষণ গ্রাহ্য তাহাই আলোচ্য। মনে রাখিতে হইবে লক্ষণ বৈকল্পিক হইলেও মূল পদার্থ বাস্তব হইতে পারে।

নিষেধমুখ লক্ষণ বৈকল্পিক হইলেও তাহার মধ্যে ভেদ আছে। ঘট কি? তদুত্তরে যদি বলা যায় 'যাহা জল নহে, বায়ু নহে, তাহাই ঘট', ইহাতে ঘটের কোনও বাস্তব ধারণা হইতে পারে না, কারণ

জল-বায়ু আদি অ-ঘটের সংখ্যা অনন্ত। কিন্তু কোনও স্থানকে 'অন্ধকার নহে' বলিলে তাহা নিষেধাত্মক লক্ষণ হইলেও উহাতে 'আলোকিত স্থান' এইরূপ বাস্তব ধারণাই হইবে।

আমাদের আধ্যাত্মিক যত কিছু অনুভব তাহা সবই, হয় করণগত অথবা তৎপ্রতিসংবেত্তা জ্ঞ-মাত্র চিদ্রূপ পুরুষ। বৃত্তিসারূপ্যের ফলে (১।৪ সূত্র) আমাদের চিত্তবৃত্তির অনুভবও হয়, আবার দ্রষ্টার অনুভবও হয় (৪।২৩ সূত্র)। এই কারণে উপনিষদে উক্ত 'অশব্দ', 'অস্পর্শ' ইত্যাদি নিষেধাত্মক পদের দ্বারা করণগত নির্দিষ্ট সংখ্যক (এই সংখ্যা অনির্দিষ্ট নহে) বোধকে নিষেধ করিলে চিদ্রূপ জ্ঞ-মাত্রই অবশিষ্ট থাকে সুতরাং তাহাকে প্রায় বাস্তব লক্ষণেই বিজ্ঞাত করা হয়। এই জন্য চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিলে যে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয় তাহা ধারণা করা সম্ভবপর, কারণ আমাদের অন্তরে মূলতঃ চিত্তবৃত্তির অনুভব ও চিন্মাত্র দ্রষ্টার অনুভব এই দুই অনুভবই আছে, একটার নিষেধ করিলেই অন্যটা বুঝাইবে।

গুণাতীত দ্রষ্টাকে বুঝিবার আর একটা দিক্ আছে। নির্গুণ দ্রষ্টৃত্বের অব্যবহিত পূর্বাবস্থা পুরুষাকারা বুদ্ধি (২।২০ সূত্রের ভাষ্যে ও টীকায় বিবৃত), ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইহা পুরুষের তুল্য না হইলেও তাহা হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে ('নাত্যন্তং বিরূপঃ')। এই বুদ্ধির লক্ষণ বৈকল্পিক নহে, ইহার বাস্তব লক্ষণ আছে। দ্রষ্টার প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ এই পুরুষাকারা গ্রহীতৃ-বুদ্ধির সেই বাস্তব লক্ষণ ধরিয়া আমরা স্বরূপ গ্রহীতার বা পুরুষের ধারণা করিতে পারি, ইহা ঠিক বৈকল্পিক নহে।

বাহ্য পদার্থের ত্রিগুণত্ব। বাহ্য পদার্থ বলিলে বুঝাইবে পঞ্চভূত বা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চ প্রকারে বিজ্ঞেয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ। অন্তঃকরণের অধিষ্ঠানভূত জীবদেহের উপাদানও ঐ বাহ্য পদার্থ।

সব বাহ্যবস্তু অবশ্যই জ্ঞেয় পদার্থ, নচেৎ তাহাদের অস্তিত্ব জানিতাম না। এই জ্ঞেয়যোগ্যতাই বাহ্যের প্রকাশলক্ষণক সত্ত্বগুণ। আর, স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে বাহ্যোদ্ভূত ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ের উদ্রেক-বিশেষের এক এক প্রকার পরিণামই শব্দাদি জ্ঞান, অতএব বলিতেই হইবে বাহ্যবস্তুর এক অংশ (aspect) ক্রিয়াত্মক, তাহাই তত্রত্য রজোগুণ। ক্রিয়ার আহিত ভাবই শক্তি এবং শক্তিরূপ অবস্থার ব্যক্তীভবনই ক্রিয়া, সেই শক্তিরূপ আহিত ভাবই বাহ্যবস্তুর স্থিতিরূপ তমোগুণ।

আন্তর-বাহ্যের তুলনামূলক গুণ-লক্ষণ। আন্তর ভাবের যাহা প্রকাশ (সত্ত্ব) তাহা জ্ঞানস্বরূপ (perception বা sentience), এবং বাহ্যবস্তুর যে প্রকাশ তাহা (আমাদের নিকট) প্রকাশ্যতা বা জ্ঞেয়ত্ব (perceivability)। এইরূপে, আন্তর ভাবের সংকল্প-কল্পনারূপ (volitional) কালিক পরিণামশীল যে প্রবৃত্তি তাহাই তাহার রাজসিকতা এবং বাহ্যবস্তুর দেশাশ্রিত পরিণাম (fluxion) তাহার রজোগুণের নির্দেশক। আর, অন্তরের যাহা সংস্কাররূপ বিধৃত তামস অবস্থা (impression-রূপ latency) তাহা বাহ্যবস্তুতে ক্রিয়ার উৎপাদক শক্তিরূপ স্থিতি (potentiality)।

আমরা সমস্ত ব্যক্ত পদার্থকে বাহ্য অথবা আন্তর-রূপেই জানি, কিন্তু ঐ দুই জাতীয় পদার্থ নিয়ন্তরে বাহ্য ও আভ্যন্তর-রূপে পৃথক্ বিবেচিত হইলেও প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরূপ ত্রৈগুণিক উপাদানে উভয়ে যে মিলিত তাহা প্রমাণিত হইল অর্থাৎ আন্তর ভাবও যেমন ত্রিগুণাত্মক, বাহ্য-ভৌতিক বস্তুও সেইরূপ।

যদি শঙ্কা করা যায় যে হয়ত কোনও সৃষ্টিতে এই পার্থিব পঞ্চ ভূত হইতে পৃথক্ কিছু থাকিতে পারে তাহা ত্রিগুণাত্মক না-ও হইতে পারে। এই শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য যে সেই বস্তু যাহাই হউক না কেন তাহা অবশ্যই জ্ঞাত হইবে, কারণ যাহা কোনক্রমেই জ্ঞাত হওয়ার যোগ্য নহে তাহা নাই। 'জ্ঞাত হওয়া' বলিলেই 'জ্ঞান' বা প্রকাশ এবং তাহার 'হওয়া'-রূপ ক্রিয়া স্বীকৃত হইল, এবং ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহার শক্তিরূপ স্থিতিভাবও স্বীকৃত হইতেছে কারণ শক্তিব্যতীত ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়ার আহিত ভাবই শক্তি বা স্থিতি। অতএব প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতির বা ত্রিগুণের অতিরিক্ত কিছু কল্পনা করারও সম্ভাবনা নাই। এই কারণে গীতা সুস্পষ্টই বলিয়াছেন, "এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গে কিংবা দেবগণের মধ্যে এমন কোনও জীব অথবা বস্তু নাই যাহা প্রাকৃত ত্রিগুণের বহির্ভূত" (১৮।৪০)। বাহ্য বস্তু যে অন্তঃকরণমূলক, সুতরাং সেদৃষ্টিতেও যে তাহা ত্রিগুণাত্মক তাহা পরে বিবৃত হইবে।

ত্রিগুণের বস্তুত্ব। সহসা মনে হইতে পারে যে প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি বলিলে তাহা তদ্ব্যতিরিক্ত কোনও বস্তুরই প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলতারূপ লক্ষণ বুঝায় সুতরাং গুণসকল অন্য বস্তুরই লক্ষণ, তাহারা মূল বস্তু বা বস্তুর উপাদান হইবে কিরূপে ?

স্থূল দৃষ্টিতেই ঐ প্রশ্ন উঠিবে। যতদিন আমাদের জ্ঞান দেশ-কালের অধীন থাকিবে ততদিন দৈশিক ও কালিক পরিণামের দ্বারা বস্তুর বিভিন্নতা-বোধ হইবে এবং জ্ঞেয় বিষয়ের সূক্ষ্ম উপাদানকে না জানিয়া তাহাকে কেবল স্থূল সমষ্টিরূপে জানিতে থাকিলে জ্ঞেয় বিষয়ের বৈচিত্র্যজ্ঞান হইতে থাকিবে। এই বিভিন্নতারূপ জ্ঞানই জ্ঞেয় বিষয়ের বিভিন্ন লক্ষণ, তাহাতেই লাল-নীল, কঠিন-কোমল, রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতির দ্বারা অসংখ্য ভেদজ্ঞান হয়। গুণ-গুণী, ধর্ম-ধর্মী, বিশেষ্য-বিশেষণ ইত্যাদি ভেদের উহাই মূল।

বিচারপূর্বক বিশ্লেষ করিলেই বুঝা যাইবে যে, জ্ঞেয় বিষয়কে স্তোকে স্তোকে অথবা ক্ষণে ক্ষণে জানার ফলেই দেশ-কালের জ্ঞান হয়। আসলে বস্তু হইতে পৃথক্ দেশ-কাল বলিয়া কোনও বাস্তব পদার্থ নাই, উহারা আমাদের স্থূল মনোভাবেরই বৈকল্পিক সৃষ্টি। ধ্যানের সময়ে চিত্ত দেশাশ্রিত বাহ্যবস্তু হইতে উপরত হইলে পঞ্চভূতের সহিত দৈশিক জ্ঞানও লুপ্ত হইবে। পরে চিত্ত ক্রমশঃ একাগ্র হইয়া নিরুদ্ধ হইলে প্রখ্যা-প্রবৃত্তি আদির পারম্পর্য না থাকায় কাল-জ্ঞানেরও বিলোপ হইবে। স্থূল জ্ঞানের সহিত দেশ-কালের ধাঁধা অতিক্রান্ত হইলে 'লক্ষণ' এবং 'লক্ষিত বস্তু' এইরূপ কোনও ভেদ করার অবকাশই থাকিবে না, কারণ পূর্বোক্ত নানা বিভাগের জ্ঞানেই ঐ বিভেদ হইতে পারে। যেমন একখণ্ড প্রস্তরকে দেশকালাশ্রিত ভৌতিক দৃষ্টিতে তাহার বিশেষ বিশেষ বর্ণ-স্পর্শ-গন্ধ-আকারাদি নানাপ্রকারে জানার ফলেই উহার কোনও একটি লক্ষণ, যথা কঠিনতা, অলক্ষিত হইলেও অবশিষ্ট অন্যান্য লক্ষণের দ্বারা তাহা এক প্রস্তর খণ্ড বলিয়াই বিজ্ঞাত হয়। কঠিনতারূপ লক্ষণ ও তাহা হইতে ভিন্ন প্রস্তররূপ এক বস্তু—এইরূপ ভেদজ্ঞান থাকাতেই বলা হয় প্রস্তরের এক লক্ষণ বা ধর্ম কঠিনতা। কিন্তু পূর্বোক্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিশ্লেষণের ফলে যদি এমন এক স্তরে উপস্থিত হওয়া যায় যেখানে অন্য সব লক্ষণ বিলুপ্ত হইয়া কেবল কাঠিন্যই অবশিষ্ট, তথায় লক্ষণ এবং লক্ষিত বস্তু একই হইবে। তখন কাঠিন্যই হইবে বস্তু, তাহা অন্য কিছুর লক্ষণ হইবে না। তাই বলা হয় যে আন্তর ও বাহ্য পদার্থের অবিভাজ্য মূলে ধর্ম-ধর্মী অভিন্ন এক, তাহা কোনও বিশেষ্যের বিশেষণ বা লক্ষণ নহে। ব্যাসদেব তাই যোগভাষ্যে বলিয়াছেন যে দ্রষ্টা পুরুষ 'বিশেষণাপরামৃষ্ট' (২।২০)।

স্থূল ব্যবহার-দৃষ্টিতে সত্ত্বের লক্ষণ প্রকাশ, রজর লক্ষণ ক্রিয়া ইত্যাদি বলা হয় বটে কিন্তু সূক্ষ্ম মৌলিক দৃষ্টিতে বলিতে হইবে যাহা সত্ত্ব তাহাই প্রকাশ ও যাহা প্রকাশ তাহাই সত্ত্ব। সেখানে রজ বা ক্রিয়াই বস্তু, তাহা অন্য কোনও বস্তুর ক্রিয়া নহে, তমও তদ্রূপ।

গুণ-বৈষম্য বা ব্যক্ততা। প্রকৃতি বা ত্রিগুণের দুই অবস্থা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। মৌলিক দৃষ্টিতে অর্থাৎ গুণত্বরূপে ঐ ভেদ নাই। সত্ত্ব সদাই সত্ত্ব, রজ সদাই রজ, তমও সেইরূপ। তাহাদের সাম্য ও বৈষম্য আমাদেরই জ্ঞেয়ত্বের দৃষ্টিতে যথাক্রমে অব্যক্ত ও ব্যক্ত। যেমন, তাপের বৈষম্যের ফলেই আমাদের শীতোষ্ণরূপ ভেদজ্ঞান হয়, সদা একইরূপ তাপ থাকিলে আমাদের নিকট শীতোষ্ণের বিভিন্নতারূপ কোনও স্পর্শবোধ থাকিত না, যদিও মোটের উপর তাপের পরিমাণ ঠিকই থাকিত, ইহাও তদ্রূপ। সাম্য অবস্থাতে ত্রিগুণ ঠিকই থাকে কেবল তাহাদের ব্যক্ততা থাকে না।

সমস্ত ব্যক্ত বস্তুতে সর্বদাই কোনও এক গুণের প্রাধান্য এবং অন্য গুণদ্বয়ের অভিভবরূপ বৈষম্য চলিতেছে, তাহার ফলেই বস্তুর ব্যক্ততা। গীতাও বলেন, "রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥" (১৪।১০) অর্থাৎ রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ ব্যক্ত বা প্রধান হয়, আবার রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও রজকে অভিভব করিয়া ব্যক্ত হয়। বৈষম্যরূপ সাততিক পরিণাম থাকিলেও ত্রিগুণ সদাই পরস্পর সহভাবী, তাহারা কদাপি বিযুক্ত হয় না, গুণত্রিত্বের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। রজ এবং তম বর্জিত সত্ত্বকে কখনও পাইবার সম্ভাবনা নাই, তেমনি সত্ত্ব ও তম বর্জিত রজও কদাপি প্রাপ্তব্য নহে। সাম্য অবস্থাতেও তাহারা সহভাবী কিন্তু সমবল হেতু অব্যক্ত।

দ্রষ্টৃ-পুরুষের উপদর্শনের ফলেই ত্রিগুণের ঐরূপ বৈষম্য হয়, ইহা তাহাদের মৌলিক স্বভাব। যাহা স্বভাব অর্থাৎ স্বগত ভাব তাহার কারণ নাই, যাহা আগন্তুক তাহারই কারণ থাকে। এই উপদর্শনের নামই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য সংযোগ এবং ইহা অনাদি।

গুণসাম্য ও তাহার উপায়। পূর্বোক্ত সংযোগে ত্রিগুণের বৈষম্য হওয়া তাহাদের স্বভাব হইলেও এবং সংযোগ অনাদি হইলেও তাহা নিষ্কারণক নহে। সংযোগের কোনও কারণ যদি না থাকিত তবে তাহা শুধু অনাদি না হইয়া ভবিষ্যতেও অনন্ত হইত, কৈবল্যসাধক বিয়োগ নিরর্থক হইত। ঐ সংযোগের কারণ বুদ্ধিরূপ অনাত্মকে আত্মজ্ঞান করারূপ অবিদ্যা এবং তাহার ফলই দেহী জীব। জীব অনাদি সুতরাং তাহার অবিদ্যাও অনাদি, কারণ অবিদ্যা অর্থে জীবেরই জন্মসাধক একরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান, তদ্ব্যতীত অবিদ্যা-নামক কোনও পৃথক্ পদার্থ নাই। সেই ভ্রান্ত জ্ঞান ত্রিগুণাত্মক বলিয়া তাহা অপরিণামী নহে। সব জ্ঞানই যেমন বৃত্তি-সংস্কারের প্রবাহ অবিদ্যারূপ জ্ঞানও সেইরূপ এবং তাহার হ্রাস-বৃদ্ধিও আছে সেজন্য তাহার শাশ্বত প্রণাশও সম্ভবপর। অবিদ্যার নাশ অর্থে তাহার আশ্রয়ভূত চিত্তের লয়। আত্ম-অনাত্মের (দ্রষ্টার ও বুদ্ধির) বিবেক বা পার্থক্য-জ্ঞানরূপ বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা প্রনষ্ট হইলে সংযোগও বিযুক্ত হইবে এবং সংযোগের ফলে যে গুণবৈষম্য হইতেছিল, অর্থাৎ সাধকের অন্তঃকরণ ও তদাশ্রিত দেহের যে অনাদি জন্ম-পরম্পরা চলিতেছিল, তাহার আর সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাই ত্রিগুণের সাম্য বা অব্যক্ত অবস্থা এবং তাহার অবিনাভাবী ফল দ্রষ্টা পুরুষের কৈবল্য।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির একত্ব ও সামান্যত্ব। সাংখ্যকারিকায় প্রধান বা প্রকৃতির লক্ষণ দিয়াছেন "সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি"—প্রকৃতি সামান্য অর্থাৎ বহু জ্ঞাতার দ্বারা সমান বা সাধারণ

ভাবে (as common perceptible) জ্ঞেয়, তাহা অচেতন, এবং বহু ব্যক্ত ভাবের উৎপাদনকারী সুতরাং বিকারযোগ্য ও বিভাজ্য বা বিভক্ত হওয়ার যোগ্য। তবে মূল ত্রিগুণের অংশভেদ কল্পনীয় নহে, কারণ দেশকালের দ্বারাই অংশভেদ করা হয় এবং ব্যক্ত বস্তুই দেশকালাশ্রিত, কিন্তু ব্যক্ত বস্তুর উপাদান ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি দেশকালের অতীত ও অব্যক্ত।

উক্ত লক্ষণে দ্রষ্টা পুরুষ হইতে প্রকৃতি পৃথক্। দ্রষ্টা প্রত্যক্ (১।২৯, ২।২৪ যোগসূত্র ও ভাষ্য) বা প্রতিব্যক্তিগত অর্থাৎ প্রতিব্যক্তির নিজস্বরূপেই উপলব্ধিযোগ্য, সুতরাং সামান্যর বিপরীত, উপনিষদ্‌ও বলেন, "প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ" (কঠ)। একের চিৎস্বরূপ দ্রষ্টা অন্যের দ্বারা অনুমিতই হইতে পারে কিন্তু কদাপি সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইতে পারে না, এই কারণে জীব বহু বলিয়া তাহাদের আত্মা বা দ্রষ্টাও বহু। প্রাকৃত পদার্থ একই কালে বহু জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয় হওয়ার যোগ্য, শুধু বাহ্য বস্তু নহে অন্তঃকরণও তদ্রূপ। তবে যতই আমরা বাহ্য হইতে আন্তর ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি ততই তাহাতে প্রত্যক্ত্বর (individual self-consciousness) লক্ষণ স্ফুটতর এবং সামান্যর লক্ষণ অস্ফুট হইতে থাকে। বাহ্য ভৌতিক পদার্থ যেমন সকলের কাছে সাধারণভাবে 'সামান্য'-রূপে জ্ঞেয়, একের মন বহুর কাছে ঠিক সেইরূপ সামান্য না হইলেও একেবারে অপ্রত্যক্ষ নহে, "প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্"—যোগসূত্র ৩।১৯।

মন নিজের কাছে যেমন প্রত্যক্ত্বরূপে উপলব্ধির যোগ্য তেমনি সামান্যরূপেও জ্ঞেয়, তাহার ফলে 'আমিই মন' এবং 'আমার মন' এই দুই প্রকার জ্ঞানই হয়। মন পরিবর্তিত হইতে থাকিলেও তাহার কোনও এক অতীত অবস্থাকে আমরা পরেও ইচ্ছামত বার বার পৃথক্ জ্ঞেয়রূপে জানিতে পারি, ইহাও নিজের কাছে মনের সামান্যত্ব। সাধারণ পরচিত্তজ্ঞতা প্রভৃতিও (thought-reading, thought-transference ইত্যাদি) চিত্তের সামান্যত্বর পরিচায়ক।

সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের ত্রিগুণরূপ একই উপাদান, তাহা বহুর নিকট জ্ঞেয় বলিয়া সামান্য, পরন্তু তাহা বিভাজ্য ও বিকারশীল—এই সব কারণে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এক। প্রাকৃত পদার্থ বহু হইলেও প্রকৃতিকে বহু বলা ব্যর্থ ; অ-সামান্য, অবিভাজ্য এবং অবিকারী হইলেই প্রকৃতি বহু হইত।

ত্রৈগুণিকের প্রত্যক্ত্ব। পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিই বাহ্যমূল পদার্থ। সেই প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিকে আমরা দুই রূপে জানি—(ক) স্থূল ও সূক্ষ্ম-করণ (ইন্দ্রিয়) বা গ্রহণরূপে, এবং (খ) করণবাহ্য গ্রাহ্যরূপে। অতএব প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি লক্ষণযুক্ত বস্তুকে গ্রাহ্যরূপে জানাই বাহ্য পঞ্চভূতরূপে জানা, এবং পঞ্চভূতকে একই কালে একাধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া স্থূলভাবে জানাই ভৌতিক মাটি-পাথররূপে জানা।

আর একটু বিশ্লেষ করিলেই বুঝা যাইবে যে, শব্দাদি পঞ্চভূতের জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে বাহ্যোদ্ভূত ক্রিয়াবিশেষের ফলে আমাদেরই এক এক প্রকার মনোভাব। শব্দাদি আছে আমাদের মনে, তদুৎপাদক ক্রিয়াই আছে বাহ্য বিষয়ে। ক্রিয়া দুই প্রকার—দেশাশ্রিত ভৌতিক এবং কালাশ্রিত মানস। পঞ্চভূতের জ্ঞানেই দৈশিক জ্ঞান হয়, অতএব ভূতজ্ঞানের পূর্বে দৈশিক ক্রিয়া বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না সুতরাং যে বাহ্য ক্রিয়া ভূতজ্ঞান উৎপাদন করে তাহা অবশ্যই কালিক ক্রিয়া হইবে, আর, কালিক ক্রিয়া বলিলেই মনের ক্রিয়া বুঝিতে হইবে, এই যুক্তিতেও বাহ্য পদার্থের মূল উপাদান মানস। মনে প্রত্যক্ত্ব এবং সামান্যত্ব আছে অতএব বাহ্য পঞ্চভূতেও ঐ দুই লক্ষণ আছে।

ইহা দার্শনিক দৃষ্টি, এই দৃষ্টিতে মূল কারণ হইতে যথাক্রমে স্থূল ভূত-ভৌতিকে উপনীত হইলে জড়বিজ্ঞানের অভিমতও গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে। আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা-লব্ধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণেও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বাহ্য বস্তুর মূল এক মনোময় পদার্থ।*

উপনিষদ্ বলেন, "অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্…প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্" অর্থাৎ রথচক্রের নাভিতে অর বা শলাকাসমূহ যেমন গ্রথিত থাকে তেমনি সমস্ত ব্যক্ত বস্তুই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে·· ইহলোকের এবং স্বর্গলোকের সমুদয় ব্যক্ত বস্তু প্রাণেরই বশীভূত (প্রশ্ন)। বিশ্ব অন্তঃকরণমূলক বলিয়া সবই বিশ্বপ্রাণের দ্বারা অনুস্যূত। প্রত্যেক জীবদেহের উপাদান কারণ প্রজাপতির অন্তঃকরণাত্মক পঞ্চভূত বা পূর্বোক্ত গ্রাহ্যভূত প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি, এবং গ্রাহ্যভূত হওয়ার মূল কারণ দ্রষ্টৃ-দৃশ্য সংযোগ। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও জৈব-অজৈবরূপ ভেদ অন্তর্হিতপ্রায় এবং বাহ্য পদার্থও মনোময় বলিয়া স্বীকৃত, অতএব শ্রুতিসমর্থিত সাংখ্যীয় দার্শনিক দৃষ্টির সহিত এ বিষয়ে আর কোনও ভেদ থাকিতেছে না। উন্নত জীব তদপেক্ষা নিম্নস্তরের জীবের উপর কর্তৃত্ব করতঃ তাহাকে আবশ্যকমত সজ্জিত করিয়া স্বদেহ নির্মাণ করে, কিন্তু কোন জীবই তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারায় না। উন্নত জীবও তন্নিম্নস্থ জীবের জীবত্বকে (যাহা প্রত্যক্) অনুমানের দ্বারাই জানে, এবং তাহাকে প্রত্যক্ষরূপে জানে ভূত-ভৌতিকরূপে (যাহা সামান্য)—মহামনের দ্বারা ভাবিত হওয়ায়। নিম্নস্থ জীবও উন্নত জীবকে ঠিক ঐরূপেই জানে, তাহার বোধশক্তি অনুযায়ী।

---

* নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক জর্জ ওয়াল্ড বলেন—It is good physics and not vague mysticism to consider 'Consciousness' as the source of matter.

এডিংটন বলেন—Consciousness is not sharply defined, but fades into subconsciousness and beyond that we must postulate something indefinite but yet continuous with our mental nature. This I take to be the world stuff.

—The Nature of the Physical World Sir A Eddington.

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্যামো বলেন যে ভাইরাস পদার্থ জৈব-অজৈবর সংযোজক সেতু-স্বরূপ—These virus particles must be considered as ordinary chemical molecules and as living organisms at the same time, thus representing the missing link between living and non-living matter.

—The Riddle of Life. George Gamow.

উক্ত মত অন্যত্রও সমর্থিত—At the larger protein level the words 'living' and 'non-living' have lost their conventional meanings. It is difficult even in science to avoid the common solecism of attempting to force new facts into a conception that has no reality as such and it is time for us to realise that our concept of 'life' is too crude to be used in relation to the infinitely small.

—Principles of Bacteriology and Immunity Vol I p 1102

জীন্স্ বাহ্য জগৎকে এক স্রষ্টার অন্তঃকরণমূলক অনুমান করিতেও অধিক কুণ্ঠিত হন নাই—This brings us very near to those philosophical systems which regard the Universe as a thought in the mind of its creator.

—The Universe around us. Sir J. Jeans

উক্ত দৃষ্টিতে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমরা যেমন পূর্ব সংস্কারানুযায়ী রক্তমাংসল দেহ নির্মাণ করিয়াছি তেমনি শর্করা (crystal) প্রাণীও তাহার সংস্কারে পাষাণাদিরূপ দেহ নির্মাণ করিয়াছে, জলীয় অণু তাহার তরল দেহ নির্মাণ করিয়াছে। এইরূপেই বিশ্বের বৈচিত্র্য।

অতএব উন্নত প্রাণী এবং পরমাণুর মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নাই, তাহাদের মধ্যে সামান্যত্বও যেমন আছে তেমনি প্রত্যকৃত্বও আছে যেহেতু সবই চিৎ-জড় সংযোগে উৎপন্ন।

ত্রৈগুণিক সৃষ্টি ও জীব। বাহ্য ভৌতিক জগতের মূল কারণ যে ত্রিগুণ তাহা বলা হইয়াছে কিন্তু তাহার ব্যক্ততার কারণ বলা হয় নাই। শুধু জড় উপাদানেই কিছু সৃষ্ট হয় না, তাহার চেতন নিমিত্ত কারণও থাকা চাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিশ্ব মনোমূলক। পঞ্চভূতরূপে বিশ্বের অভিব্যক্তির চেতন নিমিত্তকারণ (efficient cause) প্রজাপতির অন্তঃকরণ। বিশ্ববাসী কোনও সাধক তাঁহার চিত্তকে লয় করিয়া কৈবল্যসিদ্ধ হইলেও বাহ্য জগৎ অন্য সকলের নিকট ব্যক্তই থাকিবে—"কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ" (যোগসূত্র ২।২২)।

অন্তঃকরণকেই জীবের নিজস্ব বলা যাইতে পারে। দেহধারণের সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ নিয়া জীব জন্মায় ও পঞ্চভূতের উপাদানে স্বদেহ নির্মাণ করিয়া কর্ম করিতে থাকে। এই পঞ্চভূতের সাক্ষাৎ কারণ বিশ্বস্রষ্টার অন্তঃকরণ অর্থাৎ বিশ্বাধীশের মনের দ্বারা জীবের যথাযোগ্য সংস্কারযুক্ত মন ভাবিত হওয়ার ফলেই জীবের ভৌতিকের জ্ঞান ও দেহধারণ ঘটে, "সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ"—ঋগ্বেদ ('সাংখ্যের ঈশ্বর' দ্রষ্টব্য)। যখন কল্পান্তে প্রজাপতি তাঁহার ঐশ চিত্ত সংহরণ করিবেন তখন এই জগৎ এবং তদাশ্রিত জীবও লীন হইবে। তবে ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য, বদ্ধ জীবগণ স্বীয় সংস্কারানুযায়ী অন্য ব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিবে, কখনও বাহ্য আশ্রয়ের অভাব হইবে না।

প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতি ব্যতীত চিত্ত কল্পনীয় নহে, অতএব পঞ্চভূতের অব্যবহিত কারণকে স্রষ্টার অন্তঃকরণ বলিলে সে দৃষ্টিতেও পঞ্চভূত ত্রিগুণাত্মক। ত্রৈগুণিক চিত্তযুক্ত বলিয়া জগৎ-স্রষ্টা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভদেবকে সগুণ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। যিনি কোনকালে এই চিত্তের সহিত অস্মিতা-ক্লেশের দ্বারা সম্পর্কিত নহেন সেই অনাদিমুক্ত ত্রিগুণাতীত পুরুষই নির্গুণ ঈশ্বর।

জড়-চেতনের দৃষ্টিতে ত্রৈগুণিকের ভেদ। জড় ও চেতন শব্দদ্বয় একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা লক্ষ্য না করিলে অনেক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে।

যাহার পরিদৃষ্ট স্বেচ্ছ কর্ম দেখা যায় না তাহাকে জড় বলা হয়, যেমন মাটি, পাথর প্রভৃতি। যাহা জ্ঞেয় তাহাকেও জড় বলা হয়। যদি বলা যায় এক জঙ্গম প্রাণী ত আমার নিকট জ্ঞেয় অতএব সেও কি জড়? উত্তরে বলিতে হইবে তাহার যাহা প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞেয় অংশ তাহা মাটি-পাথরের ন্যায়ই জড়। তাহার চেতন অংশটা আমার নিজের চেতনতার (অনুভবের) উপমায় অনুমানের দ্বারাই (সাক্ষাৎভাবে নহে) জ্ঞেয়, এই কারণে চৈতন্যের অধিষ্ঠিত পাঞ্চভৌতিক দেহধারী জীবকে আমরা চেতনই বলি।

জীবকে যখন চেতন বলা হয় তখন বস্তুতঃ তাহার অন্তঃকরণকে চেতন বলা হইলেও তাহা চিন্মাত্র দ্রষ্টা নহে। অন্তঃকরণের এক অংশ যে জ্ঞাতা এবং এক অংশ যে জ্ঞেয় তাহা অনুভূত সত্য, তাই তাহা দ্রষ্টৃ-দৃশ্য সংযোগজাত। অতএব অন্তঃকরণযুক্ত জীবে যেমন চিৎস্বরূপ স্বপ্রকাশ দ্রষ্টৃত্ব আছে তেমনি দৃশ্য বা জ্ঞেয়রূপ জড়ত্বও আছে। পুরুষাকারা বুদ্ধিও যেমন চিন্মাত্র পূর্ণ দ্রষ্টা নহে তেমনি ব্যক্ত দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডও দ্রষ্টা হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত জড় দৃশ্যমাত্র নহে, উভয়ই চিৎজড় সংযোগজাত।

তবে চিতিমাত্র দ্রষ্টৃ-পুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত জড় কি? তাহা দ্রষ্টার উপদর্শনহীন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা অব্যক্তা প্রকৃতি।

চেতন-অচেতনের লক্ষণে বিভিন্ন দৃষ্টিতে সমগ্র জ্ঞেয় পদার্থের এইরূপ বিভাগ করা যাইতে পারে—

১। চেতনতার মূল পূর্ণ চিন্মাত্র···দ্রষ্টা পুরুষ।

২। চিদ্-বিপরীত সম্পূর্ণ জড়·· প্রকৃতি বা গুণসাম্য অবস্থা।

৩। চেতন পরিদৃষ্ট কর্মযুক্ত জীব।

৪। অচেতনরূপ জড়·· পরিদৃষ্ট স্বেচ্ছকর্মহীন পাঞ্চভৌতিক পদার্থ (স্থাবর)।

৫। জড়-চেতন সংঘাত···জীব এবং পাঞ্চভৌতিক জগৎ, অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত অন্তঃকরণাদি সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ ইহার অন্তর্গত। ভৌতিক পদার্থও পূর্বোক্তলক্ষণে সম্পূর্ণ চেতনও নহে এবং সম্পূর্ণ জড়ও নহে, কারণ চেতন জীবের ন্যায় ইহাও চিদ্রূপ পুরুষ এবং জড়া প্রকৃতির সংযোগজাত।

৬। যাহা চিন্মাত্র দ্রষ্টা নহে তাহা জড় · এই লক্ষণে বুদ্ধিতত্ত্বকেও তাহার জড় উপাদানের দৃষ্টিতে অনেক স্থলে অচেতন জড় বলা হয়। এই দৃষ্টিভেদ লক্ষ্য না করিয়া বুদ্ধিকে মাটি-পাথরের মত জড় বুঝিলে জীবই জড় হইবে, চেতন বলিয়া কিছু থাকিবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে 'জড়' ও 'চেতন' শব্দদ্বয়ের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই, কোথায় কোন্ দৃষ্টিতে উহারা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া অর্থ স্থির করিতে হইবে।

সংসার-চক্র ও মোক্ষধর্ম

যোগদর্শনের চতুর্থ পাদ একাদশ সূত্রের ভাষ্যে যে সংসার-চক্রের উল্লেখ আছে তাহা ঔপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যার অর্থাৎ মোক্ষধর্মের সার মর্ম। বিষয়টি আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে যেমন সূক্ষ্ম তেমনি গভীরার্থক। ইহাতে লক্ষণীয় যে ধর্মকেও অবিদ্যামূলক বলা হইয়াছে। মহাভারতেও আছে—

যো বৈ ন পাপে নিরতো ন পুণ্যে নার্থে ন ধর্মে মনুজো ন কামে।

বিমুক্তদোষঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনো বিমুচ্যতে দুঃখসুখার্থসিদ্ধেঃ॥

ইহাতেও সাংসারিক সুখ-দুঃখরূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য পাপের সহিত পুণ্যকে এবং ধর্মকেও ত্যক্তব্যের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধর্মাচরণেরই উপদেশ পাওয়া যায়, অতএব মোক্ষের আদর্শে কোন্ ধর্ম বা পুণ্য ত্যাজ্য এবং কোন্ ধর্ম পালনীয় তাহাই বিচার্য।

সংসার অর্থে জন্ম-মৃত্যুর পারম্পর্যরূপ সংসরণ। জীব জন্মগ্রহণ করে, শুভাশুভ কর্ম ও তাহার ফল ভোগ করিয়া বিগত হয়, আবার ফিরিয়া আসে। ব্যাসদেব এই-প্রক্রিয়াকে এক আবর্তনশীল চক্রের সহিত উপমিত করিয়া বলিয়াছেন পরস্পরসাপেক্ষ ধর্ম-অধর্ম, সুখ-দুঃখ ও রাগ-দ্বেষ এই ছয় অরযুক্ত চক্র আবর্তিত হইতেছে। ইহাদের নেত্রী অবিদ্যা যাহা সর্ব ক্লেশের মূল (যোগদর্শন ৪/১১ সূত্রের চিত্র দ্রষ্টব্য)। অর অর্থে চক্রের শলাকা (spoke) বা পাখি।

ধর্মানুষ্ঠানের ফলে সুখলাভ হয়, সেই সুখাবস্থা পরমার্থ-সাধনের সহায়করূপে শান্তির অভিমুখও হইতে পারে, আবার সেই সুখে মুগ্ধ হইয়া বন্ধনমূলক কর্মও হইতে পারে যাহা ভবিষ্যৎ দুঃখেরই সংগ্রাহক। অধর্মের ফলে লোকে দুঃখ পায়, সেই আঘাতে পুনরায় ধর্মানুরাগী হয় এবং ধর্মানুষ্ঠান করিয়া পূর্বোক্ত সুখও পায়। এ বিষয়ে শ্রুতিতে পাই—

ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥ (মুণ্ডক)

ঋষি বলিলেন, যে-সব মূঢ় ব্যক্তিরা যাগযজ্ঞাদি ও বাহ্য সদনুষ্ঠানকেই উৎকৃষ্ট কর্ম মনে করে এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম যে আছে তাহা জানে না তাহারা ঐ ঐ কর্মের সুখফল ভোগান্তে পুনরায় ইহলোকে অথবা ইহাপেক্ষাও হীনতর লোকে জন্মায়। অতএব জানা গেল যে ধর্ম এক প্রকার নহে। আধ্যাত্মিকতাহীন প্রবৃত্তিধর্ম (ইষ্টাপূর্ত) এবং তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অন্য এক ধর্ম (অন্যচ্ছ্রেয়) আছে যাহা ত্রিবিধ ক্লেশের চিরনিবৃত্তিদায়ক মোক্ষধর্ম। সংসার-চক্রের অরস্বরূপ প্রবৃত্তিধর্মে চিত্তের বহির্মুখিতারই প্রাধান্য, তাই তাহা ত্যাজ্য। প্রত্যক্ষই দেখা যায় জগতে দয়া-দানরূপ ধর্মও যেমন প্রচলিত তেমনি অন্যদিকে জিঘাংসা-গৃধ্নুতাও সমভাবে বর্তমান। রামায়ণ-মহাভারতের সেই প্রাচীন যুগেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। আর, মনকে অন্তর্মুখ করিয়া ও নিজের অন্তরস্থ সংস্কার-সকল ক্ষয় করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে সদাচরণ তাহাই সংসরণ-নিবারক পূর্বোক্ত শ্রেয়স্বর ধর্ম বা পরমধর্ম—সুতরাং সর্বতোভাবে গ্রহণীয়। "অয়ন্তু পরমো ধর্মো যদ্ যোগেনাত্ম-দর্শনম্" (যাজ্ঞবল্ক্য)।

বিচার করিলেও দেখা যায় যে রাগ-দ্বেষও সব এক প্রকার নহে। ভোগানুরাগ যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এইরূপ প্রবৃত্তি, আর তদ্বিরুদ্ধ শান্তিপ্রাপক পরমার্থে শ্রদ্ধারূপ অনুরাগ, যাহাতে ঐন্দ্রিয়িক আসক্তি এবং তৎসহ দেহাত্মবোধ শিথিল হয়। প্রথমোক্ত রাগমূলক আচরণে অনাত্মে আত্মজ্ঞান, যাহাকে অস্মিতা-নামক অবিদ্যা বলে, তাহা দৃঢ়তরই হইতে থাকে, যৎফলে "অবিদ্যাবান্··· সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি" (কঠ) অর্থাৎ পুনর্দেহধারণ, জগতের অধীনতা এবং ত্রিতাপকে বরণ করা হয়। এই অবিদ্যানাশই আর্য ও বৌদ্ধ নির্বাণবাদের লক্ষ্য। দ্বেষকেও দুই ভাগ করা যায়। যাহাতে বিদ্বেষবুদ্ধি তীব্রতর হয় এইরূপ প্রবৃত্তি, এবং দ্বেষজ মনোবৃত্তিসকল পরম দুঃখদায়ক অতএব একান্তই হেয় ইহা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তাহাতে বিদ্বেষ বা বিরাগ। এ বিষয়ে 'ক্ষান্তিপারমিতা'র শান্তিদেবের উক্তি উল্লেখযোগ্য—'দ্বেষে দ্বেষোঽস্তু মে বরম্' অর্থাৎ দ্বেষের উপরেই যেন আমার বিদ্বেষ হয়। দ্বেষজনিত দুঃখ পাইতে থাকিলেও তাহাকে পোষণ করিয়া রাখা মনস্তত্ত্বের এক প্রহেলিকা যাহা তমোঽভিভূত বুদ্ধিমোহেরই ফল। যোগদর্শনের দ্বিতীয় পাদ পঞ্চম সূত্রের 'ভাস্বতী'তে আছে "দ্বেষজম্ ঈর্ষাদিকং সন্তাপকরমপি অনুকূলতয়া উপনহ্যন্তি দ্বেষিণো জনাঃ" অর্থাৎ দ্বেষজ ঈর্ষাদি দুঃখকর হইলেও বিদ্বেষপরায়ণ লোকে তাহাই অনুকূল মনে করিয়া অন্তরে পোষণ করে।*

এই সংসার-চক্র হইতে নির্মুক্ত হইবার উপায় মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে গীতা বলেন "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে"। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মোক্ষরূপ সিদ্ধিলাভের জন্য প্রযত্ন করেন। অতীব বিরল হইলেও যথার্থ আধ্যাত্মিক সাধনপরায়ণ মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাঁহারা এই ব্রহ্মবিদ্যার স্নিগ্ধোজ্জ্বল উদাহরণস্বরূপ। ইঁহাদের দ্বারাই এই ক্লিষ্ট বিক্ষুব্ধ জগতে সর্বজনকল্যাণকর এই বিদ্যা সঞ্জীবিত রহিয়াছে। তাঁহাদের আদর্শে ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া যিনি তাঁহাদের অনুচারী হইবেন তিনিই শান্তিলাভ করিবেন। উহার আংশিক আচরণে আংশিক ফলই পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে স্মর্তব্য যে, একজন স্বকীয় আচরণের ও উপদেশের দ্বারা অন্য শ্রদ্ধালুকে শান্তিপথের নির্দেশই দিতে পারেন এবং দিয়া থাকেন, তাহাই মহামানবদের মহাদান, কিন্তু সেই পথ অতিক্রম করিতে হইবে নিজেকে। এ বিষয়ে গীতার উক্তি—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

অর্থাৎ নিজের চেষ্টার দ্বারাই নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, নিজেকে যেন অধঃপাতিত করিও না, (স্বকর্মানুযায়ী) নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু। বুদ্ধদেবেরও ঐ এক কথা "অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া" (ধর্মপদ)। তিনি স্পষ্টই বলিলেন—নিজেই নিজের নাথ বা নিয়ন্তা, তদ্ব্যতীত অন্য আর নাথ কে আছে?

মোক্ষবিদ্যার মূল কথা এই যে, মৈত্রী-করুণা-অহিংসা-সত্য প্রভৃতি শীল সদাচার অবশ্য পালনীয় কিন্তু আত্মহারা হইয়া নহে, তাহাতে যেন দেহাত্মবোধের শিথিলতাকারক আধ্যাত্মিকতার অনুপ্রবেশ থাকে যাহার পরিসমাপ্তি নিস্ত্রৈগুণ্য আত্মস্থতারূপ শাশ্বতী শান্তিতে। চিত্তের এই

* অধ্যাপক উডওয়ার্থ (Robert Woodworth) তাঁহার 'Psychology' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'Pugnacious individuals, dogs or men, seem to derive more solid satisfaction from a good fight than from any other amusement.' অর্থাৎ ঝগড়াটে কুকুর অথবা মানুষ একটা বিবাদ-বিগ্রহের ব্যাপারে যেরকম পরিতৃপ্তি পায় তাহা কোন আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে পায় না।

অন্তর্মুখিতার অভাবে কর্তাকে অখ্যাত করিয়া কর্মটাই যেন প্রখ্যাত না হয় যাহা বিদ্যা-বিরোধী অবিদ্যার লক্ষণ। নিজের বাহ্য ও আন্তর কর্মের উপর লক্ষ্য রাখাই চিত্তের অন্তর্মুখিতা বা আত্মাভিমুখিতা, তদ্বিষয়ক স্মৃতিসাধনের অভ্যাসই দেহাত্মবোধরূপ অবিদ্যানাশের প্রকৃষ্ট উপায় এবং ইহাকেই গীতা যোগযুক্ত কর্ম বলেন, যাহার ফলে ক্রমশঃ কর্মক্ষয় হইয়া যোগই প্রধান হয় অর্থাৎ চিত্ত শান্ত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সংক্ষিপ্ত সরল ভাষায় বলিলেন "সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" অর্থাৎ চিত্তের শুদ্ধি হইলে আত্মস্মৃতি নিশ্চলা হয় এবং তাহাতে সর্ব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। বুদ্ধদেবও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে 'সম্যক্ স্মৃতি'র প্রাধান্য দিয়াছেন। (১।২০ সূত্রের টীকায় এবং 'জ্ঞানযোগ' প্রকরণে এ বিষয় বিবৃত আছে।)

জগতে সুখ সকলেই চায়।* সুখ যদি সর্বজনকাম্য হয় তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে কোন্ সুখ শ্রেষ্ঠ? ইহার একমাত্র উত্তর যে-সুখ সর্বকালস্থায়ী। তাহাই দুঃখের চিরনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ বা শাশ্বতী-শান্তিসুখ। যথাযথ ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিলেও সব জীবেরই অন্তর্নিহিত ঐ এক কামনা যদিও কর্ম করে নিজের প্রবৃত্তির বশে। দেশকালাতীত মোক্ষাবস্থা সহসা লাভ করা সম্ভবপর না হইলেও তাহার সাধন আরম্ভ করা এবং সাধনানুযায়ী ফল লাভ করা দুঃসাধ্য নহে। পারমার্থিক বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা শক্তিমান্ হইয়া পূর্বোক্ত স্মৃতিরক্ষার অভ্যাসে মনকে অন্তর্মুখ বা আত্মাভিমুখ রাখিলে সাধকের চিত্ত যে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক, শান্ত ভাবে মণ্ডিত হইতে থাকিবে এবং জন্মান্তরে তিনি যে উন্নততর লোকে আবির্ভূত হইবেন যেখানে বাহ্য বাধা অল্পতর, তাহা নিশ্চয়। এইরূপেই মুমুক্ষু সাধকদের ঊর্ধ্বগতি হইতে থাকে। উপনিষদাদি শাস্ত্রে এইরূপ বিবরণই পাওয়া যায় এবং তাহা সম্যক্ যুক্তিসিদ্ধ। চিত্তের এই অন্তর্মুখিতা না থাকিলে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের সংসার-চক্রের চির আবর্তন অব্যাহতই থাকিবে।

* ফরাসী দার্শনিক প্যাস্কাল (Blaise Pascal) বলেন, "All desire to be happy, this general rule is without exception. Whatever variety there may be in the means employed, there is but one end universally pursued. ......This is the sole motive to every action of every person, andeven of such as most unnaturally become their own executioners." অর্থাৎ সকলেই সুখী হইতে চায়, এই সাধারণ নিয়মের কোন অপবাদ নাই। ঐ জন্য অবলম্বিত উপায়টা যতই বিভিন্ন প্রকারের হোক না কেন সার্বজনীন উদ্দেশ্যটা একই।... প্রত্যেকের প্রতি কর্মের মূলে ঐ এক কামনা, এমন কি যাহারা অস্বাভাবিক উপায়ে আত্মঘাতক হয় তাহাদেরও উদ্দেশ্য উহাই—সুখী হওয়ারই জন্য।

বাহ্যমূল

পাঞ্চভৌতিক বাহ্যবস্তুব মূল দুই প্রকাবে অনুসন্ধেয়—বাহ্যবস্তুকে বিশ্লিষ্ট কবিয়া এবং বাহ্য ক্রিয়োদ্রিক্ত নিজেব মনকে বিশ্লেষণ, নিবীক্ষণ কবিয়া। প্রথমটিতে বৈজ্ঞানিকেবা যন্ত্রপাতিব দ্বাবা বাহ্যবস্তুকে (যাহাকে পাশ্চাত্যেবা ম্যাটাব নাম দেন) অণু হইতে পবমাণুতে পবিণত কবিয়া বর্তমানযুগে এমন এক স্তবে উপনীত হইয়াছেন, যেখানে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে পবিশেষে কেবল শক্তি বা এনার্জিমাত্রই অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতে পৃথক্ শক্তিমান্ কোন বস্তু বা ম্যাটাব বলিয়া কিছু থাকিবে না। ম্যাটাবেব ন্যায় শক্তি বা এনার্জি দেশাশ্রিত পদার্থ নহে, তাহা কালাশ্রিত অর্থাৎ কালিক ধাবায় পবিণামশীল। ঐসব কাবণে অদেশাশ্রিত বস্তুমূলকে জ্ঞান-স্বরূপ পদার্থ বলা ব্যতীত গত্যন্তব নাই।

এই পদ্ধতিতে পবমাণু পর্যন্তই সাক্ষাৎভাবে জ্ঞেয় হইতে পাবে, তৎপবেব অবস্থা চিবঅনুমেয়ই থাকিবে। ভৌতিক দেহেন্দ্রিয়েব দ্বাবা যেমন ভূততত্ত্বেব মূল পবিদৃষ্ট হইতে পাবে না তদ্রূপ মেটিবিয়াল বা ম্যাটাব নির্মিত যন্ত্রেব দ্বাবা ম্যাটাবেব পবাবস্থা সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞাত হইবাব যোগ্য নহে, তাহা অনুমেয়ই হইতে পাবে। গ্রীক মনীষী প্লেটোব মতেও বাহ্যবস্তু আমাদেব যাহা জানায়, আমবা তাহাই জানি, উহাব মূল আমাদেব প্রত্যক্ষতঃ জানাব উপায় নাই।

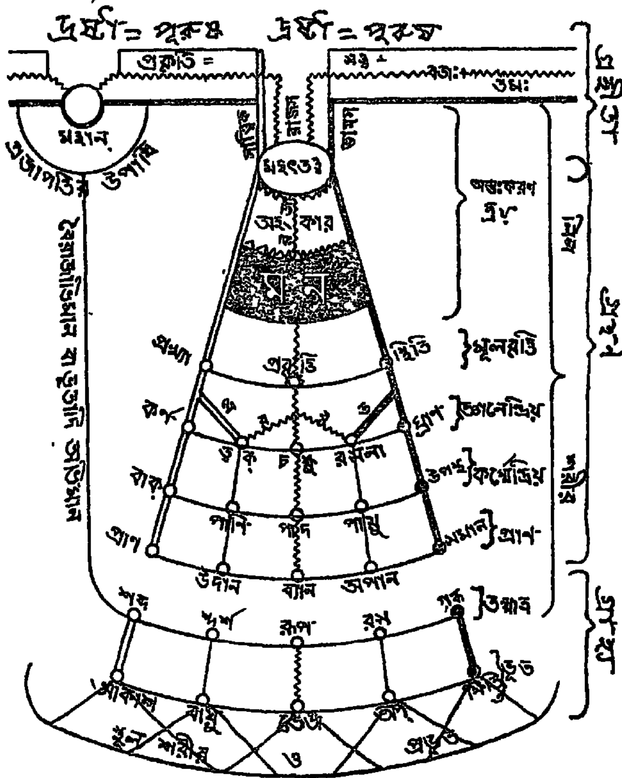
দ্বিতীয় উপায়টি আধ্যাত্মিক, তাহা চিত্তস্থিতিকাবক সাধন-সাপেক্ষ এবং যুক্তিসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়াগত বাহ্যক্রিয়াব দ্বাবা উদ্বুদ্ধ স্বচিত্তেব সক্রিয় অবস্থাবিশেষই যে বাহ্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হয় তাহা অধিগম কবিয়া সাধক চিত্তস্থৈর্যেব দ্বাবা স্থূল ভৌতিক জ্ঞান হইতে যথাক্রমে সূক্ষ্মতম তন্মাত্র-তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হইবেন। তাহা জাগতিক বাহ্যজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবাব অব্যবহিত পূর্বাবস্থা। এক্ষেত্রেও বাহ্যমূল অনুমেয়ই হইবে, কাবণ তন্মাত্র সাক্ষাৎকাবেব পব তাঁহাব বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানই থাকিবে না। তবে তান্মাত্রিক জ্ঞানেব পব ক্রমোচ্চ মহদাত্মভাবে উপস্থিত হইলে ("জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ" —কঠ) তখন দেহাত্মবোধরূপ সংকীর্ণতা অপগত হওয়ায় অবাধ আত্মবোধেব ফলে সেই জ্ঞানস্বরূপ পদার্থই যে সর্বমূল ও সর্বশক্তিমান্ হইতে পাবে তাহা সাক্ষাৎভাবেই উপলব্ধ হইবে। গীতাও তদবস্থাব লক্ষণে বলেন "সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি"।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াল্ড (George Wald) ম্যাটাবের মূলকে এক জ্ঞানস্বরূপ পদার্থ (consciousness) বলিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান বলেন অবিশ্লেষ্য ঘনীভূত শক্তি (concentrated energy)।

পরিশিষ্ট

তত্ত্বেঙ্গিত

(সাংখ্যতত্ত্বালোক ও তত্ত্বপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)



শ্বেত = সাত্ত্বিক, তবজাযিত = রাজস, কৃষ্ণ = তামস।

	সাত্ত্বিক	সাঃ-রাঃ	রাজস	রাঃ-তাঃ	তামস
প্রখ্যাভেদ	প্রমাণ	স্মৃতি	প্রবৃত্তি বিজ্ঞান	বিকল্প	বিপর্যয়
প্রবৃত্তিভেদ	সংকল্প	কল্পন	কৃতি	বিকল্পন	বিপর্যস্ত চেষ্টা
স্থিতিভেদ	প্রমাণ সং	স্মৃতি সং	চেষ্টা সং	বিকল্প সং	বিপর্যয় সং

তত্ত্বাঙ্গিতের ব্যাখ্যা

(সাংখ্যীয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব)

মূল কারণ—পুরুষ বা দ্রষ্টা (মূল নিমিত্তকারণ) এবং প্রকৃতি বা দৃশ্য (মূল উপাদানকারণ)।

দৃশ্যসকল ২৪ তত্ত্বরূপে আছে ; তাহা যথা—

পঞ্চ স্থূল ভূত—(১) ক্ষিতি, (২) অপ., (৩) তেজ, (৪) মরুৎ বা বায়ু, (৫) ব্যোম বা আকাশ। ক্ষিতির গুণ গন্ধ। অপের গুণ রস যাহা জিহ্বার দ্বারা জানা যায়। তেজের গুণ রূপ যাহা চক্ষুর দ্বারা জানা যায়। বায়ুর গুণ শীত ও উষ্ণ স্পর্শ।. আকাশের গুণ শব্দ।

পঞ্চ তন্মাত্র—(৬) শব্দতন্মাত্র, (৭) স্পর্শতন্মাত্র, (৮) রূপতন্মাত্র, (৯) রসতন্মাত্র, (১০) গন্ধতন্মাত্র। তন্মাত্রসকল শব্দাদি গুণের অতি সূক্ষ্ম অবস্থা।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—(১১) কর্ণ, (১২) ত্বক্, (১৩) চক্ষু, (১৪) জিহ্বা, (১৫) নাসা।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—(১৬) বাক্, (১৭) পাণি, (১৮) পাদ, (১৯) পায়ু, (২০) উপস্থ। ইহাদিগের সহিত পঞ্চ প্রাণও আছে। প্রাণের দ্বারা শরীরধারণ হয় অর্থাৎ শ্বাস, প্রশ্বাস, রস-রক্তাদি চালন ও পরিপাকাদি হয়।

(২১) মন—মনের দ্বারা সংকল্পন বা চিন্তা, ইচ্ছা আদি হয়। (যাহা হৃদয়াখ্য মন তাহা সংস্কারাধার)।

(২২) অহংকার—অহংকারের গুণ অভিমান। ইহা দ্বারা 'আমি এইরূপ, ঐরূপ' এই রকম বোধ হয়। অহংকারের দ্বারা 'ইহা আমার' এইরূপ বোধও হয়।

(২৩) বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব—ইহা কেবল 'আমি' মাত্র জ্ঞান।

(২৪) প্রকৃতি বা প্রধান—ইহা ব্যক্তক্রিয়াহীন সত্ত্ব, রজ ও তম ছাড়া আর কিছু নহে। অন্য সমস্ত দৃশ্য ইহাতে লয় হয় এবং ইহা সকলের মূল উপাদান কারণ।

এই চব্বিশ তত্ত্ব এবং নির্বিকার দ্রষ্টা পুরুষ, মোট ২৫ তত্ত্ব হইল। অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ ধর্ম প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি। সমস্ত বাহ্য করণের সাধারণ বৃত্তি পঞ্চপ্রাণ। তন্মাত্র ও ভূতের বাহ্যমূল=প্রজাপতির ভূতাদি-নামক অভিমান। মহত্তত্ত্ব ও তদন্তর্গত দ্রষ্টা পুরুষের নাম গ্রহীতা। মহত্তত্ত্ব হইতে প্রাণ পর্যন্ত সমস্ত করণের নাম গ্রহণ এবং ভূত ও তন্মাত্র গ্রাহ্য। মহত্তত্ত্ব হইতে তন্মাত্র পর্যন্তের নাম লিঙ্গ-শরীর। প্রভূত বা ঘট-পটাদি অজৈব দ্রব্য এবং স্থূল শরীর ইহারা ভূতনির্মিত বা ভৌতিক। এই পঁচিশ তত্ত্বের দ্বারা সব নির্মিত, ইহাদের মধ্যে চব্বিশটি বিকারী দৃশ্য পদার্থকে ত্যাগ করিয়া নির্বিকার দ্রষ্টা পুরুষকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই কৈবল্যমুক্তি হয়।

পারিভাষিক শব্দার্থ

এই গ্রন্থ পাঠকালীন পাঠকগণ নিম্নলিখিত শব্দার্থগুলি স্মরণ রাখিবেন।

পদার্থ = পদের অর্থ বা পদের দ্বারা যাহা অভিহিত হয় = ভাব ও অভাব।

ভাব পদার্থ = বস্তু = দ্রব্য ও গুণ।

বস্তু = যাহার বাস বা অস্তিত্ব আছে।

দ্রব্য = ব্যক্ত ও সূক্ষ্মগুণের যাহা আশ্রয়। দ্রব্য আন্তর হয় এবং বাহ্যও হয়।

গুণ (সত্তাদি ব্যতিরিক্ত) = ধর্ম = দ্রব্যের বুদ্ধভাব অর্থাৎ যে যে ভাবে আমরা দ্রব্যকে জানি বা জানিতে পারি। ব্যক্ত গুণ = বর্তমান। সূক্ষ্মগুণ = অতীত বা যাহা পূর্বে ব্যক্ত ছিল, এবং অনাগত বা যাহা পরে ব্যক্ত হইবে। গুণসকল বাহ্য ও আন্তর। মূল বাহ্যগুণ = বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জড়ত্ব। মূল আন্তর গুণ = প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি।

বিষয় = বাহ্য করণের ও অন্তঃকরণের ব্যাপার।

বিষয়সকল = বোধ্য বিষয়, কার্য বিষয় ও ধার্য বিষয়। বোধ্য বিষয় = বিজ্ঞেয় ও আলোচ্য। কার্য বিষয় = স্বেচ্ছ কার্য বিষয় ও স্বতঃ কার্য বিষয়। ধার্য বিষয় = শরীরাদি দ্রব্য এবং শক্তিসকল (করণ-শক্তি এবং সংস্কার)। বিজ্ঞেয় বিষয় = গৃহ্যমাণ বা প্রত্যক্ষ বিষয় এবং অগৃহ্যমাণ বা অনুমেয় এবং স্মার্য কল্প্য আদি বিষয়। স্বেচ্ছ ক্রিয়া-বিষয় = কর্মেন্দ্রিয়াদির কার্য। স্বতঃ কার্য বিষয় = প্রাণাদির কার্য। বিষয়সকল বাহ্য ও আভ্যন্তর।

বোধ = 'জ্ঞ'রূপ বা জানামাত্র। জানা ত্রিবিধ যথা—স্ববোধ, বিজ্ঞান এবং আলোচন। স্ববোধ = চৈতন্য। চিতি, চিৎ, জ্ঞমাত্র, দৃক্, স্বপ্রকাশ ইত্যাদি ইহার নামভেদ। বিজ্ঞান ঊহনাদি চিত্তক্রিয়ার দ্বারা সিদ্ধ-চিত্তস্থিত যে তত্ত্ববোধ। শব্দাদি বাহ্য বিষয়ের এবং ইচ্ছাদি মানস বিষয়ের নাম, জাতি, সংখ্যা আদির সহিত যে জ্ঞান তাহাই বিজ্ঞান। আলোচন = বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের নাম, জাতি আদি হীন যে প্রাথমিক সংজ্ঞামাত্র-বোধ।

করণ = বুদ্ধি হইতে সমান পর্যন্ত অধ্যাত্ম শক্তিসকল। ইহারা ভোগ এবং অপবর্গ ক্রিয়ার সাধকতম। করণের সমষ্টির নাম লিঙ্গ শরীর।

শক্তি = কোনও বস্তুর কারণ—যাহা দৃষ্ট নহে কিন্তু অনুমেয়। শক্তি যথা—চিতিশক্তি বা দৃক্‌শক্তি এবং দৃশ্যশক্তি। চিতিশক্তি = নিষ্ক্রিয়। ইহা স্বপ্রকাশ-স্বভাবের দ্বারা আমিত্বরূপ প্রকাশের হেতু। দৃশ্যশক্তি = ক্রিয়ার যে সূক্ষ্ম পূর্ব এবং পর অবস্থা। আন্তর শক্তি = সংস্কার রূপ, যাহার নাম হৃদয়। বাহ্যশক্তি = বাহ্যক্রিয়ার উদ্ভব দেখিয়া তাহার অনুমেয় পূর্বের বা পরের অক্রিয় অবস্থা।

ক্রিয়া = শক্তির ব্যক্ত অবস্থা। তাহা বাহ্য ও আন্তর। আন্তর ক্রিয়া শুধু কাল ব্যাপিয়া হয়, বাহ্যক্রিয়া দেশ ও কাল ব্যাপিয়া হয়।

যোগদর্শনের বিষয়সূচী

অঙ্কসকলেব অর্থ—প্রথম অঙ্ক পাদসূচক; দ্বিতীয় অঙ্ক সূত্রেব ভাষ্যসূচক এবং তৃতীয় টীকা-সূচক। যেমন ১।৫ (৩)—প্রথম পাদেব পঞ্চম সূত্রভাষ্যেব তৃতীয় টীকা, তৎসহ ঐ সূত্রেব 'ভাস্বতী' টীকা এবং তাহাব অনুবাদও দ্রষ্টব্য। প্রকবণমালাব বিষয়সূচী পৃথক্ দেওয়া হইযাছে। সাংখ্যতত্ত্বালোকেব পৃথক্ সূচী ৫৪৯ পৃষ্ঠায দ্রষ্টব্য।

অ

আ

ভ

প্রকরণমালার বিষয়সূচী

প

হ

যোগদর্শনের বর্ণানুক্রমিক সূত্রসূচী

যোগভাষ্যোদ্ধৃত বচনমালা

একমেবদর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্ ॥ ১।৪ ॥ (পঞ্চশিখ)

আদিবিদ্বান্ নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ ॥ ১।২৫ ॥ (পঞ্চশিখ)

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে ॥ ১।২৮ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যাস্মীত্যেবং তাবৎ সম্প্রজানীতে ॥ ১।৩৬ ॥ (পঞ্চশিখ)

প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্যাশোচ্যঃ শোচতো জনান্।
ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥ ১।৪৭ ॥ (মহাভারত, ধর্মপদ)

আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্ ॥ ১।৪৮ ॥ (স্মৃতি—বিজ্ঞানভিক্ষু)

স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্যন্দান্নিধনাদপি।
কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ ॥ ২।৫ ॥
(শ্রুতি—বিজ্ঞানভিক্ষু, বৈয়াসিকী গাথা—বাচস্পতি মিশ্র)

ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্ত্বমাত্মত্বেনাভিপ্রতীত্য তস্য সম্পদমনুনন্দতি আত্মসম্পদং মন্বানঃ, তস্য ব্যাপদমনুশোচতি আত্মব্যাপদং মন্যমানঃ স সর্বোঽপ্রতিবুদ্ধঃ ॥ ২।৫ ॥ (পঞ্চশিখ)

বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষমাকারশীলবিদ্যাদিভির্বিভক্তমপশ্যন্ কুর্যাত্তত্রাত্মবুদ্ধিং মোহেন ॥ ২।৬ ॥ (পঞ্চশিখ)

দ্বে দ্বে হ বৈ কর্মণী বেদিতব্যে পাপকস্যৈকো রাশিঃ পুণ্যকৃতোঽপহন্তি।
তদিচ্ছস্ব কর্মাণি সুকৃতানি কর্তুমিহৈব তে কর্ম কবয়ো বেদয়ন্তে ॥ ২।১৩ ॥
(শ্রুতি—বিজ্ঞানভিক্ষু, আম্নায—বাচস্পতি মিশ্র)

স্যাৎ স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ কুশলস্য নাপকর্ষায়ালং কস্মাৎ, কুশলং হি মে বহ্বন্যদস্তি যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেঽপি অপকর্ষমল্পং করিষ্যতি ॥ ২।১৩ ॥ (পঞ্চশিখ)

রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্তন্তে ॥ ২।১৫, ৩।১৩ ॥ (বার্ষগণ্য, পঞ্চশিখ)

তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাৎ স্যাদয়মাত্যন্তিকো দুঃখপ্রতীকারঃ ॥ ২।১৭ ॥ (পঞ্চশিখ)

অযন্তু খলু ত্রিষু গুণেষু কর্তৃষু অকর্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়া-সাক্ষিণি উপনীয়মানান্ সর্বভাবানুপপন্নাননুপশ্যন্ন দর্শনমন্যচ্ছঙ্কতে ॥ ২।১৮ ॥ (পঞ্চশিখ)

অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তি-মনুপততি তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে ॥ ২।২০, ৪।২২ ॥ (পঞ্চশিখ)

ধর্মিণামনাদিসংযোগাদ্ধর্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগঃ ॥ ২।২২ ॥ (পঞ্চশিখ)

প্রধানং স্থিত্যৈব বর্তমানং বিকারাকরণাদপ্রধানং স্যাৎ, তথা গত্যৈব বর্তমানং বিকারনিত্যত্বাদপ্রধানং স্যাদ্ উভয়থা চাস্য প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে নান্যথা, কারণান্তরেষ্বপি কল্পিতেষ্বেষ সমানশ্চর্চঃ ॥ ২।২৩ ॥

প্রধানস্যাত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিঃ ॥ ২।২৩ ॥ (শ্রুতি—ব্যাস)

উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ।
বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্ ॥ ২।২৮ ॥ (সংগ্রহকারিকা)

স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎসতে তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্তমানস্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতি ॥ ২।৩০ ॥
(আগম—বাচস্পতি মিশ্র)

শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ।
সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যমুক্তোঽমৃতভোগভাগী ॥ ২।৩২ ॥

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥ ২।৪২ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ)

মহামোহময়েনেন্দ্রজালেন প্রকাশশীলং সত্ত্বমাবৃত্য তদেবাকার্যে নিযুঙ্‌ক্তে ॥ ২।৫২ ॥
(পূর্বাচার্য—বিজ্ঞানভিক্ষু, আগমী—বাচস্পতি মিশ্র)

তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্য ॥ ২।৫২ ॥
(আগমী—বাচস্পতি মিশ্র)

চিত্তৈকাগ্র্যাদপ্রতিপত্তিরেব ॥ ২।৫৫ ॥ (জৈগীষব্য)

যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ততে।
যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্ ॥ ৩।৬ ॥

জলভূম্যোঃ পারিণামিকং রসাদিবৈশ্বরূপ্যং স্থাবরেষু দৃষ্টং তথা স্থাবরাণাং জঙ্গমেষু জঙ্গমানাং স্থাবরেষু ॥ ৩।১৪ ॥ (পূর্বাচার্য—বিজ্ঞানভিক্ষু)

নিরোধধর্মসংস্কারাঃ পরিণামোঽথ জীবনম্।
চেষ্টাশক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্মা দর্শনবর্জিতাঃ ॥ ৩।১৫ ॥ (সংগ্রহকারিকা)

ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ প্রাজাপত্যস্ততো মহান্।
মাহেন্দ্রশ্চ স্বরিত্যুক্তো দিবি তারা ভুবি প্রজা ॥ ৩।২৬ ॥ (সংগ্রহশ্লোক)

বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ॥ ৩।৩৫ ॥ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্)

তুল্যদেশশ্রবণানামেকদেশশ্রুতিত্বং সর্বেষাং ভবতি ॥ ৩।৪১ ॥ (পঞ্চশিখ)

একজাতিসমন্বিতানামেষাং ধর্মমাত্রব্যাবৃত্তিঃ ॥ ৩।৪৪ ॥ (পূর্বাচার্য—বিজ্ঞানভিক্ষু)

অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যম্ ॥ ৩।৪৪ ॥ (পতঞ্জলি)

মূর্তিব্যবধিজাতিভেদাভাবান্নাস্তি মূলপৃথক্ত্বম্ ॥ ৩।৫৩ ॥ (বার্ষগণ্য)

যে চৈতে মৈত্র্যাদয়ো ধ্যায়িনাং বিহারাস্তে বাহ্যসাধননিরনুগ্রহাত্মানঃ প্রকৃষ্টং ধর্মমভি-
নির্বর্তয়ন্তি ॥ ৪।১০ ॥ (আচার্য—বাচস্পতি মিশ্র)

গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্ ॥ ৪।১৩ ॥ (ষষ্টিতন্ত্র—বার্ষগণ্যরচিত)

ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাং নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো নোদধীনাম্।
গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে ॥ ৪।২২ ॥
(আগম—বিজ্ঞানভিক্ষু)

স্বভাবং মুক্ত্বা দোষাদ্ যেষাং পূর্বপক্ষে রুচির্ভবতি অরুচিশ্চ নির্ণয়ে ভবতি ॥ ৪।২৫ ॥
(পূর্বাচার্য—বিজ্ঞানভিক্ষু)

অন্ধো মণিমবিধ্যৎ তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ।
অগ্রীবস্তং প্রত্যমুঞ্চৎ তমজিহ্বোঽভ্যপূজয়ৎ ॥ ৪।৩১ ॥ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)

ভাষ্যোদ্ধৃত বচনগুলির মধ্যে কয়েকটি যে প্রাচীনযুগে প্রবাদবাক্যের ন্যায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল, হয়ত বহুকাল কোনও বিশেষ গ্রন্থভুক্ত ছিল না, তাহা অনুমেয়, দেখাও যাইতেছে যে কোন কোনটি সামান্য পরিবর্তিত হইয়া একাধিক পৌরাণিক গ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রত্যেকটি বচনই যে মূল ব্যাসভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। অতএব কেবল উদ্ধৃত বচনের উপর নির্ভর করিয়া এই ভাষ্যরচনার কালনির্ণয় করিতে যাওয়া সমীচীন নহে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	১১	কার্যচাঞ্চল্য	কার্য চাঞ্চল্য
৬২	৯	মৃতুপায়োঽপি	মৃদূপায়োঽপি
৬৫	১	কৈবলং	কৈবল্যং
৭২	৯	শব্দার্থ সম্বন্ধ	শব্দার্থসম্বন্ধ
৫৮০	৩০	অপাণ	অপান
৬৩০	৪	§ ২	§ ২৮
৬৯৩	২৬	৩।৫৫	৩।৫৭

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

১। **সরল সাংখ্যযোগ** (৫ম সং)—বহু সাংখ্যসূত্র এবং সমগ্র সাংখ্যকারিকা অন্বয় ও সরল বঙ্গানুবাদ সহ ব্যাখ্যাত। প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও পরমার্থতত্ত্ব ইহাতে সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে ধারাবাহিকরূপে বিবৃত হইয়াছে এবং **পঞ্চশিখাদীনাং সাংখ্যসূত্রম্**—ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সমেত। যোগভাষ্যে উদ্ধৃত সর্বপ্রাচীন দার্শনিক সূত্রগুলি সংগৃহীত ও ব্যাখ্যাত। মূল্য—টা. ৪.০০

২। **যোগকারিকা** (৩য় সং)—সমগ্র যোগসূত্র, কারিকা, অন্বয়, 'সরলা' টীকা ও বাংলায় প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সমেত। পাতঞ্জল দর্শন-শিক্ষার্থীর পক্ষে পরম সহায়ক। মূল্য—টা ৪.০০

৩। **যোগসোপান** (৪র্থ সং)—সমগ্র পাতঞ্জল যোগসূত্র, সূত্রের অন্বয় ও সরল ব্যাখ্যা সহিত। শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্য কর্তৃক সংকলিত। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য। মূল্য—টা ৪.০০

৪। **শ্রুতিসার** (পরিবর্ধিত ৩য় সং)—বেদ ও উপনিষদের বহু শ্লোক মূল ও অন্বয় সহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বিস্তৃত ভূমিকায় উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব সহজবোধ্য করা হইয়াছে। মূল্য—টা. ৪.০০

৫। **শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর অপূর্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত** (৬ষ্ঠ সং)—ধর্মরাজ্যের প্রকৃত আদর্শ, যোগের গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং সাধনপ্রণালী সুন্দররূপে গল্পচ্ছলে বিবৃত। মূল্য—টা ৪.০০

৬। **ধর্মচর্যা ও মনুসার** (সানুবাদ)—সনাতন ধর্মনীতির সার-সংগ্রহ। শ্লোকগুলি প্রধানতঃ মহাভারতের শান্তিপর্ব হইতে সংগৃহীত এবং বিষয় অনুযায়ী সজ্জিত। হৃদয়গ্রাহী উপদেশের একত্র সমাবেশ। মনুসারের শ্লোক মনুসংহিতা হইতে সঙ্কলিত। মূল্য—টা ২.০০

৭। **ধর্মপদম্** (৪র্থ সং)—শ্রীমদ্ ভগবদ্ গৌতম বুদ্ধ ভাষিত মূল পালি, তাহার সংস্কৃত শ্লোকে অনুবাদ এবং বঙ্গানুবাদ ও তৎসহ **অভিধর্মসার** সমেত অপূর্ব গ্রন্থ। দুরূহ শব্দাবলী পৃথক্ পাদটীকায় ব্যাখ্যাত। ভূমিকায় বৌদ্ধ ও আর্ষ দর্শনের তুলনামূলক সমালোচনা। মূল্য—টা ৯.০০.

৮। শান্তিদেব-কৃত **বোধিচর্যাবতার** (সানুবাদ নূতন সং)। বুদ্ধত্বলাভ করিবার আচরণ ও সাধন সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ। মৈত্রী করুণা আদি শীল আচরণ এবং স্মৃতি-সম্প্রজন্য সম্বন্ধে সাধকোচিত উপদেশ। **শৈবাদ্বৈতবাদ** সমেত। মূল্য—টা ৪.০০

৯। **কর্মতত্ত্ব** (পরিবর্ধিত ২য় সং)—আর্ষ ও বৌদ্ধ দর্শন যে কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। কর্ম ও তাহার পরিণামরূপ ফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত ব্যাখ্যা। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিক মত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত প্রভৃতির সহিত সাংখ্যীয় কর্মবাদের তুলনা ও মীমাংসা করা হইয়াছে। মূল্য—টা. ৪.০০

১০। **নিবন্ধগ্রন্থাবলী**—সম্পূর্ণ দার্শনিক নিবন্ধাবলী, সাংখ্যীয় প্রশ্নোত্তরমালা, গীতার নীতি ও মত, পরভক্তিসূত্রম্ (সানুবাদ), শিবোক্ত-যোগযুক্তিঃ (সানুবাদ) ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থের ও প্রবন্ধের সংগ্রহ পুস্তক। মূল্য—টা ৪.০০

প্রাপ্তিস্থান—কাপিল মঠ, পো: মধুপুর, জে: দেওঘর, বিহার।
কলিকাতার মহেশ লাইব্রেরী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে।

কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ—"* * * বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় যোগভাষ্য ও সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ ও আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনটিই ব্যাখ্যাবৈশদ্য, প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্পষ্টীকরণ এবং গ্রন্থের পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষাপূর্বক শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্যের উদ্ভেদন সম্বন্ধে স্বামীজীর ব্যাখ্যার সহিত উপমিত হইবার যোগ্য নহে। * * * বিচার ও স্বানুভূতির সহিত শাস্ত্রের সমন্বয়ের এরূপ দৃষ্টান্ত আজকাল একান্তই দুর্লভ। * * *"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, অধ্যাপক, সাংখ্য ও যোগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—"* * * গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং মোক্ষসাধনে উৎসর্গীকৃত-জীবন, তীব্র বৈরাগ্যবান্, অসাধারণ প্রতিভাশালী এবং সুদীর্ঘকালব্যাপি-সাধনবান্, একনিষ্ঠ তত্ত্বদর্শী যোগী বলিয়াই তিনি এইরূপ সাধনসম্বন্ধীয়, অজ্ঞাতপূর্বতত্ত্বযুক্তিপূর্ণ, বিশুদ্ধ, গভীর ও অনবদ্য দার্শনিক গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন। সাংখ্যযোগ সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগাধ্যক্ষ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—"* * * অত্র মহানুভাবস্য সঙ্কলয়িতুর্গম্ভীরার্থপ্রকাশনে অনন্যসাধারণং প্রাবীণ্যমুপলক্ষিতম্। ভাষা চাস্য প্রসাদমাধুর্যগাম্ভীর্য-সমলঙ্কৃতা সর্বথা প্রশংসনীয়ৈব। পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রমবগন্তুং প্রযতমানানাং বঙ্গীয়পাঠকানাময়ং গ্রন্থো মহতে খলূপকারায় প্রভবিষ্যতীতি অত্র নাস্তি বিপ্রতিপত্তিরিতি।"

পণ্ডিত হরিহর শাস্ত্রী, অধ্যাপক কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—"* * * সঙ্কলয়িতুর্যোগানুষ্ঠানগরিষ্ঠত্বাৎ প্রাচ্য-প্রতীচ্যদর্শন-নিষ্ণাতত্বাচ্চ গ্রন্থোঽয়ং পণ্ডিতানামপি কিমুত বিদ্যার্থিনাং নিতরামুপকরিষ্যতীতি মে সুদৃঢ়ো বিশ্বাসঃ সমুৎপদ্যমানো বিদ্যতে।

* * * দুরধিগমযোগারণ্যে ব্যাপারেণানেন ঘণ্টাপথনির্মাণমনুষ্ঠিতমারণ্যমহোদয়েনেতি ন খলু বিরুদ্ধং বচঃ। কস্যামপি ভাষায়াং যোগদর্শনস্যৈতাদৃশঃ পরমোপযোগী সন্দর্ভো নাদ্যাপি প্রকাশিত ইতি গ্রন্থস্যাস্যাঽনুশীলনেনৈব স্বয়মনুভবিষ্যন্তি শাস্ত্ররসিকাঃ।"

সাহিত্যদর্শনাচার্য গোস্বামী দামোদর শাস্ত্রী তর্করত্ন ন্যায়রত্ন, কাশী—"* * কাপিলমঠমধ্যাসীনৈঃ পরিব্রাজক-শ্রীমৎস্বামি-হরিহরানন্দারণ্য-মহোদয়ৈর্বঙ্গভাষয়া যোগভাষ্যমনুবদদ্ভিষ্টীকয়ন্তিশ্চ বৈশদ্যেন টিপ্পনয়দ্ভিশ্চ প্রকাশিতং নিবন্ধং বহুত্রালোচ্য সমধিগত্য চৈনেনোক্ত-স্বামিনাং গ্রন্থোপপাদনশৈলীং লোকভাষয়া দুরূপপাদবিষয়াণামপি স্ববগমনাসরণিম্ অনপূর্বাভিরপি প্রতীচ্যপ্রক্রিয়াভিরপূর্বায়মাণী-কৃত্য প্রদর্শিতাভিঃ স্বানুভবেপজ্ঞ-প্রকারোপস্কৃতিপারিপাট্যৈনানিতরসাধারণেন জিজ্ঞাসুসংশয়মুষ্টিন্ধম-যুক্তিনিকরেণ চ প্রসাদ্যমান-মানসশ্চিরং লোকানুপকুর্বন্নয়ং নিবন্ধো জগদীশ্বরানুকম্পয়া জয়তাদিতি কাময়মানো বিরমতি মুধা বিস্তরাদিতি শম্।"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌম, ভট্টপল্লী—"পণ্ডিতপ্রবরস্য স্বামিনো গভীরবিদ্যাবুদ্ধি-নৈপুণ্যমনুভূয় সুপ্রীতেন ময়া তাবদিদমুচ্যতে গ্রন্থোঽয়ং যোগজিজ্ঞাসূনাং পণ্ডিতানামুপকারিতয়াতীব-সমাদরভাজনং ভবিতুমর্হতি।"

মহামহোপাধ্যায পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি, রাজপণ্ডিত, ত্রিপুরা—"* * * যোগদর্শন (বা যে কোন দর্শন) এমন আকারে এমন প্রকারে কেহই এতদিন প্রকাশ করেন নাই, যোগতত্ত্ব বুঝাইতে এ গ্রন্থে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বর্তমান কালের সম্পূর্ণ উপযোগী ও অনুকূল। অধিক কি বলিব অন্যনিরপেক্ষ হইয়াও এ গ্রন্থ আয়ত্ত করা যাইতে পারে, এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাবিশেষনাদি করা হইয়াছে। এ গ্রন্থের আদর না করিবেন এমন পণ্ডিত, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত বা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু নাই। যদি থাকেন তিনি হতভাগ্য, তাঁহার মঙ্গল বহুজন্মে সাধ্য।"

মহামহোপাধ্যায পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ—"* * * ইদানীন্তন কালে যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক অনুবাদই শব্দানুবাদ, শব্দানুবাদ দ্বারা মূলের তাৎপর্যাবগতির সম্ভাবনা নাই। পরন্তু আপনার প্রকাশিত অনুবাদ সেরূপ নহে। ইহা প্রকৃতই অর্থানুবাদ; * * * বলা বাহুল্য, আপনার এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।"

যোগদর্শনস্থ 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' পড়িয়া পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ—"যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম, গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। নব্য সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকারী হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বলিতে কি আমি যে সাংখ্যবঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছি তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক উৎকৃষ্ট।"

'কাল ও দিক্ বা অবকাশ' নামক পুস্তিকা সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—"* * * লেখক স্বয়ং শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে দিক্ ও কালের স্বকীয় সিদ্ধান্তকে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও স্বানুভূতির সহিত সুদৃঢ় যুক্তিপরম্পরায় প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সুমহৎ ঐক্যে বাংলা ভাষায় যে এই জাতীয় মৌলিক দর্শনগ্রন্থের উদ্ভব হইতে পারে পূর্বে তাহা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। * * * পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার গুণের ইয়ত্তা নাই।"

ডঃ সতীশচন্দ্র বাগচী, LL. D., Bar-at-Law, প্রিন্সিপ্যাল, কলিকাতা ইউনিভারসিটি ল কলেজ—"পুস্তিকাখানি আকারে ছোট, কিন্তু এত অল্পপরিসর পুস্তকে এরূপ দুরূহ ব্যাপারের এমন সরল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যাহা ইহার পূর্বে বাংলা ভাষায় কেহই করিতে পারেন নাই। * * * এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।"

YOGA PHILOSOPHY OF PATANJALI (3rd. Ed.)—যোগদর্শনের ইংরাজী অনুবাদ (৪র্থ পাদ পর্যন্ত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—টা. ১২৫

Dr. Leo M. A. Fleischer, M. D. (Prague) [To Cal Univ.]—"I am told that there is a book * * * on Patanjali's Yoga Darshana by Hariharananda Aranya * * * I would like to know whether this book is translated in English. If not, please try to have it translated by a proper man, so that such an important and valuable work can be made use of by all people knowing English * * * I am told by learned people who have studied that book that it is an excellent commen-

tary on Patanjali's Yoga Darshana, far superior to any other book on this subject * * *"

Sirdar UMRAOSINGH SHER GIL—"Permit me to say that the Calcutta University has done a very meritorious thing in publishing the monumental work of the Samkhya Yogacharya * * * in Bengali. The revered author does not stand in need of appreciation from any one, but as one who has devoted over fifty years to the study of Yoga Philosophy * * * you will let me say that his work based on a deep contemplation of the subject has far surpassed anything written by the great commentators of olden times * * *

For this reason I would beg to suggest that this great work on Yoga deserves to be translated into the English language through which it can be of use to many scholars * * * all over the world * * *"
